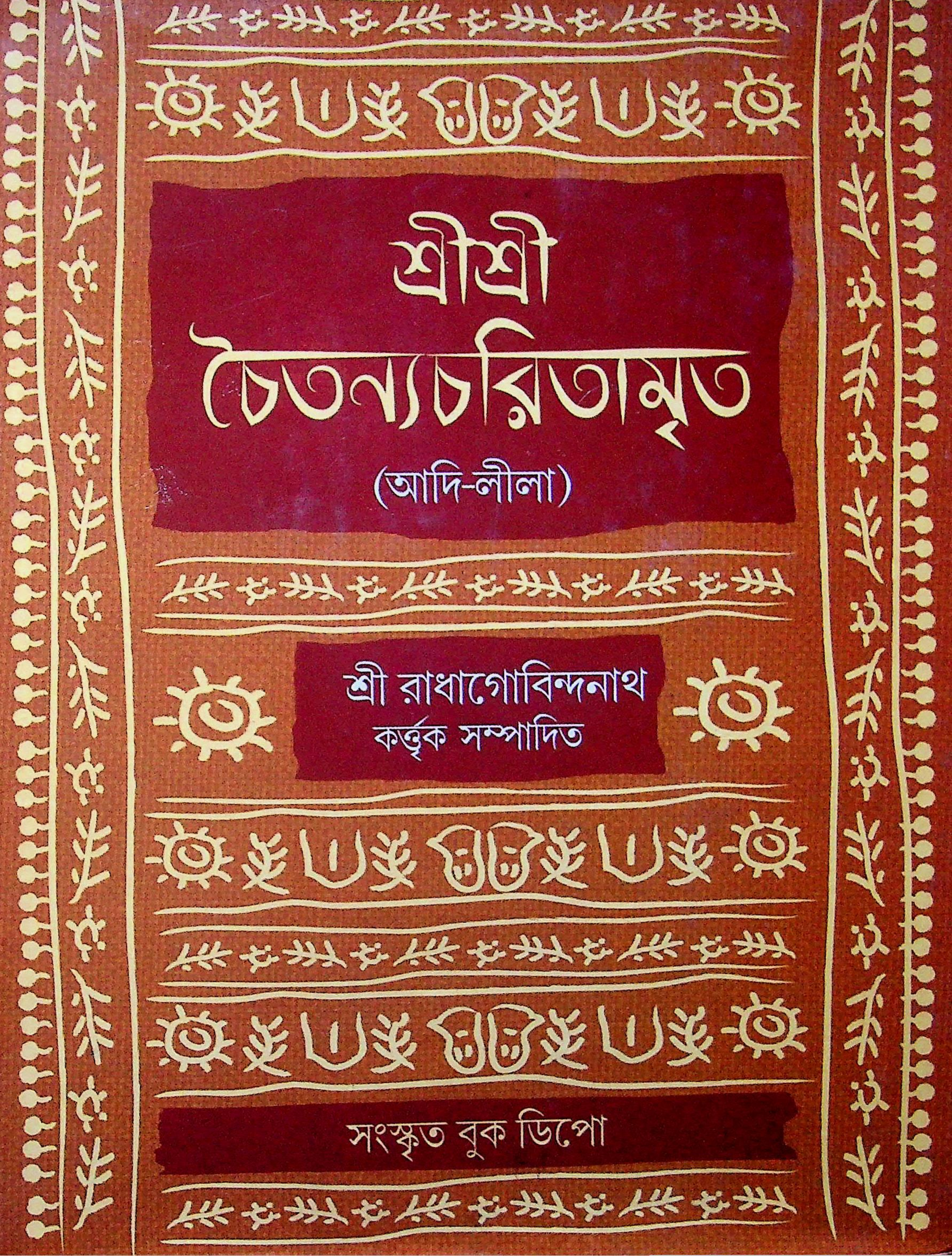

শ্রীশ্রী

চৈতন্যচরিতামৃত

(আদি-লীলা)

শ্রী রাধাগোবিন্দনাথ
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

সংস্কৃত বুক ডিপো

বইঘর
পুস্তক ও ধর্মগ্রন্থ বিক্রেতা
নবদ্বীপ, নদীয়া
মো:- ৮৬৪২৮৮৪৮৭৩

[illegible]

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আদি-লীলা

পূজ্যপাদ
শ্রীলকৃষ্ণদাসকবিরাজগোস্বামি-বিরচিত

কুমিল্লা-ভিক্টোরিয়া-কলেজের এবং পরে চৌমুহনী-কলেজের
ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ
কর্তৃক সম্পাদিত
এবং
তৎকর্তৃক লিখিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় স্ফুরিত
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা-সম্বলিত
সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত
চতুর্থ সংস্করণ

বইঘর
পুস্তক ও ধর্মগ্রন্থ বিক্রেতা
নবদ্বীপ, নদীয়া
মোঃ- ৮৬৪২৮৮৪৮৭৩

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশক :
শ্রীঅভয় বর্মন
সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দ।

মূল্য : ৮০০ টাকা

মুদ্রণে :
দি নিউ জয়কালী প্রেস
১/১, দীনবন্ধু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-প্রীতয়ে রসরাজ-মহাভাব-স্বরূপায়

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরায় সমর্পণমস্তু

BAIGHAR
Book Seller
Santosh Kr Sana
Poramatala Road Nabadwip
(Near Mahapravu Para)
Mob- [illegible]

তৃতীয় সংস্করণে নিবেদন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় এবং ভক্তবৃন্দের আশীর্ব্বাদে শ্রীগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে আদিলীলা প্রকাশিত হইল। মধ্য এবং অন্ত্যলীলা প্রকাশেও যাহাতে অযথা বিলম্ব না হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। এখন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা।

এই সংস্করণে গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা স্থলবিশেষে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; ফলে কেবল আদিলীলার কলেবরই দ্বিতীয় সংস্করণের এক অষ্টমাংশ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই সংস্করণের ভূমিকাতেও কয়েকটী নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে; তাই ভূমিকার কলেবরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ছাপাখরচ এবং কাগজের মূল্য, দ্বিতীয় সংস্করণের সময় যাহা ছিল, এখন তাহার প্রায় চারি পাঁচ গুণ অধিক। তাই গ্রন্থপ্রকাশের ব্যয় এবার অনেক বেশী পড়িতেছে। তজ্জন্য গ্রন্থের মূল্যও এবার বেশী। তবে, এই আয়তনের গ্রন্থের বাজার-মূল্য আজ কাল যাহা দেখা যায়, তাহা অপেক্ষা অনেক কমই হইয়াছে। আদিলীলার খরচ পড়িয়াছে প্রতিখণ্ডে সাত টাকা। গ্রন্থ-সম্পাদকের নিকট হইতে যাহারা নিবেন, তাঁহারা এই সাত টাকাতেই পাইবেন। পুস্তক-বিক্রেতাদের নিকট হইতে নিলে আট টাকা লাগিবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভেই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কাগজাদির অভাবে তাহা সম্ভব হয় নাই। যুদ্ধাবসানের পরেও ঐরূপ অবস্থা কিছুকাল চলিয়াছিল। এখনও যে কাগজ নিতান্ত সুলভ, তাহা নয়। যাহা হউক, অত্যধিক ব্যয় এবং অর্থের অভাবের কথা চিন্তা করিয়া গ্রন্থপ্রকাশের ইচ্ছাকে অনেক দিন পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা করিতে সাহসী হই নাই। শ্রীমন্ মহাপ্রভু অপ্রত্যাশিতভাবে কার্য্যারম্ভের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীগ্রন্থের প্রথম সংস্করণ “ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার-ভাণ্ডারের” নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই ভাণ্ডারের সম্বল কিছুই ছিল না। শ্রীগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য বহুলোকের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া, শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের কৃপাভাজন স্বীয় নাম-প্রকাশে অসম্মত জনৈক উদারচেতা ভদ্রলোক প্রধানতঃ এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া উক্তভাণ্ডারে দশ হাজার টাকা দান করার প্রস্তাব করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুরই প্রেরণা মনে করিয়া আমরা তাহাতে সম্মত হই। তদনুসারে উক্ত “ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার-ভাণ্ডার” একটা ট্রাষ্টফণ্ডে পরিণত হইয়াছে এবং তাহার পরিচালনের জন্য কয়েকজন ট্রাষ্টীও মনোনীত হইয়াছেন। তাঁহারাই গ্রন্থপ্রকাশাদিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা করিতেছেন ও করিবেন। এই ভাণ্ডার হইতে টাকা লইয়া গ্রন্থপ্রকাশের কার্য্য আরম্ভ হইবে এবং বিক্রয়লব্ধ সমস্ত টাকাই উক্ত-ভাণ্ডারে জমা হইবে—ইহাই ট্রাষ্টের প্রধান সর্ত্ত। উল্লিখিত ভদ্রলোকের এই অযাচিত কৃপাই শ্রীগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সূচনা করিয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাধারা তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হউক, ভক্তবৃন্দের আশীর্ব্বাদে তাঁহার চিত্ত ভক্তিরসে আপ্লাবিত হউক, ইহাই প্রার্থনা।

যাহা হউক, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া উক্ত দশ হাজার টাকা দ্বারা কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আদিলীলা প্রকাশ করিতেই তাহার অনেক বেশী খরচ হইয়া গিয়াছে। এবার এক এক লীলা এক এক খণ্ডে এবং ভূমিকা পৃথক্ একখণ্ডে প্রকাশ করার ইচ্ছা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে গ্রাহকবৃন্দ অনুগ্রহপূর্ব্বক অগ্রিম মূল্য দিয়া গ্রন্থপ্রকাশের আনুকূল্য করিয়াছেন। এবারেও তদ্রূপ অনুগ্রহ প্রাপ্তির ভরসাতেই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কি ইচ্ছা জানি না।

শ্রীগ্রন্থের বর্ত্তমান সংস্করণে ইষ্টল্যাণ্ড প্রিণ্টার্সের কর্ত্তৃপক্ষ এবং আরও কয়েকজন সহৃদয় বন্ধুর বিশেষ সহানুভূতি এবং সহযোগিতা পাইতেছি। শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহাদের প্রতি কৃপা করুন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় গ্রন্থ-সম্পাদন-উপলক্ষে ভক্তবৃন্দের সেবার যে একটু সুযোগ পাইয়াছি, তাহা আমার পরম-সৌভাগ্য। আমার ন্যায় অভাজনের প্রতি ভক্তবৃন্দ যে অজস্র কৃপাধারা বর্ষণ করিতেছেন, তাহা কেবল তাঁহাদের পতিত-পাবন-গুণেরই পরিচায়ক। তাঁহাদের এবং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপার সম্মিলিত গঙ্গাযমুনাধারা এ অধমের চিত্তমরুর উপর দিয়া যাহা প্রবাহিত করিয়া নিয়াছেন,—রসিক-ভক্তকুল-মুকুটমণি পূজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীর চরণকমলে এবং পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব-পরমগুরুদেবাদির শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক—তাহাই গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকাতে সংগ্রহ করার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু অনাদিকাল-সঞ্চিত কল্মষস্তূপের অন্তরালে অবস্থিত এ দীনহৃদয় তাহাও সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাই অনেক ত্রুটী-বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে। এই অপরাধের জন্য ভক্তবৃন্দের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীগ্রন্থের পাঠকবৃন্দের এবং সমগ্র ভক্তবৃন্দের চরণে দণ্ডবৎ-প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থারম্ভে কবিরাজ-গোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি, তিনি যেন কৃপা করিয়া তাহাই এখন আর একবার বলেন—"সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ।"

ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার-ভাণ্ডার,
১১নং সুরেন্ ঠাকুর রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।
১লা শ্রাবণ, শ্রীশ্রীহরিবাসর, ১৩৫৫ সন।

ভক্তপদরজঃ-ভিকারী
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

দ্বিতীয় সংস্করণে নিবেদন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় এবং ভক্তবৃন্দের আশীর্ব্বাদে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে সমগ্র গ্রন্থই এক সঙ্গে প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু গ্রাহকবর্গের আগ্রহাতিশয্যে তাহা সম্ভব হইল না। খণ্ডশঃই প্রকাশ করিতে হইল।

প্রথম সংস্করণে সংস্কৃত-শ্লোক-সমূহের কেবল বঙ্গানুবাদ মাত্র দেওয়া হইয়াছিল; এবার শ্লোকের অন্বয়, অন্বয় মধ্যে প্রতি শব্দের বাঙ্গালা অর্থ, শ্লোকের সংস্কৃত টীকা, শ্লোকের বিস্তৃত বাঙ্গালা ব্যাখ্যা এবং শ্লোকের সহিত পূর্ব্ব-পয়ারাদির সম্বন্ধাদিও সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থের পূর্ব্বার্দ্ধের টীকা খুব সংক্ষিপ্ত ছিল; এবারে তাহাও যথাসম্ভব বিস্তৃত করা হইয়াছে; শেষার্দ্ধের টীকাও যথাসাধ্য সংশোধিত করা হইয়াছে। গ্রন্থশেষে একটা পরিশিষ্টও দেওয়া হইয়াছে। ভূমিকাও পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বিস্তৃত করা হইয়াছে। এসমস্ত কারণে এবার গ্রন্থের কলেবর অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। পূর্ব্ব সংস্করণে ডাবল ফুলস্কেপ আট পেজি ফর্ম্মায় গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল; এবার ডাবল ক্রাউন আট পেজি করা হইয়াছে।

এই সংস্করণের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, পয়ার সমূহের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে; তাহাতে পয়ারের উল্লেখের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। টীকায় যে শব্দগুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেগুলি বেশ মোটা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে, যেন সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকার শেষ ভাগে টীকাকারের নাম লিখিত হইয়াছে। যে টীকায় এইরূপ নাম নাই, তাহা গৌরকৃপাতরঙ্গিণী-টীকার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে।

অনেক গুলি গ্রন্থের পাঠ মিলাইয়া পাঠ দেওয়া হইয়াছে। টীকার মধ্যে পাঠান্তরের উল্লেখ এবং ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীর শ্রীপাটে বহু প্রাচীন একখানি হস্তলিখিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আছে; ইহা মূল গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রতিলিপি বলিয়া কথিত হয়। বর্দ্ধমান জেলার বহরাণ-নিবাসী শ্রদ্ধেয় পরমভাগবত শ্রীযুত সত্যকিঙ্কর রায় মহাশয়ের অনুগ্রহে উক্ত গ্রন্থের পাঠ সংগ্রহ করার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে। রায় মহাশয়ের নিকটে আমার সশ্রদ্ধ-কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। নোয়াখালী জেলার লেমুয়াবাজার-নিবাসী, বৈষ্ণব-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী আমার পরম সুহৃৎ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় গৌরকৃপাতরঙ্গিণী-টীকার পাণ্ডুলিপি একবার দেখিয়া দিয়া আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার নিকটে আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। *

গ্রন্থ-প্রকাশে অনেক বৈষ্ণবই এ অধমকে আশীর্ব্বাদ ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন; তাঁহাদের সকলের চরণেই আমার সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় একখানা গ্রন্থের টীকা প্রণয়নে আমার যে কোনও যোগ্যতাই নাই, তাহা প্রথম-সংস্করণের নিবেদনেই জানাইয়াছি। এই সংস্করণেও আবার সকলের চরণে নিবেদন করিতেছি—আমার ত্রুটীর অন্ত নাই; আমার মত লোকের নিকটে ত্রুটী ব্যতীত অপর কিছু কেহ আশাও করিতে পারেন না। পরম-করুণ পাঠকবৃন্দ নিজগুণে এ অধমের ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন—ইহাই তাঁহাদের চরণে প্রার্থনা।

ভক্ত-পদরজঃ-প্রার্থী

কুমিল্লা
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ
২৮।১।৩৬

---

* আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্তই তিনি পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম চারি পরিচ্ছেদে একটী খণ্ড প্রকাশ করার সময় এই নিবেদন লিখিত হইয়াছিল।

প্রথম সংস্করণে নিবেদন।

আমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য সাধনভজনহীন বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় একখানা গ্রন্থের টীকা লিখিতে যাওয়া যে কেবল ধৃষ্টতা ও অনধিকার-চর্চ্চা তাহা নহে, পরন্তু ইহাতে যেন গ্রন্থের গুরুত্বের প্রতিও কিঞ্চিৎ অমর্য্যাদা দেখান হয়। তথাপি দু'একজন স্নেহান্ধ-বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে আমাকে এই অনধিকার-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। অদোষদর্শী ভক্তবৃন্দ এই অধমের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, ইহাই তাঁহাদের চরণে প্রার্থনা।

কোনও বিশেষ কারণে লিখিত টীকার নাম "গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা" দিতে ইচ্ছা হইল; তাই ঐ নামই দেওয়া হইল; ইহাতেও অধমের ধৃষ্টতাই প্রকাশ পাইতেছে। অন্যান্য ধৃষ্টতার সঙ্গে এই ধৃষ্টতাটুকুও ভক্তবৃন্দ মার্জ্জনা করিবেন—ইহাই প্রার্থনা।

প্রথমে খুব সংক্ষেপে সামান্য কিছু টীকা লিখারই সঙ্কল্প ছিল; আরম্ভও করা হইয়াছিল সেই ভাবেই; কিন্তু সহৃদয়-গ্রাহকগণের কৃপাদেশে টীকা একটু বাড়াইতে হইয়াছে। তথাপি অন্ত্যলীলা সংক্ষেপে সারিবার সঙ্কল্প ছিল; গ্রাহকগণের স্নেহময় আদেশে সে সঙ্কল্পও রক্ষা করিতে পারি নাই। টীকা লেখায়ও অধমের কৃতিত্ব কিছুই নাই; মহানুভব ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের কৃপাশক্তিদ্বারা যাহা লিখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি; নিজের অযোগ্যতাবশতঃ তাহাও হয়তো সকল স্থলে ঠিক মত লিখিতে পারি নাই। ভুলভ্রান্তি হয়তো যথেষ্টই রহিয়াছে—হয়তো কেন, রহিয়াছেই, বিশেষতঃ প্রথমাংশে। ইচ্ছা ছিল, যথাসাধ্য একটা শুদ্ধিপত্র দিব; কিন্তু গ্রন্থের শেষ দেখার নিমিত্ত গ্রাহকদের অধৈর্য্যবশতঃ তাহাও হইয়া উঠিল না।

ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে এই অধম অপ্রত্যাশিতরূপেই বিশেষ কৃপা পাইয়াছে। গ্রন্থের মুদ্রনকার্য্য শেষ হইবার অনেক পূর্ব্বেই এই সংস্করণের সমস্ত গ্রন্থ অগ্রিমমূল্যে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। তাহার পরেও গ্রন্থ পাঠাইবার জন্য যত আদেশ পাইয়াছি, গ্রন্থ দিতে পারিলে এতদিনে বোধ হয় আরও এক হাজার গ্রন্থ বিক্রয় হইয়া যাইত। যাহাহউক, দ্বিতীয় সংস্করণের [illegible] কার্য্যও ইতঃপূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে। এবার প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা কোন কোন বিষয় বেশী থাকিবে; গ্রন্থের পূর্ব্বার্দ্ধেরও বিস্তৃত টীকা দেওয়া হইতেছে। গ্রন্থ অনেক বড় হইবে, প্রকাশিত হইতে একটু বিলম্ব হওয়ারই সম্ভাবনা। গ্রাহকদিগকে খণ্ডে খণ্ডে গ্রন্থ দেওয়ার অনেক অসুবিধা। দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা করার ইচ্ছা নাই। খণ্ড করিলেও এক এক লীলার এক এক খণ্ড করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বসঙ্কল্প অনুসারে গ্রন্থের আয়তন বেশী বড় হইত না। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলাগ্রন্থ বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থলাভ করার ইচ্ছাও ছিলনা, তাই খরচের অনুমান করিয়া প্রথমে অল্প মূল্য (১৷৷৵০) ধার্য্য করা হইয়াছিল। তখনও অনেকে কৃপা করিয়া গ্রাহক হইয়াছিলেন। তারপর যখন ক্রমশঃ টীকা কিছু বাড়ান হইল, ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনায় মূল্যও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া চারিটাকায় স্থির হইল। চারিটাকা মূল্যেই যখন প্রায় সমস্ত গ্রন্থের জন্য গ্রাহক পাওয়া গেল, তখনই অন্ত্যলীলার টীকা বাড়াইতে হইল, তাহাতে খরচও বাড়িয়া গেল; কিন্তু অবিক্রীত গ্রন্থ আর না থাকায় মূল্য বাড়াইতে পারা গেলনা। প্রতিগ্রন্থে চারিটাকার অনেক বেশী খরচ পড়িয়াছে। অধিকন্তু বিনামূল্যের এবং অর্দ্ধমূল্যের গ্রাহকও কিছু আছেন। ফলতঃ এই সংস্করণে অনেক টাকা ক্ষতি-হইয়াছে। আমার মত অবস্থার লোকের পক্ষে এত টাকার ক্ষতি সহজ ব্যাপার না হইলেও এই শ্রীগ্রন্থ-প্রকাশ-উপলক্ষে আমার ভাগ্যে সহৃদয় ভক্তবৃন্দের যে অজস্র কৃপালাভ ঘটিয়াছে, তাহাতেই আমি পরম-পরিতুষ্ট।

আমার ত্রুটীর অন্ত নাই, আমার মত লোকের নিকটে ত্রুটী ব্যতীত অপর কিছু কেহ আশাও করিতে পারেন না। পরম-করুণ ভক্তবৃন্দ নিজগুণে এ অধমের ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন—ইহাই তাঁহাদের চরণে প্রার্থনা।

কুমিল্লা
১০।৩।৩৪

ভক্তপদরজঃপ্রার্থী
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

আদিলীলার সূচীপত্র।

বিষয় পত্রাঙ্ক

প্রথম পরিচ্ছেদ

গুর্ব্বাদি-নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ ১
সামান্য-নমস্কারের লক্ষণ ২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দের বন্দনা, বিশেষ নমস্কার-লক্ষণ, বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণাত্মক শ্লোক ৩
আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণাত্মক শ্লোক ৫
অনর্পিতচরীং-শ্লোক-ব্যাখ্যা (তৎ প্রসঙ্গে শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্লোকদ্বারা আশীর্ব্বাদের হেতু, হরি-শব্দের দুইরকম মুখ্য অর্থ, জীবের চরমতম কাম্য, দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশের তাৎপর্য্য, গৌরকরুণার বৈশিষ্ট্য—করুণার মাধুর্য্য ও উল্লাস, ইত্যাদি) ৬
গৌরের স্বরূপ প্রকাশক শ্লোক ১৯
গৌর-অবতারের মূল-প্রয়োজনাত্মক শ্লোক ২১
শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বাত্মক শ্লোক ২২
শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্বাত্মক শ্লোক ২৫
পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্লোক ২৬
শ্রীকৃষ্ণলীলায় পঞ্চতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণ বন্দনা ২৭
দীক্ষাগুরুর তত্ত্ব ৩৬
শিক্ষাগুরু-স্বরূপ শিক্ষাগুরুতত্ত্ব-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকী ব্যাখ্যা ৪৩
সৃষ্টির পূর্ব্বে সপরিকর ভগবানের অবস্থিতি ৪৭
মায়ার স্বরূপ ৫০
মুখ্য জিজ্ঞাসা, ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ৫৫
সৎসঙ্গ-মাহাত্ম্য ৬৮
শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণকায়ব্যূহ ৮১
অবতারাদির সামান্য কথন ৮২
পরম-ধর্ম্মের লক্ষণ ৮৬
কৃষ্ণভক্তির বাধক কর্ম্মাদি ৮৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বস্তু নির্দ্দেশক শ্লোকব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্বনিরূপণ ৯৯
প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকথন ১০১

বিষয় পত্রাঙ্ক

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পূর্ণ-ভগবান্—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষ ১০৩
অদ্বয় তত্ত্ব ১০৪
ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি—ইহার তাৎপর্য্য, উপাসনানুসারে পরতত্ত্বের অনুভব ১০৭, ১১৬
একই পরমাত্মার বিভিন্ন দেহে অবস্থিতি ১১৩
উপাসনা-ভেদে অনুভবের পার্থক্য ১০৭, ১১৬
পরব্যোমাধিপতি-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ অংশ, শ্রীকৃষ্ণ মূল নারায়ণ ১১৭
তুরীয়ের লক্ষণ, উপাধি ১২৬
তিন পুরুষের মায়াতীতত্ব ১২৮
শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বসম্বন্ধে বিরুদ্ধমতের খণ্ডন ১৩০
শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্ত্বা-বিচার ১৩৪
অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ-দোষের পরিচয় ১৪৩
মহাপুরাণের লক্ষণ ১৪৪
শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়তত্ত্ব ১৪৬
ছয়রূপে কৃষ্ণের বিলাস; বিভিন্ন গ্রন্থমতের সমালোচনা ১৪৮
বাল্য ও পৌগণ্ড কৃষ্ণস্বরূপের ধর্ম্ম ১৫০
কৃষ্ণ অনন্তরূপে একরূপ ১৫১
চিচ্ছক্তির বৈভব ১৫২
মায়াশক্তির বৈভব ১৫৩
জীবশক্তি ১৫৫
কৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্ত্বাবিচারের উপসংহার ১৫৭
কৃষ্ণসম্বন্ধে বিবিধ মত-খণ্ডনের উপসংহার ১৫৯
সিদ্ধান্ত-জ্ঞানের উপকারিতা ৬১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যাবতারের সামান্যকারণ-কথন ১৬৪
গোলোক-বিবরণ ১৬৪
স্বয়ংভগবানের অবতরণের সময়-নিয়ম ১৬৫
প্রকট ও অপ্রকট প্রকাশ, নিত্যপরিকরগণ ১৬৫

বিষয় পত্রাঙ্ক

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ব্রহ্মার দিনের পরিমাণ, চতুর্দ্দশ মনু ১৬৬
চারিভাবের প্রেমনির্য্যাস-আস্বাদন ১৬৭
প্রকটলীলার অন্তর্দ্ধানের তাৎপর্য্য, ভগবানের ন্যায় পরিকরদেরও বহুরূপে প্রকাশ ১৬৮
ভক্তিবিনা জগতের নাহি অবস্থান ১৬৯
বিধিভক্তি, তদ্দ্বারা ব্রজভাবের অপ্রাপ্তি ১৭০
জগতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্য কেন ১৭০
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেম ১৭১, ২৪৩
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমূলক সাধনে চতুর্ব্বিধামুক্তি ১৭২
সার্ষ্টি-সারূপ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তি ১৭৩
যুগধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তন ১৭৪
কলিতে নামসঙ্কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য ১৭৫
চারিভাবের ভক্তিদান-সঙ্কল্প ১৭৫
লোকসংগ্রহার্থ ভগবানের কর্ম্ম ১৭৮
কৃষ্ণব্যতীত অপর কেহ প্রেমদানে অসমর্থ ১৭৯
প্রকটলীলার নিত্যত্ব, কৃষ্ণলীলান্তর্দ্ধানের পরে গোলোকে বসিয়া গৌরলীলার প্রকটনবিষয়ে সঙ্কল্পের বিচার ১৮১
ধামপ্রকটনের তাৎপর্য্য, অস্মদ্দৃশ্যধামের বিবরণ ১৮২
গৌরের বিশ্বম্ভর-নামের সার্থকতা ১৮৪
আসন্ বর্ণাঃ—শ্লোকের অর্থ, তৎপ্রসঙ্গে কৃষ্ণের ও গৌরের স্বয়ংভগবত্তা-বিচার, যুগাবতারত্বখণ্ডন, দ্বাপরের উপাস্য শ্যামের স্বয়ং-ভগবত্তাবিচার, যথাশ্রুত-অর্থ ও গূঢ়ার্থ ১৮৫
কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলায় সম্বন্ধ, গৌরের পীতবর্ণধারণসম্বন্ধে বিচার ১৯৪
মহাপুরুষের লক্ষণ ১৯৬
মহাভারতে গৌর-অবতারের প্রমাণ ১৯৮
কৃষ্ণবর্ণংত্বিষাকৃষ্ণং-শ্লোকের অর্থ-প্রসঙ্গে গৌরের স্বয়ংভগবত্ত্বার ও রাধাভাবকান্তি দ্বারা আচ্ছাদিতত্বের প্রমাণ ২০০
গৌরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিই অস্ত্র-পার্ষদ ২০৭
গৌর সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক ২১৩
অশ্বমেধ-যজ্ঞ অপেক্ষা নামের প্রভাব অধিক ২১৪
উপপুরাণে গৌরের অবতার কথা ২১৬
অভক্তের পক্ষে ভগবদনুভব অসম্ভব ২১৭

বিষয় পত্রাঙ্ক

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভক্তের নিকটে ভগবান্ আত্মগোপনে অসমর্থ ২১৮
ভগবানের জগতে অবতরণের প্রকার ২২১
কৃষ্ণাবতারের জন্য অদ্বৈতের সাধন ২২২
ভগবানের ভক্তবাৎসল্য, আত্মপর্য্যন্ত দান ২২৫
অদ্বৈতের আরাধনা গৌর অবতারের কিরূপ হেতু, তাহার বিচার ২২৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গৌর-অবতারের মূল প্রয়োজন বর্ণনাত্মক শ্লোক ২৩১
ভূভারহরণ কৃষ্ণাবতারের বহিরঙ্গ কারণ ২৩১
ভূভার-হরণ বিষ্ণুর কার্য্য ২৩২
পূর্ণ ভগবানের মধ্যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ ২৩৩
গৌরের বিগ্রহে তাহার প্রমাণ-প্রকটন ২৩৩
কৃষ্ণাবতারের মুখ্য কারণ সম্বন্ধে আলোচনা ২৩৪
ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে ভগবানের প্রীতি হয় না ১৭১, ২৪৩
শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতিত্বহীনতা ২৪৩
শুদ্ধভক্তের লক্ষণ ২৪৬
ভগবানের শুদ্ধপ্রেমবশ্যতা ২৪৮
ভক্তের প্রেমলাভে কৃষ্ণের কৃতার্থতাজ্ঞান ২৪৯
কৃষ্ণপ্রেয়সীদের তিরস্কারেও কেন আনন্দ ২৫১
কৃষ্ণপরিকরদের নিত্যত্ব, অপ্রকটের নিত্যপরিকরদের সঙ্গেই প্রকটে অবতরণ ২৫২
প্রকটের ঔপপত্য সম্বন্ধে বিচার ২৫৪
অবাস্তব ঔপপত্যে কিরূপে রসাস্বাদন সম্ভব ২৫৭
ঔপপত্যভাবের প্রভাব ২৫৮
প্রকটের লীলারসের বৈশিষ্ট্য ২৫৯
রসনির্য্যাসাস্বাদন-ব্যপদেশে সর্ব্বভক্তের প্রতি অনুগ্রহ ২৬০
ভগবল্লীলানুকরণের অবৈধতাবিচার ২৬৪
যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন গৌর-অবতারের কারণ নহে ২৬৮
আস্বাদনের ব্যপদেশে আচণ্ডালে কীর্ত্তন-প্রচার ২৬৯
ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ভক্তি-প্রচার ২৭০
কোন্ ভক্তের ভাব অঙ্গীকার ? ২৭০
শৃঙ্গাররসের মাধুর্য্যাতিশয্যসত্ত্বেও রুচিভেদে অন্য-রসাস্বাদনের বাসনা ২৭১
স্বকীয়া-পরকীয়া-ভেদে মধুররস দ্বিবিধ ২৭২

বিষয় পত্রাঙ্ক

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পরকীয়া ভাবে রসের উল্লাস ; কিন্তু প্রাকৃত পরকীয়া নিন্দিত ২৭৩
ব্রজবধূগণের ভাব, রাধাভাবের শ্রেষ্ঠত্ব ২৭৪
শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার ২৭৫
শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে রাধাভাব গ্রহণ করেন ২৭৮
রাধাকৃষ্ণ একআত্মা, রসাস্বাদনার্থ দুই দেহ ২৭৯
শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিকার, হ্লাদিনী ২৮০
মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত শক্তি ; শ্রীরাধা হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রী ; পরিকরগণ স্বরূপশক্তির বিলাস ; স্বরূপশক্তির তত্ত্ব ২৮১
স্বরূপশক্তির ত্রিবিধা অভিব্যক্তি ২৮২
বিশুদ্ধসত্ত্ব, আত্মবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা ২৮৩
জীবে স্বরূপশক্তির অস্তিত্বাভাব, বিচার ২৮৫
ভগবদ্ধামাদি স্বরূপশক্তির বিলাস ২৮৮
শুদ্ধসত্ত্বেই ভগবানের প্রকাশ, মায়িক সত্ত্বে অনাবৃত প্রকাশ অসম্ভব ২৮৯
ভগবৎ-স্বরূপের ও পরিকরের বিগ্রহ শুদ্ধসত্ত্বময় ২৯১
মহাভাবের পরিচয় ২৯২
শ্রীরাধা মহাভাব-স্বরূপা ২৯৪
শ্রীরাধায় সন্ধিনী ও সম্বিৎ ২৯৫
শ্রীরাধাতত্ত্ব ২৯৬
শ্রীরাধার দেহাদি প্রেমগঠিত ২৯৭
শ্রীরাধা কিরূপে লীলার সহায় হন ২৯৮
শ্রীরাধা হইতে কান্তাগণের বিস্তার, লক্ষ্মী ও মহিষীগণের তত্ত্ব ২৯৯
গোপীগণের তত্ত্ব ৩০২
রাস-শব্দের অর্থ ; রাসে সমস্ত রসের অভিব্যক্তি ৩০৪
দেবী কৃষ্ণময়ী-শ্লোকে শ্রীরাধার স্বরূপ ৩০৫
শ্রীরাধা সর্ব্বপালিকা, সর্ব্বজগতের মাতা এবং সর্ব্বলক্ষ্মী ৩১১
শ্রীরাধা সর্ব্বশক্তিবর্য্য, সর্ব্বকান্তি ৩১৩
রাধা ও কৃষ্ণে অভেদ ৩১৪
শক্তি ও শক্তিমানে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ ৩১৬
একস্বরূপ রাধাকৃষ্ণ লীলানুরোধে দুই ৩২৩
গৌর-অবতারের গূঢ় হেতু ৩২৫

বিষয় পত্রাঙ্ক

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর ৩২৭
কৃষ্ণের কৌমার ও পৌগণ্ডের সাফল্য ৩২৮
রাসাদিলীলায় কৈশোর, কাম ও জগতের সফলতা ৩২৯
শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ-ভূত বাসনাত্রয়ের মধ্যে প্রথম বাসনার বিবরণ ৩৩৭
শ্রীকৃষ্ণের ও রাধাপ্রেমের বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ত্ব ৩৪০
বিষয়জাতীয় ও আশ্রয় জাতীয় সুখ ৩৪৩
শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপে অবতীর্ণ হওয়ার কারণরূপা দ্বিতীয় বাসনার বিবরণ ৩৪৪
রাধাপ্রেম ও কৃষ্ণমাধুর্য্যের হুড়াহুড়ি বৃদ্ধি ৩৪৫
ভক্তের প্রেমানুরূপ মাধুর্য্যের আস্বাদন ৩৪৭
কৃষ্ণমাধুর্য্যের স্বাভাবিক শক্তি, আস্বাদনে অতৃপ্তি ৩৫০
শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপে অবতরণের কারণভূতা তৃতীয় বাসনা, গোপীপ্রেমের স্বভাব ৩৫৭
কাম ও প্রেমের বৈলক্ষণ্য ৩৬০
দৃঢ় অনুরাগের লক্ষণ ৩৬১
গোপীপ্রেমের কামগন্ধহীনতা ৩৬৪
গোপীপ্রেমের নিকট শ্রীকৃষ্ণের ঋণিত্ব ৩৬৮
নিরুপাধি প্রেমে বিষয়ের সুখে আশ্রয়ের সুখ ৩৭৬
গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহায়, গুরু,—সব ৩৮১
গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছিত জানেন ৩৮২
অন্য গোপীগণ রসোপকরণ ৩৮৪
শ্রীরাধার ভাব লইয়া গৌররূপে কৃষ্ণের অবতার ৩৮৬
কৃষ্ণ-রূপরসাদি হইতে রাধা-রূপাদির উৎকর্ষ ৩৯১
বিচারে রাধারূপাদি হইতে কৃষ্ণরূপাদির উৎকর্ষ ৩৯৪
তিন সুখ আস্বাদিতে রাধাভাবকান্তির অঙ্গীকার ৪০০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিত্যানন্দতত্ত্ব-বর্ণনারম্ভ ৪০৩
মূল সঙ্কর্ষণের পঞ্চরূপে কৃষ্ণসেবা ৪০৪
বৃন্দাবনই অনন্ত ভগবদ্ধামরূপে প্রকটিত ৪০৭
ভগবদ্ধামসমূহের অবস্থান, বিভিন্নধামে বলদেবের বিভিন্নরূপ, গোলোকের সর্ব্বোপরিতনত্ব ও তাহার তাৎপর্য্য ৪০৮
ভগবানের বিভুতার ন্যায় ধামের বিভুতা ৪১০

বিষয় পত্রাঙ্ক

পঞ্চম পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কৃষ্ণের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডে ধামের প্রকাশ ৪১১
গোলোকের চিন্ময়ত্ব, প্রাকৃত নয়নের অদৃশ্যত্ব ৪১২
দ্বারকাচতুর্ব্যূহ ৪১৫
পরব্যোমাধিপতির শক্তি ও লীলা ৪১৭
সিদ্ধলোক ৪১৯
কারণার্ণবসম্বন্ধে বিচার ৪২৩, ৪২৯
পরব্যোমচতুর্ব্যূহ, সঙ্কর্ষণের তত্ত্বাদি ৪২৫
বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি চিন্ময় ৪২৯
কারণার্ণবশায়ীর তত্ত্ব ৪৩০
প্রধান ও প্রকৃতি ৪৩২
সৃষ্টিবিষয়ে সাংখ্যমত-খণ্ডন ৪৩৩
গর্ভোদশায়ীর তত্ত্ব ৪২২, ৪৪৭
ক্ষীরোদশায়ীর তত্ত্ব ৪৫১
শেষ বা অনন্তদেবের তত্ত্ব ৪৫২
পূর্ব্বলীলায় নিত্যানন্দের ভাব ৪৫৫, ৪৬১
একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ—আলোচনা ৪৫৮
গ্রন্থকারের প্রতি নিত্যানন্দের কৃপা ৪৬৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব ৪৭৬
অদ্বৈতের জগতুপাদানত্ব ৪৭৭
দাস্যভাবের মাহাত্ম্য ৪৮৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বভাবে পূর্ণ ৫০৩

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পঞ্চতত্ত্ব, গুরুতত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ ৫০৫
সর্ব্বত্র প্রেমদান-বিবরণ ৫০৯
প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের হেতু ৫১৩
কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের উদ্ধার-কথা ৫১৭
সন্ন্যাসিসভায় নামমাহাত্ম্য কথন ৫২২
পুরুষার্থ, পরমপুরুষার্থ প্রেম ৫২৫
মুখ্যাবৃত্তির লক্ষণ ৫৩৬
লক্ষণা ও গৌণীবৃত্তির লক্ষণ ৫৩৭
ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ প্রকাশ, গৌণার্থ খণ্ডন ৫৪০
ঈশ্বরের সাত্ত্বিকবিকারত্ব-খণ্ডন ৫৪৭
শ্রুতির মুখ্যার্থে জীবতত্ত্ব, শঙ্করের অর্থখণ্ডন ৫৪৮

বিষয় পত্রাঙ্ক

সপ্তম পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মুখ্যার্থে পরিণামবাদ স্থাপন ৫৫৫
শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ খণ্ডন ৫৫৯
প্রণবের মহাবাক্যত্ব স্থাপন, তত্ত্বমসির মহাবাক্যত্ব-খণ্ডন ৫৬৬
সর্ব্ববেদসূত্রে কৃষ্ণই প্রতিপাদ্য ৫৬৯
লক্ষণার্থে বেদের স্বতঃপ্রমাণতাহানি ৫৭০
প্রভুকর্ত্তৃক বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ ৫৭২
ভগবান্‌ই সকল বেদের সম্বন্ধ ৫৭৩
সর্ব্ব-বেদের অভিধেয় সাধনভক্তি ৫৭৪
বেদে নবধা-ভক্তির কথা ৫৭৫
ব্রহ্মসূত্রে প্রয়োজনতত্ত্ব ৫৭৬
কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের পরিবর্ত্তন ৫৭৮
প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন ৫৭৯

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রভুর ভজনীয়ত্ববর্ণন-প্রসঙ্গে তাঁহার কৃপার বিশেষত্ব-প্রদর্শন ৫৮৩
হরিভক্তির সুদুর্ল্লভত্ব, সাসঙ্গ ও অনাসঙ্গ ভজন ৫৮৬
প্রভুকর্ত্তৃক সর্ব্বত্র সুদুর্ল্লভ-প্রেমদান ৫৯১
নিতাই-গৌরে অপরাধের বিচার নাই ৫৯৩
নামমাহাত্ম্য ৫৯৫
প্রভু কিরূপে অপরাধীকে প্রেম দিলেন ৫৯৬
শ্রীচৈতন্যভাগবত-শ্রবণের মহিমা ৫৯৯
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপ্রণয়নার্থ বৈষ্ণবাদেশ ৬০১
শ্রীমদনগোপালের আজ্ঞামালা ৬০৪

নবম পরিচ্ছেদ

ভক্তিকল্পতরুবর্ণন ৬০৭
নির্ব্বিচারে প্রেমদানের সঙ্কল্প ৬১০
পরোপকারে মানবজন্মের সার্থকতা ৬১১

দশম পরিচ্ছেদ

প্রেমকল্পতরুর মুখ্যশাখা বর্ণন (মহাপ্রভুর মুখ্যভক্তগণের নাম) ৬১৭

একাদশ পরিচ্ছেদ

প্রেমকল্পতরুর নিত্যানন্দশাখা বর্ণন ৬৩১
বীরভদ্রগোস্বামীর পরিচয় ৬৩২

বিষয় পত্রাঙ্ক

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রেমকল্পতরুর অদ্বৈতশাখা বর্ণন ৬৩৮
শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধ ৬৪৪

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মুখবন্ধ ৬৫১
গ্রন্থের উপাদানসংগ্রহের বিবরণ ৬৫২
মহাপ্রভুর জন্মলীলা ৬৫২
প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গালার ধর্ম্মবিষয়ক অবস্থা, বিশ্বরূপের জন্মাদি ৬৫৮

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

প্রভুর বাল্যলীলা, গৃহে লঘুপদচিহ্ন ৬৭১
শিশুলীলায় জ্ঞানযোগকথন ৬৭৪
অতিথি-বিপ্রের অন্নগ্রহণ ৬৭৫
শিশুদের সঙ্গে ও গঙ্গাঘাটে লীলা ৬৭৬
বাল্যলীলাচ্ছলে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশ ৬৮০
দেবস্তুতি, শূন্যপদে নূপুর-ধ্বনি ৬৮২
ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক স্বপ্নে প্রভুসম্বন্ধে জগন্নাথমিশ্র প্রতি উপদেশ ৬৮৪

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পৌগণ্ডলীলাসূত্র ৬৮৭
প্রভুর অধ্যয়নলীলা ৬৮৯
মাতাকে একাদশীব্রতের উপদেশ ৬৮৯
জগন্নাথমিশ্রের অন্তর্দ্ধান ৬৯১
বৈষ্ণবশ্রাদ্ধের বিশেষ বিধি ৬৯২
লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে প্রভুর বিবাহ ৬৯৪

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

প্রভুর কৈশোরলীলা, অধ্যাপন ৬৯৬
প্রভুর পূর্ব্ববঙ্গে গমন, অধ্যাপন, কীর্ত্তনপ্রচার, তপনমিশ্রের প্রতি কৃপা ৬৯৭
লক্ষ্মীপ্রিয়ার অন্তর্দ্ধান, প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তন ৭০০
বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবাহ, বিবাহের হেতু ৭০১

বিষয় পত্রাঙ্ক

ষোড়শ পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দিগ্‌বিজয়িজয় ৭০১
দিগ্‌বিজয়ীর শ্লোকের দোষগুণ-বিচার ৭০৮
দিগ্‌বিজয়ীর প্রতি কৃপা ৭১৯

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

প্রভুর যৌবনলীলা বর্ণন, বায়ুব্যাধিচ্ছলে প্রেমপ্রকাশ ৭২২
প্রভুর গয়াগমন ও দীক্ষালীলা ৭২৩
অদ্বৈতপ্রভুকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন ৭২৪
প্রভুর অভিষেক ও ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ ৭২৫
নিত্যানন্দপ্রভুকে ষড়ভুজরূপ প্রদর্শন ৭২৬
নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা, জগাইমাধাই উদ্ধার, সাতপ্রহরীয়াভাব, বরাহ-আবেশ ৭২৮
হরের্নাম-শ্লোকার্থ, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগের ফল ও নামকীর্ত্তনে প্রাপ্তব্য ৭২৯
ঋগ্বেদে ও শ্রুতিতে নামমাহাত্ম্য ৭৩০
হরিনামগ্রহণের বিধি ৭৩৩
শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তনারম্ভ ৭৩৬
গোপালচাপালের কাহিনী ৭৩৮
প্রভুর প্রতি ব্রহ্মশাপ ৭৪১
নামে অর্থবাদ-নিন্দন ৭৪৪
অলৌকিক আম্রবৃক্ষের কাহিনী ৭৪৮
সর্ব্বজ্ঞ জ্যোতিষীর কাহিনী ৭৫০
ঘরে ঘরে কীর্ত্তনের আদেশ ৭৫২
কাজীর অত্যাচার ৭৫৩
কাজী-উদ্ধার-প্রসঙ্গে মহাসঙ্কীর্ত্তন ৭৫৪
গোবধ-সম্বন্ধে বিচার ৭৫৭
কাজীর অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ৭৫৯
প্রভুকর্ত্তৃক কৃষ্ণলীলার অভিনয় ৭৬৯
সন্ন্যাসের সঙ্কল্প ৭৭১
সন্ন্যাসগ্রহণ ৭৭৩
রাধাপ্রেমের অদ্ভুতশক্তির পরিচয়, প্রেম-প্রভাবে ঐশ্বর্য্য স্তম্ভিত ৭৭৪

সূচীপত্র সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আদি-লীলা

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আদি-লীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্। তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

গ্রন্থারম্ভে প্রথমং তাবৎ সর্ব্বশুভায়, সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশায় সর্ব্বাভীষ্ট-পূরণায় চ মঙ্গলাচরণং প্রসিদ্ধম্। তচ্চ ত্রিবিধং—বস্তুনির্দ্দেশরূপং, নমস্কার-রূপং, আশীর্ব্বাদরূপঞ্চ। নমস্কাররূপং মঙ্গলাচরণং পুনর্দ্বিবিধং, সামান্যনমস্কাররূপং বিশেষ-নমস্কাররূপঞ্চ। বন্দেগুরূনিত্যাদি-প্রথম-শ্লোকে সামান্য-নমস্কাররূপং, বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেত্যাদি-দ্বিতীয়-শ্লোকে বিশেষ-নমস্কাররূপং, যদদ্বৈতমিত্যাদি-তৃতীয়-শ্লোকে বস্তুনির্দ্দেশরূপং, অনর্পিতচরীমিত্যাদি-চতুর্থশ্লোকে আশীর্ব্বাদরূপং মঙ্গলমাচরিতম্। পঞ্চমাদিচতুর্দ্দশান্তশ্লোকা অপি বস্তুনির্দ্দেশরূপ-মঙ্গলাচরণান্তর্ভূতা স্তেষু পরমতত্ত্ববস্তুনঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য অবতার-প্রয়োজনস্বরূপ-স্বরূপাভিব্যক্তি-তত্ত্ব-প্রকাশাৎ। অথ বন্দে গুরূনিত্যাদি ব্যাখ্যায়তে। গুরূন্ মন্ত্রগুরুং শিক্ষাগুরূংশ্চ বন্দে। ঈশঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্তস্য ভক্তান্ শ্রীবাসাদীন্, তস্যেশস্যাবতারকান্ শ্রীমদদ্বৈতাচর্য্যাদীন্, তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য প্রকাশান্ শ্রীমন্নিত্যানন্দাদীন্, তস্য শক্তীঃ শ্রীগদাধরাদীন্, কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকমীশং চ, অহং বন্দে ইতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্॥১॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতায় নমঃ। অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জল-রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥ জয় গৌর নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র। গদাধর-শ্রীবাসাদি গৌর-ভক্তবৃন্দ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥ এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন। যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া। চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। বাঞ্ছাকল্প-তরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥ রসিক-ভক্ত-কুল-মুকুট-মণি-শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-চরণেভ্যো নমঃ। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-শ্রোতৃগণেভ্যো নমঃ॥

আদি লীলার প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, বিঘ্ন-নাশ ও অভীষ্ট-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে, মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণ তিন প্রকার—নমস্কার বা ইষ্টদেবের বন্দন, সকলের প্রতি—বিশেষতঃ শ্রোতাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ এবং বস্তু-নির্দ্দেশ বা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখ। নমস্কার-রূপ মঙ্গলাচরণ আবার দুই প্রকার—সামান্য ও বিশেষ। সামান্য ও বিশেষ নমস্কারের লক্ষণ পরবর্ত্তী ১।১।৬ টীকায় দ্রষ্টব্য।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"বন্দে গুরূন্" হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম চৌদ্দ শ্লোকে গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। প্রথম দুই শ্লোকে নমস্কার-রূপ মঙ্গলাচরণ—প্রথম শ্লোকে সামান্য-নমস্কাররূপ এবং দ্বিতীয় শ্লোকে বিশেষ-নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ। তৃতীয় শ্লোকে বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ। চতুর্থ শ্লোকে আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ। অবশিষ্ট দশটী শ্লোকও নমস্কার ও বস্তু-নির্দ্দেশেরই অন্তর্ভুক্ত।

শ্লো। ১। অন্বয়। গুরূন্ (গুরুগণকে), ঈশভক্তান্ (ঈশ্বরের ভক্তবৃন্দকে—শ্রীবাসাদিকে), ঈশাবতারকান্ (ঈশ্বরের অবতারগণকে—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যাদিকে), তৎপ্রকাশান্ (ঈশ্বরের প্রকাশগণকে—শ্রীনিত্যানন্দাদিকে), তচ্ছক্তীঃ (ঈশ্বরের শক্তি-সমূহকে—শ্রীগদাধরাদিকে) চ (এবং) কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক) ঈশং (ঈশ্বরকে) বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। আমি শ্রীগুরুগণকে বন্দনা করি, ঈশ্বরের ভক্তবৃন্দ-শ্রীবাসাদিকে, ঈশ্বরের অবতার শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যাদিকে, ঈশ্বরের প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দাদিকে, ঈশ্বরের শক্তি শ্রীগদাধরাদিকে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক ঈশ্বরকে বন্দনা করি। ১

এই শ্লোকে "গুরূন্" শব্দে মন্ত্রগুরু বা দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষা-গুরুগণকে বুঝাইতেছে। "ঈশভক্তান্" শব্দে শ্রীবাসাদি-ভক্তগণকে বুঝাইতেছে ; "ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান। ১।১।২০ ॥" "ঈশাবতার" শব্দে শ্রীঅদ্বৈতাদি অংশাবতারগণকে বুঝাইতেছে। "অদ্বৈত আচার্য্য—প্রভুর অংশ-অবতার। ১।১।২১ ॥" "তৎপ্রকাশান্" শব্দে শ্রীনিত্যানন্দাদি স্বরূপ-প্রকাশকে বুঝাইতেছে। "নিত্যানন্দ রায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ। ১।১।২২ ॥" "তচ্ছক্তীঃ" শব্দে শ্রীগদাধরাদি প্রভুর শক্তিবর্গকে বুঝাইতেছে। "গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজশক্তি। ১।১।২৩ ॥" আর, "কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং ঈশং" শব্দে ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুকে বুঝাইতেছে।

প্রথম শ্লোকে, ইষ্টদেবের সামান্য-নমস্কার রূপ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে।

সামান্যের লক্ষণ এই।—যাহা নিজের মুখ্য অভিপ্রেত বিষয়কে অধিকার করিয়া সমান ভাবে অপর বিষয়কেও অধিকার করে, তাহার নাম সামান্য। এই শ্লোকে মুখ্য অভিপ্রেত বস্তু হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ; কারণ, ইষ্টদেবের নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণে ইষ্টদেবই মুখ্য অভিপ্রেত বস্তু ; সেই ইষ্টদেবই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ইষ্টদেব-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকার এই শ্লোকে গুরুবর্গ, অবতারবর্গ, প্রকাশবর্গ এবং শক্তিবর্গকেও সমান ভাবে বন্দনা করিয়াছেন ; এই গুরুবর্গাদিই এস্থলে "অপর বিষয়" বা মুখ্য অভিপ্রেত বস্তু ইষ্টদেব হইতে ভিন্ন বস্তু। এই শ্লোকে মুখ্য অভিপ্রেত বস্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে সমানভাবে গুরুবর্গাদির বন্দনা করা হইয়াছে বলিয়াই ইহা সামান্য-নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ হইয়াছে।

ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বন্দনার সঙ্গে গুরুবর্গাদির বন্দনা করার হেতু বোধ হয় এইরূপ :—বিঘ্নবিনাশন ও অভীষ্ট-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইষ্টদেবের কৃপালাভই ইষ্ট-বন্দনার উদ্দেশ্য ; কিন্তু ইষ্টদেবের কৃপার মূল উপলক্ষ্য গুরুকৃপা ; গুরুদেব প্রসন্ন হইলেই ভগবান্ প্রসন্ন হয়েন ; গুরুদেব যাহার প্রতি অপ্রসন্ন, তাহার আর উপায় নাই—"যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদঃ যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি। ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥—গুর্ব্বষ্টকম্।" তাই গ্রন্থকার সর্ব্বাগ্রে গুরুবর্গের বন্দনা করিয়াছেন।

গুরুকৃপা লাভ হইলেও ভক্তের কৃপা যদি লাভ করা যায়, তাহা হইলেই ভগবৎকৃপা সুলভ হয়। ভগবান্ স্বতন্ত্র পুরুষ হইলেও প্রেমবশ্যতাবশতঃ তিনি ভক্তের অধীন ; 'অহং ভক্তপরাধীনঃ" ইহাই ভগবানের শ্রীমুখোক্তি। তাই ভক্তগণ যাঁহার প্রতি কৃপা করিতে ইচ্ছুক, ভগবান্ তাঁহাকেই কৃপা করেন। এইজন্য ভগবদ্ভক্তবৃন্দের কৃপালাভের অভিপ্রায়ে, ভক্তবৃন্দেরও বন্দনা করা হইয়াছে। ভক্ত-শব্দে এস্থলে নিত্য-পরিকর-রূপ ভক্ত, সাধনসিদ্ধ ভক্ত বা পূর্ব্বসিদ্ধ বৈষ্ণব, সাধক-বৈষ্ণব-আদি সকলকেই বুঝাইতেছে। "সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার। পারিষদ্গণ এক সাধকগণ আর ॥ ১।১।৩১ ॥"

এই পরিচ্ছেদের ১৭—২৫ পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন ; ঐ সকল পয়ারে এবং তাহাদের টীকায় এই শ্লোক-সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ২
যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সহ একদা প্রথমমিলনাৎ সহাবস্থিত্যা প্রকাশমানৌ ন তু সহজাতৌ উভয়োর্জন্মকালস্য ভেদাৎ। ইতি চক্রবর্ত্তী।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ বন্দে। কিম্ভূতৌ গৌড়োদয়ে গৌড়দেশ এব, গৌড়দেশান্তর্গত-নবদ্বীপএব বা, উদয়ঃ উদয়াচল স্তস্মিন্ সহ একদা উদিতৌ উদয়ং প্রাপ্তৌ। পুনঃ কিম্ভূতৌ? পুষ্পবন্তৌ; একয়োক্ত্যা পুষ্পবন্তৌ দিবাকর-নিশাকরাবিতি, অতএব চিত্রৌ আশ্চর্য্যৌ। পুনঃ কিম্ভূতৌ? তমোনুদৌ অজ্ঞান-তমোনাশকৌ। সুদখণ্ডনে। তাবহং বন্দে ইতি ॥২॥

পুরুষঃ কারণোদকশায়ী ইতি যোগশাস্ত্রো বদতি, অংশঃ ঐশ্বর্য্যরূপঃ, যঃ ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণঃ স ভগবান্, অয়ং কৃষ্ণচৈতন্যঃ স্বয়ং ভগবান্ ইত্যর্থঃ। ইতি চক্রবর্ত্তী ॥৩॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২। অন্বয়। গৌড়োদয়ে (গৌড়-দেশরূপ উদয়-পর্ব্বতে) সহোদিতৌ (একই সময়ে সমুদিত), শন্দৌ (মঙ্গলপ্রদ), তমোনুদৌ (অন্ধকার-নাশক), চিত্রৌ (আশ্চর্য্য), পুষ্পবন্তৌ (চন্দ্র-সূর্য্য), শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে এবং নিত্যানন্দকে) বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। গৌড়-দেশরূপ উদয়-পর্ব্বতে একই সময়ে সমুদিত, আশ্চর্য্য-সূর্য্যচন্দ্রতুল্য, পরম-মঙ্গলদাতা ও অজ্ঞানান্ধকার-নাশক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে ও শ্রীনিত্যানন্দকে বন্দনা করি। ২।

এই শ্লোকে ইষ্টদেবের বিশেষ-বন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। বিশেষের লক্ষণ এই:—"যঃ স্ববিষয়মভিব্যাপ্য তদিতরং ন ব্যাপ্নোতি সঃ বিশেষঃ:—যাহা স্ববিষয়কে অর্থাৎ নিজের মুখ্য অভিপ্রেত বস্তুকে অধিকার করিয়া অন্য বিষয়কে অধিকার করে না, তাহা বিশেষ; সুতরাং যাহাতে কেবল ইষ্টদেবের বন্দনাই থাকে, তৎসঙ্গে অন্য কাহারও বন্দনাদি থাকে না, তাহার নাম বিশেষ-বন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ।"

প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেই স্ববিষয় বা নিজের মুখ্য অভিপ্রেত ইষ্টবস্তু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; বস্তু-নির্দ্দেশাত্মক মঙ্গলাচরণের (তৃতীয়) শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরই উল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং বিশেষ-বন্দনারূপ মঙ্গলাচরণাত্মক দ্বিতীয় শ্লোকে কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বন্দনা থাকিলেই তাহা বিশেষ বন্দনা হইত; কিন্তু এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দের বন্দনাও করা হইয়াছে; তথাপি এই শ্লোকটীকে বিশেষ-বন্দনাত্মক মঙ্গলাচরণ বলার হেতু এই যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে ও শ্রীনিত্যানন্দে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, তাঁহারা একই; যেহেতু

একই স্বরূপ—দুই ভিন্ন মাত্র কায়। ১।৫।৪ ॥ দুই ভাই একতনু সমান প্রকাশ। ১।৫।১৫৩

এই পরিচ্ছেদের ৪৫—৬১ পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পয়ার-সমূহ এবং তাহাদের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩। অন্বয়। উপনিষদি (উপনিষদে) যৎ (যাঁহা) অদ্বৈতং (দ্বিধায়িত-জ্ঞানশূন্য) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) [ইতি কথ্যতে] (এইরূপ বলা হয়), তদপি (তিনিও—সেই ব্রহ্মও) অস্য (ইহার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) তনুভা (দেহের কান্তি); [যোগশাস্ত্রে যোগিভিঃ] (যোগশাস্ত্রে যোগিগণ কর্তৃক) যঃ (যে) পুরুষঃ (পুরুষ) অন্তর্য্যামী (অন্তর্য্যামী) আত্মা (আত্মা—পরমাত্মা) [ইতি কথ্যতে] (এইরূপ কথিত হয়েন), সঃ (তিনি) অস্য (ইহার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অংশবিভবঃ (অংশবিভূতি); ইহ (ইহাতে—তত্ত্ববিচারে) যঃ (যিনি) ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ (ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যদ্বারা) পূর্ণঃ (পূর্ণ)

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভগবান্ (ভগবান্) [ইতি কথ্যতে] (এইরূপ কথিত হয়েন), সঃ (তিনি) [অপি] (ও) স্বয়ং (স্বয়ং) অয়ং (ইনি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) [এব] (ই)। ইহ (এই) জগতি (জগতে) চৈতন্যাৎ (চৈতন্যরূপী) কৃষ্ণাৎ (কৃষ্ণ হইতে) পরং (ভিন্ন) পরতত্ত্বং (শ্রেষ্ঠতত্ত্ব) ন (নাই)।

অনুবাদ। উপনিষদে অদ্বৈতবাদিগণ যাঁহাকে অদ্বৈত (দ্বিধায়িত জ্ঞানশূন্য) ব্রহ্ম বলেন, তিনিও ইহার (এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অঙ্গকান্তি। যোগশাস্ত্রে যোগিগণ যে পুরুষকে অন্তর্য্যামী আত্মা বলেন, তিনিও ইহার (এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অংশবিভব। তত্ত্ববিচারে যাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলা হয়, তিনিও স্বয়ং ইনিই—এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরই অভিন্ন স্বরূপ। এই জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে ভিন্ন পরতত্ত্ব আর নাই।

সাধারণতঃ তিনরকমের সাধনপন্থা আছে—জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। জ্ঞানমার্গের সাধকেরা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান করেন এবং সেই ব্রহ্মকেই পরতত্ত্ব বলেন। যোগমার্গের সাধকেরা পরমাত্মার ধ্যান করেন এবং সেই পরমাত্মাকেই পরতত্ত্ব বলেন। ভক্তি আবার দুই রকমের—ঐশ্বর্য্যাত্মিকা এবং মাধুর্য্যাত্মিকা। ঐশ্বর্য্যাত্মিকা ভক্তির সাধকেরা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের উপাসনা করেন এবং তাঁহাকেই পরতত্ত্ব বলেন; আর মাধুর্য্যাত্মিকা ভক্তির উপাসকেরা ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন এবং তাঁহাকেই পরতত্ত্ব বলেন। বাস্তবিক যিনি সর্ব্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ, তিনিই পরতত্ত্ব হইতে পারেন। এই শ্লোকে বলা হইল—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অন্য নিরপেক্ষ নহেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিমাত্র; তিনি শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা রাখেন, কান্তি কান্তিমানের অপেক্ষা রাখেন। পরমাত্মাও অন্যনিরপেক্ষ নহেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ; অংশ অংশীর অপেক্ষা রাখেন। আর যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্, তিনিও অন্যনিরপেক্ষ নহেন—তিনিও শ্রীকৃষ্ণই। এই চরাচর বিশ্বও ভগবান্‌ই—এক কথায়—এই বিশ্বই ভগবান্ বলিলে, এই বিশ্ব-ব্যতীত ভগবানের অন্য কোনও রূপ নাই, ইহা যেমন বুঝায় না, পরন্তু এই বিশ্ব ভগবান্ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, এই বিশ্বের অতীত ভগবানের একটী রূপ আছে—ইহাই যেমন বুঝায়, তদ্রূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্‌ও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই, এই বাক্যেও—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্‌ই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোনও রূপ নাই—ইহা বুঝায় না; এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই একটী রূপ—একথাই বুঝায়। বস্তুর পরিচয় হয় তাহার বিশেষ লক্ষণে, সামান্য লক্ষণে নহে। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণতা পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বিশেষ লক্ষণ, সুতরাং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলিতে এই নারায়ণকেই বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণও ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ; কিন্তু ইহা তাঁহার বিশেষ লক্ষণ নহে; তাঁহার বিশেষ লক্ষণ হইল অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য। ব্রহ্মে বা পরমাত্মায় শক্তির বিকাশ নাই, ঐশ্বর্য্য নাই। নারায়ণে সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ বিকাশ, ইহাই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা হইতে নারায়ণের বৈশিষ্ট্য। আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, নারায়ণের ঐশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের প্রায় তুল্যই। এই বৈশিষ্ট্য খ্যাপনের জন্যই, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিশেষ হইলেও, তাহারাও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই একথা না বলিয়া কেবল নারায়ণ সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—ইনিও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের "স্বরূপ অভেদ—অভিন্ন স্বরূপ" (১।২।২০)॥ কিন্তু অভিন্ন স্বরূপ হইলেও আকারাদিতে পার্থক্য আছে—নারায়ণ হইলেন চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রধারী (ঐশ্বর্য্যাত্মক রূপ); আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন দ্বিভুজ, বেণুকর (মাধুর্য্যাত্মক রূপ) ১।২।২০—২১॥ এই পার্থক্য হইতেই বুঝা যায়, নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ একই অভিন্ন বস্তু নহেন। নারায়ণ হইলেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ (১।২।৪৬—৪৭)। এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্-নারায়ণ ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা রাখেন বলিয়া ইহারা কেহই পরতত্ত্ব নহেন; অন্যনিরপেক্ষ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই পরতত্ত্ব।

এই শ্লোকে বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণে যে ইষ্টদেবের বন্দনা করা হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য; তাঁহারই পরতত্ত্ব এই শ্লোকে স্থাপিত হইয়াছে; তাঁহাকে যেন সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াই গ্রন্থকার এই তৃতীয় শ্লোক বলিতেছেন; তাই সাক্ষাৎ-উপস্থিতিসূচক "অস্য" (ইহার), "অয়ং" (ইনি) শব্দসমূহ ব্যবহার করিয়াছেন। আদির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন।

বিদগ্ধমাধবে (১।২)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

উন্নতোজ্জ্বলরসাং উন্নতঃ প্রধানত্বেন স্বীকৃতঃ উজ্জ্বলরসো যত্র তাং স্ফুরতু প্রকাশীভূয় তিষ্ঠতু। ইতি চক্রবর্ত্তী।

আশীর্ব্বাদমাহ অনর্পিতেতি। শচীনন্দনো হরিঃ বঃ যুষ্মাকং হৃদয়-কন্দরে হৃদয়রূপগুহায়াং সদা সর্ব্বস্মিন্কালে স্ফুরতু। কিম্ভূতঃ সঃ? যঃ করুণয়া কৃপয়া কলৌ কলিযুগে অবতীর্ণঃ। কথমবতীর্ণঃ? স্বভক্তিশ্রিয়ং নিজবিষয়ক-প্রেমসম্পদ্রূপাং সমর্পয়িতুং সম্যগ্দাতুম্। কিম্ভূতাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্? উন্নতঃ প্রধানত্বেন স্বীকৃতঃ উজ্জ্বলঃ সম্যগ্দীপ্তিমান্ শৃঙ্গাররসো যত্র। পুনঃ কিম্ভূতাং? চিরাৎ চিরকালং ব্যাপ্য অনর্পিতচরীং প্রাগনর্পিতাম্। কীদৃশঃ সঃ? পুরটঃ স্বর্ণস্তস্মাদপ্যতিসুন্দরঃ দ্যুতিসমূহস্তেন সন্দীপিতঃ সম্যক্ প্রকাশিতঃ যঃ। হরিঃ-শব্দেন সিংহোঽপি লক্ষ্যতে। শচীনন্দন ইত্যত্র মাতৃনামোল্লেখেন বাৎসল্যাতিশয়তয়া পরমকারুণিকত্বং সূচিতম্, অপত্যেষু মাতৃবৎ॥ অত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্যাবতার-গৌণ-প্রয়োজনমপ্যুক্তং স্বভক্তিশ্রিয়ং সমর্পয়িতুমিত্যাদিনা। ইতি ॥৪॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৪। **অন্বয়।** চিরাৎ (বহুকাল পর্য্যন্ত) অনর্পিতচরীং (পূর্ব্বে যাহা অর্পিত হয় নাই, সেই) উন্নতোজ্জ্বলরসাং (উন্নত এবং উজ্জ্বল রসময়ী) স্বভক্তিশ্রিয়ং (স্ববিষয়িণী ভক্তি-সম্পত্তি) সমর্পয়িতুং (দান করিবার নিমিত্ত) কলৌ (কলিযুগে) করুণয়া (কৃপাবশতঃ) অবতীর্ণঃ (যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই) পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ (স্বর্ণ হইতেও অতি সুন্দর দ্যুতি-সমূহ দ্বারা সমুদ্ভাসিত) শচীনন্দনঃ হরিঃ (শচীনন্দন হরি) সদা (সর্ব্বদা) বঃ (তোমাদের) হৃদয়-কন্দরে (হৃদয়-গুহায়) স্ফুরতু (প্রকাশিত হউন)

অনুবাদ। বহুকাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বে যাহা অর্পিত হয় নাই, উন্নত-উজ্জ্বল-রসময়ী নিজের সেই ভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার নিমিত্ত যিনি কৃপাবশতঃ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন—স্বর্ণ হইতেও অতি সুন্দর দ্যুতিসমূহ দ্বারা সমুদ্ভাসিত সেই শচীনন্দন হরি সর্ব্বদা তোমাদের হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিত হউন। ৪।

চিরাৎ—চিরকাল ব্যাপিয়া; চিরকাল অর্থ দীর্ঘকাল (শব্দকল্পদ্রুম); দীর্ঘকাল যাবৎ **অনর্পিতচরীং**—অনর্পিতপূর্ব্বা (ইহা স্বভক্তিশ্রিয়ং এর বিশেষণ), যাহা পূর্ব্বে অর্পিত (দান করা) হয় নাই, এতাদৃশী ভক্তিশ্রী বা ভক্তিসম্পত্তি। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এককল্পে (অর্থাৎ ব্রহ্মার একদিনে) একবার জগতে অবতীর্ণ হয়েন (১।৩ ৪); সেই দ্বাপরে তিনি ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া রাসাদিলীলা বিস্তার করেন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতেই তিনি শ্রীরাধার ভাবকান্তি গ্রহণপূর্ব্বক পীতবর্ণে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েন। শ্রীমদ্ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লোরক্তস্তথাপীতঃ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥" শ্লোক হইতে জানা যায়, গত দ্বাপরের পূর্ব্বে কোনও এক কলিতে তিনি পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই কলি হইতে বর্ত্তমান্ কলি পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ই "চিরাৎ" শব্দের লক্ষ্য; সেই কলিতেও তিনি ভক্তি-সম্পত্তি (ব্রজপ্রেম) দান করিয়াছিলেন; কিন্তু, তাহার পরে এবং বর্ত্তমান কলির পূর্ব্বে এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া, বর্ত্তমান কলির পূর্ব্বে সেইরূপ প্রেম-ভক্তি আর দান করা হয় নাই—ইহাই অনর্পিতচরী শব্দের তাৎপর্য্য। পূর্ব্বকলিতে যে প্রেমভক্তি দান করা হইয়াছিল, তাহা কালপ্রভাবে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। "কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক।৬।৭৪॥ কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য। কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥ চৈঃ চন্দ্রোদয়॥৯।৪৮॥" সেই লুপ্তপ্রায় প্রেমভক্তি জগতের জীবের মধ্যে পুনরায় বিতরণের জন্য এই কলিতে প্রভুর অবতরণ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই শ্লোকে আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। "শচীনন্দন-হরি কৃপাপূর্ব্বক সকলের হৃদয়েই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন"—ইহাই জগতের প্রতি গ্রন্থকারের আশীর্ব্বাদ। "চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ। সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণ-চৈতন্য-প্রসাদ।১।১।৮।"

এই শ্লোকটী শ্রীরূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকের মঙ্গলাচরণ হইতে উদ্ধৃত। প্রশ্ন হইতে পারে—কবিরাজ-গোস্বামী নিজের রচিত শ্লোকদ্বারা নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিলেন, বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণও করিলেন; কিন্তু আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণের জন্য নিজে কোনও শ্লোক রচনা না করিয়া শ্রীরূপগোস্বামীর রচিত শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন কেন? ইহার উত্তর বোধ হয় এইরূপ। -বৈষ্ণবের ভাব তৃণাদপি সুনীচ। বৈষ্ণব নিজেকে সকলের অপেক্ষা ছোট মনে করেন। কবিরাজ-গোস্বামী নিজেকে কৃমিকীট হইতেও অধম মনে করিতেন; তিনি বলিয়াছেন—"পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।১।৫।১৮৩॥" বৈষ্ণব মনে করেন, কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করার যোগ্যতা তাঁহার নাই; কারণ, সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই কনিষ্ঠ ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। অথচ গ্রন্থ লিখিতে হইলে মঙ্গলাচরণের প্রয়োজন; মঙ্গলাচরণ করিতে হইলেও নমস্কাররূপ এবং বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণের ন্যায় আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণেরও প্রয়োজন; নচেৎ মঙ্গলাচরণের অঙ্গহানি হয়। বৈষ্ণবোচিত দীনতাও রক্ষিত হয়, অথচ আশীর্ব্বাদের তাৎপর্য্য ও রক্ষিত হইতে পারে—এরূপ আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণের একটী উত্তম আদর্শ শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার "অনর্পিত চরীম্" শ্লোকে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আশীর্ব্বাদের তাৎপর্য্য হইতেছে—মঙ্গলকামনা করা। ভগবানের কৃপাভিক্ষা অপেক্ষা বড় মঙ্গলকামনা আর হইতে পারে না। এই কৃপাভিক্ষায় উত্তম অধম সকলেরই অধিকার আছে—বরং অধমেরই এই ভিক্ষায় প্রয়োজন বেশী, সুতরাং অধিকারও বেশী। শ্রীরূপগোস্বামী নিজেকে সকলের অপেক্ষা ছোট মনে করিয়া সকলের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা ভিক্ষা করিয়া আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীও শ্রীরূপের এই আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন "সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্যপ্রসাদ।" এই মর্ম্মে কবিরাজগোস্বামীও একটী শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন; তাহা না করিয়া শ্রীরূপের শ্লোক উদ্ধৃত করার গূঢ় রহস্য বোধ হয় এইরূপ। জগতের জীবের প্রতি শ্রীচৈতন্যের প্রসন্নতা কবিরাজ গোস্বামীর একান্ত প্রার্থনীয়—কাম্য। দৈন্যবশতঃ তিনি মনে করিলেন, তাঁহার নিজের প্রার্থনা অপেক্ষা শ্রীরূপের প্রার্থনার শক্তি অনেক বেশী; কারণ, শ্রীরূপ-মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত, মহাপ্রভুর কৃপাশক্তিতে শক্তিমান্। তাই শ্রীরূপের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া যেন শ্রীরূপের দ্বারাই জগতের জীবের প্রতি মহাপ্রভুর প্রসন্নতার জন্য প্রার্থনা করাইলেন।

শ্রীরূপগোস্বামীর এই শ্লোকটী দ্বারাই আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করার আরও একটী হেতু এই যে—এই শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের একটী কারণের উল্লেখ করিয়াছেন—উন্নত ও উজ্জ্বলরসময়ী স্ববিষয়ক ভক্তিসম্পত্তি দান করার নিমিত্ত প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন। নীলাচলে সপার্ষদ মহাপ্রভুকর্তৃক বিদগ্ধমাধব-নাটকের আস্বাদন-সময়ে শ্রীরূপ এই শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছিলেন। শ্লোক শুনিয়া প্রভুর স্বাভাবিক দৈন্যবশতঃ "প্রভু কহে—এই অতিস্তুতি শুনিল॥ ৩.১।১১৬॥" কিন্তু শ্রীরূপের উক্তি যে ভ্রান্ত—তাহা প্রভু বলিলেন না। প্রভুর পার্ষদভক্তবৃন্দও এই শ্লোকোক্তির অনুমোদন করিলেন। প্রভুর এবং তদীয় পার্ষদভক্তবৃন্দের অনুমোদিত প্রভুর অবতারের এই কারণটী শ্রীরূপের কথাতেই উল্লেখ করা সমীচীন মনে করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরূপের শ্লোকটীই এস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অবশ্য পরবর্ত্তী তৃতীয় পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী দেখাইয়াছেন—প্রভুর অবতারের শ্রীরূপোক্ত এই কারণটী অবতারের বহিরঙ্গ কারণ মাত্র। শ্রীরূপেরই "অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী" ইত্যাদি অপর একটী শ্লোকে এবং শ্রীল স্বরূপদামোদরের "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা" ইত্যাদি শ্লোকে যে অবতারের মুখ্য কারণ বিবৃত হইয়াছে, তাহা কবিরাজ গোস্বামী পরবর্ত্তী চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছেন; এবং এই মুখ্য কারণটী যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুরও অনুমোদিত, মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুরই উক্তির উল্লেখ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী তাহাও দেখাইয়াছেন। "গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গস্পর্শন। গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥ তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥ ২।৮।২৩৮—৩৯॥"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এক্ষণে এই শ্লোকোক্ত শব্দসমূহের একটু আলোচনার চেষ্টা করা যাউক। কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন—এই শ্লোকদ্বারা "সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্যপ্রসাদ। ১।১।৮॥" কিন্তু শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য না বলিয়া **শচীনন্দনঃ** বলা হইয়াছে। কেন? ইহাদ্বারা তাঁহার বাৎসল্যের আধিক্যই সূচিত হইতেছে। তিনি শ্রীশচীদেবীর গর্ভে সমুদ্ভূত হইয়াছেন। সন্তানের প্রতি মাতার যেমন বাৎসল্য থাকে, জীবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরও তদ্রূপ বাৎসল্য আছে: কর্দ্দমাক্ত শিশুকেও মাতা যেমন স্নেহভরে কোলে তুলিয়া লয়েন, লইয়া তাহার কর্দ্দম দূর করিয়া তাহার মুখে স্তন্য দান করেন, পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও তদ্রূপ কলুষচিত্ত জীবের প্রতিও কৃপা করেন, কৃপাপূর্ব্বক তাহার চিত্তের কলুষ দূরীভূত করিয়া কৃষ্ণপ্রেম দিয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে মাতৃনামে (শচীনন্দন-নামে) অভিহিত করায় ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিরপেক্ষ পরতত্ত্ব, তিনি স্বতন্ত্র ভগবান্—কিন্তু স্বতন্ত্র হইলেও তাঁহার স্বরূপগত একটা ধর্ম্ম এই যে, তিনি প্রেমের বশীভূত। তাই তিনি শচীমাতার বাৎসল্যপ্রেমের বশীভূত হইয়া তাঁহার পুত্ররূপে বিরাজিত। ইহাতেই শ্রীশচীদেবীর বাৎসল্যপ্রেমের পরাকাষ্ঠা সূচিত হইতেছে। মাতৃগুণ সন্তানে সঞ্চারিত হয়; সুতরাং যাঁহাতে বাৎসল্যের পরাবধি, সেই শচীমাতার সন্তান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও যে অত্যধিক বাৎসল্যপ্রবণ হইবেন, ইহা স্বাভাবিকই। শ্রীশচীমাতা বাৎসল্যদ্বারা পরতত্ত্ব শ্রীভগবান্‌কে আপনার করিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহার নন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও বহির্ম্মুখ জীবসকলকে বাৎসল্যগুণে আপনার করিয়া লইয়াছেন। মাতৃনামে তাঁহার পরিচয় দেওয়াতে তাঁহাতে মাতৃগুণের সমাবেশাধিক্যই সূচিত হইল।

এই পরম-বৎসল শচীনন্দন বঃ—তোমাদের, সমস্ত জগদ্বাসী জীবের **হৃদয়-কন্দরে**—হৃদয় (চিত্ত) রূপ কন্দরে (গুহায়) **স্ফুরতু**—স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন। জীবের চিত্তকে পর্ব্বতের গুহার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। ইহার সার্থকতা এই যে, পর্ব্বতের নিভৃত গুহায় যেমন নানারূপ হিংস্র জন্তু লুক্কায়িত থাকে, মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তেও নানাবিধ দুর্ব্বাসনা নিত্য বিরাজিত। নিভৃত পর্বত-গুহা যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন, মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তও অজ্ঞানে সমাবৃত, পাপ-কালিমায় পরিলিপ্ত। শচীনন্দন কৃপা করিয়া সেই চিত্তে স্ফুরিত হইলে—সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়—সমস্ত কালিমা সমস্ত অজ্ঞানতা, সমস্ত দুর্ব্বাসনা তৎক্ষণাৎ আপনা-আপনিই দূরে পলায়ন করিবে।

শচীনন্দনকে আবার বলা হইয়াছে **হরিঃ**—হরি-শব্দের একটী অর্থ সিংহ। হৃদয়কে কন্দর বা পর্ব্বতগুহার সঙ্গে তুলিত করায় হরি-শব্দের সিংহ-অর্থও শ্লোককারের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। পর্ব্বতগুহার সহিত সিংহের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সিংহ নাকি হাতীর মগজ খুব ভালবাসে; হাতীর মাথা ফাটাইয়া তাহার মগজ পান করার জন্য সিংহ সর্ব্বদাই চেষ্টা করে। তাই সিংহের ভয়ে হাতী নিভৃত পর্ব্বতগুহায় পলাইয়া থাকে; কিন্তু সিংহ সেখানে গিয়াও হাতীকে মারিয়া তাহার মগজ পান করিয়া থাকে। জীবের কলুষ থাকে তাহার চিত্তে। সিংহের সহিত শচীনন্দনের এবং চিত্তের সহিত কন্দরের তুলনা করায় বুঝিতে হইবে, হস্তীর সহিত চিত্তস্থিত কলুষের তুলনাই অভিপ্রেত। সিংহ যেমন গুহায় প্রবেশ করিয়া হস্তীর বিনাশ সাধন করে, তদ্রূপ শচীনন্দনও জীবের চিত্তে স্ফুরিত হইয়া তত্রত্য কলুষ বিনষ্ট করেন। "শ্রীচৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার। সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার॥ সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়-কন্দরে। কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে॥ ১।৩।২৩—২৪॥" ইহাই সিংহ-অর্থে হরি-শব্দের তাৎপর্য্য।

হরি-শব্দের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। হরণ করেন যিনি, তাঁহাকে হরি বলে। অনেক জিনিসই হরণ করা যাইতে পারে; সুতরাং হরি-শব্দেরও অনেক রকম তাৎপর্য্য হইতে পারে। এইরূপে হরি-শব্দের অনেক রকম তাৎপর্য্য থাকিলেও দুইটী তাৎপর্য্যই মুখ্য। প্রথমতঃ, যিনি সমস্ত অমঙ্গল হরণ করেন, তিনি হরি; দ্বিতীয়তঃ, যিনি প্রেম দিয়া মন হরণ করেন, তিনিও হরি। "হরি-শব্দের বহু অর্থ, দুই মুখ্যতম। সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন॥ ২।২৪।৪৪॥" শচীনন্দনকে হরি বলায় ইহাই শ্লোককারের অভিপ্রায় বলিয়া বুঝা যাইতেছে যে,—

প্রথমতঃ, শচীনন্দন জীবের সমস্ত অমঙ্গল হরণ করেন এবং দ্বিতীয়তঃ, তিনি প্রেম দিয়া জীবের মন হরণ করেন। কিন্তু অমঙ্গল কি? যাহা মঙ্গলের বিপরীত, তাহাই অমঙ্গল। মঙ্গল কি? যাহা আমাদের অভীষ্টসিদ্ধির অনুকূল, তাহাকেই আমরা মঙ্গল বলি। কোনও উদ্দেশ্য লইয়া কোনও স্থানে যাত্রা করার সময়ে যদি আমরা পূর্ণ কলস দেখি, আমাদের মন প্রসন্ন হয়, আনন্দিত হয়; কারণ, আমাদের সংস্কার অনুসারে পূর্ণকলস মঙ্গল-সূচক। পূর্ণকলসকে তাই আমরা মঙ্গল-ঘট বলি। কিন্তু পূর্ণকলস দর্শনের পরিবর্ত্তে, যদি শুনি যে, পেছনে কেহ হাঁচি দিয়াছে, তাহা হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেনা আশঙ্কা করিয়া আমাদের মন দমিয়া যায়, মনে ভয়ের সঞ্চার হয়; কারণ, আমাদের সংস্কার অনুসারে পেছনের হাঁচি অমঙ্গল-সূচক। এইরূপে, যাহা আমাদের অভীষ্টসিদ্ধির ইঙ্গিত দিয়া আমাদের মনকে প্রসন্ন করে, তাহাকেই আমরা মঙ্গল বলি; এবং যাহা অভীষ্টসিদ্ধির বিঘ্ন সূচনা করিয়া আমাদের মনে আশঙ্কা বা ভয় জন্মায়, তাহাকেই আমরা অমঙ্গল বলিয়া থাকি। স্থূলতঃ, যাহা হইতে আমাদের মনে ভয় জন্মে, তাহাই আমাদের অমঙ্গল। কিন্তু কোন্ কোন্ বস্তু হইতে ভয় জন্মে? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ ঈশাৎ অপেতস্য।১১।২।৩৭॥ দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হইতেই ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির ভয় জন্মে।" মায়ামুগ্ধ-জীব ভগবদ্বিমুখ; দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হইতেই তাহার ভয় জন্মে। সুতরাং দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশই হইল মায়াবদ্ধ জীবের অমঙ্গল—তাহার সমস্ত অমঙ্গলের নিদান। কিন্তু দ্বিতীয়বস্তু কি? দ্বিতীয় বস্তু বলিলেই বুঝা যায়, একটা প্রথম বস্তু আছে; সেই প্রথম বস্তুটাই বা কি? আমাদের অভীষ্টের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিলে দেখা যায়—অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু বস্তু আছে, তৎসমস্তকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যাহা যাহা আমাদের অভীষ্ট এবং যাহা যাহা হইতে আমাদের অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যাইতে পারে, তাহারা এক শ্রেণীভুক্ত। আর, যাহা যাহা আমাদের অভীষ্ট নয়, অভীষ্টবস্তুপ্রাপ্তির সহায়কও নয়, তাহারা অন্য এক শ্রেণীভুক্ত। আমাদের অভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য প্রথম শ্রেণীর বস্তুর প্রতিই আমাদের প্রধান এবং প্রথম লক্ষ্য থাকিবে; সুতরাং আমাদের অভীষ্ট প্রাপ্তির দিক হইতে বিবেচনা করিলে যাহা আমাদের অভীষ্ট বা অভীষ্টপ্রাপ্তির সহায়ক, তাহাই হইল প্রথম বস্তু, অন্যসমস্ত বস্তু হইল দ্বিতীয় বস্তু। আমার যদি চাউলের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বাজারে চাউল এবং চাউলের দোকানই হইবে আমার প্রথম লক্ষ্যবস্তু, তেল-তামাকাদির দোকান হইবে দ্বিতীয় বস্তু। এক্ষণে দেখিতে হইবে, আমাদের অভীষ্ট বস্তু কি।

সংসারে আমরা যাহা কিছু করি, সমস্তই করি সুখের জন্য। ছোট শিশু মায়ের বা অপর কোনও স্নেহশীল লোকের কোলে থাকিতে চায়; কারণ, তাতে সে সুখ পায়। মুমূর্ষু বাঁচিয়া থাকিতে চায়—সংসার-সুখ এবং আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গসুখ ভোগের জন্য। আমাদের সমস্ত চেষ্টার প্রবর্ত্তকই হইল সুখের বাসনা। প্রশ্ন হইতে পারে, দুঃখনিবৃত্তির বাসনাও তো চেষ্টার প্রবর্ত্তক হইতে পারে। উত্তরে ইহাই বলা যায় যে—আমরা সুখ চাই বলিয়াই দুঃখ চাইনা, দুঃখ হইল সুখের বিপরীত ধর্মাক্রান্ত বস্তু; এবং দুঃখ চাইনা বলিয়াই দুঃখনিবৃত্তির জন্য প্রয়াস পাই; সুতরাং দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য চেষ্টার মূলেও রহিয়াছে সুখের বাসনা। সুখ যখন কিছুতেই পাওয়া যায় না, দুঃখও অসহ্য হইয়া উঠে, তখনই, সুখের চাইতে সোয়াস্তি ভাল—এই নীতি অনুসারে আমরা দুঃখনিবৃত্তির চেষ্টা করি। দুঃখ দূর হইয়া গেলেই আবার সুখের বাসনা জাগিয়া উঠে। কেহ কেহ সংসার-সুখ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাদি গ্রহণপূর্ব্বক কঠোর সাধনাদির দুঃখকে বরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহাও ভবিষ্যতে স্থায়ী নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভের আশায়; এস্থলেও সুখবাসনাই কঠোর তপস্যার দুঃখবরণের প্রবর্ত্তক। পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদির মধ্যেও এইরূপ সুখবাসনা দৃষ্ট হয়। বৃক্ষলতাদির মধ্যেও তাহা দেখা যায়; লতা বৃক্ষকে জড়াইয়া উঠে, তাতে লতার সুখ হয় বলিয়া; ছায়াতে যে গাছ জন্মে, সে তাহার দু'একটী শাখাকে রৌদ্রের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়—সুখের আশায়। তাহাতেই বুঝা যায়—স্থাবর-জঙ্গম জীবমাত্রের মধ্যেই এই সুখের বাসনা আছে এবং এই সুখবাসনাই সকলের সকল চেষ্টার প্রবর্ত্তক।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্থাবর-জঙ্গম সকল জীবের মধ্যেই যখন এই সুখবাসনাটী দৃষ্ট হয়, তখন ইহাই অনুমিত হইতে পারে যে, সকল জীবের মধ্যে যদি কোনও একটা সাধারণ বস্তু থাকে, তবে এই সাধারণ বাসনাটাও সেই সাধারণ বস্তুরই হইবে এবং সেই সাধারণ বস্তুটীও চেতন বস্তুই হইবে; যেহেতু, অচেতন বস্তুর কোনও বাসনা থাকিতে পারে না। সকল জীবের মধ্যে সাধারণ চেতন বস্তু হইতেছে জীবাত্মা—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, গুল্ম, লতা প্রভৃতি সকল জীবের মধ্যেই একইরূপ জীবাত্মা অবস্থিত। তাহা হইলে, সাধারণ সুখবাসনাও জীবাত্মারই বাসনা। প্রশ্ন হইতে পারে—সকল জীবেরই দেহ আছে; বিভিন্ন প্রকারের জীবের দেহ আকৃতিতে বিভিন্ন হইলেও, দেহ-হিসাবে তাহা সাধারণ এবং এই সংসারেও জীব দেহের সুখের জন্যই লালায়িত। সুতরাং সাধারণ সুখবাসনাটী দেহেরও তো হইতে পারে। উত্তরে বলা যায়—দেহ জড় অচেতন বস্তু, চেতন জীবাত্মা দেহের মধ্যে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই দেহ চেতন বলিয়া মনে হয়; জীবাত্মা যখন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায় (অর্থাৎ মৃত্যু হইলে) তখন যে দেহ পড়িয়া থাকে, তাহা জড়ই, অচেতনই; তখন তাহার বাসনা-কামনা কিছু থাকে না। জীবাত্মার বাসনাই দেহের এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয় বলিয়া দেহের ও ইন্দ্রিয়ের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া দেহের ও ইন্দ্রিয়ের বাসনা বলিয়াই আমাদের নিকটে প্রতিভাত হয়। স্বরূপতঃ ইহা চেতন জীবাত্মারই বাসনা, অচেতন দেহের বাসনা নহে। জীবাত্মা নিত্য শাশ্বত বস্তু, তাহার বাসনাও হইবে নিত্য, শাশ্বত—চিরন্তনী।

সুখবাসনার তাড়নায় আমরা সুখের জন্য যে চেষ্টা করিয়া থাকি, তাহা অনেক সময় ফলবতীও হয় এবং আমরা যে ফল পাই, তাহাকে সুখ বলিয়া মনে করি এবং আস্বাদনও করিয়া থাকি। কিন্তু নবপ্রাপ্ত সুখের প্রথম উন্মাদনা প্রশমিত হইয়া গেলে আবার নূতনতর বা অধিকতর সুখের জন্য আমাদের বাসনা জাগিয়া উঠে; তাহাও যদি পাই, তাহা হইলেও আরও নূতনতর বা অধিকতর সুখের জন্য আবার আমরা যত্নপর হইয়া থাকি। এইরূপে দেখা যায়—কিছুতেই আমাদের চিরন্তনী সুখবাসনা চরমা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। ইহাতে বুঝা যায়—যে সুখের জন্য আমাদের চিরন্তনী বাসনা, সেই সুখটী আমরা সংসারে পাই না; যদি পাইতাম, তাহা হইলে সুখবাসনার তাড়নায় আমাদের দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি চুকিয়া যাইত। বোধ হয়—সেই সুখের স্বরূপও আমরা জানি না, তাই তদনুকূল চেষ্টাও আমরা করিতে পারি না। একজন লোক কোনও এক অজ্ঞাত বনপ্রদেশে যাইয়া অনির্ব্বচনীয় প্রাণমাতান এক গন্ধ অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইল; কিন্তু তাহা কিসের গন্ধ, তাহা জানে না। চারিদিকে নানারকমের ফুল ফুটিয়া আছে; মনে করিল—বুঝিবা এ সমস্ত ফুলেরই সেই গন্ধ। এক একটা করিয়া ফুল ছিঁড়িয়া নাকের কাছে নিয়া দেখে—ঐ অনির্ব্বচনীয় প্রাণমাতান গন্ধ ইহাদের কোনও একটী ফুলেরই নাই, দশ-বিশ রকমের ফুলের সমবেত গন্ধও তাহার তুল্য নহে। আমাদের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। যে সুখের জন্য আমাদের বাসনা, আমরা মনে করি—স্ত্রী হইতে তাহা পাইব, অথবা পুত্র-কন্যা হইতে তাহা পাইব, অথবা বিষয়-সম্পত্তি হইতে, মান-সম্মান হইতে, প্রসার-প্রতিপত্তি হইতে, অথবা এ সকলের সম্মিলন হইতে তাহা পাইব—কিন্তু তাহা পাই না। কিছুতেই আমাদের সুখবাসনার চরমাতৃপ্তি পাওয়া যায় না। তাহার কারণ—যে সুখের জন্য আমাদের বাসনা, তাহা প্রাপ্তির অনুকূল উপায় আমরা অবলম্বন করি না; তাহারও হেতু বোধ হয় এই যে, সেই সুখটীর স্বরূপই আমরা জানি না। সেই সুখটী কি রকম? প্রাচীনকালে কোনও ঋষির মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল। তিনি আর এক ঋষির নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সুখ জিনিসটা কি? উত্তর পাইলেন—ভূমৈব সুখম্। ভূমাই সুখ। ভূমা বলিতে সর্ব্বব্যাপক বৃহত্তম বস্তু বুঝায়। কিন্তু সর্ব্বব্যাপক বৃহত্তম বস্তু মাত্র একটী—ব্রহ্ম বস্তু। সুতরাং ব্রহ্মই সুখ। এজন্যই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে—আনন্দং ব্রহ্ম। ইনি অসীম, অনন্ত। সুখ স্বরূপতঃ ভূমা—অসীম অনন্ত বলিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন—নাল্পে সুখম্ অস্তি। অল্প বস্তুতে—দেশে এবং কালে যাহা অল্প—সীমাবদ্ধ, যাহা আয়তনে এবং স্থায়িত্বে অল্প বা সীমাবদ্ধ—অর্থাৎ সৃষ্ট সুতরাং অনিত্য, যাহা প্রাকৃত, তাহা হইতে সুখ পাওয়া যায় না। অনন্ত অসীম নিত্য বস্তু সান্ত সসীম অনিত্য বস্তুতে পাওয়া যাইতেও পারে না। এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে—পরতত্ত্ববস্তুতে—

আনন্দের অনন্ত বৈচিত্রী আছে বলিয়া এবং তাঁহার প্রত্যেক আনন্দবৈচিত্রীই আস্বাদন-চমৎকারিতা উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া শ্রুতি তাঁহাকে রস-স্বরূপও বলিয়াছেন—রসো বৈ সঃ। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি—এই রস-স্বরূপ পরতত্ত্ববস্তুকে লাভ করিতে পারিলেই জীব আনন্দী হইতে পারে, অন্য কোনও উপায়েই জীব আনন্দী হইতে পারে না। অর্থাৎ এই আনন্দস্বরূপ—রসস্বরূপ—পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনা চরমা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে, একমাত্র তখনই সুখের লোভে জীবের ছুটাছুটি ছুটিয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা গেল, সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্যই জীবাত্মার চিরন্তনী বাসনা, মায়াবদ্ধ জীবের দেহের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয় বলিয়া বহির্ম্মুখ জীব তাহাকে দেহের সুখের বাসনা বলিয়া ভ্রম করে; যেহেতু, মায়ামুগ্ধ জীব তাহার অভীষ্ট সুখের স্বরূপ জানে না। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণই তাহার প্রকৃত অভীষ্ট বস্তু; শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনই তাহার পরমকাম্য; লীলায় তাঁহার পরিকরদের আনুগত্যময়ী সেবাদ্বারাই তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন সম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য অভীষ্ট বস্তু হইলেও তাঁহার রূপ-গুণ-লীলাদি, তাঁহার ধাম-পরিকরাদিই হইল শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়। সুতরাং অভীষ্টের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি, তাঁহার ধাম-পরিকরাদি—এক কথায়—অপ্রাকৃত চিন্ময় রাজ্যই হইল জীবের পক্ষে প্রথম বস্তু; আর তদতিরিক্ত যাহা কিছু—জড় জগৎ, প্রাকৃত বিশ্ব, মায়াবদ্ধ জীবের নশ্বর দেহ হইল তাহার পক্ষে দ্বিতীয় বস্তু। এই দ্বিতীয় বস্তুত অভিনিবেশই জীবের সমস্ত অমঙ্গলের মূলীভূত কারণ; ইহা হইতে সে তাহার অভীষ্ট সুখ তো পাবেই না, বরং এই অভিনিবেশ তাহাকে সুখের মূল নিদান—সুখঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে সরাইয়া রাখে। শিবস্বরূপ—মঙ্গলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে সরিয়া থাকিলেই সমস্ত অমঙ্গলের অভ্যুদয় হয়। তাই কার্য্য-কারণের অভেদ বশতঃ দেহাদি দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশই হইল জীবের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল।

জীবাত্মার সুখস্বরূপ কৃষ্ণপ্রাপ্তির বাসনাকে নিজের দেহের সুখবাসনা মনে করিয়া মায়াবদ্ধ জীব নিজ দেহের সুখের অনুসন্ধান করিতে করিতে দেহেতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং প্রাকৃত বস্তু হইতে সেই সুখ পাওয়া যাইবে মনে করিয়া প্রাকৃত বস্তুতেও অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে। দেহাভিনিবেশই হইল মুখ্য। দেহাভিনিবেশই হইল মুখ্য অমঙ্গল।

শচীনন্দন সর্ব্ব-অমঙ্গল হরণ করেন বলিয়া তিনি হরি। সমস্ত অমঙ্গলের মূল নিদান মায়াবদ্ধ জীবের দেহাভিনিবেশকে তিনি হরণ করেন, অর্থাৎ কৃপাদৃষ্টিদ্বারা তিনি জীবের দেহাভিনিবেশ দূর করিয়া দেন। ইহাই হইল হরি-শব্দের একটী মুখ্য অর্থ।

হরি-শব্দের দ্বিতীয় মুখ্য অর্থ হইল—যিনি প্রেম দিয়া মন হরণ করেন। শ্রীশচীনন্দন কিরূপে প্রেম দিয়া মন হরণ করেন, তাহা বিবেচনা করা যাউক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—শচীনন্দন জীবের দেহাভিনিবেশ হরণ করেন; হরণ করেন তিনি অভিনিবেশটী, দেহ হরণ করেন না। তস্কর যে জিনিসটী হরণ করে, সে জিনিসটী যতক্ষণ গৃহস্থের গৃহে থাকে, ততক্ষণ তাহা গৃহস্থের; তস্কর তাহা হরণ করিয়া নিজস্ব করিয়া ফেলে, নিজের আয়ত্তেই তাহাকে রাখে। শচীনন্দনও জীবের অভিনিবেশটীকে হরণ করিয়া নিজস্ব করিয়া ফেলেন—হরণের পূর্ব্বে এই অভিনিবেশের স্থান ছিল দেহে, হরণের পরে তাহার স্থান হইয়া যায় শচীনন্দনে। তখন অভিনিবেশ জন্মে শচীনন্দনে। অভিনিবেশ বস্তুটী স্বরূপতঃ দোষের বা গুণের নহে; ইহা যেই বস্তুর উপর পতিত হয়, সেই বস্তুর দোষগুণই এই অভিনিবেশের দোষগুণ। একটী আলো যদি বাঘ বা সাপের উপর পতিত হয়, তাহা দেখিলে আমাদের ভয় জন্মে; তাহা যদি কোনও কুৎসিৎ দুর্গন্ধময় বস্তুর উপর পতিত হয়, তাহা দেখিলে আমাদের ঘৃণা জন্মে; আবার তাহা যদি কোনও সুগন্ধি সুন্দর পুষ্পস্তবকের উপর পতিত হয়, তাহা দেখিলে আমাদের আনন্দ হয়। এইরূপে একই আলো ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উপর পতিত হইলে—ভয়, ঘৃণা, আনন্দ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় করায়। তদ্রূপ একই অভিনিবেশ বস্তু-বিশেষের উপর পতিত হইলে ভাববিশেষের হেতু হইয়া পড়ে। জীবের অভিনিবেশ যখন তাহার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেহে বা দেহসম্বন্ধীয় বস্তুতে থাকে, তখন তাহা অমঙ্গলজনক হয়; কিন্তু যখন তাহা পরমমঙ্গলনিধান শ্রীশচীনন্দনে থাকে, তখন তাহা হয় মঙ্গলজনক। কিন্তু এই মঙ্গল কি?

আলো যেমন দীপাদি আধার ব্যতীত থাকিতে পারে না, অভিনিবেশও মন ব্যতীত থাকিতে পারে না। অভিনিবেশ হইল মনের ধর্ম্ম। আলো হরণ করিতে হইলে যেমন তাহার আধার দীপাদিকে হরণ করিতে হয়, তদ্রূপ অভিনিবেশ হরণ করিতে হইলেও তাহার আধারস্বরূপ মনকে হরণ করিতে হয়—শচীনন্দন অভিনিবেশের সঙ্গে সঙ্গে মনকে হরণ করিয়া নেন। পূর্ব্বে যে মন এবং অভিনিবেশ ছিল দেহে, তখন সেই মন ও অভিনিবেশ যাইয়া পড়ে শচীনন্দনে। কিন্তু এই মন ও অভিনিবেশের লক্ষ্য হইতেছে সুখ—যতক্ষণ মন ও অভিনিবেশ ছিল দেহে, ততক্ষণ লক্ষ্য ছিল দেহের সুখ। যখন তাহা শচীনন্দনে গিয়া পড়ে, তখন লক্ষ্য হইবে শচীনন্দনের সুখ। কিন্তু শচীনন্দনের সুখের জন্য যে বাসনা, তাহাই প্রেম। যতক্ষণ নিজের দেহের সুখের দিকে লক্ষ্য ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সুখের বাসনার নাম ছিল কাম—"আত্মেন্দ্রিয়প্রীত ইচ্ছা, তারে বলি কাম।" অভিনিবেশের সঙ্গে সঙ্গে মন হরণ করিয়া মনকে নিজস্ব করিয়া নিয়া শচীনন্দন তাঁহার নিজের প্রতি জীবের অভিনিবেশ জন্মাইলেন এবং তাঁহার সুখের জন্য বাসনা জন্মাইয়া জীবের চিত্তে প্রেমের সঞ্চার করিলেন। অভিনিবেশের সঙ্গে মন হরণ করার ফলেই জীবের চিত্তে প্রেম জন্মিল। বস্তুতঃ তালপড়ার পরে অথবা তালপড়ার সঙ্গে সঙ্গে "ধুপ্" শব্দ হইলেও (অর্থাৎ তালপড়ার পূর্ব্বে "ধুপ্"-শব্দ না হইলেও) যেমন বলা হয়—ধুপ করিয়া তাল পড়িল, তদ্রূপ এস্থলেও শ্রীশচীনন্দন কর্ত্তৃক মন হরণ করার পরে অথবা মন হরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেম দান করা হইলেও (অর্থাৎ মন হরণ করার পূর্ব্বে প্রেম দান করা না হইলেও) বলা হয়—প্রেম দিয়া হরে মন। মন হরণ করা হইল কারণ, প্রেম হইল তাহার কার্য্য বা ফল। প্রেম দিয়া হরে মন—এস্থলে কার্য্যকে কারণরূপে এবং কারণকে কার্য্যরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে; ইহা এক রকম অতিশয়োক্তি অলঙ্কার; ইহাতে কার্য্যকারণের বিপর্য্যয় হয়। "আদৌ কারণং বিনৈব কার্য্যোৎপত্তিঃ পশ্চাৎ কারণোৎপত্তিরয়মেব কার্য্যকারণয়োর্বিপর্য্যযস্তত্র চতুর্থী অতিশয়োক্তির্জ্ঞেয়া। অলঙ্কারকৌস্তুভ ৮।১৫ টীকায় চক্রবর্ত্তী।" কার্য্য যে অতি শীঘ্রই উপস্থিত হইবে, এইরূপ অতিশয়োক্তিদ্বারা তাহাই সূচিত হয়। "তদ্বিপর্য্যয়েণোক্তিঃ কার্য্যস্যাতিশৈঘ্র্যবোধিন্যতিশয়োক্তিশ্চতুর্থী জ্ঞেয়া। শ্রীভা, ১০।৫১।৫৩ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী।" তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীশচীনন্দন মন হরণ করিলে (তাঁহাতে রতি জন্মিলে) অতি শীঘ্রই প্রেমের উদয় হইবে।

এইরূপে দেখা গেল, সর্ব্ব অমঙ্গল হরণ করেন বলিয়া শ্রীশচীনন্দন হইলেন হরি এবং প্রেম দিয়া মন হরণ করেন বলিয়াও তিনি হইলেন হরি। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীশচীনন্দন কাহারও অমঙ্গল হরণ করিয়াছেন কিনা এবং প্রেম দিয়া কাহারও মন হরণ করিয়াছেন কিনা? যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই হরি-শব্দের উল্লিখিতরূপ অর্থ তাঁহাতে প্রয়োজ্য হইতে পারে, অন্যথা নহে। উত্তরে বলা যায়—শ্রীশচীনন্দন জগাই-মাধাই, চাপাল-গোপাল, শ্রীরূপ-সনাতনাদির অমঙ্গল হরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণপ্রেম দিয়াছেন। ঝারিখণ্ডপথে বৃন্দাবন যাওয়ার সময়ে বন্য কোল-ভীল প্রভৃতি অসভ্য পার্ব্বত্যজাতীয় বহুলোককে—এমন কি ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্র-জন্তু সমূহকেও কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করিয়াছেন। প্রভু যখন পথে চলিয়া যাইতেন, তখন যে কোনও ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাঁহার দর্শন পাইতেন, তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিতেন, তিনিই কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইতেন। এইরূপে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহাদের দেহাদিতে অভিনিবেশরূপ অমঙ্গল যে দূরীভূত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়; কারণ, যতক্ষণ ঐরূপ অভিনিবেশ থাকিবে, ততক্ষণ প্রেম জন্মিতে পারে না।

সুতরাং হরি-শব্দের উক্তরূপ উভয় মুখ্য অর্থই শ্রীশচীনন্দনে প্রয়োজ্য।

শাস্ত্র হইতে জানা যায়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত তাঁহার কোনও অবতারও প্রেম দিতে পারেন না; শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু লতাগুল্মাদিকেও প্রেম দিতে পারেন। সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোহভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কোহবা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥ ল, ভা, পূঃ। ৫।৩৭॥ শ্রীশচীনন্দন যখন সকলকেই প্রেম দিয়াছেন, তখন তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই,

অন্য কেহ নহেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—তিনি যদি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই হইবেন, তাহা হইলে তাঁহার বর্ণ হইবে—নবজলধরের ন্যায়, কিম্বা ইন্দ্রনীলমণির ন্যায়, কিম্বা নীলোৎপলের ন্যায় শ্যাম, তরুণ তমালের ন্যায় শ্যাম। তাহাই যদি হইবে, এই শ্লোকে কেন বলা হইল, শচীনন্দন **পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ**—পুরট (স্বর্ণ) অপেক্ষাও সুন্দর দ্যুতি (জ্যোতি-রশ্মি) কদম্ব (সমূহ) দ্বারা সন্দীপিত (সম্যক্‌রূপে দীপ্ত—সমুজ্জ্বল); তাঁহার বর্ণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ অপেক্ষাও সুন্দর পীত ; তাঁহার এই পীতবর্ণ অঙ্গ হইতে অসংখ্য স্বর্ণবর্ণ জ্যোতিরেখা সকলদিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা তাঁহাকে সমুদ্ভাসিত করিতেছে। (ইহাদ্বারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্যের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। ২।১৩।১ শ্লোকের গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা দ্রষ্টব্য)। উত্তর—শ্রীশচীনন্দন যে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, একথাও ঠিক এবং নদীয়া-অবতারে তিনি যে পীতবর্ণ-ধারণ করিয়াছেন, তাহাও ঠিক। শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি নিয়া তিনি গৌর হইয়াছেন, তাই এই লীলায় তাঁহার বর্ণ পীত। পরবর্ত্তী "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ" ইত্যাদি শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে।

পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিত-শব্দদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে—শ্রীশচীনন্দন তাঁহার সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্যের সহিত সকলের হৃদয়ে স্ফুরিত হউন, সেই মাধুর্য্যের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিদ্বারা তিনি সকলের চিত্তকে উদ্ভাসিত করুন।

এতাদৃশ শচীনন্দন **কলৌ**—কলিতে; কলিযুগে **করুণয়া অবতীর্ণঃ**—করুণা (কৃপা) বশতঃ অবতীর্ণ হইয়াছেন। গীতা (৪।৭-৮।) হইতে জানা যায়—ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে, সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। ধর্ম্মসংস্থাপন, সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতদের বিনাশ—এ সমস্তই জগতের প্রতি তাঁহার করুণার পরিচায়ক; সুতরাং যখনই তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তখনই করুণাবশতঃই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অবতীর্ণ হয়েন বলিলেই করুণাবশতঃ অবতীর্ণ হয়েন, ইহাই বুঝা যায়; পৃথক্‌ভাবে "করুণা" শব্দের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তথাপি এই শ্লোকে "করুণয়া" শব্দের উল্লেখ কেন করা হইল? অন্যান্য অবতারে যে করুণা প্রকাশ পাইয়াছে, গৌর-অবতারের করুণার তদপেক্ষা কোনও এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য সূচনা করার জন্যই এস্থলে করুণা-শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। করুণার এই বৈশিষ্ট্য বা উৎকর্ষ দুই দিক্ দিয়া—প্রথমতঃ করুণার মাধুর্য্য, দ্বিতীয়তঃ করুণার উল্লাস। প্রথমে মাধুর্য্যের কথা বিবেচনা করা যাউক। অন্যান্য অবতারে তিনি সাধুদের পরিত্রাণ করিয়াছেন—সাধুগণ তাঁহার এই করুণা অনুভব করিয়াছেন, আস্বাদনও করিয়াছেন। ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ লোকদের উপকার করিয়াছেন, তাঁহারাও এই করুণা অনুভব করিয়াছেন। অসুরদের প্রাণসংহার করিয়াছেন; ইহার মধ্যেও তাঁহার করুণার বিকাশ আছে—কেবল অন্যের প্রতি নয়, অসুরদের প্রতিও; যেহেতু তিনি হতারিগতিদায়ক। কংসাদি যে সমস্ত অসুরকে তিনি বধ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগকে স্বচরণে স্থান দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি ইহা তাঁহার করুণা; কিন্তু এই করুণা তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন—তাঁহার চরণে স্থানলাভের পরে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের দেহে প্রাণ ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত-তাঁহারা এবং তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনগণ মনে করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতাই দেখাইতেছেন। অসুরগণ প্রাণ থাকা পর্য্যন্ত তাঁহার করুণার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই; অসুরগণের আত্মীয়স্বজনগণ কোনও সময়েই তাহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। সুতরাং এ সকল স্থলে তাঁহার করুণার মাধুর্য্যের বিকাশ অসম্যক্। কিন্তু গৌর অবতারে তিনি কোনওরূপ অস্ত্রধারণ করেন নাই; কাহারও প্রাণসংহারও করেন নাই। হরিনাম-প্রেম দিয়া সকলের চিত্ত শুদ্ধ করিয়াছেন। অসুর-সংহার করেন নাই, অসুরত্বের সংহার করিয়াছেন। "রাম-আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে, অসুরেরে করিল সংহার। এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারে না মারিল, চিত্ত শুদ্ধি করিল সভার॥" জগাই-মাধাই যে দুষ্কার্য্য করিয়াছিলেন, লোকে মনে করিয়াছিল, তাহাদের নাকি কত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হয়; তাঁহারাও হয়তো তাহাই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু শচীনন্দন তাঁহাদের পাপ হরণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেম দিয়া কৃতার্থ করিলেন; এই অপ্রত্যাশিত করুণা দেখিয়া তাঁহারা অবাক্, মুগ্ধ হইয়া শ্রীনিতাই-গৌরের চরণে আত্মবিক্রয় করিলেন; জনসাধারণও

মুগ্ধ হইল, শচীনন্দনের কৃপা পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হইল। কাজি যে অপরাধ করিয়াছিলেন, সেই অপরাধও শচীনন্দন ক্ষমা করিলেন, প্রেম দিয়া কাজিকেও কৃতার্থ করিলেন। কতিপয় পড়ুয়া-পাষণ্ডী প্রভুর নিন্দারূপ অপরাধপঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াছিল; তাহাদের উদ্ধারের জন্য শচীনন্দন সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেন, পরে তাহাদিগকেও উদ্ধার করিলেন। তিনি কাহাকেও হত্যা করেন নাই, কাহারও জন্য কোনওরূপ কায়িক-শাস্তির ব্যবস্থাও করেন নাই; অবশ্য বৈষ্ণব-অপরাধের গুরুত্ব দেখাইয়া জনসাধারণকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে চাপাল-গোপালের দেহে কুষ্ঠব্যাধির সঞ্চার করাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাকেও তিনি পরে রোগমুক্ত করাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন; আমরণ তাহাকে কুষ্ঠের যন্ত্রণা ভোগ করান নাই। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কথাও উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধবনিতা শচীনন্দনের করুণার মাধুর্য্য-অনুভব করিতে পারিয়াছে। বাস্তবিক ভগবৎ-করুণার এইরূপ অদ্‌ভূত মাধুর্য্য আর কোনও যুগে কোনও অবতারে প্রকটিত হয় নাই, এমন কি দ্বাপর-লীলাতেও না। তারপর শচীনন্দনের করুণার উল্লাস। ভগবৎ-করুণা সকল সময়েই জীবকে কৃতার্থ করার জন্য যেন উন্মুখ হইয়া থাকেন; কিন্তু তিনি ভক্তের বা ভগবানের ইচ্ছারূপ একটা উপলক্ষের অপেক্ষা করেন। গৌররূপে অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালেই ভগবানের সঙ্কল্প ছিল—আপামর সাধারণকে তিনি উদ্ধার করিবেন, প্রেম দিয়া কৃতার্থ করিবেন। এই সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া করুণার উল্লাসের—তাহার আনন্দের—আর সীমা-পরিসীমা ছিল না। সাধারণতঃ জীবের অপরাধের প্রাচীর ভেদ করিয়া ভগবৎ-করুণা সহসা তাহার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু শচীনন্দনের সঙ্কল্পের অবিতর্ক্য প্রভাব এবং সেই সঙ্কল্পকে কার্য্যে-পরিণত করার জন্য তাঁহার অবিচিন্ত্য মহাশক্তির দুর্দ্দমনীয় উচ্ছ্বাস করুণার অগ্রগতির প্রতিকূল সমস্ত বাধাবিঘ্নকে প্রবল-স্রোতোমুখে ক্ষুদ্রতৃণখণ্ডের ন্যায় কোন্ দূরদেশে অপসারিত করিয়াছে, কে বলিবে? করুণা অবাধগতিতে যথেচ্ছভাবে প্রসারিত হইয়া প্রবল বন্যার ন্যায় সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে। কোনও অশ্বারোহী যদি তাহার অশ্বের লাগাম ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে বলে—যেখানে ইচ্ছা, যেদিকে ইচ্ছা, যতদূরে ইচ্ছা, তুমি আমাকে লইয়া যাও—তাহা হইলে ঘোড়া যাহা করে, শচীনন্দনের করুণাও তাহাই এবং তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণে অধিক করিয়াছে; যেহেতু অশ্বের শক্তি সীমাবদ্ধ, করুণার শক্তি অসীম। শচীনন্দন যেন করুণাতে তাঁহার সমস্ত শক্তি সঞ্চার করিয়া বলিয়াছেন—“আমি তোমাতেই আত্মসমর্পণ করিলাম; যেদিকে ইচ্ছা, যতদূরে ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা, তুমি আমাকে লইয়া যাও; নিয়া যাহার নিকটে ইচ্ছা তুমি আমাকে বিক্রয় করিতে পার। এবার তোমার নিকটে আমার কোনও স্বাতন্ত্র্যই নাই।” সকলকে যথেচ্ছভাবে কৃতার্থ করার জন্য যিনি সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব, সেই করুণা যখন উল্লিখিতরূপ আদেশ ও শক্তি পাইলেন, তখন তাঁহার যে কিরূপ উল্লাস হইল, তাহা কেবল অনুভববেদ্য। এই শক্তি এবং আদেশ পাইয়াই শচীনন্দনের করুণা আপামর-সাধারণকে এমন একটী বস্তু দিলেন, যাহা দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণলীলায়ও দেওয়া হয় নাই। বাস্তবিক, ভগবৎ-কৃপার এইরূপ অবাধ বিকাশ আর কোনও যুগে, কোনও লীলায় প্রকটিত হয় নাই। আদিলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণিত সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম এত সহজে আর কোনও অবতারেই অর্পিত হয় নাই। প্রভু যে সেই সুদুর্ল্লভ প্রেম বস্তুটী পাওয়ার উপায়ের কথাই বলিয়া দিলেন, তাহা নহে। সেই প্রেম-বস্তুটীই আপামর-সাধারণকে প্রভু নিজে দিয়া গিয়াছেন এবং স্বীয় পার্ষদবৃন্দ-দ্বারাও দেওয়াইয়া গিয়াছেন। করুণার এই অপূর্ব্ব মাধুর্য্য এবং উল্লাস সূচিত করার উদ্দেশ্যেই এই শ্লোকে “করুণয়া” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

যাহা হউক, কি উদ্দেশ্যে শচীনন্দন অবতীর্ণ হইলেন? **সমর্পয়িতুম্**—সম্যক্‌রূপে অর্পণ করার জন্য। কি অর্পণ করার জন্য? **স্বভক্তিশ্রিয়ম্**—নিজবিষয়ক ভক্তিসম্পত্তি। শ্রীকৃষ্ণ যে ভক্তির বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি প্রয়োজিত হয়, তাহাই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভক্তি (স্বভক্তি); সেই ভক্তিরূপ সম্পত্তি শ্রীমন্ মহাপ্রভু জীবকে দিয়া গেলেন। ভক্তিকে সম্পত্তি বলার হেতু এই। সম্পত্তিদ্বারা লোকে নিজের অভীষ্ট বস্তু সংগ্রহ করে; ইহাতেই সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা। সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণসেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করা এবং আনুষঙ্গিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য আস্বাদন করাই জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য এবং একমাত্র অভীষ্ট বস্তু। এই অভীষ্ট বস্তু লাভ করিবার একমাত্র উপায়—ভক্তি; তাই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভক্তিকে ভক্তের সম্পত্তি বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষই ভক্তি। সূর্য্য যেমন নিরপেক্ষভাবে সকলের জন্যই স্বীয় কিরণ বিকীর্ণ করে, কিন্তু আধারের যোগ্যতা অনুসারেই সেই কিরণ গৃহীত ও রূপান্তরিত হয়; তদ্রূপ পরম-নিরপেক্ষ শ্রীভগবান্‌ও তাঁহার স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছেন; কিন্তু একমাত্র ভক্তহৃদয়ই তাহা গ্রহণে সমর্থ। সুতরাং স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী কেবলমাত্র ভক্তহৃদয়েই নিক্ষিপ্ত হয়েন, অন্যত্র হয়েন না। ভক্তরূপ আধারে নিক্ষিপ্ত হইয়া স্বরূপ-শক্তি ভক্তিরূপতা প্রাপ্ত হয়েন এবং ভক্তকে ভগবদনুভবের যোগ্য করেন—"শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যর্থাপত্তি-প্রমাণ-সিদ্ধত্বাৎ তস্য হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি র্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষু এব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৬৫॥" সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, হৃদয়ে [illegible]শক্তির আবির্ভাবেই ভক্তের যাবতীয় দুঃখ অন্তর্হিত হইয়া যায়। নিখিল-ভক্তশ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দ স্বমাধুর্য্য-আস্বাদনের একমাত্র উপায় স্বরূপ ভক্তিকে নিজসম্পত্তি করিয়া লইয়াছেন—তাই ভক্তির বিষয় হইয়াও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে তিনি ভক্তির আশ্রয় হইয়াছেন, ভক্তিসম্পদের অধিকারী হইয়াছেন। ভক্তিসম্পদের অধিকারী হইয়া তিনি দেখিলেন, এই অপরিমিত সম্পত্তির এক কণিকা পাইলেও জীবের অনন্ত দুঃখ ঘুচিয়া যাইতে পারে, তাহার অতৃপ্ত আনন্দবাসনা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে। তাই, পরমকরুণ-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আপামর-সাধারণকে সেই ভক্তিসম্পত্তি দান করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন এবং ঐ পরমদুর্ল্লভ ভক্তিসম্পত্তি দান করিলেন। ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের করুণার পরমোৎকর্ষ। পরমোৎকর্ষ বলার হেতু এই যে, যে ভক্তিসম্পত্তিটী তিনি কলির জীবকে দিয়া গিয়াছেন, তাহা একটী সাধারণ বস্তু নহে। তাহা এমন একটী অদ্ভুত এবং অসাধারণ বস্তু, যাহা **চিরাৎ অনর্পিতচরীং**—বহুকাল পর্য্যন্ত দান করা হয় নাই। পূর্ব্ব কোন এক কল্পে যখন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন হয়তো একবার দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার পরে কত সহস্র সহস্র অবতাররূপে তিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; কিন্তু এই বস্তুটী কখনও দেন নাই; এমন কি দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ-অবতারেও এই অসাধারণ বস্তুটী দান করা হয় নাই! স্বভাবতঃই পরমাস্বাদ্য ভক্তিবস্তুটীকে এক অনির্ব্বচনীয় আস্বাদনচমৎকারিতার রসপূরে পরিনিষিক্ত করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নির্ব্বিচারে আপামর-সাধারণকে দান করিয়া সকলকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

কিন্তু যে রসে স্বভাবতঃ-মধুর-ভক্তিবস্তুটীকে তিনি পরিনিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই রসটী কি? সেইটী হইতেছে—উন্নত এবং উজ্জ্বলরস। তিনি যেই ভক্তিটী দান করিলেন, তাহা **উন্নতোজ্জ্বলরসাম্**—উন্নত এবং উজ্জ্বলরসময়ী। এক্ষণে দেখিতে হইবে—উন্নত এবং উজ্জ্বল রস বলিতে কি বুঝায়।

উন্নত অর্থ—উচ্চ; কাহা হইতে উন্নত, তাহা যখন বলা হয় নাই, তখন ব্যাপক অর্থেই উন্নত-শব্দের অর্থ করিতে হইবে; যাহা হইতে উন্নত আর কিছু নাই, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, তাহার কথাই এস্থলে বলা হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত এই রসটী কি?

ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে চারি ভাবের ভক্তের প্রেমরস আস্বাদন করিয়াছেন—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের দাস্যভাবের পরিকর রক্তকপত্রকাদি, সখ্যভাবের পরিকর সুবল-মধুমঙ্গলাদি, বাৎসল্য-ভাবের পরিকর নন্দ-যশোদাদি এবং মধুর ভাবের পরিকর শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণ। ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর; অনাদিকাল হইতেই ইহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্ব-স্ব-ভাবানুকূল প্রেমরস আস্বাদন করাইতেছেন। ইহাদের কাহারও প্রেমেই স্বসুখবাসনার গন্ধমাত্রও নাই; একমাত্র কৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই ইহাদের যত কিছু চেষ্টা; সুতরাং সকলের প্রেমই নির্ম্মল।

প্রীতিকামনা মমতা-বুদ্ধির অনুগামিনী; যাহার প্রতি আমার মমতা-বুদ্ধি নাই, যাহাকে আমি আমার আপন-জন বলিয়া মনে করি না, তাঁহার প্রীতিবিধানের নিমিত্ত আমার উৎকণ্ঠা জন্মিতে পারে না। এই মমতা-বুদ্ধি

যেস্থলে যত গাঢ়, প্রীতিবিধানের উৎকণ্ঠাও সে স্থলে তত তীব্র। শ্রীকৃষ্ণের চারিভাবের পরিকরদেরই শ্রীকৃষ্ণে মমতা-বুদ্ধি আছে, শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের আপন-জন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাঁহাদের মমতা-বুদ্ধির তারতম্য আছে; দাস্য অপেক্ষা সখ্যে, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যে, বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরে মমতা-বুদ্ধির গাঢ়তা বেশী। যে স্থলে মমতা-বুদ্ধির গাঢ়তা যত বেশী, সে স্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাও তত বেশী এবং সেবা-সম্বন্ধীয় বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করার সামর্থ্যও তত বেশী। এই গেল শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরদের কথা। আবার পরিকরদের মমতা-বুদ্ধি-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও তাঁহাদের প্রেমরস আস্বাদনের এবং প্রেমবশ্যতার তারতম্য আছে। দাস্য-সখ্যাদির যে ভাবে মমতা-বুদ্ধি যত বেশী, সেই ভাবের আস্বাদ্যতাও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তত বেশী এবং সেই ভাবের পরিকরদের নিকটে প্রেমবশ-শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতাও তত বেশী।

প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্ত-বশ ।১।৭।১৩৮।

দাস্য-ভাবের পরিকর রক্তক-পত্রকাদি আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের দাস এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রভু বলিয়া মনে করেন; এই ভাবেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের চেষ্টা করেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রভু-জনোচিত গৌরব-বুদ্ধি আছে; এই গৌরব-বুদ্ধিদ্বারা তাঁহাদের সেবা-বাসনা সঙ্কুচিত হয়; কোনও একটী সুস্বাদু জিনিস খাইতে খাইতে তাহা শ্রীকৃষ্ণকে দেওয়ার নিমিত্ত তাঁহাদের ইচ্ছা হইতে পারে; কিন্তু তাহা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারেন না—প্রভুর মুখে দাসের উচ্ছিষ্ট কিরূপে দিবেন?

কিন্তু সখ্যভাবে, দাস্য অপেক্ষা মমতাবুদ্ধির আধিক্য বলিয়া এইরূপ গৌরব-বুদ্ধি নাই। মমতাবুদ্ধি যতই বৃদ্ধি পায়, ততই ছোট বড় ইত্যাদি পার্থক্যজ্ঞান তিরোহিত হয়। সুবলাদি সখারা শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদের অপেক্ষা বড় মনে করেন না—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেও তাঁহাদের তুল্যই মনে করেন; তাই কখনও বা শ্রীকৃষ্ণকে স্কন্ধে বহন করেন; আবার কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধেও আরোহণ করেন; আবার কখনও বা, কোনও একটী ফল খাইতে খাইতে খুব সুস্বাদ বলিয়া মনে হইলে তাঁহাদের প্রাণকানাইকে না দিয়া থাকিতে পারেন না—অমনি ঐ উচ্ছিষ্ট ফলই কানাইয়ের মুখে পুরিয়া দেন; এইরূপ ব্যবহারে তাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্রও সঙ্কোচ অনুভব করেন না। তাঁহারা দাসের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সেবাও করেন, সখার ন্যায় সমান সমান ব্যবহারও করেন।

কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ।
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ॥ ২।১৯।১৮২
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসমজ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান ॥" ২।১৯।১৮৪

সঙ্কোচহীন, গৌরববুদ্ধিহীন বিশ্বাসময় ভাবই সখ্যের বিশেষত্ব।

বাৎসল্যে, সখ্য অপেক্ষাও মমতাবুদ্ধি বেশী; মমতাধিক্যবশতঃ বাৎসল্যভাবের পরিকর নন্দ-যশোদাদি শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের লাল্য এবং অনুগ্রাহ্য, আপনাদিগকে তাঁহার লালক জ্ঞান করেন; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদিগ হইতে ছোট এবং আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড় মনে করেন; তাই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের নিমিত্ত সময় সময় তাঁহারা তাঁহার তাড়ন-ভর্ৎসন পর্য্যন্তও করেন।

"মমতা-আধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসন ব্যবহার।
আপনাকে 'পালক' জ্ঞান কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান ॥" ২।১৯।১৮৬—৮৭

বাৎসল্যে দাস্যের সেবা আছে, সখ্যের সঙ্কোচহীনতা আছে, অধিকন্তু মমতাধিক্যময় লালন আছে।

মধুর-ভাবে এই সমস্ত তো আছেই, তদতিরিক্ত কান্তাভাবে নিজাঙ্গ-দ্বারা সেবাও আছে।

ঐ সমস্ত কারণে, দাস্য অপেক্ষা সখ্যে, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যে এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরে শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদনচমৎকারিতা এবং প্রেমবশ্যতাও বেশী।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এইরূপে দাস্য অপেক্ষা সখ্য, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরভাব উন্নত।

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক, দুই, তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এই মতে মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥ ২।১৯।১৯১—৯২

মধুররসের আর একটী নাম শৃঙ্গার-রস; শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—"সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী। ১।৪।৪০"...এজন্যই মধুর-ভাব সম্বন্ধে আবার বলা হইয়াছে,

"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে। ২।৮।৬৯॥" মধুর-ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ-সেবা পাওয়া যায়। আবার ভক্তের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদনের উপায়ও প্রেমই।

পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রস করায় আস্বাদন॥১।৭।১৩৭

প্রেমের উৎকর্ষ-অনুসারে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদনেরও উৎকর্ষ; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন,

আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্বস্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়॥১।৪।১২৫

সুতরাং দাস্য-বাৎসল্যাদি হইতে মধুর ভাবেই যে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদনের আধিক্য, তাহাও সহজেই বুঝা যায়।

এই সমস্ত কারণেই মধুর-রসকে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত রস বলা যায়; এবং মঙ্গলাচরণের ৪র্থ শ্লোকে উন্নত-রস-শব্দে এই মধুর-রসকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এক্ষণে **উজ্জ্বল** শব্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। উজ্জ্বল-অর্থ দীপ্তিশীল; চাকচিক্যময়। শ্লোকস্থ উন্নত-শব্দের ন্যায় উজ্জ্বল-শব্দেরও ব্যাপক-ভাবেই অর্থ করিতে হইবে; ব্যাপক-অর্থে, উজ্জ্বল-রস শব্দে উজ্জ্বলতম রসকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু উজ্জ্বলতম রস কোন্‌টী?

নির্ম্মল স্বচ্ছ বস্তু ব্যতীত অন্য বস্তু উজ্জ্বল হয় না। ব্রজের দাস্য-সখ্যাদি চারিটী ভাবই নির্ম্মল; কারণ, ইহাদের কোনও ভাবেই স্বসুখ-বাসনারূপ মলিনতা নাই, প্রত্যেক ভাবই কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়। কিন্তু কোনও বস্তু নির্ম্মল হইলেও তাহা আপনা আপনি উজ্জ্বলতা ধারণ করেনা; স্বচ্ছনির্ম্মল দর্পণে আলোক-রশ্মি পতিত হইলেই তাহা উজ্জ্বল হয়; দর্পণের যে যে স্থলে আলোক-রশ্মি পতিত হয়, সেই সেই স্থলই উজ্জ্বল হয়, যে যে স্থলে আলোক-রশ্মি পতিত হয় না, সে সে স্থল উজ্জ্বল হয় না; যে স্থলে আলোক-রশ্মি কম পরিমাণে পতিত হয়, সে স্থলের উজ্জ্বলতাও কম হয়।

ব্রজ-পরিকরদের দাস্য-সখ্যাদি ভাবকেও স্বচ্ছ-নির্ম্মল-দর্পণের তুল্য মনে করা যায়; এই সমস্ত ভাবরূপ দর্পণে যখন মমতাবুদ্ধিময়ী-সেবোৎকণ্ঠারূপ আলোক-রশ্মি পতিত হয়, তখনই ঐ ভাবদর্পণ উচ্ছ্বাসময়ী উজ্জ্বলতা ধারণ করিতে পারে; ব্রজপরিকরদের শ্রীকৃষ্ণ-সেবোৎকণ্ঠা নিত্যা; সুতরাং তাঁহাদের ভাবরূপ দর্পণও নিত্যই উজ্জ্বল। কিন্তু মমতাবুদ্ধির তারতম্যানুসারে সেবোৎকণ্ঠারও তারতম্য আছে; সুতরাং ভাব-রূপ দর্পণের উজ্জ্বলতারও তারতম্য আছে। এইরূপে দাস্য-ভাব অপেক্ষা সখ্য-ভাব উজ্জ্বলতর; সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য-ভাব উজ্জ্বলতর এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরভাব উজ্জ্বলতর। তাহা হইলে মধুর ভাবই হইল উজ্জ্বলতম।

এস্থলে আরও একটী কথা বিবেচ্য। দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—এই তিন ভাবের প্রত্যেকটীতেই একটা সম্বন্ধের অপেক্ষা আছে; এই তিন ভাবের পরিকরগণের শ্রীকৃষ্ণ-সেবা তাঁহাদের সম্বন্ধের অনুগামিনী; যাহাতে সম্বন্ধের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়, এমন কোনও সেবা তাঁহারা করিতে পারেন না, করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহাদের হয় না। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দাস্য-ভাবের পরিকরদের প্রভুভৃত্যসম্বন্ধ; তাঁহাদের কৃষ্ণসেবাও এই সম্বন্ধের অনুকূল। সখ্য-বাৎসল্য-ভাবেরও ঐরূপ

অবস্থা। এই তিন ভাবের পরিকরদের পক্ষে আগে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, তারপরে সম্বন্ধানুকূল সেবা। তাই তাঁহাদের সেবোৎকণ্ঠারূপ আলোক-রশ্মি সম্যক্‌রূপে বিকশিত হইতে পারেনা, সম্বন্ধের আবরণে হয়ত আবৃত হইয়া থাকে, অথবা কিছু প্রতিহত হইয়া যায়; সুতরাং তাঁহাদের ভাবরূপ দর্পণও সম্যক্‌রূপে উজ্জ্বলতা ধারণ করিতে পারে না।

মধুর-ভাবের পরিকর শ্রীরাধিকাদির ভাব কিন্তু অন্যরূপ। প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের এমন কোনও সম্বন্ধই ছিল না, যাহার অনুরোধে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত লালায়িত হইতে পারেন। তথাপি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়াছেন। তাঁহাদের এই-সেবা-বাসনা স্বাভাবিকী; ইহাই তাঁহাদের প্রেমের বৈশিষ্ট্য। তাঁহাদের এই সেবোৎকণ্ঠা এতই বলবতী হইয়াছিল যে, বেদধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথ—ইহাদের কোনও বাধাই তাঁহাদের উৎকণ্ঠাকে সঙ্কুচিত করিতে পারে নাই; উৎকণ্ঠার প্রবল স্রোতের মুখে স্বজন-আর্য্যপথাদির ভাবনা কোন্ দূরদেশে ভাসিয়া গিয়াছিল, তাহাও তাঁহারা জানিতে পারেন নাই; সমস্তকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের কৃষ্ণসেবোৎকণ্ঠা রূপ তীব্র আলোক-রশ্মি কোনও রূপ বাধাদ্বারাই প্রতিহত হইতে পারে নাই; তাই তাঁহাদের ভাবরূপ দর্পণ সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে উজ্জ্বলতা ধারণ করিয়াছিল, উজ্জ্বলতম হইয়াছিল। কৃষ্ণসেবার অনুরোধেই তাঁহারা কৃষ্ণের কান্তাত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন; তাঁহাদের পক্ষে, আগে সেবা-বাসনা, তার পরে সম্বন্ধ; অন্য তিনভাবের সেবা সম্বন্ধের অনুগা, কিন্তু ব্রজসুন্দরীদিগের সম্বন্ধই তাঁহাদের সেবা-বাসনার অনুগামী। তাই তাঁহাদের ভাব সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত এবং সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল।

তারপর **রস** সম্বন্ধে। আস্বাদ্য বস্তুকে রস বলে; রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ। সাধারণতঃ আস্বাদ্য বস্তু মাত্রকেই রস বলিলেও, যে বস্তুতে আস্বাদন-চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা, তাহাতেই রস-শব্দের পর্য্যবসান।

দধির নিজের একটা স্বাদ আছে; কিন্তু তাহার সঙ্গে চিনি মিশ্রিত করিলে তাহার স্বাদ চমৎকারিতা ধারণ করে। তদ্রূপ, দাস্য-সখ্যাদি প্রেমেরও নিজের একটা স্বাদ আছে; কারণ, এই সমস্তই আনন্দাত্মিকা হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তি। দাস্য-সখ্যাদি-ভাবকে স্থায়িভাব বলে। এই সকল স্থায়িভাবের সঙ্গে যদি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যাভিচারী ভাব সমূহ মিলিত হয়, তাহা হইলে অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতার উদ্ভব হয়; তখনই দাস্যাদি কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পরিণত হয়।

“প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রী মিলনে। কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে॥ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যাভিচারী॥ স্থায়িভাব রস হয় এই চারি মিলি॥ দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর-মিলনে। রসালাখ্য-রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে। ২।২৩।২৭-২৯॥” (বিভাব অনুভাবাদির লক্ষণ এবং রস-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মধ্যলীলায় ২৩শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।) দাস্য-সখ্যাদি বিভিন্ন ভাবের অনুভাবাদিও বিভিন্ন, সুতরাং দাস্য-সখ্যাদি স্থায়িভাব যখন রসে পরিণত হয়, তাহাদের আস্বাদন-চমৎকারিতাও বিভিন্ন রূপই হইয়া থাকে। গুড়, চিনি, মিছরি প্রভৃতি সমস্তই মিষ্ট; কিন্তু তাহাদের মিষ্টত্বের চমৎকারিতার পার্থক্য আছে। দাস্য-সখ্যাদি রসের আস্বাদন-চমৎকারিতা সম্বন্ধেও ঐ কথা। দাস্য-রস অপেক্ষা সখ্য-রসের, সখ্য-রস অপেক্ষা বাৎসল্য-রসের এবং বাৎসল্যরস অপেক্ষা মধুর-রসের আস্বাদন-চমৎকারিতা অধিক। সুতরাং আস্বাদন-চমৎকারিতা-হিসাবেও মধুর-রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত।

ভক্তিরস আস্বাদন করিয়া ভক্তও সুখী হয়েন, কৃষ্ণও সুখী হয়েন; কৃষ্ণ এত সুখী হয়েন যে, তিনি ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া পড়েন। “যে রসে ভক্ত সুখী—কৃষ্ণ হয় বশ। ২।২৩।২৬॥” যে-রসের আস্বাদন-চমৎকারিতা যত বেশী, সেই রসের পরিকরদের নিকটে কৃষ্ণের প্রেমবশ্যতাও তত বেশী। এইরূপে, মধুর-রসের পরিকর শ্রীরাধিকাদির নিকটেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই প্রেমবশ্যতা এতই অধিক যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই শ্রীরাধিকার নিকটে তাঁহার অপরিশোধনীয় প্রেম-ঋণের কথা স্বীকার করিয়াছেন। “ন পারয়েঽহং নিরবদ্য-সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। ইত্যাদি। শ্রীভা ১০।৩২।২২॥” সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণ-সামর্থ্যেও মধুর-রস সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত।

পরিকর-বর্গের প্রেম-রস-নির্য্যাস আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে পরিমাণ আনন্দ অনুভব করেন, তাহা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমরস আস্বাদন করাইয়া ব্রজসুন্দরীগণ যে আনন্দ অনুভব করেন—তাহার পরিমাণ অনেক বেশী। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, "অন্যোন্য-সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই। তাহা হৈতে রাধাসুখ শত অধিকাই ॥১।৪।২১৫॥" শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমরস আস্বাদন করাইয়া শ্রীরাধা যে সুখ পায়েন, তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। "আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ। তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥ নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে। সে সুখ-মাধুর্য্য-ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥ ১।৪।২১৭-১৮॥" দাস্য-সখ্যাদি ভাবের পরিকরগণের যে আনন্দ, তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লালসা জন্মে না। কিন্তু মধুর-ভাবের পরিকর শ্রীরাধার সুখ আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি লালায়িত। ইহা হইতেও মধুর-রসের অপূর্ব্বতা সূচিত হইতেছে।

এতাদৃশ সমুন্নত-সমুজ্জ্বল-মধুর-রসময়ী ভক্তিসম্পত্তি কলিহত জীবকে দান করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন॥ এই সুদুর্লভ বস্তুটী দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণরূপেও তিনি কাহাকেও দেন নাই; অথচ, এই কলিযুগে "হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা। ১।৮।১৭॥" ইহা হইতেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপের **করুণার উৎকর্ষ** সূচিত হইতেছে।

স্বভক্তি-শ্রিয়ং—নিজবিষয়ক ভক্তিসম্পত্তি। শ্রীকৃষ্ণ যে ভক্তির বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি প্রয়োজিত হয়, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক-ভক্তি (স্বভক্তি); সেই ভক্তিরূপ সম্পত্তি শ্রীমন্ মহাপ্রভু জীবকে দিয়া গেলেন। ভক্তিকে সম্পত্তি বলার হেতু এই। সম্পত্তি দ্বারা লোকে নিজের অভীষ্ট বস্তু সংগ্রহ করে; ইহাতেই সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা। সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধান করা এবং আনুষঙ্গিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য আস্বাদন করাই জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য এবং এক মাত্র অভীষ্ট বস্তু। এই অভীষ্ট বস্তু লাভ করিবার এক মাত্র উপায়—ভক্তি; তাই শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক-ভক্তিকে ভক্তের সম্পত্তি বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তি-বিশেষই ভক্তি। সূর্য্য যেমন নিরপেক্ষ ভাবে সকলের জন্যই স্বীয় কিরণ বিকীর্ণ করে, কিন্তু আধারের যোগ্যতা অনুসারেই সেই কিরণ গৃহীত ও রূপান্তরিত হয়; তদ্রূপ পরম-নিরপেক্ষ শ্রীভগবান্‌ও তাঁহার স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছেন; কিন্তু একমাত্র ভক্ত-হৃদয়ই তাহার গ্রহণে সমর্থ। সুতরাং স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী কেবল মাত্র ভক্ত-হৃদয়েই নিক্ষিপ্ত হয়েন, অন্যত্র হয়েন না। ভক্তরূপ আধারে নিক্ষিপ্ত হইয়া স্বরূপ-শক্তি ভক্তি-রূপতা প্রাপ্ত হয়েন এবং ভক্তকে ভগবদনুভবের যোগ্য করেন। "শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যর্থাপত্তি-প্রমাণ-সিদ্ধত্বাৎ তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষু এব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ-প্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। প্রীতিসন্দর্ভঃ ৬৫॥" সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, হৃদয়ে স্বরূপশক্তির আবির্ভাবেই ভক্তের যাবতীয় দুঃখ অন্তর্হিত হইয়া যায়। নিখিল-ভক্ত-শ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দ স্বমাধুর্য্য-আস্বাদনের একমাত্র উপায়স্বরূপ ভক্তিকে নিজসম্পত্তি করিয়া লইয়াছেন—তাই ভক্তির বিষয় হইয়াও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে তিনি ভক্তির আশ্রয় হইয়াছেন, ভক্তিসম্পদের অধিকারী হইয়াছেন। ভক্তি-সম্পদের অধিকারী হইয়া তিনি দেখিলেন, এই অপরিমিত সম্পত্তির এক কণিকা পাইলেও জীবের অনন্ত দুঃখ ঘুচিয়া যাইতে পারে, তাহার অতৃপ্ত আনন্দ-বাসনা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে। তাই, পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আপামর-সাধারণকে সেই ভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন—এবং ঐ পরমদুর্লভ ভক্তিসম্পত্তি দান করিলেন। ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের করুণার পরমোৎকর্ষ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের করুণার উৎকর্ষ বুঝিতে হইলে, এই উন্নতোজ্জ্বলরসা ভক্তি-সম্পত্তি দ্বারা জীবের কি সৌভাগ্যোদয়ের সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহা জানা দরকার।

জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস; আনুগত্যময়ী সেবাতেই দাসের অধিকার; স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবায় দাসের অধিকার থাকিতে পারে না। শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-সেবা স্বাতন্ত্র্যময়ী; এইরূপ সেবায় জীবের অধিকার নাই। তবে, শ্রীকৃষ্ণের কান্তাভাববতী ব্রজসুন্দরীদিগের আনুগত্যে, তাঁহাদের অনুগতাদাসীরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানোপ-

শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পুনরপি বস্তুনির্দ্দেশরূপমঙ্গলমাচরতি। তত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য স্বরূপং প্রকাশয়তি রাধাকৃষ্ণেত্যাদিনা। আদৌ শ্রীরাধায়াঃ স্বরূপমাহ। রাধা কৃষ্ণস্য নরাকৃতি-পরব্রহ্মণঃ প্রণয়স্য প্রেম্নঃ বিকৃতিঃ বিলাসস্বরূপা মহাভাবস্বরূপা ভবতীত্যর্থঃ। অতঃ সা শক্তিমতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হ্লাদিনীশক্তিঃ, প্রেম্নঃ হ্লাদিনীশক্তের্বিলাসত্বাৎ। অস্মাদ্ধেতোঃ শক্তি-শক্তিমতোরভেদাৎ একাত্মানৌ অপি তৌ শক্তি-শক্তিমন্তৌ রাধাকৃষ্ণৌ পুরা অনাদিকালাৎ ভুবি গোলোকে দেহভেদং গতৌ প্রাপ্তৌ। ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য স্বরূপমাহ অধুনা তদ্দ্বয়মিত্যাদিনা। অধুনা ইদানীং কলিযুগে তদ্দ্বয়ং রাধাকৃষ্ণদ্বয়ং ঐক্যং আপ্তং প্রাপ্তং সৎ চৈতন্যাখ্যং প্রকটং আবির্ভূতং কৃষ্ণস্বরূপং নৌমি। কীদৃক্‌কৃষ্ণস্বরূপম্ ? রাধায়াঃ ভাবশ্চ দ্যুতিশ্চ তাভ্যাং সুবলিতং যুক্তং অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরমিতি যাবৎ। ভাবদ্যুতিসুবলিতত্বাদৈক্যদ্বনোৎপ্রেক্ষা ॥৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যোগিনী লীলার আনুকূল্য করিয়া জীব শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিতে পারে; এই জাতীয় সেবার অনুকূল উন্নত-উজ্জ্বল-রস-স্বরূপা যে প্রেমভক্তি, তাহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জীবকে দিয়া গেলেন। এই আনুগত্যময়ী সেবায় যে সুখ, তাহার তুলনা নাই; শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের সঙ্গম-সুখ অপেক্ষাও সেবার সুখ বহু গুণে লোভনীয়। “কান্তসেবা সুখপুর, সঙ্গম হইতে সুমধুর, তাতে সাক্ষী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। নারায়ণের হৃদে স্থিতি, তভু পাদ-সেবায় মতি, সেবা করে দাসী অভিমানী ॥ ৩।২০।৫১ ॥” এই শ্লোকে গ্রন্থকারের **আশীর্ব্বাদের মর্ম্ম** বোধ হয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সকলের হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়া ব্রজসুন্দরীদিগের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিবার নিমিত্ত সকলকেই লালসান্বিত করুন।

আদি-লীলার ৩য় পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। অনর্পিতচরী ভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার নিমিত্ত শচীনন্দন অবতীর্ণ হইয়াছেন, এ কথা বলায়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অবতারের কারণও এই শ্লোকে বলা হইল কিন্তু এই কারণটী অবতারের মুখ্য কারণ নহে, গৌণ কারণ মাত্র; তাহা ১।৪।৫ পয়ারে বলা হইবে।

শ্লো। ৫। **অন্বয়।** রাধা (শ্রীরাধিকা) কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ (ভবতি) (শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের সারস্বরূপ বিকার হয়েন); [অতঃ সা] (এই নিমিত্ত তিনি) হ্লাদিনী-শক্তিঃ (শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি বা আনন্দ-দায়িনী শক্তি)। অস্মাৎ (এই হেতু—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া) তৌ (শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ে) একাত্মানৌ (স্বরূপতঃ একাত্মা বা অভিন্ন) অপি (হইয়াও) ভুবি (গোলোকে) পুরা (অনাদিকাল হইতেই) দেহভেদং (ভিন্ন দেহ) গতৌ (ধারণ করিয়াছেন)। তদ্দ্বয়ং (সেই দুইজন—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের) ঐক্যং (একত্ব) আপ্তং (প্রাপ্ত) রাধা-ভাব-দ্যুতি- সুবলিতং (শ্রীরাধার ভাব-কান্তি দ্বারা সুবলিত) অধুনা প্রকটং (এক্ষণে প্রকটিত) চৈতন্যাখ্যং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামক) কৃষ্ণস্বরূপং (শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে) নৌমি (নমস্কার করি—স্তব করি)।

অনুবাদ। শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার-স্বরূপা (কৃষ্ণপ্রেমের গাঢ়তম অবস্থা মহাভাব-স্বরূপা); সুতরাং শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তি। এজন্য (শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বশতঃ) তাঁহারা (শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ) একাত্মা; কিন্তু একাত্মা হইয়াও তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই গোলোকে পৃথক্ দেহ ধারণ করিয়া আছেন। এক্ষণে (কলিযুগে) সেই দুই দেহ একত্বপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীচৈতন্য-নামে প্রকট হইয়াছেন। এই রাধা-ভাব-কান্তি-যুক্ত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে আমি নমস্কার করি—স্তব করি। ৫ ॥

এই শ্লোকে পরতত্ত্ববস্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাঁহার স্তুতি করা হইয়াছে; এই মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটী বস্তুনির্দ্দেশ এবং নমস্কারই সূচনা করিতেছে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব বলিতে যাইয়া গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে **রাধাতত্ত্বও** বলিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তির মধ্যে, আনন্দদায়িকা শক্তির নাম হ্লাদিনী-শক্তি; এই হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত বিলাসের নামই প্রেম; আবার প্রেমের ঘনীভূত-তম অবস্থায় প্রেমকে বলা হয় মহাভাব। এই মহাভাবই শ্রীরাধিকার স্বরূপ; মহাভাব, কৃষ্ণপ্রেমের ঘনীভূত অবস্থা বলিয়া, মহাভাবকে কৃষ্ণের প্রণয় (প্রেম)-বিকার বলা হয়; দুগ্ধের ঘনীভূত অবস্থা ক্ষীর; ক্ষীর দুগ্ধের যেরূপ বিকার, মহাভাবও প্রণয়ের সেইরূপ বিকার। শ্রীরাধা মহাভাব-স্বরূপিণী বলিয়া তাঁহাকে **কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি** বলা হইয়াছে। আবার কৃষ্ণপ্রেম, হ্লাদিনীশক্তির বিলাস বলিয়া, প্রেমসার-মহাভাবও স্বরূপতঃ হ্লাদিনীই, সুতরাং মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাও হ্লাদিনী-শক্তিই। বাস্তবিক, হ্লাদিনী শক্তির চরম পরিণতি মহাভাবই শ্রীরাধার স্বরূপ বলিয়া শ্রীরাধাকে হ্লাদিনীশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীই বলা যায়।

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণে ভেদ নাই; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্ এবং শ্রীরাধা তাঁহার শক্তি। এজন্যই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে **একাত্মা** বলা হইয়াছে।

কিন্তু শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এক হইলেও লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত অনাদিকাল হইতেই তাঁহারা দুই দেহে প্রকটিত আছেন। কারণ, এক দেহে লীলা (ক্রীড়া) হয় না। লীলার সহায়তার নিমিত্ত শ্রীরাধাও আবার বহুসংখ্যক গোপীরূপে স্বীয় কায়ব্যূহ প্রকাশ করিয়া অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার ধাম শ্রীগোলোকে, শ্রীকৃষ্ণকে অপূর্ব্ব রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইতেছেন। ইহা দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের ও তাঁহাদের লীলার অনাদিত্ব ও নিত্যত্ব সূচিত হইতেছে।

এমন কোনও রসবিশেষ আছে (আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদে ব্যক্ত হইয়াছে), যাহা শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার না করিলে রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করিতে পারেন না; এই রসবিশেষ আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন। এই কলিযুগে শ্রীনবদ্বীপে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই এই **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**। এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপও নিত্য, অনাদিকাল হইতেই বিরাজিত; এই কলিতে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছেন মাত্র। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কেহ নহেন; তবে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপে পার্থক্য এই যে, ব্রজের শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে শ্রীরাধার ভাব—মাদনাখ্য মহাভাব নাই, শ্রীরাধার উজ্জ্বল গৌরকান্তিও নাই; নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপে শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবও আছে, গৌরকান্তিও আছে; তাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, নিজের মনকে শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত করিয়া এবং নিজের শ্যাম-কান্তির পরিবর্ত্তে শ্রীরাধার গৌর-কান্তি ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন। কান্তি থাকে শরীরের বহির্ভাগে; তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গের যে জ্যোতিঃ, বহির্ভাগের কান্তি, তাহার বর্ণই গৌর; তাঁহার ভিতরে গৌরবর্ণ নাই—ভিতরে, ব্রজে তিনি যাহা ছিলেন, তাহাই (অবশ্য মনটী ব্যতীত)। এজন্য তাঁহাকে অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর বলা হয়। বিশেষ আলোচনা ১।৪।৫০ টীকায় দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে, শচীনন্দন-হরি পুরট-সুন্দর-দ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিত; এই শ্লোকে তাঁহার পুরট-সুন্দর-দ্যুতির হেতু বলা হইল—গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার গৌরকান্তি অঙ্গীকার করাতেই তাঁহার কান্তি স্বর্ণের কান্তি অপেক্ষাও সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ বিভুবস্তু বলিয়া এবং তাঁহার শক্তির অচিন্ত্য প্রভাব আছে বলিয়া, তিনি একই সময়ে বহুরূপে বহু স্থানে আত্মপ্রকট করিতে পারেন। এইরূপে, অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু এক ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই যুগপৎ দুইরূপে প্রকাশ পায়েন—হ্লাদিনী-শক্তি শ্রীরাধার সহিত অভিন্ন-দেহ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে এবং শ্রীরাধা হইতে ভিন্ন দেহে শ্রীকৃষ্ণরূপে ব্রজে। ব্রজে ও নবদ্বীপে এই দুই রূপেই তিনি অনাদিকাল হইতে নিত্যলীলায় বিলসিত আছেন।

আদির ৪র্থ পরিচ্ছেদের ৪৯—৮৭ পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ আলোচনা উক্ত পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

উভয়রূপত্বেঽপি রাধাভাবেন স্ববিষয়াস্বাদনেন কৃষ্ণস্যৈবৈতদবতারে প্রাধান্যাদিয়মুক্তিঃ, যেন প্রণয়মহিম্না অনয়াস্বাদ্যো মদীয়ো মধুরিমা বা কীদৃশ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ইতি চক্রবর্ত্তী ॥

পূর্ব্বশ্লোকোক্তচৈতন্যাখ্য-কৃষ্ণস্বরূপাস্যাবতার-মূলপ্রয়োজনমাহ শ্রীরাধায়া ইত্যাদিনা। শ্রীকৃষ্ণস্য বাঞ্ছাত্রয়-পূরণ-লালসৈব তস্যাবতার-মূলপ্রয়োজনম্। কিন্তদ্বাঞ্ছাত্রয়ম্? প্রথমং শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়স্য প্রেম্নোমহিমা মাহাত্ম্যং কীদৃশো বা? দ্বিতীয়ং যেন প্রেম্না, (অস্মদজ্ঞাতমহিম্না তেন প্রেম্না ইত্যর্থঃ) মদীয়ঃ মম যঃ অদ্ভুত-মধুরিমা অত্যাশ্চর্য্য-মাধুর্য্যাতিশয়ঃ অনয়া রাধয়া এব,—নান্যেন কেনাপি তাদৃক্ প্রেমাভাবাৎ—আস্বাদ্যঃ আস্বাদয়িতুং শক্যঃ, স মধুরিমা বা মম কীদৃশঃ? তৃতীয়ঞ্চ মদনুভবতঃ মন্মাধুর্য্যাস্বাদনাৎ অস্যাঃ রাধায়াঃ সৌখ্যং সুখাতিশয়শ্চ কীদৃশং বা? ইতি বাঞ্ছাত্রয়পূরণলোভাৎ তত্রয়ানুভবার্থং লালসাধিক্যাদ্ধেতোস্তদ্ ভাবাঢ্যস্তস্যাঃ ভাবযুক্তঃ সন্ হরীন্দুঃ কৃষ্ণচন্দ্রঃ শচীগর্ভরূপ-ক্ষীরসমুদ্রে সমজনি প্রাদুর্বভূব ইত্যর্থঃ। হরতি চোরয়তীতি হরিরিত্যনেন শ্রীরাধায়া ভাবকান্তী হৃত্বা, ভাবং হৃদি গোপায়িত্বা কান্ত্যা স্বকান্তিমাচ্ছাদ্য গৌরঃ সন্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ শচীগর্ভসিন্ধৌ সমজনীতি শ্লেষঃ। অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী রসস্তোমং হৃত্বা ইত্যাদি দিশা ॥ ৬ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৬। **অন্বয়।** শ্রীরাধায়াঃ (শ্রীরাধার) প্রণয়মহিমা (প্রেমের মাহাত্ম্য) কীদৃশঃ বা (কিরূপই বা—না জানি কিরূপ); যেন (যদ্দ্বারা—আমিও যে প্রেমের মহিমা অবগত নহি, সেই প্রেমের দ্বারা) অনয়া এব (ইহাদ্বারাই—এই শ্রীরাধাদ্বারাই, অন্য কাহারও দ্বারা নহে) আস্বাদ্যঃ (আস্বাদনীয়) মদীয়ঃ (আমার) অদ্ভুতমধুরিমা (অত্যাশ্চর্য্য মাধুর্য্য) কীদৃশঃ বা (কিরূপই বা—না জানি কিরূপ); চ (এবং) মদনুভবতঃ (আমার মাধুর্য্যের অনুভববশতঃ) অস্যাঃ (এই শ্রীরাধার) সৌখ্যং (সুখ) কীদৃশং বা (কিরূপই বা—না জানি কিরূপ)—ইতি লোভাৎ (এই সমস্ত বিষয়ে লোভবশতঃ) তদ্ভাবাঢ্যঃ (শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হইয়া) শচীগর্ভসিন্ধৌ (শচীদেবীর গর্ভরূপ সমুদ্রে) হরীন্দুঃ (কৃষ্ণচন্দ্র) সমজনি (প্রাদুর্ভূত হইলেন)।

অনুবাদ। শ্রীরাধার প্রেম-মাহাত্ম্য কিরূপ, ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত-মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্য্যই বা কিরূপ এবং আমার মাধুর্য্য-আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পায়েন, সেই সুখই বা কিরূপ—এই সমস্ত বিষয়ে লোভবশতঃ শ্রীরাধার ভাবাঢ্য হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত হইয়াছেন। ৬।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতারের মূল হেতু বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহাও বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণেরই অন্তর্গত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ উভয় শ্লোকেই অবতারের মূল প্রয়োজন এবং অবতারগ্রহণের প্রকার বলা হইয়াছে। সুতরাং উভয় শ্লোকই বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণের অন্তর্ভূত এবং এই দুই শ্লোকে অবতারের যে মূল প্রয়োজন বলা হইয়াছে, তাহাও বস্তুনির্দ্দেশান্তর্গতই। “পঞ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল প্রয়োজন।১।১।৯ ॥”

আদির চতুর্থ পরিচ্ছেদে ১০৩—২২৮ পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ আলোচনা সেই স্থানে দ্রষ্টব্য।

মঙ্গলাচরণ-প্রসঙ্গে এই ছয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব বলিয়া পরবর্ত্তী পাঁচ শ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব বলা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ “একই স্বরূপ দোঁহে—ভিন্নমাত্র কায়।” বলিয়া এবং “দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ।” বলিয়া ইষ্টদেববন্দনাত্মক মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের তত্ত্বও প্রকাশ করা হইয়াছে।

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৭
মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৮
মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেবস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সঙ্কর্ষণঃ পরব্যোমনাথস্য দ্বিতীয়ব্যূহঃ কারণতোয়শায়ী মহাবিষ্ণুঃ গর্ভোদশায়ী ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামীতি ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৭ ॥

ব্যাপিনি সর্ব্বব্যাপনশীলে বৈকুণ্ঠধাম্নি, চতুর্ব্ব্যূহমধ্যে বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধা ইতি শ্রীচতুর্ব্ব্যূহমধ্যে ইতি। চক্রবর্ত্তী ॥ ৮ ॥

অজাণ্ডসংঘস্য ব্রহ্মাণ্ডসমূহস্য আশ্রয়োঽঙ্গং যস্য, আদিদেবঃ দেবানামাদিঃ কারণার্ণবশায়ীতি। চক্রবর্ত্তী ॥ ৯ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৭। অন্বয়।—সঙ্কর্ষণঃ (পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের দ্বিতীয় ব্যূহ মহাসঙ্কর্ষণ), কারণতোয়শায়ী (প্রথম পুরুষাবতার কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু), গর্ভোদশায়ী (দ্বিতীয় পুরুষাবতার ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী সহস্রশীর্ষা পুরুষ), পয়োঽব্ধিশায়ী (তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু), শেষঃ চ (অনন্তদেবও)—[এতে] (ইঁহারা সকলে) যস্য অংশকলাঃ (যাঁহার অংশ ও অংশাংশ) সঃ (সেই) নিত্যানন্দাখ্যরামঃ (শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরাম) মম (আমার) শরণং অস্তু (আশ্রয় হউন)।

অনুবাদ। সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী নারায়ণ, গর্ভোদশায়ী নারায়ণ, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ এবং অনন্তদেব-ইঁহারা যাঁহার অংশ-কলা, সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরামের শরণ গ্রহণ করি। ৭।

কলা—অংশের অংশ। এই শ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী চারি শ্লোকে এই শ্লোকেরই বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং এই পাঁচ শ্লোকেই নিত্যানন্দতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। আদির ৫ম পরিচ্ছেদে ৬—১০ পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্লো। ৮। অন্বয়। মায়াতীতে (মায়াতীত) পূর্ণৈশ্বর্য্যে (ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ) ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে (সর্ব্বব্যাপক শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে) শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিব্যূহের মধ্যে) যস্য (যাঁহার) সঙ্কর্ষণাখ্যং (সঙ্কর্ষণ-নামক) রূপং (স্বরূপ) উদ্ভাতি (প্রকাশ পাইতেছে), তং শ্রীনিত্যানন্দরামং (সেই শ্রীনিত্যানন্দাখ্য বলরামকে) প্রপদ্যে (আমি আশ্রয় করি)।

অনুবাদ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ও সর্ব্বব্যাপক মায়াতীত বৈকুণ্ঠলোকে—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ-মধ্যে সঙ্কর্ষণ-নামে যাঁহার একটী স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছেন, আমি সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরামের শরণ গ্রহণ করি। ৮।

পরব্যোমের দ্বিতীয় ব্যূহ যে সঙ্কর্ষণ, তিনিও শ্রীনিত্যানন্দের অংশ, ইহাই এই শ্লোকে বলা হইল। আদির ৫ম পরিচ্ছেদে ১১—৪২ পয়ারে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৯। অন্বয়। অজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ (যাঁহার অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের আশ্রয়) সাক্ষাৎ মায়াভর্ত্তা (যিনি মায়ার সাক্ষাৎ অধীশ্বর) কারণাম্ভোধিমধ্যে (কারণসমুদ্রমধ্যে) শেতে (তিনি শয়ন করিয়া আছেন)। [অসৌ] (সেই) আদিদেবঃ (আদি অবতার) শ্রীপুমান্ (পুরুষ) যস্য (যাঁহার—যেই নিত্যানন্দের) একাংশঃ (একটী অংশ) তং (সেই) শ্রীনিত্যানন্দরামং (শ্রীনিত্যানন্দ-নামক বলরামকে) প্রপদ্যে (আমি আশ্রয় করি)।

যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যজং লোকসঙ্ঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

লোকসংঘাতনালং আশ্রয়স্থানং সূতিকাধাম জন্মস্থানমিতি। চক্রবর্ত্তী ॥১০॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। যিনি মায়ার সাক্ষাৎ অধীশ্বর, যাঁহার অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের আশ্রয় এবং যিনি কারণসমুদ্রে শয়ন করিয়া আছেন, সেই আদি-অবতার পুরুষ (প্রথম পুরুষাবতার) যাঁহার একটী অংশ, সেই শ্রীনিত্যানন্দ নামক বলরামকে আমি আশ্রয় করি।৯॥

সপ্তমশ্লোকে যে কারণতোয়শায়ীর কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাঁহারই পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

চিন্ময় রাজ্য এবং মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী সীমায় কারণ-সমুদ্র অবস্থিত; ইহা চিন্ময় জলে পরিপূর্ণ এবং অনন্ত। মহাপ্রলয়ের অন্তে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির অভিপ্রায়ে পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণ নিজের এক অংশে কারণার্ণবে শয়ন করিয়া আছেন; সঙ্কর্ষণের এই অংশই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ। "সেই ত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ। আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥ ১।৫।৪৭॥" তাহা হইলে, কারণার্ণবশায়ী হইলেন পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণের অংশ। আর পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণ হইলেন শ্রীনিত্যানন্দের অংশ; সুতরাং কারণার্ণবশায়ী পুরুষ হইলেন শ্রীনিত্যানন্দের অংশের অংশ বা কলা। এই শ্লোকে "অংশের অংশ" অর্থেই "একাংশ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ১।৫।৬৩—৬৫ ॥

স্বয়ং ভগবানের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটী শক্তি প্রধান—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। চিচ্ছক্তিকে অন্তরঙ্গা শক্তি বা স্বরূপশক্তিও বলে; জীবশক্তির অপর নাম তটস্থাশক্তি; অনন্তকোটি জীব এই জীবশক্তিরই অংশ। মায়াশক্তিকে জড়শক্তি বা বহিরঙ্গাশক্তিও বলে। প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বহিরঙ্গা মায়াশক্তিরও অধীশ্বর; কিন্তু এই বহিরঙ্গাশক্তির সহিত সাক্ষাদ্ভাবে তিনি কোনও লীলাই করেন না; তাঁহার আদেশে বা ইঙ্গিতে শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীবলরামই কারণার্ণবশায়ীরূপে মায়াকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন; সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা অব্যবহিত ভাবে কারণার্ণবশায়ী পুরুষই মায়ার অধীশ্বর; তাই তাঁহাকে "সাক্ষাৎ মায়াভর্ত্তা" বলা হইয়াছে।

সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ মায়ার প্রতি দৃষ্টিদ্বারাই মায়াতে সৃষ্টিকারিণীশক্তি সঞ্চারিত করেন; তাঁহারই শক্তিতে মায়ার সহায়তায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড-সমূহকে নিজ দেহে ধারণ করেন। "পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে। ১।৫।৬২॥" তাই তাঁহার অঙ্গকে ব্রহ্মাণ্ডসমূহের আশ্রয় বলা হইয়াছে (অজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ)। কারণার্ণবশায়ী সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী। ইনি সহস্রশীর্ষা।

আদিদেব—অর্থ আদি-অবতার, সর্ব্বপ্রথম অবতার। সৃষ্টিকার্য্যের নিমিত্ত ঈশ্বরের যেই স্বরূপ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহাকে অবতার বলে। ঈশ্বরের যে সমস্ত স্বরূপ সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কারণার্ণবশায়ী পুরুষই সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ইঁনিই অংশাদিতে সৃষ্টিকার্য্য-সংসৃষ্ট অন্যান্য ঈশ্বর-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে আদিদেব বা আদি-অবতার বলা হইয়াছে।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য আদির ৫ম পরিচ্ছেদে ৪৩—৭৭ পয়ারে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১০। অন্বয়। লোক-সঙ্ঘাতনালং (চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক-লোকসমূহ যে পদ্মের নালসদৃশ) যন্নাভ্যজং (যাঁহার সেই নাভিপদ্ম) লোকস্রষ্টুঃ ধাতুঃ (লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার) সূতিকাধাম (জন্মস্থান) [সঃ] (সেই) শ্রীলগর্ভোদশায়ী (দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু) যস্য (যাঁহার)—অংশাংশঃ (অংশের অংশ) তং শ্রীনিত্যানন্দরামং (সেই শ্রীনিত্যানন্দাখ্য বলরামকে) প্রপদ্যে (আমি আশ্রয় করি)।

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অখিলানাং ব্যষ্টিজীবানাং পরাত্মা পরমাত্মা অন্তর্য্যামীতি পোষ্টা তেষাং পালয়িতা চ যো দুগ্ধাব্ধিশায়ী বিষ্ণুস্তৃতীয়পুরুষঃ ভাতি বিরাজতে স যস্য অংশাংশস্য অংশঃ ; যস্তু ক্ষৌণীভর্ত্তা স্বশিরসি পৃথিবীং ধারয়তি সঃ অনন্তোঽপি যৎকলা যস্য কলা, তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক লোকসমূহ যে পদ্মের নালস্বরূপ, যাঁহার সেই নাভিপদ্ম লোকস্রষ্টা বিধাতার জন্মস্থান, সেই গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ যাঁহার অংশের অংশ, আমি সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরামের শরণাপন্ন হই। ১০ ॥

সপ্তমশ্লোকে যে গর্ভোদশায়ীর কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাঁহারই পরিচয় দিতেছেন। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া এক অংশে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করেন ; প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিনি যেরূপে থাকেন, তাঁহাকেই বলে গর্ভোদশায়ী পুরুষ। ইনি কারণার্ণবশায়ীর অংশ বলিয়া পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণেরই অংশের অংশ ; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দের অংশের অংশের অংশ হইলেন। সঙ্কর্ষণের সঙ্গে নিত্যানন্দরামের অভেদ মনে করিয়াই এই শ্লোকে গর্ভোদশায়ীকে নিত্যানন্দের অংশাংশ বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নিজের ঘর্ম্মজলে অর্দ্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া তাহাতে ইনি শয়ন করেন বলিয়া ইহাকে গর্ভোদশায়ী বলা হয়। **গর্ভ**—মধ্যস্থল, ভিতর। **উদ**—জল ; তাহাতে শয়ন করেন যিনি, তিনি গর্ভোদশায়ী। ইনি শয়ন করিয়া থাকিলে, তাঁহার নাভি হইতে একটী পদ্মের উদ্ভব হয়, ঐ পদ্মে ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার জন্ম হয় ; তাই ঐ পদ্মকে ব্রহ্মার সূতিকাধাম বলা হইয়াছে। চতুর্দ্দশভুবনাত্মক লোকসমূহ ঐ পদ্মের নালে (ডাঁটায়) অবস্থিত ; তাই পদ্মটীকে "**লোকসঙ্ঘাতনাল**" বলা হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ ভুবন যথা—পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল বিতল, অতল ; এই সপ্ত পাতাল। আর ভূর্লোক (ধরণী), ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোক—এই সপ্ত লোক। শ্রীমদ্‌ভা, ২। ১। ২৬—২৮ ॥

গর্ভোদশায়ী পুরুষ ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী এবং ব্রহ্মার (হিরণ্যগর্ভের) অন্তর্য্যামী। ইনি সহস্রশীর্ষা। ইহা হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব এই তিন গুণাবতারের উদ্ভব।

আদির ৫ম পরিচ্ছেদে ৭৮—৯২ পয়ারে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

শ্লো ১১। অন্বয়। অখিলানাং (সমস্ত ব্যষ্টি জীবের) পরাত্মা (পরমাত্মা) পোষ্টা (পালনকর্ত্তা) দুগ্ধাব্ধিশায়ী (ক্ষীরোদশায়ী) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু) যস্য (যাঁহার) অংশাংশাংশঃ (অংশের অংশের অংশরূপে) ভাতি (বিরাজিত) ; ক্ষৌণীভর্ত্তা (মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন যিনি) সঃ (সেই) অনন্তঃ (অনন্তদেব) অপি (ও) যৎকলা (যাঁহার কলা) তং (সেই) শ্রীনিত্যানন্দরামং (শ্রীনিত্যানন্দ-নামক বলরামকে) প্রপদ্যে (আমি আশ্রয় করি)।

অনুবাদ। যিনি সমস্ত ব্যষ্টি জীবের পরমাত্মা ও পালনকর্ত্তা, সেই দুগ্ধাব্ধিশায়ী বিষ্ণু যাঁহার অংশের অংশের অংশ এবং যিনি স্বীয় মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, সেই অনন্তদেবও যাঁহার কলা—আমি সেই শ্রীনিত্যানন্দ-নামক বলরামের শরণাপন্ন হই। ১১ ॥

সপ্তম শ্লোকে যে পয়োব্ধিশায়ী ও শেষের কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাঁহাদের পরিচয় দিতেছেন। **পয়োব্ধিশায়ী**—ক্ষীরোদশায়ী, দুগ্ধাব্ধিশায়ী। **শেষ**—অনন্ত।

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ। । তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীঅদ্বৈততত্ত্বমাহ মহাবিষ্ণুরিত্যাদিনা। জগৎকর্ত্তা যো মহাবিষ্ণুঃ কারণার্ণবশায়ী প্রথমপুরুষঃ মায়য়া মায়াশক্ত্যা তদ্রূপেণ করণেন অদঃ বিশ্বং সৃজতি, তস্য অবতার এব অয়ং ঈশ্বরঃ অদ্বৈতাচার্য্যঃ। ঈশ্বরস্য মহাবিষ্ণোরবতারত্বাদয়মীশ্বর ইত্যর্থঃ॥ ১২ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্রহ্মা ব্যষ্টিজীব সৃষ্টি করিলে পর, গর্ভোদশায়ী পুরুষ নিজ অংশে এক একরূপে প্রত্যেক জীবের অন্তঃকরণে প্রবেশ করেন; প্রতিজীবমধ্যস্থ এই স্বরূপই প্রতিজীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত পদ্মের মৃণালে চতুর্দ্দশভুবনের অন্তর্গত যে ধরণী আছে, তাহাতে একটী ক্ষীরোদ-সমুদ্র আছে; এই ক্ষীরোদসমুদ্রের মধ্যে ইনি একস্বরূপে শয়ন করেন বলিয়া ইঁহাকে ক্ষীরোদশায়ী বলা হয়। ইনি গর্ভোদশায়ীর অংশ বলিয়া নিত্যানন্দরামের অংশের অংশের অংশের অংশ।

ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু চতুর্ভুজ; ইনি গুণাবতার; অধর্ম্মের সংহার ও ধর্ম্মের স্থাপনের নিমিত্ত ইনিই যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া জগৎকে রক্ষা করেন বলিয়া ইঁহাকে "পোষ্টা" বলা হইয়াছে। ক্ষীরোদশায়ীকে তৃতীয়পুরুষও বলে।

এই তৃতীয়পুরুষই আবার অনন্ত (শেষ)-রূপে স্বীয় মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। এজন্য অনন্তকে "ক্ষৌণীভর্ত্তা" বলা হইয়াছে। **ক্ষৌণী**—পৃথিবী। "সেই বিষ্ণু শেষরূপে ধরয়ে ধরণী। ১।৫।১০০ ॥" অংশের অংশকে কলা বলে বটে, কিন্তু কলার অংশকেও কলাই বলা হয়; তাই দ্বিতীয়-তৃতীয় পুরুষও নিত্যানন্দরামের কলা; এবং অনন্তদেব তৃতীয়পুরুষেরই এক রূপ বলিয়া তাঁহাকেও নিত্যানন্দরামের কলা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ অনন্তদেব তৃতীয়-পুরুষের আবেশাবতার। "বৈকুণ্ঠে শেষ—ধরা ধরয়ে অনন্ত। এই মুখ্যাবেশাবতার, বিস্তারে নাহি অন্ত।২।২০।৩০৮ ॥" আদির ৫ম পরিচ্ছেদে ৯৩—১০৮ পয়ারে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

এই পর্য্যন্ত শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব বলা হইল। ইহার পরের দুই শ্লোকে শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব বলা হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈতও ঈশ্বর—ঈশ্বরের অবতার বলিয়া; কারণার্ণবশায়ীর দ্বিতীয়রূপ বলিয়া তাঁহার তত্ত্বও এস্থলে বলা হইতেছে।

শ্লো। ১২। অন্বয়। জগৎকর্ত্তা (জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা) যঃ (যেই) মহাবিষ্ণুঃ (মহাবিষ্ণু) মায়য়া (মায়াদ্বারা) অদঃ (বিশ্ব—ব্রহ্মাণ্ড) সৃজতি (সৃষ্টি করেন), তস্য (তাঁহার) অবতারঃ এব (অবতারই) অয়ং (এই) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) অদ্বৈতাচার্য্যঃ (শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য)।

অনুবাদ। জগৎকর্ত্তা যে মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, তাঁহারই অবতার এই ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য। ১২।

কারণার্ণবশায়ী পুরুষের একটী নাম মহাবিষ্ণু; মায়াতে শক্তি সঞ্চার করিয়া মায়ার সাহায্যে তিনিই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন, এজন্য তাঁহাকে জগৎকর্ত্তা বলা হইয়াছে। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই অবতার—ইহাই শ্রীঅদ্বৈতের তত্ত্ব। মহাবিষ্ণু ঈশ্বর; তাঁহার অবতার বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতও ঈশ্বর।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তির নাম মায়া; ইহা জড়শক্তি। মায়াকে প্রকৃতিও বলে। এই মায়ার দুইরূপে অবস্থিতি—প্রধান ও প্রকৃতি। যেমন সমগ্র একটী জেলার নামও মথুরা, আবার ঐ জেলারই অন্তর্গত একটী বড় সহরের নামও মথুরা; তদ্রূপ সমগ্রা বহিরঙ্গা শক্তির নামও প্রকৃতি (বা মায়া); আবার তদন্তর্গত একটী অংশের নামও প্রকৃতি; এই অংশ-প্রকৃতিকে আবার মায়াও বলে।

যাহা হউক, প্রধানকে গুণমায়াও বলে; এবং অংশ প্রকৃতিকে জীবমায়াও বলে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যকে বলে গুণমায়া বা প্রধান; "সত্ত্বাদিগুণ-সাম্যরূপাং গুণমায়াখ্যাং জড়াং প্রকৃতিং ইত্যাদি—

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ১৩

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যস্য সার্থকনামত্বমাহ অদ্বৈতং হরিণেত্যাদিনা। হরিণা সহ অদ্বৈতাৎ অভিন্নত্বাৎ অংশাংশিনোরভেদাদ্ধেতোর্যোঽদ্বৈতস্তং, ভক্তিশংসনাৎ কৃষ্ণভক্ত্যুপদেশদাতৃত্বাদ্ধেতো র্য আচার্য্য ইতি খ্যাতস্তং ভক্তাবতারং ঈশ্বরাংশত্বাৎ স্বয়ং ঈশ্বরোঽপি যো ভক্তরূপেণাবতীর্ণ স্তং ঈশং অদ্বৈতাচার্য্যং অহং আশ্রয়ে তস্যাশ্রয়ং অহং কাময়ে ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

পঞ্চতত্ত্বমাহ। পঞ্চতত্ত্বাত্মকং পঞ্চতত্ত্বস্বরূপং কৃষ্ণং নমামি। কানি তানি পঞ্চতত্ত্বানি? ভক্তরূপস্বরূপকং ভক্তরূপো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্তং, ভক্তস্বরূপঃ শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্তঞ্চ, ভক্তাবতারং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যং, ভক্তাখ্যং ভক্তসংজ্ঞকং শ্রীবাসাদীন্, ভক্তশক্তিকং শ্রীগদাধরাদীন্। "ভক্তরূপো গৌরচন্দ্রো যতোঽসৌ নন্দনন্দনঃ। ভক্তস্বরূপো নিত্যানন্দো ব্রজে যঃ শ্রীহলাযুধঃ। ভক্তাবতার আচার্য্যোঽদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ। ভক্তাখ্যাঃ শ্রীনিবাসাদ্যা যতস্তে ভক্তরূপিণঃ। ভক্তশক্তির্দ্বিজাগ্রগণ্যঃ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতঃ। ইতি গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা-বচনাদিতি ॥ ১৪ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীমদ্ভা ২। ৯। ৩৩। ক্রমসন্দর্ভ।" আর যাহা (অবশ্য ঈশ্বরের শক্তিতে) জীবের স্বরূপ-জ্ঞানকে আবৃত করে এবং জীবকে মায়িক-উপাধিযুক্ত করে, তাহাই অংশ-প্রকৃতি ; জীবের উপরে তাহার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিকে নিয়োজিত করে বলিয়া জীবকে অবলম্বন করিয়াই ইহার ক্রিয়া প্রকাশিত হয় বলিয়া, এই অংশ-প্রকৃতিকে জীবমায়া বলে। জীবমায়াকে অবিদ্যাও বলে।

ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই তিনটীই মহাবিষ্ণুর আছে ; মহাবিষ্ণু স্বয়ং সৃষ্টির প্রারম্ভে দৃষ্টিদ্বারা জীবমায়াতে এই তিনটী শক্তি সঞ্চারিত করেন ; তাহাতেই জীবমায়া সৃষ্টিকারিণী শক্তি লাভ করে। মহাবিষ্ণু আবার স্বীয় ক্রিয়াশক্তি-প্রধান এক অংশে গুণমায়াতেও ক্রিয়াশক্তি সঞ্চারিত করেন ; মহাবিষ্ণুর এই ক্রিয়া-শক্তি-প্রধান অংশই শ্রীঅদ্বৈত ; **ইহাই শ্রীঅদ্বৈতের তত্ত্ব।** শ্রীঅদ্বৈতের শক্তিতে সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বিক্ষুব্ধ হয়। এইরূপে বিক্ষুব্ধ গুণমায়া দ্বারা জীবমায়ার সাহায্যে মহাবিষ্ণু সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইহার বিশেষ আলোচনা ১।৫।৫০ পয়ারের **টীকায়** দ্রষ্টব্য।

আদির ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ৩—১৮ পয়ারে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। হরিণা (শ্রীহরির সহিত) অদ্বৈতাৎ (দ্বৈতভাবশূন্যতাহেতু, অভিন্ন বলিয়া) অদ্বৈতং (যিনি অদ্বৈত নামে খ্যাত), ভক্তিশংসনাৎ (ভক্তি-উপদেশ করেন বলিয়া) আচার্য্যং (যিনি আচার্য্য নামে খ্যাত) তং (সেই) ভক্তাবতারং (ভক্তাবতার) ঈশং (ঈশ্বর) অদ্বৈতার্য্যং (শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যকে) আশ্রয়ে (আমি আশ্রয় করি)।

অনুবাদ। শ্রীহরির সহিত অভিন্ন বলিয়া যিনি অদ্বৈত নামে খ্যাত এবং কৃষ্ণভক্তি-উপদেশ করেন বলিয়া যিনি আচার্য্য নামে খ্যাত, আমি সেই ভক্তাবতার ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করি। ১৩॥

এই শ্লোকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অদ্বৈত-নামের এবং আচার্য্য-নামের হেতু বলিতেছেন। তিনি ঈশ্বর মহাবিষ্ণুর স্বাংশ ; মহাবিষ্ণু আবার স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরির স্বাংশ ; তাই অদ্বৈতও শ্রীহরির স্বাংশ ; অংশী ও স্বাংশের অভিন্নতাবশতঃ শ্রীঅদ্বৈতের ও শ্রীহরির অভেদ বা দ্বৈতশূন্যতা ; এজন্য তাঁহার নাম অদ্বৈত। আর যিনি উপদেশ করেন, তিনি আচার্য্য ; শ্রীঅদ্বৈত জগতে ভক্তি-উপদেশ করিয়াছেন, তাই তাঁহার নাম আচার্য্য। আবার নিজে ঈশ্বর হইয়াও ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে ভক্তাবতার বলা হইয়াছে। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য আদির ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ২২—২৮ পয়ারে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। ভক্তরূপস্বরূপকং (ভক্তরূপ স্বয়ং শ্রীচৈতন্য, ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র), ভক্তাবতারং (ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র), ভক্তাখ্যং (ভক্তনামক শ্রীবাসাদি এবং) ভক্তশক্তিকং (ভক্তশক্তিক শ্রীগদাধরাদি) পঞ্চতত্ত্বাত্মকং (এই পঞ্চ-তত্ত্বাত্মক) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) নমামি (আমি নমস্কার করি)।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥ ১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

জয়তামিতি। রাধামদনমোহনৌ জয়তাং সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তেতাম্। কথম্ভূতৌ তৌ? সুরতৌ কৃপালূ। কৃপালু-সুরতৌ সমৌ ইত্যমরঃ। পঙ্গোঃ স্থানান্তরগমনাশক্তস্য মম মন্দমতের্মন্দবুদ্ধেরজ্ঞত্বাদ্বার্দ্ধক্যাচ্চ, গতী শরণে যৌ। পুনঃ কথম্ভূতৌ? মম সর্ব্বস্ব-রূপে পদাম্ভোজে চরণ-কমলে যয়োস্তৌ। ইতি গ্রন্থকৃতঃ স্বদৈন্যজ্ঞাপকার্থঃ। তস্য দৈন্যং সোঢুমশক্তৈরন্যথা ব্যাখ্যায়তে। তদ্ যথা। পঙ্গোঃ রাধামদনমোহনয়োঃ সকাশাদন্যত্র গন্তুমশক্তস্য অনন্যশরণস্যেত্যর্থঃ, মন্দমতেঃ জ্ঞানাদিসাধনে প্রবৃত্তিরহিতস্য একান্তস্যেত্যর্থঃ, অন্যৎ সমানম্॥ ১৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। ভক্তরূপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ, ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, ভক্তাখ্য শ্রীবাসাদি এবং ভক্তশক্তিক শ্রীগদাধর—এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণকে (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) নমস্কার করি। ১৪॥

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও যেমন পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অধুনা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও যে তদ্রূপ পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রকটিত হইয়াছেন, তাহাই এই শ্লোকে দেখাইতেছেন।

যদ্বৎপুরা কৃষ্ণচন্দ্রঃ পঞ্চতত্ত্বাত্মকোঽপি সন্।
যাতঃ প্রকটতাং তদ্বদ্ গৌরঃ প্রকটতামিয়াৎ॥—গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা। ৬

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ব্যতীত, নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে অপর চারিরূপে আত্মপ্রকট করেন; অপর চারি রূপ এই—বিলাস, অবতার; ভক্ত ও শক্তি। এই চারিরূপ সাধারণতঃ লীলায় শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও, স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। এই চারিরূপে চারিতত্ত্ব, আর স্বয়ংরূপ এক তত্ত্ব; মোট পাঁচতত্ত্ব—মূল একতত্ত্বই পাঁচতত্ত্বে অভিব্যক্ত। নবদ্বীপ-লীলায় স্বয়ংরূপ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ; তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া নিজে ভক্তরূপ; নবদ্বীপে ইনিই মূলতত্ত্ব; নিজের ইচ্ছাশক্তিতে তিনি অপর চারিটী তত্ত্বরূপেও আত্মপ্রকট করিয়াছেন; সেই চারি তত্ত্ব এই:—(১) ভক্তস্বরূপ (কৃষ্ণাবতারের বিলাসরূপ) শ্রীনিত্যানন্দ, যিনি পূর্ব্বলীলায় ছিলেন শ্রীবলদেব; (২) ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত, যিনি পূর্ব্বলীলায় ছিলেন শ্রীসদাশিব; (৩) ভক্তাখ্য শ্রীবাসাদি, এবং (৪) ভক্তশক্তিক শ্রীগদাধর। "ভক্তরূপো গৌরচন্দ্রো যতোঽসৌ নন্দনন্দনঃ। ভক্তস্বরূপো নিত্যানন্দো. ব্রজে যঃ শ্রীহলায়ুধঃ॥ ভক্তাবতার আচার্য্যোঽদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ.। ভক্তাখ্যাঃ শ্রীনিবাসাদ্যা যতস্তে ভক্তরূপিণঃ॥ ভক্তশক্তির্দ্বিজাগ্রগণ্যঃ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতঃ। —গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা। ১১॥"

ইষ্টবস্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যতরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, তাঁহাদের সকল রূপের বন্দনাতেই ইষ্ট-বন্দনার পূর্ণতা; তাই পঞ্চতত্ত্বের বন্দনা। এই শ্লোকটীও ইষ্ট-বন্দনারূপ মঙ্গলাচরণের অন্তর্ভুক্ত।

আদির ৭ম পরিচ্ছেদে ৫—১৫ পয়ারে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

এই চৌদ্দ শ্লোকে মঙ্গলাচরণ শেষ হইল। "এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ। ১।১।১২॥"

শ্লো। ১৫। **অন্বয়।** পঙ্গোঃ (গতিশক্তিহীন) মন্দমতেঃ (মন্দবুদ্ধি) মম (আমার) গতী (একমাত্র গতি যাঁহারা), মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ (যাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মই আমার সর্ব্বস্ব) সুরতৌ (সেই পরমদয়ালু) রাধামদনমোহনৌ (শ্রীরাধা ও শ্রীমদনমোহন) জয়তাং (জয়যুক্ত হউন)।

অনুবাদ। আমি পঙ্গু (গতিশক্তিহীন) এবং মন্দবুদ্ধি; এতাদৃশ আমার একমাত্র গতি যাঁহারা, যাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মই আমার সর্ব্বস্ব, সেই পরমদয়ালু শ্রীরাধা-মদনমোহন জয়যুক্ত হউন। ১৫॥

গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন, প্রথম চৌদ্দ শ্লোকে তিনি মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন; অথচ ঐ চৌদ্দ শ্লোকের পরেও তিনটী শ্লোকে শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীগোবিন্দদেবের বন্দনা করিয়াছেন; এই তিনটী শ্লোক ইষ্ট-বন্দনাত্মক

হইলেও গ্রন্থকার এই শ্লোকত্রয়কে মঙ্গলাচরণের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। মঙ্গলাচরণের পরেই সাধারণতঃ গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় আরম্ভ হয়; কিন্তু বর্ণনীয় বিষয় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই তিনটী শ্লোক লিখিবার হেতু বোধ হয় এইরূপ।—

গ্রন্থ-সম্বন্ধে বিঘ্নবিনাশ এবং অভীষ্ট-পূরণের উদ্দেশ্যে মঙ্গলাচরণ লিখিত হইলেও, মঙ্গলাচরণের ইষ্ট-নতি প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের ভজনাঙ্গেরও একটী অনুষ্ঠান হইয়া গেল। গোস্বামী-শাস্ত্রানুযায়ী ভজনের রীতি এই যে, প্রথমে সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজন এবং তৎপরে সপরিকর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন করিতে হয়; অজাতরতি সাধকের পক্ষে বিধির স্মৃতিতেই এই ক্রম রক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীর ন্যায় সিদ্ধ ভক্তের পক্ষে বিধির শাসন-ব্যতীতও, আপনা আপনিই ক্রমানুযায়ী ভজন স্ফুরিত হয়; শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন, "গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে।" কবিরাজ গোস্বামীও পরে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার, দশদিকে বহে যাহা হৈতে। সে গৌরাঙ্গ-লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহংস চরাহ তাহাতে। ২।২৫।২২৩॥" গৌর-লীলায় ডুব দিতে পারিলে ব্রজলীলা আপনা আপনিই স্ফুরিত হয়। মঙ্গলাচরণ-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার শ্রীগৌরের তত্ত্ব ও মহিমাদি বর্ণন করিয়াছেন; তাহাতেই শ্রীগৌর-লীলা তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছে; নবদ্বীপের ভাবে আবিষ্ট হইয়াই যেন তিনি মঙ্গলাচরণ লিখিয়াছেন। রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপের স্ফুরণেই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের কথা তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বিভিন্ন লীলার কথাও স্ফুরিত হইয়াছে। বিভিন্ন লীলার স্ফুরণেই বোধ হয়, বিভিন্ন লীলার দ্যোতক শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীগোবিন্দের বন্দনা করিয়াছেন।

অথবা, এইরূপও হইতে পারে। শ্রীবৃন্দাবনেই শ্রীশ্রীচরিতামৃতের রচনা আরম্ভ হয়; সুতরাং গ্রন্থসমাপ্তি-বিষয়ে বৃন্দাবনাধিপতি শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনের কৃপাপেক্ষা অপরিহার্য্য; তাই তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিয়া গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে তাঁহাদের বন্দনা করিয়াছেন।

অথবা, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, ও শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয়ার (বাঙ্গালীর) সেবা অঙ্গীকার করিয়া গৌড়ীয়ার প্রতি তাঁহাদের বিশেষ কৃপার নিদর্শন দেখাইয়াছেন; গ্রন্থারম্ভে কবিরাজ-গোস্বামীও একথা প্রকাশ করিয়াছেন—"এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাৎ।" কবিরাজ-গোস্বামীও গৌড়ীয়া; তাই কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে এই তিন ঠাকুরকে বন্দনা করিয়াছেন।

অথবা, এই কয় শ্লোকে কবিরাজ-গোস্বামী ইঙ্গিতে এই গ্রন্থারম্ভের ইতিহাসটী জানাইতেছেন। শ্রীগোবিন্দদেবের সেবক শ্রীপণ্ডিত হরিদাস-প্রমুখ ভক্তবৃন্দের আদেশে তিনি গ্রন্থ লেখার সঙ্কল্প করেন (১।৮,৫০-৬৭)। শ্রীগোবিন্দদেবের কৃপাতেই তাঁহার সেবকের অভিপ্রেত গ্রন্থ সমাপ্তি লাভ করিতে পারে, তাই শ্রীগোবিন্দদেবের বন্দনা। শ্রীহরিদাস-প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দের আদেশ পাইয়া চিন্তিত চিত্তে তিনি শ্রীমদনমোহনের মন্দিরে গেলেন—মদনমোহন তাঁর কুলাধিদেবতা—দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীমদনমোহনের চরণে আদেশ প্রার্থনা করিলেন, অমনি মদনমোহনের কণ্ঠ হইতে এক ছড়া মালা খসিয়া পড়িল। সেবক সেই মালা আনিয়া কবিরাজ-গোস্বামীকে পরাইয়া দিলেন; এই মালাকেই শ্রীমদনমোহনের আজ্ঞা মনে করিয়া তিনি সেই স্থানেই গ্রন্থারম্ভ করিলেন। শ্রীমদনমোহনের এই কৃপার স্মৃতিতে শ্রীমদনমোহনের বন্দনা। "রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। গোবিন্দলীলামৃত। ৮।৩২।" মদনমোহনের স্মৃতিতেই, কিরূপে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সেই লীলার স্মৃতি উদ্দীপিত হইল; তাহাতেই শ্রীবংশীবট-তটস্থিত রাস-রসারম্ভী শ্রীগোপীনাথের বন্দনা করিলেন।

অথবা, শ্রীলঠাকুর মহাশয়, শ্রীগৌরাঙ্গকে পতিরূপে এবং শ্রীযুগলকিশোরকে প্রাণরূপে বর্ণন করিয়াছেন। "ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর যুগলকিশোর।" পত্নীর প্রাণহীন দেহকে যেমন পতি আদর করে না, বরং ঘর হইতে বাহির করিয়াই দেয়, তদ্রূপ শ্রীযুগলকিশোরের স্মৃতিহীন লোকের প্রতিও শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা থাকিতে পারে না। গ্রন্থসমাপ্তি-বিষয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা সর্ব্বতোভাবেই প্রয়োজনীয়; তাই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রীতিসম্পাদনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের বন্দনা করিয়াছেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অথবা, শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের একই লীলা-প্রবাহের পূর্ব্বাংশ ব্রজলীলা, উত্তরাংশ নবদ্বীপ-লীলা ; সুতরাং নবদ্বীপ-লীলা-বর্ণনায়ও শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের কৃপা একান্ত প্রয়োজনীয় ; তাই তিনি শ্রীযুগলকিশোরের বন্দনা করিয়াছেন।

যাহা হউক, "জয়তাং সুরতৌ" ইত্যাদি শ্লোকের দুই রকম অর্থ হইতে পারে।

প্রথমতঃ, যখন গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন, কবিরাজ-গোস্বামী তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ, প্রায় চলচ্ছক্তিহীন ; লিখিতেও প্রায় অশক্ত, হাত কাঁপে ; তাই তিনি নিজেকে "পঙ্গু" বলিয়াছেন। তিনি ইহাও মনে করিয়াছিলেন যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মত একখানা গ্রন্থ লিখিতে হইলে যেরূপ বুদ্ধিশক্তি ও বিচার-শক্তির প্রয়োজন, বার্দ্ধক্যবশতঃ তাঁহার তাহা ছিলনা ; আবার দৈন্যবশতঃ তিনি নিজেকে শাস্ত্রজ্ঞানহীনও মনে করিয়াছিলেন ; তাই এই শ্লোকে নিজেকে "মন্দমতি" বলিয়াছেন। শ্রীমদনমোহনই গ্রন্থকারের কুলাধিদেবতা, তাই তিনি শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনকেই তাঁহার একমাত্র গতি বলিয়াছেন এবং তাঁহাদের চরণ-কমলকেই তাঁহার সর্ব্বস্ব বলিয়াছেন। সুরতৌ অর্থ কৃপালু। তিনি বলিলেন—"আমি বৃদ্ধ, জরাতুর ; লিখিতেও আমার হাত কাঁপে ; এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতেও আমার কষ্ট হয় ; আমি যেন পঙ্গু। আমি মন্দমতি ; একেই আমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই ; তাতে আবার বার্দ্ধক্যবশতঃ বুদ্ধিশক্তিও লোপ পাইয়াছে। এমতাবস্থায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর গভীর-রহস্যপূর্ণ শেষ-লীলা বর্ণন করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তবে যদি শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের কৃপা হয়, তাহা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে; তাঁহাদের কৃপায় পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করিতে পারে। তাঁহারাই আমার একমাত্র গতি। তাঁহাদের চরণ-কমলই আমার যথাসর্ব্বস্ব ; ভক্তের প্রতিও তাঁহাদের যথেষ্ট করুণা ; ভক্তবৃন্দের আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহারা কৃপা করিয়া যদি আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারাও তাঁহাদেরই মিলিত-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলা বর্ণনা করান, তাহা হইলেই তাঁহাদের কৃপা বিশেষ রূপে জয়যুক্ত হইবে। আমি তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, এই ভাবেই যেন তাঁহাদের করুণা জয়যুক্ত হয়।"

দ্বিতীয়তঃ, দৈন্যবশতঃ পূর্ব্বোক্তরূপে কবিরাজ-গোস্বামী নিজেকে নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন ; কিন্তু ভক্তবৃন্দ নিত্যসিদ্ধ-পরিকর-কবিরাজ-গোস্বামীর এই দৈন্য সহ্য করিতে না পারিয়া উক্ত শ্লোকটীর অন্য রূপ অর্থ করিলেন ; তাহা এই—যে একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, তাকে বলে পঙ্গু। শ্রীরাধামদন-মোহনের চরণ ছাড়িয়া অন্য কোনও দেব-দেবীর চরণ আশ্রয় করিতে যাঁহার প্রবৃত্তি হয় না, তাঁহার মনের অবস্থাও পঙ্গুরই মতন; তাই এই শ্লোকে "পঙ্গু" অর্থ হইল "অনন্য-শরণ"। জ্ঞানচর্চ্চাদিতে যাহার মন যায় না, তাহাকেই মন্দমতি বলে। তদ্রূপ জ্ঞানাদি-সাধনেও যাঁহার মন যায় না, তাঁহার অবস্থাও মন্দমতি লোকের মতনই। তাই এই শ্লোকে "মন্দমতি" অর্থ—জ্ঞানাদি-সাধনে প্রবৃত্তিশূন্য একান্ত-ভক্ত। সুরতৌ শব্দের এক অর্থ কৃপালু (কৃপালুস্সুরতৌ সমৌ—অমর কোষ)। এই অর্থ প্রথম প্রকারের ব্যাখ্যায় গ্রহণ করা হইয়াছে। এস্থলে সুরতৌ অর্থ অন্যরূপ—সু (উত্তম) রতি (প্রেম) যাঁহাদের; পরস্পরের প্রতি শোভন-প্রেমযুক্ত যুগল-কিশোর। এইরূপে এই শ্লোকের মর্ম্ম এই :—"শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন কবিরাজ-গোস্বামীর একমাত্র শরণ ; পরস্পরের প্রতি শোভন-প্রেমযুক্ত শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের চরণ-কমলই তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ; তাঁহাদের চরণ-সেবাই তাঁহার একমাত্র কাম্য বস্তু (গতি) ; জ্ঞান-কর্ম্মাদি-সাধন সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়া তিনি একান্তভাবে শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের চরণ-সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।"

দিব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ১৬

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ১৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

দিব্যদিতি। শ্রীমদ্রাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ শ্রীরাধাং শ্রীগোবিন্দদেবঞ্চ স্মরামি। কীদৃশৌ তৌ? শ্রীমতি পরমশোভাময়ে রত্ননির্ম্মিতাগারে যৎ সিংহাসনং তস্যোপরি স্থিতৌ। কুত্র স রত্নাগারঃ? দিব্যং পরমশোভাময়ং বৃন্দারণ্যং তস্মিন্ কল্পদ্রুমাধঃ কল্পবৃক্ষমূলে অবস্থিতঃ। পুনঃ কিম্ভূতৌ তৌ? প্রেষ্ঠাভিঃ প্রিয়তমাভিরালীভিঃ শ্রীললিতাদিসখীভিঃ সেব্যমানৌ ॥১৬॥

শ্রীমানিতি। গোপীনাথঃ গোপীনাং বল্লভঃ শ্রীকৃষ্ণঃ নঃ অস্মাকং শ্রিয়ে কুশলায় অস্তু ভবতু। কীদৃশঃ সঃ? শ্রীমান্ সর্ব্বার্থ-পরিপূর্ণঃ প্রেমরস-রসিকঃ, রাসরসারম্ভী রাসপ্রবর্ত্তকঃ, বংশীবটতটস্থিতঃ বংশীবটমূলদেশে স্থিতঃ, বেণুস্বনৈঃ বেণুনাদৈঃ গোপীঃ গোপসুন্দরীঃ কান্তাভাববতীঃ কর্ষন্ সন্ ॥১৭॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো ১৬। অন্বয়। দিব্যদ্‌বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ (পরম-শোভাময় শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষের অধোভাগে) শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ (পরম-সুন্দর রত্নমন্দির-মধ্যস্থ সিংহাসনে অবস্থিত) প্রেষ্ঠালীভিঃ (প্রিয় সখীগণ কর্ত্তৃক) সেব্যমানৌ (পরিসেবিত) শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ (শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দদেবকে) স্মরামি (আমি স্মরণ করি)।

অনুবাদ। পরমশোভাময় শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষতলে রত্নময়-গৃহ-মধ্যে রত্ন-সিংহাসনোপরি অবস্থিত এবং প্রিয়-সখীগণকর্ত্তৃক সেবিত শ্রীমতী রাধা এবং শ্রীলগোবিন্দদেবকে আমি স্মরণ করি। ১৬।

দিব্যৎ—দীপ্তিময়; জ্যোতির্ম্ময়, পরম-শোভাময়। **বৃন্দারণ্য**—বৃন্দাবন। **কল্পদ্রুম**—কল্পবৃক্ষ। **অধঃ**—নীচে। **শ্রীমৎ**—শোভাশালী, পরম সুন্দর। **রত্নাগার**—নানারত্নদ্বারা নির্ম্মিত মন্দির। **প্রেষ্ঠ**—প্রিয়তম; **আলী**—সখী, ললিতাদি। **দেব**—লীলাবিলাসী।

শ্রীবৃন্দাবন জ্যোতির্ম্ময় ধাম; তাহার বন-সমূহ কল্পবৃক্ষময়; কল্পবৃক্ষের নিকটে যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়। পরমজ্যোতির্ম্ময় বৃন্দাবনের মধ্যে কল্পবৃক্ষ-তলে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যোগপীঠ; সেই যোগপীঠে নানাবিধ জ্যোতির্ম্ময় রত্নদ্বারা বিরচিত একটী পরমসুন্দর মন্দির আছে; সেই মন্দিরে নানারত্ন-খচিত পরমসুন্দর একটী সিংহাসন আছে; শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ সেই সিংহাসনে বসিয়া আছেন; ললিতাদি সখীবৃন্দ তাঁহাদের চারিপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া নানা ভাবে সেবা করিতেছেন। সখীগণকে লইয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ সেই স্থানে নানাবিধ-লীলায় বিলসিত আছেন। এতাদৃশ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবকে গ্রন্থকার স্মরণ করিতেছেন। আদির পঞ্চম পরিচ্ছেদে ১৯৪—১৯৭ পয়ারে এই শ্লোকের মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্লো। ১৭। অন্বয়। বেণুস্বনৈঃ (বেণুধ্বনিদ্বারা) গোপীঃ (গোপীদিগকে) কর্ষন্ (যিনি আকর্ষণ করেন), বংশীবটতটস্থিতঃ (বংশীবটের মূল-দেশে অবস্থিত) রাসরসারম্ভী (রাসরস-প্রবর্ত্তক) শ্রীমান্ (সর্ব্বার্থ-পরিপূর্ণ প্রেমরস-রসিক) গোপীনাথঃ (সেই শ্রীগোপীনাথ) নঃ (আমাদের) শ্রিয়ে (কুশলের নিমিত্ত) অস্তু (হউন)।

অনুবাদ। বেণুধ্বনিদ্বারা গোপীদিগকে যিনি আকর্ষণ করেন, বংশীবটতটে অবস্থিত এবং রাস-রস-প্রবর্ত্তক ও সর্ব্বার্থ-পরিপূর্ণ সেই শ্রীগোপীনাথ আমাদের কুশল বিধান করুন। ১৭।

শ্রীবৃন্দাবনে যমুনার তীরে বংশীবট-নামে একটী পরমসুন্দর বটবৃক্ষ আছে; শারদীয়-রাস-রজনীতে স্বয়ংভগবান্ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাতে প্রেমবতী গোপসুন্দরীদিগের সহিত রাস-লীলা করিবার অভিপ্রায়ে ঐ বংশীবটের মূলে দাঁড়াইয়া বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন; সেই বংশীধ্বনি শুনিয়া প্রেমবতী গোপসুন্দরীগণ স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া উন্মত্তার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। তারপর, নানাপ্রকারে গোপসুন্দরীদিগের প্রেমের গাঢ়তা পরীক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করেন এবং তাঁহাদের সহিত রাস-লীলায় বিহার করেন। গ্রন্থকার এই শ্লোকে এই লীলারই ইঙ্গিত করিতেছেন।

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
এ তিন ঠাকুর গৌড়িয়াকে করিয়াছেন আত্মসাথ।
এ-তিনের চরণ বন্দো, তিনে মোর নাথ ॥ ২
গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু বৈষ্ণব ভগবান্—তিনের স্মরণ ॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১। পয়ার লিখিতে আরম্ভ করিয়া গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের জয় গান করিতেছেন। প্রণতি-অর্থে জয় শব্দের ব্যবহার হয়, এই অর্থে—গ্রন্থকার এই পয়ারে শ্রীচৈতন্যাদিকে প্রণাম করিতেছেন। সর্ব্বোৎকর্ষে জয়যুক্ত হউন—এই অর্থেও জয়-শব্দের প্রয়োগ হয়। শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দাদি সকলেই সর্ব্বোৎকর্ষে জয়যুক্ত হউন—ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়।

কোন কোন গ্রন্থে এই পয়ারটী নাই। তাই কেহ কেহ বলেন, এই পয়ারটী থাকাও সঙ্গত নহে; কারণ, ইহার পরবর্ত্তী পয়ারের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫।১৬।১৭ শ্লোকত্রয়েরই সম্বন্ধ; সুতরাং মধ্যস্থলে "জয় জয়" ইত্যাদি পয়ারটী থাকিলে ক্রমভঙ্গ-দোষ হয়।

মূলগ্রন্থে এই পয়ারটী যে ছিলনা, তাহাও নিশ্চিত বলা যায়না; থাকিলে এই ভাবে এই পয়ারের সঙ্গতি রক্ষা করা যাইতে পারে:—গ্রন্থকার হয়তো, "শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী" ইত্যাদি শেষ-শ্লোকটী লিখিয়াই একদিন লেখা স্থগিত রাখিয়াছিলেন; সেইদিন বা সেই সময়ে আর পয়ার আরম্ভ করেন নাই। পরে অন্য সময়ে যখন পয়ার লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দাদির জয় কীর্ত্তন করিয়া এই পয়ারটী লিখেন; তার পরে গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় লিখিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে, এই পয়ারকে গ্রন্থের পয়ার আরম্ভের মঙ্গলাচরণ বলা যায়।

অথবা, পয়ার লিখিতে আরম্ভ করিয়া শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে সর্ব্বপ্রথমে এই পয়ারটী রচনা করেন। বৈষ্ণবের মধ্যে এখনও রীতি দেখা যায় যে, কাহাকেও আহ্বান করিতে হইলে, কিম্বা কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে, তাঁহারা নাম ধরিয়া বা সম্পর্ক উল্লেখ করিয়া ডাকেন না, বা অন্য কোনও কথাও বলেন না—জয় গৌর, কি জয় নিতাই, কি জয়রাধে বা রাধেশ্যাম, কি হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণমাত্র করেন। ইহাই বৈষ্ণবদের মনোযোগ আকর্ষণের সাঙ্কেতিক বাক্য।

২। এই পয়ারের সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ১৫।১৬।১৭ শ্লোকের সম্বন্ধ।

এ তিন ঠাকুর—শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ।

গৌড়ীয়াকে—গৌড়দেশবাসীকে; বাঙ্গালীকে। করিয়াছেন **আত্মসাথ**—সেবকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। উক্ত তিন শ্রীবিগ্রহের সেবাই বাঙ্গালীর দ্বারা প্রকাশিত। শ্রীমদনমোহন-দেবের সেবা শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর প্রকাশিত, শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামীর প্রকাশিত এবং শ্রীগোপীনাথদেবের সেবা শ্রীপাদ মধুপণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত। শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ এবং শ্রীমধুপণ্ডিত গোস্বামী—ইহারা সকলেই গৌড়দেশবাসী, বাঙ্গালী। শ্রীমদনমোহনাদি তাঁহাদের সেবা অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাদের উপলক্ষণে সমস্ত গৌড়দেশবাসীকেই সেবকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বলিয়া বলিয়া মনে হয়।

বন্দো—বন্দনা করি। **নাথ**—প্রভু।

গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী নিজেও গৌড়দেশবাসী বাঙ্গালী; বর্দ্ধমানজেলার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে তাঁহার আবির্ভাব। তাই বোধ হয়, বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ এবং শ্রীগোপীনাথের চরণ বন্দনা করিতেছেন।

৩। **অন্বয়**—গ্রন্থের আরম্ভে, গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্, এই তিনের স্মরণ-রূপ মঙ্গলাচরণ করি।

মঙ্গলাচরণ—মঙ্গলজনক আচরণ; বিঘ্নবিনাশ, অভীষ্টপূরণ ও নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থ-সমাপ্তির উদ্দেশ্যে গ্রন্থারম্ভে ইষ্টবন্দনাদিরূপ মঙ্গলাচরণ করা হয়। **গুরুবর্গের স্মরণ, বৈষ্ণবের স্মরণ এবং শ্রীভগবানের স্মরণই ইষ্টবন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ।**

তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ ॥ ৪
সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার—।
বস্তুনির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ, নমস্কার ॥ ৫
প্রথম দুইশ্লোকে ইষ্টদেব নমস্কার।
সামান্য-বিশেষরূপে দুই ত প্রকার ॥ ৬
তৃতীয়-শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দ্দেশ।
যাহা হৈতে জানি পরতত্ত্বের উদ্দেশ ॥ ৭
চতুর্থ-শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ।
সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ ॥ ৮
সেই শ্লোকে কহি বাহ্যাবতার-কারণ।
পঞ্চ-ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল প্রয়োজন ॥ ৯
এই ছয় শ্লোকে কহি চৈতন্যের তত্ত্ব।
আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব ॥ ১০
আর দুই শ্লোকে অদ্বৈত তত্ত্বাখ্যান।
আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥ ১১
এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ।
তহি মধ্যে কহি সব বস্তু-নিরূপণ ॥ ১২
সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার।
এই সব শ্লোকের করি অর্থ বিচার ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪। **তিনের স্মরণে**—গুরুবর্গের, বৈষ্ণবের এবং ভগবানের স্মরণে। **বিঘ্নবিনাশ**—প্রারব্ধকার্য্যে যত রকম বিঘ্ন বা প্রত্যবায় থাকিতে পারে, সে সমস্তের বিনাশ। **অনায়াসে**—সহজে। **বাঞ্ছিত-পূরণ**—অভীষ্টসিদ্ধি।

গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের চরণ স্মরণ করিলে সমস্ত বিঘ্ন দূরীভূত হয় এবং নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

৫। মঙ্গলাচরণ তিন রকমের—বস্তু-নির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ এবং নমস্কার। **বস্তুনির্দ্দেশ**—গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখ; গ্রন্থে যে বিষয় আলোচিত হইবে, তাহার উল্লেখ। **আশীর্ব্বাদ**—শ্রোতাদের বা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল-কামনা। **নমস্কার**—ইষ্টদেবের বন্দনা।

৬। মঙ্গলাচরণের প্রথম দুই শ্লোকে ইষ্টদেবের নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ আবার দুইরকমের—সামান্য নমস্কার ও বিশেষ নমস্কার। প্রথম শ্লোকের টীকায় সামান্য-নমস্কারের লক্ষণ এবং দ্বিতীয় শ্লোকের টীকায় বিশেষ নমস্কারের লক্ষণ দ্রষ্টব্য। প্রথম শ্লোকে সামান্য-নমস্কার এবং দ্বিতীয় শ্লোকে বিশেষ-নমস্কার করা হইয়াছে।

৭। **যাহা হৈতে**—যে বস্তু-নির্দ্দেশ হইতে, অথবা যে তৃতীয় শ্লোক হইতে। **পরতত্ত্বের উদ্দেশ**—পরতত্ত্ববস্তু কি, তাহা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই যে পরতত্ত্ব-বস্তু, তাহা এই তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে।

৮। **জগতে আশীর্ব্বাদ**—জগতের সমস্ত লোকের মঙ্গল-কামনা। **সর্ব্বত্র মাগিয়ে** ইত্যাদি—সকলের প্রতিই পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রসন্ন হউন, ইহাই জগতের প্রতি গ্রন্থকারের আশীর্ব্বাদ। গ্রন্থকার দৈন্যবশতঃ নিজে আশীর্ব্বাদ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগ্রহ কামনা করিতেছেন। তাহাও আবার নিজের কথায় নয়, সর্ব্বজনপূজ্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর কথায়—অনর্পিতচরীং শ্লোকটী বিদগ্ধমাধবনাটকে শ্রীরূপগোস্বামীর লিখিত শ্লোক।

৯। **সেই শ্লোকে**—চতুর্থ শ্লোকে। **বাহ্যাবতার-কারণ**—কৃষ্ণচৈতন্যের অবতারের বহিরঙ্গ কারণ বা গৌণ কারণ। **মূল প্রয়োজন**—অবতারের মুখ্য-কারণ। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের যে তিনটী বাসনা অপূর্ণ ছিল, (যাহা ৬ষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে), সেই তিনটী বাসনার পূরণই অবতারের মুখ্য কারণ; আর আনুষঙ্গিকভাবে, নাম-প্রেম-প্রচারই হইল গৌণ কারণ।

১২। **তহি মধ্যে**—তাহার মধ্যে; চৌদ্দ শ্লোকের মধ্যে। তৃতীয় শ্লোকেই বস্তু-নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া পুনরায় এস্থলে চৌদ্দ শ্লোকের মধ্যেও বস্তু-নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলার তাৎপর্য্য এই যে, গ্রন্থের প্রতিপাদ্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলা-নির্ব্বাহার্থ যে যে রূপে আত্ম-প্রকট করিয়াছেন, এই চৌদ্দ শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে এবং তাঁহাদেরই মহিমা ব্যক্ত করা হইয়াছে। যে যে রূপে তিনি আত্ম-প্রকট করিয়াছেন, সেই সেই রূপের তত্ত্ব-নিরূপণেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব-নিরূপণের পরাকাষ্ঠা; তাই এই চৌদ্দ শ্লোকেই বস্তু-নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিলেন।

সকল বৈষ্ণব শুন করি একমন।
চৈতন্যকৃষ্ণের শাস্ত্রমত নিরূপণ ॥ ১৪
কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ।
কৃষ্ণ এই ছয় রূপে করেন বিলাস ॥ ১৫
এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন।
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ ॥ ১৬

তথাহি—

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥ ১৭
শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥ ১৮
এই ছয় গুরু—শিক্ষাগুরু যে আমার।
তাঁসভার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥ ১৯
ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাসপ্রধান।
তাঁসভার পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩। যে সমস্ত বৈষ্ণব এই গ্রন্থ শ্রবণ করিবেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া উক্ত চৌদ্দ শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতেছি।

১৪। **করি একমন**—একাগ্রচিত্ত হইয়া; অন্য সকল বিষয় হইতে মনোযোগ আকর্ষণ পূর্ব্বক গ্রন্থের বক্তব্য বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া। **চৈতন্যকৃষ্ণের**—শ্রীচৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণের। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাই "চৈতন্যকৃষ্ণ" শব্দে সূচিত হইল।

শাস্ত্রমত-নিরূপণ—শাস্ত্রের মত (সিদ্ধান্ত) শাস্ত্রমত, তাহার নিরূপণ। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা যে শাস্ত্রসঙ্গত মত, তাহাই নিরূপিত হইতেছে। গ্রন্থকার বৈষ্ণব-শ্রোতাদিগকে বলিতেছেন "শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথবা শ্রীচৈতন্য যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই, তাহা আমি শাস্ত্রদ্বারা প্রমাণ করিতেছি, আপনারা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।"

১৫। "বন্দে গুরূন্" ইত্যাদি প্রথম শ্লোকের অর্থের সূচনা করিতেছেন ১৫।১৬ পয়ারে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে, গুরুতত্ত্বরূপে, ভক্ততত্ত্বরূপে, শক্তি-তত্ত্বরূপে, অবতার-তত্ত্বরূপে এবং প্রকাশ-তত্ত্বরূপে—এই ছয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিহার করেন। ইহাই পরবর্ত্তী পয়ার সমূহে প্রদর্শিত হইবে।

গুরু—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। **করেন বিলাস**—বিহার করেন। **প্রকাশ**—আবির্ভাব। এই পরিচ্ছেদে ৩৫শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এই পয়ারের স্থলে "কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ। শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস ॥" এইরূপ পাঠান্তরও আছে। অর্থ একরূপই।

১৬। **এই ছয় তত্ত্বের**—কৃষ্ণ, গুরু ইত্যাদি ছয় তত্ত্বের।

সামান্যে—সামান্য-নমস্কাররূপ। শ্লো। ১। টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭। "বন্দে গুরূন্" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন ১৭-২৪ পয়ারে। প্রথমে "গুরূন্" শব্দের অর্থ করিতেছেন ১৭-১৯ পয়ারে।

মন্ত্রগুরু—দীক্ষাগুরু। **শিক্ষাগুরুগণ**—দীক্ষাগুরু একজনের বেশী হইতে পারেন না। "মন্ত্রগুরুস্ত্বেক এব" ভক্তিসন্দর্ভ। ২০৭। কিন্তু শিক্ষাগুরু অনেকই হইতে পারেন; যাঁহার নিকটে ভজন-সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্রও শিক্ষা লাভ করা যায়, তিনিই শিক্ষাগুরু।

তাঁহার চরণ—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুগণের চরণ। **আগে**—সর্ব্বাগ্রে; সর্ব্বাগ্রে গুরুবর্গের চরণ বন্দনা করার হেতু এই যে, গুরুর কৃপা না হইলে অপর কাহারও কৃপাই পাওয়া যায় না।

১৮। এই পয়ারে গ্রন্থকারের শিক্ষাগুরুগণের নাম প্রকাশ করিতেছেন।

২০। এক্ষণে "ঈশভক্তান্" শব্দের অর্থ করিতেছেন। **শ্রীবাস-প্রধান**—শ্রীবাসই প্রধান যাঁহাদের মধ্যে; শ্রীবাস-প্রমুখ; শ্রীবাসাদি ভগবদ্ভক্তগণের চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

অদ্বৈত আচার্য্য—প্রভুর অংশ অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার ॥ ২১
নিত্যানন্দরায়—প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দ, যাঁর মুঞি দাস ॥ ২২
গদাধরপণ্ডিতাদি—প্রভুর নিজশক্তি।
তাঁসভার চরণে মোর সহস্র প্রণতি ॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২১। এইক্ষণে "ঈশাবতারকান্" শব্দের অর্থ করিতেছেন। **অদ্বৈত-আচার্য্য**—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। **প্রভুর অংশ-অবতার**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অংশাবতার। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু মহাবিষ্ণুর অংশ; মহাবিষ্ণু আবার শ্রীকৃষ্ণের অংশ; তাই শ্রীল অদ্বৈতও শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশাবতারই হইলেন।

২২। "তৎপ্রকাশাংশ্চ" শব্দের অর্থ করিতেছেন। **স্বরূপ-প্রকাশ**। "একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ। আকারে ত ভেদ নাহি—একই স্বরূপ॥ মহিষী-বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস। ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ॥ ১।১।৩৬-৩৭।" একই স্বরূপ যদি বহু মূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকট করেন এবং এই বহু মূর্ত্তির মধ্যে যদি বর্ণাদির কোনও রূপ পার্থক্যই না থাকে, তবে ঐ সকল রূপকে প্রকাশরূপ বলে। "একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন। অনেক প্রকাশ হয় 'বিলাস' তার নাম॥ ১।১।৩৮॥" একই বিগ্রহ যদি বর্ণাদি-ভেদে ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়েন, তবে ঐ প্রকটিত রূপকে বিলাসরূপ বলে। যেমন শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের বিলাস; শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, শ্রীবলরাম শ্বেতবর্ণ; বর্ণের পার্থক্য আছে, কিন্তু স্বরূপে অভিন্ন; তাই বিলাস।

শ্রীনিত্যানন্দও ব্রজের বলদেবই, আর শ্রীমন্ মহাপ্রভুও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপতঃ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিলাসরূপই হয়েন; শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীমন্ নিত্যানন্দ স্বরূপে এক হইলেও বর্ণে তাঁহাদের পার্থক্য আছে; শ্রীমন্ মহাপ্রভু উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, আর শ্রীমন্নিত্যানন্দ রক্তাভ-গৌরবর্ণ; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিলাসই হয়েন। এ সমস্ত কারণে মনে হয়, উপরে উদ্ধৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ারের লক্ষণবিশিষ্ট যে প্রকাশ, এই পয়ারের প্রকাশ সেই প্রকাশ নহে। আবির্ভাব-অর্থেও প্রকাশ-শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এই পরিচ্ছেদের ৩৫শ পয়ারে আবির্ভাব-অর্থে প্রকাশ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; এই আবির্ভাবার্থক প্রকাশ দুই রকমের—মুখ্য প্রকাশ ও বিলাস; "দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ। একেত প্রকাশ হয় আরে ত বিলাস॥ ১।১।৩৫॥" সুতরাং গ্রন্থকারের মতে "বিলাস"ও একরকম প্রকাশ (আবির্ভাব)। যাহা হউক, এইরূপ উপক্রম করিয়া ৩৭শ পয়ারে প্রকাশরূপ আবির্ভাবকে মুখ্য-প্রকাশ বলিয়াছেন এবং ৩৮শ পয়ারে বিলাসের লক্ষণ বলিয়া ৩৯শ পয়ারে বিলাসের উদাহরণরূপে বলদেবের নামও উল্লেখ করিয়াছেন; এই বলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিলাসরূপ আবির্ভাব, পরন্তু মুখ্য-প্রকাশরূপ আবির্ভাব নহেন, ইহা গ্রন্থকারেরও অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন হইলে, এই পয়ারে "স্বরূপ-প্রকাশ" শব্দের অন্তর্গত "প্রকাশ"-শব্দ "বিলাস"-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। এই অর্থ গ্রহণ করিলে সর্ব্বত্র একবাক্যতা এবং সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্যও থাকে। এইরূপে **স্বরূপ-প্রকাশ** অর্থ হইবে স্বরূপের আবির্ভাব। শ্রীনিত্যামন্দ প্রভু গৌরের আবির্ভাব-বিশেষ। **যাঁর মুঞি দাস**—নিজের প্রতি নিত্যানন্দ প্রভুর অশেষ কৃপার কথা স্মরণ করিয়াই কবিরাজগোস্বামী একথা বলিয়াছেন। আদির পঞ্চম পরিচ্ছেদে ১৩৬—২১০ পয়ারে তাঁহার প্রতি নিত্যানন্দপ্রভুর অশেষ কৃপার কথা কবিরাজগোস্বামী নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশেই কবিরাজগোস্বামী বৃন্দাবনে আসেন এবং তাঁহারই কৃপায় শ্রীরূপাদিগোস্বামিবর্গের, বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণববৃন্দের এবং শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনের কৃপাদৃষ্টি লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন।

২৩। "তচ্ছক্তীঃ" শব্দের অর্থ করিতেছেন। **নিজশক্তি**—আপন শক্তি; স্বরূপ-শক্তি। স্বয়ং ভগবানের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান—অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি আবার তিন প্রকার; হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ; এই চিচ্ছক্তি সর্ব্বদা স্বরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া ইহাকে স্বরূপ শক্তিও বলে। শ্রীগদাধর-পণ্ডিত গোস্বামী তত্ত্বতঃ এই স্বরূপ-শক্তি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥ ২৪

সাবরণে প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
এই ছয় তেঁহো যৈছে— করি সে বিচার ॥ ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর দ্বাপর-লীলার স্বরূপ-সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায় দেখিতে পাওয়া যায় :—"শ্রীরাধা প্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী। সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ॥ নির্ণীতঃ শ্রীস্বরূপৈর্যো ব্রজলক্ষ্মীতয়া যথা॥ পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দর-বল্লভা। সাদ্য গৌরপ্রেমলক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতঃ॥ রাধামনুগতা যত্তল্ললিতাপ্যনুরাধিকা। অতঃ প্রাবিশদেষা তং গৌরচন্দ্রোদয়ে যথা॥ ইয়মপি ললিতৈব রাধিকালী ন খলু গদাধর এষ ভূ-সুরেন্দ্রঃ। হরিরয়মথ বা স্বয়ৈব শক্ত্যা ত্রিতয়মভূৎ স সখী চ রাধিকা চ॥ ধ্রুবানন্দ-ব্রহ্মচারী ললিতেত্যপরে জগুঃ। স্বপ্রকাশবিভেদেন সমীচীনং মতন্তু তৎ॥ অথবা ভগবান্ গৌরঃ স্বেচ্ছয়াগাৎ ত্রিরূপতাম্। অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ॥ ১৪৭-১৫৩॥—যিনি পূর্ব্বে বৃন্দাবনেশ্বরী প্রেমরূপা শ্রীরাধা ছিলেন, তিনিই এক্ষণে গৌরবল্লভ শ্রীগদাধর-পণ্ডিত। তিনি শ্রীস্বরূপ-দামোদর কর্তৃক ব্রজলক্ষ্মীরূপে নির্ণীত হইয়াছেন, যথা—পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যিনি শ্যামসুন্দর-বল্লভা লক্ষ্মী ছিলেন, এক্ষণে তিনি গৌর-প্রেম-লক্ষ্মী শ্রীগদাধর-পণ্ডিত। শ্রীরাধার অনুগতা বলিয়া ললিতা অনুরাধা নামে বিখ্যাতা; অতএব, শ্রীললিতা শ্রীগদাধর-পণ্ডিতে প্রবেশ করিয়াছেন; শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-গ্রন্থ বলেন—অহো! এই ভূ-সুর শ্রীগদাধর নহেন, ইঁহাকে শ্রীরাধার সখী ললিতা বলিয়াই মনে হইতেছে; অথবা, এই হরিই নিজের শক্তির প্রভাবে স্বয়ংরূপ, শ্রীরাধারূপ এবং শ্রীললিতারূপ—এই তিনরূপ হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ধ্রুবানন্দ-ব্রহ্মচারী ললিতা; স্বপ্রকাশ-বিভেদহেতু এই মত সমীচীন। অথবা, ভগবান্ গৌরচন্দ্র স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তিনরূপ হইয়াছেন। অতএব, শ্রীগদাধর-পণ্ডিত শ্রীরাধিকার রূপ।" আবার, শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীকে ভাবে রুক্মিণীতুল্যই বলিয়াছেন। "গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব। রুক্মিণীদেবীর যেন দক্ষিণ-স্বভাব॥৩।৭।১২৮॥" যাহা হউক, শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীর পূর্ব্ব-লীলার স্বরূপ-সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও তিনি যে প্রেয়সী-শক্তি বা হ্লাদিনী শক্তি তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে বলিয়া মনে হয় না।

গদাধর-পণ্ডিতাদি—ব্রজলীলায় শ্রীরাধার সখী-মঞ্জরী-আদি সকলেই নবদ্বীপ-লীলার উপযোগী স্বরূপে নবদ্বীপে প্রকট হইয়াছেন; এস্থানে "আদি" শব্দে ঐ সমস্ত সখী-মঞ্জরীদের নবদ্বীপ-লীলার স্বরূপ-সমূহকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। যেমন রায়-রামানন্দ, ইনি ব্রজের বিশাখা; শ্রীরূপ-গোস্বামী, ইনি ব্রজের শ্রীরূপ-মঞ্জরী; ইত্যাদি। ইঁহারা সকলেই প্রভুর স্বরূপশক্তি বা নিজ শক্তি।

২৪। "কৃষ্ণ-চৈতন্য-সংজ্ঞকং ঈশং" এর অর্থ করিতেছেন।

স্বয়ং ভগবান্—অন্য-নিরপেক্ষ ভগবান্; যিনি কোনও বিষয়েই অপর কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, যাঁহার ভগবত্তা হইতেই অন্যের ভগবত্তার উদ্ভব, তিনিই স্বয়ং ভগবান্। "যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাঁহাতেই সত্তা॥ ১।২।৭৪॥" শ্রীনারায়ণাদিও ভগবান্, কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং ভগবান্ নহেন; কারণ, শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার উপরেই তাঁহাদের ভগবত্তা নির্ভর করে; কিন্তু কৃষ্ণের ভগবত্তা অন্য কাহারও উপর নির্ভর করে না।

২৫। **আবরণ**—যাঁহারা সর্ব্বদা চারিদিকে থাকেন, তাঁহাদিগকে আবরণ বলে; পরিকর।

সাবরণে—আবরণের সহিত; সপরিকরে। **প্রভুরে**—শ্রীমন্মহাপ্রভুকে। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীমদদ্বৈত প্রভু, শ্রীলগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী এবং শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ—ইঁহারাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পরিকর বা আবরণ। নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের কেহ কেহ স্বয়ং ভগবানের স্বাংশ, যেমন শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত। আবার কেহ কেহ বা তাঁহার শক্তি বা শক্তির অংশ, যেমন শ্রীগদাধরাদি। নিত্যসিদ্ধ জীবও পরিকরভুক্ত থাকিতে পারেন; আর সাধনসিদ্ধ জীবও ভক্তি-সাধনে সিদ্ধিলাভের পরে পরিকরভুক্ত হইতে পারেন; যে সমস্ত নিত্যসিদ্ধ বা সাধনসিদ্ধ জীব শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকরভুক্ত আছেন, ভক্ততত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া "শ্রীবাসাদি" শব্দের "আদি" শব্দেই তাঁহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। | তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই ছয়—কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার ও প্রকাশ এই ছয়। **তেঁহো**—কৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "কৃষ্ণ এই ছয়রূপে করেন বিলাস। ১।১।১৫॥" এইক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ যে এই ছয়রূপে বিলাস করেন, তাহাই দেখাইতেছেন, পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে।

২৬। শ্রীকৃষ্ণই যে গুরুরূপে বিলাস করেন, প্রথমে তাহাই দেখাইতেছেন ২৬—২৯ পয়ারে। গুরু দুই রকমের—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। ২৬।২৭ পয়ারে দীক্ষাগুরুর কথাই বলিতেছেন।

এই পয়ারে গ্রন্থকার দীক্ষাগুরুর তত্ত্ব বলিয়াছেন এবং গুরুর প্রতি শিষ্য কিরূপ ভাব পোষণ করিবেন, তাহাও বলিয়াছেন। "যদিও আমার গুরু শ্রীচৈতন্যের দাস, তথাপি আমি তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ বলিয়াই জানি বা মনে করি।" এস্থলে প্রকাশ অর্থ আবির্ভাব: ৩৫শ পয়ারে টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যের বা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত; ইহাই **দীক্ষাগুরুর স্বরূপ** বা তত্ত্ব। গুরুদেব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত হইলেও, শিষ্য তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ (আবির্ভাব) বলিয়াই মনে করিবেন। (গ্রন্থকারের দীক্ষাগুরুসম্বন্ধীয় আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।)

দীক্ষাগুরু যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত, তাহার অনেক প্রমাণ আছে :—

(১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভজন-পদ্ধতিতে, নবদ্বীপের ভজনে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত এবং বৃন্দাবনের ভজনে তাঁহাকে সেবাপরা-মঞ্জরীরূপে চিন্তা করার বিধিই প্রচলিত। যে কোনও বৈষ্ণব-সাধকের গুরু-প্রণালিকা ও সিদ্ধ-প্রণালিকা দেখিলেই ইহা বুঝা যায়। ভজন-পদ্ধতিতেও ইহার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—নবদ্বীপের গুরুধ্যান :—"কৃপামরন্দান্বিত-পাদপদ্মং শ্বেতাম্বরং গৌররুচিং সনাতনম্। শন্দং সুমাল্যাভরণং গুণালয়ং স্মরামি সদ্ভক্তিময়ং গুরুং হরিম্॥" ব্রজের মধুর ভাবের ভজনে শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ-সম্বন্ধে শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুর-মহাশয় বলিয়াছেন :—"গুরুরূপা সখী বামে, দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ঠামে" ইত্যাদি।

(২) শ্রীল রঘুনাথ দাস-গোস্বামী তাঁহার রচিত মনঃশিক্ষায় বলিয়াছেন :—"শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে, গুরুবরং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং নন্বু মনঃ॥ ২॥" "রে মন! শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্তরূপে অনবরত স্মরণ কর।"

(৩) শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসাদি-শাস্ত্রে গুরুর যে সমস্ত লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্তও ভক্তেরই লক্ষণ :—"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ম্॥ শ্রীমদ্ভা ১১।৩।২১।" "যিনি বেদাদি-শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, যিনি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে অপরোক্ষ-অনুভবশীল, যিনি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগ-পরায়ণ—এইরূপ গুরুর শরণাপন্ন হইবে।" স্বয়ং ভগবান্ও বলিয়াছেন :—"মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্।" "আমার ভক্তবাৎসল্যাদি মহিমা অনুভব করিয়া যিনি আমাকে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, যাঁহার চিত্ত আমাতেই সন্নিবিষ্ট এবং যিনি বাসনাশূন্য বলিয়া পরমশান্ত—এইরূপ গুরুর উপাসনা করিবে।" শ্রীভা, ১১।১০।৫॥

শ্রুতিও ঐ কথাই বলেন :—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্—মুণ্ডক ১।২।১২।" "সেই পরম বস্তুকে জানিতে হইলে, সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদবিৎ গুরুর নিকট উপনীত হইবে।" "মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্। মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই লোকের গুরু।—হরিভক্তিবিলাস।১।৩৯ ধৃত পাদ্মবচন।"

(৪) শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-পাদ তাঁহার গুর্ব্বষ্টকে লিখিয়াছেন :—"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।—সমস্ত শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ-হরিরূপে কথিত হইলেও এবং সৎলোকগণ ঐরূপ ভাবনা করিলেও, তিনি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্তই; আমি সেই গুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি।"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(৫) শ্রীপাদসনাতন গোস্বামীর সংগৃহীত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থেও গুরুদেবকে শ্রীভগবানের পরম প্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীগোপকুমারকে মাথুরীব্রজভূমিতে যাওয়ার আদেশ করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"তত্র মৎ-পরমপ্রেষ্ঠং লপ্স্যসে স্বগুরুং পুনঃ। সর্ব্বং তস্যৈব কৃপয়া নিতরাং জ্ঞাস্যসি স্বয়ম্ ॥—সেই ব্রজ-ভূমিতে আমার পরমপ্রেষ্ঠ তোমার স্বীয় গুরুকে তুমি পুনরায় প্রাপ্ত হইবে এবং সেই গুরুর কৃপায় স্বয়ং সমস্ত বিষয় সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইতে পারিবে। ২। ২।২৩৬ ॥"

কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, শ্রীগুরুদেব যদি তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণই না হইবেন, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫শ পয়ারে কেন বলা হইল—"কৃষ্ণ গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ। কৃষ্ণ এই ছয় রূপে করেন বিলাস ॥" উত্তরে বলা যায়—এই ছয় তত্ত্বের মধ্যে গুরু ব্যতীত অপর পাঁচ তত্ত্ব অর্থাৎ "কৃষ্ণ, ভক্ত, শক্তি, অবতার, এবং প্রকাশ" এই পাঁচতত্ত্ব যে একই বস্তু, এই পাঁচতত্ত্বের মধ্যে স্বরূপতঃ যে কোনও ভেদ নাই, তাহা পঞ্চতত্ত্ব বর্ণন প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। "পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ। রস আস্বাদিতে তভু বিবিধ বিভেদ ॥ ১। ৭। ৪ ॥" কিন্তু গুরুতত্ত্বের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের যে ভেদ নাই, এই পঞ্চতত্ত্বের ন্যায় গুরুও যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ এই পঞ্চতত্ত্বরূপে যেমন আত্মপ্রকট করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীগুরুরূপেও যে আত্মপ্রকট করিয়াছেন—এরূপ কথা কোথাও বলা হয় নাই। দীক্ষাদানকালে তাঁহার প্রিয়তম ভক্তরূপ গুরুর চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ যে শক্তি সঞ্চারিত করেন, সেই শক্তিরূপেই তিনি গুরুতে বিলাস করেন। বিশেষ আলোচনা ১।৭।৪ পয়ারের টীকার শেষার্দ্ধে দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তি-শাস্ত্রানুসারে শ্রীগুরুদেব যদি স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্তই হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বলিয়া মনে করার উদ্দেশ্য কি? শাস্ত্রাদিতে তাঁহাকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলারই বা তাৎপর্য্য কি?

পরস্পর গাঢ়-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ দুই জন লোককে যেমন অভিন্ন-হৃদয় বা অভিন্ন বলা হয়, তদ্রূপ শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার অভেদ মনন করা হয়; প্রিয়ত্বাংশেই তাঁহাদের অভেদ। ভক্তি-সন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামিচরণও এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন :—"শুদ্ধভক্তাস্ত্বেকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহাভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে—শ্রীশিব এবং শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রিয়তম বলিয়াই শুদ্ধভক্তগণ শ্রীভগবানের সহিত তাঁহাদের অভেদ-মনন করেন।" ২১৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীপ্রচেতাগণের গুরু ছিলেন শ্রীশিব; শ্রীশিবের অপর নাম ভব। প্রচেতাগণ তাঁহাদের গুরুদেব ভবকে ভগবানের "প্রিয় সখা" বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন :—"বয়ন্তু সাক্ষাদ্ ভগবান্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন। সুদুশ্চিকিৎসস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্তমং ত্বাদ্যগতিং গতাঃ স্ম ॥ শ্রীভা-৪।৩০।৩৮॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—"তব যঃ প্রিয়ঃ সখা তস্য ভবস্য। ** শ্রীশিবো হ্যেষাং বক্তৃণাং গুরুঃ—শ্রীশিবই এই শ্লোকের বক্তা-প্রচেতাগণের গুরু।" তাঁহারা তাঁহাদের গুরু শিবকে ভগবানের প্রিয় সখা বলিলেন। ভক্তিসন্দর্ভ।২১৩॥ "প্রিয়স্য সখ্যুরিতি গুর্ব্বীশ্বরয়োর্ভবেশ্বরয়োশ্চাভেদোপদেশেঽপি ইত্থমেব তৈঃ শুদ্ধ-ভক্তৈর্মতম্—গুরু ও ঈশ্বরের অভেদ-উপদেশের কথা শাস্ত্রে থাকিলেও শুদ্ধভক্তগণ এইরূপই (গুরুকে ঈশ্বরের প্রিয়সখা বা প্রিয়ভক্ত বলিয়াই) মনে করেন। উক্ত শ্লোকের শ্রীজীবকৃত টীকা ক্রমসন্দর্ভ।"

শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর "মনঃশিক্ষা" হইতে যে প্রমাণটী ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার "গুরুবরং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর" এই অংশের টীকায় লিখিত হইয়াছে :—"এবং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে কৃষ্ণপ্রিয়ত্বে গুরুবরমজস্রং অনবরতং স্মর। নন্ব আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবোময়ো গুরুরিত্যেকাদশস্কন্ধপদ্যেন গুরুবরস্য কৃষ্ণাভিন্নত্বেনৈব মননমুচিতং, কথং তৎপ্রিয়ত্বমননম্। অত্রোচ্যতে। প্রথমং তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্। কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেদিত্যনেন ভেদপ্রতীতেরাচার্য্যং মামিত্যত্র যৎ শ্রীগুরোঃ কৃষ্ণত্বেন মননং তত্ত শ্রীকৃষ্ণস্য পূজ্যত্ববদ্গুরোঃ পূজ্যত্ব-প্রতিপাদকমিতি সর্ব্বমবদাতম্।"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের শ্লোকে বলা হইয়াছে—"আচার্য্যকে (গুরুকে) আমি (শ্রীকৃষ্ণ) বলিয়াই জানিবে ; কখনও তাঁহার অবমাননা করিবেনা ; মনুষ্য-বুদ্ধিতে কখনও তাঁহার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিবেনা ; কারণ, গুরু সর্ব্বদেবময়।" শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রমাণ-অনুসারে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন মনে করাই উচিত ; এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-ভক্ত বলিয়া চিন্তা করার হেতু কি ? ইহার উত্তর এই :—অর্চ্চন-বিধিতে (হ, ভ, বি, ৪।১৩৪) দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—"প্রথমে শ্রীগুরুদেবকে পূজা করিয়া তাহার পরে আমার পূজা করিবে ; এইরূপ যে করে, সেই ব্যক্তিই ভক্তিযোগে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে ; অন্যথা তাহার সমস্তই নিষ্ফল হয়।" এই প্রমাণে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই গুরুদেবকে তাঁহা হইতে ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (আগে গুরুপূজা, তারপর কৃষ্ণপূজা এই বিধি হইতেই বুঝা যায়, গুরু ও কৃষ্ণ স্বরূপতঃ এক বস্তু নহেন)। শ্রীগুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করার যে আদেশ, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগুরু শ্রীকৃষ্ণবৎ পূজ্য ; শ্রীকৃষ্ণে সাধকের যেরূপ পূজ্যত্ব-বুদ্ধি থাকিবে, শ্রীগুরুতেও তদ্রূপ পূজ্যত্ব-বুদ্ধি রাখিতে হইবে। কারণ, শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে দেখিতে পাওয়া যায় :—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥৪।১৩৫।—দেবতার প্রতি যাঁহার পরমাভক্তি আছে এবং দেবতার প্রতি যেরূপ, গুরুদেবের প্রতিও যাঁহার সেইরূপ ভক্তি, সেই মহাত্মাই পুরুষার্থ বোধগম্য করিতে পারেন।" "ভক্তির্যথা হরৌ মেঽস্তি তদ্বন্নিষ্ঠা গুরৌ যদি। মমাস্তি তেন সত্যেন স্বং দর্শয়তু মে হরিঃ ॥ হ, ভ, বি, ৪।১৪০ ধৃত-পাদ্মবচন।—(দেবহূতি-স্তবে প্রকাশিত আছে যে)—হরির প্রতি আমার যেরূপ ভক্তি আছে, গুরুদেবে আমার সেইরূপ নিষ্ঠা থাকিলে, সেই সত্যদ্বারা হরি আমাকে স্বীয় রূপ প্রদর্শন করুন।" শাস্ত্রে এইরূপও কথিত আছে যে, গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর, গুরুই পর-ব্রহ্ম। "গুরুর্ব্রহ্মা গুর্রুর্বিষ্ণু গুর্রুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা। হ, ভ, বি, ৪।১৩৯।" এই বাক্যের তাৎপর্য্যও এই যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এমন কি পরব্রহ্ম যেরূপ পূজনীয়, গুরুদেবও সেইরূপ পূজনীয়।

গুরুদেবে শ্রীকৃষ্ণবৎ পূজ্যত্ব-বুদ্ধি রক্ষার নিমিত্তই গুরুকে কৃষ্ণতুল্য বা কৃষ্ণের প্রকাশতুল্য মনে করার ব্যবস্থা ; স্বরূপতঃ গুরুদেব কৃষ্ণ নহেন, কৃষ্ণের প্রকাশও নহেন। কারণ, কৃষ্ণ একাধিক থাকিতে পারেন না ; গুরু অনেক। প্রকাশরূপে এবং স্বয়ংরূপেও বর্ণাদিতে পার্থক্য নাই ; কৃষ্ণের প্রকাশরূপও কৃষ্ণেরই অনুরূপ নবকিশোর, নটবর, গোপবেশ, বেণুকর। শারদীয়-রাসে দুই দুই গোপীর মধ্যে যে শ্রীকৃষ্ণ এক এক মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সমস্ত মূর্ত্তির সহিত স্বয়ং রূপের কোনও পার্থক্যই ছিল না ; গোপীপার্শ্বস্থ ঐ সকল মূর্ত্তিই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশরূপ। শ্রীগুরুদেব যদি স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশই হইতেন, তাহা হইলে শ্রীগুরুদেবের আকারও শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপই হইত।

যাহা হউক, তত্ত্বতঃ শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের প্রিয়তম ভক্ত হইলেও শিষ্য তাঁহাকে ভগবানের আবির্ভাব-বিশেষ বলিয়াই মনে করিবেন। সাধারণ জীব বলিয়া মনে করা তো দূরের কথা, শ্রীগুরুদেবকে ভক্ত বা প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া মনে করিলেও শিষ্যের পক্ষে প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা আছে ; প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া মনে করিলেও গুরুদেবে মনুষ্য-বুদ্ধি জন্মিবার আশঙ্কা থাকে ; গুরুদেবে মনুষ্য-বুদ্ধি অপরাধজনক। অন্যের পক্ষে যাহাই হউন, শ্রীগুরুদেব শিষ্যের নিকটে ভগবদাবির্ভাব-বিশেষই ; কারণ, তিনি ভগবানের অনুগ্রহা-শক্তির সহিত এবং গুরু-শক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত (পরবর্ত্তী ২৭শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। একমাত্র শ্রীগুরুদেবের যোগেই শ্রীভগবানের গুরু-শক্তি শিষ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়া শিষ্যকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানই গুরু-শক্তির মূল আশ্রয়, তিনিই সমষ্টিগুরু ; কিন্তু শ্রীভগবান্ সাক্ষাদ্ভাবে কাহাকেও দীক্ষাদি দেন না—তাঁহার প্রিয়তম ভক্তবিশেষে ঐ গুরুশক্তি অর্পণ করিয়া তাঁহাদ্বারাই ভজনার্থীকে কৃপা করেন। শ্রীগুরুদেবের যোগে শ্রীকৃষ্ণের গুরু-শক্তি আবির্ভূতা হয় বলিয়া শিষ্যের পক্ষে শ্রীগুরুদেবও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষই। অন্য ভক্তের যোগে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহা-শক্তি আবির্ভূত হইয়া ভজনার্থীকে কৃতার্থ করিতে পারেন সত্য ; কিন্তু গুরুশক্তির কৃপা না হইলে মায়াবদ্ধজীবের পক্ষে, অন্য ভক্তের কৃপা বিশেষ কার্য্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। শ্রীগুরুদেবের যোগে অনুগ্রহা-শক্তি ও গুরু-শক্তি উভয়েই শিষ্যের সম্বন্ধে আবির্ভূত হয়েন ;

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ইহাই অন্য ভক্ত অপেক্ষা শ্রীগুরুদেবের বৈশিষ্ট্য। বাস্তবিক, শিষ্যের পক্ষে শ্রীগুরুদেব ভগবানের অমূর্ত্ত-করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত অমূর্ত্ত-গুরু-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, গুরু-শক্তির আবির্ভাব-মূর্ত্তি, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ। যে বস্তুটীর আশ্রয় শ্রীভগবান্, কিন্তু শ্রীভগবান্ মূল আশ্রয় বা মূল অধিকারী হইয়াও নিজে সাক্ষাদ্ভাবে যাহা কাহাকেও দেন না, তাঁহার প্রিয়তম ভক্তের দ্বারাই যে বস্তুটী দান করান—একমাত্র শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতেই জীব সেই বস্তুটী পাইতে পারে; সুতরাং শিষ্যের নিকটে শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ-তুল্যই। শ্রীভগবান্ ভক্ত-পরাধীন বলিয়া এবং শ্রীভগবৎকৃপা ভক্তকৃপার অপেক্ষা রাখে বলিয়াই গুরু-শক্তির যোগে দেয়-বস্তুটী তিনি তাঁহার প্রিয়তম ভক্তের যোগে জীবকে দিয়া থাকেন।

২৭। **গুরু**—দীক্ষাগুরু। **কৃষ্ণরূপ**—কৃষ্ণতুল্য পূজনীয়। **শাস্ত্রের প্রমাণে**—শাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে; "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি শাস্ত্র-বাক্যানুসারে। **গুরু কৃষ্ণরূপ**—ইত্যাদি—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি শাস্ত্র-বচনানুসারে শ্রীগুরুদেব শিষ্যের নিকটে শ্রীকৃষ্ণতুল্য পূজনীয়; শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ পূজ্যত্ব-বুদ্ধি, শ্রীগুরুদেবেও সেইরূপ পূজ্যত্ব-বুদ্ধি পোষণ করিতে হইবে (পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। গুরুদেবে কৃষ্ণতুল্য পূজ্যত্ববুদ্ধি কেন পোষণ করিতে হইবে, তাহার হেতু বলিতেছেন—"গুরুরূপে" ইত্যাদি বাক্যে—শ্রীকৃষ্ণই গুরুরূপে ভক্তগণকে কৃপা করেন, ইহাই গুরুদেবে কৃষ্ণতুল্য পূজ্যত্ব-বুদ্ধি পোষণের হেতু।

গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা ইত্যাদি—শ্রীগুরুদেবের যোগে শ্রীকৃষ্ণই ভক্তগণকে কৃপা করেন। পূর্ব্ব-পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে, শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত; সুতরাং শ্রীগুরুদেবের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়েন; যেহেতু, "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।১।১।৩০॥" স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন—"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। শ্রীভা ৯।৪।৬৮॥—সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুদিগের হৃদয়।" যে উপায়ে ভক্তগণ তাঁহাকে পাইতে পারেন, সেই উপায়ও শ্রীকৃষ্ণই জানাইয়া দেন "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে। গীতা ১০।১০॥" যখনই কাহারও ভক্তি-ধর্ম্ম যাজনের ইচ্ছা হয়, তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া উপযুক্ত গুরুর নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। আবার শ্রীগুরুদেবও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমভক্ত; তাঁহার চিত্তও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনী-শক্তির আধার-বিশেষ। তাঁহার চিত্তে এই হ্লাদিনী-শক্তি ভক্তিরূপতা প্রাপ্ত হইয়া (পূর্ব্ববর্ত্তী ৪র্থ শ্লোকের টীকায় "স্বভক্তি-শ্রিয়ং" শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য) একদিকে যেমন তাঁহাকে অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করান, অপরদিকে অন্য জীবকেও ভক্তিসুখ উপভোগ করাইবার নিমিত্ত চেষ্টিত হয়েন। হ্লাদিনী-শক্তির এই চেষ্টাকে ফলবতী করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অনুগ্রহা-শক্তিকেও ভক্তহৃদয়ে অর্পণ করেন; কারণ, অনুগ্রহের দ্বার দিয়াই ভক্তিরাণী আত্ম-প্রকাশ করেন (মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। ২।২২।৩২।)। এই অনুগ্রহা-শক্তি যাঁহার প্রতি প্রসন্না হয়েন, ভক্তহৃদয়-স্থিতা ভক্তিও তাঁহাকেই কৃতার্থ করিয়া থাকেন। ভজনার্থী জীব শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় যখন ভক্তের চরণে উপনীত হয়, তখন ঐ অনুগ্রহা-শক্তি স্বীয় স্বরূপগত-ধর্ম্মবশতঃই তাহার প্রতি ধাবিত হয়। অনুগ্রহা-শক্তির সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত ভক্তও তখন তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন; ভক্তের অনুগ্রহরূপ প্রসন্নতাকে উপলক্ষ্য করিয়াই ভক্তিরূপা হ্লাদিনী-শক্তি ভজনার্থীকে কৃতার্থ করেন। এইরূপই সাধারণতঃ ভক্তকৃপা। কিন্তু দীক্ষাগুরুর কৃপায় আরও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ভক্ত কাহারও প্রতি প্রসন্ন হইলেই যে তাহাকে দীক্ষা দিবেন, ইহা বলা যায় না; ভজনার্থীর ভজনের সহায়তা করিতে পারেন, কিন্তু দীক্ষা দিতে ইচ্ছুক না হইতেও পারেন। শ্রীকৃষ্ণই গুরুশক্তির (বা দীক্ষা-শক্তির) মূল আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণই সমষ্টিগুরু। ভজনার্থীদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণই প্রিয়তমভক্তে গুরুশক্তি অর্পণ করিয়া থাকেন। অনুগ্রহা-শক্তির সহিত গুরুশক্তির যোগ হইলেই ভক্ত ভজনার্থীকে দীক্ষা দিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন। অবশ্য কাহাকেও অনুগ্রহ করা বা না করা, দীক্ষা দেওয়া বা না দেওয়া তাহা সম্পূর্ণরূপেই ভক্তের ইচ্ছাধীন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অনুগ্রহা-শক্তিকে ও গুরু-শক্তিকে

তথাহি শ্রীভাগবতে (১১।১৭।২৭)—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ১৮

শিক্ষাগুরুকে ত জানি—কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ ॥ ২৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

আচার্য্যং মাং মদীয়ং প্রেষ্ঠং বিজানীয়াৎ। গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মরেত্যুক্তেঃ। সচ্চিদ্রূপত্বেতু মাং মদ্রূপমেব বিজানীয়াৎ। ইতি। দীপিকাদীপনম্ ॥ নাসূয়েত মা দোষদৃষ্টিং কুর্য্যাৎ ॥ ইতি শ্রীসনাতন-গোস্বামী (হ, ভ, বি, ৪।১৩৬) ॥১৮॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রিয়তমভক্তে অর্পণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ সকল শক্তির ব্যবহারে ভক্তের স্বাতন্ত্র্য আছে। শ্রীকৃষ্ণের এই গুরু-শক্তি তাঁহার প্রিয়তমভক্তরূপী গুরুদেবের যোগে প্রকাশিত হয় বলিয়াই বলা হইয়াছে "গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে।" শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াই শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষাদি দান করিয়া থাকেন। রাজার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া রাজপ্রতিনিধি লাট-সাহেব বা রাজ-ভৃত্য দেশের প্রজাবৃন্দের অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিয়া থাকেন; তজ্জন্য রাজ-প্রতিনিধিকে বা রাজ-ভৃত্যকে রাজার তুল্য মনে করা হয় এবং রাজ-প্রতিনিধিরূপে বা রাজভৃত্যরূপে রাজাই দেশ শাসন করিতেছেন, এইরূপই বলা হয়। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া শ্রীগুরুদেব দীক্ষাদি দ্বারা কৃপা করেন বলিয়া শ্রীগুরুদেবকেও কৃষ্ণতুল্য মনে করা হয় এবং গুরুরূপে কৃষ্ণই ভক্তগণকে কৃপা করিতেছেন, এইরূপ বলা হয়। এই পয়ারের প্রমাণস্বরূপে "আচার্য্যং মাং" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

গ্রন্থকার প্রারম্ভে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণ এই ছয়রূপে করেন বিলাস।" "এই ছয় তেঁহো যৈছে করি সে বিচার।" শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে বিহার করেন, গুরুও শ্রীকৃষ্ণ—ইহা দেখাইবার নিমিত্তই ২৬।২৭ পয়ারের অবতারণা করা হইয়াছে। এই দুই পয়ারে দেখাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয়তমভক্ত-বিশেষে গুরু-শক্তি অর্পণ করিয়া ঐ শক্তিদ্বারা জীবকে কৃপা করেন; ইহাই গুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণের বিহার, যেমন রাজপ্রতিনিধি বা রাজ-ভৃত্যরূপে রাজার রাজ্য-শাসন।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। আচার্য্যং (দীক্ষাগুরুকে) মাং (আমি—শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই, অথবা মদীয় প্রিয়ভক্ত বলিয়াই) বিজানীয়াৎ (জানিবে), কর্হিচিত (কখনও) ন অবমন্যেত (তাঁহার অবমাননা করিবে না), মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা (মনুষ্য-বুদ্ধিতে) ন অসূয়েত (তাঁহার প্রতি অসূয়া প্রকাশ—তাঁহাতে দোষ-দৃষ্টি করিবেনা); [যতঃ] (যেহেতু) গুরুঃ (গুরুদেব) সর্ব্বদেবময়ঃ (সর্ব্বদেবময়)।

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব! আচার্য্যকে অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) বলিয়াই (অথবা আমার প্রিয়ভক্ত বলিয়াই) জানিবে; কখনও তাঁহার অবজ্ঞা করিবেনা, কিম্বা মনুষ্য-বুদ্ধিতে কখনও তাঁহাতে দোষদৃষ্টি করিবেনা; কারণ, শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদেবময়।১৮

এই শ্লোকে, শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণস্বরূপ বলিয়া মনে করার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ পূজ্যত্ব-বুদ্ধি থাকে, গুরুদেবেও সেইরূপ পূজ্যত্ব-বুদ্ধি পোষণ করিতে হইবে; "যৎ শ্রীগুরোঃ কৃষ্ণত্বেন মননং তত্তু শ্রীকৃষ্ণস্য পূজ্যত্ববদ্ গুরোঃ পূজ্যত্ব-প্রতিপাদকমিতি।" (পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।)

এই শ্লোকের দীপিকাদীপন-টীকায় লিখিত হইয়াছে—"আচার্য্যং মাং মদীয়ং প্রেষ্ঠং বিজানীয়াৎ। গুরুবরং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর ইত্যুক্তেঃ। সচ্চিদ্রূপত্বেতু মাং মদ্রূপমেব বিজানীয়াৎ—আচার্য্যকে আমার প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া জানিবে। (শ্রীমদ্দাস-গোস্বামীও বলিয়াছেন, রে মন! গুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমভক্তরূপে চিন্তা কর।) সচ্চিদ্রূপত্বাংশে আমার স্বরূপ বলিয়াই জানিবে।" এই টীকানুসারে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমভক্ত বলিয়া মনে করার উপদেশই পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদেবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা, কিম্বা মনুষ্যবুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবে দোষদৃষ্টি করাও এই শ্লোকে নিষিদ্ধ হইয়াছে। গুরুদেবের অবজ্ঞা বা দোষদৃষ্টি করিলে নাম-অপরাধ হয় (হরিভক্তিবিলাস ১১।২৮৪)। নাম-অপরাধ থাকিলে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলেও প্রেমোদয় হয় না। "কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার। ১।৮।২১ ॥"

তত্রৈব (১১।২৯।৬)—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ১৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নন্থ কথং তত্তৎফলমপি বিসৃজতি নতু মাং কিংবা মম কৃতং তত্রাহ নৈবেতি। হে ঈশ! কবয়ঃ সর্ব্বজ্ঞাঃ ব্রহ্মতুল্যায়ুষোঽপি তৎকালপর্য্যন্তং ভজন্তোঽপীত্যর্থঃ। তব কৃতং উপকারং ঋদ্ধমুদঃ উপচিততদ্ভক্তিপরমানন্দাঃ সন্তঃ স্মরন্তঃ অপচিতিং ন পশ্যন্তি তস্মান্ন বিসৃজেদিত্যুক্তম্। কৃতমাহ। যো ভবান্ তনুভৃতাং ত্বৎকৃপাভাজনত্বেন কেষাঞ্চিৎ সকলতনুধারিণাং বহিরাচার্য্যবপুষা অন্তশ্চৈত্ত্যবপুষা চিত্তস্ফূর্ত্তিধ্যেয়াকারেণ। অশুভং ত্বদ্ভক্তিপ্রতিযোগি সর্ব্বং বিধুন্বন্ স্বগতিং স্বানুভবং ব্যনক্তীতি। ক্রমসন্দর্ভঃ॥ ১৯॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই শ্লোকে গুরুদেবকে সর্ব্বদেবময় বলা হইয়াছে; সমস্ত দেবতার প্রতি যেরূপ পূজ্যত্ব-বুদ্ধি পোষণ করিতে হয়, শ্রীগুরুদেবেও সেইরূপ পূজ্যত্ব-বুদ্ধি পোষণ করিতে হইবে; অথবা দেবতাদিগের তুষ্টিতে ও রুষ্টিতে যে সকল ইষ্ট ও অনিষ্ট হইতে পারে, শ্রীগুরুদেবের তুষ্টিতে ও রুষ্টিতেও সেই সকল ইষ্ট ও অনিষ্ট হইতে পারে; সুতরাং যাহাতে শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকেন, তাহাই কর্ত্তব্য—ইহাই তাৎপর্য্য।

২৮। দীক্ষাগুরুর কথা বলিয়া, শিক্ষাগুরুও যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, তাহাই এক্ষণে দেখাইতেছেন, ২৮—৩১ পয়ারে। শিক্ষাগুরু আবার দুই রকম—অন্তর্য্যামী পরমাত্মা ও ভক্তশ্রেষ্ঠ। প্রথমে, অন্তর্য্যামী শিক্ষাগুরু যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, তাহা দেখাইতেছেন, ১৯-২২ শ্লোকে।

অন্তর্য্যামী—প্রত্যেক জীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা; ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণই প্রত্যেক জীবের অন্তর্য্যামিরূপে জীবহৃদয়ে অবস্থিত। (শ্লো। ১১। টীকা দ্রষ্টব্য)। ইনি শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। ইনি জীবের অন্তর্য্যামী বা নিয়ন্তা; প্রত্যেক জীবকেই ইনি হিতাহিত বিষয়ে ইঙ্গিত করেন; যাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল, তাঁহারাই এই পরমাত্মার ইঙ্গিত উপলব্ধি করিতে পারেন। লোক, বাহিরে দীক্ষাগুরু বা অন্য ভক্তের নিকটে যাহা শিক্ষা পাইয়া থাকে, অন্তর্য্যামী পরমাত্মাই তাহা হৃদয়ে অনুভব করাইয়া দেন। হিতাহিত বিষয়ের ইঙ্গিত করেন বলিয়া এবং উপদিষ্ট বিষয়ের অনুভব করান বলিয়া অন্তর্য্যামীও জীবের শিক্ষাগুরু। **ভক্তশ্রেষ্ঠ**—উত্তম-অধিকারী ভক্ত। তাঁহার লক্ষণ এই :—শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ॥—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূ। ১। ১১।—যিনি শাস্ত্রে এবং শাস্ত্রানুগত-যুক্তি-বিষয়ে বিশেষ নিপুণ; তত্ত্ব-বিচার, সাধন-বিচার এবং পুরুষার্থ-বিচার দ্বারা, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য ও প্রীতির বিষয়, এইরূপ যাঁহার দৃঢ়-নিশ্চয়তা আছে এবং শাস্ত্রার্থাদিতে যাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে, ভক্তি-বিষয়ে তিনিই উত্তম-অধিকারী। এইরূপ উত্তম অধিকারী ভক্তই শিক্ষাগুরু হওয়ার যোগ্যপাত্র; কারণ, শাস্ত্রে ও যুক্তিতে নিপুণতাবশতঃ এবং উপাস্য-তত্ত্বাদি-বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়তাবশতঃ তিনি তাঁহার উপদিষ্ট বিষয় শিষ্যের হৃদয়ঙ্গম করাইতে সমর্থ। এইরূপ কোনও ভক্তের নিকট কোনও ব্যক্তি যদি ভজন বিষয়ে কোনও উপদেশ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি ঐ ব্যক্তির শিক্ষাগুরু হয়েন।

শ্লো। ১৯। অন্বয়। হে ঈশ (হে প্রভো!) যঃ (যেই তুমি) আচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা (বাহিরে গুরুরূপে উপদেশাদি দ্বারা এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে সংপ্রবৃত্তি দ্বারা) তনুভৃতাং (দেহধারী মনুষ্যদিগের) অশুভং (বিষয়-বাসনাদি ভক্তির প্রতিকূল সমস্ত অশুভকে) বিধুন্বন্ (দূরীভূত করিয়া) স্বগতিং (নিজরূপ বা নিজ-বিষয়ক অনুভব) ব্যনক্তি (প্রকাশ করিয়া থাক), কবয়ঃ (সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মবিদ্গণ) ব্রহ্মায়ুষাপি (ব্রহ্মার সমান পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াও) তব (সেই তোমার) অপচিতিং (উপকারের প্রত্যুপকার দ্বারা ঋণশূন্যতা) নৈব উপযান্তি (প্রাপ্ত হয় না); কৃতং (তাঁহারা তোমার কৃত উপকার) স্মরন্তঃ (স্মরণ করিয়া) ঋদ্ধমুদঃ (পরমানন্দিত হয়েন)।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব ভগবান্‌কে বলিলেন—হে প্রভো! বাহিরে গুরুরূপে তত্ত্বোপদেশাদি দ্বারা এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে সৎপ্রবৃত্তি দ্বারা, দেহীদিগের ভক্তির প্রতিকূল বিষয়-বাসনাদি দূরীভূত করিয়া তুমি নিজরূপ (অথবা স্ববিষয়ক অনুভব) প্রকাশিত কর; সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মার সমান পরমায়ু প্রাপ্ত হইলেও তোমার এই উপকারের প্রত্যুপকার করিয়া তোমার নিকটে অঋণী হইতে পারেন না; তোমার কৃত উপকারের কথা স্মরণ করিয়াই তাঁহাদের পরমানন্দ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ১৯।

এই শ্লোকে বলা হইল, ভগবান্‌ই জীবের সমস্ত অশুভ দূরীভূত করেন। অশুভ কি? যাহা শুভ নয়, এবং যাহা শুভের প্রতিকূল, তাহাই অশুভ। শুভ—মঙ্গল। জীবের একমাত্র মঙ্গল—শ্রীভগবৎ-সেবা; ইহাই সমস্ত মঙ্গলের মূল কারণ, ভগবৎ-সেবাই জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য। জীব আপন দুর্দ্দৈববশতঃ এই ভগবৎ-সেবা ভুলিয়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়াছে এবং মায়িক-সুখে মত্ত হইয়া আছে; তাঁহার বিষয়-বাসনাই কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার হেতু; সুতরাং বিষয়-বাসনাই হইল প্রধান অশুভ; ইহাই কৃষ্ণ-ভক্তির মুখ্য বাধক। জীবের শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্তিও বিষয়-বাসনারই ফল; এমন কি—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের নিমিত্ত যে বাসনা, তাহাও বিষয়-বাসনার বা স্বসুখ-বাসনার বা আত্মদুঃখ-নিবৃত্তির বাসনারই ফল; সুতরাং এই সমস্তও কৃষ্ণভক্তির বাধক বলিয়া জীবের পক্ষে অশুভ। শ্রীভগবান্ জীবের এই সমস্ত অশুভকে দূরীভূত করিয়া তাহার চিত্তে ভক্তি উন্মেষিত করিয়া দেন এবং যাহাতে জীবের হৃদয়ে ভক্তি উত্তরোত্তর পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে, তাহাও তিনি করেন। এইরূপে ক্রমশঃ জীবের চিত্ত যখন ভক্তির প্রভাবে সর্ব্ব-দোষ-শূন্য হয়,—শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, তখন ভগবান্ নিজেই তাহার চিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া জীবকে পরমানন্দের অধিকারী করিয়া দেন।

ভগবান্ কিরূপে এসব করেন? **আচার্য্য-চৈত্ত-বপুষা**—আচার্য্যরূপে ও চৈত্তরূপে। আচার্য্য-শব্দে দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরু উভয়কেই বুঝায়। ভগবান্ দীক্ষাগুরুরূপে দীক্ষামন্ত্রাদি দিয়া জীবকে ভজনোন্মুখ করেন এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ-শিক্ষাগুরুরূপে ভজনোপদেশাদি দিয়া ভক্তির পরিপুষ্টি সাধন করেন। আর চৈত্ত্যরূপে অর্থাৎ অন্তর্য্যামি-পরমাত্মারূপে গুরুপদাশ্রয় ও সাধুসঙ্গাদির প্রবৃত্তি জন্মাইয়া জীবকে ভজনে উন্মুখ করেন; যেরূপে ভজন করিলে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যাইতে পারে, তদনুকূল-বুদ্ধি জীবের হৃদয়ে উন্মেষিত করিয়া ভজনের পথে তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া লয়েন। **চৈত্ত**—চিত্ত+ষ্ণ্য চিত্তাধিষ্ঠিত। **চৈত্তবপু**—চিত্তাধিষ্ঠিতরূপ; জীবের চিত্তে ভগবানের যে স্বরূপ থাকেন; অন্তর্য্যামী।

এইরূপে শ্রীভগবানের কৃপায় জীব যে পরমানন্দের অধিকারী হইতে পারে, তাহার আর তুলনা নাই, আনুষঙ্গিকভাবে তাহার সংসার-যন্ত্রণাও চিরকালের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইয়া যায়। ভগবানের নিকট হইতে ভাগ্যবান্ জীব এত বড় একটা উপকার পাইয়া থাকে। এই উপকারের কোনওরূপ প্রতিদানই সম্ভবপর নহে। যদি বলা যায়, ভগবানের পরিচর্য্যাদিরূপ ভজনের দ্বারাইতো তাঁহার উপকারের প্রত্যুপকার হইতে পারে? না, তাহাও হইতে পারে না। অন্যের কথাতো দূরে, যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ এবং সর্ব্বজ্ঞ এবং ভজন-বিষয়ে বিশেষ নিপুণ, তাঁহারাও ভগবান্ হইতে প্রাপ্ত উপকারের অনুরূপ ভজন করিয়া উঠিতে পারেন না, তাঁহারা যদি ব্রহ্মার ন্যায় দীর্ঘায়ুঃও হয়েন এবং সমস্ত আয়ুষ্কাল ব্যাপিয়াও নিপুণতার সহিত ভগবানের পরিচর্য্যাদিরূপ ভজন করেন, তাহা হইলেও ঐ উপকারের যথেষ্ট প্রতিদান হইতে পারেনা; প্রতিদানতো দূরের কথা—ভগবচ্চরণে তাঁহারা আরও অধিকতর ঋণ জালেই আবদ্ধ হইয়া পড়েন; কারণ, ভজনকালেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে উত্তরোত্তর অধিকতররূপে পরমানন্দ দান করিতে থাকেন।

যাহাহউক, এই শ্লোকে দেখান হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষাগুরুরূপে এবং ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে জীবকে কৃপা করেন; অধিকন্তু অন্তর্য্যামি-পরমাত্মারূপেও জীবকে শিক্ষা দান করেন।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।১০)—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ২০

যথা ব্রহ্মণে ভগবান্ স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিতবান্।

তথাহি (ভাঃ ২।৯।৩০—৩৫)—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ২১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নন্থ তুষ্যন্তি চ রমন্তি চেতি ত্বদুক্ত্যা ত্বদ্‌ভক্তানাং ভক্ত্যৈব পরমানন্দো গুণাতীত ইত্যবগতং কিন্তু তেষাং ত্বৎসাক্ষাৎ প্রাপ্তৌ কঃ প্রকারঃ স চ কুতঃ সকাশাত্তৈরবগন্তব্য ইত্যপেক্ষায়ামাহ তেষামিতি। সততযুক্তানাং নিত্যমেব মৎসংযোগাকাঙ্ক্ষিণাং তং বুদ্ধিযোগং দদামি তেষাং হৃদ্‌বৃত্তিষ্বহমেব উদ্‌ভাবয়ামীতি স বুদ্ধিযোগঃ স্বতোঽন্যস্মাচ্চ কুতশ্চিদপ্যধিগন্তুমশক্যঃ কিন্তু মদেকদেয়স্তদেকগ্রাহ্য ইতি ভাবঃ। মামুপযান্তি মামুপলভন্তে সাক্ষান্মন্নিকটং প্রাপ্নুবন্তি। চক্রবর্ত্তী ॥২০॥

অথ অত্র পরমভাগবতায় ব্রহ্মণে শ্রীমদ্‌ভাগবতাখ্যং নিজং শাস্ত্রং উপদেষ্টুং তৎপ্রতিপাদ্যতমং বস্তুচতুষ্টয়ং প্রতিজানীতে জ্ঞানমিত্যাদি ষট্‌কম্। মে মম ভগবতো জ্ঞানং শব্দদ্বারা যাথার্থ্যনির্দ্ধারণম্। ময়া গদিতং সৎ গৃহাণ ইত্যন্যো ন জানাতীতিভাবঃ। যতঃ পরমগুহ্যং ব্রহ্মজ্ঞানাদপি রহস্যতমম্। মুক্তানামপি সিদ্ধানামিত্যাদেঃ তচ্চ বিজ্ঞানেন তদনুভবেনাপি যুক্তং গৃহাণ। ন চৈতাবদেব কিঞ্চ সরহস্যং তত্রাপি রহস্যং যৎ কিমপ্যস্তি তেনাপি সহিতম্। তচ্চ প্রেমভক্তিরূপমিত্যগ্রে ব্যঞ্জয়িষ্যতে। তথা তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ তচ্চ সতি স্বপরাধাখ্যবিঘ্নে নষ্টে ঝটিতি বিজ্ঞান-রহস্যে প্রকটয়েৎ। তস্মাত্তস্য জ্ঞানস্য সহায়ঞ্চ গৃহাণেত্যর্থঃ। তচ্চ শ্রবণাদিভক্তিরূপমিত্যগ্রে ব্যঞ্জয়িষ্যতে। যদ্বা সরহস্যমিতি তদঙ্গস্যৈব বিশেষণং জ্ঞেয়ম্। সুহৃদাবিব মিথঃ সংবর্দ্ধকয়োরেকত্রাবস্থানাৎ। ক্রমসন্দর্ভঃ ॥২১॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লোক। ২০। অন্বয়। সততযুক্তানাং (যাহারা আমাতে সতত আসক্তচিত্ত) প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং (যাহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করে) তেষাং (তাহাদিগের) তং বুদ্ধিযোগং (সেইরূপ বুদ্ধিযোগ) দদামি (আমি প্রদান করি) যেন (যে বুদ্ধিযোগদ্বারা) তে (তাহারা) মাং উপযান্তি (আমাকে প্রাপ্ত হয়)।

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—আমাতে সর্ব্বদা আসক্তচিত্ত হইয়া যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেইরূপ বুদ্ধিযোগ দান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে লাভ করেন (করিতে পারেন)।২০।

বুদ্ধিযোগ—বুদ্ধিরূপ যোগ বা উপায়। যেরূপে ভজন করিলে, বা যে উপায় অবলম্বন করিলে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণই অন্তর্য্যামিরূপে চিত্তে তাহা স্ফুরিত করিয়া দেন; ইহাই এই শ্লোকে বলা হইল। সুতরাং অন্তর্য্যামিরূপেও যে শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষাগুরুর কাজ করেন, তাহা এই শ্লোকেও প্রমাণিত হইল।

শ্লোকে “অন্তর্য্যামী” শব্দটি নাই; তথাপি এই শ্লোকটি অন্তর্য্যামিপর কিরূপে হইল? “বুদ্ধিযোগ” শব্দের ধ্বনি হইতেই, ইহা যে অন্তর্য্যামীর কার্য্য তাহা বুঝা যাইতেছে। বুদ্ধির উদ্ভব চিত্তে; সুতরাং যিনি চিত্তে অধিষ্ঠিত আছেন, অর্থাৎ যিনি অন্তর্য্যামী, তিনিই এই বুদ্ধি স্ফুরিত করেন।

শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া অর্থ—শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাওয়া। যে টাকা আমি যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করিতে পারনা, আমার গৃহস্থিত হইলেও সেই টাকাকে আমার টাকা বলা যায় না, ঐ টাকা আমি পাইয়াছি, একথাও ঠিক বলা যায় না। স্বত্ব জন্মিলেই প্রাপ্তি বলা চলে। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণে যদি আমার স্বরূপানুরূপ স্বত্ব বা সম্বন্ধ জন্মে, তাহা হইলেই আমার শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি সিদ্ধ হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণে জীবের স্বরূপানুরূপ স্বত্ব কি? জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস; দাসের কর্ত্তব্য সেবা; প্রভুর নিকটে দাসের প্রাপ্যও সেবা; সুতরাং সেবাতেই দাসের স্বত্ব। শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই কৃষ্ণদাস জীবের স্বত্ব; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-প্রাপ্তিতেই জীবের কৃষ্ণ-প্রাপ্তি সিদ্ধ হয়।

শ্লোক। ২১। অন্বয়। যথা (যেমন) ভগবান্ (শ্রীভগবান্) ব্রহ্মণে উপদিশ্য (ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়া) স্বয়ং অনুভাবিতবান্ (নিজেই অনুভব করাইয়াছিলেন):—

বিজ্ঞানসমন্বিতং (অনুভবযুক্ত) পরমগুহ্যং (ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও রহস্যতম) যৎ মে জ্ঞানং (মদ্বিষয়ক যে তত্ত্বজ্ঞান) ময়া (আমাদ্বারা) গদিতং (কথিত সেই জ্ঞান) গৃহাণ (তুমি গ্রহণ কর); সরহস্যং (প্রেমভক্তিরূপ রহস্যের সহিত) তদঙ্গঞ্চ (সেই জ্ঞানের, শ্রবণাদিভক্তিরূপ সহায়কেও) গৃহাণ (গ্রহণ কর)।

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়া নিজেই অনুভব করাইয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়; যথাঃ—

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—ব্রহ্মন্! আমার সম্বন্ধে পরমগোপনীয় যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা আমি তোমাকে (কথায়, শব্দদ্বারা) বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। ঐ জ্ঞান আমি তোমার হৃদয়ে অনুভবও করাইয়া দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। তাহাতে যে রহস্য আছে, তাহাও বলিতেছি, গ্রহণ কর। আর ঐ জ্ঞানের যে যে সহায় আছে, তাহাও বলিতেছি, গ্রহণ কর। ২১।

পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে, শ্রীভগবান্ বাহিরে আচার্য্যরূপে নিজের রূপ প্রকাশ করেন এবং অন্তর্য্যামিরূপে হৃদয়ে নিজের অনুভব জন্মাইয়া দেন। এই উক্তির প্রমাণরূপে বলা হইতেছে, শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার সম্বন্ধেও এইরূপ করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার প্রমাণ আছে। তারপর, শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে কিরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা উপদিষ্ট বিষয় অনুভব করাইয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইতেছেন।

জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া, কিরূপে সৃষ্টি করিবেন—ভগবানের নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মা তাহাই বহুকাল চিন্তা করিলেন; কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে দৈববাণীতে "তপ, তপ" শব্দ শুনিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন; তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীনারায়ণ তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ দর্শন করাইলেন; ব্রহ্মা আনন্দিত চিত্তে সমগ্র ঐশ্বর্য্যের সহিত বৈকুণ্ঠ দর্শন করিলেন, বৈকুণ্ঠে সপরিকর শ্রীনারায়ণকেও দর্শন করিলেন। শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মার করস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন; তখন ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণের তত্ত্ব জানিতে অভিলাষ করিলেন। তদুত্তরে শ্রীনারায়ণ কৃপা করিয়া "জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে" ইত্যাদি কয়েক শ্লোকে ব্রহ্মাকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিলেন।

শ্রীনারায়ণ বলিলেন—"ব্রহ্মন্! তুমি আমার সম্বন্ধে তত্ত্ব-জ্ঞান জানিতে চাহিয়াছ, আমি তাহা বলিতেছি, (ময়া গদিতং), তুমি তাহা গ্রহণ কর। ইহা আমি ব্যতীত অন্য কেহ জানে না, আমি না জানাইলেও ইহা অন্য কেহ জানিতে পারে না; তাই আমিই তোমাকে বলিতেছি। (**ময়া গদিতং** শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য)। আরও একটী কথা। আমার এই তত্ত্বজ্ঞান-বস্তুটী **পরমগুহ্য**—অত্যন্ত গোপনীয়; আমাকে জানিবার, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি অনেক উপায় আছে বটে; কিন্তু সকল উপায়ে আমার সম্পূর্ণতত্ত্ব জানা যায় না। জ্ঞানমার্গে যাঁহারা আমার তত্ত্ব জানিতে চাহেন, তাঁহারা আমার স্বরূপের সম্যক্ সন্ধান পায়েন না, আমার অঙ্গ-কান্তির সন্ধানমাত্র পাইয়া থাকেন। যোগমার্গে যাঁহারা অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাও আমার এক অংশ-স্বরূপের সন্ধানমাত্র পাইতে পারেন, আমার সন্ধান পাইতে পারেন না। আমার স্বরূপটী একমাত্র ভক্তিদ্বারাই জানা যায়। তাই অতি কম লোকেই আমার এই স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারেন; এজন্যই বলিতেছি, তোমার নিকটে যে তত্ত্ব প্রকাশ করিব, তাহা পরমগুহ্য।"

"আমি আমার তত্ত্ব প্রকাশ করিব কথায়; সেই কথা তুমি শুনিবে মাত্র, শুনিয়া স্মরণ করিয়াও রাখিতে পার; কিন্তু আমি যাহা বলিব, কেবল কানে শুনিয়াই তাহার কোনও ধারণা করিতে তুমি পারিবে না। ধারণা করিতে হইলে হৃদয়ে অনুভবের প্রয়োজন। তুমি নিজে নিজেও তাহা অনুভব করিতে পারিবে না—কেহই পারে না; অন্তর্য্যামিরূপে আমি চিত্তে অনুভব করাইয়া না দিলে কেহই আমার তত্ত্ব অনুভব করিতে পারে না। আমিই তোমার চিত্তে আমার কথিত তত্ত্ব-জ্ঞান অনুভব করাইয়া দিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর। (ইহাই **বিজ্ঞান-সমন্বিতং** শব্দের তাৎপর্য্য; বিজ্ঞান—অনুভব। বিজ্ঞানসমন্বিত—অনুভবযুক্ত—জ্ঞান তুমি গ্রহণ কর)।"

"আমার সম্বন্ধীয় তত্ত্ব-জ্ঞানের একটা রহস্যও আছে; সেই রহস্যটীও তোমাকে বলিতেছি; তুমি সেই সরহস্য জ্ঞান গ্রহণ কর। **রহস্য**—সারবস্তু; যাহা না হইলে যে বস্তু পাওয়া যায় না, তাহাই সেই বস্তুর রহস্য। প্রেমভক্তি

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।　　তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ২২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তত্র সাধ্যয়োর্বিজ্ঞানরহস্যয়োরাবিভাবার্থং আশিষং দদাতি যাবানহমিতি। যাবান্ স্বরূপতো যৎপরিমাণকোঽহম্। যথাভাবঃ সত্তা যস্যেতি যল্লক্ষণোঽহমিত্যর্থঃ। যানি স্বরূপান্তরঙ্গাণি রূপাণি শ্যামচতুর্ভুজত্বাদীনি। গুণাঃ ভক্তবাৎসল্যাদ্যাঃ। কর্ম্মাণি তত্তল্লীলাঃ। যস্য স যদ্রূপগুণকর্ম্মকোঽহং তথৈব তেন সর্ব্বেণ প্রকারেণৈব তত্ত্ববিজ্ঞানং যাথার্থ্যানুভবো মদনুগ্রহাত্তে ভবাস্তু। এতেন চতুঃশ্লোক্যর্থস্য নির্ব্বিশেষপরত্বং স্বয়মেব পরাস্তম্। বক্ষ্যতে চ চতুঃশ্লোকীমেবোদ্দিশতা শ্রীভগবতা স্বয়মুদ্ধবং প্রতি পুরা ময়েত্যাদৌ জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসমিতি। তত্ত্ববিজ্ঞানপদেন রূপাদীনামপি স্বরূপভূতত্বং ব্যক্তম্। অত্র বিজ্ঞানাশীঃ স্পষ্টা রহস্যাশীশ্চ পরমানন্দাত্মকতত্তদ্ যাথার্থ্যানুভবেনাবশ্য-প্রেমোদয়াৎ ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥২২॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্যতীত আমার তত্ত্ব-জ্ঞানের অনুভব হয় না, স্বরূপের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না ; তাই প্রেমভক্তিই আমার তত্ত্ব-জ্ঞানের রহস্য ; যাঁহার প্রেমভক্তি আছে, আমার অনুগ্রহে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই আমার স্বরূপ অনুভব করিতে পারেন। এই প্রেমভক্তিরূপ রহস্যের কথাও তোমাকে বলিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর।"

"মদ্বিষয়ক তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভের, কিম্বা ঐ তত্ত্ব-জ্ঞানোপলব্ধির হেতুভূত প্রেমভক্তি লাভের যে সকল উপায় বা সহায় আছে, তাহাও তোমাকে বলিতেছি। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারাই প্রেমভক্তির উন্মেষ হয় ; সেই প্রেমভক্তির উন্মেষেই আমার কৃপায় আমার তত্ত্বের অনুভব হইতে পারে। তাই সাধন-ভক্তিকে তত্ত্ব-জ্ঞানের রহস্যরূপ প্রেমভক্তির **অঙ্গ** বা সহায় বলা হয় ; প্রেমভক্তির সহায় বলিয়া ইহাকে তত্ত্ব-জ্ঞানের সহায়ও বলা যায়। এই সহায়ের কথাও বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। (ইহাই **তদঙ্গঞ্চ** শব্দের তাৎপর্য্য। হস্ত-পদাদি অঙ্গ যেমন দেহ-রক্ষার সহায়, তদ্রূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তি প্রেমভক্তি-লাভের এবং তত্ত্বজ্ঞান-লাভের সহায় বলিয়া সাধন-ভক্তিকে প্রেমভক্তির বা তত্ত্বজ্ঞানের অঙ্গ বলা হইয়াছে)।"

শ্লো। ২২। অন্বয়। অহং (আমি) যাবান্ (যে পরিমাণবিশিষ্ট) যথাভাবঃ (যে লক্ষণবিশিষ্ট) যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ (যাদৃশ-রূপ-গুণ-লীলাবিশিষ্ট) তথা (সেইরূপ) এব (ই) তত্ত্ববিজ্ঞানং (যাথার্থ্যানুভব) মদনুগ্রহাৎ (আমার অনুগ্রহে) তে (তোমার) অস্তু (হউক)।

অনুবাদ। ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—"আমার যে স্বরূপ আছে, আমার যে লক্ষণ আছে, শ্যাম-চতুর্ভুজাদি আমার যে সকল রূপ আছে, ভক্তবাৎসল্যাদি যে সকল গুণ আমার আছে, রূপানুযায়িনী যে সমস্ত লীলা আমার আছে, আমার অনুগ্রহে, সে সকলের যথার্থ অনুভব তোমার সর্ব্বপ্রকারে হউক। ২২।"

পূর্ব্ব-শ্লোকে বিজ্ঞান বা অনুভবের কথা বলা হইয়াছে ; ব্রহ্মার হৃদয়ে কিরূপে ভগবান্ এই অনুভব জন্মাইলেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। অনুগ্রহ দ্বারা এই অনুভব জন্মাইলেন।

ভগবত্তত্ত্বের শব্দ-জ্ঞান হইল পরোক্ষ-বস্তু ; আস্তিক্য-বুদ্ধি-বিশিষ্ট শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিই পরোক্ষ শব্দ-জ্ঞান লাভ করিতে পারে ; কিন্তু বিজ্ঞান বা অনুভব হইল—ভগবৎ-স্বরূপের যথার্থ-সাক্ষাৎকার ; সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রেমভক্তির উদয় হইলেই ভগবৎকৃপায় সাক্ষাৎকাররূপ অনুভব সম্ভব হয়। প্রেমভক্তির আবির্ভাবে চিত্ত ভগবদনুভবের যোগ্যতা লাভ করে ; কিন্তু কেবল সাধনভক্তি বা প্রেমভক্তি দ্বারাই ভগবদনুভব হয় না ; অনুভব একমাত্র ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ। তাই শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—"আমার অনুগ্রহে (মদনুগ্রহাৎ) আমার সম্বন্ধে তোমার যথার্থ অনুভব হউক।"

কোনও বস্তুর স্বরূপ, শক্তি এবং শক্তির কার্য্য না জানিলে সেই বস্তুর সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছে বলা যায় না। ভগবত্তত্ত্বের সম্যক্ অনুভবের পক্ষেও ভগবানের স্বরূপ, তাঁহার শক্তি ও শক্তিকার্য্যের অনুভব একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই এই সকলের প্রত্যেক বিষয়েই যেন ব্রহ্মার হৃদয়ে অনুভব জন্মে, তজ্জন্য ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যং যৎ সদসৎ পরম্। | পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোংবশিষ্যেত সোহস্ম্যহম্॥ ২৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদেবাভিধেয়াদি চতুষ্টয়ং চতুঃশ্লোক্যা নিরূপয়ন্ প্রথমং জ্ঞানার্থং স্বলক্ষণং প্রতিপাদয়তি অহমেবাসমিতি। অত্রাহংশব্দেন তদ্বক্তা মূর্ত্ত এব উচ্যতে। ন তু নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম তদবিষয়ত্বাৎ। আত্মজ্ঞানতাৎপর্য্যকত্বে তু তত্ত্বমসীতিবৎ ত্বমেবাসীরিতি বক্তুমুপযুক্তত্বাৎ। ততশ্চায়মর্থঃ সংপ্রতি ভবন্তং প্রতি প্রাদুর্ভবন্নসৌ পরমমনোহর-শ্রীবিগ্রহোংহমগ্রে মহাপ্রলয়কালেংপ্যাসমেব। বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ। একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশান ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুরিত্যাদি তৃতীয়াৎ অতো বৈকুণ্ঠতৎপার্ষদাদীনামপি তদুপাঙ্গত্বাদহংপদেনৈব গ্রহণম্। রাজাহসৌ প্রযাতীতিবৎ ততস্তেষাঞ্চ তদ্বদেব স্থিতি বোধ্যতে। তথাচ রাজপ্রশ্নঃ, স চাপি যত্র পুরুষো বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ। মুক্তাত্মমায়াং মায়েশঃ শেতে সর্ব্বগুহাশয় ইতি। শ্রীবিদুরপ্রশ্নশ্চ, তত্ত্বানাং ভগবংস্তেষাং কতিধা প্রতিসংক্রমঃ। তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উস্বিদনুশেরত ইতি। কাশীখণ্ডেংপ্যুক্তং শ্রীধ্রুবচরিতে। ন চ্যবন্তেংপি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"যথাভাবঃ" শব্দে স্বরূপ, "যাবান্" এবং "যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ" শব্দে শক্তির কার্য্য সূচিত হইতেছে; শক্তির কার্য্য দ্বারাই শক্তির অস্তিত্ব এবং মহিমার উপলব্ধি হয়।

যাবানহং—স্বরূপতঃ আমি যেরূপ পরিমাণ-বিশিষ্ট; আমি বিভু, কি অনু, কি মধ্যমাকৃতি। বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ বিভু বস্তু; তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে গোপবেশ-বেণুকর-রূপেও তিনি বিভু।

যথাভাবঃ—ভাব অর্থ সত্তা; আমার যেরূপ সত্তা; আমি যে সচ্চিদনন্দ-স্বরূপ, আমি যে নিত্য, তাহা; আমার স্বরূপ-লক্ষণ। অথবা ভাব অর্থ অভিপ্রায়; আমার অভিপ্রায় কিরূপ, তাহা। অভিপ্রায় অনুসারেই কার্য্য হয়; সুতরাং যথাভাব-শব্দে তটস্থ লক্ষণ বুঝাইতেছে। উভয় অর্থ একত্র করিলে, যথাভাব-শব্দে স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ বুঝায়।

যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ—আমার যে রকম রূপ, যে রকম গুণ ও যে রকম কর্ম্ম। রূপ বলিতে শ্যামবর্ণাদি, দ্বিভুজ কৃষ্ণ, চতুর্ভুজ নারায়ণাদি, রাম-নৃসিংহাদি স্বরূপ বুঝায়। গুণ বলিতে ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ বুঝায়। কর্ম্ম বলিতে লীলা বুঝায়—গোবর্দ্ধন-ধারণাদি।

তথৈব তত্ত্ব-বিজ্ঞানং—যে যে প্রকারে আমার পরিমাণ, অভিপ্রায়, লক্ষণ, রূপ, গুণ, লীলাদি সম্যক্‌রূপে তোমার চিত্তে স্ফুরিত হইতে পারে, সেই সেই প্রকারে তোমার যাথার্থ্যানুভব হউক।

এই শ্লোকটী শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্তি; ইহাতে তাঁহার রূপ, গুণ, লীলাদির কথা নিজের মুখে প্রকাশ পাওয়ায় তিনি যে নির্ব্বিশেষ-তত্ত্ব নহেন, তাহাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলিতেছেন—সাধনভক্তি এবং প্রেমভক্তি শ্রীভগবানের পরমান্তরঙ্গা কৃপাশক্তির বৃত্তিবিশেষ; এই শ্লোকের "অনুগ্রহ" শব্দদ্বারা ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে যে, কৃপা-শক্তির বৃত্তিবিশেষ সাধনভক্তির ও প্রেমভক্তির বিকাশের তারতম্যানুসারে ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদির মাধুর্য্যানুভবেরও তারতম্য হয়। প্রেমভক্তির পূর্ণতম বিকাশে, ব্রহ্মার উপদেষ্টা শ্রীনারায়ণ হইতেও সমধিক মাধুর্য্যময় ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের মাধুর্য্যানুভব হইতে পারে—ইহাই শ্রীনারায়ণ ইঙ্গিতে ব্রহ্মাকে জানাইলেন।

শ্লো ২৩। অন্বয়। অগ্রে (পূর্ব্বে) অহং (আমি) এব (ই) আসং (ছিলাম); অন্যৎ (অন্য) যৎ (যে) সৎ (স্থূল) অসৎ (সূক্ষ্ম) পরং (প্রধান) ন (ছিল না); পশ্চাৎ (পরেও) অহং (আমি), যৎ (যে) এতৎ (এই—দৃশ্যমানজগৎ) চ (এবং) যঃ (যাহা) অবশিষ্যেত (অবশিষ্ট থাকে) সঃ (তাহা) অহং (আমি) অস্মি (হই)।

অনুবাদ। সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম; অন্য যে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ এবং তাহাদের কারণ যে প্রধান, তাহাও আমা হইতে পৃথক ছিল না; সৃষ্টির পরেও আমি আছি; এই যে বিশ্ব দেখিতেছ তাহাও আমি; প্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও আমি।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ সর্ব্বগোঽব্যয়ঃ ইতি অহমেবেত্যেবকারেণ কর্ত্রন্তরস্যারূপত্বাদিকস্য চ ব্যাবৃত্তিঃ। আসমেবেতি তত্রাসম্ভবে মায়ানিবৃত্তিঃ। তদুক্তং যদ্রূপগুণকর্ম্মক ইতি অতএব যদ্বা আসমেবেতি ব্রহ্মাদিবাহির্জনজ্ঞানগোচর-সৃষ্ট্যাদি-লক্ষণ-ক্রিয়ান্তরস্যৈব ব্যাবৃত্তিঃ ন তু স্বান্তরঙ্গলীলায়া অপি। যথাধুনাঽসৌ রাজা কার্য্যং ন কিঞ্চিৎ করোতীত্যুক্তে রাজসম্বন্ধিকার্য্যমেব নিষিধ্যতে নতু শয়নভোজনাদিকমপি ইতি তদ্বৎ। যদ্বা অস্ গতিদীপ্ত্যাদানেষ্বিত্যস্মাৎ আসং সাম্প্রতং ভবতা দৃশ্যমানৈ র্ব্বিশেষৈরেভিরগ্রেপি বিরাজমান এবাতিষ্ঠমিতি নিরাকারত্বাদিকস্যৈব বিশেষতো ব্যাবৃত্তিঃ। তদুক্তমনেন শ্লোকেন সাকার-নিরাকার-বিষ্ণুলক্ষণকারিণ্যাং মুক্তাফলটীকায়ামপি নাপি সাকারেষ্বব্যাপ্তিঃ তেষামাকারাতিরোহিতত্বাদীতি। ঐতরেয়ক-শ্রুতিশ্চ আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধ ইতি। এতেন প্রকৃতীক্ষণতোঽপি প্রাগ্ভাবাৎ পুরুষাদপ্যুত্তমত্বেন ভগবজ্জ্ঞানমেব কথিতম্। নন্বু কচিন্নির্ব্বিশেষমেব ব্রহ্মাসীদিতি শ্রূয়তে তত্রাহ সৎকার্য্যং অসৎ কারণং তয়োঃপরং যৎব্রহ্ম তন্ন মত্তোঽন্যৎ। কচিদধিকারিণি শাস্ত্রে বা স্বরূপভূতবিশেষব্যুৎপত্ত্যসময়ে সোঽয়মহমেব নির্ব্বিশেষতয়া প্রতিভামীত্যর্থঃ। যদ্বা তদানীং প্রপঞ্চে বিশেষাভাবাৎ নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রাকারেণ বৈকুণ্ঠেতু সবিশেষভগবদ্রূপেণেতি শাস্ত্রদ্বয়ব্যবস্থা। এতেন ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং ইত্যত্রোক্তং ভগবজ্জ্ঞানমেব প্রতিপাদিতং অতএবাস্য জ্ঞানস্য পরমগুহ্যত্বমুক্তম্। নন্বু সৃষ্টেরনন্তরং জগতি নোপলভ্যসে তত্রাহ পশ্চাৎ সৃষ্টেরনন্তরমপ্যহমেবাস্ম্যেব বৈকুণ্ঠেতু ভগবদাদ্যাকারেণ প্রপঞ্চেস্বন্তর্য্যাম্যাকারেণেতি শেষঃ। এতেন সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়হেতুরহেতুরস্যেত্যাদি প্রতিপাদিতং ভগবজ্জ্ঞানমেবোপদিষ্টং নন্বু সর্ব্বত্র ঘটপটাদ্যাকারা যে দৃশ্যন্তে তে তু তদ্রূপাণি ন ভবন্তীতি তবাপূর্ণত্বপ্রসক্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যদেতদ্বিশ্বং তদপ্যহমেব মদনন্যত্বান্মামকমেবেত্যর্থঃ। অনেন যোঽয়ং তেঽভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ। সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যদিত্যাদ্যুক্তং ভগবজ্জ্ঞানমেবোপদিষ্টম্। তথা প্রলয়ে যোঽবশিষ্যেত সোঽহমেবাস্ম্যেব। এতেন ভগবান্ একঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞ ইত্যাদ্যুক্তং ভগবজ্জ্ঞানমেবোপদিষ্টম্। তথা পূর্ব্বং সানুগ্রহ-প্রকাশ্যত্বেন প্রতিজ্ঞাতং যাবত্বং সর্ব্বকালদেশাপরিচ্ছেদ্যত্বজ্ঞাপনয়োপদিষ্টম্। এবং নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরমিত্যনেন ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাঽহমিতি জ্ঞাপনয়া যথাভাবত্বম্। সর্ব্বাকারাবয়বিভগবদাকার-নির্দ্দেশেন বিলক্ষণানন্তরূপত্বজ্ঞাপনয়া যদ্রূপত্বং সর্ব্বাশ্রয়তানির্দ্দেশেন বিলক্ষণানন্তগুণত্বজ্ঞাপনয়া যদ্গুণত্বম্। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়োপলক্ষিত-বিবিধ-ক্রিয়াশ্রয়ত্বকথনেনালৌকিকানন্তকর্ম্মত্বজ্ঞাপনয়া যৎকর্ম্মত্বঞ্চ। ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ২৩ ॥

এতদেব সম্যগুপদিশন্ যাবানিত্যস্যার্থং স্ফুটয়তি অহমেবাগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং আসং স্থিতঃ নান্যৎ কিঞ্চিৎ যৎ যৎ স্থূলং অসৎ সূক্ষ্মং পরং তয়োঃ কারণং প্রধানং তস্যাপ্যন্তর্মুখতয়া তদা ময্যেব লীনত্বাৎ। অহঞ্চ তদা আসমেব। কেবলং নচান্যদকরবম্। পশ্চাৎ সৃষ্টেরনন্তরমপ্যহমেবাস্মি। যদেতদ্বিশ্বং তদপ্যহমেবাস্মি। প্রলয়ে যোঽবশিষ্যেত সোঽপ্যহমেব। অনেন চানাদ্যন্তত্বাদদ্বিতীয়ত্বাচ্চ পরিপূর্ণোঽহমিত্যুক্তং ভবতি। শ্রীধরস্বামী ॥ ২৩ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্ব-শ্লোকে, আশীর্ব্বাদ দ্বারা ব্রহ্মাকে তত্ত্ব-জ্ঞান গ্রহণের উপযুক্ত করিয়া শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে নিজের স্বরূপ বলিতেছেন। **অগ্রে**—পূর্ব্বে, সৃষ্টির পূর্ব্বে, মহাপ্রলয়ে। শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন—“পূর্ব্বে, সৃষ্টির পূর্ব্বে মহাপ্রলয়ে আমিই ছিলাম।” শ্রীনারায়ণ যেন তর্জ্জনীদ্বারা স্বীয় বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া স্বীয় বিগ্রহ দেখাইয়াই ব্রহ্মাকে বলিলেন—‘এই যে তোমার সাক্ষাতে আমার পরম-মনোহর শ্যামবর্ণ চতুর্ভুজ বিগ্রহ দেখিতেছ, যে বিগ্রহে আমি তোমাকে জ্ঞানোপদেশ করিতেছি—এই বিগ্রহ-বিশিষ্ট আমিই মহাপ্রলয়ে ছিলাম।”

অন্যৎ—অন্য, শ্রীভগবান্ হইতে বিজাতীয়। শ্রীভগবান্ হইতে বিজাতীয় অন্য বস্তু কি? তাহাই বলিতেছেন—সৎ, অসৎ এবং পরং। **সৎ**—স্থূলজগৎ, যাহা চারিদিকে দেখা যাইতেছে। **অসৎ**—সূক্ষ্মজগৎ, পরিদৃশ্যমান জগতের স্থূলত্বপ্রাপ্তির পূর্ব্বাবস্থা। **পরং**—স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের কারণরূপ প্রধান, জগতের উপাদানভূত সত্ত্ব-রজস্তমোরূপা প্রকৃতি। ইহারা জড়বস্তু আর শ্রীভগবান্ চিদ্বস্তু; তাই ইহারা শ্রীভগবান্ হইতে বিজাতীয় বস্তু।

মহাপ্রলয়ে এই সমস্তেরও পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না ; কারণ, মহাপ্রলয়ে স্থূলজগৎ সূক্ষ্মে এবং সূক্ষ্মজগৎ প্রধানে লীন থাকে ; আর প্রধানও তখন অন্তর্মুখতাবশতঃ ভগবানের সঙ্কর্ষণ-স্বরূপে লীন থাকে ; সুতরাং মহাপ্রলয়ে তাঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। শ্রীভগবান্ বলিলেন—"মহাপ্রলয়ে কেবল আমিই ছিলাম ; এই পরিদৃশ্যমান জগৎও ছিল না, এই জগতের সূক্ষ্মাবস্থাও ছিল না এবং তাই জগতের কারণ যে প্রকৃতি, তাহাও পৃথক ভাবে ছিল না, প্রকৃতি আমাতেই (আমার সঙ্কর্ষণ-স্বরূপে) লীন ছিল—(শ্রীধরস্বামী)।"

শ্রুতি-স্মৃতিতেও এই উক্তির অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। "বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ। একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশান ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। —ক্রমসন্দর্ভধৃতশ্রুতিবচন।" —সৃষ্টির পূর্ব্বে বাসুদেব বা নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মাও ছিলেন না, শঙ্করও ছিলেন না। "ভগবানেক আসেদমিত্যাদি শ্রীভা-৩।৫।২৩॥"

প্রশ্ন হইতে পারে, সৃষ্টির পূর্ব্বে কি একা নারায়ণই ছিলেন, না তাঁহার পরিকরাদিও ছিলেন? মহাপ্রলয়ে নারায়ণ একাকী ছিলেন না—তিনি ছিলেন, তাঁহার পরিকরবর্গ ছিলেন, তাঁহার ধামও ছিল। কেবল নারায়ণ নহেন, অনাদিকাল হইতে শ্রীভগবান্ যে যে স্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া লীলা করিতেছেন, ধাম ও পরিকরের সহিত সে সমস্ত স্বরূপই মহাপ্রলয়েও বর্ত্তমান থাকেন ; কারণ, এই সমস্তই নিত্যবস্তু। শ্রুতি বলেন, শ্রীভগবান্ "নিত্যো নিত্যানাং শ্বেতা-৬।১৩॥" নিত্যবস্তু সমূহের মধ্যে তিনি নিত্য অর্থাৎ তাঁহার নিত্যত্ব হইতেই অন্য নিত্যবস্তুর নিত্যত্ব।" এই শ্রুতিপ্রমাণে বুঝা যায়, নিত্যবস্তু অনেক। মহাপ্রলয়ে এইসকল নিত্যবস্তুর ধ্বংস হইতে পারেনা ; কারণ, ধ্বংস হইলেই তাঁহাদের নিত্যত্ব থাকেনা। ভগবানের ধাম, পরিকর, ভগবানের বিভিন্নস্বরূপ, বিভিন্নস্বরূপের ধাম ও পরিকর, বিভিন্ন ধামস্থিত লীলা সাধক দ্রব্যাদি—এই সমস্তই অসংখ্য নিত্যবস্তু। এই সমস্ত শ্রীভগবানের ও তাঁহার চিচ্ছক্তির বিলাস বলিয়া নিত্য, ধ্বংসরহিত। মহাপ্রলয়ে কেবল প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেরই ধ্বংস হয়, অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবদ্ধামের ধ্বংস হয়না। কোনও স্থানে রাজা আসিয়াছেন বলিলে যেমন বুঝা যায়, রাজা একাকী আসেন নাই, সঙ্গে তাঁহার পরিকরাদিও আসিয়াছেন, তদ্রূপ মহাপ্রলয়ে ভগবান্ ছিলেন বলিলেও বুঝা যায়, ভগবান্ একাকী ছিলেন না, তাঁহার পরিকরাদিও ছিলেন, ধামাদিও ছিল। কারণ, ধাম ও পার্ষদাদি শ্রীভগবানেরই উপাঙ্গ। "বৈকুণ্ঠতৎপার্ষদাদীনামপি তদুপাঙ্গত্বাদহংপদেনৈব গ্রহণম্। রাজাহসৌ প্রযাতীতিবৎ ততস্তেষাঞ্চ তদ্বদেব স্থিতি র্বোধ্যতে।—ক্রমসন্দর্ভ।" মহাপ্রলয়েও যে শ্রীভগবানের পার্ষদ-ভক্তগণের অস্তিত্ব থাকে, শাস্ত্রে তাহার স্পষ্ট উল্লেখই পাওয়া যায়। "ন চ্যবন্তেহপি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোহচ্যুতোহখিলে লোকে স একঃ সর্ব্বগোহব্যয়ঃ॥—ক্রমসন্দর্ভধৃত কাশীখণ্ডবচন।"

"রাজা এখন আর কোনও কাজই করেন না," ইহা বলিলে যেমন বুঝা যায় যে, রাজা রাজ-সম্বন্ধি কার্য্যই করিতেছেন না, কিন্তু তাঁহার নিত্যপ্রয়োজনীয় ও নিত্যকরণীয় স্নান-ভোজন-শয়নাদিকার্য্য হইতে তিনি বিরত হয়েন নাই ; তদ্রূপ, এই শ্লোকে "আসমেব" ইত্যাদি বাক্যে, ব্রহ্মাদি-বহিরঙ্গজনের জ্ঞানগোচর সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের অভাবই বুঝাইতেছে, কিন্তু শ্রীভগবানের স্বীয় অন্তরঙ্গ-লীলার অভাব বুঝাইতেছে না। "আসমেবেতি ব্রহ্মাদিবহির্জন-জ্ঞানগোচর-সৃষ্ট্যাদিলক্ষণ ক্রিয়ান্তরস্যৈব ব্যাবৃত্তিঃ, নতুস্বান্তরঙ্গ-লীলায়া অপি। যথাহধুনাসৌ রাজা কার্য্যং ন কিঞ্চিৎ করোতীত্যুক্তে রাজসম্বন্ধি-কার্য্যমেব নিষিধ্যতে, নতু শয়নভোজনাদিকমপীতি তদ্বৎ।"—ক্রমসন্দর্ভ।"

শ্রীভগবান্ যে স্বরূপতঃ সাকার—সবিশেষ, তিনি যে নিরাকার নহেন, তাহাও এই শ্লোকে সূচিত হইল। প্রশ্ন হইতে পারে, সাকার হইলে তিনি কিরূপে বিভু—সর্ব্বব্যাপক হইতে পারেন? স্বরূপ-গত অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সাকার হইয়াও তিনি বিভু হইতে পারেন। বিভুত্ব ভগবানের স্বরূপগত ধর্ম্ম ; স্বরূপগত ধর্ম্ম কখনও স্বরূপকে ত্যাগ করে না। অগ্নিনির্ব্বাপকত্ব জলের স্বরূপগত ধর্ম্ম, তাই খুব গরমজলও অগ্নিনির্ব্বাপণে সমর্থ। তদ্রূপ, ভগবানের সকল স্বরূপেই তাঁহার স্বরূপগত-ধর্ম্ম বিভুত্ব আছে ; নর-বপু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান নরদেহেই সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। কেবল শ্রীকৃষ্ণ নহেন, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে যে স্বরূপে অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া লীলা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই এবং

তাঁহাদের প্রত্যেকের ধামও সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। "প্রকৃতির পার—পরব্যোম-নামে ধাম। কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান্॥ সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, বৈকুণ্ঠাদি ধাম। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম॥ ১।৫।১১-১২॥" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার ক্ষুদ্র মুখ-গহ্বরেই যশোদামাতাকে অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং বৃন্দাবনধামাদি দেখাইয়াছিলেন; মুখগহ্বর বিভু না হইলে ইহা সম্ভব হইত না। দ্বারকা-লীলায়, অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাগণ একই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠে প্রণাম করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাই মনে করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই ব্রহ্মাণ্ডে; শ্রীকৃষ্ণের নরদেহ এবং তাঁহার পাদপীঠ বিভু না হইলে ইহা অসম্ভব হইত। ষোলক্রোশ বৃন্দাবনের এক অংশ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত; সেই গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের সানুদেশে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত নারায়ণ দেখাইলেন। গোবর্দ্ধনের সানুদেশ, এবং শ্রীবৃন্দাবন বিভু না হইলে ইহা সম্ভব হইত না।

যাহাহউক, শ্রীভগবান্ বলিলেন, "সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম, এই প্রাকৃত জগতাদি ছিল না। সৃষ্টির পরেও আমিই আছি—**পশ্চাদহং**। চিন্ময়ধামে সৃষ্টির পূর্ব্বেও যেরূপ ছিলাম, সৃষ্টির পরেও সেইরূপই আছি—বৈকুণ্ঠে তোমার পরিদৃশ্যমান্ এই নারায়ণরূপে এবং অন্যান্য ভগবদ্ধামে তত্তদ্ধামোপযোগী স্বরূপে আছি, আর সৃষ্টব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্য্যামিরূপে আছি, কখনও কখনও মৎস্যাদি-অবতাররূপেও থাকি। **পশ্চাৎ**—সৃষ্টির পরে।"

"**যদেতচ্চ**—আর সৃষ্টির পরে যে পরিদৃশ্যমান্ জগৎ-প্রপঞ্চ, তাহাও আমিই; ব্যষ্টি-সমষ্টি বিরাটময় বিশ্ব সমস্তই আমি; কারণ, এই সমস্তই আমার শক্তি হইতে জাত। প্রকৃতি আমারই বহিরঙ্গা শক্তি; সেই প্রকৃতিতে আমিই (মহাবিষ্ণুরূপে) শক্তিসঞ্চার করিয়া সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করি; সৃষ্ট জীবসমূহও স্বরূপতঃ আমারই তটস্থা শক্তির অংশ। সুতরাং বিশ্ব-প্রপঞ্চও—আমারই শক্তি হইতে জাত বলিয়া আমিই; আমা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে।"

"**যোঽবশিষ্যেত**—আর মহাপ্রলয়ে সমস্ত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও আমিই; তখনও আমি সপরিকরে, বিভিন্ন ধামে বিভিন্নরূপে লীলা করিতে থাকি। আর, কারণ-সমুদ্রের পরপারে যেস্থানে মায়িক-প্রপঞ্চ ছিল, মহাপ্রলয়ের পরেও সেস্থানে আমি নির্ব্বিশেষরূপে থাকি।"

এই শ্লোকে দেখান হইল, যেস্থানে যতকিছু আছে বা থাকিতে পারে, তৎসমস্তই শ্রীভগবান্; শ্রীভগবান্ ব্যতীত স্বয়ংসিদ্ধ কোনও বস্তুই কোথায়ও নাই। সুতরাং শ্রীভগবান্ অদ্বিতীয়—সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদশূন্য। আর তাঁহার এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ-লীলারও বিরাম নাই, আদি নাই, অন্ত নাই—সুতরাং তিনি এবং তাঁহার ধাম ও লীলা নিত্য, অনন্ত। এই সমস্ত লক্ষণে, শ্রীভগবান্ যে পূর্ণ, তাহাই দেখান হইল।

এই শ্লোকে দেখান হইল, শ্রীভগবান্ দেশ-কালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, কেন না সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি বর্ত্তমান থাকেন; সুতরাং তিনি নিত্য এবং বিভু বস্তু। পূর্ব্বশ্লোকে যে "যাবানহং" বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহা দেখাইলেন—তাঁহার পরিমাণ কিরূপ? তিনি দেশ-কালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য এবং বিভু বস্তু।

নান্যৎ সদসৎপরমিত্যাদি বাক্যে পূর্ব্ব-শ্লোকোক্ত যথাভাবত্ব—যেরূপ তাঁহার সত্তা, যেরূপে তিনি অবস্থান করেন, তাহা দেখাইলেন। কেহ কেহ এস্থলে "পরং" শব্দের "ব্রহ্ম" অর্থ করেন। সৎ—কার্য্য; অসৎ—কারণ; পরং—কার্য্য ও কারণের অতীত ব্রহ্ম। এরূপস্থলে অন্বয় হইবে এইরূপ—যৎ সৎ অসৎ পরং (তৎ) ন অন্যৎ। "কর্ম্ম, কারণ এবং কার্য্যকারণের অতীত যে ব্রহ্ম (নির্ব্বিশেষ), তাহাও আমা হইতে অন্য (পৃথক্ বা স্বতন্ত্র) নহে।"

জগতের কারণ প্রকৃতি তাঁহারই শক্তি বলিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন; কারণেরই অবস্থাবিশেষ কার্য্য; কারণ তাঁহা হইতে অভিন্ন বলিয়া কার্য্যও তাঁহা হইতে অভিন্ন; এইরূপে, সৎ ও অসৎ তাঁহা হইতে যে পৃথক্ নহে, তাহা বুঝা গেল। মহাপ্রলয়ে সৎ ও অসৎ সমস্তই অন্তর্মুখতাবশতঃ তাঁহাতে লীন থাকে; প্রাকৃত প্রপঞ্চে তখন সবিশেষ বস্তু কিছুই থাকেনা; কিন্তু প্রপঞ্চে তখনও তিনি থাকেম—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে; আর বৈকুণ্ঠাদিতে থাকেন সবিশেষ ভগবদ্রূপে। সুতরাং সর্ব্বাবস্থায় সকলস্থানে তিনিই থাকেন, ইহাই জানাইলেন। ইহাদ্বারা তিনি যে "সর্ব্বগ, অনন্ত,

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥ ২৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ তাদৃশরূপাদিবিশিষ্টস্যাত্মনো ব্যতিরেকমুখেন বিজ্ঞাপনার্থং মায়ালক্ষণমাহ ঋতেঽর্থমিত্যাদিনা। অর্থং পরমার্থভূতং মাং বিনা যৎ প্রতীয়েত। মৎপ্রতীতৌ তৎপ্রতীত্যভাবাৎ মত্তো বহিরেব যস্য প্রতীতিরিত্যর্থঃ। তচ্চাত্মনি ন প্রতীয়েত যস্য চ মদাশ্রয়ত্বং বিনা স্বতঃ প্রতীতির্নাস্তি ইত্যর্থঃ। তথালক্ষণো বস্তু আত্মনো মম পরমেশ্বরস্য মায়াং জীবমায়া-গুণমায়েতি দ্ব্যাত্মিকাং মায়াখ্যশক্তিং বিদ্যাৎ। তত্র শুদ্ধজীবস্যাপি চিদ্রূপত্বাবিশেষণ তদীয় রশ্মিস্থানীয়ত্বেন চ স্বান্তঃপাত এব বিবক্ষিতঃ। তত্রাস্যা দ্ব্যাত্মকত্বেনাভিধানং দৃষ্টান্তদ্বৈধেন লভ্যতে। তত্র জীবমায়াখ্যস্য প্রথমাংশস্য তাদৃশত্বং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়ন্নসম্ভাবনাং নিরস্যতি যথাভাস ইতি। আভাসো জ্যোতির্ব্বিম্বস্য স্বীয়প্রকাশাদ্ব্যবহিত-প্রদেশে কশ্চিদুচ্ছলিতপ্রতিচ্ছবিবিশেষঃ, স যথা তস্মাদ্‌বহিরেব প্রতীয়তে, ন চ তং বিনা তস্য প্রতীতিস্তথা সাপীত্যর্থঃ। অনেন প্রতিচ্ছবিপর্য্যায়াভাসধর্ম্মত্বেন তস্যামাভাসাখ্যত্বমপি ধ্বনিতম্। অতস্তৎকার্য্যস্যাপ্যাভাসাখ্যত্বং ক্বচিৎ। আভাসশ্চ নিরোধশ্চ ইত্যাদৌ। স যথা ক্বচিদত্যন্তোদ্‌ভটাত্মা স্বচাকচিক্যচ্ছটাপতিতনেত্রাণাং নেত্রপ্রকাশমাবৃণোতি, তমাবৃত্য চ স্বেনাত্যন্তোদ্‌ভটতেজস্তেনৈব দ্রষ্টৃনেত্রং ব্যাকুলয়ন্ স্বোপকণ্ঠে বর্ণশাবল্যমুদ্‌গিরতি, কদাচিত্তদেব পৃথগ্‌ভাবেন নানাকারতয়া পরিণময়তি, তথেয়মপি জীবজ্ঞানমাবৃণোতি, সত্ত্বাদিগুণসাম্যরূপাং গুণমায়াখ্যাং জড়াং প্রকৃতিমুদ্‌গিরতি। কদাচিৎ পৃথগ্‌ভূতান্ সত্ত্বাদিগুণান্ নানাকারতয়া পরিণময়তি চেত্যাদ্যপি জ্ঞেয়ম্। তদুক্তং একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণো মায়া তথেদমখিলং জগৎ॥ তথাচায়ুর্ব্বেদবিদঃ জগদ্‌যোনেরনিচ্ছস্য চিদানন্দৈকরূপিণঃ। পুংসোঽস্তি প্রকৃতি র্নিত্যা প্রতিচ্ছায়েব ভাস্বতঃ॥ অচেতনাপি চৈতন্য-যোগেন পরমাত্মনঃ। অকরোদ্‌বিশ্বমখিলমনিত্যং নাটকাকৃতিমিতি॥ তদেবং নিমিত্তাংশো জীবমায়া উপাদানাংশে গুণমায়েত্যগ্রেঽপি বিবেচনীয়ম্। অথৈবং সিদ্ধং গুণমায়াখ্যং দ্বিতীয়মপ্যংশং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি যথা তম ইতি। তমঃশব্দেনাত্র পূর্ব্বপ্রোক্তং তমঃপ্রায়ং বর্ণশাবল্যমুচ্যতে। তদ্‌যথা তন্মূল-জ্যোতিষ্যসদপি তদাশ্রয়ত্বং বিনা ন সম্ভবতি তদ্বদয়মপীতি। অথবা মায়ামাত্রনিরূপণ এব পৃথগ্‌দৃষ্টান্তদ্বয়ম্। তত্রাভাস-দৃষ্টান্তোব্যাখ্যাতঃ, তমোদৃষ্টান্তশ্চ যথান্ধকারো জ্যোতিষোঽন্যত্রৈব প্রতীয়তে জ্যোতির্ব্বিনা চ ন প্রতীয়তে। জ্যোতিরাত্মনা চক্ষুষৈব তৎ-প্রতীতের্ন পৃষ্ঠাদিনেতি তথেয়মপীতি জ্ঞেয়ম্। ততশ্চাংশদ্বয়ং প্রবৃত্তিভেদেনৈবোহং ন তু দৃষ্টান্তভেদেন। প্রাক্তন-দৃষ্টান্তদ্বৈধাভিপ্রায়েণ তু পূর্ব্বস্যা আভাসপর্য্যায়চ্ছায়াশব্দেন ক্বচিৎপ্রয়োগঃ। উত্তরস্যাস্তমঃশব্দেনৈব চেতি। যথা, সসর্জ্জ চ্ছায়য়াবিদ্যাং পঞ্চপর্ব্বাণমগ্রতঃ ইত্যত্র। যথাচ, ক্বাহং তমোমহদহমিত্যাদৌ। পূর্ব্বত্রাবিদ্যাখ্যনিমিত্তশক্তিবৃত্তিকত্বাজ্জীব-বিষয়-কত্বেন জীবমায়াত্বম্। উত্তরত্র স্বীয়তত্তদ্‌গুণময়মহদাদ্যুপাদানশক্তিবৃত্তিকত্বম্ তদ্‌গুণমায়াত্বম্। তথা সসর্জ্জেত্যাদৌ ছায়াশক্তিং মায়ামবলম্ব্য সৃষ্ট্যারম্ভে ব্রহ্মা স্বয়মবিদ্যামাবির্ভাবিতবানিত্যর্থঃ। বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম। বন্ধ-মোক্ষকরী

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিভু” এবং তিনি যে ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা—ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং—ইহা জানাইলেন। এইরূপ অর্থেও যথাভাবত্বই সূচিত হইল।

“অহমেব” ইত্যাদি বাক্যে নিজের চতুর্ভুজত্বাদি দেখাইয়া পূর্ব্বশ্লোকোক্ত “যদ্রূপত্ব”, সর্ব্বাশ্রয়ত্ব ও অনন্তবিচিত্র গুণ দেখাইয়া “যদ্‌গুণত্ব” এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি বিবিধ ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়া “যৎকর্ম্মত্ব” দেখাইলেন।

শ্লো। ২৪। **অন্বয়।** অর্থং (পরমার্থ-বস্তু) ঋতে (বিনা) যৎ (যাহা) প্রতীয়েত (প্রতীত হয়), (যৎ) (যাহা) আত্মনি চ (নিজের মধ্যে, বা স্বতঃ) ন প্রতীয়েত (প্রতীত হয় না), তৎ (তাহাকে) আত্মনঃ (আমার) মায়াং (মায়া) বিদ্যাৎ (জানিবে); যথা (যেমন) আভাসঃ (জ্যোতির্ব্বিম্বের প্রতিচ্ছায়াবিশেষ), যথা (যেমন) তমঃ (অন্ধকার)।

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—পরমার্থ-বস্তু আমা-ব্যতিরেকে (অর্থাৎ আমার প্রতীতি না হইলেই) যাহার প্রতীতি হয় (অর্থাৎ আমার প্রতীতি হইলে যাহার প্রতীতি হয়না বলিয়া আমার বাহিরেই যাহার

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

আস্থে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে ইত্যুক্তত্বাৎ। অনয়োরাবির্ভাবভেদশ্চ শ্রূয়তে। তত্র পূর্ব্বস্থাঃ পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণসত্যভামাসম্বাদীয়-কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে দেবগণকৃতমায়াস্তুতৌ, ইতি স্তুবন্তস্তে দেবা তেজোমণ্ডলসংস্থিতম্। দদৃশুর্গগনে তত্র তেজোব্যাপ্ত-দিগন্তরম্ ॥ তন্মধ্যাদ্ভারতীং সর্ব্বে শুশ্রুবুর্ব্যোমচারিণীম্। অহমেব ত্রিধা ভিন্না তিষ্ঠামি ত্রিবিধৈগুর্ণৈরিত্যাদি ॥ উত্তরস্থাঃ পাদ্মোত্তরখণ্ডে, অসংখ্যং প্রকৃতিস্থানং নিবিড়ধ্বান্তমব্যয়মিতি। বিদ্যাদিতি প্রথমপুরুষনির্দ্দেশস্থ অয়ং ভাবঃ, অস্থান প্রত্যেব খল্বয়মুপদেশঃ, ত্বন্তু মদ্দত্তশক্ত্যা সাক্ষাদেবানুভবন্নসীতি এবং মায়িকদৃষ্টিমতীত্যৈব রূপাদিবিশিষ্টং মামনুভবেদেতি ব্যতিরেকমুখেনানুভাবনস্থায়ং ভাবঃ। শব্দেন নির্দ্ধারিতস্থাপি মৎস্বরূপাদের্মায়াকার্য্যাবেশেনৈবানুভবো ন ভবতি ততস্তদর্থং মায়াত্যজনমেব কর্ত্তব্যমিতি। এতেন তদবিনাভাবাৎ প্রেমাপ্যনুভাবিত ইতি গম্যতে। ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ২৪ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রতীতি হয়), (আমার আশ্রয়ত্ব-ব্যতীতও আবার) স্বতঃ যাহার প্রতীতি হয় না, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। যেমন আভাস বা প্রতিচ্ছবি, আর যেমন অন্ধকার। ২৪।

এই শ্লোকে বহিরঙ্গা-মায়াশক্তির স্বরূপ বলা হইতেছে। **অর্থং**—পরমার্থভূত-বস্তু শ্রীভগবান্। **আত্মনি**—মায়ার নিজের আত্মায়; নিজে নিজে; স্বতঃ; পরমেশ্বরের আশ্রয় ব্যতীত আপনা-আপনি। **আত্মনঃ**—ভগবানের।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—"ব্রহ্মন্! আমিই পরমার্থভূত-[illegible]; আমার মায়াশক্তির লক্ষণ বলিতেছি শুন। প্রথম লক্ষণ এই যে, আমা ব্যতীত তাহার প্রতীতি হয়; অর্থাৎ আমার প্রতীতি না হইলেই মায়ার প্রতীতি হয়।" ভগবানের প্রতীতি বলিতে ভগবানের তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি বুঝায়; অথবা, **প্রতীতি**—প্রতি+ই+ক্তি; প্রতিগমন; উন্মুখতা। ভগবানের প্রতীতি—ভগবদুন্মুখতা। আর মায়ার প্রতীতি—মায়ার প্রতি উন্মুখতা; মায়ার কার্য্যসমূহকে সত্য বলিয়া মনে করা। ভগবদুপলব্ধি না হইলেই, অথবা ভগবদুন্মুখতা না জন্মিলেই যাহার কার্য্যকে বা যাহাকে সত্য বলিয়া মনে হয়, তাহাই মায়া। এই লক্ষণে ইহাই সূচিত হইল যে, যাহারা ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে নাই, কিম্বা যাহারা ভগবদ্বহির্ম্মুখ, তাহারাই মায়াকে বা মায়ার কার্য্যকে সত্য বলিয়া মনে করে। আরও সূচিত হইতেছে যে, ভগবৎ-প্রতীতি হইলে মায়ার প্রতীতি হয় না। ভগবদনুভব যাঁহাদের আছে, কিম্বা যাঁহারা ভগবদুন্মুখ, তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, মায়ার কার্য্য বা মায়া মিথ্যা, অনিত্য; তাঁহারা কখনও মায়ার প্রতি উন্মুখ হন না, মায়িক সুখভোগাদিতে তাঁহারা প্রলুব্ধ হয়েন না। ইহাতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, ভগবানের বাহিরেই মায়ার প্রতীতি। "মৎপ্রতীতৌ তৎপ্রতীত্যভাবাৎ মত্তো বহিরেব যস্থ প্রতীতিরিত্যর্থঃ। ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। ১৮ ॥" ভগবানের বাহিরে বলিতে ভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানের (চিন্ময় ভগবদ্ রাজ্যের) বাহিরেই বুঝিতে হইবে; কারণ, বিভুবস্তুর বহির্ভাগ কল্পনাতীত।

শ্রীভগবান্ মায়ার আর একটী লক্ষণ বলিলেন:—"যৎ **আত্মনি চ ন প্রতীয়েত**—যাহা আপনা-আপনি প্রতীত হয় না, আমার আশ্রয়ত্ব ব্যতীত যাহার স্বতঃ প্রতীতি নাই।" যদিও ভগবৎ-প্রতীতি না হইলেই মায়ার প্রতীতি হয়, তথাপি মায়া সর্ব্বদাই ভগবৎ-আশ্রয়ে অবস্থিত; ভগবদাশ্রয় ব্যতীত মায়ার স্বতন্ত্র সত্ত্বা নাই। মায়া যে ভগবানের শক্তি, তাহাই ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইল; কারণ, শক্তিই শক্তিমানের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না। পূর্ব্ব-লক্ষণে বলা হইয়াছে, ভগবানের বাহিরেই মায়ার প্রতীতি; সুতরাং মায়া যে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি, ইহাই প্রমাণিত হইল।

মায়ার এই দুইটী লক্ষণকে আরও পরিস্ফুট করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ দুইটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; যথা আভাসঃ, যথা তমঃ। **আভাস**—উচ্ছলিত-প্রতিচ্ছবি-বিশেষ; যেমন—আকাশস্থ সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি পৃথিবীস্থ জলে দেখা যায়; জলস্থিত প্রতিচ্ছবিই আভাস। সূর্য্যের এই প্রতিচ্ছবি সূর্য্য হইতে দূরে প্রকাশমান—সূর্য্যের বহির্ভাগেই

অবস্থিত থাকে ; সূর্য্য থাকে আকাশে, আর প্রতিচ্ছবি থাকে পৃথিবীতে। তদ্রূপ, মায়াও শ্রীভগবানের সবিশেষ অভিব্যক্তি-স্থানের বহির্ভাগে থাকে ; ভগবানের সবিশেষ অভিব্যক্তি-স্থান—পরব্যোমাদি চিন্ময় রাজ্য ; আর মায়ার অভিব্যক্তি-স্থান প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড। আবার প্রতিচ্ছবি যেমন সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়, সূর্য্য আকাশে উদিত হইয়া কিরণজাল বিস্তার করিলেই যেমন প্রতিচ্ছবির উদ্ভব হয়, সূর্য্য কিরণজাল বিস্তার না করিলে যেমন পৃথিবীস্থ জলে তাহার প্রতিচ্ছবি দেখা যায় না (যেমন মেঘাচ্ছন্ন দিবসে, কি রাত্রিতে) ; তদ্রূপ মায়াও শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয় শ্রীভগবান্ যখন তাঁহার (সৃষ্টিকারিণী) শক্তির বিকাশ করেন, তখনই মায়ার অভিব্যক্তি, আর ভগবান্ যখন তাঁহার (সৃষ্টিকারিণী) শক্তির বিকাশ করেন না (যেমন মহাপ্রলয়ে), তখন মায়ার অভিব্যক্তি থাকে না। "একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণো মায়া তথেদমখিলং জগৎ ॥ —বিষ্ণুপুরাণ ১।২২।৫৪।" তারপর অপর দৃষ্টান্ত—যথা তমঃ। **তমঃ**—অন্ধকার। অন্ধকার যেমন আলোকের বহির্ভাগে, আলোক হইতে দূরদেশেই প্রতীত হয়, যে স্থানে আলোক, সেই স্থানে যেমন অন্ধকার প্রতীত হয় না ; তদ্রূপ, মায়াও শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানের বহির্ভাগেই প্রকাশ পায়, ভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানে মায়ার প্রকাশ নাই (অর্থং ঋতে যৎ প্রতীয়তে)। আবার যে স্থানে জ্যোতিঃ (আলোক), সেস্থানে অন্ধকার প্রকাশ না পাইলেও, জ্যোতিঃব্যতীত অন্ধকারের প্রতীতি হয় না। অন্ধকারের অনুভব হয় চক্ষুঃ দ্বারা ; চক্ষুঃ জ্যোতিরাত্মক ইন্দ্রিয়। হস্তপদাদি যে সমস্ত ইন্দ্রিয় জ্যোতিরাত্মক নহে, সে সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্ধকারের অনুভব হয় না। সুতরাং জ্যোতির আশ্রয়েই অন্ধকারের প্রতীতি, জ্যোতির সাহায্য ব্যতীত অন্ধকার নিজে নিজের প্রতীতি জন্মাইতে পারে না। তদ্রূপ, শ্রীভগবানের আশ্রয়েই মায়ার অভিব্যক্তি, ভগবানের আশ্রয় ব্যতীত মায়া নিজেকে নিজে অভিব্যক্ত করিতে পারে না। "যথান্ধকারো জ্যোতিষোঽন্যত্রৈব প্রতীয়তে, জ্যোতির্বিনা চ ন প্রতীয়তে, জ্যোতিরাত্মনা চক্ষুষৈব তৎ প্রতীতের্ন পৃষ্ঠাদিনেতি, তথেয়মপীত্যেবং জ্ঞেয়ম্। ভগবৎসন্দর্ভ। ১৮ ॥" ইহা গেল শ্লোকস্থ "ন প্রতীয়েত চাত্মনি" অংশের দৃষ্টান্ত।

মায়া-শক্তির দুইটী বৃত্তি—**জীবমায়া** ও **গুণমায়া**। মায়াশক্তির যে বৃত্তি, বহির্ম্মুখ জীবের স্বরূপ-জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে এবং মায়িক বস্তুতে জীবের আসক্তি জন্মায়, তাহার নাম জীবমায়া। আর সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ যে প্রধান, যাহা জগতের (গৌণ) উপাদান কারণ—তাহাকে বলে গুণমায়া ; মায়ার এই দুইটী বৃত্তিকে পরিস্ফুট করিবার অভিপ্রায়েই শ্রীভগবান্ আভাস ও তমঃ এর দৃষ্টান্ত অবতারিত করিয়াছেন, ইহাও মনে করা যায়। আভাসের দৃষ্টান্তে জীবমায়া এবং তমঃ এর দৃষ্টান্তে গুণমায়া বুঝাইয়াছেন।

পৃথিবীস্থ জলে আকাশস্থ সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি যেমন সূর্য্যের বহির্দ্দেশেই প্রতীত হয়, তদ্রূপ জীবমায়াও শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানের বহির্দ্দেশেই প্রতীত হয় (অর্থং ঋতে যৎ প্রতীয়েত)। আবার সূর্য্যের কিরণ-প্রকাশ ব্যতীত যেমন প্রতিচ্ছবির প্রতীতি হয় না, তদ্রূপ, শ্রীভগবানের (সৃষ্টিকারিণী) শক্তির বিকাশ ব্যতীতও জীবমায়ার প্রতীতি হয় না—প্রতিচ্ছবি যেমন আপনা-আপনি প্রকাশিত হইতে পারে না, তদ্রূপ জীবমায়াও শ্রীভগবানের আশ্রয় বা শক্তি ব্যতীত আপনা-আপনি অভিব্যক্ত হইতে পারে না (ন প্রতীয়েত চাত্মনি)।

এই প্রতিচ্ছবিটী উজ্জ্বল, চাকচিক্যময়। অপলক-দৃষ্টিতে ইহার প্রতি চাহিয়া থাকিলে ইহার উজ্জ্বলতা ও চাকচিক্য বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে হয় ; আরও চাহিয়া থাকিলে মনে হয় যেন, ঐ প্রতিচ্ছবিতে নীল, পীত, লোহিতাদি নানাবর্ণ খেলা করিতেছে। প্রতিচ্ছবির কিরণ-ছটায় দৃষ্টিশক্তি যখন প্রায় প্রতিহত হইয়া যায়, তখন ইহাও মনে হয়, যেন ঐ সমস্ত বিবিধ বর্ণ একত্র হইয়া (বর্ণ-শাবল্য প্রাপ্ত হইয়া অন্ধকার-রূপে পরিণত হইয়াছে ; এই অন্ধকারের মধ্যেও আবার মাঝে মাঝে নীল, পীতাদি বিবিধ বর্ণের রেখা পরিলক্ষিত হয়। প্রতিচ্ছবির কিরণচ্ছটায় যেমন দর্শকের দৃষ্টিশক্তি প্রতিহত বা আবৃত হইয়া যায় এবং অন্ধকার বা বিবিধ বর্ণের খেলা পরিলক্ষিত হয় ; তদ্রূপ জীবমায়ার প্রভাবেও বহির্ম্মুখ

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু । | প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্ ॥ ২৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ তস্যৈব প্রেম্নো রহস্যত্বং বোধয়তি যথা মহান্তীতি। যথা মহান্তিভূতানি ভূতেষপ্রবিষ্টানি বহিঃস্থিতানামপ্যনুপ্রবিষ্টান্যন্তঃস্থিতানি ভান্তি তথা। লোকাতীতবৈকুণ্ঠস্থিতত্বেনাপ্রবিষ্টোঽপি অহং তেষু তত্তদ্গুণবিখ্যাতেযু প্রণতজনেষু প্রবিষ্টো হৃদি স্থিতোঽয়ং ভামি। তত্রমহাভূতানামংশভেদেন প্রবেশাপ্রবেশৌ তস্য তু প্রকাশ-ভেদেনেতি ভেদোঽপি প্রবেশাপ্রবেশসাম্যেন দৃষ্টান্তঃ তদেবং তেষাং তাদৃগাত্মবশকারিণী প্রেমভক্তির্নামরহস্যমিতি সূচিতম্। তথাচ ব্রহ্মসংহিতায়াং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জীবের স্বরূপজ্ঞান আবৃত হইয়া যায়; এবং সত্ত্বাদিগুণসাম্যরূপা গুণমায়া,—এবং কখনও বা পৃথগ্‌ভূত সত্ত্বাদিগুণও—নানারূপে জীবের সাক্ষাতে প্রকটিত হয়। এই দৃষ্টান্ত হইতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, প্রতিচ্ছবির কিরণচ্ছটা যেমন তাহার নিজস্ব নহে, পরন্তু আকাশস্থ সূর্য্য হইতেই প্রাপ্ত; তদ্রূপ জীবমায়ার শক্তি—যদ্দ্বারা বহির্ম্মুখ জীবের স্বরূপজ্ঞান আবৃত হয় এবং মায়িক বস্তুতে তাহার আসক্তি জন্মে, তাহাও—জীবমায়ার নিজস্ব নহে, পরন্তু তাহা শ্রীভগবান্ হইতেই প্রাপ্ত।

তারপর তমঃ বা অন্ধকারের দৃষ্টান্ত। শ্লোকস্থ তমঃ শব্দে প্রতিচ্ছবির অন্ধকারময় (বর্ণ-শাবল্যময়) অবস্থাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; গুণমায়া এই বর্ণ-শাবল্যময় অন্ধকারাবস্থার অনুরূপ। এই অন্ধকার, আকাশস্থ সূর্য্যে নাই; সূর্য্যের বহির্দ্দেশেই ইহার অবস্থিতি; তদ্রূপ গুণমায়াও শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানে নাই; তাহার বহির্দ্দেশেই গুণমায়ার প্রতীতি (অর্থং ঋতে যৎ প্রতীয়েত)। আবার, সূর্য্য কিরণজাল বিস্তার না করিলে যেমন প্রতিচ্ছবি জন্মেনা, সুতরাং প্রতিচ্ছবিস্থ বর্ণ-শাবল্যময় অন্ধকারেরও প্রতীতি হয় না; তদ্রূপ শ্রীভগবান্ তাঁহার শক্তি বিকাশ না করিলে গুণমায়ারও অভিব্যক্তি বা পরিণতি হয় না (ন প্রতীয়েত চাত্মনি)। ইহাতে বুঝা গেল শ্রীভগবানের আশ্রয় ব্যতীত,—শ্রীভগবানের শক্তি ব্যতীত গুণমায়াও পরিণতি প্রাপ্ত হইতে পারে না; স্বতঃ-পরিণাম-প্রাপ্তির শক্তি গুণমায়ার নাই।

যাহা হউক, প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্মার নিকটে নিজের স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করিতে যাইয়া শ্রীভগবান্ মায়ার স্বরূপ বলিলেন কেন? ইহার উত্তরে শ্রীজীব গোস্বামিচরণ বলেন "তাদৃশরূপাদিবিশিষ্টস্যাত্মনো ব্যতিরেকমুখেন বিজ্ঞাপনার্থং মায়ালক্ষণমাহ।"—ব্যতিরেকমুখে নিজের স্বরূপ জানাইবার নিমিত্তই মায়ার লক্ষণ বলা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ কিরূপ হয়েন, তাহা তিনি পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন। তিনি কিরূপ নহেন, তাহাই এই শ্লোকে বলিলেন; ইহাই ব্যতিরেকমখে নিজের স্বরূপ-প্রকাশ। এই শ্লোকে জানাইলেন যে, তিনি মায়া নহেন।

অথবা, স্বরূপ, শক্তি ও শক্তিকার্য্যের পরিচয়েই স্বরূপ-তত্ত্বের যথার্থ পরিচয়। পূর্ব্বশ্লোকে স্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন; ধাম-পরিকরাদির নিত্যত্ব জানাইয়া তাঁহার স্বরূপশক্তি ও স্বরূপশক্তিকার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই শ্লোকে তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির পরিচয় দিলেন।

অথবা, পূর্ব্বে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানের যে রহস্যের কথা বলিয়াছেন, তাহার আনুষঙ্গিক ভাবেই মায়ার লক্ষণ বলিলেন। তত্ত্বজ্ঞানের রহস্য হইল প্রেমভক্তি; প্রেমভক্তি হইল ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি; সুতরাং স্বরূপ-শক্তির কৃপাতেই তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি হয়, তাহা পূর্ব্বে জানাইয়া এখন এই শ্লোকে জানাইলেন যে, তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার আশ্রয়ে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি হয় না।

শ্লো। ২৫। অন্বয়। যথা (যেরূপ) মহান্তি (মহা) ভূতানি (ভূতসকল) উচ্চাবচেষু (সর্ব্ববিধ) ভূতেষু (প্রাণিসমূহে) অপ্রবিষ্টানি (অপ্রবিষ্ট, বহিঃস্থিত) অনুপ্রবিষ্টানি (অনুপ্রবিষ্ট, মধ্যে প্রবিষ্ট), তথা (তদ্রূপ) তেষু (সেই) নতেষু (প্রণতগণের মধ্যে) অহং (আমি)।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

আনন্দচিন্ময়-রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি। তংশ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি॥ অচিন্ত্যগুণস্বরূপমপি প্রেমাখ্যং যদঞ্জনচ্ছুরিতবদুচ্চৈঃ প্রকাশমানং ভক্তিরূপং বিলোচনং তেনেত্যর্থঃ। যদ্বা তেষু যথা তানি বহিঃস্থিতানি চ ভান্তি, তথা ভক্তেষপ্যহমন্তর্মনোবৃত্তিষু বহিরিন্দ্রিয়বৃত্তিষু চ বিস্ফুরামীতি ভক্তেষু সর্ব্বথানন্যবৃত্তিতা হেতুর্নাম কিমপি স্বপ্রকাশং প্রেমাখ্যমানন্দাত্মকং বস্তু মম রহস্যমিতি ব্যঞ্জিতম্। তথৈব শ্রীব্রহ্মণোক্তম্। ন ভারতী মেঽঙ্গ মৃষোপলক্ষ্যতে ন বৈ ক্বচিন্মে মনসো মৃষা গতিঃ। ন মে হৃষীকাণি পতন্ত্যসৎপথে যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতো হরিরিতি॥ যদ্যপি ব্যাখ্যান্তরানুসারেণায়মর্থোঽপলপনীয়ঃ স্যাত্তথাপ্যস্মিন্নেবার্থে তাৎপর্য্যং প্রতিজ্ঞাচতুষ্টয়সাধনায়োপক্রান্তত্বাৎ তদনুক্রমগত্বাচ্চ। কিঞ্চ অস্মিন্নর্থে ন তেষ্বিতি ছিন্নপদং ব্যর্থং স্যাৎ। দৃষ্টান্তস্যৈব ক্রিয়াভ্যামন্বয়োপপত্তেঃ। অপিচ রহস্যং নাম হ্যেতদেব যৎ পরমদুর্ল্লভং বস্তু দুষ্টোদাসীনজনদৃষ্টিনিবারণার্থং সাধারণবস্ত্বন্তরেণাচ্ছাদ্যতে যথা চিন্তামণেঃ সংপুটাদিনা। অতএব পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং চ মম প্রিয়মিতি শ্রীভগবদ্‌বাক্যম্। তদেব চ পরোক্ষং ক্রিয়তে যদদেয়ং বিরলপ্রচারং মহদ্‌বস্তু ভবতি তস্যৈবাদেয়ত্বং বিরলপ্রচারং মহত্ত্বং চ মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগমিত্যাদৌ, মুক্তানামপি সিদ্ধানামিত্যাদৌ, ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সীত্যাদৌ চ বহুত্র ব্যক্তম্। স্বয়ঞ্চৈতদেব শ্রীভগবতা পরমভক্তাভ্যামর্জ্জুনোদ্ধবাভ্যাং কণ্ঠোক্ত্যৈব কথিতং, সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচ ইত্যাদিনা, সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামীত্যাদিনাচ, ইদমেব রহস্যং শ্রীনারদায় স্বয়ং ব্রহ্মণৈব প্রকটীকৃতম্। ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্। সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্ বিপুলীকুরু। যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি। সর্ব্বাত্মন্যখিলাধার ইতি সংকল্প্য বর্ণয়েতি। তস্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতং স্বামিচরণৈরপি রহস্যং ভক্তিরিতি। ক্রমসন্দর্ভঃ॥ ২৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। যেরূপ মহাভূত-সকল সর্ব্ববিধ প্রাণীর ভিতরে ও বাহিরে অবস্থিত, তদ্রূপ আমিও আমার চরণে প্রণত ভক্তগণের ভিতরে ও বাহিরে স্ফুরিত হই। ২৫।

উচ্চাবচ—সর্ব্বপ্রকার। **নত**—প্রণত, ভগবচ্চরণে প্রণত; ভক্ত। **নতেষু**—ভক্তগণের মধ্যে।

মহাভূত——ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ্ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (শূন্য) ইহাদিগকে মহাভূত বলে। প্রাণিসমূহের দেহাদি এই পঞ্চ-মহাভূতে গঠিত; সুতরাং এই পঞ্চমহাভূর্ত প্রাণিসমূহের দেহে **অনুপ্রবিষ্ট**। আবার এই পঞ্চমহাভূত প্রাণিসমূহের দেহের বাহিরে, জল, বায়ু-আদি রূপে অবস্থিত বলিয়া প্রাণিসমূহের দেহে প্রবিষ্টও নয়। এইরূপে এই পঞ্চ মহাভূত প্রাণিসমূহের ভিতরে ও বাহিরে, উভয় স্থানেই অবস্থিত। শ্রীভগবানের ভক্ত যাঁহারা, শ্রীভগবান্ তাঁহাদেরও ভিতরে ও বাহিরে স্ফুরিত হয়েন; তিনি ভক্তদিগের চিত্তে স্ফুরিত হয়েন—তাঁহাদের অন্তঃকরণে দর্শন দেওয়ার নিমিত্ত; তখন তিনি ভক্তদের মধ্যে **অনুপ্রবিষ্ট**। আবার বাহিরেও ভক্তদের দর্শনানন্দ বিধানের নিমিত্ত স্বীয় অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময় স্বরূপ প্রকটিত করেন; তখন এই স্বরূপে তিনি ভক্তদের মধ্যে **অপ্রবিষ্ট**। পঞ্চমহাভূত দেহাদির উপাদানরূপে যেমন জীবের দেহে প্রবিষ্ট, আবার জল-বায়ু আদি বহিঃপদার্থরূপে অপ্রবিষ্ট; তদ্রূপ শ্রীভগবান্‌ও যে স্বরূপে ভক্তদের চিত্তে স্ফুরিত হয়েন, সেই স্বরূপে ভক্তদের মধ্যে প্রবিষ্ট, আর যে স্বরূপে বাহিরে প্রকটিত হইয়া তাঁহাদের দর্শনানন্দাদি বিধান করেন, সেই স্বরূপে ভক্তদের মধ্যে অপ্রবিষ্ট।

শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে সকল প্রাণীর মধ্যেই আছেন; আবার নিজ স্বরূপে স্বীয় ধামে (সুতরাং প্রাণিসকলের বহির্ভাগেও) আছেন। সুতরাং তিনি, যে কেবল ভক্তগণেরই ভিতরে এবং বাহিরে আছেন, তাহা নহে; পরন্তু সকল প্রাণীরই ভিতরে এবং বাহিরে আছেন। তথাপি, এই শ্লোকে ভক্তগণের (নতেষু) ভিতরে এবং বাহিরে আছেন বলা হইল কেন?

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ। | অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ২৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ ক্রমপ্রাপ্তং রহস্যপর্য্যন্তস্যসাধকত্বাৎ রহস্যত্বেনৈব তদঙ্গমুপদিশতি এতাবদেবেতি। আত্মনো মম ভগবত্তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা যাথার্থ্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং শ্রীগুরুচরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়ম্। কিং তৎ যদেকমেব বস্তু অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বিধিনিষেধাভ্যাং সদা সর্ব্বত্র স্যাৎ ইতি উপপদ্যতে। তত্রান্বয়েন যথা এতাবানেব লোকেঽস্মিন্নিত্যাদি। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ইত্যাদি। মন্মনা ভব মদ্ভক্ত ইত্যাদি চ। ব্যতিরেকেন যথা, মুখবাহূরুপাদেভ্য ইত্যাদি ঋষয়োঽপি দেব যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তীত্যাদি। ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া ইত্যাদি। যাবজ্জনো ভবতি নো ভুবি বিষ্ণুভক্ত ইত্যাদি চ কুত্র কুত্রোপপদ্যতে সর্ব্বত্র শাস্ত্রকর্ত্তৃদেশ-কারণ-দ্রব্য-ক্রিয়া-কার্য্য-ফলেষু সমস্তেষ্বেব। তত্র সমস্তশাস্ত্রেষু যথা স্কান্দে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পঞ্চভূতের উদাহরণের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই এই প্রশ্নের উত্তর সহজে পাওয়া যায়। জলবায়ু প্রভৃতি ভূত সকল যে প্রাণিগণের দেহের মধ্যে আছে, তাহা প্রাণিসকল অনুভব করিতে পারে; বাহিরের জলবায়ু প্রভৃতিকেও তাহারা অনুভব করিতে পারে। সুতরাং প্রাণিসকল ভিতরে ও বাহিরে—উভয় স্থানেই পঞ্চ ভূতকে অনুভব করিতে পারে। প্রাণিসকলের ভিতরে অন্তর্য্যামিরূপে ভগবান্ আছেন, তাহা সকল জীব অনুভব করিতে পারে না; আর তাহাদের বাহিরে যে স্বরূপে ভগবান্ আছেন, সেই স্বরূপের অনুভবও তাহারা করিতে পারে না; কারণ, সেই স্বরূপ আছেন ভগবদ্ধামে। সুতরাং প্রাণিসাধারণ ভিতরে ও বাহিরে ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে না; সুতরাং পঞ্চ-মহাভূতের দৃষ্টান্ত তাহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা ভিতরে—অন্তঃকরণে এবং বাহিরে, উভয় স্থানেই শ্রীভগবানের অস্তিত্ব—কেবল অস্তিত্ব মাত্র নহে, ভগবানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির অনুভব ও উপভোগ করিতে পারেন; সুতরাং পঞ্চমহাভূতের দৃষ্টান্ত, শ্রীভগবানের পক্ষে কেবল ভক্তদের সম্বন্ধেই খাটে। তাই শ্লোকে "নতেষু" শব্দে কেবল ভক্তদের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে।

ভক্তদের ভিতরে এবং বাহিরে শ্রীভগবদস্তিত্বের আরও অপূর্ব্ব বিশেষত্ব এই যে, অন্য জীবের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে ভগবান্ থাকেন, আসঙ্গরহিত—নির্লিপ্ত—ভাবে; কিন্তু ভক্তদের হৃদয়ে তিনি আসঙ্গ-রহিত ভাবে থাকেন না। "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম;" বিশ্রামাগারে লোক যেমন আনন্দ উপভোগই করেন, ভক্তের হৃদয়েও ভগবান্ কেবল আনন্দ-উপভোগই করেন; ভক্তের প্রেমরস আস্বাদন করিয়া তিনি নিজেও আনন্দ উপভোগ করেন এবং স্বীয় সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদির অনুভব করাইয়া ভক্তকেও তিনি আনন্দিত করেন। ভক্তদের বহির্ভাগে যখন তিনি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়েন, তখনও তাঁহার ঐ অবস্থা। ভক্তের প্রেমরস আস্বাদনের নিমিত্ত এবং স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়া ভক্তকে আনন্দিত করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত আছেন—ভক্তের হৃদয়ে যে স্বরূপে অবস্থান করেন, সেই স্বরূপেও উৎকণ্ঠিত থাকেন; আর, ভক্তের বাহিরে যে স্বরূপে অবস্থিত থাকেন, সেই স্বরূপেও উৎকণ্ঠিত থাকেন। ভক্তব্যতিরিক্ত জীবের সম্বন্ধে শ্রীভগবানের এইরূপ অবস্থা নহে। শ্রীভগবান্, যে ভক্তপ্রেমের অধীন, তিনি যে প্রেমবশ, তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইল। পূর্ব্বে এইশ্লোকে যে তত্ত্বজ্ঞানের রহস্যের কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে সেই রহস্যটাই ব্যক্ত-করিলেন। প্রেমভক্তিই এই রহস্য; প্রেমভক্তির প্রভাবে স্বতন্ত্র ভগবান্ও প্রেমিক ভক্তের বশীভূত হইয়া পড়েন; তাঁহাকে স্বীয় সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদি আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত ভগবান্ নিজেই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন; ইহাই প্রেমভক্তির অপূর্ব্ব রহস্য।

শ্লো। ২৬। অন্বয়। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং (বিধি-নিষেধদ্বারা) যৎ (যাহা) সর্ব্বদা (সকল সময়ে) সর্ব্বত্র (সকল স্থানে) স্যাৎ (বিদ্যমান থাকে), এতাবৎ (তদ্বিষয়) এব (ই) আত্মনঃ (আমার) তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা (তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিদ্বারা) জিজ্ঞাস্যং (জিজ্ঞাসার যোগ্য)।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ব্রহ্মনারদসংবাদে। সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে জন্মমৃত্যুসমাকুলে। পূজনং বাসুদেবস্য তারকং বাদিভিঃ স্মৃতমিতি। তত্রাপ্যন্বয়েন যথা, ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎ স্ন্যেনেত্যাদি। তথা পাদ্মে, স্কান্দে, লৈঙ্গেচ। আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ। ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদেতি॥ ব্যতিরেকেণোদাহরণম্। পারং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ যদি। যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমমিত্যাদিকং সর্ব্বত্রাবগন্তব্যম্। তচ্চান্তে দর্শয়িষ্যতে একাদশে চ। শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি। শ্রমস্তস্য শ্রমফলোহ্যধেনুমিব রক্ষত ইতি। সর্ব্বকর্ত্তৃষু যথা। তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ। যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষাস্তির্যগ্ জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যেইতি। গারুড়েচ, কীটপক্ষিমৃগাণাঞ্চ হরৌ সংন্যস্তকর্ম্মণাম্। ঊর্দ্ধমেব গতিং মন্যে কিং পুনর্জ্ঞানিনাং নৃণামিতি। তত্রৈব সদাচারে দুরাচারে। জ্ঞানিন্যজ্ঞানিনি। বিরক্তে রাগিণি। মুমুক্ষৌ মুক্তে। ভক্ত্যসিদ্ধে ভক্তিসিদ্ধে। তস্মিন্ ভগবৎপার্ষদতাং প্রাপ্তে তস্মিন্নিত্যপার্ষদেচ সামান্যেন দর্শনাদপি সার্ব্বত্রিকতা। তত্র সদাচারে দুরাচারে চ যথা। অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ ব্যবসিতোহি সঃ ইতি। সদাচারস্তু কিং বক্তব্য ইত্যপেরর্থ। জ্ঞানিন্যজ্ঞানিনি চ। জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বাথ যে বৈ মামিত্যাদি। হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃত ইতি। বিরক্তে রাগিণি চ বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রায়ঃ প্রগ্‌লভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ইতি। আরাধ্যমানস্তু সুতরাং নাভিভূয়ত ইত্যপেরর্থঃ। মুমুক্ষৌ মুক্তৌচ, মুমুক্ষবো ঘোররূপানিত্যাদি, আত্মারামাশ্চ মুনয় ইত্যাদি। ভক্ত্যসিদ্ধে ভক্তিসিদ্ধে চ। কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণা ইত্যাদি, ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যাইতি চ। ভগবৎপার্ষদতাং প্রাপ্তে, মৎসেবয়া প্রতীতং তে ইত্যাদি। নিত্যপার্ষদে বাপীষু বিক্রমতটাস্বমলামৃতাস্বিত্যাদি। সর্ব্বেষু বর্ষেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু তেষাং বহিশ্চ তৈস্তৈঃ শ্রীভগবদুপাসনায়াঃ ক্রিয়মাণায়াঃ শ্রীভাগবতাদিষু প্রসিদ্ধিঃ। সিদ্ধৈরেভিঃ সর্ব্বদেশোদাহরণং জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বেষু করণেষু যথা। মানসেনোপচারেণ পরিচর্য্য হরিং মুদা। পরে বাঙ্‌মনসাঽগম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে ইতি। এবংভূতবচনে হি অস্তু তাবদ্ বহিরিন্দ্রিয়েণ মনসা বচসাপি তৎসিদ্ধিরিতি প্রসিদ্ধিঃ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। বিধি ও নিষেধ দ্বারা যাহা সকল সময়ে সকল স্থানেই বিদ্যমান থাকে, আমার তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছুব্যক্তিগণ শ্রীগুরুর নিকটে সেই বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিবেন। ২৬।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু—শ্রীভগবানের যাথার্থ্য অনুভব করিতে ইচ্ছুক। "তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা যাথার্থ্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা—ক্রমসন্দর্ভঃ।" ভগবানের যথার্থ অনুভব বলিতে কি বুঝায়? একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। মনে করুন যেন, একটী সুন্দর পাকা আম আমার সম্মুখে আছে; আমি আমটী দেখিলাম, হয়তো দেখিয়া একটু তৃপ্তিও পাইলাম; ইহাও আমের এক রকম অনুভব—আমের সত্ত্বার অনুভব; কিন্তু ইহা আমের যথার্থ অনুভব নহে; আম সম্বন্ধে অনুভব করিবার আরও অনেক বাকী রহিয়া গেল। তারপর আমটী তুলিয়া লইয়া নাকের কাছে ধরিলাম, সুগন্ধ নাকে গেল; বুঝা গেল আমটী মিষ্ট; ইহাও এক রকম অনুভব; এই অনুভব, সত্ত্বার অনুভব হইতে প্রশস্ত; এই অনুভবে আমের সত্ত্বার অনুভবতো হয়ই, অধিকন্তু তাহার সুগন্ধের অনুভবও হয় এবং মিষ্টত্বের অনুমানও জন্মে; কিন্তু মিষ্টত্বের অনুভব ইহাতে জন্মে না। আমটী মুখে দিলাম—বুঝিলাম, ইহা কিরূপ মিষ্ট, কিরূপ সুস্বাদ। ইহাও এক রকমের অনুভব—ইহাতে সত্ত্বার অনুভব আছে, সুগন্ধের অনুভব আছে, অধিকন্তু মিষ্টত্বের বা রসের অনুভব আছে; ইহাই আমের যথার্থ অনুভব। শ্রীভগবানের অনুভবও তদ্রূপ অনেক রকমের হইতে পারে; কিন্তু সকল রকমের অনুভব যথার্থ-অনুভব নহে। কেহ হয়তো ভগবানের সত্ত্বামাত্র অনুভব করেন; ইহাও অনুভব বটে, কিন্তু যথার্থ অনুভব নহে; কারণ, সত্ত্বার অতিরিক্ত বস্তুও ভগবানে আছে। আবার কেহ হয়তো হৃদয়ে ভগবানের স্ফূর্ত্তি অনুভব করেন, তাহাতে অতুলনীয় আনন্দও অনুভব করেন। ইহাও এক রকমের অনুভব—ইহা সত্ত্বামাত্রের অনুভব অপেক্ষা প্রশস্ত; কারণ, ইহাতে সত্ত্বার অনুভব তো আছেই, অধিকন্তু তাঁহার রূপের অনুভবও আছে এবং রূপাস্বাদন-জনিত আনন্দের অনুভবও

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সর্ব্বদ্রব্যেষু যথা, পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ইত্যাদি। সর্ব্বক্রিয়াসু যথা, শ্রুতোঽনুপঠিতোধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ। সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেব-বিশ্বদ্রুহোঽপি হীতি। যৎকরোষি যদশ্নাসি ইত্যাদি। এবং ভক্ত্যাভাসেষু ভক্ত্যাভাসাপরাধেষ্বপি অজামিল-মূষিকাদয়ো দৃষ্টান্তা গম্যাঃ। সর্ব্বেষু কার্য্যেষু যথা। যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু। ন্যূনং সম্পূর্ণতামেতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতমিতি। সর্ব্বফলেষু যথা। অকামঃ সর্ব্বকামো বা ইত্যাদি। তথা, যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন ইত্যাদি বাক্যেন হরিপরিচর্য্যায়াং ক্রিয়মাণায়াং সর্ব্বেষামন্যেষামপি দেবাদীনামুপাসনা স্বত এব ভবতীত্যতোঽপি সার্ব্বত্রিকতাপি। যথোক্তং স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে। অর্চ্চিতে দেবদেবেশে শঙ্খচক্রগদাধরে। অর্চ্চিতাঃ সর্ব্বদেবাঃ স্যুর্যতঃ সর্ব্বগতো হরিরিতি। এবং যো ভক্তিং করোতি, যদ্‌গবাদিকং ভগবতে দীয়তে, যেন দ্বারভূতেন ভক্তিঃ ক্রিয়তে যস্মৈ শ্রীভগবৎপ্রীণনার্থং দীয়তে যস্মাদ্ গবাদিকাৎ পয়-আদিকমাদায় ভগবতে নিবেদ্যতে, যস্মিন্ দেশাদৌ কুলে বা কশ্চিদ্ ভক্তিমনুতিষ্ঠতি তেষামপি কৃতার্থত্বং পুরাণেষু দৃশ্যত ইতি কারকগতাপি এবং সার্ব্বত্রিকত্বং সাধিতম্। সদাতনত্বমপ্যাহ সর্ব্বদেতি। তত্র সর্গাদৌ যথা। কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতেত্যাদি। সর্গমধ্যেতু বহুত্রৈব চতুর্ব্বিধপ্রলয়েষ্বপি। তত্রেমং ক উপাসীরন্নিতি বিদুরপ্রশ্নে। সর্ব্বেষু যুগেষু। কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ইতি। কিং বহুনা সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ। যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যত ইত্যপি বৈষ্ণবে। সর্ব্বাবস্থাস্বপি গর্ভে শ্রীনারদকারিতশ্রবণেন শ্রীপ্রহ্লাদে প্রসিদ্ধম্। বাল্যে শ্রীধ্রুবাদিষু। যৌবনে শ্রীমদম্বরীষাদিষু। বার্দ্ধক্যে ধৃতরাষ্ট্রাদিষু। মরণে অজামিলাদিষু। স্বর্গগতায়াং শ্রীচিত্রকেত্বাদিষু। নারকিতায়ামপি, যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ। তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্‌বহন্তো দিবং যযুরিতি নৃসিংহপুরাণে। অতএবোক্তং দুর্ব্বাসসা মুচ্যেত যন্নাম্ন্যুদিতে নারকোঽপীতি। তথা এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিত্যাদাবপি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আছে; কিন্তু ইহাও যথার্থ-অনুভব নহে; শ্রীভগবানের অনুভব-লাভে আরও অনেক জিনিস আছে। কেহ হয়তো ভিতরে এবং বাহিরে শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তি অনুভব করেন, ভিতরে এবং বাহিরে তাঁহার দর্শন পায়েন, দর্শন-জনিত আনন্দও পায়েন; তাঁহার ঐশ্বর্য্যাত্মিকা লীলাদিও দেখেন, দেখিয়া গৌরব-মিশ্রিত আনন্দে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। ইহাও এক রকমের অনুভব; পূর্ব্বোক্ত দুই রকমের অনুভব হইতে এইরূপ অনুভব প্রশস্তও বটে; কারণ, ইহাতে পূর্ব্বোক্ত অনুভবদ্বয়ের বিষয়ও আছে, অধিকন্তু বাহিরে দর্শন এবং ঐশ্বর্য্যাত্মিকা লীলার অনুভবও আছে। কিন্তু ইহাও যথার্থ-অনুভব নহে। ভগবদনুভবের আরও বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যটী হইতেছে—শ্রীভগবত্তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যের অনুভব—ভগবত্তার সার যাহা, তাহার অনুভবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার (২।২১।৯২)", সুতরাং রসাস্বাদনেই যেমন আমের যথার্থ-অনুভব, তদ্রূপ শ্রীভগবানের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের আস্বাদনই ভগবদনুভবের বৈশিষ্ট্য, ইহাই তাঁহার যথার্থ-অনুভব। এইরূপে ভিতরে এবং বাহিরে শ্রীভগবানের মাধুর্য্যাত্মিকা-লীলায় তাঁহার যে মাধুর্য্যের অনুভব, তাহাই যথার্থ-ভগবদনুভব। এই অনুভব যিনি লাভ করিতে ইচ্ছুক, এই অনুভব-লাভের উপায়টী যিনি জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাকেই বলে ভগবানের যথার্থ-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু!

জিজ্ঞাস্য—জিজ্ঞাসার যোগ্য। জগতে জিজ্ঞাসার বিষয় অনেক আছে। অভাব-বোধ হইতেই জিজ্ঞাসার উৎপত্তি। আমাদের অভাবও যেমন অনেক, আমাদের জিজ্ঞাসাও তেমনি অনেক। অনেকের নিকটেই আমরা অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি, উত্তরও পাই; উত্তর-অনুরূপ কাজও করিয়া থাকি; কিন্তু তথাপি আমাদের অভাবের অবসান হয় না; এক জিজ্ঞাসার ফলে এক অভাব হয়তো ঘুচিয়া যায়; কিন্তু আরও শত অভাব উপস্থিত হইয়া শত জিজ্ঞাসার স্থচনা করে। অভাব না ঘুচিলে জিজ্ঞাসা ঘুচিতে পারে না। যে জিজ্ঞাসায় সমস্ত অভাব ঘুচিতে পারে, হৃদয় পূর্ণতায় ভরিয়া যাইতে পারে, তাহাই মুখ্য জিজ্ঞাস্য। কিন্তু সকল অভাব কিসে ঘুচিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমাদের অভাব-বোধের মূল অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমাদের যত রকম অভাব আছে,

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সর্ব্বাবস্থোদাহৃতি অথ তত্র তত্র ব্যতিরেকোদাহরণানিচ কিয়ন্তি দর্শ্যন্তে। পারং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্ত্যপি। যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমমিতি। কিং বেদৈঃ কিমু শাস্ত্রৈর্বা কিং বা তীর্থনিষেবণৈঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈরিতি। কিং তস্য বহুভিঃ শাস্ত্রৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ। বাজপেয়-সহস্রৈর্বা ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে ইতি গারুড়-বৃহন্নারদীয়-পাদ্মবচনানি। তথা, তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ। ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ। ন যত্র বৈকুণ্ঠ-কথাসুধাপগা ন সাধবো ভাগবতা স্তদাশ্রয়াঃ। ন যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ সুরেশলোকোঽপি ন জাতু সেব্যতাম্॥ যয়া চ আনম্য কিরীটকোটিভিরিত্যাদি: সাযুজ্যসার্ষ্টিসালোক্যসামীপ্যেত্যাদি॥ ন দানং ন তপো নেজ্যা ইত্যাদি। নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জ্জিতমিত্যাদি। নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদমিত্যাদয়ঃ অথ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা যদুপপন্নত ইত্যত্র স্মর্ত্তব্যং সততং বিষ্ণুরিত্যাদি। সাকল্যেঽপি যথা। ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা ইতুপক্রম্য তদুপসংহারে তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণামিতি। নৃণাং জীবানামিতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয় ইতিবৎ। এতদুক্তং ভবতি যৎ কর্ম্ম তৎসন্ন্যাসভোগশরীরপ্রাপ্ত্যবধি। যোগঃ সিদ্ধ্যবধি। জ্ঞানং মোক্ষাবধি। তথা তত্তদ্‌যোগ্যতাদিকানি চ সর্ব্বাণি। এবংভূতেষু কর্ম্মাদিষু শাস্ত্রাদিব্যভিচারিতা চ জ্ঞেয়া। হরিভক্তিস্তু অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সদা সর্ব্বত্র তত্তন্মহিমভিরুপপন্নত্বাত্তথাভূতস্য রহস্যস্যাঙ্গত্বং যুক্তং অতো রহস্যস্যাঙ্গত্বেন চ জ্ঞানরূপার্থান্তরাচ্ছন্নতয়ৈবেদমুক্তমিতি। তথাপ্যাত্মবিদ্যয়ৈবাস্যার্থসংগোপনাদসৌ সাধনভক্তিরপি ক্বচিদ্‌বাহ্যং ব্রহ্মজ্ঞানাদিসাধনং স্যাদিতি গম্যতে। তত্রেয়ং প্রক্রিয়া সাধনভক্তেঃ সার্ব্বত্রিকত্বাৎ সনাতনত্বাচ্চ প্রথমং সা গুরোর্গ্রাহ্যা। ততস্তদনুষ্ঠানাদ্‌বাহ্যসাধনং বৈরাগ্যপুরঃসরতা-শীলমাত্মজ্ঞানমানুষঙ্গিকং ভবতি। ততো ভূয়শ্চ তথাভূতত্বাদ্ ভক্তিরনুবর্ত্তত এব। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ইত্যাদিভ্যঃ। আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ ইত্যাদিভ্যশ্চ। তদৈব ভগবদ্‌জ্ঞানবিজ্ঞানে চেতি তস্মাৎ জ্ঞানবিজ্ঞান-রহস্যতদঙ্গানামুপদেশেন চতুঃশ্লোক্যা অপি স্বয়ং ভগবানেবোপেদষ্টা॥ ক্রমসন্দর্ভঃ॥ ২৬॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সমস্তের মূল উৎস একটী মাত্র—সুখের অভাব বা আনন্দের অভাব। সুখের নিমিত্ত জীবের একটা স্বাভাবিকী আকাঙ্ক্ষা আছে; সংসারে জীবের এই আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না; তাই সংসারে জীবের আনন্দাভাব। এই আনন্দাভাবই নানাভাবে নানারূপে অভিব্যক্ত হইয়া আমাদিগকে নানাকার্য্যে লিপ্ত করিতেছে। সংসারে আমরা যাহা কিছু করি,—পুণ্যকার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া চুরি-ডাকাইতি পর্য্যন্ত—সমস্তই সুখ বা সুখ-সাধন বস্তু লাভের আশায়। কিন্তু যে সুখটী পাইলে আমাদের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতে পারে, সেই সুখটী আমরা সংসারে পাইনা। কোন্ সুখটী পাইলে আমাদের আনন্দাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতে পারে, তাহাও আমরা জানিনা; জানিলে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি না করিয়া তাহারই অনুসন্ধান করিতাম, দুগ্ধ পানের আশা-নিবৃত্তির নিমিত্ত খড়িগোলা লোনাজল মুখে দিতাম না। যাঁহারা সেই সুখের অনুসন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা বলেন—সুখ-বস্তুটী পূর্ণবস্তু, ইহা অপূর্ণ বস্তু নহে—"ভূমৈব সুখম্"; তাঁহারা আরও বলেন; অপূর্ণ বস্তু হইতে পূর্ণ সুখ পাওয়াও যায় না—"নাল্পে সুখমস্তি।" সেই ভূমাবস্তুটীই শ্রীভগবান্; তিনিই সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ—"আনন্দং ব্রহ্ম।" সুখরূপে তিনি পরমাস্বাদ্য বলিয়া তাঁহাকে রসও বলা হয়—"রসো বৈ সঃ।" এই রস-স্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিলেই জীবের সুখাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতে পারে, জীব আনন্দী হইতে পারে "রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" সুখাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইলেই—আনন্দী হইলেই জীবের সমস্ত অভাব ঘুচিয়া যাইতে পারে, জিজ্ঞাসার অবসান হইতে পারে। সুতরাং এই আনন্দ স্বরূপ ভগবান্‌কে পাওয়ার উপায়টীই হইল মুখ্য জিজ্ঞাস্য, ইহাই হইল বাস্তবিক জিজ্ঞাসার যোগ্য বস্তু। 'ভগবান্‌কে পাওয়া' বলিতে এস্থলে ভগবদনুভবকেই বুঝায়; কারণ, অনুভবেই প্রাপ্তির সার্থকতা। আমি যদি একটী আম পাই মাত্র, তাহাতে আমার আম্রাস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা মিটেনা; আমের রসাস্বাদন করিতে পারিলেই

ঐ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়। তদ্রূপ শ্রীভগবানের যথার্থ-অনুভবেই ভগবৎ-প্রাপ্তির সার্থকতা; তাহা হইলে শ্রীভগবানের যথার্থ-অনুভব-প্রাপ্তির উপায়টীই হইল একমাত্র জিজ্ঞাসার যোগ্যবস্তু, ইহাই মুখ্য জিজ্ঞাস্য।

এমন একটী উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, যাহা সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিত উপায়, যে উপায় অবলম্বন করিলে অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি-সম্বন্ধে কাহারও পক্ষেই কোনওরূপ সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না। নচেৎ সাধকের চেষ্টা পণ্ড-শ্রমে পরিণত হইতে পারে। কোনও উপায়ের নিশ্চিততা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে এই কয়টী বিষয় দেখিতে হইবে:—

প্রথমতঃ, উপায়টী সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোনও **অন্বয়-বিধি** আছে কিনা? অর্থাৎ ঐ উপায়টী অবলম্বন করিলে যে অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে, এমন কোনও প্রমাণ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় কিনা?

দ্বিতীয়তঃ, ঐ উপায়টী সম্বন্ধে কোনও **ব্যতিরেক-বিধি** আছে কিনা? অর্থাৎ ঐ উপায়টী অবলম্বন না করিলে যে অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে না, এমন কোনও প্রমাণ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় কিনা?

তৃতীয়তঃ, ঐ উপায়টী **অন্যনিরপেক্ষ** কিনা? অর্থাৎ অভীষ্ট-ফলদান-বিষয়ে ঐ উপায়টী অন্য কিছুর সাহচর্য্যের অপেক্ষা রাখে কিনা? যদি অন্য বস্তুর সাহচর্য্যের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে অপেক্ষণীয় বস্তুর অভাবে, কিম্বা তাহার সাহচর্য্যের তারতম্যানুসারে অভীষ্ট-লাভে বিঘ্ন জন্মিতে পারে।

চতুর্থতঃ, ঐ উপায়টীর **সার্ব্বত্রিকতা** আছে কিনা? অর্থাৎ উহা সর্ব্বত্র প্রযোজ্য কিনা? **সর্ব্বত্র** বলিতে সকল লোকে, সকল স্থানে, সকল অবস্থায় বুঝায়। যে উপায়টী যে কোনও লোক, যে কোনও অবস্থায়, যে কোনও স্থানে অবলম্বন করিতে পারে, তাহারই সার্ব্বত্রিকতা আছে, বুঝিতে হইবে। সার্ব্বত্রিকতা না থাকিলে দেশ, পাত্র ও অবস্থার প্রতিকূলতায়, বা অনুকূলতার অভাবে অভীষ্টসিদ্ধি-বিষয়ে বিঘ্ন জন্মিতে পারে।

পঞ্চমতঃ, ঐ উপায়টীর **সদাতনত্ব** আছে কিনা? অর্থাৎ ঐ উপায়টী যে কোনও সময়েই অবলম্বন করা যায় কিনা? সদাতনত্ব না থাকিলে, সময়ের প্রতিকূলতায় বা অনুকূলতার অভাবে অভীষ্ট-সিদ্ধি-বিষয়ে বিঘ্ন জন্মিতে পারে।

যে উপায়টী সম্বন্ধে অন্বয়-বিধি, ব্যতিরেক-বিধি, অন্যনিরপেক্ষতা, সার্ব্বত্রিকতা এবং সদাতনত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, অভীষ্ট-সিদ্ধি-বিষয়ে তাহাকেই নিশ্চিত উপায় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। তাই শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা স্যাৎ, এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং।"

এক্ষণে দেখিতে হইবে, উক্ত পাঁচটী লক্ষণযুক্ত নিশ্চিত উপায়টী কি? কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি—ভগবদনুভবের অনেক উপায়ের কথা শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেকটীই নিশ্চিত উপায় কি না, অথবা কোন্‌টী নিশ্চিত উপায়, তাহাই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই ব্যাপারে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, এই উপায়-সমূহে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী লক্ষণ আছে কিনা। কর্ম্মজ্ঞানাদির কোনও উপায়ে যদি একটী লক্ষণেরও অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলেও ঐ উপায়টীকে নিঃসন্দেহে নিশ্চিত উপায় বলা যাইতে পারিবে না।

"কর্ম্ম" বলিতে এস্থলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। যোগ বলিতে অষ্টাঙ্গ-যোগাদি বা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন-নিমিত্ত সাধন বুঝিতে হইবে। জ্ঞান বলিতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানমূলক নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান এবং ভক্তি বলিতে সাধন-ভক্তি বা ভগবদ্ধামে শ্রীভগবানের সেবা-প্রাপ্তির সাধন বুঝিতে হইবে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া এক্ষণে আমরা কর্ম্ম-জ্ঞানাদি উপায়ের নিশ্চিততা বিচার করিতে চেষ্টা করিব।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রথমতঃ কর্ম্ম। কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সাধারণতঃ ইহকালের সম্পৎ, কি পরকালের স্বর্গসুখাদি লাভ হয়। কিন্তু স্বর্গসুখাদি অনিত্য; কর্ম্মফল-ভোগের পরে আবার জীবকে সংসারে আসিতে হয়। সুতরাং কর্ম্মিগণ সাধারণতঃ নিত্য-আনন্দ পাইয়া "আনন্দী" হইতে পারে না—ভগবদনুভব লাভ করিতে পারে না। কর্ম্মানুষ্ঠানে ক্বচিৎ কেহ ভগবদনুভব লাভ করিতে পারে, তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন "স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চিতামেতি অতঃপরং মাম্ ॥—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তি শতজন্মে বিরিঞ্চিত্ব লাভ করিতে পারেন, তারপর আমাকে (ভগবান্‌কে) লাভ করিতে পারেন। ৪।২৪।২৯।" ইহা কর্ম্ম সম্বন্ধে অন্বয়-বিধি। কর্ম্ম-সম্বন্ধে কোনও ব্যতিরেক-বিধি দেখা যায় না, অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে যে ভগবদনুভব হইতে পারে না, এরূপ কোনও বিধি দৃষ্ট হয় না।

কর্ম্মের অন্য-নিরপেক্ষতাও নাই। ভক্তির সাহচর্য্যব্যতীত কর্ম্ম স্বীয় ফল প্রদান করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"যে এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥১১।৫।৩" এই শ্লোকেরই মর্ম্মানুবাদে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন—"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বধর্ম্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে ॥ ২।২২।১৯ ॥"

কর্ম্মের সার্ব্বত্রিকতা নাই, সদাতনত্বও নাই।. কর্ম্মমার্গে দেশ-কাল-পাত্রাদির অপেক্ষা আছে। সকল লোক কর্ম্মমার্গের অনুষ্ঠানে অধিকারী নহে। যাহারা বেদবিহিত বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত নহে, বৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারও তাহাদের নাই—যেমন মুসলমান্, খ্রীষ্টান ইত্যাদি। যাহারা বর্ণাশ্রমের মধ্যে আছে, তাহাদেরও সকলের সমান অধিকার নাই; যেমন যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদিতে শূদ্রের অধিকার নাই। আবার অশৌচাবস্থায়ও কর্ম্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ। কর্ম্মের ফল পাওয়া গেলেই কর্ম্মানুষ্ঠানের বিরতি ঘটে। পবিত্র স্থান ব্যতীত অন্য স্থানেও কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই। এ সমস্ত কারণে কর্ম্মের সার্ব্বত্রিকতা দেখা যায় না। কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তিথি-নক্ষত্রাদির বিচার আছে, কালের শুদ্ধাশুদ্ধি-বিচার আছে; সুতরাং ইহার সদাতনত্বও নাই। এই সমস্ত কারণে বুঝা যাইতেছে, ভগবদনুভব-সম্বন্ধে কর্ম্মমার্গ নিশ্চিত উপায় নহে।

দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানমার্গ। শ্রুতি বলেন "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"—নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক জ্ঞান দ্বারা যিনি ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারেন, তিনিও ব্রহ্মই হয়েন। জ্ঞান-সম্বন্ধে ইহা অন্বয়-বিধি। এই শ্রুতিবচনের "ব্রহ্মৈব" শব্দের দুই রকম অর্থ হয়। জ্ঞানমার্গের আচার্য্যগণ বলেন, ব্রহ্মবিদ্‌ব্যক্তি ব্রহ্ম হয়েন, ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁহার আর কোনও অংশেই ভেদ থাকে না। ভক্তিমার্গের আচার্য্যগণ বলেন—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম হয়েন না; পরন্তু অগ্নির সংশ্রবে লৌহ যেমন অগ্নির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মের সংশ্রবে ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিও ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়েন; ব্রহ্মের সহিত তাঁহার ভেদ লোপ পায় না। এস্থলে এই দুই মতের সমালোচনা একটু অপ্রাসঙ্গিকই হইবে; এই উভয় সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিয়াই আমরা ভগবদনুভবের উপায়-সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

জ্ঞানমার্গের আচার্য্যদের মতানুসারে ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি যদি ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদত্ব প্রাপ্ত হইয়া মিশিয়াই যায়েন, তাহা হইলে তিনি বরং "আনন্দ" হইয়া যাইতে পারেন; কিন্তু তাঁহার স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকে না বলিয়া তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মের অনুভব সম্ভব হয় না; সুতরাং তিনি "আনন্দী" হইতে পারেন না। অনুভব করিতে হইলেই অনুভব-ক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্ম এই দুইটী বস্তু থাকা দরকার। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"—এই শ্রুতিবাক্যেও কর্ত্তা ও কর্ম্মের উল্লেখ আছে। লব্ধ্বা-ক্রিয়ার কর্ত্তা—অয়ং—জীব, আর কর্ম্ম—রসং—রসস্বরূপ ভগবান্; রসানুভবের পরেই জীব আনন্দ পাইয়া "আনন্দী" হয়—"আনন্দ" হইয়া যায়,—একথা শ্রুতি বলেন নাই। এইরূপ মুক্তিতে দুঃখের অবসান হইতে পারে বটে, কিন্তু সুখ-লাভের সম্ভাবনা থাকে না। চিনি হওয়া যায়, কিন্তু চিনির স্বাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের বিচার্য্য বিষয় হইতেছে ভগবদনুভবের উপায়। উপরোক্ত অর্থানুসারে জ্ঞান ভগবদনুভবের উপায় হইতে পারে না।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তিমার্গের আচার্য্যদের ব্যাখ্যানুসারে, ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত জীবেরও স্বতন্ত্র-সত্ত্বা থাকিতে পারে, সুতরাং সেই জীবও ভগবদনুভবে সমর্থ হইতে পারে—"আনন্দী" হইতে পারে। এই অর্থানুসারে জ্ঞান, ভগবদনুভবের একটী উপায় বটে।

জ্ঞানমার্গ-সম্বন্ধে কোনও ব্যতিরেক-বিধিও দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ অবলম্বন না করিলে যে ভগবদনুভব লাভ হইতে পারে না—এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

জ্ঞানের অন্য-নিরপেক্ষত্বও নাই। স্বীয় ফল প্রদান করিতে জ্ঞানের পক্ষে ভক্তির সাহচর্য্য প্রয়োজন। শ্রীমদ্-ভাগবত বলেন—"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাব-বর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমমলং নিরঞ্জনম্। ১।৫।১২॥—সর্ব্বোপাধি-নিবর্ত্তক অমল-জ্ঞানও অচ্যুত-শ্রীভগবানে ভক্তিবর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না, অর্থাৎ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের উপযোগী হয় না।" "শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্। ১০।১৪।৪॥—হে বিভো! মঙ্গলের হেতুভূতা ত্বদীয়া ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল জ্ঞান লাভের নিমিত্ত ক্লেশ স্বীকার করেন, তণ্ডুলশূন্য-স্থূলতুষাবঘাতী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের ঐ ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে, অন্য কিছুই লাভ হয় না।"

জ্ঞানের সার্ব্বত্রিকতাও নাই, সদাতনত্বও নাই। সকল লোক জ্ঞানের অধিকারী নহে; কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্ত লোকই জ্ঞানমার্গের সাধনে অধিকারী। আবার সিদ্ধিলাভের পরেও জ্ঞানানুশীলনের বিরতি ঘটে।

এই সমস্ত কারণে, ভগবদনুভবের পক্ষে জ্ঞান একটী উপায় হইলেও নিশ্চিত উপায় হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ যোগ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা বলেন—"যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি।৫।৬॥—যোগযুক্ত মুনি অচিরেই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে।" ইহা যোগ-সম্বন্ধে অন্বয়-বিধি। বিভিন্ন প্রকারের যোগ-সম্বন্ধে এইরূপ আরও অন্বয়-বিধি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যোগ-সম্বন্ধে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিয়াছেন—"অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ্য ইতি মে মতিঃ। বশ্যাত্মনাতু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥৬।৩৬॥—বৈরাগ্য অভ্যাস দ্বারা যাঁহার মন সংযত হয় নাই, তাঁহার পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারেন, উপায় অবলম্বন করিলে তিনিই সফল-যত্ন হইতে পারেন।" এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ অসংযতাত্মনা-শব্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"উক্তাভ্যামভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং ন সংযত আত্মা মনো যস্য তেন বিজ্ঞেনাপি পুংসা—অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা যাঁহার আত্মা বা মন সংযত হয় নাই, তিনি বিজ্ঞ পুরুষ হইলেও (যোগ তাঁহার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য)। ইহাতে বুঝা যায়, যোগ সম্বন্ধে অধিকারী বিচার আছে।

"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। যোগী যোগং যুঞ্জীত"—ইত্যাদি প্রমাণ-অনুসারে যোগানুষ্ঠানের নিমিত্ত শুদ্ধ স্থানের এবং সুখজনক আসনাদিরও অপেক্ষা দেখা যায়। সুতরাং যোগের সার্ব্বত্রিকতাও দেখা যায় না।

গীতার উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীমদ্‌বিদ্যাভূষণ-পাদ "উপায়তঃ" শব্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"উপায়তো মদারাধন-লক্ষণাজ্ জ্ঞানাকারান্ নিষ্কাম-কর্ম্ম-যোগাচ্চেতি।" ইহাতে বুঝা যায়, যোগ স্বীয় ফল প্রদান করিতে ভগবদারাধনা বা ভক্তির অপেক্ষা রাখে। শ্রীচরিতামৃত বলেন "ভক্তি-মুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ-জ্ঞান। ২।২২।১৪॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতও ঐ কথাই বলেন—"তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো, মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ। ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥ ২।৪।১৭॥—তপস্বী (জ্ঞানী), দানশীল (কর্ম্মী), যশস্বী (কর্ম্মী বিশেষ), মনস্বী (মননশীল যোগী), মন্ত্রবিৎ (আগম-শাস্ত্রানুগত সাধক) এবং সুমঙ্গল (সদাচার সম্পন্ন) ব্যক্তিগণও যাঁহাতে স্ব-স্ব-তপস্যাদি অর্পণ না করিলে মঙ্গল প্রাপ্ত হইতে পারেন না, সেই সুমঙ্গল-যশঃশালী ভগবানকে নমস্কার, নমস্কার।" এ সমস্ত প্রমাণে বুঝা যায়, যোগের অন্য-নিরপেক্ষতাও নাই।

এইরূপে দেখা যায়, যোগও নিশ্চিত উপায় বলিয়া প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

চতুর্থতঃ ভক্তি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ১৭।৬৫॥—অর্জ্জুন। আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার যজন কর,

আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়; আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, এইরূপ করিলেই আমাকে পাইবে।" ইহা ভক্তি-সম্বন্ধে অন্বয়-বিধি।

ভক্তি-সম্বন্ধে ব্যতিরেক-বিধিও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; "য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ শ্রীমদ্‌ভা।১১।৫।৩॥—চারিবর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাঁহারা আত্ম-প্রভব সাক্ষাৎ ঈশ্বর-পুরুষকে (না জানিয়া) ভজন করেন না, কিম্বা (জানিয়াও ভজন করেন না বলিয়া) অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়েন।" "পারং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ যদি। যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥—যিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ অবগত হইয়াছেন, তিনিও যদি সর্ব্বেশ্বরে ভক্তিযুক্ত না হয়েন, তবে তাঁহাকেও পুরুষাধম বলিয়া জানিবে।" এই সমস্ত ভক্তি-সম্বন্ধে ব্যতিরেক-বিধি।

ভক্তির অন্য-নিরপেক্ষতাও আছে। কর্ম্মযোগ-জ্ঞানাদিতে ভক্তির অপেক্ষা আছে, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে; কিন্তু ভক্তি; কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির কোনও অপেক্ষাই রাখে না। ভক্তিরাণী স্বতন্ত্রা, স্বতঃই পরম-শক্তিশালিনী। "ভক্তিবিনে কোন সাধন দিতে নারে ফল। সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥ ২ ২৪।৬৫॥" কর্ম্মদ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা, বৈরাগ্য দ্বারা, যোগদ্বারা, দানধর্ম্ম দ্বারা, বা তীর্থযাত্রা ব্রতাদি দ্বারা যাহা কিছু ফল পাওয়া যায়, কেবল ভক্তিদ্বারাই সেই সমস্ত ফল অতি সহজে পাওয়া যাইতে পারে; ভক্ত ইচ্ছা করিলে ভক্তিদ্বারা স্বর্গও পাইতে পারেন, মুক্তিও পাইতে পারেন, ভগবদ্ধামে ভগবচ্চরণে সেবাও পাইতে পারেন। "যৎকর্ম্মভির্যৎতপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥ সর্ব্বং মদ্‌ভক্তিযোগেন মদ্‌ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছন্তি॥ শ্রীভা-১১।২০।৩২-৩৩॥" শ্রীমদ্‌ভাগবত আরও বলেন—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।১১।১৪।২১॥—শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন—আমি সাধুদিগের প্রিয় আত্মা; শ্রদ্ধার সহিত আমাতে অর্পিত একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমি বশীভূত হই।" এই বাক্যের "একয়া ভক্ত্যা"-শব্দেই প্রমাণিত হইতেছে যে, ভক্তি অপর কিছুর সাহচর্য্যেরই অপেক্ষা করে না।

প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তির ফল ভগবদনুভব লাভ করিতে হয়তো জ্ঞান-যোগাদির অপেক্ষা না থাকিতে পারে; কিন্তু ভক্তির সাধনে জ্ঞান-যোগাদির অপেক্ষা আছে কিনা? তাহাও নাই। তস্মান্মদ্-ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মন ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ঃ ভবেদিহ। শ্রীভা-১১।২০।৩১॥" এই শ্লোকের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—"জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ। ২।২২।৮২॥"

ভক্তির উন্মেষের পক্ষেও ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না। ভক্তি অহৈতুকী; ভক্তি হইতেই ভক্তির উন্মেষ। "ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥" এক্ষণে বুঝা গেল, ভক্তি সর্ব্ববিষয়েই অন্য-নিরপেক্ষা—স্বতন্ত্রা।

ভক্তির সার্ব্বত্রিকতাও আছে। যে কোনও লোক ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া উর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে। "শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার।৩।৪।৬৩॥" "কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কসা আভীর-শুহ্মাযবনাঃ খসাদয়ঃ। যেঽন্যেচ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥ শ্রীভা-২।৪।১৮॥—কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, শুহ্ম, যবন ও খসাদি যে-সকল পাপ-জাতি এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মতঃ পাপস্বরূপ, তাহারাও যে ভগবানের আশ্রিত ভক্তকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ হয়, প্রভাবশালী সেই ভগবান্‌কে নমস্কার।" মনুষ্যের কথা তো দূরে, কীট-পশু-পক্ষী-আদিও ভক্তির প্রভাবে উর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে। "কীট-পক্ষি-মৃগাণাঞ্চ হরৌ সংন্যস্তকর্ম্মণাং। উর্দ্ধমেব গতিং মন্যে কিং পুনর্জ্ঞানিনাং নৃণাম্॥—হরিতে সংন্যস্ত-কর্ম্মা কীট, পক্ষী এবং মৃগগণও উর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে, জ্ঞানি-ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে আর কথা কি?—গরুড়-পুরাণ।"

সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তি তো ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে পারেনই, অপিচ দুরাচার ব্যক্তিও পারে। "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতোহি সঃ॥ গীতা ৯।৩০॥—যিনি অন্য দেবতার আশ্রয় ত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমার ভজনই করেন, সুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়া

মনে করিবে; কারণ, তিনি সম্যক্ব্যবসিত অর্থাৎ আমাতে একান্ত-নিষ্ঠারূপ শ্রেষ্ঠ-নিশ্চয়কে তিনি অবলম্বন করিয়াছেন।”

সমস্ত অবস্থায়ই ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়। প্রহ্লাদাদি গর্ভাবস্থায়, ধ্রুবাদি বাল্যে, অম্বরীষাদি যৌবনে, যযাতিআদি বার্দ্ধক্যে, অজামিলাদি মৃত্যু-সময়ে, চিত্রকেতু-আদি স্বর্গগতাবস্থায় ভজন করিয়াছিলেন। নরকে অবস্থানকালেও ভজনক্রিয়া চলিতে পারে। “যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি চ নারকাঃ। তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ॥—যেখানে যেখানে নরকবাসিগণ শ্রীহরির নামকীর্ত্তন করিয়াছেন, সেখানে সেখানেই তাঁহারা হরি-ভক্তি লাভ করিয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন।”

জ্ঞান-যোগাদির ন্যায় সিদ্ধিলাভে (ভগবৎসেবা-প্রাপ্তিতে) ও ভক্তির বিরতি নাই; ভক্তিমার্গের সাধক সিদ্ধদেহে ভগবদ্ধামেও ভক্তির অনুষ্ঠান (ভগবৎসেবা) করিয়া থাকেন। “মৎসেবয়া প্রতীতং তে” ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের (৯।৪।৬৭) শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

ভক্তির অনুষ্ঠানে স্থানাস্থানেরও নিয়ম নাই। ন দেশনিয়মস্তত্র ন কাল-নিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥—শ্রীহরিনাম-সম্বন্ধে দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই, যে কোনও সময়, যে কোনও স্থানেই শ্রীনাম গ্রহণ করা যায়; উচ্ছিষ্টাদিতেও নিষেধ নাই; “তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম॥ শ্রীভা-২।২।৩৬॥—সকল লোকেই সকল সময়ে এবং সকল স্থানে শ্রীহরির নাম-গুণাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন।”

এই সমস্ত প্রমাণে বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তির সার্ব্বত্রিকতাও আছে, সদাতনত্বও আছে।

এক্ষণে দেখা গেল, নিশ্চয়তার সমস্ত লক্ষণই ভক্তিতে বিদ্যমান্; সুতরাং একমাত্র ভক্তিই ভগবদনুভবের নিশ্চিত উপায়।

ভক্তি যে ভগবদনুভবের নিশ্চিত উপায় তাহা স্থির হইল; কিন্তু ভক্তিদ্বারা যে ভগবদনুভব লাভ হয়, তাহা যথার্থ-অনুভব কিনা, তাহা বিবেচ্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভগবানের মাধুর্য্যানুভবই যথার্থ-অনুভব। কিন্তু মাধুর্য্য-অনুভবের উপায় কি? ভক্তিশাস্ত্র বলেন, মাধুর্য্য-অনুভবের একমাত্র উপায়—প্রেম। “প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ॥ ১।৪।৪৪॥ পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন। কৃষ্ণমাধুর্য্যসেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ॥ ২।২০।১১১॥” এই প্রেম লাভ করিবার একমাত্র উপায় আবার ভক্তি। “সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়। রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয়॥ ২।১৯।১৫১॥” “এবে সাধন ভক্তির কথা শুন সনাতন। যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন॥ ২।২২।৫৫॥” এই সমস্ত প্রমাণে দেখা গেল, ভক্তি হইতে প্রেম লাভ হয় এবং প্রেমই ভগবানের মাধুর্য্য-আস্বাদনের একমাত্র হেতু; সুতরাং ভক্তিই হইল ভগবানের মাধুর্য্য-আস্বাদনের বা যথার্থ ভগবদনুভবের একমাত্র উপায়। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন “ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। শ্রীভা—১১।১৪।২১॥” এবং “ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ শ্রীগীতা ১৮।৫৫॥—স্বরূপতঃ আমি যেরূপ, আমার বিভূতি ও গুণাদি যাহা যাহা আছে, নির্গুণা ভক্তির দ্বারাই তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়। মৎপর-ভক্তি হইতে আমার সম্বন্ধে যাথাত্ম্য বস্তুজ্ঞান জন্মিলে জীব আমার সহিত যুক্ত হইতে পারে অর্থাৎ আমার স্বরূপকে লাভ করিতে পারে।”

অবস্থাবিশেষে জ্ঞান-যোগাদি দ্বারাও ভগবদনুভব হইতে পারে বটে, কিন্তু যথার্থ-অনুভব বা মাধুর্য্যের অনুভব লাভ হয় না। “ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপ স্ত্যাগো যথা ভক্তি র্মমোর্জ্জিতা॥ শ্রীভা-১১।১৪।২০॥” শ্রীভগবান্ একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির বশীভূত নহেন। তাই “ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যাজি॥ ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥ ২।২০।১২১॥”

তথা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে প্রথমশ্লোকে—
চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিগুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ংবররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥ ২৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

চিন্তামণিরিতি। সোমগিরি স্বনামা মে মম গুরুর্জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। কীদৃক্? চিন্তামণিঃ। আশ্রয়মাত্রেণাভীষ্টপূরকত্বাৎ চিন্তামণিত্বং সর্ব্বোৎকর্ষতাচাস্য। কিম্বা জয়তি তং প্রতি প্রণতোঽস্মি ইত্যর্থঃ॥ তথাহি কাব্যপ্রকাশে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তিও আবার সাধারণতঃ দুই প্রকারের—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী ভক্তি এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা কেবলা ভক্তি। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী ভক্তির অনুষ্ঠানে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানময় প্রেমের উদ্ভব হয়—তাহার ফলে, সাধক সারূপ্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ করিয়া যাইতে পারেন এবং শ্রীভগবানের নারায়ণ-স্বরূপের সেবা করিতে পারেন। “ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে বিধি-ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা॥” আর ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা কেবলা-ভক্তিতে ব্রজপ্রেম লাভ হইতে পারে এবং মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের সেবালাভ হইতে পারে। বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ-স্বরূপ অপেক্ষা স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে মাধুর্য্য অনেক বেশী, তাই শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবীও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-আস্বাদনের নিমিত্ত লালসান্বিতা হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের এমনই একটা স্বাভাবিকী শক্তি আছে, যাহা—অন্যের কথাতো দূরে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত চঞ্চল করিয়া উঠায়। “কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল॥” শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায়—শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবল-প্রেম—যাহা এক মাত্র শুদ্ধ-ভক্তি হইতেই লাভ করা যায়। সুতরাং ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনের বা শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ-অনুভবের একমাত্র উপায়॥

এক্ষণে বুঝা গেল—“এতাবদেব” ইত্যাদি শ্লোকে যে উপায়টীকে মুখ্য জিজ্ঞাস্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, ভক্তিই সেই উপায়; এই ভক্তির কথাই শ্রীগুরুদেবের চরণে জিজ্ঞাস্য।

এইরূপে অন্বয়-ব্যতিরেক-মুখে সাধনত্ব ভক্তিরই আছে, কর্ম্ম-জ্ঞানাদির নাই; এবং সার্ব্বত্রিকতা এবং সদাতনত্বও ভক্তিরই আছে, কর্ম্ম-জ্ঞানাদির নাই। সুতরাং ভক্তিই “অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং **সর্ব্বত্র সর্ব্বদা** স্যাৎ”। “এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং” শ্লোকে শ্রীভগবত্তত্ত্বানুভবের পক্ষে এই ভক্তি-সাধনের অপরিহার্য্যতাই প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা ভগবত্তত্ত্ব যথার্থ রূপে অনুভব করিতে অভিলাষী,শ্রীগুরুদেবের চরণে ভক্তি-বিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করাই তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

এই ভক্তিই পরিপক্কাবস্থায় প্রেম-ভক্তিতে পরিণত হয় বলিয়া এবং প্রেম-ভক্তিরই ভগবদ্বশীকরণী শক্তি আছে বলিয়া সাধন-ভক্তিই হইল প্রেম-ভক্তির, তথা ভগবত্তত্ত্বানুভবের উপায় বা অঙ্গ। “জ্ঞানং পরমগুহ্যং” ইত্যাদি শ্লোকে “তদঙ্গঞ্চ” শব্দে যাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে, এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

এই শ্লোকে গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী দেখাইলেন যে, শ্রীভগবান্ আচার্য্যরূপে ব্রহ্মাকে তত্ত্ব-জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন এবং অন্তর্য্যামিরূপে ব্রহ্মার চিত্তে উপদিষ্ট তত্ত্বের অনুভব জন্মাইয়াছেন। এইরূপে শ্রীভগবান্ শিক্ষাগুরুরূপে ব্রহ্মাকে শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্লো।২৭।অন্বয়। মে (আমার) গুরুঃ (মন্ত্রগুরু) চিন্তামণিঃ (চিন্তামণিসদৃশ) সোমগিরিঃ (সোমগিরি) জয়তি (জয়যুক্ত হউন); শিক্ষাগুরুঃ (শিক্ষাগুরু) শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ (শিখিপুচ্ছচূড়) ভগবান্ চ (ভগবানও, জয়যুক্ত হউন)—যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু (যাঁহার চরণরূপ কল্পতরু-পল্লবের অগ্রভাগে) জয়শ্রীঃ (জয়শ্রী—শ্রীরাধা) লীলা-স্বয়ম্বররসং (লীলা-স্বয়ম্বররস) লভতে (লাভ করেন)।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

—জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে। অতস্তং প্রতি প্রণতোঽস্মীত্যর্থ ইতি। তথা মে মমেষ্টদেবো ভগবাংশ্চ জয়তি কোঽয়ং ভগবান্ ইত্যত আহ। শিখিপিঞ্ছে স্তান্যেব বা মৌলিঃ শিরোভূষণং যস্য সঃ। ইতি শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ এব জয়তি ইতি বর্ত্তমানপ্রয়োগেণ নিত্যলীলা সূচিতা। আচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তীতি। দদামি বুদ্ধিযোগং তমিত্যাদি। আচার্য্যং মাং বিজনীয়াদিত্যাদিদিশা। তথা। কর্ণাকর্ণিসখীজনেন বিজনে দূতীস্তুতিপ্রক্রিয়া, পত্যুর্ব্বঞ্চন-চাতুরীগুণনিকা কুঞ্জপ্রয়াণে নিশি। বাধির্য্যং গুরুবাচি বেণুবিরুতাবুৎকর্ণতেতি ব্রতান্, কৈশোরেণ তবাদ্য কৃষ্ণ গুরুণা গৌরীগণঃ পাঠ্যতে। ইত্যাদি দিশাচ। তস্য তন্মাধুর্য্যাদ্যনুভবাদৌ স এব মে গুরুরিত্যাহ। স কীদৃক্ মে শিক্ষাগুরু? বক্ষ্যতে চৈতৎ প্রেমদঞ্চেত্যাদৌ শিখিপিঞ্ছমৌলিরীতি তচ্ছ্রীবিগ্রহস্ফূর্ত্ত্যা সাক্ষান্মন্মথমন্মথ ইত্যাদিনা। যন্মর্ত্ত্যলীলোপয়িক-মিত্যাদিনা। গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্নিত্যাদিনা চ বর্ণিতং তন্মাধুর্য্যমনুভূয় তদঙ্গোপমানযোগ্যপদার্থান্ মনসি বিচিন্ত্য তেষামতীবাযোগ্যতামালোচ্য তৎপদনখশোভয়ৈব তে নির্জ্জিতা ইতি স্ফূর্ত্ত্যা তথা শ্রীরাধায়াস্তন্মাধুর্য্যাকৃষ্টচিত্ততাস্ফূর্ত্ত্যা চ শব্দশ্লেষেণ সমাদধদাহ যৎপাদেতি। যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদাবেব কৌমল্যারুণ্যসর্ব্বাভীষ্টপূরকত্বাদিনা কল্পতরুপল্লবৌ তয়োঃ শেখরেষু তদঙ্গুলীনখাগ্রেষু লীলয়া যঃ স্বয়ম্বরস্তদ্রসং তজ্জন্যসুখং জয়শ্রীঃ লভতে। তদেব বক্ষ্যতি। কমলবিপিনবীথীগর্ব্বসর্ব্বঙ্কষাভ্যাম্। বদনেন্দুবিনির্জ্জিতশশীত্যাদৌ বহুত্র। শ্লেষেণ দ্যূতনর্ম্মজলকেলিসুরতাদিষু চ জয়েনোৎকর্ষেণ শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ। কিম্বা সৌন্দর্য্যাদিপাতিব্রত্যাদি-সৌভাগ্যবৈদগ্ধ্যাদিভি র্গৌর্য্যাদ্যরুন্ধত্যাদি-ব্রজকিশোরিকাকুলাদয়োঽপি নির্জ্জিতা যয়া সা। জয়যোগাৎ জয়া সা চাসৌ শ্রিয়োঽপ্যংশিনীত্বাৎ শ্রীশ্চ জয়শ্রীঃ শ্রীরাধৈব। নারায়ণস্ত্বমিত্যাদৌ নারায়ণোঽঙ্গমত্যাদি দিশাচ। কৃষ্ণস্য মূলনারায়ণত্বেন তৎপ্রেয়স্যা তস্যা অপি মূললক্ষ্মীত্বাৎ। কীদৃশী? সাপি স্বস্য লজ্জাশীলত্বাৎ সদৈবাধোমুখী স্থিত্বা প্রথমং তচ্ছ্রীচরণ-নখদর্শনাৎ তচ্ছোভাব্ধিমগ্ননেত্রা মোহিতা সতী লীলয়া গাঢ়ানুরাগেণ যে ভাবোদ্গারবিশেষা স্তৈ র্ধর্ম্মমর্য্যাদালজ্জাদিত্যাগপূর্ব্বকো যঃ স্বয়ম্বরস্তদ্রসং লভতে। তন্মাধুর্য্যাণাং স্বানুরাগস্য চ প্রতিক্ষণং নবনবত্বেনানুভবাৎ বর্ত্তমান-প্রয়োগঃ। কেষাঞ্চিন্মতে সোমগিরেরপি বিশেষণম্ যৎপাদেত্যাদি। অত্র কামাদ্যরিষড়্বর্গচক্ষুরাদীন্দ্রিয়পঞ্চক্লেশোত্থবিষয়াদ্যন্তরায়াণাং জয়সম্পত্তির্যৎপাদনখরাবলম্বিনীত্যর্থঃ। কিম্বা বর্ত্মোদ্দেশগুরুর্ম্মন্ত্রগুরুঃ শিক্ষাগুরুরীতি গুরুত্রয়েষ্টদেবস্মরণমিতি কেচিদাহ। অত্র চিন্তামণিঃ সা বেশ্যা জয়তি। তদ্বাঙ্মাত্রেণ স্বস্য জ্ঞাতানুরাগত্বাত্তস্যাঃ সর্ব্বোৎকর্ষতা॥ সারঙ্গরঙ্গদা॥২৭॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলিয়াছেন—"চিন্তামণিতুল্য সর্ব্বাভীষ্টপূরক সোমগিরি-নামক আমার মন্ত্র-গুরুদেব জয়যুক্ত হউন। যাঁহার চরণরূপ কল্পতরু-পল্লবের অগ্রভাগে (শ্রীচরণ-নখাগ্রে) জয়শ্রী-শ্রীরাধিকা গাঢ়-অনুরাগ-বশতঃ স্বয়ম্বর-সুখ (আত্মসমর্পণ-জন্য সুখ—শৃঙ্গার-রস) আস্বাদন করিয়া থাকেন, আমার শিক্ষাগুরু সেই শিখিপুচ্ছচূড় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও জয়যুক্ত হউন।" ২৭।

ব্রহ্মা সমষ্টি-জীব; আর আমরা প্রত্যেকে ব্যষ্টিজীব। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার প্রমাণ করিয়াছেন যে, ভগবান্ শিক্ষাগুরুরূপে সমষ্টি-জীব ব্রহ্মাকে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং অন্তর্য্যামিরূপে উপদিষ্ট তত্ত্বের অনুভব করাইয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ যে অন্তর্য্যামিরূপে ব্যষ্টিজীবেরও শিক্ষাগুরু, তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই শ্লোকটী শ্রীল বিল্বমঙ্গল-ঠাকুরের রচিত; শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার শিক্ষাগুরু, তাহা তিনি এই শ্লোকে বলিয়াছেন।

সোমগিরি—শ্রীল বিল্বমঙ্গল-ঠাকুরের দীক্ষাগুরুর নাম শ্রীল সোমগিরি। **চিন্তামণি**—এক রকম মণি; এই মণির বিশেষত্ব এই যে, ইহার নিকট যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়। শ্রীগুরুদেবের চরণ আশ্রয় করিলেও সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়; তাই বিল্বমঙ্গল-ঠাকুর শ্রীগুরুদেবকে চিন্তামণির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ—শিখী অর্থ ময়ূর; পিঞ্ছ—পুচ্ছ। মৌলি—চূড়া। যাঁহার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ শোভা পায়, তিনি শিখিপিঞ্ছমৌলি, শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান্—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

যৎপাদকল্পতরু-পল্লবশেখরেষু—যৎপাদ অর্থ যাঁহার (যে শ্রীকৃষ্ণের) পাদ (চরণ)। কল্পতরুপল্লব—কল্পবৃক্ষের পত্র বা পাতা। যৎপাদরূপ কল্পতরুপল্লব—যৎপাদকল্পতরুপল্লব। কল্পতরুর নিকটে যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়; শ্রীকৃষ্ণের চরণ আশ্রয় করিলেও সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়; সুতরাং কল্পতরুর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচরণের গুণের সাদৃশ্য আছে। আবার কল্পতরুর পত্র কোমল এবং রক্তাভ (ঈষৎ লাল); শ্রীকৃষ্ণের চরণও কোমল এবং রক্তাভ; এজন্য কল্পতরুপল্লবের সহিত শ্রীকৃষ্ণচরণের তুলনা দেওয়া হইয়াছে। শেখর—অগ্রভাগ। চরণরূপ কল্পতরু-পল্লবের অগ্রভাগ হইল শ্রীকৃষ্ণের পদনখের অগ্রভাগ। সুতরাং যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু অর্থ হইল—যেই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ সুকোমল ও রক্তাভ চরণযুগলের নখাগ্রভাগে।

লীলাস্বয়ম্বর-রস—লীলা অর্থ গাঢ়-অনুরাগ। স্বয়ম্বর—স্বয়ং বা আপনা আপনি নিজকে বরণ করা; কাহারও অনুরোধ-উপরোধ ব্যতীত বা কাহারও প্ররোচনা ব্যতীত নিজের ইচ্ছানুসারেই আত্মসমর্পণ করা। রস—পরমাস্বাদ্য সুখ। তাহা হইলে, লীলাস্বয়ম্বর-রস অর্থ হইল—গাঢ়-অনুরাগবশতঃ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ-জনিত পরমানন্দ।

জয়শ্রী—জয় শব্দের অর্থ উৎকর্ষ; শ্রী—অর্থ শোভা। জয় বা উৎকর্ষহেতু শ্রী (শোভা) যাঁহার, তিনি জয়-শ্রী। দ্যূতক্রীড়া, নর্ম্মবাক্য, জলকেলি প্রভৃতিতে শ্রীরাধারই সমধিক উৎকর্ষ; এই উৎকর্ষজনিত শোভাও শ্রীরাধারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; সুতরাং জয়শ্রী শব্দে শ্রীরাধিকাকেই বুঝায়। অথবা, সৌন্দর্য্যাদিতে, পাতিব্রত্যাদিতে, সৌভাগ্যাদিতে এবং বৈদগ্ধ্যাদিতে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী-অরুন্ধতী-সত্যভামা প্রভৃতিও যাঁহার নিকটে পরাজিতা, তিনিই মূর্ত্তিমতী জয়া। আর, শ্রী-শব্দে লক্ষ্মীকে বুঝায়; লক্ষ্মীর অংশিনী হইলেন শ্রীরাধা; সুতরাং মূলশ্রী হইলেন শ্রীরাধা। এইরূপে জয়া-শব্দেও শ্রীরাধাকে বুঝায়, শ্রীশব্দেও শ্রীরাধাকে বুঝায়; যিনি জয়া এবং যিনি শ্রীও, তিনিই জয়শ্রী শ্রীরাধা।

শ্লোকের শেষার্দ্ধে বলা হইয়াছে, জয়শ্রী শ্রীরাধা শিখিপুচ্ছচূড় শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ সুকোমল ও রক্তাভ পদনখাগ্রভাগে লীলাস্বয়ম্বররস আস্বাদন করেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য এবং শ্রীরাধার অসমোর্দ্ধ প্রেম-মহিমা ব্যঞ্জিত হইতেছে। শ্রীল বিল্বমঙ্গল-ঠাকুরের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হওয়া মাত্রেই তিনি তাঁহার অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের অনুভব করিলেন এবং ঐ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যে যেন বর্ণনার উপযোগী উপমার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু পরিচিত বা পূর্ব্ব কবিদিগের উল্লিখিত কোনও উপমাই যেন তাঁহার মনঃপূত হইল না; তিনি যেন মনে করিলেন, ঐ সমস্ত উপমা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সৌন্দর্য্য-বর্ণনে নিতান্ত অযোগ্য; অঙ্গ-সৌন্দর্য্যের কথা তো দূরে, শ্রীকৃষ্ণের পদনখের শোভার নিকটেই তাহারা সম্যক্ রূপে পরাজিত। এই কথা মনে হইতেই যেন শ্রীকৃষ্ণের পদনখের সৌন্দর্য্য-মাধূর্য্য তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত হইল এবং তাহাতেই তিনি পদনখ-সৌন্দর্য্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণের বদন-শোভাদির মাধুর্য্যের কথা আর কি বলিব, তাঁহার পদ-নখের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের উপমাও জগতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; একটী দৃষ্টান্ত দ্বারাই তাঁহার পদ-নখ-শোভার অপূর্ব্ব মহিমা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হইতে পারে; দ্যূতক্রীড়া-চাতুর্য্যে, নর্ম্ম-পরিহাসে, জলকেলি-কৌশলে, কি সুরত-রঙ্গ-বৈদগ্ধীতে যাঁহার নিকট সকলেই পরাজিত—সৌন্দর্য্যাদিতে গৌরী প্রভৃতি, পাতিব্রত্যাদিতে অরুন্ধতী-আদি এবং সৌভাগ্যাদিতে অপরাপর ব্রজকিশোরীরাও—এমন কি সত্যভামাদি মহিষীবৃন্দও যাঁহার নিকটে পরাজিত—যিনি লক্ষ্মী-আদিরও অংশিনী—সেই জয়শ্রী শ্রীরাধাও, তাঁহার স্বাভাবিকী লজ্জাবশতঃ অবনতমুখে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যখন তাঁহার পদ-নখের অগ্রভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন পদ-নখ-শোভা দেখিয়া তিনি এতই মুগ্ধ হয়েন যে, ভাব-বিশেষের উদয়ে গাঢ়-অনুরাগবশতঃ লজ্জা-ধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদি বিসর্জ্জন দিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণে সম্যক্‌রূপে আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকেন। এইরূপ আত্ম-সমর্পণে তিনি যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পায়েন, তাহার তুলনা কেবল ঐ আনন্দই—ইহার আর অন্য তুলনা নাই।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। | শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ—মহান্তস্বরূপে ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এতাদৃশ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীবিল্বমঙ্গল-ঠাকুরের শিক্ষাগুরু। শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে তাঁহার শিক্ষাগুরু হইলেন? শ্রীকৃষ্ণই কৃপা করিয়া তাঁহার চিত্তে এরূপ উপায় সকলের স্ফূর্ত্তি করাইয়াছেন, যাহা অবলম্বন করিলে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি অনুভবের যোগ্যতা লাভ করা যায়; আবার শ্রীকৃষ্ণই কৃপা করিয়া তাঁহার চিত্তে স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির স্ফূর্ত্তি করাইয়া অনুভব করাইয়াছেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণই অনুভব-বিষয়ে তাঁহার শিক্ষাগুরু হইলেন।

এই শ্লোকটী শ্রীবিল্বমঙ্গল-রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রথম মঙ্গলাচরণ-শ্লোক। এই শ্লোকে তিনি তাঁহার দীক্ষাগুরু শ্রীলসোমগিরির এবং শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণের জয়কীর্ত্তন (বা বন্দনা) করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন—এই মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে শ্রীবিল্বমঙ্গল-ঠাকুর স্বীয় বর্ত্মগুরু, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর বন্দনা করিয়াছেন। এই মতে শ্লোকস্থ চিন্তামণি-শব্দের অর্থ হইবে, চিন্তামণি-নাম্নী এক বেশ্যা—ইনিই শ্রীবিল্বমঙ্গলের বর্ত্মগুরু (পরমার্থের পথ-প্রদর্শক); কারণ, ইঁহার শ্লেষপূর্ণ বাক্যেই বিল্বমঙ্গলের মোহ ঘুচিয়া গিয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তিনি ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন।

২৯। অন্তর্য্যামিরূপ শিক্ষাগুরুর কথা বলিয়া এক্ষণে ভক্ত-শ্রেষ্ঠরূপ শিক্ষাগুরুর কথা বলা হইতেছে। অন্তর্য্যামী পরমাত্মা থাকেন জীবের হৃদয়ে; তিনি জীবের হৃদয়ে কোনও বিষয় অনুভব করাইতে চেষ্টা করেন মাত্র; মায়াবদ্ধজীব তাঁহার চেষ্টা বা ইঙ্গিত সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না। বিশেষতঃ যদ্দ্বারা চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইতে পারে, অন্তর্য্যামীর নিকট সেই হরিকথাও শুনা যায় না; কারণ, জীব তাঁহাকে দেখে না, জীবের সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়া তিনি কোনও কথাও বলেন না। তাই ভক্তশ্রেষ্ঠরূপ শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন; ভক্তশ্রেষ্ঠরূপ শিক্ষাগুরু হরি-কথাদি শুনাইয়া জীবের চিত্তের মলিনতা, সংসারাসক্তি প্রভৃতি দূরীভূত করার চেষ্টা করেন এবং জীবকে উপদেশাদি দিয়া ভজনে উন্মুখ করেন। এই পয়ারে বলা হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণই মহান্ত (ভক্ত-শ্রেষ্ঠ)-স্বরূপে জীবের শিক্ষাগুরু হয়েন; এই বাক্যের অর্থ পরবর্ত্তী পয়ার হইতে পরিস্ফুট হইবে।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি—জীব সাক্ষাৎ করিতে পারে না, জীব দর্শন করিতে পারে না। **তাতে**—তজ্জন্য, দর্শন করিতে পারে না বলিয়া।

গুরু চৈত্ত্যরূপে—অন্তর্য্যামিরূপে গুরু। **চৈত্ত্য**—চিত্তাধিষ্ঠাতা পরমাত্মা। চৈত্ত্য—চিত্ত + ষ্ণ্য।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি ইত্যাদি—অন্তর্য্যামিরূপ শিক্ষাগুরুকে জীব নিজের সাক্ষাতে দেখিতে পায় না বলিয়া, সুতরাং তাঁহার কথাদি শুনিতে পায় না বলিয়া।

মহান্ত-স্বরূপে—ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে। মহান্ত বা ভক্তশ্রেষ্ঠ শব্দের অর্থ ২৮শ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। মহান্তের লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ দেওয়া আছে :—

মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে।
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥৫।৫।২-৩॥

“সকল জীবের প্রতি যাঁহাদের সমান দৃষ্টি আছে, যাঁহাদের চিত্তে কুটিলতা নাই, যাঁহারা প্রশান্ত অর্থাৎ শ্রীভগবানে যাঁহাদের বুদ্ধি নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহারা সকলের সুহৃদ্, যাঁহারা ক্রোধশূন্য, যাঁহারা সাধু অর্থাৎ সদাচার-পরায়ণ, আর শ্রীভগবানে প্রীতিকেই যাঁহারা পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত অন্য বস্তুকে যাঁহারা পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন না, দেহরক্ষা এবং দেহের তৃপ্তি-সাধনের নিমিত্তই যাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে—দেহের তৃপ্তিজনক বস্তু-বিষয়েই যাহারা আলোচনা করে (ধর্ম্মালোচনা করে না)—এইরূপ বিষয়াসক্ত ব্যক্তি-সকলের প্রতি যাঁহাদের প্রীতি

তথাহি (ভাঃ ১১।২৬।২৬)—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ২৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মনোব্যাসঙ্গং ভক্তিপ্রতিবন্ধিকাং বাসনাং উক্তিভি র্ভক্তিমহিম-প্রতিপাদকৈর্বচনৈঃ। ভক্তিরত্নাবল্যাম্ ॥ উক্তিভির্হিতোপদেশৈরিতি তীর্থদেবাদিসঙ্গাদপি সৎসঙ্গঃ শ্রেয়ান্ ইতি দর্শয়তি ॥ শ্রীধরস্বামী ॥ অসৎসঙ্গত্যাগেঽপি ন কিঞ্চিৎ স্যাৎ, কিন্তু সৎসঙ্গেনৈবেত্যাহ তত ইতি ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥২৮॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাই, স্ত্রী-পুত্র-ধনাদিযুক্ত গৃহেও যাঁহাদের প্রীতি নাই, এবং যে পরিমাণ ধনাদি পাইলে কোনও রকমে জীবন ধারণ করিয়া ভগবৎপ্রীতিমূলক-ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়, তদধিক ধনাদিতে যাঁহারা স্পৃহাশূন্য, তাঁহারাই মহৎ।"

শিক্ষাগুরু হয় ইত্যাদি—মহান্তরূপে শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষাগুরু হইয়া থাকেন। মহান্তের রূপ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণই যে ভক্তকে শিক্ষা দেন, তাহা নহে; মহান্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মহান্তদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তজীবকে শিক্ষা দেন (পরবর্ত্তী পয়ার দ্রষ্টব্য)।

মহান্তরূপ শিক্ষাগুরুর প্রয়োজনীয়তা, নিম্নে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক দুইটী হইতে-এইরূপ বলিয়া মনে হয়—মায়াবদ্ধ জীবের মন নানাবিধ দুর্ব্বাসনায় পরিপূর্ণ; মায়িক সুখভোগেই জীব মত্ত, তাই কৃষ্ণোন্মুখতা ঘটিয়া উঠে না। ভক্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্রাদির প্রমাণ দেখাইয়া মহান্তগণ সংসার-সুখের অকিঞ্চিৎকরতা এবং ভগবৎসেবা-সুখের পরমলোভনীয়তা দেখাইতে পারেন; আবার ভগবৎ-লীলা-কথাদি শুনাইয়া জীবকে এতই আনন্দিত করেন যে, তাহার হৃদয়ের দুর্ব্বাসনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে; জীব তখন মনে করে, যাঁহার লীলা কথাই এত মধুর, তাঁহার লীলা না জানি কতই মধুর; আর সেই লীলায় সাক্ষাদ্ভাবে যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহাদের অনুভূত আনন্দই বা কি অপূর্ব্ব। এইরূপে মায়ামুগ্ধ জীব ক্রমশঃ ভক্তি-পথে উন্মুখ হইতে পারে। মহাপুরুষদের শক্তিতে এবং লীলা-কথার মাহাত্ম্যে জীবের দুর্ব্বাসনা দূরীভূত হয়, জীব ক্রমশঃ ভক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

শ্লো। ২৮। অন্বয়। ততঃ (সেইহেতু) বুদ্ধিমান্ (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি) দুঃসঙ্গং (অসৎসঙ্গ) উৎসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) সৎসু (সদ্ব্যক্তিগণে) সজ্জেত (আসক্ত হইবে)। সন্তঃ (সদ্ব্যক্তিগণ) এব (ই) অস্য (ইহার) মনোব্যাসঙ্গং (মনের বিশেষ আসক্তি) উক্তিভিঃ (উপদেশ-বাক্য দ্বারা) ছিন্দন্তি (ছেদন করেন)।

অনুবাদ। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিবেন। সদ্ব্যক্তিগণই উপদেশ-বাক্যদ্বারা ঐ ব্যক্তির মনের বিশেষ আসক্তি (সংসারাসক্তি) ছেদন করিয়া থাকেন। ২৮

ততঃ—অতএব, সেই হেতু। অসৎসঙ্গ লোকের মনকে ভগবান্ হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত করে বলিয়া অসৎসঙ্গ ত্যাগ করাই বুদ্ধিমান্ লোকের কর্ত্তব্য। কিন্তু অসৎসঙ্গ কি? শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।" শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন "তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ। স্ত্রী ও স্ত্রৈণের সহিত ইন্দ্রিয়দ্বারা সঙ্গ করিবেনা (অর্থাৎ তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিবে না, তাহাদের কথা শুনিবেনা ইত্যাদি)। ১১।২৬।২৪॥" মূলশ্লোকে দুঃসঙ্গ-শব্দ আছে; "দুঃসঙ্গ" শব্দের অর্থ শ্রীমন্ মহাপ্রভুই বলিয়া গিয়াছেন—"দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্ম-বঞ্চনা। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ভক্তি বিনা অন্য কামনা॥ ২।২৪।৭০।" কৃষ্ণ-কামনা ও কৃষ্ণ-ভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্য যে কোনও কামনার সঙ্গই দুঃসঙ্গ। দুঃসঙ্গের প্রভাবে ভগবদ্ বিষয় হইতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে; তাই দুঃসঙ্গ-ত্যাগের বিধি; কিন্তু কেবল দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিলেই চিত্ত ভগবদুন্মুখী হইবে না; সঙ্গে সঙ্গে সৎসঙ্গও করিতে হইবে; "অসৎসঙ্গত্যাগেঽপি ন কিঞ্চিৎ স্যাৎ কিন্তু সৎসঙ্গেনৈব। ক্রমসন্দর্ভঃ।" বাস্তবিক সৎসঙ্গ না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ হইতেও পারে না; অসৎ লোক বা অসদ্ বস্তু হইতে নিজের দেহটাকে কিছুকালের জন্য দূরে সরাইয়া রাখা যায় বটে, কিন্তু মনকে দূরে রাখা শক্ত

তথাহি (ভাঃ ৩।২৫।২৪)—
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ২৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সৎসঙ্গস্য ভক্ত্যঙ্গত্বমুপপাদয়তি সতামিতি। বীর্য্যস্য সম্যগ্বেদনং যাসু তা বীর্য্যসম্বিদঃ। হৃৎকর্ণয়োঃ রসায়নাঃ সুখদা স্তাসাং জোষণাৎ সেবনাৎ অপবর্গোঽবিদ্যানিবৃত্তিবর্ত্ম যস্মিন্, তস্মিন্ হরৌ প্রথমং শ্রদ্ধা ততো রতিঃ ততো ভক্তিঃ, অনুক্রমিষ্যতি ক্রমেণ ভবিষ্যতি ॥ শ্রীধরস্বামী ॥২৯॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্যাপার ; মন ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই অসদ্বস্তুর দিকেই ছুটিয়া যাইবে ; কারণ, অসৎ-প্রাকৃত বস্তুর সহিত অনাদিকাল হইতে সম্বন্ধবশতঃ প্রাকৃত ভোগ্য বস্তুর সহিতই যেন মনের একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। প্রাকৃত ভোগ্য বস্তুতে মনের যে আসক্তি, তাহা জীবের অনাদি-কর্ম্ম-বশতঃ মায়াশক্তি হইতে জাত ; এই মায়াশক্তি হইল ঈশ্বরের শক্তি ; তাহার প্রভাব হইতে মুক্তি পাওয়ার শক্তি জীবের নাই ; ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে, তিনিই কৃপা করিয়া জীবের মায়াবন্ধন খুলিয়া দেন। “দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীতা—৭।১৪।” ভগবৎকৃপা ব্যতীত জীব মায়ার হাত হইতে, সুতরাং মায়াজাত দুঃসঙ্গের প্রবৃত্তি হইতে, নিষ্কৃতি পাইতে পারে না ; ভগবৎকৃপা আবার ভক্তকৃপা-সাপেক্ষ ; তাই, বাহিরে দুঃসঙ্গ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তসঙ্গও একান্ত আবশ্যক ; নচেৎ দুর্ব্বাসনারূপ দুঃসঙ্গ অন্তরে থাকিয়াই যাইবে। এজন্যই বলা হইয়াছে, দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিবে। সৎ-সঙ্গ কি? **সৎ** কাকে বলে? শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, “যাঁহারা অনপেক্ষ অর্থাৎ যাঁহারা কর্ম্ম-জ্ঞানাদির, কি দেব-মনুষ্যাদির কোনও অপেক্ষাই রাখেন না, যাঁহারা আমাতে (শ্রীভগবানে) চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন, যাঁহারা ক্রোধশূন্য, যাঁহারা সর্ব্বজীবে সমদর্শী, দেহ-দৈহিক বস্তুতে যাঁহারা মমতাশূন্য, যাঁহারা নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব (মান-অপমানাদিতে তুল্যবুদ্ধি), এবং যাঁহারা নিষ্পরিগ্রহ অর্থাৎ পুত্র-কলত্রাদিতে আসক্তিশূন্য, তাঁহারাই **সৎ** বা সাধু।” “সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ। নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ ১১।২৬।২৭।” ২৯ পয়ারের টীকায় মহান্তের লক্ষণও দ্রষ্টব্য ; মহান্ত ও সাধু একই।

মনোব্যাসঙ্গ—মনের ব্যাসঙ্গ বা বিশেষ আসক্তি ; বি (বিশেষ) + আসঙ্গ (আসক্তি) = ব্যাসঙ্গ—মায়িক বস্তুতে আসক্তি ; ভক্তিবিরুদ্ধ আসক্তি ; কৃষ্ণকামনা ও কৃষ্ণ-ভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্য কামনা। জীবের এই আসক্তি একমাত্র সাধু ব্যক্তিরাই দূর করিতে পারেন—উপদেশাদি দ্বারা এবং ভগবৎপ্রসঙ্গাদি দ্বারা (উক্তিভিঃ)—সর্ব্বোপরি তাঁহাদের কৃপাশক্তি দ্বারা। শ্লোকের “সন্ত এব” বাক্যের “এব—ই” শব্দে সূচিত হইতেছে যে, সাধুগণ ব্যতীত আর কেহই মায়াবদ্ধ জীবের সংসার-আসক্তি দূর করিতে পারেন না। তাই এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—“তীর্থদেবাদিসঙ্গাদপি সৎসঙ্গঃ শ্রেয়ানিতি দর্শয়তি—তীর্থসেবা, কি দেবাদি-সেবা হইতেও সৎসঙ্গ যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই দেখান হইল॥” শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—“সুকৃত-তীর্থ-দেব-শাস্ত্রজ্ঞানাদীনাং ন তাদৃশং সামর্থ্যমিতি জ্ঞাপিতম্—পুণ্যকর্ম্ম, তীর্থসেবা, দেবসেবা, কি শাস্ত্রজ্ঞানাদিরও এইরূপ (সৎসঙ্গের বিষয়াসক্তি-দূরীকরণযোগ্য সামর্থ্যের ন্যায়) সামর্থ্য নাই, ইহাই জানান হইল।” “মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না হয় ক্ষয় ॥ ২।২২।৩২ ॥” **বুদ্ধিমান্** শব্দের ধ্বনি এই যে, যাঁহারা দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করেন, তাঁহারাই বুদ্ধিমান্ ; আর যাঁহারা তাহা করেন না, তাহারা বুদ্ধিহীন।

যদ্দ্বারা বিষয়াসক্তি দূরীভূত হইতে পারে, এইরূপ হিতোপদেশাদি মহান্তদিগের নিকটে পাওয়া যায় বলিয়াই তাঁহারা শিক্ষাগুরু—ইহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যেই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৯। অন্বয়। সতাং (সাধুদিগের) প্রসঙ্গাৎ (প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে) হৃৎকর্ণ-রসায়নাঃ (হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তিজনক) মম (আমার) বীর্য্যসংবিদঃ (মহিমা-জ্ঞান-পূর্ণ) কথাঃ (কথা) ভবন্তি (হইয়া থাকে)। তজ্জোষণাৎ

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(সেই কথার আস্বাদন হইতে) অপবর্গ-বর্ত্মনি (অপবর্গের বর্ত্মস্বরূপ ভগবানে) আশু (শীঘ্র) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) রতিঃ (প্রেমাঙ্কুর) ভক্তিঃ (প্রেমভক্তি) অনুক্রমিষ্যতি (ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়)।

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—"সাধুদিগের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ হইলে আমার বীর্য্যপ্রকাশক কথা উপস্থিত হয়; সেই কথা হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তিদায়ক; প্রীতিপূর্ব্বক ঐ কথা আস্বাদন করিলে, অপবর্গের বর্ত্মস্বরূপ-আমাতে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে।" ২৯ ॥

সাধুসঙ্গ হইতেই যে প্রেমভক্তি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে, তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইয়াছে।

প্রসঙ্গ—প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ; সাধারণ সঙ্গ অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সঙ্গ; সাধারণ সঙ্গে, নিকটে যাওয়া আসা, নিকটে উপবেশন, সাধুদিগের আচরণ দেখা, সাধারণ উপদেশ শ্রবণ; ইত্যাদি হয়। প্রকৃষ্ট সঙ্গে, সাধুর সেবা-পরিচর্য্যাদি দ্বারা তাঁহার প্রীতিসম্পাদন করা হয়; তাহাতে অনুগত জিজ্ঞাসুর প্রতি সাধু ব্যক্তির হৃদয়ের একটু সহানুভূতি ও কৃপা জন্মে; তাহাতেই হৃৎকর্ণ-রসায়ন হরিকথা উত্থাপিত হয়। এই হরিকথা **হৃৎকর্ণ-রসায়ন** বলিয়া প্রীতি ও তৃপ্তির সহিত শুনা যায়, পুনঃ পুনঃ শুনিতেও ইচ্ছা হয়। এই হরিকথা আবার শ্রীহরির **বীর্য্যসম্বিৎ**—এই সমস্ত কথা হইতে শ্রীহরির বীর্য্য বা মহিমা সম্যকরূপে জানা যায়; সুতরাং এই সমস্ত কথা শুনিলে শ্রীহরির কারুণ্য ও পতিতোদ্ধরণাদি গুণে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, ক্রমশঃ শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের উদয় হয়। সাধুদিগের উপদেশে ও আদর্শে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে, কিম্বা শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত ঐ হরিকথা শুনিতে শুনিতেই ক্রমশঃ অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং ভক্তি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতে হইতে প্রেমাঙ্কুর বা রতি এবং তাহার পর সম্যক্ অনর্থ-নিবৃত্তিতে প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে।

অপবর্গ-বর্ত্মনি—শ্রীভগবানে। শ্রীভগবানকে অপবর্গ-বর্ত্ম বলার তাৎপর্য্য এই। অপবর্গ—মোক্ষ। বর্ত্ম—রাস্তা। অপবর্গ বর্ত্মে (পথে) যাঁহার, তিনি অপবর্গ-বর্ত্ম; যাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া যাওয়ার সময়ে (ভক্তির প্রভাবে), মোক্ষাদির সঙ্গে পথেই দেখা হয়, তিনিই অপবর্গ-বর্ত্ম। তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা শুদ্ধাভক্তির সহিত শ্রীভগবানের আরাধনা করেন, তাঁহারা মোক্ষ-কামনা করেন না; তাঁহাদের একমাত্র কাম্য বস্তু—প্রেমের সহিত শ্রীভগবানের সেবা। ভগবান্ তাঁহাদিগকে মোক্ষ দিতে চাহিলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না; "দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। শ্রীভা ৩.২৯.১৩ ॥" প্রেমভক্তি পাওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহারা মোক্ষ পাইতে পারেন; "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া ॥ ১।৮।১৬ ॥" এজন্যই বলা হইয়াছে, ভক্তির কৃপায় শ্রীভগবচ্চরণের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথেই অপবর্গ বা মোক্ষ থাকে, তাই শ্রীভগবানের নাম অপবর্গ-বর্ত্ম।

ভগবৎপ্রেম অতি দুর্লভ; ভগবান্ সহজে ইহা কাহাকেও দেন না; ভুক্তি কিম্বা মুক্তি দিয়া বিদায় করিতে পারিলে আর প্রেম দেন না। এমন দুর্লভ প্রেমও, সাধু ব্যক্তির মুখে শ্রীহরিকথা-শ্রবণে শীঘ্র (আশু) লাভ হইতে পারে—ইহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

সাধু ব্যক্তিগণ হৃৎকর্ণরসায়ন হরিকথা শুনাইয়া জীবকে ভক্তিপথে অগ্রসর করাইয়া দেন, সুতরাং তাঁহারা জীবের শিক্ষাগুরু—ইহাই এই শ্লোকে দেখান হইল।

৩০। পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণই মহান্ত-স্বরূপে জীবের শিক্ষাগুরু হয়েন; অর্থাৎ মহান্তরূপ শিক্ষাগুরুও শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ; এই বাক্যের তাৎপর্য্য কি, তাহাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে।

এই পয়ারের অন্বয় এইরূপ :—ভক্ত ঈশ্বর-স্বরূপ; (যেহেতু, ভক্ত) তাঁর (ঈশ্বরের) অধিষ্ঠান; (কেননা) ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।

ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই বিশ্রাম-সুখ ভোগ করেন, তিনি সর্ব্বদাই ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করেন; সুতরাং ভক্ত-হৃদয় হইল শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান বা বসতিস্থল। ভক্তের হৃদয় যেন শ্রীকৃষ্ণের সিংহাসন, আর ভক্তের দেহ তাঁহার শ্রীমন্দির। শ্রীমন্দিরও যেমন শ্রীমন্দিরস্থ ইষ্টদেব-তুল্যই ভক্তদের নিকটে পূজনীয়, তদ্রূপ ভক্তও কৃষ্ণতুল্য পূজনীয়;

তথাহি (ভাঃ ৯।৪।৬৮)—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৩০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সাধবো মহ্যং মম হৃদয়ং প্রাণতুল্যপ্রিয়া ইত্যর্থঃ। সাধূনামপি অহং হৃদয়ম্। তে সাধবঃ মত্তো অন্যৎ ন জানন্তি তত্ত্বতয়া নানুভবন্তি। অহমপি তেভ্যো অন্যৎ ন জানামি। অতঃ সাধূনাং অনুগ্রহং বিনা অহং দুর্লভ ইতি ভাবঃ। বীররাঘবাচার্য্যঃ ॥ ৩০ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কারণ, ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান। এই অর্থেই ভক্তকে ঈশ্বর-স্বরূপ (বা ঈশ্বর তুল্য) বলা হইয়াছে। স্বরূপতঃ, ভক্ত-তত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব অভিন্ন নহে; ভক্ত হইলেন শ্রীকৃষ্ণের দাস।

ভক্তের হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামাগার তুল্য। লোক বিশ্রামাগারে যায়, বন্ধু-বান্ধবদিগকে লইয়া আমোদ-প্রমোদ করার উদ্দেশ্যে। যাহাতে চিত্তে কোনও রূপ উদ্বেগ জন্মিতে পারে, এমন কোনও কাজই বিশ্রামাগারে কেহ করে না; বিশ্রামাগারে কেবল আমোদ, আর আমোদ। ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণও সর্ব্বদা ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করেন—কেবল আনন্দ-উপভোগ এবং আনন্দদান করার নিমিত্ত। তিনি ভক্তের প্রেম-রস আস্বাদন করিয়া নিজে আনন্দ উপভোগ করেন, আর স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করাইয়া ভক্তকেও আনন্দ দান করেন। এই আনন্দের আদান-প্রদান-কার্য্যে আনন্দ-স্বরূপ ভগবান্ এতই নিবিষ্ট হইয়া পড়েন যে, ভক্তেরা যেমন তাঁহাকে ব্যতীত অপর কিছুই জানেন না, তিনিও ভক্তব্যতীত অপর কিছুই যেন জানেন না; তাই তিনি কখনও ভক্তহৃদয় ত্যাগ করিতে চাহেন না। এ সমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে—"ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।" ভক্তের হৃদয়ে তিনি সর্ব্বদাই আনন্দই উপভোগ করেন, কোনও সময়েই কোনরূপ উদ্বেগাদির ছায়াও সেস্থানে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কারণ, ভক্ত নিজের কোনওরূপ দুঃখ-দৈন্যের কথাই ভগবানকে জানান না।

অন্তর্য্যামিরূপে জীবমাত্রের হৃদয়েই শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত; কিন্তু তাহা কেবল নির্লিপ্ত সাক্ষিরূপে। অন্তর্য্যামী, জীবের হৃদয়ে কোনওরূপ আনন্দ উপভোগ করেন না, জীবও তাঁহাকে আনন্দ উপভোগ করাইতে চাহেনা। সুতরাং ভক্ত-হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ পায়েন, জীবহৃদয়ে অন্তর্য্যামী তাহা পায়েন না। বিচারালয়ে বিচার-কার্য্যে রত বিচারকের কার্য্য অনেকটা অন্তর্য্যামীর কার্য্যের অনুরূপ; বিচার-প্রার্থীদের স্বার্থে বিচারক যেমন নির্লিপ্ত, জীবের কার্য্যেও অন্তর্য্যামী তেমন নির্লিপ্ত। আর, প্রীতিভাজন আত্মীয়স্বজনের মধ্যে, নিজগৃহে বিচারক যখন প্রীতিময় ব্যবহারের আদান-প্রদান করেন, কোনও বিচার-কার্য্য করেন না, এমন কি, তিনি যে একজন বিচারক, আত্মীয়-স্বজনদের প্রীতির আধিক্যে তাহাও তিনি ভুলিয়া যায়েন—তখন তাঁহার অবস্থা অনেকটা ভক্তহৃদয়স্থ ভগবানের অনুরূপ।

আবার অন্তর্য্যামিরূপে শ্রীকৃষ্ণ জীবের শিক্ষাগুরু (১।১।২৮)। জীবকে শিক্ষা দেওয়া, হিতোপদেশ দেওয়া তাহার কাজ। জীব যখন অন্যায়কর্ম্ম বা অসচ্চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তিনি তখন তাহাকে সদুপদেশ দেন; কিন্তু অভক্ত বহির্ম্মুখ জীব তাহা গ্রাহ্য করেনা; তিনিও হিতোপদেশ দিতে, তাহাকে সতর্ক করিতে, বিরত হননা; এইরূপে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হিতোপদেশ দিতে দিতে তিনি যেন শ্রান্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের এ জাতীয় শ্রান্তির সম্ভাবনাই থাকেনা; সেখানে তাঁহার সতত বিশ্রাম।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩০। অন্বয়। সাধবঃ (সাধুগণ) মহ্যং (আমার) হৃদয়ং (হৃদয়); অহংতু (আমিও) সাধূনাং (সাধুদিগের) হৃদয়ং (হৃদয়)। তে (তাঁহারা) মদন্যং (আমাব্যতীত অন্য) ন জানন্তি (জানেন না), অহং (আমি) অপি (ও) তেভ্যঃ (তাঁহাদিগকে ভিন্ন) মনাক্ (বিন্দু) ন জানে (জানি না)।

তত্রৈব (১।১৩।১০)—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো ।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ৩১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভবতাঞ্চ তীর্থাটনং ন স্বার্থং, কিন্তু তীর্থানুগ্রহার্থমিত্যাহ ভবদ্বিধা ইতি। মলিনজনসম্পর্কেণ তীর্থানি অতীর্থানি সন্তি। সন্তঃ পুনস্তীর্থীকুর্ব্বন্তি, স্বান্তং মনঃ তত্রস্থেন স্বস্যান্তঃস্থিতেন বা ॥ শ্রীধরস্বামী ॥ তীর্থেষু ভক্তিমতাং ভবতাং তীর্থাটনঞ্চ তীর্থানামেব মঙ্গলায় সম্পদ্যতে ইত্যাহ ভবদ্বিধা ইতি ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ভবতাঞ্চ তীর্থাটনং তীর্থানামেব ভাগ্যেনেত্যাহ ভবদ্বিধা ইতি তীর্থীকুর্ব্বন্তি, ইতি মহাতীর্থীকুর্ব্বন্তি, পাবনং পাবনানামিতিবৎ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥৩১॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, “সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমাকে ব্যতীত অন্য কিছু জানেন না, আমিও তাঁহাদিগকে ব্যতীত অন্য কিছু বিন্দুমাত্রও জানি না।”

এই শ্লোকে, ভক্ত ও ভগবান্ এতদুভয়ের পরস্পরের হৃদয়ের তাদাত্ম্যের কথা বলা হইয়াছে। ভক্তগণ সর্ব্বদাই ভগবান্‌কে হৃদয়ে চিন্তা করেন, ভগবান্ ভিন্ন তাঁহারা আর কিছুকে সারবস্তু বলিয়া জানেনও না; সুতরাং ভগবান্ সর্ব্বদাই ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করেন; আধার ও আধেয়ে অভেদ মনে করিয়া, অথবা ভগবানের সঙ্গে ভক্তহৃদয়ের তাদাত্ম্য মনে করিয়াই ভগবানকে সাধুদিগের হৃদয় বলা হইয়াছে। তদ্রূপ, ভগবানও ভক্ত ভিন্ন অন্য কিছুকেই তাঁহার আনন্দের সার নিদানীভূত বলিয়া জানেন না; তিনিও সর্ব্বদাই ভক্তকেই হৃদয়ে চিন্তা করেন; তাই ভক্তও সর্ব্বদা ভগবানের হৃদয়ে বিরাজিত; এজন্য ভক্তকেও ভগবানের হৃদয় বলা হইয়াছে।

ভক্তের হৃদয়ে যে ভগবানের সতত অধিষ্ঠান, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোকে ইহাও ধ্বনিত হইল যে, ভক্তের কৃপা ব্যতীত ভগবৎপ্রাপ্তিও অসম্ভব।

শ্লো। ৩১। অন্বয়। প্রভো (হে প্রভো)! ভবদ্‌বিধাঃ (আপনার ন্যায়) ভাগবতাঃ (ভগবদ্‌ভক্তগণ) স্বয়ং (নিজেরাই) তীর্থীভূতাঃ (তীর্থস্বরূপ)। স্বান্তঃস্থেন (স্বহৃদয়স্থিত) গদাভৃতা (গদাধরের দ্বারা) তীর্থানি (তীর্থ-সমূহকে) তীর্থীকুর্ব্বন্তি (তীর্থ করেন)।

অনুবাদ। যুধিষ্ঠির বিদুরকে বলিলেন—হে প্রভো! আপনার ন্যায় ভগবদ্‌ভক্ত-সকল নিজেরাই তীর্থস্বরূপ। স্বহৃদয়স্থিত গদাধর ভগবানের প্রভাবে তাঁহারা তীর্থস্থানগুলিকে তীর্থরূপে পরিণত করেন। ৩১

বিদুর যখন তীর্থভ্রমণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির বিদুরকে এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। শ্লোকটীর মর্ম্ম এইরূপ:—তীর্থস্থান সকল জীবের পবিত্রতা সাধন করে; নিজকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যেই সাধারণতঃ লোক তীর্থযাত্রা করে। কিন্তু বিদুরের মত পরমভাগবত যাঁহারা, নিজেদিগকে পবিত্র করিবার উদ্দেশ্যে, তাঁহাদের তীর্থযাত্রার প্রয়োজন হয় না; কারণ, তাঁহাদের মধ্যে কোনওরূপ অপবিত্রতাই নাই! সমস্ত পবিত্রতার নিদান যিনি, যাঁহার স্মরণমাত্রেই জীব ভিতরে ও বাহিরে পবিত্র হইয়া যায়, সেই গদাধর শ্রীভগবান্ ঐ সকল পরমভাগবতদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদাই বিরাজিত; সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অপবিত্রতার আভাস মাত্রও থাকিতে পারে না। তথাপি যে তাঁহারা তীর্থযাত্রা করেন, তাহাতে তাঁহাদের নিজের লাভ কিছু নাই, লাভ কেবল তীর্থস্থানগুলির। স্বতঃ তেজোময় অগ্নিতে ঘৃত সংযোগ করিলে তাহার দীপ্তি যেমন আরও বর্দ্ধিত হয়; তদ্রূপ স্বতঃপবিত্র তীর্থস্থান সমূহ, পরমভাগবতগণের আগমনে তাঁহাদের হৃদয়স্থিত গদাধর ভগবানের সংসর্গে অধিকতর পবিত্রতা ধারণ করে, মহাতীর্থরূপে পরিণত হয় (মহাতীর্থীকুর্ব্বন্তি, পাবনং পাবনানামিতিবৎ—শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ)। অথবা, কেহ কেহ বলেন, মলিনচিত্ত তীর্থযাত্রীদের সংস্পর্শে তীর্থস্থানগুলিও অপবিত্র হইয়া যেন অতীর্থরূপেই পরিণত হয়;

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার— | পারিষদগণ এক, সাধকগণ আর ॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরমভাগবতদিগের আগমনে এই সকল অতীর্থীভূত তীর্থস্থান-সকল পবিত্রতাধারণ করিয়া আবার তীর্থরূপে পরিণত হয় (শ্রীধর স্বামী)। সুতরাং পরমভাগবতদিগের তীর্থপর্য্যটন, কেবল তীর্থের মঙ্গলের নিমিত্তই হইয়া থাকে।

গদাধর শ্রীভগবান যে ভক্তের হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থিত, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩১। যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সতত বিশ্রাম, এইরূপ ভক্ত কত রকম আছেন, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। এইরূপ ভক্ত দুই রকম—ভগবৎপার্ষদ, আর সাধকভক্ত।

সেই ভক্তগণ—যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা বিশ্রামসুখ অনুভব করেন, সেই ভক্তগণ।

দ্বিবিধ প্রকার—দুই রকমের।

পারিষদগণ—পার্ষদগণ ; যাঁহারা ভগবানের পরিকর-রূপে সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, তাঁহাদিগকে পার্ষদ-ভক্ত বলে। পার্ষদ-ভক্ত আবার দুই রকমের হইতে পারেন—নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, আর সাধন-সিদ্ধ পার্ষদ। যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই শ্রীভগবানের পরিকররূপে তাঁহার লীলার সহায়তা করিতেছেন, যাঁহাদিগকে কখনও মায়ার কবলে পতিত হইয়া সংসারে আসিতে হয় নাই, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। নিত্যসিদ্ধ পার্ষদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীভগবানের স্বাংশ বা স্বরূপের অংশ, যেমন সঙ্কর্ষণাদি ; কেহ কেহ শ্রীভগবানের শক্তির বিলাস, যেমন ব্রজসুন্দরীগণ ; নিত্যসিদ্ধ জীবও থাকিতে পারেন। "সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার। এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্য সংসার ॥ নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণ-চরণে উন্মুখ। কৃষ্ণ-পারিষদ নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ ॥২।২২।৮-৯॥" আর, যাঁহারা কিছুকাল মায়ামুগ্ধ অবস্থায় সংসার ভোগ করিয়া, পরে ভজন-প্রভাবে ভগবৎকৃপায় ভজনে সিদ্ধি লাভ করিয়া ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাধন-সিদ্ধ পার্ষদ বলে।

সাধকগণ—সাধকভক্তগণ ; যাঁহারা এই সংসারে থাকিয়া যথাবস্থিত-দেহে সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহাদের সকলকেই সাধক বলা যাইতে পারে বটে ; কিন্তু ভক্তি-শাস্ত্রে কোনও এক বিশেষ অবস্থায় উন্নীত সাধকগণকেই সাধকভক্ত বলা হয়। ভক্তিসাধনে প্রেমবিকাশের ক্রম এইরূপ :—প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তারপর ভজনক্রিয়া, তারপর ভজন-প্রভাবে অনর্থ-নিবৃত্তি (আংশিক), তারপর ভজনে নিষ্ঠা, তারপর ভজনে রুচি, তারপর ভজনে আসক্তি, তারপর কৃষ্ণে রতি বা প্রেমাঙ্কুর, তারপর প্রেম। জীবের যথাবস্থিত-দেহে ইহার বেশী আর হয় না। যাহাহউক, প্রেমের পূর্ব্ববর্ত্তী স্তরের নাম রতি ; এই রতি পর্য্যায়ে যাঁহারা উন্নীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জাত-রতি ভক্ত বলে ; জাত-রতি ভক্তদেরও অপরাধোত্থ অনর্থ থাকিবার সম্ভাবনা থাকে। এই জাত-রতি ভক্তদিগকেই সাধকভক্ত বলা হয় ; ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগের ১ম লহরীতে সাধক-ভক্তের লক্ষণ এইরূপ দেওয়া আছে :—

"উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্ নৈর্ব্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৪৪ ।"

"যাঁহারা জাত-রতি ভক্ত, কিন্তু সম্যক্‌রূপে যাঁহাদের বিঘ্ন-নিবৃত্তি হয় নাই এবং যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎকার-বিষয়ে যোগ্য, তাঁহাদিগকে সাধক-ভক্ত বলে।" বিল্বমঙ্গলঠাকুরের ন্যায় ভক্তগণই সাধকভক্ত। "বিল্বমঙ্গলতুল্যা যে সাধকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৪৫ ॥" যে পর্য্যন্ত যথাবস্থিত দেহে সাধক অবস্থিত থাকেন, প্রেমপর্য্যন্ত লাভ হইলেও বোধ হয় সেই পর্য্যন্ত তাঁহাকে সাধক ভক্ত বলা হয় ; কারণ, তখনও তাঁহার সাধনের দেহ বর্ত্তমান এবং তখনও তিনি নিত্য লীলায় সেবার উপযোগী দেহ পায়েন নাই—এরূপই পয়ারের তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়।

ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার—
অংশ অবতার আর গুণ অবতার ॥ ৩২
শক্ত্যাবেশ-অবতার তৃতীয় এমত।
অংশ-অবতার-পুরুষ মৎস্যাদিক যত ॥ ৩৩
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব,—তিন গুণাবতারে গণি।
শক্ত্যাবেশে—সনকাদি পৃথু ব্যাসমুনি ॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করেন—ভক্তের প্রেম। যাঁহার হৃদয়ে প্রেম নাই, তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদনের উপযুক্ত কোনও বস্তুই নাই, সুতরাং তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের "সতত বিশ্রামের" সম্ভাবনাও নাই। জাত-রতি ভক্তদের চিত্তে প্রেমের অঙ্কুরমাত্র জন্মে; সুতরাং তাঁহাদের হৃদয়েও শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদ্য-বস্তুর অঙ্কুর আছে। কিন্তু অজাত-রতি ভক্তদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামের সম্ভাবনাও দেখা যায় না। যে ফুলে মধু জন্মে নাই, সে ফুলে ভ্রমর দেখা যায় না।

যাহাহউক, সাধক-ভক্তগণই জীবের উপদেষ্টা শিক্ষাগুরু হইতে পারেন; জীবের পক্ষে তাঁহাদের দর্শনাদি অসম্ভব নয়। কিন্তু পার্ষদ-ভক্তগণ সাধারণতঃ কাহারও শিক্ষাগুরু হইতে পারেন না; কারণ, তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীভগবানের পরিকর-রূপে ভগবানের সঙ্গে থাকেন বলিয়া লোকের পক্ষে তাঁহাদের দর্শনাদি অসম্ভব। অবশ্য, যখন ভগবান্ প্রকট-লীলা করেন, তখন পরিকরগণও প্রকটিত হইয়া লোক-লোচনের গোচরীভূত হয়েন; তখন মাত্র তাঁহারা জীবের শিক্ষাগুরু বা দীক্ষাগুরুও হইতে পারেন।

এই পয়ার পর্য্যন্ত গুরু-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ শেষ হইল। শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে গুরুরূপেও বিলাস করেন, তাহা দেখাইতে যাইয়া গ্রন্থকার দেখাইলেন যে, একমাত্র অন্তর্য্যামী পরমাত্মরূপ শিক্ষাগুরুই স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ; কারণ, তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ, স্বরূপের অংশ। দীক্ষাগুরু স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত এবং মহান্তরূপ শিক্ষাগুরুও স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত, প্রিয়তা-বশতঃই শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের অভেদ-মনন এবং শ্রীকৃষ্ণবৎ পূজ্যত্ব-বিধানের উদ্দেশ্যেই দীক্ষাগুরুকে কৃষ্ণস্বরূপ বা কৃষ্ণের প্রকাশ-স্বরূপ মনে করার বিধি।

এই পয়ারে শিক্ষাগুরু-প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবে ভক্ত-প্রসঙ্গও বলা হইল। শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে ভক্তরূপে বিলাস করেন, তাহা দেখাইতে যাইয়াই গ্রন্থকার বলিলেন—"পারিষদ্গণ এক, সাধকগণ আর।" পার্ষদ-ভক্তের মধ্যে শ্রীসঙ্কর্ষণাদি যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ বা স্বরূপের অংশ, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-বিশেষ; যাঁহারা তাঁহার স্বরূপ-শক্তির অংশ (যেমন, ব্রজ-সুন্দরীগণ শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ, তাঁহাদিগকেও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলা যায়। আর যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ বা সাধনসিদ্ধ জীব, কিম্বা যাঁহারা সাধক-ভক্ত, তাঁহারা সকলেই স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস; প্রিয়তাবশতঃই অথবা শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের চিত্তের তাদাত্ম্যবশতঃই তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ-স্বরূপ বলা হয়।

৩২-৩৪। এই তিন পয়ারে অবতারের কথা বলা হইয়াছে।

অবতার তিন রকমের—অংশাবতার, গুণাবতার এবং শক্ত্যাবেশ-অবতার। অংশাবতারকে স্বাংশও বলে; ইঁহারা স্বয়ংরূপেরই অংশ, অবশ্য স্বয়ংরূপ বা বিলাস-রূপ অপেক্ষা অল্প শক্তিই ইঁহাদিগে বিকাশ পায়। "তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। ল-ভা-১৭।" কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী এই তিন পুরুষ, আর মৎস্য-কূর্ম্মাদি-অবতার—অংশাবতার।

বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের নিমিত্ত রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের অধিষ্ঠাতারূপে দ্বিতীয়পুরুষ-গর্ভোদশায়ী হইতে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব আবির্ভূত হয়েন; সত্ত্বাদিগুণের অধিষ্ঠাতা বলিয়া ইঁহাদিগকে **গুণাবতার** বলে। ইঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মা রজোগুণের অধিষ্ঠাতা, ইনি ব্যষ্টি-জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা। বিষ্ণু সত্ত্ব-গুণের অধিষ্ঠাতা; ইনিই জগতের পালনকর্ত্তা। আর শিব তমোগুণের অধিষ্ঠাতা; ইনি জগতের সংহার-কর্ত্তা। যে কল্পে যোগ্য জীব পাওয়া যায়, সেই কল্পে যোগ্য জীবে শক্তি সঞ্চার করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা ও শিবের কার্য্য করান, অর্থাৎ সৃষ্টি ও সংহার করান। এইরূপ ব্রহ্মাকে জীব-কোটি ব্রহ্মা এবং শিবকে জীব-কোটি শিব বলে; ইঁহারা আবেশাবতার। দ্বিতীয়পুরুষের অংশ যাঁহারা, তাঁহারা ঈশ্বরকোটি।

দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ—।
একেত প্রকাশ হয় আরে ত বিলাস ॥ ৩৫
একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকারে ত ভেদ নাহি একই স্বরূপ ॥ ৩৬
মহিষীবিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ ॥ ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জ্ঞানশক্ত্যাদির বিভাগ দ্বারা ভগবান্ যে সকল মহত্তম জীবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে **শক্ত্যাবেশ** অবতার বলে।

> "জ্ঞান-শক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
> ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥ ল, ভা, ১৮।"

যাঁহাতে ভগবৎ-শক্তির আবেশ হয়, তিনি গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় হইয়া যায়েন। আবেশ দুই রকম; যে সকল মহত্তম-জীবে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তির আবেশ হয়, তাঁহারা আপনাদিগকে ঈশ্বর-পরতন্ত্র বলিয়া অভিমান করেন; যেমন, নারদ, সনকাদি। আর যে সকল মহত্তম জীবে অপেক্ষাকৃত অধিকতর শক্তির আবেশ হয়, তাঁহারা "আমিই ভগবান্" এইরূপ অভিমান করিয়া থাকেন; যেমন ঋষভদেবাদি।

এই তিন রকম অবতারের মধ্যে অংশাবতারগণ এবং ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা ও শিব এবং বিষ্ণু—ইঁহারা সকলেই ভগবানের স্বরূপের অংশ; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অংশে এই কয়রূপে বিলাস করেন। আর শক্ত্যাবেশ-অবতারে যাঁহাদের মধ্যে শক্তির আবেশ হয়, তাঁহারা স্বরূপতঃ ভক্ত; এই সকল ভক্তের দেহে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ শক্তি-রূপে বিলাস করেন।

পুরুষ মৎস্যাদিক যত—কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী এই তিন পুরুষ এবং মৎস্যকূর্মাদি যত অবতার আছেন, তাঁহারা অংশাবতার। **গুণাবতারে গণি**—গুণাবতাররূপে পরিগণিত। **সনকাদি**—সনৎকুমার, সনক, সনন্দন ও সনাতন। **পৃথু**—পৃথুরাজা। **ব্যাসমুনি**—ব্যাসদেব স্বরূপতঃ প্রাভব-অবতার; মতান্তরে শক্ত্যাবেশ-অবতার বলিয়া এস্থলে তাঁহাকে শক্ত্যাবেশাবতার বলা হইয়াছে। অবতার-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা মধ্য-লীলার ২০শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

৩৫। এক্ষণে প্রকাশের কথা বলিতেছেন। ভগবান দুই রূপে আত্মপ্রকট (প্রকাশ) করেন; তাহার এক রূপের নাম প্রকাশ, অপর রূপের নাম বিলাস। ৩৬।৩৭ পয়ারে প্রকাশের এবং ৩৮।৩৯ পয়ারে বিলাসের লক্ষণ বলা হইয়াছে। "দুই রূপে হয় ভগবানের প্রকাশ" এই বাক্যে প্রকাশ অর্থ—আবির্ভাব, বিকাশ বা প্রাকট্য। এস্থলে পারিভাষিক অর্থে "প্রকাশ"-শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই; কারণ, "প্রকাশ ও বিলাস" নামে এই প্রকাশের যে দুইটী ভেদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে "বিলাসে" পারিভাষিক প্রকাশের লক্ষণ নাই।

৩৬-৩৭। এই দুই পয়ারে প্রকাশের লক্ষণ বলা হইয়াছে। **একই বিগ্রহ**—একই মূর্ত্তি, একটী শরীর। **যদি হয় বহু রূপ**—যদি বহু স্থানে বহু পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়। **আকার**—আকৃতি; রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি (প্রকাশ-প্রসঙ্গে লঘুভাগবতামৃতের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ এইরূপ অর্থই লিখিয়াছেন)। **আকারেত ভেদ নাহি**—বহু স্থানে প্রকটিত মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে যদি আকৃতিতে অর্থাৎ রূপ-গুণ-লীলাদিতে কোনও রূপ পার্থক্য না থাকে। **একই স্বরূপ**—বহু স্থানে প্রকটিত মূর্ত্তি-সমূহ যদি স্বরূপেও অভিন্ন থাকে; একই স্বরূপ যদি বহু স্থানে ঐরূপ একরূপ-গুণ-লীলাবিশিষ্ট মূর্ত্তি-সমূহ প্রকটিত করেন।

মহিষীবিবাহে যৈছে—যেমন মহিষীদিগের বিবাহে। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ একই শরীরে একই সময়ে ষোলহাজার গৃহে ষোলহাজার মহিষীকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহ ব্যাপারে একই শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে ষোলহাজার স্থানে ষোলহাজার পৃথক্ মূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকট করিয়াছিলেন; এই ষোলহাজার শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে রূপ-গুণাদির কোনও পার্থক্য ছিলনা, সকল মূর্ত্তিই দেখিতে ঠিক একই রূপ। এই ষোলহাজার মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশরূপ।

তথাহি (ভাঃ ১০।৬৯।২)—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ৩২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

একেনৈব বপুষা যুগপদেকস্মিন্নেব ক্ষণে পৃথক্ পৃথক্ গৃহেষু পৃথক্ পৃথক্ প্রাচীরাগ্যাবৃতদ্ব্যষ্টসহস্রসংখ্যগৃহাঙ্গনেষু উদাবহৎ পরিণীতবান্ চিত্রং বতৈতদিতি। সৌভর্য্যাদয়ো হি কায়ব্যূহং কৃত্বৈব যুগপৎ বহ্বীভিঃ স্ত্রীভিঃ রমন্তে স্ম নত্বেকনৈব কায়েনেতি ভাবঃ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥৩২॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যৈছে কৈল রাস—রাস-লীলায় যেমন করিয়াছিলেন। শারদীয়-মহারাসে একই শ্রীকৃষ্ণ এক এক গোপীর পার্শ্বে এক এক মূর্ত্তিতে অবস্থিত ছিলেন; যত গোপী রাসলীলায় যোগদান করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও তত রূপে আত্ম-প্রকট করিয়াছিলেন; এই সকল শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি রূপ-গুণাদিতে ঠিক একই রূপ ছিলেন। ইহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশমূর্ত্তি।

মুখ্য প্রকাশ—মুখ্য আবির্ভাব, মুখ্য বিকাশ বা মুখ্য অভিব্যক্তি। ৩৫ পয়ারের প্রথমার্দ্ধে যে অর্থে প্রকাশ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এস্থলেও সেই অর্থ। এই মুখ্য প্রকাশ বা মুখ্য অভিব্যক্তিই পারিভাষিক "প্রকাশ"-রূপ; স্বয়ংরূপের সঙ্গে ইহার কোনও রূপ পার্থক্য নাই বলিয়া ইহাকে মুখ্য প্রকাশ (আবির্ভাব) বলা হইয়াছে। বিলাস, স্বয়ংরূপ হইতে আকৃতিতে একটু পৃথক্, যদিও স্বরূপে স্বয়ংরূপ হইতে অভিন্ন; তাই বোধ হয়, বিলাসকে "গৌণ-প্রকাশ (আবির্ভাব)" বলাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়। মুখ্য-শব্দ হইতেই "গৌণ"-শব্দ ব্যঞ্জিত হইতেছে।

ইহাকে কহিয়ে ইত্যাদি—এইরূপ বহু মূর্ত্তিকে (রাস-লীলায় বা মহিষী-বিবাহে একই শ্রীকৃষ্ণ যেমন একই শরীরে একই সময়ে রূপ-গুণাদিতে একই রূপ বহু পৃথক্ মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকট করিয়াছিলেন, সেইরূপ বহু মূর্ত্তিকে) শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশরূপ বলে; ইহাই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য-বিকাশ।

প্রকাশের লক্ষণ লঘুভাগবতামৃতের একটী শ্লোকে লিখিত হইয়াছে; সেই শ্লোকটী গ্রন্থকার নিম্নে উদ্ধৃত করিয়াছেন—"অনেকত্র প্রকটতা" ইত্যাদি ৩৪শ শ্লোক। ঐ শ্লোকের টীকাদি দ্রষ্টব্য।

মহিষী-বিবাহে এবং রাস-লীলায় যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ-স্বরূপে শ্রীমদ্-ভাগবতের শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে। বিশেষ বিবরণ ২।২০।১৪০-১৫১ ॥ পয়ারে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩২। অন্বয়। একঃ (একাকী) একেন (একই, অভিন্ন) বপুষা (শরীর দ্বারা) যুগপৎ (একই সময়ে) গৃহেষু (বহু গৃহে) পৃথক্ (পৃথক্ ভাবে) দ্ব্যষ্টসাহস্রং (ষোলহাজার) স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীকে) উদাবহৎ (বিবাহ করিয়াছিলেন), বত (অহো) চিত্রম্ (আশ্চর্য্য)।

অনুবাদ। শ্রীনারদ বলিলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একাকী একই শরীর দ্বারা একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ বহু গৃহে আবির্ভূত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ষোড়শ সহস্র রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। ৩২।

নারদ যখন শুনিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিয়া ষোলহাজার কন্যাকে নরকের গৃহ হইতে আনয়ন পূর্ব্বক দ্বারকায়, একই দেহে, একই সময়ে ষোলহাজার পৃথক্ পৃথক্ গৃহে বিবাহ করিয়াছেন, তখন নারদ বিস্মিত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

সৌভরী ঋষি কায়ব্যূহ প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ বহুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া একই সময়ে বহু স্ত্রীকে উপভোগ করিয়াছিলেন; নারদেরও কায়ব্যূহ-রচনার শক্তি আছে; তথাপি তাঁহার বিস্ময়ের হেতু এই যে, শ্রীকৃষ্ণ কায়ব্যূহ রচনা করিয়া এক সময়ে ষোল হাজার রমণীকে বিবাহ করেন নাই। কায়ব্যূহে যোগ-প্রভাবে বহু শরীর ধারণ করা হয়; শ্রীকৃষ্ণ বহু-শরীর ধারণ করেন নাই; একই শরীরে একই সময়ে বহু স্থানে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহকার্য্য সমাধা করিয়াছেন। ইহা যোগীদের শক্তির অতীত; মানুষের পক্ষে ইহা অসম্ভব; কারণ, মানুষের শরীর সীমাবদ্ধ; একই সময়ে বহু গৃহ ব্যাপিয়া মানুষের শরীর অবস্থান করিতে পারে না। তাই যোগবল-সম্পন্ন মানুষকে কায়ব্যূহ-রচনায় বহু স্থানের জন্য বহু দেহ ধারণ

তত্রৈব (১০।৩৩।৩)—

রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেণ তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্॥ ৩৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তৎসাহিত্যমভিনয়েন দর্শয়তি রাসোৎসব ইতি। তাসাং মণ্ডলরূপেণাবস্থিতানাং দ্বয়োর্দ্বয়ো র্মধ্যে প্রবিষ্টেন তেনৈব কণ্ঠে গৃহীতানামুভয়তঃ সমালিঙ্গিতানাম্। কথম্ভূতেন যং সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ স্বনিকটং মামেবাশ্লিষ্টবানিতি মন্যেরন্ তেন তদর্থং দ্বয়োর্দ্বয়ো র্মধ্যে প্রবিষ্টেনেত্যর্থঃ। নন্বেকস্য কথং তথা প্রবেশঃ সর্ব্বসন্নিহিতে বা কুতঃ স্বৈকনিকটস্থত্বাভিমানস্তাসামিত্যত উক্তং যোগেশ্বরেণেতি অচিন্ত্যশক্তিনেত্যর্থঃ॥ শ্রীধরস্বামী॥ ৩৩॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিতে হয়—তাঁহার জীবাত্মাকে বহুদেহে সংক্রামিত করিতে হয়। অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন ভগবানের পক্ষে এরূপ করার প্রয়োজন নাই; তিনি বিভুবস্তু, সর্ব্বব্যাপী, স্বরূপে একই দেহে তিনি সর্ব্বদা সকল স্থানে বিদ্যমান; তাই একই দেহে একই সময়ে তিনি বহু স্থানে সমান-রূপ-গুণ-সম্পন্ন অনন্ত দেহও প্রকটিত করিতে পারেন; বিভু-বস্তুর এই ভাবে যে আত্ম-প্রকটন, তাহাই প্রকাশ। লঘুভাগবতামৃতও বলেন—"প্রকাশস্তু ন ভেদেষু গণ্যতে স হি ন পৃথক্।—স্বয়ংরূপের সহিত প্রকাশের ভেদ নাই, স্বয়ং-রূপের শরীর হইতে ইহা পৃথক্‌ও নহে।" কায়ব্যূহে বিভিন্ন দেহে একই জীবাত্মার সংক্রমণ; আর প্রকাশে একই বিভু-দেহের বিভিন্ন স্থানে একই রূপে প্রকটন। বিভু ভগবানে দেহ-দেহী ভেদ নাই; সুতরাং প্রকাশে জীবাত্মার সংক্রমণের ন্যায় কোনও ব্যাপারও নাই; ভগবানের দেহ ও দেহী একই—আনন্দ। তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তাঁহার বিভু-দেহকে তিনি যখন যে স্থানে ইচ্ছা, পরিকরগণের নয়নের গোচরীভূত করিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বারকায় মহিষী-বিবাহে প্রকাশ-রূপ প্রকট করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৩৩। অন্বয়। কণ্ঠে গৃহীতানাং (কণ্ঠে গৃহীত) তাসাং (সেই গোপীদিগের) দ্বয়োর্দ্বয়োঃ (দুই দুই জনের) মধ্যে (মধ্যে) প্রবিষ্টেন (প্রবিষ্ট) যোগেশ্বরেণ (যোগেশ্বর) কৃষ্ণেন (কৃষ্ণ দ্বারা) গোপীমণ্ডল-মণ্ডিতঃ (গোপীমণ্ডলমণ্ডিত) রাসোৎসবঃ (রাসোৎসব) সম্প্রবৃত্তঃ (সম্প্রবৃত্ত হইল); স্ত্রিয়ঃ (রমণীগণ) যং (যাঁহাকে—যে শ্রীকৃষ্ণকে) স্বনিকটং (নিজের নিকট) মন্যেরন্ (মনে করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত রাসোৎসব সম্প্রবৃত্ত (সম্যক্ রূপে আরম্ভ) হইল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের কণ্ঠ ধারণ করিলেন, আর গোপীগণের প্রত্যেকেই মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটেই বর্ত্তমান আছেন। ৩৩।

রাস—রসের সমূহ; পরমাস্বাদ্য রস-সমূহের সমবায়। **উৎসব**—ক্রীড়া-বিশেষরূপ সুখময় পর্ব্ব। **রাসোৎসব**—যে সুখময় পর্ব্বে ক্রীড়াবিশেষের দ্বারা পরমাস্বাদ্য রসসমূহ অভিব্যক্ত ও আস্বাদিত হয়, তাহাই রাসোৎসব। শ্রীকৃষ্ণ রস-স্বরূপ—রসো বৈ সঃ—রসরূপে তিনি আস্বাদ্য এবং রসিকরূপে তিনি আস্বাদক। রাস-লীলায় পরম-প্রেমবতী গোপীদিগের সহিত নৃত্য-গীত-আলিঙ্গনাদি-ক্রীড়ায় ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের বিবিধ বৈচিত্রী এবং শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ অভিব্যক্ত হইয়াছিল। গোপীগণ তাঁহাদের অসমোর্দ্ধ প্রেম-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণও গোপীদিগের প্রেম-রস-নির্য্যাস আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের এবং গোপীদিগের প্রেমের যত রকম বৈচিত্রী থাকা সম্ভব, তৎসমস্তই এই রাসে অভিব্যক্ত ও আস্বাদিত হইয়াছে। পর্ব্বাদি-উপলক্ষে যেমন আহারাদির প্রচুর পরিমাণে আয়োজন করা হয়, রাস-লীলায়ও শ্রীকৃষ্ণের ও গোপীদিগের চক্ষুকর্ণাদির তৃপ্তিজনক অনেক রস-বৈচিত্রী প্রকটিত হইয়াছিল; তাই রাসোৎসব বলা হইয়াছে। **গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত**—গোপীদিগের মণ্ডলের দ্বারা পরিশোভিত। রাসে, পরমাসুন্দরী ব্রজাঙ্গনাগণ

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে, পূর্ব্বখণ্ডে (১।২১)—

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা ।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥ ৩৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

প্রকাশ-লক্ষণমাহ, অনেকত্রেতি। নন্দমন্দিরাৎ বসুদেবমন্দিরাচ্চ নির্গতঃ কৃষ্ণস্তাসাং তাসাঞ্চ মন্দিরেষু যুগপৎ প্রবিষ্টো বিভাতীত্যেকস্যৈব বিগ্রহস্য যুগপদেব বহুতয়া বিরাজমানতা, স প্রকাশাখ্যো ভেদঃ পূর্ব্বোক্তভেদেভ্যোঽন্য এব। কুতঃ? ইত্যাহ, সর্ব্বথেতি—আকৃত্যা গুণৈর্লীলাভিশ্চৈকরূপ্যাদিত্যর্থঃ ॥ শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণঃ ॥ ৩৪ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মণ্ডলরূপে (চক্রাকারে) দাঁড়াইয়াছিলেন; তাঁহাদের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির উচ্ছলনে রাসস্থলীর শোভা সর্ব্বাতিশায়িরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। **সম্প্রবৃত্ত**—সম্যক্‌রূপে প্রবৃত্ত (আরব্ধ); “সংপ্রবর্ত্তিত” না বলিয়া “সম্প্রবৃত্ত” বলায় বুঝা যাইতেছে যে, রাসোৎসব নিজেই নিজের প্রবর্ত্তক, শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রবর্ত্তক নহেন। বাস্তবিক প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণই; তথাপি রাসোৎসবকেই নিজের প্রবর্ত্তক বলার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্য সমস্ত লীলা হইতে, সমস্ত শক্তি হইতে, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইতেও রাসলীলার পরমোৎকর্ষ বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণ রাসোৎসবকে স্বতন্ত্র-কর্ত্তৃত্ব দিয়া এবং নিজে রাসোৎসবের করণত্বমাত্র অঙ্গীকার করিয়া এই পরমোৎকর্ষই খ্যাপন করিলেন (বলদেববিদ্যাভূষণ)। কর্ত্তা যে ভাবে চালায়, করণকে সেই ভাবেই চলিতে হয়; কুম্ভকার তাহার চক্রকে যে ভাবে চালায়, চক্রও সেই ভাবেই চলে। চক্রের নিজের কর্ত্তৃত্ব নাই। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ পরম-রস-বৈচিত্রী আস্বাদনের উদ্দেশ্যে রাসোৎসবকেই কর্ত্তৃত্ব দিয়া নিজে করণত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন—উৎসব তাঁহাকে যে ভাবে চালিত করিবে, তিনি সেই ভাবেই চলিবেন—ইহাতে তাঁহা অপেক্ষা উৎসবের উৎকর্ষ। অন্যান্য লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তাই থাকেন, করণ থাকেন না। তাই অন্যান্য লীলা হইতে রাস-লীলার উৎকর্ষ। শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্, তাঁহার সমস্ত শক্তি তাঁহাদ্বারাই পরিচালিত, কিন্তু তিনি শক্তিদ্বারা পরিচালিত নহেন—এইরূপই তত্ত্বতঃ শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ। কিন্তু রাস-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই রাসলীলাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েন—সুতরাং তাঁহার সমস্ত শক্তি হইতেও রাসলীলার পরমোৎকর্ষ। যে যাহার অপেক্ষা রাখে, তাহাকে তাহাদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতে হয়॥ রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ রস-আস্বাদনের নিমিত্ত লালায়িত; রাসোৎসবেই নানাবিধ পরমাস্বাদ্য রসের অভিব্যক্তি; তাই শ্রীকৃষ্ণকে রাসোৎসবের অপেক্ষা করিতে হয়, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে রাসোৎসব দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতে হয়।

যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন—পরমানন্দ-ঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলা হইয়াছে। যোগা + ঈশ্বর = যোগেশ্বর। যোগা—যোগমায়া, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহাশক্তি; তাহার ঈশ্বর যিনি, তিনি যোগেশ্বর (শ্রীকৃষ্ণ)। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগ-মায়ার অধীশ্বর বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত সমস্ত গোপীদিগের পরমোৎকণ্ঠা অবগত হইয়া এই যোগমায়াই যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণের বহু প্রকাশ-মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া দুই দুই গোপীর মধ্যে এক এক শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তির অবস্থিতি সম্ভব করিলেন; ইহাই শ্রীকৃষ্ণের যোগেশ্বরত্বের পরিচায়ক। **কণ্ঠে গৃহীতানাং**—শ্রীকৃষ্ণ নিজের দুই বাহুদ্বারা প্রত্যেক গোপীর কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে রাসলীলায় প্রকাশ-মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৩৪। অন্বয়। একস্য (একই) রূপস্য (রূপের) অনেকত্র (অনেকস্থানে) একদা (একই সময়ে) যা (যেই) প্রকটতা (প্রাকট্য) সর্ব্বথা (সর্ব্ব প্রকারে) তৎস্বরূপা এব (সেই মূলরূপের তুল্যই) সঃ (তাহা) প্রকাশঃ (প্রকাশ) ইতি (এইরূপ) ঈর্য্যতে (কথিত হয়)।

অনুবাদ। আকার, গুণ ও লীলায় সম্যক্‌রূপে একরূপ থাকিয়া একই বিগ্রহের একই সময়ে অনেক স্থানে যে আবির্ভাব, তাহাকে প্রকাশ বলে। ৩৪।

একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয় "বিলাস" তার নাম॥ ৩৮

তত্রৈব তদেকাত্মরূপকথনে (১।১৫)—
স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে॥ ৩৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বিলাসস্য লক্ষণমাহ, স্বরূপমিতি। অন্যাকারং বিলক্ষণাঙ্গসন্নিবেশম্। তস্য, মূলরূপস্যাব্যবহিতস্য। বিলাসতঃ লীলাবিশেষাৎ। আত্মসমং স্বমূলতুল্যম্। প্রায়েণেতি কৈশ্চিদ্‌গুণৈরূনমিত্যর্থঃ। তেচ "লীলাপ্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণু-রূপয়োঃ। ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্॥" (ভ, র, সি, দ, ১।১৮) ইত্যুক্ত্যা যথা নারায়ণে ন্যূনাঃ। এবমন্যত্র॥ শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণঃ॥ ৩৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লোকস্থ **"সর্ব্বথা"**-শব্দের অর্থ শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"সর্ব্বথেতি—আকৃত্যা গুণৈর্লীলাভিশ্চৈকরূপ্যাদিত্যর্থঃ—আকৃতিতে, গুণে, লীলায় একরূপ—ইহাই সর্ব্বথাশব্দের তাৎপর্য্য।" **তৎস্বরূপ**—আকৃতিতে, গুণে, লীলায় সম্যক্‌রূপে স্বয়ংরূপের তুল্য। **একস্য রূপস্য**—একই বিগ্রহের; একই শরীরের। ৩২শ শ্লোকের তাৎপর্য্যের শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

৩৮। এক্ষণে "বিলাসের" লক্ষণ বলিতেছেন। **একই বিগ্রহ**—একই স্বরূপ, একই শরীর।

আকার—আকৃতি, অঙ্গ-সন্নিবেশ। **আন**—অন্যরূপ, মূলরূপ হইতে ভিন্ন। **অনেক প্রকাশ**—বহু আবির্ভাব। অথবা, ন এক অনেক, পৃথক্; মূলরূপ হইতে পৃথক্‌রূপে আবির্ভাব।

একই স্বরূপ পৃথক্ আকৃতিতে যদি পৃথক্ ভাবে আবির্ভূত হয়েন, তবে এই পৃথক্ আবির্ভাবকে **বিলাস** বলে। প্রকাশের ন্যায় বিলাসও একই বিভুরূপেরই আবির্ভাব-বিশেষ; তবে পার্থক্য এই যে, প্রকাশে অঙ্গ-সন্নিবেশ, রূপ, গুণ প্রভৃতি মূল স্বরূপের তুল্যই থাকে; কিন্তু বিলাসে আকৃতি ও রূপাদি মূল স্বরূপ হইতে ভিন্ন থাকে; শক্তি-আদিও মূলস্বরূপ হইতে কিছু কম থাকে। পরবর্ত্তী প্রমাণ-শ্লোক হইতে তাহা বুঝা যাইবে। পরব্যোম-নাথ নারায়ণ, ব্রজের শ্রীবলদেবচন্দ্র, প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ।

শ্লো। ৩৫। অন্বয়। তস্য (তাঁহার) যৎস্বরূপং (যে স্বরূপ) বিলাসতঃ (লীলাবশতঃ) অন্যাকারং (ভিন্ন-আকারে), প্রায়েণ (প্রায়শঃ) আত্মসমং (মূলস্বরূপতুল্য) ভাতি (প্রকাশ পায়), সঃ (সেই) বিলাসঃ (বিলাস) ইতি (এইরূপ) ঈর্য্যতে (কথিত হয়)।

অনুবাদ। স্বয়ংরূপের যে স্বরূপ লীলাবশে ভিন্নাকারে প্রায়শঃ মূলরূপের তুল্যরূপে প্রকটিত হয়, তাহাকে বিলাস বলে। ৩৫।

অন্যাকারং—বিলাসের আকার ও মূলরূপের আকার একরূপ নহে; শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, তাঁহার বিলাসরূপ শ্রীনারায়ণ চতুর্ভুজ; শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, তাঁহার বিলাস শ্রীবলদেবচন্দ্র শ্বেতবর্ণ। **আকার**—অঙ্গ-সন্নিবেশ।

প্রায়েণ আত্মসমং—প্রায়-শব্দে ন্যূনতা প্রকাশ পায়; তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বিলাসে কোন কোন গুণ স্বয়ংরূপ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম থাকে। "প্রায়েণেতি—কৈশ্চিদ্‌গুণৈরূনমিত্যর্থঃ। বলদেব-বিদ্যাভূষণ॥" লীলা, প্রেয়সীদিগের প্রতি প্রেমাধিক্য, বেণু-মাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য—নারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের এই চারিটী অসাধারণ গুণ। "লীলা প্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ। ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্॥ ভ, র, সি, দ, ১।১৮॥" এই চারিটী শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ বলিয়া বিলাসরূপ নারায়ণে এই গুণগুলি নাই। অন্যান্য বিলাসরূপেও এইরূপে গুণের ন্যূনতা আছে।

যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ ॥ ৩৯
ঈশ্বরের শক্তি হয় এ তিন প্রকার—
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ৪০
ব্রজে গোপীগণ আর সভাতে প্রধান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৯। এই পয়ারে বিলাসরূপের উদাহরণ দিতেছেন। বলদেব, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ এবং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই দ্বারকাচতুর্ব্যূহ—ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ।

৪০। প্রকাশের কথা বলিয়া এক্ষণে শক্তির কথা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি প্রধান। অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির আবার তিন রকম অভিব্যক্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ। যে শক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিজে আনন্দ অনুভব করেন এবং ভক্তবৃন্দকেও আনন্দিত করেন, তাহার নাম হ্লাদিনী ; যে শক্তি দ্বারা তিনি নিজের এবং সকলের সত্তা রক্ষা করেন, তাহার নাম সন্ধিনী ; এবং যে শক্তিদ্বারা তিনি নিজে জানিতে পারেন এবং অপর সকলকেও জানাইতে পারেন, তাহার নাম সংবিৎ। এই পয়ারে কেবল চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ হ্লাদিনী-শক্তির কথাই বলা হইতেছে। হ্লাদিনী-শক্তির বিলাস আবার তিন রকম—ব্রজের কৃষ্ণ-প্রেয়সী-গোপীগণ, দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ এবং বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণ। ইঁহারা সকলেই হ্লাদিনী-শক্তির বিলাস।

পরব্যোমের মধ্যে অনন্ত ভগবৎস্বরূপের ধাম আছে ; তাঁহাদের প্রত্যেকের ধামকেই বৈকুণ্ঠ বলে। এই সকল স্বরূপের যে প্রেয়সীগণ, তাঁহাদিগকেও **লক্ষ্মী** বলে। এজন্য **"লক্ষ্মীগণ"** বলা হইয়াছে। **ঈশ্বরের শক্তি**—শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। **পুরে**—দ্বারকায়।

৪১। **ব্রজে গোপীগণ**—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ। **আর সভাতে প্রধান**—অন্য সকল হইতে প্রধান ; মহিষীগণ ও লক্ষ্মীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ পয়ারের শেষার্দ্ধে ব্যক্ত হইয়াছে।

এই পয়ারে **গোপী**-শব্দ একটী বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যশোদা-মাতাও গোপী, যেহেতু তিনি গোপরাজ নন্দ-মহাশয়ের গৃহিণী ; কিন্তু এই পয়ারে গোপী-শব্দে যশোদা-মাতা বা শ্রীকৃষ্ণের মাতৃস্থানীয়া অন্য কোনও গোপীকে বুঝাইতেছেনা ; তাঁহারা সন্ধিনী-শক্তির বিলাস, হ্লাদিনী-শক্তির বিলাস নহেন। গোপী-প্রেম, গোপীভাব প্রভৃতি স্থলের "গোপী"-শব্দের ন্যায়, এই পয়ারেও গোপী-শব্দ বিশেষ অর্থে (কৃষ্ণ-প্রেয়সী অর্থে) ব্যবহৃত হইয়াছে ; এই অর্থ-সঙ্গতির হেতু দেখান যাইতেছে।

গুপ্ ধাতু হইতে গোপী-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, গুপ্ ধাতু রক্ষণ-অর্থে ব্যবহৃত হয় ; তাহাতে, গোপী-অর্থ—রক্ষাকারীণী। কি রক্ষা করেন, তাহার উল্লেখ না থাকায়, মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিতে (ব্যাপক-অর্থে) অর্থ করিলে, যাহা কিছু রক্ষণীয়, তাহাই রক্ষা করেন যে রমণীগণ, তাঁহাদিগকেই গোপী বলা যাইতে পারে। যে স্থানে যত কিছু বস্তু আছে, সমস্তের আধার বা আশ্রয়ই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। কারণ, তিনি আশ্রয়-তত্ত্ব ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের বশে সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিতে পারেন যে রমণীগণ, তাঁহারাই গোপী। শ্রীকৃষ্ণকে বশে রাখিবার একমাত্র উপায় প্রেম ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত ; এই প্রেম যাঁহার যত বেশী, তাঁহার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও তত বেশী। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীদিগের মধ্যেই প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীদিগের নিকটেই শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ; এই প্রেমবশ্যতা এত বেশী যে, "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি" বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই প্রেয়সীদিগের নিকটে নিজের ঋণিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। অন্য কাহারও নিকটেই শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ ঋণী নহেন ; সুতরাং কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণেই গোপী-শব্দের পর্য্যবসান।

আর এক ভাবেও বিবেচনা করা যাইতে পারে। যাহা কিছু আস্বাদ্য, যাহা কিছু আনন্দদায়ক, তাহাই লোকে রক্ষা করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রস-স্বরূপ, তাঁহাতেই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা ; তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায় যে মহাভাব, তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপীগণেরই নিজস্ব-সম্পত্তি ; শ্রীকৃষ্ণের

স্বয়ংরূপ-কৃষ্ণের কায়ব্যূহ,—তার সম। | ভক্ত সহিতে হয় তাঁহার আবরণ ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায়-স্বরূপ মহাভাব-সম্পত্তি রক্ষা করেন বলিয়া কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণেই গোপী-শব্দের চরমতাৎপর্য্যের পর্য্যবসান।

অধিকন্তু, লক্ষ্মীগণ এবং মহিষীগণও ভগবৎপ্রেয়সী; তাঁহাদের সঙ্গে গোপীগণের উল্লেখ করাতে, গোপী-শব্দে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

ব্রজেন্দ্র-নন্দন যাতে ইত্যাদি—যেহেতু ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, সেই হেতু ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেয়সী গোপীগণও লক্ষ্মীগণ এবং মহিষীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহার হেতু পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

৪২। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেয়সী বলিয়া গোপীগণ কিরূপে লক্ষ্মীগণ ও মহিষীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেন, তাহা প্রথম পয়ারার্দ্ধে বলিতেছেন—তাঁহারা "শ্রীকৃষ্ণের সম" বলিয়া।

স্বয়ংরূপ—যাঁহার স্বরূপ অন্য কোনও স্বরূপের অপেক্ষা রাখে না, পরন্তু যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাঁহাকে স্বয়ংরূপ বলে। "অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে।—ল, ভা, ১২॥" পরব্যোমনাথ নারায়ণ, কি অন্য যে সমস্ত ভগবৎস্বরূপ আছেন, সমস্তের মূল শ্রীকৃষ্ণ; অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের অস্তিত্ব, কি তাঁহাদের ভগবত্তার অস্তিত্ব শ্রীকৃষ্ণের উপর ও শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার উপর নির্ভর করে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভগবত্তা অপর কাহারও উপর নির্ভর করেন না; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসিদ্ধ; তাই শ্রীকৃষ্ণরূপ স্বয়ংসিদ্ধরূপ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। "যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাঁহাতেই সত্তা ॥১।২।৭৪॥" "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥১।২।১০২॥" "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়। পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥১।২।৮৯॥" "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥ ব্রহ্মসংহিতা। ৫।১॥" "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। শ্রীভা ১।৩।২৮॥"

কায়ব্যূহ—কায়ব্যূহ-শব্দের তাৎপর্য্য এই পরিচ্ছেদের ৩২শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। শ্রীকৃষ্ণ বিভুবস্তু; বিভুবস্তুর পক্ষে কায়ব্যূহ করার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং কায়ব্যূহ-শব্দটী পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ, অভেদ-অর্থেই কায়ব্যূহ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যোগবল-সম্পন্ন সৌভরী-আদি ঋষিগণের কায়ব্যূহ যেমন তাঁহাদের স্বদেহেরই-তুল্য—স্বদেহে ও কায়ব্যূহে যেমন কোনও ভেদ নাই, তদ্রূপ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেও তাঁহার প্রেয়সীগণের ভেদ নাই। প্রেয়সীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি; শক্তি-শক্তিমানের অভেদ স্বীকার করিয়াই,—মূল দেহের সঙ্গে কায়ব্যূহের যেমন অভেদ, তদ্রূপ—শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগেরও অভেদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

অথবা, **ব্যূহ**—সমূহ (ইতি মেদিনী)। **কায়ব্যূহ**—কায়সমূহ, শরীর-সমূহ; আবির্ভাব-সমূহ। গোপীগণ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই দেহসমূহ বা আবির্ভাব-সমূহ; শ্রীকৃষ্ণই গোপীরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন; এস্থলেও শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ মনে করা হইয়াছে। বস্তুতঃ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্র-নন্দনই স্বরূপ, ধাম ও পরিকরাদিরূপে আত্মপ্রকট করিয়া লীলা বিস্তার করেন। স্বরূপ, শক্তি এবং শক্তির কার্য্য লইয়াই তাঁহার পূর্ণতা। পরিকরাদি তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বিলাস; সুতরাং পরিকরবর্গও তাঁহারই রূপ-বিশেষ। অথবা, **কায়**—মূর্ত্তি (শব্দকল্পদ্রুম)। **ব্যূহ**—সমূহ। **কায়ব্যূহ**—মূর্ত্তিসমূহ। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি বলিয়া, শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ, ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই মূর্ত্তি-বিশেষ।

কোন কোন গ্রন্থে "স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের হয় শক্তি—তাঁর সম" পাঠ আছে। এই পাঠের অর্থ অতি পরিষ্কার। ব্রজগোপীগণ স্বয়ং-রূপ কৃষ্ণের শক্তি বলিয়া কৃষ্ণের সমান।

তাঁর সম—কৃষ্ণের সম বা অনুরূপ। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া এবং শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ কৃষ্ণেরই মূর্ত্তি-বিশেষ বলিয়া, তাঁহাদের আবির্ভাবও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের অনুরূপ।

ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সভার বন্দন।
এ সভার বন্দন সর্ব্ব-শুভের কারণ ॥৪৩
প্রথম শ্লোকে কহি সামান্য মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয়-শ্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন ॥৪৪
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥৩৬
ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটি সূর্য্য চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজ ধাম ॥৪৫
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড় দেশে পূর্ব্বশৈলে করিলা উদয় ॥৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"স্বয়ং-রূপকৃষ্ণের কায়ব্যূহ" এই বাক্যে দেখান হইল যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি এবং শক্তি-শক্তিমানের অভেদবশতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই বিগ্রহ-বিশেষ। তারপর "তাঁর-সম" বাক্যে বলা হইল যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই বিগ্রহ-বিশেষ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের যেখানে যেরূপ আবির্ভাব হয়, তাঁহার স্বরূপশক্তি প্রেয়সী-বর্গেরও সেখানে তদনুরূপ (ও স্বরূপের সহিত লীলার উপযোগী) আবির্ভাব হয়। বিষ্ণুপুরাণেও ইহার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। "দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্বে চ মানুষী। বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্ ॥—১।৯।১৪৩ ॥ শ্রীবিষ্ণু যেখানে যেরূপে লীলা করেন, তদীয় প্রেয়সী স্বরূপ-শক্তিও তদনুরূপ শ্রীবিগ্রহে তাঁহার লীলার সহায়কারিণী হয়েন; শ্রীবিষ্ণু যখন দেবরূপে লীলা করেন, তখন ইনি দেবী; শ্রীবিষ্ণু যখন মানুষরূপে লীলা করেন, তখন ইনি মানুষী ॥"

যাহা হউক, এই প্রমাণ হইতে বুঝা গেল, শ্রীভগবান্ স্বয়ং-রূপে যে ধামে লীলা করেন, তাঁহার স্বরূপ-শক্তি প্রেয়সীও সেই ধামে স্বয়ংরূপে তাঁহার লীলার সহায়তা করেন। যে ধামে ভগবান্ বিলাস-রূপে লীলা করেন, সেই ধামের প্রেয়সীও স্বয়ং-রূপের প্রেয়সীর বিলাস ইত্যাদি। ব্রজেন্দ্র-নন্দন স্বয়ংরূপ, সুতরাং তাঁহার প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধাও শক্তির স্বয়ং-রূপ। ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেমন অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের মূল, শ্রীরাধাও অন্যান্য স্বরূপের প্রেয়সীগণের মূল—তিনি মূলকান্তা-শক্তি। দ্বারকা-নাথ শ্রীকৃষ্ণের (ব্রজেন্দ্র-নন্দনের) প্রকাশ; সুতরাং দ্বারকা মহিষীগণও শ্রীরাধার প্রকাশ। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস; সুতরাং নারায়ণের প্রেয়সী লক্ষ্মীও শ্রীরাধার বিলাস। এইরূপে শ্রীরাধিকা হইলেন মহিষী ও লক্ষ্মীগণ হইতে শ্রেষ্ঠা, কারণ তিনি তাঁহাদের মূল। আবার শ্রীরাধিকা ব্যতীত অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীরাধারই কায়ব্যূহরূপা। "আকার-স্বভাব-ভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥১।৪।৬৮॥" সুতরাং ব্রজদেবীগণও মহিষী ও লক্ষ্মীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ।

ভক্ত-সহিতে হয় ইত্যাদি—ভক্ত-সহিতে শ্রীকৃষ্ণের আবরণ (পরিকর) হয়। পূর্ব্বে ১৫শ পয়ারে বলা হইয়াছে "কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ। কৃষ্ণ এই ছয় রূপে করেন বিলাস ॥" এই পয়ারোক্ত "ভক্ত" হইতে "প্রকাশ" পর্য্যন্ত এবং "কৃষ্ণ গুরুদ্বয় ভক্ত অবতার প্রকাশ। শক্তি এই ছয় রূপে করেন বিলাস। এই পাঠান্তরের "ভক্ত" হইতে "শক্তি" পর্য্যন্ত অর্থাৎ ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি—ইহারাই শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবরণ বা পরিকর; ইহাই এই পয়ারার্দ্ধের তাৎপর্য্য। নারদ, সদাশিব, বলদেবাদি যেমন শ্রীকৃষ্ণের আবরণ, তদ্রূপ শ্রীবাসাদি, শ্রীঅদ্বৈতাদি, শ্রীনিত্যানন্দাদি ও শ্রীগদাধরাদি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবরণ।

"ভক্ত সহিত সবে তাঁর হয় আবরণ" এইরূপ পাঠও আছে।

এই পয়ারার্দ্ধে ভক্ত-শব্দে নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ পরিকরগণকেই বুঝাইতেছে।

৪৪। মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকের অর্থ করিয়া দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ-প্রকাশের উপক্রম করিতেছেন। সামান্য ও বিশেষ বন্দনের লক্ষন যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩৬। অন্বয়াদি ১।১।২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৪৫-৪৬। "বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিতেছেন।

এই দুই পয়ারের মর্ম্ম ঃ—দ্বাপরের প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ব্রজে বিহার করিয়াছেন। তাঁহাদের অঙ্গকান্তি উজ্জ্বলতায় কোটি সূর্য্যকে এবং স্নিগ্ধতায় কোটি চন্দ্রকেও পরাজিত করিত। কলি-জীবের প্রতি কৃপা করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ-বলরামই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দরূপে গৌড়দেশে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্বজগত-আনন্দ ॥৪৭
সূর্য্য চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার ॥ ৪৮
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমোনাশ করি কৈল তত্ত্ববস্তু দান ॥ ৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্রজে—প্রকট-ব্রজলীলায়, বৃন্দাবনে। **বিহরে**—বিহার করিতেন, লীলা করিতেন। **পূর্ব্বে**—দ্বাপরে। **দোঁহার নিজধাম**—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের অঙ্গকান্তি। **ধাম**—কান্তি, জ্যোতিঃ। তাঁহাদের অঙ্গকান্তি কোটি সূর্য্য ও কোটি চন্দ্রকে পরাজিত করিত; অঙ্গকান্তি কোটি-সূর্য্যের জ্যোতিঃ হইতেও উজ্জ্বল এবং কোটি-চন্দ্রের জ্যোতিঃ হইতেও স্নিগ্ধ ছিল। কান্তি কোটি-সূর্য্য অপেক্ষাও উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু তাহাতে সূর্য্যের তেজের ন্যায় জ্বালা ছিল না, তাহা বরং কোটিচন্দ্র অপেক্ষাও স্নিগ্ধ ছিল; ইহাই তাৎপর্য্য।

সেই দুই—সেই কৃষ্ণ ও বলরাম। **সদয়**—দয়ালু। **জগতেরে হইয়া সদয়**—জগদ্‌বাসী জীবের প্রতি কৃপা করিয়া। **গৌড়-দেশে**—বঙ্গদেশে, নবদ্বীপে। **পূর্ব্ব-শৈলে**—পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বতে; উদয়াচলে, যেখানে চন্দ্রের ও সূর্য্যের উদয় হয়। গৌড়দেশকে উদয়াচলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে, গৌড়-দেশরূপ পূর্ব্ব-শৈলে। **করিলা উদয়**—উদিত হইলেন; অবতীর্ণ হইলেন। সূর্য্য-চন্দ্র যেমন পূর্ব্বদিকস্থ উদয়াচলে উদিত হয়; তদ্রূপ কৃষ্ণবলরামও গৌর-নিত্যানন্দরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন।

গৌর-নিত্যানন্দকে সূর্য্য-চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা দিয়া শ্লোকস্থ পুষ্পবন্তৌ (সূর্য্য-চন্দ্র) শব্দের অর্থ করিয়াছেন। সূর্য্য-চন্দ্রের সঙ্গে উপমার সার্থকতা পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে দেখান হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে এবং শ্রীবলদেব শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলাতে ইহাও সূচিত হইতেছে যে, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ যুগাবতার নহেন।

৪৭। **যাঁহার প্রকাশে**—যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাবে। **সর্ব্বজগত আনন্দ**—সমস্ত জগতের আনন্দ উত্থিত হইয়াছে।

সূর্য্যোদয়ে, অন্ধকারের অপগম হয় বলিয়া জীবের আনন্দ হয়; কিন্তু সূর্য্যের তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটু উদ্বেগ জন্মে। রাত্রিতে চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সূর্য্যতাপের গ্লানি দূর হইয়া জীবের আনন্দের উদয় হয়। যদি এমন কোনও বস্তু আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহার কান্তি কোটি-সূর্য্য অপেক্ষাও উজ্জ্বল বটে, কিন্তু তাহাতে সূর্য্যের তাপ নাই, আছে কোটি-চন্দ্র অপেক্ষাও অধিকতর স্নিগ্ধতা, তাহা হইলে লোকের যে আনন্দ জন্মে, তাহা অবর্ণনীয়। গৌর-নিত্যানন্দের আবির্ভাবে জীবের এইরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দেরই উদয় হইয়াছিল।

৪৮-৪৯। শ্লোকস্থ "তমোনুদৌ" শব্দের অর্থ ৪৮শ পয়ারে এবং "শন্দৌ"-শব্দের অর্থ ৪৯শ পয়ারে করা হইয়াছে।

সূর্য্য ও চন্দ্র আকাশে উদিত হইয়া যেমন জগতের অন্ধকার দূর করে, কোথায় কোন্ বস্তু আছে, তাহা সকলকে দেখাইয়া দেয় এবং সাময়িক ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানের সুযোগ করিয়া দেয়; তদ্রূপ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া জীবের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করিয়াছেন এবং জীবের সাক্ষাতে তত্ত্ববস্তু প্রকাশিত করিয়াছেন।

এই দুই পয়ারে সূর্য্য-চন্দ্রের সহিত শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের সাদৃশ্য দেখাইলেন। **সূর্য্য-চন্দ্র**—শ্লোকস্থ পুষ্পবন্তৌ শব্দের অর্থ। **হরে**—হরণ করে, দূর করে। সূর্য্যের বা চন্দ্রের উদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়। **বস্তু প্রকাশিয়া**—দিনে সূর্য্যের এবং রাত্রিতে চন্দ্রের উদয়ের পূর্ব্বে সমস্ত জগৎ অন্ধকারে আবৃত থাকে, তখন কোনও বস্তুই দেখা যায় না। সূর্য্যের বা চন্দ্রের উদয়ে যখন অন্ধকার দূরীভূত হয়, তখন জগতের সমস্ত বস্তুই দেখা যায়, প্রকাশিত হয়। **করে ধর্ম্মের প্রচার**—ধর্ম্মের প্রচার করে (সূর্য্য-চন্দ্র)। যে সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান দিবাভাবে করণীয়, সূর্য্যোদয় হইলেই তাহাদের কার্য্য আরম্ভ হয়; আর যে সকল অনুষ্ঠান রাত্রিতে করণীয়, চন্দ্রোদয় হইলেই সে সমুদয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। চন্দ্রের সঙ্গে রাত্রিরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এজন্য চন্দ্রের একটী নামও রজনীকান্ত। তাই চন্দ্র-শব্দের উল্লেখে এস্থলে

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে 'কৈতব'। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব ॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রাত্রিকালই সূচিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। অথবা, তিথি-ভেদে যে সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করণীয়, চন্দ্রের গতি-বিধির উপরেই তাহাদের অনুষ্ঠান-সময় নির্ভর করে; সুতরাং চন্দ্রকেই সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের নিয়ামক বা প্রচারক বলা যাইতে পারে। **এই মত**—সূর্য্য-চন্দ্রের ন্যায়। **দুই ভাই**—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ। **অজ্ঞান-তমোনাশ**—অজ্ঞানরূপ অন্ধকারেরর বিনাশ। **তমঃ**—অন্ধকার; জীবের অজ্ঞানকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। **অজ্ঞান**—তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাব। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্য, জীব শ্রীকৃষ্ণের সেবক, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই জীবের কর্ত্তব্য; এইরূপ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। আর শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদির নিমিত্ত যে বাসনা, তাহাই অজ্ঞান; কারণ এই সমস্তই আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির হেতু; শ্রীকৃষ্ণ-সেবার সহিত ইহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। পরবর্ত্তী তিন পয়ারে অজ্ঞান-তমের অর্থ করা হইয়াছে।

তত্ত্ব-বস্তু—সত্যবস্তু; নিত্যবস্তু। শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধ এবং মায়া-কবলিত জীবের পক্ষে সেই সম্বন্ধ-স্ফূরণের উপায়—এই কয়টী তত্ত্ব বা বিষয়ই জীবের বিশেষ জ্ঞাতব্য। কিন্তু জীবের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে এই তত্ত্বগুলি লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে, জীব এগুলি জানিতে পারে না। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ কৃপা করিয়া জীবের অজ্ঞান দূর করিয়া এই তত্ত্বরূপ বস্তুগুলি প্রকাশ করিলেন, জীবকে তত্ত্ব জানাইয়া দিলেন। সূর্য্য-চন্দ্রের উদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হইলে যেখানে যে বস্তু আছে, তাহা যেমন প্রকাশ হইয়া পড়ে; তদ্রূপ শ্রীনিতাই-গৌরের আবির্ভাবে জীবের অজ্ঞান দূরীভূত হইল এবং জীবের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি তাঁহাদের কৃপায় জীবের চিত্তে প্রকাশ পাইল। ৫৪শ পয়ারে তত্ত্ব-বস্তুর অর্থ করা হইয়াছে।

৫০। অজ্ঞান-তমঃ-শব্দের মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন। কৃষ্ণ-কামনা কিম্বা কৃষ্ণ-ভক্তি কামনা ব্যতীত অন্য যে সকল কামনা আছে, সমস্তই অজ্ঞানের ফল। এই অজ্ঞানকে তমঃ বা অন্ধকার বলিবার হেতু এই যে, অন্ধকারে যেমন কোনও বস্তু দেখা যায় না, কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য কামনা হৃদয়ে থাকিলেও তত্ত্ব-বস্তুর উপলব্ধি হয় না। কারণ, অজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফলই হইল, নিজের সুখের বা নিজের দুঃখ-নিবৃত্তির ইচ্ছা—ভুক্তি-মুক্তি-কামনা। যে পর্য্যন্ত ভুক্তি-মুক্তির কামনা হৃদয়ে থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত চিত্তে ভক্তিরাণীর স্থান হইতে পারে না।

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ভ, র, সি, ২।পূ।১।১৫ ॥ প, পু, পা, ৪৬।৬২

ভক্তির কৃপা না হইলে তত্ত্ব-বস্তুর অনুভূতিও হইতে পারে না। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ।" ইহাই শ্রীভগবদুক্তি।

কৈতব—বঞ্চনা, আত্মবঞ্চনা। অজ্ঞানতমকে আত্মবঞ্চনা বলা হইয়াছে। ইহার হেতু এই—অজ্ঞান তম যতক্ষণ হৃদয়ে থাকিবে, ততক্ষণ ভক্তিরাণীর কৃপা হইতে পারে না; ভক্তিরাণীর কৃপাব্যতীত জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবাও পাওয়া যাইতে পারেনা, শ্রীকৃষ্ণসেবায় যে অসমোর্দ্ধ আনন্দ আছে, তাহাও পাওয়া যায় না। জীব সর্ব্বদাই আনন্দ চাহে; চিদানন্দঘন-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেই জীব নিত্য-শাশ্বত আনন্দ পাইতে পারে, ইহাই শ্রুতির-সিদ্ধান্ত। "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। তৈঃ ২।৭॥" অজ্ঞান-তমের ফলে জীব তাহার চির-আকাঙ্ক্ষিত আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। ইহার পরিবর্ত্তে জীব অজ্ঞানের ফলে পায়, ঐহিক সুখ বা পরকালের স্বর্গাদি সুখ,—যাহা অস্থায়ী এবং দুঃখমিশ্রিত। এই ক্ষণভঙ্গুর দুঃখমিশ্রিত সুখকেই, জীব অজ্ঞানবশতঃ তাহার একমাত্র কাম্যবস্তু বলিয়া মনে করে এবং তাই নিত্য-শাশ্বত আনন্দের অনুসন্ধান হইতে বিরত হয়। অজ্ঞানের ফলে জীব এইভাবে বঞ্চিত হয় বলিয়া অজ্ঞানকে কৈতব বা প্রতারণা বলা হইয়াছে।

ধর্ম্ম-অর্থ ইত্যাদি—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ আদির বাসনাই অজ্ঞানরূপ কৈতব বা প্রতারক; ধর্ম্ম-অর্থাদির

তথাহি (ভাঃ ১।১।২)—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্ ।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

অথ বক্ষ্যমাণশাস্ত্রস্য কর্ম্মজ্ঞানভক্তিপ্রতিপাদকেভ্যঃ ত্রিকাণ্ডবিষয়-শাস্ত্রেভ্যো বৈশিষ্ট্যং দর্শয়ন্ ক্রমাদুৎকর্ষমাহ ধর্ম্ম ইতি । অত্র যস্তাবদ্ধর্ম্মো নিরূপ্যতে স খলু স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজ ইত্যাদিকয়া । অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রম-বিভাগশঃ । স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণমিত্যন্তয়া রীত্যা ভগবৎসন্তোষণৈকতাৎপর্য্যেণ শুদ্ধভক্ত্যুৎপাদনতয়া নিরূপণাৎ । পরম এব । যতঃ সোঽপি তদেকতাৎপর্য্যত্বাৎ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবঃ । প্র-শব্দেন সালোক্যাদি-সর্ব্বপ্রকার-মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ । যত এবাসৌ তদেকতাৎপর্য্যত্বেন নির্ম্মৎসরাণাং ফলকামুকস্যৈব পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরঃ তদ্রহিতানামেব তদুপলক্ষণত্বেন পশ্বালম্ভনে দয়ালূনামেব চ সতাং স্বধর্ম্মপরাণাং বিধীয়তে । এবমীদৃশং স্পষ্টমনুক্তবতঃ কর্ম্মশাস্ত্রাদুপাসনাশাস্ত্রাচ্চাস্য তত্তৎপ্রতিপাদকাংশে অপি বৈশিষ্ট্যমুক্তম্ । উভয়ত্রৈব ধর্ম্মোৎপত্তেঃ । তদেবং সাক্ষাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপস্য বার্ত্তাতু দূরত আস্তামিতি ভাবঃ । অথ জ্ঞানশাস্ত্রেভ্যোঽপ্যস্য পূর্ব্ববদ্বৈশিষ্ট্যমাহ বেদ্যমিতি । তৈর্ব্যাখ্যাতং ভগবদ্ভক্তিনিরপেক্ষপ্রায়েষু তেষু প্রতিপাদিতমপি শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য ইত্যাদিন্যায়েন বেদ্যং নিঃশ্রেয়সং ন ভবতীতি । বস্তুনস্তস্য সশক্তিত্বমাহ । তাপত্রয়ং মায়াকার্য্যমুন্মূলয়তি তন্মূলভূতাঽবিদ্যাপর্য্যন্তং খণ্ডয়তীতি স্বরূপ-শক্ত্যা । তথা শিবং পরমানন্দং দদাত্যনুভাবয়তি ইতি চ তয়ৈবেত্যনেনেদং জ্ঞাপ্যতে অন্যত্র মুক্তাবনুভবমননেঽপুরুষার্থত্বাপাতঃ স্যাৎ তন্মননাদত্র তু বৈশিষ্ট্যমিতি । ন চাস্য তত্তদ্দুর্লভবস্তুসাধনত্বে তাদৃশনিরূপণসৌষ্ঠবমেব কারণমপিতু স্বরূপমপীত্যাহ । শ্রীমদ্ভাগবত ইতি । ভাগবতত্বং ভগবৎপ্রতিপাদকত্বম্ । শ্রীমত্ত্বং শ্রীভগবন্নামাদেরিব তাদৃশ-স্বাভাবিকশক্তিমত্ত্বম্ । নিত্যযোগে মতুপ্ । অতএব সমস্ততয়ৈব নির্দ্দিশ্য নীলোৎপলাদিবত্তন্নামত্বমেব বোধিতম্ । অন্যথাতু অবিমৃষ্টবিধেয়াংশতাদোষঃ স্যাৎ । অত উক্তং গারুড়ে । গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ইতি । শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা পঠতে হরিসন্নিধাবিতি । টীকাকৃদ্‌ভিরপি । শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ সুরতরুরিতি । অতঃ ক্বচিৎ কেবলং ভাগবতাখ্যত্বং তু সত্যভামা ভামেতিবৎ । তাদৃশপ্রভাবত্বে কারণং পরমশ্রেষ্ঠকর্ত্তৃকত্বমপ্যাহ । মহামুনিঃ শ্রীভগবান্ তস্যৈব পরমবিচারপারঙ্গতত্বাৎ মহাপ্রভাবগণশিরোমণিত্বাচ্চ । স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়দিতি শ্রুতেঃ । তেন প্রথমং চতুঃশ্লোকীরূপেণ সংক্ষেপতঃ প্রকাশিতে । কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মিত্যাদ্যনুসারেণ সম্পূর্ণ এব বা প্রকাশিতে । তদেবং শ্রৈষ্ঠ্যজাতমত্রাপি প্রায়ঃ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

বাসনাই আত্মেন্দ্রিয়-সুখের দিকে, অথবা আত্ম-দুঃখ-নিবৃত্তির দিকে জীবকে প্রলুব্ধ করে এবং নিত্য-আনন্দের অনুসন্ধান হইতে নিবৃত্ত করিয়া জীবকে প্রতারিত করে ।

ধর্ম্ম—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ; বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রাপ্য স্বর্গাদি-লোক প্রাপ্তি । ভোগ-কাল অতিবাহিত হইলেই আবার সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় । **অর্থ**—ধনরত্নাদি ; এই সমস্ত কেবল ভোগের উপকরণ, আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের উপকরণ মাত্র । এই ভোগ বা আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিও ক্ষণস্থায়ীমাত্র ; আবার দুঃখমিশ্রিত । **কাম**—অভীষ্ট বস্তু ; আত্মেন্দ্রিয়-সুখ । **মোক্ষ**—মুক্তি, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্য । যাঁহারা সাযুজ্যমুক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না । ভগবানের সঙ্গে সেব্য-সেবকত্ব ভাবও থাকেনা । তাঁহারা, স্বরূপতঃ ভগবানের দাস হইয়াও নিজেদিগকে ব্রহ্ম বলিয়াই মনে করেন ; সুতরাং ভগবৎ-সেবার সুযোগ তাঁহাদের থাকেনা ; তাই সেবাসুখ হইতে বঞ্চিত হয়েন ।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক গ্রন্থকার উদ্ধৃত করিয়াছেন ।

শ্লো। ৩৭। অন্বয়। মহামুনিকৃতে (মহামুনিকৃত) অত্র (এই) শ্রীমদ্ভাগবতে (শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে) নির্ম্মৎসরাণাং (নির্ম্মৎসর) সতাং (সাধুদিগের) প্রোজ্‌ঝিতকৈতবঃ (কৈতবশূন্য) পরমঃ (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) ধর্ম্মঃ (ধর্ম্ম) [নিরূপ্যতে] (নিরূপিত হইয়াছে) । অত্র (ইহাতে) তাপত্রয়োন্মূলনং (ত্রিতাপ-নাশক) শিবদং (মঙ্গলপ্রদ) বাস্তবং (পরমার্থভূত)

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সম্ভবতু নাম সর্ব্বজ্ঞানশাস্ত্র-পরমজ্ঞেয়-পুরুষার্থ-শিরোমণি-শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারস্তত্রৈব সুলভ ইতি বদন্ সর্ব্বোর্দ্ধপ্রভাবমাহ কিং বেতি। অপরৈর্মোক্ষপর্য্যন্তকামনারহিতেশ্বরারাধন-লক্ষণধর্ম্ম-ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাদিভিরুক্তৈরনুক্তৈ বা কিয়দ্বা মাহাত্ম্যমুপপন্নমিত্যর্থঃ। যতো য ঈশ্বরঃ কৃতিভিঃ কথঞ্চিত্তৎসাধনানুক্রমলব্ধয়া ভক্ত্যা কৃতার্থৈঃ সদ্যস্তৎক্ষণমেব ব্যাপ্য হৃদি স্থিরীক্রিয়তে। স এবাত্র শ্রোতুমিচ্ছুভিরেব তৎক্ষণমারভ্য সর্ব্বদৈবেতি। তস্মাদত্র কাণ্ডত্রয়রহস্যপ্রবক্তব্য-প্রতিপাদনাদে বিশেষত ঈশ্বরাকর্ষিবিদ্যারূপত্বাচ্চ ইদমেব সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠম্। অতএবাত্রেতি পদস্য ত্রিরুক্তিঃ কৃতা সা হি নির্দ্ধারণার্থেতি অতো নিত্যমেতৎ শ্রোতব্যমিতি ভাবঃ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ॥ ৩৭॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বস্তু (দ্রব্য) বেদ্যম্ (জ্ঞাতব্য)। পরৈঃ (অন্যশাস্ত্রদ্বারা) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) হৃদি (হৃদয়ে) কিংবা (কি) সদ্যঃ (তৎক্ষণেই) অবরুধ্যতে (অবরুদ্ধ হয়েন ?); অত্র (ইহাতে—শ্রীমদ্‌ভাগবতে) কৃতিভিঃ (কৃতি) শুশ্রূষুভিঃ (শ্রবণেচ্ছুগণকর্ত্তৃক) তৎক্ষণাৎ (সেই সময় হইতেই) (অবরুধ্যতে) (অবরুদ্ধ হয়েন)।

অনুবাদ। মহামুনি শ্রীনারায়ণকৃত এই শ্রীমদ্‌ভাগবতে, নির্ম্মৎসর সাধুদিগের অনুষ্ঠেয় সম্যক্‌রূপে ফলাভিসন্ধিশূন্য পরম-ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। এই শ্রীমদ্‌ভাগবতে, তাপত্রয়ের মূলোৎপাটক এবং পরমমঙ্গলপ্রদ বাস্তব বস্তু জানিতে পারা যায়। অন্য শাস্ত্রদ্বারা, বা অন্য শাস্ত্রোক্ত-সাধন দ্বারা ঈশ্বর কি সদ্য হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন ? (অর্থাৎ হয়েন না)। কিন্তু যে সমস্ত কৃতী ভক্ত এই শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রবণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়াই ঈশ্বর তাঁহাদের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন। ৩৭।

শ্রীমদ্‌ভাগবত-প্রকটনের বিবরণ, শ্রীমদ্‌ভাগবতে উপদিষ্ট ধর্ম্মের স্বরূপ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্রবণের ফল, এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রথমতঃ প্রাকট্যের বিবরণ। শ্লোকে বলা হইয়াছে, এই শ্রীমদ্‌ভাগবত-গ্রন্থ **মহামুনিকৃত**। এই মহামুনি কে ? শ্রীনারায়ণ স্বয়ং। শ্রুতি বলেন, স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়ৎ। সৃষ্টির প্রাক্কালে শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মার নিকটে, চতুঃশ্লোকীরূপে সংক্ষেপে এই শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে এই চতুশ্লোকীরই বিবৃতিরূপে সমগ্র শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে পূর্ব্বে উল্লিখিত ২৩।২৪।২৫।২৬ শ্লোকই শ্রীনারায়ণ-প্রোক্ত শ্লোক-চতুষ্টয়।

এই গ্রন্থের **শ্রীমদ্‌ভাগবত**-নামেরও বেশ সার্থকতা আছে। এই গ্রন্থে ভগবৎ-তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম **ভাগবত**। **শ্রীমৎ** শব্দের অর্থ স্বাভাবিক-শক্তি-সম্পন্ন; শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির যেমন মণি-মন্ত্র-মহৌষধির ন্যায় স্বাভাবিক-অচিন্ত্য-শক্তি আছে, এই ভাগবত-গ্রন্থেরও তাদৃশ স্বাভাবিক অচিন্ত্য-শক্তি আছে বলিয়া নাম হইয়াছে শ্রীমদ্‌ভাগবত। ভগবৎ-তত্ত্বপ্রতিপাদক এই শ্রীগ্রন্থ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীনারায়ণ স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ইহার প্রামাণ্য এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধেও কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমদ্‌ভাগবতে উপদিষ্ট ধর্ম্মের স্বরূপ। শ্রীমদ্‌ভাগবতে যে ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহাকে বলা হইয়াছে **পরম ধর্ম্ম**। পরম-ধর্ম্ম-শব্দের তাৎপর্য্য কি ? "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ যতো ভক্তিরধোক্ষজে। শ্রীভা ১।২।৬॥"—এই বচনানুসারে, পরম ধর্ম্ম হইতেছে সেই ধর্ম্ম, যাহা হইতে অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীভগবানে ভক্তি জন্মে। এই ভক্তির তাৎপর্য্য কি ? "স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্। শ্রীভা ১।২।১৩॥" এই প্রমাণানুসারে শ্রীভগবৎ-প্রীতিই পরমধর্ম্মের একমাত্র তাৎপর্য্য। তাহা হইলে শ্রীমদ্‌ভাগবতে যে ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এবং একমাত্র লক্ষ্য হইল—শ্রীভগবৎপ্রীতি; ভগবৎপ্রীতি-সাধন ব্যতীত অন্য কোনওরূপ বাসনা যদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকে, তাহা হইলে, তাহা—ধর্ম্ম হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু পরম-ধর্ম্ম (শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম) হইবে না। এজন্যই এই পরম-ধর্ম্মকে বলা হইয়াছে **"প্রোজ্‌ঝিত-কৈতব"**—যাহা হইতে কৈতব প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে, যাহাতে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৈতবের ছায়ামাত্রও নাই ॥ কৈতব কি? **কৈতব** অর্থ বঞ্চনা বা কপটতা। যাহাতে বাহিরে এক রকম এবং ভিতরে আর এক রকম ব্যবহার থাকে, তাহাই কপটতা। এখন ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কপটতা কি? ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য যাহা, তাহা অপেক্ষা অন্য কোনও উদ্দেশ্য যদি সাধকের হৃদয়ে থাকে, তাহা হইলেই ঐ ধর্ম্মানুষ্ঠানে কপটতা থাকিয়া গেল। "অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ। স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥ শ্রীভা ১।২।১৩॥" এই প্রমাণানুসারে ভগবৎসন্তোষণই ধর্ম্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য বা তাৎপর্য্য; সুতরাং ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যদি ভগবৎ-প্রীতি-কামনাব্যতীত অন্যকামনা সাধকের হৃদয়ে থাকে, তাহা হইলেই ঐ ধর্ম্মানুষ্ঠান কপটতাময় হইল। অতএব ভগবৎ-প্রীতি-কামনাব্যতীত অন্য কামনা—আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিকামনাই হইল ধর্ম্মসম্বন্ধে কপটতা বা কৈতব। এইরূপ স্বসুখ-বাসনারূপ কপটতা পরিত্যক্ত হইয়াছে যে ধর্ম্মে, তাহাই প্রোজ্‌ঝিতকৈতব ধর্ম্ম।

প্রশ্ন হইতে পারে, উজ্‌ঝিত অর্থই পরিত্যক্ত; "উজ্‌ঝিতকৈতব ধর্ম্ম" বলিলেই স্বসুখবাসনাশূন্য ধর্ম্ম সূচিত হইত; তথাপি প্র-উপসর্গযোগ করা হইল কেন? প্র-উপসর্গের কোনও সার্থকতা আছে কিনা? টীকাকার শ্রীধর-স্বামিচরণ বলেন, এস্থলে **প্র**-উপসর্গের একটা বিশেষ সার্থকতা আছে; "প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" প্র-উপসর্গের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে; প্রোজ্‌ঝিত শব্দের অর্থ "প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত;" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইহকালের সর্ব্ব প্রকারের সুখ এবং পরকালের স্বর্গাদিলোক-প্রাপ্তি-জনিত সুখের-কামনাতো পরিত্যক্ত হইবেই; এমন কি মোক্ষ-কামনা পর্য্যন্তও যে ধর্ম্মে পরিত্যক্ত হয়, তাহাই **প্রোজ্‌ঝিতকৈতব ধর্ম্ম**। মোক্ষ-কামনা থাকিলেও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কপটতা প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হয় না—ইহাই শ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায়। ইহাতে বুঝা যায়, মোক্ষকামনাও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কপটতা-বিশেষ। মোক্ষকামনা কিরূপে কপটতা হইতে পারে, তাহাই দেখা যাউক। মোক্ষ-শব্দের অর্থ কি? মোক্ষ অর্থ মুক্তি—সংসার-গতাগতির নিরসন। এই মুক্তি পাঁচ রকমের—সাষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সাযুজ্য। সার্ষ্টিতে মুক্তাবস্থায় উপাস্যদেবের সমান ঐশ্বর্য্য পাওয়া যায়। সালোক্যে, উপাস্যের সহিত একই লোকে বা একই ভগবদ্ধামে বাস করা যায়। সারূপ্যে উপাস্যের সমান রূপ—চতুর্ভুজত্বাদি—পাওয়া যায়। সামীপ্যে উপাস্যের নিকটে থাকা যায়। এই চারি রকমের মুক্তিতেই সিদ্ধাবস্থায় সাধকের স্বতন্ত্র সত্তা থাকে। সাযুজ্যে, উপাস্যের সঙ্গে সাধক তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া মিশিয়া যায়। ইহাতে সাধকের স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। মোক্ষ বা মুক্তি বলিতে সাধারণতঃ রূঢ়ি-অর্থে এই সাযুজ্য-মুক্তিকেই বুঝায়। যাহা হউক, সাষ্টি-আদি প্রথম চারি রকমের মুক্তি-কামনায় আবার দুইটী উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। প্রথমতঃ, মাত্র উপাস্যের সমান ঐশ্বর্য্যাদি প্রাপ্ত হওয়া; দ্বিতীয়তঃ উপাস্যের সমান ঐশ্বর্য্যাদির সঙ্গে সঙ্গে উপাস্যকে সেবা করার সৌভাগ্য পাওয়া। প্রথম প্রকারের উদ্দেশ্যময়ী মুক্তিচতুষ্টয়ে, ভগবৎসেবার কিছুই নাই; কেবল ঐশ্বর্য্যাদি পাইলেই সাধক নিজকে কৃতার্থ মনে করেন, ইহাতে কেবল স্বসুখবাসনা,—কেবল নিজের জন্য কিছু—উপাস্যের সমান ঐশ্বর্য্য, রূপ ইত্যাদি—পাওয়ার বাসনা; সুতরাং ইহা যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কৈতব বা কপটতা, তাহা সহজেই বুঝা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের উদ্দেশ্যে যদিও উপাস্যের সেবার বাসনা আছে, তথাপি তাহার সঙ্গে নিজের জন্য উপাস্যের সমান ঐশ্বর্য্যাদি প্রাপ্তির বাসনা আছে। সুতরাং এই উদ্দেশ্যেও কপটতা মিশ্রিত আছে। অতএব সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ-মুক্তির কামনা পরিত্যক্ত না হইলে ধর্ম্ম কৈতব-শূন্য হইতে পারে না (ক্রমসন্দর্ভ)।

তারপর পঞ্চম প্রকারের মুক্তি—সাযুজ্য। অগ্নির সঙ্গে তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হইয়া লৌহ যেমন অগ্নিবৎ প্রতীত হয়, তদ্রূপ সাযুজ্য-মুক্তিতে ব্রহ্মের সঙ্গে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া জীবও ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া যায়। ইহাতে জীবের, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তা থাকে না। পৃথক্ সত্তা থাকেনা বলিয়া সাযুজ্য মুক্তিতে জীব উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপের সেবা করিতে পারে না; সুতরাং ধর্ম্মের উদ্দেশ্য যে ভগবৎ-প্রীতি সাধন, তাহাই সাযুজ্য-মুক্তি-কামীদের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মে থাকেনা; থাকে কেবল ব্রহ্মের সঙ্গে বা অন্য কোনও এক ভগবৎ-স্বরূপের সঙ্গে মিশিয়া সেই স্বরূপের সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা—কেবল মাত্র নিজের জন্য কিছু একটা (তাদাত্ম্য) প্রাপ্তির বাসনা। সুতরাং সাযুজ্য-মুক্তিও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কৈতব বা কপটতা মাত্র;

এই কপটতাও ত্যাগ না করিলে ধর্ম্ম কপটতাশূন্য হইতে পারে না। ইহকালের সুখ বা পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেই ভোগ করিতে হয়; সুতরাং এই সমস্ত সুখ অনিত্য। কিন্তু সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মোক্ষ প্রাপ্ত হইলে জীবকে আর প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে আসিতে হয় না—অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবদ্ধামেই তাহার নিত্যস্থিতি হয়। এজন্য, লোকে সাধারণতঃ মনে করিতে পারে, পঞ্চবিধা মুক্তির সাধনে কপটতা থাকিতে পারে না; কিন্তু তাহাতেও যে কপটতা আছে, পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে তাহা বুঝা যাইতেছে। সুতরাং ইহকালের কি পরকালের সুখ-বাসনা, এমন কি মুক্তি-কামনা পর্য্যন্তও পরিত্যক্ত হয় যে ধর্ম্মানুষ্ঠানে, তাহাই প্রোজ্ঝিত-কৈতব ধর্ম্ম, তাহাই পরম ধর্ম্ম: কারণ, তাহার উদ্দেশ্য একমাত্র ভগবৎ-প্রীতি। ভগবৎ-তোষণই এই পরম ধর্ম্মের স্বরূপ।

এই পরম-ধর্ম্মটী কাঁহারা অনুষ্ঠান করিতে পারেন? ইহা "**নির্ম্মৎসরাণাং সতাং**" অনুষ্ঠেয়; নির্ম্মৎসর সাধু ব্যক্তিগণই এই পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। পরের উৎকর্ষ যাহারা সহ্য করিতে পারে না, তাহাদিগকেই "**মৎসর**" বলে। এইরূপ মৎসরতা যাঁহাদের নাই, যাঁহারা পরের উৎকর্ষ দেখিলেও ক্ষুব্ধ হয়েন না, তাঁহারাই "**নির্ম্মৎসর**"। যাহারা কোনওরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা রাখে, তাহারাই সাধারণতঃ মৎসর হয়; কারণ, তাহারা কোনও বিষয়ে পরের উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং ফলাভিসন্ধানশূন্য ব্যক্তিই—নির্ম্মৎসর হইতে পারেন। যে পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কোনওরূপ ফলাভিসন্ধির স্থান নাই, সেই ধর্ম্মের সুষ্ঠু অনুষ্ঠান এইরূপ নির্ম্মৎসর ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। তাই বলা হইয়াছে, এই পরম ধর্ম্মটী নির্ম্মৎসর সাধুদিগেরই অনুষ্ঠেয়। সৎ বা সাধুর লক্ষণ ২৮শ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, যাহারা নির্ম্মৎসর নহে, তাহারা কি এই হরিতোষণ-তাৎপর্য্যময় পরম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেনা? তাহারাও এই পরম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে; অনুষ্ঠান করিতে করিতেই ভগবৎ-কৃপায় তাহাদের মৎসরতা দূরীভূত হইবে। "কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে। কাম ছাড়ি দাস হইতে হয় অভিলাষে॥ ২।২২।২৭॥"

তারপর শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের ফল। প্রথমতঃ, শ্রীমদ্ভাগবতে বাস্তব-বস্তু জানা যায়—বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু। **বাস্তব বস্তু কি?** পরমার্থভূত-বস্তুই বাস্তব-বস্তু (শ্রীধরস্বামী)। পরমার্থভূত বস্তুটী কি? পূর্ব্বোল্লিখিত হরিতোষণ-তাৎপর্য্যময় পরম-ধর্ম্মই, অর্থাৎ ভক্তিই, পরমার্থভূত বস্তু। কারণ, এই ভক্তি স্বীয় ফল প্রদান করিতে কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির অপেক্ষা রাখে না; কিন্তু কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি স্ব-ফল প্রদান করিতে ভক্তির অপেক্ষা রাখে। আবার, এই ভক্তি দ্বারাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ অনুভব এবং তাঁহার সম্যক্ সেবা-প্রাপ্তি সম্ভব; জ্ঞান-যোগাদির দ্বারা তাহা সম্ভব নহে। ভক্তিরই ভগবদ্-বশীকরণী শক্তি আছে; তাই এই ভক্তিই পরম পুরুষার্থ-ভূত বস্তু।

অথবা, যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকল সময়েই স্থির থাকে, যাহা নিত্য, তাহাই বাস্তব বস্তু। ভগবানের স্বরূপ, তাঁহার নাম-রূপ-গুণাদি, তাঁহার ধামাদি, তাঁহার পরিকরাদি এবং তাঁহাতে ভক্তি—এই সমস্তই নিত্য বলিয়া বাস্তব-বস্তু। এতদ্ব্যতীত জগদাদি যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত বস্তু হইলেও অনিত্য বলিয়া বাস্তব বস্তু নহে।

এই বাস্তব-বস্তুর স্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে জানা যায়। এই বাস্তব-বস্তুটীর তত্ত্ব অবগত হইলে কি হয়, অর্থাৎ এই বাস্তব-বস্তুটীর শক্তি কি, তাহাও এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। ইহা "**শিবদং**"—মঙ্গল-প্রদ। মঙ্গল কি? পরমানন্দই জীবের এক মাত্র মঙ্গলময় বস্তু; কারণ, ইহাই সর্ব্বাবস্থায় জীবের প্রার্থনীয়। বাস্তব-বস্তুটী নিজের শক্তিতে জীবকে এই পরমানন্দ দান করিতে পারে। অথবা, "সত্যং শিবং সুন্দরং" এই শ্রুতি-প্রমাণ-অনুসারে একমাত্র শিব-বস্তু যে শ্রীকৃষ্ণ, ঐ বাস্তব-বস্তু (ভক্তি) হইতে তাহা পাওয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণ পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা ভক্তির শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণ-শক্তি সূচিত হইতেছে।

এই বাস্তব-বস্তুটীর আর একটী শক্তি এই যে, ইহা "**তাপত্রয়োন্মূলনং**—ত্রিতাপের মূলীভূত কারণ যে অবিদ্যা, সেই-অবিদ্যার খণ্ডন করে।" ভক্তির কৃপায় ভগবদনুভবরূপ পরমানন্দ লাভ হইলে আনুষঙ্গিক ভাবেই, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই তাপত্রয়ের মূল যে অবিদ্যা, তাহার নিরসন হয়।

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥ ৫১

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামিচরণৈঃ—
"প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ" ইতি ॥ ৩৮

কৃষ্ণভক্তির বাধক—যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমো ধর্ম্ম ॥ ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের, এমন কি শ্রবণেচ্ছারও আর একটী অলৌকিকী অচিন্ত্য-শক্তি এই যে, "ঈশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতে কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিঃ তৎক্ষণাৎ। যে সমস্ত কৃতী ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতে ইচ্ছা করেন, ঐ শ্রবণেচ্ছার সময় হইতে আরম্ভ করিয়াই শ্রীহরি তাঁহাদের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন।" "**কৃতিভিঃ**" শব্দের অর্থ শ্রীজীবগোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—কথঞ্চিৎ-তৎসাধনানুক্রমলব্ধয়া ভক্ত্যা কৃতার্থৈঃ। পরম-ধর্ম্মের কথঞ্চিৎ সাধনের প্রভাবে ভক্তিরাণীর কিছু কৃপা লাভ করিয়া যাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই কৃতী। এইরূপ কৃতী ব্যক্তিগণ যদি শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, যে সময়ে তাঁহাদের শ্রবণেচ্ছা হয়, ঠিক সেই সময়েই (**সদ্য**) শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন, এবং সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া (**তৎক্ষণাৎ**) সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের চিত্তে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। **অবরুদ্ধ**-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের হৃদয় হইতে আর বহির্গত হইতে পারেন না। ইহা দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণী শক্তি সূচিত হইতেছে। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের মণি-মন্ত্রৌষধিবৎ একটী অচিন্ত্য-শক্তি, অন্য কোনও শাস্ত্রের এইরূপ শক্তি নাই।

এই শ্লোকে তিনবার "অত্র"—(এই শ্রীমদ্ভাগবতে) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। নির্দ্ধারণার্থেই তিনবার একই "অত্র" শব্দের উক্তি। এই শ্রীমদ্ভাগবতেই (অত্র) প্রোজ্ঝিত কৈতব-ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, অন্য কোনও শাস্ত্রে নহে। এই শ্রীমদ্ভাগবতেই (অত্র) বাস্তব বস্তু জানা যায়, অন্য কোনও শাস্ত্রে নহে। এই শ্রীমদ্ভাগবতেই (অত্র) অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণেচ্ছাতেই ঈশ্বর সদ্য হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন, অন্য শাস্ত্র শ্রবণেচ্ছায় হয়েন না।

পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনা যে কৈতব, তাহাই এই শ্লোকে প্রমাণিত হইল—"ধর্ম্ম প্রোজ্ঝিত-কৈতবঃ" বাক্যে।

৫১। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছার মধ্যে মোক্ষ-বাসনাই যে শ্রেষ্ঠ কৈতব, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। **তার মধ্যে**—পূর্ব্বপয়ারোক্ত ধর্ম্ম-অর্থাদির বাঞ্ছার মধ্যে। **মোক্ষ-বাঞ্ছা**—মোক্ষ-লাভের ইচ্ছা। এস্থলে মোক্ষ-শব্দ রূঢ়ি-অর্থেই অর্থাৎ সাযুজ্য-মুক্তি অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ, সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিতে, জীবের পৃথক্ সত্তা থাকে বলিয়া ভগবৎ-সেবার সুবিধা আছে, সুতরাং তাহাতে কৃষ্ণভক্তির অন্তর্ধান হয় না। কিন্তু সাযুজ্য-মুক্তিতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না বলিয়া (পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য), জীব ভগবৎ-স্বরূপে মিশিয়া থাকে বলিয়া, ভগবৎ-সেবার সুবিধা থাকে না। বিশেষতঃ সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিতে, কিম্বা তাহাদের সাধনে জীবের সহিত ঈশ্বরের সেব্য-সেবকত্ব-বুদ্ধি থাকে; কিন্তু সাযুজ্য-মুক্তিতে বা তাহার সাধনেও সেব্য-সেবকত্ব-বুদ্ধি থাকে না; সাযুজ্য-মুক্তি-কামী ব্যক্তি নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন। ইহাতে ভক্তির প্রাণস্বরূপ সেব্য-সেবকত্ব-বুদ্ধি থাকে না বলিয়া, বিশেষতঃ মায়াধীন জীব নিজকে মায়াধীশ ঈশ্বর বলিয়া মনে করে বলিয়া, ভক্তি অন্তর্হিত হইয়া যায়। এজন্য সাযুজ্য-মুক্তিকে **কৈতব-প্রধান** (কৈতবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) বলা হইয়াছে।

শ্লো। ৩৮। অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবঃ" ইত্যাদি শ্লোকের "প্রোজ্ঝিত" শব্দের অন্তর্গত "প্র" উপসর্গ সম্বন্ধে টীকাকার শ্রীধর-স্বামিচরণ বলিতেছেন—"প্র-শব্দে মোক্ষাভিসন্ধিরও নিরসন করা হইল।"

৫২। কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল কর্ম্মের কথা বলিতেছেন।

কৃষ্ণভক্তির বাধক—শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির উন্মেষে বাধাপ্রদানকারী; কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল।

যাঁহার প্রসাদে এই তম হয় নাশ।
তমোনাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ ॥ ৫৩

তত্ত্ব বস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ।
নামসঙ্কীর্ত্তন—সব আনন্দ-স্বরূপ ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শুভাশুভকর্ম্ম—শুভ ও অশুভ কর্ম। **শুভকর্ম্ম**—স্বর্গাদি-প্রাপক পুণ্য কর্ম্ম। **অশুভ কর্ম্ম**—নরকাদি-প্রাপক পাপ কর্ম্ম। পুণ্য ও পাপ উভয়ই ভক্তির প্রতিকূল; তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকায় বলিয়াছেন, "পুণ্য যে সুখের ধাম, না লইও তার নাম, পাপ-পুণ্য দুই পরিহরি।"

নিজের সুখের আশাতেই লোক পুণ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে; সুতরাং পুণ্য-কর্ম্মের প্রবর্ত্তকও আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনা—কৈতব-বিশেষ; তাই ইহা কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল। আর পুণ্যের ফলে ইহকালে বা পরকালে লোক যখন সুখ-ভোগের অধিকারী হয়, তখনও সুখ-ভোগে মত্ত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনের কথা ভুলিয়া যায়। সুতরাং পুণ্যকর্ম্মের আদি ও অন্ত উভয়ই কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল। আবার, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যেই লোক পাপকর্ম্মও করিয়া থাকে। সেই পাপের ফলে ইহকালে নানাবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশা এবং পরকালে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যন্ত্রণা-নিবৃত্তির এবং সুখ-প্রাপ্তির জন্যই জীবের বলবতী বাসনা জন্মে; শ্রীকৃষ্ণভজনের নিমিত্ত সাধারণতঃ বাসনা জন্মেনা। সুতরাং পাপ-কর্ম্মেরও আদি ও অন্ত উভয়ই কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল। তাই বলা হইয়াছে—শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মই কৃষ্ণভক্তির বাধক।

সেহ—সেই শুভাশুভ কর্ম্ম। **অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম**—অজ্ঞতারূপ অন্ধকারের ফল। জীব অজ্ঞ বলিয়া, নিজের স্বরূপ-জ্ঞান এবং স্বরূপানুবন্ধি-কর্ত্তব্যের জ্ঞান জীবের নাই বলিয়াই, জীব শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যদি সেই জ্ঞান জীবের থাকিত, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিমূলক শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া হরিতোষণমূলক ভক্তি-সাধনেই প্রবৃত্ত হইত। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য।

৫৩। এই পয়ারের অন্বয়—যাঁহার প্রসাদে এই তমোনাশ হয়; (সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ) তমোনাশ করিয়া তত্ত্বের প্রকাশ করেন।

পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ কৃপা-পূর্ব্বক জীবের এই অজ্ঞান-তম দূরীভূত করেন এবং জীবের চিত্তে তত্ত্ব-জ্ঞান প্রকাশিত করেন।

তত্ত্ব-বস্তু কি, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

৫৪। অন্বয়। শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমরূপ শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তন এই সমস্তই তত্ত্ববস্তু এবং এই সমস্ত তত্ত্ববস্তুই আনন্দ-স্বরূপ।

তত্ত্ব-বস্তু—পরমার্থভূত বস্তু। সকল জীবই আনন্দ চায়, রস-আস্বাদন চায়; সুতরাং রস বা আনন্দই হইল পরমার্থভূত বস্তু, আনন্দই হইল তত্ত্ব-বস্তু।

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হইলেন রস-স্বরূপ বা আনন্দ-স্বরূপ। রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারিলেই জীব আনন্দ পাইতে পারে; "রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি—শ্রুতি।" তাই, আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিতই আনন্দ-লিপ্সু জীবের নিত্যসম্বন্ধ। এজন্য শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকেই সম্বন্ধ-তত্ত্ব বলা হইয়াছে।

আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে হইলে একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু হইল প্রেম; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বশীভূত। এজন্য প্রেমকে শাস্ত্রে প্রয়োজনতত্ত্ব বলা হইয়াছে।

আবার, প্রেম-লাভ করিতে হইলে ভক্তি-সাধনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য; কারণ, ভক্তি ব্যতীত প্রেমের বিকাশ হয় না। তাই শাস্ত্রে সাধন-ভক্তিকেই অভিধেয়-তত্ত্ব বলা হইয়াছে। অভিধেয় অর্থ কর্ত্তব্য।

এইরূপে সম্বন্ধ-তত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্ব এবং প্রয়োজনতত্ত্ব এই তিনটী তত্ত্বই হইল জীবের মুখ্য জ্ঞাতব্য। এই তিনটীর জ্ঞানই হইল তত্ত্ব-জ্ঞান। মুখ্যতত্ত্ব-বস্তু আনন্দের সঙ্গে অপরিহার্য্য-ভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া এই তিনটীকেও তত্ত্ব-বস্তু বলা হয়। তাই এই পয়ারে বলা হইল—কৃষ্ণ, প্রেমরূপ কৃষ্ণভক্তি ও নামসঙ্কীর্ত্তন—ইহারাই তত্ত্ব-বস্তু। এই

সূর্য্য-চন্দ্র বাহিরের তম সে বিনাশে । | বহির্ব্বস্তু ঘট-পট আদি সে প্রকাশে ॥ ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

কয়টীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সম্বন্ধ-তত্ত্ব, নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইল অভিধেয়-তত্ত্ব, এবং প্রেমরূপ কৃষ্ণভক্তি হইল প্রয়োজন-তত্ত্ব ।

প্রেমরূপ-কৃষ্ণ-ভক্তি—কৃষ্ণভক্তির তিন অবস্থা ; সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেমভক্তি। সাধনাবস্থায় যে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম সাধনভক্তি। সাধন-ভক্তির পরিপক্কাবস্থার নাম ভাব-ভক্তি ; সাধন-ভক্তি হইতেই ভাব-ভক্তির উদয় হয়। ভাব-ভক্তির পরিপক্কাবস্থার নাম প্রেম বা প্রেমভক্তি। সুতরাং প্রেমরূপ কৃষ্ণভক্তি অর্থ—কৃষ্ণভক্তির পরিপক্কাবস্থা যে প্রেমভক্তি, তাহা। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিবিশেষই প্রেম ; সুতরাং প্রেমও স্বরূপতঃ আনন্দই ।

নাম-সঙ্কীর্ত্তন—শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তন। সাধনাবস্থায় নাম-সঙ্কীর্ত্তন, সাধন-ভক্তির অঙ্গ ; বহুবিধ সাধনভক্তির মধ্যে নববিধা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ ; আবার নববিধা-সাধনভক্তির মধ্যে নাম-সঙ্কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ ; সুতরাং নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন-ভক্তি। "ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি। কৃষ্ণ-প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন। নিরপরাধ নাম হইতে হয় প্রেমধন ॥ ৩।৪।৬৫-৬৬ ॥" এই পয়ারে নাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সমস্ত সাধনভক্তিই উপলক্ষিত হইতেছে। নাম ও নামীর অভেদ-বশতঃ আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণ-নামের ভেদ নাই ; তাই শ্রীকৃষ্ণ নামও আনন্দ-স্বরূপ। "নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরস বিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ ॥"—হ, ভ, বি, ১১।২৬৯॥

আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া এবং ভগবানের চিচ্ছক্তির বিলাস-বিশেষই ভক্তি বলিয়া সাধন-ভক্তির অঙ্গ মাত্রই আনন্দময়। জ্ঞান-যোগাদি সাধনের ন্যায় ভক্তিমার্গের সাধন যে দুঃখকর নহে, পরন্তু সুখজনক তাহাই ইহাদ্বারা সূচিত হইতেছে।

এই সমস্ত কারণে শ্রীকৃষ্ণাদি সমস্তকেই আনন্দ-স্বরূপ বলা হইয়াছে।

৫৫। এক্ষণে ৫৫-৫৯ পয়ারে আকাশের সূর্য্যচন্দ্র হইতে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দরূপ সূর্য্য-চন্দ্রের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন। আকাশের সূর্য্যচন্দ্র বহির্ভাগের—ভূপৃষ্ঠের—অন্ধকার মাত্র দূর করিতে পারে এবং ভূপৃষ্ঠের বস্তুসমূহই প্রকাশ করিতে পারে ; কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরের—খনিগর্ভের বা পর্ব্বত-গুহাদির অন্ধকার দূর করিতে পারে না, তত্রত্য কোনও বস্তুও প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দরূপ সূর্য্যচন্দ্র জীবের বাহিরের এবং ভিতরের অজ্ঞান-অন্ধকারও দূর করিতে পারেন ; এবং জীবের বাহিরে এবং ভিতরে উভয় স্থানেই তত্ত্ববস্তু প্রকাশ করিতে পারেন। ইহাই তাঁহাদের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। বাহিরের এবং ভিতরের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করার তাৎপর্য্য এই যে, জীব নিজের বহির্দ্দেশে যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পায়, সে সমস্ত বস্তুর স্বরূপ-সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞতা এবং তাহার ভিতরের—চিত্তবৃত্তির স্বরূপ-সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতা—এই উভয় প্রকারের অজ্ঞতাই শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ দূর করেন। আর বহির্দ্দেশের বস্তুসমূহের স্বরূপ-তত্ত্ব এবং চিত্তবৃত্তির অনুসন্ধেয় বস্তুর স্বরূপতত্ত্বও তাঁহারা প্রকাশ করেন। অন্ধকারের মধ্যে কোনও জিনিষের স্বরূপ দেখা যায় না বলিযা জীব যেমন কোনও বস্তুতে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু কল্পনা করিয়া ভীত হয় ; আবার কোনও বস্তুকে তাহার সুখ-সাধন কোনও বস্তু মনে করিয়া আনন্দিত হয় ; তদ্রূপ জীবের অজ্ঞতাবশতঃ দৃশ্যমান কোনও বস্তুকে তাহার সুখের উপাদান এবং কোনও বস্তুকে বা তাহার দুঃখের হেতু বলিয়া মনে করে। কিন্তু যখন শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় সমস্ত বস্তুর স্বরূপ তাহার নিকট প্রকাশিত হয়, তখন জীব বুঝিতে পারে যে, স্ত্রী-পুত্রাদি যে সমস্ত বস্তুকে সে তাহার সুখের হেতু বলিয়া মনে করিত, সে সমস্ত বাস্তবিক তাহার সুখের মূল নহে ; ঐ সমস্ত অনিত্য বস্তু কাহাকেও নিত্য সুখ দিতে পারে না ; যে সমস্ত বস্তুকে জীব তাহার দুঃখের হেতু বলিয়া মনে করিয়াছিল, সে সমস্ত বস্তুও বাস্তবিক তাহার দুঃখের মূল হেতু নহে—

দুই ভাই-হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥ ৫৬

এক ভাগবত বড়—ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত— ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহার দুঃখের হেতু—স্বীয় দুর্ব্বাসনামাত্র, শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতি মাত্র। অজ্ঞান-অবস্থায় তাহার চিত্ত এই সমস্ত কাল্পনিক সুখ-দুঃখ লইয়াই ব্যস্ত থাকে; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশে জীব বুঝিতে পারে,—শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারে—শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র তত্ত্ববস্তু, শ্রীকৃষ্ণ-সেবাতেই জীব তাহার চির-আকাঙ্ক্ষিত নিত্য আনন্দ পাইতে পারে; আরও বুঝিতে পারে—শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইতে হইলে একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু প্রেম লাভ করা দরকার এবং প্রেম লাভ করিতে হইলে নাম-সংকীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান দরকার; এতদ্ব্যতীত অন্য যাহা কিছু, তৎসমস্তই তাহার দুঃখের হেতু।

তম—অন্ধকার। **বহির্ব্বস্তু**—বাহিরের জিনিস; পৃথিবীর বহির্ভাগে যে সমস্ত জিনিস আছে, সে সমস্ত। **ঘট-পট আদি**—মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘট; সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রাদি; বাহিরে যাহা কিছু দেখিতে পাই, তৎসমস্ত। **প্রকাশে**—প্রকাশ করে, দেখাইয়া দেয়।

৫৬। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ কিরূপে জীবের চিত্তের অজ্ঞান দূর করিয়া তত্ত্ববস্তু প্রকাশ করেন, তাহা বলিতেছেন, তিন পয়ারে। তাঁহারা জীবের শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতিরূপ বা শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতারূপ অজ্ঞান দূর করিয়া ভক্তি-প্রতিপাদক শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি শাস্ত্রের সঙ্গে এবং ভক্তিরস-রসিক ভক্তের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার করান; তাঁহাদের কৃপায় জীব শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হয় এবং ভজনের পরিপাকে যখন তাঁহার চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়, তখন তাঁহার সেই প্রেমের বশীভূত হইয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করিতে থাকেন; তখন শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কোনও বস্তুই সেই জীবের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় না।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রের আলোচনায় বা সাধু-সঙ্গে যে জীবের প্রবৃত্তি হয়, তাহাও ভগবৎ-কৃপার ফলেই।

দুই ভাই—শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ। **হৃদয়ের**—জীবের হৃদয়ের। **ক্ষালি**—ক্ষালন করিয়া; দূর করিয়া। **অন্ধকার**—অজ্ঞানরূপ অন্ধকার; শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা।

দুই ভাগবত—ভাগবত-শাস্ত্র ও ভক্তিরস-রসিক ভক্ত।

করান সাক্ষাৎকার—সঙ্গ করান। ভাগবত-শাস্ত্রের সঙ্গ করান অর্থ—ভাগবত-শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্তি জন্মাইয়া আলোচনা করান।

৫৭। দুই ভাগবত কি কি, তাহা বলিতেছেন। এক ভাগবত হইতেছেন—ভাগবত-শাস্ত্র; আর এক ভাগবত হইতেছেন—ভক্তিরসপাত্র ভক্ত।

ভাগবত-শাস্ত্র—শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি শ্রীশ্রীভগবানের রূপ-গুণ-লীলা-কথা-পূর্ণ ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্র। শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি শাস্ত্রকে "বড় ভাগবত" বলার হেতু বোধ হয় এই যে, শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ; শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পরে শ্রীমদ্‌ভাগবতই তাঁহার প্রতিনিধিরূপে জগতে বিরাজমান্।

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ। শ্রীভা ১।৩।৪৫" ॥

কোন কোনও গ্রন্থে "এক ভাগবত বড়" স্থানে "এক ভাগবত হয়" পাঠ আছে।

আর ভাগবত—অন্য ভাগবত। **ভক্ত ভক্তিরসপাত্র**—ভক্তিরস-পাত্র ভক্ত;- প্রেমভক্তিকেই যিনি পরম-পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, এইরূপ ভক্তিরস-রসিক ভক্তই এস্থলে ভাগবত-শব্দবাচ্য; এইরূপ ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবেই হৃদয়ে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে। কর্ম্মী এবং জ্ঞানীরাও আনুষঙ্গিকভাবে ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কিন্তু

দুই ভাগবত-দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ ॥ ৫৮

এক অদ্ভুত—সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত—চিত্তগুহার তম করে নাশ ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহারা ভক্তিকে পরমপুরুষার্থ মনে করেন না বলিয়া, ভক্তির আস্বাদ্যতা তাঁহাদের নিকটে লোভনীয় নহে বলিয়া এবং তাঁহাদের চিত্তে ভক্তি রসরূপে পরিণত হইতে পারেনা বলিয়া (৪র্থ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) তাঁহারা ভক্তিরসপাত্র নহেন; এই পয়ারে "ভাগবত" শব্দে বোধ হয় তাঁহারা অভিপ্রেত হয়েন নাই।

৫৮। **দুই ভাগবতদ্বারা**—শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রের আলোচনা করাইয়া এবং ভক্তিরস-পাত্র ভক্তের সঙ্গ করাইয়া। শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনার ফল ৩১শ শ্লোকের তাৎপর্য্যে এবং সাধুসঙ্গের ফল ২৮।২৯ শ্লোকের তাৎপর্য্যে দ্রষ্টব্য।

ভক্তিরস—অনুভব-বিভাদির যোগে কৃষ্ণভক্তি রসে পরিণত হইয়া অত্যন্ত আস্বাদ্য হয় (৪র্থ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। শ্রীমদ্ভাগবতাদি আলোচনার ফলে এবং সাধুসঙ্গের প্রভাবে জীবের হৃদয়ে ভক্তির উন্মেষ হয়; এই ভক্তিই প্রেমরসে পরিণত হইলে পরমস্বাদ্য হয়।

তাহার হৃদয়ে—শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ যে জীবের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া ভাগবত-সঙ্গ করান, তাহার হৃদয়ে।

তার প্রেমে হয় বশ—শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ তাঁহার প্রেমে বশীভূত হয়েন।

রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের প্রেমরস আস্বাদনের নিমিত্ত ব্যাকুল। রস-আস্বাদনের পূর্ণতা বিধানের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌররূপে নবদ্বীপে প্রকট হইয়াছেন। তিনি যখন দেখেন, ভক্তের হৃদয়ে ভক্তিরসের সঞ্চার হইয়াছে, তখনই সেই ভক্তিরস আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করেন এবং ভক্তের প্রেমের বশীভূত হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করেন। কারণ, তিনি প্রেমবশ এবং ভক্তিরস-লোলুপ। মধুলোলুপ ভ্রমর কোনও স্থানে মধুর ভাণ্ড দেখিলে যেমন আত্মহারা হইয়া মধুপান করিতে করিতে ভাণ্ডস্থ মধুর মধ্যেই ডুবিয়া যায়, তদ্রূপ ভক্তিরস-পিপাসু শ্রীভগবানও রস-লোভে ভক্ত-হৃদয়ের ভক্তিরসেই যেন ডুবিয়া যায়েন, আর উঠিতে পারেন না, উঠিতে ইচ্ছাও করেন না।

ভগবান্ নিজেই তাঁহার ভক্তপ্রেমবশ্যতার কথা স্বীকার করিয়াছেন। দুর্ব্বাসার প্রতি ভগবান্ বলিয়াছেন—"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥—হে দ্বিজ! আমি ভক্তজনপ্রিয়; ভক্তপরাধীন; ভক্তের নিকটে আমার স্বাতন্ত্র্য না থাকারই মতন। সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয়কে যেন গ্রাস করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীভা ৯।৪।৬৩॥ ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ। বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥—সতী স্ত্রী সৎপতিকে যেরূপ বশীভূত করিয়া রাখেন, আমাতে নিঃশেষরূপে আবদ্ধচিত্ত সমদর্শী সাধুগণও ভক্তি-প্রভাবে আমাকে তদ্রূপ বশীভূত করিয়া রাখেন। শ্রীভা ৯।৪।৬৬॥ সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥—সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়; আমাকে ছাড়া তাঁহারা অন্য কিছু জানেন না; আমিও তাঁহাদিগকে ব্যতীত অন্য কিছুই জানি না। শ্রীভা ৯।৪।৬৮॥" স্বীয় ভক্তবশ্যতার কথা প্রকাশ করিতেও ভগবান্ যেন অপরিসীম আনন্দ পায়েন।

৫৯। "বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"-ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দরূপ সূর্য্যচন্দ্রকে "চিত্রৌ—অদ্ভুত" সূর্য্যচন্দ্র বলা হইয়াছে; এই পয়ারে, আকাশের সূর্য্যচন্দ্র হইতে তাঁহাদের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া তাঁহাদের অদ্ভুতত্ব প্রমাণ করিতেছেন। দুই বিষয়ে তাঁহাদের অদ্ভুতত্ব। আকাশের সূর্য্যচন্দ্র একই সময়ে একত্রে উদিত হয় না; কিন্তু শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দরূপ সূর্য্যচন্দ্র একই সময়ে উদিত (আবির্ভূত) হইয়াছেন; ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। আবার

এই চন্দ্র-সূর্য্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিলা উদয় ॥ ৬০
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥ ৬১
এই দুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল-বন্দন।
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্ব্বজন ॥ ৬২
বক্তব্য-বাহুল্য, গ্রন্থ বিস্তারের ডরে।
বিস্তারে না বর্ণি, সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে ॥ ৬৩

অনাদি-ব্যবহার-সিদ্ধ-প্রাচীনৈঃ স্বশাস্ত্রে উক্তঞ্চ—
'মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা' ইতি ॥ ৩৯ ॥

শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে—পাইবে সন্তোষ ॥ ৬৪
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-মহত্ব।
তার ভক্ত-ভক্তি-নাম-প্রেম-রস-তত্ত্ব ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আকাশের সূর্য্যচন্দ্র পর্ব্বতগুহার অন্ধকার দূর করিতে পারেনা, কিন্তু শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ জীবের চিত্তগুহার অজ্ঞান-অন্ধকারও দূর করেন; ইহা আর এক অদ্ভুত ব্যাপার। **দোঁহার**—শ্রীশ্রীগৌরের ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের।

৬০। **এই চন্দ্রসূর্য্য দুই**—শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ। **পরম-সদয়**—পরম করুণ, জীবের প্রতি। **জগতের ভাগ্যে**—জগদ্বাসী জীবের সৌভাগ্যবশতঃ। **গৌড়ে**—গৌড়দেশে; নবদ্বীপে।

৬২। **এই দুই শ্লোকে**—প্রথম দুই শ্লোকে। **মঙ্গল-বন্দন**—ইষ্টবন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ। **তৃতীয় শ্লোকের**—"যদদ্বৈতং" ইত্যাদি শ্লোকের।

৬৩। **বক্তব্য-বাহুল্য**—বক্তব্য বিষয়ের বহুলতা বা আধিক্য।

গ্রন্থ-বিস্তারের ডরে—গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত হওয়ার ভয়ে। এই গ্রন্থে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে; কিন্তু সমস্ত কথা বলিতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া যায়; তাই অতি সংক্ষেপে কেবল সারকথা কয়টী বলা হইতেছে।

অল্পকথায় সারকথা বলাই যে সঙ্গত, তাহার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নশ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩৯। অনুবাদ। প্রাচীন ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন—"অল্পাক্ষর সারগর্ভ বাক্যই বাগ্মিতা।"

মিতং—বর্ণনার বাহুল্যশূন্য; পরিমিত; অল্পাক্ষর। **সারং**—প্রকৃত-অর্থ-ব্যঞ্জক; সারগর্ভ। **বাগ্মিতা**—বাক্‌পটুতা।

৬৪। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-শ্রবণের ফল বলিতেছেন।

অজ্ঞানাদি—অজ্ঞান-বিপর্য্যাস-ভেদ-ভয়-শোকাঃ (চক্রবর্ত্তী)। **অজ্ঞান**—স্বরূপের অপ্রকাশ। **বিপর্য্যাস**—দেহাদিতে অহংবুদ্ধি। **ভেদ**—ভোগের ইচ্ছা। **ভয়**—ভীতি; ভোগেচ্ছায় বিঘ্নের আশঙ্কা। **শোক**—নষ্টবস্তুর নিমিত্ত দুঃখ। অজ্ঞানাদি-শব্দে এই পাঁচটীকে বুঝায়।

দোষ—দোষ আঠার রকম :—(১) মোহ, (২) তন্দ্রা, (৩) ভ্রম, (৪) রুক্ষরসতা, (৫) উল্বণ-কাম (দুঃখপ্রদ-লৌকিক কাম), (৬) লোলতা (চাঞ্চল্য), (৭) মদ (মত্ততা), (৮) মাৎসর্য্য (পরের উৎকর্ষ-সহনে অক্ষমতা), (৯) হিংসা, (১০) খেদ, (১১) পরিশ্রম, (১২) অসত্য, (১৩) ক্রোধ, (১৪) আকাঙ্ক্ষা, (১৫) আশঙ্কা, (১৬) বিশ্ববিভ্রম, (১৭) বৈষম্য ও (১৮) পরাপেক্ষা।

"মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম-উল্বণঃ। লোলতামদমাৎসর্য্যে হিংসা খেদ-পরিশ্রমৌ ॥ অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ। বিসমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতাঃ ॥—ভ, র, সি, দ, ১লহরী-ধৃত বিষ্ণুজামল-বচন। ১৩০।"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ শ্রবণ করিলে চিত্তের অজ্ঞানাদি এবং অষ্টাদশ-দোষ দূরীভূত হয়, কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম জন্মে এবং চিত্তে আনন্দ জন্মে।

৬৫। এই গ্রন্থে কি কি বিষয় আলোচিত হইবে, সংক্ষেপে তাহা বলিতেছেন। শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও

ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সব বস্তু-তত্ত্বসার ॥ ৬৬
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৬৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং
গুর্ব্বাদি-বন্দন-মঙ্গলাচরণং নাম
প্রথমপরিচ্ছেদঃ ॥ ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মহিমা, তাঁহাদের ভক্ত-তত্ত্ব, ভক্তি-তত্ত্ব, শ্রীনামতত্ত্ব, প্রেম-তত্ত্ব, ও রস-তত্ত্ব—এই সকল বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হইবে।

৬৬। **ভিন্ন ভিন্ন**—পৃথক্ পৃথক্ ভাবে। **লিখিয়াছি**—পূর্ব্বপয়ারোক্ত বিষয়গুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শাস্ত্রীয় বিচারের সহিত আলোচিত হইয়াছে। **বস্তু-তত্ত্ব-সার**—বস্তু-তত্ত্ব সম্বন্ধে সারকথা।

৬৭। শ্রীরূপ রঘুনাথ ইত্যাদি—এই গ্রন্থে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর যে সমস্ত লীলা বর্ণিত হইয়াছে, গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী সে সমস্ত নিজে প্রত্যক্ষ করেন নাই। শ্রীল রঘুনাথ দাস-গোস্বামী বহুকাল প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে ছিলেন; তিনি অনেক লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভুর গৃহস্থাশ্রম হইতেই প্রায় প্রভুর সঙ্গী, তিনি সমস্তই অবগত আছেন; কেবল লীলা নহে, পরন্তু তিনি প্রভুর মনোগত ভাবও সমস্ত জানিতেন; শ্রীমন্ মহাপ্রভু রঘুনাথ দাস-গোস্বামীকে স্বরূপ-দামোদরের হাতেই সমর্পণ করিয়াছিলেন; তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া দাস-গোস্বামী স্বরূপের মুখে প্রভুর প্রায় সমস্ত লীলার কথাই শুনিয়াছেন। আবার শ্রীরূপ গোস্বামীও প্রভুর অনেক লীলা দর্শন করিয়াছেন। এবং স্বরূপ-দামোদরের নিকট অনেক লীলার কথা শুনিয়াছেন। গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী এই দুইজনের মুখের উক্তি এবং লেখা হইতেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন; "চৈতন্য-লীলা-রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার, তিঁহো থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে। তাঁহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহা বিস্তারিল, ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥ * * * স্বরূপ-গোস্বামীর মত, রূপ-রঘুনাথ জানে যত, তাহা লিখি নাহি মোর দোষ। ২।২।৭২-৭৩ ॥" শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীদাস গোস্বামীর কৃপায় গ্রন্থের উপাদান পাইয়াছেন বলিয়া গ্রন্থকার অন্তরের ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে, প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে এই পয়ারের ন্যায় ভণিতা দিয়াছেন। এইরূপ উক্তির ধ্বনি এই যে—"গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার কল্পিত কথা নহে; পরন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর মুখে তিনি যাহা শুনিয়াছেন বা তাঁহাদের লেখায় যাহা দেখিয়াছেন, তাঁদের চরণ স্মরণ করিয়া তাহাই মাত্র তিনি লিখিয়াছেন।"

আদি-লীলা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহ-ব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

দ্বিতীয়ে বস্তুনির্দ্দেশরূপ-মঙ্গলাচরণং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব-নিরূপণং বর্ণ্যতে শ্রীচৈতন্যেত্যাদিনা। বালোঽপি অজ্ঞোঽপি পক্ষে শিশুরপি নানামতং সারাসার-প্রাচুর্য্যং তদেব গ্রাহঃ কুম্ভীরস্তেন ব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরং তরেৎ পারং গচ্ছেৎ। অত্রায়মাশয়ঃ, তত্ত্ববিচারে অহমজ্ঞোঽপি শ্রীচৈতন্যানুগ্রহেণ কুতর্কাদীন্ নিরাকৃত্য তস্যৈব শ্রীচৈতন্যদেবস্য সকল-সিদ্ধান্ত-পারগতং পরতত্ত্বত্বং বর্ণয়ামীতি। যদনুগ্রহেণ তত্ত্বং বর্ণ্যতে তস্যৈব মাহাত্ম্যং প্রকাশয়িতুং কৃতমত্র বন্দনং ন তু বিঘ্ন-নাশায়েতি। সর্ব্বত্রৈব তত্তন্মাহাত্ম্য-প্রকাশকং বন্দনমিতি যোজ্যম্। ১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদে বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণাত্মক তৃতীয়-শ্লোকের (যদদ্বৈতং ইত্যাদি শ্লোকের) তাৎপর্য্যার্থ ব্যক্ত করা হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। বালঃ (বালক, অজ্ঞ) অপি (ও) যদনুগ্রহাৎ (যাঁহার—যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের—অনুগ্রহে) নানামতগ্রাহব্যাপ্তং (নানাবিধ-মতরূপ কুম্ভীর দ্বারা ব্যাপ্ত) সিদ্ধান্তসাগরং (সিদ্ধান্তরূপ সমুদ্র) তরেৎ (উত্তীর্ণ হয়), [তং] (সেই) শ্রীচৈতন্যপ্রভুং (শ্রীচৈতন্য প্রভুকে) বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। যাঁহার অনুগ্রহে বালকের ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তিও নানাবিধ-মতরূপ কুম্ভীর-পূর্ণ সিদ্ধান্তরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে আমি বন্দনা করি। ১।

এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরতত্ত্বত্ব স্থাপন করিয়াছেন। পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত আছে, এই সমস্ত মতের খণ্ডন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরতত্ত্বত্ব স্থাপন করা এক কঠিন ব্যাপার; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা হইলে এই কঠিন ব্যাপারও নিতান্ত সহজ হইয়া পড়ে। তাই, এই সমস্ত মতের জটিলতা স্মরণ করিয়া তাহাদের সমাধানের অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার এই শ্লোকে ভঙ্গীক্রমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন।

নানামত-গ্রাহব্যাপ্তং। নানামত—নানাবিধ মত, পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে। গ্রাহ—কুম্ভীর। নানামতরূপ গ্রাহ (কুম্ভীর), তদ্দ্বারা ব্যাপ্ত (পরিপূর্ণ) যে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

সিদ্ধান্তসমুদ্রং—সিদ্ধান্তরূপ সমুদ্র। **সিদ্ধান্ত**—পূর্ব্বপক্ষ-নিরসনপূর্ব্বক সিদ্ধপক্ষ স্থাপন। সমুদ্র যেমন সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, তদ্রূপ কোনও বিষয়ের—বিশেষতঃ পরতত্ত্বের—মীমাংসায়ও সহজে উপনীত হওয়া যায় না; এজন্য সিদ্ধান্তকে সমুদ্রের তুল্য বলা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত-সমুদ্র আবার নানামত-গ্রাহব্যাপ্ত। অত্যন্ত বিস্তীর্ণ বলিয়া সমুদ্র একেইতো দুস্তর; তাহাতে যদি আবার কুম্ভীরাদি হিংস্র জন্তু সর্ব্বত্রই বিচরণ করিতে থাকে, তাহা হইলে সমুদ্র পার হওয়ার চেষ্টায় পদে পদেই বিপদের আশঙ্কা। তদ্রূপ পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই এক দুরূহ ব্যাপার; তাহাতে আবার পরতত্ত্ব-সম্বন্ধ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত প্রচলিত থাকায় ঐ দুরূহতা আরও গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও কোনও নিশ্চিত-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলাপাথোজনিভ্রাজিতা
সদ্ভক্তাবলি-হংসচক্রমধুপ-শ্রেণীবিহারাস্পদম্।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীচৈতন্যলীলাকথা-গানাদিরুচিং বিনা তস্য তত্ত্বং ন জ্ঞায়ত ইতি তৎ প্রার্থয়তে "কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনেতি।" যৎ কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনং নামাদীনামুচ্চৈর্জল্পনং তেন সহ যা নর্ত্তন-কলা নৃত্য-বৈদগ্ধী সা পাথোজনিঃ পাথো জলং তত্র জনিঃ জন্ম যেষাং পদ্ম-কুমুদাদীনাং তৈ র্ভ্রাজিতা শোভিতা। সন্তঃ প্রোজ্ঝিতমোক্ষ-পর্য্যন্তকৈতবাঃ সাধবঃ তে চ তে ভক্তাশ্চ এতেন কর্ম্মিপ্রভৃতয়ঃ নিরাকৃতাঃ তেষাং যা আবলয়ঃ সমূহাঃ তা এব হংস-চক্র-মধুপশ্রেণ্যঃ কনিষ্ঠ-মধ্যমোত্তমাঃ ভক্তাঃ ইত্যর্থঃ তাসাং বিলাসস্থানম্। লসন্তী প্রকাশমানা যা লীলা সৈব সুধাস্বর্ধুনী অমৃত-মন্দাকিনী। ইতি চক্রবর্ত্তী। ২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা হইলে, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির কথা তো দূরে, অজ্ঞ বালকও বিভিন্নমতের নিরসনপূর্ব্বক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে। ইহা অতিরঞ্জিত কথা নহে। পরতত্ত্ব স্বপ্রকাশ বস্তু; তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাকে তাঁহার তত্ত্ব জানান, একমাত্র তিনিই তাহা জানিতে পারেন; আবার বহু-শাস্ত্র-আলোচনাদ্বারাও তাহা কেহ জানিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পরতত্ত্ব-বস্তু; তিনি কৃপা করিয়া যদি শিশুর চিত্তেও স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তাহা হইলে শিশুও তাহা উপলব্ধি করিতে পারে।

গ্রাহ বা কুম্ভীরের সঙ্গে বিভিন্ন মতের উপমা দেওয়ার সার্থকতা এই যে, কুম্ভীর যেমন সমুদ্র-যাত্রীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, এই সমস্ত বিভিন্ন মতও স্ব-স্ব-যুক্তি আদি দ্বারা পরতত্ত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা-প্রার্থীকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করে।

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য বস্তু নির্দ্দেশও করা হইল।

শ্লো। ২। অন্বয়। দয়ানিধে (হে দয়ার সমুদ্র) শ্রীচৈতন্য! (হে শ্রীচৈতন্য)! কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তন-কলা-পাথোজনি-ভ্রাজিতা (শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন, গান এবং নর্ত্তনের বৈদগ্ধীরূপ কমলের দ্বারা পরিশোভিত) সদ্ভক্তাবলি-হংস-চক্র-মধুপশ্রেণী-বিহারাস্পদং (সাধু-ভক্ত-মণ্ডলীরূপ হংস, চক্রবাক ও ভ্রমরসমূহের বিহার-স্থান স্বরূপ) কর্ণানন্দিকলধ্বনিঃ (কর্ণের আনন্দদায়ক মধুর ও অস্ফুট ধ্বনিবিশিষ্ট) তব (তোমার) লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী (সমুজ্জ্বল-লীলারূপ অমৃত-মন্দাকিনী) মে (আমার) জিহ্বামরু-প্রাঙ্গণে (জিহ্বারূপ মরুভূমিতে) বহতু (প্রবাহিত হউক)।

অনুবাদ। হে দয়ার সমুদ্র শ্রীচৈতন্য! যাহা তোমার শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের, গানের এবং নর্ত্তনের পারিপাট্যরূপ পদ্মসমূহ দ্বারা সুশোভিত; যাহা সাধুভক্ত-মণ্ডলীরূপ হংস, চক্রবাক ও ভ্রমর-সমূহের বিহার-স্থান এবং যাহার মধুর ও অস্ফুটধ্বনি শ্রবণযুগলের আনন্দদায়ক,—তোমার সেই সমুজ্জ্বল-লীলারূপ অমৃত-মন্দাকিনী আমার জিহ্বারূপ মরুভূমিতে প্রবাহিত হউক। ২।

এই শ্লোকে গ্রন্থকার, শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর চরণে প্রার্থনা করিয়াছেন, যেন প্রভুর লীলাকথা তাঁহার জিহ্বায় স্ফুরিত হয়। এইরূপ প্রার্থনার উদ্দেশ্য কি? এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তত্ত্বই বর্ণন করিয়াছেন, লীলাবর্ণন করেন নাই। যদি লীলা বর্ণন করিতেন, তাহা হইলে বর্ণনারম্ভে লীলা-স্ফুরণের প্রার্থনা সমীচীনই হইত; কিন্তু তাহা যখন করেন নাই, তখন এইরূপ প্রার্থনা করিলেন কেন?

পূর্ব্বশ্লোকের সহিত এই শ্লোকের সম্বন্ধ আছে। পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব-বর্ণনের অভিপ্রায়ে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করা হইয়াছে; তাহার অব্যবহিত পরেই, জিহ্বাতে লীলাকথা স্ফুরণের প্রার্থনায় স্পষ্টই বুঝা যায়, তত্ত্ব বর্ণনোপযোগিনী কৃপা লাভ করিতে হইলে শ্রীচৈতন্যের লীলাকীর্ত্তন আবশ্যক; শ্রীচৈতন্যের লীলাকীর্ত্তন করিতে পারিলেই তাঁহার কৃপা লাভ করা যায়—যে কৃপার প্রভাবে তাঁহার তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরিত ও উপলব্ধ হইতে পারে। কিন্তু শ্রীভগবানের নাম রূপ-গুণ-লীলাদি, কোনও জীবই নিজের চেষ্টায় নিজের জিহ্বাদ্বারা কীর্ত্তন করিতে পারে না। যদি কেহ সেবোন্মুখ হইয়া

নামরূপ-লীলাদি কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নাম-গুণাদি নিজেরাই কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার জিহ্বাদিতে স্ফুরিত হয়। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥ ভঃ রঃ সিঃ পূ ২।১০৯॥" লীলাকথাদি কৃপা করিয়া স্বয়ং জিহ্বায় স্ফুরিত না হইলে কেহই কীর্ত্তন করিতে পারে না; তাই গ্রন্থকার প্রার্থনা করিতেছেন —লীলাকথা যেন তাঁহার জিহ্বায় স্ফুরিত হয়।

জীব নিজের চেষ্টায় নিজের জিহ্বার সাহায্যে ভগবল্লীলাদি কীর্ত্তন করিতে পারে না বলিয়াই গ্রন্থকার তাঁহার জিহ্বাকে মরুভূমির তুল্য বলিয়াছেন—**জিহ্বা-মরু-প্রাঙ্গণে**। মরুভূমিতে যেমন কোনও নদী থাকে না, তাঁহার জিহ্বায়ও তেমনি লীলাকথা নাই—জিহ্বা নিজের চেষ্টায় লীলাকথা কীর্ত্তন করিতে পারে না। কোন নদী যদি আপনা-আপনি মরুভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে যেমন শুষ্ক মরুভূমিও জলময় ও সরস হইয়া উঠে, তদ্রূপ লীলাকথা কৃপা করিয়া যদি জিহ্বায় স্ফুরিত হয়, তাহা হইলে—স্বভাবতঃ লীলাকীর্ত্তনের অযোগ্য, (সুতরাং লীলারসের স্পর্শশূন্য) নিরস-জিহ্বাও লীলাকীর্ত্তন করিয়া সরস ও ধন্য হইতে পারে। লৌহের নিজের দাহিকা শক্তি নাই; কিন্তু অগ্নিসংস্পর্শে লৌহ যেমন দাহিকা-শক্তি লাভ করে, তদ্রূপ জীবের জিহ্বায় স্বরূপতঃ লীলাদি-কীর্ত্তনের শক্তি না থাকিলেও লীলাদির কৃপায় জিহ্বা তাহা লাভ করিয়া থাকে।

লীলাকথাটিকে **স্বর্ধুনী** বা স্বর্গীয়-গঙ্গা বা মন্দাকিনীর তুল্য বলা হইয়াছে। এই তুলনায় সার্থকতা এই যে, মন্দাকিনী যেমন পবিত্র, অপবিত্র বস্তুর স্পর্শেও যেমন মন্দাকিনীর পবিত্রতা নষ্ট হয় না, বরং তাহাতে অপবিত্র বস্তুই পবিত্র হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যের লীলাকথাও স্বরূপতঃ পবিত্র, বিষয়-বার্ত্তার স্পর্শ-হেতু অপবিত্র জিহ্বার সংশ্রবেও লীলাকথার পবিত্রতা নষ্ট হয় না, বরং লীলাকথার স্পর্শেই জিহ্বা এবং জিহ্বার অধিকারী জীব পবিত্র হইয়া যায়।

লীলাকথাকে আবার **সুধাস্বর্ধুনী** বা অমৃত-মন্দাকিনী বলা হইয়াছে। মন্দাকিনীতে থাকে জল, তাহা তত আস্বাদ্য নহে; কিন্তু লীলা-কথারূপ মন্দাকিনীতে সাধারণ জল নাই, আছে অমৃত; ইহা অমৃতে পরিপূর্ণ। তাৎপর্য্য এই যে, লীলাকথা পবিত্র তো বটেই, অধিকন্তু অমৃতের ন্যায় সুস্বাদ; কীর্ত্তনে অরুচি জন্মে না, বরং উত্তরোত্তর আগ্রহই বর্দ্ধিত হয়।

লীলা-মন্দাকিনীর একটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—**লসৎ**—সতত-প্রকাশমান, সমুজ্জল। ইহার সার্থকতা এই; মরুভূমির উপর দিয়া যদি কোনও নদী প্রবাহিত হইতে থাকে, তবে তাহা হয়তঃ মরুভূমি দ্বারা শোষিত হইয়া অদৃশ্য বা অপ্রকাশ হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু এই সতত-প্রকাশশীল—সমুজ্জল লীলাপ্রবাহ জিহ্বারূপ মরুভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইলেও কখনও বিশুষ্ক বা অপ্রকাশ হইবে না; কারণ, ইহা সতত প্রকাশমান।

শ্রীচৈতন্যের লীলা-মন্দাকিনীর আরও কয়েকটী লক্ষণ এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। সেই গুলি এই :—

প্রথমতঃ, ইহা **কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন**-গান-নর্ত্তন-কলাপাথোজনি-ভ্রাজিতা। মন্দাকিনীতে যেমন পদ্ম থাকে, লীলারূপ-মন্দাকিনীতেও তদ্রূপ পদ্ম আছে; কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনের বৈদগ্ধী, গানের বৈদগ্ধী এবং নৃত্যের বৈদগ্ধীই লীলা-মন্দাকিনীর পদ্মতুল্য। **কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন**—শ্রীকৃষ্ণ-নামের উচ্চ উচ্চারণ। **গান**—শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-বিষয়ক গান। **নর্ত্তন**—গানকালে নৃত্য। **কলা**—কৌশল, বৈদগ্ধী। **পাথোজনি**—পাথো অর্থ জল, জলে জন্ম যাহার তাহাকে বলে পাথোজনি; পদ্ম। **ভ্রাজিতা**—শোভিতা। নানাবিধ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে যেমন মন্দাকিনীর শোভা বৃদ্ধি পায়; তদ্রূপ, প্রভু-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-নামাদির উচ্চ উচ্চারণ, প্রভুকর্ত্তৃক গীত শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-বিষয়ক গান এবং গান-সময়ে প্রভুর নৃত্যাদির বৈদগ্ধীদ্বারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলার মাধুরীও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। মর্ম্মার্থ এই যে, কৃষ্ণনামাদির উচ্চকীর্ত্তনে, রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তনে এবং কীর্ত্তনকালে নর্ত্তনে প্রভু যে অপূর্ব্ব বৈদগ্ধী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার লীলা পরম মনোরম হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই লীলামন্দাকিনী, **সদ্ভক্তাবলি-হংস-চক্র-মধুপশ্রেণী-বিহারাস্পদ**। মন্দাকিনীতে যেমন হংস, চক্রবাক ও ভ্রমর-সমূহ দলে দলে বিচরণ করে, প্রভুর লীলারূপ মন্দাকিনীতেও ভক্তরূপ হংসাদি বিচরণ করিয়া থাকেন।

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ।
বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ ॥ ২
যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৩
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্,—অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ,—তিন বিধেয়-চিহ্ন ॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সদ্ভক্ত—সাধুভক্ত; মোক্ষবাসনা-পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া যে সমস্ত ভক্ত কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা-বাসনার সহিত শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন, তাঁহারা। **সদ্ভক্তাবলি**—ঐরূপ সাধুভক্ত-সমূহ। **চক্র**—চক্রবাক; একরকম পক্ষী; ইহারা দিবাভাগে জলে থাকে। **মধুপ**—ভ্রমর, যাহারা মধুপান করিয়া জীবনধারণ করে। **শ্রেণী**—সমূহ। **হংস-চক্র-মধুপ-শ্রেণী**—হংস, চক্রবাক ও ভ্রমর সকল। **বিহারাস্পদ**—বিহারের স্থান (লীলামন্দাকিনী)। লীলামন্দাকিনী, সাধুভক্তরূপ হংস-চক্রবাক-ভ্রমর-সমূহের বিহার-স্থান। হংসাদি যেমন সর্ব্বদাই জলে বিহার করে ও বিহার করিয়া আনন্দ পায়, রসিক-ভক্তগণও তদ্রূপ সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যের লীলাকথা আলোচনা ও আস্বাদন করেন এবং আস্বাদন করিয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন, ইহাই মর্ম্মার্থ। হংস, চক্রবাক ও ভ্রমর—এই তিন শ্রেণীর জীবের সঙ্গে ভক্তগণের তুলনা দেওয়ায় কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম এই তিন শ্রেণীর ভক্তই সূচিত হইয়াছে। কনিষ্ঠ-অধিকারী, মধ্যম অধিকারী এবং উত্তম অধিকারী—এই তিন শ্রেণীর ভক্তই শ্রীচৈতন্যের অমৃতময়ী-লীলা আস্বাদন করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। “হংস-চক্র-মধুপ-শ্রেণ্যঃ কনিষ্ঠ-মধ্যমোত্তমাঃ ভক্তাঃ ইত্যর্থঃ। ইতি শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ।”

তৃতীয়তঃ, এই লীলামন্দাকিনী, **কর্ণানন্দি-কলধ্বনিঃ**। মন্দাকিনীর জলপ্রবাহে যেমন মৃদু-মধুর অস্ফুটধ্বনি হয়, লীলামন্দাকিনীর প্রবাহেও তদ্রূপ ধ্বনি আছে। লীলাকথা যে সমস্ত শব্দে প্রকাশিত হয়, সে সমস্ত শব্দই এই মধুর ধ্বনি, তাহার শ্রবণেই কর্ণে আনন্দধারা প্রবাহিত হয়। এই লীলাকথা অত্যন্ত শ্রুতি-মধুর—ইহাই তাৎপর্য্য।

এতাদৃশী লীলামন্দাকিনী জিহ্বারূপ মরুভূমিতে একবার মাত্র স্ফুরিত হইয়াই যে অন্তর্হিত হইবে—এইরূপ প্রার্থনা গ্রন্থকার করেন নাই। **বহতু**—গঙ্গাধারার ন্যায় লীলার ধারা নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে জিহ্বায় প্রবাহিত হইবে—ইহাই প্রার্থনা।

১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র এবং শ্রীশ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ইঁহারা সকলেই সর্ব্বোৎকর্ষে জয়যুক্ত হউন। এই বাক্যে গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্য-বিষয়ে শ্রোতাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন (১।১।১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

২। **তৃতীয় শ্লোকের**—প্রথম-পরিচ্ছেদোক্ত মঙ্গলাচরণের তৃতীয় (যদদ্বৈতং ইত্যাদি) শ্লোকের। **করি বিবরণ**—বিবরণ—বিবৃত করি; ব্যাখ্যা করি। **বস্তুনির্দ্দেশরূপ** ইত্যাদি—তৃতীয় শ্লোকের স্বরূপ বলিতেছেন; ইহা বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণের শ্লোক; মঙ্গলাচরণের এই শ্লোকে, এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য-বস্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব বলা হইয়াছে।

শ্লো। ৩। অন্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৩। এক্ষণে “যদদ্বৈতং” শ্লোকের অর্থ করিতেছেন।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসকদের উপাস্যতত্ত্বও বিভিন্ন। কেহ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, কেহ জীবান্তর্যামী পরমাত্মার উপাসনা করেন, আবার কেহ বা ভগবানের উপাসনা করেন। তাই, ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান—এই তিন রকমের উপাস্যের কথা প্রায় সকলেই জানেন; এই তিনটী শব্দও প্রায় সকলেরই পরিচিত। কিন্তু এই তিনটী তত্ত্বের স্বরূপ কি, তাহা অনেকেই জানেন না। “যদদ্বৈতং” শ্লোকে এই তিনটী তত্ত্বের স্বরূপও বলা হইয়াছে।

অনুবাদ কহি পাছে বিধেয়-স্থাপন। সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র বিবরণ ॥ ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্রহ্মের স্বরূপ এই যে, ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি ; এইরূপে, আত্মা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশ এবং ভগবান্ (নারায়ণ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভিন্ন-স্বরূপ—বিলাস-স্বরূপ (পরবর্ত্তী ১৫শ ও ২০শ পয়ার এবং ৪৫—৪৭ পয়ারের উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই "যদদ্বৈতং" শ্লোকস্থ ভগবান্ শব্দের লক্ষ্য এবং এই নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভিন্ন-স্বরূপ—বিলাস-স্বরূপ)। অঙ্গকান্তি, অংশ এবং স্বরূপ (অভিন্ন-স্বরূপ) এই তিনটী শব্দ হইল ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবানের স্বরূপ-প্রকাশক বা পরিচয়-জ্ঞাপক। ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ এবং তাঁহাদের পরিচয়-জ্ঞাপক অঙ্গকান্তি, অংশ এবং স্বরূপ এই ছয়টী শব্দের কথাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে।

জ্ঞানমার্গের উপাসকগণ ব্রহ্মকে, যোগমার্গের উপাসকগণ পরমাত্মাকে এবং রামানুজ-সম্প্রদায়ের ভক্তগণ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকে পরতত্ত্ব বলেন। যদদ্বৈতং শ্লোকের আলোচনাদ্বারা গ্রন্থকার দেখাইতেছেন যে, ইঁহারা কেহই পরতত্ত্ব নহেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই পরতত্ত্ব, ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব-বিশেষমাত্র। ভগবান্-শব্দে পরব্যোমস্থ অনন্ত ভগবৎস্বরূপকে বুঝাইলেও এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের অধিপতি পরব্যোমনাথ নারায়ণই—যিনি রামানুজ-সম্প্রদায়ের উপাস্য, তিনিই—এই শ্লোকস্থ ভগবান্-শব্দের লক্ষ্য ; পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে রামানুজ-সম্প্রদায়ের মত খণ্ডনের নিমিত্তই বোধ হয় গ্রন্থকার ভগবান্-শব্দে কেবল নারায়ণকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কারণ, নারায়ণের পরতত্ত্বত্ব খণ্ডিত হইলে পরব্যোমস্থ অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের পরতত্ত্বত্ব অনায়াসেই খণ্ডিত হইয়া যায়।

অনুবাদ— "অনুবাদ কহি তারে—যেই হয় জ্ঞাত। ১।২.৬২॥" যাহা জানা আছে, তাহাকে অনুবাদ বলে। **বিধেয়**—যাহা জানা নাই, তাহাকে বিধেয় বলে। "বিধেয় কহি তারে—যে বস্তু অজ্ঞাত। ১।২।৬২" অনুবাদ ও বিধেয় এই দুইটী শব্দ এস্থলে পূর্ব্বোক্ত পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুবাদ ও বিধেয় বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। যেমন, একজন ব্রাহ্মণ রাস্তায় চলিয়া যাইতেছেন ; তাঁহার উপবীতাদি দেখিয়া সকলেই জানিলেন যে, ইনি ব্রাহ্মণ ; কিন্তু ইহার অতিরিক্ত কোনও কথাই তাঁহার সম্বন্ধে কেহ জানিতে পারিলেন না ; এমন সময় অপর একজন লোক আসিলেন, তিনি জানেন যে ঐ ব্রাহ্মণটী পরম-পণ্ডিত। তিনি সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এই ব্রাহ্মণটী পরম পণ্ডিত।" এই বাক্যে ব্রাহ্মণ-শব্দটী হইল অনুবাদ ; কেননা, লোকটী যে ব্রাহ্মণ ইহা সকলেই জানেন। আর পণ্ডিত-শব্দটী হইল বিধেয় ; কারণ ব্রাহ্মণটী যে পরম পণ্ডিত, ইহা কেহই জানিতেন না।

এইরূপে "যদদ্বৈতং" শ্লোকে ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ এই তিনটী শব্দ অনুবাদ বা জ্ঞাতবস্তু ; আর অঙ্গপ্রভা, অংশ ও স্বরূপ এই তিনটী শব্দ বিধেয় বা অজ্ঞাতবস্তু।

অঙ্গপ্রভা—অঙ্গের কান্তি ; শ্লোকস্থ "তনুভা"-শব্দের অর্থ অঙ্গকান্তি ; তনুর (শরীরের) ভা (কান্তি, প্রভা)।

অংশ—শ্লোকস্থ "অংশবিভব" শব্দের মর্ম্ম।

স্বরূপ—অভিন্ন-স্বরূপ, বিলাস-স্বরূপ। ইহা শ্লোকস্থ "ভগবান্" শব্দের তাৎপর্য্য ; এই ভগবান্‌কে ১৫শ পয়ারে "নারায়ণ," ২০শ পয়ারে "স্বরূপ অভেদ" বা অভিন্ন-স্বরূপ এবং ৪৭শ পয়ারে "বিলাস" বলা হইয়াছে।

৪। ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ এই তিনটী শব্দকে কেন অনুবাদ বলা হইল এবং অঙ্গপ্রভা, অংশ এবং স্বরূপ এই তিনটী শব্দকে কেন বিধেয় বলা হইল, তাহা এই পয়ারে বলা হইতেছে।

অনুবাদ কহি—অনুবাদ কহিয়া ; অনুবাদবাচক (জ্ঞাতবস্তুজ্ঞাপক) শব্দগুলি বলিয়া। **পাছে**—পশ্চাতে, শেষে ; অনুবাদ-বাচক শব্দের পরে। **বিধেয়-স্থাপন**—বিধেয়বাচক (অজ্ঞাতবস্তুবাচক বা অনুবাদের বিশেষ পরিচয়-বাচক) শব্দের উল্লেখ। বাক্যরচনা-সম্বন্ধে অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধান এই যে, আগে অনুবাদ-বাচক শব্দ

স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব। পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥ ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বসাইতে হয়, তারপর বিধেয়-বাচক শব্দ বসাইতে হয়; অনুবাদ না বলিয়া কখনও বিধেয় বলিবে না—"অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।" এই বিধান স্মরণ রাখিয়াই কোনও বাক্যের অর্থ করিতে হয়। এই বিধানানুসারে "যদদ্বৈতং" শ্লোকের বিচার করিলে দেখা যায়, প্রথম চরণে বলা হইয়াছে "উপনিষদে যে ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, সেই ব্রহ্ম ইঁহার অঙ্গকান্তি (তনুভা)।"—এই বাক্যে প্রথমে "ব্রহ্ম" শব্দের উল্লেখ আছে, তারপর "অঙ্গকান্তি" শব্দের উল্লেখ; সুতরাং ব্রহ্ম-শব্দ হইল অনুবাদ, আর অঙ্গকান্তি-শব্দ হইল বিধেয়। এইরূপে দ্বিতীয় চরণের আত্মা-শব্দ অনুবাদ, অংশ-শব্দ বিধেয় এবং তৃতীয় চরণের ভগবান্ শব্দ অনুবাদ, আর "ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণঃ" শব্দে ব্যক্ত স্বরূপ-শব্দ বিধেয়; কারণ, আত্মা-শব্দের পরে অংশ-শব্দের উল্লেখ এবং ভগবান্-শব্দের পরে স্বরূপ-শব্দের প্রয়োগ। এইরূপে বাক্য-রচনাভঙ্গী হইতেই বুঝা যায়, ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্—এই তিনটী জ্ঞাতবস্তু এবং অঙ্গপ্রভা, অংশ ও স্বরূপ এই তিনটী অজ্ঞাতবস্তু।

সুতরাং "যিনি ব্রহ্ম, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গ-কান্তি" এইরূপ অর্থই শাস্ত্রসঙ্গত; কিন্তু "যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি, তিনি ব্রহ্ম"—এইরূপ অর্থ সমীচীন হইবে না; কারণ, শেষোক্ত বাক্যে বিধেয় (অঙ্গকান্তি) আগে উল্লিখিত হইয়াছে; ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শ্লোকের অন্যান্য অংশের অর্থও এই ক্রমে করিতে হইবে।

সেই অর্থ—"আগে অনুবাদ, তার পরে বিধেয় বসাইতে হইবে" এই নিয়মানুসারে উক্ত শ্লোকের যে অর্থ হয়, সেই অর্থ (ব্যাখ্যা)। **শাস্ত্র-বিবরণ**—শাস্ত্রবিবৃতি। "অনুবাদ ও বিধেয়ের উল্লেখের ক্রম-সম্বন্ধে অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে বিধান আছে, সেই বিধানানুসারে উক্ত শ্লোকের যে অর্থ হয়, তাহা তত্ত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রেরও অনুমোদিত; আমি (গ্রন্থকার) সেই অর্থ বলিতেছি; সকলে মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর।" এইরূপে শ্লোকব্যাখ্যার রীতির কথা বলিয়া পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে শ্লোকটীর অর্থ করিয়াছেন (গ্রন্থকার)।

প্রাচীন-গ্রন্থের আলোচনা-কালে একটী কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রাচীনকালে, অথবা গ্রন্থরচনার সময়ে, বাক্যরচনা-সম্বন্ধে যে রীতি প্রচলিত ছিল, গ্রন্থকারও সেই রীতিতেই তাঁহার গ্রন্থে শব্দ স্থাপন করিয়াছেন; সুতরাং গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বুঝিতে হইলে ঐ রীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহার বাক্যের অর্থ করিতে হইবে। সেই রীতিকে উপেক্ষা করিয়া অর্থ করিতে গেলে একটা কিছু অর্থ পাওয়া গেলেও তাহা গ্রন্থকারের অভিপ্রেত অর্থ না হইতেও পারে। গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ-সম্বন্ধেও ঐ রীতি; গ্রন্থকারের সময়ে যে শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইত, সেই শব্দের সেই অর্থই ধরিতে হইবে; ঐ শব্দের আধুনিক অর্থ যদি অন্যরূপ হয়, তাহা হইলে, আধুনিক অর্থদ্বারা গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যাইবে না। (৩-৪ পয়ার ঝামটপুরের গ্রন্থে নাই)।

৫। ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ যথাক্রমে যাঁহার অঙ্গকান্তি, অংশ ও স্বরূপ—শ্লোক-ব্যাখ্যার উপক্রমে সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্বই সংক্ষেপে বলিতেছেন, তিন পয়ারে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব-বর্ণনার উপক্রমে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বলিতেছেন; শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব না জানিলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-তত্ত্ব জানা যাইবে না; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

স্বয়ং ভগবান্—যিনি সকলের মূল, যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা, তিনিই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। শ্রীভা ১।৩।২৮॥" "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ব্রহ্মসংহিতা। ৫।১॥" "কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্। গো, তা, শ্রুতি পূ ৩॥" ভগবান্-শব্দে পরতত্ত্বের সবিশেষত্ব সূচিত হইতেছে।

পরতত্ত্ব—শ্রেষ্ঠতত্ত্ব, সকলের মূলতত্ত্ববস্তু। **পূর্ণজ্ঞান**—পূর্ণতম জ্ঞানতত্ত্ব; অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। চিদ্বস্তুকে জ্ঞান বলে; "জ্ঞানং চিদেকরূপম্—সন্দর্ভঃ।" যিনি কেবল মাত্র চিৎস্বরূপ, যাঁহাতে অ-চিৎ বা জড়বস্তু মোটেই নাই,

'নন্দসুত' বলি যারে ভাগবতে গাই।
সে-ই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি ॥ ৬

প্রকাশ-বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম—
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর পূর্ণ ভগবান্ ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তিনিই জ্ঞান-স্বরূপ। পূর্ণ-শব্দে স্বয়ংসিদ্ধত্ব সূচিত হইতেছে; যিনি কোনও বিষয়েই কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহাকেই পূর্ণ বলা যায়; তিনি স্বয়ংসিদ্ধ। যিনি অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখেন, তাঁহাকে পূর্ণ বলা যায় না; কারণ, তাঁহার অভাব আছে এবং অভাব আছে বলিয়াই অন্যাপেক্ষা। সুতরাং পূর্ণজ্ঞান-শব্দে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব, স্বয়ংসিদ্ধ-সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য চিদেক-স্বরূপকেই বুঝাইতেছে। **পূর্ণানন্দ**—পূর্ণতম আনন্দ; আনন্দস্বরূপ। **পরম-মহত্ত্ব**—পরম-শ্রেষ্ঠবস্তু; বিভুবস্তু; স্বরূপে, শক্তিতে এবং শক্তির কার্য্য লীলায়, ঐশ্বর্য্যে ও মাধুর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা সকল প্রকারে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব।

এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বলা হইল। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ; তিনি বিভু, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব এবং স্বরূপে, শক্তিতে ও শক্তির কার্য্যে—ঐশ্বর্য্যে—ও মাধুর্য্যে তিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তিনি নিজে অনাদি, কিন্তু সকলের আদি মূল।

৬। **নন্দসুত**—শ্রীনন্দ-মহারাজার পুত্র। **ভাগবতে গাই**—শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে কীর্ত্তিত হয়েন। যিনি অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব, সান্দ্রানন্দ-বিগ্রহ, যিনি স্বয়ং ভগবান্ এবং পুরাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত যাঁহাকে নন্দসুত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন—সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব।

প্রশ্ন হইতে পারে, যিনি স্বয়ং ভগবান্, তিনি কিরূপে "নন্দসুত" হইতে পারেন? "নন্দসুত" বলিলেই বুঝা যায়, তাঁহার অস্তিত্বের নিমিত্ত তিনি "নন্দের" অপেক্ষা রাখেন; সুতরাং তিনি স্বয়ং ভগবান্ কিরূপে হইতে পারেন? উত্তর—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসিদ্ধ ভগবান্ও বটেন, আবার তিনি নন্দসুতও বটেন। ইহার সমাধান এই। শ্রুতি তাঁহাকে রস-স্বরূপ বলিয়াছেন, "রসো বৈ সঃ।" রস-শব্দের দুই অর্থ—আস্বাদ্য রস এবং রস-আস্বাদক রসিক (রস্যতে ইতি রসঃ এবং রসয়তি ইতি রসঃ)। রস-রূপে তিনি আস্বাদ্য এবং রসিক-রূপে তিনি আস্বাদক। কি আস্বাদন করেন তিনি? তিনি আস্বাদন করেন—লীলারস; তাই শ্রুতিও তাঁহাকে লীলা-পুরুষোত্তম বলিয়াছেন—"কৃষ্ণোবৈ পরমং দৈবতম্। গোঃ তাঃ পূ। ৩॥" দিব্ধাতুর অর্থ ক্রীড়া বা লীলা; দৈবতম্ অর্থ লীলাপরায়ণ। অনাদিকাল হইতেই তিনি লীলাপুরুষোত্তম, সুতরাং অনাদিকাল হইতেই তিনি লীলা-রস আস্বাদন করিতেছেন। কিন্তু লীলা বা ক্রীড়া একজনে হয় না, লীলার সঙ্গী দরকার। শ্রুতি যখন বলিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই লীলা করিতেছেন, তখন, অনাদিকাল হইতেই যে তাঁহার লীলার সঙ্গী বা লীলা-পরিকর আছেন, তাহাও সহজেই বুঝা যায়। এই সমস্ত লীলা-পরিকরও তাহা হইলে অনাদি। শ্রীকৃষ্ণ যখন পূর্ণ, অন্য-নিরপেক্ষ ও আত্মারাম, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, এই সমস্ত লীলা-পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র নহেন—তাঁহারা তাঁহারই অংশ বা শক্তি। বাস্তবিক, অনাদিকাল হইতেই অংশে বা শক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ লীলা-পরিকর-রূপে-আত্মপ্রকট করিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিভাবের পরিকরদিগের সঙ্গে চারিভাবের রস আস্বাদন করিতেছেন। বাৎসল্যরস আস্বাদনকরিতে হইলে পিতা-মাতার প্রয়োজন; তাই, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিই অনাদিকাল হইতে পিতা-মাতা (নন্দ-যশোদা) রূপে এক এক স্বরূপে বিরাজিত। স্বরূপতঃ যে নন্দ-যশোদা হইতে কৃষ্ণের জন্ম, তাহা নহে; তবে প্রেম-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ মনে করেন, নন্দ-যশোদাই তাঁহার পিতা-মাতা; তাঁহারাও মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সন্তান। তাঁহাদের আন্তরিক অনুভূতিই এইরূপ। তাই শ্রীকৃষ্ণকে নন্দসুত বা যশোদাসুত বলা হয়। নন্দসুত-শব্দ শ্রীকৃষ্ণের জন্যত্বের পরিচায়ক নহে, পরন্তু তাঁহার বাৎসল্যরস-লোলুপতারই পরিচায়ক।

৭। **প্রকাশ-বিশেষে**—আবির্ভাব-ভেদে। **তেঁহো**—সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। **ধরে তিন নাম**—তিনটী নামে অভিহিত হয়েন। ব্রহ্ম এক নাম, পরমাত্মা এক নাম, আর পূর্ণ ভগবান্ এক নাম—এই তিনটী নাম।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণ "প্রকাশ-বিশেষে" তিনটী নাম ধারণ করেন, ইহাই বলা হইল। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এই তিনটী নাম তাঁহার একই রূপের নহে, পরন্তু তাঁহার প্রকাশ-বিশেষের বা আবির্ভাব-বিশেষের নাম। "প্রকাশ-বিশেষে" শব্দের অন্তর্গত "বিশেষ"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, একই প্রকাশ বা আবির্ভাবের তিনটী নাম নহে, বিশেষ বিশেষ প্রকাশের বিশেষ বিশেষ নাম; এক রকম প্রকাশের নাম ব্রহ্ম, আর এক রকম প্রকাশের নাম পরমাত্মা, আবার আর এক রকম প্রকাশের বা আবির্ভাবের নাম পূর্ণ ভগবান্; স্বয়ংরূপের নাম শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-রূপের অতিরিক্ত এই তিনটী আবির্ভাবের কথাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে। এই পয়ারে প্রকাশ-শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; প্রকাশ-অর্থ এস্থলে আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি। ভগবান্-শব্দের তাৎপর্য্যের পর্য্যবসান শ্রীকৃষ্ণে; এজন্য স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলে। পরব্যোমস্থ অনন্ত ভগবৎস্বরূপও ভগবান্, কিন্তু তাঁহারা কেহই স্বয়ং ভগবান্ নহেন; শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাই তাঁহাদের ভগবত্তার মূল। এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্বরূপ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ; তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ; তাঁহাকে পূর্ণ ভগবান্ বলা হয় (১৫শ পয়ার দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্ম—শক্তিবর্গ-লক্ষণ-তদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানম্। পরতত্ত্বের (পরমকারুণিকত্বাদি) ধর্ম্ম তাঁহার শক্তিবর্গ দ্বারা লক্ষিত হয়; এই সমস্ত শক্তিবর্গ-লক্ষিত-ধর্ম্মাতিরিক্ত কেবল-জ্ঞানই (অর্থাৎ জ্ঞান-সত্ত্বামাত্র বা চিৎ-সত্ত্বা মাত্রই) ব্রহ্ম; পরতত্ত্বের যে স্বরূপে শক্তির কোনও ক্রিয়া স্পষ্ট লক্ষিত হয় না, যাহা চিৎসত্ত্বা বা আনন্দ-সত্ত্বামাত্র, তাহাই ব্রহ্ম। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-শক্তি; কিন্তু তাঁহার আবার অনন্ত স্বরূপও আছেন, অর্থাৎ শক্তি-কার্য্যের তারতম্যানুসারে তিনি অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। এই সকল অনন্ত স্বরূপের মধ্যে এমন একটী স্বরূপ আছেন, যাঁহাতে তাঁহার অনন্ত-শক্তির মধ্যে একটী শক্তির লক্ষণও স্পষ্ট প্রকাশ পায় নাই, সুতরাং একটী শক্তির ধর্ম্ম বা কার্য্যও যাঁহাতে দেখা যায় না; ইহা শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষস্বরূপ অর্থাৎ ইহার এমন কোনও গুণ বা বিশেষণ নাই, যদ্দ্বারা এই স্বরূপের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। এই স্বরূপটী কেবল চিৎ-সত্ত্বা বা আনন্দ-সত্ত্বা মাত্র। ইহার রূপ-গুণ-লীলাদি কিছুই নাই। এই নির্ব্বিশেষ স্বরূপটীর নামই ব্রহ্ম। জ্ঞানমার্গের সাধক অদ্বৈতবাদিগণ এই নির্ব্বিশেষ স্বরূপেরই উপাসক। ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইলেও রূঢ়ি-অর্থে তাঁহার নির্ব্বিশেষ-স্বরূপকেই বুঝায়।

পরমাত্মা—অন্তর্য্যামী। অন্তর্য্যামী তিন রকমের; সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী (কারণার্ণবশায়ী সহস্রশীর্ষা পুরুষ); ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের বা ব্রহ্মার অন্তর্য্যামী (গর্ভোদশায়ী পুরুষ) এবং ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী (ক্ষীরোদশায়ী চতুর্ভুজ পুরুষ)। ইহারা সকলেই সবিশেষ, রূপ-গুণাদি-বিশিষ্ট। ইহারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ-বিভূতি (প্রথম পরিচ্ছেদের ৭—১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ইহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ, সুতরাং চিচ্ছক্তি-বিশিষ্ট; কিন্তু মায়িক সৃষ্টিকার্য্যের সহিত ইহাদের সংস্রব আছে বলিয়া মায়া-শক্তি লইয়াও ইহাদিগকে কার্য্য করিতে হয়; কিন্তু তথাপি ইহারা মায়াতীত, মায়া-শক্তির নিয়ন্তা মাত্র। অন্তর্য্যামী তিন রকমের হইলেও পরবর্ত্তী ১২।১৩ পয়ারের মর্ম্মে বুঝা যায়, কেবল মাত্র ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকেই এই পয়ারে লক্ষ্য করা হইয়াছে; ইনি যোগ-মার্গের উপাস্য।

পূর্ণ ভগবান্—জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্যবীর্য্য-তেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈ র্গুণাদিভিঃ॥ বিষ্ণু পুরাণ॥ যাঁহাতে অশেষ-জ্ঞান, অশেষ শক্তি, অশেষ বল, অশেষ ঐশ্বর্য্য, অশেষ বীর্য্য এবং অশেষ তেজঃ আছে, কিন্তু যাঁহাতে হেয় প্রাকৃত গুণ নাই, পরন্তু অপ্রাকৃত অশেষ গুণ আছে, তিনিই ভগবান্। পরবর্ত্তী ১৫।১৬ পয়ারের মর্ম্মে বুঝা যায়, পরব্যোমাধিপতি ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ নারায়ণকেই এই পয়ারে পূর্ণ ভগবান্ বলা হইয়াছে। ইনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-স্বরূপ, ভক্তিমার্গের উপাস্য। ইনি চতুর্ভুজ, শ্যামবর্ণ। কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে "পূর্ণ ভগবান্" স্থলে "স্বয়ং ভগবান্" পাঠ আছে; ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না; কারণ, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্; এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন আবির্ভাবের নামই উল্লিখিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের নামের কথা বলা হয় নাই। অধিকন্তু, "স্বয়ং ভগবান্" পাঠ গ্রহণ করিলে পর-

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে (১।২।১১)—
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৪ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নহু তত্ত্বজিজ্ঞাসা নাম ধর্ম্মজিজ্ঞাসৈব ধর্ম্ম এব হি তত্ত্বমিতি কেচিৎ তত্রাহ বদন্তীতি। তত্ত্ববিদস্তু তদেব তত্ত্বং বদন্তি, কিং তৎ যৎ জ্ঞানং নাম। অদ্বয়মিতি ক্ষণিকজ্ঞানপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নহু তত্ত্ববিদোঽপি বিগীতবচনা এব নৈব তস্যৈব তত্ত্বস্য নামান্তরৈ রভিধানাদিত্যাহ ঔপনিষদৈর্ব্রহ্মেতি হৈরণ্যগর্ভৈঃ পরমাত্মেতি। সাত্বতৈর্ভগবানিতি শব্দ্যতে অভিধীয়তে॥ শ্রীধরস্বামী ॥

বদন্তীতিতৈর্ব্বাখ্যাতং। তত্র বিগীতবচনা ইত্যত্র পরস্পরমিতি শেষঃ। তত্ত্বস্য নামান্তরৈরভিধানাদিতি ধর্ম্মিণি সর্ব্বেষামভ্রমাৎ ধর্ম্ম এব তু ভ্রমাদিতি। যদ্বা, কিং তত্ত্বমিত্যপেক্ষায়ামাহ বদন্তীতি। জ্ঞানং চিদেকরূপম্। অদ্বয়ত্বঞ্চাস্য স্বয়ংসিদ্ধতাদৃশতত্ত্বান্তরাভাবাৎ স্বশক্ত্যেক-সহায়ত্বাৎ পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধত্বাচ্চ। তত্ত্বমিতি পরমপুরুষার্থতাদ্যোতনায় পরমসুখরূপত্বং তস্য জ্ঞানস্য বোধ্যতে। অতএব তস্য নিত্যত্বঞ্চ দর্শিতম্। অত্র শ্রীমদ্‌ভাগবতাখ্য এব শাস্ত্রে কচিদন্যত্রাপি তদেকং তত্ত্বং ত্রিধা শব্দ্যতে। কচিদ্‌ ব্রহ্মেতি, কচিৎ পরমাত্মেতি, কচিৎ ভগবানিতি চ। কিন্ত্বত্র শ্রীব্যাসসমাধিলব্ধাদ্‌ ভেদাৎ জীব ইতি চ শব্দ্যতে ইতি নোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। তত্র শক্তিবর্গলক্ষণ-তদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে। অন্তর্যামিত্বময়মায়াশক্তিপ্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশ-বিশিষ্টং পরমাত্মেতি। পরিপূর্ণ-সর্ব্বশক্তিবিশিষ্টং ভগবানিতি। এবমেবোক্তং শ্রীজড়ভরতেন। জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরং ত্ববহি র্ব্রহ্ম সত্যম্। প্রত্যক্‌ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞকং যদ্‌বাসুদেবং কবয়ো বদন্তীতি। তস্মৈ নমো ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মন ইত্যত্র বরুণকৃতস্তুতৌ টীকা চ। পরমাত্মনে সর্ব্বজীবনিয়ন্ত্র ইত্যেষা। ধ্রুবং প্রতি শ্রীমনুনা চ। ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্তে আনন্দমাত্র উপপন্ন-সমস্ত-শক্তাবিতি। তত্রানন্দমাত্রং বিশেষ্যম্। সমস্তাঃ শক্তয়ো বিশেষণানি। বিশিষ্টো ভগবানিত্যায়াতম্। ভগবচ্ছব্দার্থশ্চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রোক্তঃ। জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈ র্গুণাদিভিরিতি॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ৪ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫—২১ পয়ারের সহিত এই পয়ারের এবং মূল-শ্লোকের অর্থ-সঙ্গতি থাকে না। ঝামটপুরের গ্রন্থেও "পূর্ণ ভগবান্‌" পাঠই দৃষ্ট হয়।

প্রকাশ-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণের যে তিনটী নাম আছে, তাহার প্রমাণরূপে পরবর্ত্তী "বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪। অন্বয়। তত্ত্ববিদঃ (তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ) তৎ (তাহাকে) [এব] (ই) তত্ত্বং (তত্ত্ব—পরমপুরুষার্থ বস্তু) বদন্তি (বলিয়া থাকেন), যৎ (যাহা) অদ্বয়ং (অদ্বয়) জ্ঞানং (জ্ঞান)। [তচ্চ] (সেই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব) ব্রহ্ম ইতি (ব্রহ্ম—এই নামে), পরমাত্মা ইতি (পরমাত্মা—এই নামে) ভগবান্‌ ইতি (ভগবান্‌—এই নামে) শব্দ্যতে (কথিত হয়েন)।

অনুবাদ। যাহা অদ্বয়-জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকেই তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্‌—এই তিন নামে অভিহিত হয়েন। ৪।

তত্ত্ব—পরম-সুখস্বরূপ বস্তু, সুতরাং পরম-পুরুষার্থ-বস্তু। **তত্ত্ববিৎ**—তত্ত্বজ্ঞ; পরম-পুরুষার্থ-বস্তুর স্বরূপ যিনি জানেন, তাঁহাকে তত্ত্ববিৎ বলে। এইরূপ তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, অদ্বয়-জ্ঞানই তত্ত্ববস্তু অর্থাৎ পরম-পুরুষার্থভূত-বস্তু। **জ্ঞান**—চিদেকরূপ, যাহা কেবল মাত্র চিৎ যাঁহাতে অচিৎ বা জড় (প্রাকৃত) কিঞ্চিন্মাত্রও নাই, তাহাই জ্ঞান-বস্তু, সচ্চিদানন্দ বস্তু। জ্ঞান-শব্দের চিদেকরূপ অর্থ দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, তাঁহাতে যে শক্তি আছে, তাহাও চিচ্ছক্তি—পরন্তু জড়-শক্তি তাঁহাতে নাই। **অদ্বয়**—দ্বিতীয় শূন্য, একমেবাদ্বিতীয়ম্; ভেদশূন্য। ভেদ তিন রকমের—সজাতীয় ভেদ, বিজাতীয় ভেদ এবং স্বগত ভেদ। এক জাতীয় একাধিক বস্তু থাকিলেই সজাতীয় (সমান জাতীয়) ভেদ সম্ভব

হয়; যেমন, রাম ও শ্যাম উভয়েই মানুষ, একই মনুষ্য-জাতিতে অবস্থিত; ইহাদের জাতি সমান বলিয়া ইহারা পরস্পরের সজাতীয় ভেদ। জ্ঞান-বস্তুর যদি এইরূপ সজাতীয় ভেদ না থাকে, তবে তাহা সজাতীয়ভেদশূন্য জ্ঞান হইবে। জ্ঞান হইল চিদ্বস্তু; একাধিক চিদ্ বস্তু থাকিলেই সজাতীয় ভেদ থাকার সম্ভাবনা। কিন্তু বাস্তবিক একাধিক চিদ্বস্তু থাকিলেও যদি অপরাপর চিদ্বস্তুগুলি একই মূল চিদ্বস্তুর অংশ হয়, তাহা হইলে সজাতীয় ভেদ হইবেনা—পুত্র পিতার অংশ, সুতরাং পুত্রকে পিতা হইতে স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র বস্তু বলা যায় না। যদি একাধিক স্বয়ংসিদ্ধ চিদ্বস্তু থাকে, তাহা হইলেই জ্ঞানের সজাতীয় ভেদ থাকিতে পারে। সজাতীয়ভেদশূন্য জ্ঞান হইবে সেই বস্তুটি—যাহার তুল্য স্বয়ংসিদ্ধ অপর কোনও চিদবস্তু নাই; অপর অনেক চিদ্বস্তু থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের কোনটীই স্বয়ংসিদ্ধ নহে, তাহারা প্রত্যেকেই নিজের সত্তাদির জন্য অদ্বয়-জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে। আর ভিন্ন জাতীয় বস্তুই বিজাতীয় ভেদ—যেমন বৃক্ষ, মানুষের বিজাতীয় ভেদ। জ্ঞানের বিজাতীয় বস্তু কি? জ্ঞান হইল চিৎ-জাতীয় বস্তু; যাহা চিৎ নহে, যাহা প্রাকৃত বা জড়, তাহাই জ্ঞানের বিজাতীয় বস্তু; এই বিজাতীয় বস্তু যদি স্বয়ংসিদ্ধ না হয়, যদি এই বিজাতীয় বস্তু নিজের সত্তাদির জন্য ঐ জ্ঞানেরই অপেক্ষা রাখে, তাহা হইলে ঐ বিজাতীয় বস্তুও জ্ঞানের বিজাতীয় ভেদ হইবে না; কিন্তু যদি ঐ বিজাতীয় বস্তু স্বয়ংসিদ্ধ হয়, জ্ঞানের কোন অপেক্ষা না রাখে, তাহা হইলেই তাহা জ্ঞানের বিজাতীয় ভেদ হইবে। যে জ্ঞানের এইরূপ স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয়, কি স্বয়ংসিদ্ধ বিজাতীয় ভেদ নাই, তাহাই **অদ্বয়জ্ঞান**। জ্ঞানবস্তুতে কোনও সময়েই স্বগতভেদ থাকিতে পারে না। স্বগত-শব্দের অর্থ নিজের মধ্যে। যে বস্তুর একাধিক উপাদান আছে, উপাদান-ভেদে তাহার মধ্যেই স্বগতভেদ থাকিতে পারে। যেমন, দালানের ইট আছে, চুণ আছে, লোহা আছে, কাঠ আছে; এই সমস্ত উপাদান পরস্পর বিভিন্ন; ইহারা দালানের স্বগত ভেদ। আবার উপাদানের বিভিন্নতা বশতঃ তাহাদের উপর শক্তির ক্রিয়াও বিভিন্ন হইবে; পরস্পরের সহিত তাহাদের মিলনে পরিমাণের তারতম্যানুসারে দালানের বিভিন্ন অংশে কোনও শক্তির ক্রিয়াও বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হইবে; শক্তিক্রিয়ার এইরূপ বিভিন্ন অভিব্যক্তিও স্বগতভেদ। জ্ঞান-বস্তুতে এইরূপ স্বগত ভেদ থাকিতে পারে না; কারণ, জ্ঞান চিদেকরূপ, ইহাতে চিদ্ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তু নাই; উপাদানগত ভেদ না থাকাতে ইহার যে কোনও অংশেই যে কোনও শক্তি অভিব্যক্ত হইতে পারে। জীবের ন্যায় জ্ঞানবস্তুতে দেহ-দেহি ভেদ নাই; জীবের দেহ জড়—অচিৎ, কিন্তু জীব স্বরূপে চিদ্বস্তু তাই জীবে দেহ-দেহি-ভেদ (স্বগত ভেদ) আছে: কিন্তু জ্ঞান-বস্তুতে এরূপ কোনও দেহ দেহি-ভেদ থাকিতে পারে না। আবার জীবের জড় দেহেও ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ এই পাঁচটী উপাদান আছে; চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ে এই পাঁচটী বস্তুর তারতম্যানুসারে ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের যোগে প্রকাশিত শক্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে; তাই চক্ষু দ্বারা কেবল দেখাই যায়, কিন্তু শুনা যায় না; কর্ণ দ্বারা কেবল শুনা যায়, কিন্তু দেখা যায় না; ইত্যাদি। এই সমস্তই স্বগত-ভেদের ফল। চিদেকরূপ জ্ঞান-বস্তুতে বিভিন্ন উপাদান নাই বলিয়া এই জাতীয় পার্থক্য থাকিতে পারে না; জ্ঞান-বস্তুর প্রত্যেক অংশই অপর প্রত্যেক অংশের কাজ করিতে পারে; তাই ব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন—"অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়-বৃত্তিমন্তি। ৫।৩২॥"

যাহাহউক, এক্ষণে বুঝাগেল, জ্ঞানবস্তু স্বভাবতঃই স্বগতভেদ-শূন্য; এই জ্ঞানবস্তু যদি স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয়-ভেদশূন্য এবং স্বয়ংসিদ্ধ বিজাতীয়-ভেদশূন্য হয়, তবেই তাহাকে অদ্বয়-জ্ঞান বলে। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, এই অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুই তত্ত্ব বা পরমসুখরূপ পরমার্থ-ভূত বস্তু এবং অদ্বয়-তত্ত্ব বলিয়া ইহাই অপর সকল জ্ঞান-বস্তুর মূল; অদ্বয়-জ্ঞানবস্তুই স্বয়ংসিদ্ধ, অন্যনিরপেক্ষ; অপর জ্ঞানবস্তুসকল স্বয়ংসিদ্ধ নহে, অন্য-নিরপেক্ষও নহে—তাহারা সকল বিষয়ে অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্বের অপেক্ষা রাখে। এই অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তু সকলের মূল নিদান বলিয়া ইহাই পরমার্থভূত বস্তু, সুতরাং তত্ত্ব-বস্তু। ইহাই তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের অভিমত; সুতরাং এই মতই পরম শ্রদ্ধেয়। শ্রীকৃষ্ণই এই অদ্বয়-জ্ঞানবস্তু, "অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ। ১।২।৫৩॥"

এই অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুই কোনও স্থানে ব্রহ্ম, কোনও স্থানে পরমাত্মা এবং কোনও স্থানে ভগবান্ বলিয়া কথিত হয়েন।

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল । | উপনিষদ্ কহে তারে—ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

এক্ষণে দেখিতে হইবে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিনটি কি অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বেরই নামান্তর বা ভিন্ন ভিন্ন নাম ? না কি এই তিনটী তাঁহার আবির্ভাব-বিশেষের নাম ? যদি এই তিনটী নাম একই অভিন্ন-বস্তুর নামান্তর মাত্র হয়, তাহা হইলে, সামান্য-লক্ষণে ও বিশেষ-লক্ষণে ঐ তিনটী শব্দের বাচ্য তিনটী বস্তুর কোনও পার্থক্য থাকিবে না । একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক । জল, বারি ও সলিল এই তিনটী শব্দ একই অভিন্ন বস্তুকে বুঝায় ; জল-শব্দের বাচ্য যাহা, বারি-শব্দের বাচ্যও তাহা, সলিল-শব্দের বাচ্যও তাহা—এই তিনটী শব্দের বাচ্যে, সামান্য-লক্ষণে ও বিশেষ-লক্ষণে কোনও পার্থক্য নাই । সুতরাং জল, বারি ও সলিল—একই অভিন্ন বস্তুর নামান্তর মাত্র । কিন্তু বরফ, জল ও জলীয় বাষ্পের বাচ্য একই বস্তু নহে ; শীতে জল জমিয়া যখন শক্ত স্ফটিকের আকার ধারণ করে, তখন তাহাকে বলে বরফ ; আবার উত্তাপযোগে জল যখন বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন তাহাকে বলে বাষ্প । বরফ, জল ও বাষ্পের উপাদান বা সামান্য-লক্ষণ অভিন্ন হইলেও, তাহাদের বিশেষ-লক্ষণ স্বতন্ত্র—বরফ শক্ত, জল তরল এবং বাষ্প বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য । এই জন্য এই তিনটী শব্দের বাচ্য এক অভিন্ন বস্তু নহে—পরন্তু বরফ, জল ও বাষ্প একই বস্তুর তিনটী অবস্থার বা তিনটী স্বরূপের নাম ; বরফ বলিলে জল বা বাষ্পকে বুঝায় না ; বাষ্প বলিলে বরফ বুঝায় না । ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্—এই তিনটী শব্দের বাচ্যও একই অভিন্ন বস্তু নহে । পূর্ব্ববর্ত্তী ৭ম পয়ারের টীকায় এই তিনটী শব্দের বাচ্যবস্তুর লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে ; এই তিনটী শব্দের বাচ্য তিনটী বস্তুর সামান্য লক্ষণ (সচ্চিদানন্দময়ত্ব) অভিন্ন হইলেও, তাহাদের বিশেষ লক্ষণ অভিন্ন নহে । বস্তুর পরিচয় হয় বিশেষ-লক্ষণের দ্বারা, সামান্য-লক্ষণের দ্বারা নহে ; সুতরাং ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে তিনটী বিভিন্ন বস্তু বুঝাইতেছে ; সামান্য-লক্ষণে (সচ্চিদানন্দময়ত্বাংশে) এই তিনটী বস্তুর সহিত অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুর ঐক্য থাকাতে এই তিনটী বস্তুকে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বেরই বিভিন্ন অবস্থা বা বিভিন্ন আবির্ভাব বলা যায়—যেমন বরফ এবং জলীয়বাষ্প জলের বিভিন্ন অবস্থা বা বিভিন্ন-স্বরূপ, তদ্রূপ । সুতরাং ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের নামান্তর নহে, পরন্তু অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুর বিভিন্ন আবির্ভাবেরই নাম । যে আবির্ভাবে চিদেকরূপ-জ্ঞানের কেবল সত্তামাত্র বিকশিত, কিন্তু যাহাতে কোনও শক্তির বিলাস নাই, তাঁহার নাম ব্রহ্ম । যে আবির্ভাবে জ্ঞানের সত্তা বিকশিত, শক্তিও বিকশিত (পূর্ণরূপে নহে , কিন্তু যাঁহাতে সাক্ষাদ্ভাবে বিজাতীয়-মায়াশক্তির সংস্রব আছে (দ্রষ্টা রূপে), তাঁহার নাম পরমাত্মা । আর যে আবির্ভাবে সত্তা বিকশিত, শক্তিও পূর্ণরূপে বিকশিত এবং যাঁহার সহিত সাক্ষাদ্ভাবে বিজাতীয়-মায়াশক্তির কোনও সংস্রব নাই, তাঁহার নাম ভগবান্ । এই শ্লোকের "ভগবান্"-শব্দে স্বয়ং ভগবান্ এবং পরব্যোমস্থিত শ্রীনারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপকেও বুঝাইতে পারে ।

মুখ্য অর্থে, মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিনটী শব্দের প্রত্যেকটাই অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তু শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায় বটে, কিন্তু রূঢ়ি-অর্থে তাঁহার তিনটী আবির্ভাবকেই সূচিত করে । "ব্রহ্ম-আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয় । রূঢ়িবৃত্ত্যে নির্ব্বিশেষ অন্তর্য্যামী কয় ॥ ২।২৪।৫৯ ॥" "ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ কৃষ্ণের বিহার ।১।২।২৯॥"

৮ । ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হইতেছে । **তাঁহার অঙ্গের**—সেই শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গের (দেহের) । **শুদ্ধ**—নির্ম্মল ; প্রাকৃতত্বরূপ মলিনতাশূন্য ; অপ্রাকৃত ; চিন্ময় । **কিরণমণ্ডল**—জ্যোতিঃসমূহ । শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি চিন্ময়, অপ্রাকৃত । জ্যোতিষ্মান্ বস্তুর রূপের অনুরূপই তাহার জ্যোতিঃ হইয়া থাকে । আকাশের সূর্য্য প্রাকৃত বস্তু, তাহার জ্যোতিঃও প্রাকৃত ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিঃও অপ্রাকৃত চিন্ময় ।

উপনিষদ্—শ্রুতি ; পরমার্থ-প্রতিপাদক শাস্ত্র । সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর শ্রুতি আছে ; এক শ্রেণীর শ্রুতিতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বিবরণ এবং আর এক শ্রেণীর শ্রুতিতে সবিশেষ ব্রহ্মের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । এই পয়ারে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-প্রতিপাদিকা শ্রুতিকেই উপনিষদ্-শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে । জ্ঞানমার্গাবলম্বী অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ নির্ব্বিশেষ-শ্রুতিরই বিশেষ সমাদর করেন । **তাঁরে**—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের চিন্ময় কিরণমণ্ডলকে । **সুনির্ম্মল**—মায়ার স্পর্শশূন্য, মায়াতীত ।

চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ। | জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ ॥ ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উপনিষৎ কহে ইত্যাদি—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপর শ্রুতিশাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-কান্তিকেই ব্রহ্ম বলেন। নির্ব্বিশেষ-শ্রুতির উপরে প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয়, তিনি স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি চিন্ময় এবং মায়াতীত বলিয়া অদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্মও চিন্ময় এবং মায়াতীত।

অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের সাধারণতঃ দুই ভাবে অভিব্যক্তি—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, অর্থাৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ। "দ্বে রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ। ভগবৎসন্দর্ভ—১০০ প্রকরণধৃত বিষ্ণুপুরাণ-বচন।"

স্বয়ংরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণাদি তাঁহার সবিশেষ বা মূর্ত্ত প্রকাশ, আর ব্রহ্ম তাঁহার নির্ব্বিশেষ প্রকাশ। "ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশ। ২ ২০।১৩৫॥" স্বয়ংরূপে শ্রীকৃষ্ণে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের—সবিশেষত্বের পূর্ণতম বিকাশ। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম যে স্বরূপতঃই তাঁহার অঙ্গ-কান্তি তাহা নহে; ইহা একটী উপমা মাত্র। আমরা জানি, সূর্য্য একটী সবিশেষ বস্তু, কিন্তু তাহার প্রভা নির্ব্বিশেষ। নির্ব্বিশেষত্বাংশে ব্রহ্মের সঙ্গে সূর্য্য-কিরণের সাদৃশ্য আছে এবং সবিশেষত্বাংশে কৃষ্ণের সহিত সূর্য্যের সাদৃশ্য আছে; তাই সূর্য্যের সহিত কৃষ্ণের উপমা দিয়া সূর্য কিরণের সহিত ব্রহ্মের উপমা দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্ম কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের কিরণ তুল্য। লঘুভাগবতামৃতও একথাই বলেন। "ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকং বস্তু নির্ব্বিশেষমমূর্ত্তিকম্। ইতি সূর্য্যোপমস্যাস্য কথ্যতে তৎ প্রভোপমম্॥ ২১৬॥—নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ এবং অমূর্ত্ত ব্রহ্ম, সূর্যস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস্থানীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।" ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও তাহাই বলেন। "তদ্ ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ॥ পূঃ ২।১৩৬॥" বাস্তবিক, অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব বস্তু শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ প্রকাশই ব্রহ্ম—ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ।

কোনও বস্তু সম্বন্ধে যাঁহার যতটুকু অনুভব, তিনি ততটুকুই বলিতে পারেন। যিনি দূর হইতে দুগ্ধ দেখিয়াছেন, মাত্র, কিন্তু স্পর্শ করেন নাই, কিম্বা স্বাদও গ্রহণ করেন নাই—দুগ্ধের শ্বেতত্বই তিনি অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু তরলত্ব বা মাধুর্য্য তিনি অনুভব করিতে পারেন না; কেহ যদি বলে দুগ্ধ তরল এবং মধুর, তাহা হইলেও হয়তো তিনি তাহা বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু যিনি দুগ্ধ আস্বাদনও করিয়াছেন, তিনি জানেন, দুগ্ধ শ্বেত, তরল এবং মধুর। ভগবদনুভব-সম্বন্ধেও এইরূপ; যাঁহার যে পরিমাণ ভগবদনুভব তিনি সেই পরিমাণ পরিচয়ই জানেন। প্রথম পরিচ্ছেদের ২৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা দেখিয়াছি, একমাত্র ভক্তিমার্গেই ভগবানের সম্যক্-অনুভব সম্ভব; জ্ঞানমার্গে বা যোগমার্গে তাহা সম্ভব নহে। জ্ঞানমার্গের অদ্বৈতবাদিগণ অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ অঙ্গ-কান্তিমাত্র অনুভব করিতে পারেন; তাঁহাদের অনুভব-লব্ধ বস্তুকেই তাঁহারা পরতত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। তাই তাঁহারা বলেন, নির্ব্বিশেষ কান্তিস্বরূপ ব্রহ্মই পরতত্ত্ব। বাস্তবিক নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম পরতত্ত্ব নহেন। যাঁহারা ভক্তিমার্গের উপাসক, তাঁহারা জানেন, অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের পূর্ণতম বিকাশ ব্রহ্মে নাই; পূর্ণতম-বিকাশ আছে শ্রীকৃষ্ণে; তাই শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব। এই পয়ার "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা" এই অংশের অর্থ।

৯। জ্ঞানমার্গের উপাসকগণ যে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের যথার্থ-অনুভব লাভ করিতে পারেন না, সূর্য্যের দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা বুঝাইতেছেন। সূর্যলোকবাসী দেবতাগণ সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটে থাকেন। তাঁহারা দেখিতে পারেন, সূর্য্যের কর-চরণাদি-বিশিষ্ট আকার আছে, তাঁহার যানাদিও আছে। কিন্তু সূর্য্য হইতে বহু দূরে অবস্থিত পৃথিবী হইতে আমরা সূর্য্যের কর-চরণাদি-বিশিষ্ট রূপ দেখিতে পাইনা—আমাদের মনে হয়, সূর্য্য একটী জ্যোতিঃপুঞ্জ মাত্র—নির্ব্বিশেষ বস্তু, কর-চরণাদি-বিশিষ্টতা সূর্য্যের নাই; এইরূপই আমাদের অনুভব। "যথা মাংসময়ী দৃষ্টিঃ সূর্য মণ্ডলং প্রকাশমাত্রত্বেন গৃহ্ণাতি। দিব্যাতু প্রকাশমাত্রস্বরূপত্বেঽপি তদন্তর্গতদিব্যসভাদিকং গৃহ্ণাতি। এবমত্র ভক্তেরেব সম্যক্তেন তত্রৈব ম্যক্তং দৃ— ৩। তচ্চ ভগবানেবেতি তস্যৈব সম্যগ্রূপত্বং জ্ঞানস্য তু অসমাক্ত্বে দর্শিতত্বাত্তেনাসম্যগেব দৃশ্যতে তচ্চ ব্রহ্মেতি তস্যাসম্যগ্রূপত্বম্। ভগবৎসন্দর্ভঃ॥" কাচ-গোলকের মধ্যে অবস্থিত একটী দীপকে যদি আমরা বহু দূর হইতে দেখি, তাহা হইলে কাচ-গোলক আমরা দেখিতে পাইনা, দীপ-শিখা বা দীপাধারও দেখিতে পাইনা; আমরা দেখি একটা জ্যোতি-র্গোলক মাত্র। কিন্তু দীপের খুব নিকটে গিয়া দেখিলে, কাচগোলক, দীপ-শিখা,

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪০)—
যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীলঘুভাগবতামৃতে কারিকে। নিষ্কলাদিস্বরূপং তৎ ব্রহ্মাণ্ডার্ব্বুদকোটিষু। বিভূতিভির্ধরাদ্যাভির্ভিন্নং ভেদমুপাগতম্ ॥ সদা প্রভাবযুক্তস্য ব্রহ্ম যস্য প্রভা ভবেৎ। তং গোবিন্দং ভজামীতি পদ্যস্যার্থঃ স্ফুটীকৃতঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দীপাধারাদি সমস্তই দেখিতে পাই ; দীপ-শিখার আকার, সলিতা, সলিতার উপরিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ অংশও দেখিতে পাই। এইরূপে অবস্থানের বিভিন্নতা-অনুসারে একই প্রদীপ ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়। ভগবদনুভব-সম্বন্ধেও এইরূপ। যাঁহারা জ্ঞান-মার্গের উপাসক, তাঁহারা অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের নির্ব্বিশেষ স্বরূপটী মাত্র অনুভব করিতে পারেন—সবিশেষ স্বরূপের অনুভব তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। আবার যাঁহারা যোগমার্গের উপাসক, তাঁহারা অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের পরমাত্ম-স্বরূপকে অনুভব করিতে পারেন এবং যাঁহারা ভক্তি-মার্গের উপাসক, তাঁহারা তাঁহার **সম্যক্** অনুভব লাভ করিতে পারেন। উপাসনা-ভেদই অনুভব-পার্থক্যের হেতু।

উপাসনা-ভেদে অনুভব-পার্থক্যের কারণ এই। জীবের কোনওরূপ চেষ্টা দ্বারাই ভগবদনুভব সম্ভব নহে। ভগবদনুভবের একমাত্র হেতু ভগবৎকৃপা। শ্রুতিও একথা বলেন। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥ কঠোপনিষৎ ।২।২৩॥" যাঁহার প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা হয়, তাঁহাকেই তিনি নিজের স্বরূপ অনুভব করান এবং যে শক্তিতে তাঁহাকে অনুভব করা যায়, সেই শক্তিও তিনই প্রকটিত করেন; তাঁহার শক্তি ব্যতীত কেহই তাঁহাকে অনুভব করিতে সমর্থ নহে। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্ লক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্ ॥ লঘু ভা ৪২২॥" সাধকের চেষ্টা বা সাধন ভগবদনুভবের হেতু না হইলেও সাধনকে উপেক্ষা করা চলে না; সাধনের দ্বারা জীবের চিত্ত ভগবদনুভব-সম্পাদিকা শক্তিগ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে; সুতরাং সাধনকে ভগবদনুভবের আনুষঙ্গিক বা গৌণ কারণ বলা যায়। সাধন, সাধকের চিত্তকে ভগবদনুভবের যোগ্য করার সঙ্গে সঙ্গে অনুভবের বৈশিষ্ট্যকেও নিয়ন্ত্রিত করে; যিনি যে ভাবে ভগবান্‌কে অনুভব করিতে ইচ্ছা করেন, সাধনের দ্বারাই সেই ভাবটী গঠিত এবং পরিস্ফুট হয়; ভগবদনুভবও এই ভাবের দ্বারাই আকারিত হয়; অর্থাৎ যিনি যে ভাবে শ্রীভগবান্‌কে অনুভব করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভগবান্‌ও তাঁহাকে সেইভাবেই নিজের অনুভব দান করেন। গীতায় শ্রীভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।৪।১১॥" যাঁহারা জ্ঞানমার্গের উপাসক, তাঁহারা অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপেই চিন্তা করেন; তাঁহাদের উপাসনা-পদ্ধতিও এই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-চিন্তারই অনুকূল; এই জাতীয় ভাবই তাঁহাদের চিত্তে গঠিত এবং পরিস্ফুট হয়; সুতরাং অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বও নিজের নির্ব্বিশেষ স্বরূপকেই তাঁহাদের অনুভবের বিষয়ীভূত করেন। তাঁহার সবিশেষ-স্বরূপের অনুভব তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে; কারণ তাঁহাদের উপাসনা এবং মনোগত ভাব সবিশেষ-স্বরূপের অনুকূল নহে। এইরূপে, যোগমার্গের উপাসকগণ তাঁহার পরমাত্ম-স্বরূপের অনুভব এবং ভক্তিমার্গের উপাসকগণ তাঁহার স্বয়ংরূপের অনুভব লাভ করিতে পারেন।

চর্ম্ম চক্ষে—চর্ম্মদ্বারা আবৃত মানুষের চক্ষুদ্বারা, সূর্য্য হইতে বহু দূরে অবস্থিত পৃথিবী হইতে। **যৈছে**—যেমন। **সূর্য্য নির্ব্বিশেষ**—কর-চরণাদি-বিশিষ্টতাশূন্য জ্যোতিঃপুঞ্জমাত্র। **জ্ঞানমার্গ**—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক সাধন। **নৈতে নারে**—গ্রহণ করিতে পারে না, অনুভব করিতে পারে না। **কৃষ্ণের বিশেষ**—অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদি বিশিষ্ট সবিশেষ স্বরূপ।

ব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিস্থানীয়, তাহার প্রমাণ স্বরূপে ব্রহ্মসংহিতার এবং শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫। অন্বয়। জগদণ্ডকোটিকোটিষু (কোটি-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডে) অশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নং (অশেষ-

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নরাকৃতেঃ সান্দ্রচৈতন্যরাশেঃ কৃষ্ণস্য নিরাকারশ্চৈতন্যরাশিঃ প্রভাস্থানীয়ো ব্রহ্মপ্রকাশশব্দেনোচ্যতে, ইত্যত্র প্রমাণং বাচনিকমাহ, যস্য প্রভেত্যাদি। প্রভবতো যস্য প্রভা তৎ ব্রহ্ম, তং গোবিন্দমহং ভজামীত্যন্বয়ঃ। **কীদৃশং ব্রহ্ম ? ইত্যাহ** জগদণ্ডকোটিকোটিষু অসংখ্যাতেষু জগদণ্ডেষু, বসুধাদিভির্বিভূতিভির্ভিন্নং কারণাত্মনা একং তৎকার্য্যাত্মনা অসংখ্যাতমিত্যর্থঃ। ননু "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্" ইত্যাদৌ প্রভোরেব পরেশাৎ কার্য্যং শ্রুতং, ন তু তৎপ্রভায়া ইতি চেৎ ? উচ্যতে। প্রভোঃ প্রভৈব কার্য্যনিষ্পাদিকেতি বিবক্ষয়া তদুক্তিরিতি তৎপ্রভয়ৈব ক্ষুব্ধা প্রকৃতি র্জগদণ্ডান্যসূতেত্যর্থঃ। কেবলাদ্বৈতিভি র্যদ্ ব্রহ্মস্বরূপং নির্ণয়তে, তদত্র নাভিমতং তদ্ধি নির্ধর্ম্মকং শব্দাবাচ্যমদ্বিতীয়ঞ্চ। ইদং তু বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রকাশময়ত্বাদি ধর্ম্মযুক্, শাস্ত্রবাচ্যং, জগৎকারণত্বাৎ সদ্বিতীয়ঞ্চ ইতি মহদন্তরম্। কিঞ্চ, তদভিমতং ব্রহ্ম তু ন শ্রদ্ধেয়ং, তস্মিন্ প্রমাণাভাবাৎ ; ন তাবৎ তত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণং, রূপাদিবিরহাৎ ; নাপ্যনুমানং, তদ্ব্যাপ্য লিঙ্গাভাবাৎ ; ন চ শব্দঃ, প্রবৃত্তি-নিমিত্তস্য জাত্যাদেরভাবাৎ ; ন চ লক্ষণা, সর্ব্বশব্দাবাচ্যে তস্যা অসম্ভবাৎ ; ন চ তৎপক্ষে তত সৃষ্টিঃ, তদ্ধেতোঃ সঙ্কল্পশক্তিবিরহাৎ, ন চোপদেশঃ, উপদেষ্টুরুপদেশস্য চাভাবাৎ। ননু ভ্রান্ত্যা তত্তৎসিদ্ধিঃ ? নৈবম্। ক্ব ভ্রমঃ- ব্রহ্মণি জীবে বা ? নাদ্যঃ, বিজ্ঞানরাশেস্তস্য তদসম্ভবাৎ। নান্ত্যঃ, প্রাগভ্রান্তেস্তস্যৈবাভাবাৎ, ইতি তুচ্ছং তৎ॥ শ্রীজীবগোস্বামী॥ ৫ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বসুধাদি বিভূতি দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত) নিষ্কলং (পূর্ণ) অনন্তং (অপরিচ্ছিন্ন) অশেষভূতং (মূলভূত) [যৎ] (যেই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), তৎ (সেই ব্রহ্ম) প্রভবতঃ (প্রভাবযুক্ত) যস্য (যাঁহার) প্রভা (কান্তি), তং (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি)।

অনুবাদ। অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডে, অনন্ত-বসুধাদি বিভূতিদ্বারা যিনি ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পূর্ণ, নিরবচ্ছিন্ন এবং অশেষভূত ব্রহ্ম—প্রভাবশালী যাঁহার প্রভা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ৫।

জগদণ্ড—জগদ্রূপ অণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড। **জগদণ্ডকোটি-কোটিষু**—কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে ; তাহার প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে। **অশেষ-বসুধাদি**—অশেষ অর্থ অনন্ত ; বসুধাদি অর্থ পৃথিবী-আদি, ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রভৃতি লোক। **বিভূতি**—শ্রীভগবানের বিভূতি ; পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, জ্যোতি, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, ষোড়শ বিকার (অর্থাৎ ক্ষিতি-অপ-তেজ-আদি পঞ্চমহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়) পুরুষ, অব্যক্ত (প্রকৃতি), সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ব্রহ্ম ইত্যাদিই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীভগবানের বিভূতি। "পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিরহং মহান্। বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্। শ্রীভা, ১১:১৬।৩৭॥" **ভিন্নং**—ভেদপ্রাপ্ত। **অশেষ-বসুধাদি-বিভূতি-ভিন্ন**—প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী-আদি অনেক লোক আছে ; এইরূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি পৃথিবী আদি লোক আছে ; ইহাদের প্রত্যেক লোকেই বায়ু, আকাশ, জল, প্রভৃতি— শ্রীভগবানের অনন্ত বিভূতি আছে। এই সকল অনন্ত বিভূতি দ্বারা যিনি অনন্ত প্রকারে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, (সেই ব্রহ্ম)। জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ, উভয়ই ব্রহ্ম ; ব্রহ্ম কারণ এবং পৃথিবী বায়ু আকাশাদি তাঁহার অনন্ত কার্য্য। কারণ কার্য্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় বলিয়া কারণরূপে এক হইলেও ব্রহ্ম, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত-কার্য্যরূপে অনন্ত প্রকারে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, এস্থলে ব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলা হইল এবং এই শ্লোকে ব্রহ্মকে আবার শ্রীগোবিন্দের প্রভা বা অঙ্গকান্তিও বলা হইয়াছে ; তাহা হইলে শ্রীগোবিন্দের অঙ্গকান্তিই হইল জগতের কারণ ; এই অঙ্গকান্তিই অনন্ত বিভূতি দ্বারা অনন্তরূপে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রুতি বলেন, শ্রীগোবিন্দই বহু হওয়ার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্। তৈঃ উঃ ২।৬॥" ; এই ইচ্ছা হইতেই সৃষ্টির সূচনা ; সুতরাং শ্রীগোবিন্দই জগতের কারণ। ব্রহ্মসংহিতাও একথাই বলেন। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥" কিন্তু তাঁহার প্রভার কারণত্বের কথা শুনা যায় না। তথাপি ব্রহ্মকে

কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম—গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি ॥ ১০

সে গোবিন্দ ভজি আমি—তেঁহো মোর পতি।
তাঁহার প্রাসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি ॥ ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জগতের কারণ বলা হইল কেন? ইহার উত্তরে শ্রীজীবগোস্বামিচরণ বলেন, "প্রভোঃ প্রভৈব কার্য্যনিষ্পাদিকে বিবক্ষয়া তদুক্তিরিতি, তৎপ্রভয়ৈব ক্ষুব্ধা প্রকৃতি র্জগদণ্ডান্যসূতেত্যর্থঃ। শ্রীগোবিন্দের প্রভাই কার্য্য-নিষ্পাদিকা—ইহা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই প্রভাস্থানীয় ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রভাদ্বারা প্রকৃতি ক্ষুব্ধা হইয়াছে এবং অনন্তকোটি জগৎ প্রসব করিতে সমর্থা হইয়াছে। সুতরাং প্রভা বা ব্রহ্মই জগতে অব্যবহিত কারণ।"

ব্রহ্ম জগতের কারণ হইলে আরও প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। কেবলাদ্বৈতাবাদিগণ ব্রহ্মের যে স্বরূ নির্ণয় করিয়াছেন, সেই ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক, শব্দের অবাচ্য এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু এস্থলে যে ব্রহ্মের কথা বল হইতেছে, তিনি ধর্ম্মযুক্ত, শব্দবাচ্য এবং সদ্বিতীয়; কারণ, তিনি জগতের কারণ। কেবলাদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্ম এবং এই শ্লোকোক্ত ব্রহ্ম কি একই বস্তু নহে? উত্তর—এই শ্লোকে উক্ত ব্রহ্ম কেবলাদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্ম নহেন। এই শ্লোকোক্ত ব্রহ্ম সৃষ্টির কারণ; কিন্তু কেবলাদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্ম সৃষ্টির কারণ হইতে পারেন না। কারণ, নিঃশক্তিক বলিয়া তাঁহার সঙ্কল্প-শক্তি নাই, অথচ সঙ্কল্প ব্যতীতও বৈচিত্র্যপূর্ণ এই জগৎ রচিত হইতে পারে না।

নিষ্কলং—কলা (অংশ) নাই যাহার; পূর্ণ। **অনন্তং**—অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বব্যাপক। **অশেষভূতং** মূলভূত, কারণ। **প্রভবতঃ**—প্রভাবযুক্তের; যাঁহার প্রভাব আছে, তাঁহার। **প্রভা**—জ্যোতিঃ, অঙ্গকান্তি। **আদিপুরুষ**—যিনি সকলের আদি, সকলের মূল (সুতরাং ব্রহ্মেরও মূল); কিন্তু যাঁহার আদি বা মূ কেহ নাই। **গোবিন্দ**—শ্রীকৃষ্ণ, গোপবেশ-বেণুকর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন।

এই শ্লোকটী সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার উক্তি; শ্রীগোবিন্দের মহিমা বর্ণনা করিতে করিতে তিনি বলিতেছেন—"অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটি পৃথিবী-আদি লোক আছে; ইহাদের প্রত্যেক লোকেই বায়ু আকাশ প্রভৃতিরূপে ভগবানের অনন্ত বিভূতি বিরাজিত; পৃথিব্যাদিও তাঁহারই বিভূতি। পূর্ণ এবং নিরবচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মই জগদা সৃষ্টবস্তুর কারণ: তিনি কারণরূপে এক হইয়াও অনন্ত-কার্য্যরূপে অনন্তরূপে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এতাদৃশ ব্রহ্মও যাঁহা প্রভা বা অঙ্গকান্তি, আমি সেই শ্রীগোবিন্দের ভজন করি।"

শ্রীগোবিন্দ ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক হইলেও শ্রীগোবিন্দ সবিশেষ-আবির্ভাব এবং ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব; সুতরা শ্রীগোবিন্দ হইলেন ধর্ম্মী এবং ব্রহ্ম হইলেন তাঁহার ধর্ম্ম; যেমন সূর্য্য ধর্ম্মী, আর কিরণ তাঁহার ধর্ম্ম, তদ্রূপ। তাই শ্রীগোবিন্দকে সূর্য্যস্থানীয় মনে করিয়া ব্রহ্মকে প্রভাস্থানীয় মনে করা হইয়াছে।

ব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা, তাহার প্রমাণরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু এই শ্লোকে যে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, তিনি সৃষ্টিশক্তিরূপ। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারদ্বয়ে যে ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি অদ্বৈতবাদীদিগের নির্ধর্ম্মক ব্রহ্ম। তথাপি, নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মের প্রমাণ-স্বরূপ সধর্ম্মক-ব্রহ্ম প্রতিপাদক এই শ্লোক উদ্ধৃত করার হেতু বোধ হয় এই যে, এই শ্লোকে গোবিন্দকে "আদি পুরুষ" বলায় এবং অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীগোবিন্দ স্বয়ংসিদ্ধ-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদশূন্য হওয়ায়, নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মও যে শ্রীগোবিন্দেরই বিভূতি, তাহাই প্রমাণিত হইল। অধিকন্তু "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং" এই প্রমাণানুসারে নিরাকার চৈতন্যরাশিরূপ ব্রহ্ম যে, সান্দ্র-চৈতন্য-রাশিরূপ শ্রীগোবিন্দেরই প্রভাস্থানীয়, তাহাও প্রমাণিত হইল।

১০-১১। এই দুই পয়ারে "যস্যপ্রভা প্রভবতঃ" ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করা হইতেছে।

বিভূতি—প্রাকৃতাপ্রাকৃতবস্তূনি ইতি চক্রবর্ত্তী। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিব্যাদি যে সমস্ত বস্তু আছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মের বিভূতি। **তাঁহার প্রসাদে**—তাঁর (সেই গোবিন্দের) কৃপায়। শ্রীগোবিন্দের শক্তিতেই ব্রহ্মা ব্যাষ্টিজীবাদির সৃষ্টি করেন। **মোর**—আমার, ব্রহ্মার ॥ **সৃষ্টি-শক্তি**—জগৎ সৃষ্ট করিবার শক্তি। এই দুই পয়ার ব্রহ্মার উক্তি

তথাহি (ভাঃ ১১।৬।৪৭)—
মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥৬॥

আত্মান্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয় ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সন্ন্যাসিনো হি ব্রহ্মচর্য্যাদিক্লেশৈঃ কথঞ্চিত্তরন্তি বয়স্ত্বনায়াসেনৈব তরিষ্যাম ইত্যাহ বাতবসনা ইতি। ঊর্দ্ধমন্থিনঃ ঊর্দ্ধরেতসঃ ॥ শ্রীধরস্বামী ॥

বাতবসনাস্তৈস্তৈস্তৈর্জ্ঞানবৈরাগ্যাদিভিঃ সাধনৈঃ ব্রহ্মাখ্যং তব ধাম। তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারতেত্যর্জ্জুনং প্রতি ত্বদুক্তে স্তবৈব তেজোবিশেষং তে যান্তি। সত্যং তে যান্তু, বয়স্তু ন তৎ যিযাসামঃ, কিন্তু ত্বন্মুখচন্দ্রমধুরস্মিতসুধাপানমত্তা এব তিষ্ঠাসাম ইতি ভাবঃ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৬॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৬। **অন্বয়।** মুনয়ঃ (মননশীল) বাতবসনাঃ (দিগম্বর) শ্রমণাঃ (পরমার্থ বিষয়ে শ্রমশীল) ঊর্দ্ধমন্থিনঃ (ঊর্দ্ধরেতা) শান্তাঃ (কামনাশূন্য) অমলাঃ (বিমলচিত্ত) সন্ন্যাসিনঃ (সন্ন্যাসিগণ) তে (তোমার) ব্রহ্মাখ্যং (ব্রহ্মনামক) ধাম (তেজ) যান্তি (প্রাপ্ত হয়েন)।

অনুবাদ। পরমার্থ-বিষয়ে মননশীল, দিগম্বর, পরমার্থ-বিষয়ে শ্রমশীল, ঊর্দ্ধরেতা, কামনাশূন্য, বিমলচিত্ত, সন্ন্যাসিগণ তোমার (ভগবানের) ব্রহ্ম-নামক তেজকে প্রাপ্ত হয়েন। ৬।

কোন কোন গ্রন্থে "বাতবসনাঃ" স্থলে "বাতরসনাঃ" পাঠান্তর আছে। অর্থ একই; রসনা অর্থও বসন। 'বাতরসনেতি রসনা-শব্দেন বস্ত্রং লক্ষ্যতে হিরণ্যরসন ইত্যত্র চতুর্থে তৈরেব তথা ব্যাখ্যাতত্বাৎ॥ দীপিকা-দীপন-টীকা॥"

বাতবসনাঃ—বাত (বায়ু)ই বসন (বস্ত্র) যাঁহাদের, যাঁহারা বস্ত্র পরিধান করেন না; দিগম্বর। **শ্রমণ**—অন্য বিষয়ে পরিশ্রম না করিয়া যাঁহারা পরমার্থবিষয়েই পরিশ্রম করেন; সাধনকার্য্য-রত। **ঊর্দ্ধমন্থিনঃ**—ঊর্দ্ধরেতা; যাঁহারা স্ত্রী-সঙ্গ করেন না—স্ত্রীসঙ্গের ইচ্ছাও যাঁহাদের নাই। **শান্ত**—ভগবন্নিষ্ঠ-বুদ্ধিবশতঃ যাঁহাদের চিত্তে অন্য কামনা নাই, তাঁহাদিগকে শান্ত বলে। "কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ২।১৯।১৩২॥" **অমলাঃ**—যাঁহাদের মধ্যে মলিনতা নাই; বিশুদ্ধচিত্ত। **সন্ন্যাসী**—দেহ-দৈহিক বিষয় সম্যকরূপে ত্যাগ করিয়াছেন যিনি। **ব্রহ্মাখ্য ধাম**—ব্রহ্মনামক তেজ (অঙ্গকান্তি)। **ধাম**—তেজ, কিরণ, কান্তি।

ব্রহ্মচর্য্য-ক্লেশসহিষ্ণু সন্ন্যাসিগণ শ্রীভগবানের ব্রহ্ম-নামক তেজ বা অঙ্গকান্তিকে প্রাপ্ত হয়েন, ইহাই এই শ্লোকে বলা হইল। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দের অঙ্গকান্তি। এই শ্লোকটী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্ধবের উক্তি। সাযুজ্য-মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ সিদ্ধাবস্থায় যে জ্যোতির্ম্ময় নির্ব্বিশেষ ধাম প্রাপ্ত হয়েন, অন্যত্রও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়। সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয় ॥১।৫।৩২॥ সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি। সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণাঃ হতাঃ॥ ভ, র, সি, পূ, ২।১৩৮॥"

এই পর্য্যন্ত "যদদ্বৈতং"-শ্লোকের প্রথম চরণের অর্থ শেষ হইল।

১২। এক্ষণে "যদদ্বৈতং" শ্লোকের "য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভব" এই দ্বিতীয় চরণের অর্থ করিতেছেন। যোগশাস্ত্রে যেই ভগবৎস্বরূপকে অন্তর্য্যামী পরমাত্মা বলা হয়, তিনিও শ্রীগোবিন্দের অংশমাত্র, ইহাই তাৎপর্য্য।

আত্মান্তর্য্যামী—আত্মা (পরমাত্মা) ও অন্তর্য্যামী। ইনি প্রত্যেক ব্যষ্টিজীবের হৃদয়ে অবস্থিত প্রাদেশ-পরিমিত চতুর্ভুজ পুরুষ। **যোগশাস্ত্র**—যোগ-মার্গ প্রতিপাদক শাস্ত্র। যাঁহারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ কামনা করেন, তাঁহাদিগকে যোগী বলে; তাঁহাদের অনুসরণীয় শাস্ত্রের নাম যোগশাস্ত্র। **অংশ-বিভূতি**—শ্রীগোবিন্দের অংশস্বরূপ বিভূতি (ঐশ্বর্য্য)।

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥ ১৩

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।৪২)—
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৭ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এবমবয়বশো বিভূতীরুপবর্ণ্য সামস্ত্যেন তাঃ প্রাহ, অথবেতি। বহুনা পৃথক্ পৃথগুপদিশ্যমানেন বিভূতিবিষয়কেণ জ্ঞানেন তব কিং প্রয়োজনম্? হে অর্জ্জুন! চিদচিদাত্মকং হরবিরিঞ্চিপ্রমুখং কৃৎস্নং জগদহমেকেনৈব প্রকৃত্যান্তর্য্যামিনা-পুরুষাখ্যেনাংশেন বিষ্টভ্য স্রষ্টৃত্বাৎ সৃষ্ট্বা ধারকত্বাৎ ধৃত্বা ব্যাপকত্বাদ্ব্যাপ্য পালকত্বাৎ পালয়িত্বা চ স্থিতোঽস্মীতি সর্জ্জনাদীনি মদ্বিভূতয়ঃ মদ্ব্যাপ্তেষু সর্ব্বেষ্বৈশ্বর্য্যাদিসর্ব্বাণি বস্তূনি মদ্বিভূতিতয়া বোধ্যানীতি॥ বলদেব বিদ্যাভূষণঃ ॥ ৭ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩। শ্রীগোবিন্দের অংশ পরমাত্মা এক বস্তু, তিনি বহু নহেন; কিন্তু জীব অনন্ত; একই পরমাত্মা কিরূপে অনন্তকোটি জীবে অবস্থান করিতেছেন, সূর্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইতেছেন। একই সূর্য্য যেমন অনন্ত স্ফটিকের প্রত্যেকটীতে প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ একই পরমাত্মা অনন্তকোটি জীবে ব্যষ্টিজীবান্তর্য্যামিরূপে প্রকাশিত হয়েন। এস্থলে একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রকাশত্বাংশেই দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য; সর্ব্ববিষয়ে এই দৃষ্টান্তের প্রযোজ্যতা নাই। অনন্তস্ফটিকে সূর্য্য প্রকাশিত হয় প্রতিবিম্বরূপে; প্রতিবিম্ব অবাস্তব বস্তু। কিন্তু জীব-হৃদয়ে পরমাত্মা প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত হয়েন না—বাস্তবরূপেই প্রকাশিত হয়েন; তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই এক হইয়াও তিনি অনন্তকোটি জীবের প্রত্যেকের হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতে পারেন। পরমাত্মার প্রতিবিম্ব সম্ভবপরও নহে; কারণ, পরমাত্মা অপরিচ্ছিন্ন বিভু বস্তু। পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই প্রতিবিম্ব সম্ভব; বিভু-বস্তুর প্রতিবিম্ব সম্ভব নহে।

দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি অনন্ত প্রকারের অনন্ত-জীব আছে; সৃষ্টি-লীলানুরোধে একই পরমাত্মা এই সমস্ত জীবের প্রত্যেকের মধ্যেই অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজিত। ইহা দেখিয়া, কেহ কেহ আশঙ্কা করিতে পারে যে, বিভিন্ন জীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মাও বিভিন্ন; এই আশঙ্কা-নিরসনের নিমিত্ত এই পয়ারে বলা হইল—পরমাত্মা একই বস্তু, বহু নহেন। আপন কর্ম্মফলে জীব মায়িক দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু জীবদেহে পরমাত্মার অবস্থিতি কর্ম্মফলজন্য নহে, ইহা তাঁহার লীলামাত্র; পরমাত্মার কর্ম্ম নাই, কারণ তিনি মায়াতীত। জীবদেহের সঙ্গে পরমাত্মার কোনও সম্বন্ধও নাই; তিনি নির্লিপ্তভাবে জীবান্তর্য্যামিরূপে জীবদেহে অবস্থিত। একই বায়ু যেমন বিভিন্ন বেণুরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া ষড়্‌জাদি বিভিন্ন ভেদ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ একই পরমাত্মা বিভিন্ন দেহে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন বলিয়া, আপাতঃ-দৃষ্টিতে দেহাদি-উপাধিভেদে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু বিভিন্ন বেণুরন্ধ্রগত বায়ু যেমন একই বস্তু, তদ্রূপ বিভিন্ন জীব-দেহগত পরমাত্মাও অবিচ্ছিন্ন বস্তু। "বেণুরন্ধ্রবিভেদেন ভেদঃ ষড়্‌জাদি-সংজ্ঞিতঃ। অভেদব্যাপিনো বায়োস্তথা তস্য মহাত্মনঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ-২।১৪।৩২॥"

অনন্ত—অসংখ্য। **স্ফটিক**—এক রকম স্বচ্ছ প্রস্তর। **যৈছে**—যেমন। **এক-সূর্য্য**—একই সূর্য্য, বহু সূর্য্য নহে। **ভাসে**—প্রকাশিত হয়। একই সূর্য্য বহু স্ফটিকে প্রকাশিত হয়; বহু স্ফটিকে যে বহু প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহারা একই সূর্য্যের প্রতিবিম্ব, বহু সূর্য্যের প্রতিবিম্ব নহে। **তৈছে**—সেইরূপে। **জীবে**—অনন্ত-কোটি জীবের প্রত্যেকের হৃদয়ে। **প্রকাশে**—প্রকাশিত হয়।

"তৈছে জীবে" ইত্যাদি স্থলে ঝামটপুরের গ্রন্থে "তৈছে গোবিন্দের অংশ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ।" এইরূপ পাঠান্তর আছে। এস্থলে ব্রহ্মাণ্ডে অর্থ—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অনন্তকোটি জীবের প্রত্যেকের হৃদয়ে।

এই পয়ারের প্রমাণস্বরূপে গীতা ও ভাগবতের শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অথবা (কিম্বা) অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) এতেন (এইরূপ) বহুনা (পৃথক্ পৃথক্

তথাহি (ভাঃ ১।৯।৪২)—

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥ ৮ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পরমাত্মত্বস্থাপনায় তত্র বিভুমত্ত্বং দর্শয়ন্ স্বমত্যুপকল্পনমেবোপসংহরতি তমিতি। তমিমগ্রত এবোপবিষ্টং শ্রীকৃষ্ণং ব্যষ্ট্যন্তর্য্যামিরূপেণ নিজাংশেন শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতম্। কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তমিত্যুক্তদিশা তত্তদ্রূপেণ ভিন্নমূর্ত্তিমৎসু বসন্তমপি একমভিন্নমূর্ত্তিমেব সমধিগতোঽস্মি। অয়ং পরমানন্দবিগ্রহ এব ব্যাপকঃ স্বান্তর্ভূতেন নিজাকারবিশেষেণান্তর্য্যামিতয়া তত্র তত্র স্ফুরতীতি বিজ্ঞাতবানস্মি। যতোঽহং বিধূতভেদমোহঃ। অস্যৈব কৃপয়া দূরীকৃতো ভেদমোহো ভগবদ্বিগ্রহস্য ব্যাপকত্বাসম্ভাবনাজনিত-নানাত্ব-জ্ঞানলক্ষণো মোহো যস্য তথা-ভূতোঽহম্। তেষু ব্যাপকত্বে হেতুঃ। আত্মকল্পিতানাং আত্মন্যেব পরমাশ্রয়ে প্রাদুষ্কৃতানাম্। অত্র দৃষ্টান্তঃ প্রতিদিশমিতি। প্রাণিনাং নানাদেশস্থিতানামবলোকনং প্রতি যথৈক এবার্কো বৃক্ষকুড্যাদ্যপরিগতত্বেন তত্রাপি কুত্রচিদব্যবধানঃ সংপূর্ণত্বেন সব্যবধানস্ত্বসংপূর্ণত্বেনানেকধা দৃশ্যতে তথেত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তোঽয়মেকস্যৈব তত্র তত্রোদয় ইত্যেতন্মাত্রাংশে। বস্তুতস্তু ভগবদ্বিগ্রহোঽচিন্ত্যশক্ত্যা তথা তথা ভাসতে। সূর্য্যস্তু দূরস্থবিস্তীর্ণাত্মতাস্বভাবেনেতি শেষঃ। অথবা তং পূর্ব্ববর্ণিত-স্বরূপং ইমমগ্রত এবোপবিষ্টং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি সন্তমপি সমধিগতোঽস্মি, যদপ্যন্তর্যামিরূপমেতস্মাদ্রূপাদন্যাকারং তথাপ্যেতদ্রূপমেবাধুনা তত্র তত্র তথা পশ্যামি সর্ব্বতো মহাপ্রভাবস্যৈব তস্য রূপস্যাগ্রতোঽন্যস্য রূপস্য স্ফুরণাশক্তেরিতি ভাবঃ। অত্র দৃষ্টান্তো দেশভেদেঽপ্যভেদ-বোধনায় জ্ঞেয়ম্ ন তু পূর্ণত্ববিবক্ষায়ৈ ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ৮ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনেক বিষয়ে) জ্ঞাতেন (জ্ঞানদ্বারা) তব (তোমার) কিং (কি) [প্রয়োজনং] (প্রয়োজন) ? অহং (আমি) একাংশেন (এক অংশ দ্বারা—পরমাত্মরূপে) ইদং (এই) কৃৎস্নং (সকল) জগৎ (জগৎ) বিষ্টভ্য (ব্যাপিয়া) স্থিতঃ (অবস্থিত)।

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন, "অথবা, হে অর্জ্জুন! পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এই সকল বহু বিষয় জানিবার তোমার প্রয়োজন কি ? আমিই এক অংশদ্বারা (পরমাত্মরূপে) এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি"। ৭।

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিজের অনেক বিভূতির বিষয়ে উপদেশ দিয়া শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন,—অর্জ্জুন! পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রত্যেক বিভূতির কথা জানিয়া কি হইবে ? এক কথাতেই সমস্ত বলিতেছি শুন। এই যে চিজ্জড়াত্মক জগৎ দেখিতেছ—যাহাতে চিৎ—জীব এবং জড়—প্রকৃতি, এই দুইই বর্ত্তমান—আমিই এক অংশে, পরমাত্মরূপে তাহাকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি ; প্রকৃতির অন্তর্য্যামি যে পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামি যে পুরুষ, কিম্বা ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামি যে পুরুষ—তাঁহাদের প্রত্যেকেই আমার অংশ। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—তাঁহারাও আমারই অংশ—সৃষ্টিকর্ত্তারূপে আমিই জগতের সৃষ্টি করি, পালনকর্ত্তারূপে আমিই জগতের পালন করি, সংহারকর্ত্তারূপে আমিই জগতের সংহার করি। আমি সর্ব্বব্যাপী, আমিই সমস্তকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি।

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে এবং সমস্ত জীবে যে শ্রীগোবিন্দের অংশ প্রকাশিত আছেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৮। অন্বয়। প্রতিদৃশং (প্রত্যেকের দৃষ্টিতে) নৈকধা (বহু প্রকারে) [প্রতিভাতং] (প্রতিভাত) একং (একই) অর্কং ইব (সূর্য্যের ন্যায়), আত্মকল্পিতানাং (স্ব-নির্ম্মিত) শরীরভাজাং (দেহধারী প্রাণিগণের) হৃদি হৃদি (হৃদয়ে হৃদয়ে—প্রত্যেকের হৃদয়ে) ধিষ্ঠিতং (অধিষ্ঠিত) তং (সেই) ইমং (এই) অজং (জন্মরহিত শ্রীকৃষ্ণকে) বিধূত-ভেদমোহঃ (দূরীভূত-ভেদমোহ) অহং (আমি) সমধিগতঃ (প্রাপ্ত) অস্মি (হইয়াছি)।

অনুবাদ। **ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিতেছেন—"একই সূর্য্য যেরূপ বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন লোকের দৃষ্টিতে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ জন্মরহিত এই শ্রীকৃষ্ণও স্বনির্ম্মিত জীবকুলের প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রকাশিত হয়েন। (এই শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপায় অদ্য) আমার ভেদ-মোহ দূরীভূত হওয়ায় সেই এই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলাম (উপলব্ধি করিতে পারিলাম)। ৮।**

সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্যগোসাঞি। জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই। ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রতিদৃশং—বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জীব আছে; তাহাদের প্রত্যেকের দৃষ্টিতে। **নৈকধা**—ন একধা; একরূপে নহে, বহুরূপে। **অর্ক**—সূর্য্য। একটীমাত্র সূর্য্য আকাশে আছে; কিন্তু বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন লোকের প্রত্যেকেই যেমন আকাশস্থ ঐ একই সূর্য্যকে তাহার নিকটে বলিয়াই মনে করে, এইরূপে ঐ একই সূর্য্য যেমন বহুস্থানে বহুরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ। **আত্মকল্পিতানাং**—শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মিত। **শরীরভাজাং**—দেহধারী জীবগণের। দেহধারী জীবগণ যে শ্রীভগবানেরই রচিত, "আত্মকল্পিতানাং শরীরভাজাং" বাক্যে তাহাই বলা হইল। **তং**—সেই পরমাত্মাকে, যিনি দেহীদিগের প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। **ইমং**—এই সম্মুখভাগে দৃষ্ট। **অজং**—যাঁহার জন্ম নাই, সেই শ্রীকৃষ্ণ। **বিধূতভেদমোহঃ**—যাঁহার ভেদ-জ্ঞানরূপ মোহ দূরীভূত হইয়াছে (সেই আমি—ভীষ্ম)। **ভেদমোহ**—ভেদজ্ঞানরূপ মোহ। ভীষ্মদেব বলিতেছেন—"শ্রীভগবান্ অনন্ত কোটি জীব সৃষ্টি করিয়া পরমাত্মরূপে তাহাদের প্রত্যেকের চিত্তেই অবস্থান করেন। ভগবদ্‌বিগ্রহের বিভুত্ব অসম্ভব মনে করিয়া বিভিন্ন জীবের হৃদয়ে অবস্থিত বিভিন্ন পরমাত্মাকেও আমি পৃথক্ পৃথক্ বস্তু বলিয়া মনে করিতাম। (জীবহৃদয়স্থিত পরমাত্মগণকে পৃথক্ পৃথক্ বস্তু মনে করাই ভেদজ্ঞান)। এই ভেদ-জ্ঞানরূপ যে মোহ, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাহা এখন আমার দূরীভূত হইয়াছে। এই মোহ দূরীভূত হইয়াছে বলিয়াই আমি এখন উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে, শ্রীভগবদ্-বিগ্রহ বিভু—সর্ব্বব্যাপক বলিয়া তিনি এক হইয়াও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে অনন্তকোটি জীবের হৃদয়ে অনন্তকোটি অন্তর্য্যামিরূপে প্রকাশিত হইতে পারেন; এবং আমি ইহাও বুঝিতে পারিতেছি যে—এই যে আমার সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া আছেন—ইনিই পরমাত্মরূপে অনন্তকোটি জীবে অবস্থিত। আকাশস্থ একই সূর্য্য যেমন বহুস্থানে অবস্থিত বহুলোকের প্রত্যেকের দৃষ্টিতেই প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ একই শ্রীকৃষ্ণ অনন্তকোটি জীবের চিত্তে পরমাত্মরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন। একই বস্তুর বহুরূপে প্রকাশত্বাংশেই এই দৃষ্টান্ত। সূর্য্য দূরদেশে অবস্থিত বলিয়া বহুস্থান হইতে দৃষ্ট হয়; কিন্তু পরমাত্মা বিভু বলিয়া এক হইয়াও বহুস্থানে বহুরূপে প্রকটিত হয়েন। ১৩শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪। **সেইত গোবিন্দ**—ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি এবং পরমাত্মা যাঁহার অংশ, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দ। স্বয়ং তিনিই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; শ্রীচৈতন্যে ও শ্রীগোবিন্দে কোনও পার্থক্য নাই। **জীবনিস্তারিতে** ইত্যাদি—মায়াবদ্ধজীবের নিস্তার-বিষয়ে শ্রীচৈতন্যের মত দয়ালু আর কেহই নাই। জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত অনেক সময়ে অনেক অবতার জগতে আসিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়া যেরূপ সার্ব্বজনীন ভাবে প্রকটিত হইয়াছে, এরূপ আর কাহারও হয় নাই। কেবল ইহাই নহে—অন্যান্য অবতার জ্ঞান, যোগ, কর্ম্মাদির উপদেশ দিয়া জীবের উদ্ধারের উপায় করিয়াছেন; কিন্তু যদ্দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের অন্তরঙ্গ-সেবা পাওয়া যায়, সেই প্রেমভক্তি শ্রীচৈতন্য ব্যতীত আর কেহই দেন নাই, দিতে পারিতেনও না; কারণ, দুর্লভ ব্রজপ্রেম ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কেহই দিতে পারেন না। "সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥ ল, ভা, পূ ৫।৩৭॥" ইহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়ার বিশিষ্টতা। সকল অবতারই জীব-নিস্তারের উপায় উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের আস্বাদন-লাভের উপায়টী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্যতীত অপর কেহই জানান নাই, দেনও নাই। ইহাই জীব-নিস্তার-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়ার বৈশিষ্ট্য।

যদদ্বৈতং শ্লোকের মর্ম্মানুসারে ব্রহ্ম হয়েন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি এবং পরমাত্মা তাঁহার অংশবিভব; কিন্তু ঐ শ্লোকের অর্থ করিতে যাইয়া গ্রন্থকার তাঁহার উক্তির প্রমাণস্বরূপে ব্রহ্মসংহিতার, শ্রীমদ্ভাগবতের এবং শ্রীগীতার যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, শ্রীগোবিন্দের বা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি ব্রহ্ম এবং তাঁহারই অংশ অন্তর্য্যামী;

পরব্যোমেতে বৈসে—নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ ॥ ১৫
বেদ ভাগবত উপনিষদ আগম।
'পূর্ণ তত্ত্ব' যাঁরে কহে—নাহি যাঁর সম ॥ ১৬
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি বা অংশ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেন না। এজন্য কাহারও সন্দেহ জন্মিতে পারে আশঙ্কা করিয়াই এই পয়ারে বলিলেন, শ্রীগোবিন্দে ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে কোনও পার্থক্য নাই; জীব-নিস্তারের উদ্দেশ্যে স্বয়ং শ্রীগোবিন্দই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—এতদুভয়ের একত্ব-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তিই ব্রহ্ম এবং তাঁহারই অংশ পরমাত্মা। এপর্য্যন্ত "যদদ্বৈতং" শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের অর্থ শেষ হইল।

১৫। এক্ষণে "ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ ইত্যাদি" অংশের অর্থ করিতেছেন। পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিলাস, ইহাই স্থূলার্থ।

পরব্যোম—মহাবৈকুণ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণরূপ ব্যতীত অন্য যে সমস্ত ভগবৎস্বরূপ আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক একটী চিন্ময় নিত্যধাম আছে; এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের ধামসমূহের সমষ্টিগত নাম পরব্যোম। পরব্যোমের অধিপতি ভগবৎস্বরূপের নাম শ্রীনারায়ণ। তাঁহার কান্তার নাম শ্রীলক্ষ্মী। **বৈসে**—বসেন; অধিপতিরূপে বিরাজ করেন। **ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ**—সমগ্র ঐশ্বর্য্য (সর্ব্ববশীকারিত্বের সমগ্রশক্তি), সমগ্র বীর্য্য (মণিমন্ত্রাদির ন্যায় অচিন্ত্য শক্তি), সমগ্র যশঃ (সদ্‌গুণের খ্যাতি), সমগ্র শ্রী (সর্ব্বপ্রকার সম্পৎ), সমগ্রজ্ঞান (সর্ব্বজ্ঞতা) এবং সমগ্র বৈরাগ্য (প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি), এই ছয় রকম ভগ বা ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥ এই ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণরূপে যাঁহাতে বিদ্যমান, তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। **লক্ষ্মীকান্ত**—লক্ষ্মীদেবীর কান্ত বা পতি; লক্ষ্মী যাঁহার কান্তা।

এই পয়ারের অন্বয় এইরূপ :—যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্, তাঁহার নাম নারায়ণ; তিনি পরব্যোমে বিরাজ করেন।

১৬। **বেদ**—ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারি বেদ; ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শাস্ত্রই বেদ। **ভাগবত**—শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ। **উপনিষদ্**—বেদের ব্রহ্মতত্ত্ব-নির্ণায়ক অংশের নাম উপনিষদ। **আগম**—তন্ত্রশাস্ত্র। **যাঁরে**—যে ভগবান্ নারায়ণকে। **পূর্ণতত্ত্ব**—পূর্ণবস্তু; যাহাতে কোনও কিছুরই অভাব নাই। **নাহি যাঁর সম**—যাঁহার সমান আর কেহ নাই।

১৭। **ভক্তিযোগে**—ভক্তিমার্গের সাধনে। ভগবান্‌কে সেব্য এবং নিজকে সেবক মনে করিয়া ভগবানের সেবা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যিনি ভজন করেন, তাঁহাকে বলে ভক্ত, আর তাঁহার সাধনকে বলে ভক্তিযোগ। **যাঁহার দর্শন**—যে নারায়ণের করচরণাদিবিশিষ্ট রূপের দর্শন পায়েন (ভক্ত)। যাঁহারা ভক্তিমার্গের উপাসক, একমাত্র তাঁহারাই শ্রীভগবানের করচরণাদিবিশিষ্ট রূপের দর্শন পাইতে পারেন। **যেন**—যেমন। **সবিগ্রহ**—বিগ্রহের সহিত; করচরণাদিবিশিষ্ট মূর্ত্তি। **দেবগণ**—সূর্য্যলোকবাসী, অথবা সূর্য্যলোকের নিকটবর্ত্তী দেবতাগণ। যে সমস্ত দেবতা সূর্য্যলোকে, অথবা সূর্য্যলোকের নিকটবর্ত্তী কোনও লোকে বাস করেন, তাঁহারা সূর্য্যের করচরণাদিবিশিষ্ট রূপ দেখিতে পায়েন। তদ্রূপ যাঁহারা ভক্তি-মার্গের উপাসক, ভক্তির কৃপায় তাঁহারা ভগবানের নিকটবর্ত্তী হইয়া যায়েন বলিয়া, শ্রীভগবানের কর-চরণাদি-বিশিষ্টরূপের দর্শন পায়েন। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি-বিশেষই ভক্তি; তাই ভক্তির কৃপায় জীব শ্রীভগবানের স্বরূপ সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারে, সুতরাং শ্রীভগবানের করচরণাদি-বিশিষ্ট রূপও দর্শন করিতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭ম পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

জ্ঞান-যোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্মআত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব ॥ ১৮
উপাসনাভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়ে ত উপমা ॥ ১৯
সেই নারায়ণ—কৃষ্ণের স্বরূপ-অভেদ।
একই বিগ্রহ, কিন্তু আকার-বিভেদ ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৮। **জ্ঞান-যোগমার্গে**—জ্ঞানমার্গে ও যোগমার্গে। যাঁহারা ভগবানের নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য কামনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা-পদ্ধতিকে জ্ঞানমার্গ বলে। যাঁহারা পরমাত্মার সহিত সংযোগ কামনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা-পদ্ধতিকে যোগ বলে। **তাঁরে**—ভগবান্ নারায়ণকে। **ব্রহ্ম-আত্মারূপে**—(জ্ঞানমার্গের উপাসকগণ) নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে এবং (যোগমার্গের উপাসকগণ) পরমাত্মারূপে। যাঁহারা জ্ঞানমার্গের উপাসক, তাঁহারা ভগবানের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপের অনুভব লাভ করিতে পারেন; আর যাঁহারা যোগমার্গের উপাসক, তাঁহারা পরমাত্ম-স্বরূপের অনুভব লাভ করিতে পারেন; কিন্তু ইঁহাদের কেহই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নারায়ণ-স্বরূপের অনুভব লাভ করিতে পারেন না; স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের অনুভব তো দূরের কথা। পূর্ব্ববর্ত্তী ৯ম পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পয়ারে বলা হইল, ভক্ত ভগবানের দর্শন পায়েন, জ্ঞানী তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে এবং যোগী তাঁহাকে পরমাত্মরূপে অনুভব করেন; ইহাতে বুঝা গেল, ভক্ত, জ্ঞানী ও যোগী এই তিনজনেই ভগবানের অনুভব লাভ করিতে পারেন। কিন্তু এই তিন জনের অনুভবের যে পার্থক্য আছে, তাহাই এই পয়ারে বলা হইতেছে। ভক্তের অনুভব যোগীর অনুভবের তুল্য নহে; আবার যোগীর অনুভবও জ্ঞানীর অনুভবের তুল্য নহে। উপাসনার পার্থক্যই এই অনুভব-পার্থক্যের হেতু (পূর্ব্ববর্ত্তী ৯ম পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই অনুভব-পার্থক্য বুঝাইবার নিমিত্ত সূর্য্যের উপমা দেওয়া হইয়াছে। একই সূর্য্যকে, পৃথিবীস্থ জীবগণ দেখে কিরণ-জালরূপে, দেবতারা দেখেন বিগ্রহরূপে এবং সূর্য্যলোক-বাসিগণ দেখেন তাঁহার কর-চরণ-বিশিষ্ট রূপের বৈশিষ্ট্য ও তাঁহার রথাদির বৈশিষ্ট্য। তদ্রূপ, শ্রীভগবান্ একই বস্তু হইলেও জ্ঞানী অনুভব করেন তাঁহার অঙ্গকান্তিরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে, যোগী অনুভব করেন তাঁহার অংশস্বরূপ পরমাত্মাকে এবং ভক্ত অনুভব করেন তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ স্বরূপকে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের শক্তির বিলাস নাই, রূপ নাই, গুণ নাই, লীলা নাই; সুতরাং জ্ঞানিগণ কেবল আনন্দ-সত্তা মাত্র অনুভব করেন। পরমাত্মার রূপ আছে, সৃষ্টিকার্য্য-সম্বন্ধিনী লীলাও আছে; কিন্তু জীব-সম্বন্ধে তিনি উদাসীন, সাক্ষিমাত্র; ভক্তচিত্ত-বিনোদনার্থ বৈচিত্র্যময়ী লীলাও তাঁহার নাই। যোগী তাঁহাকে হৃদয়ে অনুভব করিয়া আনন্দলাভ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার লীলার অভাবে আনন্দ-বৈচিত্রী অনুভব করিতে পারেন না। তথাপি, জ্ঞানীর অনুভব অপেক্ষা যোগীর অনুভব শ্রেষ্ঠ; কারণ, যোগী ভগবানের একটী আনন্দ-ঘনরূপের মাধুর্য্য অন্তরে অনুভব করিতে পারেন। ভক্তের উপাস্য ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ: তাঁহার পরিকর আছেন, পরিকরদের সহিত লীলাও আছে। ভক্ত তাঁহাকে ভিতরেও অনুভব করিতে পারেন, বাহিরেও অনুভব করিতে পারেন; তাঁহার পরিকরত্ব লাভ করিয়া তাঁহার সেবা-সুখ-বৈচিত্রীও অনুভব করিতে পারেন; সুতরাং জ্ঞানী ও যোগীর অনুভব অপেক্ষা ভক্তের অনুভব শ্রেষ্ঠ।

উপাসনা-ভেদে—উপাসনার (সাধনের) পার্থক্য অনুসারে। "উপাসনানুসারেণ দত্তে হি ভগবান্ ফলম্॥—সাধকের উপাসনানুসারেই ভগবান্ ফল দিয়া থাকেন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্ ।৪।২৮৯॥" **জানি ঈশ্বর-মহিমা**—ঈশ্বরের মহিমা জানা যায়; যাঁহার যেরূপ উপাসনা, তাঁহার ভগবদনুভবও তদনুরূপ হয়। **অতএব সূর্য্য** ইত্যাদি—এই জন্য সূর্য্যের সঙ্গে ভগবানের উপমা দেওয়া হইয়াছে। একই-সূর্য্য যেমন বিভিন্ন স্থানবাসীর নিকটে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়েন, তদ্রূপ একই ভগবান্ বিভিন্ন উপাসকের নিকটে বিভিন্নরূপে অনুভূত হয়েন। ২।৯।১৪১ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২০। "ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণ য ইহ ভগবান্" ইত্যাদি বাক্যের অর্থের উপসংহার করিতেছেন। যেই নারায়ণকে বিভিন্ন উপাসক বিভিন্নরূপে অনুভব করেন, সেই নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-অভেদ।

স্বরূপ-অভেদ—স্বরূপে অভিন্ন; স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীনারায়ণ একই বস্তু; উভয়েই সচ্চিদানন্দ-

ইঁহো ত দ্বিভুজ, তিঁহো ধরে চারি হাথ।
ইঁহো বেণু ধরে, তিঁহো চক্রাদিক সাথ ॥ ২১

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।১৪)—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৯ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তর্হি ত্বং নারায়ণস্য পুত্রঃ স্যাঃ মম কিমায়াতং তত্রাহ—নারায়ণস্ত্বমিতি। নহীতি কাক্বা ত্বমেব নারায়ণ ইত্যাপাদয়তি কুতোহং নারায়ণ ইতি চেদত আহ—সর্ব্বদেহিনামাত্মাসীতি। এবমপি কিং নারায়ণো ন ভবসি নারং জীবসমূহোঽয়নম্ আশ্রয়ো যস্য স তথেতি ত্বমেব সর্ব্বদেহিনামাত্মত্বান্নারায়ণ ইতি ভাবঃ। হে অধীশ! ত্বং নারায়ণো নহীতি পুনঃ কাকু অধীশঃ প্রবর্ত্তকঃ ততশ্চ নারস্যায়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ স তথেতি পুনস্ত্বমেবাসাবিতি। কিঞ্চ, ত্বমখিল-লোক-সাক্ষী অখিলং লোকং সাক্ষাৎ পশ্যসি, অতো নারময়সে জানাসীতি ত্বমেব নারায়ণ ইত্যর্থঃ। নন্বেবং নারায়ণ-পদব্যুৎপত্তৌ ভবেদেবং তত্ত্বন্যথা প্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নারায়ণোঽঙ্গমিতি। নরাদুদ্ভূতা যেঽর্থাঃ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি তথা নরাজ্জাতং যজ্জলং তদয়নাৎ যো নারায়ণঃ প্রসিদ্ধঃ সোঽপি তবৈবাঙ্গং মূর্ত্তিঃ, তথা স্মর্য্যতে—"নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্ব্বুধাঃ। তস্য তান্যয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥" ইতি। তথা—আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥" ইতি চ। নহু মন্মূর্ত্তেরপরিচ্ছিন্নায়াঃ কথং জলাশ্রয়ত্বমত আহ, তচ্চাপি সত্যং নেতি॥ শ্রীধরস্বামী।

নারায়ণস্ত্বম্ যদ্বা অধীশ প্রথমপুরুষস্যাপ্যুপরিবর্ত্তমানো নারায়ণস্ত্বং নারাণাং দ্বিতীয়-তৃতীয়-পুরুষভেদানাং সমূহো নারং তৎসমষ্টিরূপঃ প্রথমপুরুস এব তস্যাপ্যয়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ স অতঃ সর্ব্বদেহিনামাত্মা যস্তৃতীয়পুরুষো যশ্চাখিল-লোকসাক্ষী দ্বিতীয়পুরুষো যশ্চ নরভূজলায়নাৎ তৃতীয়পুরুষো নারায়ণঃ সন্নসি কিন্তু স স তবাঙ্গং ত্বং পুনরঙ্গীত্যর্থঃ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ॥

তর্হি ত্বং নারায়ণস্য পুত্রঃ স্যাস্তেন মম কিং তত্রাহ, নারায়ণস্ত্বং নহীতি কাক্বা নারায়ণো ভবস্ত্বেবেত্যর্থঃ। হে অধীশ! ঈশানামপ্যধিপতে! "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইতি ত্বদুক্তেঃ সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি আত্মত্বাদেবাখিল

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ঘন-বিগ্রহ। **একই বিগ্রহ**—তাঁহাদের বিগ্রহ (দেহ) স্বরূপতঃ একই, অভিন্ন। **আকার-বিভেদ**—আকার-অর্থ অঙ্গ-সন্নিবেশ; বিভেদ অর্থ পার্থক্য। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ স্বরূপতঃ এক হইলেও অঙ্গ-সন্নিবেশে তাঁহাদের পার্থক্য আছে। শ্রীনারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল; কারণ, "একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন। অনেক প্রকাশ হয়, বিলাস তার নাম। ১।১.৩৮॥" পরবর্ত্তী ৪৭শ পয়ারে গ্রন্থকার স্পষ্টভাবেই নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বলিয়া তত্ত্ব-নির্ণয় করিয়াছেন। "অতএব ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোম-নারায়ণ। তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস, এই তত্ত্ব-নিরূপণ॥" আকার-বিভেদের পরিচয় পরবর্ত্তী পয়ারে দেওযা আছে

২১। **ইঁহো**—শ্রীকৃষ্ণ। **তিঁহো**—শ্রীনারায়ণ। **চক্রাদিক সাথ**—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। শ্রীকৃষ্ণের দুই হাত, কিন্তু শ্রীনারায়ণের চারি হাত; শ্রীকৃষ্ণের হাতে থাকে বেণু; কিন্তু শ্রীনারায়ণের হাতে থাকে, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। তাই, আকারে শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীনারায়ণে পার্থক্য আছে; অথচ স্বরূপতঃ তাঁহারা অভিন্ন; এজন্য শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ যে স্বরূপতঃ অভিন্ন, নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস, তাহার প্রমাণ-স্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের "নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৯। অন্বয়। ত্বং (তুমি) নারায়ণঃ (নারায়ণ) ন হি (নও)? [অপি তু নারায়ণ এব ত্বং] (বাস্তবিক তুমি নারায়ণই হও); [যতঃ] (যে হেতু) সর্ব্বদেহিনাং (সমস্ত দেহীদিগের) আত্মা (আত্মা) অসি (হও); অধীশ (হে ঈশ্বর-সমূহের অধিপতে)! [ত্বম্] (তুমি) অখিল-লোকসাক্ষী (সমস্ত লোকের দ্রষ্টা) [অসি] (হও); নরভূজলায়নাৎ (জীব-হৃদয়ে এবং জলে বাসহেতু) [যঃ প্রসিদ্ধঃ]

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

লোকসাক্ষী চ স চ নারায়ণো জীবমাত্রান্তর্য্যামিত্বাদাত্মা সাক্ষী চৈত্যতত্ত্বদেকাংশ এব সোঽবগম্যতে ইতি ত্বমেব স ইত্যর্থঃ। নন্থ ব্রহ্মন্নহং কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ কৃষ্ণনামা বৃন্দাবনস্থঃ, স তু নারশব্দোক্তজলস্থত্বান্নারায়ণনামেত্যতঃ কথমহমেব স ইতি তত্রাহ—নরভূজলায়নাৎ—"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরস্নবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বঃ তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥" ইতি নিরুক্তের্নরোদ্ভূতজলবর্ত্তিত্বাৎ যো নারায়ণঃ স তবাঙ্গং ত্বদংশত্বাদিতিভাবঃ অতস্তৎকুক্ষিগতোঽপ্যহং ত্বংকুক্ষিগতএব। কিঞ্চ, "স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য" ইত্যুক্ত্যা তব বালবপুর্ব্বাসুদেববপুশ্চ সচ্চিদানন্দময়ত্বেনৈব বর্ণিতং তথা তচ্চাপ্যঙ্গং নারায়ণাখ্যং সত্যং সর্ব্বকাল-দেশবর্ত্তি-শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং এব, নতু বৈরাজস্বরূপমিব মায়য়া মায়িকমিত্যর্থঃ। চকারাদন্যদপি মৎস্যকূর্ম্মাদ্যঙ্গং সত্যম্॥ চক্রবর্ত্তী॥ ৯॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তব (তোমার) অঙ্গং (দেহ, মূর্ত্তি), তৎ (সেই অঙ্গ) চ অপি (ও) সত্যং (অপ্রাকৃত, সত্য) এব (ই), [তৎ] তাহা) তব (তোমার) মায়া (মায়া) ন (নহে)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন "তুমি কি নারায়ণ নও ? (অর্থাৎ নিশ্চয়ই তুমি নারায়ণ ; যেহেতু) তুমি সমস্ত দেহীদিগের আত্মা হও ; এবং হে অধীশ ! তুমি সকল-লোকের সাক্ষী হও (অর্থাৎ তুমি দেহীদিগের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান কর্ম্ম সকল নিরীক্ষণ কর) ; আর, জীবের হৃদয় এবং জল যাঁহার আশ্রয়, (সেই প্রসিদ্ধ) নারায়ণও তোমার অঙ্গ (বা মূর্ত্তি-বিশেষ) ; তাহাও (তোমার অঙ্গ এই নারায়ণও) সত্যবস্তু, তাহা তোমার মায়া (মায়িক বস্তু) নহে। ৯।

প্রকট-ব্রজলীলা-কালে গোপশিশুগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন বৎস-চারণ করিতেন, তখন এক দিন ব্রহ্মা কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য গোপশিশুগণকে এবং সমস্ত বৎসগণকে চুরি করিয়াছিলেন ; পরে নিজের ত্রুটী বুঝিতে পারিয়া অপরাধ-ক্ষমার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা যাহা নিবেদন করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটী শ্লোকে তাহা বিবৃত হইয়াছে ; "নারায়ণস্ত্বং" মিত্যাদি শ্লোকও ঐ সমস্ত শ্লোকের মধ্যে একটী। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন "ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি ?—আমি কি তোমা হইতেই উৎপন্ন হই নাই ? অর্থাৎ আমি তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি।" একথা বলিয়াই ব্রহ্মা আশঙ্কা করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হয়তো বলিতে পারেন—"ব্রহ্মন্! তুমি তো নারায়ণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছ ; আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ—একথা কেন বলিতেছ ?" এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া ব্রহ্মা "নারায়ণাস্ত্বং-মিত্যাদি" শ্লোকে বলিলেন "হে শ্রীকৃষ্ণ ! নারায়ণস্ত্বং ন হি ? তুমি কি নারায়ণ নহ ? অর্থাৎ তুমিই নারায়ণ—মূল নারায়ণই তুমি। কিরূপে তুমি নারায়ণ, তাহা বলিতেছি।" "নার" এবং "অয়ন" এই শব্দদ্বয়ের সমবায়ে "নারায়ণ" শব্দ নিষ্পন্ন হয়। "নার" এবং "অয়ন" এই দুইটী শব্দের বিভিন্ন রূপ অর্থ করিয়া ব্রহ্মা দেখাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ। প্রথমতঃ "নারং জীবসমূহঃ—নার শব্দের অর্থ জীব-সমূহ, সমস্ত জীবগণ (শ্রীধর স্বামী)," আর "অয়ন শব্দের অর্থ আশ্রয়।" নার (অর্থাৎ জীবসমূহ) আশ্রয় যাঁহার তিনি নারায়ণ। পরমাত্মরূপে শ্রীকৃষ্ণ প্রতি জীবের মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন ; সুতরাং নার বা জীবসমূহই পরমাত্মার (বা পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের) আশ্রয় বা অয়ন বলিয়া পরমাত্মাই নারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মার মূল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ। এইরূপ অর্থ ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা বলিলেন **"সর্ব্বদেহিনাং আত্মা অসি**—হে শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি সমস্ত জীবেরই আত্মা বা পরমাত্মা ; পরমাত্মরূপে তুমি জীব-সমূহের (নারের) মধ্যে অবস্থান করিতেছ ; সুতরাং জীব-সমূহ (বা নার) তোমার আশ্রয় (বা অয়ন) ; কাজেই তুমি নারায়ণ !" দ্বিতীয় প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে "অধীশ" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। **অধীশ**—ঈশানাং অধিপতিঃ (চক্রবর্ত্তী) ; ঈশ্বর-সমূহের অধিপতি বা প্রবর্ত্তক। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, গর্ভোদকশায়ী পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ—এই তিন পুরুষই ব্রহ্মাণ্ডের ও ব্রহ্মাণ্ডস্থিত জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অব্যবহিত কারণ ; সুতরাং এই তিন পুরুষই ব্রহ্মাণ্ডের এবং জীব-সমূহের ঈশ্বর ; আবার শ্রীকৃষ্ণ হইতেই এই তিন পুরুষের উদ্ভব, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের প্রবর্ত্তক বা অধীশ্বর। সুতরাং উক্ত ঈশ্বর-সমূহের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণই হইলেন অধীশ।

অন্বয়ার্থঃ—

শিশু-বৎস হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ— ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উক্ত তিন পুরুষের প্রত্যেকের সাধারণ নাম নারায়ণ; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আশ্রয় (অয়ন) বা মূল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইলেন মূল নারায়ণ। অথবা, **নার**—নর-সম্বন্ধি বস্তু; নর-সম্বন্ধে ঈশ্বর বলিয়া উক্ত পুরুষত্রয়কেও "নার" বলা যায়; আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের (নারের) অয়ন বা আশ্রয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণ (অধীশ-শব্দের ধ্বনি হইতে এইরূপ অর্থ হইতে পারে)। তৃতীয় প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব স্থাপন করিতে যাইয়া ব্রহ্মা বলিলেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমিই নারায়ণ, যেহেতু তুমি **অখিল-লোকসাক্ষী**।" অখিল-লোক-শব্দে, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড সমূহে যত প্রাকৃত জীব আছে এবং অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদিতে যত অপ্রাকৃত জীব আছে, সেই সমস্ত জীবকে (নারকে) বুঝায়। এই সমস্ত জীবের (নারের) সাক্ষী—অখিল-লোকসাক্ষী। যিনি দেখেন, তাঁকে বলে সাক্ষী; শ্রীকৃষ্ণ অখিল-লোকের ত্রৈকালিক কর্ম্মাদি দেখেন বলিয়া তিনি অখিল-লোকসাক্ষী। অয়্ ধাতুর এক অর্থ—জানা বা দেখা। (নারময়সে জানাসীতি ত্বমেব নারায়ণঃ ইতি চক্রবর্ত্তী)। অয়্ ধাতু হইতে অয়ন-শব্দ নিষ্পন্ন; সুতরাং অয়ন-শব্দের অর্থ—জানা বা দেখা। অখিল-লোকের (নারের) (ত্রৈকালিক কর্ম্মের) জানা বা দেখা (অয়ন) যাঁহা দ্বারা হয় অর্থাৎ যিনি অখিল-লোকসাক্ষী, তিনিই নারায়ণ। শ্রীকৃষ্ণ অখিল-লোকের ত্রৈকালিক কর্ম্মের সাক্ষী বলিয়া তিনিই নারায়ণ। এই পর্য্যন্ত বলিয়া ব্রহ্মার মনে আর একটী আশঙ্কার উদয় হইল। তিনি মনে করিলেন, নার-শব্দের একটী অর্থ জল (আপো নারা); এই জলই অয়ন বা আশ্রয় যাঁহার তিনিই নারায়ণ; প্রথম-পুরুষ কারণ-জলে থাকেন, সুতরাং কারণ-জল (নারা) তাঁহার আশ্রয় বলিয়া তিনিই নারায়ণ। এইরূপে গর্ভোদক দ্বিতীয়-পুরুষের আশ্রয় বলিয়া তিনিও নারায়ণ এবং ক্ষীরোদক তৃতীয়-পুরুষের আশ্রয় বলিয়া তিনিও নারায়ণ; এইরূপে তিন পুরুষই নারায়ণ হয়েন। আবার নর হইতে উদ্ভব যাহাদের, তাহাদিগকে নার বলা যায়; সুতরাং নরোদ্ভব জীব-সমূহই (নারই) আশ্রয় বা অয়ন যাঁহার (যে পরমাত্মার) তিনিও নারায়ণ। এইরূপ মনে করিয়া ব্রহ্মা আশঙ্কা করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ হয়তো বলিতে পারেন যে, "ব্রহ্মন্! নারা বা জল যাঁহাদের অয়ন বা আশ্রয়, সেই পুরুষাবতারত্রয়ই নারায়ণ হইতে পারেন; অথবা নরোদ্ভব জীব-সমূহই (বা তাহাদের হৃদয়ই) যাঁহার আশ্রয়, সেই পরমাত্মাই নারায়ণ হইতে পারেন। তুমি আমাকে নারায়ণ বলিতেছ কেন? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—"নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ।" **নর**—বিষ্ণু (শব্দকল্পদ্রুমধৃত মেদিনীকোষ)। **নরভূ**—নর (বিষ্ণু) হইতে উদ্ভূত।

নরভুজলায়নাৎ—নরভূ (নর হইতে উদ্ভূত জীব বা জীব-হৃদয়) এবং জলই অয়ন (আশ্রয়) = নরভূ-জলায়ন। নরভূজলায়নাৎ অর্থাৎ জীব-হৃদয়কে এবং জলকে আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া যিনি **নারায়ণ**-নামে প্রসিদ্ধ, সেই নারায়ণ তোমারই (শ্রীকৃষ্ণেরই) অঙ্গ (অংশ), আর তুমি (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহার অঙ্গী (অংশী); অংশ ও অংশীর অভেদ-বশতঃ, তুমিই (শ্রীকৃষ্ণই) নারায়ণ। আবার আশঙ্কা হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ তো অপরিচ্ছিন্ন বিভুবস্তু, তাঁহার অংশও অপরিচ্ছিন্ন বিভুবস্তু; শ্রীকৃষ্ণের অংশ যে নারায়ণ, তিনি কিরূপে পরিচ্ছিন্ন জীবের হৃদয়ে এবং জলে অবস্থান করেন? তবে কি নারায়ণ পরিচ্ছিন্ন অনিত্য মায়িক বস্তু? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ব্রহ্মা আবার বলিলেন—"না, তাহা নয়; তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া—তোমার অংশ যে নারায়ণ, তিনিও সচ্চিদানন্দময়, সত্য, সর্ব্বদেশ-কালবর্ত্তী এবং শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক; তিনি বৈরাজ-স্বরূপের ন্যায় মায়িক বস্তু নহেন।"

পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২২। "নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিবার উপক্রম করিতেছেন ২২-২৫ পয়ারে। **শিশু-বৎস** শিশু ও বৎস; গোপশিশু ও গোবৎস; শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার সখা যে সকল গোপ-বালক বৎস চরাইতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে এবং তাঁহারা যে সমস্ত বৎসকে চরাইতে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাদিগকে। **হরি**—হরণ করিয়া, চুরি করিয়া। **ক্ষমাইতে**—ক্ষমা করাইতে (শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা); **মাগেন**—যাচ্ঞা করেন। **প্রসাদ**—প্রসন্নতা, কৃপা (শ্রীকৃষ্ণের)।

তোমার নাভিপদ্ম হৈতে আমার জন্মোদয়।
তুমি পিতা-মাতা -- আমি তোমার তনয় ॥ ২৩
পিতা-মাতা বালকের না লয় অপরাধ।
অপরাধ ক্ষম—মোরে করহ প্রসাদ ॥ ২৪
কৃষ্ণ কহেন—ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ।
আমি গোপ, তুমি কৈছে আমার নন্দন ? ॥ ২৫
ব্রহ্মা বলেন—তুমি কি না হও নারায়ণ ?।
তুমি নারায়ণ, শুন তাহার কারণ—॥ ২৬
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্ট্যে যত জীব-রূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অনেক গোপ-বালক বৎস চরাইতে গিয়াছিলেন; তাঁহাদের প্রত্যেকের আবার অনেক বৎস ছিল। ব্রহ্মা ঐ সমস্ত গোপ-বালককে এবং সমস্ত বৎসকে চুরি করিয়াছিলেন; পরে যখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার কার্য্যদ্বারা ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধী হইয়াছেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ভিক্ষা করিলেন– যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করেন। এই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি।

২৩। এই পয়ার ব্রহ্মার উক্তি। **তোমার**—শ্রীকৃষ্ণের। **নাভিপদ্ম**—নাভিরূপ পদ্ম। **জন্মোদয়**—জন্মরূপ উদয়; উদ্ভব। **তনয়**—পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, "হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার নাভিপদ্ম হইতেই আমার উদ্ভব; সুতরাং তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার মাতা; আমি তোমার পুত্র।" "নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন "জগত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ। বিনির্গতোঽজস্ত্বিতি বাঙ্ন বৈ মৃষা কিন্ত্বীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি। শ্রীভা ১০।১৪।১৩॥" এই শ্লোকের মর্ম্মই এই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

২৪। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি আমার পিতা, তুমি আমার মাতা; আমি তোমার সন্তান। অজ্ঞ সন্তান পিতা-মাতার নিকট কত অপরাধই করিয়া থাকে; পিতামাতা অপরাধী সন্তানকে দণ্ড দিতে সমর্থ;-কিন্তু স্নেহবশতঃ দণ্ড না দিয়া তাঁহারা সন্তানকে ক্ষমাই করিয়া থাকেন। হে পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ! তুমি কৃপা করিয়া তোমার অজ্ঞ অপরাধী এই সন্তানকে ক্ষমা কর, ইহাই তোমার চরণে প্রার্থনা।"

২৫। এই পয়ার শ্রীকৃষ্ণের (সম্ভাবিত) উক্তি। ব্রহ্মার উল্লিখিত কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে কিছু বলিয়াছেন, এরূপ উক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে নাই; ব্রহ্মার কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিতে পারেন বলিয়া ব্রহ্মা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের উক্তিরূপে এই পয়ারে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের এই সম্ভাবিত উক্তি এইরূপ—"ব্রহ্মন্! তুমি যে বলিলে, আমি তোমার পিতামাতা, তুমি আমার সন্তান, যেহেতু আমার নাভিপদ্ম হইতেই নাকি তোমার উদ্ভব হইয়াছে—তাহা কিরূপে হইতে পারে? কারণ, নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতেই তোমার জন্ম হইয়াছে, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। আমি তো নারায়ণ নই? আমি গোপ-বালক—গোপ মাত্র; আমি কিরূপে তোমার পিতামাতা হইতে পারি?"

এইরূপে শ্লোকব্যাখ্যার উপক্রম করিয়া পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

২৬। ব্রহ্মা বলিলেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি যে বলিলে, নারায়ণই আমার পিতামাতা, তুমি নও। কিন্তু তুমি কি নারায়ণ নও? বাস্তবিক তুমিই নারায়ণ; কেন তোমাকে নারায়ণ বলিতেছি, তাহা বলি শুন।" এই পয়ার শ্লোকস্থ "নারায়ণস্ত্বং ন হি" অংশের অর্থ।

তুমি কি না হও নারায়ণ—তুমি কি নারায়ণ হও না?

২৭। তিন পয়ারে শ্লোকস্থ "সর্ব্বদেহিনামাত্মা অসি" অংশের অর্থ করিয়া শ্রীকৃষ্ণই যে মূল নারায়ণ, তাহা প্রমাণ করিতেছেন।

প্রাকৃতাপ্রাকৃতসৃষ্ট্যে—প্রাকৃত সৃষ্টিতে এবং অপ্রাকৃত সৃষ্টিতে; প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে।

পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ-আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি—তুমি সর্ব্বাশ্রয়॥ ২৮

'নার'-শব্দে কহে সর্ব্বজীবের নিচয়।
'অয়ন'-শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অপ্রাকৃত সৃষ্টি বলিতে অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের প্রকাশ বুঝায়; কারণ, ভগবদ্ধাম নিত্য, তাহা সৃষ্টবস্তু নহে। **যত জীবরূপ**—যে সকল জীবের রূপ বা মূর্ত্তি আছে; যে সমস্ত জীব আছে। জীব দুই রকমের—মায়াবদ্ধ সংসারী জীব এবং নিত্য-মায়ামুক্ত জীব; নিত্যমুক্ত জীব ভগবৎ-পার্ষদগণের অন্তর্ভুক্ত। "সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত প্রকার। এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্য সংসার। নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ। কৃষ্ণ-পারিষদ নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ॥ ২।২২।৮-৯॥" আলোচ্য পয়ারে প্রথম অর্দ্ধে এই উভয় প্রকার জীবের কথাই বলা হইয়াছে। অধিকন্তু, যে সমস্ত জীব সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথাও বলা হইয়াছে। ইহা শ্লোকস্থ "সর্ব্বদেহী" শব্দের অর্থ। **তাহার**—জীবসমূহের।

আত্মা—সর্ব্বব্যাপক বস্তু। "আত্মা-শব্দে কহে—কৃষ্ণ বৃহত্ত্বস্বরূপ। সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বসাক্ষী পরম স্বরূপ॥ ২।২৪।৫৬॥" শ্রীধরস্বামি-চরণও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মাহি পরমো হরিঃ। শ্রীভা ১১।২।৪৫ ভাবার্থ-দীপিকা।" এই পয়ারে আত্মা-শব্দের তাৎপর্য্য আশ্রয়; সমস্ত জীবের আত্মা যিনি, তিনি সমস্তজীবকে ব্যাপিয়া বিরাজিত আছেন বলিয়া, তিনি ব্যাপক আর জীব ব্যাপ্য; সুতরাং তিনি আশ্রয়, আর জীব তাঁহার আশ্রিত। আত্মা-শব্দের এক অর্থ দেহও হয় (বিশ্ব-প্রকাশ); জীবের আত্মা—জীবের দেহ বা জীবের উপাদান; মূলস্বরূপ শব্দে ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে।

মূলস্বরূপ—মূল-উপাদান; জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের অণু-অংশ বলিয়া জীবের মূলস্বরূপ বা অংশী হইলেন শ্রীকৃষ্ণ; জীবের উপাদান-কারণও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইলেন জীবের মূল উপাদান।

"প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডসমূহে যে সকল প্রাকৃত জীব আছে এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে যে সমস্ত অপ্রাকৃত নিত্যমুক্ত এবং সাধনসিদ্ধ জীব আছেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি তাঁহাদের সকলেরই মূল উপাদান এবং মূল আশ্রয়।" পরবর্ত্তী পয়ারে একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

২৮। **পৃথ্বী**—পৃথিবী। **যৈছে**—যেরূপ। **ঘটকুলের**—ঘটসমূহের; মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত বস্তুসমূহের। **কারণ-আশ্রয়**—কারণ এবং আশ্রয়। কারণ দুই রকমের—নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ; যে বস্তুদ্বারা কোনও জিনিষ প্রস্তুত হয়, সে বস্তুকে বলে ঐ জিনিষের উপাদান-কারণ; যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান-কারণ। আর যে বস্তু ঐ জিনিসটী প্রস্তুত করে, তাহাকে বলে ঐ জিনিষের নিমিত্ত-কারণ; যেমন কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত-কারণ। পৃথিবী ঘটসমূহের উপাদান-কারণ মাত্র। মৃত্তিকাদ্বারা ঘটাদি যে সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করা হয়, সে সমস্ত বস্তু পৃথিবীর উপরেই অবস্থিত থাকে; তাই পৃথিবীকে ঘটকুলের আশ্রয় বা আধার বলা হইয়াছে। **জীবের নিদান**—জীবসমূহের কারণ। কারণ-শব্দে উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ উভয়কে বুঝাইলেও পৃথিবীর দৃষ্টান্তে কেবল উপাদান-কারণই লক্ষিত হইতেছে। **সর্ব্বাশ্রয়**—সমস্ত জীবের আশ্রয়; শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়তত্ত্ব বলিয়াই তিনি সমস্তেরই আশ্রয়, সুতরাং জীবসমূহেরও আশ্রয়। **নিদান**—আদি কারণ।

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"ঘটাদির উপাদান এবং আশ্রয় যেমন পৃথিবী, তদ্রূপ জীবসমূহের উপাদান এবং আশ্রয় তুমি (শ্রীকৃষ্ণ)।" এইরূপে "সর্ব্বদেহিনাং আত্মা" এই বাক্যের অর্থ করিলেন—"সমস্ত জীবের উপাদান এবং আশ্রয়।" কিন্তু এই অর্থে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে নারায়ণ হইলেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

২৯। নারায়ণ-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করিতেছেন। নার এবং অয়ন এই দুইটী শব্দের যোগে নারায়ণ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। নার-শব্দের অর্থ জীবসমূহ; আর অয়ন-শব্দের অর্থ আশ্রয়। নারের অয়ন অর্থাৎ জীবসমূহের আশ্রয় যিনি, তিনি নারায়ণ। পূর্ব্ববর্ত্তী-পয়ারসমূহে দেখান হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণই জীবসমূহের আশ্রয়; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই

অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু, শুন দ্বিতীয় কারণ—॥ ৩০
জীবের ঈশ্বর—পুরুষাদি অবতার।
তাহা-সভা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার ॥ ৩১

অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্বপিতা
তোমার শক্তিতে তারা জগত রক্ষিতা ॥ ৩২
নারের অয়ন যাতে করহ পালন।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নারায়ণ। ইহাই ২৯ পয়ারে ব্যক্ত করা হইয়াছে। **নিচয়**—সমূহ। **তাঁহার**—সর্ব্বজীব-নিচয়ের, জীবসমূহের।

পূর্ব্ব-পয়ারদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণকে জীবের উপাদান ও আশ্রয় বলা হইলেও এই পয়ারে কেবল আশ্রয়রূপেই তাঁহার নারায়ণত্বের প্রমাণ করা হইল; শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব-প্রমাণে তাঁহার উপাদানত্ব এস্থলে ধরা হয় নাই।

৩০। **অতএব**—পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত কারণবশতঃ। **তুমি**—শ্রীকৃষ্ণ। **মূল-নারায়ণ**—জীবসমূহের মূল আশ্রয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মূল নারায়ণ বলা হইল। **এই এক হেতু**—শ্রীকৃষ্ণ যে মূল নারায়ণ, তাহার এক হেতু। **দ্বিতীয় কারণ**—শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্বের দ্বিতীয় হেতু (পরবর্ত্তী তিন পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে)।

৩১। এক্ষণে শ্লোকস্থ "অধীশ" শব্দের অর্থ করিতেছেন। অধীশ অর্থ—ঈশ্বর-সকলের অধিপতি। শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর-সকলের অধিপতি, তিন পয়ারে তাহা দেখাইয়া তাঁহার নারায়ণত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

জীবের ঈশ্বর—জীবের প্রভু, জীবসমূহের সৃষ্টি-স্থিতি-পালনকর্ত্তা। **পুরুষাদি-অবতার**—পুরুষ আদিতে যে সমস্ত অবতারের; কারণার্ণবশায়ী প্রথম-পুরুষ, গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়-পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয়-পুরুষ। ইহারাই সাক্ষাদ্ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির ও পালনের কর্ত্তা; সুতরাং সাক্ষাদ্ভাবে ইহারাই ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবসমূহের ঈশ্বর; ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ-অবতার। **তাহা সভা হৈতে**—পুরুষাদি-অবতার অপেক্ষা। **তোমার**—শ্রীকৃষ্ণের। **ঐশ্বর্য্য**—মহিমা, বশীকারিতাশক্তি; ঈশ্বরত্ব-প্রতিপাদিকাশক্তি। **অপার**—অসীম, অনেক বেশী। পুরুষাদি-অবতার হইতেও যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অনেক বেশী, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে দেখাইতেছেন।

৩২। এই পয়ারের অন্বয়—"তুমি সর্ব্বপিতা, তোমার শক্তিতে তাঁহারা জগত-রক্ষিতা; অতএব তুমি অধীশ্বর।"

সর্ব্বপিতা—পুরুষাদি-অবতার-সকলের পিতা অর্থাৎ প্রবর্ত্তক বা মূল॥ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই পুরুষাদি-অবতারের আবির্ভাব বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মূল অংশী বলিয়া, তিনি তাঁহাদের পিতা।

তোমার শক্তিতে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াই পুরুষাদি-অবতার জগতের সৃষ্টি ও পালন করেন। সুতরাং পুরুষাদি-অবতার হইতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অনেক বেশী; শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যই পুরুষাদি অবতারের ঐশ্বর্য্যের মূল; তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদেরও ঈশ্বর; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই অধীশ্বর। এইরূপ অর্থে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব প্রতিপাদিত হয়, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

৩৩। অয়ন-শব্দের অর্থ আশ্রয় হইলেও আশ্রয়দাতাই রক্ষক হয়েন বলিয়া অয়ন-শব্দে রক্ষা বা পালনও বুঝাইতে পারে; পুরুষাদি-অবতারকে এই পয়ারে "নারের অয়ন" এবং পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারে "জগত-রক্ষিতা" বলায়, অয়ন শব্দ এস্থলে "রক্ষণ" অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

নারের—জীবসমূহের। **অয়ন**—রক্ষণ বা পালন। **নারের অয়ন**—জীবসমূহের রক্ষণ অর্থাৎ জীবসমূহের রক্ষক পুরুষাদি-অবতার। **যাতে**—যে হেতু। **করহ পালন**—শক্তি-আদি দ্বারা রক্ষা কর।

নারের (জীব-সমূহের) অয়ন (পালন) করেন বলিয়া পুরুষাদি-অবতারই নারায়ণ হয়েন; শ্রীকৃষ্ণ আবার এই পুরুষাদি-অবতারকে পালন করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই মূল পালনকর্ত্তা বা মূল নারায়ণ হইলেন। পুরুষাদি-অবতার

তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্ ।—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ৩৪
ইথে যত জীব,—তার ত্রৈকালিক কর্ম্ম ।
তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জানসব মর্ম্ম ॥৩৫
তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি ।
তুমি না দেখিলে কারো নাহি স্থিতি গতি ॥৩৬
নারের অয়ন যাতে কর দরশন ।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই জীব-জগৎ পালন করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই মূল রক্ষক বা মূল নারায়ণ হইলেন। প্রথম প্রকারের অর্থে অয়ন শব্দের অর্থ "আশ্রয়" এবং দ্বিতীয় প্রকারের অর্থে অয়ন শব্দের অর্থ "পালন" ধরা হইয়াছে।

৩৪-৩৫। **তৃতীয়কারণ**—শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্বের তৃতীয় হেতু। ৩৪-৩৭ পয়ারে শ্লোকস্থ "অখিল লোকসাক্ষী" শব্দের অর্থ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন। এই কয় পয়ার ব্রহ্মার উক্তি।

বহু বৈকুণ্ঠাদিধাম—বৈকুণ্ঠাদি অনন্ত ভগবদ্ধাম।

ইথে—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ও অনন্ত ভগবদ্ধামে। **যত জীব**—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত মায়াবদ্ধ জীব আছে এবং অনন্ত ভগবদ্ধামে যত মায়মুক্ত জীব আছে, তাহারা সকলে। ইহা শ্লোকস্থ "অখিললোক" শব্দের অর্থ। **তার**—ঐ সমস্ত জীবের। **ত্রৈকালিককর্ম্ম**—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই তিন কালের কর্ম্ম। মায়াবদ্ধ ও মায়ামুক্ত জীব-সকল অতীতকালে যে কর্ম্ম করিয়াছে, বর্ত্তমানে যাহা করিতেছে এবং ভবিষ্যতে যাহা করিবে, তৎসমস্ত কর্ম্ম। **তাহা দেখ**—ত্রৈকালিক কর্ম্ম দেখ। **মর্ম্ম**—অভিপ্রায়। **সাক্ষী**—জীবসমূহের ত্রৈকালিক-কর্ম্ম তুমি দেখ এবং ঐ সমস্ত কর্ম্মে তাহাদের অভিপ্রায়ও তুমি জান এবং তাহাদের (জীবসমূহের) যে সমস্ত অভিপ্রায় কর্ম্মে অভিব্যক্ত হয় নাই, হৃদয়ে মাত্র অবস্থিত, তাহাও তুমি জান; অতএব, সর্ব্বতোভাবেই তুমি জীবসমূহের কর্ম্মের ও মর্ম্মের সাক্ষী বা দ্রষ্টা।

এই দুই পয়ারে শ্লোকস্থ "অখিললোকসাক্ষী"-শব্দের অর্থ করা হইল।

৩৬। শ্রীকৃষ্ণ জীবের ত্রৈকালিক কর্ম্মাদি কেন দেখেন এবং তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে নারায়ণ হইলেন, তাহা এই পয়ারে বলা হইতেছে।

তোমার দর্শনে—শ্রীকৃষ্ণকৃত দর্শনে। **স্থিতি**—অবস্থান, অস্তিত্ব। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেন বলিয়াই সমস্ত জগৎ রক্ষা পাইতেছে।

নাহি স্থিতি গতি—স্থিতি ও গতি (উপায়) থাকিতে পারেনা। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন না করিলে জগতের অস্তিত্ব-রক্ষার অন্য কোনও উপায়ও (গতিও) নাই। এই পয়ারে অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী ভাবে দেখান হইল যে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত জগৎ ও জগদ্বাসী জীব রক্ষা পাইতে পারেনা; জগৎ রক্ষার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ জীবের ত্রৈকালিক কর্ম্মাদি দর্শন করেন।

এস্থলে, **অয়ন**—দর্শন। নারের (জীব-সমূহের) অয়ন (দর্শন) করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ হইলেন। ইহাই তৃতীয় হেতু।

৩৭। প্রশ্ন হইতে পারে, কারণার্ণবশায়ী পুরুষই দৃষ্টিদ্বারা প্রকৃতিতে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চারিত করেন, তাঁহা হইতেই ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি হয়; আবার গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়-পুরুষই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী এবং ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয়-পুরুষই প্রতি জীবের অন্তর্য্যামী সাক্ষী। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের ও জীবের দ্রষ্টা বলিয়া এবং তাঁহাদের দৃষ্টিই ব্রহ্মাণ্ডের ও জীবের স্থিতি-কারণ বলিয়া পুরুষাদি-অবতারই নারায়ণ হয়েন; এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে নারায়ণ হইলেন? এই প্রশ্নের উত্তরই ৩৭শ পয়ারে দেওয়া হইয়াছে।

নারের—জীব-সমূহের। **অয়ন**—দর্শন। **যাতে**—যাহা হইতে বা যাহা কর্ত্তৃক। **নারের অয়ন**

কৃষ্ণ কহেন—ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন।
জীবহৃদি জলে বৈসে, সে-ই নারায়ণ ॥ ৩৮
ব্রহ্মা কহে—জলে জীবে যেই নারায়ণ।
সে সব তোমার অংশ, এ সত্য বচন ॥ ৩৯
কারণাব্ধি-ক্ষীরোদ-গর্ভোদকশায়ী।
মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে, তাতে সব মায়ী ॥ ৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাতে—নারের (জীব-সমূহের) অয়ন (দর্শন) হয় যাহা কর্তৃক ; জীবসমূহের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা পুরুষাদি-অবতার। **কর দরশন**—এই পুরুষাদি-অবতারকে দর্শন কর বলিয়া, তোমার ইচ্ছাতেই তাঁহারা আবির্ভূত হয়েন বলিয়া এবং তোমার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াই তাঁহারা জগতের সৃষ্টি-স্থিতি করেন বলিয়া। **তাহাতেও**—সেই হেতুও ; পুরুষাদি-অবতারকে দর্শন কর বলিয়াও।

জীবসমূহের দ্রষ্টা বলিয়া পুরুষাদি-অবতারই নারায়ণ হইলেও, শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিতেই পুরুষাদি-অবতারের দৃষ্টিক্ষমতা জন্মে বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টির অভাবে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনও ক্ষমতা থাকেনা বলিয়া স্থূলতঃ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের মূল বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ হইলেন।

৩৮। উপরোক্ত অর্থ-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন আশঙ্কা করিতেছেন ; সেই প্রশ্ন এই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রশ্নটী এই :—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "ব্রহ্মন্। তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছিনা। যিনি জলে এবং অন্তর্য্যামিরূপে জীবের হৃদয়ে বাস করেন, তিনিইতো নারায়ণ ; ইহা সর্ব্বজনবিদিত ; তথাপি তুমি আমাকে নারায়ণ বলিতেছ কেন ?"

জীবহৃদিজলে বৈসে—জীবের হৃদয়ে এবং জলে বাস করেন যিনি। যিনি জীবের হৃদয়ে বাস করেন, তিনি অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। জীব বা জীবের হৃদয় তাঁহার আশ্রয়, নার (জীব-সমূহ) তাঁহার অয়ন (আশ্রয়) বলিয়া তিনি নারায়ণ। আর, নারা অর্থ আপ বা জল ; নারা (বা জল) অয়ন (বা আশ্রয়) যাঁহার অর্থাৎ যিনি জলে বাস করেন, তিনিও নারায়ণ। পুরুষাদি-অবতার জলে বাস করেন—প্রথম-পুরুষ বাস করেন কারণ-জলে, দ্বিতীয়-পুরুষ বাস করেন ব্রহ্মাণ্ডগর্ভজলে, আর তৃতীয়-পুরুষ বাস করেন ক্ষীরোদকে ; সুতরাং তিন পুরুষাবতারও নারায়ণ।

সেই নারায়ণ—যিনি জীবের হৃদয়ে বা জলে বাস করেন, তিনিই তো প্রসিদ্ধ নারায়ণ। এই পয়ার শ্লোকস্থ "নরভূজলায়নাৎ নারায়ণঃ"-অংশের অর্থ।

৩৯। পূর্ব্বপয়ারোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন ব্রহ্মা।

জলে জীবে যেই নারায়ণ—জলে এবং জীবে (জীবহৃদয়ে) যেই নারায়ণ বাস করেন। **সে সব**—সে সকল প্রসিদ্ধ নারায়ণ।

ব্রহ্মা বলিলেন "হে শ্রীকৃষ্ণ! কারণোদকে, গর্ভোদকে, ক্ষীরোদকে এবং জীব-সমূহের হৃদয়ে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারাই প্রসিদ্ধ নারায়ণ, একথা সত্যই। কিন্তু তাঁহারা তোমারই অংশ—একথাও সত্য।" পরবর্ত্তী ৪৫শ পয়ারে এই বাক্যের উপসংহার করিয়াছেন।

৪০। কারণার্ণবশায়ী নারায়ণাদি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইলেন, তাহা বলিতেছেন, ৪০—৪৩ পয়ারে। অংশ ও অংশীতে পার্থক্য এই যে, যে স্বরূপে মূলস্বরূপ অপেক্ষা কম-শক্তি প্রকাশ পায়, তাহাকে অংশ বা স্বাংশ বলে। "তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। ল, ভা, ১৭।"

কারণাব্ধি ইত্যাদি—কারণাব্ধি (কারণ-সমুদ্র)-শায়ী, গর্ভোদকশায়ী এবং ক্ষীরোদকশায়ী, এই তিন পুরুষ। **মায়াদ্বারা**—মায়া ও মায়িক-বস্তুর সহায়তায়। **মায়ী**—মায়ার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ; শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির নাম মায়া ; মায়া শ্রীভগবান্ হইতে বহুদূরে, কারণার্ণবের বাহিরে অবস্থান করেন।

মায়ার দুই অংশ, গুণ-মায়া ও নিমিত্ত-মায়া। গুণ-মায়া মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডের গৌণ-নিমিত্ত কারণ ; মূল নিমিত্ত-কার ও মূল উপাদান কারণ হইলেন ঈশ্বর (বিশেষ বিচার আদি পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দৃষ্টিদ্বা

সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী।
ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষনামী ॥ ৪১
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টিজীব-অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী ॥ ৪২
এসভার দর্শনেতে আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শক্তি সঞ্চার করিয়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে বিক্ষুব্ধা করেন, তাহা হইতে ক্রমে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়; দ্বিতীয়-পুরুষ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভস্থ জলে, ব্রহ্মার অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন; তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াই ব্রহ্মা ব্যষ্টি-জীবের সৃষ্টি করেন। আর তৃতীয়-পুরুষ প্রতি জীবের অন্তর্য্যামিরূপে প্রতি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন, আবার একস্বরূপে ব্রহ্মাণ্ডস্থ-ক্ষীরোদ-সমুদ্রেও অবস্থান করেন। এইরূপে মায়ার সংশ্রবে থাকিয়া, মায়া নিয়ন্তারূপে তিন পুরুষ সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। মায়ার সহিত সংস্রব আছে বলিয়া তাঁহারা মায়ী (কিন্তু তাঁহারা জীবের ন্যায় মায়ার অধীন নহেন, মায়াই তাঁহাদের অধীন তাঁহারা মায়ার নিয়ন্তা মাত্র, মায়াতীত বস্তু। মায়ার সাহচর্য্যে তাঁহারা সৃষ্টিলীলা নির্ব্বাহ করিলেও মায়ার সহিত তাঁহাদের স্পর্শ নাই, পরবর্ত্তী ৪৪শ পয়ারে এবং ১১শ শ্লোকে ইহা পরিস্ফুটরূপে বলা হইয়াছে)।

৪১-৪২। উক্ত তিন পুরুষের মধ্যে কে কাহার অন্তর্য্যামী, তাহা বলিতেছেন।

এই তিন জলশায়ী—কারণ-জলশায়ী প্রথমপুরুষ, ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভ-জলশায়ী দ্বিতীয়-পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষ, এই তিন পুরুষ। **সর্ব্বঅন্তর্য্যামী**—ব্রহ্মাণ্ডের ও ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীব-সকলের অন্তর্য্যামী। **ব্রহ্মাণ্ড-বৃন্দের**—সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের, মায়ার। **আত্মা**—অন্তর্য্যামী। **পুরুষ-নামী**—কারণার্ণবশায়ী পুরুষ। কারণার্ণবশায়ী পুরুষই সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের বা মায়ার অন্তর্য্যামী, তিনি সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের বা মায়ার নিয়ন্তা বলিয়া। পরবর্ত্তী পয়ারে গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ীর নাম উল্লেখ করায়, পুরুষ-নামী শব্দে এস্থলে কারণার্ণবশায়ীকেই বুঝাইতেছে। **হিরণ্য-গর্ভের**—ব্রহ্মার। যিনি গর্ভোদকশায়ী নারায়ণ, তিনি সমষ্টি-জীব-রূপ ব্রহ্মার বা [illegible] ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী। **ব্যষ্টিজীব**—প্রত্যেক জীব। যিনি ক্ষীরোদকশায়ী নারায়ণ, তিনি প্রতিজীবের অন্তর্য্যামী। এইরূপে তিনপুরুষই ব্রহ্মাণ্ডের এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীব-সমূহের অন্তর্য্যামী, তাঁহারা সর্ব্বান্তর্য্যামী।

৪৩। তিন পুরুষ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাহা দেখাইতেছেন।

এসভার—তিন পুরুষের। **দর্শনেতে**—দৃষ্টিতে। **মায়াগন্ধ**—মায়ার সহিত সম্বন্ধ; মায়ার প্রতি এবং মায়িক বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করেন বলিয়াই তাঁহাদের দৃষ্টিতে মায়ার সম্বন্ধ আছে। **তুরীয়**—চতুর্থ; তিন নারায়ণের (পুরুষের) কথা বলিয়া পরবর্ত্তী চতুর্থ বস্তু কৃষ্ণের কথা উল্লেখ করিতেছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণকে তুরীয় বলা হইয়াছে।

তুরীয় কৃষ্ণের—উক্ত তিন নারায়ণের পরবর্ত্তী চতুর্থ বস্তু যে উপাধিহীন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার। **নাহি মায়ার সম্বন্ধ**—শ্রীকৃষ্ণের কোনও লীলায় মায়ার সহিত তাঁহার কোনওরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। কপাটিনীমায়া শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপথে যাইতেও লজ্জিত হয়েন, শ্রীকৃষ্ণের লীলায় নিজের প্রভাব বিস্তার করা তো দূরের কথা। "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। শ্রীভা ২।৫।১৩॥" মায়িক সৃষ্টি-কার্য্যে নিয়োজিত আছেন বলিয়া এবং মায়িক বস্তুর সাহায্যেই মায়িক সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয় বলিয়া, অধিকন্তু, মায়িক বস্তুর স্রষ্টা বলিয়া তিন পুরুষের লীলায় মায়ার সম্বন্ধ আছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কোনও লীলায় বা কার্য্যে মায়ার সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই। ইহাই পুরুষাদির অংশত্বের এবং শ্রীকৃষ্ণের অংশিত্বের হেতু। পুরুষাদির দৃষ্টি মায়ার সহিত সম্বন্ধযুক্তা, কিন্তু তুরীয় শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি মায়ার সহিত সম্বন্ধশূন্যা; এজন্য পুরুষাদির মাহাত্ম্য, শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অপেক্ষা কম; কিন্তু যে স্বরূপে মূল স্বরূপ অপেক্ষা কম শক্তির প্রকাশ পায়, তাঁহাকেই মূল স্বরূপের অংশ বা স্বাংশ বলে। "তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরীতঃ। ল, ভা, ১৭।" সুতরাং মাহাত্ম্যের ন্যূনতাবশতঃ তিন পুরুষ হইলেন অংশ এবং মাহাত্ম্যের পূর্ণতা বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইলেন অংশী। ঘটাদি

তথাহি (ভাঃ ১১।১৫।১৬) স্বামিটীকায়াম্,—
বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যৈস্ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

তুরীয়স্য লক্ষণমাহ বিরাটিতি। বিরাট্ স্থূলদেহঃ, হিরণ্যগর্ভঃ সূক্ষ্মদেহঃ, কারণং মহত্তত্ত্বাদি বা মায়া, এতে ঈশস্য উপাধয়ঃ ভেদকা ইত্যর্থঃ। এতৈঃ ত্রিভিঃ বিরাজাদিভিঃ হীনং রহিতং যদ্‌বস্তু তৎ তুরীয়ং চতুর্থং নারায়ণং প্রচক্ষতে কথয়ন্তীতি তুরীয়লক্ষণম্। এতেন চ অত্রেদমপি ব্যজ্যতে, যথা ঘটাকাশঃ পটাকাশঃ মঠাকাশঃ ইত্যত্র ঘটাদ্যুপাধিন তে আকাশাঃ অংশাঃ তদভাবেনচ মহাকাশঃ অংশী, তথা বিরাজাদ্যুপাধিনা তে শ্রীনারায়ণাঃ অংশাঃ, তদভাবেন চ শ্রীকৃষ্ণঃ অংশী ইতি ভাবঃ। চক্রবর্ত্তী ॥ ১০ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যেমন আকাশ হইতে ভিন্ন বস্তু, মায়াও তদ্রূপ পুরুষত্রয় হইতে ভিন্ন জাতীয় বস্তু। ঘটাদির সম্বন্ধযুক্ত-আকাশ যেমন ঘটাদির সম্বন্ধশূন্য বৃহদাকাশের অংশ, তদ্রূপ মায়ার সম্বন্ধযুক্ত পুরুষত্রয়ও মায়ার সম্বন্ধহীন শ্রীকৃষ্ণের অংশ। ঘট-মধ্যস্থ আকাশ এবং বৃহদাকাশ এক জাতীয় বস্তু হইয়াও ভিন্নজাতীয়-বস্তু-ঘটাদির সম্বন্ধবশতঃ ঘটাকাশ যেমন বৃহদাকাশের অংশ হইল, তদ্রূপ পুরুষত্রয় এবং শ্রীকৃষ্ণ এক জাতীয় (সচ্চিদানন্দময়) বস্তু হইয়াও মায়ার সম্বন্ধবশতঃ পুরুষত্রয় মায়া-সম্বন্ধহীন শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইলেন। মায়ায় সম্বন্ধই পুরুষের অংশত্বের হেতু। (পরবর্ত্তী শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

তিন পুরুষরূপ নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাহাই এই পয়ারে প্রমাণিত হইল। ইহা শ্লোকস্থ "নারায়ণোঽঙ্গং তবৈব"-অংশের তাৎপর্য্য।

শ্লো। ১০। **অন্বয়।** বিরাট্ (স্থূলদেহ) চ (এবং) হিরণ্যগর্ভঃ (সূক্ষ্মদেহ) চ (এবং) কারণং (মহত্তত্ত্বাদি বা মায়া) ইতি (এই সমস্ত) ঈশস্য (ঈশ্বরের—পুরুষের) উপাধয়ঃ (উপাধি—ভেদক); ত্রিভিঃ (এই তিন উপাধির সহিত) হীনং (সম্বন্ধশূন্য) যৎ (যে) [বস্তু] (বস্তু), তৎ (তাহা) তুরীয়ং (তুরীয়—চতুর্থ) প্রচক্ষ্যতে (কথিত হয়)।

অনুবাদ। স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও মায়া এই তিনটী পুরুষের উপাধি (ভেদক); এই তিন উপাধির সহিত সম্বন্ধশূন্য যে বস্তু, তাহাকে তুরীয় বলে। ১০।

বিরাট্—আমরা যাহা দেখিতে পাই, সেই স্থূল জগৎ। **হিরণ্যগর্ভ**—স্থূল জগতের সূক্ষ্মাবস্থা; স্থূলত্বলাভ করার পূর্ব্বে জগৎ যে অবস্থায় ছিল, তাহা। **কারণ**—প্রকৃতির প্রথম বিকার মহত্তত্ত্বাদি বা প্রকৃতি। ইহা হিরণ্যগর্ভের পূর্ব্বাবস্থা, পরিদৃশ্যমান্ জগতের বা মায়ার আদি অবস্থা। অন্তর্য্যামিরূপে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপ জগতের প্রত্যেকের মধ্যে এক এক পুরুষ অবস্থান করেন।

এই শ্লোকে তুরীয়ের লক্ষণ বলা হইয়াছে। স্থূল, সূক্ষ্ম ও মায়া এই তিন উপাধি যাহার নাই, সেই বস্তুই তুরীয়; ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য। কিন্তু **উপাধি**-শব্দের তাৎপর্য্য কি? ইহা একটী পারিভাষিক শব্দ। নৈয়ায়িকদের মতে, যাহা সাধ্যের ব্যাপক, কিন্তু সাধনের ব্যাপক নহে, তাহাকে উপাধি বলে। "সাধ্যস্য ব্যাপকো যস্তু হেতোরব্যাপকস্তথা। স উপাধি র্ভবেত্তস্য নিষ্কর্ষোঽয়ং প্রদর্শ্যতে॥ যথা, ধূমবান্ বহ্নিরিত্যত্র আর্দ্রকাষ্ঠত্বং উপাধিঃ।" বহ্নি বা আগুনের সঙ্গে আর্দ্রকাষ্ঠের যোগ হইলে ধূম উৎপন্ন হয়; এস্থলে ধূম হইল সাধ্য বস্তু, আর বহ্নি বা আগুন হইল ধূমের হেতু বা সাধন; আর্দ্রকাষ্ঠের সংযোগ হওয়াতে যখন ধূমের উৎপত্তি হইল, তখন সাধ্য-ধূমে আর্দ্রকাষ্ঠের ব্যাপকত্ব দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু আগুন জ্বালাইতে আর্দ্রকাষ্ঠের প্রয়োজন হয় না বলিয়া ধূমের সাধন অগ্নিতে আর্দ্রকাষ্ঠের ব্যাপকত্ব দৃষ্ট হয় না। এইরূপে সাধ্য-ধূমে আর্দ্রকাষ্ঠের ব্যাপকত্ব থাকায় এবং ধূমের সাধন অগ্নিতে আর্দ্রকাষ্ঠের ব্যাপকত্ব না থাকায়, ধূমোৎপাদন-কার্য্যে আর্দ্রকাষ্ঠ হইল অগ্নির উপাধি। তদ্রূপ, পুরুষত্রয় মায়ার সাহচর্য্যে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন বলিয়া, সৃষ্টিকার্য্য হইল সাধ্য, পুরুষত্রয় তাহার হেতু বা সাধন; আর্দ্রকাষ্ঠের সাহচর্য্যে ধূমোৎপাদনের ন্যায়, মায়ার সাহচর্য্যে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ হয় বলিয়া সৃষ্টিকার্য্যে মায়ার ব্যাপকত্ব দৃষ্ট হয়; কিন্তু পুরুষত্রয়ের আবির্ভাব-বিষয়ে মায়ার সাহচর্য্যের অপেক্ষা নাই বলিয়া

যদ্যপি তিনের মায়া লঞা ব্যবহার। | তথাপি তৎস্পর্শ নাহি—সভে মায়াপার ॥৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পুরুষত্রয়রূপ সাধনে মায়ার ব্যাপকত্ব নাই। সুতরাং সৃষ্টিকার্য্যে মায়া হইল পুরুষত্রয়ের উপাধি। এইরূপে স্থূলদেহ (বিরাট), সূক্ষ্ম দেহ (হিরণ্যগর্ভ) এবং কারণও পুরুষত্রয়ের উপাধি। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন না বলিয়া মায়ার সহিত, (সুতরাং মায়িক উপাধিত্রয়ের সহিত) তাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই। তাই তিনি তুরীয়, ইহাও ব্যঞ্জিত হইল।

অথবা, যেমন ঘটের দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশ অনবচ্ছিন্ন বৃহদাকাশেরই অংশ—বৃহদাকাশই এই ঘটাকাশের হেতু বা সাধন। ঘটাকাশ বা ঘটাকার আকাশের অবচ্ছিন্নত্ব হইল সাধ্য। ঘটের সাহচর্য্যে আকাশের এই অবচ্ছিন্নত্ব উৎপন্ন হয় বলিয়া, ঘটাকাশে ঘটের ব্যাপকত্ব আছে। কিন্তু বৃহদাকাশে ঘটের ব্যাপকত্ব নাই। সুতরাং ঘট হইল আকাশের উপাধি। তদ্রূপ, বিরাটাদির সাহচর্য্যে—ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামি, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী, মায়ার অন্তর্য্যামী ইত্যাদিরূপে জীবাদির মধ্যে অবস্থিত বলিয়া—পুরুষত্রয় ঘটাকাশের ন্যায় অবচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন; তাই বিরাটাদি তাঁহাদের উপাধি। ঘটাদি-উপাধি যুক্ত ঘটাকাশাদি যেমন ঘটাদি-উপাধিশূন্য বৃহদাকাশের অংশ, তদ্রূপ বিরাটাদি-উপাধিযুক্ত পুরুষত্রয় (নারায়ণ) বিরাটাদি-উপাধি শূন্য শ্রীকৃষ্ণের অংশ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অংশী—ইহাও ব্যঞ্জিত হইল।

উপাধি দ্বারা বস্তু ভেদ প্রাপ্ত হয়; যেমন বৃহদাকাশ ঘটাদিদ্বারা ঘটাকাশাদিরূপ ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরুষত্রয়ও এইরূপে বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও মহত্তত্ত্বাদি দ্বারা প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ, তৃতীয় পুরুষ ইত্যাদি রূপে ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কোনও উপাধি নাই বলিয়া তিনি কোনওরূপ ভেদ প্রাপ্ত হয়েন নাই। ভেদ প্রাপ্ত বস্তুই সমজাতীয় ভেদহীন বস্তুর অংশ; যেমন ঘটাকাশ বৃহদাকাশের অংশ; তদ্রূপ পুরুষত্রয়ও শ্রীকৃষ্ণের অংশ।

শ্রীকৃষ্ণ যে বিরাটাদি-উপাধি হীন, সুতরাং তুরীয় এবং তুরীয় বলিয়া তিনি যে লোকসৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত পুরুষরূপ নারায়ণের অংশী—ইহাই এই শ্লোক হইতে প্রমাণিত হইল।

৪৪। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪০শ পয়ারে বলা হইয়াছে "তাতে সব মায়ী—তিন পুরুষই মায়ার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট।" আবার "বিরাট্" ইত্যাদি শ্লোকেও বলা হইল, তাঁহারা মায়িক-উপাধি-বিশিষ্ট। কিন্তু সাধারণ জীবও মায়িক-উপাধি-বিশিষ্ট, মায়ার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। তবে কি তিন পুরুষও জীবই? তাঁহারা যদি জীবই হয়েন, তবে তাঁহারা অন্তর্য্যামীই বা কিরূপে হইতে পারেন? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া এই পয়ারে বলা হইয়াছে—"যদিও মায়ার সংশ্রবেই তিন পুরুষকে সৃষ্টি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, সুতরাং যদিও তাঁহারা মায়িক উপাধিবিশিষ্ট, তথাপি তাঁহাদের সহিত মায়ার স্পর্শ নাই, তাঁহারা প্রত্যেকেই মায়াতীত। জীব মায়াধীন। তাঁহারা মায়াতীত বলিয়াই অন্তর্য্যামী হইতে পারেন।"

তিনের—তিন পুরুষের। **মায়া লঞা ব্যবহার**—মায়ার সাহচর্য্যে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। **তথাপি**—মায়ার সাহচর্য্য থাকিলেও। **তৎস্পর্শ**—মায়ার স্পর্শ। **সভে**—সকলে, তিন পুরুষের প্রত্যেকেই। **মায়াপার**—মায়ার অতীত, মায়ার স্পর্শের বাহিরে। স্বরূপ-লক্ষণে তিন পুরুষই সচ্চিদানন্দময়, সুতরাং তাঁহারা স্বরূপ-লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। "কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার। যাহাঁ কৃষ্ণ, তাহাঁ নাই মায়ার অধিকার॥" এইজন্য তিন পুরুষকে মায়া স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহারা মায়াতীত। ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই মায়ার সংশ্রবে থাকিয়াও তিন-পুরুষ মায়ার স্পর্শশূন্য হইয়া থাকিতে পারেন। পরবর্ত্তী শ্লোক তাহার প্রমাণ।

তিন পুরুষে এবং জীবে পার্থক্য এই যে, প্রথমতঃ, তিন পুরুষ এবং জীব উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইলেও তিন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের অংশ, স্বাংশ; কিন্তু জীব তাঁহার স্বাংশ নহে, তাঁহার তটস্থাখ্য জীবশক্তির অংশ মাত্র; জীবকে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ বলে। দ্বিতীয়তঃ, মায়াবদ্ধ জীব মায়ার অধীন, মায়াকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত; কিন্তু তিন পুরুষ মায়াতীত, তাঁহারা মায়ার নিয়ন্তা, তাঁহাদের উপর মায়ার কোনও অধিকার নাই; মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, তিন পুরুষের সৃষ্টি-শক্তি আছে, কিন্তু জীবের তাহা নাই। চতুর্থতঃ, জীব স্বরূপে অণু, কিন্তু তিন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ স্বরূপ বলিয়া স্বরূপে পূর্ণ (ল- ভা, পূ, ৪৪।৪৫)।

তথাহি (ভাঃ ১।১১।৩৭)—

এতদীশনমশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ১১।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

প্রাকৃতগুণেষ্বসক্তত্বে হেতুঃ এতদিতি। অতএবাদৌ প্রকৃতিগুণময়ে প্রপঞ্চে তিষ্ঠন্নপি সদৈব তদ্গুণৈর্ন যুজ্যত ইতি যৎ এতদীশস্যেশনমৈশ্বর্য্যম্। তত্র ব্যতিরেকে দৃষ্টান্তঃ যথেতি তদাশ্রয়া প্রকৃত্যাশ্রয়া বুদ্ধিঃ জীবজ্ঞানং যথা যুজ্যতে তথা নেতি। অন্বয়ে বা তদাশ্রয়া শ্রীভগবদাশ্রয়া পরমভাগবতানাং বুদ্ধির্যথা প্রকৃতিস্থা কথঞ্চিত্তত্র পতিতাপি ন যুজ্যতে তদ্বৎ। এবমোক্তং তৃতীয়ে। ভগবানপি বিশ্বাত্মা লোকবেদপথানুগঃ। কামান্ সিষেবে দ্বার্বত্যামসক্তঃ সাংখ্যমাশ্রিত ইতি ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ১১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১১। অন্বয়। ঈশস্য (ঈশ্বরের) এতৎ (ইহা) ঈশনং (ঐশ্বর্য্য); [কিং তৎ ঈশনং] (সেই ঐশ্বর্য্যটী কি) ? প্রকৃতিস্থঃ (প্রকৃতি বা মায়ার মধ্যে থাকিয়া) অপি (ও) তদ্গুণৈঃ (মায়ার গুণ সুখদুঃখাদি দ্বারা) সদা (সর্ব্বদা—কোনও সময়েই) [ন যুজ্যতে] (যুক্ত হয়েন না); যথা (যেমন) তদাশ্রয়া (ভগবদাশ্রয়া) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি—মতি) আত্মস্থৈঃ (দেহস্থ সুখ দুঃখাদি দ্বারা) [ন যুজ্যতে] (যুক্ত হয় না)।

অথবা, ঈশস্য (ঈশ্বরের) এতৎ (ইহা) ঈশনং (ঐশ্বর্য্য); [কিং তৎ ঈশনং] (সেই ঐশ্বর্য্যটী কি) ? তদাশ্রয়া (প্রকৃত্যাশ্রয়া—মায়ার আশ্রিতা) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি—মতি) আত্মস্থৈঃ (দেহস্থিত সুখ-দুঃখাদি) [গুণৈঃ] (গুণ দ্বারা) যথা (যেমন) যুজ্যতে (যুক্ত হয়), প্রকৃতিস্থোঽপি (প্রকৃতির বা মায়ার মধ্যে থাকিয়াও) [ঈশঃ] (ঈশ্বর) তদ্গুণৈঃ (প্রকৃতির গুণের সহিত) [তথা] (সেইরূপ) ন যুজ্যতে (যুক্ত হয় না)।

অনুবাদ। (পরমভাগবতদিগের) ভগবদাশ্রয়া বুদ্ধি যেমন দেহের মধ্যে থাকিয়াও দেহের সুখদুঃখাদি গুণের সহিত যুক্ত হয় না, তদ্রূপ মায়াতে থাকিয়াও ঈশ্বর মায়ার গুণের সহিত যুক্ত হয়েন না—ইহাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য।

অথবা, (সাধারণ জীবের) দেহস্থিত-বুদ্ধি যেরূপ দেহের সুখ-দুঃখাদির সহিত যুক্ত হয়, মায়ার মধ্যে থাকিয়াও ঈশ্বর মায়িক গুণের সহিত সেইরূপ যুক্ত হয়েন না—ইহাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য। ১১।

ঈশনং—ঐশ্বর্য্য, ঐশ্বরিক শক্তি। **প্রকৃতিস্থঃ**—প্রকৃতিতে বা প্রকৃতির (মায়ার) সংশ্রবে অবস্থিত।

তদ্গুণৈঃ—তাহার (প্রকৃতির) গুণের সহিত।

আত্মস্থৈঃ—আত্মা অর্থ দেহ; দেহস্থিত গুণের সহিত; দেহের সুখ-দুঃখাদির সহিত। **তদাশ্রয়া বুদ্ধিঃ**—তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে যে বুদ্ধি; পরমভাগবতদিগের ভগবদাশ্রিতা বুদ্ধি; অথবা, মায়াবদ্ধ জীবের মায়াশ্রিতা বুদ্ধি।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৪শ পয়ারে বলা হইয়াছে যে, মায়ার সংশ্রবে থাকিয়াও পুরুষত্রয় মায়াতীত, মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারে না; এই শ্লোকে তাহার হেতু দেখাইতেছেন। ঈশ্বরের একটী অচিন্ত্য-শক্তি এই যে, মায়ার মধ্যে থাকিয়াও তিনি মায়ার গুণে আসক্ত হয়েন না—মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; পুরুষত্রয় শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ বলিয়া ঈশ্বর; তাঁহাদেরও ঐরূপ অচিন্ত্য-শক্তি আছে; তাই মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বুঝাইয়াছেন। যাঁহারা পরমভাগবত, তাঁহাদের মন, বুদ্ধি আদি সমস্তই শ্রীভগবানের আশ্রিত; মায়িক জগতের সুখ-দুঃখাদিতে তাঁহাদের মন বা বুদ্ধি কখনও লিপ্ত হয় না; ঈশ্বরাশ্রিতা বুদ্ধিই যখন মায়িকগুণে লিপ্ত হয় না, তখন ঈশ্বর যে লিপ্ত হইবেন না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ব্যতিরেক দৃষ্টান্তও দেওয়া যায়। মায়িক জীবের মায়িকী বুদ্ধি মায়িক বস্তুতে যেরূপ আসক্ত হয়, শ্রীভগবান্ মায়ার মধ্যে

সেই তিনজনের তুমি পরম আশ্রয়।
তুমি মূল নারায়ণ—ইথে কি সংশয় ? ॥ ৪৫
সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহ তোমার বিলাস, তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৪৬
অতএব ব্রহ্মবাক্যে—পরব্যোম-নারায়ণ।
তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস, এই তত্ত্ব-বিবরণ ॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

থাকিয়াও সেইরূপ আসক্ত হয়েন না—তাঁহার ঐশ্বর্য্য বা অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব। মায়িক বস্তুতেও এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মপত্র জলেই থাকে, কিন্তু জল তাহার উপর কোনও ক্রিয়া করিতে পারে না—জলের মধ্যে কাপড় বা অন্য কোনও বস্তু রাখিলে তাহা যেমন ভিজিয়া যায়, তাহার গায়ে যেমন জল লাগিয়া থাকে, পদ্মপত্রে তেমন ভাবে জল লাগে না। তদ্রূপ, মায়াবদ্ধ জীবকে মায়িক গুণ অভিভূত করিতে পারে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে মায়া তাঁহার উপর কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। মায়ার সংশ্রবে থাকিয়াও ঈশ্বর মায়াতীত—যেমন জলের মধ্যে থাকিয়াও পদ্মপত্র জল-স্পর্শশূন্য অবস্থায় থাকে। বস্তুতঃ ঈশ্বরের স্বরূপশক্তির অচিন্ত্য প্রভাবেই মায়া তাঁহা হইতে দূরে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত ইহাই বলেন। "ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকম্ ।১।১।১॥ স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়াগুণপ্রবাহম্ ।১০।৩৭।২২॥"

৪৫। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, "হে শ্রীকৃষ্ণ! নারায়ণ-নামক পুরুষত্রয়ের তুমিই পরম-আশ্রয়; তোমার শক্তিতে শক্তিমান্ হওয়াতেই তাঁহাদের নারায়ণত্ব প্রসিদ্ধ; সুতরাং তুমিই মূল নারায়ণ; ইহাতে বিস্ময়ের কথা কি আছে ?"

সেই তিন পুরুষের—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের। **ইথে**—ইহাতে।

৪৬। শ্রীকৃষ্ণ হয়তো বলিতে পারেন—"পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই মূল নারায়ণ; যেহেতু পুরুষত্রয় তাঁহারই অংশ, তিনি তাঁহাদের অংশী; এমতাবস্থায়, তুমি আমাকে মূল নারায়ণ বলিতেছ কেন ?" এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বলিতেছেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ! পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ যে পুরুষত্রয়ের অংশী বলিয়া মূল নারায়ণ, তাহা সত্যই; কিন্তু সেই পরব্যোমাধিপতি তো তোমারই বিলাস-মূর্ত্তি; সুতরাং তুমিই মূল নারায়ণ।"

প্রথম পরিচ্ছেদের "সঙ্কর্ষণঃ কারণ-তোয়শায়ী" ইত্যাদি ৭ম শ্লোকানুসারে শ্রীবলদেবই পুরুষত্রয়ের অংশী হয়েন; কিন্তু এই পয়ারে পরব্যোমাধিপতি-নারায়ণকে পুরুষত্রয়ের অংশী বলা হইয়াছে। ইহার হেতু এই; পরব্যোমাধিপতি-নারায়ণ এবং বলদেব—উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি; বিলাসত্ব-হিসাবে তাঁহাদের অভেদ-মনন করিয়াই বোধ হয় নারায়ণকে পুরুষত্রয়ের অংশী বলা হইয়াছে।

সেই তিনের—কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী এবং ক্ষীরোদকশায়ীর। **অংশী**—পুরুষত্রয় যাঁহার অংশ; মূল। **পরব্যোম-নারায়ণ**—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ। **তেঁহ**—পরব্যোম-নারায়ণ। **বিলাস**—১।১।৩৮ পয়ারে বিলাসের লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

৪৭। এক্ষণে গ্রন্থকার "ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্" এই বাক্যের অর্থের উপসংহার করিতেছেন। উক্ত বাক্যের অর্থ-করণ উপলক্ষেই ২০শ পয়ারে নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বলিয়া তাহার প্রমাণস্বরূপ "নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। ২২-৪৬ পয়ারে এই শ্লোকের অর্থ শেষ করিয়া এক্ষণে মূলবাক্যের অর্থোপসংহার করিতেছেন।

অতএব—পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার সমূহের মর্ম্মানুসারে। **ব্রহ্মবাক্যে**—"নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মার বাক্যানুসারে। **তত্ত্ব-বিবরণ**—তত্ত্বের নির্দ্ধারণ।

"নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুসারে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি ইহাই নিরূপিত হইল।

নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি, স্পষ্টভাবে তাহা শ্লোকে উল্লিখিত হয় নাই; তবে শ্লোকের মর্ম্ম এবং ব্রহ্মার

এই শ্লোক তত্ত্বলক্ষণ ভাগবতসার। | পরিভাষা-রূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বচন-ভঙ্গী হইতে তাহা বুঝা যায়। যিনি স্বরূপে অভিন্ন, কিন্তু আকৃতিতে ভিন্ন, তাঁহাকে বলে বিলাস। শ্লোকে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—"নারায়ণস্ত্বং ন হি ?—তুমি কি নারায়ণ নও ? অর্থাৎ তুমিই নারায়ণ।" এই বাক্যে বুঝা গেল, নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে অভিন্ন। আবার "নারায়ণোঽঙ্গং" এই বাক্যে নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বা দেহ বলা হইল। শ্রীকৃষ্ণে যখন দেহ-দেহী ভেদ নাই, তখন এই অঙ্গ বা দেহ বলিতে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি-বিশেষকেই বুঝায়। নারায়ণ বলিলে পরব্যোমাধিপতিকেই সাধারণতঃ বুঝাইয়া থাকে; সুতরাং ব্রহ্মার বাক্যভঙ্গীতে বুঝা গেল—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে অভিন্ন, কিন্তু নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ একই বিগ্রহ নহেন; নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের এক মূর্ত্তি বা আবির্ভাব-বিশেষ। আবার শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, নারায়ণ চতুর্ভূজ—ইহাও প্রসিদ্ধ কথা। সুতরাং স্বরূপে অভিন্ন হইলেও তাঁহাদের আকৃতিতে ভেদ আছে; তাই শ্রীনারায়ণ হইলেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি—ব্রহ্মার বাক্যভঙ্গী হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ উভয়ে যখন স্বরূপে অভিন্ন এবং উভয়ের আকৃতিতে যখন পার্থক্য আছে, তখন কে কাহার বিলাস, তাহা কিরূপে স্থির করা যায় ? শ্রীকৃষ্ণও তো নারায়ণের বিলাস হইতে পারেন ? উত্তর—না, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস হইতে পারেন না; কারণ, শ্লোকে নারায়ণকেই কৃষ্ণের অঙ্গ বলা হইয়াছে; সুতরাং কৃষ্ণ হইলেন নারায়ণের অঙ্গী; ইহাতে অঙ্গী-কৃষ্ণ অপেক্ষা অঙ্গ-নারায়ণের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা সূচিত হইল; মূলস্বরূপ অপেক্ষা বিলাসেরই ন্যূনতা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় (প্রথম পরিচ্ছেদের ৭৫শ শ্লোক-টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং নারায়ণই বিলাস, শ্রীকৃষ্ণ মূলস্বরূপ।

৪৮। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে নানাবিধ বিরুদ্ধমত খণ্ডনের উপক্রম করিতেছেন।

এই শ্লোক—"নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোক। **তত্ত্ব-লক্ষণ**—তত্ত্বের লক্ষণ আছে যাহাতে। যে যে লক্ষণ দ্বারা তত্ত্বের নিরূপণ করিতে হইবে, তাহা আছে যাহাতে। ইহা শ্লোকের বিশেষণ। "নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকটী তত্ত্ব-লক্ষণ, অর্থাৎ তত্ত্ব-নির্ণায়ক লক্ষণযুক্ত; যে যে লক্ষণ দ্বারা তত্ত্ববস্তুর নিরূপণ করা যায়, তাহা এই শ্লোকে পাওয়া যায়। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ, আর শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অঙ্গী, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই মূল স্বরূপ, স্বয়ং ভগবান্—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব-নির্ণায়ক লক্ষণ এবং ইহাই এই শ্লোকে পাওয়া যায়। সুতরাং এই শ্লোকটী তত্ত্ব-লক্ষণ। **ভাগবত-সার**—শ্রীমদ্ভাগবতের সার শ্লোক। স্বয়ং ভগবানের লীলা-বিবরণাদিই ভাগবতের মুখ্য আলোচ্য বিষয়; তাহার মধ্যে আবার স্বয়ং-ভগবানের তত্ত্বই হইল মুখ্যতম বিষয়; কারণ, ভগবৎ-স্বরূপের লীলাদি তাঁহার তত্ত্বের অনুকূলই হইয়া থাকে; সুতরাং ভগবত্তত্ত্ব অবগত না হইলে ভগবৎ-লীলার রহস্য বুঝা যায় না। তত্ত্বকে ভিত্তি বা আশ্রয় করিয়াই গুণ-লীলাদির বর্ণনাদি করিতে হয়; ভগবৎ-তত্ত্বই হইল ভাগবতের মুখ্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় বা সারবস্তু; সুতরাং যে শ্লোকে ভগবত্তত্ত্ব-নির্ণায়ক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সার-শ্লোক। এইরূপে "নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোক হইল শ্রীমদ্ভাগবতের সার-শ্লোক; কারণ, ইহাতে স্বয়ং ভগবানের বিশেষ লক্ষণ বলা হইয়াছে যে, তিনি অঙ্গী; নারায়ণাদি তাঁহার অঙ্গ। **পরিভাষা**—পদার্থ-বিবেচকাচার্য্যাণাং যুক্তিযুক্তা বাক্—ইতি কাব্যপ্রকাশটীকায়াং চণ্ডীদাসঃ। বস্তু-তত্ত্ব-বিবেচক আচার্য্যদিগের যুক্তিযুক্ত বাক্য; কোনও তত্ত্ব-বিষয়ে প্রামাণ্য ব্যক্তিদিগের সার-সিদ্ধান্ত বা নিয়ামক সিদ্ধান্ত। কোনও তত্ত্ব-বিষয়ে সিদ্ধান্ত-রাজ।

সর্ব্বত্রাধিকার—সকলস্থলেই অধিকার। নিজের রাজ্যের মধ্যে সকল স্থানেই যেমন রাজার অধিকার অব্যাহত থাকে, তদ্রূপ, কোনও তত্ত্ব-বিষয়ে যে স্থলে যে আলোচনাই থাকুক না কেন, ঐ তত্ত্বের পরিভাষা-বাক্যের সেই স্থলেই অধিকার থাকিবে অর্থাৎ ঐ তত্ত্বের আলোচনায় সর্ব্বত্রই পরিভাষা-বাক্যের অনুগতভাবে অর্থ করিতে হইবে; পরিভাষা-বাক্যই সর্ব্বত্র সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। **ইহার**—নারায়ণস্ত্বং ইত্যাদি শ্লোকের। **পরিভাষারূপে ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের-"নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকই পরিভাষা-বাক্য বা নিয়ামক-সিদ্ধান্ত। এই

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্—কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর ॥ ৪৯

'অবতারী—নারায়ণ, কৃষ্ণ—অবতার।
তেঁহ চতুর্ভুজ, ইঁহ মনুষ্য-আকার।' ॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লোকটী সর্ব্বতত্ত্ব-বিদ্ ব্রহ্মার উক্তি—ভগবান্ স্বয়ংই ব্রহ্মার নিকটে (চতুঃশ্লোকীতে) নিজের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন এবং কৃপা করিয়া নিজের উপদিষ্ট বিষয়ে ব্রহ্মার অনুভব জন্মাইয়াছেন; সুতরাং ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে ব্রহ্মার উক্তিকে স্বয়ং ভগবানের উক্তি বলিয়াই মনে করা যায়; কাজেই ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণ্য বাক্য আর কিছু থাকিতে পারেনা; তাই ঐ শ্লোকটীকে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে পরিভাষা-বাক্য বলা হইয়াছে। এই শ্লোকের সিদ্ধান্ত এই যে—শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গী বা অংশী, নারায়ণ (সুতরাং অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপও) শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বা অংশ—শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে ইহাই পরিভাষা-বাক্য বা নিয়ামক-সিদ্ধান্ত; শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-বিচারে সর্ব্বত্রই এই সিদ্ধান্ত রক্ষা করিয়া—এই সিদ্ধান্তের অনুগতভাবে অর্থ করিতে হইবে। (ইহাই "পরিভাষারূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার" বাক্যের তাৎপর্য্য।)

একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। ব্রাহ্মণকুমারদ্বয়ের আনয়নের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যখন অষ্টভুজ-ভগবানের পুরীতে গমন করিয়াছিলেন, তখন সেই কোটিব্রহ্মাণ্ডস্থ চতুর্ম্মুখের অধীশ্বর অষ্টভুজ-ভগবান্ বলিয়াছিলেন, "দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দ্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে। কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্ হত্বেহ ভূয়স্তরয়েতমন্তি মে ॥ শ্রীভা ১০।৮৯।৫৮॥" এই বাক্যের যথাশ্রুত অর্থে বুঝা যায় যে, অষ্টভুজ-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে তাঁহার অংশ বলিলেন—"মে (আমার) কলাবতীর্ণৌ—কলয়া অবতীর্ণৌ (অংশে অবতীর্ণ তোমরা)।" কিন্তু এই যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে সিদ্ধান্ত-বিরোধ ঘটে; শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় বিভিন্নশ্লোকের একবাক্যতাও থাকেনা; শ্রীমদ্-ভাগবতের অন্যত্রও দেখা যায়—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্—১।৩।২৮॥" এক শ্লোকে যাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইয়াছে, অন্য শ্লোকে তাঁহাকে অষ্টভুজ-ভগবানের অংশ বলা হইল; স্বয়ং ভগবান্ কাহারও অংশ হইতে পারেন না, অংশের স্বয়ংভগবত্তা থাকিতে পারেনা। পরিভাষা-বাক্যের অনুগতভাবে অর্থ করিলে সর্ব্বত্র একবাক্যতা রক্ষিত হইতে পারে। পরিভাষা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ অংশী; সর্ব্বত্রই এই সিদ্ধান্তের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত স্থির রাখিয়া "দ্বিজাত্মজা" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিলে "কলাবতীর্ণৌ" শব্দের অর্থ এইরূপ হইবে—"কলাভিঃ সর্ব্বাভিঃ শক্তিভিঃ যুক্তৌ অবতীর্ণৌ—সমস্ত শক্তির সহিত যুক্ত হইয়া অবতীর্ণ অর্থাৎ পূর্ণতমস্বরূপ।" এই অর্থে শ্রীকৃষ্ণ, অষ্টভুজ-ভগবানের অংশ হয়েন না, পরন্তু পূর্ণতমস্বরূপ বলিয়া অংশীই হয়েন।

৪৯। উক্ত পরিভাষা-বাক্যের অনুগতভাবে অর্থ করিলে ব্রহ্ম, আত্মা বা পরমাত্মা এবং ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান্ নারায়ণ ইহারা যে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব-শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষই হয়েন, পরন্তু অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব নহেন, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়; কিন্তু তত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকগণ অন্যরূপ অর্থই করিয়া থাকে।

"যদদ্বৈতং" শ্লোকের অর্থ উপলক্ষ্যে, "যস্য প্রভা প্রভবতঃ" ইত্যাদি এবং "মুনয়ো বাতবসনাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে গ্রন্থকার প্রমাণ করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিসদৃশ নির্ব্বিশেষ স্বরূপ; "অথবা বহুনৈতেন" ইত্যাদি এবং "তমিমমহমজং" ইত্যাদি শ্লোকে প্রমাণ করিয়াছেন যে, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অংশ; আর "নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস। এক্ষণে বিরুদ্ধ-মতের উত্থাপন করিয়া খণ্ডনের উপক্রম করিতেছেন— মূর্খ অর্থ করে আর" ইত্যাদি বাক্যে।

কৃষ্ণের বিহার—শ্রীকৃষ্ণ যে যে রূপে বিহার করেন, সেই সেইরূপ; শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ। **এ অর্থ**—ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ, ইহা।

মূর্খ—তত্ত্ব-বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তি। **আর**—অন্যরূপ, তত্ত্ব-বিরুদ্ধ।

৫০। খণ্ডনের অভিপ্রায়ে একটী বিরুদ্ধ-মতের উত্থাপন করিতেছেন। তাহা এই:—"নারায়ণই অবতারী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অংশ; এই সিদ্ধান্তের হেতু এই যে, নারায়ণ চতুর্ভুজ—ঈশ্বরাকার, আর শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ—মনুষ্যাকার।

এইমতে নানারূপ করে পূর্ববপক্ষ।
তাহারে নির্জ্জিতে ভাগবতপদ্য দক্ষ ॥৫১

তথাহি (ভাঃ—১।২।১১)—
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মানুষ অপেক্ষা ঈশ্বরের প্রাধান্য, সুতরাং মনুষ্যাকার শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা, ঈশ্বরাকার নারায়ণের প্রাধান্য; সুতরাং নারায়ণই অংশী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অংশ"। ইহাই তত্ত্ব-বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধ মত।

অবতারী—যাঁহা হইতে অবতারের আবির্ভাব হয়, তাঁহাকে বলে অবতারী; অংশী। **অবতার**—সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যের নিমিত্ত অবতারী হইতে যে স্বরূপের আবির্ভাব হয়, তাঁহাকে বলে অবতার; অংশ। **তেঁহ**—নারায়ণ। **ইহ**—কৃষ্ণ। **মনুষ্য-আকার**—মানুষের ন্যায় দ্বিভুজ।

পরব্যোমাধিপতিকে নারায়ণ বলে; তিন পুরুষের প্রত্যেককেও নারায়ণ বলে। এই চারি নারায়ণের মধ্যে কাহাকে এই পয়ারে অবতারী বলা হইল? প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষের অনন্ত বাহু, অনন্ত চক্ষু, অনন্ত মস্তক; তৃতীয় পুরুষ ও পরব্যোমাধিপতি চতুর্ভুজ। পয়ারে অবতারী নারায়ণকে চতুর্ভুজ বলিয়া উল্লেখ করায়, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অনন্ত-বাহু প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষ এই পয়ারের লক্ষ্য নহেন; পরব্যোমাধিপতি অথবা ক্ষীরাব্ধিশায়ী তৃতীয় পুরুষই এই পয়ারের লক্ষ্য; কারণ, তাঁহারাই চতুর্ভুজ। অবতার বলিতে পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার প্রভৃতি সকলকেই বুঝায়; সুতরাং যাঁহা হইতে এই সকল অবতারের আবির্ভাব হয়, তিনিই অবতারী। তৃতীয়-পুরুষ নিজেই পুরুষাবতার এবং গুণাবতারও; সুতরাং তিনি অবতার মাত্র, অবতারী হইতে পারেন না। ইহাতে বুঝা যায়, পরব্যোমাধিপতি চতুর্ভুজ নারায়ণকেই এই পয়ারে অবতারী বলা হইয়াছে। অথবা, শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া, অবতারী শব্দে যদি—যাঁহা হইতে অবতার-রূপে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন,—কেবল তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষীরাব্ধিশায়ী চতুর্ভুজ নারায়ণও এই পয়ারের লক্ষ্য হইতে পারেন; পরব্যোমাধিপতিও হইতে পারেন। লঘু-ভাগবতামৃত হইতে জানা যায়, বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষীরাব্ধিশায়ীর অবতারও বলিয়া থাকেন (ল-ভা-শ্রীকৃষ্ণামৃত ১৩৭-১৪০)। ইহাদের যুক্তি এই যে, "শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত দেবগণ ক্ষীর-সমুদ্রের তীরে যাইয়া, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণেরই উপাসনা করিয়াছিলেন এবং ক্ষীরোদশায়ীর মুখেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণাবতারের কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং দেবগণের প্রার্থনায় পৃথিবীর ভারহরণের নিমিত্ত ক্ষীরোদশায়ীই অবতীর্ণ হইয়া "কৃষ্ণ" নামে অভিহিত হইয়াছেন। (ল, ভা, শ্রীকৃষ্ণামৃত ১৪০॥)।" আবার কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বিলাসও বলিয়া থাকেন (ল, ভা, শ্রীকৃষ্ণামৃত ২২৬-২৯৯)।

৫১। এইমতে—পূর্ব্বপয়ারোক্ত প্রকারে। **নানারূপ**—বহু প্রকার। **করে পূর্ববপক্ষ**—বিরুদ্ধমত উত্থাপিত করে। ভিন্ন ভিন্ন বিরুদ্ধ মত এই :—কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ীর অবতার, সুতরাং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন; কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরাব্ধিশায়ীর কেশের অবতার; কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমাধিপতির বিলাস; কেহ বলেন, পরব্যোমাধিপতির প্রথমব্যূহ যে বাসুদেব, সেই বাসুদেবের অবতারই শ্রীকৃষ্ণ; আবার কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ মহাকালপুরের ভূমাপুরুষের অংশ; ইত্যাদি। **তাহাকে**—পূর্ব্বপক্ষকে। **নির্জ্জিতে**—পরাজিত করিতে; বিরুদ্ধমতের খণ্ডন করিতে। **ভাগবত-পদ্য**—শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক। **দক্ষ**—সমর্থ।

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে যাঁহারা এইরূপ বিরুদ্ধমত উত্থাপিত করেন, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকই তাঁহাদের বিরুদ্ধ-মতের খণ্ডন করিতে সমর্থ। বিরুদ্ধমত-খণ্ডনের উদ্দেশ্যে "বদন্তি" ইত্যাদি, "এতে চাংশাঃ" ইত্যাদি, এবং "অত্র সর্গঃ" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক এবং "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ" ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতার শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১২। অন্বয়াদি এই পরিচ্ছেদে ৪র্থ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শুন ভাই ! এই শ্লোক করহ বিচার ।
এক মুখ্যতত্ত্ব, তিন তাহার প্রচার ॥ ৫২
অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণের স্বরূপ ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্—তিন তাঁর রূপ ॥ ৫৩
এইশ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্ব্বচন ।
আর এক শুন ভাগবতের বচন ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৫২ । **শুন ভাই**—পূর্ব্বপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্য বলিতেছেন। **এই শ্লোক**—পূর্ব্বোক্ত "বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোক। **মুখ্যতত্ত্ব**—প্রধানতম তত্ত্ব, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। **তিন**—তিন রূপে। **তাহার প্রচার**—সেই মুখ্যতত্ত্বের আবির্ভাব।

পূর্ব্বপক্ষের যুক্তির উত্তরে, গ্রন্থকার বলিতেছেন "বদন্তি ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ-বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তোমার যুক্তি ভিত্তিহীন। এই শ্লোক হইতে জানা যাইতেছে যে, অদ্বয়-জ্ঞানই (১।২।৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) মুখ্যতত্ত্ব-বস্তু ; উপাসনাভেদে এই অদ্বয়-জ্ঞানরূপ মুখ্যতত্ত্ব-বস্তুই স্বয়ংরূপ ব্যতীত আরও তিনটী পৃথক্ পৃথক্ রূপে আবির্ভূত হয়েন। মুখ্যতত্ত্ব একবস্তু মাত্র, তাহা একাধিক নহেন ; স্বয়ংরূপ ব্যতীত আর যে তিনরূপে তিনি আত্মপ্রকট করেন, সেই তিন রূপের কোনও রূপই মুখ্যতত্ত্ব নহেন, মুখ্যতত্ত্বের আবির্ভাব-বিশেষ মাত্র।"

৫৩। সেই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু কে এবং তাঁহার তিনপ্রকারের আবির্ভাবই বা কে, তাহা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্য্যামী পরমাত্মা ও পরব্যোমাধিপতি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ নারায়ণ—এই তিনই তাঁহার আবির্ভাব।

অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু—স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদশূন্য পরমতত্ত্ব (১।২।৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। **ব্রহ্ম**—নিরাকার নির্ব্বিশেষ আনন্দ-সত্তামাত্র স্বরূপ। **আত্মা**—পরমাত্মা, অন্তর্য্যামী। **ভগবান্**—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ (১।২।১৫-১৬ পয়ারের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। **তাঁর**—অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের। **রূপ**—আবির্ভাব।

৫৪। "বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোকার্থের উপসংহার করিতেছেন।

এই শ্লোকের— বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোকের। **তুমি**—প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন। **নির্ব্বচন**—কথা বলিবার শক্তিশূন্য, অন্য কোনও যুক্তি দেখাইতে অসমর্থ।

পরতত্ত্বের শ্রুতিবিহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ বিচার ব্রহ্মসূত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় ; ব্রহ্মসূত্রের বাক্যই স্বতঃপ্রমাণ বেদের বাক্য। ব্রহ্মসূত্রের প্রমাণের সঙ্গে যাহার ঐক্য নাই, এমন কোনও প্রমাণই শ্রদ্ধেয় নহে। শ্রীমদ্ভাগবত সেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য। "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ ॥ ইতি শ্রীহরিভক্তি-বিলাস (১০।২৮৩) ধৃত গারুড়বচন।"; শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তসার (সর্ব্ববেদান্ত-সারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে। শ্রীভা ১২।১৩।১৫ ॥); আবার, যিনি ব্রহ্মসূত্রের সঙ্কলন করিয়াছেন, সেই ব্যাসদেব নিজেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়াছেন ; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতেই ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত অর্থ এবং ব্যাসদেবের স্বীয় অভিপ্রায় জানিতে পারা যায় ; এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ-শিরোমণি ; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণের সহিত যে যুক্তির বা প্রমাণের ঐক্য নাই, সেই প্রমাণ বা যুক্তি গ্রাহ্য হইতে পারেনা। কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু এবং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ তাঁহার আবির্ভাব-বিশেষ (বিলাসরূপ ১।২।৪৬); সুতরাং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অবতারী হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু বলিয়া ক্ষীরাব্ধিশায়ী নারায়ণাদিও তাঁহার অবতারী হইতে পারেন না। ইহাই যখন প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতেব সিদ্ধান্ত, তখন ইহার প্রতিকূলে কোনরূপ যুক্তি-প্রমাণই গ্রহণীয় হইতে পারেনা—এইরূপই এই পয়ারের প্রথমার্দ্ধের তাৎপর্য্য।

আর এক শুন ইত্যাদি—পূর্ব্বোক্ত শ্লোক ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের আরও একটী শ্লোক (নিম্নোদ্ধৃত এতে চাংশ ইত্যাদি) উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষকে বলিতেছেন—"শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকের প্রমাণ তো দেখাইলাম ; আর একটী প্রমাণও বলিতেছি, শুন।" **বচন**—শ্লোক, প্রমাণ।

তথাহি (ভাঃ—১৷৩৷২৮)—
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥১৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদেবং পরমাত্মানং সাঙ্গমেব নির্দ্ধার্য্য প্রোক্তানুবাদপূর্ব্বকং শ্রীভগবন্তমপ্যাকারেণ নির্দ্ধারয়তি এত ইতি। ততশ্চ এতে পূর্ব্বোক্তাঃ চ-শব্দাদনুক্তাশ্চ প্রথমমুদ্দিষ্টস্য পুংসঃ পুরুষস্য অংশকলাঃ, কেচিৎ স্বয়মেবাংশাঃ সাক্ষাদংশত্বেনাংশাংশত্বেন দ্বিবিধাঃ। কেচিদংশাবিষ্টত্বাদংশাঃ। কেচিত্তু কলাঃ বিভূতয়ঃ। ইহ যো বিংশতিতমাবতারত্বেন কথিতঃ, স কৃষ্ণস্তু ভগবান্, এষ পুরুষস্যাপ্যবতারী ভগবানিত্যর্থঃ। অত্র অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েদিতি দর্শনাৎ কৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণো ধর্ম্মঃ সাধ্যতে, নতু ভগবতঃ কৃষ্ণত্বমিত্যায়াতম্। ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণধর্ম্মত্বে সিদ্ধে মূলত্বমেব সিদ্ধ্যতি। নতু ততঃ প্রাদুর্ভূতত্বং এতদেব ব্যনক্তি স্বয়মিতি। তত্র চ স্বয়ংএব ভগবান্, নতু ভগবতঃ প্রাদুর্ভূততয়া, নতু বা ভগবত্তাধ্যাসেনেত্যর্থঃ। নচাবতারপ্রকরণে পঠিত ইতি সংশয়ঃ। পৌর্ব্বাপর্য্যেঃ পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবদিতি ন্যায়াৎ। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি শ্রুত্যা প্রকরণস্য বাধঃ। * * *। অত এতৎ প্রকরণেঽপি অন্যত্র ক্বচিদপি ভগবচ্ছব্দমকৃত্বা তত্রৈব ভগবানহরন্তরমিতি কৃতবান্। ততশ্চাস্যাবতারেষু গণনা তু স্বয়ং ভগবানপ্যসৌ স্বরূপস্থ এব নিজপরিজনবৃন্দানামানন্দবিশেষচমৎকারায় কিমপি মাধুর্য্যং নিজজন্মাদিলীলয়া পুষ্ণন্ কদাচিৎ সকল-লোকদৃশ্যো ভবতীত্যপেক্ষয়ৈবেত্যাগতম্। * * *। অবতারশ্চ প্রাকৃত বৈভবেঽবতরণমিতি কৃষ্ণসাহচর্য্যেণ রামস্যাপি পুরুষাংশত্বাত্যয়ো জ্ঞেয়ঃ। অত্র তু-শব্দোঽংশকলাভ্যঃ পুংসশ্চ সকাশাৎ ভগবতো বৈলক্ষণ্যং বোধয়তি। যদ্বা অনেন তু-শব্দেন সাবরণা শ্রুতিরিয়ং প্রতীয়তে। ততশ্চ সাবরণা শ্রুতির্বলবতীতি ন্যায়েন শ্রুত্যৈব শ্রুতমপ্যন্যেষাং মহানারায়ণাদীনাং স্বয়ং ভগবত্ত্বং গুণীভূতমাপদ্যতে। এবং পুংস ইতি ভগবানিতি চ প্রথমমুপক্রমোদ্দিষ্টস্য শব্দদ্বয়স্য তৎসহোদরেণ তেনৈব চ শব্দেন প্রতিনির্দ্দেশাত্তাবেব খল্বেতাবিতি স্মারয়তি। উদ্দেশপ্রতিনির্দ্দেশয়োঃ প্রতীতিঃ স্থগিতত্বা তন্নিরসনায় বিদ্বস্তিরেক এব শব্দঃ প্রযুজ্যতে তৎসমো বা। যথা জ্যোতিষ্টোমাধিকারে বসন্তে জ্যোতিষা যজেতেত্যত্র জ্যোতিঃশব্দো জ্যোতিষ্টোমবিষয়ো ভবতীতি। ইন্দ্রারীতি পদ্যার্দ্ধং ত্বত্র নান্বেতি। তু-শব্দেন বাক্যস্য ভেদাৎ। তচ্চ তাবতৈবাকাঙ্ক্ষাপরিপূর্ত্তেঃ একবাক্যত্বে তু চ-শব্দ এবাকরিষ্যত। ততশ্চেন্দ্রারীত্যত্র অর্থাৎ ত এব পূর্ব্বোক্তা মৃড়য়ন্তীত্যায়াতি। অত্র বিশেষজিজ্ঞাসায়াং কৃষ্ণসন্দর্ভো দৃশ্যঃ। তত্তৎপ্রসঙ্গে চ দর্শয়িষ্যতে ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥১৩॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। এতে চ (এই সমস্ত—উক্ত এবং অনুক্ত অবতার সকল) পুংসঃ (পুরুষের) অংশকলাঃ (অংশ এবং বিভূতি); [ইহ] (এই প্রকরণে) [বিংশতিতমাবতারত্বেন] (বিংশতিতম অবতাররূপে) [যঃ] (যিনি) [কথিতঃ] (উক্ত হইয়াছেন), [সঃ] (সেই) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণ) তু (কিন্তু) স্বয়ং (নিজেই) ভগবান্ (ভগবান্)। [তে চ অবতারাঃ] (সেই সমস্ত অবতার) ইন্দ্রারিব্যাকুলং (ইন্দ্রশত্রু দৈত্যগণ কর্ত্তৃক উপদ্রুত) লোকং (জগৎকে) যুগে যুগে (প্রত্যেক যুগে, যুগাবতার-সময়ে) মৃড়য়ন্তি (সুখী করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ। উক্ত এবং অনুক্ত অবতার সকল পুরুষের অংশ ও বিভূতি ; (অবতারগণের নামোল্লেখ সময়ে বিংশতিতম অবতাররূপে যাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, সেই) শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু (পুরুষের অংশ নহেন, বিভূতি নহেন, অংশী পুরুষও নহেন, কিন্তু তিনি) স্বয়ং ভগবান্। (উক্ত অবতার-সকল) দৈত্যগণ কর্ত্তৃক উপদ্রুত জগৎকে যুগে যুগে সুখী করিয়া থাকেন। ১৩।

এতে—পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক-সমূহে কৌমার-শৌকরাদি যে সমস্ত অবতারের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা। **চ**—অনুক্ত সমুচ্চয়-অর্থ প্রকাশ করিতেছে। অবতার অসংখ্য, সকলের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব। কয়েক অবতারের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, আরও অনেকেরই নাম উল্লেখ করা হয় নাই ; এতে-শব্দে উল্লিখিত এবং চ-শব্দে অনুল্লিখিত অবতার-সমূহকে বুঝাইতেছে ; ইঁহারা সকলেই পুরুষের অংশ। **অংশকলাঃ**—অংশ এবং কলা। অংশ দ্রষ্ট

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

—স্বয়ং অংশ এবং অংশাবিষ্টতা হেতু অংশ; স্বয়ং অংশ আবার দুইরকম—পুরুষের সাক্ষাৎ অংশ এবং অংশের অংশ। অংশাবিষ্ট—শক্তি-আদি দ্বারা আবিষ্ট। **কলা**—বিভূতি। অবতার-সমূহের মধ্যে কেহবা পুরুষের সাক্ষাৎ অংশ, কেহবা পুরুষের অংশের বা অংশাংশের অংশ, কেহবা পুরুষের শক্তি-আদি দ্বারা আবিষ্ট, আবার কেহবা পুরুষের বিভূতি। **কৃষ্ণস্তু**—কৃষ্ণঃ+তু; কিন্তু কৃষ্ণ। স্বয়ং ভগবান্ই হউন, আর তাঁহার অন্য কোনও স্বরূপই হউন, যিনিই প্রাকৃত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, সাধারণতঃ তাঁহাকেই অবতার বলা হয়; "অবতারঃ প্রাকৃতবৈভবেঽবতরণম্—ক্রমসন্দর্ভঃ।" অবতারের এই সাধারণ সংজ্ঞা-অনুসারে প্রকট-লীলা-কালে স্বয়ং ভগবান্কেও অবতার বলা হয়। তাই, সাধারণ সংজ্ঞানুসারে অবতারের উল্লেখ-কালে, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে প্রথম স্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ে (জন্মগুহ্যাধ্যায়ে) অন্যান্য অবতারের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামও উল্লিখিত হইয়াছে (১।৩.২৩ শ্লোকে); শ্রীকৃষ্ণকে বিংশতিতম অবতার বলা হইয়াছে; কারণ, শ্রীকৃষ্ণও এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আর ঐ শ্লোকেই বলরামচন্দ্রকে ঊনবিংশ অবতার বলা হইয়াছে। অবতার-সমূহের সঙ্গে সাধারণ-ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লেখ করা হইলেও অন্যান্য অবতার হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের পার্থক্য-জ্ঞাপনও করা হইয়াছে—অন্য কোন অবতারকেই "ভগবান্" বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে "ভগবান্" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। "একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী। রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ ভরম্॥ ১।৩।২৩--ঊনবিংশে ও বিংশ অবতারে ভগবান্ রামকৃষ্ণরূপে বৃষ্ণিবংশে জন্মলীলা প্রকট করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিলেন।" তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই বলা হইয়াছে, লোক-সৃষ্টির অভিপ্রায়ে ভগবান্ পুরুষরূপ ধারণ করিলেন। "জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ। সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া।" (ইহা হইতে বুঝা গেল, ভগবান্ ও পুরুষ একই আবির্ভাবের দুইটী নাম নহে; ভগবান্ হইতেই পুরুষের আবির্ভাব)। যাহা হউক, এই পুরুষ হইতে নানাবিধ অবতারের আবির্ভাব হয়। "এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্। ১।৩।৫॥" এইরূপ উপক্রম করিয়া শ্রীসূত-গোস্বামী কৌমার-শৌকরাদি অনেক অবতারের নাম করিলেন, সঙ্গে শ্রীরাম-কৃষ্ণের নামও করিলেন। ইহাতে কাহারও হয়তো সন্দেহ হইতে পারে যে, কৌমার-শৌকরাদি যেরূপ অবতার, রামকৃষ্ণও বোধ হয় সেইরূপ অবতারই; নতুবা একসঙ্গে একই প্রকরণে সকলের নাম উল্লিখিত হইত না। এরূপ সন্দেহের আশঙ্কা করিয়াই শ্রীসূত-গোস্বামী প্রথমে ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যান্য অবতারের ন্যায় একপর্য্যায়ভুক্ত নহেন; যেহেতু, রামকৃষ্ণের নিজস্ব ভগবত্তা আছে (তাই তাঁহাদিগকে "ভগবান্" বলা হইয়াছে); কিন্তু অন্যান্য অবতার-সকলের নিজস্ব ভগবত্তা নাই (তাই তাঁহাদের সম্বন্ধে "ভগবান্" শব্দ এই প্রকরণে উল্লিখিত হয় নাই), তাঁহাদের ভগবত্তার মূল অন্যের (শ্রীকৃষ্ণের) ভগবত্তা।

ইঙ্গিতে একথা বলিয়া পরে "এতে চাংশকলাঃ" শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, অন্যান্য অবতার-সকল পুরুষের অংশ-কলা মাত্র; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহা নহেন, তিনি স্বয়ং ভগবান্। একথা জানাইবার অভিপ্রায়েই বলিলেন—"কৃষ্ণস্তু"—তু-শব্দে অন্যান্য অবতার হইতে শ্রীকৃষ্ণের পার্থক্য বা বিশেষত্ব সূচিত হইতেছে; সেই বিশেষত্ব বা পার্থক্যটী এই যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, অন্য কেহ স্বয়ং ভগবান্ নহেন।

ভগবান্ স্বয়ং—পুরুষের অংশ বা ভগবানের অংশ বলিয়াই যাঁহার ভগবত্তা নহে; পরন্তু যাঁহার নিজেরই ভগবত্তা আছে। "যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা ১।২।৭৪॥" যাঁহার ভগবত্তা স্বয়ংসিদ্ধ, অন্য-নিরপেক্ষ। **ইন্দ্রারি**—ইন্দ্রের অরি (শত্রু) দৈত্য। **ইন্দ্রারিব্যাকুলং**—দৈত্যগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত। **মৃড়য়ন্তি**—দৈত্যগণকে বিনষ্ট করিয়া জগৎকে সুখী করেন। **যুগে যুগে**—প্রতি যুগে, যথাসময়ে।

পুরুষের অংশরূপ অবতারগণ প্রাকৃত প্রপঞ্চে কি নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়েন, তাহা বলিতেছেন—"ইন্দ্রারিব্যাকুলং" ইত্যাদি বাক্যে। অসুরসংহার-পূর্ব্বক, তাহাদের অত্যাচার হইতে জগৎকে উদ্ধার করিয়া জগতের সুখ-বিধানের নিমিত্তই এই সমস্ত অবতারের প্রাকট্য। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেন অবতীর্ণ হয়েন, তাহাও ইহা হইতে ব্যঞ্জিত হইতেছে—তিনিও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আনন্দ-বিধানের নিমিত্তই অবতীর্ণ হয়েন; কাহার আনন্দ-বিধানের নিমিত্ত? জন্মাদি-লীলা-প্রকটন দ্বারা তাঁহার পরিকরবর্গের আনন্দ-চমৎকারিতা বিধানের উদ্দেশ্যেই প্রাকৃত প্রপঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের অবতার। "নিজ-পরিজন-বৃন্দানামানন্দ-বিশেষ-চমৎকারায় কিমপি মাধুর্য্যং নিজ-জন্মাদিলীলয়া পুষ্ণন্ কদাচিৎ সকললোকদৃশ্যো ভবতি। ক্রমসন্দর্ভঃ॥"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবান্ এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইলেও অবতার-সমূহের মধ্যেই যখন তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তখন অন্যান্য অবতারের ন্যায় তাঁহারাও যে পুরুষের অংশকলা নহেন, ইহা কিরূপে বুঝা যাইবে? উত্তর:—প্রথমত পূর্ব্ববিধি অপেক্ষা পরবিধি বলবান্; এই নিয়মানুসারে, প্রথমতঃ পুরুষের অংশরূপ অবতার-সমূহের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লেখ থাকিলেও, পরে যখন তাঁহাদিগকে ভগবান্ এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইয়াছে, তখন তাঁহারা পুরুষের অংশ হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, সামান্যবিধি অপেক্ষা বিশেষ-বিধির বলবত্তা বশতঃ অবতার-সামান্য-কথনে রামকৃষ্ণের উল্লেখ থাকিলেও বিশেষ-কথনে যখন তাঁহাদিগকে ভগবান্ এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইয়াছে, তখন অন্যান্য অবতারের ন্যায় তাঁহারা পুরুষের অংশ হইতে পারেন না। তৃতীয়তঃ, "শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাদিতি"—ইত্যাদি নিয়মানুসারে শ্রুতি-লিঙ্গাদির পর পর দুর্ব্বলত্ব বশতঃ শ্রুতিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য; সুতরাং সামান্য-অবতার-প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লিখিত হইলেও "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি শ্রুত্যা প্রকরণস্য বাধঃ। ক্রমসন্দর্ভ।—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, এই শ্রুতিদ্বারা প্রকরণ বাধা প্রাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, তিনি পুরুষের অংশরূপে অবতার নহেন—ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে।"

আরও প্রশ্ন হইতে পারে, রামকৃষ্ণকে ভগবান্ বলা হইল (১।৩।২৩ শ্লোকে); এবং পরে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইল, কিন্তু রাম বা বলরাম সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলা হইল না। এমতাবস্থায় বলরামের স্বরূপ কি? উত্তর:—রামকৃষ্ণকে যখন ভগবান্ বলা হইয়াছে, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বলরামচন্দ্র পুরুষের অংশ নহেন; অবশ্য তিনি স্বয়ং ভগবান্ও নহেন; স্বয়ং ভগবান্ একাধিক থাকিতে পারেন না; কাজেই তিনি স্বয়ং ভগবানের অংশ-রূপ অবতার (পুরুষের অংশরূপ নহেন); অথবা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন কলেবর বা বিলাস-মূর্ত্তিই হইবেন।

আরও প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ যদি অন্যান্য অবতারের পর্য্যায়ভুক্তই না হইবেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিংশতিতম অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হইল কেন? উত্তর:—স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মার একদিনে একবার অবতীর্ণ হয়েন; তাঁহার অবতরণের সময়ে যদি যুগাবতারাদির সময়ও উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও যুগাবতারাদি আর স্বতন্ত্র ভাবে অবতীর্ণ হয়েন না, কৃষ্ণের শরীরের মধ্যেই তাঁহারা আশ্রয় লাভ করেন, সেই স্থান হইতেই তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যনির্ব্বাহ করেন। যে কল্পের অবতার-সমূহের কথা প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, সেই কল্পে বিংশতিতম যুগাবতারের সময়েই স্বয়ং ভগবানের অবতারের সময় হইয়াছিল বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই অবতীর্ণ হইলেন, বিংশতিতম যুগাবতার আর স্বতন্ত্রভাবে অবতীর্ণ হইলেন না; পরন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের দেহমধ্যেই অবস্থিত রহিলেন; এই দেহমধ্যস্থ যুগাবতার দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ ভূভার-হরণাদি যুগাবতারের কার্য্য-নির্ব্বাহ করাইলেন। যুগাবতারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকায়, শ্রীকৃষ্ণের দেহদ্বারাই যুগাবতারের কার্য্য-নির্ব্বাহ হইয়াছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই বিংশতিতম অবতার বলা হইয়াছে। "শ্রীকৃষ্ণের যেই হয় অবতারকাল। ভারহরণ কাল তাতে হইল মিশাল॥ পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥ ১।৪।৮-৯॥" শ্রী, ভা, ১।৩।২৩ শ্লোকেও বলা হইয়াছে যে, রামকৃষ্ণ ভূভার হরন করিয়াছেন, কিন্তু ভূভার-হরণ স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নহে (স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নহে ভূ-ভারহরণ।১।৪।৭); ইহা যুগাবতারের কার্য্য। ইহা হইতেও বুঝা যায়, স্বয়ং ভগবানের অভ্যন্তরস্থিত যুগাবতারের কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে বিংশতিতম অবতার বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে যুগাবতার মাত্র নহেন, পরন্তু স্বয়ং ভগবান্, তাহা অন্যান্য লীলা (ব্রজলীলাদি) দ্বারা প্রমাণিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার নহেন, পরন্তু তিনি যে অবতারী, তাহাই এই শ্লোকে প্রমাণিত হইল। এই শ্লোকটীও শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে পরিভাষা-শ্লোক।

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥ ৫৫
তবে সূতগোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥ ৫৬
অবতার সব—পুরুষের কলা অংশ।
কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব-অবতংস ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৫। এক্ষণে তিন পয়ারে "এতে চাংশ" শ্লোকের সার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন। প্রথম দুই পয়ারে তাহার সূচনা করিতেছেন।

সব অবতারের—যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার প্রভৃতি সমস্ত অবতারের এবং স্বয়ং ভগবানের অবতরণের। অবতার-শব্দের সাধারণ সংজ্ঞা পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকার্থে দ্রষ্টব্য।

সামান্য লক্ষণ—সাধারণ চিহ্ন; সমস্ত অবতারের মধ্যেই যে লক্ষণ দৃষ্ট হয়; ভগবদ্ধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতরণই এই সাধারণ লক্ষণ। অবতারের স্বরূপ, সময় ও লীলাদি দ্বারা বিশেষ লক্ষণ নির্দ্ধারিত হয়। **তার মধ্যে**—সমস্ত অবতারের মধ্যে। **কৃষ্ণচন্দ্রের**—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের। **করিল গণন**—উল্লেখ করা হইয়াছে। অবতার-সমূহের নামোল্লেখ-কালে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামও একই সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকার্থ দ্রষ্টব্য)

৫৬। **তবে**—সমস্ত অবতারের সঙ্গে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করায়। **সূত-গোসাঞি**—নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে উগ্রশ্রবা-নামক সূত শ্রীশুকদেব-গোস্বামীর কথিত শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করিয়াছিলেন। প্রথমস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে অবতার-সম্বন্ধ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীসূতগোস্বামীরই উক্তি। **পাঞা বড় ভয়**—অত্যন্ত ভীত হইয়া; অন্যান্য অবতারের সঙ্গে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামোল্লেখ করায় শ্রীকৃষ্ণের মহিমা খর্ব্ব হইয়াছে বলিয়া সূতগোস্বামীর ভয় হইয়াছে। বিশেষতঃ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ নহেন, অবতারের মধ্যে তাঁহার নাম দেখিয়া তাঁহারা হয়তো শ্রীকৃষ্ণকেও সাধারণ অবতার বলিয়া মনে করিতে পারেন; তাহাতে বিপ্রলিপ্সা বা জ্ঞান-শাঠ্যের আশঙ্কা করিয়াও সূতগোস্বামীর ভয় হইতে পারে। **যার যে লক্ষণ**—উল্লিখিত অবতার সমূহের মধ্যে যাঁহার যে বিশেষ পরিচয় বা স্বরূপ তাহা; তাঁহাদের মধ্যে কে কে অবতারী-পুরুষের অংশ, আর কে স্বয়ং-ভগবানের অংশ, কে-ই বা ভগবান্ (যিনি বিশেষ উদ্দেশ্যে স্বয়ংই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন,) এ সব সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ। **করিল নিশ্চয়**—নির্দ্ধারিত করিলেন; স্পষ্টরূপে জানাইলেন (সূত-গোসাঞি)।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারে "সূত গোসাঞি" স্থলে "শুকদেব" পাঠ আছে; কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না; কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের অবতার-সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলি শ্রীসূতগোস্বামীরই উক্তি, শ্রীশুকদেবের উক্তি নহে।

৫৭। যে অবতারের যে লক্ষণ বা স্বরূপ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন। এই পয়ারে "এতে চাংশ" শ্লোকের সার মর্ম্ম প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহা এই:—অবতার-প্রকরণে যাঁহাদের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্, (বলদেব তাঁহার বিলাস-রূপ অংশ) এবং অন্যান্য অবতারগণ কেহ বা পুরুষের অংশ, আর কেহ বা পুরুষের বিভূতি।

অবতার সব—শ্রীকৃষ্ণ (এবং শ্রীবলদেব) ব্যতীত অন্য সমস্ত উল্লিখিত এবং অনুল্লিখিত অবতার। **পুরুষের**—ষোড়শ-কলাত্মক পুরুষের। সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ অংশে পুরুষ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এই পুরুষ শ্রীভগবানের অংশ। পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকার্থ এবং শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।১ শ্লোক দ্রষ্টব্য। **কলা**—বিভূতি (ক্রমসন্দর্ভ)। **অংশ**—পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকার্থ দ্রষ্টব্য। প্রাকৃত জগতে কোনও বস্তুর বিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছেদযোগ্য খণ্ডকে তাহার অংশ বলা হয়; কিন্তু শ্রীভগবানের অংশ-অবতার এইরূপ নহেন, শ্রীভগবানের বিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছেদযোগ্য খণ্ডমাত্র নহেন; শ্রীভগবান্ বিভু—সর্ব্বব্যাপক বস্তু, তাঁহার কোনও বিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছেদযোগ্য অংশ

পূর্ব্বপক্ষ কহে--তোমার ভাল ত ব্যাখ্যান।
পরব্যোম-নারায়ণ—স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৫৮
তিঁহো আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি, কি আর বিচার ? ॥ ৫৯
তারে কহে—কেন কর কুতর্কানুমান ?।
শাস্ত্র-বিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ ॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

থাকিতে পারে না। বাস্তবিক, অংশই হউন, আর স্বয়ংরূপই হউন, ভগবৎ-স্বরূপ মাত্রই পূর্ণ, নিত্য, শাশ্বত। "সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥ পরমানন্দ সন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ। সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ল, ভা, শ্রীকৃষ্ণামৃত।৪৪॥" সমস্ত স্বরূপ পূর্ণ হইলেও শক্তিসমূহের অভিব্যক্তির তারতম্য-অনুসারে অংশ ও অংশী সংজ্ঞা হইয়া থাকে। যে স্বরূপে সমস্ত শক্তি পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাঁহার নাম স্বয়ংরূপ ; আর যে সকল স্বরূপে সমস্ত শক্তি অভিব্যক্ত হয় নাই, অভিব্যক্ত হইলেও পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হয় নাই, সেই সমস্ত স্বরূপকে বলে অংশ ; এইরূপে স্বাংশ এবং বিলাসাদি সমস্তই স্বয়ংরূপের অংশ ; কারণ, স্বাংশ-বিলাসাদিতে স্বয়ংরূপের ন্যায় শক্তির বিকাশ নাই। "অত্রোচ্যতে পরেশত্বাৎ পূর্ণা যদ্যপি তেঽখিলাঃ। তথাপ্যখিল-শক্তীনাং প্রাকট্যং তত্র নো ভবেৎ॥ অংশত্বং নাম শক্তীনাং সদাল্পাংশ-প্রকাশিতা। পূর্ণত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব নানাশক্তি-প্রকাশিতা ॥ ল, ভা, কৃষ্ণামৃত ॥৪৫।৪৬॥" স্বয়ংরূপ যদৃচ্ছাক্রমে নানাশক্তি প্রকাশ করিতে পারেন ; কিন্তু অংশরূপ তাহা পারেন না—ইহাই পার্থক্য। এস্থলে শক্তি-শব্দের তাৎপর্য্য এই :—"শক্তিরৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপা-তেজোমুখা গুণাঃ। ল-ভা, কৃষ্ণামৃত ॥৮৯॥—ঐশ্বর্য্য (নিখিল-স্বামিত্ব), মাধুর্য্য (সর্ব্বাবস্থায় চারুতা), কৃপা (অহৈতুকী ভাবে পরদুঃখ-নাশের ইচ্ছা), তেজঃ (কাল ও মায়াদিকেও অভিভবকারী প্রভাব) এবং সর্ব্বজ্ঞতা, ভক্তবাৎসল্য ও ভক্তবশ্যতাদি গুণকে শক্তি বলে।"

সর্ব্ব-অবতংস—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; সকলের আশ্রয় এবং সমস্ত কারণের কারণ।

৫৮।৫৯। কবিরাজ-গোস্বামী পূর্ব্ব পয়ারে "এতে চাংশ" শ্লোকের যে অর্থ করিয়াছেন, কেহ কেহ হয়তো তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন ; খণ্ডনের উদ্দেশ্যে তাই তিনি দুই পয়ারে সম্ভাবিত আপত্তি উত্থাপিত করিতেছেন। আপত্তিটী এই :—"কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান্—এইরূপ অন্বয় ধরিয়াই পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারে পূর্ব্ব-কথিতরূপ অর্থ পাওয়া গিয়াছে ; কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ—এইরূপ অন্বয় করিলে শ্লোকের অর্থ হইবে এই যে, স্বয়ং ভগবানই (পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই) কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার—ইহাই সমীচীন অর্থ।" ৫৮।৫৯ পয়ারে পূর্ব্বপক্ষের এই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষ—আপত্তিকারী। **তোমার ভাল ত ব্যাখ্যান**—কবিরাজ ! তুমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছ, তাহাতো অতি সুন্দর ! (ইহা পূর্ব্বপক্ষের উপহাস-উক্তি) ; তাৎপর্য্য এই যে, "কবিরাজ ! তুমি যে ব্যাখ্যা করিলে, তাহা সঙ্গত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, শ্লোকের অর্থে তাহা প্রকাশ পায় না। শ্লোকের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা বলিতেছি, শুন।" **পরব্যোম-নারায়ণ**—পরব্যোমাধিপতি চতুর্ভুজ নারায়ণ। **স্বয়ং ভগবান্**—নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্, কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ নহেন। (ইহা বিরুদ্ধবাদীর অর্থ) **তিঁহো**—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ। **আসি ইত্যাদি**—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই কৃষ্ণরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিতেছেন। সুতরাং নারায়ণের অবতারই কৃষ্ণ। শ্লোক হইতে এইরূপ অর্থই পাওয়া যাইতেছে ; এ সম্বন্ধে আবার বিচার কি থাকিতে পারে ? **শ্লোকে**—"এতে চাংশ" শ্লোকে।

৬০। কবিরাজ গোস্বামী উক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিতেছেন। **তারে কহে**—পূর্ব্বপক্ষকে বলে (কবিরাজ গোস্বামী)। **কুতর্কানুমান**—কুতর্কমূলক অনুমান। শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্কের নাম কুতর্ক। **অনুমান**—ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞানজন্য জ্ঞানকে অনুমান বলে (শব্দকল্পদ্রুম)। যেমন, কোনও পর্ব্বতে ধূম দেখিলেই তাহাতে অগ্নি আছে বলিয়া যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই অনুমান। এইরূপে, "এতে চাংশ" শ্লোকে "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" এইভাবে শব্দগুলি বসাইলে একরূপ অন্বয় হইতে পারে বটে এবং এই অন্বয়-মূলে একটা অর্থও হইতে পারে। ইহা

তথাহি একাদশীতত্ত্বে ধৃতো ন্যায়ঃ—
অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥ ১৪

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয়॥ ৬১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অনুবাদমনুক্ত্বৈব ইত্যাদি। অনুবাদং জ্ঞাতবস্তু, অনুক্ত্বা ন কথয়িত্বা, তু অবধারণে, বিধেয়ং অজ্ঞাতবস্তু ন উদীরয়েৎ ন কথয়েৎ। যতঃ ন হি অলব্ধাস্পদং ন লব্ধং আস্পদং স্থানং যেন তথাভূতং কিঞ্চিৎ কুত্রচিদপি প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিষ্ঠাং লভতে প্রামাণ্যং গচ্ছতি ॥১৪॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইল, ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমানের ন্যায়, অন্বয় দেখিয়া অর্থের অনুমান। কিন্তু এইরূপ অর্থের অনুমান শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ইহাকে কুতর্কানুমান বলা হইয়াছে। ইহা কিরূপে শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইল, তাহা পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে দেখাইয়াছেন। **শাস্ত্রবিরুদ্ধার্থ**—শাস্ত্রবিরুদ্ধ অর্থ; যে অর্থ শাস্ত্রোক্তির বিরোধী। **কভু**—কখন। **না হয় প্রমাণ**—প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কুতর্কমূলক অনুমানে একই বাক্যের নানারূপ অর্থ হইতে পারে বটে, কিন্তু এই সকল অর্থের মধ্যে যে সকল অর্থ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহারা প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। পূর্ব্বপয়ারোক্ত (স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ এইরূপ অন্বয়মূলক) অর্থ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া তাহা প্রামাণ্য নহে। ইহাই তাৎপর্য্য।

কোনও বাক্যের অর্থ করিতে হইলে, যে শাস্ত্রবিহিত প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়, পূর্ব্বপক্ষ সেই প্রণালীকে যে উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে নিম্নে "অনুবাদমনুক্ত্বে" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইতেছে।

শ্লো। ১৪। **অন্বয়।** অনুবাদং (জ্ঞাতবস্তু) অনুক্ত্বা (না বলিয়া) তু (কিন্তু) বিধেয়ং (অজ্ঞাতবস্তু) ন উদীরয়েৎ (বলা উচিত নহে); [যতঃ] (যেহেতু) অলব্ধাস্পদং (যে বস্তুর আশ্রয় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই এমন) কিঞ্চিৎ (কোনও বস্তু) কুত্রচিৎ (কোনও স্থানেই) নহি প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠা পাইতে পারেই না)।

অনুবাদ। অনুবাদ না বলিয়া কিন্তু বিধেয় বলা উচিত নহে। যেহেতু, যে বস্তুর আশ্রয় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, এমন কোনও বস্তু কোনও স্থানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেই পারে না। ১৪।

অনুবাদ—জ্ঞাতবস্তু। **বিধেয়**—অজ্ঞাত বস্তু। **অলব্ধাস্পদ**—আশ্রয়হীন।

বাক্যরচনা-সম্বন্ধে অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধি এই যে, প্রথমে জ্ঞাতবস্তু-বাচক শব্দটী বসাইতে হইবে, তাহার পরে তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত-বস্তু-বাচক শব্দটী বসাইতে হইবে; কোনও সময়েই এই বিধির অন্যথাচরণ করা উচিত নহে, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। এইরূপ বিধির হেতু এই যে, জ্ঞাতবস্তুকে আশ্রয় করিয়াই তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশিত হয়; জ্ঞাতবস্তুর উল্লেখ না করিয়াই তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশ করিলে কেহই কিছু বুঝিতে পারে না, সুতরাং বাক্যের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

শ্রীভাঃ ১।৩।২৩ শ্লোকে বিংশতিতম অবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং "কৃষ্ণ" হইল জ্ঞাতবস্তু বা অনুবাদ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্, তাহা উক্ত শ্লোকে বলা হয় নাই; সুতরাং কৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা হইল অজ্ঞাতবস্তু বা বিধেয়; "অনুবাদমনুক্ত্বা তু" ইত্যাদি বচনানুসারে অনুবাদ "কৃষ্ণ" শব্দ পূর্ব্বে বসিবে এবং বিধেয় "স্বয়ং ভগবান্" শব্দ পরে বসিবে; সুতরাং "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এইরূপ অন্বয়ই শাস্ত্রসম্মত।

প্রতিপক্ষের "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" এইরূপ অন্বয়ে উক্ত শাস্ত্রবিধির লঙ্ঘন করা হইয়াছে বলিয়া ঐ অন্বয় এবং তদনুকূল অর্থ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, সুতরাং গ্রহণের অযোগ্য; ইহা দেখাইবার নিমিত্তই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত অন্বয় কিরূপে এই বিধির প্রতিকূল হইল, পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে তাহা দেখান হইয়াছে।

৬১। শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। বাক্যের প্রথমে অনুবাদ-বাচক শব্দ বসাইবে, তারপরে বিধেয়-বাচক শব্দ বসাইবে।

'বিধেয়' কহিয়ে তারে—যে বস্তু অজ্ঞাত।
'অনুবাদ' কহি তারে—যেই হয় জ্ঞাত ॥ ৬২
যৈছে কহি—এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র অনুবাদ, ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য ॥ ৬৩
বিপ্রত্ব বিখ্যাত, তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাত ॥ ৬৪
তৈছে ইহাঁ অবতার সব হৈল জ্ঞাত।
কার অবতার ?—এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥ ৬৫
"এতে'-শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
"পুরুষের অংশ" পাছে বিধেয় সংবাদ ॥ ৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬২। অনুবাদ ও বিধেয় কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছেন। অজ্ঞাত বস্তুকে বিধেয় বলে; আর জ্ঞাতবস্তুকে অনুবাদ বলে। যাহা জানা নাই, তাহা অজ্ঞাত; আর যাহা জানা আছে, তাহা জ্ঞাত।

৬৩। দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুবাদ ও বিধেয় বুঝাইতেছেন। যেমন "এই বিপ্র পরম পণ্ডিত" এই বাক্যে বিপ্র-শব্দ অনুবাদ-বাচক এবং পরম-পণ্ডিত শব্দ বিধেয়-বাচক। ইহার হেতু পরবর্ত্তী পয়ারে দ্রষ্টব্য। বিপ্র—ব্রাহ্মণ।

৬৪। কিরূপে বিপ্র-শব্দ অনুবাদ হইল এবং পরম-পণ্ডিত-শব্দ বিধেয় হইল, তাহা বলিতেছেন।

বিপ্রত্ব বিখ্যাত—যে লোকটীকে লক্ষ্য করিয়া বাক্য বলা হইয়াছে, তিনি যে বিপ্র (ব্রাহ্মণ), তাহা তাঁহার উপবীত দেখিয়াই বুঝা যায়; সুতরাং তাঁহার বিপ্রত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব জ্ঞাত বিষয়; এজন্য বিপ্রশব্দ অনুবাদ-বাচক।

পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত—পাণ্ডিত্যের কোনও চিহ্ন উপবীতের ন্যায় দেহে থাকে না; আলাপ করিলেই, অথবা অপর কেহ জানাইয়া দিলেই তাহা জানা যায়; তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত বস্তু। "এ বিপ্র পরম পণ্ডিত" এই বাক্যটী যাহাদের নিকট বলা হইয়াছে, তাহারা বিপ্রের পাণ্ডিত্য-সম্বন্ধে কিছু জানিত না; সুতরাং তাহাদের নিকটে পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত বলিয়া "পরম-পণ্ডিত"-শব্দ বিধেয়-বাচক হইল। **অতএব ইত্যাদি**—বিপ্র শব্দ অনুবাদ-বাচক এবং "পরম পণ্ডিত"-শব্দ বিধেয়-বাচক বলিয়া বিপ্র-শব্দ বাক্যের প্রথমে এবং পরম-পণ্ডিত শব্দ বাক্যের শেষ ভাগে বসিয়াছে। এই উদাহরণে অনুবাদ ও বিধেয়ের স্থানসম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি রক্ষিত হইয়াছে।

৬৫। এক্ষণে উক্ত বিধি-অনুসারে অন্বয় করিয়া "এতে চাংশ" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন এবং দেখাইতেছেন যে, বিরুদ্ধবাদীর অন্বয় শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। "এতে চাংশ" শ্লোকে অনুবাদ-বাচক শব্দ কোন্‌টী এবং বিধেয়-বাচক শব্দই বা কোন্‌টী তাহাই প্রথমে স্থির করিতেছেন—এই পয়ারে।

তৈছে—তদ্রূপ। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৩শ পয়ারের "যৈছে" শব্দের সহিত ইহার অন্বয়। "এ বিপ্র পরম পণ্ডিত" এই বাক্যে যেমন (যৈছে) আগে অনুবাদ ও পরে বিধেয় বসিয়াছে, তদ্রূপ (তৈছে) "এতে চাংশ" শ্লোকের অন্বয়েও আগে অনুবাদ ও পরে বিধেয় বসিবে। **ইহাঁ**—"এতে চাংশ" শ্লোকে। "এতে চাংশ" শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক-সমূহে সর্ব্ববিধ অবতারের নামোল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং যিনি প্রথম হইতে সমস্ত শ্লোক পড়িতে পড়িতে শেষ কালে "এতে চাংশ" শ্লোক পড়িতে আরম্ভ করিবেন, সমস্ত অবতারের নামই তাঁহার জানা থাকিবে (জ্ঞাতবস্তু হইবে); এই শ্লোকে "এতে" শব্দে ঐ সমস্ত অবতারকেই সূচিত করা হইয়াছে, পড়িতে পড়িতে পাঠক তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং অবতার-জ্ঞাপক "এতে" শব্দ হইল অনুবাদ। **কার অবতার**—যে সমস্ত অবতারের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা কে কাহার অবতার। **এই বস্তু অবিজ্ঞাত**—কে কাহার অবতার, তাহা জানা নাই; কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক-সমূহে তাহা বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। সুতরাং এই অজ্ঞাত-বস্তু-বাচক শব্দটই হইবে বিধেয়। শ্লোকে "পুংসঃ অংশকলাঃ—পুরুষের অংশ ও কলা" পদে, তাঁহারা যে পুরুষেরই অবতার, তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে—অজ্ঞাতবস্তুর (অবতারের স্বরূপের) পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং "পুংসঃ অংশকলাঃ"ই হইল বিধেয়।

৬৬। "এতে" শব্দ অনুবাদ-বাচক এবং "অংশকলাঃ" শব্দ বিধেয়বাচক বলিয়া শ্লোকের অন্বয়ে "এতে" শব্দ আগে বসিবে এবং "অংশকলাঃ" শব্দ পরে বসিবে। "এতে পুংসঃ অংশকলাঃ" এইরূপই অন্বয় হইবে।

তৈছে কৃষ্ণ অবতার-ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাহার বিশেষ জ্ঞান—সেই অবিজ্ঞাত ॥ ৬৭
অতএব 'কৃষ্ণ'-শব্দ আগে অনুবাদ।
'স্বয়ংভগবত্ত্ব' পিছে বিধেয় সংবাদ ॥ ৬৮
'কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত্ব' ইহা হৈল সাধ্য।
'স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব' হৈল বাধ্য ॥ ৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এতে শব্দে ইত্যাদি—"এতে" শব্দে অবতারের (উল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং ইহা) অনুবাদ (এবং অনুবাদ বলিয়া) আগে (বসিয়াছে)। **পুরুষের অংশ—ইত্যাদি**—"পুরুষের অংশ" (পুংসঃ অংশকলাঃ) শব্দ পাছে (শেষে বসিয়াছে; যেহেতু ইহা) বিধেয়-সংবাদ-(জ্ঞাপক)।

বিধেয়-সংবাদ—বিধেয়ের (অজ্ঞাত বস্তুর) সংবাদ (পরিচয়) আছে যাহাতে; যাহা অজ্ঞাতবস্তুর পরিচয় জ্ঞাপন করে।

এই পয়ারে শ্লোকস্থ "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ" অংশের অন্বয় করা হইল।

৬৭। "এতে চাংশ" শ্লোকের প্রথম চরণের দুইটী অংশ—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ" এক অংশ; "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" আর এক অংশ। পূর্ব্ব পয়ারে প্রথমাংশের অন্বয় করিয়া এক্ষণে দ্বিতীয়াংশের অন্বয় করিতেছেন। এই দ্বিতীয়াংশে অনুবাদ-বাচক-শব্দ কোন্‌টী এবং বিধেয়-বাচক শব্দই বা কোন্‌টী, তাহা এই পয়ারে বলিতেছেন।

তৈছে—তদ্রূপ; পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক-সমূহে অবতার-সমূহের নাম উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া অবতার-সমূহ যেমন জ্ঞাতবস্তু হইয়াছে, তদ্রূপ (তৈছে) অবতার-সমূহের মধ্যে কৃষ্ণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া কৃষ্ণও জ্ঞাতবস্তু। **কৃষ্ণ অবতার ভিতরে ইত্যাদি**—অবতার (সমূহের নামের) ভিতরে (মধ্যে—কৃষ্ণের নামও উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া) কৃষ্ণ জ্ঞাতবস্তু হইলেন; সুতরাং **তাহার বিশেষ জ্ঞান**—কৃষ্ণের বিশেষ জ্ঞান; কৃষ্ণের স্বরূপ।

সেই অবিজ্ঞাত—তাহা অবিদিত; জানা নাই। কৃষ্ণ যে অবতার, একথামাত্র পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহ হইতে জানা গিয়াছে; কিন্তু ভগবানের বা পুরুষের যে অংশ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহাকেও অবতার বলে; আর স্বয়ংভগবান্ যখন প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তখন তাঁহাকেও অবতার বলে। শ্রীকৃষ্ণ যে কোন্ রকমের অবতার, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহ হইতে জানা যায় নাই। "ভগবান্ স্বয়ং" শব্দে কৃষ্ণের বিশেষ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং "ভগবান্ স্বয়ং" শব্দ হইল বিধেয়-বাচক।

৬৮। **অতএব**—"কৃষ্ণ" শব্দ জ্ঞাত এবং "স্বয়ং ভগবান্" শব্দ অজ্ঞাত বস্তু সূচনা করে বলিয়া। **কৃষ্ণ শব্দ আগে ইত্যাদি**—কৃষ্ণ-শব্দ আগে (বসিবে; কারণ, ইহা) অনুবাদ (জ্ঞাতবস্তু-বোধক)। **স্বয়ং ভগবত্ত্ব ইত্যাদি**—"স্বয়ং ভগবান্" শব্দ পিছে (শেষে—বসিবে; কারণ, ইহা) বিধেয়-সংবাদ (অজ্ঞাত বস্তুর পরিচয়-জ্ঞাপক শব্দ)। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহ হইতে জানা যায় নাই বলিয়া স্বয়ংভগবত্ত্ব অজ্ঞাত বস্তু (বিধেয়) হইল। **বিধেয়-সংবাদ**—পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৬শ পয়ারে দ্রষ্টব্য।

৬৯। **সাধ্য**—সাধনীয়, প্রকাশিতব্য; সুতরাং বিধেয়। কৃষ্ণ হইলেন জ্ঞাত বস্তু; কিন্তু তাঁহার স্বয়ং-ভগবত্তা (কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ ইহা) অজ্ঞাতবস্তু; কৃষ্ণের বিশেষ পরিচয়ই হইল তাঁহার স্বয়ংভগবত্তা; সুতরাং তাঁহার বিশেষ পরিচয় দিতে হইলে তাঁহার স্বয়ংভগবত্তার কথাই প্রকাশ করিতে হইবে; তাই বলা হইয়াছে, **"কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা ইহা হৈল সাধ্য"** (সাধনীয় বা প্রকাশনীয়, সুতরাং ইহাই বিধেয়)। স্বয়ংভগবত্তাই সাধ্য বা বিধেয় হওয়াতে "কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান্" এইরূপ অন্বয়ই শাস্ত্রসিদ্ধ হইবে এবং "শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, তিনিই অবতারী" এইরূপ অর্থই শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া প্রামাণ্য হইবে। **বাধ্য**—বাধা প্রাপ্ত; অসিদ্ধ; শাস্ত্রবিরুদ্ধ। "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" এইরূপ অন্বয় গ্রহণ করিলে, স্বয়ংভগবান্ শব্দ আগে বসে; সুতরাং "স্বয়ং ভগবান্‌কে" অনুবাদ বলিয়া মনে করিতে হয়; আর কৃষ্ণ-শব্দ পরে বসে বলিয়া "কৃষ্ণকে" বিধেয় বলিয়া মনে করিতে হয়। কিন্তু "স্বয়ং ভগবান্" শব্দ অনুবাদ হইতে পারে না; কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহে "স্বয়ং ভগবান্" শব্দও ব্যবহৃত

কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন ॥ ৭০
'নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্।
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ—ঐছে করিত ব্যাখ্যান ॥ ৭১
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ-বিজ্ঞ বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ ৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হয় নাই, স্বয়ংভগবান্ সম্বন্ধে কিছু বলাও হয় নাই; সুতরাং "স্বয়ং ভগবান্" অজ্ঞাতবস্তু—জ্ঞাতবস্তু (অনুবাদ) নহে। আবার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহে "কৃষ্ণ"-শব্দের উল্লেখ থাকায় "কৃষ্ণ" জ্ঞাতবস্তু (অনুবাদ) হইলেন, অজ্ঞাতবস্তু (বিধেয়) হইলেন না। সুতরাং "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" এইরূপ অন্বয় শাস্ত্রসম্মত নহে, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ (শাস্ত্রদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত বা বাধ্য)। তাই বলা হইয়াছে **"স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব** হৈল বাধ্য।"

কবিরাজ গোস্বামীর অর্থই শাস্ত্রসম্মত এবং বিরুদ্ধবাদীর অর্থ (অর্থাৎ নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অংশ—অবতার—এইরূপ অর্থ) শাস্ত্রবিরুদ্ধ—তাহাই এই পয়ারে বলা হইল।

৭০। অন্য যুক্তিদ্বারা বিরুদ্ধবাদীর অর্থ খণ্ডন করিতেছেন, দুই পয়ারে।

শ্রীকৃষ্ণ অংশী স্বয়ং-ভগবান্, নারায়ণ তাঁহার বিলাস-রূপ অংশ; ইহাই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য; যদি নারায়ণই অংশী স্বয়ং-ভগবান্ হইতেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অংশ হইতেন, তাহা হইলে শ্রীসূত-গোস্বামীও "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" না বলিয়া তদ্বিপরীত বাক্য (স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ এইরূপ) বলিতেন। তাহা যখন বলেন নাই, তখন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্—এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

বিপরীত—উল্টা; "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই বাক্যের বিপরীত; "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" ইহাই বিপরীত বাক্য। **সূতের বচন**—শ্রীসূত-গোস্বামীর বাক্য; শ্লোকস্থ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" বাক্য।

কোনও কোনও গ্রন্থে (ঝামটপুরের গ্রন্থেও) "সূতের" স্থলে "শুকের" পাঠ আছে; কিন্তু ৫৬শ পয়ারোক্ত কারণবশতঃ "সূতের" পাঠই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

৭১। যদি বলা যায়, সূত-গোস্বামীর "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" পাঠ ঠিক রাখিয়াও অন্বয়কালে স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" এইরূপ অন্বয় করিয়াও অর্থ করা যাইতে পারে। এই অন্বয়ে নারায়ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিলে এবং "স্বয়ং ভগবান্'-শব্দ বাক্যে অনুবাদের স্থানে থাকায়, নারায়ণের অনুবাদত্ব সম্বন্ধেও আশঙ্কা হইতে পারে না; কারণ, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের নাম সকলেই জানেন; নারায়ণ জ্ঞাতবস্তু বলিয়া অনুবাদ হইতে পারেন; সুতরাং "স্বয়ং ভগবান্" (নারায়ণ) শব্দ বাক্যের প্রথমে থাকায় কোনও দোষ হয় না। আর পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহে কৃষ্ণ-শব্দের উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে, কৃষ্ণের কোনও বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় নাই; "এতে চাংশ" শ্লোকে কৃষ্ণের বিশেষ পরিচয় দিতেছেন যে—তিনি স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণের অংশ; এই ভাবে কৃষ্ণ-শব্দ বিধেয়-বাচক হইতে পারে। বিরুদ্ধবাদীর এইরূপ আপত্তির উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"নারায়ণ অংশী ইত্যাদি।"

নারায়ণ অংশী ইত্যাদি—শ্লোকস্থ বাক্য ঠিক রাখিয়া অন্বয়কালে "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" এইরূপ অন্বয় যদি শাস্ত্রসম্মত হইত, তাহা হইলে শ্রীধরস্বামি-প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীন টীকাকারগণই তদনুরূপ ব্যাখ্যা করিতেন; "স্বয়ং ভগবান্ যে নারায়ণ, তিনিই অংশী; তিনিই অংশে শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন"—এইরূপেই তাঁহারা "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" বাক্যের অথ করিতেন। কিন্তু কোনও টীকাকারই এইরূপ অর্থ করেন নাই। সুতরাং মহাজনের অনুমোদিত নহে বলিয়া বিরুদ্ধবাদীর অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে না। **করিত ব্যাখ্যান**—প্রাচীন টীকাকারগণ ঐরূপ ব্যাখ্যা করিতেন।

৭২। যদি বলা যায়,—সূত-গোস্বামী ভ্রমবশতঃই "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণ" স্থানে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" বলিয়াছেন; অথবা শ্রীধরস্বামি-প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারগণও বুঝিতে না পারিয়া "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" এইরূপ অন্বয়-মূলে অর্থ করেন নাই। **ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, সূত-গোস্বামীর ভ্রম অসম্ভব এবং শ্রীধরস্বামী-প্রভৃতি**

বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি, কহিতে কর রোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ-দোষ ॥ ৭৩

যার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ংভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥ ৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রাচীন মহাজনগণের বোধ-শক্তির অভাব কল্পনা করাও যায় না। কারণ, সূত-গোস্বামী ঋষি, বিজ্ঞ ব্যক্তি; শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি প্রাচীন মহাজনগণও ভগবদনুভবশীল নির্ধূতদোষ বিজ্ঞ ব্যক্তি। ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ সাধারণ লোকের মধ্যেই দৃষ্ট হয়; ঋষিবাক্যে ও বিজ্ঞবাক্যে এই সকল দোষ লক্ষিত হয় না, হইতেও পারে না; কারণ, মায়ার প্রভাবেই দোষের উদ্ভব; ঋষি ও ভগবদনুভবশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মায়ার অতীত।

ভ্রম—ভ্রান্তি; যাহা যে বস্তু নহে, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া মনে করার নাম ভ্রম; যেমন, ঝিনুক দেখিয়া রৌপ্য বলিয়া জ্ঞান করা; ইহা ভ্রম। **প্রমাদ**—অনবধানতা; মনোযোগের অভাববশতঃ ইহার উদ্ভব। এক রকম কথা বলা হইল; কিন্তু মনোযোগের অভাববশতঃ শ্রোতা বাক্যের সমস্ত শব্দ শুনিতে না পাইয়া যদি অন্য রকম অর্থ বোধ করে, তাহা হইলে তাহার "প্রমাদ" দোষ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

বিপ্রলিপ্সা—বি+প্র+লিপ্সা; বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা। **করণাপাটব**—করণ+অপাটব; করণ অর্থ ইন্দ্রিয়; অপাটব অর্থ—পটুতার অভাব; করণাপাটব অর্থ ইন্দ্রিয়ের অপটুতা বা অসামর্থ্য। যেমন কামলা রোগে দূষিত চক্ষুঃ সমস্ত বস্তুকে, এমন কি শুভ্র শঙ্খকেও হরিদ্রাবর্ণ দেখে; ইহা তাহার করণাপাটব দোষ।

আর্ষ-বিজ্ঞ-বাক্যে—আর্ষ বাক্যে ও বিজ্ঞ-বাক্যে; ঋষিদিগের বাক্যে এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বাক্যে।

দোষ এইসব—ভ্রম-প্রমাদাদি চারিটী দোষ।

৭৩। বিরুদ্ধবাদীকে লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন—"তুমি যে অর্থ করিতেছ, তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ; অথচ তাহা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ইহা বলিলেও তুমি রুষ্ট হও; তুমি যে অর্থ করিয়াছ, তাহাতে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ আছে।"

বিরুদ্ধার্থ—শাস্ত্রবিরুদ্ধ অর্থ; যাহার সহিত শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের বিরোধ আছে, এরূপ অর্থ। **কহিতে**—তোমার শাস্ত্র-বিরুদ্ধতা বলিতে গেলেও। **রোষ**—ক্রোধ।

অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ—"অবিমৃষ্টঃ প্রাধান্যেন অনির্দ্দিষ্টঃ বিধেয়াংশো যত্র তৎ, তৎপদার্থানাং মধ্যে বিধেয়াংশস্য উপাদেয়ত্বেন প্রাধান্যং, তস্য চ প্রাধান্যেন নির্দ্দেশ এবোচিত স্তদ্বিপর্য্যয়শ্চ। সাহিত্য দর্পণ—৭।

—তদর্থ-পদার্থ-সমূহের মধ্যে উপাদেয়ত্ব-হেতু বিধেয়াংশেরই প্রাধান্য; সুতরাং বিধেয়াংশকেই প্রধানরূপে নির্দ্দেশ করা উচিত; ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ বিধেয়াংশকে প্রধানরূপে নির্দ্দিষ্ট না করিলে, অনুবাদের পূর্ব্বে বিধেয়ের নির্দ্দেশ করিলে, অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ হয়।" **অবিমৃষ্ট**—প্রধানরূপে অনির্দ্দিষ্ট; অবিমৃষ্ট হইয়াছে বিধেয়াংশ যাহাতে তাহাই অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ হয়; কারণ, অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধি-অনুসারে অনুবাদের পরে বিধেয়াংশকে বসাইলেই বিধেয়াংশের প্রাধান্য সূচিত হয়; তাহা না করিলে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ হয়; অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে ইহা একটী দোষ।

প্রতিবাদীর অন্বয়ে (স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ এই রূপ অন্বয়ে) বিধেয় "স্বয়ং ভগবান্" অনুবাদ "কৃষ্ণের" পূর্ব্বে বসিযাছে বলিয়া অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ হইল।

৭৪। এক্ষণে "স্বয়ং ভগবান্" শব্দের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন।

যার ভগবত্তা—যে ভগবৎস্বরূপের ভগবত্তা। যে সমস্ত গুণ থাকিলে ভগবান্ বলা হয়, সেই সমস্ত-গুণশালিত্বের নাম ভগবত্তা। এই পরিচ্ছেদের ৭ম পয়ারের টীকায় "পূর্ণ ভগবান্" শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য। **অন্যের**—অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের। **সত্তা**—স্থিতি।

যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যান্য সমস্ত ভগবৎস্বরূপ স্ব-স্ব ভগবত্তা লাভ করেন, যাঁর ভগবত্তা অন্যান্য ভগবৎস্বরূপ সমূহের ভগবত্তার মূল নিদান, তিনিই স্বয়ং ভগবান্, তাঁহাতেই স্বয়ংভগবান্ শব্দ প্রয়োজিত হইতে পারে।

দীপ হৈতে যৈছে বহুদীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥ ৭৫
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যাখণ্ডন ॥ ৭৬

তথাহি (ভাঃ ২।১০।১-২)
অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥ ১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদেব হ্যাশ্রয়সঙ্গং মহাপুরাণ-লক্ষণরূপৈঃ সর্গাদিভিরর্থৈঃ সমষ্টিনির্দ্দেশদ্বারাপি লক্ষ্যত ইত্যত্রাহ দ্বাভ্যাম্। অত্র সর্গোবিসর্গশ্চেতি। মন্বন্তরাণি চ ঈশানুকথাশ্চ মন্বন্তরেশানুকথাঃ। অত্র সর্গাদয়ো দশার্থা লক্ষ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র চ দশমস্য আশ্রয়স্য বিশুদ্ধ্যর্থং তত্ত্বজ্ঞানার্থং নবানাং লক্ষণং স্বরূপং বর্ণয়ন্তি নম্বত্র নৈবং প্রতীয়তে অত আহ। শ্রুতেন শ্রুত্যা কণ্ঠোক্ত্যেব স্তুত্যাদিস্থানেষু অঞ্জসা সাক্ষাদ বর্ণয়ন্তি। অর্থেন তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা চ তত্তদাখ্যানেষু ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥১৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৫-৭৬। দৃষ্টান্তদ্বারা "স্বয়ং ভগবান্" শব্দের তাৎপর্য্য বুঝাইতেছেন।

দীপ—প্রদীপ। **বহুদীপের**—অনেক প্রদীপের। **জ্বলন**—প্রজ্বলিত হওয়া। **তৈছে**—সেইরূপ। **সব অবতারের**—যুগাবতার-মন্বন্তরাবতারাদি সমস্ত অবতারের। **কারণ**—হেতু, মূল।

একটী প্রদীপ হইতে শত শত প্রদীপ আলোক গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইলে, ঐ একটী প্রদীপকেই যেমন শত শত প্রদীপের মূল মনে করা যায়, তদ্রূপ এক শ্রীকৃষ্ণ হইতেই অসংখ্য ভগবৎ-স্বরূপ ভগবত্তা গ্রহণ করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের মূল কারণ, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। অথবা একটী দীপ হইতে দ্বিতীয় একটী দীপ, তাহা হইতে তৃতীয় একটী দীপ, তাহা হইতে চতুর্থ একটী দীপ ইত্যাদি ক্রমে বহুসংখ্যক দীপ প্রজ্বলিত হইলেও প্রথম দীপকেই যেমন অন্যান্য সমস্ত দীপের মূল কারণ মনে করা যায়, (যেহেতু, প্রথম দীপটী প্রজ্বলিত না থাকিলে অন্য একটী দীপও প্রজ্বলিত হইতে পারিতনা), তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে মহাসঙ্কর্ষণ, মহাসঙ্কর্ষণ হইতে মহাবিষ্ণু, মহাবিষ্ণু হইতে গর্ভোদকশায়ী এবং মৎস্য-কূর্ম্মাদি-অবতারের আবির্ভাব হইলেও এক শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের মূল কারণ; সুতরাং, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। একটী প্রদীপ হইতে অসংখ্য প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলেও যেমন মূল প্রদীপের তেজ ও আলোক হ্রাস প্রাপ্ত হয়না, তদ্রূপ এক শ্রীকৃষ্ণ হইতে অসংখ্য ভগবৎস্বরূপের প্রত্যেকে স্বীয় ভগবত্তা গ্রহণ করাতেও শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস প্রাপ্ত হয় না, প্রদীপের দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে।

আর এক ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা প্রতিপাদক আরও একটী শ্রীমদ্ভাগবতের (পরবর্ত্তী "অত্র সর্গো বিসর্গ" ইত্যাদি) শ্লোক বলিতেছি, শুন। তুমি যেরূপ অপসিদ্ধান্ত করিতেছ, এই শ্লোকে তাহারও খণ্ডন হইবে। (ইহা প্রতিপক্ষের প্রতি গ্রন্থকারের উক্তি)।

কুব্যাখ্যা-খণ্ডন—কুব্যাখ্যার (শাস্ত্রবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের) খণ্ডন (নিরসন) হয় যদ্দ্বারা।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। অত্র (ইহাতে—শ্রীমদ্ভাগবতে) সর্গঃ (সর্গ), বিসর্গঃ (বিসর্গ), স্থানং (স্থিতি), পোষণং (পোষণ), উতয়ঃ (উতি), মন্বন্তরেশানুকথাঃ (প্রতি মন্বন্তরের মনু-আদির, ঈশ্বরের ও ভক্তদিগের চরিত্র), নিরোধঃ (নিরোধ), মুক্তিঃ (মুক্তি) চ (এবং) আশ্রয়ঃ (আশ্রয়) [এতে দশার্থাঃ] (এই দশটী পদার্থ) [লক্ষ্যন্তে] (লক্ষিত হয়)। মহাত্মানঃ (মহাত্মারা) ইহ (এই পুরাণে) দশমস্য (দশমপদার্থের—আশ্রয়ের) বিশুদ্ধ্যর্থং (তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত) নবানাং (সর্গাদি নয়টী পদার্থের) লক্ষণং (লক্ষণ—স্বরূপ) শ্রুতেন (শ্রুতিদ্বারা), অর্থেন (তাৎপর্য্যবৃত্তিদ্বারা) অঞ্জসা চ (এবং সাক্ষাদ্রূপে) বর্ণয়ন্তি (বর্ণনা করেন)।

অনুবাদ। এই শ্রীমদ্ভাগবতে—সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, প্রতি মন্বন্তরের মনু-আদির চরিত্র,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

ঈশ্বরাবতারের ও ভক্তদিগের চরিত্র, নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রয়—এই দশটী পদার্থ লক্ষিত হয় । দশম-পদার্থ-আশ্রয়ের তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের নিমিত্ত, মহাত্মগণ অপর নয়টী পদার্থের স্বরূপকে—কোথাও বা শ্রুতিদ্বারা, কোথাও বা তাৎপর্য্য-বৃত্তিদ্বারা এবং কোথাও বা সাক্ষাদ্রূপে বর্ণনা করিয়াছেন । ১৫ ।

শ্রীশুকদেব-গোস্বামী বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণের দশটী লক্ষণ (তস্মা ইদং ভাগবতং পুরাণং দশলক্ষণম্. ভা ২.৯।৪৩॥) ; এই শ্লোকে সেই দশটী লক্ষণ কি কি, তাহাই শ্রীশুকদেব ব্যক্ত করিয়াছেন । দশটী লক্ষণ এই :—**সর্গ**—ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্ম ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাৎ ॥ ভা ২।১০।৩॥ গুণত্রয়ের পরিণামবশতঃ পরমেশ্বর হইতে আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রা, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্বের বিরাট্‌রূপে এবং স্বরূপে যে উৎপত্তি, তাহার নাম সর্গ । **বিসর্গ**—বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ । ভা ২।১০।৩॥ ব্রহ্মা হইতে যে চরাচর সৃষ্টি, তাহার নাম বিসর্গ । সর্গ ও বিসর্গ এই উভয় শব্দের অর্থই সৃষ্টি ; পার্থক্য এই যে, ব্রহ্মার সৃষ্টিকে বলে বিসর্গ, আর গুণত্রয়ের বৈষম্যহেতু পরমেশ্বর হইতে পঞ্চ-মহাভূতাদির সৃষ্টিকে বলে সর্গ । **স্থিতি** বা স্থান—স্থিতির্বৈকুণ্ঠবিজয়ঃ । ভা ২।১০।৪॥ বৈকুণ্ঠ-বিজয়ের নাম স্থিতি । বৈকুণ্ঠ অর্থ ভগবান্ ; বিজয় অর্থ উৎকর্ষ । সৃষ্টবস্তু-সমূহের মর্য্যাদাপালনদ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে এবং সংহার-কর্ত্তা শম্ভু হইতে ভগবানের যে উৎকর্ষ, তাহার নাম স্থিতি । অথবা, বৈকুণ্ঠ—ভগবান্ ; বিজয়—অভিভব । ভগবৎকর্ত্তৃক জীবের দুঃখের অভিভবের নাম স্থিতি । **পোষণ**—পোষণং তদনুগ্রহঃ । ভক্তের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের নাম পোষণ ।

মন্বন্তর—মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম্মঃ । প্রত্যেক মন্বন্তরের মনু-প্রভৃতি ঈশ্বরানুগৃহীত সাধুদিগের চরিত্ররূপ ধর্ম্মের নাম মন্বন্তর । অনুগৃহীত সাধুদিগের চরিত্রে যে ধর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই মন্বন্তর । **উতি**—উতয়ঃ কর্ম্মবাসনাঃ । প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত কর্ম্ম হইতে উত্থিত বাসনার নাম উতি । **ঈশানুকথা**—অবতারানুচরিতং হরেশ্চাস্যানুবর্ত্তিনাম্ । পুংসামীশকথাঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ ॥ ভা ২।১০।৫॥ নানারূপ আখ্যানের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত, ভগবদবতার-সমূহের চরিত্র এবং ঈশ্বরানুবর্ত্তী সাধুদিগের পবিত্র কথার নাম ঈশানুকথা । **নিরোধ**—নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ । ভা ২।১০।৬॥ মহাপ্রলয়ে শ্রীহরি যখন প্রাকৃত প্রপঞ্চের প্রতি দৃষ্টি-নিমীলন করেন (ইহাই শ্রীহরির শয়ন), তখন স্ব-স্ব-উপাধির সহিত জীব-সমূহ তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয় (অনু-প্রবেশ করে ; ইহাই জীবের অনুশয়ন) । জীবের এইরূপ অনুশয়নকে বলে নিরোধ । **মুক্তি**—মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ ভা ২।১০।৬॥ অবিদ্যাদ্বারা আরোপিত অন্যথাত্বাদি—কর্ত্তৃত্বাদি অভিনিবেশ—ত্যাগ করিয়া মায়িক স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপদ্বয় ত্যাগ করিয়া, শুদ্ধজীব-স্বরূপে কিম্বা ভগবৎ-পার্ষদরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি । ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎকার ব্যতীত জীব শুদ্ধজীব স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না অর্থাৎ মায়ামুক্ত হইতে পারে না । সুতরাং মুক্তি বলিতে ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎকারকেই বুঝায় ।

আশ্রয়—আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোঽস্ত্যধ্যবসীয়তে । স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে ॥ ভা ২।১০।৭॥ যাঁহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় হয় এবং যাঁহা হইতে এই বিশ্বের প্রকাশ পায়, তাঁহার নাম আশ্রয় । উপাসনা-ভেদে কেহ তাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, কেহ তাঁহাকে পরমাত্মা বলেন, কেহবা ভগবান্ বলেন (ইতি শব্দঃ প্রকরণার্থঃ তেন ভগবানিতি চ । ক্রমসন্দর্ভঃ) । এই পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত পরবর্ত্তী "দশমে দশমং" ইত্যাদি শ্লোক হইতে বুঝা যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণই এই আশ্রয়তত্ত্ব ।

এই দশটীই মহাপুরাণের লক্ষণ ; অর্থাৎ এই দশটী পদার্থ সম্বন্ধে আলোচনা যে পুরাণে থাকে, তাহাকেই মহাপুরাণ বলা যায় । শ্রীমদ্ভাগবতে এই দশটী বিষয়-সম্বন্ধেই আলোচনা দৃষ্ট হয় । এই দশটী পদার্থ আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও একই পুরাণে এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা অসঙ্গত নহে ; কারণ, দশম পদার্থটী আশ্রয়-তত্ত্ব এবং প্রথম নয়টী পদার্থ তাঁহার আশ্রিততত্ত্ব ; সুতরাং প্রথম নয়টী পদার্থের স্বরূপ না জানিলে দশম-পদার্থ-আশ্রয়-তত্ত্বের স্বরূপ সম্যক্‌রূপে জানা যায় না ; অথচ আশ্রয়-তত্ত্বের স্বরূপ-বোধই সমস্ত শাস্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য । তাই দশম-পদার্থ আশ্রয়-তত্ত্বের স্বরূপ জানিবার উদ্দেশ্যেই বিদুর-মৈত্রেয়াদি মহাত্মগণ সর্গাদি নয়টী পদার্থের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ;

আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।
এ-নবের উৎপত্তিহেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥ ৭৭

কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়—কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ববিশ্বের বিশ্রাম ॥ ৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সর্গাদি নয়টী পদার্থের স্বরূপ যে তাঁহারা সর্ব্বত্র প্রকরণ ধরিয়া সাক্ষাদ্রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নহে; কোনও কোনও স্থলে শ্রুতিদ্বারা, কখনও বা ভগবদ্‌গুণগান-প্রসঙ্গে কণ্ঠোক্তিতে তদ্বোধক শব্দদ্বারা সাক্ষাদ্রূপে, আবার কোনও কোনও স্থলে বা কোনও উপাখ্যানকে উপলক্ষ্য করিয়া তাৎপর্য্য-বৃত্তিদ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন।

উক্ত দশটী পদার্থের মধ্যে আশ্রয়-পদার্থেরই প্রাধান্য; যেহেতু, ইহাই অপর নয়টী পদার্থের আশ্রয়। সুতরাং যিনি আশ্রয়তত্ত্ব, তিনি—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রাজ্যে যত কিছু আছে, সমস্তেরই আশ্রয়, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতত্ত্ব।

৭৭। উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন।

আশ্রয়—আশ্রয়তত্ত্ব। **আশ্রয় জানিতে**—দশম-পদার্থ আশ্রয়ের স্বরূপ জানিবার নিমিত্তই। **এ-নব পদার্থ**—সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ ও মুক্তি—এই নয়টী পদার্থ। **এ-নবের**—এই সর্গাদি নয়টী পদার্থের। **উৎপত্তিহেতু**—উৎপত্তির হেতু বা কারণ। **সেই আশ্রয়**—(যাহা সর্গাদি নয় পদার্থের উৎপত্তি হেতু) তাহাই আশ্রয়-পদার্থ। (পূর্ব্বোক্ত শ্লোক-ব্যাখ্যায় আশ্রয়-শব্দ দ্রষ্টব্য)।

আশ্রয়-পদার্থের স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত সর্গাদি নয়টী পদার্থের স্বরূপ জানা প্রয়োজন। কারণ, যাহা হইতে সর্গাদি নয়টী পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাকেই আশ্রয়-পদার্থ বলে; সুতরাং উক্ত নয়টী পদার্থের স্বরূপ-জ্ঞান ব্যতীত তাহাদের উদ্ভব-নিদান আশ্রয়-পদার্থের স্বরূপ সম্যক্ অবগত হওয়া যায় না।

৭৮। এই আশ্রয় পদার্থটী কে, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। **কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়**—এক কৃষ্ণই সকলের আশ্রয়। মূলকারণরূপে শ্রীকৃষ্ণই সকলের আশ্রয়। পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, যাহা হইতে উৎপত্তি হয়, তাহাই উৎপন্ন বস্তুর আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ হইতে সমস্তের উৎপত্তি হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সকলের আশ্রয়। "জন্মাদ্যস্য যতঃ—শ্রীভা ১।১।১॥ ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥ ব্রহ্মসং ৫।১॥" অথবা, যাঁহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় এবং যাঁহা হইতে এই বিশ্ব প্রকাশ পায়, তিনিই আশ্রয়। শ্রীভা ২।১০।৭॥ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি, প্রলয়-কালে শ্রীকৃষ্ণেই বিশ্বের লয় (জন্মাদ্যস্য যতঃ), সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়। আশ্রয়-শব্দে আধারও বুঝায়; আধার অর্থেও শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয় বা সর্ব্বাধার; যেহেতু **কৃষ্ণ সর্ব্বধাম**—শ্রীকৃষ্ণ সকলের আধার। **ধাম**—গৃহ, আধার। কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ সকলের আধার বা গৃহ হইলেন? যেহেতু, **কৃষ্ণের শরীরে** ইত্যাদি—কৃষ্ণের শরীরেই সমস্ত বিশ্ব অবস্থান করে। প্রলয়কালে সমস্ত বিশ্ব শ্রীকৃষ্ণেই প্রবেশ করে, সুতরাং তখন শ্রীকৃষ্ণেই বিশ্বের অবস্থান; সৃষ্টির পরে স্থিতি-সময়েও সমস্ত বিশ্ব শ্রীকৃষ্ণেই অবস্থান করে (শ্রীকৃষ্ণ বিভু-বস্তু বলিয়া, পরিচ্ছিন্ন বিশ্ব অপরিচ্ছিন্ন শ্রীকৃষ্ণেই অবস্থান করে), সুতরাং তখনও শ্রীকৃষ্ণে সকলের অবস্থান। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই সকল সময়ে সকলের আশ্রয়। "শরীরে" স্থলে "বিগ্রহে" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

সর্গ-বিসর্গাদি নয়টী পদার্থ দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-আদিই সূচিত হয়; বিশ্ব-সম্বন্ধীয় সমস্ত কর্ত্তৃত্ব শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত বলিয়া সর্গাদি নব-পদার্থের কর্ত্তৃত্বও শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত; সুতরাং সর্গাদি নয়টী পদার্থ দ্বারা আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই লক্ষিত হইতেছেন; তাই আশ্রয়-তত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞানের নিমিত্ত নয়টী পদার্থের স্বরূপ-জ্ঞান প্রয়োজনীয়। সর্গাদি নয় আশ্রিত পদার্থের লক্ষ্য যে দশম পদার্থ-আশ্রয় এবং সেই আশ্রয়-পদার্থই যে শ্রীকৃষ্ণ, তদ্বিষয়ে "দশমে দশমং" ইত্যা শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথা ভাবার্থদীপিকায়াম্ (ভাঃ ১০।১।১)—
দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্ ।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তং ॥ ১৬

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয়-জ্ঞান ।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥ ৭৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

শ্রীকৃষ্ণ এব আশ্রয়পদার্থ ইত্যোতৎপ্রমাণয়তি "দশমে" ইতি। দশমে দশমস্কন্ধে। আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং আশ্রিতানাং সঙ্কর্ষণাদীণাং আশ্রয়ঃ বিগ্রহঃ শরীরং যস্য। আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং পরং ধাম জগদ্ধাম চ এতদ্বিশেষণত্রয়েণ সর্গাদিনব-পদার্থানামুৎপত্ত্যাদিহেতুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ইত্যুক্তম্। চক্রবর্ত্তী ॥১৬॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১৬। **অন্বয়।** দশমে (শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে) লক্ষ্যং (লক্ষ্য স্থানীয় উদ্দেশ্য) দশমং (দশম পদার্থ) আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং (আশ্রিতদিগের আশ্রয়-বিগ্রহ) শ্রীকৃষ্ণাখ্যং (শ্রীকৃষ্ণ-নামক) তং (সেই) পরং (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) ধাম (ধাম) জগদ্ধাম (জগতের আশ্রয়) নমামি (নমস্কার করি)।

অনুবাদ। যিনি আশ্রিতদিগের আশ্রয়-বিগ্রহ, যিনি সকলের মূল আশ্রয় এবং যিনি জগৎসমূহের আশ্রয় (অর্থাৎ যিনি সর্গাদি নব-পদার্থের উৎপত্তিহেতু), শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের লক্ষ্য সেই শ্রীকৃষ্ণ-নামক দশম-পদার্থকে (আশ্রয়-পদার্থকে) নমস্কার করি। ১৬।

লক্ষ্য—আলোচ্য, উদ্দেশ্য। দশম স্কন্ধের উদ্দেশ্যই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা। **দশম**—দশম পদার্থ; আশ্রয়-পদার্থ; শ্রীধরস্বামিচরণ শ্রীকৃষ্ণকেই এই আশ্রয়-পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়-পদার্থ হইলেন? তাহা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহ, পরমধাম এবং জগদ্ধাম। **আশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহ**—আশ্রিতদিগের আশ্রয় যাঁহার বিগ্রহ (শরীর); আশ্রিত শব্দে সঙ্কর্ষণাদি জগতের সাক্ষাৎ-কারণ-সমূহকে বুঝাইতেছে। তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আশ্রয়; শ্রীকৃষ্ণের শরীরেই (বিগ্রহেই) তাঁহারা আশ্রয় লাভ করেন, এজন্য শ্রীকৃষ্ণ আশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহ। **পরমধাম**—মূল আশ্রয়। সঙ্কর্ষণাদি বিশ্বের আশ্রয়; আবার শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কর্ষণাদির আশ্রয়; তাই শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাদির মূল আশ্রয় বা পরমধাম। আবার সমস্ত ভগবৎস্বরূপ, ভগবদ্ধাম, পরিকর প্রভৃতির আবির্ভাবও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হইতে; সুতরাং এই সমস্তেরও মূল আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রাজ্যের সমস্তের মূল আশ্রয়ই শ্রীকৃষ্ণ। **জগদ্ধাম**—জগৎসমূহের আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ হইতেই জগতের উৎপত্তি, শ্রীকৃষ্ণেই জগতের স্থিতি; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই জগতের আশ্রয়।

আশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহ, পরমধাম ও জগদ্ধাম এই তিনটী শব্দদ্বারা ব্যঞ্জিত হইতেছে যে, সর্গাদি নয়টী পদার্থের উৎপত্তি-আদিও শ্রীকৃষ্ণ হইতেই।

শ্লোকস্থ "পরং ধাম" শব্দ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সমস্ত ভগবৎস্বরূপের—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণেরও—আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার হইতে পারেন না। ইহাদ্বারা পূর্ব্বপক্ষের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইল।

৭৯। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীনারায়ণ যদি শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিতই হয়েন, তাহা হইলে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের অবতার বলেন কেন? আশ্রয়-বস্তু কখনও আশ্রিতের অবতার হইতে পারে না; কারণ, আশ্রিত অপেক্ষা আশ্রয়েরই প্রাধান্য প্রসিদ্ধ। এই প্রশ্নের উত্তরে এই পয়ারে বলা হইতেছে যে, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব জানেন না, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতত্ত্বও জানেন না, তাঁহারাই ঐরূপ অপসিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের ও তাঁহার শক্তির তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা কখনও এইরূপ অপসিদ্ধান্ত করিবেন না।

কৃষ্ণের স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব; শ্রীকৃষ্ণ যে যে ভগবৎস্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, সেই সেই স্বরূপ। **শক্তিত্রয়**—শ্রীকৃষ্ণের তিনটী শক্তি; অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি—শ্রীকৃষ্ণের

কৃষ্ণের স্বরূপে হয় ষড়্‌বিধ বিলাস।
প্রাভব-বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥ ৮০

অংশ-শক্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুই ত প্রকার ॥ ৮১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই তিনটী শক্তি। **জ্ঞান**—স্বরূপের জ্ঞান এবং শক্তিত্রয়ের জ্ঞান। **যার হয়**—স্বরূপের ও শক্তিত্রয়ের জ্ঞান যাঁহার হয়; শ্রীকৃষ্ণ হইতে আবির্ভূত ভগবৎস্বরূপ-সম্বন্ধে এবং শক্তিত্রয়ের কার্য্য ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান আছে। **কৃষ্ণেতে অজ্ঞান**—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব; শ্রীকৃষ্ণ যে নারায়ণের অবতার এইরূপ অজ্ঞতা।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব যিনি জানেন, লীলানুরোধে শ্রীকৃষ্ণ কোন্ কোন্ ভগবৎস্বরূপ-রূপে অনাদিকাল হইতেই আত্ম প্রকট করিয়া আছেন, তাহাও যিনি জানেন—তিনিই জানেন যে, শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ বিলাসরূপ অংশ; সুতরাং শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত। তাই শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার হইতে পারেন না। আর যিনি শ্রীকৃষ্ণের শক্তিত্রয়ের তত্ত্ব জানেন—তিনিও জানেন যে, প্রাকৃত প্রপঞ্চ শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির কার্য্য, জীব-সমূহ শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তির অংশ এবং ভগবদ্ধাম ও ভগবৎপরিকরাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তির বিলাস; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের মূল বা আশ্রয়। এইরূপে সমস্ত ভগবৎস্বরূপের, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ধামসমূহের এবং তত্তদ্ধামস্থ সমস্ত বস্তুরই আশ্রয় এক শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়, পরমধাম।

৮০। ৮১। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের পরিচয় দিতেছেন ৮০-৮৮ পয়ারে। স্বয়ংরূপব্যতীত সাধারণতঃ আরও ছয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিহার করেন: গ্রন্থকারের মতে সেই ছয় রূপ এই:—প্রাভব, বৈভব, অংশ, শক্ত্যাবেশ, বাল্য ও পৌগণ্ড। শ্রীকৃষ্ণের যত রকম স্বরূপ বা আবির্ভাব আছে, সেই সমস্তেরই পরিচয় দেওয়া এস্থলে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়; কারণ, পূর্ব্বপয়ারে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, কৃষ্ণের স্বরূপ-সমূহের জ্ঞানের অভাব বশতঃই কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের অবতার বলিয়া মনে করেন; তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সমস্তস্বরূপেরই পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছেন; এবং উক্ত ছয় রকম আবির্ভাবের মধ্যেই তিনি সমস্ত ভগবৎস্বরূপকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

লঘুভাগবতামৃতের মতে, স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ এবং আবেশ—এই তিনরূপের মধ্যেই সাধারণতঃ সমস্ত শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ অন্তর্ভুক্ত। "কৃষ্ণস্য তৎস্বরূপাণি নিরূপ্যন্তে ক্রমাদিহ ॥ স্বয়ংরূপস্তদেকাত্মরূপ আবেশ নামকঃ। ইত্যসৌ ত্রিবিধং ভাতি প্রপঞ্চাতীতধামসু ॥১০-১১॥" এই সমস্ত রূপ প্রপঞ্চাতীত ধামে বিরাজিত। এই তিন শ্রেণীর ভগবৎস্বরূপই আবার যখন প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তখন তাঁহারা অবতার বলিয়া কথিত হয়েন। "পূর্ব্বোক্তা বিশ্বকার্য্যার্থমপূর্ব্বা ইব চেৎ স্বয়ম্। দ্বারান্তরেণ বাবিঃস্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ ॥ ল, ভা, কৃষ্ণামৃত, অবতার-প্রকরণ।১॥" সুতরাং লঘুভাগবতামৃতের মতে সকল প্রকারের অবতারও স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ এবং আবেশের অন্তর্ভুক্ত। লক্ষণ বিচার করিলে দেখা যায় যে, কবিরাজ-গোস্বামীর প্রাভব, বৈভব ও অংশের মধ্যে যে যে ভগবৎস্বরূপ অন্তর্ভুক্ত, লঘুভাগবতামৃতের তদেকাত্মরূপের মধ্যেও সেই সমস্ত ভগবৎস্বরূপই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বস্তুগত অসামঞ্জস্য কিছুই নাই।

লঘুভাগবতামৃতের মতে, স্বয়ংরূপ যখন লীলানুরোধে তদনুরূপ মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকট করেন, তখন ঐ বহু মূর্ত্তিকে স্বয়ংরূপের প্রকাশ বলা হয়। কবিরাজ-গোস্বামীও এই প্রকাশ স্বীকার করিয়াছেন, স্বীকার করিয়া প্রকাশের দুইটী শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন—বৈভব-প্রকাশ ও প্রাভব-প্রকাশ। রাস-লীলায় ও মহিষী-বিবাহে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণের বহু মূর্ত্তি তাঁহার বৈভব-প্রকাশ এবং শ্রীবলরাম তাঁহার প্রাভব-প্রকাশ। "প্রাভব-বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশে। এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে ॥ মহিষী-বিবাহে হৈল মূর্ত্তি বহুবিধ। বৈভব-প্রকাশ এই শাস্ত্রে পরসিদ্ধ। ২।২০।১৪০-১৪১॥ প্রাভব-প্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম। বর্ণমাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান। বৈভব-প্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ। ২।২০। ১৪৫-১৪৬॥" দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ যখন চতুর্ভুজ হয়েন, তখন তিনি প্রাভব-প্রকাশ। "যেকালে দ্বিভুজ নাম বৈভব-প্রকাশ। চতুর্ভুজ হৈলে নাম প্রাভব-প্রকাশ ॥২।২০।১৪৭॥" একই দেহে থাকিয়া যদি বর্ণ বা অঙ্গ-সন্নিবেশের কিছু পার্থক্য থাকে,

তাহা হইলেই প্রাভব-প্রকাশ হয়, ইহাই কবিরাজ-গোস্বামীর অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। লঘুভাগবতামৃতের যুগাবতার-প্রকরণের ৪৫শ শ্লোকের টীকায় শ্রীলবলদেব-বিদ্যাভূষণপাদ লিখিয়াছেন—"প্রাভবেষু অল্পাঃ শক্তয়ঃ, বৈভবেষু তেভ্যোঽধিকাঃ—প্রাভবে অল্পশক্তি, বৈভবে তদপেক্ষা বেশী শক্তি।"

লঘুভাগবতামৃতের মতে তদেকাত্মরূপের লক্ষণ এই :—যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে। আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ॥ ১৪॥" কবিরাজ-গোস্বামীও ইহা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন—"সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার। ভাবাবেশাকৃতিভেদে তদেকাত্মরূপ নাম তার॥ ২।২০।১৫২॥" উভয় গ্রন্থের লক্ষণ একরূপই। তদেকাত্মরূপের আবার দুইটী ভেদ আছে—বিলাস ও স্বাংশ; এই ভেদ লঘুভাগবতামৃত এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত এতদুভয়েরই সম্মত।" "স (তদেকাত্মরূপঃ) বিলাসঃ স্বাংশ ইতি ধত্তে ভেদদ্বয়ং পুনঃ। ল, ভা, ১৪॥" "তদেকাত্মরূপের বিলাস স্বাংশ দুই ভেদ। ২।২০।১৫৩॥" কবিরাজ-গোস্বামী আবার বিলাসের দুইটী শ্রেণী ভাগ করিয়াছেন—প্রাভব-বিলাস ও বৈভব-বিলাস। "প্রাভব-বৈভব-ভেদে বিলাস দ্বিধাকার। ২।২০।১৫৪॥" বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধাদি বৈভব-বিলাস। আর কেশব, নারায়ণ, মাধবাদি চব্বিশ মূর্ত্তি প্রাভব-বিলাস। "চব্বিশমূর্ত্তি পরকাশ। অস্ত্রভেদে নাম ভেদ প্রাভব-বিলাস॥ ২।২০।১৬০॥" মধ্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদে বিশেষ বিচার দ্রষ্টব্য।

যাহাহউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যায়, আলোচ্য পয়ারের বৈভব-শব্দে বৈভব-প্রকাশ এবং বৈভব-বিলাস, আর প্রাভব-শব্দে প্রাভব-প্রকাশ এবং প্রাভব-বিলাসকেই কবিরাজ-গোস্বামী লক্ষ্য করিয়াছেন।

লঘুভাগবতামৃতে যুগাবতার-প্রকরণে প্রাভব ও বৈভবের লক্ষণ ও নাম লিখিত হইয়াছে; কেহ কেহ মনে করেন, আলোচ্য পয়ারের প্রাভব ও বৈভব শব্দে লঘুভাগবতামৃত-প্রোক্ত প্রাভব-যুগাবতার এবং বৈভব-যুগাবতারকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এস্থলে প্রাভব ও বৈভব-শব্দে কেবল তত্তদ্যুগাবতার লক্ষিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ ও বিলাস-রূপ স্বরূপ বাদ পড়িয়া যায়; বিলাস বাদ পড়িলে—যে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকে উপলক্ষ্য করিয়া বিচার আরম্ভ হইয়াছে এবং যে নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই একটী স্বরূপ বলিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা হইতেছে, সেই নারায়ণই বাদ পড়িয়া যান। ইহা কবিরাজ-গোস্বামীর অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না; প্রকরণের অভিপ্রায়ও এইরূপ নহে। আলোচ্য পয়ারে প্রাভব ও বৈভব-শব্দে সর্ব্ববিধ প্রকাশ ও বিলাস সূচিত হইয়াছে মনে করিলে সিদ্ধান্তের ব্যাপকতা রক্ষিত হয়, অবতারাদিও প্রাভব-বৈভবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়েন। এইরূপ সিদ্ধান্তে, আলোচ্য পয়ারের **প্রকাশ**-শব্দ পারিভাষিক প্রকাশ নহে; ইহা পারিভাষিক প্রকাশ হইলে "বিলাস" বাদ পড়িয়া যায়; এস্থলে প্রকাশ শব্দের আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি অর্থ (সাধারণ অর্থ) ধরিতে হইবে।

অংশ—লঘুভাগবতামৃতের স্বাংশ; "তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। সঙ্কর্ষণাদির্মৎস্যাদির্যথা তত্তৎস্বধামসু॥ ল, ভা, ১৬॥—যিনি বিলাস সদৃশ অর্থাৎ স্বয়ংরূপের সহিত অভিন্ন হইয়া বিলাস অপেক্ষা অল্প শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে স্বাংশ বলে; যেমন স্ব স্ব-ধামে সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার এবং মৎস্যাদি লীলাবতারগণ। **শক্ত্যাবেশ**—লঘুভাগবতামৃতের আবেশ; জ্ঞান-শক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥ বৈকুণ্ঠেঽপি যথা শেষো নারদঃ সনকাদয়ঃ। অক্রূর-দৃষ্টান্তে চামী দশমে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ল, ভা, ১৮-১৯॥—জ্ঞানশক্ত্যাদি-বিভাগ দ্বারা জনার্দ্দন যে সকল মহত্তমজীবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে "আবেশ" বলে; যেমন বৈকুণ্ঠে নারদ, শেষ এবং সনকাদি। অক্রূর-মহাশয় যমুনাজলে নিমগ্ন হইয়া যখন বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন, তখন তিনি এই শেষ, নারদ ও চতুঃসনকাদিকে দর্শন করিয়াছিলেন—একথা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৩৯শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

দ্বিবিধাবতার—দুই রকম অবতার, অংশাবতার এবং শক্ত্যাবেশাবতার। **বাল্য**—পঞ্চম বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বাল্য। **পৌগণ্ড**—বাল্যের পরে দশম বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত পৌগণ্ড। **ধর্ম্ম**—শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ধর্ম্ম; "বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম।২।২০।২১৫॥" যথাসময়ে যাহা স্বভাবতঃই দেহে প্রকাশ পায়, তাহাকে বলে দেহের ধর্ম্ম বা স্বভাব। নিত্যলীলায় অনাদিকাল হইতেই, শ্রীকৃষ্ণ কিশোর, ইহাই তাঁহার স্বরূপ; এই কিশোরস্বরূপে বাল্য ও পৌগণ্ডের আবির্ভাবে

কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ—স্বয়ং অবতারী। ক্রীড়া করে এই ছয়-রূপে বিশ্ব ভরি ॥ ৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অবকাশ নাই। প্রকট-লীলায় জন্মলীলা প্রকটিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নর-শিশু রূপে আবির্ভূত হয়েন; এই শিশু-দেহই ক্রমলীলায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বাল্য ও পৌগণ্ডের আবির্ভাবের সুযোগ করিয়া দেয়। এইরূপে অঙ্গীকৃত বাল্য ও পৌগণ্ডই শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ধর্ম্ম। প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত বাল্যকে এবং সখ্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। জন্ম হইতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দেহের ও মনের যে যে অবস্থা দেখা যায়, বাৎসল্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ সেই সমুদয়ই অঙ্গীকার করিয়াছেন। যিনি যে রসের পাত্র, সম্যক্ প্রকারে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার না করিলে ঐ রসটীর আস্বাদন হয় না। বাৎসল্যরসের পাত্র মাতা; ঐ রস আস্বাদন করিতে হইলে মাতার উপরেই সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। এইরূপ নির্ভরতা কেবল শিশুকালেই সম্ভব; শিশু নিজের আহার নিজে যোগাড় করিতে পারে না; নিজের ক্ষুধা হইলেও শিশু তাহা জানাইতে পারে না। ক্ষুধা বুঝিয়া মাতা তাহার আহার দেন; নিজের দেহের মশা-মাছিও শিশু তাড়াইতে পারে না, নিজের মলমূত্র হইতেও শিশু সরিয়া থাকিতে পারে না, মাতাই তাহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। শিশুর সঙ্গীও মাতাই, অথবা বাৎসল্যযুক্ত অপর কেহ। এইরূপ বাৎসল্যময়ী মাতার স্নেহ উপভোগ করিতে হইলে কেবল মাত্র মনে মনে শিশুর ভাবটী পোষণ করিলেই চলেনা, দেহও তদনুকূল হওয়া চাই; মাতার নিকট শিশু-পুত্র যেরূপ স্নেহ পায়, যুবক বা প্রৌঢ় পুত্র তদ্রূপ পায় না, পাইতেও পারে না—উভয় পক্ষেরই সঙ্কোচ আসিয়া পড়ে। পরিণত বয়সে শিশুর ভাবও মনে স্থান পাইতে পারে না—দৈহিক অবস্থার সঙ্গে মানসিক ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তাই বাৎসল্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শিশুর ভাব এবং শিশুর দেহ—বাল্য—অঙ্গীকার করিয়াছেন; সখ্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত পৌগণ্ড—পঞ্চম হইতে দশম বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দেহের ও মনের যে যে অবস্থা থাকে, তাহাকে—অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই বাল্য ও পৌগণ্ড নিত্য-কিশোর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপানুকূল অবস্থা নহে বলিয়া এবং লীলানুরোধেই শ্রীকৃষ্ণ বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া, বাল্য ও পৌগণ্ড হইল শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ধর্ম্ম, আর শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ হইলেন ধর্ম্মী। বাল্য ও পৌগণ্ড যেমন মানুষের দেহে প্রকাশ পায় বলিয়া মানুষের দেহের ধর্ম্ম, তদ্রূপ প্রকট-লীলা-কালে লীলানুরোধে শ্রীকৃষ্ণের দেহেও প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়া বাল্য ও পৌগণ্ড শ্রীকৃষ্ণের দেহের ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম দুইত প্রকার—শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের (দেহের) ধর্ম্ম দুই রকম—বাল্য ও পৌগণ্ড। মানুষের দেহের ধর্ম্ম অনেক রকম—বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্দ্ধক্য, রুগ্নত্ব ইত্যাদি; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দেহের ধর্ম্ম মাত্র দুইটী—বাল্য ও পৌগণ্ড। যাহা যথাসময়ে দেহে উপস্থিত হয়, আবার যথাসময়ে দেহ হইতে চলিয়া যায়, তাহাই দেহের ধর্ম্ম; মানুষের দেহে বাল্যাদি কোনও অবস্থাই নিত্য নহে; প্রত্যেক অবস্থাই যথাসময়ে উপস্থিত হয়, আবার চলিয়া যায়; এজন্য বাল্যাদি সমস্ত অবস্থাই মানুষের দেহের ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর নিত্য, অনাদিকাল হইতেই তাঁহার নিত্য-স্বয়ংরূপে অবস্থিত; ইহা যথাসময়ে দেহে উপস্থিত হইয়া তিরোহিত হয় না; সুতরাং কৈশোর শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ধর্ম্ম নহে। পরন্তু, শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরই ধর্ম্মী; কারণ, নিত্য-কৈশোরেই বাল্য ও পৌগণ্ডের আবির্ভাব। বাল্য-পৌগণ্ড শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে (প্রকটলীলায়) উপস্থিত হয়, আবার তিরোহিতও হয়; এজন্য বাল্য-পৌগণ্ড শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ধর্ম্ম। প্রৌঢ়ত্ব, বার্দ্ধক্য, রুগ্নত্বাদি সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে আশ্রয় করিতে পারে না বলিয়া তাহারা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্মীও নহে। তাই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের ধর্ম্ম কেবল দুইটী—বাল্য ও পৌগণ্ড। (১।৪।৯৯ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

৮২। যে ছয়টী রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করেন, তাহা বলিয়া, তাঁহার স্বয়ংরূপ—মূল রূপটী কি তাহা বলিতেছেন এবং কেনইবা তিনি স্বয়ংরূপ ব্যতীত অন্য ছয় রূপেও বিলাস করেন, তাহাও বলিতেছেন। কিশোর-স্বরূপই তাঁহার স্বয়ংরূপ, এই স্বয়ংরূপেই তিনি অবতারী—সমস্ত অবতারের মূল; লীলানুরোধেই তিনি অপর ছয়রূপে বিহার করেন।

কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ—কৃষ্ণ স্বরূপতঃ কিশোর; স্বয়ংরূপে তিনি নিত্য-কৈশোরে অবস্থিত। "কৃষ্ণের

এই ছয়-রূপে হয় অনন্ত বিভেদ। অনন্তরূপে এক রূপ, নাহি কিছু ভেদ ॥ ৮৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ ২।২১।৮৩ ॥”

স্বয়ং অবতারী—যাঁহা হইতে অবতার প্রকটিত হয়, তাঁহাকে বলে অবতারী; যিনি অপর কাহারও অবতার নহেন, বরং যাঁহা হইতেই অন্যান্য সমস্ত অবতার প্রাদুর্ভূত হয়েন, তিনি স্বয়ং-অবতারী। দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন গুণাবতার প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন; সুতরাং গর্ভোদশায়ী গুণাবতারের অবতারী; কিন্তু তিনি স্বয়ং-অবতারী নহেন; কারণ, গর্ভোদশায়ী নিজেই অপর এক স্বরূপের—কারণার্ণবশায়ীর—অবতার। শ্রীকৃষ্ণই অন্যান্য সমস্ত অবতারের মূল, এজন্য তিনি অবতারী; এবং তিনি নিজে কাহারও অবতার নহেন বলিয়া তিনিই স্বয়ং-অবতারী।

ক্রীড়াকরে—লীলা করেন। **এই ছয় রূপে**—প্রাভব, বৈভব, স্বাংশ, শক্ত্যাবেশ, বাল্য ও পৌগণ্ড এই ছয় রূপে। **বিশ্ব ভরি**—বিশ্বকে ভরিয়া। ভৃ-ধাতু হইতে “ভরি” শব্দ। ভৃ-ধাতুর অর্থ ধারণ ও পোষণ। পোষণ অর্থ অনুগ্রহ-প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ এই ছয়রূপে বিশ্বকে ধারণ ও পোষণ করিয়াছেন; পুরুষাবতাররূপে প্রকৃতিকে ক্ষুব্ধ করিয়া মহত্তত্ত্বাদির উৎপাদনপূর্ব্বক সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি ও রক্ষা করিয়াছেন যুগাবতারাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া বা স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়া (প্রাভব ও বৈভবরূপে) দুষ্টের দমন করিয়া ধর্ম্মাদির গ্লানি হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা দেবাদির সুখবর্দ্ধন (পোষণ) করিয়াছেন; বিশুদ্ধ-ভক্তির প্রচার এবং উৎকণ্ঠিত সাধকদিগকে সাক্ষাৎকার দান করিয়া তাঁহাদের প্রেমানন্দ-বিস্তরণাদি-লীলায় বিশ্বের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পোষণ করিয়াছেন

মুখ্যতঃ লীলানুরোধেই শ্রীকৃষ্ণ প্রাভবাদি ছয়রূপে বিহার করিয়া থাকেন; বিশ্বের ধারণ ও পোষণ এইরূপ বিহারের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু আনুষঙ্গিক কার্য্যমাত্র। ইহাই এই পয়ারার্দ্ধ হইতে ধ্বনিত হইতেছে।

৮৩। উক্ত ছয়রূপের বিশেষ পরিচয় দিতেছেন।

এই ছয়রূপে—প্রাভবাদি ছয় রূপের মধ্যে। **অনন্ত বিভেদ**—অসংখ্য উপবিভাগ। প্রাভবাদি যে ছয়টী আবির্ভাবের কথা বলা হইল, তাহা বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপের সাধারণ শ্রেণী-বিভাগের নামমাত্র: ইহাদের অন্তর্গত আবার অনেক শাখা-শ্রেণী এবং শাখা-শ্রেণী-সমূহের আবার অনেক উপশাখা-শ্রেণী এবং প্রত্যেক উপশাখা-শ্রেণীতেও আবার অসংখ্য ভগবৎস্বরূপ আছেন' যেমন প্রাভবের মধ্যে প্রাভব-প্রকাশ, প্রাভব-বিলাস, প্রাভব-যুগাবতার; বিলাসের মধ্যে আবার বিলাসের বিলাস, তাহার বিলাস ইত্যাদি। বৈভবের মধ্যে বৈভব-প্রকাশ, বৈভব-বিলাস, বৈভব-যুগাবতার; স্বাংশের মধ্যে পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার; অবতারের মধ্যে আবার যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার প্রভৃতি—ইত্যাদি অনেক ভেদ এবং অনেক ভগবৎস্বরূপ আছেন। বিশেষ বিবরণ মধ্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

অনন্ত রূপে—অনন্ত স্বরূপে; মৎস্য-কূর্ম্মাদি অনন্ত স্বরূপে।

একরূপ—মৎস্য-কূর্ম্মাদি অনন্তস্বরূপ অনন্ত পৃথক্ মূর্ত্তিতে ক্রীড়া করিলেও তাঁহারা প্রত্যেকেই একই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বলিয়া মূল শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ হইতে বস্তুতঃ তাঁহাদের কোনও পার্থক্য নাই; লীলাতে পৃথক্ বিগ্রহ ধারণ করিলেও স্বরূপতঃ তাঁহারা পৃথক্ নহেন, তাঁহারা স্বয়ংসিদ্ধ নহেন। সুতরাং তাঁহাদের অনন্তরূপের ক্রীড়াও এক শ্রীকৃষ্ণেরই ক্রীড়া; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-অবতারী বলিয়া তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে যুগপৎ অসংখ্যরূপে তিনি ক্রীড়া করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব (একমেবাদ্বয়ম্—শ্রুতি)। তিনি একই বস্তু; (একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণঃ। গোঃ তাঃ শ্রুতি পূ।২০।); কিন্তু এক হইয়াও তিনি নিজের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে, একত্ব ত্যাগ না করিয়াই বহুরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন (একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি। গোঃ তাঃ শ্রুতি, পূ।২০॥ একত্বাত্যাগেনৈবাচিন্ত্যশক্ত্যা নানারূপ-প্রাকট্যাৎ—বলদেব-বিদ্যাভূষণ ॥)। একমূর্ত্তিতেও তিনি যেমন বৈদুর্য্যমণির ন্যায় বহু মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হয়েন, তেমনি বহু মূর্ত্তিতেও

চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গা নাম। তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তিনি আবার একমূর্ত্তিই (বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ শ্রীভা, ১০।৪০।৭)। নাটকের অভিনয়-কালে সুচতুর হইলে একই অভিনেতা যেমন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পাত্রের ভূমিকা অভিনয় করিতে পারে,—কখনও রাজার, কখনও দরিদ্রের, কখনও পণ্ডিতের, কখনও মূর্খের ভূমিকা অভিনয় করিয়া অভিনেয়-পাত্রের ভাবের সহিত তাহার চিত্তের তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে যেমন বিভিন্ন পাত্রের বিভিন্ন অবস্থার সুখ-দুঃখাদি কিছু কিছু অনুভব করিতে পারে; তদ্রূপ লীলারসলোলুপ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার লীলা-রঙ্গমঞ্চে অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিয়া অনন্ত রসবৈচিত্রী উপভোগ করিয়া থাকেন। বিশেষত্ব এই যে, সাধারণ মানব-অভিনেতা যুগপৎ বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিতে পারে না, যে যে ভূমিকার অভিনয় করে, সেই সেই ভূমিকার সহিতও সম্যক্ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইতে পারে না বলিয়া তত্তদ্ বিষয়ক সুখ-দুঃখাদিও সম্যক্ অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে যুগপৎ অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিতে পারেন এবং প্রত্যেক স্বরূপের অনুকূল লীলাদিও সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের বিভুত্বও তাঁহার বহুরূপে একরূপত্বের হেতু। একটী বৃহৎ জলাশয়ের মধ্যে কলস, ঘটি, বাটি আদি নানা আকৃতির ও নানাগুণবিশিষ্ট জলপাত্র যদি ডুবাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সকল পাত্রই জলপূর্ণ হইয়া থাকে; ঐ সকল-পাত্রস্থ জলও তত্তৎ পাত্রানুরূপ আকার ও গুণ ধারণ করিয়া থাকে; এই সকল পাত্রস্থিত জল বিভিন্ন পাত্রমধ্যস্থ বলিয়া বিভিন্নরূপে প্রতীত হইলেও বাস্তবিক তাহারা বিভিন্ন নহে, সকল পাত্রস্থিত জলই একই বৃহৎ জলাশয়ের জল; সুতরাং বহুরূপেও তাহারা একরূপ, কেবল পাত্রের আকার ও সংস্পর্শবশতঃ বিভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে। বিভু শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধেও ঐরূপ। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন; যে স্থানে যে লীলারস আস্বাদন করিবার বাসনা লীলাশক্তির প্রভাবেই তাঁহার চিত্তে উদ্বুদ্ধ হয়, সেই স্থানে সেই লীলাশক্তির প্রভাবেই তাঁহার স্বরূপও তদনুকূল রূপে আকারিত হয় এবং তদনুকূল ভাবও উদ্বুদ্ধ হয়। সুতরাং ঈদৃশ বহু রূপেও তাঁহার একত্বের হানি হয় না। এইরূপ বহুরূপে বহু স্থানে বহু ভাবে লীলা করিয়া তাঁহার একই স্বয়ংরূপের লীলারস-বৈচিত্রী আস্বাদনের লালসাই শ্রীকৃষ্ণ পূরণ করিতেছেন। (২।৭।১৪১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।)

এই পয়ার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের পরিচয় দেওয়া হইল।

৮৪। স্বরূপের পরিচয় দিয়া এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের শক্তির পরিচয় দিতেছেন, ৮৪—৮৬ পয়ারে। শ্রীকৃষ্ণের তিনটী প্রধান শক্তি—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। "কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥২।৮।১১৬॥" এই পয়ারে কেবল চিচ্ছক্তির কথা বলা হইতেছে।

চিচ্ছক্তি ইত্যাদি—চিচ্ছক্তিকে স্বরূপ-শক্তিও বলে, অন্তরঙ্গা শক্তিও বলে; সুতরাং ইহার তিনটী নাম। এই তিনটী নামের সার্থকতা আছে; এই তিনটী নামের দ্বারা এই শক্তির তিনটী মুখ্য গুণ সূচিত হইয়াছে। চিৎ+শক্তি—চিচ্ছক্তি; চিৎ অর্থ চেতন; সুতরাং চিচ্ছক্তি হইল চেতনাময়ী শক্তি; ইহা অচেতন জড়শক্তি নহে; অচেতন জড়শক্তির নিজের শক্তিতে কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই, নিজের শক্তিতে পরিণাম-শীলতাও নাই; কোনও চেতনবস্তুর শক্তির প্রভাবেই ইহাতে কার্য্যকারিতা ও পরিণাম-শীলতা সঞ্চারিত হয়। কিন্তু চেতনাময়ী চিচ্ছক্তি এইরূপ নহে; চেতনাময়ী বলিয়া চিচ্ছক্তির নিজের কর্ত্তৃত্ব ও পরিণাম-শীলতা আছে। চিচ্ছক্তি-শব্দে এই শক্তির স্বকর্ত্তৃত্ব, স্বপরিণাম-শীলতা এবং বোধ-শক্তিও সূচিত হইতেছে। এই চিচ্ছক্তি সর্ব্বদা ভগবৎস্বরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া ইহাকে স্বরূপ-স্থিতা শক্তি বা স্বরূপ-শক্তি বলে; অথবা, এই চিচ্ছক্তির সঙ্গেই ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, এই চিচ্ছক্তির সাহায্যেই ভগবৎস্বরূপ সর্ব্বদা স্বীয় অন্তরঙ্গ-লীলা নির্ব্বাহ করেন বলিয়া ইহাকে স্বরূপ-শক্তি বলে। এই স্বরূপস্থিতা শক্তি চেতনাময়ী বলিয়া ইহার বোধশক্তি (কিছু বুঝিবার শক্তি) আছে; বোধশক্তি আছে বলিয়া এই শক্তি ভগবৎ-স্বরূপের অন্তরের অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিলেও বুঝিতে পারে এবং তদনুরূপ সেবাদি দ্বারা ভগবৎস্বরূপের আনন্দ উৎপাদন করিতে পারে। এই শক্তিই ভগবৎস্বরূপের মধ্যে থাকিয়া ভগবৎস্বরূপের স্বরূপানন্দ অনুভব করায়, বাহিরে

মায়াশক্তি বহিরঙ্গা—জগত-কারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ৮৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তচিত্তে প্রকটিত হইয়া ভগবৎপ্রীতিরূপে ভগবৎস্বরূপের পরমাস্বাদ্য স্বরূপশক্ত্যানন্দের হেতু হয় এবং ভগবৎ-চিত্তে এই স্বরূপশক্ত্যানন্দ অনুভব করাইয়া ভগবান্‌কেও চমৎকৃত করে। এই সমস্ত কারণে চিচ্ছক্তিকে অন্তরঙ্গাশক্তি বলে।

তাঁহার বৈভবানন্ত—এই চিচ্ছক্তির বৈভব (বিভূতি) অনন্ত; চিচ্ছক্তির মাহাত্ম্য অপরিসীম। ইহা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি; শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে তিনটী বিভেদ আছে—সৎ (সত্ত্বা), চিৎ (জ্ঞান) এবং আনন্দ; সুতরাং স্বরূপশক্তিরও তিনটী বিভেদ আছে—সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী। "সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব স্বরূপ-শক্তি হয় তিনরূপ ॥ ২।৮।১১৮॥" সৎ-অংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম সন্ধিনী; সন্ধিনী শক্তি দ্বারা ভগবান্ নিজের সত্ত্বা রক্ষা করেন। চিৎ-অংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম সংবিৎ; সংবিৎ-শক্তিদ্বারা ভগবান্ নিজে জানেন, অপরকেও জানান। আর আনন্দাংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম হ্লাদিনী; হ্লাদিনী-শক্তি দ্বারা ভগবান্ নিজে আনন্দ অনুভব করেন, ভক্তাদিকেও আনন্দ অনুভব করান। "আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সংবিৎ—যারে 'জ্ঞান' করি মানি ॥ ২।৮।১১৯॥" এই তিনটী শক্তির মধ্যে সন্ধিনীর গুণ সংবিতে, সংবিতের গুণ হ্লাদিনীতে বর্ত্তমান; সুতরাং চিচ্ছক্তির এই তিনটী বিভেদের মধ্যে হ্লাদিনীই গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা (১।৪।৫৫)। এই তিনটী শক্তির বিলাস বা পরিণতিও অনন্ত। হ্লাদিনীর একটী পরিণতির নাম প্রেম; প্রেমের চরম-পরিণতি মহাভাব; শ্রীরাধা এই মহাভাব-স্বরূপা; অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণ এবং বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাগণও হ্লাদিনীস্বরূপা। বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান সংবিতের পরিণতি। কৃষ্ণের ভগবত্তাজ্ঞান সংবিতের সার অংশ; ব্রহ্মজ্ঞানাদি ইহার অন্তর্ভুক্ত। "কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার। ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥১।৪।৫৮॥" সন্ধিনীশক্তির সার অংশের নাম শুদ্ধসত্ত্ব; সমস্ত ভগবদ্ধাম, ভগবদ্ধামস্থ ভগবানের শ্রীমন্দির, শয্যা, আসনাদি এবং নরলীল-ভগবৎ-স্বরূপের পিতা মাতা প্রভৃতি পরিকরবর্গ—এই সমস্তই সন্ধিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের পরিণতি। অন্যান্য লীলোপকরণাদিও স্বরূপশক্তি হইতেই উদ্ভূত। "সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম। ভগবানের সত্ত্বা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর। এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥ ১।৪।৫৬-৫৭॥" এইরূপে **বৈকুণ্ঠাদি** সমস্ত **ভগবদ্ধাম,** সমস্ত ভগবৎ-পরিকর, সমস্ত লীলোপকরণাদি চিচ্ছক্তিরই বিভূতি। শক্তিমান্‌ই শক্তির আশ্রয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই এই সমস্তেরই আশ্রয়।

অথবা, **তাহার বৈভবানন্ত**—অনন্ত বৈকুণ্ঠাদিধাম চিচ্ছক্তিরই বৈভব। ভগবানের অনন্তস্বরূপ; প্রত্যেক স্বরূপের ধামকে বৈকুণ্ঠ বলে; সুতরাং বৈকুণ্ঠও সংখ্যায় অনন্ত; এই সকল অসংখ্য ভগবদ্ধামও চিচ্ছক্তির বৈভব।

৮৫। এই পয়ারে মায়াশক্তির পরিচয় দিতেছেন।

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি—মায়া ভগবানের শক্তি হইলেও ইহা ভগবৎস্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না; ভগবৎ-স্বরূপের নিত্যলীলা-স্থলের বাহিরেই জড়-মায়াশক্তির অবস্থিতি। আলোক এবং অন্ধকার যেমন একই স্থানে থাকিতে পারেনা, অন্ধকার যেমন আলোকের বহির্ভাগেই অবস্থান করে, তদ্রূপ ভগবান্ এবং মায়াও একস্থানে থাকিতে পারেনা; ভগবৎ-স্বরূপের লীলাস্থানের বহির্দ্দেশেই মায়ার অবস্থিতি। "কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার। যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার ॥ ২।২২।২১॥" বাস্তবিক, মায়া যেন ভগবানের দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে লজ্জাই অনুভব করে। "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। শ্রীভা ২।৫।১৩॥" মায়া জড়শক্তি বলিয়া চিদেকরূপ শ্রীভগবান্ হইতে সর্ব্বদা দূরেই অবস্থান করে; এজন্য ইহাকে বহিরঙ্গা শক্তি বলে; বহির্ভাগেই থাকে অঙ্গ যাহার, তাহার নাম বহিরঙ্গা শক্তি। কারণার্ণবের এক দিকে চিন্ময় ভগবদ্ধাম, অপর দিকে জড়মায়ার স্থান; সুতরাং মায়া সর্ব্বদাই ভগবদ্ধাম ও ভগবৎস্বরূপ হইতে বহির্ভাগে থাকে; এজন্য ইহা বহিরঙ্গা। ভগবানের স্বরূপানুবন্ধিনী লীলাতেও মায়ার কোনও স্থান নাই। এমন কি, ভগবৎস্বরূপ যখন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও মায়ার সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ থাকে না। প্রশ্ন হইতে পারে, মায়া যদি ভগবৎ-শক্তিই হয়, তবে ভগবানের সহিত তাহার সংযোগ কিরূপে না থাকিবে? শক্তি ও শক্তিমানের

জীবশক্তি তটস্থাখ্য—নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি—তার বিভেদ অনন্ত ॥ ৮৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সংযোগই চিরপ্রসিদ্ধ। ইহার উত্তর এই যে, ভগবানের স্বরূপ শক্তির অচিন্ত্য প্রভাবে মায়া তাঁহার শক্তি হইলেও ভগবানের সহিত মায়ার কোনওরূপ সংযোগ-সম্ভাবনা নাই। ১।২।১১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, শক্তি ও শক্তিমানের সংযোগই চিরপ্রসিদ্ধ; মায়ার সহিত যখন ভগবানের কোনওরূপ সংযোগই দেখা যায় না, তখন মায়া যে ভগবৎ-শক্তি, তাহার প্রমাণ কি? শ্রীভগবানের বাক্যই মায়ার ভগবৎ-শক্তিত্বের প্রমাণ; গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন যে, মায়া তাঁহার শক্তি; দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। ৭।১৪ ॥” এই বাক্যে গুণময়ী মায়াকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন “আমার মায়া।” শ্রীমদ্ভাগবতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। “ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ ॥ ২।৯।৩৩ ॥” আরও প্রমাণ এই যে, সৃষ্টি-প্রকরণ হইতে জানা যায়, ঈশ্বরের শক্তি-প্রভাবেই মায়া তাহার কার্য্য—সৃষ্টি কার্য্য—নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; ইহাতেও বুঝা যায়, মায়া ঈশ্বরাশ্রিতা শক্তি, সুতরাং ঈশ্বরেরই শক্তি।

মায়ার লক্ষণ প্রথম পরিচ্ছেদের ২৪শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। মায়ার দুইটী বৃত্তি—গুণমায়া ও জীবমায়া। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যরূপা প্রকৃতিকে গুণমায়া বলে। এই গুণমায়াই মহত্তত্ত্বাদির উপাদানভূতা। আর মায়ার যে বৃত্তি বহির্ম্মুখ জীবের স্বরূপকে আবৃত করিয়া মায়িক বস্তুতে জীবের “আমি আমার”-জ্ঞান জন্মায়, তাহাকে বলে জীবমায়া। জীবমায়ার দুই রকম শক্তি, আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা; যে শক্তি দ্বারা জীবমায়া বহির্ম্মুখ জীবের স্বরূপকে আবৃত করে, তাহাকে বলে আবরণাত্মিকা শক্তি। আর যে শক্তি দ্বারা জীবমায়া মায়িক বস্তুতে বহির্ম্মুখ জীবের অভিনিবেশ জন্মায়, তাহাকে বলে বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি। এই জীবমায়াই গুণমায়াকে উদ্‌গিরিত করে, কখনও কখনও বা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে নানা-আকারে পরিণমিত করে। প্রাকৃত প্রপঞ্চের মুখ্য নিমিত্ত-কারণ এবং মুখ্য উপাদান-কারণ ঈশ্বর হইলেও মায়াই গৌণ-নিমিত্ত কারণ এবং গৌণ উপাদান-কারণ। গুণমায়া বিশ্বের গৌণ উপাদান-কারণ এবং জীবমায়া বিশ্বের গৌণ নিমিত্ত-কারণ। মায়া জড়া শক্তি বলিয়া নিজে অচেতনা, সুতরাং তাহার স্বতঃ ক্রিয়াশক্তি নাই। কিন্তু ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া এই অচেতনা মায়াই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকে। “অচেতনাপি চৈতন্যযোগেন পরমাত্মনঃ। অকরোদ্বিশ্বমখিলমনিত্যং নাটকাকৃতিম্ ॥ শ্রী-ভা, ২।৯।৩৩। ক্রমসন্দর্ভধৃত আয়ুর্ব্বেদ-বচন ॥” চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের শক্তিতেই জীবমায়া জীবকে মোহিত করিতে সমর্থা হয় এবং ঈশ্বরের শক্তিতেই গুণমায়াও পরিণামযোগ্যতা লাভ করে। আদির পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

জগত-কারণ—মায়া জগতের কারণ। কারণ দুই রকমের—নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। যে ব্যক্তি কোনও বস্তু প্রস্তুত করে, তাহাকে বলে ঐ বস্তুর নিমিত্ত কারণ; আর যে দ্রব্যদ্বারা ঐ বস্তুটী প্রস্তুত হয়, তাহাকে বলে ঐ বস্তুর উপাদান কারণ। যেমন কুম্ভকার মৃত্তিকা দ্বারা ঘট তৈয়ার করে; এস্থলে কুম্ভকার হইল ঘটের নিমিত্ত কারণ, আর মৃত্তিকা হইল ঘটের উপাদান-কারণ। মায়াও বিশ্বের কারণ—গুণমায়া উপাদান-কারণ এবং জীবমায়া নিমিত্ত-কারণ (মায়া বিশ্বের গৌণ কারণ মাত্র, মুখ্য কারণ নহে; বিশেষ বিচার পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, ঈশ্বরের শক্তিতে মায়া হইতেই অনন্ত কোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি; সুতরাং অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মায়ারই বৈভব। তাই বলা হইয়াছে—**তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ**—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ তাহার (মায়ার) বৈভব।

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বৈভব; বহিরঙ্গা মায়াশক্তি আবার শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণেরই আশ্রিত; সুতরাং মায়াশক্তির বৈভবরূপ ব্রহ্মাণ্ডসমূহও শ্রীকৃষ্ণেরই আশ্রিত, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের আশ্রয়; এই পয়ার হইতে ইহাই ব্যঞ্জিত হইল।

৮৬। এক্ষণে জীব-শক্তির পরিচয় দিতেছেন।

এমত স্বরূপগণ, আর তিন শক্তি। সভার আশ্রয় কৃষ্ণ—কৃষ্ণে সভার স্থিতি ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জীব-শক্তি—অনন্তকোটি জীব ভগবানের যে শক্তির বৈভব, তাহাকে বলে জীব-শক্তি। জীব যে ভগবৎশক্তি-বিশেষ, তাহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৬।৭।৬১ ॥—বিষ্ণুর শক্তিত্রয়ের মধ্যে চিৎস্বরূপা পরাশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা জীবশক্তি এবং অবিদ্যাখ্যা মায়া শক্তি।" গীতায়ও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৭।৫ ॥ হে মহাবাহো পার্থ! এই অপরা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন অপর একটী আমার শ্রেষ্ঠা জীবভূতা প্রকৃতি (শক্তি) আছে।" গীতা-বাক্যানুসারে দেখা যাইতেছে, জীব ঈশ্বরের প্রকৃতি-বিশেষ; প্রকৃতি-বিশেষ বলিয়াই জীবকে ঈশ্বরের শক্তি বলা হয়। "প্রকৃতি-বিশেষত্বেন তস্য শক্তিত্বম্। পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৩৭॥" শক্তিত্বের আরও একটী হেতু এই। ঈশ্বর সূর্য্যস্থানীয়, জীব তাঁহার রশ্মিপরমাণুস্থানীয়। "একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥ বি, পুঃ ১।২২।৫৪॥" জীব ঈশ্বরের রশ্মিস্থানীয় বলিয়া নিত্যই ঈশ্বরের আশ্রিত এবং ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখন জীবের বিকাশ, আর ঈশ্বর যখন সৃষ্টিলীলা সংবরণ করেন, তখন জীবেরও বিকাশের লোপ হয়। এই কারণে জীব ঈশ্বরের শক্তিস্থানীয়। জীবশক্তি চেতনাময়ী। "জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণ শ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। পরমাত্মসন্দর্ভধৃত শ্রীজামাতৃবচন।১৯॥" সুতরাং ইহা বহিরঙ্গা জড়া মায়াশক্তি নহে, মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তাও নহে; "ন জড়ো ন বিকারী। পরমাত্ম সন্দর্ভঃ।১৯॥" আবার সূর্য্যরশ্মি যেমন সূর্য্যের অভ্যন্তরে থাকে না, তদ্রূপ ভগবানের—রশ্মিপরমাণুস্থানীয় জীবশক্তিও, স্বরূপশক্তির ন্যায় ভগবানের স্বরূপের মধ্যে থাকে না; সুতরাং জীবশক্তি স্বরূপ-শক্তি নহে, স্বরূপ-শক্তির অন্তর্ভুক্তও নহে। "ন বিদ্যতে বহির্ব্বহিরঙ্গমায়াশক্ত্যা অন্তরেণান্তরঙ্গচিচ্ছক্ত্যা চ সম্যগ্ বরণং সর্ব্বথা স্বীয়ত্বেন স্বীকারো যস্য তম্—শ্রীভা, [illegible]র টীকায় অবহিরন্তরসম্বরণম্ শব্দের ব্যাখ্যায় চক্রবর্ত্তিপাদ।" এইরূপে, বহিরঙ্গামায়াশক্তির মধ্যে এবং অন্তরঙ্গাচিচ্ছক্তির মধ্যেও স্বীয়রূপে স্বীকৃত নহে বলিয়া জীব-শক্তিকে **তটস্থা শক্তিও** বলা হয়। "অথ তটস্থত্বঞ্চ * * * উভয়কোটাবপ্রবিষ্টত্বাৎ। পরমাত্মসন্দর্ভঃ।৩৭॥" তটশব্দে নদী বা সমুদ্রের জলসংলগ্ন অংশকে বুঝায়। এই তট যেমন নদী বা সমুদ্রের অন্তর্ভুক্ত নহে, তটের অদূরবর্ত্তী তীরভূমির অন্তর্ভুক্তও নহে; তদ্রূপ জীবশক্তিও স্বরূপ-শক্তির অন্তর্ভুক্তও নহে, মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তও নহে। তাই জীব-শক্তিকে তটস্থা শক্তি বলা হয়।

তটস্থাখ্য—তটস্থা আখ্যা (নাম) যাহার; যাহার একটী নাম তটস্থা শক্তি, সেই জীবশক্তি। **নাহি যার অন্ত**—যাহার অন্ত নাই; অনন্ত; অসংখ্য। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি জীব তটস্থা জীব-শক্তিরই অংশ। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ব্যতীত, অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামেও সাধনসিদ্ধ এবং গরুড়াদি নিত্যসিদ্ধ জীব আছেন; তাঁহারাও তটস্থা-শক্তিরই অংশ, কেবল স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র।

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি জীব এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের সাধন-সিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ জীবগণ সকলেই ভগবানের জীবাখ্যা তটস্থা শক্তির বৈভব; এবং জীবশক্তি শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণই তাহাদেরও আশ্রয়—ইহাই এই পয়ারার্দ্ধ হইতে ব্যঞ্জিত হইতেছে।

মুখ্য তিনশক্তি—অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি, এই তিনটীই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যাশক্তি। "কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম ॥২।৮।১১৬॥" এই তিন মুখ্যা শক্তির মধ্যে আবার অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। "অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ, তটস্থা কহি যারে। অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি—সভার উপরে ॥২।৮।১১৭॥ আবার ইতিপূর্ব্বে ৮৪শ পয়ারের ব্যাখ্যায় দেখান হইয়াছে যে, চিচ্ছক্তির বৃত্তিসমূহের মধ্যে হ্লাদিনীই শ্রেষ্ঠা; সুতরাং হ্লাদিনীই সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী। ১।৪।৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তার বিভেদ অনন্ত——এই তিন মুখ্যাশক্তির আবার অসংখ্য প্রকারের ভেদ আছে।

৮৭। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-সমূহের ও শক্তিত্রয়ের পরিচয় দিয়া এক্ষণে উপসংহার করিতেছেন।

যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেই পুরুষাদি সভার কৃষ্ণ মূলাশ্রয় ॥ ৮৮

'স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ'—কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
'পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সভার—ভগবৎস্বরূপ-সমূহের ও শক্তিত্রয়ের এবং শক্তিত্রয়ের সমস্ত বৈভবের। **আশ্রয়**—উৎপত্তির হেতু, মূল নিদান। "এ সবের উৎপত্তিহেতু, সেই আশ্রয়ার্থ।১।৩।৭৭॥" **স্থিতি**—অবস্থিতি।

সমস্ত ভগবৎস্বরূপ, সমস্ত শক্তি এবং সমস্ত শক্তি-বৈভবের মূল উৎপত্তিহেতু হইলেন শ্রীকৃষ্ণ; শ্রীকৃষ্ণ হইতেই তাঁহাদের প্রকাশ এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রকাশিত হইবার পরেও শ্রীকৃষ্ণেই তাঁহারা অবস্থিত। সুতরাং শ্রীনারায়ণের মূলও শ্রীকৃষ্ণ; (যেহেতু, নারায়ণও একতম ভগবৎ-স্বরূপ) এবং শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণের আশ্রয়; অতএব সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপাদির আশ্রয়ই যে শ্রীকৃষ্ণ, এই জ্ঞান যাহার আছে, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার, এইরূপ অজ্ঞান তাহার থাকিতে পারে না।

৮৮। প্রশ্ন হইতে পারে—"পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস। নিশ্বাস-সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ॥ পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে। শ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-অন্তরে। * * * পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে॥ ১।৫।৬০—৬২॥" "মহাসঙ্কর্ষণ সব জীবের আশ্রয়॥ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাদ্ভুত ঐশ্বর্য্য অপার। তুরীয় বিশুদ্ধ সত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম॥১।৫।৩৮, ৪০, ৪১॥"—ইত্যাদি প্রমাণে দেখা যায়, পুরুষই ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবের আশ্রয়। এমতাবস্থায় পূর্ব্ব-পয়ারে যে বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণই "সভার আশ্রয়", ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন,—পুরুষাদি যে ব্রহ্মাণ্ডাদির আশ্রয়, তাহা সত্যই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই পুরুষাদিরও আশ্রয়; সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডাদির আশ্রয়ের আশ্রয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই সকলের মূল আশ্রয়। যেমন, কোনও ঘরের মধ্যে যদি দুগ্ধপূর্ণ ভাণ্ড থাকে; তাহা হইলে যেমন দুগ্ধের আশ্রয় হইল ভাণ্ড, আবার ভাণ্ডের আশ্রয় হইল ঘর, সুতরাং ঘরই হইল দুগ্ধের মূল আশ্রয়; তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডাদির আশ্রয় যে পুরুষ, সেই পুরুষের আশ্রয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই হইলেন মূল আশ্রয়।

পুরুষ—কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ। ইঁহারা বিশ্বের সৃষ্টি ও পালন করেন বলিয়া বিশ্বের আশ্রয়। **পুরুষাদি-সভার**—পুরুষগণের এবং পুরুষ হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবগণের। **মূল-আশ্রয়**—সকলের আদি আশ্রয়; যাহার নিজের আর অন্য কোনও আশ্রয় নাই।

৮৯। এক্ষণে শেষ উপসংহার করিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্, শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর; ইহাই সমস্ত শাস্ত্রদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

স্বয়ং ভগবান্—যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের ভগবত্তা। **সর্ব্বাশ্রয়**—সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের, সমস্ত শক্তির, সমস্ত শক্তি-বৈভবের অর্থাৎ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের, প্রাকৃত জীব সমূহের, অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের এবং তত্তদ্ধামস্থিত পরিকরাদির ও লীলোপকরণ-দ্রব্যাদির সমস্তেরই উৎপত্তির ও স্থিতির হেতু। **পরম ঈশ্বর**—অন্যান্য ভগবৎস্বরূপ-সমূহেরও ঈশ্বর, যাঁর ঈশ্বর বা প্রভু আর কেহ নাই। **ঈশ্বর**—কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ। যিনি করিতে সমর্থ, না করিতেও সমর্থ এবং একরূপ করিয়া তাহাকে আবার অন্যরূপ করিতেও সমর্থ, তাঁহাকে ঈশ্বর বলে।

স্বয়ংভগবানাদি শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া অন্য কেহ তাঁহার ভগবত্তার মূল নহেন; তিনিই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের মূল, সুতরাং শ্রীনারায়ণেরও মূল। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয় বলিয়া শ্রীনারায়ণেরও আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর বলিয়া শ্রীনারায়ণেরও ঈশ্বর। সুতরাং নারায়ণ কৃষ্ণের অবতারী নহেন; পরন্তু কৃষ্ণই নারায়ণের অবতারী।

"যদদ্বৈতং"-শ্লোকের অর্থপ্রসঙ্গে "ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণঃ য ইহ ভগবান্" বাক্যের অর্থ করিতে যাইয়া ৪৭শ পয়ারে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"অতএব ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোম নারায়ণ। তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস এই তত্ত্ব-নিরূপণ॥" এই ব্রহ্মোক্তি সম্বন্ধে নানাবিধ আপত্তি খণ্ডনপূর্ব্বক গ্রন্থকার যে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই এই পয়ারে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই পয়ার হইতে ব্যঞ্জিত হইল যে ভগবান্ নারায়ণের ন্যায় ব্রহ্ম এবং আত্মার মূল আশ্রয়ও শ্রীকৃষ্ণই।

এই পয়ারের প্রমাণ-স্বরূপ নিম্নে ব্রহ্মসংহিতার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ১৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ঈশ্বরঃ পরম ইতি। কৃষির্ভূ ইতি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি। যস্মাদেব তাদৃক্ কৃষ্ণশব্দো বাচ্যঃ তস্মাদীশ্বরঃ সর্ব্বাবশয়িতা তদিদমুপলক্ষিতম্; বৃহদ্গৌতমীয়ে শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রার্থান্তরেণ। অথবা কর্ষয়েৎ সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। কালরূপেণ ভগবাং স্তেনায়ং কৃষ্ণ উচ্যত ইতি। কলয়তি নিয়ময়তি সর্ব্বমিতি কালশব্দার্থঃ। যস্মাদেব তাদৃগীশ্বরস্তস্মাৎ পরমঃ পরা সর্ব্বোৎকৃষ্টা মা লক্ষ্মীঃ শক্তয়ো যস্মিন্। তদুক্তং শ্রীভাগবতে। রেমে রমাভির্নিজকামসংপ্লুত ইতি, নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতে ইত্যাদি, তত্রাতিশুশুভে তাভি র্ভগবান্ দেবকীসুত ইতি চ। তথৈবাগ্রে। শ্রিয়ঃ কান্তা কান্তঃ পরমপুরুষ ইতি। তাপন্যাঞ্চ। কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতমিতি। যস্মাদেব তাদৃক্ পরমস্তস্মাদাদিশ্চ তদুক্তং শ্রীদশমে। কৃষ্ণা জিতং জরাসন্ধমিতি। টীকাচ স্বামিপাদানাং আদৌ হরিঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যেষা। একাদশেতু। পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোস্মি ইতি। নচৈতদাদিত্বং তস্যাভাবাপেক্ষং কিন্ত্বনাদির্ন বিদ্যতে আদির্যস্য তাদৃশম্। তাপন্যাঞ্চ একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ইত্যুক্ত্যা নিত্যোনিত্যানামিতি। যস্মাদেব তাদৃশতয়াদি স্তস্মাৎ সর্ব্বকারণকারণং সর্ব্বকারণং মহৎস্রষ্টা পুরুষস্তস্যাপি কারণম্। তথা চ শ্রীদশমে যস্যাংশাংশাংশভাগেনেতি টীকাচ। যস্যাংশঃ পুরুষঃ তস্যাংশো মায়া তস্যাংশাগুণাঃ তেষাং ভাগেন পরমাণুমাত্রলেশেন বিশ্বোৎপত্ত্যাদয়ো ভবন্তি। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইতি সচ্চিদানন্দলক্ষণো যো বিগ্রহ স্তদ্রূপ ইত্যর্থঃ। তাপনীয়দ্বয়শীর্ষয়োঃ। সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণ ইতি। ব্রহ্মাণ্ডে। নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইতি। তদেবমস্য তথালক্ষণ-শ্রীকৃষ্ণরূপত্বে সিদ্ধে চোভয়লীলাভিনিবিষ্টত্বেন ক্বচিৎ বৃষ্ণিত্বং ক্বচিদ্গোবিন্দত্বঞ্চ দৃশ্যতে। যথা দ্বাদশে শ্রীসূতঃ। শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য। গোবিন্দ গোপবনিতাব্রজভৃত্যগীত তীর্থশ্রব শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্ ইতি। চিন্তামণিরিত্যাদি। গোবিন্দমাদিপুরুষমিত্যাদি। দশমে গোবিন্দাভিষেকারম্ভে সুরভীবাক্যম্। ত্বং ন ইন্দ্র জগৎপতে ইতি। অস্তু তাবৎ পরমগোলোকাবতীর্ণানাং তাসাং গবেন্দ্রত্বমিতি। তাপনীষু চ ব্রহ্মণা তদীয়মেব স্বেনারাধনং প্রকাশিতম্।. গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিত্যাদি॥ দিক্প্রদর্শিনী ॥১৭॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১৭। **অন্বয়।** কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পরমঃ (পরম) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর), সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ (সচ্চিদানন্দবিগ্রহ), অনাদিঃ (অনাদি) আদিঃ (সকলের আদি) গোবিন্দঃ (গোবিন্দ) সর্ব্বকারণকারণং (সমস্ত কারণের কারণ)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, কিন্তু সকলের আদি, গোবিন্দ এবং সমস্ত কারণের কারণ। ১৭।

কৃষ্ণ—স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত বস্তুকে, সমস্ত ভগবৎস্বরূপকে, সমস্ত শক্তিবর্গকে, এমন কি নিজেকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ যিনি, সেই আনন্দবিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণ। **পরম ঈশ্বর**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর, ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর; সমস্ত ভগবৎস্বরূপেরই ঈশ্বরত্ব আছে; সুতরাং সমস্ত ভগবৎস্বরূপই ঈশ্বর; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদেরও ঈশ্বর বা প্রভু, তাই শ্রীকৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর। কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ—যাহা কিছু করিতে, না করিতে, কিম্বা অন্যথা করিতে সমর্থ যিনি, তিনিই ঈশ্বর। সমস্ত ভগবৎস্বরূপই ঈশ্বর হইলেও তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব শ্রীকৃষ্ণ হইতেই প্রাপ্ত; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত ঈশ্বরত্বের মূল, তাই তিনি পরম ঈশ্বর। অথবা, পরা (শ্রেষ্ঠা) মা (শক্তি) আছে যাঁহাতে, তিনি পরম; নিখিল-শক্তিবর্গের অধিষ্ঠান শ্রীকৃষ্ণ, তাই শ্রীকৃষ্ণ পরম; অথবা নিখিল-শক্তিবর্গের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধা নিত্যই যাঁহাতে বা যাঁহার সঙ্গে আছেন, তিনি পরম—শ্রীকৃষ্ণ। ভগবৎস্বরূপরূপ ঈশ্বরগণের সকলেরই শক্তি আছে; কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট শক্তি আছে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে; এজন্য শ্রীকৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর। **সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ**—সৎ, চিৎ এবং আনন্দময় বিগ্রহ (দেহ) যাঁহার, তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; স্বয়ং ভগবান্ নরবপু, দ্বিভুজ; তাঁহার দেহ আছে; কিন্তু দেহ থাকিলেও তাঁহার দেহ, প্রাকৃত জীবের দেহের ন্যায় পাঞ্চভৌতিক নহে, প্রাকৃত রক্তমাংসাদিতে গঠিত নহে; ঘনীভূত আনন্দই তাঁহার দেহ; এই আনন্দও মায়িক আনন্দ নহে, পরন্তু চিন্ময় (স্বপ্রকাশ-অপ্রাকৃত)

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভাল মতে। | তবু পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আনন্দ ; তাঁহার দেহ চিদানন্দ-ঘন। সৎ-শব্দে সত্তা বুঝাইতেছে ; তাঁহার দেহ সৎ অর্থাৎ নিত্য-সত্তাযুক্ত, কখনও এই দেহের ধ্বংস হয় না ; এই দেহের সত্তার অভাবও কখনও ছিল না, অর্থাৎ ইহা জন্য-পদার্থ নহে—ইহা নিত্য সদ্ বস্তু ; "নিত্যোনিত্যানাং" গোঃ তাঃ ৬।২২॥ শ্রীকৃষ্ণের দেহ নিত্য এবং চিদানন্দময়। তাঁহার দেহ চিদানন্দময় বলিয়া, জীবের ন্যায় তাঁহাতে দেহ-দেহি-ভেদও নাই। জীবের দেহ প্রাকৃত জড় বস্তু, কিন্তু দেহী জীব চিৎকণ বস্তু ; তাই জীবের দেহ ও দেহী দুইটী ভিন্ন জাতীয় বস্তু, এজন্য জীবে দেহ-দেহি-ভেদ আছে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দেহ যেমন চিদানন্দময়, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি চিদানন্দময় ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণে দেহ-দেহি-ভেদ নাই। জীবে, চিৎকণবস্তু দেহীর শক্তিতে জীবের ইন্দ্রিয়াদি শক্তিমান্ ; দেহ ও দেহী ভিন্ন জাতীয় বলিয়া এবং ইন্দ্রিয়াদির উপাদানসন্নিবেশও বিভিন্ন বলিয়া দেহীর শক্তি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা বিভিন্নভাবে বিকশিত হয় ; এজন্য জীবের এক ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতে পারে না—চক্ষু শুনিতে পায় না। কিন্তু চিদানন্দ-ঘন বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে দেহ-দেহি-ভেদ নাই বলিয়া, তাঁহার বিগ্রহের সর্ব্বত্রই একই আনন্দঘন বস্তু একই ভাবে বিদ্যমান আছে বলিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়-সমূহের স্বরূপতঃ শক্তি-পার্থক্য নাই—তাঁহার যে কোন ইন্দ্রিয়ই যে কোন ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতে পারে ; অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তীতি।—ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩২॥" আনন্দ বস্তু বিভু—"ভূমৈব সুখম্"। সুতরাং আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ-দেহও বিভু—সর্ব্বব্যাপক বস্তু ; পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইয়াও শ্রীকৃষ্ণদেহ বিভু—সর্ব্বব্যাপক ; শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব। নরবপুতেই তিনি বিভু—মৃদ্ভক্ষণ-লীলায়, দাম-বন্ধন-লীলায় এবং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সমক্ষে দ্বারকামাহাত্ম্যপ্রকটনে তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তিনি অণু হইতেও ক্ষুদ্র হইতে পারেন, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎও হইতে পারেন (অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্। কঠোপনিষৎ ১।২।২০॥) ; কিন্তু যখন তিনি অণু হয়েন, তখনও তিনি বিভু ; বিভুত্ব তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম ; যেহেতু তিনি আনন্দ-স্বরূপ. ব্রহ্ম। **অনাদি**—আদি নাই যাঁহার। শ্রীকৃষ্ণের আদি কিছু নাই ; তিনি স্বয়ংসিদ্ধ এবং অনাদিকাল হইতেই নিত্য বিরাজিত। তিনি অনাদি বলিয়া কাহারও অংশ বা কাহারও অবতার নহেন। **আদি**—শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই আদি ; যত ভগবৎস্বরূপ বা ভগবদ্ধাম আছেন, সকলেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে আবির্ভূত ; অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডও শ্রীকৃষ্ণ হইতেই উদ্ভূত ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই—নারায়ণাদিরও—আদি। সকলের আদি বলিয়া তিনি **সর্ব্বকারণ-কারণ**—সাক্ষাদ্ ভাবে পুরুষাদি হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব ; সুতরাং পুরুষাদিই জগতের কারণ ; শ্রীকৃষ্ণ সেই পুরুষাদিরও কারণ ; সুতরাং তিনি সর্ব্বকারণ-কারণ। **গোবিন্দ**—গো-অর্থ গরু বা পৃথিবী ; আর বিন্দ-ধাতুর অর্থ পালন। গো-পালন করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে গোবিন্দ বলে। আর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও পালনের কর্ত্তা বলিয়াও তিনি গোবিন্দ। গো-অর্থ ইন্দ্রিয়ও হয় ; শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলিয়াও তিনি গোবিন্দ—হৃষীকেশ। অথবা তাঁহার অন্তরঙ্গ-পরিকর-বর্গের ইন্দ্রিয়সমূহকে তাহাদের স্ব স্ব বিষয়ে আনন্দদ্বারা পালন বা পোষণ করেন বলিয়াও তিনি গোবিন্দ।

৯০। বৈষ্ণবের সঙ্গে কোনওরূপ ব্যবহারেই কেহ কষ্ট পায়েন না ; বৈষ্ণব কাহারও মনেই কষ্ট দেন না। কবিরাজ-গোস্বামীর সিদ্ধান্তে তাঁহার প্রতিপক্ষ পরাজিত হইয়াছেন ; তাহাতে তাঁহার মনঃকষ্ট আশঙ্কা করিয়া কবিরাজ-গোস্বামী প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন "আমি যে সব সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিলাম, তাহা তুমি বেশ ভালরূপেই জান ; কেবল আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই তুমি পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াছ।" এই বাক্যে প্রতিপক্ষ মনে করিবেন "আমি যে অজ্ঞ নহি, ইহা কবিরাজের বিশ্বাস, সুতরাং পরাজিত হইয়াছি বলিয়া অপমান বোধ করার হেতু আমার কিছুই নাই।"

এসব সিদ্ধান্ত—শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্বেশ্বর, সুতরাং নারায়ণাদিরও ঈশ্বর এবং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস ইত্যাদিরূপ সিদ্ধান্ত। **চালাইতে**—পরীক্ষা করিতে।

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥ ৯১
অতএব চৈতন্যগোসাঞি পরতত্ত্ব-সীমা।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি, কি তাঁর মহিমা ॥ ৯২
সেহ ত ভক্তের বাক্য—নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী ॥ ৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯১। এক্ষণে "যদদ্বৈতং" শ্লোকের "ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ" অংশের অর্থ করিতেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মসংহিতার বাক্যে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব; শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর কেহ নাই। এই পয়ারে বলিতেছেন যে, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্বও আর কেহ নাই।

সেই কৃষ্ণ—যিনি সর্ব্বাশ্রয়, যিনি সর্ব্ব কারণ-কারণ, যিনি পরম-ঈশ্বর এবং যিনি নারায়ণেরও আশ্রয় এবং সমস্ত অবতারের মূল, সেই শ্রীকৃষ্ণ। **অবতারী**—যাঁহা হইতে সমস্ত অবতার আবির্ভূত হয়েন, যিনি সমস্ত অবতারের মূল (শ্রীকৃষ্ণ)। **ব্রজেন্দ্র-কুমার**—ব্রজরাজ-নন্দন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যে ধাম, তাহার নাম ব্রজ; রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্য-রস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি, অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দমহারাজরূপে এবং মাতা শ্রীমতী যশোমতীরূপে বিরাজিত; নন্দ-মহারাজকেই ব্রজরাজ বা ব্রজেন্দ্র বলে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই ব্রজেন্দ্র-নন্দন; শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র ভগবান্ হইয়াও বাৎসল্যপ্রেমের বশ্যতা স্বীকার করিয়া নন্দ-যশোদার আনুগত্য অঙ্গীকার করিয়াছেন; তাঁহার ঐশ্বর্য্যও ইহাতে মাধুর্য্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে; দ্বারকা-নাথ-স্বরূপ বা মথুরা-নাথ-স্বরূপ অপেক্ষা ব্রজেন্দ্র-নন্দনস্বরূপেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের অভিব্যক্তি এবং মাধুর্য্যের নিকট ঐশ্বর্য্যের আনুগত্য অনেক বেশী; বস্তুতঃ ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপেই মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ এবং মাধুর্য্যের নিকট ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম আনুগত্য। আবার মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার; ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপে ভগবত্তার সার মাধুর্য্যের পূর্ণতম অভিব্যক্তি বলিয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। "অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ।২।২০।১৩১॥" **আপনে**—নিজে; ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ স্বয়ংই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণের অপর কোনও স্বরূপ শ্রীচৈতন্যরূপে আসেন নাই।

৯২। **অতএব**—স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ নিজেই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া। **পরতত্ত্ব-সীমা**—শ্রীচৈতন্যই পরতত্ত্বের চরম-অবধি; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। **তাঁরে**—পরতত্ত্বের সীমাস্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে। **ক্ষীরোদশায়ী**—ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ। **কি তাঁর মহিমা**—শ্রীচৈতন্যকে ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ বলিলে শ্রীচৈতন্যের কি মহিমাইবা (তত্ত্ব) ব্যক্ত হয়? অর্থাৎ মহিমা (তত্ত্ব) ব্যক্ত হয় না, কারণ, শ্রীচৈতন্য বস্তুতঃ ক্ষীরোদশায়ী নহেন, তিনি স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ, তিনি ক্ষীরোদশায়ীরও মূল আশ্রয়।

কেহ কেহ মনে করেন, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এই মত সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে ইহা সমীচীন মত নহে; শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপতঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই; ক্ষীরোদশায়ী হইলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশাংশ; সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গকে ক্ষীরোদশায়ী বলিলে শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমাই খর্ব্ব করা হয়।

৯৩। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ক্ষীরোদশায়ী বলেন, তাঁহারাও ভক্ত; কারণ, তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গে ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণকে অনুভব করিয়াছেন; ভক্ত ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে কোনও ভগবৎস্বরূপের অনুভব সম্ভব নহে। সুতরাং তাঁহাদের মতে শ্রীগৌরাঙ্গের যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ না পাইলেও, তাঁহাদের কথা একেবারে মিথ্যা নহে; ইহা আংশিক সত্য। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ংভগবান্, তিনি স্বয়ং অবতারী; তাঁহার অবতার-কালে অন্য সমস্ত অবতারই তাঁহার সঙ্গে মিলিত হয়েন। "পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥ নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার। যুগ মন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥ সভে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ ॥১।৪।৯-১১॥" সুতরাং ক্ষীরোদশায়ী-আদি সমস্ত ভগবৎস্বরূপই শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে আছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সময় সময় বরাহ, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির আবেশসম্ভূত লীলা প্রকট করিয়া জীবকে তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন। এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের মধ্যে যে ভক্ত যখন যে স্বরূপের অনুভব লাভ

অবতারীর দেহে সব-অবতারের স্থিতি।
কেহো কোনমতে কহে, যেমন যার মতি ॥ ৯৪
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহো—নরনারায়ণ।
কেহো কহে—কৃষ্ণ হয়ে সাক্ষাৎ বামন ॥ ৯৫
কেহো কহে—কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ি-অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সভার ॥ ৯৬
কেহো কহে—পরব্যোম-নারায়ণ হরি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, যাতে অবতারী ॥ ৯৭
সবশ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি একমন ॥ ৯৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করেন, সেই ভগবৎস্বরূপ বলিয়াই তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের পরিচয় দিতে পারেন; সুতরাং তাঁহার অনুভূতিলব্ধ তত্ত্ব, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব না হইলেও তাঁহার অনুভূতির পক্ষে মিথ্যা নহে। ইহাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে।

সেহত—তাহাও; যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ক্ষীরোদশায়ী বলেন, তাঁহাদের কথাও। **ব্যভিচারী**—মিথ্যা। **সকল সম্ভবে তাঁতে**—শ্রীগৌরাঙ্গে সমস্ত সম্ভব, পূর্ণভগবান্ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুতে সমস্ত ভগবৎস্বরূপের অভিব্যক্তিই সম্ভব।

যাতে অবতারী—যেহেতু শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারী, স্বয়ং ভগবান্। শ্রীমন্ মহাপ্রভু অবতারী স্বয়ংভগবান বলিয়াই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই তাঁহার মধ্যে আছেন; সুতরাং তাঁহার মধ্যে যে কোনও ভগবৎস্বরূপের অভিব্যক্তিই সম্ভব।

৯৪। শ্রীমন্ মহাপ্রভু অবতারী বলিয়া তাঁহাতে যে সকলই সম্ভবে, তাহার হেতু দেখাইতেছেন।

অবতারীর দেহে ইত্যাদি—অবতারীর দেহের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত অবতারই অবস্থিত। (১।৪।৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **কেহো কোনমতে কহে** ইত্যাদি—তন্মধ্যে যে ভক্ত যে অবতারের বা যে ভগবৎস্বরূপের অনুভব লাভ করেন, তিনি সেই অবতার বলিয়াই অবতারীর পরিচয় দিতে পারেন। **মতি**—অনুভব।

৯৫-৯৭। স্ব-স্ব-অনুভূতি-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের (বা শ্রীগৌরাঙ্গের) পরিচয়, কে কিরূপভাবে দিয়া থাকেন, তাহাই বলা হইতেছে, তিন পয়ারে। কেহ বলেন, তিনি ক্ষীরোদশায়ী, কেহ বলেন, তিনি পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ ইত্যাদি। ইহাদের সকলের কথাই সত্য; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী বলিয়া তাঁহার মধ্যে সমস্ত ভগবৎস্বরূপই বিদ্যমান আছেন।

বামন—ইনি লীলাবতার, পঞ্চদশ অবতার। শ্রীভগবান্ বামন-রূপ প্রকটিত করিয়া স্বর্গের পুনর্গ্রহণ-মানসে বলির যজ্ঞে গমনপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে ত্রিপদ-ভূমি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। "পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ। পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপম্ ॥—শ্রীভা, ১।৩।১৯॥"

নর-নারায়ণ—নর ও নারায়ণ; ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তির গর্ভে ইহাদের আবির্ভাব; ইহারা দুশ্চরতপস্যা করিয়াছিলেন। "তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নর-নারায়ণাবৃষী। ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্ দুশ্চরং তপঃ॥ শ্রীভা, ১।৩।৯॥" হরি ও কৃষ্ণ নামে (ইনি ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নহেন) ইহাদের দুই সহোদর আছেন। ইহারা চারি সহোদরে মিলিয়া চতুঃসনের ন্যায় একটী অবতার—লীলাবতার। "শাস্ত্রেঽন্যৌ হরিকৃষ্ণাখ্যাবনয়োঃ সোদরৌ স্মৃতৌ। এভিরেবৈকোঽবতারঃ স্যাৎ চতুর্ভিঃ সনকাদিবৎ॥ ল, ভা, লীলাবতার-প্রকরণ।১৪॥" **ক্ষীরোদশায়ী-অবতার**—ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের অবতার। **অসম্ভব নহে**—শ্রীকৃষ্ণে নর-নারায়ণ, বামন ও ক্ষীরোদশায়ী-আদির অনুভব অসম্ভব নহে। **সত্য ইত্যাদি**—সকলের উক্তিই সত্য; কারণ, তাঁহারা তাঁহাদের অনুভূতির কথাই বলিয়াছেন, মিথ্যা বলেন নাই। **পরব্যোম-নারায়ণ**—কেহ কেহ বলেন, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

৯৮। কবিরাজ-গোস্বামী বৈষ্ণবোচিত দৈন্যবশতঃ সমস্ত শ্রোতাদের চরণে প্রণতি জানাইয়া সিদ্ধান্ত-বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন।

শ্রোতাগণের—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের শ্রোতৃমণ্ডলীর। **করি**—আমি (গ্রন্থকার) করি। **এসব**

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥ ৯৯
চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমাজ্ঞান হৈতে॥ ১০০
চৈতন্য প্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে॥ ১০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সিদ্ধান্ত—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত। **করি একমন**—মনোযোগ দিয়া; অন্য বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ পূর্ব্বক একমাত্র সিদ্ধান্ত-বিষয়ে নিয়োজিত করিয়া।

৯৯। প্রশ্ন হইতে পারে, সিদ্ধান্ত-বিচার করিতে গেলেই নানারূপ তর্কের উদয় হইবে; তর্কে বুদ্ধি নষ্ট হয়; সুতরাং সিদ্ধান্ত শুনিয়া কি লাভ হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যাহাতে বুদ্ধি নষ্ট হয়, এরূপ কুতর্ক কেবল প্রতিকূল বিচার হইতেই উদ্ভূত হয়। প্রতিকূলতা ত্যাগ করিয়া অনুকূল সিদ্ধান্ত পাইবার চেষ্টা করিলে, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান জন্মিবে এবং মহিমার জ্ঞান জন্মিলেই শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে চিত্তের দৃঢ়তা জন্মিবে। সুতরাং সিদ্ধান্তের কথা শুনিলেই নিরুৎসাহ হওয়ার হেতু কিছু নাই। বাস্তবিক উপাস্যের তত্ত্ব-সম্বন্ধে কোনও রূপ জ্ঞান না থাকিলে, উপাস্যে দৃঢ়-নিষ্ঠা রক্ষা করা কষ্টকর হইয়া পড়ে; কারণ, কোনও শক্তিশালী বিরুদ্ধপক্ষের বলবতী যুক্তির প্রভাবে নিজের বিশ্বাস বিচলিত হইয়া যাইতে পারে।

কেহ হয়তো বলিতে পারেন, উপাস্যে দৃঢ়নিষ্ঠা রক্ষার জন্য তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্ববিচার আবার লীলারসাদির আস্বাদনের প্রতিকূলতা জন্মাইতেও পারে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, নিষ্ঠার ভিত্তি যেমন তত্ত্বজ্ঞান, লীলারস আস্বাদনের ভিত্তিও তত্ত্বজ্ঞান। লীলাপুরুষোত্তম ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে লীলাকথার আলোচনাকালে লীলাসম্বন্ধে প্রাকৃত ব্যাপার বলিয়া ভ্রান্তবুদ্ধি জন্মিতে পারে। ক্ষীর আস্বাদন করিতে হইলে তাহাকে একটা পাথরের বাটীতে রাখার প্রয়োজন; নচেৎ ক্ষীরই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। লীলারস আস্বাদনের ভিত্তিই হইল সিদ্ধান্ত বা তত্ত্বজ্ঞান। তাই রসিকভক্তকুলমুকুটমণি শ্রীল শুকদেবগোস্বামিচরণও রাসলীলা বর্ণনের উপক্রমে "ভগবানপি তা বীক্ষ্য" ইত্যাদি বাক্যে বলিয়াছেন—যে লীলার কথা বলা হইতেছে, তাহা ভগবানের লীলা, প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার ক্রীড়া নহে এবং ভগবান্‌ও তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী স্বরূপশক্তি যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়াই এই লীলা সম্পাদন করিয়াছেন। রাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষ শ্লোকেও এই লীলাকে "বিষ্ণু"র—সর্ব্বব্যাপক পরতত্ত্ব বস্তুর—লীলা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। লীলাকথার আস্বাদনের সময়ে তত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত হইলে হয়তো রসাস্বাদনের বিঘ্ন জন্মিতে পারে; কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই আস্বাদন-পিপাসুর তত্ত্বজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই তত্ত্বজ্ঞানকে লীলাতে প্রাকৃতত্ববুদ্ধি জন্মিবার বিপক্ষে রক্ষাকবচতুল্য মনে করা যায়।

অলস—নিরুৎসাহত্ব; আগ্রহের অভাব। **ইহা হৈতে**—সিদ্ধান্ত হইতে, সিদ্ধান্তের জ্ঞানদ্বারা। **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণ-বিষয়ে। **লাগে**—সংলগ্ন হয়। **সুদৃঢ়-মানস**—অবিচল নিষ্ঠা।

১০০। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য-তত্ত্ব একই; শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব ও মহিমা জানা হইলেই শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব ও মহিমা জানা হইল। মহিমার জ্ঞান হইতেই শ্রীকৃষ্ণে বা শ্রীচৈতন্যে চিত্তের দৃঢ় নিষ্ঠা জন্মে।

চৈতন্য-মহিমা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহিমা। **দৃঢ় হঞা লাগে**—দৃঢ়নিষ্ঠা জন্মে।

১০১। প্রশ্ন হইতে পারে, "যদদ্বৈতং" শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের মহিমাই ব্যক্ত হইয়াছে; সেই শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কথা বলা হইতেছে কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীচৈতন্যের মহিমা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই বিস্তৃতভাবে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রকাশ করা প্রয়োজন; তাই শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কথা বলা হইতেছে।

চৈতন্যগোসাঞির এই তত্ত্বনিরূপণ— ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১০২
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৩

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং বস্তু-
নির্দ্দেশ-মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব-
নিরূপণং নাম দ্বিতীয়পরিচ্ছেদঃ ॥ ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০২। শ্রীচৈতন্যের মহিমা প্রকাশ করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রকাশের প্রয়োজন কেন, তাহা বলিতেছেন। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাই শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের মহিমা না জানিলে শ্রীচৈতন্যের মহিমা জানা যায় না; তাই—শ্রীচৈতন্যের মহিমা প্রকাশের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রকাশ প্রয়োজনীয়। (তৃতীয় চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।)

আদি-লীলা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ। | সংগৃহ্ণাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীন্ ॥ ১ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তৃতীয়ে আশীর্ব্বাদরূপমঙ্গলাচরণং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতার-বাহ্যকারণঞ্চ বর্ণ্যতে ইত্যাশয়েনাহ "শ্রীচৈতন্যেতি"। যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ যস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য পাদয়োশ্চরণয়ো র্যো আশ্রয় শরণং তস্যৈব বীর্য্যতঃ প্রভাবতঃ অজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞানহীনো-মূর্খোঽপি আকরাণাং শাস্ত্ররূপখনীনাং ব্রাতঃ সমূহস্তস্মাৎ শাস্ত্রাণি সমালোচ্য ইত্যর্থঃ, সিদ্ধান্ত এব সন্মণীন্ উৎকৃষ্টরত্নবিশেষান্ সারসিদ্ধান্তানিত্যর্থঃ সংগৃহ্ণাতি, তং শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে। অত্রায়মাশয়ঃ, শাস্ত্রজ্ঞানহীনোঽপ্যহং শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়-প্রভাবেনৈব নানাশাস্ত্রাণ্যালোচ্য তস্যাবতারকারণং বর্ণয়ামীতি। শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়-মাহাত্ম্যং প্রকাশয়িতুং কৃতমত্রবন্দনং ন তু বিঘ্নবিনাশায়েতি ॥ ১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১। অন্বয়। যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ (যাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়-প্রভাবে) অজ্ঞঃ (অজ্ঞব্যক্তি) [অপি] (ও) আকরব্রাতাৎ (শাস্ত্ররূপ খনিসমূহ হইতে) সিদ্ধান্তসন্মণীন্ (সিদ্ধান্তরূপ উৎকৃষ্ট মণি সকল) সংগৃহ্ণাতি (সংগ্রহ করিতে পারে) [তং] (সেই) শ্রীচৈতন্যপ্রভুং (শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ। যাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়-প্রভাবে অজ্ঞ ব্যক্তিও শাস্ত্ররূপ খনিসমূহ হইতে সিদ্ধান্তরূপ উৎকৃষ্ট মণি-সমূহ সংগ্রহ করিতে পারে, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি। ১।

এই পরিচ্ছেদে "অনর্পিতচরীং" শ্লোকের অর্থ করা হইবে; এই শ্লোকের অর্থ করিতে হইলে গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের দরকার; গ্রন্থকার দৈন্যবশতঃ বলিতেছেন, তাঁহার তদ্রূপ শাস্ত্রজ্ঞান নাই; তথাপি শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইয়া তিনি উক্ত শ্লোকের অর্থ করিতে চেষ্টা করিবেন; শ্রীচৈতন্যদেবের চরণে শরণ লওয়ার একটা অচিন্ত্য-মাহাত্ম্য এই যে, নিতান্ত মূর্খ ব্যক্তিও চরণ-শরণ-প্রভাবে নানাবিধ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া সার সিদ্ধান্ত সকল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয়ের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবার নিমিত্তই গ্রন্থকার এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। আকর—খনি, যাহাতে রত্নাদি জন্মে। **ব্রাত—সমূহ। আকরব্রাত—**(শাস্ত্ররূপ) খনিসমূহ। এই শ্লোকে শাস্ত্রকে খনির সঙ্গে এবং সিদ্ধান্তকে মণির সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে। খনিতে যেমন মণি থাকে, কিন্তু তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়; তদ্রূপ শাস্ত্রেও সার-সিদ্ধান্ত আছে, শাস্ত্রালোচনা করিয়া তাহা বাহির করিতে হয়; কেবল শাস্ত্রলোচনা করিলেই সার-সিদ্ধান্ত কোন্‌টী, তাহা বুঝিতে পারা যায় না—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণে শরণাপন্ন হইয়া শাস্ত্রালোচনা করিতে হইবে; তাহা হইলেই তাঁহার কৃপায় অনায়াসে সার-সিদ্ধান্ত বোধগম্য হইবে—ইহাই "যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ" শব্দের ব্যঞ্জনা বলিয়া মনে হয়।

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
তৃতীয়-শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥ ২

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।২।)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ২

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১। "জয় জয়" ইত্যাদি বাক্যে সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ বন্দনা করিয়া বর্ণনীয় বিষয়ে শ্রোতাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন।

২। **তৃতীয় শ্লোকের**—প্রথম-পরিচ্ছেদোক্ত যদদ্বৈতং শ্লোকের। **কৈল বিবরণ**—(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে) বিবৃত করিয়াছি। **চতুর্থ শ্লোকের**—"অনর্পিতচরীং" শ্লোকের। "অনর্পিতচরীং" শ্লোকের ব্যাখ্যার উপক্রম করিতেছেন।

শ্লো। ২। অন্বয়াদি আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে ৪র্থ শ্লোকে দ্রষ্টব্য !

৩। "অনর্পিতচরীং" শ্লোকব্যাখ্যার সূচনা করিতেছেন, ৩—২০ পয়ারে। পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কেন তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাহা প্রকাশ করার পূর্ব্বে, কোন্ ধামে থাকিয়া কি প্রকারে তিনি এই অবতারের সঙ্কল্প করিলেন, তাহাই বলিতেছেন। এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট নিত্যলীলার ধামের কথা বলিতেছেন। এই ধামের নাম শ্রীগোলোক ; এই গোলোকে থাকিয়াই তিনি শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

পূর্ণ ভগবান্—স্বয়ং ভগবান্। **ব্রজেন্দ্রকুমার**—১।২।৭১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **গোলোক**—পরব্যোমের ঊর্দ্ধে সহস্রদল-পদ্মাকৃতি একটী ধাম আছে; তাহার নাম **গোকুল**। উক্ত পদ্মের কর্ণিকারস্থলে শ্রীকৃষ্ণের মহদন্তঃপুর ; এই অন্তঃপুরে নন্দ-যশোদাদি ও শ্রীরাধিকাদি-কান্তাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণের উপরে যাঁহাদের দায়াধিকার আছে, সেই পরম-প্রেমভাজন গোপগণ উক্ত পদ্মের কিঞ্জল্কস্থানে বাস করেন ; আর গোপসুন্দরীগণের উপবন উক্ত পদ্মের পত্রস্থানীয়। উক্ত পদ্মাকৃতি গোকুলের বহির্ভাগে, গোকুলেরই আবরণ স্বরূপ একটী চতুষ্কোণ ধাম আছে ; তাহার নাম **শ্বেতদ্বীপ**। "সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্। তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্ ॥ তৎকিঞ্জল্কন্তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি। চতুরস্রং তৎপরিতঃ শ্বেতদ্বীপাখ্যমদ্ভুতম্ ॥ ব্রহ্মসংহিতা ৫।২, ৪, ৫॥" উক্ত পদ্মের পত্র-সমূহের প্রান্তভাগ ঊর্দ্ধে উত্থিত ; পত্রের মূল সন্ধি সমূহে রাস্তা আছে এবং অগ্রভাগের সন্ধি সমূহে গোষ্ঠ সমূহ আছে ; সম্পূর্ণ পদ্মের নাম গোকুল। "অত্র পত্রাণামুচ্ছ্রিত-প্রান্তানাং মূলসন্ধিষু বর্ত্মানি, অগ্রিমসন্ধিষু গোষ্ঠানি জ্ঞেয়ানি। অখণ্ড-কমলস্য গোকুলাখ্যত্বাৎ তত্রৈব সমাবেশাচ্চ। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ।১০৬।" চতুষ্কোণ-স্থানের সমগ্রভাগকে শ্বেতদ্বীপ বলে না, কেবল বহির্মণ্ডলকেই শ্বেতদ্বীপ বলে, গোলোকও বলে ; আর অভ্যন্তরমণ্ডলকে বৃন্দাবন বলে। "কিন্তু চতুরস্রাভ্যন্তরমণ্ডলং বৃন্দাবনাখ্যং বহির্ম্মণ্ডলং কেবলং শ্বেতদ্বীপাখ্যং জ্ঞেয়ং গোলোক ইতি তৎপর্য্যায়ঃ। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১০৬।" তাহা হইলে বুঝা গেল, চতুষ্কোণ-স্থানের কেবল বহির্দ্দিকের অংশকে বলে **শ্বেতদ্বীপ** বা **গোলোক**, আর ভিতরের অংশকে (অর্থাৎ চতুষ্কোণ-স্থানের যে অংশ সহস্রদল পদ্মাকৃতি গোকুলের অব্যবহিত পরে, সেই অংশকে) বলে **বৃন্দাবন** ; সহস্রদল-পদ্মাকৃতি গোকুলের পত্রস্থানীয়, গোপসুন্দরীদিগের উপবন-সমূহকে বলে **কেলি-বৃন্দাবন**। যস্য চ সমীপগানাং আলয়রূপস্য কমলস্য সর্ব্বতশ্চতুরস্রং ভবতি, তদিদং সর্ব্বং বৃন্দাবনমিতি বদন্তি। পত্রস্থিতানি তু বনানি কেলিবৃন্দাবনানীতি ভণন্তি। শ্রীগোপাল চম্পূ, পূঃ ১৫৬॥" ইহাতে বুঝা গেল, মধ্যস্থলে পদ্মাকৃতি

ব্রহ্মার একদিনে তেঁহো একবার। অবতীর্ণ হয়্যা করেন প্রকট বিহার ॥ ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গোকুল, গোকুলের শেষ সীমায় উপবনগুলির নাম কেলিবৃন্দাবন; গোকুলের বাহিরে চতুষ্পার্শ্বে বৃন্দাবন এবং বৃন্দাবনের বাহিরে চতুষ্পার্শ্বে শ্বেতদ্বীপ বা গোলোক। গোকুলকে ব্রজও বলে। "* * মহামণিকমলং গোকুলনামতয়া নিজরূপং নিরূপয়তি। গোগোপাবাসব্রজরূপব্রজ এবাহমস্মীতি।—গো, চ, পূ, ১। ৪৬॥ তাসু কেবলাসু ব্রজরাজ-সুতবধূভাবস্য লব্ধপ্রসিদ্ধিতাং বিনা ব্রজকমলসকলপত্রাবল্যাধিপত্যং ন প্রসিধ্যতীতি। গো, চ, পূ, ১।৫৩॥" "সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম। ১।৫।১৪॥"

গোলোক অপেক্ষা গোকুলের মহিমা অধিক বলিয়া গোলোককে গোকুলের বৈভবও বলা হয়। "যৎ তু গোলোক নাম স্যাৎ তচ্চ গোকুল-বৈভবম্॥ ল, ভা, কৃ, পূ, ৪৯৮॥"

যাহাহউক, বৃন্দাবন, শ্বেতদ্বীপ এবং গোকুলের বিভিন্ন সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিলেও কেহ কেহ এই তিন নামে এক শ্রীগোকুলধামকেই অভিহিত করিয়া থাকেন। "সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম। শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন নাম॥ ১।৫।১৪॥" আলোচ্য পয়ারেও গোলোক-শব্দ শ্রীগোকুল অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে; অথবা এস্থলে গোলোক-শব্দে গোলোক, বৃন্দাবন ও গোকুলকেও বুঝাইতে পারে; কারণ, অপ্রকট লীলায় ব্রজেন্দ্র-নন্দন এই তিন ধামেই লীলা করিয়া থাকেন। গো-গোপাবাস বলিয়া এই তিন স্থানকেই গোলোক বলা যায়। শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট-লীলানুগত প্রকাশের নামই গোলোক। "শ্রীবৃন্দাবনস্যাপ্রকট-লীলানুগত-প্রকাশ এব গোলোক ইতি ব্যাখ্যাতম্। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৭২॥"

গোলোকে—গোকুলে; অথবা গোলোকে, বৃন্দাবনে ও গোকুলে। **ব্রজের সহিত**—ব্রজপরিকরদের সহিত। এস্থলে ব্রজ-শব্দের পারিভাষিক অর্থ (গোকুল) ধরিলে গোলোক ও ব্রজ এই দুইটীই একার্থ-বোধক শব্দ হইয়া যায়; তাই "ব্রজ" অর্থ "ব্রজ-পরিকর" ধরা হইল।

নিত্যবিহার—নিত্যলীলা করেন। অনাদিকাল হইতে যে লীলা চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত যে লীলা চলিতে থাকিবে, অর্থাৎ যে লীলার আদিও নাই, অন্তও নাই, তাহাকেই নিত্যলীলা বলে। লীলা একাকী হয় না; লীলা করিতে হইলেই পরিকরের প্রয়োজন; সুতরাং লীলা যখন নিত্য, শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণও নিত্য। এই নিত্যলীলা-পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বিলাস; ইঁহারাও শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় অনাদি। এ সমস্ত নিত্য পরিকরদের (ব্রজের) সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই গোলোকে নিত্য-লীলায় বিলসিত আছেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের পরিকরদের নিত্যত্ব সম্বন্ধে শ্রীসদাশিব শ্রীনারদের নিকটে বলিয়াছেন—দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ। সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যা গুণশালিনঃ॥—শ্রীকৃষ্ণের দাস, সখা, পিতামাতা ও প্রেয়সীগণ ইঁহারা সকলেই নিত্য এবং শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় গুণশালী। পদ্ম, পু, পা, ৫২।৩॥"

৪। স্বয়ং ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার নিয়ম বলিতেছেন। ব্রহ্মার একদিনে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একবারমাত্র মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া প্রকট লীলা করেন।

ব্রহ্মার একদিনে—পরবর্ত্তী ৫।৬ পয়ার দ্রষ্টব্য।

তেঁহো—স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন। **অবতীর্ণ হয়্যা**—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করিয়া। **প্রকট-বিহার**—প্রকট লীলা। প্রকট ও অপ্রকট ভেদে লীলা দুই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপভূত অনন্ত প্রকাশে অনন্ত লীলা করিতেছেন; কখনও কখনও ঐ অনন্ত প্রকাশের মধ্যে কোনও এক প্রকাশে সপরিকরে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে প্রাদুর্ভূত হইয়া তিনি জন্মাদি-লীলা বিস্তার করেন; শ্রীকৃষ্ণের লীলা-শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুসারে এই সকল পরিকরবর্গের মধ্যে লীলা-পুষ্টির অনুকূল ভাব সকল উদ্ভাসিত করিয়া দেন। "সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ স দীব্যতি। তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিৎ জগদন্তরে। সহৈব স্বপরীবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ॥ কৃষ্ণভাবানুসারেণ

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি,—চারি যুগ জানি ॥
সেই চারিযুগে 'দিব্য এক যুগ' মানি ॥ ৫
একাত্তর চতুর্যুগে—এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥ ৬

বৈবস্বত-নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ-চতুর্যুগ তাহার অন্তর ॥ ৭
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে—দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লীলাখ্যা শক্তিরেব সা। তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ ॥ ল, ভা, কৃ, পূঃ। ১৫৬-১৫৭ ॥" এইরূপে যখন তিনি প্রপঞ্চে লীলা বিস্তার করেন, তখন তিনি কৃপা করিয়া প্রাপঞ্চিক জীবগণকে এমন শক্তি দান করেন, যাহাতে তাহারা তাঁহাকে ও তাঁহার পরিকরগণকে এবং তাঁহার লীলাকে দেখিতে পায়। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্ ঈক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। শ্রীনারায়ণাধ্যাত্ম-বচন।" এইরূপে যে লীলা প্রপঞ্চের গোচরীভূত হয়, তাহাকে প্রকট-লীলা বলে; আর অন্যান্য যে সমস্ত লীলা প্রপঞ্চের গোচরীভূত হয় না, তাহাদিগকে অপ্রকট লীলা বলে। "প্রপঞ্চ-গোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা। অন্যাস্ত্বপ্রকটা ভান্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ। ল, ভা, কৃঃ পূঃ ১৫৮" ॥

৫।৬। ব্রহ্মার দিনের পরিমাণ বলিতেছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগে যে সময় হয়, তাহাকে বলে এক **দিব্যযুগ**; একাত্তর দিব্যযুগে অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা দ্বাপর ও কলি—এই চারিটী যুগ একাত্তর বার অতিবাহিত হইতে যে সময় লাগে, তাহাকে বলে এক **মন্বন্তর** (তাহা হইলে এক মন্বন্তরে ৭১টী সত্যযুগ, ৭১টী ত্রেতাযুগ, ৭১টী দ্বাপরযুগ এবং ৭১টী কলিযুগ আছে); একাত্তর চতুর্যুগ পর্য্যন্ত এক মনুর অধিকার থাকে; এক মনুর অধিকার সময়কেই এক মন্বন্তর বলে। এইরূপ চৌদ্দটী মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন হয়। তাহা হইলে ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে ৯৯৪টী সত্যযুগ, ৯৯৪টী ত্রেতাযুগ, ৯৯৪টী দ্বাপরযুগ এবং ৯৯৪টী কলিযুগ আছে। বিষ্ণুপুরাণের মতে একহাজার সত্য, একহাজার ত্রেতা, একহাজার দ্বাপর এবং একহাজার কলিযুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়। কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্। প্রোচ্যতে তৎ সহস্রঞ্চ ব্রহ্মণঃ দিবসং মুনে ॥ বিষ্ণুপুঃ ১।৩।১৪ ॥ মনুষ্যমানে সত্যযুগের পরিমাণ ১৭,২৮০০০ বৎসর, ত্রেতার পরিমাণ ১২,৯৬০০০ বৎসর, দ্বাপরের পরিমাণ ৮,৬৪০০০ বৎসর এবং কলির পরিমাণ ৪,৩২০০০ বৎসর; সুতরাং এক দিব্যযুগের পরিমাণ হইল মনুষ্যমানে ৪,৩২০০০০ বৎসর; এইরূপে ব্রহ্মার একদিনে হইল মনুষ্যমানের ৪২৯৪০৮০০০০ বৎসর (বিষ্ণুপুরাণের মতে ৪৩২০০০০,০০০ বৎসর)। ব্রহ্মার একদিনকে কল্প বলে, কল্পঃ ব্রাহ্মং দিনম্—শব্দকল্পদ্রুম। এইরূপ ত্রিশ দিনে বা ত্রিশ কল্পে ব্রহ্মার এক মাস এবং বার মাসে এক বৎসর হয়; এই পরিমাণের একশত বৎসর ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল;

৭। প্রতি কল্পে (ব্রহ্মার প্রতি দিনে) ব্রহ্মার চৌদ্দজন পুত্র মনু নামে খ্যাত হয়েন; তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রজাপতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র-বক্তা। চৌদ্দজন মনুর নাম যথা :—(১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত,, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি' (১১) ধর্ম্মসাবর্ণি, (১২) রুদ্রসাবর্ণি, (১৩) দেবসাবর্ণি এবং (১৪) ইন্দ্রসাবর্ণি। বর্ত্তমানে ছয় মনুর রাজত্বকাল (ছয় মন্বন্তর) অতীত হইয়াছে, সপ্তম মনু বৈবস্বতের রাজত্বকাল চলিতেছে।

বৈবস্বত নাম ইত্যাদি—বর্ত্তমানে সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে; ইহার নাম বৈবস্বত মন্বন্তর। **সাতাইশ চতুর্যুগ ইত্যাদি**—বৈবস্বত-মন্বন্তরের মধ্যে যে একাত্তরটী চতুর্যুগ বা দিব্যযুগ আছে, তাহার সাতাইশটী দিব্যযুগ (অর্থাৎ ২৭ সত্য, ২৭ ত্রেতা, ২৭ দ্বাপর, এবং ২৭ কলিযুগ) অতীত হওয়ার পর। **অন্তর**—অতীত হওয়ার পরে।

৮। **অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে ইত্যাদি**—সাতাইশ চতুর্যুগ অতীত হওয়ার পরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষভাগে। "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮।১৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরে সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন এবং তৎপরবর্ত্তী কলিতে তিনিই পীতবর্ণে (গৌররূপে) অবতীর্ণ হয়েন। এবঞ্চ বৈবস্বতমন্বন্তরগতাষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়-

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার,—চারি রস।
চারি ভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ ॥ ৯

দাস সখা-পিতা-মাতা-কান্তাগণ লয়্যা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

াপর-কলিযুগয়োঃ স্বয়মবতারী কৃষ্ণঃ পীতশ্চ প্রাদুর্ভবতি। **ব্রজের সহিতে**—ব্রজধামের সহিত এবং ব্রজ-পরিকরদের সহিতে। **কৃষ্ণের প্রকাশে**—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বা প্রাকট্য।

এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের সময়ের কথা বলিতেছেন। বর্ত্তমান বৈবস্বত-মন্বন্তরের প্রথম সাতাশ চতুর্যুগ অতীত হওয়ার পরে, অষ্টাবিংশ চতুর্যুগেরও সত্য এবং ত্রেতার পরে দ্বাপরের শেষভাগে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাঁহার অবতরণ-উপলক্ষে তাঁহার লীলাস্থল ব্রজধাম এবং তাঁহার লীলা-পরিকরগণও অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার প্রাকট্যের নিয়ম এই যে, প্রথমে তাঁহার ধাম প্রকটিত হয়, তাহার পরে মাতা-পিতাদি গুরুস্থানীয় পরিকরবর্গ প্রকটিত হয়েন এবং তাহার পরে জন্মাদি-লীলার সঙ্গে তিনি আত্মপ্রকট করেন। "প্রকট লীলা করিবারে যবে করে মন॥ আদৌ প্রকট করায় মাতা-পিতা ভক্তগণে। পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলাক্রমে॥ ২।২০।৩১৩-১৪॥" এইরূপে ব্রহ্মার একদিনে অর্থাৎ মনুষ্যমানের ৪২৯৪০৮০০০০ বৎসরে (বিষ্ণু-পুরাণের মতে ৪৩২০০০০, ০০০ বৎসরে) শ্রীকৃষ্ণ একবার এক ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া লীলা বিস্তার করেন।

৯।১০। শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া মুখ্যতঃ কি উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার উপক্রম করিতেছেন, এই পয়ারে। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ মাধুর্য্যভাবাপন্ন ভক্তদের প্রেমমাধুর্য্য এবং তাঁহাদের সহিত লীলার মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্তই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা লালায়িত। এই লালসা-তৃপ্তির নিমিত্তই মুখ্যতঃ তাঁহার যাবতীয় লীলা-প্রকটন (১।৪।১৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)। এইরূপ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা শুদ্ধমাধুর্য্যময়ী লীলা ব্রজ ব্যতীত অন্য কোনও ধামে নাই; এই লীলা নির্ব্বাহার্থ ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এবং স্বরূপ-শক্তি অনাদিকাল হইতেই তাঁহার দাস, সখা, পিতা-মাতা ও কান্তাগণরূপে আত্ম-প্রকট করিয়া তাঁহাকে অনন্ত রস-মাধুর্য্য আস্বাদন করাইতেছেন। অবশ্য নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ জীব-ভক্তগণও এই সমস্ত অনাদিসিদ্ধ লীলা পরিকরদের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলারস-আস্বাদনের আনুকূল্য করিয়া াকেন। দাস-সখাদি পরিকরগণের মধ্যে সকলেরই শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি আছে; অবশ্য দাস অপেক্ষা সখায়, সখা অপেক্ষা পিতা-মাতায় এবং পিতা-মাতা অপেক্ষা কান্তাগণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতাবুদ্ধি অধিক; মমতাবুদ্ধির আধিক্য অনুসারে এই সমস্ত পরিকরগণের প্রেমের মাধুর্য্যও বর্দ্ধিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দাস-ভক্তদের যে ভাব, তাহার নাম দাস্য বা াস্যরতি, সখাদের ভাবের নাম সখ্যরতি, পিতামাতার ভাবের নাম বাৎসল্যরতি এবং কান্তাগণের ভাবের নাম কান্তারতি বা শৃঙ্গাররতি। শর্করাদি-যোগে স্বতঃআস্বাদ্য দধি যেমন বিচিত্র আস্বাদন-চমৎকারিতা লাভ করে, তদ্রূপ বভাব-অনুভাবাদির যোগে দাস্যাদি চারিটী রতিও অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যময় চারিটী রসে পরিণত হয় (মধ্যের ২৩শ ারিচ্ছেদে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য); এই চারিটী রসের নাম দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস এবং ঙ্গাররস বা মধুর রস। এই চারিটী রসের মাধুর্য্য এতই বেশী যে, শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম এবং আত্মতৃপ্ত হইয়াও এই সমস্ত াসের আস্বাদনের নিমিত্ত ব্যাকুল এবং উক্ত চারিভাবের ভক্তদের—দাস, সখা, পিতা-মাতা ও কান্তাগণের—সাহচর্য্য ্যতীত এই রসাস্বাদন হইতে পারে না বলিয়া এবং তাঁহারাই এই রসাস্বাদন করান বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র ভগবান্ ইয়াও সম্যক্‌রূপে এই চারি ভাবের ভক্তদের বশীভূত হইয়া থাকেন। এই সমস্ত কারণে, তিনি যখন যে স্থানে ীলা করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই উক্ত চারি রকমের ভক্তদের সঙ্গে করিয়া নেন; তাঁহারা তাঁহার নিত্য-পরিকর। ায়িক প্রপঞ্চে যখন তিনি অবতীর্ণ হইলেন, তখনও উক্ত চারি রকমের ভক্তদের লইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বং তাঁহাদের প্রেমে আবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের সহিত অদ্ভুত লীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।৩।৩ পয়ারের কায় উদ্ধৃত শ্রীকৃষ্ণপরিকরদের নিত্যত্বসূচক পদ্মপুরাণের শ্লোকের অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকেই শ্রীসদাশিব শ্রীনারদকে লিতেছেন—প্রকট এবং অপ্রকট উভয় লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্য-পরিকরদের সঙ্গেই লীলা করিয়া থাকেন। যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ। তথা তে নিত্য-লীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥ পদ্ম, পু, পা, ৫২।৪॥"

যথেচ্ছ বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান।
অন্তর্ধান করি মনে করে অনুমান— ॥ ১১

চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তিদান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দাস—শ্রীকৃষ্ণের দাস্যভাবের ভক্ত রক্তক-পত্রকাদি; ইঁহারা নন্দমহারাজের ভৃত্য। **সখা**—সখ্য-ভাবের ভক্ত সুবল-মধুমঙ্গলাদি। **পিতা-মাতা**—বাৎসল্য-ভাবের ভক্ত; নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণের পিতা, যশোদা তাঁহার মাতা। **কান্তা**—মধুর ভাবের ভক্ত; শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণ; ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্তভাব পোষণ করে; দাস-সখা আদি সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর। **লয়্যা**—লইয়া। **ব্রজে**—প্রকট বৃন্দাবনে। **ক্রীড়া**—লীলা।

১১। দাস-সখাদি নিত্যপরিকরগণের সহিত ক্রীড়ায় প্রকট ব্রজে বা গোকুলেও শ্রীকৃষ্ণ দাস্য-সখ্যাদি রস আস্বাদন করিয়া থাকেন; অপ্রকট ব্রজ অপেক্ষাও অপূর্ব্ব-বৈশিষ্ট্যময় কোনও এক লীলা-রস আস্বাদনের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার লীলা প্রকটিত করিয়া থাকেন, পরবর্ত্তী ৪র্থ পরিচ্ছেদে তাহা বিবৃত হইবে। প্রকট ব্রজে এই অপূর্ব্ব লীলা-রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ড হইতে তাঁহার লীলা অপ্রকট করেন।

যথেচ্ছ—ইচ্ছানুরূপ ভাবে। **বিহরি**—বিহার করিয়া, লীলা করিয়া (ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রকট ব্রজে)। **করে অন্তর্ধান**—লীলা অপ্রকটিত করেন; প্রকট-লীলা-কালে যাহা লোক-নয়নের গোচরীভূত করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে লোক-নয়নের অগোচর করিলেন।

অন্তর্ধান করি—লীলা অপ্রকট করিয়া। **করে অনুমান**—শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিবেচনা করিলেন। কি বিবেচনা করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী ১২-২১ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

অপ্রকট গোকুলেরই একটী প্রকাশ মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডে যখন লোক-নয়নের গোচরীভূত হয়, তখন তাহাকে প্রকট-প্রকাশ বলে। এই প্রকট-প্রকাশের যাবতীয় লীলার পরে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট-প্রকাশের সহিত প্রকট-প্রকাশকে একীভূত করিয়া থাকেন; তখন মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার আর কোনও লীলা দৃষ্ট হয় না। ইহাই প্রকট-লীলার অন্তর্ধান। "তদেবং মাসদ্বয়ং প্রকটং ক্রীড়িত্বা শ্রীকৃষ্ণোঽপি তানাত্মবিরহার্ত্তিভয়পীড়িতানবধায় পুনরেবং মাভূদিতি ভূভার-হরণাদি-প্রয়োজনরূপেণ নিজপ্রিয়জনসঙ্গমান্তরায়েণ সংবলিতপ্রায়াং প্রকটলীলাং তল্লীলাবহিরঙ্গেণাপরেণ জনেন দুর্ব্বেদতয়া তদন্তরায়সম্ভাবনালেশরহিতয়া তয়া নিজসন্ততাপ্রকট-লীলয়ৈকীকৃত্য পূর্ব্বোক্তাপ্রকটলীলাবকাশরূপং শ্রীবৃন্দাবনস্যৈব প্রকাশবিশেষং তেভ্যঃ **** স্বেন নাথেন সনাথং শ্রীগোকুলাখ্যং পদমাবির্ভাবয়ামাস। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৭৫॥" শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটিত করেন, তখনও অপ্রকট-গোকুলে এক স্বরূপে নিত্যপরিকরদের সহিত লীলা করিয়া থাকেন, পরিকরদের এক এক স্বরূপ থাকেন অপ্রকট-গোকুলে, আর এক এক স্বরূপ থাকেন প্রকট ব্রজে। বৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীপাদসনাতনগোস্বামীও নারদের-উক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ যেমন বহুস্থানে বহুমূর্ত্তিতে বর্ত্তমান, তদ্রূপ তাঁহার সেবাপরায়ণ নিত্যপার্ষদগণও লীলায় অনুরূপভাবে বহুস্থানে বহুমূর্ত্তিতে বিরাজিত আছেন। একই পার্ষদের এইরূপ বহুমূর্ত্তিতেও ঐক্যের হানি হয়না। "যথাহি ভগবানেকঃ শ্রীকৃষ্ণো বহুমূর্ত্তিভিঃ। বহুস্থানেষু বর্ত্তেত তথা তৎসেবকা বয়ম্॥২।৫।৫২॥ সর্ব্বেঽপি নিত্যং কিল তস্য পার্ষদাঃ সেবাপরাঃ ক্রীড়নকানুরূপাঃ। প্রত্যেকমেতে বহুরূপবন্তোঽপ্যৈক্যং ভজামো ভগবান্ যথাসৌ॥ ২।৫।৫৪॥" প্রকট-ব্রজের পরিকরগণের অপ্রকট-গোকুলস্থ তত্তৎস্বরূপের সহিত একীভূত হইয়া যাওয়াই প্রকট-লীলার অন্তর্ধান। (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।১৭৪। পরবর্ত্তী ১।৩।২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই ব্যাপারকেই সাধারণ কথায় বলা হয়—শ্রীকৃষ্ণ প্রকট-লীলার অন্তর্ধান করিয়া পরিকরগণের সহিত গোলোকে চলিয়া যায়েন। লীলা-অন্তর্ধানের পরে গোলোকে থাকিয়াই শ্রীকৃষ্ণ নিম্ন-পয়ারানুরূপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

১২। গোলোকে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ কি চিন্তা করিলেন, তাহা বলিতেছেন ১২—২১ পয়ারে। এই কয় পয়ার শ্রীকৃষ্ণের মানসিক উক্তি।

সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি। | বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চিরকাল—বহুকাল (শব্দকল্পদ্রুম)। ১।১।৪ শ্লোকান্তর্গত চিরাৎ-শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **প্রেমভক্তি**—মমতাময়ী শুদ্ধ-মাধুর্য্যময়ী ভক্তি ; কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রাপ্তির অনুকূল ভজন ; নিজের সুখের বা দুঃখনিবৃত্তির বাসনা, এমন কি মুক্তিবাসনা পর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্তির অনুকূল ভজন। **ভক্তি বিনা**—প্রেমভক্তি ব্যতীত ; ভক্তিমার্গের ভজন ব্যতীত, অথবা ভক্তির সাহায্যহীন অন্য ভজনে। **জগতের**—জগদ্‌বাসী মায়িক জীবের। **নাহি অবস্থান**—অবস্থিতি বা স্থিরতা নাই ; মায়িক জগতে এক যোনি হইতে অপর যোনিতে, কিম্বা এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থায় যাতায়াতের নিরসন হয় না ; জন্ম-মৃত্যুর অবসান হয় না। মায়িক বস্তুতে অভিনিবেশবশতঃই জীবকে নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া অশেষ দুঃখভোগ করিতে হয় ; যতদিন পর্য্যন্ত মায়িক বস্তুতে অভিনিবেশ থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্তই সংসারে তাহার গতাগতি থাকিবে, জন্ম-মৃত্যু থাকিবে, কোনও এক অবস্থায় ততদিন পর্য্যন্ত জীব নিত্য অবস্থান করিতে পারিবে না। মায়িক অভিনিবেশ দূরীভূত হইলেই জীব স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে ; স্বরূপে অবস্থিত হইলেই তাহার সংসারে গতাগতি ঘুচিয়া যাইবে, তখন জীব নিত্য ভগবদ্ধামে অবস্থান করিয়া অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। কিন্তু ভক্তি ব্যতীত এই অবস্থা লাভ করা যায় না। যোগ-জ্ঞানাদি দ্বারাও জীব মোক্ষ লাভ করিয়া ভগবদ্ধামে যাইতে পারে বটে, কিন্তু ভক্তির সাহায্য ব্যতীত তাহাও অসম্ভব। "ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ-জ্ঞান ।২।২২।১৪॥" আবার ভক্তির সাহচর্য্যে যোগ-জ্ঞানাদি দ্বারা মোক্ষ লাভ করিলেও জীবের আত্যন্তিক ক্ষেম লাভ হয় না—মুক্ত জীবেরও আবার প্রেম-ভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণ-সেবার বাসনা জন্মে, নিজের অবস্থায় তাঁহার পরিতৃপ্তি হয় না ; শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত মুক্ত জীবের মধ্যেও কাহারও ভজনের কথা শুনা যায়। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।—নৃসিংহতাপনী ২।৫।১৬ শাঙ্কর ভাষ্য।" সুতরাং স্ব-স্ব-অবস্থায় মুক্ত পুরুষদিগেরও ঐকান্তিক অবস্থান দৃষ্ট হয় না। আবার শ্রীমদ্‌ভাগবতের "দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দ্দিদৃক্ষুণা" ইত্যাদি ১০।৮৯।৫৮ শ্লোক এবং "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো" ইত্যাদি ১০।১৬।৩৬ শ্লোক হইতে জানা যায়, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বচিত্তহর মাধুর্য্য "কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন। পতিব্রতাশিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ ২।২১।৮৮॥" পরব্যোমস্থ ভগবৎ-স্বরূপগণের এবং তাঁহাদের লক্ষ্মীগণেরও যখন শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত এত ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা, তখন যাঁহারা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সাধনে সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিলাভ করিয়া পরব্যোমে বাসের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের কথা শুনিলে তাহা আস্বাদনের লোভে তাঁহাদেরও যে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু যাঁহারা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবার অধিকার পায়েন, ভগবানের অন্য কোনও স্বরূপের সেবার নিমিত্ত কিম্বা অন্য কোনও ধামে অবস্থানের নিমিত্ত আর তাঁহাদিগের বাসনা জন্মিতে দেখা যায় না। "মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্। নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ভা, ৯।৪।৬৭ ॥" ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা (ব্রজপ্রেম) প্রাপ্ত হইলেই জীবের আত্যন্তিকী স্থিরতা সিদ্ধ হয় ; এই প্রেমসেবাও একমাত্র প্রেমভক্তি দ্বারাই লভ্য ; তাই বলা হইয়াছে "ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান।"

এই পয়ারের **তাৎপর্য্য**—শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিলেন—"বহুকাল পূর্ব্বে একবার জগতে প্রেমভক্তি দিয়াছিলাম; তারপর অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রেমভক্তি দেই নাই; পূর্ব্বপ্রদত্ত প্রেমভক্তিও কালপ্রভাবে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; অথচ প্রেমভক্তি ব্যতীত জীবের সংসার-গতাগতির অবসান হয় না, জীব আত্যন্তিকী স্থিরতা লাভ করিতে পারে না।"

১৩। প্রশ্ন হইতে পারে, জগতে কি তবে ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠান মোটেই নাই? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, জগতে ভক্তির অনুষ্ঠান আছে বটে, কিন্তু তাহা বিধি-ভক্তির অনুষ্ঠান মাত্র; বিধি-ভক্তির অনুষ্ঠানে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা পাওয়া যায় না, সুতরাং তাহাতে জীবের আত্যন্তিকী স্থিরতা লাভের সম্ভাবনা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা পাওয়া যায়—রাগানুগা ভক্তির অনুষ্ঠানে; কিন্তু রাগানুগা ভক্তির অনুষ্ঠান জগতে দুর্ল্লভ।

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। | ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সকল জগতে—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বা প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে; জগদ্বাসী জীবের মধ্যে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা সকলেই। **মোরে**—আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে)। **বিধিভক্তি**—কেবলমাত্র শাস্ত্রানুশাসনের ভয়ে যে ভক্তির অনুষ্ঠান, কিন্তু যে ভক্তির অনুষ্ঠানে জীব প্রাণের টানে প্রবৃত্ত হয় না, তাহাকে বলে বিধিভক্তি। শাস্ত্রে আছে, ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠান না করিলে স্বধর্ম্মাচরণ করিলেও জীব নরকযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না। "য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম-প্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ ভা, ১১।৫।৩॥ চারি-বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বধর্ম্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে ॥ ২।২২।১৯॥" এইরূপ শাস্ত্রাদেশ শুনিয়া কেবল মাত্র নরক-যন্ত্রণাদির ভয়ে যাহারা ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের ভজনকে বলে বিধি-ভক্তি। এই ভজনে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত প্রাণের টান থাকে না; নরক-যন্ত্রণাদির ভয়ই এইরূপ ভজনের প্রবর্ত্তক। **ব্রজভাব**—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ভাব। ব্রজ ব্যতীত অন্য কোনও ধামে এই ভাব দৃষ্ট হয় না। ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী ভাবের কোনও একটী ভাব। এই চারি ভাবের পরিকরদের মনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান নাই; শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা নিতান্ত আপনার জন বলিয়া মনে করেন এবং এইরূপ ভাবের সহিতই কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেবায় স্ব-সুখবাসনার গন্ধমাত্রও নাই। এই সকল ব্রজ-পরিকরদের আনুগত্যেই জীব ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা পাইতে পারে। বিশেষ বিবরণ মধ্যলীলায় ২২শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

পাইতে নাহি শক্তি—কেহ পাইতে পারেনা; বিধিমার্গের ভজনে শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যায় না। বিধিমার্গের ভজনে নরক-যন্ত্রণাদির ভয়ই প্রবর্ত্তক; নরক-যন্ত্রণার ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের কথা সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক থাকে; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের সহিত ভজন করিতে করিতে ঐশ্বর্য্যময় ভগবদ্ধামই সাধকের প্রাপ্য হয়; শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ব্রজধাম তাঁহার পক্ষে দুর্লভ। কারণ, ভগবানের প্রতিজ্ঞাই এই যে, যিনি তাঁহাকে যে ভাবে ভজন করেন, তিনি তাঁহাকে তদনুরূপ ফলই দিয়া থাকেন; "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্। গীতা, ৪।১১।" ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্য্যময় ভাবে ভজন করিলেই শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজধাম প্রাপ্তি হইতে পারে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, পরম কৃপালু হইলেও সাধকের উপাসনার অনুরূপ ফলই দান করিয়া থাকেন। "উপাসনানুসারেণ দত্তে হি ভগবান্ ফলম্। বৃঃ ভা, ২।৪।১৯১॥" পরবর্ত্তী ১৫শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিলেন, "জগতের জীবের মধ্যে প্রেমভক্তির অনুকূল অনুষ্ঠান নাই; তবে বিধি-ভক্তির অনুষ্ঠান আছে বটে; কিন্তু বিধিভক্তিদ্বারা ব্রজের স্বসুখবাসনাশূন্য ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্য্যময় ভাব পাওয়া যায় না; এই ভাব না পাইলে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই চারিভাবের কোনও একভাবের আনুগত্যে জীব প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারে না, সুতরাং ব্রজে আমার সেবা লাভ করিয়া আত্যন্তিকী স্থিরতা লাভ করিতেও পারে না।"

১৪। ব্রহ্মাণ্ডবাসী সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিধি-ভক্তি কেন করে, ব্রজভাব-প্রাপ্তির উপায়ই বা কেন অবলম্বন করেনা, তাহার হেতু বলিতেছেন। ব্রজভাব-সম্বন্ধে কিছু জানেনা বলিয়াই জীব ব্রজভাব-প্রাপ্তির উপায় অবলম্বন করিতে পারেনা।

জীব সংসারে অশেষ দুঃখ-দৈন্যই ভোগ করিতেছে; যাহারা একটু চিন্তাশীল, তাহারা বুঝিতে পারে যে, স্ব স্ব কর্ম্মবশতঃই তাহাদের এই দুর্দ্দশা। তাহাদের মুখে শুনিয়া অন্যান্য সকলেও কর্ম্মফলের গুরুত্ব বুঝিতে পারে; তাই ভগবানের কথা ভাবিতে গেলেই কর্ম্মফলদাতা ভগবানের কথাই তাহাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়; তাঁহার ঐশ্বর্য্যের স্মৃতিতে, তাঁহার শাসন-দণ্ডের স্মৃতিতে তাহারা যেন শিহরিয়া উঠে; নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে, কিম্বা পারিপার্শ্বিক ঘটনা হইতে ভগবানের মাধুর্য্যময়স্বরূপের কোনওরূপ আভাস জীব সাধারণতঃ পাইতে পারে না; সুতরাং ভগবানের মাধুর্য্যময়-স্বরূপের উপলব্ধির নিমিত্ত তাহাদের চিত্তে কোনওরূপ লালসা জাগ্রত হওয়ার সুযোগ হয় না;

তাই শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজভাবে ঐ স্বরূপের অনুভব-প্রাপ্তির উপায়ও তাহারা অবলম্বন করে না। জীবগণ কর্ম্মফলের ভয়ে সশঙ্ক; তাহারা জানে—ঈশ্বরই কর্ম্মফলদাতা; পাপের জন্য নরক-যন্ত্রণার বিধান ঈশ্বরই করিয়াছেন; পুণ্যের জন্য স্বর্গাদি-সুখভোগের বিধানও ঈশ্বরই করিয়াছেন; স্বর্গ-সুখভোগের পরে আবার সংসার-প্রাপ্তির বিধানও তিনিই করিয়াছেন; তাঁহার ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে এই সমস্ত বিধান পালন করাইতেও তিনি সমর্থ। তাহারা ইহাও জানে—ঈশ্বরই আবার এই সমস্ত কর্ম্মফল হইতে জীবকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না। তাই ঈশ্বরের অপরিসীম ঐশ্বর্য্যের নিকট মস্তক অবনত করিয়া তাঁহারই কৃপা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য-মহিমার জ্ঞানে হৃদয়-মন ভরিয়া কর্ম্মফল হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় তাহারা ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকে; ইহাই জীবের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী বিধি-ভক্তির হেতু।

ঐশ্বর্য্য—ঈশ্বরের ভাব; ঈশ্বরের দুর্লঙ্ঘনীয়া শক্তি, অপরিসীম মহিমা ইত্যাদি। **ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে**—ঈশ্বরের অচিন্ত্য ও অলঙ্ঘনীয় শক্তি, অপরিসীম মহিমা ইত্যাদির জ্ঞানে। **সব জগত মিশ্রিত**—জগদ্বাসী সমস্ত জীবের চিত্ত সম্যক্‌রূপে অনুপ্রবিষ্ট ও আবৃত। ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মহিমার জ্ঞানই জীবের চিত্তে সর্ব্বদা জাগ্রত। তাই ঐশ্বর্য্যাত্মক ভাবেই, বিধিভক্তিদ্বারাই, জীব ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকে।

ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেম—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের দ্বারা শিথিলীকৃত (বা দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত) প্রেম। কৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করার ইচ্ছার নাম প্রেম। নিতান্ত আপনার জন ব্যতীত অপর কাহাকেও সর্ব্বতোভাবে সুখী করার ইচ্ছা কাহারও মনে স্থায়িভাবে স্থান পাইতে পারে না; সুতরাং কৃষ্ণকে নিতান্ত আপনজন মনে করিতে না পারিলে তাঁহার প্রতি প্রেম জন্মিতে পারে না। যেখানে সর্ব্বতোভাবে সুখী করার ইচ্ছা, সেখানে কোনওরূপ সঙ্কোচ বা ভীতির স্থান নাই; কারণ, সুখী করা যায় প্রাণঢালা সেবাদ্বারা; যেখানে সঙ্কোচ বা ভীতি, সেখানে প্রাণমন ঢালা সেবার স্থান নাই; সেখানে প্রীতিবাসনাও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, প্রেম স্তিমিত হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা—আর জীব ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র বস্তু, তাহার কোনও শক্তি নাই, নিজকে রক্ষা করিবার পর্য্যন্ত শক্তি নাই; জীব ও ঈশ্বরের এতই পার্থক্য; কিন্তু এই পার্থক্যের জ্ঞান যদি সর্ব্বদা জীবের চিত্তে জাগরূক থাকে, তাহা হইলে ভগবানকে সুখী করিবার বাসনা জীবের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না—এইরূপ বাসনা কখনও হৃদয়ে উদিত হইলেও ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ হইলেই তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়, নিজের ধৃষ্টতার জ্ঞানে হৃদয় সঙ্কুচিত ও ভীত হইয়া পড়ে। যে ছোট, অন্ততঃ যে সমান, তাহারই যথেচ্ছ-সেবা সম্ভব। যে আমা অপেক্ষা অসংখ্য-কোটিগুণে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, স্বচ্ছন্দ-সেবা দ্বারা তাঁহার প্রীতিবিধানের বাসনা আমার হৃদয়ে স্থায়িভাবে স্থান পাইতে পারে না। এজন্যই বলা হইয়াছে, ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানে প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া যায়। দরিদ্র সুদামা বিপ্র বাল্যবন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি-উপহার দেওয়ার নিমিত্ত অন্য কিছুই যোগাড় করিতে পারিলেন না, এক মুষ্টি চিড়া কাপড়ে বাঁধিয়া দ্বারকায় গেলেন; কিন্তু দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের রাজপুরী, রাজ-ঐশ্বর্য্য দেখিয়া চিড়াগুলি আর শ্রীকৃষ্ণকে দিতে তাঁহার সাহসে কুলাইলনা—ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাঁহার প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া গেল, শিথিল হইয়া গেল। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের সখ্যভাব সঙ্কুচিত হইয়া গেল; সখারূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমান-সমানভাবে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া তিনি কৃষ্ণের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কংসবধ করিয়া কৃষ্ণবলরাম যখন দেবকীবসুদেবের কারাবন্ধন মুক্ত করিয়া তাঁহাদের চরণে প্রণত হইলেন, তখন জন্মলীলাপ্রকটনকালে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া দেবকীবসুদেবের বাৎসল্য সঙ্কুচিত হইয়া গেল, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছেন মনে করিয়া তাঁহারা শঙ্কিত হইলেন, কৃষ্ণবলরামকে তাঁহারা সন্তানজ্ঞানে বহুদিন পরে মিলিত হওয়া সত্ত্বেও সস্নেহে কোলে তুলিয়া লইতে পারিলেন না (শ্রীভা, ১০।৪৪।৫০—৫১)। শ্রীকৃষ্ণ যখন পরিহাস করিয়া রুক্মিণীদেবীকে বলিলেন যে, জরাসন্ধাদি প্রবলপ্রতাপ নৃপতিগণকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করা রুক্মিণীর পক্ষে সঙ্গত হয় নাই; যেহেতু তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) নিষ্কিঞ্চনদের

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়া। | বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পায়্যা ॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বন্ধুমাত্র; তিনি আত্মারাম, পরমাত্মা, স্ত্রীপুত্রগৃহাদিতে অনাসক্ত, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন আশঙ্কা করিয়া ভয়ে দুঃখে রুক্মিণীদেবীর হস্ত হইতে ব্যজন পতিত হইয়া গেল, কঙ্কনবলয়াদি শিথিল হইয়া গেল, বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় তিনি ভূপতিত হইলেন (শ্রীভা, ১০।৬০ অঃ), অর্থাৎ তাঁহার কান্তাপ্রেমও শিথিল হইয়া গেল। **শিথিল**—আল্‌গা ; শক্ত গিরা যদি একটু খুলিয়া দেওয়া যায়, তখন বলা হয়, গিরাটী শিথিল হইয়াছে। প্রেমের যে দৃঢ়তার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে ইচ্ছা হয়, ঐশ্বর্য্যাদি দেখিয়া সেই দৃঢ়তা যখন নষ্ট হইয়া যায়, যখন সেবাবাসনায় ইতস্ততার ভাব আসে, তখনই বলা যায়, প্রেম শিথিল হইয়াছে, সঙ্কুচিত হইয়াছে। তখন আর মন-প্রাণ ঢালা স্বচ্ছন্দ- সবা সম্ভব হয় না। অথচ মন-প্রাণ ঢালা স্বচ্ছন্দ-সেবা ব্যতীতও শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্ প্রীতিলাভ করিতে পারেন না ; কারণ, ভক্তের প্রেমের বিকাশ যত বেশী হয়, ভগবানের প্রীতিও তত বেশী হইয়া থাকে, ভগবান্ কেবল প্রীতিটুকু আস্বাদন করিয়াই প্রীত হয়েন। তাই যখনই একটু সঙ্কোচ, ভীতি বা গৌরব-বুদ্ধি আসিয়া ভক্তের হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তখনই একদিকে যেমন ভক্তের প্রেম বা স্বচ্ছন্দ-সেবা-বাসনা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, তেমনই আবার অপর দিকে, ঐ প্রেম-সেবা হইতে জাত শ্রীকৃষ্ণের আনন্দও সঙ্কুচিত হইয়া যায় ; তাই শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সম্যক্ প্রীতি লাভ করিতে পারেন না।

১৫। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি-ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের ভজন কি একেবারেই বৃথা হয় ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"না, তাঁহাদের ভজন বৃথা হয় না ; ব্রজের ভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে পারেন না বটে ; কিন্তু সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তির কোনও এক মুক্তি লাভ করিয়া তাঁহারা বৈকুণ্ঠ লাভ করিতে পারেন ; তাঁহাদের ভজন ঐশ্বর্য্যাত্মক বলিয়া ঐশ্বর্য্য-প্রধান বৈকুণ্ঠেই তাঁহাদের গতি হয়।"

বিধি-ভজন—বিধিমার্গের ভজন। বিধিমার্গের ভজনে ভগবানের মাধুর্য্যের জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করেনা, মহিমার জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে। "মহিমজ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্‌বিধিমার্গানুসারিণাম্। ভ, র, সি, ১।৪।১০॥" তাই বিধিমার্গের ভজনে ঐশ্বর্য্যপ্রধান বৈকুণ্ঠে সার্ষ্টি-আদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। "মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তস্তু সুদৃঢ়ং সর্ব্বতোঽধিকঃ। স্নেহোভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া সার্ষ্ট্যাদি নান্যথা ॥ ভ, র, সি, ১।৪ ৮॥" অবশ্য কোনও শুদ্ধভক্ত-বৈষ্ণবের কৃপা হইলে বিধিমার্গের ভজনেও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা শুদ্ধাভক্তির কৃপা লাভ করা যায়। বৃহদ্‌ভাগবতামৃত গ্রন্থে দেখা যায় শ্রীনারদ গোপকুমারকে বলিতেছেন—"তুমি জগদীশ্বরবুদ্ধিতে (ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে) ভক্তি-পূর্ব্বক সাধন করিয়াছ বলিয়াই এই বৈকুণ্ঠলোকে উপস্থিত হইয়াছ। এই বৈকুণ্ঠলোকে সেই গোপ্যবস্তুর শিরোমণি একমাত্র ব্রজবাসীদিগের শুদ্ধ-প্রেমলভ্য সর্ব্বচিত্তহর শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে পাইবে ? ভগবানের প্রতি পরম-প্রিয়তমঃবুদ্ধিতেই যে প্রেমসম্পদ লাভ হইতে পারে, কেবলমাত্র সেই প্রেমসম্পদ্ বলেই তাঁহার অনুভব সম্ভব। স বৈ বিনোদঃ সকলোপরিষ্টাল্লোকে ক্বচিদ্‌ভাতি বিলোভয়ন্ স্বান্। সম্পাদ্য ভক্তিং জগদীশভক্ত্যা বৈকুণ্ঠমেত্যাত্র কথং ত্বয়েক্ষ্যঃ ॥ ২।৪।১৩২।" ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমার্গের সাধনে যে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিমাত্র হইতে পারে, এই শ্লোক হইতে তাহাই জানা গেল।

বৈকুণ্ঠেতে—পরব্যোমে। পরব্যোম ঐশ্বর্য্য-প্রধান ধাম ; সুতরাং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাত্মক ভজনের অনুকূল ধামই বৈকুণ্ঠ।

পরব্যোমে অনন্তকোটি ভগবৎস্বরূপের ধাম আছে ; প্রত্যেক স্বরূপের ধামকেই বৈকুণ্ঠ বলে ; বিধিমার্গে যিনি যেই স্বরূপের ভজন করেন, তিনি সেই স্বরূপের বৈকুণ্ঠে (ধামে) নিজ অভিপ্রায়-অনুরূপ কোনও এক রকমের মুক্তি লাভ করেন।

চতুর্ব্বিধা মুক্তি—সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সালোক্য এই চারিরকমের মুক্তি। বিধিমার্গের ভক্ত স্বীয় অভিপ্রায়-অনুসারে এই চারি রকমের কোনও একরকম মুক্তি লাভ করিতে পারেন। পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য। সাযুজ্য না লয় ভক্ত—যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৬। **সার্ষ্টি**—পরব্যোমে যে সমস্ত ভগবৎস্বরূপ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যে স্বরূপের উপাসক যে ভক্ত হইবেন, সেই ভক্ত ভজনে সিদ্ধিলাভ করিয়া সেই স্বরূপের ধামে যদি সেই স্বরূপের পরিকরগণের সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, তবে তাঁহার মুক্তিকে বলে সার্ষ্টি। (অণুচৈতন্য জীব কখনও বিভুচৈতন্য ঈশ্বরের সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে না, তাঁহার কৃপা হইলে তদ্ধামোচিত পরিকরগণের সমান ঐশ্বর্য্যই লাভ করিতে পারে। শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতের ২।৪।১৭৭ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—পার্ষদগণ অপেক্ষা শ্রীভগবানের অসাধারণ বিশেষত্ব এই যে, ভগবানে স্বাভাবিক (স্বরূপানুবন্ধি) পরম ঐশ্বর্য্য-বিশেষ বর্ত্তমান এবং অনন্যসাধারণ মধুর মধুর বিচিত্র সৌন্দর্য্যাদি মহিমাবিশেষ বর্ত্তমান। পার্ষদগণ অপেক্ষা ভগবানের এ সকল বৈশিষ্ট্য না থাকিলে, পার্ষদগণের ঐশ্বর্য্যাদি ভগবানের তুল্যই হইলে, পার্ষদগণ বিচিত্র ভজনরস অনুভব করিতে পারিতেন না। "এবং পার্ষদেভ্যস্তেভ্যোঽপি সকাশাৎ ভগবতা বিধেয়স্বাভাবিকপরমৈশ্বর্য্যবিশেষাপেক্ষয়া তথানন্যসাধারণমধুরমধুরবিচিত্রসৌন্দর্য্যাদিমহিমবিশেষদৃষ্ট্যা ভগবতো মহান্ বিশেষঃ সিদ্ধ্যত্যেব। অন্যথা সদা পরমভাবেন তেষাং তস্মিন্ বিচিত্রভজনরসানুপপত্তেরিতি দিক্।" এস্থলে, নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের ঐশ্বর্য্যাদিও যে ভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি অপেক্ষা ন্যূন, তাহাই বলা হইয়াছে।) **সারূপ্য**—সমান রূপ প্রাপ্তি ; যিনি যে স্বরূপের উপাসক, তিনি যদি সেই স্বরূপের ধামে সেই স্বরূপের সমান রূপ প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ নারায়ণের উপাসক যদি চতুর্ভুজত্ব পায়েন, নৃসিংহের উপাসক যদি নৃসিংহের মত রূপ পায়েন, তাহা হইলে তাঁহার মুক্তিকে বলে সারূপ্য। **সামীপ্য**—সমীপে বা নিকটে অবস্থিতি; যিনি যে ভগবৎস্বরূপের উপাসক, তিনি যদি সেই স্বরূপের নিকটে অবস্থানের অধিকার লাভ করিতে পারেন, তবে তাঁহার মুক্তিকে বলে সামীপ্য। **সালোক্য**—সমান (একই) লোকে (ধামে) বাস। যিনি যেই স্বরূপের উপাসক, তিনি যদি তাঁহার ধামে বাস করার অধিকার পায়েন, তবে তাঁহার মুক্তিকে বলে সালোক্য। মায়িক অভিনিবেশ দূরীভূত না হইলে এবং জীব স্বরূপে অবস্থিত না হইলে সালোক্যাদির কোনটীই পাওয়া যায় না। এবং সালোক্যাদির কোনও একটি পাইলেই জীবকে আর সংসারে আসিতে হয় না ; এজন্য সালোক্যাদিকে মুক্তি বলা হয়।

সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ-মুক্তি ব্যতীত আর এক রকমের মুক্তি আছে, তাহার নাম **সাযুজ্য-মুক্তি** ; উপাস্য-স্বরূপের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাওয়ার নাম সাযুজ্য ; বস্তুতঃ সাযুজ্য-মুক্তিতে জীব উপাস্য-স্বরূপের সহিত তাদাত্ম্যমাত্র প্রাপ্ত হয়, (অগ্নির সংযোগে লৌহ যেমন অগ্নি-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ), উপাস্য-স্বরূপের সঙ্গে অভেদত্ব লাভ করেনা, করিতে পারেও না ; কারণ, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে পারেনা। কাহারও স্বরূপের ব্যত্যয় কোনও সময়েই হইতে পারে না। যাহাহউক, এই সাযুজ্যমুক্তি আবার দুই রকমের—ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য ; নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের সহিত যাহারা সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাদের মুক্তিকে বলে ব্রহ্ম-সাযুজ্য ; আর ভগবানের কোনও এক সবিশেষ স্বরূপের (নারায়ণ-নৃসিংহাদির) সহিত যাহারা সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাদের সাযুজ্যকে বলে ঈশ্বর-সাযুজ্য। ভগবান্ আনন্দ-স্বরূপ, তাঁহার যে কোনও স্বরূপও আনন্দ-স্বরূপ ; ব্রহ্মও আনন্দস্বরূপ। যাঁহারা সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের আনন্দেই নিমগ্ন হইয়া থাকেন। অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের প্রত্যেক অণুপরমাণুই যেমন অগ্নিদ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হয়, সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবের প্রত্যেক অণু-পরমাণুও যেন তদ্রূপ আনন্দদ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে ; ইহাতেই তাঁহাদের আনন্দ-তাদাত্ম্য বা ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য সিদ্ধ হয় এবং আনন্দ-নিমগ্নতাও সিদ্ধ হয়। আনন্দ-নিমগ্নতার স্ফূর্ত্তিই তাঁহাদের চিত্তে প্রধানরূপে জাগরূক থাকে ; "ভগবল্লক্ষণানন্দ-নিমগ্নতাস্ফূর্ত্তিরেব প্রধানম্। প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৫॥" অন্য কোনও ভাব তাঁহাদের চিত্তে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জ্ঞান বা স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য ভগবৎ-সেবার অনুসন্ধানও তাঁহাদের চিত্তে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না—সাধারণতঃ উদিতও হয় না। কিন্তু যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা চাহেন ভগবানের সেবা ; সেবা করিতে হইলে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জ্ঞান প্রয়োজনীয়।

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নামসঙ্কীর্ত্তন। চারি ভাব-ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্ফূর্ত্তি এবং সেবানুসন্ধানই ভক্তের কাম্যবস্তু। তাই কোনও ভক্তই সাযুজ্য-মুক্তি ইচ্ছা করেন না, ভগবান্ দিতে চাহিলেও তাহা গ্রহণ করেন না; কারণ, তাহাতে ভগবৎ সেবানুসন্ধানের জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

যাতে—যে সাযুজ্য-মুক্তিতে। **ব্রহ্ম-ঐক্য**—ব্রহ্মের সহিত একত্ব বা অভিন্নত্ব। আনন্দ-নিমগ্নতাবশতঃ সাযুজ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বতন্ত্র-অস্তিত্বের জ্ঞান সাধারণতঃ থাকে না বলিয়াই, "ব্রহ্ম-ঐক্য—ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্তি" এইরূপ বলা হইয়াছে। স্বরূপতঃ সাযুজ্য মুক্তিতে ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্তি হয় না।

এই পয়ারে বলা হইল যে, ভক্ত নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সাযুজ্য গ্রহণ করে না; ঈশ্বর-সাযুজ্য-সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না; পৃথক্‌ভাবে বলার প্রয়োজনও নাই; কারণ, যাহারা ব্রহ্ম-সাযুজ্য গ্রহণ করে না, তাহারা ঈশ্বর-সাযুজ্য যে গ্রহণ করিবে না ইহা বলা বাহুল্যমাত্র: যেহেতু "ব্রহ্ম-সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর-সাযুজ্যে ধিক্কার। ২.৬।২৪২॥"

ভক্ত সাযুজ্য-মুক্তি গ্রহণ করে না বলিয়া এবং অবস্থাবিশেষে কেবল সালোক্যাদি চারিটী মুক্তিই গ্রহণ করে বলিয়া পঞ্চবিধা মুক্তি থাকা সত্ত্বেও পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারে কেবল চারি রকমের মুক্তির কথাই বলা হইয়াছে; বিধিভক্তির অনুষ্ঠাতাও ভক্তই, তিনিও সাযুজ্যমুক্তি গ্রহণ করেন না।

সালোক্যাদি মুক্তি আবার দুই শ্রেণীর—সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা এবং প্রেমসেবোত্তরা; যাঁহারা উপাস্য-স্বরূপের ধামে অবস্থিতি-পূর্ব্বক তদ্ধামোচিত ঐশ্বর্য্য ও রূপাদি লাভের কামনাই মুখ্যরূপে চিত্তে পোষণ করেন, উপাস্য স্বরূপের সেবা-বাসনা যাঁহাদের মুখ্য অভীষ্ট বস্তু নহে, তাঁহাদের অভিলাষানুরূপ সালোক্যাদি মুক্তিকে বলে সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা (কারণ, আত্মসুখ এবং ঐশ্বর্য্যই তাঁহাদের কামনায় প্রাধান্য লাভ করে)। আর, উপাস্যের সেবার কামনাই যাঁহাদের চিত্তে প্রাধান্য লাভ করে, ধামোচিত ঐশ্বর্য্য ও রূপাদি লাভের কামনা যাঁহাদের মধ্যে গৌণভাবে লক্ষিত হয়, তাঁহাদের অভিলাষানুরূপ সালোক্যাদি মুক্তিকে বলে প্রেমসেবোত্তরা (কারণ, প্রেমের সহিত উপাস্যের সেবাই তাঁহাদের প্রধান কাম্যবস্তু)। সেবাপরায়ন ভক্তগণ প্রেমসেবোত্তরা মুক্তিই কামনা করেন, সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তি তাঁহারা গ্রহণ করেন না। "সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি। সালোক্যাদি দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূঃ ২।২৭॥" সেবাবিহীন সালোক্যাদি মুক্তি কোন ভক্তই গ্রহণ করেন না। "সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ শ্রীভাঃ ৩।২৯।১৩॥"

১৭। বহুকাল প্রেমভক্তি দান করেন নাই বলিয়া, জগদ্বাসী জীবগণের মধ্যেও প্রেমভক্তির প্রতিকূল ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের প্রাধান্য দেখিয়া এবং প্রেমভক্তি ব্যতীত জীবের স্থিরতা লাভের সম্ভাবনাও নাই বলিয়া, প্রেমভক্তি দানের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করিলেন যে, তিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়া যুগাবতার দ্বারা কলিযুগের ধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করাইবেন এবং স্বয়ং দাস্য-সখ্যাদি চারিভাবের ভক্তি দিয়া জীবকে প্রেমোন্মত্ত করিবেন।

যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটী যুগ।

ধর্ম্ম—ধৃ-ধাতুর কর্ত্তৃবাচ্যে ও করণবাচ্যে মন্ প্রত্যয় করিয়া ধর্ম্ম-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; ধৃ-ধাতুর অর্থ ধারণ বা ধরা। কর্ত্তৃবাচ্যের অর্থে, যাহা জীবকে স্বরূপে ধরিয়া রাখে, তাহাকে বলে ধর্ম্ম; এই ধর্ম্মকে বলে সাধ্যধর্ম্ম; প্রেমভক্তিই এই সাধ্যধর্ম্ম; কারণ, প্রেমভক্তিই জীব-স্বরূপকে তাহার আত্যন্তিকী স্থিতিতে ধারণ করিয়া রাখে, অর্থাৎ প্রেমভক্তি ব্যতীত জীব আত্যন্তিকী স্থিতিলাভ করিতে পারে না (১২শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); সুতরাং প্রেমভক্তিই হইল জীবের অভীষ্ট সাধ্য। আর, করণবাচ্যের অর্থে—যদ্দ্বারা জীব স্বরূপে ধৃত হইতে পারে, তাহাকে বলে ধর্ম্ম; এই ধর্ম্মকে বলে সাধন বা সাধন-ধর্ম্ম; এই সাধন-ধর্ম্ম দ্বারাই জীব সাধ্যধর্ম্ম প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারে; সাধন-ভক্তিই এই সাধন-ধর্ম্ম। **যুগ-ধর্ম্ম**—যে যুগের যে ধর্ম্ম, তাহা; এস্থলে যুগানুরূপ সাধন-ধর্ম্মই লক্ষিত

হইয়াছে। এক এক যুগের সাধন-ধর্ম্ম এক এক রকম। সত্যযুগের সাধন ধ্যান, ত্রেতার সাধন যজ্ঞ, দ্বাপরের সাধন পরিচর্য্যা এবং কলিযুগের সাধন সঙ্কীর্ত্তন। "কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ শ্রীভাঃ ১২।৩।৫২॥" এই পয়ারে কলিযুগের সাধন-ধর্ম্মের কথাই বলা হইতেছে; কারণ, কলির প্রথম সন্ধ্যায় অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কি করিবেন, তাহাই তিনি চিন্তা করিতেছেন।

নাম-সঙ্কীর্ত্তন—শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন; ইহাই কলিযুগের সাধন-ধর্ম্ম। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ বৃহন্নারদীয়-বচন। ৩৮।১২৬॥"

প্রবর্ত্তাইমু—প্রবর্ত্তিত করাইব (যুগাবতারের দ্বারা)। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পূর্ণতম ভগবান্; যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন তাঁহার কার্য্য নহে; "চৈতন্য পূর্ণ ভগবান্। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥ ১।৪।৩৩॥" তাঁহার অংশ যুগাবতারদ্বারাই যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। "যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। ১।৩।২০॥" স্বয়ং ভগবান্ যখন জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন অন্য সমস্ত অবতারই (যুগাবতারও) তাঁহার সঙ্গে, তাঁহারাই শ্রীবিগ্রহে আসিয়া মিলিত হয়েন; স্বয়ং ভগবানের শ্রীবিগ্রহে থাকিয়াই তাঁহারা তখন স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করিলেন যে, কলিযুগে তিনি যখন জগতে অবতীর্ণ হইবেন, তখন তাঁহার শ্রীবিগ্রহস্থ যুগাবতারকে প্রেরণা দিয়া তিনি তাঁহাদ্বারা কলিযুগের সাধন-ধর্ম্ম শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করাইবেন। অপরাপর কলিতেও অবশ্য যুগাবতার স্বতন্ত্রভাবে অবতীর্ণ হইয়া নামসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করেন; তবে যে কলিতে (যেমন বর্ত্তমান কলিযুগে) শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় শ্রীবিগ্রহস্থ যুগাবতার দ্বারা নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করান, সেই কলির নাম-সঙ্কীর্ত্তনে একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। কাচের লণ্ঠনের মধ্যে যে আলোক থাকে, তাহা বর্ণহীন হইলেও লণ্ঠনস্থ কাচের বর্ণেই রঞ্জিত হইয়া যেমন বাহিরে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের শ্রীবিগ্রহস্থ যুগাবতারের প্রবর্ত্তিত নামসঙ্কীর্ত্তনও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের প্রেমে নিষিক্ত হইয়া বাহিরে প্রচারিত হইয়া থাকে। আধারের গুণ আধেয়ে সঞ্চারিত হয়; যেই কলিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েন, সেই কলির হরিনামের ইহাই বৈশিষ্ট্য। যুগাবতারাদি পূর্ণ-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিদ্বারাই স্ব-স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করেন বলিয়া (কারণ, স্বয়ং ভগবানের অবতার-কালে তাঁহাদের পৃথক বিগ্রহে স্থিতি থাকে না) নাম-সঙ্কীর্ত্তনও প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের শ্রীমুখ-হইতেই উদ্গীর্ণ হয়; তাই ইহা প্রেম-বিমণ্ডিত এবং অমৃত হইতেও সুমধুর। আবার সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীমুখ হইতে নির্গত হয় বলিয়া শ্রীহরিনামও সর্ব্বশক্তিপূর্ণ হইয়াই জগতে প্রচারিত হয় (সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ। ৪ ২০।১৫॥); অন্য কলিযুগের নাম-সঙ্কীর্ত্তন এরূপ প্রেম-মণ্ডিত, এরূপ মধুর, এরূপ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এবং প্রেমদ হয় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীমুখ হইতে নির্গত হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেই এই অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যময় নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক বলা হয়; বাস্তবিক সাধারণ নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক যুগবতার হইলেও প্রেম-মণ্ডিত, প্রেমদ, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এবং শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণ-সমর্থ সুমধুর নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যই, অপর কেহ নহেন।

চারি ভাব—ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী ভাব। **ভক্তি**—প্রেমভক্তি; প্রেমভক্তি চারি রকমের, দাস্য-প্রেমভক্তি, সখ্য-প্রেমভক্তি, বাৎসল্য-প্রেমভক্তি ও মধুর বা কান্তা-প্রেমভক্তি।

চারিভাব ভক্তি দিয়া—চারিভাবের প্রেমভক্তি দিয়া; যথাযোগ্য ভাবে কাহাকেও দাস্যরতির, কাহাকেও সখ্য-রতির, কাহাকেও বাৎসল্য-রতির এবং কাহাকেও কান্তা-রতির আনুগত্যে প্রেমভক্তি দান করিয়া। **নাচাইমু**—নাচাইব, প্রেমে উন্মত্ত করাইব। **ভুবন**—জগতের সমস্ত জীবকে।

জীবের আত্যন্তিকী স্থিতির নিমিত্ত সাধ্যবস্তু হইল প্রেমভক্তি, আর তাহার মুখ্য সাধন হইল শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন। এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তিনি সেই প্রেমভক্তির সাধনও প্রচার করিবেন এবং নিজে প্রেমভক্তিও জীবকে দিবেন। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রেমভক্তি কোনও মূর্ত্ত বস্তু নহে, ইহা হৃদয়ের একটা বৃত্তি মাত্র; ইহা কিরূপে

আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে ॥ ১৮

আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায় ॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

একজন অপর জনকে দিতে পারেন? উত্তর—প্রেমভক্তি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তি-বিশেষ; শ্রীকৃষ্ণ এই হ্লাদিনীকে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিতেছেন, ভক্ত-হৃদয়ই তাহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ (প্রীতিসন্দর্ভ।৬৫।) শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে জীবের চিত্ত যখন নির্ম্মল হয়, তখন ইহা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হ্লাদিনীকে গ্রহণ করার যোগ্যতা লাভ করে। ভক্ত-হৃদয়ে আসিয়া ঐ হ্লাদিনী প্রেমভক্তিরূপে পরিণত হয়। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কল্প এই যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে জীবের দুর্ব্বাসনাদি দূরীভূত হইলে চিত্ত যখন নির্ম্মল হইবে, তখন তিনি ঐ শুদ্ধচিত্তে তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিকে নিক্ষেপ করিবেন এবং ঐ হ্লাদিনী তখন জীবের শুদ্ধচিত্তে প্রেমভক্তিরূপে পরিণত হইয়া তাহাকে প্রেমোন্মত্ত করিয়া তুলিবে। ইহা প্রেমদানের সাধারণ ব্যবস্থা। প্রকটকালে অনেক সময়ে—বিশেষতঃ সন্ন্যাস গ্রহণের পরে—শ্রীমন্ মহাপ্রভু কিন্তু মুখে একবার হরিনাম উপদেশ করিয়া, কিম্বা কেবলমাত্র দর্শনদান-করিয়াই অসংখ্য লোককে কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়াছেন। প্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম শুনামাত্র, কিম্বা প্রভুর দর্শন লাভ মাত্রই লোক কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে। এই লীলায় প্রভু যে অবিচিন্ত্য মহাশক্তি প্রকটিত করিয়াছেন, তাহার প্রভাবেই প্রেমদান এবং জীবের চিত্তের সঞ্চিত কলুষাদির বিনাশ এক সঙ্গেই নির্ব্বাহিত হইয়াছে। তেজোঘন বিগ্রহ সূর্য্যদেবের আবির্ভাবে তাহার তেজোরূপ কিরণজালের স্পর্শে যেমন পৃথিবীর অন্ধকার, দস্যুতস্করাদির ভয় এবং শৈত্যাদি অবিলম্বে দূরীভূত হইয়া যায়, জীবগণের চিত্তে ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের বাসনা জাগ্রত হইয়া উঠে, তাহাদের দেহের জড়তাদি দূরীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রেমঘন-বিগ্রহ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দর্শনে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত প্রেমকিরণপুঞ্জদ্বারা সম্যক্‌রূপে অনুস্যূত ও পরিসিঞ্চিত হইয়া জীবগণও এক অপূর্ব্ব প্রেমসম্পদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত অপরাধ, দুর্ব্বাসনাদিজনিত কল্মষ অন্তর্হিত হইয়াছে, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাবাসনা জাগ্রত হইয়া তাহাদের চিত্তকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে। যেস্থান দিয়া প্রভু চলিয়াছেন, সে স্থানেই প্রেমের বন্যা প্রকটিত করিয়া দিয়াছেন, সেই বন্যার তরঙ্গে কেবল মনুষ্য নহে, তত্রত্য পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি, এমন কি তরুগুল্মতৃণাদি পর্য্যন্ত, সম্যক্‌-রূপে প্লাপিত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। ঝারিখণ্ডপথে বৃন্দাবন যাওয়ার সময়ে প্রভু তাঁহার এই অপূর্ব্ব প্রভাব প্রকটিত করিয়াছেন। (১।১।৪ শ্লোকের টীকায় করুণা-শব্দের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। আর তাঁহার তিরোভাবের পরে কিরূপে জীব ব্রজপ্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে, পরম করুণ শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাহারও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

১৮। শ্রীকৃষ্ণ আরও বিবেচনা করিলেন—যেরূপে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর যাহা যাহা করিলে প্রেমভক্তির উন্মেষ হইতে পারে, আমি কেবল তাহার উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিবনা; পরন্তু সাধকভক্তের ন্যায় নিজে আচরণ করিয়াও জীবকে ভজন শিক্ষা দিব।

ভক্তভাব—সাধকভক্তের ভাব; সেবকের ভাব। **অঙ্গীকার**—স্বীকার। **আপনি করিব** ইত্যাদি—আমি (শ্রীকৃষ্ণ)নিজে সাধক-ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিব; সাধক-ভক্ত মনে যে ভাব পোষণ করেন, আমিও সেই ভাব পোষণ করিব। জীব স্বরূপে কৃষ্ণের দাস; সুতরাং ভক্তভাব বা সেবকের ভাব সাধক-জীবের নিজস্ব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ সেব্য, স্বরূপে তিনি কাহারও সেবক নহেন; তাই ভক্তভাব তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি বা নিজস্ব নহে; এজন্যই ভক্তভাব গ্রহণের কথা বলিতেছেন।

আচরি—আচরণ করিয়া, অনুষ্ঠান করিয়া। **ভক্তি**—ভজন; সাধনভক্তির অনুষ্ঠান।

শিখাইমু—শিখাইব, শিক্ষা দিব। **সভারে**—সকলকে, সকল জীবকে।

১৯। শ্রীকৃষ্ণ নিজে কেন ভক্তভাব অঙ্গীকার করিবেন তাহা বলিতেছেন। নিজে আচরণ করিয়া জীবের সাক্ষাতে একটা আদর্শ স্থাপন না করিলে কেবল মৌখিক উপদেশের দ্বারা ভজন শিক্ষা দেওয়া যায় না; কারণ, কেবল মুখের উপদেশ শুনিয়া ভজনে অনভিজ্ঞ জীব যথাযথ ভাবে ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না।

তথাহি শ্রীগীতায়াম্ (৪।৮)

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ২।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নন্থ তদ্ভক্তা রাজর্ষয়ো ব্রহ্মর্ষয়োঽপি বা ধর্ম্মহান্যধর্ম্মবৃদ্ধী দূরীকর্ত্তুং শক্নুবন্ত্যেব এতাবদর্থমেব কিং তবাবতারেণ ইতি চেৎ সত্যম্। অন্যদপি অন্যদুষ্করং কর্ম্ম কর্ত্তুং সম্ভবামীত্যাহ পরীতি। সাধূনাং পরিত্রাণায় মদেকান্তভক্তানাং মদ্দর্শনোৎকণ্ঠাস্ফুটচিত্তানাং যদ্বিয়োগ্যরূপং দুঃখং তস্মাৎ ত্রাণায়। তথা দুষ্কৃতাং মদ্ভক্তলোকদুঃখদায়িনাং মদন্যৈরবধ্যানাং রাবণ-কংসকেশ্যাদীনাং বিনাশায় তথা ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় মদীয়-ধ্যান-পরিচর্য্যা-সঙ্কীর্ত্তন-লক্ষণং পরমধর্ম্মং মদন্যৈঃ প্রবর্ত্তয়িতুমশক্যং সম্যক্ প্রকারেণ স্থাপয়িতুমিত্যর্থঃ। যুগে যুগে প্রতিকল্পং বা। ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহকৃতো ভগবতো বৈষম্যমাশঙ্কনীয়ং দুষ্টানামপি অসুরাণাং স্বকর্ত্তৃকবধেন বিবিধ দুষ্কৃতফলান্নরকসহ প্রণিপাতাৎ সংসারাচ্চ পরিত্রাণতস্তস্য স খলু নিগ্রহোঽপ্যনুগ্রহ এব নির্ণীতঃ। চক্রবর্ত্তী। ২॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

না কৈলে—না করিলে; নিজে আচরণ না করিলে। **ধর্ম্ম**—সাধনধর্ম্ম; সাধন-ভক্তি।

এইত সিদ্ধান্ত—পূর্ব্বপয়ার-সমূহে উক্ত সিদ্ধান্ত। **গীতা**—শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা। **ভাগবত**—শ্রীমদ্ভাগবত। **গায়**—গান করেন, বলেন।

এই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত যে শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন, অবতীর্ণ হইয়া জীবের আচরণের আদর্শ স্থাপনের নিমিত্ত নিজেও যে কার্য্য করেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে শ্রীকৃষ্ণেরই উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকারই তাহা দেখাইতেছেন।

শ্লো ।২। অন্বয়। সাধূনাং (সাধুদিগের) পরিত্রাণায় (পরিত্রাণের নিমিত্ত) দুষ্কৃতাং (দুষ্ট-কর্ম্মকারীদের) বিনাশায় (বিনাশের নিমিত্ত) চ (এবং) ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় (ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত) যুগে যুগে (যুগে যুগে) সম্ভবামি (অবতীর্ণ হই)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত এবং দুষ্কর্ম্মকারীদিগের বিনাশের নিমিত্ত যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হই।" ২।

শ্রীকৃষ্ণ কি উদ্দেশ্যে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই শ্লোকটী অর্জ্জুনের নিকট স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখোক্তি।

সাধূনাং—শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্তদিগের। **পরিত্রাণায়**—পরিত্রাণের নিমিত্ত; শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠাবশতঃ যখন ব্যাকুল হইয়া পড়েন, তখন স্বীয় শ্রীবিগ্রহের দর্শন দিয়া তাঁহাদের সেই ব্যাকুলতাজনিত দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত এবং ভক্তদ্বেষী অসুরাদির উৎপীড়ন হইতে তাঁহাদের রক্ষার নিমিত্ত। **দুষ্কৃতাং**—দুষ্কৃতদিগের; রাবণ, কংস, কেশী প্রভৃতি যে সমস্ত অসুরগণ ভক্তদিগের দুঃখের হেতু হইয়া থাকে এবং যাহাদিগকে ভগবান্ ব্যতীত অপর কেহ বধ করিতে পারে না, সেই সমস্ত দুষ্ট লোকদিগের। **বিনাশায়**—বিনাশের নিমিত্ত। **ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায়**—ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত; শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান (সত্যযুগে), যজন (ত্রেতায়), পরিচর্য্যা (দ্বাপরে) এবং সঙ্কীর্ত্তন (কলিতে) রূপ যে ধর্ম্ম, যাহা ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহ সংস্থাপন করিতে পারে না, সেই ধর্ম্মের সম্যক্ স্থাপনের (প্রবর্ত্তনের এবং প্রতিষ্ঠার) নিমিত্ত।

একান্ত-ভক্তদিগের ভগবদ্দর্শনোৎকণ্ঠাজনিত দুঃখ এবং ভক্তদ্বেষী অসুরগণের উৎপীড়ন হইতে তাঁহাদের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত, অন্যের অবধ্য অসুরদিগের সংহারের নিমিত্ত এবং যুগধর্ম্মাদির প্রবর্ত্তন ও সংরক্ষণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রতিযুগে (যুগাবতারাদিরূপে) এবং প্রতিকল্পে (একবার স্বয়ংরূপে) প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন।

তত্রৈব (৩।২৪)—
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

উৎসীদেয়ুর্মাং দৃষ্টান্তীকৃত্য ধর্ম্মমকুর্ব্বাণা ভ্রংশেয়ুঃ। ততশ্চ বর্ণসঙ্করো ভবেৎ তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাম্। এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনাঃ কুর্য্যাম্। চক্রবর্ত্তী ।৩।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রশ্ন হইতে পারে, ভগবানের পক্ষে নিরপেক্ষতাই স্বাভাবিক; কিন্তু তিনি যখন তাঁহার ভক্তদিগকে রক্ষা করেন এবং ভক্তদ্বেষী অসুরদিগকে সংহার করেন বলিয়া জানা যায়, তখন কি তাহাতে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত হয় না? উত্তর—এই আচরণে অসুরদিগের প্রতি ভগবানের যে নিগ্রহ দেখা যায়, তাহাও বাস্তবিক নিগ্রহ নহে, পরন্তু অনুগ্রহই; ভক্তবিদ্বেষের শাস্তি স্বরূপ যদি তিনি অসুরদিগের অনন্ত-নরক-যন্ত্রণার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে পক্ষপাতিত্ব প্রাকাশ পাইত; তিনি হতারিগতিদায়ক; ভগবানের হস্তে যাঁহারা নিহত হয়েন, তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহাদের দুষ্কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগের সংসার বা নরক-যন্ত্রণা ভোগ হয় না; তাই, আপাতঃদৃষ্টিতে অসুরদিগের প্রতি ভগবানের যে আচরণকে নিগ্রহ বলিয়া মনে হয়, তাহাও বাস্তবিক তাঁহার অনুগ্রহই; দুরন্ত সন্তানটী যদি নিরীহ সন্তানের প্রতি অত্যাচার করে, তাহা হইলে স্নেহময়ী জননী দুরন্ত সন্তানটীকে নিজ হাতে ধরিয়া টানিয়া নিজের কাছে লইয়া যায়েন, আর তাহাকে ছাড়িয়া দেন না; দুরন্ত সন্তানের প্রতি ইহা মাতার স্নেহজনিত অনুগ্রহই।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে বলা হইয়াছে, ভগবান্ ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ জগতে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন; গ্রন্থকারের এই উক্তি যে শাস্ত্রসঙ্গত, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ ভগবান যে মায়িকপ্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, তাহার প্রমাণরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো।৩। অন্বয়। অহং (আমি—শ্রীকৃষ্ণ) চেৎ (যদি) কর্ম্ম (কর্ম্ম) ন (না) কুর্য্যাং (করি) তদা (তাহা হইলে) ইমে (এই সকল) লোকাঃ (লোক) উৎসীদেয়ুঃ (ভ্রষ্ট হইবে), চ (এবং) অহং (আমি) সঙ্করস্য (বর্ণ-সঙ্করের) কর্ত্তা স্যাম্ (কর্ত্তা হইব), ইমাঃ (এই) প্রজাঃ (প্রজাসকলকে) উপহন্যাম্ (মলিন করিব)।

অনুবাদ। অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আমি যদি কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে (আমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না বলিয়া) এই সমস্ত লোক ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইবে; (তাহাদের অধঃপতন হইলে, তাহাদের মধ্যে পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার, পরস্ত্রী পরপুরুষের বিচার থাকিবে না; সুতরাং লোকের মধ্যে বর্ণ-সঙ্করের সৃষ্টি হইবে; আমার কর্ম্মের অননুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া এই বর্ণ-সঙ্করের সৃষ্টি হইবে বলিয়া মূলতঃ) আমিই বর্ণ-সঙ্করের কর্ত্তা হইয়া পড়িব এবং (এইরূপে) আমিই প্রজাসকলকে পাপ-মলিন করিয়া তুলিব। ৩।

বর্ণসঙ্কর—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণ। সঙ্কর অর্থ মিশ্রণ। একবর্ণের ভ্রষ্টা স্ত্রীতে অপর এক বর্ণের পরপুরুষ কর্ত্তৃক অবৈধভাবে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলে। **প্রজা**—লোক।

মায়িক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া ভগবান্ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন কেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করেন, অন্যান্য লোকও তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। সুতরাং ভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হইয়া যদি কোনও কর্ম্মানুষ্ঠান না করেন, তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অপর লোকও ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না। লোক সকল যদি ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মাধর্ম্মের পাপ-পুণ্যের বিচারাদি থাকিবে না; স্ত্রীলোকের পক্ষে পরপুরুষের এবং পুরুষের পক্ষে পরস্ত্রীর সঙ্গ যে পাপজনক, এই জ্ঞানও তখন তাহাদের থাকিবে না। ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত সংযমের অভাবে প্রবৃত্তির প্ররোচনায় তাহারা অবাধ যৌন-সঙ্গমে প্রবৃত্ত হইবে; এইরূপে সমাজের মধ্যে জারজ সন্তানাদির উদ্ভব হইবে, বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হইবে; পাপ-কর্ম্মে রত হইয়া লোকসকলও

তথাহি (ভাঃ ৬।২।৪)—
যদ্‌যদাচরতি শ্রেয়ানিতরস্তত্তদীহতে।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥২০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এতৎ প্রবর্ত্তিতমধর্ম্মমন্যোঽপি করিষ্যতীতি মহৎ কষ্টমভূদিত্যাহঃ যদ্ যদিতি। শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ। স্বামী ।৪॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মলিনচিত্ত হইয়া পড়িবে। ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেই জীবের অধঃপতন, বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি এবং জীবের মলিনচিত্ততা সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বলিয়া বস্তুতঃ ভগবান্‌ই এই সমস্তের মূল হেতু হইয়া পড়েন। তাই, এ সমস্ত গর্হিত কার্য্য যাহাতে না হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে তিনি নিজেই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, যেন তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া অন্যান্য লোকও তদনুরূপ কর্ম্ম করিতে পারে।

জীবের অনুষ্ঠিত কর্ম্মে এবং ভগবদবতারের কর্ম্মে পার্থক্য আছে। জীব মায়াপরবশ, মায়ার প্ররোচনাতেই জীব কর্ম্ম করে; সুতরাং জীবের কর্ম্ম মায়ার কার্য্য, তাই তাহা বন্ধনের হেতু হয়। কিন্তু ভগবান্ পরম স্বতন্ত্র পুরুষ; তিনি মায়ার বশীভূত নহেন; ভগবান্‌কে মায়া স্পর্শ করিতেও পারে না, ভগবানের কর্ম্মও মায়ার কার্য্য নহে, পরন্তু তাঁহার স্বরূপ-শক্তির কার্য্য। জীব-শিক্ষার নিমিত্ত তিনি যে কর্ম্ম করেন, তাহাও তাঁহার লীলা-বিশেষই।

ভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হইয়া লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত যে লোকের ন্যায়ই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহার (এবং আপনি আচরি ইত্যাদি ১৮শ পয়ারের) প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো ।৪। অন্বয়। শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ যৎ (যাহা যাহা) আচরতি (আচরণ করেন), ইতরঃ (অন্য লোকও) তৎ তৎ (তাহা তাহা) ঈহতে (করিতে চেষ্টা করে); সঃ (সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ (যাহাকে) প্রমাণং কুরুতে (প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন) লোকঃ (সাধারণ লোক) তৎ (তাহা) অনুবর্ত্ততে (অনুসরণ করে)।

অনুবাদ। শ্রীবিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণকে বলিলেন—"শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ (যে যে কর্ম্ম) করেন, অপর সাধারণ লোকও তদ্রূপ আচরণই করিতে প্রয়াস পায়; শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, অপর সাধারণ লোকও তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। ৪।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, সাধারণ লোক সর্ব্বতোভাবেই শ্রেষ্ঠব্যক্তিদিগের কার্য্যের অনুকরণ করিয়া থাকে; তাই ভগবান্ যখন যুগাবতারাদিরূপে বা স্বয়ংরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনিও জীবের সাক্ষাতে আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এমন সকল কার্য্য করেন, যাহার অনুবর্ত্তী হইয়া লোক মঙ্গল লাভ করিতে পারে। জীবের এইরূপ অনুকরণ-স্পৃহা স্বাভাবিক; তাই তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া সাধক-ভক্তের ন্যায় তিনিও ভজন করিবেন, যেন সাধারণ লোক তাঁহার অনুসরণ করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই শ্লোকের পরিবর্ত্তে অবিকল এই শ্লোকেরই অনুরূপ গীতার একটী শ্লোক আছে; তাহা এই—"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরোজনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥৩।২১॥" শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের পরিবর্ত্তে গীতার এই শ্লোকটী দিলে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কোনও ব্যাঘাত হয় না বটে, কিন্তু পূর্ব্ববর্তী ১৯শ পয়ারে গ্রন্থকার যখন গীতা ও ভাগবতের প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রথম দুইটী শ্লোকই যখন গীতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তখন এই শেষ শ্লোকটী গীতার শ্লোক না হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক হইলেই পয়ারের বাক্য সিদ্ধ হয়। ঝামটপুরের গ্রন্থে কেবল প্রথম দুইটী শ্লোকই দেখিতে পাওয়া যায়, তৃতীয় শ্লোকটী দৃষ্ট হয় না।

২০। প্রশ্ন হইতে পারে, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রচার এবং প্রেমদান কি যুগাবতার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না? তাহা যদি সম্ভব হয়, তবে স্বয়ং ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার কি প্রয়োজন? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"যুগাবতার দ্বারা উভয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে না; যুগাবতার ~~আমার অংশ, তাঁহা দ্বারা নাম~~

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে, পূর্ব্বখণ্ডে (৫।৩৭)—
সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥৫॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য পরাবস্থামাহ, সন্ত্বিতি। যত্তু রামে বনবাসায় নির্গতে বৃক্ষাদিভিরপি রুদিতমিতি শ্রীরামায়ণেঽপ্যুক্তং, তৎ খলু তদৈব বিচ্ছেদদুঃখেনৈব ; ইহ তু সংযোগেঽপি প্রতিদিনমপি তদস্তীতি ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্যরূপং যদ্ গো-দ্বিজ-দ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ইত্যাদিবাক্যাদবগতম্। দূরপ্রবাসে তু পরিষদাং সৌন্দর্য্যমাত্রশেষতয়া অবস্থিতিমাত্রমভূৎ, ইতি ততো মহানতিশয়ঃ। অত্র গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্ ইত্যাদি বাক্যে সত্যপি অস্যোদাহরণত্বমভিযুক্তবাক্যত্বেন নির্ণায়কত্বাৎ। পুষ্করনাভস্য প্রতীতানুবাদঃ, অপ্রকটপ্রকাশগতস্য স্বয়ং ভগবত ইত্যর্থঃ। বিদ্যাভূষণ ।৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সঙ্কীর্ত্তন-রূপ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু তিনি ব্রজ-প্রেম দিতে সমর্থ নহেন ; কারণ, আমি (শ্রীকৃষ্ণ) ব্যতীত অপর কেহই ব্রজ-প্রেম দান করিতে সমর্থ নহে ; তাই স্বয়ং আমাকেই অবতীর্ণ হইতে হইবে।"

অংশ হইতে—অংশ যুগাবতার দ্বারা ; যুগাবতার স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ। **আমাবিনে**—আমি (শ্রীকৃষ্ণ) ব্যতীত। **অন্যে**—অন্য কোনও ভগবৎস্বরূপ। **নারে**—পারেনা। **ব্রজ-প্রেম**—ব্রজের ঐশ্বর্য্যগন্ধশূন্য ও স্বসুখ-বাসনাশূন্য শুদ্ধমাধুর্য্যময় প্রেম ; ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী ভাবের অনুকূল প্রেম।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎস্বরূপ যে ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না, তাহার প্রমাণস্বরূপে নিম্নে "সন্ত্ববতারা" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো ।৫। অন্বয়। পুষ্করনাভস্য (স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বপ্রকারে) ভদ্রাঃ (মঙ্গলপ্রদ) বহবঃ (অনেক) অবতারাঃ (অবতার) সন্তু (থাকুন) ; [কিন্তু] (কিন্তু) কৃষ্ণাৎ (শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত) অন্যঃ (অপর) কো বা (কেই বা) লতাসু (লতাকে) অপি (পর্য্যন্তও) প্রেমদঃ (প্রেমদান-কর্ত্তা) ভবতি (হয়েন) ?

অনুবাদ। পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ অনেক অবতার থাকুন ; কিন্তু কৃষ্ণ ব্যতীত এমন আর কে-ই-বা আছেন, যিনি লতাকে পর্য্যন্ত প্রেমদান করিয়া থাকেন ? (অর্থাৎ আর কেহ নাই) ।৫।

পুষ্কর-নাভ—পদ্মনাভ ; পুষ্কর অর্থ পদ্ম ; পদ্মের ন্যায় সুন্দর ও সুগন্ধি নাভি যাঁহার, তিনি পদ্মনাভ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই এস্থলে লক্ষ্য করা হইয়াছে ; কারণ, তিনিই সমস্ত অবতারের মূল।

এই শ্লোকের মর্ম্ম এই যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনেক অবতার আছেন সত্য এবং এই সমস্ত অবতার সর্ব্বতোভাবে জীবের মঙ্গল দান করিতেও পারেন সত্য ; কিন্তু স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎস্বরূপই প্রেমদান করিতে সমর্থ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল মানুষকে প্রেমদান করেন, তাহা নহে ; তিনি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি লতাকে পর্য্যন্ত প্রেমদান করিতে সমর্থ, করিয়াও থাকেন ; শ্রীমদ্ভাগবতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-রূপ-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া পশু, পক্ষী, বৃক্ষাদি সকলেই প্রেমে পুলকিত হইয়াছিল (ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গো-দ্বিজ-দ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্। ভা ১০।২৯।৪০)। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীরামচন্দ্র যখন বনে গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিমিত্ত বৃক্ষাদিও রোদন করিয়াছিল বলিয়া রামায়ণে শুনা যায় ; ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বৃক্ষাদিরও প্রেম জন্মিয়াছিল, শ্রীরাম বৃক্ষাদিকেও প্রেম দিয়াছিলেন ; নতুবা বৃক্ষাদি তাঁহার জন্য রোদন করিবে কেন ? সুতরাং কেবল কৃষ্ণই যে প্রেম দিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায় ? উত্তর—শ্রীরামচন্দ্রের জন্য বৃক্ষাদিও যে রোদন করিয়াছিল, তাহা সত্য ; কিন্তু তাহা কেবল শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন-সময়ে, তাঁহার বিচ্ছেদ-দুঃখে কাতর হইয়া ; সর্ব্বদা—বিশেষতঃ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সংযোগ-সময়ে বৃক্ষাদির ঐরূপ আচরণ

তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে। | পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেখা যায় না। পরন্তু, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-সময়েও প্রতিদিনই পশু-পক্ষী-বৃক্ষ-লতাদির দেহে প্রেমবিকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত যুগাবতারাদি অপর কোনও ভগবৎস্বরূপ যে ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

২১। জগতে প্রেমভক্তি বিতরণেরও প্রয়োজন এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কেহ প্রেমভক্তি দিতেও পারেন না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্থির করিলেন যে, স্বীয় পরিকরগণের সহিত তিনিই স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া নানাবিধ লীলা করিবেন এবং ঐ সমস্ত লীলার যোগে তিনি জগতে প্রেমভক্তি প্রচার করিবেন।

তাহাতে—সেই হেতু; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কেহ ব্রজপ্রেম বিতরণ করিতে পারে না বলিয়া। **আপন ভক্তগণ**—নিজের পার্ষদ ভক্তগণ; পরিকরগণ। **অবতরি**—অবতীর্ণ হইয়া। **নানারঙ্গে**—নানাবিধ লীলা।

১২-২১ পয়ারে "অনর্পিত" শ্লোকের "অনর্পিতচরীং চিরাৎ……স্বভক্তি শ্রিয়ম্" অংশের মর্ম্ম প্রকাশ করিলেন।

১১-২১ পয়ারে শ্রীশ্রীগৌর-অবতারের সূচনা বর্ণন করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, দ্বাপর-লীলার অন্তর্ধানের পরে শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে "বহুকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে প্রেমভক্তি বিতরণ করা হয় নাই; অথচ প্রেমভক্তি ব্যতীতও জীবের পক্ষে আত্যন্তিকী স্থিতি লাভের সম্ভাবনা নাই, এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত যুগাবতারাদি অপর কেহও প্রেমভক্তি দান করিতে সমর্থ নহেন; তাই পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত (গৌর-রূপে) পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন।" এই সমস্ত উক্তি হইতে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যেন—গৌর-লীলার আদি আছে. দ্বাপর-লীলার পরেই এই লীলার সূচনা, সুতরাং গৌর-লীলা অনাদি নহে, তাই নিত্যও নহে। বাস্তবিক তাহা নহে, গৌরলীলা অনাদি ও নিত্য—অপ্রকট লীলা তো নিত্যই, প্রকট-লীলাও নিত্য। শ্রীকৃষ্ণের এবং সমস্ত ভগবৎস্বরূপের প্রকট-অপ্রকট সমস্ত লীলাই নিত্য। কোনও ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের প্রকট লীলার অন্তর্ধান হইলেই যে সেই লীলা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে—লোকের দৃষ্টির অগোচর হইয়া যায় মাত্র। "এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ। আবির্ভাব তিরোভাব এই মাত্র ভেদ।" যেই মুহূর্ত্তে এক ব্রহ্মাণ্ডে কোনও লীলা অপ্রকট হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই অপর কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে সেই লীলা প্রকট হয়; এইরূপে, যে পর্য্যন্ত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত কোনও না কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকট থাকেই। আবার মহাপ্রলয়ে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখনও লীলা-সহায়কারিণী যোগমায়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা করেন, এই যোগমায়া-কল্পিত ব্রহ্মাণ্ডেই মহাপ্রলয়-কালে—পুনঃ সৃষ্টি-আরম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—প্রকট লীলা চলিতে থাকে। এইরূপে, প্রকট লীলা—কোনও এক বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে নিত্য না হইলেও সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের হিসাবে, কি লীলার প্রাকট্য হিসাবে—নিত্য। "সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—তার নাহিক গণন। কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন॥ এই মত সব লীলা যেন গঙ্গাধার। ২।২০।৩১৫—৩১৭॥" "সর্ব্বা এব প্রকটলীলা নিত্যা এব। যথা সূর্য্যস্য ষষ্টিঘটিকাপর্য্যন্তমেবোদয়াস্তবস্থানাং সর্ব্বেষু বর্ষেষু ক্রমেণোপলম্ভঃ তথৈব শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রাহ্মকল্পপর্য্যন্তং জন্মাদিলীলানাং ব্রহ্মাণ্ডেষু, মহাপ্রলয়ে চ প্রাকৃতব্রহ্মাণ্ডাভাবেঽপি যোগমায়াকল্পিতব্রহ্মাণ্ডেষু প্রাকৃতত্বেন প্রত্যায়িতেষিতি প্রকটা প্রপঞ্চগোচরা লীলাপি কালদেশবশাদাপেক্ষিক-প্রাকট্যাপ্রাকট্যবতী কৃষ্ণদ্যুমণি নিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণেত্যুদ্ধববাক্যদ্যোতিতা জ্ঞেয়া।—উঃ নীঃ সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি-প্রকরণে ১ম শ্লোকের আনন্দ-চন্দ্রিকা টীকা।"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত প্রকটলীলা—যদি নিত্য হয় এবং এক ব্রহ্মাণ্ডে ঐ লীলা অন্তর্ধান প্রাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত কাল পরেই যদি তাহা অপর ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হয়, তাহা হইলে ব্রজলীলার অন্তর্ধানের

এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরে শ্রীকৃষ্ণের গোলোকে গমন এবং গোলোকে থাকিয়া নবদ্বীপ-লীলার আবির্ভাব সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা কিরূপে সম্ভব হয়?

উত্তর—এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটলীলার অন্তর্ধানের অব্যবহিতকাল পরেই যে তাহা অন্য এক ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হয়, তাহাও সত্য এবং শ্রীকৃষ্ণ যে গোলোকে গমন করেন, তাহাও সত্য। ইহার সমাধান বোধ হয় এইরূপ। শ্রীকৃষ্ণের ধামের, শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণের অনন্ত প্রকাশ; "এবং তত্তল্লীলা-ভেদেনৈকস্যাপি তত্তৎস্থানস্য প্রকাশভেদঃ শ্রীবিগ্রহবৎ। তদুক্তম্—কৃষ্ণঃ পরমং পদং অবভাতি ভূরীতি শ্রুত্যা। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৭২॥ ততশ্চ লীলাদ্বয়ে কৃষ্ণবত্তেধামেব প্রকাশভেদঃ। * * * পরমেশ্বরত্বেন তৎ শ্রীবিগ্রহ-পরিকর-ধাম-লীলাদীনাং যুগপদেকত্রাপ্যনন্তবিধ-বৈভব-প্রকাশ-শীলত্বাৎ। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১১৬॥" প্রত্যেক প্রকাশেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত লীলা করিতেছেন; অবশ্য লীলা-বৈচিত্রীর অনুরোধে বিভিন্ন প্রকাশে পরিকরাদির ভাব ও আবেশের কিছু বিভিন্নতা আছে। সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকট করেন, তখন তাঁহার ধামও প্রকাশ-বিশেষে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়েন, ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটলীলাকালেও এক প্রকাশে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট ধামে—গোকুলাদিতে—লীলা করিয়া থাকেন। আবার যখন এক ব্রহ্মাণ্ডের প্রকট-লীলা অন্তর্হিত হয়, তখন ধামের বা লীলার যে প্রকাশ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা অপ্রকট-প্রকাশের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায় (অথ সিদ্ধাসু নিজাপেক্ষিতাসু তত্তল্লীলাসু চ তত্র নিত্যসিদ্ধমপ্রকটত্বমেবোরীকৃত্য তাবপ্রটলীলাপ্রকাশৌ প্রকটলীলাপ্রকাশাভ্যামেকীকৃত্য তথাবিধতত্তন্নিজবৃন্দন-প্রত্যহমেবানন্দয়তীতি। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৭৪।) প্রকটধাম অপ্রকট ধামের সঙ্গে, প্রকট কৃষ্ণ অপ্রকট কৃষ্ণের সঙ্গে এবং প্রকট পরিকরবর্গ অপ্রকট পরিকর-বর্গের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায়েন। তখন অপ্রকট ধামে পরিকরবৃন্দের মনে হয় যে, তাঁহারা এইমাত্র ব্রহ্মাণ্ড হইতে আসিয়াছেন। পক্ষান্তরে, এক ব্রহ্মাণ্ড হইতে প্রকট-লীলা এইরূপে অন্তর্ধান প্রাপ্ত হওয়া মাত্রেই প্রকট লীলার অপর এক প্রকাশ অন্য এক ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হয়; ইহা এত তাড়াতাড়িই সংঘটিত হয় যে, প্রথম ব্রহ্মাণ্ডস্থ লীলাই দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ আমাদের এই পৃথিবী হইতে দ্বাপর-লীলার অন্তর্ধানের পরে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ প্রকট-প্রকাশ হইতে অপ্রকট প্রকাশের—গোলোক-প্রকাশের—সঙ্গে একীভূত হইয়া মনে করিলেন, তিনি পৃথিবীতে লীলা করিয়া গোলোকে আসিয়াছেন। এই সময়েই অপর এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট নবদ্বীপ-লীলার অন্তর্ধানের সময় হইয়া আসিতেছিল; সেই ব্রহ্মাণ্ডে নবদ্বীপ-লীলার পরে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডে তাহা আবির্ভূত করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে থাকিয়া যে-ভাবে চিন্তা ও সঙ্কল্প করিতেছিলেন, তাহাই কবিরাজ-গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন। প্রকট-লীলা নিত্য হইলেও কখন কোন্ ব্রহ্মাণ্ডে কোন্ লীলা আবির্ভূত হইবে, তাহা সম্যক্‌রূপে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে এবং অপ্রকট-গোলোকে থাকিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাহা স্থির করেন। নবদ্বীপ-লীলার সূচনাসম্বন্ধে কবিরাজগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের যে সঙ্কল্পের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই পৃথিবীতে নিত্য-প্রকট-নবদ্বীপলীলার আবির্ভাব-সম্বন্ধে মাত্র, নবদ্বীপ-লীলার উৎপত্তি-সম্বন্ধে নহে। এইরূপে প্রকট নবদ্বীপ-লীলা যে নিত্য, তাহাও সত্য এবং ব্রজলীলার অন্তর্ধানের পরে এই পৃথিবীতে নিত্য নবদ্বীপলীলা প্রকটিত করাইবার উদ্দেশ্যে গোলোকে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাও সত্য।

২২। পূর্ব্বোক্তরূপে চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কলির প্রথম সন্ধ্যায় স্বয়ংই গৌররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন।

এতভাবি—পূর্ব্বোক্ত পয়ার-সমূহের মর্ম্মানুরূপ চিন্তা করিয়া। **কলিকালে**—কলিযুগে। **প্রথম সন্ধ্যায়**—সন্ধ্যার প্রথম ভাগে; কলিযুগের সন্ধ্যার প্রারম্ভে। প্রত্যেক যুগের প্রথম নির্দ্দিষ্টসংখ্যক কয়েক বৎসরকে ঐ যুগের সন্ধ্যা বলে। কলিযুগের প্রথম ৩৬০০০ বৎসরকে (মনুষ্যমানে) কলির সন্ধ্যা বলে। এই সন্ধ্যার প্রথম ভাগে শ্রীমন্ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। **কৃষ্ণ আপনি**—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গৌররূপে। শ্রীকৃষ্ণের কোনও অবতার

চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার। সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যে গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা নহে; শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। **নদীয়ায়**—নবদ্বীপে।

শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার পরিকর এবং লীলা অপ্রাকৃত বস্তু; শ্রীকৃষ্ণের ধাম শ্রীকৃষ্ণের আধার বা শক্তিরূপা বিভূতিমাত্র। এই সকল ধামেই তিনি অবিচ্ছেদে নিত্যলীলা নির্ব্বাহ করেন, অর্থাৎ কোনও সময়েই তিনি তাঁহার চিন্ময় ধামকে ত্যাগ করেন না। (তেষাং স্থানানাং নিত্যতল্লীলাস্পদত্বেন শ্রূয়মাণত্বাৎ তদাধার-শক্তি-লক্ষণ-স্বরূপবিভূতিত্বমেবগম্যতে; * * * তত্রত্রৈবাব্যধানেন তস্য লীলা। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৭৪।); সুতরাং প্রাকৃত পৃথিব্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-স্পর্শ-সম্ভাবনাও থাকিতে পারেনা (অন্যেষাং প্রাকৃতত্বাৎ ন সাক্ষাত্তৎস্পর্শোঽপি সম্ভবতি, ধারণাশক্তিস্তু নতরাম্। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৭৪॥")। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার অবতরণ সময়ে তাঁহার আধার-শক্তিরূপ ধামসমূহই ব্রহ্মাণ্ডে সংক্রমিত হয়; শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিভুবস্তু, তাঁহার ধামসমূহও সেইরূপ বিভু—সর্ব্বব্যাপক—বলিয়া যে কোনও ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে ধামসমূহের সংক্রমণ সম্ভব হয় (সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসম। উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম॥ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।১।৫।১৫-১৬॥)। যাহা হউক, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের যে স্থানে এইরূপ ভগবদ্ধামের সংক্রমণ হয়, সেই স্থানে ঐ ধামের আবেশ হয় বলিয়াই তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্ভব হইতে পারে। "যত্র কচিদ্বা প্রকটলীলায়াং তদ্গমনাদিকং শ্রূয়তে, তদপি তেষামাধারশক্তিরূপাণাং স্থানানামাবেশাদেব মন্তব্যম্। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৭৪॥" এইরূপে নবদ্বীপ-লীলাকালে চিন্ময় নবদ্বীপধাম এই ব্রহ্মাণ্ডে সংক্রমিত হইয়াছিল, তাহাতেই শ্রীমন্ মহাপ্রভু লীলা করিয়াছিলেন। প্রাকৃত পৃথিবীর যে অংশে এই সংক্রমণ হইয়াছিল, সেই অংশ—পৃথিবীস্থ নবদ্বীপ—চিন্ময় নবদ্বীপ দ্বারা আবিষ্ট হইয়া চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছে এবং লীলার অন্তর্ধানের পরেও আমাদের দৃশ্যমান্ নবদ্বীপ চিন্ময় অপ্রাকৃতই রহিয়াছে এবং থাকিবে। তবে অস্মদ্দৃশ্যমান্ নবদ্বীপে যে প্রাকৃতস্থানের ন্যায় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, ভগবদ্ধামসমূহ নরলোকে প্রকটিত হয় বলিয়া স্বেচ্ছাবশতঃ লৌকিক-লীলাবিশেষ অঙ্গীকার করেন (অত্রতু যৎ প্রাকৃতপ্রদেশইব রীতয়োঽবলোক্যন্তে তত্তু শ্রীভগবতীব স্বেচ্ছয়া লৌকিকলীলাবিশেষাঙ্গীকারনিবন্ধনমিতি জ্ঞেয়ম্। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৭২)।

২৩। এক্ষণে "শচীনন্দনঃ হরিঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন। হরিশব্দের একটী অর্থ "সিংহ"; তাই "শচীনন্দনঃ হরিঃ" শব্দের "চৈতন্য-সিংহ" অর্থ করা হইয়াছে। অঙ্গ-সৌষ্ঠবে ও বীর্য্যে সিংহের সহিত সমতা আছে বলিয়া শ্রীচৈতন্যকে সিংহের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

চৈতন্যসিংহের—শ্রীচৈতন্যরূপ সিংহের। **সিংহগ্রীব**—সিংহের ন্যায় (শোভন, সুগোল এবং বলিষ্ঠ) গ্রীবা যাঁহার। গ্রীবা—গলা। **সিংহবীর্য্য**—সিংহের ন্যায় বীর্য্য বা প্রভাব যাঁহার। **সিংহের হুঙ্কার**—সিংহের হুঙ্কারের ন্যায় গম্ভীর ও ভয়াবহ হুঙ্কার (গর্জ্জন)। শ্রীচৈতন্যের গলদেশ সিংহের গলদেশের ন্যায় সুগোল, সুন্দর ও বলিষ্ঠ; তাঁহার প্রভাবও সিংহের প্রভাবের ন্যায় সর্ব্ববশীকর; সিংহের প্রভাব দেখিয়া অন্য সমস্ত পশু যেমন তাহার বশ্যতা স্বীকার করে, শ্রীচৈতন্যের প্রভাব দেখিয়াও সমস্ত মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি—এমন কি ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করেন। সিংহের গর্জ্জন শুনিয়া যেমন হস্তী-আদি পশুগণ ভয়ে দূরে পলায়ন করে, শ্রীচৈতন্যের হুঙ্কার শুনিয়াও পাপ-তাপ-আদি সমস্ত দূরে পলায়ন করে। বিশেষত্ব এই যে, সিংহের হুঙ্কারে ভীত হস্তী-আদি একবার দূরে পলায়ন করিলেও পরে কখনও হয়তো আবার সেই স্থানে আসিতে পারে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যের হুঙ্কারে পাপ-তাপ-আদি যাঁহাকে ত্যাগ করিয়া একবার পলায়ন করে, আর কখনও তাঁহার নিকট আসিতে পারে না, তাঁহার সম্বন্ধে ঐ পাপ-তাপাদি চিরকালের জন্যই দূরে অপসৃত হয়, বিনষ্ট হয়, (ইহাই পয়ারস্থ "**নাশে**" শব্দের তাৎপর্য্য)। এতাদৃশ প্রভাবশালী শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন।

সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়-কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাহার হুঙ্কারে ॥ ২৪

প্রথম লীলায় তাঁর 'বিশ্বম্ভর' নাম।
ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম ॥ ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন। এই পয়ারে বলা হইল, শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। ইহাতে বুঝিতে হইবে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

২৪। "সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন।

সেই সিংহ—সেই শ্রীচৈতন্যরূপ সিংহ। **বসুক**—বাস করুক। **হৃদয়-কন্দরে**—হৃদয় রূপ গুহায়। সিংহ যেমন পর্ব্বত-গুহায় বাস করে, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যরূপ সিংহও জীবের হৃদয়ে সর্ব্বদা বাস করুন, ইহাই কবিরাজগোস্বামীর প্রার্থনা বা জীবের প্রতি আশীর্ব্বাদ। **কল্মষ**—ভক্তি-বিরোধী কর্ম্ম। "ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম—ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম। তাহার কল্মষ নাম—সেই মহাতম ॥১৩।৪৮॥" দ্বিরদ—দ্বি (দুইটী) রদ (দন্ত) আছে যাহার, তাহাকে দ্বিরদ বলে; হস্তী। **কল্মষ দ্বিরদ**—ভক্তি-বিরোধী কর্ম্মরূপ হস্তী। সিংহের হুঙ্কারে যেমন হস্তী পলায়ন করে এবং সিংহের আক্রমণে যেমন হস্তী বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যের হুঙ্কারেও ভক্তি-বিরোধী কর্ম্ম সকল দূরে পলায়ন করে ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যে গুহায় সিংহ বাস করে, সেই গুহায় যেমন হস্তী বাস করিতে পারে না, পূর্ব্বে বাস করিয়া থাকিলেও সিংহের আগমন জানিতে পারিলেই যেমন হস্তী দূরে পলায়ন করে অথবা সিংহকর্ত্তৃক নিহত হয়; তদ্রূপ যে জীবের চিত্তে শ্রীচৈতন্য স্ফুরিত হয়েন, তাহার চিত্তেও ভক্তিবিরোধী কোনও কর্ম্মের বাসনা স্থান পাইতে পারেনা, পূর্ব্বে তদ্রূপ বাসনা থাকিলেও শ্রীচৈতন্যের স্ফুরণে তাহা দূরীভূত হইয়া যায়—ধ্বংস হয়। এজন্য কবিরাজগোস্বামী আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, যেন শ্রীচৈতন্য সকলের চিত্তেই স্ফুরিত হয়েন, যেন কাহারও চিত্তেই ভক্তিবিরোধী কোনও কর্ম্মের বাসনা স্থান না পাইতে পারে।

২৫। নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া গুণ ও লীলা অনুসারে শ্রীচৈতন্য কি কি নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, তাহা বলা হইতেছে তিন পয়ারে। আদিলীলায়, বিশ্ববাসী সমস্ত প্রাণীকে প্রেম দিয়া ভরণ (পোষণ ও ধারণ) করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে বিশ্বম্ভর; এবং শেষ লীলায় শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে জীবের চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

প্রথম লীলায়—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রথম চব্বিশ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যে সকল লীলা করিয়াছিলেন, সেই সকল লীলার সাধারণ নাম প্রথম লীলা। এই প্রথম লীলায়ই প্রভুর "বিশ্বম্ভর" নাম হইয়াছিল।

বিশ্বম্ভর—বিশ্ব-ভৃ+খ। বিশ্বং ভরতি ইতি বিশ্বম্ভরঃ; বিশ্বকে (সমগ্র বিশ্ববাসী জীবকে) ভরণ করেন যিনি তিনি বিশ্বম্ভর। ভৃ ধাতুর অর্থ পোষণ ও ধারণ। তিনি ভক্তিরস দ্বারা জীবগণকে পোষণ ও ধারণ করিয়াছেন। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস; সুতরাং ভক্তিরসই তাহার একমাত্র উপজীব্য; কিন্তু অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া মায়িক সংসারে আসিয়া মায়িক সুখে মত্ত হইয়া রহিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ-সেবাজনিত ভক্তিরসের অভাবে স্বরূপতঃ তাহারা যেন ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। পরম দয়াল শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য তাহাদের বহির্ম্মুখতা দূর করিয়া তাহাদিগকে ভক্তিরস দান করিলেন এবং ভক্তিরস পান করিয়া তাহাদের চিন্ময়স্বরূপ পরিপুষ্টি লাভ করিয়া—অর্থাৎ মায়িক অভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া জীব-স্বরূপানুবন্ধী শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় অভিনিবিষ্ট হইল। ইহাই শ্রীচৈতন্য কর্ত্তৃক জীবের পোষণ। আবার ইহা দ্বারাই তিনি জীব সকলকে তাহাদের স্বরূপাবস্থায় ধারণও করিলেন—তাহারা শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া স্বরূপানুবন্ধিনী অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল; শ্রীচৈতন্য তাহাদিগকে ভক্তিরস দিয়া ঐ অবস্থায় আনয়ন করিয়া সেই অবস্থাতেই ধারণ করিয়া রাখিলেন, তাহাদের আর বিচ্যুতি হইল না—আর তাহারা মায়িক সুখের জন্য—লালায়িত হইল না। ইহাই শ্রীচৈতন্য কর্ত্তৃক জীবের ধারণ। এইরূপে ভক্তিরসদ্বারা বিশ্ববাসী জীবকে পোষণ ও ধারণ করিয়াছেন বলিয়া প্রভুর

'ডু ভৃঙ' ধাতুর অর্থ—পোষণ ধারণ।
পুষিল ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন ॥ ২৬
শেষ লীলায় নাম ধরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥ ২৭
তাঁর যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয় ॥ ২৮

তথাহি (ভাঃ ১০।৮।১৩)—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্লতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥৬॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এবং জন্মক্রমাপেক্ষয়াদৌ শ্রীবলদেবস্য নামানি ব্যক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য নামানি প্রকাশয়ন্নাহ আসন্নিতি। তত্র প্রকটার্থোঽয়ং অনুযুগং যুগে যুগে বারং বারং তনূর্গৃহ্লতোঽস্য শুক্লাদিবর্ণাস্ত্রয় আসন্ ইদানীং দ্বংপুত্রত্বে তু জগন্মোহন-শ্যামবর্ণতামেবায়ং গতঃ। এতদুক্তং ভবতি তনূর্গৃহ্লত ইতি স্বাতন্ত্র্যোক্ত্যা যোগপ্রভাব এবোক্তঃ। তত্র চ শুক্লাদিরূপগ্রহণেন শ্রীনারায়ণ-

---

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাম হইয়াছে বিশ্বম্ভর। অবশ্য প্রথম লীলার পরেও তিনি জীবকে ভক্তিরস দিয়াছেন; কিন্তু প্রথম লীলাতেই তাঁহার এই কার্য্যের প্রাচুর্য্য বশতঃ তাঁহার বিশ্বম্ভর নাম বিখ্যাত হইয়াছিল।

ভরিল—ভরণ বা পোষণ করিলেন। **ধরিল**—ধারণ করিলেন, স্বরূপানুবন্ধিনী অবস্থায় চিরকালের জন্য ধরিয়া রাখিলেন। **ভূতগ্রাম**—বিশ্ববাসী প্রাণিসমূহকে।

২৬। ভৃ-ধাতুর অর্থ বলিতেছেন।

"ডু-ভৃঙ"—ভৃ-ধাতুর অর্থ পোষণ ও ধারণ (পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **ত্রিভুবন**—স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালবাসী সমস্ত জীবগণকে।

২৭। শেষলীলায়—সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে শেষ চব্বিশ বৎসরের লীলার সাধারণ নাম শেষলীলা। এই শেষ-লীলায় প্রভুর নাম হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। **শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে**—শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া। বহির্ম্মুখ জীব শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব, নিজের তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের সম্বন্ধ এই সমস্ত কিছুই জানিত না; শ্রীমন্ মহাপ্রভু কৃপা করিয়া সমস্তই জীবকে জানাইলেন। **বিশ্ব**—বিশ্ববাসী জীব-সকলকে। **ধন্য**—কৃতার্থ। শেষ লীলায়, শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে অচৈতন্য জীবের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন (শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বাদি জানাইলেন) বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীপাদ কেশব-ভারতীর মুখেই এই নাম সর্ব্বপ্রথমে প্রকটিত হয়।

২৮। পূর্ব্ববর্ত্তী ২১শ পয়ারে বলা হইয়াছে, কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, কলিযুগে কোনও অবতার নাই; সুতরাং কলিতে শ্রীচৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতারের কথা কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? ইহার উত্তরে এই পয়ারে বলা হইতেছে, কোনও কোনও কলিতে শ্রীকৃষ্ণ যে পীতবর্ণ-শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েন, শ্রীকৃষ্ণের নাম-করণ-সময়ে স্বয়ং গর্গাচার্য্যের বাক্যই তাহার প্রমাণ। **তাঁর**—শ্রীচৈতন্যের। **যুগাবতার**—যুগে অবতার। এস্থলে যুগাবতার-শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; কারণ, পারিভাষিক যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণের অংশমাত্র, কিন্তু শ্রীচৈতন্য—যিনি এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইলেন তিনি—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। **গর্গ মহাশয়**—মহাত্মা গর্গাচার্য্য; ইনি বসুদেবের কুলপুরোহিত ছিলেন; ইনি জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বসুদেবের অভিপ্রায়ে ইনি গোকুলে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ করিয়াছিলেন; এই নামকরণ-সময়ে "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য" ইত্যাদি শ্লোকে ইনি ভঙ্গীতে বলিয়াছিলেন যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই কলিতে পীতবর্ণ-শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েন। **নামকরণে**—নামকরণ-সংস্কার-সময়ে; শিশুর ছয় মাস বয়ঃক্রমকালে নামকরণ-সংস্কার হইয়া থাকে।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে "আসন্ বর্ণাঃ" শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৬। অন্বয়। অনুযুগং (যুগে যুগে) তনূঃ (শ্রীমূর্ত্তি) গৃহ্লতঃ (প্রকটনকারী) অস্য (ইহার—হে নন্দ! তোমার এই তনয়ের) হি (নিশ্চিতই) শুক্লঃ (শুক্ল) রক্তঃ (রক্ত) তথা (তদ্রূপ—এবং) পীতঃ (পীত) [ইতি]

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স্বভাবস্থ ব্যক্ত্যা তদুপাসনাযোগ এব পর্য্যবসায়িতঃ পূর্ব্বপূর্ব্বৈঃ তদংশভূত-শুক্লাদ্যুপাসনয়া তত্তৎসাম্যাদিপ্রাপ্ত্যা শুক্লতাদি-প্রাপ্তিঃ সম্প্রতি তু কৃষ্ণতা প্রসিদ্ধসাক্ষান্নারায়ণোপাসনয়া তৎসাম্যপ্রাপ্ত্যা কৃষ্ণতাপ্রাপ্তি রিতি বক্ষ্যতে চ নারায়ণসমোগুণৈ রিতি ইত্থং পূর্ব্ববৃত্তমুক্তং পরমভাগবতঃ শ্রীনন্দশ্চ তোষিতঃ এবং পরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত্যৈতৎস্বরূপনিষ্ঠত্বাৎ কৃষ্ণেত্যেব তাবন্মুখ্যং নাম জ্ঞেয়ম্। অতো নাম্নাপি কৃষ্ণতাং গতঃ ইত্যর্থোঽপি জ্ঞেয় ইত্যভিপ্রায়ঃ। অপ্রকটবাস্তবার্থশ্চায়ম্। অনুযুগং যুগে যুগে তনূর্গৃহ্নতঃ প্রকটয়তঃ ত্রয়ো বর্ণা আসন্ প্রকটা বভূবুঃ তত্র যো যঃ শুক্লঃ প্রাদুর্ভাবঃ যো যো রক্তঃ যো যঃ পীতশ্চ উপলক্ষকাশ্চৈতে বর্ণান্তরবতাং স সর্ব্বোঽপি ইদানীমস্যাবির্ভাবসময়ে কৃষ্ণতামেতদ্রূপতামেতস্মিন্নন্তর্ভূততামেব গতঃ। সর্ব্বাংশমেবাদায় স্বয়মবতীর্ণত্বাৎ অতঃ স্বয়ং কৃষ্ণত্বাৎ সর্ব্বনিজাংশস্য কৃষ্ণীকর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্বাকর্ষকত্বাচ্চ মুখ্যং তাবৎ কৃষ্ণেতি নাম। অতঃ কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ইত্যাদিকা নিরুক্তিরপ্যন্তর্ভবতি সর্ব্ববৃহত্তমানন্দ এব সর্ব্বান্তর্ভাবাৎ। অতঃ স্বাভাবিকমেবৈতন্মহানাম যত্র প্রণবে বেদা ইব তান্যন্যান্যপি নামানি রূপে রূপাণীবান্তর্ভূতানি যুক্তঞ্চ বিশেষ্য রূপস্য তস্যান্যনামগণ-বিশেষণকত্বাৎ। উক্তঞ্চ প্রভাসপুরাণে। মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানামিত্যাদৌ সকলনিগমবল্লী সৎফলমিত্যন্তে কৃষ্ণনামেতি। নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপেতি চ। যস্যাস্য যশ্চ প্রথমমপ্যক্ষরং মহামন্ত্রত্বেন প্রসিদ্ধম্॥ বৈষ্ণবতোষণী ॥৬॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(এই) ত্রয়ঃ (তিনটী) বর্ণাঃ (বর্ণ) আসন্ (হইয়াছিল); ইদানীং (এক্ষণে—এই দ্বাপরে) কৃষ্ণতাং (কৃষ্ণবর্ণ) গতঃ (প্রাপ্ত—পাইয়াছেন)।

অনুবাদ। গর্গাচার্য্য বলিলেনঃ—হে ব্রজরাজ! যুগে যুগে শ্রীমূর্ত্তি-প্রকটনকারী তোমার এই পুত্রের শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিনটী বর্ণ হইয়াছিল; সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন (এজন্য ইঁহার কৃষ্ণও একটী নাম)। ৬।

শুক্ল—সত্যযুগের যুগাবতার। ইনি শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটাযুক্ত; বল্কল পরিধান করিতেন; দণ্ড, কমণ্ডলু, কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্ম, যজ্ঞসূত্র ও মালা ধারণ করিতেন; ইঁহার ব্রহ্মচারীর বেশ। "কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ। কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলূ॥ শ্রীভা, ১১।৫।২১॥"

রক্ত—ত্রেতাযুগের যুগাবতার। ইনি রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, মেখলাত্রয়ধারী; ইঁহার কেশ পিঙ্গলবর্ণ, শরীর বেদময়, এবং স্রুক্-স্রুবাদিদ্বারা উপলক্ষিত যজ্ঞমূর্ত্তি। "ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ। হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্ম স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ॥ শ্রীভা, ১১।৫।২৪॥" **পীত**—স্বর্ণবর্ণ।

গর্গাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের নামাকরণ-সময়ে নন্দমহারাজের নিকট এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। তিনি বলিলেন—"নন্দমহারাজ! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগেই তোমার এই পুত্রটী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ এক এক যুগে এক এক বর্ণবিশিষ্ট দেহ ধারণ করেন। ইদানীং অর্থাৎ এই দ্বাপরে ইনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে; কিন্তু ইঁহার তিনটী বর্ণ—শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিনটী বর্ণ এই দ্বাপরের পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে (আসন্—অতীতকালসূচক ক্রিয়াপদ)।" এই শ্লোকে গর্গাচার্য্য ভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তারই ইঙ্গিত দিলেন। এই ইঙ্গিত দিয়াছেন দুইটী বাক্যে—গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ এবং কৃষ্ণতাং গতঃ—এই দুইটী বাক্যে। স্বয়ংভগবান্ই বিভিন্ন অবতাররূপে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আকারে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যেহেতু স্বয়ংভগবান্ই মূল অবতারী। সুতরাং **গৃহ্নতোঽনুযুগংতনূঃ** (যিনি যুগানুরূপ দেহ গ্রহণ করেন) বাক্যে স্বয়ংভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর **কৃষ্ণতাং গতঃ**—কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই। শ্লোকস্থ শুক্ল, রক্ত, পীত এই তিনটী শব্দের উপলক্ষণে সমস্ত অবতারকেই বুঝাইতেছে। (তত্র যো যঃ শুক্লঃ প্রাদুর্ভাবঃ, যো যো রক্তঃ, যো যঃ পীতশ্চ উপলক্ষকাশ্চৈতে বর্ণান্তরবতাং—বৈষ্ণবতোষণী)। বিভিন্ন যুগে শুক্ল রক্তাদি যে সমস্ত যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, লীলাবতার,

পুরুষাবতারাদি যত যত অবতার প্রকটিত হইয়াছেন, সেই সমস্ত অবতারকে স্বীয় শ্রীবিগ্রহমধ্যে আকর্ষণ করিয়া নন্দনন্দন এইবার কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সর্ব্বাকর্ষকতা-শক্তির প্রকটন করিয়া কৃষ্ণনামের সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং সমস্ত অবতারকে আকর্ষণ করিয়া নিজের অন্তর্ভুক্ত করায় স্বীয় পরিপূর্ণ ভগবত্তার পরিচয়ও দিয়াছেন। "পূর্ণ ভগবান অবতরে যেইকালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥ নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার। যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥ সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ॥ ১।৪।৯-১১॥ একঃ স কৃষ্ণো নিখিলাবতারসমষ্টিরূপঃ—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিখিল অবতারের সমষ্টিরূপ। বৃ, ভা, ২।৪।১৮৬॥" কৃষ্ ধাতু হইতে কৃষ্ণশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; কৃষ-ধাতুর অর্থ আকর্ষণ; সুতরাং আকর্ষণ-সত্ত্বাতেই কৃষ্ণনামের সার্থকতা। সমস্ত অবতারকে আকর্ষণ করিয়া নিজের মধ্যে আনিতে পারেন বলিয়া এবং স্বীয় মাধুর্য্যাদিদ্বারা সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের, তাঁহাদের পরিকরবর্গের এবং আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত জীবের, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের নিজের চিত্তকে পর্যন্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ বলিয়া কৃষ্ণই তাঁহার মুখ্য নাম এবং এই কৃষ্ণনামেই তাঁহার স্বয়ংভগবত্তার পরিচয়। (তত্র যো যঃ শুক্লঃ প্রাদুর্ভাবঃ, যো যো রক্তঃ যো যঃ পীতশ্চ উপলক্ষকাশ্চৈতে বর্ণান্তরবতাং স সর্ব্বোঽপি ইদানীমস্যাবির্ভাবসময়ে কৃষ্ণতামেতদ্রূপতামেতস্মিন্নন্তর্ভূততামেব গতঃ। সর্ব্বাংশমেবাদায় স্বয়মবতীর্ণত্বাৎ অতঃ স্বয়ংকৃষ্ণত্বাৎ সর্ব্বনিজাংশস্য কৃষ্ণীকর্তৃত্বাৎ সর্ব্বাকর্ষকত্বাচ্চ মুখ্যং তাবৎ কৃষ্ণেতি নাম।—বৈষ্ণবতোষণী)। "তিনি পূর্ব্বে কৃষ্ণ ছিলেন না, এক্ষণেই—ব্রজরাজের গৃহে আবির্ভূত হওয়ার পরেই কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেন—" "কৃষ্ণতাং গতঃ" বাক্যের অর্থ তাহা নহে। অনাদিকাল হইতেই তিনি কৃষ্ণ; এক্ষণে প্রকটিত হইলেনমাত্র। তিনি যে সর্ব্বাকর্ষণ-সমর্থ, ব্রজরাজের গৃহে প্রকটিত হইয়াই জীবকে তাহা তিনি প্রত্যক্ষভাবে দেখাইলেন। যাহাহউক, এই নন্দনন্দনেই যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত, সুতরাং সমস্ত ভগবৎস্বরূপের নাম ও রূপাদি যে ইঁহারই নাম ও রূপ, স্বয়ং গর্গাচার্য্যই পরবর্ত্তী এক শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন। "বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥—হে নন্দমহারাজ! তোমার এই পুত্রটীর গুণকর্ম্মানুরূপ বহু বহু নাম ও রূপ আছে; তৎসমস্ত আমিও জানি না, অন্য লোকেরাও জানেনা। শ্রীভা ১০।৮।১৫॥" গর্গাচার্য্য নন্দসুতের নামাকরণের সময় বলিলেন—ইঁহার বহু নাম আছে (সন্তি বর্ত্তমান কালের ক্রিয়া); নন্দগৃহে আবির্ভাবের পরে নামাকরণ-সময় পর্যন্ত লৌকিকভাবে তাঁহার এপর্য্যন্ত কোনও নামই রাখা হয় নাই; নামাকরণের সময়েই নাম রাখা হইতেছে. পূর্ব্বশ্লোকে গর্গাচার্য্য একটী নামের কথাই বলিলেন—কৃষ্ণ। এস্থলে উদ্ধৃত শ্লোকটীর পূর্ব্বশ্লোকেও একটী নামের কথা বলিয়াছেন—বাসুদেব। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও নামের কথা তিনি বলেন নাই—অর্থাৎ নামাকরণ উপলক্ষে তিনি অন্য কোনও নাম রাখেন নাই। অথচ বলিলেন, তাঁহার বহু বহু নাম আছে। নাম নয় কেবল, ইঁহার বহু বহু রূপও আছে। অথচ নন্দমহারাজ কিন্তু তাঁহার লালার একটী শিশুরূপ ব্যতীত অপর কোনও রূপই দেখেন নাই। গর্গাচার্য্য আরও বলিলেন—গুণ এবং কর্ম্ম অনুসারেই এই শিশুটীর এই সমস্ত নাম ও রূপ। অথচ, এপর্য্যন্ত নন্দ-গোকুলের কেহই এই শিশুটীর কোনও গুণ বা কর্ম্মের পরিচয় পান নাই। ইহাতেই বুঝা যায়—গর্গাচার্য্য এই শিশুরূপী ভগবানের নিত্য নাম এবং নিত্য রূপ সমূহেরই ইঙ্গিত করিতেছেন। বর্ত্তমান-কালবাচী সন্তি-ক্রিয়াপদেই নাম-রূপাদির নিত্যত্ব সূচিত হইতেছে। গুণকর্ম্মানুরূপ নামরূপাদি সম্বন্ধে এই শ্লোকের টীকাকারগণ বলিয়াছেন—ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, গোপ, গোবর্দ্ধনধারী (শ্রীধরস্বামী), নরনারায়ণ, নৃসিংহাদি, মৎস্যাদি, ভক্তবৎসল, জগৎপালকাদি, গোবর্দ্ধনধর, কালিয়দমনাদি (বৈষ্ণবতোষণী), কূর্ম্মাদি (ক্রমসন্দর্ভ), শুক্লাদি (চক্রবর্ত্তী) ইত্যাদি। এই সমস্তই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার অংশরূপ ভগবৎ-স্বরূপ সমূহের নাম। তাঁহাতেই অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের স্থিতি বলিয়া এই সমস্ত নামের বাচ্য তিনিই। এই শ্লোকেও গর্গাচার্য্য নন্দনন্দনের স্বয়ংভগবত্তারই ইঙ্গিত দিতেছেন। তাঁহার নাম ও রূপ অনন্ত বলিয়া গর্গাচার্য্যও সমস্ত জানেন না, অন্য লোকেও জানেনা।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গর্গাচার্য্য বলিলেন—নন্দমহারাজের এই সন্তানটী ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। এই দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন; ইঁহার পূর্ব্বে ইঁহার তিনটী বর্ণ ধারণ করা হইয়া গিয়াছে—শুক্ল, রক্ত ও পীত। শুক্ল হইতেছেন সত্যযুগের যুগাবতার, আর রক্ত হইতেছেন ত্রেতাযুগের যুগাবতার। যে দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন, তাহার পূর্ব্বে এই চতুর্যুগের সত্য ও ত্রেতা গত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং বুঝা যায়, সেই সত্য ও ত্রেতাতে শ্রীকৃষ্ণ যথাক্রমে শুক্ল ও রক্তরূপে যুগাবতাররূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পীতবর্ণে অবতীর্ণে হইয়াছিলেন কখন? সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের কথা বলা হইয়া গেল; চতুর্যুগের বাকী থাকে কেবল কলি। কিন্তু এই চতুর্যুগান্তর্গত কলিতো নামাকরণের সময়ে গত হইয়া যায় নাই, আসেও নাই। কৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন, সেই দ্বাপরের পরেই এই চতুর্যুগীয় কলি (অর্থাৎ বর্ত্তমান কলি) আসিবে। অতীতকালবাচী আসন্-ক্রিয়াপদদ্বারা আগামী কাল সূচিত হইতে পারেনা। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, গর্গাচার্য্য পূর্ব্ব কোনও চতুর্যুগীয় কলির কথাই বলিতেছেন—যে কলিতে নন্দনন্দন পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। "পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া। শ্রী, ভা, ১১।৫।৩২ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকা।"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও এক চতুর্যুগের কলিতে যে ভগবান পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা কি শুক্ল-রক্তাদির ন্যায় যুগাবতাররূপে, না অন্য কোনও অবতাররূপে? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে যুগাবতারদের বর্ণাদি সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন, তাহা জানা দরকার। চারিযুগের সাধারণ যুগাবতারসম্বন্ধে লঘুভাগবতামৃত বলেন—"কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ॥—যুগাবতারদের নামও যাহা, বর্ণও তাহা; সত্যের যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ শুক্ল; ত্রেতার যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ রক্ত; দ্বাপরের যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ শ্যাম: আর কলির যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ কৃষ্ণ। যুগাবতারপ্রকরণ। ২৫॥" শ্রীহরিবংশের মতেও কলির যুগাবতার কৃষ্ণ। "কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ॥ ল, ভা, টীকাধৃতবচন॥" আবার বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের মতে "দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥—দ্বাপরের যুগাবতার শুকপত্রাভ এবং কলির যুগাবতার শ্যাম। শ্রী, ভা, ১১।৫।২৫ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ॥" এস্থলে, দ্বাপরের যুগাবতারসম্বন্ধে দুইটী মত পাওয়া গেল—লঘুভাগবতামৃত বলেন—শ্যাম, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলেন—শুকপত্রাভ। আপাতঃদৃষ্টিতে এস্থলে বিরোধ আছে বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই। শ্যাম-শব্দের অনেক অর্থ আছে। রঘুপতি রামচন্দ্রের বর্ণ নবদূর্ব্বাদলশ্যাম, নবদূর্ব্বাদলের বর্ণও শুকপত্রাভ। আমরা বসুন্ধরাকে শস্যশ্যামলা বলি; ধান্যাদি শস্যের (ধানগাছের) বর্ণও প্রায় সবুজ—শুকপত্রাভ বলা যায়। শব্দকল্পদ্রুমে মেদিনীকোষের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্যাম-শব্দের একটী অর্থ দেওয়া হইয়াছে—হরিদ্বর্ণ; হরিদ্বর্ণ অর্থ সবুজবর্ণ (শব্দকল্পদ্রুম)। শুকপত্রাভ-শব্দেও সবুজবর্ণই বুঝায়। সুতরাং শ্যাম ও শুকপত্রাভ শব্দদ্বয় একার্থবাচকও হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ ইত্যাদি ১১।৫।২৫ শ্লোকের" টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সামান্যতস্তু দ্বাপরে শুকপত্রবর্ণত্বম্—দ্বাপরে সাধারণ যুগাবতারের শুকপত্রবর্ণ।" ঐ শ্লোকের দীপিকাদীপনটীকাকারও তাহাই বলিয়াছেন। "কৃষ্ণাবতারবিরহিতদ্বাপরেতু শুকপত্রবর্ণত্বম্।" ইহাতে বুঝা যায়, লঘুভাগবতামৃতের শ্যাম-শব্দের শুকপত্রাভ-অর্থ টীকাকারদেরও অভিপ্রেত। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে কোনও বিরোধ থাকে না। কলির যুগাবতারসম্বন্ধেও দুইটী উক্তি আছে—কৃষ্ণ (লঘুভাগবতামৃত এবং হরিবংশ) এবং শ্যাম (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)। এস্থলেও বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই; যেহেতু, শ্যামশব্দের অতি সুপ্রসিদ্ধ অর্থই কৃষ্ণ; তাই শ্রীকৃষ্ণকে শ্যাম বা শ্যামসুন্দর এবং রাধাকৃষ্ণকে রাধাশ্যাম বলা হয়। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে, যুগাবতার শ্যাম বা কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নহেন। যুগাবতারগণ হইলেন স্বয়ংভগবানের অংশাবতার। সমস্ত অবতারই তাঁহার অংশ। সাক্ষাদ্ভাবে মন্বন্তরাবতারই যুগাবতাররূপে আত্মপ্রকট করেন। "উপাসনাবিশেষার্থং সত্যাদিষু যুগেষসৌ। মন্বন্তরাবতারস্তু তথাবতরতি ক্রমাৎ॥ ল, ভা, যুগাবতার-প্রকরণ। ২৬॥" যাহা হউক, এই আলোচনা হইতে জানা গেল—দ্বাপরের সাধারণ যুগাবতারের

নাম শ্যাম এবং তাঁহার বর্ণ শুকপত্রাভ শ্যাম এবং কলির সাধারণ যুগাবতারের নাম কৃষ্ণ (বা শ্যাম) এবং তাঁহার বর্ণও কৃষ্ণ (বা শ্যাম)। কিন্তু কলির যুগাবতার যে পীত, ইহা কোনও শাস্ত্রপ্রমাণেই পাওয়া যায় না। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও এক কলিতে ভগবান্ যে পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা সাধারণ-যুগাবতাররূপে নহে।

তাহা হইলে এই পীতবর্ণ অবতারটী কে? ইহা বুঝিতে হইলে শ্লোকস্থ তথা-শব্দটীর ব্যঞ্জনা কি, তাহা অনুসন্ধান করা দরকার। "তৎ"-শব্দ থাকিলেই যেমন বুঝা যায়, পূর্ব্বে একটী "যৎ"-শব্দ আছে, তদ্রূপ "তথা"-শব্দ থাকিলেই বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বে একটী "যথা"-শব্দ আছে। শ্লোকস্থ "তথা"-শব্দের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট "যথা"-শব্দটী উহ্য আছে, বুঝিতে হইবে। শ্লোকটী পড়িলেই বুঝা যায়, এই "যথা"-শব্দটীর সম্বন্ধ "কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যের সঙ্গে। ইদানীং যথা কৃষ্ণতাং গতঃ তথা ইত্যাদি। এক্ষণে আবার বিবেচ্য এই যে, "তথা"-শব্দটীর সম্বন্ধ কাহার সঙ্গে? শুক্ল, রক্তঃ এবং পীতঃ—এই তিনটী শব্দের কোনও একটীর সঙ্গে, অথবা তাহাদের সকলের সঙ্গেই তথা-শব্দের সম্বন্ধ হইবে। সাধারণতঃ "যথা" শব্দটী যে ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধান্বিত হয়, "তথা"-শব্দটীও তদ্রূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর সঙ্গেই সম্বন্ধান্বিত হইয়া থাকে; নচেৎ, যথা-তথার সার্থকতাই থাকে না। এই শ্লোকে যথা-শব্দটীর সম্বন্ধ হইতেছে "কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যের সঙ্গে এবং এই বাক্য দ্বারা যে স্বয়ংভগবত্ত্বাই প্রতিপাদিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। কাজেই, শুক্লঃ বা রক্তঃ এই দুইটী শব্দের কোনটীর সঙ্গেই, বা এই উভয় শব্দের সঙ্গেও তথা-শব্দের সম্বন্ধ হইতে পারে না; কারণ, এই দুইটী শব্দই যুগাবতার-বাচক বলিয়া স্বয়ংভগবত্ত্বার সমধর্ম্মবিশিষ্ট হইতে পারে না। বাকী রহিল "পীত"-শব্দ। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, পীতঃ-শব্দটী শুক্লঃ বা রক্তঃ শব্দের ন্যায় সাধারণ যুগাবতারসূচক নয়। সুতরাং পীতঃ-শব্দটী যে স্বয়ংভগবত্তার প্রতিকূল ধর্ম্ম বিশিষ্ট নয়, তাহাও তদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে। আবার এই তিনটী শব্দের কোনও না কোনও একটী শব্দের সঙ্গে তো "তথা"-শব্দটীর সম্বন্ধ থাকিবেই। শুক্ল ও রক্তের সঙ্গে যখন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, পীত-শব্দের সহিত সম্বন্ধের প্রতিকূলও কিছু যখন নাই, তখন নিশ্চয়ই পীত-শব্দের সহিতই তথা-শব্দের সম্বন্ধ থাকিবে। তাহা হইলে অন্বয় হইবে এইরূপ—ইদানীং যথা কৃষ্ণতাং গতঃ তথা পীতঃ। অর্থাৎ নন্দনন্দন এক্ষণে (এই দ্বাপরে) যেমন সর্ব্বাকর্ষকত্ব প্রকটিত করিয়া স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তদ্রূপ পূর্ব্ব কোনও এক চতুর্যুগীয় কলিতেও পীতবর্ণে স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যথা-তথা দ্বারা সমধর্ম্মতা সূচিত হয় বলিয়াই পীত-স্বরূপের স্বয়ংভগবত্তা সূচিত হইতেছে।

যদি কেহ বলেন, যথা শুক্লঃ রক্তঃ, তথা পীতঃ—এইরূপ অন্বয় হউক না কেন? তাহা হইতে পারে না। কারণ, শুক্ল ও রক্ত সাধারণ যুগাবতার বলিয়া এবং পীত সাধারণ যুগাবতার নহেন বলিয়া, পীত-শব্দের বাচ্য যিনি, তিনি শুক্ল ও রক্ত শব্দদ্বয়ের বাচ্যদের সহিত সমধর্ম্মবিশিষ্ট নহেন!

আবার যদি বলা যায়—শ্লোকে শুক্ল ও রক্ত শব্দ দুইটীর উল্লেখ করিয়া যেমন সত্য ও ত্রেতাযুগের যুগাবতারের কথা বলা হইল, তদ্রূপ পীত-শব্দে দ্বাপরের যুগাবতারই হয়তো সূচিত হইয়াছে; এইরূপ মনে করিলে শুক্ল, রক্ত ও পীত—তিনই যুগাবতার বলিয়া একরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট হয়েন,; সুতরাং "যথা শুক্লঃ রক্তঃ, তথা পীতঃ"—এইরূপ অন্বয় হইতে পারে। উক্তরূপ অনুমানও বিচারসহ নহে।. কারণ, ইতঃপূর্ব্বে যুগাবতার সম্বন্ধে যে শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, দ্বাপরের সাধারণ যুগাবতারের বর্ণ "শুকপত্রাভ"—শুকপাখীর পালকের বর্ণের ন্যায় ঈষৎ সবুজ, কিন্তু পীত (হলদে) নহে। পীত অর্থও সবুজ হয়না। সুতরাং পীত-শব্দে যুগাবতারকে লক্ষ্য করা হইয়াছে মনে করা যায় না।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, বর্ত্তমান চতুর্যুগের (গত) দ্বাপরে যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও এক চতুর্যুগের কলিতে পীতবর্ণ ধারণ করিয়া স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমন্ মহাপ্রভু—গৌরকৃষ্ণ। ইনিই কৃপাবশতঃ বর্ত্তমান কলিতেও অবতীর্ণ হইয়াছেন। বর্ত্তমান কলির উপাস্য অবতার যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণমিত্যাদি" ১১।৫।৩২ শ্লোকেও বলা হইয়াছে। (১।৩।১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যথা-তথা শব্দের সহিত অন্বয় করিয়া পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও এক চতুর্যুগের কলিতে পীতবর্ণ ধারণ করিয়া স্বয়ং-রূপেই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই শ্লোকে তাহারই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। সেই যথা-তথা-যোগে শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী অন্য এক রকমের অর্থ করিয়াও দেখাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান চতুর্যুগের কলিতেও (বর্ত্তমান কলিতেও) যে শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবেন, তাহার ইঙ্গিতও এই শ্লোকে আছে। তিনি বলেন—ইদানীং যথা কৃষ্ণতাং গতঃ, তথা পীতঃ—এস্থলে "ইদানীং"-শব্দটীকে একটু ব্যাপক অর্থে ধরিতে হইবে, কেবল দ্বাপরের শেষ—শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের সময়কে মাত্র না বুঝাইয়া, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলির প্রথম ভাগকেও ইদানীং শব্দে বুঝাইবে। অর্থ হইবে এইরূপ—এই এখন যেমন কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তেমনি এখনই (অল্পকাল পরেই, কলির প্রারম্ভেই) আবার পীতত্বও প্রাপ্ত হইবেন— এই নন্দনন্দন।" "যত্তদোর্নিত্য-সম্বন্ধাৎ যথা ইদানীং দ্বাপরান্তে কৃষ্ণতাং গতঃ স্বয়মবতারী তথা তেনৈব প্রকারেণ ইদানীং কলিযুগাদিভাগে পীত ইতি কিঞ্চিৎ স্থূলকালমবলম্ব্য ইদানীমিতি পদার্থ উভয়ত্রাপ্যন্বেতীতি। শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী॥" এই অর্থেও পীতবর্ণ শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে স্বয়ং অবতারী শ্রীকৃষ্ণই, অপর কেহ নহেন, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এইরূপ অর্থই পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮শ পয়ারের অভিপ্রেত ; তাই কবিরাজগোস্বামী তাঁহার উক্তির প্রমাণরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্লোকস্থ "গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ" (যুগে যুগে তনু প্রকাশ করেন) বাক্যে অনুযুগং-শব্দ দেখিয়া কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন যে, এই শ্লোকে কেবল যুগাবতারের কথাই বলা হইয়াছে ; সুতরাং শুক্ল, রক্ত, পীত ইঁহারা সকলেই যুগাবতার এবং নন্দনন্দনও যুগাবতার। শ্লোকের বাক্যসমূহ বিচার করিলে স্পষ্টতঃই দেখা যাইবে—এইরূপ মনে করা সমীচীন হইবে না। যে অর্থের সহিত শ্লোকস্থ সকল শব্দের সঙ্গতি থাকে না, সমগ্র গ্রন্থেরও পূর্ব্বাপরের সহিত সম্বন্ধ থাকে না, সেই অর্থ আদরণীয় হইতে পারে না। এই শ্লোকের অর্থকরণ-সময়ে মুখ্যভাবে বিচার্য্য হইতেছে দুইটী বাক্যের তাৎপর্য্য—গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ এবং কৃষ্ণতাং গতঃ। প্রথম বাক্যের অর্থ—নন্দনন্দন যুগে যুগে তনু গ্রহণ করেন। কেবল যে যুগাবতার-রূপেই তনু প্রকাশ করেন, অন্য কোন অবতার-রূপে যুগে যুগে তনু প্রকাশ করেন না,—তাহা বলা হয় নাই। তনু প্রকাশ করা অর্থ—অবতীর্ণ হওয়া। যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, লীলাবতার আদি অসংখ্য অবতার। যে সময়ে এই অসংখ্য অবতারের কোনও এক অবতার অবতীর্ণ হয়েন, কিম্বা যে সময়ে স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, সেই সময়টাও কোনও না কোনও এক যুগের অন্তর্ভুক্তই থাকিবে ; সুতরাং সেই সময়ে যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তিনি যুগাবতার না হইতে পারেন—কিন্তু সেই যুগেই অবতীর্ণ হইবেন। মৎস্যকূর্ম্মাদি যুগাবতার নহেন ; কিন্তু তাঁহারাও তো কোনও না কোনও এক যুগেই অবতীর্ণ হয়েন। কোনও এক যুগে অবতীর্ণ হইলেই তাঁহাকে সেই যুগের যুগাবতার বলা যায় না। যুগাবতারের বিশেষ লক্ষণ আছে, বিশেষ নাম আছে, রূপ আছে। এই শ্লোকের গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে—নন্দনন্দন ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অবতার-রূপে অবতীর্ণ হয়েন—কখনও বা যুগাবতার-রূপে, কখনও বা লীলাবতার-রূপে, কখনও বা মন্বন্তরাবতার-রূপে, আবার কখনও বা স্বয়ংরূপে। শ্লোকে যে শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিনটী রূপের উল্লেখ করা হইয়াছে, এই তিনটী রূপই যদি কোন যুগাবতারের রূপই হইত, তাহা হইলেও বরং মনে করা যাইতে পারিত যে, এই শ্লোকে কেবল যুগাবতারের কথাই বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে যুগাবতারের বর্ণনামাদি সম্বন্ধে যে শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে পীত-বর্ণের এবং পীতনামের কোনও যুগাবতারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহা হইতেই বুঝা যায়—শ্লোকোক্ত পীতশব্দ কোনও যুগাবতারের নাম বা বর্ণের পরিচায়ক নয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, এই শ্লোকে কেবল যুগাবতারের কথাই বলা হয় নাই। গৃহ্নতঃ-শব্দের ধ্বনি এই যে—নন্দনন্দন যুগে যুগে তনু গ্রহণ করেন, নিজেই গ্রহণ করেন, অপর কেহ তাঁহার তনু গ্রহণ করান না ; ইহা দ্বারা তাঁহার স্বাতন্ত্র্য—পরমস্বাতন্ত্র্যই—সূচিত হইতেছে। "তনূর্গৃহ্নত ইতি স্বাতন্ত্র্যোক্ত্যা যোগ-প্রভাব এব উক্তঃ—বৈষ্ণবতোষণী।" পরমস্বাতন্ত্র্য বা অন্যনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য একমাত্র মহাযোগেশ্বরেশ্বর স্বয়ংভগবানেরই থাকিতে পারে, কোনও যুগাবতারের থাকিতে পারেনা ; যুগাবতারগণ স্বয়ংভগবানের অংশ মাত্র। সুতরাং শ্লোকস্থ

গৃহ্নতঃ-শব্দও নন্দনন্দনের স্বয়ংভগবত্তাই সূচিত করিতেছে—যুগাবতারত্ব সূচিত করে না। তারপর কৃষ্ণতাং গতঃ বাক্য—অর্থ—নন্দনন্দন কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। নন্দনন্দনের সর্ব্বাবতারের—সমস্ত ভগবৎস্বরূপের—আকর্ষণযোগ্যতা জানাইবার জন্যই যে কৃষ্ণতাং গতঃ বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই সর্ব্বাকর্ষণযোগ্যতা একমাত্র স্বয়ংভগবানেরই আছে, কোনও যুগাবতারের নাই। সুতরাং কৃষ্ণতাং গতঃ-বাক্যেও নন্দনন্দনের স্বয়ংভগবত্তাই সূচিত হইতেছে, যুগাবতারত্ব সূচিত হয় নাই। নন্দনন্দন যুগাবতার—ইহা বলাই যদি গর্গাচার্য্যের অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে "কৃষ্ণতাং গতঃ" না বলিয়া "এক্ষণে শুকপত্রাভ হইয়াছেন" বলিতেন; কারণ, দ্বাপরের যুগাবতার শুকপত্রাভ। এই শ্লোকে নন্দনন্দন-কৃষ্ণকে যুগাবতার বলিলে শ্রীমদ্ ভাগবতের উক্তির পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যও থাকিত না। প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন অবতারের কথা বলিয়া শেষে বলা হইয়াছে, এই সমস্ত অবতার শ্রীকৃষ্ণের অংশকলা, কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।১.৩.২৮।" আবার শ্রীকৃষ্ণের নামাকরণের পরে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ব্রহ্মস্তুতিতে ব্রহ্মাও বলিলেন—এই নন্দনন্দন নারায়ণাদিরও মূল—স্বয়ং ভগবান্। নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনামিত্যাদি ।১০।১৪।১৪ ॥" শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তাজ্ঞাপক বহু বহু প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে, গোপালতাপনী আদি শ্রুতিতে, ব্রহ্মসংহিতাদিতে দৃষ্ট হয়।

আরও একটী সমস্যা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে চারিযুগের উপাস্যস্বরূপের এবং উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—সত্যযুগের উপাস্য শুক্ল, ত্রেতাযুগের উপাস্য রক্ত, দ্বাপরের উপাস্য শ্যাম (কৃষ্ণ) এবং কলিযুগের উপাস্য শ্রীগৌরাঙ্গ (কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং—১।৩।১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। এস্থলে দ্বাপরের উপাস্য যে শ্যামের কথা বলা হইল, তিনি যে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তস্থলের পরবর্ত্তী "নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ১১।৫.২৯॥" শ্লোক হইতেই জানা যায়; কারণ, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি নন্দনন্দন-কৃষ্ণেরই দ্বারকালীলার চতুর্ব্যূহ—কোনও যুগাবতারের চতুর্ব্যূহ নহেন, হইতেও পারেন না। যাহাহউক, এই চারিযুগের উপাস্যের মধ্যে সত্যের শুক্ল এবং ত্রেতার রক্ত হইতেছেন সাধারণ যুগাবতার। তাঁহাদের সঙ্গেই যখন শ্যাম বা কৃষ্ণের এবং শ্রীগৌরাঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন মনে হইতে পারে যে, ইঁহারাও যথাক্রমে দ্বাপরের এবং কলির যুগাবতার। ইহাই যদি হয়, তাহাহইলে আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ. ইত্যাদি শ্লোকের যে অর্থ এস্থলে করা হইল, তাহার সহিত সঙ্গতি থাকে কিরূপে?

এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। বেদপুরাণাদিশাস্ত্র অপৌরুষেয়, নিত্য (মৈত্রেয়ী-উপনিষৎ। ৬।৩২॥ ছান্দোগ্য। ৭.১।২॥)। মৎস্যপুরাণ হইতে জানা যায়, স্বয়ং ভগবানই ব্যাসরূপে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন যুগের উপযোগিভাবে পুরাণাদির সঙ্কলন করেন। "কালেনাগ্রহণং মত্বা পুরাণস্য দ্বিজোত্তম। ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে ॥ (সংহরামি—সঙ্কলয়ামি সর্ব্বসংবাদিনীতে শ্রীজীবগোস্বামী)॥ মৎস্যপুরাণ ।৫৩.৮॥" এবং প্রতি চতুর্যুগের দ্বাপরেই যে পুরাণসকল সঙ্কলিত হয়, তাহাও সেস্থানে বলা হইয়াছে। "চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা ।৫৩।৯॥" তাহাহইলে বুঝা যায়, বর্ত্তমানে শ্রীমদ্ ভাগবতাদি যে সমস্ত পুরাণ প্রচলিত আছে, তৎসমস্ত বর্ত্তমান চতুর্যুগের উপযোগী ভাবেই প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে যে সমস্ত উপাস্যের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা বর্ত্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিরই মুখ্যভাবে উপাস্য। এই চতুর্যুগের সত্যে বা ত্রেতায় স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন নাই; তাই তত্তদ্যুগের যুগাবতারগণই তত্তদ্যুগের উপাস্য হইবেন।

শ্যাম ও গৌর দ্বাপর ও কলির সাধারণ যুগাবতার নহেন। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, দ্বাপরের যুগাবতারের বর্ণ শুকপত্রাভ এবং কলির যুগাবতারের বর্ণ কৃষ্ণ বা শ্যাম। ইহাও দেখান হইয়াছে যে, দ্বাপরের উপাস্য যে শ্যাম, তিনি নন্দনন্দনই এবং নন্দনন্দনের বর্ণ শুকপত্রাভ নয়। সত্য-ত্রেতার ন্যায় দ্বাপরের সাধারণ যুগাবতারের উল্লেখ না করার হেতু এই যে, এই দ্বাপরে পৃথক্রূপে কোনও সাধারণ যুগাবতার অবতীর্ণই হয়েন নাই। বর্ত্তমান চতুর্যুগীয় দ্বাপরে (অর্থাৎ গত দ্বাপরে) স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন; স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হইলে যুগাবতার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আর পৃথকরূপে অবতীর্ণ হয়েন না, তিনি তখন স্বয়ংভগবানের মধ্যেই থাকেন। যুগাবতারের পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের মধ্যেই অবস্থিত থাকায় এবং শ্রীকৃষ্ণই স্বীয় বিগ্রহ প্রকটিত করিয়া লোকনয়নের গোচরীভূত হওয়ায় তাঁহাকেই উপাস্যরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। কলির উপাস্য শ্রীগৌর সম্বন্ধেও এইরূপই সিদ্ধান্ত। "অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরিপূর্ণরূপত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাদ্ যুগাবতারত্বং তস্মিন্ সর্ব্বেঽপ্যবতারা অন্তর্ভূতা ইতি তত্তৎ প্রয়োজনং তস্মিন্ একস্মিন্নেব সিদ্ধ্যতীত্যপেক্ষয়া। কৃষ্ণবর্ণমিত্যাদি-শ্রীভা, ১১।৫।৩২ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ॥" যখনই স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, তখনই এই ব্যবস্থা। তিনি সকল যুগে অবতীর্ণ হয়েন না। "ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার। অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥" স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরেই অবতীর্ণ হয়েন। যে দ্বাপরে তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগেই তিনি আবার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হয়েন। "তদেবং যদ্ দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি তদেব কলৌ শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি সারস্যলব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি। তদব্যভিচারাৎ।—শ্রী, ভা, ১১।৫।৩২ শ্লোকের ক্রমন্দর্ভ॥" শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ংরূপের আবির্ভাববিশেষ।

যাহাহউক, "আসন্ বর্ণাঃ" ইত্যাদি শ্লোকের দুইটী অর্থ। একটী যথাশ্রুত অর্থ, আর একটী গূঢ় অর্থ। যথাশ্রুত অর্থটী ব্রজরাজের ভাবের অনুকূল; আর গূঢ় অর্থটী গর্গাচার্য্যের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় জ্ঞাপক। ব্রজরাজ বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি; শ্রীকৃষ্ণ যে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্—বাৎসল্য-প্রেমের প্রভাবে এরূপ অনুভূতি ব্রজরাজের নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার সন্তান, তাঁহার লাল্য বলিয়াই মনে করেন; আর নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের লালক বলিয়া মনে করেন। এমতাবস্থায় প্রত্যক্ষ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাজ্ঞাপক কোনও কথা গর্গাচার্য্যের মুখে শুনিলে তিনি প্রীত হইবেন না মনে করিয়াই গর্গাচার্য্য কৌশলপূর্ব্বক দ্ব্যর্থক বাক্য বলিলেন; তাহাতে গর্গাচার্য্যের অভিপ্রেত অর্থটীও প্রকাশিত হইল (অবশ্য প্রচ্ছন্নভাবে), অথচ ঐ বাক্য হইতে ব্রজরাজও নিজের ভাবানুকূল অর্থ বুঝিয়া প্রীত হইলেন।

যথাশ্রুত অর্থ :—গর্গাচার্য্যের বাক্য শুনিয়া ব্রজরাজ মনে করিলেন—"আমার এই তনয়টী কোনও যুগে শুক্লবর্ণ, কোনও যুগে রক্তবর্ণ, আবার কোনও যুগে পীতবর্ণ ছিল। সম্ভবতঃ সত্যযুগেই শুক্লবর্ণ ছিল, ত্রেতাতে রক্তবর্ণ ছিল; আর কোনও এক কলিতে বোধ হয় পীতবর্ণ ছিল। আবার এক্ষণে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। গর্গাচার্য্য বলিলেন, এই তনয়টী ঐ সকল বর্ণ নিজেই গ্রহণ করিয়াছিল (গৃহ্নতঃ); ইহাতে বুঝা যাইতেছে, ইহার খুব যোগপ্রভাব ছিল। স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভজন-প্রভাবে সারূপ্য প্রাপ্তির মত আমার এই পুত্রটী যুগে যুগে নারায়ণের তুল্য রূপ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং আমার এই পুত্রটী পরমভাগবত, নারায়ণের বিশেষ কৃপার পাত্র। নারায়ণের সত্যযুগের যুগাবতার শুক্লবর্ণ; বোধ হয় ইহার ভজন-পরায়ণতা দেখিয়া নারায়ণই কৃপা করিয়া সত্যযুগে ইহাকে তাঁহার যুগাবতারের বর্ণ দিয়াছিলেন; এইরূপে, ত্রেতাতেও ইহাকে ত্রেতার যুগাবতারের রক্তবর্ণ দিয়াছিলেন এবং যে কলিতে পীতবর্ণে তিনি অবতীর্ণ হয়েন, সেই কলিতেও কৃপা করিয়া ইহাকে পীতবর্ণ দিয়াছিলেন। আবার এক্ষণে তাঁহার এই পরম-ভক্তটীকে কৃপা করিয়া তাঁহার নিজের (কৃষ্ণবর্ণ) রূপ দিয়াই আমার গৃহে পাঠাইয়াছেন। অহো! আমার পরম সৌভাগ্য; আমার প্রতিও নারায়ণের বিশেষ কৃপা; আমি যে এতদিন নারায়ণের সেবা করিয়া আসিতেছি, তাহা এক্ষণেই সার্থক হইল; নারায়ণ কৃপা করিয়া তাঁহারই বিশেষ কৃপাভাজন একটী ভক্তকে আমার পুত্ররূপে আমার ক্রোড়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন। দু'একজন্মের ভজন নহে—যুগে যুগে, জন্মে জন্মে আমার এই তনয়টী একান্ত মনে নারায়ণের ভজন করিয়া আসিতেছে। আজ আমি কৃতার্থ হইলাম।" এইরূপ ভাবিয়া ব্রজরাজ পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

গূঢ়ার্থ ঃ—গর্গাচার্য্যের অভিপ্রেত গূঢ়ার্থ এইরূপ। যত রকমের যত অবতার আছেন, সমস্তের মূলই এই শ্রীকৃষ্ণ; ইনিই সত্যযুগে শুক্লবর্ণে, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণে যুগাবতাররূপে অংশে প্রকটিত হয়েন; ইনিই সকল যুগে যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, লীলাবতারাদিরূপে অংশে অবতীর্ণ হয়েন; আবার ইনি স্বয়ংই (অংশে নহে) পীতবর্ণে নিজের শ্যামবর্ণকে আবৃত করিয়া বিশেষ বিশেষ কলিতে আবির্ভূত হয়েন। এইরূপে অসংখ্য বার অসংখ্যরূপে তিনি

শুক্ল-রক্ত পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য ত্রেতা-কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥ ২৯
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম-পুরাণের মর্ম্ম ॥ ৩০

তথাহি (ভাঃ ১১।৫।২৭)—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ৭ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

দ্বাপরযুগাবতারং কথয়ন্ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবময়তদ্যুগবিশেষস্যচ বৈশিষ্ট্যাতিশয়মভিপ্রেত্য তমেব তত্তং সর্ব্বময়মাহ দ্বাপর ইতি। সামান্যতস্তু দ্বাপরে শুকপত্রবর্ণত্বং কলৌ শ্যামত্বং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দর্শিতম্। দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিত ইতীদৃশেন ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥

শ্যামঃ অতসীকুসুমসঙ্কাশঃ। নিজানি চক্রাদীন্যায়ুধানি যস্য সঃ। শ্রীবৎসো নাম বক্ষসো দক্ষিণে ভাগে রোম্নাং প্রদক্ষিণাবর্ত্তঃ স আদির্যেষাং করচরণাদিগতপদ্মাদীনাং তৈরঙ্কৈরাঙ্গিকৈশ্চিহ্নৈ র্লক্ষণৈর্বাহ্যৈঃ কৌস্তুভাদিভিঃ পতাকাদিভিশ্চ। স্বামী ॥ ৭ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। এক্ষণে সমস্ত অবতারকে আকর্ষণ করিয়া নিজের অন্তর্ভূত করিয়া পরিপূর্ণরূপে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন; সমস্ত অবতারকে আকর্ষণ করিয়া নিজের অন্তর্ভূত করিয়াছেন বলিয়াই ইনি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

২৯। এক্ষণে দুই পয়ারে "আসন্ বর্ণাঃ" শ্লোকের মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন।

দ্যুতি—কান্তি, বর্ণ। **শ্রীপতি**—সমগ্র সৌন্দর্য্যের (শ্রীর) অধিপতি; অথবা শ্রীর (শ্রীরাধার) পতি; শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ সত্যে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত এবং বিশেষ কলিতে পীতবর্ণ ধারণ করেন। যেই দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতে তিনি পীতবর্ণে স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন। এই কলিকেই বিশেষ কলি বলা হয়।

৩০। **ইদানীং**—এই সময়ে; বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষভাগে। **তিঁহো**—শ্রীপতি। **এই**—ইহাই। **আগম**—আগমশাস্ত্র; তন্ত্রশাস্ত্র। অথবা, শাস্ত্রমাত্রকেও আগম বলে (শব্দকল্পদ্রুম)। **সব শাস্ত্রাগম ইত্যাদি**—সমস্ত শাস্ত্রের, আগমের ও পুরাণের মর্ম্ম। "আসন্ বর্ণাঃ" শ্লোকে যাহা ব্যক্ত হইল, আগম-পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রও তাহার অনুমোদন করে।

শ্লো। ৭। **অন্বয়**। দ্বাপরে (দ্বাপর যুগে) ভগবান্ (ভগবান্) শ্যামঃ (অতসীকুসুমবৎ শ্যামবর্ণ) পীতবাসাঃ (পীতবসনধারী) নিজায়ুধঃ (স্বরূপভূত-চক্রাদি-আয়ুধধারী) শ্রীবৎসাদিভিঃ (শ্রীবৎসাদি চিহ্নদ্বারা) অঙ্কৈঃ (শারীরিক চিহ্ন সমূহদ্বারা) লক্ষণৈঃ (কৌস্তুভাদি বাহ্যিক চিহ্নসমূহ দ্বারা) চ উপলক্ষিতঃ (চিহ্নিত)।

অনুবাদ। দ্বাপর-যুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ ও পীতবসনধারী; স্বরূপভূত চক্রাদি আয়ুধ, শ্রীবৎসাদি চিহ্ন, করচরণাদিগত পদ্মাদিরূপ শারীরিক চিহ্ন এবং কৌস্তুভ ও পতাকাদি বাহ্যিক চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক তিনি অবতীর্ণ হয়েন। ৭।

দ্বাপরে—বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।

শ্যাম—অতসীকুসুমের বর্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণ (স্বামিপাদ)। **আয়ুধ**—চক্রাদি। **শ্রীবৎস**—বক্ষের দক্ষিণভাগে রোমাবলীর দক্ষিণাবর্ত্তকে শ্রীবৎস বলে। **অঙ্ক**—শরীর-গতচিহ্ন; কর-চরণের পদ্মাদি। **লক্ষণ**—কৌস্তুভাদি গাত্রালঙ্কার এবং পতাকাদি বাহ্য চিহ্ন।

এই শ্লোকে বৈবস্বতমন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের দ্বাপরের উপান্তের কথা বলা হইয়াছে। এই যুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে অবতীর্ণ হওয়ায় দ্বাপরের সাধারণ যুগাবতার আর স্বতন্ত্রভাবে অবতীর্ণ হয়েন নাই; শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভূত থাকিয়াই তিনি স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণকেই দ্বাপর-যুগের অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ যুগাবতার নহেন, কারণ দ্বাপরের সাধারণ যুগাবতারের বর্ণ শুক-পক্ষীর বর্ণের ন্যায় হরিৎ (সবুজ), কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ অতসীকুসুমের ন্যায় শ্যাম। (পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

কলিকালে যুগধর্ম্ম—নামের প্রচার। তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান্, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ" ইত্যাদি শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থ হইতে বুঝা যায় না; কেবল গূঢ়ার্থ হইতেই তাহা বুঝিতে হয়। ইহাতে কাহারও মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে মনে করিয়াই স্পষ্টাক্ষরে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাজ্ঞাপক "দ্বাপরে ভগবান্" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অথবা, পূর্ব্বপয়ারে যে বলা হইয়াছে, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের এবং তৎপরবর্ত্তী কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারের কথা পুরাণাদি শাস্ত্রের অনুমোদিত—তাহার প্রমাণরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণাবতার প্রতিপন্ন করিলেন।

৩১। ৩০শ পয়ারে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধে পুরাণের প্রমাণ দিয়া এক্ষণে পীতবর্ণ-শ্রীগৌর-অবতার সম্বন্ধে প্রমাণ দেওয়ার উপক্রম করিতেছেন।

এস্থলে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, ৪র্থ পয়ারে বলা হইয়াছে, এককল্পে (বা ব্রহ্মার একদিনে) স্বয়ং ভগবান্ একবার মাত্র লীলা প্রকটিত করেন। কিন্তু এস্থলে বলা হইতেছে যে, একই কল্পান্তর্গত একই চতুর্যুগের মধ্যে দ্বাপরে একবার শ্যামসুন্দররূপে এবং তৎপরবর্ত্তী কলিতে একবার গৌর-সুন্দর রূপে—এই দুইবার অবতীর্ণ হইলেন। ইহার সমাধান কি? সমাধান এই:—বৃন্দাবন-লীলা ও নবদ্বীপ-লীলা দুইটী পৃথক্‌লীলা নহে—স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের একই লীলা-প্রবাহের দুইটী অংশমাত্র; বৃন্দাবন-লীলা পূর্ব্বাংশ এবং নবদ্বীপলীলা উত্তরাংশ। যে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে স্বয়ং ভগবান্ লীলা প্রকট করেন, তাহার আরম্ভ ব্রজে এবং পূর্ণতা নবদ্বীপে; উভয় লীলার মিলনেই তাঁহার লীলার পূর্ণতা (এ সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতরূপে আলোচনা হইবে)। ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলা দুইটী পৃথক্‌লীলা নহে বলিয়া দ্বাপরের অবতার এবং কলির অবতারও দুইটী পৃথক্ অবতার নহেন—একই অবতারের দুইটী ভাবমাত্র। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের আবির্ভাব-বিশেষ। ব্রজে লীলানুরোধে শ্রীকৃষ্ণ কখনও নাপিতানী, কখনও দিয়াশিনী, কখনও যোগী ইত্যাদি সাজিয়াছিলেন। এই নাপিতানী-আদি বেশে শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজেন্দ্র-নন্দন হইতে স্বতন্ত্র অবতার নহেন, পরন্তু ব্রজেন্দ্র-নন্দনেরই আবির্ভাব-বিশেষ; তদ্রূপ রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণরূপ গৌর-সুন্দরও ব্রজেন্দ্র-নন্দন হইতে স্বতন্ত্র অবতার নহেন, ব্রজেন্দ্র-নন্দনেরই আবির্ভাব-বিশেষ। সুতরাং একই কল্পে স্বয়ং ভগবানের দুইবার অবতরণের আশঙ্কা হইতে পারে না।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলির প্রারম্ভে আবার গৌররূপে আবির্ভাবের হেতু কি, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-ব্রজলীলার একটী উদ্দেশ্য ছিল—রাগমার্গের ভক্তি প্রচার করা; "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। গীতা ১৮।৬৫॥"—ইত্যাদি বাক্যে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া রাগানুগাভক্তি যাজনের সংক্ষিপ্ত উপদেশও তিনি দিয়াছেন এবং এই সাধনে সিদ্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ সেবা পাওয়া যাইতে পারে, ব্রজে লীলা প্রকটিত করিয়া তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। এইরূপে তিনি সাধ্য-বস্তুটীও দেখাইলেন এবং সাধনও বলিয়া দিলেন; কিন্তু দ্বাপর-লীলায় তিনি ভক্তভাবে সাধনের কোনও আদর্শ দেখান নাই এবং যে প্রেমদ্বারা ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে হয়,—যে সেবাতেই রাগানুগীয় ভজনের পর্য্যবসান—সেই প্রেমও তখন শ্রীকৃষ্ণ জীবসাধারণকে দেন নাই; কারণ, দ্বাপর-লীলায় প্রেমের মূল ভাণ্ডার তাঁহার হাতে ছিল না, তাহাতে প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীশ্রীরাধারাণীরই পূর্ণ অধিকার ছিল। সেই প্রেম জীবসাধারণকে দান করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীরাধার নিকট হইতে প্রেমের ভাণ্ডার লইয়া তাহা নিজ হৃদয়ে রক্ষা করিয়া এবং শ্রীরাধারই গৌর কান্তিতে নিজের শ্যাম কান্তিকে আচ্ছাদিত করিয়া—শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ ধারণ করিয়া গৌররূপে কলিযুগে অবতীর্ণ হইলেন। জীবকে ব্রজপ্রেম দেওয়া নবদ্বীপ-অবতারের একতম উদ্দেশ্য; কিন্তু শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি ব্যতীত ব্রজপ্রেম সম্যক্‌রূপে দেওয়া যায় না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার গৌর-কান্তি দ্বারা নিজের অঙ্গকে গৌর করিয়া পীত হইয়াছেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২০শ পয়ারে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের হেতু বলিয়াছেন—ব্রজপ্রেম দান করার জন্যই তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হইবে; কারণ, তিনি ব্যতীত আর কেহ ব্রজপ্রেম দিতে পারে না; যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নাই; কারণ, যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন যুগাবতার দ্বারাও হইতে পারে। তাহার পর ২১—৩০ পয়ারে প্রসঙ্গক্রমে অন্য কথা বলিয়া এক্ষণে ৩১শ পয়ারে আবার ২০শ পয়ারের প্রস্তাবিত বিষয়ের উল্লেখ করিতেছেন। সুতরাং ২০শ পয়ারের সহিত এই ৩১শ পয়ারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এবং ২০শ পয়ারের সঙ্গে মিল রাখিয়াই এই পয়ারের অর্থ করিতে হইবে। ২০শ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের সঙ্গে ৩১শ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের সঙ্গে দ্বিতীয়ার্দ্ধের সম্বন্ধ। ২০শ পয়ারের প্রথমার্দ্ধে যুগধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে; সেই যুগধর্ম্মটী কি, তাহাই ৩১শ পয়ারের প্রথমার্দ্ধে বলা হইয়াছে—"কলিকালে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।" আর ২০শ পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলা হইয়াছে—"আমা (শ্রীকৃষ্ণ) বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে।" ৩১শ পয়ারে দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলা হইল—"তথি লাগি (শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যে ব্রজপ্রেম দিতে পারে না বলিয়া) পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥"

তথি লাগি—সেই জন্য; শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কেহ ব্রজপ্রেম দিতে পারে না বলিয়া; ব্রজপ্রেম দিতে হইবে বলিয়া।

পীতবর্ণ ইত্যাদি—ব্রজপ্রেম দিতে হইবে বলিয়া শ্রীচৈতন্য-অবতারে শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ হইয়াছেন। ব্রজপ্রেম দেওয়ার নিমিত্ত পীতবর্ণ হওয়ার আবশ্যকতা এই যে, প্রেমের অধিকারিণী হইলেন গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা; তাঁহার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার না করিলে ব্রজপ্রেম দেওয়া যায় না; তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া গৌর (পীত) হইয়াছেন।

অথবা, **কলিকালে**—যে দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগে (যেমন বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশচতুর্যুগের কলিযুগে)। **যুগধর্ম্ম**—এই বিশেষ কলির যুগধর্ম্ম। **নামের প্রচার**—সকল কলির যুগধর্ম্মই নাম-প্রচার, কিন্তু এই বিশেষ কলির নাম-প্রচারে বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে নামের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজপ্রেমও প্রদত্ত হইয়া থাকে। ("নামের প্রচার" স্থলে যদি "প্রেমের প্রচার" পাঠ থাকিত, তাহা হইলেই অর্থটী বেশ পরিস্ফুট হইত; কিন্তু কোনও গ্রন্থেই এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় না)। **তথি লাগি**—এই বিশেষ কলিযুগে নামের সঙ্গে প্রেম বিতরণ করিতে হইবে বলিয়া। **পীতবর্ণ ইত্যাদি**—পূর্ব্ববৎ অর্থ।

এই পয়ারের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন—"কলিযুগে যুগধর্ম্ম হরিনাম-প্রচার করিতে পীতবর্ণের আবশ্যক হওয়াতে অংশাবতার পীতবর্ণে অবতার হয়েন, কিন্তু ব্রজপ্রেম প্রচার করিবার জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যুগধর্ম্ম প্রচার করিবার আবশ্যক না থাকাতেও কেন যে তিনি পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইলেন, তাহার কারণ বলিতেছেন 'কলিকালে' ইতি—কলিযুগ-ধর্ম্ম নাম-প্রচার করিবার জন্য পীতবর্ণে অবতীর্ণ হয়েন যে চৈতন্যাবতার, তাহারই জন্য শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ অর্থাৎ প্রতি কলিতে যে পীতবর্ণে চৈতন্য অবতার হয়েন, এ কলিতেও তিনিই অবতীর্ণ হইয়াছেন—এইটী জ্ঞাত করানই তাঁহার পীতবর্ণের কারণ হইয়াছে।" এই যুক্তির সারবত্তা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমতঃ "কলিযুগে যুগধর্ম্ম হরিনাম প্রচার করিতে পীতবর্ণের আবশ্যক হওয়ার" শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখা যায় না। লঘুভাগবতামৃত ও ক্রমসন্দর্ভধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের (এবং হরিবংশের) প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ৬ষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা দেখাইয়াছি যে, সাধারণ কলির যুগাবতার কৃষ্ণবর্ণ, পীতবর্ণ নহে; অথচ উল্লিখিত যুক্তিতে বলা হইয়াছে "প্রতি কলিতে পীতবর্ণে চৈতন্য অবতার হয়েন।" প্রতি কলিযুগের ধর্ম্মই যখন নামসঙ্কীর্ত্তন এবং যুগাবতারই যখন এই যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন, তখন সাধারণ কলিযুগাবতার কৃষ্ণই (যাঁহার বর্ণও কৃষ্ণ, তিনিই) এই নামপ্রচার করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রতি কলিতে পীতবর্ণ শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েন না। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার পরবর্ত্তী কলিতেই শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েন, প্রতি কলিতেই যুগধর্ম্ম নাম-প্রচারের নিমিত্ত যদি শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে তিনি সাধারণ যুগাবতার বলিয়াই পরিগণিত হইতেন; কিন্তু তিনি স্বয়ংভগবান্। তৃতীয়তঃ,

তপ্তহেম-সমকান্তি—প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠ-ধ্বনি যে গম্ভীর ॥ ৩২
দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাথে।
চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে ॥ ৩৩
'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তার নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম ॥ ৩৪
আজানুলম্বিত ভুজ—কমললোচন।
তিলফুল জিনি নাসা—সুধাংশুবদন ॥ ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কলিযুগাবতারত্ব প্রকটনের উদ্দেশ্যেই যে তিনি পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয় না; রাধাকান্তি-সুবলিতত্ব-বশতঃই তাঁহার পীতবর্ণ।

৩২। এক্ষণে "অনর্পিত" শ্লোকের "পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন, "তপ্তহেম সমকান্তি" বাক্যে। ৩২—৩৭ পয়ারে শ্রীচৈতন্যের রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

তপ্ত-হেম—অগ্নিতে উত্তপ্ত স্বর্ণ। আগুনে পোড়াইলে সোনার ময়লা (খাদ) যখন দূর হইয়া যায়, তখন সোনা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়; সেই সোনা তখনও আগুনের মধ্যে থাকিলে তাহা যেরূপ উজ্জ্বল দেখায়, শ্রীচৈতন্যের দেহের কান্তিও তদ্রূপ উজ্জ্বল ছিল।

কান্তি—জ্যোতি। **প্রকাণ্ড শরীর**—খুব বড় শরীর; সাধারণ লোকের শরীর অপেক্ষা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শরীর অনেক বড় ছিল। পরবর্তী দুই পয়ারে "প্রকাণ্ড শরীরের" বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

নবমেঘ—নূতন মেঘ। **জিনি**—পরাজিত করিয়া। **কণ্ঠধ্বনি**—শ্রীচৈতন্যের কণ্ঠস্বর। শ্রীচৈতন্যের কণ্ঠের স্বর নূতন মেঘের ধ্বনি অপেক্ষাও গম্ভীর ছিল।

৩৩। "প্রকাণ্ড শরীরের" লক্ষণ বলিতেছেন।

দৈর্ঘ্য—উচ্চতা। **বিস্তার**—প্রস্থ। **দৈর্ঘ্য বিস্তারে**—দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে; উচ্চতায় এবং দুই হস্ত প্রসারিত করিলে এক হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তারে। **আপনার হাথে**—নিজের হাতের মাপে। **চারিহস্ত**—চারি হাত লম্বা। **মহাপুরুষ বিখ্যাতে**—তিনি মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত।

সোজা হইয়া দাঁড়াইলে পদতল হইতে মস্তকের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যিনি নিজের হাতের মাপে চারি হাত লম্বা হয়েন এবং দুই হাত বিস্তারিত করিয়া রাখিলেও এক হাতের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর হাতের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত যাঁহার নিজের হাতের মাপ চারি হাত হয়, তিনি মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত; কারণ, এরূপ শরীর সাধারণ লোকের মধ্যে দৃষ্ট হয় না এইরূপ পরিমাণের দেহকে "প্রকাণ্ড শরীর" বলে, "ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল"ও বলে। এস্থলে "মহাপুরুষ" শব্দে পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্‌কেই বুঝাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৪০।৪ শ্লোকে অক্রূরোক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে মহাপুরুষ বলা হইয়াছে—"মহাপুরুষমীশ্বরম্", "ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমিত্যাদি ১১।৫।৩৩ শ্লোকে এবং অন্যান্য বহু স্থানে ভগবান্‌কে মহাপুরুষ বলা হইয়াছে। কোনও মানুষই নিজের হাতের চারি হাত লম্বা হয় না। ইহা ভগবানেরই একটা বিশেষ লক্ষণ। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বলেন, মহাপুরুষদের দেহ সাড়ে চারি হাত। শ্রীভা, ১০।১৪।১১ শ্লোক টীকা।

৩৪। **ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল**—পূর্ব্ব পয়ারে ইহার লক্ষণ বলা হইয়াছে। **তার**—দৈর্ঘ্য-বিস্তারে চারি হস্ত পরিমিত দেহের। **ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল-তনু**—ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল (দৈর্ঘ্য-বিস্তারে চারি হস্ত) তনু (শরীর) যাঁহার। **গুণধাম**—অনন্ত গুণের আধার।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শরীর উচ্চতায় ও (দুই হস্ত প্রসারিত করিলে) বিস্তারে তাঁহার নিজের হাতে চারি হাত লম্বা ছিল; তাই তাঁহার শরীরকে "প্রকাণ্ড শরীর" বলা হইয়াছে।

৩৫। **আজানুলম্বিত**—জানু (হাঁটু) পর্য্যন্ত লম্বিত। **ভুজ**—বাহু। শ্রীচৈতন্যের বাহু জানু (হাঁটু)

শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ।
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্ব্বভূতে সম ॥ ৩৬
চন্দনের অঙ্গদ বালা, চন্দন-ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৭

এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্রনামে কৈল তাঁর নামের গণন। ৩৮
দুই লীলা চৈতন্যের—আদি, আর শেষ।
দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পর্য্যন্ত স্পর্শ করিত; সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাত ঝুলাইয়া রাখিলে হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ হাঁটুকে স্পর্শ করিত; সাধারণ লোকের মধ্যে এরূপ দেখা যায় না। এরূপ বাহুকেই আজানুলম্বিত বাহু বলে। **কমল-লোচন**—কমলের (পদ্মের) ন্যায় লোচন (নয়ন) যাঁহার। শ্রীচৈতন্যের নয়ন (চক্ষু) পদ্মের পাপড়ীর ন্যায় দীর্ঘ ও সুন্দর ছিল। **নাসা**—নাক। শ্রীচৈতন্যের নাসিকা তিলফুল অপেক্ষাও সুন্দর গঠন যুক্ত ছিল। **সুধাংশু-বদন**—সুধাংশু (চন্দ্র অপেক্ষাও) সুন্দর বদন (মুখ) যাঁহার। শ্রীচৈতন্যের মুখ চন্দ্র অপেক্ষাও সুন্দর এবং জ্যোতির্ম্ময় ছিল।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অঙ্গ যে সাধারণ মানুষের অঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (বরাঙ্গ) ছিল, ৩৩—৩৫ পয়ারে তাহা দেখান হইল।

৩৬। **শান্ত**—ভগবন্নিষ্ঠ বুদ্ধি বশতঃ অচঞ্চল-চিত্ত। **দান্ত**—জিতেন্দ্রিয়। **কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠা পরায়ণ**—কৃষ্ণভক্তিতে মনের যে আত্যন্তিকী স্থিরতা, তাহাই এক মাত্র আশ্রয় যাঁহার; কৃষ্ণভক্তিকেই ঐকান্তিক ভাবে আশ্রয় করিয়াছেন যিনি। প্রথম-পয়ারার্দ্ধে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভক্তভাবের পরিচয় দিতেছেন। জিতেন্দ্রিয় ও নিষ্কাম বলিয়া তিনি শান্ত এবং শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার ঐকান্তিকী নিষ্ঠা ও ভক্তি। **ভক্ত-বৎসল**—সন্তানের প্রতি পিতামাতার যেরূপ প্রগাঢ় স্নেহ থাকে, অনুগত সেবকদিগের প্রতিও যাঁহার তদ্রূপ স্নেহ থাকে, তাঁহাকে ভক্তবৎসল বলে। **সুশীল**—উত্তম-চরিত্র; যাঁহার সদ্ ব্যবহারে সকলেই প্রীতিলাভ করে। **সর্ব্বভূতে**—সমস্ত প্রাণীর প্রতি। **সর্ব্বভূতে সম**—সমস্ত প্রাণীর প্রতিই যাঁহার সমান ব্যবহার।

এই পয়ারে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর গুণের কথা বলা হইয়াছে।

৩৭। **অঙ্গদ**—বাহুর অলঙ্কার। **বালা**—হাতের অলঙ্কার। **চন্দনের অঙ্গদবালা**—ঘৃষ্ট চন্দনের দ্বারা বাহুতে ও হাতে অলঙ্কারের আকারে চিত্র অঙ্কিত করিয়া প্রভু ধারণ করিতেন (কীর্ত্তন-সময়ে)। **চন্দন ভূষণ**—চন্দন লেপিয়া সমস্ত অঙ্গকে সাজাইতেন। **নৃত্যকালে**—কীর্ত্তনে নৃত্য করিবার সময়ে। **পরি**—পরিধান করিয়া (চন্দনের অলঙ্কারাদি)। **কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন**—বহু লোক একত্রে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তন।

৩৮। **এই সব গুণ**—৩২-৩৭ পয়ারোক্ত গুণ সকল। **লঞা**—লইয়া; উপলক্ষ্য করিয়া। **মুনি বৈশম্পায়ন**—বৈশম্পায়ন মুনি। **সহস্র নামে**— মহাভারতের অন্তর্গত বিষ্ণুর সহস্র-নাম-গণনায়। **তাঁর**—শ্রীচৈতন্যের।

মহাভারতে বিষ্ণুর সহস্র-নাম-গণনায় বৈশম্পায়ন মুনি শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বোক্ত গুণ-সমূহকে উপলক্ষ্য করিয়া ঐ সমস্ত গুণানুরূপ নামও গণনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের অনন্ত গুণ; কিন্তু তন্মধ্যে কেবল আটটী গুণ লইয়াই বৈশম্পায়ন মুনি শ্রীচৈতন্যের আটটী নাম সহস্র-নাম মধ্যে গণনা করিয়াছেন; এই আটটী নামের মধ্যে চারিটী নাম প্রভুর আদি-লীলা সম্বন্ধে এবং চারিটী শেষ-লীলা সম্বন্ধে।

৩৯। **দুই লীলা ইত্যাদি**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রধানতঃ দুইটী লীলা; আদি ও শেষ। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৫ ও ২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **চারি চারি ইত্যাদি**—আদি লীলায় চারিটী এবং শেষ লীলায় চারিটী বিশেষ নাম সহস্র নামে উল্লিখিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার প্রমাণ দিতেছেন।

মহাভারতে দানধর্ম্মে, বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে—
(১২৭।৭৫—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৮ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীচৈতন্যাবতারত্বে শ্রীভারতং প্রমাণয়তি সুবর্ণ ইতি। সুবর্ণং সুন্দরবর্ণং কৃষ্ণবর্ণমিত্যর্থঃ তং বর্ণয়তি ইতি সুবর্ণবর্ণঃ। বরাঙ্গঃ শ্রেষ্ঠাঙ্গঃ শমঃ ভগবন্নিষ্ঠতাবুদ্ধিঃ শান্তিপরায়ণঃ নিবৃত্তিপরায়ণঃ। চক্রবর্ত্তী ॥ ৮ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৮। **অন্বয়।** সুবর্ণবর্ণঃ (কৃষ্ণ এই উত্তম বর্ণদ্বয় বর্ণনা করেন যিনি) হেমাঙ্গ (স্বর্ণের ন্যায় অঙ্গের বর্ণ যাঁহার) বরাঙ্গঃ (শ্রেষ্ঠ অঙ্গ যাঁহার) চন্দনাঙ্গদী (চন্দনের অঙ্গদ ব্যবহার করেন যিনি) সন্ন্যাসকৃৎ (যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন) শমঃ (যাঁহার-বুদ্ধি ভগবানে নিষ্ঠা প্রাপ্ত) শান্তঃ (যাঁহার চিত্ত অচঞ্চল) নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ (যিনি নিবৃত্তি-পরায়ণ)।

অনুবাদ। হরিনাম প্রচার উপলক্ষে "কৃষ্ণ" এই উত্তম বর্ণদ্বয় সর্ব্বদা বর্ণন করেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম সুবর্ণবর্ণ; তাঁহার অঙ্গ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল বলিয়া তাঁহার একটী নাম হেমাঙ্গ; সাধারণ লোক অপেক্ষা তাঁহার অঙ্গ-সমূহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার একটী নাম বরাঙ্গ; চন্দনের অঙ্গদ (কেয়ূর) পরিধান করেন বলিয়া তাঁহার নাম চন্দনাঙ্গদী; সন্ন্যাস গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম সন্ন্যাসী; ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধি বলিয়া তাঁহার নাম শম; অচঞ্চলচিত্ত বলিয়া তাঁহার নাম শান্ত; কৃষ্ণভক্তিতে নিষ্ঠা এবং নিবৃত্তিপরায়ণ বলিয়া তাঁহার নাম নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ। ৮।

সুবর্ণবর্ণ:—সুবর্ণের (স্বর্ণের) ন্যায় পীতবর্ণ যাঁহার, তিনি সুবর্ণবর্ণ; কিন্তু পরবর্ত্তী হেমাঙ্গশব্দেরও ইহাই অর্থ বলিয়া এই অর্থ গৃহীত হইতে পারে না; একস্থলে একার্থক দুইটী শব্দ গ্রন্থকারের অভিপ্রেত হইতে পারে না। তাই সুবর্ণবর্ণ-শব্দের অন্য অর্থ করা হইয়াছে। সু (উত্তম, সুন্দর) বর্ণ (অক্ষর) সুবর্ণ, সর্ব্বোত্তম এবং পরমসুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দনের "কৃষ্ণ" এই বর্ণদ্বয়। তাহা বর্ণন বা কীর্ত্তন করেন যিনি, তিনি সুবর্ণবর্ণ। অথবা, সু (সুন্দর, পরমসুন্দর, সর্ব্বচিত্তহর) বর্ণ যাঁহার, তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) সুবর্ণ; তাঁহাকে, তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি বর্ণন করেন যিনি, তিনি সুবর্ণবর্ণ (সুবর্ণং সুন্দরবর্ণং কৃষ্ণবর্ণমিত্যর্থঃ তং বর্ণয়তি ইতি সুবর্ণবর্ণঃ:—চক্রবর্ত্তী)। **হেমাঙ্গ**:—হেমের (স্বর্ণের) ন্যায় পীতবর্ণ অঙ্গ যাঁহার, তিনি হেমাঙ্গ। **বরাঙ্গ**—বর (শ্রেষ্ঠ) অঙ্গ যাঁহার। **চন্দনাঙ্গদী**—চন্দনের (চন্দনপঙ্কের) অঙ্গদ (বাহুভূষণ) ধারণ করেন যিনি। **সন্ন্যাসকৃৎ**—সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন যিনি। **শমঃ**—যাঁহার বুদ্ধি ভগবানে নিষ্ঠা লাভ করিয়াছে (শমঃ মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেঃ—শ্রীভগবদুক্তি)। **শান্তঃ**—স্থিরচিত্ত। **নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ**:—নিবৃত্তিপরায়ণ (চক্রবর্ত্তী)। এই সমস্ত লক্ষণই শ্রীমন্মহাপ্রভুতে দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বোক্ত ৩১শ পয়ারে "নামের প্রচার" বাক্যে "সুবর্ণবর্ণ", ৩২শ পয়ারে "তপ্তহেমকান্তি" বাক্যে "হেমাঙ্গ", ৩২-৩৫শ পয়ারে "প্রকাণ্ড শরীর হইতে সুধাংশুবদন" বাক্যে "বরাঙ্গ", ৩৭শ পয়ারে "চন্দনাঙ্গদী", ৩৬শ পয়ারে "শম, শান্ত নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ" নাম ব্যক্ত হইয়াছে। সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ ও চন্দনাঙ্গদী এই চারিটী আদিলীলার নাম; সন্ন্যাসী, শম, শান্ত ও নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ শেষলীলার (সন্ন্যাস গ্রহণের পরের) নাম।

মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে বিষ্ণুর সহস্রনাম-স্তোত্রে অবিকল এই শ্লোকটী দেখা যায় না; দুইটী শ্লোকের দুইটী অংশ লইয়া কবিরাজ-গোস্বামী এই শ্লোকটী গ্রথিত করিয়াছেন; সেই মূল শ্লোক দুইটী এইরূপ:—"ত্রিসামা সামগঃ সাম-নির্ব্বাণং ভেষজং ভিষক্। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৭৫ ॥" এবং "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। বীরহা বীষমঃ শূন্যো ঘৃতাশীরচলশ্চলঃ ॥ ৯২ ॥" দ্বিতীয় শ্লোকটীর প্রথমাংশ এবং প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয়াংশ লইয়া কবিরাজ-গোস্বামী এই শ্লোকটী গ্রথিত করিয়াছেন। দুইটী স্বতন্ত্র শ্লোকের দুই অংশ লইয়া একটী শ্লোক-রচনায় কবিরাজ-গোস্বামীর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে কোনও অন্তরায় উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা নাই। কারণ, বিষ্ণুর সহস্রনামে, ভগবানের

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার।
কলিযুগে ধর্ম্ম—নামসঙ্কীর্ত্তন সার ॥ ৪০

তথাহি (ভাঃ ১১।৫।৩১-৩২)—
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্ ।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শৃণু ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি ॥ কৃষ্ণতাং ব্যবর্ত্তয়তি ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলম্ । যদ্বা, ত্বিষা কৃষ্ণং কৃষ্ণাবতারং অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি। অঙ্গানি হৃদয়াদীনি উপাঙ্গানি কৌস্তুভাদীনি অস্ত্রাণি সুদর্শনাদীনি পার্ষদাঃ সুনন্দাদয়ঃ তৎসহিতম্ । যজ্ঞৈরর্চ্চৈঃ সঙ্কীর্ত্তনং নামোচ্চারণং স্তুতিশ্চ তৎপ্রধানৈঃ। সুমেধসো বিবেকিনঃ ॥ স্বামী ॥

শ্রীকৃষ্ণাবতারানন্তর-কলিযুগাবতারং পূর্ব্ববদাহ কৃষ্ণেতি। ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণঃ গৌরস্তং সুমেধসঃ যজন্তি। গৌরত্বঞ্চাস্য আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োঽস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত ইত্যত্র পারিশেষ্যপ্রমাণলব্ধম্। ইদানীমেতদবতারাস্পদত্বেনাভিখ্যাতে দ্বাপরে কৃষ্ণতাং গতঃ ইত্যুক্তেঃ শুক্লরক্তয়োঃ সত্যত্রেতাগতত্বেন দর্শিতম্। পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরিপূর্ণরূপত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাদ্ যুগাবতারত্বং তস্মিন্ সর্ব্বেঽপ্যবতারা অন্তর্ভূতা ইতি তত্তৎপ্রয়োজনং তস্মিন্নেকস্মিন্নেব সিধ্যতীত্যপেক্ষয়া। তদেবং যদ্ দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি তদেব কলৌ শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষঃ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি। তদব্যভিচারাৎ। তদেতদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণদ্বারা ব্যনক্তি। কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ চ যত্র। যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবনাম্নি কৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ। তৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধববাক্যে সমাহূতা ইত্যাদি পদ্যে শ্রিয়ঃ সবর্ণেনেত্যত্র টীকায়াং শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ সমানবর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য সঃ। শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মীত্যপি দৃশ্যতে। যদ্বা কৃষ্ণং বর্ণয়তি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিভিন্ন স্বরূপের বিভিন্ন গুণানুরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম উল্লিখিত হইয়াছে; তন্মধ্যে যে আটটী নাম শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে প্রয়োজ্য, সেই আটটীই এস্থলে সঙ্কলিত হইয়াছে। "সুবর্ণবর্ণ"-ইত্যাদি অংশ মহাভারতে পরবর্ত্তী শ্লোকে উল্লিখিত হইলেও ঐ নামগুলি মহাপ্রভুর আদিলীলা সম্বন্ধীয় হওয়ায় কবিরাজ-গোস্বামীর শ্লোকে প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে।

যাহাহউক, মহাভারতের বিষ্ণুসহস্র-নাম-স্তোত্রের উক্ত আটটী নাম কেবল শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য হয়; অন্য কোনও ভগবৎস্বরূপ-সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয় না। সুতরাং শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়াই যে উক্ত নামগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, মহাভারতেও শ্রীচৈতন্যের অবতারের কথা লিখিত হইয়াছে। আরও, মহাভারতে শ্রীচৈতন্যের আটটী নাম দেখিতে পাওয়ায় এবং সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে শ্রীচৈতন্যের অবতার না থাকায়, কলিযুগেই যে তাঁহার অবতারের সময়, তাহাও প্রমাণিত হইল।

৪০। কলিযুগেই যে শ্রীচৈতন্যের অবতার, মহাভারতের শ্লোকে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই, যুক্তি দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন করিতে হয়; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কলিযুগে পীতকান্তি শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েন এবং সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে একথা স্পষ্টই লিখিত আছে, ইহাই এই পয়ারের মর্ম্ম।

ব্যক্ত করি—স্পষ্ট করিয়া। **নাম-সঙ্কীর্ত্তন সার**—নাম সঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগের সার ধর্ম্ম। বহুলোক একত্রে মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করাকে সঙ্কীর্ত্তন বলে। "সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানম্। ক্রমসন্দর্ভঃ।১১।৫।৩২॥" এস্থলে তদ্গান-শব্দে শ্রীগৌরকীর্ত্তন বুঝিতে হইবে। বহুলোক একত্রে মিলিত হইয়া পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগৌরকীর্ত্তন করিয়া তৎপর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন করিলেই ঐ কীর্ত্তনকে সঙ্কীর্ত্তন বলা হয়।

প্রমাণস্বরূপে নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ৯-১০। অন্বয়। হে উর্ব্বীশ (হে পৃথিবীপতে)! দ্বাপরে (দ্বাপর যুগে) জগদীশ্বরং (জগদীশ্বরকে) [লোকাঃ] (লোক সকল) ইতি (এইরূপে—নমস্তে বাসুদেবায় ইত্যাদিরূপে) স্তুবন্তি (স্তবপূজা করে)। কলৌ

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। | যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তাদৃশস্বপরমানন্দবিলাসস্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি পরমকারুণিকতয়া চ সর্ব্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তম্। অথবা স্বয়মকৃষ্ণং গৌরঃ ত্বিষা স্বশোভাবিশেষেণৈব কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ। যদ্দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং কৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ। কিম্বা সর্ব্বলোকদ্রষ্টারং কৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ ত্বিষা প্রকাশবিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণম্। তাদৃশশ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈবাবির্ভাব-বিশেষঃ স ইতি ভাবঃ। তস্য ভগবত্ত্বমেব স্পষ্টয়তি সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। অঙ্গান্যেব পরমমনোহরত্বাদুপাঙ্গানি ভূষণাদীনি। মহাপ্রভাবত্বাত্তান্যেবাস্ত্রাণি। সর্ব্বদৈবৈকান্তবাসিত্বাত্তান্যেব পার্ষদাঃ। বহুভির্মহানুভাবৈরসকৃদেব তথা দৃষ্টোঽসাবিতি গৌড়বরেন্দ্রবঙ্গোৎকলাদি-দেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ। যদ্বা অত্যন্তপ্রেমাস্পদত্বাত্তত্তুল্যা এব পার্ষদাঃ। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমহানুভাবচরণ-প্রভৃতয়স্তৈঃ সহ বর্ত্তমানমিতি চার্থান্তরেণ ব্যক্তম্। তদেবম্ভূতং কৈ র্যজন্তি। যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ। ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবা ইত্যুক্তেঃ। তত্র বিশেষেণ তমেবাভিধেয়ং ব্যনক্তি। সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ। তথা সঙ্কীর্ত্তনপ্রাধান্যস্য তদাশ্রিতেষ্বেব দর্শনাৎ স এব অত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টম্। অতএব সহস্রনাম্নি তদবতারসূচকানি নামানি কথিতানি। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্ত ইত্যেতানি। দর্শিতঞ্চৈতৎ পরমবিদ্বচ্ছিরোমণিনা শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যেণ। কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গ ইতি॥ ক্রমসন্দর্ভঃ॥ ৯-১০॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(কলিযুগে) অপি (ও) নানাতন্ত্রবিধানেন (নানাবিধ তন্ত্রের বিধান অনুসারে) যথা (যদ্রূপ) [স্তুবন্তি] (স্তবপূজা করে), শৃণু (শ্রবণ কর)। সুমেধসঃ (সুবুদ্ধি লোকগণ) ত্বিষা (কান্তিতে) অকৃষ্ণং (অকৃষ্ণ—পীত বা গৌর) সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং (অঙ্গ-উপাঙ্গরূপ অস্ত্র ও পার্ষদগণের সহিত বর্ত্তমান) কৃষ্ণবর্ণং (কৃষ্ণবর্ণ) [ভগবন্তং] (ভগবান্‌কে) সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ (সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান) যজ্ঞৈঃ (পূজোপকরণ দ্বারা) যজন্তি (পূজা করেন) হি (নিশ্চিত)।

অনুবাদ। হে রাজন্! (বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের) দ্বাপরে এই (নমস্তে বাসুদেবায় ইত্যাদি) রূপে জগদীশ্বরকে লোক সকল স্তুতি করেন; নানাবিধ তন্ত্রের বিধান-অনুসারে (বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের) কলিযুগেও যেরূপে (স্তুতি-পূজা) করিয়া থাকেন, (তাহা বলিতেছি) শ্রবণ করুন। সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান পূজোপকরণ দ্বারা, অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্র (অথবা অঙ্গ, উপাঙ্গ ও অস্ত্র) এবং পার্ষদগণের সহিত বর্ত্তমান গৌরকান্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ (ভগবানের) অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ৯-১০।

কোন্ যুগে কি বর্ণে শ্রীভগবান্ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার কি নাম, কিরূপ বর্ণ এবং কোন্ বিধি-অনুসারেই বা তাঁহার পূজাদি হয়—ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণন-উপলক্ষে নবযোগেন্দ্রের একতম শ্রীকরভাজন বলিলেন,—বৈবস্বত-মন্বন্তরের অন্তর্গত দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরকে বেদতন্ত্রাদির বিধি-অনুসারে মহারাজোপচারে লোকসমূহ পূজা করিয়া থাকে (শ্রীভা, ১১।৫।২৮); আর "নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥ নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে। বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ॥" এই সকল বাক্যে লোকসমূহ তাঁহার স্তুতি করিয়া থাকেন (শ্রীভা, ১১।৫।২৯-৩০।) (শ্লোকস্থ **ইতি**—শব্দদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে।) **উর্ব্বীশ**—উর্ব্বী (পৃথিবী) + ঈশ (ঈশ্বর); পৃথিবী-পতি। এস্থলে নিমি-মহারাজকে সম্বোধন করিয়াই উর্ব্বীশ বলা হইয়াছে। নিমি-মহারাজই নবযোগেন্দ্রের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং সেই প্রশ্নের উত্তরেই শ্রীকরভাজন-ঋষি উক্ত শ্লোকগুলি বলিয়াছিলেন। যাহাহউক, দ্বাপরের কথা বলিয়া শ্রীকরভাজন বলিলেন, বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের কলিতেও শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন এবং নানাবিধ তন্ত্রের বিধান অনুসারে লোকসমূহ তাঁহারও পূজা করিবে। (কলিযুগে যে তন্ত্রমার্গেরই প্রাধান্য, তাহাই এই বাক্যে সূচিত হইল—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীধরস্বামী)। এই কলিতে যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহার বর্ণনা-উপলক্ষে শ্রীকরভাজন বলিলেন—কলির অবতার কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু তাঁহার কান্তিটী অকৃষ্ণ এবং তিনি সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ। এই তিনটী শব্দের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

এই শ্লোকে বর্ত্তমান চতুর্যুগীয় কলিযুগের উপাস্যের কথাই বলা হইয়াছে এবং তিনি এই কলিযুগেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধীয় আলোচনায় শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে প্রহ্লাদের একটী উক্তির কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন—"ছন্নঃ কলৌ যদভবাস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥ শ্রীভা, ৭।৯।৩৮॥—কলিতে ভগবানের ছন্ন বা প্রচ্ছন্ন অবতার।" ছন্ন শব্দে কি বুঝায়, তাহা বিবেচনা করা যাউক। ছন্ন অর্থ আচ্ছাদিত। এই কলিতে যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহার বিগ্রহটী থাকিবে আচ্ছাদিত; সুতরাং তাঁহার বিগ্রহের নিজস্ব বা স্বাভাবিক রূপটী সাধারণতঃ দেখা যাইবে না; কাজেই সেই স্বাভাবিকরূপের কান্তিও বাহিরে প্রকাশ পাইবে না। যাহাদ্বারা তিনি আচ্ছাদিত থাকিবেন, তাহার রূপ বা বর্ণটীই বাহিরে দেখা যাইবে এবং তাহার রূপের কান্তিটীই বাহিরে প্রকাশ পাইবে।

এই ছন্নত্বই বর্ত্তমান চতুর্যুগীয় কলির অবতারের একটী বিশেষ লক্ষণ; এই লক্ষণ যাঁহাতে নাই, এই কলির অবতাররূপে তাঁহাকে মনে করা যায় না। একথা মনে রাখিয়াই কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্ শ্লোকের অর্থালোচনা করিতে হইবে।

এই শ্লোকের অর্থনির্ণয়ে মুখ্যভাবে আলোচ্য হইতেছে দুইটী পদ—কৃষ্ণবর্ণম্ এবং ত্বিষাকৃষ্ণম্। এই দুইটী শব্দের প্রত্যেকটীরই একাধিক অর্থ হইতে পারে; কোন্ শব্দের কোন্ অর্থ গ্রহণীয়, তাহাই বিবেচ্য। **কৃষ্ণবর্ণম্**—শব্দের দুইটী অর্থ—যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, তিনি কৃষ্ণবর্ণ এবং যিনি কৃষ্ণকে (কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি) বর্ণন করেন, যিনি কৃষ্ণের নাম জপ করেন বা কীর্ত্তন করেন এবং কৃষ্ণের নাম-গুণ-রূপ-লীলাদিরও বর্ণন বা কীর্ত্তন বা প্রচার করেন, তাঁহাকেও কৃষ্ণবর্ণ বলা যায়। এই দুইটী অর্থের কোন্‌টী এই শ্লোকে অভিপ্রেত, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে ত্বিষাকৃষ্ণম্-শব্দটীরও অর্থালোচনা প্রয়োজনীয়; এই দুইটী শব্দের তাৎপর্য্যের সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই অর্থ করিতে হইবে। **ত্বিষাকৃষ্ণম্**—ইহাকে একটী শব্দও মনে করা যায়, আবার দুইটী শব্দও মনে করা যায়। ত্বিষা এবং অকৃষ্ণম্—এই দুইটী শব্দকে সন্ধিতে যুক্ত করিলে একটী শব্দমাত্র পাওয়া যায়—(ত্বিষা + অকৃষ্ণম্)—ত্বিষাকৃষ্ণম্। আর, এস্থলে কোনও সন্ধি নাই মনে করিলে ত্বিষা এবং কৃষ্ণম্—এই দুইটী শব্দ পাওয়া যায়। ত্বিট্-শব্দের তৃতীয়া-বিভক্তিতে ত্বিষা হয়। ত্বিট্-শব্দের অর্থ কান্তি, রূপের ছটা; ত্বিষা-শব্দের অর্থ হইল—কান্তিদ্বারা, কান্তিতে বা রূপের ছটায়। কৃষ্ণশব্দ প্রসিদ্ধ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা হইলে ত্বিষাকৃষ্ণম্ শব্দের অর্থ হইল—কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ যাঁহার রূপের ছটা অকৃষ্ণ (সন্ধিযুক্ত পদ মনে করিলে), অথবা কান্তিতে কৃষ্ণ অর্থাৎ যাঁহার রূপের ছটা কৃষ্ণ (সন্ধি নাই মনে করিলে)। কিন্তু অকৃষ্ণ বলিতে কি বুঝায়? এস্থলে কলির উপাস্য অবতারের কথাই বলা হইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী "আসন্ বর্ণাঃ" শ্লোকের আলোচনাপ্রসঙ্গে শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, কলির সাধারণ যুগাবতারের বর্ণ কৃষ্ণ; কোনও বিশেষ কলিতে ভগবান্ পীতবর্ণেও অবতীর্ণ হয়েন; এই দুইটী বর্ণ ব্যতীত অন্য কোনও বর্ণে কলিতে ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার কথা শাস্ত্র হইতে জানা যায় না। সুতরাং এস্থলে "অকৃষ্ণ" শব্দে পীতবর্ণই সূচিত হইতেছে। কবিরাজগোস্বামীও বলিয়াছেন—"অকৃষ্ণবরণে কহে পীতবরণ ॥১।৩।৪৫॥" আরও একটী কথা বিবেচ্য। এস্থলে এই কলির অবতারের কেবল কান্তির কথাই বলা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণবর্ণম্-পদে যদি তাঁহার স্বাভাবিক বর্ণের কথা বলা হইয়া থাকে এবং সেই বর্ণ যদি অনাচ্ছাদিত হয়, তাহা হইলে পৃথক্‌ভাবে কান্তির বর্ণের উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না—অনাচ্ছাদিত স্বাভাবিক রূপের বর্ণই হইবে কান্তিরও বর্ণ। অবশ্য স্বাভাবিক রূপটী যদি আচ্ছাদিত হয়, তাহাহইলে কান্তির বর্ণের উল্লেখের সার্থকতা আছে। আর, কৃষ্ণবর্ণম্-পদে যদি স্বাভাবিকরূপের উল্লেখ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বাভাবিক রূপের উল্লেখ না করিয়া কান্তির উল্লেখ করাতে মনে হইতেছে, স্বাভাবিকরূপ এবং কান্তি এক নয়। কান্তিই সকলের দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়া কান্তির কথাই

উল্লিখিত হইয়াছে। তাই মনে হয়—যে অবতারের কথা শ্লোকে বলা হইতেছে, তাঁহার কান্তিসম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, ইনি "ছন্ন অবতার", ইহার স্বাভাবিকরূপ অন্যরূপের অন্তরালে লুক্কায়িত আছে; যে আচ্ছাদক রূপটী বাহিরে আছে, সেই রূপটাই এই অবতারের কান্তিকে রূপদান করিয়াছে এবং এই আচ্ছাদক রূপের রূপবিশিষ্ট কান্তিই এই অবতারের কান্তি।

যাহা হউক, পূর্ব্বোল্লিখিত কৃষ্ণবর্ণ-শব্দের অর্থ দুইটীকে ত্বিষাকৃষ্ণ-শব্দের দুইটী অর্থের সঙ্গে মিলাইলে উভয় শব্দের যোগে মোট চারিটী অর্থ পাওয়া যায়; যথা—(ক) যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ এবং কান্তিও কৃষ্ণ; (খ) যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন এবং যাঁহার কান্তি কৃষ্ণ; (গ) যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, কিন্তু কান্তি অকৃষ্ণ বা পীত; এবং (ঘ) যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন এবং যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ বা পীত। এই চারিটী অর্থের কোন্‌টী বা কোন্ কোন্‌টী গ্রহণীয়, তাহাই এখন বিবেচ্য।

(ক) যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, তিনি যদি অনাচ্ছাদিত হয়েন, তবে তাঁহার কান্তিও কৃষ্ণই হইবে; সুতরাং পৃথক্ ভাবে তাঁহার কান্তির উল্লেখ নিরর্থক। সৎ-কবিরা অনর্থক শব্দ বা একই স্থলে একার্থসূচক দুইটী শব্দ প্রয়োগ করেন না। আর, যদি তিনি আচ্ছাদিত হয়েন, তাঁহার আচ্ছাদক-রূপের বর্ণ তাঁহার স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ অপেক্ষা অন্যরূপই হইবে, নচেৎ আচ্ছাদনের সার্থকতাও থাকেনা, ছন্নত্বও জন্মে না। আচ্ছাদক-রূপ কৃষ্ণভিন্ন অন্যরূপ হইলে তাঁহার কান্তিও কৃষ্ণভিন্ন অন্যরূপই হইবে, কান্তি কখনও কৃষ্ণ হইতে পারে না। সুতরাং এই অর্থের কোনও সঙ্গতি থাকে না বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

(খ) যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন এবং যাঁহার কান্তি কৃষ্ণ, তাঁহার নিজস্ব স্বাভাবিক বর্ণের উল্লেখ নাই। তিনি যদি স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ হয়েন, তাঁহার কান্তিও কৃষ্ণবর্ণই হইবে—যদি তিনি আচ্ছাদিত না হয়েন। কিন্তু তাহাতে কলি-অবতারের ছন্নত্ব থাকে না। প্রশ্ন হইতে পারে—তিনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণবর্ণ না হইয়া অন্যবর্ণেরও হইতে পারেন এবং তাঁহার সেই অন্যবর্ণ আচ্ছাদিত হইয়া বাহিরে কৃষ্ণবর্ণ কান্তি বিকীরণ করিতেও পারে। কিন্তু তিনি কোন্ বর্ণ হইতে পারেন? ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, ভগবানের কোন্ কোন্ স্বরূপ কলিতে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা জানা দরকার। কলির সাধারণ যুগাবতার, অথবা কোনও লীলাবতার, অথবা স্বয়ং ভগবান্‌ই অবতীর্ণ হইতে পারেন। কিন্তু কলিতে কোনও লীলাবতার অবতীর্ণ হয়েন না। "কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্। অতএব ত্রিযুগ করি কহি তার নাম॥ ২।৬॥" বাকী রহিলেন—স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ এবং সাধারণ যুগাবতার কৃষ্ণ; কিন্তু উভয়েরই স্বাভাবিক বর্ণ কৃষ্ণ; ইঁহাদের কেহ অবতীর্ণ হইয়া যদি কৃষ্ণকান্তি প্রকাশ করেন, তবে তদ্দ্বারা তাঁহাদের অনাচ্ছাদিতত্বই প্রকাশ পাইবে; কিন্তু এই কলির অবতার ছন্ন। সুতরাং কৃষ্ণ-বর্ণনকারী কৃষ্ণবর্ণ কোনও অনাচ্ছাদিততনু ভগবৎ-স্বরূপ এই শ্লোকের অভিপ্রেত হইতে পারেন না।

উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল "ত্বিষা কৃষ্ণম্" (সন্ধিহীন) পাঠ-সঙ্গত নয়।

(গ) যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, কিন্তু কান্তি অকৃষ্ণ বা পীত। ইহার স্বাভাবিক রূপ এক বর্ণের, কিন্তু দেহের কান্তি অন্য বর্ণের। ইহাতেই বুঝা যায়—ইনি অন্যবর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত, ছন্ন অবতার। ইনি ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ, বাহিরে পীত বা গৌরবর্ণ—অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর। ছন্ন অবতার সূচনা করে বলিয়া এই অর্থ গ্রহণীয়।

(ঘ) যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন এবং যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ বা পীত। ইহার স্বাভাবিক বর্ণসম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই। পূর্ব্বোক্ত (খ) চিহ্নিত আলোচনায় বলা হইয়াছে—হয়তো কলির সাধারণ যুগাবতার, আর না হয় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কলিতে অবতীর্ণ হইতে পারেন। উভয়ের বর্ণই কৃষ্ণ; ইঁহাদের কেহ অবতীর্ণ হইলে পীতবর্ণ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পীতকান্তি হইতে পারেন। ছন্ন অবতার সূচনা করে বলিয়া এই অর্থ গ্রহণীয়।

কিন্তু যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তিনি কি যুগাবতার, না স্বয়ং ভগবান্? পূর্ব্ববর্ত্তী "আসন্ বর্ণাঃ" শ্লোক হইতে জানা যায়, স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন কৃষ্ণই কোনও এক বিশেষ কলিতে স্বয়ংরূপেই পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

যুগাবতারের পীতবর্ণে অবতীর্ণ হওয়ার কোনও উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং এই কলিতেও যে স্বয়ংভগবান্ নন্দনন্দন কৃষ্ণই—যিনি গত দ্বাপরেও স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই—স্বীয় আবির্ভাব-বিশেষ প্রকটিত করিয়া স্বয়ংরূপেই এই কলির উপাস্যরূপে অবতীর্ণ হইবেন—ইহাই এই শ্লোকের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত বলিয়া জানা যাইতেছে। তাঁহার স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ ভিতরে; আচ্ছাদক পীত বা গৌরবর্ণ বাহিরে; তাই তাঁহাকে অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌরও বলা যায়।

(গ) ও (ঘ) আলোচনা হইতে জানা গেল "ত্বিষা অকৃষ্ণম্" (অর্থাৎ সন্ধিবদ্ধ ত্বিষাকৃষ্ণম্) পাঠই সঙ্গত।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, যে পীতবর্ণে নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌররূপে বিশেষ কলিতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেই পীতবর্ণটী কোথা হইতে তিনি গ্রহণ করেন?

ভগবানের সমস্তস্বরূপই নিত্য; তাঁহার এই অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌর-রূপটীও নিত্য এবং এই স্বরূপের আচ্ছাদক পীতবর্ণটীও নিত্যই। সুতরাং যাহা স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট, এমন কোনও বস্তুই এই পীতবর্ণটীর হেতু হইবে। একমাত্র তাঁহার স্বরূপশক্তিই অন্তরঙ্গভাবে তাঁহার সহিত নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট; সুতরাং এই পীতবর্ণটীর হেতুও স্বরূপশক্তিই হইবে, অন্য কিছু হইতে পারে না। স্বরূপশক্তির আবার দুইরূপে অবস্থিতি—অমূর্ত্ত ও মূর্ত্ত। অমূর্ত্তরূপে শক্তি থাকে শক্তিমানের মধ্যেই, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেই ইহা থাকে, এই শক্তির কোনও বর্ণও নাই; সুতরাং এই অমূর্ত্ত শক্তির দ্বারা কোনও স্বরূপেরই ছন্নত্ব জন্মিতে পারে না। শক্তির মূর্ত্তরূপ হইল—শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সর্ব্বশক্তিগরীয়সী হ্লাদিনীর পরমসারভূত মাদনাখ্যমহাভাবস্বরূপিণীই শ্রীরাধা, ইনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি। এই শ্রীরাধাই হইলেন—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্ত্তরূপ, স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁহার বর্ণ আছে—এই বর্ণ পীত বা নবগোরচনাগৌর। হেমগৌরাঙ্গী শ্রীরাধাই এই কলির অবতারের পীতকান্তির হেতু। কিন্তু শ্রীরাধা কিরূপে নবনীরদবর্ণ নন্দনন্দনকে পীত কান্তি দান করেন? দেহের বাহিরে যে রূপটী থাকে, তাহার ছটাই কান্তি। কলির অবতারের কান্তি যখন পীত, তখন বুঝিতে হইবে—তাঁহার বাহিরের বর্ণটীও পীত, অবিমিশ্র নিবিড় পীত এবং এই পীতবর্ণদ্বারা তাঁহার স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ সম্যক্‌রূপে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। হেমগৌরাঙ্গী শ্রীরাধার কেবল পীতবর্ণ রূপচ্ছটাদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম অঙ্গ নিবিড় নিশ্ছিদ্রভাবে আচ্ছাদিত হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার পীত-অঙ্গদ্বারাই যেন আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীবৃন্দাদেবীর "রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য," ইত্যাদি (উ, নী, ম, স্থা, ১১০) উক্তির প্রমাণে পাওয়া যায়, প্রেমপরিপাক শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিত্তকে গলাইয়া এক করিয়া দিয়াছিল; সেই মহাপরাক্রান্ত প্রেমই কৃষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীরাধার অঙ্গকেও গলাইয়া যেন তাঁহার প্রতি-অঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্যাম অঙ্গকে আলিঙ্গিত করাইয়া পীতবর্ণ করিয়া দিয়াছে, শ্যামসুন্দরকে অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌর করিয়া দিয়াছে। এই কলির এই অবতার তাই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলিত বিগ্রহ। শ্রীরাধা "কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে ।১।৪।৭৫।", সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও কাজই নাই। এইরূপে, সর্ব্বাঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গে আলিঙ্গনদ্বারাও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসেবা—শ্রীকৃষ্ণের বাসনাপূরণই করা হইয়াছে। কি সেই বাসনাপূরণ? শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণের রূপ "বিস্মাপনং স্বস্য চ ৩।২।১২॥" "রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম ।২।২১।৮৬॥", কিন্তু আস্বাদনের উপায় নাই; কারণ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য সম্পূর্ণরূপে আস্বাদনের একমাত্র উপায় হইল শ্রীরাধার মাদনাখ্যপ্রেম। সেই প্রেমের পূর্ণতম অভিব্যক্তি—পূর্ণতম উচ্ছ্বাসও সম্ভব হয় একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে, শ্রীকৃষ্ণের সেবাব্যপদেশে। তাই স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বাসনাপূরণরূপ সেবার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধা স্বীয় ভাবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে সম্যক্‌রূপে পরিসিঞ্চিত করিয়া সেই ভাবের সর্ব্বাতিশায়ী উল্লাসকে সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অঙ্গকেই স্বীয় সমস্ত অঙ্গদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া উভয়ের নিত্য যুগলিত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। দ্বাপর-লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের উক্তরূপ বাসনার অভ্যুদয়; তাই বিলম্ব না করিয়া, অতৃপ্ত বাসনার জ্বালা হইতে

শ্রীকৃষ্ণকে সত্বরই অব্যাহতি দেওয়ার নিমিত্ত, অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতেই শ্রীরাধা এই অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌর, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যযুগলিত বিগ্রহ প্রকটিত করাইয়াছেন। এজন্যই বলা হয়, যে দ্বাপরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতেই শ্রীশ্রীগৌরের আবির্ভাব।

বর্ত্তমান কলিতে নবদ্বীপে যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনিই এই "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" শ্লোকোক্ত কলির উপাস্য অবতার। কৃপা করিয়া শ্রীলরায়রামানন্দের নিকটে তিনি তাহার পরিচয় দিয়াছেন; রায়রামানন্দকে তিনি তাঁহার এই যুগলিত রূপ—"রসরাজ মহাভাব দুই-এ একরূপ" দেখাইয়াছেন এবং দেখাইয়া পরে বলিয়াছেন "গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন। গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥ তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন।২।৮।২৩৮-৩৯॥" কৃপা করিয়া তিনি স্বীয় অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌররূপও কাহাকেও কাহাকেও দেখাইয়াছেন; তাই "অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।" বলিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে তাঁহার বন্দনা করিয়াছেন।

মহাভারত হইতে উদ্ধৃত পূর্ব্ববর্ত্তী "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গ" ইত্যাদি ১।৩।৮ শ্লোকে যে সমস্ত লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত লক্ষণই শ্রীমন্মহাপ্রভুতে বিদ্যমান। "অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥১।৩।১৫॥" উপপুরাণের এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—"হে ব্রহ্মন্! ব্যাসদেব! কোনও এক কলিতে স্বয়ং আমিই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপহত মনুষ্যদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়া থাকি।" এই উক্তি অনুসারে, "আসন্ বর্ণাঃ" ইত্যাদি শ্লোকসূচিত পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও এক কলিতে যেমন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ বর্ত্তমান কলিতেও পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসলীলা প্রকটন পূর্ব্বক কলিহত জীবগণকে নাম-প্রেম প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন।

সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ—হস্ত-পদাদিকে অঙ্গ বলে। অঙ্গুলি-আদি উপাঙ্গ। ভূষণাদি যেমন অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পরম মনোহর উপাঙ্গাদিও তদ্রূপ তাঁহার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করে; তাই তাঁহার উপাঙ্গাদি তাঁহার ভূষণ-স্বরূপই ছিল। (ক্রমসন্দর্ভ)। **অস্ত্র**—চক্রাদি। **পার্ষদ**—পরিকর। চক্রাদি অস্ত্র দ্বারা শ্রীভগবান্ সাধারণতঃ অসুর-সংহারাদি করিয়া থাকেন; তাঁহার পার্ষদবর্গও অসুর-সংহারাদির আনুকূল্য করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান কলিযুগাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির এমনই অদ্ভুত প্রভাব ছিল যে, তাহাদের মনোহারিত্ব দর্শন করিয়াই অসুরগণের অসুরত্ব চিরকালের জন্য পলায়ন করিত; এবং প্রভুর দর্শনে এবং তাঁহার শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণে অসুরগণের চিত্তে ভগবৎপ্রেমের আবির্ভাব হইত। "রাম-আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে, অসুরেরে করিল সংহার। এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারে না মারিল, চিত্তশুদ্ধি করিল সভার।" এইভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দ্বারাই অস্ত্র ও পার্ষদাদির কার্য্য নির্ব্বাহিত হওয়ায়—অসুরের অসুর-স্বভাব বিনষ্ট হওয়ায়—অঙ্গোপাঙ্গকেই অস্ত্র ও পার্ষদ বলা হইয়াছে। অঙ্গ এবং উপাঙ্গই অস্ত্র ও পার্ষদ যাঁহার, অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্র ও পার্ষদের সহিত বর্ত্তমান যিনি, তিনি সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদ।

অথবা, ব্রজভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু সর্ব্বদা নির্জ্জনে বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার অঙ্গ ও উপাঙ্গব্যতীত তখন আর কেহই তাঁহার পার্শ্বে থাকিত না; এই অঙ্গ ও উপাঙ্গ পার্ষদের ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিত বলিয়া তাহাদিগকে তাঁহার পার্ষদ বলা হইয়াছে।

অথবা, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যাদি পরিকর-বর্গকেই এস্থলে পার্ষদ-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। এইরূপে কলির অবতারের পরিচয় দিয়া লোক সকল কিরূপে তাঁহার অর্চ্চনাদি করে, তাহাও বলা হইয়াছে। যজ্ঞ—পূজার উপকরণ। **সঙ্কীর্ত্তন**—বহুলোক একত্রে মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তনকে সংকীর্ত্তন বলে (৪০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **সঙ্কীর্ত্তন-প্রায় যজ্ঞ**—সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান পূজোপকরণ; পূজার যত রকম উপকরণ আছে, তন্মধ্যে সঙ্কীর্ত্তনই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ; সঙ্কীর্ত্তনেই প্রভু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রীত হয়েন, এজন্য সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান

শুন ভাই। এই সব চৈতন্য মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা ॥ ৪১
'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তেঁহো বর্ণে নিজ সুখে ॥ ৪২
কৃষ্ণবর্ণ-শব্দের অর্থ দুই ত প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উপকরণেই তাঁহার অর্চ্চনার প্রয়োজনীয়তা বলা হইল। স্থূলার্থ এই যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পূজার অন্যান্য উপকরণ থাকিতে পারে, কোনও কোনও সময়ে কোনও কোনও উপকরণ হয়ত বিশেষ কারণে বাদও পড়িতে পারে; কিন্তু সঙ্কীর্ত্তন যেন কোনও সময়েই বাদ না পড়ে। **সুমেধা**—সু (উত্তম) মেধা (বুদ্ধি) যাঁহাদের, তাঁহারা সুমেধা; সুবুদ্ধি। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভজনে বিশুদ্ধ ব্রজপ্রেম লাভ করিতে পারা যায়—যাহা অপেক্ষা উচ্চতর কাম্য বস্তু আর কিছুই হইতে পারে না। তাই, যাঁহারা মহাপ্রভুর প্রীতিমূলক পূজোপকরণ (সঙ্কীর্ত্তন) দ্বারা তাঁহার ভজন করেন, করভাজন-ঋষি তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তাঁহাদিগকে সুমেধা বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা ইহাও ব্যঞ্জিত হইতেছে যে, যাঁহারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভজন করেন না, ভজন করিলেও যাঁহারা সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপকরণে তাঁহার অর্চ্চনা করেন না, তাঁহারা সুমেধা নহেন, বরং কুমেধা। "সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে. সে-ই ধন্য॥ সে-ই ত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার। সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণ-নাম-যজ্ঞ সার ॥ ১।৩।৬২-৬৩ ॥"

বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে (অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌররূপে) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কথা যে স্পষ্টাক্ষরেই শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহাই দেখান হইল।

৪১। "কৃষ্ণবর্ণং" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিবার উপক্রম করিতেছেন।

শুন ভাই—প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা-স্ফূর্ত্তিতে চিত্ত প্রেমাপ্লুত হওয়ায়, সমস্ত বিশ্ববাসীকেই নিতান্ত আপন জন মনে করিয়া গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী শ্রোতাদিগকে প্রীতিপূর্ণ "ভাই" শব্দে সম্বোধন করিতেছেন। **এই সব**—কৃষ্ণবর্ণং ইত্যাদি শ্লোকে যাহা বর্ণিত হইয়াছে। **চৈতন্য-মহিমা**—শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের মাহাত্ম্য। **এই শ্লোকে**—"কৃষ্ণবর্ণং" ইত্যাদি শ্লোকে। **মহিমার সীমা**—মহিমার অবধি বা পরাকাষ্ঠা। শিব-বিরিঞ্চির পক্ষেও সুদুর্লভ ব্রজপ্রেম জনসাধারণের মধ্যে নির্ব্বিচারে বিতরণ করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া গৌররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—ইহাতেই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মহিমার বা করুণার পরাকাষ্ঠা

৪২। শ্লোকস্থ "কৃষ্ণবর্ণং" শব্দের অর্থ করিতেছেন, তিন পয়ারে।

বর্ণ—অক্ষর। **'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ**—কৃষ্ণ-শব্দের 'কৃ' ও 'ষ্ণ' এই দুইটী অক্ষর। **সদা যাঁর মুখে**—সর্ব্বদা যাঁহার মুখে বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তন-উপলক্ষে যিনি সর্ব্বদা "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" উচ্চারণ করেন। এই পয়ারার্দ্ধে "কৃষ্ণবর্ণ" শব্দের এইরূপ অর্থ করিলেন—কৃষ্ণ-শব্দের "কৃ" ও "ষ্ণ" এই বর্ণদ্বয় সর্ব্বদা যাঁহার মুখে বিরাজিত, তিনি কৃষ্ণবর্ণ। অন্য রকম অর্থ করিতেছেন—"অথবা" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধে। **কৃষ্ণকে তেঁহো** ইত্যাদি—যিনি কৃষ্ণকে (কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিকে বর্ণন) (নামরূপাদির মাহাত্ম্য খ্যাপন) করেন, তিনি কৃষ্ণবর্ণ। **নিজ সুখে**—মনের আনন্দে; অত্যন্ত প্রীতির সহিত। নীরস উপদেশের মতই যে তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপাদির মহিমা খ্যাপন করেন, তাহা নহে; বস্তুতঃ ঐরূপ মহিমাখ্যাপনে তিনি নিজেও অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন; সুতরাং যাঁহারা তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারাও অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিয়া নাম-গুণ-লীলাদি-কীর্ত্তনে প্রলুব্ধ হয়েন।

৪৩। কৃষ্ণবর্ণ-শব্দের দুইটী অর্থ, তাহা পূর্ব্বপয়ারে দেখান হইয়াছে। এই দুইটী অর্থই প্রামাণ্য। এই দুইটী অর্থ হইতেই জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মুখে কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদির মহিমা-কথা ব্যতীত অন্য কথার স্ফুরণ হয় না। সুতরাং তাঁহাকে যে কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়াছে, তাহার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। **আন**—অন্য কথা।

কেহো তাঁরে বোলে যদি 'কৃষ্ণবরণ'।
আর বিশেষণে তার করে নিবারণ ॥ ৪৪
দেহকান্ত্যে হয় তেঁহ অকৃষ্ণবরণ।
অকৃষ্ণবরণে কহে—পীত-বরণ ॥ ৪৫

অতএব শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈঃ স্তবমালায়াং
(২।১) নির্ণীতমস্তি—
কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স চৈতন্যাকৃতির্দেবঃ নোঽস্মান্ কৃপয়তু কৃপাবিষয়ান্ করোতু। চৈতন্যাকৃতিশ্চিন্মূর্ত্তিঃ। আকৃতিস্তু স্ত্রিয়াং রূপে সামান্যবপুষোরপীতি মেদিনীকরঃ। পক্ষে চৈতন্যনাম্নী আকৃতির্যস্য সঃ শচীপুত্র ইত্যর্থঃ, দেবঃ সর্ব্বারাধ্যঃ পাষণ্ডিবিজিগীষুশ্চ। স ক ইত্যপেক্ষ্যাহ। বিদ্বাংসঃ কৃষ্ণবর্ণমিত্যাদিবাক্যার্থতাৎপর্য্যজ্ঞাঃ। যং কলৌ চতুর্থযুগে। উৎকীর্ত্তনময়ৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রধানৈর্মখবিধিভির্ভক্তিযজ্ঞৈঃ স্ফুটং সাক্ষাৎ যজন্তে অর্চ্চয়ন্তি। যং কীদৃশমিত্যাহ। কৃষ্ণাঙ্গমিন্দ্রনীলমণিশ্যামলাবয়বমেব দ্যুতিভরাদকৃষ্ণাঙ্গং পীতং কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণমিত্যুক্তেঃ। যদ্যপি ত্বিষাঽকৃষ্ণমিত্যুক্তেঃ, শুক্লকপিলাদিত্বমপ্যায়াতি, তথাপ্যাসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত ইতি শ্রীদশমে গর্গোক্তৌ পারিশেষ্যেণ পীতকান্তের্লাভাদুক্তং সুষ্ঠু। যং ভীষ্মাদয়ো বিদ্বাংসোঽখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং সর্ব্বপরিব্রাজামুপাস্যং পূজ্যঞ্চ প্রাহুঃ। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তঃ নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ। ইতি যতিরাজং বদন্তীত্যর্থঃ। বিদ্যাভূষণঃ ॥ ১১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৪। কেহ হয়তো পূর্ব্বোক্ত অর্থে আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, উক্তরূপ অর্থ সঙ্গত নহে, কৃষ্ণ বর্ণ যাঁহার (অর্থাৎ যাঁহার বর্ণ বা কান্তি কৃষ্ণ) তিনি কৃষ্ণবর্ণ—এইরূপ অর্থই সঙ্গত। এই আপত্তি খণ্ডনের অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, এইরূপ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না। ইঁহার কান্তি কৃষ্ণ হইতে পারে না ; কারণ "ত্বিষা অকৃষ্ণং" বাক্যেই স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে—ইঁহার কান্তি অকৃষ্ণ, কৃষ্ণ নহে।

তাঁরে—"কৃষ্ণবর্ণং" ইত্যাদি শ্লোকে উল্লিখিত কলির অবতারকে। **কৃষ্ণ বরণ**—কৃষ্ণ বরণ (বর্ণ বা কান্তি) যাঁহার ; যাঁহার অঙ্গকান্তি কৃষ্ণ, তিনিই "কৃষ্ণবর্ণ" শব্দে লক্ষিত হইয়াছেন। **আর বিশেষণে**—অন্য বিশেষণ-শব্দে ; শ্লোকস্থ "অকৃষ্ণ" শব্দে। **তার করে নিবারণ**—"যাঁহার বর্ণ বা কান্তি কৃষ্ণ, তিনিই কৃষ্ণবর্ণ," এই অর্থের বাধা দেয় ; এইরূপ অর্থ যে হইতে পারে না, তাহাই প্রমাণিত করে ; কারণ, একই বাক্যে একই ব্যক্তির কান্তিকে কৃষ্ণ ও অকৃষ্ণ বলা সম্ভব নহে ; এই দুইটী তখন বিরুদ্ধ-অর্থ-বাচক শব্দ হইয়া পড়ে।

৪৫। এই পয়ারে "ত্বিষাকৃষ্ণং" অংশের অর্থ করিতেছেন। তাঁহার দেহের কান্তি অকৃষ্ণ বা পীত।

দেহকান্ত্যে—দেহের কান্তিতে। **অকৃষ্ণ-বরণ**—কৃষ্ণবর্ণ নহেন যিনি ; যাঁহার দেহের কান্তি কৃষ্ণ নহে। **অকৃষ্ণ বরণে ইত্যাদি**—এস্থলে "অকৃষ্ণবর্ণ" শব্দে পীতবর্ণই সূচিত হইতেছে। কারণ, আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।৮।১৩) শ্লোকে যাঁহাকে কলির অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, "কৃষ্ণবর্ণং" ইত্যাদি শ্লোকেও তাঁহারই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে ; "আসন্ বর্ণাঃ" শ্লোকে বলা হইয়াছে,—তিনি পীত ; আর "কৃষ্ণবর্ণং" শ্লোকে বলা হইয়াছে,—তিনি অকৃষ্ণ ; সুতরাং অকৃষ্ণ-শব্দে "পীত"ই বুঝাইতেছে। **পীত-বরণ**—তপ্ত সোনার ন্যায় উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ। পূর্ব্বশ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীরূপ-গোস্বামিচরণও যে তপ্তহেমকান্তি শ্রীগৌরাঙ্গকে "অকৃষ্ণ" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, সুতরাং "কৃষ্ণবর্ণং" শ্লোকের "অকৃষ্ণ" শব্দে যে "পীত" বর্ণই বুঝায়, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীরূপ-গোস্বামি-বিরচিত "কলৌ যং বিদ্বাংসঃ" ইত্যাদি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ১১। অন্বয়। কলৌ (কলিযুগে) স্ফুটং (ব্যক্ত) দ্যুতিভরাৎ (কান্তির আধিক্যবশতঃ) অকৃষ্ণাঙ্গং (গৌর, পীতবর্ণ) যং (যেই) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) বিদ্বাংসঃ (পণ্ডিতগণ) উৎকীর্ত্তনময়ৈঃ (উচ্চ-সংকীর্ত্তন-প্রধান) মখবিধিভিঃ (যজ্ঞ-বিধানদ্বারা) অভিযজন্তে (অর্চ্চনা করেন) ; চ (পুনঃ) যং (যাঁহাকে) অখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং

প্রত্যক্ষ তাহার তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি | যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি ॥৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

(সমস্ত সন্ন্যাসীদিগের) উপাস্যং (পূজ্য) প্রাহুঃ (পণ্ডিতগণ বলেন) ; সঃ (সেই) চৈতন্যাকৃতিঃ (চৈতন্যাকার) দেবঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ দেব) নঃ (আমাদিগকে) অতিতরাং (অত্যধিকরূপে) কৃপয়তু (কৃপা করুন) ।

অনুবাদ । পণ্ডিত ব্যক্তিগণ, (বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের) কলিযুগে অবতীর্ণ এবং কান্তির আধিক্যপ্রযুক্ত গৌরবর্ণ যে শ্রীকৃষ্ণকে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞে অর্চ্চনা করেন ; এবং সমস্ত সন্ন্যাসীদিগের উপাস্য বলিয়া যাঁহাকে তাঁহারা বর্ণন করেন ; সেই চৈতন্যাকার শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমাদিগকে অত্যধিকরূপে কৃপা করুন । ১১ ।

কলৌ—কলিতে ; বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের কলিযুগে । **স্ফুটং**—ব্যক্ত, অবতীর্ণ। **দ্যুতিভরাৎ**—দ্যুতির আধিক্যবশতঃ ; শ্রীরাধার গৌর-জ্যোতির আধিক্যবশতঃ । শ্রীকৃষ্ণ নিজে কৃষ্ণবর্ণ ; তাঁহার অঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ একটী স্বাভাবিক জ্যোতিঃও আছে ; কিন্তু শ্রীরাধার যে গৌর-দ্যুতি তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাঁহার নিজের শ্যাম-দ্যুতি অপেক্ষা তাহা এতই অধিক যে, তাহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম-দ্যুতি সম্যক্‌রূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, শ্যামদ্যুতি আর দৃষ্ট হয় না । **অকৃষ্ণাঙ্গং**—অকৃষ্ণ অঙ্গ যাঁহার ; যাঁহার অঙ্গ বা অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ (গৌর, পীত) শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম-দ্যুতি অপেক্ষা শ্রীরাধার গৌর-দ্যুতির আধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের কান্তি গৌর হইয়া পড়িয়াছে (কলিযুগে)। **উৎকীর্ত্তনময়**—উচ্চকীর্ত্তনই প্রচুররূপে বা প্রধানরূপে দেখা যায় যাহাতে ; সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান । প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় । **মখবিধি**—যজ্ঞের বিধান ; ভক্তিযজ্ঞ । **অভিযজন্তে**—অভি (সম্যক্‌রূপে) যজন্তে (অর্চ্চনা করে) । সঙ্কীর্ত্তনেই শ্রীগৌরাঙ্গ অত্যধিক প্রীতিলাভ করেন বলিয়া, সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপকরণেই তাঁহার সম্যক্ অর্চ্চনা হয় ; ইহাই অভি-উপসর্গের তাৎপর্য্য । **অখিল**—সমস্ত । **চতুর্থাশ্রম**—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারিটী আশ্রম ; চতুর্থাশ্রম বলিতে সন্ন্যাসাশ্রমকে বুঝায় ; এই চারিটী আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাস-আশ্রমই শ্রেষ্ঠ ; সন্ন্যাস-আশ্রমের মহাত্মাগণ অপর আশ্রম-ত্রয়স্থ ব্যক্তিগণেরও পূজনীয় । **চতুর্থাশ্রমজুষাং**—যাঁহারা সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের ; সন্ন্যাসীদিগের । **উপাস্য**—পূজনীয়, সেব্য । শ্রীগৌরাঙ্গ সমস্ত সন্ন্যাসীদিগের উপাস্য ; সুতরাং চারি আশ্রমের সকল ব্যক্তিরই উপাস্য ; তিনি সর্ব্বারাধ্য । শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসি-শিরোমণি হইয়াছিলেন বলিয়াও তাঁহাকে সন্ন্যাসীদিগের উপাস্য বলা যায় । **চৈতন্যাকৃতি**—চৈতন্যই আকৃতি যাঁহার ; চিন্মূর্ত্তি ; যাঁহার আকৃতিতে চিৎ ব্যতীত অচিৎ বা প্রাকৃত কিছুই নাই ; সচ্চিদানন্দ-ঘন-মূর্ত্তি । অথবা চৈতন্যনাম্নী আকৃতি যাঁহার ; যাঁহার নাম শ্রীচৈতন্য ; শচীনন্দন । **দেব**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বারাধ্য ।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার গৌর-কান্তিদ্বারা স্বীয় শ্যামকান্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপচারেই যে তাঁহার অর্চ্চনার বিধি—তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল ।

কলি-অবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে "কৃষ্ণবর্ণ" নহেন—তিনি যে পীতবর্ণ, শ্লোকস্থ "দ্যুতিভরাদকৃষ্ণাঙ্গং" শব্দে তাহা প্রমাণিত হইল ; সুতরাং ৪৪শ পয়ারোক্ত "কেহ তাঁরে কহে যদি কৃষ্ণবরণ"—কৃষ্ণবর্ণ শব্দের এইরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না ।

৪৬ । বিশেষতঃ কলি-অবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দেহ-কান্তি যে গলিত-স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ তাহা—যাঁহারা তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহারাই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন । সুতরাং তাঁহার বর্ণ যে কৃষ্ণ, ইহা কিছুতেই স্বীকার্য্য নহে । তিনি পীতবর্ণ ।

প্রত্যক্ষ—সাক্ষাৎ ; যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের চাক্ষুষ প্রমাণ অনুসারে । **তাঁহার**—"কৃষ্ণবর্ণং" শ্লোকোক্ত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর । **তপ্ত কাঞ্চনের দ্যুতি**—গলিত সোনার কান্তি । **যাহার ছটায়**—যে তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতির কিরণে । **নাশে**—নাশ পায়, বিনষ্ট হয় । **অজ্ঞান-তমঃ**—অজ্ঞানরূপ অন্ধকার । **ততি**—সমূহ, রাশি । **অজ্ঞানতমস্ততি**—অজ্ঞানরূপ অন্ধকার-রাশি । শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গকান্তির প্রভাবেই

জীবের কল্মষ-তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ-উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে ॥৪৭

ভক্তির বিরোধী—কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার 'কল্মষ' নাম—সেই মহাতম ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বহির্ম্মুখ জীবের সমস্ত অজ্ঞান-রাশি দূরীভূত হইত, অসুরের অসুরত্ব বিনষ্ট হইত; সুতরাং তাঁহার অঙ্গকান্তিই অসুর-নাশক অস্ত্রের কাজ করিত।

এই পয়ারার্দ্ধ হইতে ৬১ পয়ার পর্য্যন্ত "কৃষ্ণবর্ণং" শ্লোকের "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্যদং" শব্দের অর্থ করিতেছেন।

৪৭। **জীবের**—কলিহত জীবের। **কল্মষ**—ভক্তি-বিরোধী কর্ম্ম। **কল্মষ-তমঃ**—ভক্তিবিরোধী কর্ম্মকে অন্ধকার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, অন্ধকারের মধ্যে যেমন কোনও বস্তুই দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ ভক্তি-বিরোধী কর্ম্মে রত থাকিলেও ভক্তির মাহাত্ম্য উপলব্ধি হয় না। **অঙ্গ-উপাঙ্গ-নাম**—অঙ্গ ও উপাঙ্গ নামক। অথবা—অঙ্গ, উপাঙ্গ ও হরি-কৃষ্ণ-ইত্যাদি নাম।

কলিহত জীব সাধারণতঃ ভক্তি-বিরোধী কর্ম্মেই আসক্ত; তাহাদের এই আসক্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যে পরম-করুণ শ্রীগৌরাঙ্গ অঙ্গ, উপাঙ্গ ও নাম রূপ অস্ত্র লইয়াই অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি চক্রাদি অস্ত্র এবার প্রকট করেন নাই। যাহাদের প্রতি তিনি একবার প্রেম-দৃষ্টিতে চাহিয়াছেন এবং যাহারা তাঁহার শ্রীঅঙ্গের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়াছে, কিম্বা তাঁহার মুখে একবার হরি-নাম শুনিয়াছে, তাহাদেরই তৎক্ষণাৎ ভক্তিবিরোধী কর্ম্মের বাসনা দূরীভূত হইয়াছে। অন্যান্য অবতারে চক্রাদি-অস্ত্রের ভয় দেখাইয়া জীবের ভক্তি-বিরোধী-কর্ম্ম-বাসনা ত্যাগ করাইয়াছেন, অথবা চক্রাদির সাহায্যে অসুরদিগের সংহার করিয়াছেন; কিন্তু এই পরম-করুণ অবতারে কাহাকেও ভয়ও দেখান নাই, সংহারও করেন নাই। কেবল শ্রীঅঙ্গ এবং শ্রীনাম প্রকটিত করিয়াই শ্রীঅঙ্গের মনোহারিত্বে এবং শ্রীনামের মাধুর্য্যে বহির্ম্মুখ অসুরাদির চিত্তকে এমন ভাবেই আকৃষ্ট করিয়াছেন যে, তাহারা তাহাদের বহির্ম্মুখতা ও অসুরত্বাদি ইচ্ছাপূর্ব্বক—এমন কি নিজেদের অজ্ঞাতসারেও—পরিত্যাগ করিয়া প্রীতি ও ঔৎকণ্ঠার সহিত ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এইরূপে অঙ্গ-উপাঙ্গাদি দ্বারা অস্ত্রের কার্য্য সিদ্ধ হওয়ায় অঙ্গ-উপাঙ্গকেই অস্ত্র বলা হইয়াছে।

৪৮। এই পয়ারে পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত কল্মষ-শব্দের-অর্থ বলিতেছেন। **ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম**—ভক্তি-উন্মেষের প্রতিকূল কর্ম্ম; যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে হৃদয়ে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইতে বাধা প্রপ্ত হয় কিম্বা যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অঙ্কুরিত ভক্তিও তিরোহিত হয়, সেই সমস্ত কর্ম্মই ভক্তি-বিরোধী। **ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম**—ধর্ম্মই হউক আর অধর্ম্মই হউক, যাহা কিছু ভক্তির প্রতিকূল (তাহাকেই কল্মষ বলে)। স্বর্গাদি-ভোগ-প্রাপক বৈদিক অনুষ্ঠানও ধর্ম্ম নামে অভিহিত; কিন্তু আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-মূলক বলিয়া তাহা ভক্তি-বিরোধী। এমন কি, মুক্তির উদ্দেশ্যে যে সমস্ত অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, সে সমস্তও ভক্তি-বিরোধী। কারণ, ভক্তির তাৎপর্য্যই হইল একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি; যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির স্থান নাই, বরং আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির, স্বসুখ-সাধনের বা স্বদুঃখ-নিবৃত্তির বাসনাই দৃষ্ট হয়, তাহা কথনও ভক্তির অনুকূল হইতে পারে না। যে পর্য্যন্ত ভুক্তির ও মুক্তির স্পৃহা হৃদয়ে জাগ্রত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত সেই হৃদয়ে ভক্তিরাণী আসন গ্রহণ করিতে পারেন না। "ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ভ, র, সিন্ধু, পূ, ২।১৫॥"

তাহার কল্মষ নাম—ধর্ম্মই হউক, আর অধর্ম্মই হউক, ভক্তি-বিরোধী কর্ম্ম মাত্রের নামই কল্মষ।

সেই মহাতম—সেই কল্মষই গাঢ় অন্ধকারের ন্যায় জীবের ভক্তি-নেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। গাঢ় অন্ধকারে লোক যেমন স্বীয় গন্তব্য পথ দেখিতে পায় না, কর্দ্দম-কণ্টকাদিতে পতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, তদ্রূপ ভক্তিবিরোধী কর্ম্মরূপ কল্মষ-পরায়ণ লোকও ভক্তির পথ দেখিতে পায় না, অন্য পথে অগ্রসর হইয়া অশেষবিধ সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।

বাহু তুলি 'হরি' বলি প্রেমদৃষ্টে চায়।
করিয়া কল্মষ-নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥ ৪৯

তথাহি তত্রৈব (২।৮)—

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরাস্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি।
পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নিখিলকল্যাণকরত্বং বর্ণয়ন্ বিশিনষ্টি স্মিতেতি। যস্য স্মিতালোকঃ স্মিতপূর্ব্বকঃ কৃপাকটাক্ষঃ। জগতাং জগদ্বর্ত্তিপ্রাণিনাং শোকং হরতি। যস্য গিরাস্তু প্রারম্ভঃ সম্ভাষণোপক্রমঃ জগতাং কুশলপটলীং কল্যাণসংহতিং পল্লবয়তি বিস্তারয়তি। যস্য পদালম্ভঃ চরণাশ্রয়ণং কং বা জনং প্রেমনিবহং কৃষ্ণপ্রেমসন্ততিং ন প্রণয়ত্যপিতু সর্ব্বং জনং তং প্রাপয়তীত্যর্থঃ। বিদ্যাভূষণঃ॥ ১২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৯। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও নামের সাহায্যে কিরূপে জীবের কল্মষ-নাশ করিতেন, তাহা বলিতেছেন, দুই পয়ারে। তিনি যখন বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া মুখে হরি হরি শব্দ উচ্চারণ করিতেন, আর প্রেমদৃষ্টিতে কাহারও প্রতি দৃষ্টি করিতেন, তখনই তাহার সমস্ত ভক্তিবিরোধী কর্ম্মের বাসনা দূরীভূত হইয়া যাইত এবং তখনই সেই ব্যক্তি প্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া যাইত।

প্রেমদৃষ্টে—প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে; কৃষ্ণ-প্রেমবশতঃ ঢুলু ঢুলু নয়নে। **চায়**—দৃষ্টি করেন (শ্রীগৌরাঙ্গ)। **প্রেমেতে ভাসায়**—প্রেম-সমুদ্রে ভাসাইয়া দেন। এই পয়ারোক্তির প্রমাণ রূপে শ্রীরূপ-গোস্বামিচরণের একটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো।১২। অন্বয়। যস্য (যাঁহার) স্মিতালোকঃ (ঈষদ্ধাস্য যুক্ত কটাক্ষ) জগতাং (জগদ্‌বাসী প্রাণি-সমূহের) পরিতঃ (সর্ব্বতোভাবে) শোকং (শোক) হরতি (হরণ করে), তু (পুনঃ) যস্য (যাঁহার) গিরাং (বাক্য-সমূহের) প্রারম্ভঃ (উপক্রম) কুশলপটলীং (কল্যাণ-সমূহকে) পল্লবয়তি (বিস্তারিত করে), যস্য (যাঁহার) পদালম্ভঃ (চরণাশ্রয়) কংবা জনং (কোন্ জনকেই বা) প্রেমনিবহং (শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-সমূহ) হি (নিশ্চিত) ন প্রণয়তি (প্রাপ্ত করায় না), সঃ (সেই) চৈতন্যাকৃতিঃ (চৈতন্যাকার) দেবঃ (দেব) নঃ (আমাদিগকে) অতিতরাং (অত্যধিকরূপে) কৃপয়তু (কৃপা করুন)।

অনুবাদ। যাঁহার মন্দ-হাস্যযুক্ত কটাক্ষ সর্ব্বজগতের (জগদ্‌বাসী প্রাণি-সমূহের) সমস্ত শোক সর্ব্বতোভাবে হরণ করে, যাঁহার (সম্বন্ধীয়) বাক্যের উপক্রমেই (শ্রীচৈতন্য-কথার প্রারম্ভেই) কল্যাণ-সমূহের উদয় হয়, যাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়ে কোন্ জনই বা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম প্রাপ্ত হইতে পারে না (অর্থাৎ সকলেই প্রাপ্ত হইতে পারে)—সেই চৈতন্যাকা শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব আমাদিগকে অত্যধিকরূপে কৃপা করুন। ১২।

স্মিত—মন্দ হাসি। **আলোক**—দৃষ্টি। **স্মিতালোক**—মুখে মন্দ মন্দ হাসির সহিত নয়নে যে দৃষ্টি **গিরাং প্রারম্ভঃ**——বাক্যের আরম্ভ বা উপক্রম; শ্রীচৈতন্যের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কথা তো দূরে, কথার উপক্রমেই। **কুশল-পটলী**—কল্যাণ-সমূহ; সর্ব্ববিধ মঙ্গল।

এই শ্লোক হইতে জানা গেল যে, শ্রীগৌরাঙ্গ যাঁহার প্রতি মন্দহাস্যযুক্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন, তাঁহার সর্ব্ববিধ শোক সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হয়; সর্ব্বতোভাবে শোক দূরীভূত হওয়ায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে শোকের মূল যে কল্মষ, তাহাই দূরীভূত হইয়া যায়। ইহাই শ্লোকস্থ পরিতঃ শব্দের ব্যঞ্জনা। (শ্লোকের এই অংশেই পূর্ব্ব-পয়ারের উক্তি সমর্থিত হইল)। শ্লোক হইতে আরও জানা গেল যে, শ্রীচৈতন্যের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির সম্যক্ কথা তো দূরে, কথার উপক্রমেই জীবের সর্ব্ববিধ কল্যাণের উদয় হয়; সম্যক্ কথার মহিমা আর কি বলা যাইতে পারে? আর, শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণ আশ্রয় করিলে যে কোনও ব্যক্তিই ব্রজপ্রেম লাভ করিতে সমর্থ হয়।

শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপ ক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন ॥ ৫০
অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্যকৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে ॥ ৫১
অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্য সাধন ॥ ৫২
'অঙ্গ'-শব্দের অর্থ আর শুন দিয়া মন ॥ ৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫০। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীঅঙ্গ ও শ্রীমুখ দর্শন করেন, তাঁহাদেরও তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাঁহারা তৎক্ষণাৎই কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হয়েন।

শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ ও শ্রীমুখ; অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় অঙ্গ ও মুখ।

এই দুই পয়ার হইতে জানা গেল যে, অঙ্গ-উপাঙ্গাদির দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেব দুই ভাবে জীবের কল্মষ-নাশ করেন; প্রথমতঃ, তিনি প্রেম-নেত্রে জীবের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন এবং এই দৃষ্টির প্রভাবেই জীবের কল্মষ দূরীভূত হয় এবং চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয়। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীঅঙ্গ ও শ্রীমুখ দর্শন করেন, তাঁহাদেরও কল্মষ-ক্ষয় হয়—তাঁহারাও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত কল্মষ-নাশের আরও একটী উপায় আছে। তাহা এই—বাহু তুলিয়া প্রভু যখন শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করেন, তখন ঐ হরিনামের প্রভাবেও জীবের কল্মষ দূরীভূত হয়, চিত্তে প্রেমের উদয় হয়।

৫১। অন্যান্য অবতার অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যাবতারের বিশেষত্ব বলিতেছেন। অন্যান্য অবতারের সঙ্গে অসুর-সংহারাদির নিমিত্ত সৈন্য থাকে, অস্ত্রাদিও থাকে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের সে সমস্ত কিছুই নাই; তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গই তাঁহার সৈন্য ও অস্ত্রাদির তুল্য। এই অবতারে তিনি চক্রাদি অস্ত্র ধারণ করেন নাই।

অন্য অবতারে—শ্রীচৈতন্যাবতার ব্যতীত অন্যান্য অবতারে। **সৈন্য-শস্ত্র**—সৈন্য ও শস্ত্র। যুদ্ধাদি-সময়ে অধ্যক্ষের নির্দ্দেশ মত যাঁহারা অস্ত্রাদি চালনা দ্বারা শত্রুবধের চেষ্টা করে, তাহাদিগকে সৈন্য বলে। যেমন রাম-অবতারে বানর সৈন্য। খড়্গ, বল্লমাদি যে সমস্ত যন্ত্র নিক্ষিপ্ত হয় না, সর্ব্বদা হাতেই ধরা থাকে, তাহাদিগকে শস্ত্র বলে। আর যাহা হাত হইতে শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করা হয়, তাহাকে অস্ত্র বলে; যেমন চক্র, তীর। এই পয়ারে শস্ত্র-শব্দে উভয় প্রকারের বধ-যন্ত্রই সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অমর-কোষে শস্ত্র-শব্দের এক অর্থ অস্ত্র। **চৈতন্যকৃষ্ণের**—চৈতন্যরূপ কৃষ্ণের; অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌরের; শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের। **সৈন্য ইত্যাদি**—অঙ্গ এবং উপাঙ্গই তাঁহার সৈন্যতুল্য; অঙ্গ ও উপাঙ্গ দ্বারাই তাঁহার সৈন্যের কার্য্য (অসুর-সংহার—অসুরত্ব-বিনাশাদি) নির্ব্বাহ হইয়াছে। এই পয়ারের পরে কোনও কোনও গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত দেখা যায়:—"সদোপাস্য-শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ। স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্ স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥—শিব-বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ মনুষ্য-দেহ ধারণ পূর্ব্বক অত্যন্ত প্রীতির সহিত সর্ব্বদা যাঁহার উপাসনা করেন এবং যিনি স্বীয় ভক্তগণের প্রতি স্বীয় বিশুদ্ধ ভজন-প্রণালী উপদেশ করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন?" কিন্তু এই শ্লোকটীর মর্ম্মের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী পয়ারের কোনও সম্বন্ধ দেখা যায়না। ঝামট্পুরের গ্রন্থে, কি অন্য কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থেও এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয় না। এই অপ্রাসঙ্গিক শ্লোকটী কবিরাজ-গোস্বামীও এস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাই আমরাও ইহা উদ্ধৃত করিলাম না।

৫২। পূর্ব্ব-পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গ-উপাঙ্গই তাঁহার সৈন্য ও শস্ত্র। এই উক্তির সার্থকতা কি, তাহাই এইস্থলে বলিতেছেন। অন্যান্য অবতারে অস্ত্রাদি দ্বারা তাঁহার যে কার্য্য সাধিত হইত, এই অবতারে অঙ্গ-উপাঙ্গের অদ্ভুত প্রভাবেই তাহা সাধিত হইয়াছে; তাই অঙ্গ-উপাঙ্গকে অস্ত্র বলা হইয়াছে।

অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গ-উপাঙ্গরূপ অস্ত্র। **স্বকার্য্য**—অসুর-সংহারাদির কার্য্য।

৫৩। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারসমূহে, হস্ত-পদ-মুখ-আদি শরীরের অংশকেই অঙ্গ বলিয়া অর্থ করা হইয়াছে। এক্ষণে

'অঙ্গ' শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র-পরমাণ।
অঙ্গের অবয়ব 'উপাঙ্গ' ব্যাখ্যান ॥ ৫৪

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।১৪)—
নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ১৩

অস্যার্থঃ—

জলশায়ী অন্তর্য্যামী যেই নারায়ণ।
সেহো তোমার অংশ, তুমি মূল নারায়ণ ॥৫৫
'অঙ্গ'-শব্দে অংশ কহে, সেহো সত্য হয়।
মায়া-কার্য্য নহে,—সব চিদানন্দময় ॥৫৬
অদ্বৈত নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে 'উপাঙ্গ' ॥৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অঙ্গ শব্দের অন্য অর্থ ধরিয়া সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। সূচনারূপে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"অঙ্গ শব্দের অন্য এক অর্থও আছে, শুন।"

৫৪। অঙ্গ-শব্দের অন্য অর্থটী যে কি, তাহা বলিতেছেন। অঙ্গ-শব্দের অন্য একটী অর্থ "অংশ"। আর অঙ্গের যে অঙ্গ, তাহার নাম উপাঙ্গ।

শাস্ত্র-পরমাণ—শাস্ত্রের প্রমাণ (বলিতেছে যে অঙ্গ শব্দের অর্থ অংশ)। **অবয়ব**—অঙ্গ (শব্দকল্পদ্রুম)। **অঙ্গের অবয়ব**—অঙ্গের অঙ্গ।

অঙ্গ-শব্দের অর্থ যে অংশ হয়, শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে "নারায়ণস্ত্বমিত্যাদি" শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ১৩। অন্বয়াদি আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৯ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকের "নারায়ণোহঙ্গং" বাক্যের অঙ্গ-শব্দের অর্থ অংশ।

৫৫। এই পয়ারে শ্লোকস্থ "নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়নাৎ" বাক্যের অর্থ বিচার করিয়া অঙ্গ-শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতেছেন।

জলশায়ী—জলে শয়ন করিয়া আছেন যিনি। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ, এই তিন পুরুষ জলশায়ী। ইহা শ্লোকস্থ "জলায়ন" শব্দের অর্থ। **অন্তর্য্যামী**—প্রকৃতির অন্তর্য্যামী (কারণার্ণবশায়ী), ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী (গর্ভোদশায়ী) এবং ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্য্যামী বা পরমাত্মা (ক্ষীরোদশায়ী)। এই তিন পুরুষের সাধারণ নাম নারায়ণ। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অংশ (স্বাংশ); কিন্তু মূল শ্লোকে, "নারায়ণোহঙ্গং" বাক্যে, নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বলা হইয়াছে। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অংশ অর্থেই শ্লোকে অঙ্গ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। **অঙ্গ**—অংশ।

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"যিনি জলে বাস করেন এবং যিনি অন্তর্য্যামিরূপে জীবের অন্তঃকরণে বাস করেন, তিনি নারায়ণ; কিন্তু তিনিও তোমার অঙ্গ (অর্থাৎ অংশ); সুতরাং তুমিই মূল নারায়ণ; যেহেতু, তুমি সেই নারায়ণেরও মূল।" দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৯ম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৬। নারায়ণকে বিভু-শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলা হইল; অথচ বলা হইল যে, নারায়ণ জলে বাস করেন এবং জীবের অন্তরে বাস করেন; ইহাতে বুঝা যায়, তিনি মায়িক বস্তুর ন্যায় পরিচ্ছিন্ন—সীমাবদ্ধ; বিভু নহেন। কিন্তু বিভু বস্তুর অংশও বিভু। তবে কি নারায়ণ মায়িক বস্তু? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—না, নারায়ণ মায়িক বস্তু নহেন, তিনি চিদানন্দময়, নিত্য সত্য।

সেহো—শ্রীকৃষ্ণের অংশ নারায়ণ। **সত্য**—ধ্বংসাদি-শূন্য, নিত্য। **মায়াকার্য্য**—মায়ার কার্য্য, মায়িক বস্তু। **চিদানন্দময়**—শ্রীনারায়ণ সচ্চিদানন্দ বস্তু, সুতরাং মায়িক বস্তু নহেন।

৫৭। অঙ্গ-শব্দের অর্থ যে "অংশ" হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ দেখাইয়া "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং"

অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে ॥৫৮
নিত্যানন্দগোসাঞি—সাক্ষাৎ হলধর।
অদ্বৈত আচার্য্যগোসাঞি—সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥৫৯
শ্রীবাসাদি পারিষদ-সৈন্য সঙ্গে লঞা।
দুই সেনাপতি বুলে কীর্ত্তন করিয়া ॥৬০
পাষণ্ড-দলনবানা নিত্যানন্দরায়।
আচার্য্য-হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায় ॥৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লোকের "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্" পদে কলি-অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গ (বা অংশ) কে কে, তাহা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দুই অঙ্গ (বা অংশ)—শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ। আর শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দের যে অঙ্গ (বা অংশ—তাঁহাদের অনুগত ভক্তমণ্ডলী), তাহার নামই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উপাঙ্গ ; শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দই উপাঙ্গ।

৫৮। অন্বয়—অঙ্গোপাঙ্গ (শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীবাসাদি-ভক্তগণরূপ) তীক্ষ্ণ অস্ত্র সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে বিরাজিত। সেই সমস্তই (অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদিই) পাষণ্ড-দলনব্যাপারে অস্ত্রতুল্য (কার্য্যকরী) হয়।

শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দ-শ্রীবাসাদিরূপ অঙ্গ-উপাঙ্গই পাষণ্ডদলনকার্য্যে অস্ত্রতুল্য হইয়া থাকেন ; তাঁহাদের অদ্ভুত প্রভাবে পাষণ্ডগণের পাষণ্ডত্ব দূরীভূত হইয়া যায়, তখন তাঁহারাও (পাষণ্ডগণও) পরম-ভাগবত হইয়া পড়েন। ইহাদিগকে আবার তীক্ষ্ণ অস্ত্র বলা হইয়াছে ; ইহার সার্থকতা এই—শ্রীভগবানের তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সাক্ষাতে যেমন অসুরগণ পলায়ন করিতে সমর্থ হয় না, বরং নিহতই হইয়া থাকে ; তদ্রূপ শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দাদির প্রভাব হইতে কোনও পাষণ্ডই পলায়ন করিতে পারে না, তাঁহাদের অলৌকিক প্রভাবে সকল পাষণ্ডই পাষণ্ডত্ব পরিত্যাগ করিয়া পরম-ভাগবত হইয়া থাকে।

৫৯। শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ কিরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশ হইলেন, তাহা বলিতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন ব্রজলীলার শ্রীবলদেব স্বয়ং ; আর শ্রীঅদ্বৈত হইলেন মহাবিষ্ণুর অবতার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীবলদেব হইলেন, শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ অংশ, আর মহাবিষ্ণু তাঁহার স্বাংশ। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীঅদ্বৈতও শ্রীচৈতন্যের অংশ।

সাক্ষাৎ হলধর—স্বয়ং বলদেব। **সাক্ষাৎ ঈশ্বর**—মহাবিষ্ণুর অবতার ; স্বয়ং মহাবিষ্ণু অদ্বৈতরূপে অবতীর্ণ।

৬০। উপাঙ্গের পরিচয় দিতেছেন। শ্রীবাসাদি পার্ষদভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতের অনুগত বলিয়া (এবং শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত অঙ্গ বলিয়া) তাঁহাদিগকে উপাঙ্গ বলা হইয়াছে। সেনাপতির আদেশ বা ইঙ্গিতে যেমন সৈন্যগণ অস্ত্রাদির সাহায্যে শত্রু নাশ করে, তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের আদেশে বা ইঙ্গিতে শ্রীবাসাদি পার্ষদভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পাপী ও পাষণ্ডদিগের পাপ ও পাষণ্ডত্ব বিনষ্ট করিয়াছেন। তাই শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতকে সেনাপতি এবং শ্রীবাসাদিকে সৈন্য বলা হইয়াছে ; শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন তাঁহাদের অস্ত্র।

শ্রীবাসাদি—শ্রীবাস প্রভৃতি। **পারিষদ**—পার্ষদ ; পরিকর। **পারিষদ-সৈন্য**—শ্রীবাসাদিপার্ষদভক্তরূপ সৈন্য। **সেনাপতি**—সৈন্যের নিয়ন্তা। **দুই সেনাপতি**—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত। **বুলে**—বেড়ায়।

৬১। **পাষণ্ড**—বেদবিরুদ্ধ-আচারবান্ ; বৌদ্ধক্ষপণাদি (শব্দকল্পদ্রুম)। যে সমস্ত অজ্ঞান-মুগ্ধ জীব নারায়ণ ব্যতীত অন্য দেবতাকে জগদ্বন্দ্য পরতত্ত্ব বলিয়া মনে করে, তাহারা পাষণ্ড। "যেঽন্যদেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ। নারায়ণাজ্জগদ্বন্দ্যং তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা ॥ শব্দকল্পদ্রুমধৃত পাদ্মোত্তরখণ্ড-বচন।৪২॥" **দলন**—মথন ; উৎসেধ। **বানা** করা ; পশ্চিমদেশীয় ভাষায় বানান অর্থ করা ; যেমন "ঘর বানায়া—ঘর করিয়াছি।" পূর্ব্ববঙ্গের কোনও কোনও স্থানেও করা অর্থে বানান শব্দ ব্যবহৃত হয় ; যেমন, "সাজি বানায়—সাজি তৈয়ার করে।" **পাষণ্ড-দলন-বানা**—পাষণ্ড-দলন-করা ; যিনি পাষণ্ড দলন করেন ; যিনি পাষণ্ডের পাষণ্ডত্বকে দূরীভূত করেন। ইহা "নিত্যানন্দ রায়ের" বিশেষণ। **রায়**—শ্রেষ্ঠত্ব-বাচক শব্দ। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু পাষণ্ড-দলন-কার্য্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ; তাঁহার কীর্ত্তনাদির

সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সে-ই ধন্য ॥৬২

সে-ই ত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥ ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অলৌকিক প্রভাবে পাষণ্ডগণ স্বস্ব কুমত পরিত্যাগ করিয়া—বেদবিরুদ্ধ-আচার, নাস্তিকবাদ এবং শ্রীনারায়ণ ব্যতীত অন্য দেবতার পরতত্ত্ব-বাদাদি ত্যাগ করিয়া—সঙ্কীর্ত্তনপরায়ণ হইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছেন।

আচার্য্য—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য। **হুঙ্কার**—প্রেমোন্মত্ততাবশতঃ হুঙ্কার-ধ্বনির সহিত শ্রীহরিনামোচ্চারণ; হরিনামোচ্চারণকালে গর্জ্জন। **পাপ-পাষণ্ডী পলায়**—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য যখন প্রেমের সহিত হরিনাম উচ্চারণ করিয়া হুঙ্কার করিতেন, তখনই পাপীর পাপ এবং পাষণ্ডের শাস্ত্র-বিরুদ্ধ মত দূরে পলায়ন করিত। অন্যান্য অবতারের ন্যায় শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত পাপী-পাষণ্ডীকে হত্যা করেন নাই, কিন্তু অলৌকিক-শক্তি-প্রভাবে তাহাদের পাপাদি দূরীভূত করিয়া তাহাদিগকে পরম-ভাগবত করিয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত "কৃষ্ণবর্ণং" শ্লোকের "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্" শব্দের অর্থ গেল।

৬২। এক্ষণে "কৃষ্ণবর্ণং" শ্লোকের "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন—দুই পয়ারে।

সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই সর্ব্বপ্রথমে সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করেন। তৎপূর্ব্বে বহুলোক কর্ত্তৃক একত্রে মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের প্রথা প্রচলিত ছিল না; শ্রীমন্ মহাপ্রভুই সর্ব্বপ্রথমে ইহা প্রচলিত করেন; এজন্য তাঁহাকে সঙ্কীর্ত্তনের পিতাও বলা হয়। **সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে** ইত্যাদি—যিনি সঙ্কীর্ত্তনরূপ উপচারে (যজ্ঞে) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভজন করেন, তিনিই জগতে ধন্য। উপাস্যের প্রীতি-সম্পাদনই ভজন; শ্রীশ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অত্যন্ত প্রীতি; সুতরাং সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহার ভজন করিলেই তিনি সমধিক প্রীতি লাভ করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনের পিতা, সঙ্কীর্ত্তন তাঁহার পুত্রস্থানীয়; সন্তানের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ এবং করুণা আছে বলিয়া যে কেহ সন্তানের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন, তাঁহার প্রতিই যেমন পিতা প্রসন্ন হয়েন; তদ্রূপ যে কেহ সঙ্কীর্ত্তনের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন, প্রীতির সহিত সঙ্কীর্ত্তন করেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভুও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েন; তাতেই সঙ্কীর্ত্তনকারী কৃতার্থ ও ধন্য হইয়া যায়েন।

এস্থলে "কৃষ্ণবর্ণং" শ্লোকস্থ "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ" বাক্যের অনুবাদেই কবিরাজ-গোস্বামী "সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; সুতরাং এস্থলে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ শব্দের অর্থ সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপকরণ।" এই পরিচ্ছেদে ১০ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় সঙ্কীর্ত্তন-প্রায় যজ্ঞ শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।

৬৩। এই পয়ারে সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছেন। যিনি সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভজন করেন, তিনিই সুবুদ্ধি; এতদ্ব্যতীত সংসারের আর সমস্ত জীবই কুবুদ্ধি; কারণ, যত রকম যজ্ঞ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-নামকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ।

সেই—যিনি সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভজন করেন, তিনিই; অপর কেহ নহেন। **সুমেধা** —সুবুদ্ধি। **আর**—অন্য; সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভজন যিনি করেন, তিনি ব্যতীত অন্য। **সংসার**—সংসারবাসী জীব। **কুবুদ্ধি**—হীনবুদ্ধি; মন্দবুদ্ধি। **সর্ব্বযজ্ঞ**—যত রকম যজ্ঞ (বা সেবার উপকরণ) আছে, সেই সমস্ত। **কৃষ্ণনাম যজ্ঞ**—শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তনরূপ সেবোপকরণ। **সার**—শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবার যত রকম উপকরণ আছে, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সুতরাং যিনি এই নামকীর্ত্তনদ্বারা তাঁহার ভজন করেন, তাঁহার বুদ্ধিই প্রশংসনীয়া; আর অন্য সমস্ত জীব—যাহারা নাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের ভজন করেনা, তাহারা—মন্দবুদ্ধি বা নির্ব্বোধ; কারণ, তাহারা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের প্রীতি-সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়।

"কৃষ্ণবর্ণং" শ্লোকের "সুমেধসঃ" শব্দের তাৎপর্য্য প্রকাশ করা হইল এই পয়ারে।

কোটি অশ্বমেধ এক-কৃষ্ণনামসম। যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৪। শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের আরও মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছেন। কোটি-কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলও একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-নাম উচ্চারণের ফলের সমান হয় না; যে বলে, কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল, একবার কৃষ্ণ-নামোচ্চারণের ফলের সমান, সে ব্যক্তি পাষণ্ড; এইরূপ বাক্যদ্বারা নামের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করার অপরাধে যমরাজ তাহাকে নরকে ফেলিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করান।

অশ্বমেধ—একপ্রকার যজ্ঞ। ইহাতে, প্রথমতঃ বিশেষ লক্ষণযুক্ত একটী অশ্বকে পবিত্র জলাদিদ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া তাহার কপালে জয়পত্র বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহার রক্ষার নিমিত্ত কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে নিয়োজিত করা হয়। একবৎসর পর্য্যন্ত অশ্বটী যথেচ্ছভাবে ভ্রমণ করিতে থাকে। একবৎসর পরে অশ্বটীকে গৃহে আনা হয়। ঐ একবৎসর মধ্যে যদি অন্য কেহ অশ্বটীকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে যুদ্ধদ্বারা তাহাকে পরাজিত করিয়া অশ্বের উদ্ধার করা হয়। যাহাহউক, বৎসরান্তে অশ্বটী গৃহে আনীত হইলে তাহাকে যথাবিধি বধ করিয়া তাহার শরীর দ্বারা হোম করা হয়। ইহাই অশ্বমেধ যজ্ঞ।

অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতে এইরূপ জানা যায়। অগস্ত্যমুনি শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন, যথাবিধি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। "এবং প্রকুর্ব্বতঃ কর্ম্ম যজ্ঞঃ সম্পূর্ণতাং গতঃ। করোতি সর্ব্বপাপানাং নাশনং রিপুনাশন ॥ ৪।১৯১॥" অশ্বমেধ যজ্ঞ হইল বেদের কর্ম্মকাণ্ডের বিধান। কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে মন্ত্রের উচ্চারণে স্বরাদি-ভ্রংশজনিত ত্রুটী, তন্ত্রোক্ত বিধানের ক্রমভঙ্গজনিত ত্রুটী, দেশকাল-পাত্রাদির ত্রুটী, বস্তু ও দক্ষিণাদি বিষয়ক ত্রুটী—ইত্যাদি বহু ত্রুটীবিচ্যুতি থাকার সম্ভাবনা। এসমস্ত ত্রুটীর প্রতিবিধান না করিলে কোনও কর্ম্মই ফলপ্রসূ হয় না। তাই এই সমস্ত ত্রুটীর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বৈদিক অনুষ্ঠানের পরেই "অচ্ছিদ্র-মন্ত্র" পাঠের বিধান দৃষ্ট হয়। এই অচ্ছিদ্র-মন্ত্রও হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই—অন্য কিছু নহে। "মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ। সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসঙ্কীর্ত্তনং তব ॥ শ্রীভা, ৮।২৩।১৬॥" ইহাতে বুঝা যায়, নামসঙ্কীর্ত্তনের সাহচর্য্য ব্যতীত অশ্বমেধ-যজ্ঞাদি ফল দানের উপযোগী ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আবার, সমস্ত কর্ম্মের ফলদাতাও শ্রীকৃষ্ণই, কর্ম্ম নিজে কোনও ফলদানে সমর্থ নহে। "ফলম্ অতঃ উপপত্তেঃ। ব্রহ্মসূত্র ।৩।২।৩৮॥ স বা এষ মহান্ অজ আত্মা অন্নাদো বসুদানঃ। বৃহদারণ্যক। ৬।৪।২৪॥ অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ॥ গী, ৯।২॥" ফলদানাদির শক্তি ভগবানই তাঁহার নামের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন; আবার নাম ও নামীর মধ্যে কোনও রূপ ভেদ নাই বলিয়া, নামী ভগবানের যে সমস্ত শক্তি আছে, নামেরও সে সমস্ত শক্তি আছে—যাহা কোনও যজ্ঞাদির থাকিতে পারে না। সুতরাং নামেরই সমস্ত কর্ম্মের ফলদানের পক্ষে অন্যনিরপেক্ষ ভাবে যথেষ্ট শক্তি আছে। দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ। শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ ॥ রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ। আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু ॥—দান, ব্রত, তপস্যা, তীর্থযাত্রা প্রভৃতিতে, দেবতা ও সাধুগণে, রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞাদিতে পাপহরণকারিণী যে সমস্ত শক্তি আছে, শ্রীহরি সেই সমস্ত শক্তিই স্বীয় নামসমূহে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। হ, ভ, বি, ১১।১৯৬ ধৃত স্কান্দবচন। এ সমস্ত সৎকর্ম্মের ফলও শ্রীহরির নামকীর্ত্তনের ফলের শতাংশের একাংশতুল্যও নহে। "গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ। যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ ॥—সূর্য্যগ্রহণ-সময়ে কোটী গোদান, প্রয়াগে গঙ্গার জলে কল্পবাস, অযুত যজ্ঞ, সুমেরুসদৃশ সুবর্ণদান—এসমস্তের কিছুই গোবিন্দ-নামকীর্ত্তনের শতাংশের একাংশতুল্যও নহে। হ, ভ, বি, ১১।১৮৬॥" উপরে উদ্ধৃত স্কন্দপুরাণের শ্লোকাদিতে দান, ব্রত, রাজসূয়, অশ্বমেধাদি যজ্ঞের পাপনাশক শক্তির কথাই জানা গেল, সুতরাং এসমস্ত অনুষ্ঠান হইল প্রায়শ্চিত্তস্থানীয়। কিন্তু এসমস্ত কর্ম্মকাণ্ড বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করার পরেও লোককে আবার ঐ-রূপ পাপে

ভাগবতসন্দর্ভ-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।
এই শ্লোক জীবগোসাঞি করিয়াছেন ব্যাখ্যানে ॥৬৫

তথাহি ভাগবতসন্দর্ভে (১।২)—
অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অঙ্গঃ শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতঃ আদি-শব্দেন শ্রীবাসাদয়ঃ দর্শিতোঽঙ্গাদীনাং সাঙ্গোপাঙ্গানাং বৈভব ঐশ্বর্য্যং যেন, যদ্বা দর্শিতোঽঙ্গাদিভ্যোবৈভবঃ যেন। স্ম্যঃ ইতি পাঠে বিজ্ঞা জনাঃ কৃষ্ণচৈতন্যং আশ্রিতাঃ। চক্রবর্ত্তী ॥১৪॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লিপ্ত হইতে দেখা যায়। সুতরাং এসমস্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা পাপের যে মূলোৎপাটন হয় না, তাহাই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু শ্রীহরিনামের কথা তো দূরে, নামের আভাসেও সমস্ত পাপের মূল উৎপাটিত হইতে পারে এবং বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইতে পারে, অজামিলই তাহার প্রমাণ। নামের কিন্তু ইহাই কেবলমাত্র ফল নহে। একবার মাত্র কৃষ্ণনামোচ্চারণের ফলে কৃষ্ণপ্রেম এবং কৃষ্ণসেবা পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে, যাহা কোটি কোটি অশ্বমেধাদি যজ্ঞদ্বারাও সম্ভব নয়। "এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥ প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের প্রকাশ। স্বেদকম্প-পুলকাদি গদ্গদাশ্রু ধার॥ অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥ ১।৮।২২-২৪॥"

দণ্ডে তারে যম—যমরাজ তাহাকে দণ্ড দেন। অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফলের সঙ্গে কৃষ্ণনামের ফলের তুলনা করিলে নামের ফলকে অত্যধিক রূপে খর্ব্ব করা হয় বলিয়া ইহা একটী নামাপরাধের মধ্যে পরিগণিত। "ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ। হ, ভ,বি, ১১।২৮৫ ধৃত পাদ্মবচন।" এই অপরাধ যমদণ্ডার্হ।

৬৫। পূর্ব্বোক্ত পয়ার-সমূহে কবিরাজ-গোস্বামী "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা করিলেন, ভাগবত-সন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে "অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীজীবগোস্বামিচরণও ঠিক তদ্রূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। একথাই এই পয়ারে বলা হইতেছে।

ভাগবত-সন্দর্ভ—তত্ত্ব-সন্দর্ভ, পরমাত্ম-সন্দর্ভ, ভগবৎ-সন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ, ভক্তি-সন্দর্ভ ও প্রীতি-সন্দর্ভ—এই এই ছয়খানি গ্রন্থের সাধারণ নাম ভাগবত-সন্দর্ভ, অপর নাম ষট্সন্দর্ভ। এই ষট্সন্দর্ভই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের দার্শনিক গ্রন্থ; ইহা শ্রীজীবগোস্বামি-বিরচিত। **এই শ্লোক**—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" ইত্যাদি শ্লোক। **ব্যাখ্যান**—শ্রীজীবগোস্বামী ষট্সন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে "অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং" ইত্যাদি শ্লোকে কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং শ্লোকেরই মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। কলৌ (কলিযুগে) অন্তঃকৃষ্ণং (অন্তঃকৃষ্ণ) বহির্গৌরং (বহির্গৌর) দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবং (অঙ্গাদিদ্বারা স্বীয় বৈভব-প্রকাশক) কৃষ্ণচৈতন্যং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) [বয়ং] (আমরা) সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ (সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞ দ্বারা) আশ্রিতাঃ স্মঃ (আশ্রয় করিয়াছি)।

অনুবাদ। যিনি ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু বাহিরে গৌরবর্ণ এবং যিনি (শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত-শ্রীবাসাদি-রূপ) অঙ্গাদি দ্বারা স্বীয় মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমরা কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান পূজাসম্ভার দ্বারা (অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার) আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। ১৪।

শ্রীজীবগোস্বামী এই শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। **অন্তঃকৃষ্ণং**—অন্তঃ (ভিতরে) কৃষ্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) যিনি; ইহা "কৃষ্ণবর্ণং" শব্দের-অর্থ। **বহির্গৌরং**—বহিঃ (বাহিরে) যিনি গৌর (শ্রীরাধার গৌরকান্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া গৌরবর্ণ); যাঁহার অঙ্গকান্তি গৌরবর্ণ; ইহা

উপপুরাণেহ শুনি শ্রীকৃষ্ণ-বচন।
কৃপা করি ব্যাস-প্রতি করিয়াছেন কথন ॥৬৬

তথাহি উপপুরাণে—

অহমেব ক্বচিদ্‌ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥ ১৫

ভাগবত ভারত-শাস্ত্র আগম পুরাণ।
চৈতন্যকৃষ্ণ অবতারে প্রকট প্রমাণ॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"ত্বিষাকৃষ্ণং" শব্দের অর্থ। **দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবং**—অঙ্গ-শব্দে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতকে বুঝায়; আদি-শব্দে শ্রীবাসাদিকে বুঝায়। বৈভব-শব্দে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের স্বীয় মহিমা বুঝায়। যিনি এই অঙ্গাদিদ্বারা স্বীয় বৈভব প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভব (দর্শিত হইয়াছে অঙ্গাদি দ্বারা বৈভব যাঁহার)। অথবা, প্রদর্শিত হইয়াছে অঙ্গাদির বৈভব যদ্দ্বারা—যিনি শ্রীনিত্যানন্দাদি পরিকরবর্গের পাষণ্ডদলন-প্রেম-প্রদানাদির মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। অথবা, যিনি স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির (হস্ত-পদাদির) বৈভব প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহার শ্রীঅঙ্গের দর্শনেই লোকের পাপক্ষয় হইত এবং প্রেম-লাভ হইত। "শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন। তার পাপক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন॥ ১।৩।৫০॥" ইহাই প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বৈভব; প্রভু তাহা প্রকট করিয়াছেন। "দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভব" শব্দে "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং" শব্দের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। **সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ**—সঙ্কীর্ত্তন আদি (প্রধান) যাহাদের (যে সমস্ত পূজোপকরণের), সেই সমস্ত দ্বারা; সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপচার দ্বারা। ইহা "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ" অংশের অর্থ।

৬৬। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩০শ পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই যে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, পুরাণাগমাদি শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তারপর মহাভারত ও শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি হইতে তাহার প্রমাণ দেখাইয়া এক্ষণে উপপুরাণের প্রমাণ দেখাইবার উপক্রম করিতেছেন। এই পয়ারে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণই যে কোনও কোনও কলিযুগে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপহত জীবদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়া থাকেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তাহা ব্যাসদেবের নিকট বলিয়াছেন; উপপুরাণে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উপপুরাণ—ব্রাহ্ম-পুরাণাদি অষ্টাদশ মহাপুরাণ ব্যতীত দেবীপুরাণাদি যে সমস্ত পুরাণ আছে; তাহাদিগকে উপপুরাণ বলে। **ব্যাসপ্রতি**—শ্রীব্যাস-দেবের প্রতি। **কহিয়াছেন**—শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন।

এই উক্তির প্রমাণ স্বরূপে পরবর্ত্তী "অহমেব" শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৫। **অন্বয়**। হে ব্রহ্মন্ (হে ব্যাসদেব!) ক্বচিৎ কলৌ (কোনও কলিযুগে) অহং এব (স্বয়ং আমিই) সন্ন্যাসাশ্রমং (সন্ন্যাসাশ্রমকে) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া) পাপহতান্ (পাপহত) নরান্ (মনুষ্যদিগকে) হরিভক্তিং (হরিভক্তি) গ্রাহয়ামি (গ্রহণ করাই)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন "হে বেদব্যাস! কোনও কলিযুগে স্বয়ং আমিই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপহত মনুষ্যদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়া থাকি।" ১৫।

"অহমেব" শব্দের "এব" দ্বারাই সূচিত হইতেছে যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই কোনও এক কলিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক জীবকে হরিভক্তি দান করেন; তাঁহার অন্য কোনও স্বরূপ যে কলিতে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তিপ্রদান করেন, তাহা নহে। **ক্বচিৎ কলৌ**—কোনও এক কলিতে; সকল কলিতে নহে। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা প্রকটিত করেন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতে।

বর্ত্তমান কলির পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাপরেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা প্রকটিত করিয়াছেন; এবং এই কলিতে যিনি (শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য) অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এবং কলিহত জীবগণকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়াছেন; সুতরাং এই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যই যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাহাই উপপুরাণের বচনে প্রমাণিত হইল।

৬৭। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি হইতে তাহার প্রমাণ দিয়া এক্ষণে গ্রন্থকার স্বীয় সিদ্ধান্তের উপসংহার করিতেছেন। এই পয়ারের **মর্ম্ম**:—স্বয়ং ভগবান্

প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব ॥ ৬৮

দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলুকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥ ৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—শ্রীমদ্‌ভাগবত, মহাভারত, উপপুরাণ এবং আগমাদি শাস্ত্রের বচনই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ।

ভাগবত—শ্রীমদ্‌ভাগবত। **ভারত**—মহাভারত। **পুরাণ**—উপপুরাণ। **চৈতন্যকৃষ্ণ-অবতারে**—শ্রীচৈতন্যরূপ কৃষ্ণের (শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্য-রূপে) অবতার সম্বন্ধে। **প্রকট প্রমাণ**—স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য" এবং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রমাণ। "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ" ইত্যাদি শ্লোক মহাভারতের প্রমাণ। "অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্" ইত্যাদি শ্লোক উপপুরাণের প্রমাণ। আগম-শাস্ত্রের কোনও শ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই বটে, কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতের "নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু" শ্লোক হইতে জানা যায় যে, আগম (তন্ত্র)-শাস্ত্রেও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের পূজার বিধান উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অবতার আগম-শাস্ত্রেরও অনুমোদিত।

৬৮। প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ যে কলিযুগে গৌররূপে অবতীর্ণ হয়েন, শাস্ত্রপ্রমাণ-অনুসারে তাহা বরং স্বীকার করা যায়; কিন্তু নবদ্বীপে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই যে শাস্ত্রকথিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তাহা কিরূপে বুঝা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—নবদ্বীপ-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যই যে শাস্ত্রকথিত কলি-অবতার, তাহার অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ, শাস্ত্রে কলি-অবতারের যে সমস্ত প্রভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, নদীয়াবিহারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যেরও তাদৃশ প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, নদীয়া-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য বন্যপশু-পক্ষীকে পর্য্যন্ত প্রেমদানরূপ যে সমস্ত অলৌকিক কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। তৃতীয়তঃ, নদীয়াবিহারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের শ্রীঅঙ্গে যে সমস্ত প্রেম-বিকারাদি দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা জীবের পক্ষে তো দূরের কথা, অপর কোনও ভগবৎস্বরূপের পক্ষেও সম্ভব নহে; বাস্তবিক, রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে এ সমস্ত প্রেমবিকার সম্ভব নহে।

প্রত্যক্ষ দেখহ—স্বচক্ষে দেখ; ভক্তগণ-স্বচক্ষেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রভাবাদি দর্শন করিয়াছেন। **প্রকট প্রভাব**—যে সমস্ত প্রভাব লোক-নয়নের সাক্ষাতে প্রকটিত হইয়াছে। **অলৌকিক কর্ম্ম**—যে সমস্ত কর্ম্ম স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত, কোনও মানুষই করিতে পারেনা। **অনুভাব**—কৃষ্ণপ্রেম-বিকার; অশ্রু-কম্প-বৈবর্ণ্যাদি।

অলৌকিক অনুভাব—যে সমস্ত প্রেম-বিকার মানুষের মধ্যে দেখা যায় না।

শাস্ত্রকথিত লক্ষণের সঙ্গে মিলাইয়া প্রকট অবতারের ভগবত্তা-নির্দ্ধারণ-বিষয়ে ভক্তের অনুভূতিই মুখ্য প্রমাণ। ভক্তির প্রভাবে ভক্তের চিত্ত গুণাতীত নির্ম্মলত্ব লাভ করে, ভগবানের কৃপাশক্তি ধারণের যোগ্যতাও লাভ করে। এই কৃপাশক্তির প্রভাবেই ভক্ত শ্রীভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদির যথার্থ অনুভব লাভে সমর্থ হয়। অন্যের পক্ষে এইরূপ অনুভব সম্ভব নহে; কারণ, অন্যের চিত্ত গুণাতীত নির্ম্মলত্ব ও ভগবৎ-কৃপা-শক্তি ধারণের যোগ্য নহে। যাহা হউক, ভগবদ্‌বিষয়ে ভক্তের এইরূপ অনুভবে ভ্রম-প্রমাদাদির আশঙ্কা থাকিতে পারে না; কারণ, ভক্তিরাণীর কৃপায় ভক্তের চিত্ত হইতে সর্ব্ববিধ দোষ দূরীভূত হইয়া যায়, ভক্ত দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। "ভ্রম-প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব। আর্ষ-বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এইসব ॥ ১।২।৭২॥"

৬৯। পূর্ব্বপয়ারোক্ত অনুভব অভক্তের পক্ষে যে সম্ভব নহে, পেচকের দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা পরিস্ফুট করিয়া বুঝাইতেছেন।

পেচক যেমন কোটরে অবস্থিত থাকিয়া সূর্য্যকিরণ দেখিতে পায় না, কোটর হইতে বাহিরে দৃষ্টি করিয়া সূর্য্যকিরণ দর্শনের সম্ভাবনা থাকিলেও পেচক যেমন কোটরের বাহিরে দৃষ্টি করে না, চক্ষু বুজিয়াই কোটরের মধ্যে

তথাহি যমুনাচার্য্যস্তোত্রে (১৫)—
ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥ ১৬

আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে ॥ ৭০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সত্ত্বেন শুদ্ধসত্ত্বেনোপলক্ষিতমিত্যর্থঃ। দৈবং শুভাশুভং পরমার্থো যথার্থসিদ্ধান্তস্তৌ যে বিদন্তি তে তথা প্রখ্যাতাশ্চ তে দৈব-পরমার্থ-বিদশ্চেতি তেষামিতি। চক্রবর্ত্তী ॥ ১৬ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বসিয়া থাকে; তদ্রূপ, যাহারা অভক্ত, সংসারাসক্তি-বশতঃ সংসার-কোটরে আবদ্ধ থাকিয়া তাহারাও বিষয়ের অতীত শ্রীভগবদনুভব লাভ করিতে পারে না, সংসার-সুখে মুগ্ধ হইয়া ভগবদনুভব-লাভের চেষ্টাও তাহারা করে না। পেচক যেমন অন্ধকারে থাকিতেই ভালবাসে, অভক্ত জীবগণও তদ্রূপ অজ্ঞান-অন্ধকারে থাকিতেই ভালবাসে।

দেখিয়া না দেখে—ভগবানের (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অলৌকিক প্রভাবাদি অভক্তগণ দেখিয়াও দেখিতে পায় না; তাহাদের চক্ষুর সাক্ষাতে অলৌকিক প্রভাবাদি প্রকটিত হইলেও তাহারা তাহা অনুভব করিতে পারে না; কারণ, তাহাদের চিত্তে ভগবদনুভবের যোগ্যতা নাই—যেমন পেচকের চক্ষুতে সূর্য্যকিরণ-দর্শনের যোগ্যতা নাই। **উলুক**—পেচক, পেঁচা।

অভক্তগণ যে ভগবদনুভব-লাভে অসমর্থ, তাহার প্রমাণ-স্বরূপে নিম্নে "ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ১৬। অন্বয়। [হে ভগবন্] (হে ভগবন্) পরম-প্রকৃষ্টৈঃ (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) শীল-রূপ-চরিতৈঃ (স্বভাব, রূপ ও আচরণ দ্বারা), সত্ত্বেন (শুদ্ধসত্ত্ব-সম্ভূত অলৌকিক প্রভাব দ্বারা), সাত্ত্বিকতয়া (সাত্ত্বিকতা বশতঃ) প্রবলৈঃ (প্রবল) শাস্ত্রৈঃ (শাস্ত্রসমূহ দ্বারা) চ (এবং) প্রখ্যাত-দৈব-পরমার্থ-বিদাং (দৈব ও পরমার্থ বিষয়ে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের) মতৈঃ (মতালোচনা দ্বারাও) অসুর-প্রকৃতয়ঃ (অসুরপ্রকৃতি লোক সকল) ত্বাং (তোমাকে) বোদ্ধুং (জানিতে) ন প্রভবন্তি এব (সমর্থ হয়ই না)।

অনুবাদ। হে ভগবন্! তোমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বভাব, রূপ ও আচরণ দ্বারা (স্বভাব-রূপাদি দর্শন করিয়া), শুদ্ধসত্ত্ব-সম্ভূত তোমার অলৌকিক প্রভাব দর্শন করিয়া, প্রবল-শাস্ত্রসমূহের উপদেশ শ্রবণ করিয়া এবং শুভাশুভ-বিষয়ে এবং পরমার্থ-বিষয়ে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের মতের আলোচনা দ্বারাও অসুর-প্রকৃতি লোকগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না। ১৬।

পরম প্রকৃষ্ট—যাহা হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছু থাকিতে পারে না, এরূপ। **শীল**—সুস্বভাব। **চরিত**—কার্য্য, লীলা। **সত্ত্ব**—শুদ্ধসত্ত্ব; শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ শ্রীভগবানের অলৌকিক প্রভাব। **প্রবলশাস্ত্র**—যে সমস্ত শাস্ত্রের প্রামাণ্য সকল শাস্ত্রের উপরে (সকলেই স্বীকার করেন); সকলে এই সমস্ত শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করার হেতু এই যে, এই সমস্ত শাস্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যাদিই আলোচিত হইয়াছে। **দৈব**—শুভাশুভ। **পরমার্থ**—যথার্থ সিদ্ধান্ত। **অসুর-প্রকৃতি**—অসুরের প্রকৃতির ন্যায় প্রকৃতি যাহাদের; অভক্ত।

প্রকট-লীলাকালে শ্রীভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদি, কি অলৌকিক প্রভাবাদি দর্শন করিয়াই বলুন; অথবা সকলেই যে সমস্ত শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করে, এইরূপ শাস্ত্রসমূহের উক্তি দেখিয়াই বলুন; কিম্বা যাঁহারা সমস্ত সিদ্ধান্ত অবগত আছেন, এরূপ-বিজ্ঞ লোকদের উপদেশ শ্রবণ করিয়াই বলুন—কোনও রূপেই যে অভক্তগণ শ্রীভগবানের কোনওরূপ অনুভব লাভ করিতে পারে না, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

৭০। ভগবান্‌কে জানিবার যত রকম উপায় আছে, সে সমস্ত উপায় সাক্ষাতে থাকিলেও অভক্তগণ তাঁহাকে জানিতে পারে না; কিন্তু ভগবান্ নিজেও যদি আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করেন, তথাপি ভক্তগণ তাঁহাকে চিনিয়া

তথাহি তত্রৈব (১৮)—

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীম-সমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ১৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ত্বদেকশরণাস্তু ত্বাং পশ্যন্তীত্যাহ উল্লঙ্ঘিতেতি। উল্লঙ্ঘিতা অতিক্রান্তা ত্রিবিধা—দেশকৃতপরিচ্ছেদ-কালকৃত-পরিচ্ছেদৌ পরিমাণং চ তেষাং—সীমা সমা অতিশায়িনী চ সম্ভাবনাচ যেন তং, ভবতা মায়াবলেন স্বযোগমায়া-প্রভাবেন নিগুহ্যমানমপি তব পরিব্রঢ়িম-স্বভাবং পরিব্রঢ়িম্নঃ প্রভুত্বস্য স্বভাবং স্বরূপং কেচিৎ ত্বদনন্যভাবাঃ ত্বয়ি অনন্যভাবাঃ একান্তভক্তাঃ অনিশং নিরন্তরং পশ্যন্তি ॥ ১৭ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ফেলিতে পারেন। ভক্তগণের নিকটে ভগবান্ কোনও মতেই আত্মগোপন করিতে পারেন না; ভক্তির কৃপায় ভক্তের এমনই প্রভাব।

আপনা লুকাইতে—ভগবান্ নিজকে গোপন করিবার নিমিত্ত। **প্রভু**—ভগবান্। প্রভু-শব্দের ধ্বনি এই যে, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, যাহা কিছু করিতে সমর্থ; কিন্তু তথাপি তিনি ভক্তের নিকটে আত্মগোপন করিতে সমর্থ নহেন।

এই পয়ার হইতে ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের স্বয়ং-ভগবত্তা-সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও শাস্ত্রপ্রমাণ আছে; তথাপি অভক্তগণ তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না; তাঁহার চরণে যাঁহাদের ভক্তি জন্মিয়াছে, কেবল তাঁহারাই তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে জানিতে পারেন। **ভক্তভাবাদি** অঙ্গীকার করিয়া তিনি তাঁহাদের নিকট আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিলেও তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে জানিতে পারেন। ভগবদনুভবের একমাত্র হেতুই ভক্তি।

এই পয়ারের প্রমাণ-স্বরূপে নিম্নে "উল্লঙ্ঘিতত্রিসীম" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ১৭। অন্বয়। [হে ভগবন্] (হে ভগবন্!) উল্লঙ্ঘিত-ত্রিসীম-সমাতিশায়ি-সম্ভাবনং (যাহা দেশকৃত পরিচ্ছেদ, কালকৃত পরিচ্ছেদ ও পরিমাণ—এই তিনরকম সীমাকেই অতিক্রম করিয়াছে) এবং কাহারও পক্ষেই যাহার সমান বা অধিক হওয়ার সম্ভাবনা নাই) মায়াবলেন (স্বীয় যোগমায়ার প্রভাবে) ভবতা (তোমাকর্ত্তৃক) নিগুহ্যমানেন (নিগুহ্যমান) তব (তোমার) পরিব্রঢ়িমস্বভাবং (প্রভুত্বের স্বরূপকে) কেচিৎ (কোনও কোনও) ত্বদনন্যভাবাঃ (তোমার একান্ত ভক্ত) অনিশং (নিরন্তর) পশ্যন্তি (দর্শন করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ। হে ভগবন্! যাঁহা দেশ, কাল ও পরিমাণ—এই ত্রিবিধ সীমার অতীত, যাঁহার সমানও কেহ নাই, যাঁহা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই; এবং স্বীয় যোগমায়ার প্রভাবে যাঁহাকে তুমি সর্ব্বদা গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছ—তোমার সেই প্রভুত্বের স্বরূপকে তোমার কোনও কোনও অনন্যভক্ত সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন। ১৭।

উল্লঙ্ঘিতত্রিসীম ইত্যাদি—তিন রকমের সীমা আছে। যেমন, প্রথমতঃ দেশ দ্বারা পরিচ্ছেদ-জনিত শ্রীভগবানের স্বরূপ সীমা; প্রত্যেক স্থানেরই চারিদিকে সীমা আছে; ঐ স্থানটী চারিদিকের সীমার মধ্যে আবদ্ধ। যেমন আমি কলিকাতায় আছি; কলিকাতার যে এইরূপ দেশদ্বারা পরিচ্ছেদ-জনিত সীমাকে অতিক্রম করিয়াছেন; ঐ সীমাবদ্ধ স্থানে আমার সীমাবদ্ধ দেহ অবস্থিত। ভগবান্ স্থানটীতে আমি আছি, তাহার একটা সীমা আছে তাহা অসীম, অনন্ত; ইহা দ্বারা সম্বন্ধে এরূপ কিছু বলা যায় না; তিনি যে স্থানে আছেন, তাহার কোনও সীমা নাই, কোনও স্থানের উল্লেখ করিয়া তাঁহার সীমা নির্দ্দেশ করা বুঝা যাইতেছে যে, ভগবানও দৈর্ঘ্য-বিস্তারে অসীম অনন্ত। থাকিয়া সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। অসম্ভব; কারণ, এমন কোনও স্থান নাই, যাহা তাঁহার স্বরূপের বাহিরে অমুক সময় হইতে অমুক সময় পর্য্যন্ত একটা লোক জীবিত ছিল, দ্বিতীয়তঃ, কাল-দ্বারা পরিচ্ছেদজনিত সীমা। এই উক্তি দ্বারা লোকটীর কার্য্যকালের বা জীবিত কি একটা কাজ করিয়াছিল; এইরূপ আমরা বলিয়া থাকি।

অসুর-স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে ॥ ৭১

তথাহি পাদ্মে—
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কালের সীমা নির্দ্ধারিত করা হইল—ইহা কালদ্বারা পরিচ্ছেদ-জনিত সীমা। ভগবান্ সম্বন্ধে এরূপ কোনও সীমা নাই; অনাদিকাল হইতেই ভগবান্ আছেন, অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তিনি থাকিবেন; আবার তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য বা লীলাও অনাদিকাল হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বর্ত্তমান আছে, অনন্তকাল পর্য্যন্তই থাকিবে। তৃতীয়তঃ, পরিমাণ-জনিত-সীমা; দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও উচ্চতাদি দ্বারা জিনিসের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়; দৈর্ঘ্যেরও সীমা আছে, বিস্তারাদিরও সীমা আছে; এই সীমা পরিমাণ-জনিত; ভগবানের এরূপ কোনও সীমা নাই; তাঁহার দৈর্ঘ্যেরও সীমা নাই, বিস্তারাদিরও সীমা নাই; সর্ব্বদিকেই তিনি অসীম; তিনি বিভু—সর্ব্বব্যাপক। শ্রীভগবান্ এই তিন রকম সীমাকেই অতিক্রম করিয়াছেন; তিনি সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। কোনও বিষয়েই তাঁহার সমানও কেহ নাই, তাঁহা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই; প্রত্যেক বিষয়েই সমত্বের সম্ভাবনাকে এবং আধিক্যের সম্ভাবনাকেও তিনি অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি সর্ব্ববিষয়ে অসমোর্দ্ধ। **পরিব্রঢ়িম**—প্রভুত্ব। **পরিব্রঢ়িম-স্বভাব**—প্রভুত্ব-স্বরূপ; স্বরূপতঃই সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার প্রভুত্ব বা সামর্থ্য আছে। **মায়াবল**—স্বীয় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী-যোগমায়ার প্রভাব। **নিগুহ্যমান**—যাহাকে গোপন করা হইতেছে। **ত্বদনন্যভাব**—ভগবানে অনন্যভক্তিযুক্ত; একান্ত ভক্ত।

ভগবান্ অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদা সকল স্থানে সকল দিক্ ব্যাপিয়া বিরাজিত; সুতরাং তাঁহার পক্ষে আত্মগোপন করা অসম্ভব। তথাপি তিনি আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করেন এবং অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার প্রভাবে আত্ম-গোপনে সমর্থও হইতে পারেন। তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, কিম্বা অন্ততঃ তাঁহার সমান শক্তিশালীও কেহ যদি থাকিত, তাহা হইলেও হয়তো আত্ম-গোপন-সময়ে তাহার নিকটে তাঁহার ধরা পড়িবার সম্ভাবনা থাকিত; কিন্তু তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালীও কেহ নাই। আবার তিনি স্বরূপেই প্রভু (পরিব্রঢ়িমস্বভাব),—যাহা কিছু করিতে সমর্থ, সর্ব্বদা আত্মগোপন করিয়া রাখিতেও সমর্থ। কিন্তু ভক্তির এমনই এক অচিন্ত্য শক্তি আছে যে, এমতাবস্থায়ও একান্ত ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া ফোলতে পারেন—তিনি আত্ম-গোপন করিয়া থাকিলেও একান্ত ভক্তগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি। শ্রুতিঃ।

৭১। তিনি জানাইতে না চাহিলেও ভক্তগণই বা কেন তাঁহাকে জানিতে পারেন এবং তাঁহার অলৌকিক প্রভাবাদি দেখিয়াও অভক্তগণই বা কেন তাঁহাকে জানিতে পারে না, তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন। ভগবান্কে জানিবার একমাত্র হেতুই হইল ভক্তি; "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। শ্রীভা, ১১।১৪।২১।" এই ভক্তি আছে বলিয়াই তিনি লুকাইয়া থাকিলেও ভক্ত তাঁহাকে জানিতে পারেন, আর ভক্তি নাই বলিয়াই প্রভাবাদি দেখিয়াও অভক্ত তাঁহাকে জানিতে পারেনা।

অসুর স্বভাব—অসুরের ন্যায় স্বভাব যাহার। ভক্তিহীন; অভক্ত। **লুকাইতে নারে**—আত্মগোপন করিতে পারেন না।

কাহাদিগকে অসুর-স্বভাব লোক বলে, "দ্বৌ ভূতসর্গৌ" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইতেছেন।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। অস্মিন্ (এই) লোকে (জগতে) দৈবঃ (দৈব) আসুরশ্চ (ও আসুর) এব (এই) দ্বৌ (দুই রকম) ভূতসর্গৌ (প্রাণিসৃষ্টি আছে); বিষ্ণুভক্তঃ (বিষ্ণুভক্ত) দৈবঃ (দৈব) স্মৃতঃ (কথিত) তদ্বিপর্য্যয়ঃ (তাহার বিপরীত—বিষ্ণুভক্তিহীন) আসুরঃ (আসুর)।

অনুবাদ। এই জগতে দুই রকমের সৃষ্টি—দৈব ও আসুর। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত, তাঁহারা দৈবসৃষ্টি; আর যাহারা তাহার বিপরীত অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তিহীন, তাঁহারা আসুর সৃষ্টি। ১৮।

এই শ্লোকে বলা হইল যে, যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিহীন বা অভক্ত, তাঁহারাই আসুর-স্বভাব লোক।

আচার্য্যগোসাঞি প্রভুর ভক্ত অবতার।
কৃষ্ণ-অবতার হেতু যাঁহার হুঙ্কার ॥ ৭২

কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার ॥ ৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭২। এক্ষণে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারের প্রবর্ত্তক কারণের কথা বলিতেছেন। পরবর্ত্তী ৯০ম পয়ারে বলা হইয়াছে, "ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব-অবতার।" ভক্তের ইচ্ছাই অবতারের প্রবর্ত্তক। শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইবার নিমিত্ত কি উদ্দেশ্যে কোন্ ভক্তের ইচ্ছা হইল, তাহাই বলিবার উপক্রম করিতেছেন।

আচার্য্য-গোসাঞি—শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্য। **প্রভুর**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের। ঝামটপুরের গ্রন্থে "প্রভুর" স্থলে "কৃষ্ণের" পাঠ আছে। **ভক্ত-অবতার**—শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য জীবতত্ত্ব নহেন, তিনি ঈশ্বর-তত্ত্ব, কারণার্ণবশায়ী পুরুষের একস্বরূপ। সুতরাং তিনিও এক ভগবৎস্বরূপ, জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া তিনি অবতার। কিন্তু ঈশ্বরাবতার হইলেও শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বর-ভাব প্রকটিত না করিয়া সর্ব্বদা ভক্তভাবই প্রকটিত করিয়াছেন, ভক্তের ন্যায়ই আচরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুভূতিও তদ্রূপই ছিল। এজন্য তাঁহাকে প্রভুর ভক্ত-অবতার বলা হইয়াছে। **কৃষ্ণ-অবতার-হেতু**—শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হওয়ার হেতু বা কারণ। **যাঁহার হুঙ্কার**—যে শ্রীঅদ্বৈতের হুঙ্কার।

সংসারে সমস্ত লোককে কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন দেখিয়া তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করেন এবং গঙ্গাজল-তুলসী দ্বারা একান্তমনে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন। অর্চ্চনা-কালে প্রেমভরে তিনি হুঙ্কার করিতেন; তাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞারক্ষার্থে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন। সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের সপ্রেম হুঙ্কারই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হওয়ার প্রবর্ত্তক কারণ।

৭৩। শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীতে অবতরণের প্রকার কিরূপ, তাহা বলিতেছেন। ভগবান্ যখন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করেন, তাঁহাকে অবতার বলে; ভগবান্ দুই রকমে অবতীর্ণ হয়েন, এক—মানুষের ন্যায় পিতামাতাদির যোগে, মাতার গর্ভে আবির্ভূত হইয়া; এইরূপ অবতরণকে সদ্বারক বলে; মাতা-পিতাদি হইলেন অবতারের দ্বার। আর—অদ্বারক; পিতামাতাদির অপেক্ষা না রাখিয়া আপনা আপনিই অবতীর্ণ হয়েন। মৎস্য-কূর্ম্ম-নৃসিংহাদি অদ্বারক অবতার; ইঁহারা আপনা-আপনিই আবির্ভূত হইয়াছেন, পিতামাতাদির অপেক্ষা নাই; লৌকিক জগতে তাঁহাদের পিতামাতাও ছিল না। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি সদ্বারক অবতার; পিতামাতার যোগে তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভগবান্ যখন নরলীলা প্রকট করেন, তখন পিতামাতাদির যোগে মানুষের ন্যায় জন্মলীলা প্রকট করিয়া থাকেন। অবশ্য প্রকট-লীলায় ভগবানের পিতামাতা যাঁহারা হয়েন, তাঁহারাও মানুষ নহেন; তাঁহারা ভগবানেরই সন্ধিনী-শক্তি, অনাদিকাল হইতে তাঁহার পিতামাতারূপে বিরাজিত; অপ্রকট-লীলায় তাঁহাদের মাতৃত্ব বা পিতৃত্ব গর্ভধারণ বা জন্মদান জন্য নহে; ভগবানের জন্মাদি নাই; তাঁহাদের মাতৃত্বের বা পিতৃত্বের অভিমান মাত্র তাঁহাদের চিত্তে অনাদিকাল হইতে বিরাজিত। তাঁহাদের নিত্য-প্রীতির স্বভাবেই তাদৃশ অভিমান নিয়ত বিরাজিত (ভক্তাভিমানবিশেষহেতবো গুণাস্তৎকৃতাঃ * * * * * * নিত্যপরিকরাণাং নিত্যমেব তদ্দ্বয়ম্। প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৮৪॥)। যখন ভগবান লীলাপ্রকট করেন, তখন ঐ অনাদিসিদ্ধ পিতামাতাকেই প্রথমতঃ জগতে প্রকট করান এবং পরে তিনি তাঁহাদের চিত্তে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় জন্মলীলা প্রকট করেন। প্রকট-লীলাতেও সাধারণ মানুষের ন্যায় পিতামাতার শুক্র-শোণিতে ভগবানের জন্ম হয় না; নরলীলত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত পিতামাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হয়েন মাত্র; সাধারণ লোকে মনে করে, মাতার গর্ভেই যেন তাঁহার জন্ম হইল। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও সদ্বারক অবতার; তিনি নরলীলা প্রকট করিয়াছেন, তাই পিতামাতার যোগে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

প্রকট নরলীলায় জন্মলীলার অভিনয় করিয়া ভগবান্ অবতীর্ণ হইলেও সাধারণ মানুষের মত তাঁহার বিগ্রহ প্রাকৃত অস্থি-মেদ-মাংসদ্বারা গঠিত নহে। "ন তস্য প্রাকৃতী মূর্ত্তির্মেদমাংসাস্থিসম্ভবা। প, পু, পা, ।৪৬।৪২॥" ঘৃত ও করকা তরল পদার্থ হইলেও দৈবযোগে যেমন কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপই অমিতবিক্রম শ্রীকৃষ্ণের পদপৃষ্ঠাদি।

পিতা-মাতা-গুরু-আদি যত মান্যগণ।
প্রথমে করেন সভার পৃথিবীতে জনম ॥ ৭৪
মাধব-ঈশ্বর-পুরী, শচী, জগন্নাথ।
অদ্বৈত-আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই-সাথ ॥ ৭৫

প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য—সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার ॥৭৬
কেহো পাপে কেহো পুণ্যে করে বিষয়ভোগ
ভক্তিগন্ধ নাহি—যাতে যায় ভবরোগ ॥৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

“কাঠিন্যং দৈবযোগেন করকাঘৃতয়োরেব। কৃষ্ণস্থামিততত্ত্বস্থ পাদপৃষ্ঠং ন দেবতা ॥ প, পু, পা, ৪৬।৪৩ ॥„ ভগবদ্‌বিগ্রহ শুদ্ধসত্ত্বময় (১।৪।৫৫ পয়ার টীকাদ্রষ্টব্য), আনন্দঘন। স্বীয় স্বরূপশক্তির অচিন্ত্য প্রভাবেই অনাদিকাল হইতেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম আনন্দঘন বিগ্রহরূপে বিরাজিত।

কৃষ্ণ যদি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ নরলীল; তাই তিনি যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তখন প্রথমেই পিতা-মাতা-আদি গুরুবর্গকে প্রকটিত করান। **প্রথমে**—লীলাপ্রকটনের প্রারম্ভে স্বয়ং অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে। **গুরুবর্গের**—পিতা, মাতা প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজন-সমূহের। **করেন সঞ্চার**—অবতীর্ণ করেন, প্রকট করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।১।২৪ শ্লোক হইতে জানা যায় শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। “বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্‌। অগ্রতো ভাবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥” শ্রীবলদেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া গুরুবর্গের অন্তর্ভুক্ত; তাই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বে তাঁহার এবং তাঁহার উপলক্ষণে পিতা, মাতা প্রভৃতির অবতরণের কথা জানা যায়।

৭৪। **মান্যগণ**—সম্মানের পাত্র ব্যক্তিগণ। **গুরু**—প্রকট নরলীলায় দীক্ষাগুরু পরমগুরু প্রভৃতি।

৭৫। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পিতা-মাতা ও গুরুবর্গের নাম উল্লেখ করিতেছেন।

মাধব ঈশ্বর পুরী—মাধবেন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরী। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গোস্বামী লৌকিক লীলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু; শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী তাঁহার পরমগুরু—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর দীক্ষাগুরু। **শচী**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জননী। **জগন্নাথ**—শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পিতা। সর্ব্বাগ্রে এই কয় জনকে অবতীর্ণ করাইলেন। **সেইসাথ**—সেই সঙ্গে; মাধব-ঈশ্বরপুরী প্রভৃতির সঙ্গে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রকটের পূর্ব্বেই শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যও প্রকট হইলেন।

শ্রীঅদ্বৈত মহাবিষ্ণুর অবতার বলিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর স্বাংশ অবতার, সুতরাং স্বরূপতঃ তাঁহার গুরুবর্গ নহেন; প্রকট লীলায় প্রভু তাঁহাকে গুরুবৎ মান্য করিতেন, তাহার কারণও ছিল। শ্রীঅদ্বৈত শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের শিষ্য ছিলেন, সুতরাং শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর গুরুস্থানীয়। এই পয়ারে গুরুবর্গের প্রাকট্যের সঙ্গে শ্রীঅদ্বৈতের প্রাকট্য উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য বোধ হয় এইযে, শ্রীঅদ্বৈতের ইচ্ছাতেই যখন প্রভুর অবতার, তখন প্রভুর পূর্ব্বেই তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন, তাই গুরুবর্গের অবতরণের সময়েই শ্রীঅদ্বৈতও অবতীর্ণ হইলেন।

৭৬। শ্রীঅদ্বৈত অবতীর্ণ হইয়া জগতের অবস্থা কিরূপ দেখিলেন, তাহা বলিতেছেন দুই পয়ারে। তিনি দেখিলেন—জগতের প্রায় সমস্ত লোকই বিষয়-ব্যাপারে নিরত, কেহ বা পাপকার্য্যে, কেহ বা পুণ্যকার্য্যে রত থাকিয়া বিষয় ভোগ করিতেছে। কিন্তু কাহারও মধ্যেই কৃষ্ণভক্তির লেশ মাত্রও নাই।

সকল সংসার—সংসারের সমস্ত লোক। **কৃষ্ণভক্তি গন্ধহীন**—সংসারের লোক-সমূহের মধ্যে কৃষ্ণভক্তি তো নাই-ই, ভক্তির গন্ধ বা আভাস মাত্রও নাই। **বিষয়-ব্যবহার**—একমাত্র বিষয়-ব্যাপারে (ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিজনক কার্য্যে) ব্যবহার (চেষ্টা) যাহাদের; লোকের যত কিছু চেষ্টা, সমস্তই কেবল ইন্দ্রিয়-সুখের নিমিত্ত. ভক্তি-বিষয়িণী চেষ্টা কাহারও মধ্যেই দৃষ্ট হয়না।

৭৭। **কেহ পাপে**—কেহ কেহ পাপকার্য্যে (চুরি, ডাকাতি, পরদারগমনাদি কার্য্যে) বিষয়-ভোগ করিতেছে। **কেহ পুণ্যে**—কেহ সৎকার্য্যে (দান-যজ্ঞাদি কার্য্যে) বিষয় ভোগ করিতেছে। **ভবরোগ**—সংসার-যাতনা। যাহাতে জীবের সংসার-যাতনা দূর হইতে পারে, সেই ভক্তির আচরণ তো দূরের কথা, ভক্তির আভাসও কাহারও মধ্যে দৃষ্ট হয় না। **ভক্তিগন্ধ**—ভক্তির আভাস।

লোকগতি দেখি আচার্য্য করুণ-হৃদয়।
বিচার করেন—লোকের কৈছে হিত হয়? ৭৮
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার ॥৭৯

নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ অবতার ॥৮০
শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন ॥৮১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৮। লোকের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতের করুণহৃদয় বিগলিত হইয়া গেল; কিসে জীবের মঙ্গল হইতে পারে, তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

লোকগতি—লোকের মনের গতি (অবস্থা); বিষয়োন্মুখতা ও ভগবদ্বহির্ম্মুখতা। ঝামটপুরের গ্রন্থে "লোকরীতি" পাঠ আছে। লোকরীতি—লোকের আচরণ। **করুণ-হৃদয়**—যাঁহার হৃদয় করুণায় পূর্ণ। **কৈছে**—কিরূপে। **হিত**—মঙ্গল; ভগবদ্ উন্মুখতা।

৭৯। শ্রীঅদ্বৈত লোকের অবস্থা দেখিয়া কি বিবেচনা করিলেন, তাহাই বলা হইতেছে চারি পয়ারে। "যদি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন এবং অবতীর্ণ হইয়া যদি তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক স্বয়ং ভক্তিধর্ম্মের আচরণ করেন, তাহা হইলেই ভক্তিধর্ম্মের প্রচার হইতে পারে এবং তাহাতেই জীবের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে; কারণ, তাঁহার আচরণ দেখিয়া লোকও ভক্তিধর্ম্মের আচরণ করিতে ইচ্ছুক হইবে।"

আচরি—আচরণ করিয়া, অনুষ্ঠান করিয়া।

৮০। শ্রীঅদ্বৈত আরও বিবেচনা করিলেন—"নামই কলিকালের ধর্ম্ম; নামকীর্ত্তন ব্যতীত কলিকালে অন্য ধর্ম্ম প্রশস্ত নহে; শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া যদি নামসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করেন, তাহা হইলেই জীবের মঙ্গল হইতে পারে, জীবের বহির্ম্মুখতা দূর হইতে পারে।"

কলিকালের যুগধর্ম্ম নাম-প্রচার যুগাবতার দ্বারাও হইতে পারে; তথাপি শ্রীঅদ্বৈত যখন যুগাবতারের অবতরণের ইচ্ছা না করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতরণই ইচ্ছা করিতেছেন, তখন বুঝা যাইতেছে যে, নামের সঙ্গে ব্রজ-প্রেম প্রচারই তাঁহার অভিপ্রেত; কারণ, ব্রজপ্রেম ব্যতীত জীব অত্যন্তিকী স্থিতি লাভ করিতে পারে না। (পূর্ব্ববর্ত্তী ১২শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপও ব্রজপ্রেম দান করিতে সমর্থ নহেন।

চিন্তা করিয়া শ্রীঅদ্বৈত স্থির করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ না হইলে জীবের আর কল্যাণ নাই; কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে কলিকালে শ্রীকৃষ্ণের অবতার সম্ভব হইতে পারে?

নাম বিনু—শ্রীহরিনাম ব্যতীত। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান-সমূহের মধ্যে শ্রীশ্রীনামকীর্ত্তনের প্রাধান্য-বশতঃই কেবল নামকীর্ত্তনের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা অন্যান্য ভক্তি-অঙ্গ উপেক্ষিত হয় নাই। তবে, অন্য অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেও নাম সংযোগেই তাহা কর্ত্তব্য। "যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎসংযোগেনৈবেত্যুক্তম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধস ইতি শ্রীভা ১ ৫।২৩ শ্লোক ক্রমসন্দর্ভঃ ॥" স্বতন্ত্রভাবে নামকীর্ত্তনও অত্যন্ত প্রশস্ত। "হরের্নাম হরের্নাম হরেনামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

৮১। কি উপায় অবলম্বন করিলে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। "শুদ্ধ-প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিলে এবং জীবের দুর্গতি নিবারণের নিমিত্ত দৈন্যের সহিত অবতরণের প্রার্থনা তাঁহার চরণে সর্ব্বদা নিবেদন করিলে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইতে পারেন। আমি তাহাই করিব।"

শুদ্ধভাবে—স্বসুখবাসনাদিত্যাগপূর্ব্বক প্রেমের সহিত। **নিরন্তর**—অনবরত, সর্ব্বদা। **সদৈন্যে**—দৈন্যের সহিত; সর্ব্ববিষয়ে নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপনপূর্ব্বক।

আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তনসঞ্চার।
তবে সে 'অদ্বৈত' নাম সফল আমার ॥৮২
কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্ আরাধনে ?।
বিচারিতে এক শ্লোক আইল তাঁর মনে ॥৮৩

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১১।১১০)—
গৌতমীয়-তন্ত্র-বচনম্ ;—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥ ১৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বিক্রীণীতে বশ্যং করোতি। শ্রীসনাতন-গোস্বামী ॥ ১৯ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮২। শ্রীঅদ্বৈত আরও বিচার করিলেন—"এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইয়া তাঁহাদ্বারা শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করাইব। ইহা করিতে পারিলেই আমার 'অদ্বৈত' নাম সার্থক হইবে।"

করোঁ—আমি করিব। **কীর্ত্তন-সঞ্চার**—নাম-কীর্ত্তন প্রচার। **তবে সে** ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইবার নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈতের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সূচিত করিতেছে। **অদ্বৈত**—অদ্বিতীয়; দ্বৈত (বা দ্বিতীয়) নাই যাঁহার। যাঁহার মতন অপর আর কেহ নাই, তিনি অদ্বৈত। শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইবার সামর্থ্য অপর কাহারও নাই, একমাত্র শ্রীঅদ্বৈতেরই সেই সামর্থ্য আছে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাবতারণ-সামর্থ্যে অদ্বিতীয় বলিয়া তাঁহার "অদ্বৈত" নাম সার্থক হইবে। এই বাক্যে শ্রীঅদ্বৈতের ভক্তি-স্পর্দ্ধা প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া আশঙ্কা করার হেতু কিছু নাই; স্পর্দ্ধার সহিত তিনি একথা বলেন নাই, তাঁর মত ভক্তের পক্ষে এইরূপ স্পর্দ্ধা সম্ভবও নহে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতাবুদ্ধির আধিক্যবশতঃ এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে সেই মমতাবুদ্ধির স্ফূর্ত্তিবশতঃই শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহের উপরে তাঁহার একটা বিশেষ দাবী (মমত্বজনিত দাবী) আছে মনে করিয়াই শ্রীঅদ্বৈত একথা বলিয়াছেন। **সফল**—সার্থক।

৮৩। আরাধনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়া অবতীর্ণ করাইবেন, ইহাই বিচার দ্বারা স্থির করিলেন; কিন্তু কোন্ আরাধনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করা যায়? একথা ভাবিতে ভাবিতে একটী শ্লোকের কথা শ্রীঅদ্বৈতের মনে পড়িল। সেই শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণ বশ করিবেন—কৃষ্ণকে বশীভূত করিবেন। ঝামটপুরের গ্রন্থে "কৃষ্ণ বশ" স্থলে "কৃষ্ণ সেবা" পাঠ আছে।

শ্লো। ১৯। অন্বয়। বা (অথবা) তুলসীদলমাত্রেণ (কেবল একপত্র-তুলসীর সহিত) জলস্য (জলের) চুলুকেন (এক গণ্ডূষ দ্বারা) ভক্তবৎসলঃ (ভক্তবৎসল ভগবান্) স্বং আত্মানং (স্বীয় আত্মাকে—আপনাকে) ভক্তেভ্যঃ (ভক্তগণের নিকটে) বিক্রীণীতে (বিক্রয় করেন)।

অনুবাদ। অথবা একপত্র তুলসীর সহিত এক গণ্ডূষ জল দিলেই তদ্দ্বারা ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তগণের নিকটে আপনাকে বিক্রয় করেন। ১৯।

বা—অথবা; গৌতমীয়-তন্ত্রের পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত ইহার অন্বয়। "ভক্তৎসলঃ" এবং "ভক্তেভ্যঃ" শব্দদ্বয় হইতে বুঝা যাইতেছে, ভক্তিপূর্ব্বক জল-তুলসী দিলেই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নিকটে আত্মবিক্রয় করেন—অন্যথা নহে। পরবর্ত্তী ৮৭শ পয়ারেও এই শ্লোকানুযায়ী শ্রীঅদ্বৈতের ভজন-সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"কৃষ্ণ পাদপদ্ম ভাবি করেন অর্পণ।" ইহাতে ভক্তিপূর্ব্বক জল-তুলসী অর্পণের বিধিই পাওয়া যাইতেছে।

কেহ "তুলসীদলমাত্রেণ বা জলস্য চুলুকেন" এইরূপ অন্বয় করিয়া "একপত্র-তুলসী অথবা এক গণ্ডূষ জল" এইরূপ অর্থ করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী ৮৪শ পয়ারের "তুলসী-জল" শব্দে এবং ৮৭শ পয়ারের "গঙ্গাজল তুলসী-মঞ্জরী" শব্দে বুঝা যায় "জল এবং তুলসী" অর্থাৎ তুলসীর সহিত "জল" এইরূপ অর্থই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। অন্ত্যলীলার ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদেও দেখা যায়, শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে গোবর্দ্ধন-শিলা-অর্চ্চনের ব্যবস্থায় বলিয়াছেন—

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসী-জল দেয় যেই জন ॥ ৮৪
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন—।
'জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন ॥' ৮৫
তবে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি আচার্য্য করেন আরাধন ॥ ৮৬
গঙ্গাজল তুলসী-মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি করেন সমর্পণ ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"এক কুজা জল আর তুলসী-মঞ্জরী। সাত্ত্বিক-সেবা এই শুদ্ধভাবে করি ॥৩।৬।২০॥ এস্থলে "জল অথবা তুলসী" না বলিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু "জল আর তুলসীই" বলিয়াছেন।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য খ্যাপিত হইয়াছে; ভক্তের অল্প-সেবাও তিনি বহু বলিয়া মনে করেন। ভক্তির সহিত একপত্র তুলসী এবং এক গণ্ডূষ জলমাত্র দিলেই শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে এত ঋণী মনে করেন যে, সেই ভক্তের ঋণ পরিশোধ করিবার উপযোগী অন্য কোনও বস্তু না থাকায় তিনি সেই ভক্তের নিকটে আত্মদান করিয়া ফেলেন।

৮৪। **এই শ্লোকার্থ**-"তুলসীদলমাত্রেণ" শ্লোকের অর্থ। শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য উক্ত শ্লোকের যেরূপ অর্থ-বিচার করিলেন, তাহা তিন পয়ারে ("কৃষ্ণকে তুলসী জল" হইতে "করে ঋণের শোধন") বলা হইতেছে। অর্থ সরল।

তুলসী-জল—তুলসী এবং জল।

৮৫। **তার ঋণ**—যিনি জল-তুলসী দেন, তাঁহার ঋণ। ভক্তের প্রদত্ত জল-তুলসী গ্রহণ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ মনে করেন যে, তিনি ভক্তের নিকটে ঋণী হইয়া পড়িয়াছেন। **জল-তুলসী সম** ইত্যাদি—ভক্তের ঋণ শোধ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন; চিন্তার কারণ এই যে, ঋণ শোধ করিবার উপযোগী ধন তাঁহার গৃহে নাই। যে প্রীতির সহিত ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে জল-তুলসী দেন, সেই প্রীতির দুর্মূল্যতাই এই বাক্যে সূচিত হইতেছে। ভগবান্ একমাত্র প্রীতির বশীভূত।

৮৬। **আত্মা**—দেহ। **বেচি**—বিক্রয় করিয়া। **তবে আত্মা বেচি** ইত্যাদি—ঋণ শোধের উপযোগী কোনও দ্রব্য তাঁহার না থাকায়, ভক্তের নিকটে নিজের দেহ-বিক্রয় করিয়াই তাঁহার ঋণ শোধ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, যিনি প্রীতির সহিত শ্রীকৃষ্ণকে জল-তুলসী দেন, শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্‌রূপে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। স্বতন্ত্র পুরুষ হইয়াও ভক্তপরবশ হইয়া থাকেন।

প্রাকৃত জগতেও দেখা যায়, যে ব্যক্তি মহাজনের ঋণ শোধ করিতে পারে না, সে নিজের দেহ দ্বারা মহাজনের কাজকর্ম্ম করিয়া ঋণ শোধের চেষ্টা করে। ভগবানের আচরণও প্রায় তদ্রূপ—তিনি ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া—ভক্তকে নিজের চরণ-সেবা দান করিয়া ভক্তের ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে ঋণ বোধ হয় পরিশোধিত না হইয়া বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে; কারণ, উত্তরোত্তর তিনি ভক্তের সেবা গ্রহণই করিতে থাকেন; সুতরাং ভক্তের নিকটে ভক্তবৎসল ভগবানের বশ্যতার অবসান কখনও হইতে পারে না; ভগবান্ বোধ হয় তাহা ইচ্ছাও করেন না; কারণ, ভক্তের বশ্যতা স্বীকারেই ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস-আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে এবং প্রেমরস-নির্য্যাস-আস্বাদনের নিমিত্তই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা লালায়িত

ঋণ-শোধের উদ্দেশ্যে মহাজনের সেবায় খাতকের দুঃখ আছে, কারণ তাহাতে প্রীতি নাই। কিন্তু প্রেম-ঋণ বশতঃ ভক্তের নিকটে ভগবানের বশ্যতায় ভগবানেরই আনন্দাতিশয্য; এইরূপ প্রেমবশ্যতাই তাঁহার অভিপ্রেত

এত ভাবি ইত্যাদি—পূর্ব্বোক্তরূপে শ্লোকার্থ বিচার করিয়া শ্রীল অদ্বৈত-আচার্য্য "তুলসীদল-মাত্রেণ" শ্লোকের মর্ম্মানুসারে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিরূপে তিনি আরাধনা করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে বলা হইয়াছে।

৮৭। সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া শ্রীল অদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণকে গঙ্গাজল ও তুলসী-মঞ্জরী সমর্পণ করিতেন।

কৃষ্ণের আহ্বান করে করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার ॥ ৮৮

চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু—।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্মসেতু ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গঙ্গাজল—পবিত্র এবং সুলভ বলিয়া শ্রীআচার্য্য গঙ্গাজলই দিতেন। গঙ্গাতীরেই তাঁহার বাসস্থান ছিল।

তুলসী-মঞ্জরী—তুলসীর কোমল বীজ-মুকুলকে মঞ্জরী বলে। শ্রীকৃষ্ণপূজার্থ মঞ্জরী-চয়ন-কালে কোমল মঞ্জরীর দুই পার্শ্বের দুইটী কোমল পত্রসহ চয়ন করিতে হয়। "দুই পাশে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী। এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি ॥৩৬৷২৯১॥" এই পয়ারটী শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর প্রতি গোবর্দ্ধন-শিলার্চ্চন-সম্বন্ধে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশ। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণপূজায় তুলসীমঞ্জরী অত্যন্ত প্রশস্তা। অন্যত্রও তুলসীমঞ্জরীর প্রশস্ততার কথা পাওয়া যায় এবং তুলসীমঞ্জরী যে শ্রীরাধার ন্যায়ই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় তাহাও জানা যায়। "সাগ্রজং তুলসীপত্রং দ্বিদলং ক্ষুদ্রমেবচ। মঞ্জরী সা তু বিখ্যাতা প্রশস্তা কৃষ্ণপূজনে॥ যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তথা চ মঞ্জরী হরেঃ। তস্মাদ্দদ্যাৎ প্রযত্নেন চন্দনেন তু মিশ্রিতাম্॥" কোনও কোনও গ্রন্থে "তুলসীদলমাত্রেণ" ইত্যাদি শ্লোকের পরে এই শ্লোকদুইটী দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ঝামটপুরের গ্রন্থে ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণকে তুলসী-প্রদানের ফলবর্ণন-প্রসঙ্গে মঞ্জরীর লক্ষণাত্মক এই শ্লোকদ্বয়ের উল্লেখ সঙ্গত বলিয়াও মনে হয় না; বিশেষতঃ "তুলসীদলমাত্রেণ" শ্লোকের পরবর্ত্তী পয়ারে "এই শ্লোকার্থ" ইত্যাদি বাক্যে কেবল একটী শ্লোকেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; উক্ত শ্লোকদুইটীও যদি কবিরাজ-গোস্বামীর উদ্ধৃত হইত, তাহা হইলে পরবর্ত্তী পয়ারে তিনটী শ্লোকের উল্লেখ থাকিত। **অনুক্ষণ**—সর্ব্বদা, অনবরত। **কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ চিন্তা করিয়া। এই পয়ার হইতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণপূজায় শ্রীকৃষ্ণচরণে তুলসী প্রদান কালে, শ্রীকৃষ্ণচরণ চিন্তা করিয়া—যেন শ্রীকৃষ্ণচরণ-সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকিয়াই সাক্ষাদভাব চরণে তুলসী দেওয়া হইতেছে—এইরূপ মনে করিয়া তুলসী দিতে হইবে। অন্যান্য উপচার অর্পণ কালেও এরূপ চিন্তাই করিতে হইবে; বাস্তবিক এইরূপ চিন্তা না থাকিলে সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তি বুঝায় না; সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিযুক্ত ভজনকেই "সাসঙ্গ ভজন" বলে; আর সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিহীন ভজনকে অনাসঙ্গ সাধন বলে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—সহস্র সহস্র অনাসঙ্গ সাধন দ্বারাও হরিভক্তি পাওয়া যায় না। "সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি। পূঃ ১৷২২॥" আসঙ্গ-শব্দের অর্থে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অনাসঙ্গৈরিতি যদুক্তং তত্র চাসঙ্গেন সাধন-নৈপুণ্যমেব বোধ্যতে তন্নৈপুণ্যঞ্চ সাক্ষাত্তদ্ভজনে প্রবৃত্তিঃ—অনাসঙ্গ-শব্দের অন্তর্গত আসঙ্গ-শব্দে সাধন-নৈপুণ্য বুঝাইতেছে; সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিই এই সাধন-নৈপুণ্য।" সুতরাং সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিহীন ভজনই অনাসঙ্গ সাধন। কবিরাজ-গোস্বামীও অন্যত্র বলিয়াছেন, সাক্ষাদ্ ভজনে প্রবৃত্তিহীন ভাবে "বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন ১৷৮৷১৫॥"

৮৮। শ্রীঅদ্বৈত পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া প্রেমভরে হুঙ্কার করিতেন। এই রূপেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইলেন।

কৃষ্ণের আহ্বান—"হে কৃষ্ণ! তুমি দয়া করিয়া একবার আইস; আসিয়া কলিজীবের দুরবস্থা দেখ।" ইত্যাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-প্রার্থনা।

৮৯। **চৈতন্যের অবতারে**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতার-বিষয়ে। **এই মুখ্যহেতু**—শ্রীল অদ্বৈত-আচার্য্যের ইচ্ছাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতারের মুখ্য হেতু। **ধর্ম্ম সেতু**—সেতু-শব্দের অর্থ "ক্ষেত্রাদেরালিঃ—ক্ষেত্রাদির আলি (শব্দকল্পদ্রুম)।" ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে আলি (আইল) থাকাতে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা-শক্তি-আদি রক্ষিত হয়; তাহাতে আলিই ক্ষেত্রের রক্ষক হইল। এইরূপে সেতু-অর্থ রক্ষকও হয়। ধর্ম্ম-সেতু অর্থ—ধর্ম্মরক্ষক। সেতু বা আলি যেমন বাহিরের জলাদির আক্রমণে বাধা দিয়া ক্ষেত্রের শস্যকে রক্ষা করে এবং ক্ষেত্রমধ্যস্থ জলাদি আটকাইয়া রাখিয়া ফসল-বৃদ্ধির আনুকূল্য করে; তদ্রূপ যিনি শাস্ত্রবিগর্হিত আচরণাদিকে প্রবেশ করিতে না দিয়া এবং শাস্ত্রবিহিত

তথাহি। (ভাঃ ৩।৯।১১)

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ-
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ২০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভক্তানাং তু ত্বং বশ এব ইত্যপরং কিং বক্তব্যমিত্যাহ ত্বমিতি। ভক্তিযোগোঽত্র প্রেমা। পরিভাবিতত্বং যোগ্যতামাপাদিতত্বং শ্রুতঃ ভগবৎপ্রতিপাদকবেদবৈদিকশাস্ত্র-বিচারশ্রবণম্। তর্হি মদ্রূপবিশেষাবির্ভাবে কিং কারণং তত্রাহ যদ্যদিতি ধিয়া শ্রুতেনৈব লব্ধেন বুদ্ধিবিশেষেণ। তে পূর্ব্বোক্তাঃ শ্রুতেক্ষিততৎপথঃ পুমাংসো যদ্ যদ্ বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে প্রকর্ষেণ তৎসমীপে নয়সি প্রকটয়সীত্যর্থঃ। ননু ঈশ্বরোঽহং কথমেব তেষাং বশঃ স্যাং তত্রাহ সদনুগ্রহায়। সৎসু তেষু অনুগ্রহ এব তব বশত্বে কারণং নান্যদিতি ভাবঃ। ননু শ্রুতমাত্রেণ মম কথং বহূনাং রূপাণাং জ্ঞানং স্যাৎ তদভাবে চ কথমেকতরনিষ্ঠা স্যাৎ তত্রাহ হে উরুগায়েতি। বেদেন ত্বমুরুধৈব গীয়স ইতি। স্বস্বমত্যনুসারেণ সা স্যাদিতি ভাবঃ। ক্রমসন্দর্ভঃ॥

তদেবমভক্তানাং সংসারানিবৃত্তিমুক্ত। ভক্তানাং তন্নিবৃত্তিমাহ। ভক্তিযোগেন শোধিতে হৃৎসরোজে আস্সে তিষ্ঠসি। শ্রুতেন শ্রবণেন ঈক্ষিতঃ পন্থা যস্য সঃ। কিঞ্চ শ্রবণং বিনাপি ত্বদ্ভক্তা মনসা যদ্ যদ্ বপুঃ রূপং স্বেচ্ছয়া ধ্যায়ন্তি তত্তৎ প্রণয়সে প্রকটয়সি। সতাং ত্বদ্ ভক্তানামনুগ্রহায়। স্বামী॥ ২০॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আচরণাদিকে জীবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, তিনিই ধর্ম্মসেতু বা ধর্ম্মরক্ষক। ধর্ম্মরক্ষক শ্রীভগবান ভক্তের ইচ্ছাকে উপলক্ষ্য করিয়াই ধর্ম্মরক্ষার্থ জগতে অবতীর্ণ হয়েন। এই উক্তির প্রমাণ-স্বরূপে নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

এস্থলে একটী কথা বিবেচ্য। "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা" ইত্যাদি শ্লোক এবং আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায় যে—শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য্য কিরূপ এবং এই মাধুর্য্য-আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পায়েন তাহাই বা কিরূপ—মুখ্যতঃ এই তিনটী বিষয় জানিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন; তাহা হইলে উক্ত বাঞ্ছাত্রয়ের পূরণের বাসনাই হইল অবতারের মূল বা মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু এই পয়ারে বলা হইল—অদ্বৈতের ইচ্ছাই "চৈতন্যের অবতারে মুখ্য হেতু।" ইহার সমাধান বোধ হয় এইরূপ:—কবিরাজগোস্বামীর বাক্যে আমরা জানিতে পারি যে—"রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার বিনে। সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥ রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ। তিন সুখ আস্বাদিতে হয় অবতীর্ণ॥ সর্ব্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয়। হেনকালে আইল যুগাবতার সময়॥ সেই কালে শ্রীঅদ্বৈত করে আরাধন। তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ॥ ১।৪।২২২—২২৫॥"—তিন সুখ আস্বাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হওয়ার নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন, তখনই শ্রীঅদ্বৈত স্বীয় ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিলেন; শ্রীকৃষ্ণও তখনই অদ্বৈতের ইচ্ছাকে উপলক্ষ্য করিয়া অবতীর্ণ হইলেন। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীঅদ্বৈতের আরাধনার পূর্ব্বেই, অবতীর্ণ হওয়ার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন—উদ্দেশ্য স্বীয় বাঞ্ছাত্রয়ের পূরণ। অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্যই তাহার মুখ্য কারণ; সুতরাং উদ্দেশ্যের দিক্ দিয়া বিচার করিলে অদ্বৈতের ইচ্ছাকে অবতারের মুখ্য কারণ বলা যায় না। অবতীর্ণ হইবেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন; কিন্তু কোন্ সময় অবতীর্ণ হইবেন, তাহা স্থির করেন নাই; অদ্বৈতের ইচ্ছা তাহা স্থির করিয়া দিল; সুতরাং অদ্বৈতের ইচ্ছা, অবতারের সময়-নির্দ্ধারণ-বিষয়েই মুখ্যহেতু—অন্য বিষয়ে নহে, ইহা অবতারের সময়-নির্দ্ধারক বা প্রবর্ত্তক হেতু মাত্র।

শ্লো। ২০। অন্বয়। ননু নাথ (হে প্রভো!) শ্রুতেক্ষিতপথঃ (বেদাদি-শাস্ত্র-শ্রবণে যাঁহার প্রাপ্তির উপায় দৃষ্ট হয়, সেই) ত্বং (তুমি) পুংসাং (লোকদিগের) ভক্তিযোগ-পরিভাবিতহৃৎসরোজে (ভক্তিযোগ-প্রভাবে যোগ্যতাপ্রাপ্ত হৃৎপদ্মে) আস্সে (বাস কর)। উরুগায় (হে উরুগায়) [তে ভক্তাঃ] (সেই ভক্তগণ) ধিয়া (বুদ্ধিদ্বারা) যদ্ যৎ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(যাহা যাহা) বিভাবয়ন্তি (চিন্তা করেন), সদনুগ্রহায় (সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে) তৎ তৎ (সেই সেই) বপুঃ (দেহ) প্রণয়সে (তুমি তাঁহাদের নিকট প্রকটিত কর)।

অনুবাদ। হে নাথ! বেদাদি-শাস্ত্র-শ্রবণে যাঁহার প্রাপ্তির উপায় দৃষ্ট হয়, সেই তুমি লোকদিগের ভক্তিযোগ-প্রভাবে যোগ্যতাপ্রাপ্ত হৃৎপদ্মে বাস কর। হে উরুগায়! ঐ ভক্তগণ বুদ্ধিদ্বারা যে যে রূপের চিন্তা করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনার্থ সেই সেই শরীর তুমি তাঁহাদের সমীপে প্রকটিত কর। (এই শ্লোকটী শ্রীভগবানের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি।) ।২০।

শ্রুতেক্ষিত-পথ—শ্রুত (বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র-শ্রবণ) দ্বারা ঈক্ষিত (দৃষ্ট) পথ (প্রাপ্তির উপায়) যাঁহার; ইহা শ্লোকস্থ "ত্বং—শ্রীভগবান্" -শব্দের বিশেষণ। বেদে এবং বেদানুগত শাস্ত্রেই ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনের কথা লিখিত আছে; বেদাদি-শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াই ভগবৎপ্রাপ্তির সাধন-পন্থা নির্ণয় করিতে হয়। শাস্ত্রে নানাপ্রকার সাধন-পন্থার উল্লেখ আছে; সকল প্রকারের সাধন একজনের পক্ষে অবলম্বনীয় নহে; যিনি যেভাবে ভগবান্‌কে পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি শাস্ত্র হইতে তদনুকূল সাধন-পন্থাই বাছিয়া লইবেন। এই বাক্যের ব্যঞ্জনা এই যে, শাস্ত্র-বহির্ভূত কোনও মনঃকল্পিত সাধনে ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব নহে। শাস্ত্র-বহির্ভূত মনঃকল্পিত সাধনকে শাস্ত্রকারগণ উৎপাৎবিশেষই বলিয়াছেন—"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-ধৃত-ব্রহ্মযামল বচন। পূ, ২।৪৬॥" **ভক্তিযোগ-পরিভাবিত-হৃৎসরোজ**—ভক্তিযোগ দ্বারা পরিভাবিত হইয়াছে যে হৃদয়রূপ পদ্ম। সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি আদি পর্য্যায়ে উন্নীত হওয়ার পরে সাধকের চিত্ত যখন **পরিভাবিত** হয় অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে উজ্জ্বলতা ধারণ করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ ভগবানের আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করে, তখনই (তাহার পূর্ব্বে নহে) সেই হৃদয়-পদ্মে শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হয়েন। হৃৎসরোজ-শব্দের ধ্বনি এই যে, ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানে সাধকের হৃদয় যখন সরোজের (পদ্মের) ন্যায় নির্ম্মল ও পবিত্র হয়, (নির্ধূত-দোষ হয়—চিত্ত হইতে যখন সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হয়), তখনই ভগবান্ ঐ চিত্তে আবির্ভূত হয়েন। চিত্তের ঐ অবস্থায় তাহাতে ভগবানের আবির্ভাব হইলে, তিনি আর ঐ হৃদয় ত্যাগ করেন না, সর্ব্বদাই ঐ হৃদয়ে অবস্থান করেন--ইহাই **আস্সে**—শব্দ হইতে বুঝা যাইতেছে। **উরুগায়**—উরু-অর্থ বহু; গা-ধাতু হইতে গায়-শব্দ নিষ্পন্ন, বহু শাস্ত্রে যাঁহার মহিমাদি বহু গীত বা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তিনি উরুগায়—ভগবান্। শাস্ত্রে শ্রীভগবানের বহু রূপের কথাও বর্ণিত আছে ইহাও উরুগায়-শব্দ হইতে বুঝা যাইতেছে। **সদনুগ্রহায়**—সৎ (সাধু-ভক্ত) দিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্ত, ভক্তদের অভীষ্ট রূপ প্রকটিত করিয়া। **প্রণয়সে**—প্রকৃষ্টরূপে প্রকটিত কর। **ধিয়া**—বুদ্ধিদ্বারা। শাস্ত্রে ভগবানের যে সমস্ত রূপের উল্লেখ আছে, সে সমস্ত রূপের মধ্যে ভক্তগণ স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে যে সমস্ত রূপকে অভীষ্ট বলিয়া মনে করেন, সেই সমস্ত রূপই তাঁহারা চিন্তা করেন। আবার, ভগবান্ এমনই ভক্তবৎসল যে, ভক্তগণ স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে ভগবানের যে যে রূপ চিন্তা করেন (যদ্ যদ্ বিভাবয়ন্তি), তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদশনার্থ তিনিও তাঁহাদের সাক্ষাতে সেই সেই রূপই (তৎ তৎ বপুঃ) প্রকটিত করেন—যে ভক্ত ভগবানের যে রূপের ভাবনা করেন, ভগবান্ তাঁহার নিকট সেই রূপই প্রকটিত করেন। ভক্তের অভিপ্রায়-অনুরূপ স্বীয় রূপ প্রকটিত করাতে ভগবানের ভক্তবশ্যতা সূচিত হইতেছে; ভগবান্ স্বতন্ত্র ঈশ্বর হইয়াও যে ভক্তের বশ্যতা স্বীকার করেন, তাঁহার ভক্তবাৎসল্যই বা ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী আগ্রহই ইহার একমাত্র হেতু।

ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তের অভীষ্ট রূপ প্রকাশ করেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের আরাধনায়ও তাঁহার ইচ্ছানুসারে ভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—ইহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যেই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

অথবা, "ধিয়া যদ্ যদ্ বিভাবয়ন্তি" ইত্যাদি অংশের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। ভক্তগণ নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে ভগবানের শাস্ত্রানুমোদিত যে যে রূপের সেবাপ্রাপ্তির বাসনা করেন, সেই সেই রূপের সেবার অনুকূল নিজেদের

এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপের সার।—
ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার ॥ ৯০
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে—।
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে ॥ ৯১

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯২

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়ামাশীর্ব্বাদ-
মঙ্গলাচরণে চৈতন্যাবতার-সামান্য-কারণং
নাম তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যে যে সিদ্ধদেহের চিন্তা করেন, তাঁহাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক ভক্তবৎসল ভগবান্ সেই সেই সিদ্ধদেহই প্রকটিত করেন; অর্থাৎ যে ভক্ত নিজের অভীষ্টসেবার অনুকূল যেরূপ সিদ্ধদেহের চিন্তা করেন, ভগবান্ তাঁহাকে সেইরূপ সিদ্ধদেহই দেন—যেন সিদ্ধাবস্থায় সেই ভক্ত সেই সিদ্ধদেহে তাঁহার অভীষ্টসেবা পাইতে পারেন। এইরূপে ভক্তের ইচ্ছানুরূপ ফল প্রদান করেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের ইচ্ছানুসারে ভগবান্ যে কলিতে অবতীর্ণ হইবেন, তাহা অসম্ভব নহে।

এই শ্লোকের "যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি"-ইত্যাদি উক্তি হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে—সাধক নিজের ইচ্ছা বা খেয়াল অনুসারে যে রূপেরই চিন্তা করিবেন, তাহা শাস্ত্রবিহিত রূপ না হইলেও ভগবান্ সেইরূপেই তাঁহাকে দর্শন দিবেন। ধনী ব্যক্তি বাড়ী প্রস্তুত করার পূর্ব্বে নিজের প্রয়োজন ও রুচি অনুসারে একটা নক্মা করেন; পরে ঐ নক্মা অনুসারে বাড়ী প্রস্তুত করেন; বাড়ীর মূল ভিত্তি হইল তাঁহার চিন্তা বা কল্পনা; নক্মার কল্পনার স্থূল রূপই হইল বাড়ী। তদ্রূপ সাধকের চিন্তাই রূপায়িত হইয়া তাঁহার সাক্ষাতে প্রকটিত হয়। এইরূপ অনুমান বিচারসহ নহে, শাস্ত্রসম্মতও নহে। ইহাতে শ্রীভগবদ্রূপের নিত্যত্ব উপেক্ষিত হয়, কল্পিতত্ব-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। যাঁহারা ভগবদ্রূপের নিত্যত্ব এবং সচ্চিদানন্দময়ত্ব স্বীকার করেন না, সাধকের সুবিধার জন্যই ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হয় বলিয়া মনে করেন, উক্তরূপ অনুমান তাঁহাদের মতেরই পোষক। শ্লোকস্থ "উরুগায়" এবং "শ্রুতেক্ষিতপথ"-শব্দদ্বয়ই সূচিত করিতেছে যে, বেদে এবং বেদানুগত শাস্ত্রে এইরূপ অনুমানের অবকাশ নাই। পরমকরুণ ভগবান্ অনাদিকাল হইতেই বহুরূপে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন; সে সমস্ত রূপের মধ্যে যে কোনও একরূপের চিন্তাই স্বীয় রুচি এবং বিচারবুদ্ধি অনুসারে সাধক স্বীয় চিত্তে পোষণ করিতে পারেন; সাধনের পরিপক্কাবস্থায় ভগবান্ সেইরূপেই তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রবহির্ভূত কোনও কল্পিতরূপের উপরে কোনও সাধন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কল্পনার পশ্চাতে বাস্তববস্তু না থাকিলে তাহা আকাশকুসুমবৎ অলীক হইয়া পড়ে; বাস্তবতাহীন কল্পনামূলক সাধনও তণ্ডুলহীন তুষের উপরে আঘাতের ন্যায় নিরর্থক হইয়া পড়ে। ২।৯।১৪১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯০। **এই শ্লোকের**—"ত্বং ভক্তিযোগ" ইত্যাদি শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্লোকের। উক্ত শ্লোকের সংক্ষিপ্ত সার অর্থ এই যে, ভক্তের ইচ্ছাতেই শ্রীকৃষ্ণ সকল সময়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

৯১। **চতুর্থ শ্লোকের**—"অনর্পিতচরীং চিরাৎ" শ্লোকের। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের ইচ্ছায় ব্রজপ্রেমপ্রচার করিয়া কলিতে জীবের প্রতি করুণা প্রকাশের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন—ইহাই অনর্পিতচরীং শ্লোকের সার অর্থ এবং এই পরিচ্ছেদে শ্লোকের এই অর্থই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

আদি-লীলা ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্ । | বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

শ্রীচৈতন্যেতি । বালোঽপি শাস্ত্রাধ্যনভিজ্ঞোঽপি শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তৎকৃপালেশেন শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা আলোচ্য ব্রজবিলাসিনঃ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তদ্রূপস্য শ্রীগৌরাঙ্গরূপস্য বিনির্ণয়ং বস্তুতত্ত্বনিরূপণং কুরুতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে মুখ্যকারণং বর্ণ্যতে ॥১॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরায় নমঃ ।

শ্লো ।১। অন্বয় । শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগ্রহে) বালঃ (বালক) অপি (ও) শাস্ত্রং (শাস্ত্র) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া—আলোচনা করিয়া) ব্রজবিলাসিনঃ (ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের) তদ্রূপস্য (শ্রীগৌরাঙ্গরূপের) বিনির্ণয়ং (বিশেষরূপে নির্ণয়) কুরুতে (করে) ।

অনুবাদ । শ্রীচৈতন্য-প্রসাদে বালকও (অজ্ঞ ব্যক্তিও) শাস্ত্র-আলোচনা করিয়া ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরাঙ্গরূপের তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় । ১ ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব-নিরূপণে তাঁহার কৃপাই একমাত্র সম্বল । তাঁহার কৃপা হইলে বালকের ন্যায় অজ্ঞব্যক্তিও শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া তাঁহার তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় । আর তাঁহার কৃপা না হইলে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ব্যক্তিও তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না । এই শ্লোকের ব্যঞ্জনা এই যে, গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—"শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব-নিরূপণে আমি সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ; তবে তাঁহার কৃপা হইলে অজ্ঞ ব্যক্তিও শাস্ত্রালোচনা করিয়া তাঁহার তত্ত্ব-নির্ণয় করিতে পারে—এই ভরসাতেই, তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার তত্ত্ব-নির্ণয়ে আমি চেষ্টা করিতে উৎসাহী হইতেছি ।"

তত্ত্ব-নির্ণয় করিতে হইলে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বরূপতঃ কে, কেনই বা তিনি গৌররূপে অবতীর্ণ হইলেন, তাহাও নির্ণয় করা দরকার; অর্থাৎ অবতারের প্রয়োজন-নির্ণয় করা দরকার । পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে অবতারের একটী কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা অবতারের মুখ্য কারণ নহে; মুখ্য কারণ যাহা, তাহা এই পরিচ্ছেদে নির্ণীত হইবে; তজ্জন্যও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপাই একমাত্র ভরসা ।

শ্লোকের "ব্রজবিলাসিনঃ তদ্রূপং" অংশের ধ্বনি এই যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণেরই একটী রূপ ব আবির্ভাব-বিশেষ—দ্বারকা-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ নহে । ব্রজবিলাসী—শ্রীনন্দ-নন্দন অভিমানে যিনি ব্রজে দাস, সখা, মাতা, পিতা, প্রেয়সী প্রভৃতি স্বীয় পরিকর-বর্গের সহিত লীলা করিয়াছেন ।

"শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা" অংশের ধ্বনি এই যে, এই পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যে তত্ত্ব লিখিত হইবে, তাহা কেবল ভক্ত-বিশেষের অনুভব-লব্ধ তত্ত্বমাত্র নহে, পরন্তু ইহা শাস্ত্র-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব । ভক্ত-বিশেষের অনুভব-লব্ধ তত্ত্বের প্রতি কেবল ভক্তগণেরই শ্রদ্ধা থাকিতে পারে, তর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের তাহাতে আস্থা না থাকিতেও পারে; কিন্তু শাস্ত্র-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রের নিকটেই শ্রদ্ধেয় ।

এই পরিচ্ছেদে প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতারের মুখ্য কারণই নির্ণীত হইয়াছে; এবং তদুদ্দেশ্যে প্রথমে তাঁহার তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে ।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
চতুর্থ-শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
পঞ্চম-শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥ ২
মূল শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস ॥ ৩
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার—।
প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥ ৪
সত্য এই হেতু, কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ—॥ ৫
পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা—শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥ ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১। সপরিকর-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণে প্রণতি জানাইয়া গ্রন্থকার তাঁহার তত্ত্ব ও অবতারের মূল প্রয়োজন নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

২। **চতুর্থ শ্লোকের**—প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্থ শ্লোকের; "অনর্পিতচরীং" শ্লোকের। **অর্থ কৈল বিবরণ**—অর্থ বিবৃত করা হইল, তৃতীয় পরিচ্ছেদে। **পঞ্চম শ্লোকের**—প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চম শ্লোকের; "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ" শ্লোকের।

৩। **মূল শ্লোকের**—"রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতিঃ"-শ্লোকের। **লাগাইতে**—আরম্ভ করিতে। **আগে**—পূর্ব্বে। **অর্থ লাগাইতে আগে**—অর্থ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে।

আভাস—ভূমিকা, উপক্রমণিকা। কোনও শ্লোকের বা বিষয়ের অর্থ পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে হইলে, যে যে তত্ত্ব বা ঘটনার উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত তাহা জানা দরকার; এই সমস্ত তত্ত্ব বা ঘটনার বিবরণকেই ভূমিকা বা উপক্রমণিকা বলে। ৪—৪৭ পয়ারে গ্রন্থকার পঞ্চম শ্লোকের ভূমিকা বিবৃত করিয়াছেন।

৪। আভাস বা ভূমিকা বলিতে আরম্ভ করিতেছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে "অনর্পিতচরীং" ইত্যাদি চতুর্থ শ্লোকের যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহার সার মর্ম্ম এই যে—শ্রীনাম ও প্রেম প্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। **এই অবতার**—শ্রীচৈতন্যাবতার।

৫। "অনর্পিতচরীং" শ্লোকে শ্রীচৈতন্যাবতারের যে কারণ বলা হইয়াছে, তাহাও সত্য কারণই; কিন্তু তাহা বহিরঙ্গ কারণ মাত্র; তাহা ব্যতীত আরও একটী অন্তরঙ্গ কারণ আছে।

বহিরঙ্গ—বাহিরের; গৌণ; আনুষঙ্গিক। **অন্তরঙ্গ**——ভিতরের, হার্দ্দ, মুখ্য। নিজের যে আন্তরিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত ভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হইতে সঙ্কল্প করেন, তাহাকে বলে অবতারের অন্তরঙ্গ বা মুখ্য কারণ। আর যে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত ভক্ত তাঁহার অবতরণ প্রার্থনা করেন এবং অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আনুষঙ্গিক ভাবেই যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইল অবতারের বহিরঙ্গ বা গৌণ কারণ। নাম-প্রেম-প্রচারের নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আনুষঙ্গিক ভাবেই নাম-প্রেম প্রচারিত হইয়াছে; সুতরাং নাম-প্রেম প্রচারের ইচ্ছা হইল শ্রীচৈতন্যাবতারের বহিরঙ্গ কারণ।

৬। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণাবতারের দৃষ্টান্ত দিয়া অবতারের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ কারণ বুঝাইতেছেন। ৬-১২ পয়ার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণাবতারের বহিরঙ্গ কারণ এবং ১৪শ পয়ারে অন্তরঙ্গ কারণ বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বে—দ্বাপর যুগে। **যেন**—যেমন। "যৈছে" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **পৃথিবীর ভার**—দৈত্যগণ-কৃত উপদ্রবাদি। দৈত্য-প্রকৃতি রাজগণের উৎপীড়নে পৃথিবী উৎপীড়িতা হইয়া প্রতিকার লাভের আশায় গাভীরূপ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইয়া স্বীয় দুঃখ-কাহিনী জানাইয়াছিলেন। শঙ্কর ও অন্যান্য দেবগণকে লইয়া ব্রহ্মা তখন ক্ষীরোদ-সমুদ্র-তীরে যাইয়া সমাহিত-চিত্তে নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে আকাশ-বাণীতে ব্রহ্মা অবগত হইলেন যে, ভূভার-হরণের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই বসুদেবের গৃহে জন্মলীলা প্রকট করিবেন (শ্রীভা, ১০।১)।

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগত পালন ॥ ৭

কিন্তু কৃষ্ণের সেই হয় অবতার কাল।
ভারহরণকাল তাতে হইল মিশাল ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। **শাস্ত্রেতে প্রচারে**—শাস্ত্রের প্রচলিত সাধারণ অর্থে—জানা যায় (ভূভার-হরণের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছেন ; কিন্তু শাস্ত্রের বাস্তব গূঢ় অর্থ তাহা নহে)।

"যেমন" শব্দ থাকিলেই তাহার পর "তেমন" একটা শব্দ থাকিবে ; এই পয়ারে "যেমন" (যেন) শব্দ আছে, কিন্তু "তেমন—(এইমত)" শব্দটী আছে পরবর্ত্তী ৩৩শ পয়ারে। যেমন শব্দ হইতে বুঝা যাইতেছে যে—পৃথিবীর ভার-হরণ যেমন শ্রীকৃষ্ণাবতারের বহিরঙ্গ কারণ মাত্র (অন্তরঙ্গ কারণ নহে), তদ্রূপ নাম-প্রেম-প্রচারও শ্রীচৈতন্যাবতারের বহিরঙ্গ কারণ মাত্র, অন্তরঙ্গ কারণ নহে।

৭। পৃথিবীর ভার-হরণ শ্রীকৃষ্ণাবতারের বহিরঙ্গ কারণ কেন হইল, তাহা বলিতেছেন।

পৃথিবীর ভারহরণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কার্য্য নহে ; যিনি সাক্ষাদ্‌ভাবে জগতের পালনকর্ত্তা, অসুর-সংহারাদি দ্বারা বিঘ্ন দূর করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা করা তাঁহারই কার্য্য। স্বাংশ-অবতার ক্ষীরাব্ধিশায়ী-বিষ্ণুর উপরেই এই কার্য্যের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে ; এই বিষ্ণুই যুগাবতারাদি দ্বারা অসুর-সংহারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সুতরাং অসুর-সংহার করিয়া পৃথিবীর ভার-হরণের নিমিত্ত স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নাই ; তাই ভূভার-হরণ তাঁহার অবতারের মুখ্য কারণ হইতে পারে না। গীতাতেও অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান উপস্থিত হয়, তখনই তিনি সাধুদিগের পরিত্রাণের এবং দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশের ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ দুষ্কৃতকারীদিগের উৎপাতেই ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুদয় এবং সাধুদিগের উৎপীড়ন হইতে থাকে, অর্থাৎ জগতের অমঙ্গল হইতে থাকে। সুতরাং দুষ্টদমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম্মসংস্থাপনাদি হইল প্রকৃত প্রস্তাবে ভূভার-হরণেরই কাজ এবং এই কাজের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। কিন্তু তিনি স্বয়ংরূপে ব্রহ্মার একদিনে মাত্র অবতীর্ণ হয়েন, যুগে যুগে বা প্রতিযুগে অবতীর্ণ হয়েন না ; ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে সহস্র সহস্র যুগ। প্রতিযুগে অবতীর্ণ হয়েন যুগাবতার। ইহাতেই বুঝা যায়—ভূভার-হরণের জন্য যুগাবতারই অবতীর্ণ হয়েন, যুগাবতার দ্বারাই সেই কাজ নির্ব্বাহ হইতে পারে, তজ্জন্য স্বয়ংরূপের অবতরণের প্রয়োজন হয়না। তথাপি যে অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আমি যুগে যুগে" অবতীর্ণ হই—"সম্ভবামি যুগে যুগে", ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যুগে যুগে তিনি যুগাবতার-রূপেই অবতীর্ণ হয়েন, স্বয়ংরূপে নহে। যুগাবতারও শ্রীকৃষ্ণেরই এক স্বরূপ। এরূপ অর্থ না করিলে সকল শাস্ত্রোক্তির সঙ্গতি থাকেনা। পরবর্ত্তী ১৪শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ভার-হরণ—অসুর-সংহারপূর্ব্বক পৃথিবীর উপদ্রব দূরীকরণ। **স্থিতিকর্ত্তা**—জগতের রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণু ; দুগ্ধাব্ধিশায়ী নারায়ণ। **জগত পালন**—অসুর-সংহারাদি করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা করার ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত।

৮। ভূ-ভারহরণ যদি শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যই না হয়, তাহার সঙ্গে যদি সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীকৃষ্ণের কোনও সম্বন্ধই না থাকে, তাহা হইলে ইহাকে তাঁহার অবতারের বহিরঙ্গ কারণই বা বলা হইল কেন ; ইহার উত্তর দিতেছেন ৮-১০ পয়ারে।

পৃথিবীর ভার-হরণের নিমিত্ত যখন যুগাবতারের অবতীর্ণ হওয়ার সময় হইল, ঠিক তখনই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেরও অবতরণের সময় হইল। একটী নিয়ম এই যে, যখনই পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখনই অন্যান্য সমস্ত ভগবৎস্বরূপ—নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যকূর্ম্মাদি লীলাবতার, যুগাবতার, মন্বন্তরাবতারাদি সমস্ত ভগবৎস্বরূপই—শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে অবতীর্ণ হয়েন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের অন্তর্ভূত হইয়া অবতীর্ণ হয়েন;

পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥ ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্বতন্ত্র বিগ্রহে নহে। তাই শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন, পালনকর্ত্তা বিষ্ণুও আসিয়া তখন শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভূত হইলেন। শ্রীবিষ্ণু হইলেন আধেয়, শ্রীকৃষ্ণ হইলেন তাঁহার আধার। নিজের অন্তর্ভূত বিষ্ণু দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ অসুর-সংহারাদি করাইয়া ভূ-ভার হরণ করিলেন। বিষ্ণুর তখন স্বতন্ত্র বিগ্রহ না থাকায় শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দ্বারাই এই কার্য্য নির্ব্বাহ হয়; তাই সাধারণ-দৃষ্টিতে মনে হয়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অসুর-সংহারাদি করিয়াছেন। এজন্য ভূভার-হরণকে কৃষ্ণাবতারের একটী কারণ বলা হয়। বস্তুতঃ ভূভার-হরণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কোনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; বিষ্ণুর সঙ্গেই তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এবং এই বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভূত রহিয়াছেন বলিয়াই এবং তজ্জন্য ভূ-ভার-হরণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পরম্পরাক্রমে কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ভূ-ভার-হরণকে শ্রীকৃষ্ণাবতারের বহিরঙ্গ কারণ বলা হয়।

কিন্তু—ভূভারহরণ স্বয়ং ভগবানের কার্য্য না হইলেও। **সেই হয় অবতার কাল**—ভূ-ভারহরণের নিমিত্ত যখন বিষ্ণুর অবতরণের সময় হইল, সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণেরও অবতরণের সময় হইল। কোনও কোনও গ্রন্থে "সেই" স্থলে "যেই" পাঠ আছে; এইরূপ পাঠের অর্থ—যে সময় শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের সময় হইল, সেই সময়ই ভূ-ভার-হরণার্থ বিষ্ণুরও অবতারের সময় হইল। ঝামটপুরের গ্রন্থেও "সেই" পাঠ আছে। **ভার-হরণ-কাল**—ভূ-ভার-হরণের নিমিত্ত বিষ্ণুর অবতরণের সময়। **তাতে**—কৃষ্ণের অবতরণ-সময়ের সঙ্গে। **হইল মিশাল**—মিলিত হইল। উভয়ের অবতরণ-কাল একই সময়ে উপস্থিত হওয়ায় কৃষ্ণাবতারের সময়ের সঙ্গে ভূভার-হরণের সময় মিলিত হইল; অর্থাৎ ভূ-ভার-হরণের নিমিত্ত বিষ্ণু আর স্বতন্ত্র ভাবে অবতীর্ণ হইলেন না, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের অন্তর্ভূত হইয়াই অবতীর্ণ হইলেন। ১।৪।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯। পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যখন অবতীর্ণ হয়েন, অন্যান্য সমস্ত অবতারই তখন তাঁহার সঙ্গে (তাঁহার শ্রীবিগ্রহে) আসিয়া মিলিত হয়েন।

পূর্ণ ভগবান্—সমস্ত অংশের সহিত সম্মিলিত স্বয়ং ভগবান্। সমস্ত অংশের সহিত সম্মিলিত বস্তুকেই পূর্ণবস্তু বলা যায়; যখনই কোনও পূর্ণবস্তু প্রকাশ পায়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, তাহার সমস্ত অংশ ঐ বস্তুর সহিত সম্মিলিত আছে, নচেৎ ঐ বস্তুকে পূর্ণবস্তুই বলা যায় না। এইরূপ, পূর্ণ ভগবানের মধ্যে তাঁহার সমস্ত অংশ সম্মিলিত আছেন, নচেৎ তাঁহাকে পূর্ণ ভগবান্ই বলা যায় না; এবং তিনি যখন জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার সমস্ত অংশও তখন তাঁহার সহিত সম্মিলিত অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েন। অন্যান্য যত ভগবৎস্বরূপ আছেন, তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণের অংশ। লঘুভাগবতামৃতও বলেন—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ, পরব্যোম-চতুর্ব্যূহ, পুরুষাদি-অংশাবতার, শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নর-নারায়ন, হয়গ্রীব এবং অজিতাদি—ইহারা সকলেই সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াই তিনি প্রাদুর্ভূত হয়েন। তাই প্রকট-বৃন্দাবনেও এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের লীলা প্রকট দেখা যায় (ইহাতেই বুঝা যায়, এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েন)। "স্যুর্মহান্তোঽতিপরম-মহত্তমতয়া স্মৃতাঃ। তে পরব্যোমনাথশ্চ ব্যূহাশ্চ বসুসংখ্যকাঃ॥ বাসুদেবাদয়োব্যূহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্য যে। তেভ্যোঽপ্যুৎকর্ষভাজোঽমী কৃষ্ণব্যূহাঃ সতাং মতাঃ॥ ইত্যেতে পরব্যোমনাথব্যূহৈঃ সহৈকতাম্। স্ববিলাসৈরিহাভ্যেত্য প্রাদুর্ভাবমুপাগতাঃ॥ অংশাস্তস্যাবতারা যে প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদয়ঃ। তথা শ্রীজানকীনাথ-নৃসিংহ-ক্রোড়-বামনাঃ। নারায়ণো নরসখো হয়শীর্ষাজিতাদয়ঃ॥ এভির্যুক্তঃ সদা যোগম্ অবাপ্যয়মবস্থিতঃ॥ শ্রীকৃষ্ণামৃতম্। ৩৬৮-৩৭২॥"

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতও বলেন—"একঃ স কৃষ্ণো নিখিলাবতারসমষ্টিরূপঃ—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিখিল অবতারের সমষ্টিরূপ। ২।৪।১৮৬॥" এই তত্ত্বটী প্রত্যক্ষভাবে লোচনের গোচরীভূত করিয়াছেন শ্রীমন্মহাপ্রভু। নবদ্বীপলীলায় তিনি তাঁহার শচীনন্দন-দেহেই রাম-সীতা-লক্ষ্মণ (চৈ, ভা, মধ্য ১০), মৎস্য-কূর্ম্ম-নৃসিংহ-বামন-বুদ্ধ-কল্কি

নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥ ১০
সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ। ১১
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর-সংহারে ॥ ১২
আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ—॥ ১৩
প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এবং শ্রীকৃষ্ণ (চৈ, ভা, মধ্য ২৫ এবং ৮), নারায়ণ (চৈ, ভা, মধ্য ২), বরাহ (চৈ, ভা, মধ্য ৩), বিশ্বরূপ (চৈ, ভা, মধ্য ৬), শিব (চৈ, ভা, মধ্য ৮), বলরাম (চৈ, চ, ১।১৭।১০৯-১৩), লক্ষ্মী-রুক্মিণী-ভগবতী (চৈ, ভা, মধ্য ১৮) প্রভৃতি ভগবৎ-স্বরূপের রূপ দেখাইয়াছেন। এসমস্ত রূপ দর্শনের সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল, দর্শনসময়ে তাঁহারা শচীনন্দনের দেহ আর দেখেন নাই, তৎস্থলে তত্তৎ-ভগবৎস্বরূপের রূপই দেখিয়াছেন। রায়রামানন্দও প্রভুর সন্ন্যাসরূপের স্থলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন। তিনি বহুস্থলে ষড়্ভুজরূপেও দর্শন দিয়াছিলেন।

১০।১১। পূর্ব্ব পয়ারোক্ত "আর সব অবতারের" বিশেষ বিবরণ দিতেছেন।

নারায়ণ—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ। **চতুর্ব্যূহ**—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি ব্যূহ; দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের উক্ত নামে চারিটী ব্যূহ আছেন এবং পরব্যোমনাথ নারায়ণেরও উক্ত নামের চারিটী ব্যূহ আছেন। পরব্যোমের চতুর্ব্যূহ দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের বিলাস (কৃষ্ণব্যূহানাং বিলাসা নারায়ণব্যূহাঃ—ল, ভা, কৃষ্ণামৃত ৩৭১ শ্লোকের টীকায় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ)। **মৎস্যাদ্যবতার**—মৎস্য, কূর্ম্মাদি লীলাবতার। **যুগমন্বন্তরাবতার**—যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার। **যত আছে আর**—অন্যান্য যত অবতার আছেন। **সভে**—নারায়ণাদি সমস্ত ভগবৎস্বরূপ। **কৃষ্ণ-অঙ্গে**—শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে। **ঐছে**—এইরূপে। **অবতরে**—অবতীর্ণ হয়েন। **ঐছে অবতরে** ইত্যাদি—পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপেই (নারায়ণাদি সমস্ত ভগবৎস্বরূপের সহিত সম্মিলিত হইয়াই) অবতীর্ণ হয়েন।

১২। **অতএব** ইত্যাদি—পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-কালে অন্যান্য সমস্ত ভগবৎস্বরূপ তাঁহার শ্রীবিগ্রহের অন্তর্ভূত থাকেন বলিয়া জগতের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুও তখন শ্রীকৃষ্ণের শরীরের মধ্যেই অবস্থান করেন। **বিষ্ণু-দ্বারে** ইত্যাদি—স্বীয় দেহান্তর্ভূত বিষ্ণুদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ অসুর-সংহার করিয়া ভূ-ভার হরণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ নিজে তাহা করেন না।

১৩। অসুর-সংহার শ্রীকৃষ্ণের নিজের কার্য্য নহে বলিয়া, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভূত বিষ্ণুরই কার্য্য বলিয়া ইহা কৃষ্ণাবতারের আনুষঙ্গ কর্ম্ম, মুখ্যকর্ম্ম নহে।

আনুষঙ্গ কর্ম্ম—সঙ্গে অনু অনুগতস্য স্থিতস্য ইতি যাবৎ বিষ্ণোঃ কর্ম্ম ইতি আনুষঙ্গিকম্—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে (দেহাভ্যন্তরে) স্থিত বিষ্ণুর কর্ম্ম বলিয়া আনুষঙ্গ কর্ম্ম (চক্রবর্ত্তী)।

শ্রীবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন স্বরূপ; কৃষ্ণাবতার-সময়ে ভার-হরণ-কাল উপস্থিত হওয়ায় অসুর-সংহার করিয়া ভূভার-হরণের নিমিত্তই বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং ভূভার-হরণ হইল কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন (বহিঃ) বিষ্ণুর অবতরণ-বিষয়ে কারণ, তাই ইহা বহিরঙ্গ কারণ। অঙ্গাৎ স্বরূপাৎ নন্দ-নন্দনরূপাৎ ইতি যাবৎ বহিঃ ভিন্নস্য বিষ্ণোরবতারে কারণমিতি বহিরঙ্গম্—ইহা অঙ্গ (অর্থাৎ নন্দ-নন্দনরূপ) হইতে বহিঃ (অর্থাৎ ভিন্ন) বিষ্ণুর অবতরণ-বিষয়ে কারণ বলিয়া বহিরঙ্গ কারণ (চক্রবর্ত্তী)।

যে লাগি—যেই মূল উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত। **মূল কারণ**—অবতারের মুখ্য কারণ।

১৪। শ্রীকৃষ্ণাবতারের মুখ্য বা অন্তরঙ্গ কারণ বলিতেছেন। প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের এবং রাগমার্গ-ভক্তি প্রচারের ইচ্ছাই শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের অন্তরঙ্গ কারণ।

প্রেম—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তের ঐশ্বর্য্যাদিজ্ঞানশূন্যা নির্ম্মল-প্রীতি। **রস**—কৃষ্ণবিষয়িণী রতি যখন বিভাব-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুভাবাদির সহিত মিলনে অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করে, তখন তাহাকে ভক্তিরস বলে। “স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব ॥ সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে। কৃষ্ণভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে ॥ ২।১৯।১৫৪-৫৫” শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ রকমের কৃষ্ণরতি　পাঁচ রকমের রতি পাঁচরকমের রসে পরিণত হয়—শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস ও মধুর রস। কৃষ্ণভক্তিরসের মধ্যে এই পাঁচটীই প্রধান। এতদ্ব্যতীত আরও সাতটী গৌণ রস আছে; যথা—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়। (বিশেষ আলোচনা মধ্যলীলার ১৯শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।) ব্রজে শান্তরস নাই, অপর চারিটী রস আছে। **প্রেমরস**—বিভাব-অনুভাবাদির মিলনে পরমাস্বাদন-চমৎকারিতা-প্রাপ্ত প্রেম। **নির্য্যাস**—সার।

রাগ—“ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগ—স্বরূপ লক্ষণ। ইষ্টে আবিষ্টতা—এই তটস্থ লক্ষণ ॥২।২২।৮৬॥” স্বসুখবাসনাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক, সেবাদ্বারা ইষ্টবস্তু-শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সম্পাদনের নিমিত্ত যে স্বাভাবিকী উৎকণ্ঠাময়ী বাসনা, তাহাকে রাগ বলে। যাঁহার চিত্তে এই রাগের উদয় হয়, তিনি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়েই আবিষ্ট থাকেন—চক্ষুতে যাহা কিছু দেখেন, তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় বা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপক কোনও বস্তু বলিয়াই মনে করেন; কর্ণে যাহা কিছু শুনেন, তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তুর শব্দ বলিয়াই মনে করেন; নাসিকায় যে কিছু সুগন্ধ অনুভব করেন, তাহাকেও শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তুর গন্ধ বলিয়া মনে করেন; ইত্যাদি রূপই তাঁহার অনুভব হয়; আর, তাঁহার মন সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণসেবা বিষয়ক চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় এইরূপ রাগ নিত্য বিরাজিত; এইরূপ ভাবের সহিত তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সেবাকে বলে রাগাত্মিকাভক্তি। “রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম। ২।২২।৮৫।” এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তিকে অর্থাৎ ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে, তাঁহাদের কিঙ্কর বা কিঙ্করী ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবাকে বলে রাগানুগাভক্তি।

রাগ মার্গ ভক্তি--রাগমার্গের ভক্তি; রাগানুগাভক্তি। মার্গ শব্দের অর্থ পন্থা—এস্থলে সাধনপন্থা। রাগাত্মিকা-ভক্তি সাধন লভ্যা নহে; কারণ, ইহা একমাত্র নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরদের মধ্যেই সম্ভব, (বিশেষ বিচার মধ্যলীলার ২২শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। সুতরাং রাগমার্গ-ভক্তি বলিতে এস্থলে রাগাত্মিকা ভক্তিকে বুঝাইতে পারে না। রাগানুগাভক্তি সাধনলভ্যা; এস্থলে রাগমার্গ-ভক্তি শব্দে রাগানুগা ভক্তিকে বুঝাইতেছে। **লোকে**—জগতে; লোকের মধ্যে। **করিতে প্রচারণ**—প্রচার করিতে; সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে।

পূর্ব্ব পয়ারের “যে লাগি অবতার” বাক্যের সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয় হইবে। প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিতে এবং লোকে রাগমার্গ-ভক্তি প্রচার করিতে শ্রীকৃষ্ণের অবতার—ইহাই এই পয়ারের অন্বয় (অবতার-শব্দটী উহ্য)।

স্বসুখ-বাসনাশূন্যা ও কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তের যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন বিশুদ্ধ প্রেম প্রকাশ পায়, সেই প্রেম-রস-সার আস্বাদন করিবার নিমিত্ত এবং কলিতে জীবের মধ্যে রাগানুগাভক্তি প্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই শ্রীকৃষ্ণাবতারের অন্তরঙ্গ হেতু। কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ এই দুইটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী ২৯।৩০ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অবতারের হেতু কি? গীতায় অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—“যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি হইতে জানা যায়, দুষ্কৃতকারীদিগের অত্যাচারে যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয় উপস্থিত হয়, ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশের জন্য এবং তদ্দ্বারা সাধুদিগের রক্ষার জন্য তখনই তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। দুষ্টলোকদিগের অত্যাচার জগতের শান্তিভঙ্গের কারণ; অত্যাচার যখন বর্দ্ধিত হয়, তখন ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুদয় এবং সাধুলোকদের অশেষ দুঃখ উপস্থিত হয়; তাহাতে জগতের রক্ষণব্যাপারেই বিঘ্ন উপস্থিত হয়। জগৎরক্ষার জন্য এই অশান্তি দূর করা প্রয়োজন। সুতরাং এই রকম অশান্তি দূরীকরণ জগৎরক্ষণেরই অঙ্গীভূত কার্য্য। এই কার্য্যনির্ব্বাহার্থ শ্রীকৃষ্ণ

"যুগে যুগে" অর্থাৎ প্রতিযুগে অবতীর্ণ হয়েন। এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, এই জগৎরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিযুগে শ্রীকৃষ্ণ কি স্বয়ংরূপেই অবতীর্ণ হয়েন, না অন্যকোনও স্বরূপে? কিন্তু কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—স্বয়ংভগবান্ "ব্রহ্মার একদিনে তেঁহো একবার। অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকটবিহার॥ ১।৩।৪॥" এই উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে ব্রহ্মার একদিনে (অর্থাৎ এককল্পে) একবার মাত্র অবতীর্ণ হয়েন; যুগে যুগে অর্থাৎ প্রতিযুগে তিনি অবতীর্ণ হয়েন না। কিন্তু গীতার উক্তি হইতে জানা যায়, তিনি "যুগে যুগে" অবতীর্ণ হয়েন; "কল্পে কল্পে" অবতরণের কথা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ প্রতিযুগে স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হয়েন না। প্রতিযুগে যিনি অবতীর্ণ হয়েন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ। প্রতিযুগে যুগাবতারই অবতীর্ণ হয়েন এবং যুগাবতার তাঁহার অংশ। গীতার উক্তির আলোচনা হইতে ইহাও জানা যায়—জগতের রক্ষার উদ্দেশ্যে অসুর-সংহারাদিদ্বারা ভূভারহরণ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই তিনি অবতীর্ণ হয়েন এবং ইহাও জানা যায়, যুগাবতাররূপেই তিনি তাহা করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহাও জানা যায় যে, ভূভার-হরণ এবং ধর্ম্মসংস্থাপন যুগাবতারেরই কার্য্য, সাক্ষাদ্ভাবে স্বয়ংভগবানের কার্য্য নহে। তাই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"স্বয়ংভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ।১।৪।৭॥" এই কার্য্য তবে কে করিবেন? কবিরাজগোস্বামী বলেন—"স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগত-পালন॥ ১।৪।৭॥" জগৎ-রক্ষার ভার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর উপর; তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ; তিনিই যুগাবতারাদিরূপে ভূভার-হরণ করেন। জগৎ-রক্ষার অঙ্গীভূত ধর্ম্মসংস্থাপনও সাক্ষাদ্ভাবে যুগাবতারাদিরই কার্য্য, এজন্য স্বয়ংভগবানের অবতরণের প্রয়োজন হয় না। তাই বলা হইয়াছে "যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে॥ ১।৩।২০॥ * * * পূর্ণভগবান্। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥ ১।৪।৩৩॥"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, ভূভার-হরণ যদি স্বয়ংভগবানের কার্য্যই না হইবে, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই কংসাদি দৈত্যগণকে বিনাশ করিলেন কেন? দৈত্যদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িতা ধরণীর প্রার্থনায় ব্রহ্মাদিদেবগণ যখন ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে যাইয়া ধরণীর দুঃখের কথা জানাইলেন, তখন তাঁহাদের প্রার্থনায় তিনি অবতীর্ণই বা হইলেন কেন? যুগাবতারকে পাঠাইলেই তো ধরণীর দুঃখ দূর করা হইত। উত্তরে বলা যায়—ব্রহ্মাদিদেবগণের প্রার্থনাতেই যে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহাদের ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে যাওয়ার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। আকাশ-বাণীতে ব্রহ্মা জানিয়াছিলেন—পৃথিবীর দুর্দ্দশার কথা ভগবান্ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। "পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরঃ। শ্রীভা, ১০।১।২২॥" এবং ব্রহ্মা ইহাও জানিয়াছিলেন যে, স্বয়ংভগবান্ বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইবেন। "বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষঃপরঃ। জনিষ্যতে॥ শ্রীভা, ১০।১।২৩॥" যখন স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন পৃথিবীর দুর্দ্দশার কথা অবগত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভূভার-হরণের জন্য যুগাবতারেরও অবতরণের সময় হইয়াছে। "কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতারকাল। ভারহরণকাল তাতে হইল মিশাল॥ ১।৪।৮॥" আকাশবাণী একথাই ব্রহ্মাকে জানাইলেন। ইহাতে ব্রহ্মাদিদেবগণের এবং উৎপীড়িতা ধরণীর আশ্বস্ত হওয়ার হেতু এই যে, "পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥ নারায়ণ চতুর্ব্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার। যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥ সভে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥১।৪।৯-১১॥ (টীকা দ্রষ্টব্য)॥" তাঁহারা যখন জানিলেন যে, স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হইতেছেন, তখন ইহাও তাঁহারা বুঝিলেন যে, জগতের রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণুও এবং যুগাবতারাদিও শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হইয়া অবতীর্ণ হইবেন এবং সেই বিগ্রহের অভ্যন্তরে থাকিয়া বিষ্ণুই অসুরসংহারাদি করিয়া পৃথিবীর দুর্দ্দশা দূর করিবেন; "বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর-সংহারে॥ ১।৪।১২॥" শ্রীকৃষ্ণের অভ্যন্তরে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সহায়তাতেই বিষ্ণুই অসুর-সংহার করিয়াছেন বলিয়াই আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণই অসুর-সংহার করিয়াছেন। যদি বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির দ্বারাই যখন অসুর-সংহার করা হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণই অসুর-সংহার করিয়াছেন,

একথাও তো বলা যায়; তাঁহার একটী নামও তো কংসারি। উত্তরে বলা যায়—বিষ্ণুরূপেও অবশ্য শ্রীকৃষ্ণই জগতের রক্ষা করিয়া থাকেন; শ্রীকৃষ্ণই মূল-স্বরূপ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই অসুর-সংহার করিয়াছেন, একথা বলা চলে। কিন্তু এই অসুর-সংহারের নিমিত্তই তিনি অবতীর্ণ হয়েন নাই, ইহা তাঁহার আনুষঙ্গিক কাজ। "আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ॥ ১।৪।১৩॥" আনুষঙ্গ বলার হেতু এই যে, তাঁহার অবতরণের অন্য উদ্দেশ্য না থাকিলে, কেবল অসুর-সংহারের নিমিত্ত তিনি অবতীর্ণ হইতেন না, তাঁহার অবতরণের প্রয়োজনও হইত না। যুগাবতারাদিদ্বারাই তিনি অসুর-সংহার করাইতে পারিতেন। অসুর-সংহারাদির জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, ব্রহ্মাদি দেবগণও তাহা বলেন নাই। দেবকী-গর্ভে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করার সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী কথা শ্রীভা, ১০।২।৩৯ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে; এই শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—ব্রহ্মাদিদেবগণ বলিতেছেন, ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে যাইয়া পৃথিবীর দৈত্যকৃত উৎপীড়নের কথা জানাইয়া তাহার প্রতীকারের জন্য ক্ষীরোদশায়ীর যোগে তোমার চরণে আমরা প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। তাই আমরা যদি এখন মনে করি যে, আমাদের প্রার্থনার ফলেই তুমি আমাদের রক্ষার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহা হইলে কেবল আমাদের অভিমানই প্রকাশ পাইবে। "অস্মদ্বিজ্ঞাপিতোঽস্মদাদিপালনার্থমবতীর্ণোঽসি ইত্যস্মাকমভিমান এব।" (শ্রীকৃষ্ণাবতারের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ব্রহ্মাদিদেবগণের উক্তি নিয়ে আলোচিত হইতেছে)।

যাহাহউক, উক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল, অসুর-সংহারাদি শ্রীকৃষ্ণাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; ইহাকে আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য মাত্র বলা যায়। কিন্তু অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য কি?

মুখ্য উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতে কুন্তীদেবীর উক্তি, ব্রহ্মার নিজের উক্তি, ব্রহ্মাদি দেবগণের উক্তি এবং বিষ্ণুপুরাণে অক্রূরের উক্তির আলোচনা আবশ্যক।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীকুন্তীদেবী স্তব করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ, যদিও তোমার স্বরূপাদি সমস্তই দুর্জ্ঞেয়, তথাপি আত্মানাত্মবিবেকী পরমহংসদিগের, মননশীল মুনিদিগের, গুণমালিন্যহীন জীবন্মুক্তদিগের ভক্তিযোগবিধানের নিমিত্ত অবতীর্ণ তোমাকে, অল্পবুদ্ধি স্ত্রীজাতি আমি কিরূপে অনুভব করিব? তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্। ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ॥ শ্রীভা, ১।৮।২০॥ কুন্তীদেবী এস্থলে বলিলেন—ভক্তিযোগবিধানার্থই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন; ভূভার-হরণের নিমিত্তই অবতীর্ণ হইয়াছেন—একথা কুন্তীদেবী বলিলেন না। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—কি রকম ভক্তিযোগ-বিধানের জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন? যে ভক্তি দ্বারা সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি পাওয়া যায়, সেই ভক্তিযোগ? উত্তরে বলা যায়—তাহা নয়। কারণ, সালোক্যাদি মুক্তির স্থান পরব্যোমে; পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই এই সকল মুক্তি দিতে পারেন। "স্বরূপবিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ। নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ। ১।৫।২৩॥ সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার। চারিমুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার॥ ১।৫।২৬॥" প্রতিযুগে যুগাবতারাদি যে ধর্ম্ম স্থাপন করেন, তাহার অনুষ্ঠানেও সালোক্যাদি মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং সালোক্যাদিপ্রাপক ভক্তিযোগ প্রচারের জন্য স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের প্রয়োজন হয় না। যাহা অন্য কোনও স্বরূপের দ্বারা সম্ভব হয় না, তাহার প্রচারের জন্যই স্বয়ংভগবানের অবতরণের প্রয়োজন হয়। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই প্রেম দিতে পারেন না। সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥ তাই শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলিয়াছেন—"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥ ১।৩।২০॥" যে পর্য্যন্ত ভুক্তিমুক্তিবাসনা হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সেই পর্য্যন্ত যে প্রেম তিনি কাহাকেও দেন না, সেই পরম দুর্লভ প্রেমসম্পত্তি লাভের অনুকূল ভক্তিযোগ প্রচারের নিমিত্তই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। এতাদৃশী প্রেমসম্পত্তি লাভের অনুকূল সাধন হইতেছে—রাগমার্গের ভক্তি। সুতরাং রাগমার্গের ভক্তিপ্রচারের জন্যই যে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন—ইহাই কুন্তীদেবীর উক্তির তাৎপর্য্য। রাগমার্গের ভজনে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্বসুখবাসনাশূন্য কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেম পাওয়া যাইতে পারে, যদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের যে অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য স্থাবর-জঙ্গমাদি সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ, যাহা “কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন। পতিব্রতাশিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ ২।২১।৮৮॥” এবং যে মাধুর্য্যবিস্তারি “রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে সাধ উঠে মনে॥ ২।২১।৮৬॥”—সেই আত্মপর্য্যন্তসর্ব্বচিত্তহর শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া জগতের জীব এবং আত্মারামমুনিগণ পর্য্যন্ত যাহাতে কৃতার্থ হইতে পারে, তদনুকূল ভক্তিযোগ প্রচারের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতাময় পরম দুর্ল্লভ বস্তুটী—যাহারা অনাদিকাল হইতেই তাঁহাকে ভুলিয়া আছে, সেই জগতের জীবের পক্ষে সুলভ করিবার জন্য তাঁর এত ব্যাকুলতা কেন? তাঁর করুণাই ইহার একমাত্র হেতু। তিনি সত্যং শিবং সুন্দরম্—এই করুণাতেই তাঁহার শিবত্ব বা মঙ্গলময়ত্ব এবং তাঁহার সুন্দরত্ব। এই করুণাবশতঃই “লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব।” এবং এই করুণাবশতঃই রাগমার্গের ভক্তি প্রচারার্থ তাঁহার অবতার।

শ্রীকুন্তীদেবীর স্তবে আরও একটী কারণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং এই কারণটী যে কুন্তীদেবীর অত্যন্ত হার্দ্দ, তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলিলেন—হে ভগবন্, তোমার নরলীলার তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই এবং তোমার বিভিন্ন লীলায় তুমি যে সমস্ত ভাবের অনুকরণ কর, তাহাই বা কে বুঝিবে?” ইহার পরেই বলিলেন—“স্বয়ং ভয়ও ভীত হইয়া যাঁহা হইতে দূরে পলায়ন করে এবং যাঁহার নাম-স্মরণেই সমস্ত অপরাধ দূরীভূত হয়, সেই তুমি গোপী যশোদার দধিভাণ্ড ভঙ্গ করিয়া নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া ভীত হইয়াছ। সেই অপরাধের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে যশোদা যখন তোমাকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন, তখন সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্তিদাতা তুমিও ভীত হইয়াছিলে। ভীতি-বিহ্বল চিত্তে কজ্জলমিশ্রিত অশ্রুব্যাপ্ত-নয়নে তুমি যে অধোবদনে অবস্থান করিতেছিলে, তোমার তখনকার সেই অবস্থার কথা মনে পড়িলে আমি যেন বিমোহিত হইয়া পড়ি। গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষম্। বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য স চ মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি॥ শ্রীভা, ১।৮।৩১॥” এস্থলে কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের ভক্তপ্রেমবশ্যতার ইঙ্গিত দিলেন। সমস্ত ভয়ও যাঁকে ভয় করে, তিনি যশোদার ভয়ে ভীত। সকলের অতি দুশ্ছেদ্য মায়াবন্ধন পর্য্যন্ত যিনি দূর করেন, তিনি যশোদার রজ্জুবন্ধনকে ভয় করিয়াছেন এবং সেই বন্ধন অঙ্গীকারও করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্বয়ং-ভগবত্তা, বিভুতা, তাঁহার অবিচিন্ত্য মহাশক্তি সমস্তই যেন যশোদার অনাবিল প্রেমসিন্ধুর অতল তলে ডুবিয়া গিয়া তাঁহাকে যশোদার বাৎসল্য-প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবার সুযোগ দিয়াছে। ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের জন্যই যেন শ্রীকৃষ্ণের এই নরলীলা—ইহাই শ্রীকুন্তীদেবীর বাক্য হইতে ধ্বনিত হইতেছে। তিনি রসিকশেখর বলিয়াই এই রূপ প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের জন্য তাঁহার বাসনা।

কংসপ্রেরিত অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্য যখন ব্রজে আসিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে নানা কথাই তাঁহার মনে উদিত হইতেছিল; তাহার একটী কথা এই যে,—আত্মহৃদিস্থিত কার্য্য করার উদ্দেশ্যেই জগৎস্বামী শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি নরলীলা প্রকটিত করিয়াছেন। সাম্প্রতঞ্চ জগৎস্বামী কার্য্যমাত্মহৃদিস্থিতম্! কর্ত্তুং মনুষ্যতাং প্রাপ্তঃ স্বেচ্ছাদেহধৃগব্যয়ম্॥ বি, পু, ৫।১৭।১২॥ কিন্তু তাঁহার এই আত্মহৃদিস্থিত কার্য্য কি? আত্মহৃদিস্থিত কার্য্য বলিতে—যে বাসনা সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত, সুতরাং যে বাসনা তাঁহার স্বরূপভূতা, তাহার পরিপূরণমূলক কার্য্যকেই বুঝায়। তিনি রসিকশেখর বলিয়া রসাস্বাদন-বাসনা এবং পরমকরুণ বলিয়া তাঁহার লীলাপরিকরগণকে এবং অনাদিবহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধ জীবকে স্বীয় অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার বাসনাই তাঁহার স্বরূপগত বাসনা। এই বাসনার পরিপূরণার্থেই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন—অক্রূরের বাক্যে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে। শ্রীকুন্তীদেবীর উক্তি এবং শ্রীঅক্রূরের উক্তির সূচনা একই।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কংসকারাগারে দেবকীগর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিতে করিতে ব্রহ্মাদি দেবগণ বলিয়াছেন—(জগতের রক্ষার নিমিত্ত আমরা আপনার চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। সে জন্যই আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, একথা বলিলে আমাদের অভিমানই প্রকাশ পাইবে) আপনার জন্মাদি কিছুই নাই। হে ভগবন্, বিনোদ (লীলা বা ক্রীড়া) ব্যতীত আপনার অবতরণের অন্য কোনও হেতু আছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিনা। ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে॥ শ্রীভা, ১০।২।৩৯॥ টীকাকার আচার্য্যগণ লিখিয়াছেন—বিনোদ অর্থ ক্রীড়া বা লীলা। লীলার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। লীলার সঙ্কল্প, সূচনা, অনুষ্ঠানাদি সমস্তই আনন্দের প্রেরণায় উদ্ভূত; সুতরাং সমস্তই আনন্দময়; যাঁহারা একসঙ্গে লীলা বা ক্রীড়া করেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই আনন্দময়। (ইহাদ্বারা অসুরসংহারাদি-লীলা অবতরণের মুখ্য কারণরূপে নিষিদ্ধ হইল; কারণ, অসুর-সংহার অন্ততঃ অসুরদের পক্ষে আনন্দময় নহে)। লীলায় পরিকর-ভক্তদের প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ লাভ করেন এবং স্বীয় প্রীতিরস এবং স্বীয় মাধুর্য্যরস আস্বাদন করাইয়া পরিকরদের আনন্দ বিধানও তিনি করিয়া থাকেন। আবার প্রকট-লীলায় তাঁহার অনুষ্ঠিত লীলাদির কথা শুনিয়া যাহাতে তাঁহার পরিকর-বহির্ভূত মায়াবদ্ধ জীবও তাঁহার চরণ-সেবায় আকৃষ্ট হইতে পারে, সেরূপ ভাবেই তিনি লীলা করিয়া থাকেন। অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৬॥ সুতরাং তাঁহার লীলা বিস্তারের বাসনার মধ্যে বহির্ম্মুখ-জীবদিগকে স্বীয় লীলারস ও মাধুর্য্যরস আস্বাদন করাইবার বাসনা—অর্থাৎ রাগমার্গের ভক্তি প্রচারের বাসনাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এইরূপে বুঝা গেল, শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কুন্তীদেবীর ও ব্রহ্মাদি দেবগণের উক্তির তাৎপর্য্য একই।

ব্রহ্মমোহনলীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—প্রভো, আপনি প্রপঞ্চের অতীত, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; তথাপি শরণাগত জনগণের আনন্দ-সম্ভার বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যেই আপনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া প্রাপঞ্চিক ব্যবহারের অনুকরণ করিয়া থাকেন। প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে। প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥ শ্রীভা, ১০।১৪।৩৭॥ এই শ্লোকে প্রপন্ন বা শরণাগত বলিতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ পরিকর-ভক্তদিগকে এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ রসিক-ভক্তদিগকে বুঝাইতেছে। পরিকর-ভক্তগণ লীলায় তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করান; তিনিও তাঁহাদের সেবাগ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের উপস্থাপিত বা পরিবেশিত প্রীতিরস আস্বাদন করিয়া, অধিকন্তু তাঁহাদিগকে স্বকীয় প্রীতিরস এবং মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করাইয়া তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। আর ব্রহ্মাণ্ডস্থ রসিক ভক্তগণও তাঁহাকে তাঁহাদের প্রীতিরস আস্বাদন করাইবার জন্য ব্যাকুল; তাঁহাদের এই প্রীতিরসনিষিক্ত-সেবা গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহাদের চিত্তে স্বীয় মাধুর্য্যের অনুভব জন্মাইয়া, এমন কি স্বীয় আনন্দঘন বিগ্রহে তাঁহাদের চিত্তে অবস্থান করিয়া, স্থলবিশেষে সাক্ষাদ্‌ভাবে দর্শনাদি দিয়াও, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। শ্লোকস্থ প্রপন্ন-শব্দে ভাবী প্রপন্ন ভক্তদিগকে, যাঁহারা অনাদি-বহির্ম্মুখ বলিয়া মায়ারই শরণাগত,—শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণাগত নহেন, তাঁহাদিগকেও বুঝাইতে পারে। নচেৎ, পূর্ব্বোদ্ধৃত "অনুগ্রহায় ভক্তানামিত্যাদি" শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্তির সার্থকতা থাকেনা। যাঁহারা তাঁহার শরণাগত নহেন, মায়ারই শরণাগত, যাহাতে তাঁহারা তাঁহারই শরণাগত হইয়া অপরিসীম নিত্য আনন্দের আস্বাদন করিতে পারেন, অবতীর্ণ হইয়া তাহাও তিনি করিয়া থাকেন—ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। ইহা দ্বারা রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের কথাই সূচিত হইতেছে। এইরূপে বুঝা গেল, ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের এবং রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং তদ্দ্বারা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ভক্তদের আনন্দ-বর্দ্ধনের নিমিত্তই মুখ্যতঃ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এইরূপই ব্রহ্মার উক্তিরও অভিপ্রায়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—মুখ্যতঃ ভক্তের প্রেমরসনির্য্যাসের আস্বাদন এবং রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আলোচ্য পয়ারে কবিরাজগোস্বামীও তাহাই বলিয়াছেন।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে একটী কথা আসিয়া পড়িতেছে। ব্রহ্মা বলিলেন—প্রপন্ন ভক্তদিগের আনন্দসন্তার বৃদ্ধির জন্যই শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য অভিপ্রায় এবং এই অভিপ্রায় সিদ্ধির আনুষঙ্গিক ভাবেই যেন তিনি ভক্তদের প্রীতিরস আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং বহির্ম্মুখ জীবগণের মধ্যে রাগভক্তির প্রচার করিয়া থাকেন। ভগবানের নিজের উক্তিও ব্রহ্মার উক্তির সমর্থন করিয়া থাকে। মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥ তিনি যত কিছু করিয়া থাকেন, তৎসমস্তের মূলে রহিয়াছে তাঁহার ভক্তদের আনন্দ-বর্দ্ধনের স্পৃহা। এই স্পৃহাতেই তাঁহার পরমকরুণত্বের অভিব্যক্তি এবং এই স্পৃহা-বশতঃই "লোকনিস্তারিব এই ঈশ্বরস্বভাব।" কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ॥ ১।৪।১৫॥" তাঁহার রসিকশেখরত্বই বড় গুণ, না পরমকরুণত্বই বড় গুণ—বলা যায় না। বোধ হয়, পরমকরুণত্বই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ; পরমকরুণ বলিয়াই হয়তো তিনি ভক্তবশ। তাঁহার ভক্তবশ্যতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ; দামবন্ধনলীলায়—তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভক্তবশ্যতা যখন করুণা হইতেই উদ্ভূত, তখন করুণাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলা যায়—অন্ততঃ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর সকলের দৃষ্টিতে ইহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। একভাবে দেখিতে গেলে, তাঁহার রসিকশেখরত্বকে তাঁহার পরমকরুণত্বেরই অঙ্গ বলা চলে। পরমকরুণ বলিয়াই তিনি রসিকশেখর, তিনি রসিক না হইলে তাঁহার করুণা পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, পত্রে পুষ্পে শাখাপ্রশাখায় সুসজ্জিত হইতে পারে না। ভক্ত তাঁহার প্রীতিরসের ভাণ্ডার নিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত, শ্রীকৃষ্ণের সেবার ব্যপদেশে ভক্ত তাঁহার সেই রসের পরিবেশন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করাইয়া কৃতার্থতা লাভ করিতে উৎকণ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ পরমকরুণ বলিয়া ভক্তের এই প্রীতিরসকে উপেক্ষা করিতে পারেন না; তিনি তাহা অঙ্গীকার করেন, পরমানন্দে আস্বাদন করেন—কেবল ভক্তের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য। সুতরাং ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনের ইচ্ছা হইতেই প্রীতিরসের আস্বাদন এবং প্রীতিরসের আস্বাদনেই তাঁহার রসিকত্ব। মুখ্য হইল ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনের ইচ্ছা—যাহার মূল হইল করুণা, আর রসাস্বাদন হইল গৌণ। করুণাবশতঃ ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনের ইচ্ছা না জন্মিলে ভক্তের প্রীতিরস আস্বাদনের ইচ্ছাও জন্মিত না। তাই বলা যায়, তাঁহার রসিশেখরত্ব হইল তাঁহার করুণাময়ত্বেরই অঙ্গ।

প্রশ্ন হইতে পারে—রসিকশেখর বলিয়াই তিনি পরমকরুণ, রসিক বলিয়া তাঁহার রসাস্বাদনস্পৃহা এবং এই স্পৃহার পরিপূরণের জন্য রসপাত্র ভক্তদের প্রতি করুণা—এইরূপও তো হইতে পারে? ইহাই যদি হয়, তাহাহইলে রসিকশেখরত্বই অঙ্গী হইয়া পড়ে, করুণত্ব হয় তাহার অঙ্গ। এই উক্তি বিচারসহ নহে। রসাস্বাদনস্পৃহার পরিপূরণের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিরসপাত্র ভক্তদের প্রতি করুণা করেন, ইহা মনে করিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণে সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার আরোপ করিতে হয়; সর্ব্ববৃহত্তম ব্রহ্মবস্তুতে কোনওরূপ সঙ্কীর্ণতার অবকাশ থাকিতে পারে না। ঐরূপ মনে করিলে কৃষ্ণ-কৃপার শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ অহৈতুকীত্বও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। আর এক দিক্ দিয়াও বিষয়টী বিবেচিত হইতে পারে। ভগবানের প্রতি ভক্তের যেমন প্রীতি, ভক্তের প্রতিও ভগবানের তেমনি প্রীতি। সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি। শ্রী, ভা ৯।৪।৬৮॥" এইরূপই ভগবদুক্তি। এই প্রীতি হইল স্বরূপশক্তির বৃত্তি; স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূতা এই প্রীতির স্বাভাবিকী গতিই হইল পরমুখী—বিষয়মুখী, কিন্তু আশ্রয়মুখী নহে। তাই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"প্রীতিবিষয়ানন্দে আশ্রয়ানন্দ। তাঁহা নহি নিজসুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ॥ ১।৪।১৬৯॥" ভক্ত যেমন চাহেন একমাত্র ভগবানের সুখ, ভগবান্‌ও চহেন একমাত্র ভক্তের সুখ, নিজসুখবাসনার গন্ধমাত্রও কাহারও মধ্যে নাই। উজ্জ্বলনীলমণির সম্ভোগপ্রকরণের "দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এজন্যই লিখিয়াছেন—"আনুকূল্যাৎ পরস্পরসুখতাৎপর্য্যত্বেন পারস্পারিকাৎ।" এই পারস্পারিকী সুখবাসনা উভয়ের মধ্যেই স্বাভাবিকী, স্বতঃস্ফূর্ত্তা, নিরুপাধিকী। প্রীতির স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই এইরূপ হয়। রস আস্বাদনের লালসাতেই যদি ভগবান্ ভক্তের প্রতি প্রীতি করিতেন, তাহাহইলে ভগবানের ভক্তপ্রীতি স্বসুখবাসনাপ্রসূত হইত, নিরুপাধিকী হইত না। একমাত্র করুণা হইতেই ভক্তপ্রীতির উন্মেষ, রসাস্বাদন-

রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম-করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বাসনা হইতে নয়। ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনই ইহার একমাত্র লক্ষ্য; ভগবানের ভক্তপ্রেমরসমাধুর্য্য আস্বাদনের স্পৃহা ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনের ইচ্ছারই অঙ্গীভূত। এই তত্ত্বটী প্রকাশ করিবার জন্যই ব্রহ্মা বলিয়াছেন—ভক্তের আনন্দসম্ভারবর্দ্ধনের জন্যই ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন। অপ্রকটলীলাতেও ইহাই তাঁহার স্বরূপগত প্রধান বাসনা, প্রকটলীলাতেও। অপ্রকটলীলাতে যে আনন্দবৈচিত্রীর প্রকটন সম্ভব নহে, প্রকটে জন্মাদি লীলাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার পরিকর ভক্তগণকে তাহা আস্বাদন করান। অবতীর্ণ হইয়া প্রপঞ্চগত ভক্তদেরও আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকেন এবং বহির্ম্মুখ জীবদিগকেও নিত্য শাশ্বত আনন্দদানের অভিপ্রায়ে তাঁহাদের মধ্যে রাগভক্তি প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহার সমস্ত লীলার প্রবর্ত্তকই হইল ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনেচ্ছা। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥ পদ্মপুরাণ।" ইহাতেই তাঁহার পরমকরুণত্ব, ইহাতেই "লোকনিস্তারিব এই ঈশ্বরস্বভাব।"

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"অথ কদাচিৎ ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয় ইত্যাদ্যুক্তদিশা সত্যপি আনুষঙ্গিকে ভূভারহরণাদিকে কার্য্যে, স্বেষাম্ আনন্দ-চমৎকারপোষায়ৈব লোকেঽস্মিন্ তদ্রীতিসহযোগ চমৎকৃত-নিজজন্মবাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাত্মকলৌকিকলীলাঃ প্রকটয়ন্ তদর্থং প্রথমতএবাবতারিতশ্রীমদানকদুন্দুভিগৃহে তদ্বিধযদুবৃন্দসংবলিতে স্বয়মেব বালরূপেণ প্রকটীভবতি।—আমরা স্ত্রীজাতি, কিরূপে তোমার তত্ত্ব বুঝিব—এইরূপ কুন্তী-বাক্যানুসারে জানা যায়, ভূভারহরণাদি আনুষঙ্গিক কার্য্য থাকিলেও, কোনও কোনও সময়ে স্বীয় পরিকরবর্গের আনন্দচমৎকারিতা পোষণের নিমিত্ত লৌকিক রীতিতে শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব্ব নিজ জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড এবং কৈশোর সম্বন্ধীয় লৌকিকলীলা প্রকটিত করেন। এই লৌকিকলীলা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে শ্রীবসুদেবকে প্রকটিত করিয়া তত্তুল্যযদুবৃন্দসম্বলিত সেই বসুদেবের গৃহে নিজেই বালকরূপে প্রকটিত হয়েন। ১৭৪॥" শ্রীজীবগোস্বামীর এই উক্তি হইতে জানা গেল—ভূভারহরণ শ্রীকৃষ্ণাবতারের আনুষঙ্গিক কারণ মাত্র; মুখ্য কারণ হইল—স্বেষাম্ আনন্দচমৎকারিতাপোষণায়ৈব—স্বীয় পরিকর-ভক্তগণের আনন্দচমৎকারিতাবর্দ্ধন, তাঁহাদের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের উপলক্ষ্যে তাঁহাদের রসাস্বাদন-চমৎকারিতা সম্পাদন।

১৫। পূর্ব্বপয়ারোক্ত দুইটী উদ্দেশ্য সিদ্ধির ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের কেন হইল, তাহা বলিতেছেন। এই দুইটী ইচ্ছা অপর কেহ তাঁহার চিত্তে জাগাইয়া দেয় নাই, তাঁহার দুইটী স্বরূপানুবন্ধি গুণ হইতেই এই ইচ্ছা দুইটীর উদ্ভব হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের রসিক-শেখরত্ব এবং তাঁহার পরম-করুণত্বই এই দুইটী স্বরূপানুবন্ধি গুণ। তিনি রসিক-শেখর বলিয়া উৎকৃষ্ট রসের আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহার স্বাভাবিকী ইচ্ছা; রসের মধ্যে ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; তাই ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছা। অপরের দুঃখ দেখিলে তাহার দুঃখ দূর করার এবং তাহার সুখবিধানের ইচ্ছাতেই করুণত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মায়াবদ্ধ-জীব সংসারে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে; তাহাদের এই সংসার-দুঃখ দূর করিবার অভিপ্রায়ে এবং তাহাদিগকে স্বীয় চরণ-সেবার অন্তরঙ্গতম অধিকার দিয়া পরমসুখের অধিকারী করিবার অভিপ্রায়ে **পরম-করুণ** শ্রীকৃষ্ণ রাগানুগাভক্তি প্রচারের ইচ্ছা করিলেন। জগতে বিধিভক্তিমাত্র প্রচলিত ছিল; কিন্তু বিধিভক্তি দ্বারা ব্রজের ভাব পাওয়া যায় না (১।৩।১৩)—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-সেবাও পাওয়া যায় না; এবং আত্যন্তিকী স্থিতিও লাভ করা যায় না (১।৩।১২)। একমাত্র রাগানুগাভক্তি দ্বারাই ব্রজভাব, অন্তরঙ্গ-সেবা এবং আত্যন্তিকী স্থিতি লাভ করা যায়; কিন্তু এই রাগানুগাভক্তি তখন জগতে প্রচলিত ছিল না; তাই শ্রীকৃষ্ণ এই রাগানুগাভক্তি-প্রচারের ইচ্ছা করিলেন; তিনি পরমকরুণ বলিয়াই তাঁহার এই ইচ্ছার উদ্গম। জীবের প্রতি তাঁহার এই নিত্য স্বতঃসিদ্ধ করুণা চিরপ্রসিদ্ধ। তাই কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—"লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব।৩।২।৫॥"

রসিক-শেখর—রসিকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; রসিকেন্দ্র চূড়ামণি। ইহা শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদন-চাতুর্য্যের

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যশিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরাকাষ্ঠাদ্যোতক। পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে শ্রুতি বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ—তিনি রস-স্বরূপ।" রস-শব্দের দুইটী অর্থ—রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ—যাহা আস্বাদন করা যায়—তাহা রস, যেমন মধু। আর রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ—যে আস্বাদন করে, তাহাকেও রস বলে; যেমন ভ্রমর। তাহা হইলে রস-শব্দের অর্থ হইল আস্বাদ্য রস এবং আস্বাদক রসিক। এই পয়ারে—আস্বাদক রসিক—কেবল এই একটী অর্থেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মবস্তু বলিয়া সর্ব্ববিষয়েই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বা শ্রেষ্ঠ; রসিক-হিসাবেও তিনি শ্রেষ্ঠ—তিনি রসিক-শেখর। অথবা শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-তত্ত্ব বলিয়া রসিক-হিসাবেও তিনি অদ্বয়—ভেদশূন্য; তাঁর মতন রসিক আর কেহ নাই, তাই তিনি রসিক-শেখর। শ্রুতি-উক্ত রস-শব্দের অর্থই রসিক-শেখর।

এই দুইহেতু—রসিক-শেখরত্ব ও পরম-করুণত্ব-হেতু। **ইচ্ছার উদ্‌গম**—রসিক-শেখর বলিয়া প্রেমরস-নির্য্যাস-আস্বাদনের ইচ্ছা এবং পরমকরুণ বলিয়া রাগমার্গ-ভক্তি-প্রচারের ইচ্ছা, এই দুই ইচ্ছার উদয়।

এই দুইটী ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণাবতারের মূল হেতু হইলেও এই দুইটী ইচ্ছার উভয়টী তুল্যরূপে প্রধান বলিয়া মনে হয় না। রসাস্বাদন-স্পৃহাটী শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপানুবন্ধী হেতু; আর রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার তাঁহার স্বরূপ-গুণানুবন্ধী হেতু। শ্রীকৃষ্ণ রস-স্বরূপ—রসিক, তাই তাঁহার রসাস্বাদনস্পৃহা; রসাস্বাদন তাঁহার নিজকার্য্য, নিজের নিমিত্ত। "রসিক-শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ। ১।৪।৯০," আর, কারুণ্য তাঁহার একটী স্বরূপগত গুণ; এই গুণের বশীভূত হইয়াই তিনি জীবনিস্তারের চেষ্টা করেন। "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব।৩।২।৫॥" এবং এই করুণার বশীভূত হইয়াই তিনি জীব-নিস্তারের উদ্দেশ্যে রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের ইচ্ছা করিয়াছেন। রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার জীবের জন্য—রসাস্বাদন-স্পৃহা-পরিপূরণের আনুষঙ্গিক ভাবেই মুখ্যতঃ ইহা সম্পন্ন হইয়াছে। পরবর্ত্তী ২৯।৩০ পয়ারে বলা হইয়াছে "এই সব রস-নির্য্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সর্ব্ব ভক্তেরে প্রসাদ॥ ব্রজের নির্ম্মলরাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥" ইহাতে বুঝা যায়, প্রেমরস-নির্য্যাস-আস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণাবতারের মুখ্যতর অন্তরঙ্গ কারণ; আর এই রস-নির্য্যাস-আস্বাদনের আনুষঙ্গিক ভাবেই রাগমার্গের ভক্তি প্রচারিত হইয়াছে; সুতরাং রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার আনুষঙ্গ অন্তরঙ্গ কারণ বলিয়াই মনে হয়। (পরবর্ত্তী ৩০শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তথাপি উভয় কারণকেই অন্তরঙ্গ বলিবার হেতু এই যে, উভয় কার্য্যই তাঁহার—তিনি ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎস্বরূপ রাগমার্গের ভক্তি প্রচার করিতে পারেন না। বিশেষতঃ, প্রেমরস যেমন তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তিরই পরিণতি-বিশেষ এবং রসাস্বাদন-কার্য্যও যেমন অন্তরঙ্গা-শক্তির সহায়তাতেই নিষ্পন্ন হয়, রাগমার্গের ভক্তিও তেমনি তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তিরই পরিণতি-বিশেষ এবং অন্তরঙ্গা শক্তির সহায়তাতেই ইহারও প্রচার হয়; উভয় কার্য্যই অন্তরঙ্গাশক্তির কার্য্য বলিয়া উভয় কারণই অন্তরঙ্গ কারণ।

১৬। ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস-আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু যেরূপ ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিতে তিনি সঙ্কল্প করিয়াছেন, সেইরূপ ভক্ত জগতে আছে কিনা? না থাকিলে কিরূপে তাঁহার এই রসাস্বাদনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে? এই সকল প্রশ্নের উত্তরেই ১৬—২৪ পয়ারে বলা হইতেছে যে, রসাস্বাদনের অনুকূল ভক্ত জগতে নাই; তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নিত্য-পরিকরদের সঙ্গে লইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; (পরবর্ত্তী ২৪শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।) এই সকল নিত্য-পরিকরদের প্রেমরস-নির্য্যাস-আস্বাদন করিয়াই তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন। এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—যদি জগতে রসাস্বাদনের অনুকূল ভক্তই না থাকে এবং যদি জগতে অবতীর্ণ হইয়াও তাঁহার অপ্রকট-লীলার নিত্য-পরিকরদের প্রেমরসই আস্বাদন করিতে হয়, তাহা হইলে অবতীর্ণ হওয়ারই বা কি প্রয়োজন ছিল? অপ্রকট ধামেই তো এই সমস্ত পরিকরদের প্রেমরস-নির্য্যাস তিনি নিত্য আস্বাদন করিতেছেন? উত্তর—অপ্রকট-লীলাতেও এই সমস্ত নিত্যপরিকরদের প্রেমরস-নির্য্যাস শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের প্রেমরস-নির্য্যাসের যে অপূর্ব্ব-চমৎকারিতাটুকু আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা

আমারে ঈশ্বর মানে—আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ ১৭

আমাকে ত যে-যে ভক্ত ভজে যেই-ভাবে।
তারে সে-সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়াছিল, প্রকট-লীলা ব্যতীত তাহা সম্ভব হয় না বলিয়াই তাঁহাকে জগতে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে (পরবর্ত্তী ২৫—২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৬—৩০ পয়ার, অবতরণ-বিষয়ক সঙ্কল্প-কালে অপ্রকট ধামে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১৪শ পয়ারের টীকায় এই পয়ারের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

১৭। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান ভক্তের প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিলাভ করিতে পারেন না কেন, তাহা বলিতেছেন। কোনও ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিয়া প্রীতিলাভ করিতে হইলে, শ্রীকৃষ্ণকে সেই ভক্তের প্রেমের অধীন হইতে হয়; প্রেমাধীনতা ব্যতীত প্রেম-রসের আস্বাদন হয় না। যেই প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়া অধীন করিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমের অধিকারী ভক্তেরও অধীন হইয়া পড়েন, এজন্যই রস-লোলুপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—"অহং ভক্তপরাধীনঃ—আমি ভক্তের পরাধীন।" শ্রীভগবান্ যে ভক্তির বশীভূত, শ্রুতিও তাহা বলেন। "ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী। মাঠরশ্রুতিঃ।" ভক্তিবশ-শব্দে ভক্তির আধার ভক্তেরই বশীভূত বুঝায়। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানী ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডের এবং সমস্ত ভগবৎস্বরূপেরও ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন এবং নিজকে পৃথিবীর তুলনায় বালুকণা আপেক্ষাও ক্ষুদ্র মনে করেন; তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহপ্রার্থী, শ্রীকৃষ্ণের অধীন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অধীন নহেন। প্রেম যে অবস্থায় উন্নীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বশীভূত হইতে পারেন, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানী ভক্তের প্রেম সেই অবস্থা লাভ করিতে পারে না। যেহেতু, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাঁহার প্রেম শিথিলীকৃত হইয়া যায়; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমের (সুতরাং তাঁহার) অধীন হইতে পারেন না বলিয়াই তাঁহার প্রেমে তিনি প্রীতিলাভ করিতে পারেন না।

আমারে—শ্রীকৃষ্ণকে (ইহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)। **ঈশ্বর মানে**—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের এবং সমস্ত ভগবৎস্বরূপাদির ও ভগবদ্ধামাদির ঈশ্বর বলিয়া মনে করে। অথবা, আমাকে ঈশ্বর মনে করিয়া আমার প্রতি ঈশ্বরোচিত সম্মান প্রদর্শন করে (মানে—মান্য করে)। ইহাতে গৌরব-বুদ্ধি আসে বলিয়া প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া যায়। **আপনাকে**—ভক্ত নিজকে। **হীন**—ক্ষুদ্র। পৃথিবীর তুলনায় বালুকা-কণা যত ক্ষুদ্র, ঈশ্বরের তুলনায় জীব তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র, হীনশক্তি, তুচ্ছ—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানী ভক্ত এইরূপই মনে করেন। **প্রেমে বশ**—প্রেমবশ; প্রেমাধীন (ইহা "আমির" বিশেষণ)। **প্রেমে বশ আমি**—যিনি একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত বা অধীন, অন্য কিছুর বা কাহারও অধীন নহেন—সেই আমি (শ্রীকৃষ্ণ)। **তার**—যিনি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মনে করেন এবং নিজকে হীন মনে করেন, তাঁহার। "অধীন" শব্দের সহিত "তার" শব্দের সম্বন্ধ। তার অধীন। **তার না হই অধীন**—সেই ভক্তের অধীন হইনা।

এই পয়ারের অন্বয়:—যে আমাকে ঈশ্বর (বলিয়া) মানে (ঈশ্বরোচিত সম্মান প্রদর্শন করে) এবং আপনাকে (নিজকে) হীন (বলিয়া) মানে (মনে করে), প্রেমে-বশ (প্রেমবশ) আমি তাহার অধীন হইনা। অথবা, পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধের অন্বয় এইরূপও হইতে পারে:—আমি তার প্রেমে বশ (বশীভূত) হইনা, তার অধীনও হইনা।

১৮। পূর্ব্ব পয়ার হইতে বুঝা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ-প্রেমবান্ ভক্তের অধীন হয়েন, কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত ভক্তের অধীন হয়েন না। ইহাতে কি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতিত্বরূপ বৈষম্য পরিলক্ষিত হইতেছে না? ইহার উত্তরে এই পয়ারে বলিতেছেন—যে ভক্ত তাঁহাকে যেভাবে ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে তদনুরূপভাবেই অনুগ্রহ করেন; যিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের অধীন মনে করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে নিজের অধীন ভক্ত মনে করিয়া অধীনতাসূচক অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। আর যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণ প্রেম প্রার্থনা করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে সেই

তথাহি শ্রীগীতায়াম্ (৪।১১)—
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ননু ত্বদেকান্তভক্তাঃ কিল ত্বজ্জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বং মন্যন্ত এব কেচিত্তু জ্ঞানাদিসিদ্ধ্যর্থং ত্বাং প্রপন্নাঃ জ্ঞানিপ্রভৃতয়ঃ ত্বজ্জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বং নাপি মন্যন্তে ইতি তত্রাহ যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ মাং প্রপদ্যন্তে ভজন্তে অহমপি তাংস্তেনৈব প্রকারেণ ভজামি ভজনফলং দদামি অয়মর্থঃ। যে মৎপ্রভো র্জ্জন্মকর্ম্মণী নিত্যে এবেতি মনসি কুর্ব্বাণাস্তত্তল্লীলায়ামেব কৃতমনোরথবিশেষাঃ মাং ভজন্তঃ সুখয়ন্তি অহমপি ঈশ্বরত্বাৎ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুমপি সমর্থস্তেষামপি জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বং কর্ত্তুং তান্ স্বপার্ষদীকৃত্য তৈঃ সার্দ্ধং এব যথাসময়মবতরন্নন্তর্দধানশ্চ তান্ প্রতিক্ষণমনুগৃহ্ণন্নেব তদ্‌ভজনফলং প্রেমাণমেব দদামি। যে জ্ঞানিপ্রভৃতয়ো মজ্জন্মকর্ম্মণোর্নশ্বরত্বং মদ্বিগ্রহস্য মায়াময়ত্বঞ্চ মন্যমানাঃ মাং প্রপদ্যন্তে অহমপি তান্ পুনঃ পুনর্নশ্বরজন্মকর্ম্মবতো মায়াপাশপতিতানেব কুর্ব্বাণঃ তৎপ্রতিফলং জন্মমৃত্যুদুঃখমেব দদামি। যে তু মজ্জন্মকর্ম্মণো নিত্যত্বং মদ্বিগ্রহস্যচ সচ্চিদানন্দত্বং মন্যমানা জ্ঞানিনঃ স্বজ্ঞানসিদ্ধ্যর্থং মাং প্রপদ্যন্তে তেষাং স্বদেহদ্বয়ভঙ্গমেবেচ্ছতাং মুমুক্ষাণাং অনশ্বরং ব্রহ্মানন্দমেব-সংপাদয়ন্ ভজনফলমাবিদ্যকজন্মমৃত্যুধ্বংসং এব দদামি। তস্মান্ন কেবলং মদ্ভক্তা এব মাং প্রপদ্যন্তে, অপিতু সর্ব্বশঃ সর্ব্বেঽপি মনুষ্যাঃ জ্ঞানিনঃ কর্ম্মিণঃ যোগিনশ্চ দেবতান্তরোপাসকাশ্চ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে। মম সর্ব্বস্বরূপত্বাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদিকং সর্ব্বং মামকমেব বর্ত্মেতি ভাবঃ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥২॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রেম প্রদান করিয়া তাঁহার অধীন হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই ভক্তের প্রার্থনানুরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে ভক্ত যেরূপ চিন্তা করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তদনুরূপ কৃপা করেন; ইহাই তাঁহার স্বভাব বা স্বরূপানুবন্ধি ধর্ম্ম। সুতরাং ইহাতে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইতে পারে না। যদি তিনি কাহাকেও ভাবানুরূপ কৃপা করিতেন, আর কাহাকেও ভাবানুরূপ কৃপা না করিতেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইত।

অথবা, পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইল—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর এবং নিজেকে হীন মনে করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অধীন হইতে পারেন না, সুতরাং তিনি তাঁহার প্রেমেও প্রীতি লাভ করিতে পারেন না। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ কি ঐ ভক্তের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান দূর করিয়া তাঁহাকে স্ববশীকরণ প্রেম দিতে পারেন না? ইহার উত্তরে এই পয়ারে বলিতেছেন—ভক্তের প্রার্থনানুরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করাই শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব বা স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম। জলের স্বরূপগত ধর্ম্ম এই যে, ইহা আগুনকে নিবাইয়া ফেলে। জলের অগ্নিনির্ব্বাপকত্ব যেমন কোনও অবস্থাতেই পরিবর্ত্তিত হয় না; তদ্রূপ ভক্তের ভাবানুকূল অনুগ্রহ প্রকাশরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্মেরও কোনও সময়ে পরিবর্ত্তন হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত ভক্তের ভাব-পরিবর্ত্তন করেন না।

আমাকে—শ্রীকৃষ্ণকে (ইহাও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)। **ভজে**—ভজন করে। **তারে**—সেই ভক্তকে। **সে-সে ভাবে ভজি**—ভক্তের ভাবের অনুরূপ ভাবে তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করি। **স্বভাব**—প্রকৃতি; স্বরূপগত ভাব বা ধর্ম্ম। **এ মোর স্বভাবে**—ইহাই আমার স্বরূপগত ধর্ম্ম, সুতরাং ইহার অন্যথা অসম্ভব।

এই পয়ারের প্রমাণস্বরূপ নিম্নে গীতার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২। অন্বয়। হে পার্থ (হে অর্জ্জুন)! যে (যাহারা) যথা (যে প্রকারে) মাং (আমাকে) প্রপদ্যন্তে (ভজন করে), অহং (আমি) তথৈব (সেই প্রকারেই—তাহাদের ভাবানুসারেই) তান্ (তাহাদিগকে) ভজামি (অনুগ্রহ করিয়া থাকি)। মনুষ্যাঃ (মনুষ্যগণ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্ব প্রকারেই) মম (আমার) বর্ত্ম (ভজনমার্গ) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরণ করে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—"হে পার্থ, যাহারা যে ভাবে আমার ভজন করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই ভজন-পথের অনুসরণ করিয়া থাকে। ২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যে—যাঁহারা। ভক্ত হউক, কর্ম্মী হউক, জ্ঞানী হউক, যোগী হউক, কি ইন্দ্রাদি অন্য দেবতার উপাসক হউক, যে কেহই হউক না কেন, তাঁহারা। **যথা মাং প্রপদ্যন্তে**—যে প্রকারে আমার (সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের) ভজন করে। জগতে নানাভাবের—নানা স্বরূপের উপাসক আছে; তাহাদের মধ্যে কেহ বা সকাম, কেহ বা নিষ্কাম। কেহ বা আমার (শ্রীকৃষ্ণের) জন্মকর্ম্মাদিকে নিত্য বলিয়া মনে করে, কেহ বা অনিত্য বলিয়া মনে করে। কেহ বা পরতত্ত্বকে সাকার সবিশেষ বলিয়া মনে করে, কেহ বা নিরাকার নির্ব্বিশেষ বলিয়া মনে করে। কেহ বা আমার বিগ্রহকে (ভগবদ্-বিগ্রহকে) সচ্চিদানন্দঘন বলিয়া মনে করে, কেহবা মায়িক বলিয়া মনে করে। এইরূপ নানা ভাবের সাধকগণের মধ্যে যে আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) যে ভাবে ভজন করে। **তান্**—সেই সমস্ত ভক্ত-কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগী প্রভৃতিকে। **তথৈব ভজাম্যহং**—তাহাদের ভাবানুরূপভাবেই আমি অনুগ্রহ করিয়া থাকি। যাহারা আমার জন্ম-কর্ম্মাদিকে নিতা মনে করিয়া ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের সহিত আমার ভজন করে, আমিও সেই ঈশ্বররূপে তাহাদিগের জন্ম-কর্ম্মাদির নিত্যত্ব বিধানের নিমিত্ত আমার ঐশ্বর্য্যময় বিগ্রহের নিত্য-লীলাস্থল ঐশ্বর্য্য-প্রধান ধাম বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বিধা মুক্তি দিয়া থাকি এবং যথাসময়ে তাহাদের সহিতই জগতে অবতীর্ণ হই এবং যথাসময়ে অন্তর্ধান করি। যাহারা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক, আমাকে তাহাদের নিতান্ত আপন জন মনে করিয়া আমার মাধুর্য্যময়ী লীলাতে মনোনিবেশ করে এবং প্রীতিপূর্ব্বক আমার সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের সেবা করিয়া আমাকে সুখী করিতে চেষ্টা করে, আমিও সচ্চিদানন্দময় দেহ দিয়া আমার মাধুর্য্যময় ব্রজধামে তাহাদিগকে আমার পরিকর করিয়া অসমোর্দ্ধ আনন্দের অধিকারী করিয়া থাকি। যে সমস্ত জ্ঞানমার্গের সাধক আমার বিগ্রহকে মায়িক মনে করে এবং আমার জন্ম-কর্ম্মাদিকে অনিত্য মনে করে, আমিও তাহাদিগকে মায়াপাশে পাতিত করি, তাহাদিগের পুনঃ পুনঃ জন্মকর্ম্মের বিধান করিয়া থাকি। আর যে সকল জ্ঞানমার্গের সাধক, আমার বিগ্রহকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া মনে করে, কিন্তু আমার নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সহিত সাযুজ্য কামনা করে, আমিও তাহাদিগকে অনশ্বর ব্রহ্মানন্দ দান করিবার নিমিত্ত আমার নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সহিত সাযুজ্য দান করিয়া তাহাদের জন্ম-মৃত্যু ধ্বংস করি। যাহারা আমাকে কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর-রূপে ভজন করে, আমিও তাহাদিগকে তাহাদের অভীষ্ট কর্ম্মফল দিয়া থাকি। এইরূপে যে সাধক যে ভাবে আমার উপাসনা করুকনা কেন, আমি তাহাকেই তাহার ভাবানুরূপ ফল দিয়া থাকি। আমি পূর্ণতম বস্তু, আমাতেই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের এবং সমস্ত ভাবের সমাবেশ। আবার আমিই বিবিধ ভগবৎস্বরূপ-রূপে এবং দেবতান্তর-রূপে বিরাজিত; সুতরাং যে কোনও ভগবৎস্বরূপের বা যে কোনও দেবতান্তরের উপাসনাই করা হউকনা কেন, সকলে আমার ভজন-পন্থারই অনুসরণ করিয়া থাকে; যে কোন ভজন-পন্থারই অনুসরণ করা হউক না কেন, তাহাও আমার ভজনেরই পন্থা, সকল পন্থার লক্ষ্যই আমি। তাই কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি প্রভৃতি বিভিন্ন পন্থার সাধকগণের ভাবানুরূপ সাধন ফল আমিই দিয়া থাকি।

সর্ব্বশঃ—সর্ব্বপ্রকারে; কর্ম্মমার্গেই হউক, কি জ্ঞানমার্গেই হউক, কি ভক্তিমার্গেই হউক, কি অন্য যে কোনও মার্গেই হউক, সকল প্রকারেই। **মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে**—আমার ভজন-মার্গেরই অনুসরণ করে। সকল ভজন-পন্থার লক্ষ্যই আমি; বিভিন্ন ভজন-পন্থার উদ্দেশ্য বিভিন্ন হইলেও, আমিই যখন সকলের অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকি, তখন মূলতঃ আমিই সকলের লক্ষ্য।

এই শ্লোকে দেখান হইল যে, সাধকের ভাবানুরূপ ফলই শ্রীকৃষ্ণ দিয়া থাকেন, ভাবের অতিরিক্ত কোনও ফল তিনি দেন না; কারণ, ভাবানুরূপ ফল দেওয়াই তাঁহার স্বভাব বা স্বরূপগত ধর্ম্ম। তাই বিভিন্ন সাধককে বিভিন্ন প্রার্থিত ফল দেওয়ায় তাঁহার পক্ষপাতিত্ব হয় না; কিম্বা, ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্ত ভক্তের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান দূর করিয়া তাহাকে ভগবদ্বশী-করণ-সমর্থ প্রেম না দেওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব-শক্তিমত্তারও হানি হয় না।

“ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত” বলিয়া এবং “ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে” শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি হয় না বলিয়া, যেরূপ ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিতে তিনি ইচ্ছুক, সেই রূপ ভক্ত যে জগতে নাই, তাহাই এই পর্য্যন্ত বলা হইল।

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি ॥ ১৯

আপনাকে বড় মানে,—আমারে সম হীন।
সর্ব্ব-ভাবে আমি হই তাহার অধীন ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৯-২০। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্ত ভক্তের অধীন হয়েন না বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ ভক্তের অধীন হয়েন, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন, দুই পয়ারে। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যাঁহাদের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান নাই, শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না, নিজেদের অপেক্ষা বড়ও মনে করেন না, বরং মমতাবুদ্ধির আধিক্যবশতঃ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে (নিজেদের অপেক্ষা) হীন বা নিজেদের সমান মাত্র মনে করেন, প্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণ কেবল মাত্র তাঁহাদেরই বশ্যতা স্বীকার করেন।

এই দুই পয়ারের অন্বয় :—আমার পুত্র, আমার সখা, আমার প্রাণপতি—এই (ত্রিবিধ ভাবের কোনও এক) ভাবে যে (ব্যক্তি) আমাকে শুদ্ধ-ভক্তি করেন—যিনি আপনাকে (আমা অপেক্ষা) বড় মনে করেন, আমাকে (তাঁহা অপেক্ষা) হীন, (অন্ততঃ) সমান মনে করেন—সর্ব্বভাবে আমি তাঁহার অধীন হই (ইহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)।

মোর পুত্র—শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র, আমি শ্রীকৃষ্ণের মাতা বা পিতা; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ আমা-অপেক্ষা ছোট, আমি শ্রীকৃষ্ণ-অপেক্ষা বড়; শ্রীকৃষ্ণ আমার লাল্য, অনুগ্রাহ্য; আমি তাহার লালক, অনুগ্রাহক। এইরূপ ভাবকে বাৎসল্য-ভাব বলে। ব্রজে শ্রীনন্দ-যশোদার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ ভাব। **মোর সখা**—শ্রীকৃষ্ণ আমার সখা, আমিও শ্রীকৃষ্ণের সখা; শ্রীকৃষ্ণ আমা-অপেক্ষা বড় নহেন, ছোটও নহেন; আমরা উভয়েই সর্ব্ববিষয়ে সমান, পরস্পরের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ। এইরূপ ভাবকে সখ্য-ভাব বলে। ব্রজে শ্রীসুবলাদির এইরূপ ভাব। **মোর প্রাণপতি**—শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় কান্ত, আমি তাঁহার কান্তা, প্রেয়সী। এইরূপ ভাবকে কান্তাভাব বা মধুর ভাব বলে। ব্রজে শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ ভাব। **এই ভাবে**—উক্ত তিনটী ভাবের যে কোনও একটী ভাবে; পুত্র-ভাবে, সখা-ভাবে, অথবা কান্ত-ভাবে। **যেই**—যে ভক্ত। **শুদ্ধভক্তি**—নির্ম্মল-ভক্তি; স্বসুখ-বাসনা-শূন্যা এবং ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-শূন্যা কেবলা রতি। ভজ ধাতু হইতে ভক্তি-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; ভজ ধাতুর অর্থ সেবা; সুতরাং ভক্তি-শব্দেও সেবা বুঝায়। সেব্যের প্রীতি-সাধনই সেবার এক মাত্র তাৎপর্য্য; সুতরাং স্বসুখ-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখের অভিপ্রায়ে যে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা, তাহাই শুদ্ধ-ভক্তি। যাঁহার প্রতি মমত্ব-বুদ্ধি নাই, যিনি আমার নিজ জন নহেন, তাঁহার প্রীতি-উৎপাদনের নিমিত্ত সাধারণতঃ আমরা কেহই স্বসুখ-বাসনাদি ত্যাগ করিতে পারি না; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমত্ববুদ্ধি না থাকিলেও কেহ তাঁহাতে শুদ্ধভক্তি স্থাপন করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমত্ববুদ্ধি—মদীয়তাময় ভাব—শ্রীকৃষ্ণ আমারই—এইরূপ-ভাব—তখনই সম্ভব হইতে পারে, যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান না থাকে, শ্রীকৃষ্ণ আমারই সমান বা আমারই-লাল্য ইত্যাদি অভিমান যখন থাকে। এইরূপে শুদ্ধভক্তি-শব্দে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-শূন্যতা ও স্বসুখ-বাসনা-শূন্যতা সূচিত হইতেছে। নিজের সুখাদির বাসনা সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে নিজের পুত্র, সখা বা প্রাণপতি-আদি মনে করিয়া কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের নিমিত্ত যে সেবা-বাসনা, তাহাই শুদ্ধভক্তি বা নির্ম্মল প্রেম। ব্রজের নন্দ-যশোদা, সুবল-মধুমঙ্গলাদি এবং শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোপীদিগের মধ্যেই এইরূপ নির্ম্মল প্রেম দৃষ্ট হয়। দ্বারকায় দেবকী-বসুদেবও শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র বলিয়া মনে করেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের ঈশ্বর-বুদ্ধিও আছে; তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এইরূপ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানবশতঃ তাঁহাদের সেবা-বাসনা সঙ্কুচিত হইয়া যায়; তাই তাঁহাদের সেবা-বাসনাকে শুদ্ধভক্তি (কেবলারতি) বা নির্ম্মল প্রেম বলা যায় না। দ্বারকার সখ্য বা কান্তাপ্রেমও ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানময় বলিয়া উক্ত-অর্থে নির্ম্মল প্রেম নহে। এই পয়ারে "শুদ্ধ"-শব্দে বোধ হয় দ্বারকা-মথুরার ভাবকেই নিরস্ত করা হইয়াছে। **আপনাকে বড় মানে**—যে ভক্ত নিজকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড় মনে করেন (যেমন বাৎসল্য-ভাবে শ্রীনন্দ-যশোদা)। **আমারে সমহীন**—যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে নিজ অপেক্ষা ছোট মনে করেন (যেমন বাৎসল্য-প্রেমে নন্দ-যশোদা), ছোট মনে না করিলেও অন্ততঃ সমান মনে করেন (যেমন সখ্য-প্রেমে সুবলাদি), কিন্তু কখনও শ্রীকৃষ্ণকে আপনা-অপেক্ষা বড় মনে করেন না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞা

তথাহি (ভাঃ ১০।৮২।৪৪)—
ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নন্থ কেচিৎ ত্বামেব পরমেশ্বরং বদন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ ময়ীতি॥ ক্রমসন্দর্ভঃ॥

নন্থ ভো বাগ্মিশিরোমণে! যস্মিন্ দোষমারোপয়সি স ভগবাংস্ত্বমেব সর্ব্বলোকবিখ্যাতো ভবসীত্যস্মাভির্জ্ঞায়ত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়াই যে তাঁহাকে হীন বা সমান মনে করা হয়, তাহা নহে; কারণ, যেখানে অবজ্ঞা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, সেখানে প্রীতিহেতুক সেবা-বাসনা থাকিতে পারে না। মদীয়তাময় প্রেমের বা মমতাবুদ্ধির আধিক্য-বশতঃই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গৌরব-বুদ্ধি লোপ পাইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণকে ছোট—লাল্য বা সমান—সখা মনে করা হয়। মমতা-বুদ্ধির আধিক্যই ঘনিষ্ঠতার হেতু। সন্তান যদি ধনে, মানে, বিদ্যায় দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব-পূজ্যও হয়েন, তথাপি তাঁহার মাতা তাঁহার প্রতি লাল্য-বুদ্ধিই পোষণ করিয়া থাকেন, আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজের পায়ের ধূলাও তাঁহার মাথায় দিতে আপত্তি করেন না; কিন্তু কখনও তাঁহার প্রতি গৌরব-বুদ্ধি পোষণ করিতে, কিম্বা তাঁহার নমস্কারাদি-গ্রহণে সঙ্কুচিত হইতে মাতাকে দেখা যায় না। **সর্ব্বভাবে**—সর্ব্বপ্রকারে; সর্ব্বতোভাবে; কায়মনোবাক্যে। **অধীন**—বশীভূত।

পুত্র যেমন পিতামাতার বাৎসল্যের অধীন, সখা যেমন সখার প্রণয়ের অধীন, পতি যেমন কান্তার প্রেমের অধীন হয়; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন শুদ্ধ-প্রেমবান্ ভক্তের বশীভূত হইয়া তাঁহার প্রেমের ইঙ্গিতেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকেন। এইরূপ শুদ্ধভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবার নিমিত্তই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ লালায়িত।

বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায়, গোবর্দ্ধন-ধারণ ও অসুর-সংহারাদিতে শ্রীকৃষ্ণের অমিত বিক্রম দেখিয়া গোপগণ প্রথমে একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ কি মানুষ, না দেবতা, না যক্ষ, না কি গন্ধর্ব্ব—তাহা যেন তাঁহারা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না; কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধের জ্ঞানই শেষকালে প্রাধান্যলাভ করিল; তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"দেবো বা দানবো বা ত্বং যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা। কিং বাস্মাকং বিচারেণ বান্ধবোঽসি নমোঽস্তুতে॥ —তুমি দেবতাই হও, বা দানবই হও, কিম্বা যক্ষই হও বা গন্ধর্ব্বই হও—আমাদের সে বিচারের প্রয়োজন কি? তুমি আমাদের বান্ধব; তোমাকে নমস্কার। ৫।১৩ ৮॥" শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"মৎসম্বন্ধেন ভো গোপা যদি লজ্জা ন জায়তে। শ্লাঘ্যো বাহং ততঃ কিং বো বিচারেণ প্রয়োজনম্॥ যদি বোঽস্তি ময়ি প্রীতিঃ শ্লাঘ্যোঽহং ভবতাং যদি। তদাত্মবন্ধুসদৃশী বুদ্ধির্ব্বঃ ক্রিয়তাং ময়ি॥ নাহং দেবো ন গন্ধর্ব্বো ন যক্ষো ন চ দানবঃ। অহং বো বান্ধবো জাতো নাস্তি চিন্তামতোঽন্যথা॥—হে গোপগণ! আমার সহিত এই প্রকার সম্বন্ধে যদি তোমরা লজ্জিত না হও এবং আমাকে যদি তোমরা শ্লাঘ্য (তোমাদের রক্ষা করিয়াছি মনে করিয়া প্রশংসার্হ) মনে কর, তবে আমি কি—এরূপ বিচারে তোমাদের কি প্রয়োজন? আমার প্রতি যদি তোমাদের প্রীতি থাকে এবং যদি আমাকে শ্লাঘ্য মনে কর, তবে তোমরা আমাকে তোমাদের বন্ধু বলিয়াই মনে কর। আমি দেবতাও নই, গন্ধর্ব্বও নই, যক্ষও নই, দানবও নই; আমি তোমাদের বান্ধব, অন্য কিছু নই। ৫।১৩।১০—১২॥" দেবতাদির চিন্তাতে প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া যাইতে পারে; তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমি তোমাদের বান্ধব,—সুতরাং তোমাদের মতই গোপ। তোমাদের অপেক্ষা বড় নই, তোমাদের তুল্যই। শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদিগহইতে বড় মনে করিলে যে ভক্তের প্রীতি সঙ্কুচিত হয়, সেই প্রীতিতে যে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন না, তাহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইল। আর তাঁহাকে বন্ধু—আপন জন—নিজেদের সমান বা নিজ অপেক্ষা ছোট মনে করিলেই যে বান্ধবত্ব রক্ষিত হইতে পারে এবং বান্ধবত্ব রক্ষিত হইলেই যে প্রীতিও অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাও এস্থলে প্রদর্শিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ যে শুদ্ধভক্তের প্রেমের অধীন হয়েন, তাহার প্রমাণস্বরূপে নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। ময়ি (আমাতে—শ্রীকৃষ্ণে) ভক্তিঃ (ভক্তি) হি (ই) ভূতানাং (প্রাণি-সমূহের)

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এব। ভোঃ সখ্য! এবঞ্চেৎ সত্যমহং ভগবানেব তদপি ভবতীনাং স্নেহাধীন এব অস্মীত্যাহ। ময়ি ভক্তিমাত্রমেব তাবদমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে। যত্তু ভবতীনাং মৎস্নেহ আসীত্তদ্দিষ্ট্যা মদ্ভাগ্যেনৈবাতিভদ্রমেব। যতো মদাপনঃ মাং আপয়তি বলাদাকৃষ্য যুষ্মৎসমীপমানয়ত্যানীয়াচিরেণৈব যুষ্মদন্তিক এব স্থাপয়িষ্যতীতি ভাবঃ॥ চক্রবর্ত্তী॥ ৩।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অমৃতত্বায় (অমৃতত্ব বা নিত্যপার্ষদত্ব-লাভের পক্ষে) কল্পতে (যোগ্যা হয়)। ভবতীনাং (তোমাদের) মদাপনঃ (মৎপ্রাপক) মৎস্নেহঃ (আমার প্রতি স্নেহ) যৎ (যে) আসীৎ (জন্মিয়াছে), [তৎ] (তাহা) দিষ্ট্যা (অতিভদ্র —আমার ভাগ্য)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগেকে বলিলেন—“আমার প্রতি (নববিধা-সাধনভক্তির মধ্যে কোনও একটী) ভক্তিই প্রাণিগণের সংসার-মোচনে (বা মৎপার্ষদত্ব-প্রদানে) সমর্থ। আমার ভাগ্যবশতঃই আমার প্রতি তোমাদিগের মদাকর্ষক স্নেহ জন্মিয়াছে।” ৩।

কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীকৃষ্ণ নিভৃতে ব্রজসুন্দরীগণের সহিত মিলিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—“সখীগণ! শত্রুক্ষয় কার্য্যে আবদ্ধ থাকায় বহুদিন পর্য্যন্ত তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই; তোমরা কি আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করিতেছ?” তারপর প্রিয়জন-পরবশ শ্রীকৃষ্ণ পরমার্ত্তিবশতঃ নিজের ঐশ্বর্য্যাদি বিস্মৃত হইয়া বলিলেন (বৃহদ্-বৈষ্ণব-তোষণী)—“দেখ সখীগণ! ভগবান্‌ই জীবগণের বিচ্ছেদ ও মিলন ঘটাইয়া থাকেন, এবিষয়ে মানুষের কোনই স্বাধীনতা নাই; সুতরাং তোমাদের সহিত মিলনের ইচ্ছা হইলেও আমার ভাগ্যে মিলন ঘটিতেছে না।” এ কথা বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ আশঙ্কা করিলেন যে, গোপীগণ হয়তো বলিবেন—“হে কৃষ্ণ! ঈশ্বরের দোহাই দিয়া আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছ কেন? তুমিইতো ঈশ্বর, সংযোগ-বিয়োগের কর্ত্তা; তুমি ইচ্ছা করিলেই তো আমাদের সহিত মিলিত হইতে পার।” এইরূপ আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিলেন—“আমার সহিত তোমাদের যে বিচ্ছেদ হইয়াছে, তাহা মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে; কারণ, এই বিরহ আমাবিষয়ক তোমাদের প্রেমাতিশয়কে বর্দ্ধিত করিয়া আমার এবং তোমাদের চিত্তের পরমার্দ্রতা-সম্পাদক এমন এক স্নেহে পরিণত করিয়াছে, যাহা—আমি যখন যেখানে যে অবস্থাতেই থাকিনা কেন—আমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া তোমাদের নিকট আনয়ন করিতে সমর্থ। যাহারা নববিধা ভক্তির যে কোনও একটী ভক্তিঅঙ্গের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের ঐ একাঙ্গ সাধনভক্তিই যখন সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে আমার পার্ষদত্ব দান করিতে সমর্থ, তখন—সমস্ত সাধনভক্তির চরম লক্ষ্য যে প্রেমপরিপাক-বিশেষরূপ স্নেহ,—তোমাদের সেই স্নেহ যে অতি শীঘ্রই আমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া তোমাদের নিকটে আনয়ন করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?”

অথবা, ভগবান্‌ই সংযোগ-বিয়োগের কর্ত্তা—এ কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আশঙ্কা করিলেন যে, গোপীগণ হয়তো বলিবেন—“ওগো! কেহ কেহ তো তোমাকেই পরমেশ্বর বলিয়া থাকেন; অথবা হে বাগ্মিশিরোমণে! বিচ্ছেদের জন্য তুমি যাঁহার উপর দোষারোপ করিতেছ, সেই সর্ব্বলোক-বিখ্যাত ভগবান্ তো তুমিই; ইহা আমরা জানিয়াছি।” এইরূপ উক্তি আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“সখীগণ! যদি তোমরা আমাকে ভগবান্ বলিয়াই মনে কর, তথাপি আমি তোমাদের স্নেহের অধীন। যখন আমার প্রতি ভক্তিমাত্রই জীবকে সংসার হইতে আকর্ষণ করিয়া আমার পার্ষদত্ব দিতে সমর্থ হয়, তখন আমার প্রতি তোমাদের প্রগাঢ় স্নেহ—যাহা যে কোন স্থান বা যে কোনও অবস্থা হইতে আমাকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে সমর্থ, সেই প্রগাঢ় স্নেহ—যে শীঘ্রই বলপূর্ব্বক আমাকে আকর্ষণ করিয়া তোমাদের সহিত মিলিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার ভাগ্য বশতঃ আমাসম্বন্ধে তোমাদের এইরূপ স্নেহ জন্মিয়াছে।” এই শ্লোকে প্রমাণিত হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদিগের শুদ্ধপ্রেমের অধীন বলিয়াই তাঁহাদের প্রেম যে কোনও অবস্থা বা যে কোনও স্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের নিকট আনয়ন করিতে সমর্থ।

তা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন। | অতি হীনজ্ঞানে করে লালন-পালন ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ময়ি ভক্তি—শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী ভক্তি; একবচনান্ত ভক্তি-শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, নববিধা সাধনভক্তির যে কোনও একটী অঙ্গের অনুষ্ঠানেই জীব ভগবৎপার্ষদত্ব লাভ করিতে পারে। **ভূতানাং**—প্রাণিসমূহের; ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যে কোনও প্রাণীই শ্রীকৃষ্ণভজনে অধিকারী। **অমৃতত্ব**—মোক্ষ বা ভগবৎপার্ষদত্ব। **মদাপন**—আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) প্রাপ্ত করাইতে পারে যে (স্নেহ)। **দিষ্ট্যা**—ভাগ্যবশতঃ। আমার সৌভাগ্যবশতঃ (চক্রবর্ত্তী)। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদিগের যে প্রীতি, শ্রীকৃষ্ণ মনে করেন, তাঁহার পরমসৌভাগ্যবশতঃই গোপীগণ তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ প্রীতি-পোষণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিরস-লোলুপ বলিয়াই তাঁহার এইরূপ মনোভাব। আমি যদি কোনও একটী বস্তুর জন্য অত্যন্ত লালায়িত হই, সেই বস্তুটী পাইলেই আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করি এবং যিনি আমাকে সেই বস্তুটী দেন, আমি মনে করি তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ করিলেন। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিরস-লোলুপ বলিয়া তিনি মনে করেন—প্রেমিকভক্ত তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃপাযুক্ত, যেহেতু ঈদৃশভক্ত শ্রীকৃষ্ণের পরম-লালসার বস্তু প্রীতিরসকে, শ্রীকৃষ্ণেরই উপভোগের জন্য, স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার সান্নিধ্য পাইলে শ্রীকৃষ্ণ সেই রস আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিবেন। তাই, ভক্ত যেমন ভগবানের চরণ-সান্নিধ্য লাভের জন্য লালায়িত, ভগবান্‌ও ভক্তের সান্নিধ্য লাভের জন্য লালায়িত। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে দেখা যায়, মাথুরবিপ্র-শ্রীজনশর্ম্মার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "ক্ষেমং শ্রীজনশর্ম্মং স্তে কচ্চিদ্রাজতি সর্ব্বতঃ॥ ক্ষেমং সপরিবারস্থ মম ত্বদনুভাবতঃ। ত্বৎকৃপাকৃষ্টচিত্তোঽস্মি নিত্যং ত্বদ্বর্ত্মবীক্ষকঃ॥—হে জনশর্ম্মন্! সর্ব্ববিষয়ে তোমার কুশল তো? তোমার প্রভাবে আমি সপরিকরে কুশলে আছি। আমা-বিষয়ক যে কৃপা তোমাতে বর্ত্তমান্, তদ্দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া আমি নিত্যই তোমার পথের দিকে চাহিয়া আছি—(কবে জনশর্ম্মা আসিবে, এই আশায়)। ২।৭।৩৮॥ দিষ্ট্যা স্মৃতোঽস্মি ভবতা দিষ্ট্যা দৃষ্টশ্চিরাদসি।—তুমি যে আমাকে স্মরণ করিয়াছ, ইহা আমার সৌভাগ্য, বহুকাল পরে তুমি যে আমাকে দেখা দিয়াছ, ইহাও আমার সৌভাগ্য। ২।৭।৩৯।" ভক্ত যেমন ভগবানকে প্রীতি করেন, ভগবান্‌ও তেম্‌নি ভক্তকে প্রীতি করেন। ভক্তের প্রতি ভগবানের প্রীতিকেই আমরা ভক্তবাৎসল্য বলি। আর ভগবানের প্রতি ভক্তের প্রীতিকে ভগবান্ তাঁহার প্রতি ভক্তের অনুগ্রহ বলিয়া মনে করেন। ভক্তের প্রীতিরস আস্বাদনের জন্য ভগবান্ যে কত উৎকণ্ঠিত, ইহাতেই তাহা বুঝা যায়। ইহাই ভজনীয় গুণের পরাকাষ্ঠা। ১।৪।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ভবতীনাং—তোমাদের; ভবতীনাং শব্দ সম্ভ্রমার্থক; ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ব্রজসুন্দরীদিগের পরিত্যাগজনিত অপরাধক্ষালনের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহাদের নিকট অনুনয়-বিনয় করিতেছেন।

২১। শ্রীকৃষ্ণ উক্ত তিন ভাবের ভক্তদের মধ্যে কোন্ ভাবের ভক্তের কতদূর অধীন হয়েন, তাঁহাদের আচরণের উল্লেখ করিয়া তাহার দিগ্‌দর্শন করিতেছেন, তিন পয়ারে।

মাতা—বাৎসল্য-প্রেমের আশ্রয় শ্রীযশোদামাতা। **পুত্রভাবে**—আমি তাঁহার পুত্র—এইভাব চিত্তে পোষণ করিয়া। **করেন বন্ধন**—দামবন্ধন-লীলার ইঙ্গিত করিতেছেন। একদিন প্রত্যূষে শ্রীকৃষ্ণকে বিছানায় শোওয়াইয়া যশোদা-মাতা স্বয়ং দধি-মন্থনের নিমিত্ত বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি দধিমন্থন করিতেছেন, আর গুন্ গুন্ রবে শ্রীকৃষ্ণের বাল-চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছেন; এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, স্তনপান করিবার অভিপ্রায়ে মন্থন-দণ্ড ধারণ করিলেন। মাতা তাঁহাকে কোলে লইয়া স্তনপান করাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কিঞ্চিদ্দূরে চুল্লীর উপরে যে দুগ্ধ জ্বাল দেওয়া হইতেছিল, অতিশয় উত্তাপহেতু তাহা উচ্ছলিত হইয়া পড়িল; তাহা দেখিয়া মাতা শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া দুগ্ধ রক্ষা করিতে গেলেন। স্তনপান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের তখনও তৃপ্তি হয় নাই; এমতাবস্থায় মাতা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াতে তিনি কুপিত হইয়া মাতার দধিভাণ্ড ভঙ্গ করিলেন এবং গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া নবনীত নিজেও ভক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বানরদিগকেও বিতরণ

সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ। ‘তুমি কোন্ বড়লোক ?—তুমি আমি সম ॥’ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিতে লাগিলেন। মাতা মন্থনস্থানে ফিরিয়া আসিয়া ভগ্ন দধিভাণ্ড দেখিয়া ইহা যে কৃষ্ণেরই কাজ, তাহা বুঝিতে পারিলেন। তখন যষ্টিহস্তে কৃষ্ণের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া মৃদুপদ-সঞ্চারে গৃহে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া বহির্ব্বাটীর দিকে পালায়ন করিলেন, মাতাও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিতা হইলেন এবং কিছুকাল পরে বামহস্তে কৃষ্ণকে ধরিয়া ফেলিলেন। দক্ষিণ হস্তে যষ্টি দেখিয়া কৃষ্ণ অত্যন্ত ভীত হইলে স্নেহময়ী জননী যষ্টি ফেলিয়া দিয়া কৃষ্ণকে শাসন করিবার উদ্দেশ্যে কোমল রজ্জুদ্বারা তাঁহাকে বাঁধিতে লাগিলেন। কিন্তু বাঁধিতে পারিলেন না, দুই অঙ্গুলি রজ্জু কম পড়িয়া গেল ; নূতন রজ্জু সংযোজিত করিলেন, অন্যান্য গোপীগণও রজ্জু যোগাড় করিয়া দিতে লাগিলেন ; কিন্তু কিছুতেই বাঁধিতে পারিলেন না, প্রত্যেক বারেই দুই অঙ্গুলি রজ্জু কম পড়িয়া যায়। এদিকে ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ যেমন অনবরত কাঁদিতেছিলেন, যশোদা-মাতাও পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন মাতার শ্রম ও ক্লান্তি দেখিয়া ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ বন্ধন স্বীকার করিলেন। ইহাই দামবন্ধন-লীলা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ এবং স্বতন্ত্র পুরুষ হইয়াও ভক্তের প্রেমের কত দূর অধীনতা স্বীকার করেন এবং বিভুবস্তু হইয়াও ভক্তের প্রেমের বশীভূত হইয়া কিরূপে তাঁহার হস্তে বন্ধন পর্য্যন্ত স্বীকার করেন, তাহাই এই লীলায় প্রদর্শিত হইল। এই দামবন্ধন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্যের ও প্রেমাধীনতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই লীলায় যশোদা-মাতার নির্ম্মল-প্রেমও প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্, তিনি যে বিভুবস্তু—প্রেমের আতিশয্যে যশোদা-মাতার সেই জ্ঞান নাই। তিনি জানেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সন্তান ; শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য তিনি দায়ী ; তাঁহার শিশু গোপাল দুর্ব্বৃত্ত হইয়াছে ; তাঁহার সংশোধনের জন্য তিনি তাঁহাকে শাসন না করিলে আর কে করিবে ? তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিতে গেলেন, রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিলেন। **অতি হীন জ্ঞানে**—আমাকে অত্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ; বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শক্তিতে সমস্ত বিষয়ে নিতান্ত হীন মনে করিয়া।

শুদ্ধবাৎসল্যের আশ্রয় শ্রীযশোদামাতার শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি ছিলনা ; তিনি মনে করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দুগ্ধপোষ্য শিশু, নিতান্ত নিরাশ্রয়, নিতান্ত দুর্ব্বল ; নিজের গায়ের মশামাছি তাড়াইতেও অক্ষম, ক্ষুধা পাইলেও তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। তিনি ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের আর গতি নাই, তিনি খাওয়াইলে তাঁহার খাওয়া, তিনি বাঁচাইলে তাঁহার বাঁচা। নিজের ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতাও তাঁহার নাই ; শাসন করিয়া, মারিয়া, ধরিয়া, বকিয়া তাই তিনি কৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতেন ; কৃষ্ণের দুরন্তপনার জন্য তিনি তাঁহাকে বন্ধন পর্য্যন্তও করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার এতদূর মমতাবুদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শুদ্ধবাৎসল্য-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রেমের বশ্যতা স্বীকার করিয়া যশোদা-মাতার লালন-পালন, তাড়ন-ভৎর্সন সমস্ত অঙ্গীকার করিয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেন।

দেবকীরও শ্রীকৃষ্ণে বাৎসল্য ছিল ; কিন্তু তাহা এই পয়ারের লক্ষ্য নহে ; কারণ, দেবকীর বাৎসল্য-প্রেম বিশুদ্ধ ছিলনা ; তাহাতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রিত ছিল। কংস-কারাগারে যখন শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রকটিত হয় তখন দেবকী-বসুদেব ভগবদবুদ্ধিতে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। কংস-বধের পরে যখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের চরণ-বন্দনা করিলেন, তখনও তাঁহারা সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন—ভগবান্ তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিতেছেন বলিয়া। যশোদা-মাতার ন্যায় কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের হেয়তাবুদ্ধি ছিলনা, কৃষ্ণকে তাঁহারা তাড়ন-ভৎর্সনও করিতে পারেন নাই ; কারণ, কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের মমতাবুদ্ধি যশোদামাতার ন্যায় গাঢ়তা লাভ করিতে পারে নাই।

শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধবাৎসল্য-প্রেমের কতদূর অধীন হয়েন, তাহাই এই পয়ারে দেখান হইল।

২২। এই পয়ারে শুদ্ধসখ্যভাবের প্রভাব দেখাইতেছেন। ব্রজের সুবলাদি সখাগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ সখ্যভাব ছিল। শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের ঈশ্বর-বুদ্ধি ছিলনা, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের অপেক্ষা বড়ও মনে করিতেন না, নিজেদের সমান মনে করিতেন। সমান-সমানভাবে তাঁহারা কৃষ্ণের সহিত খেলা করিতেন, খেলায় হারিলে খেলার

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পণ অনুসারে কৃষ্ণকে কাঁধে করিতেন, আবার কৃষ্ণ হারিলেও তাঁহারা কৃষ্ণের কাঁধে চড়িতেন, তাতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ অনুভব করিতেন না। বনভ্রমণ-কালে কোনও একটী ফল খাইতে আরম্ভ করিয়া যখন দেখিতেন যে, তাহা অত্যন্ত সুস্বাদু, সুতরাং তাহা কৃষ্ণকে না দিয়া তাহারা খাইতে পারেন না, তখন ঐ উচ্ছিষ্ট ফলই কৃষ্ণের মুখে পুরিয়া দিতেন, কৃষ্ণও পরমপ্রীতির সহিত তাহা আস্বাদন করিতেন। সখ্যপ্রেমের বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যে সখাদিগকে কাঁধে পর্য্যন্ত করিতেন, তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত খাইতেন, তাহাই এই পয়ারে দেখান হইল।

সখা—সুবলাদি ব্রজের সখাগণ। **শুদ্ধসখ্য**—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন নির্ম্মল সখ্য। **সখ্য**—সখার প্রণয়। **স্কন্ধে আরোহণ**—কাঁধে চড়া, কৃষ্ণ খেলায় হারিলে। **তুমি কোন্** ইত্যাদি—কৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ-কালে, কিম্বা অন্যান্য সময়েও সুবলাদি সখাগণ কৃষ্ণকে বলিতেন—"কৃষ্ণ! তুমি আমাদের অপেক্ষা বড়লোক কিসে? তুমিও যেমন, আমরাও তেমন; উভয়েই সমান। তুমিও গরুর রাখাল, আমরাও গরুর রাখাল।" শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার কথা তো দূরে, তিনি যে রাজপুত্র, মমতাধিক্যবশতঃ সখাগণ তাহাও যেন ভুলিয়া যায়েন।

দ্বারকা-মথুরাদির সখাদের সখ্যভাব এই পয়ারের লক্ষ্য নহে। তাঁহাদের ভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিত। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন ভয়ে তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অনেক ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াও সুবলাদি সখাগণের এইরূপ অবস্থা কখনও হয় নাই।

২৩। এই পয়ারে কান্তাভাবের মহিমা দেখাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণ মানবতী হইয়া অনেক সময় শ্রীকৃষ্ণকে অনেক তিরস্কার করিতেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে রুষ্ট হইতেন না, বরং এতই আনন্দ পাইতেন যে, বেদস্তুতি শুনিয়াও তিনি কখনও তত আনন্দ পায়েন নাই। ব্রজসুন্দরীদিগের নির্ম্মল প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটে এতই বশীভূত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের নিকটে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন (ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি। শ্রীভাঃ ১০।৩২।২২॥); শ্রীরাধিকার মানভঞ্জনের নিমিত্ত, স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ "দেহি পদপল্লবমুদারং" বলিয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়াছেন।

প্রিয়া—প্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণ। **মান**—পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত এবং একত্র (বা পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত) নায়ক-নায়িকার স্বস্ব-অভিমত আলিঙ্গন-বীক্ষণাদির রোধকারী ব্যাপারকে মান বলে। "দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ। স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে॥ উঃ নীঃ মান ৩১॥" কৃতাপরাধ নায়কের প্রতিই সাধারণতঃ নায়িকার মান হইয়া থাকে। সময় সময় নায়িকার প্রতিও নায়কের কারণাভাসজনিত মানের উদয় হয়। **যদি মান করি**—যদি শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীদিগের মান হয় না, সময় সময় হয় এবং সময় সময়ই তদ্দরুণ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়া থাকেন। **ভর্ৎসন**—তিরস্কার। **বেদস্তুতি**—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিত বলিয়া এবং নির্ম্মল প্রেম নাই বলিয়া বেদস্তুতি শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিজনক হয় না। **হরে**—হরণ করে, আনন্দমুগ্ধ করে। **সেই**—প্রেয়সীদিগের ভর্ৎসন।

শুদ্ধপ্রেমই একমাত্র আস্বাদ্য বস্তু; ভক্তদের ব্যবহারাদিতে ঐ প্রেম অভিব্যক্ত হইয়া বৈচিত্রীধারণ করে মাত্র তাই, তাঁহাদের ব্যবহারও রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পরম-আস্বাদ্য। মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহাদের চিত্তও মহাভাবাত্মক হইয়া যায়; (বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ। উঃ নী, স্থা, ১১২)। ইন্দ্রিয়সমূহও চিত্তেরই বৃত্তিবিশেষ প্রকাশের দ্বার স্বরূপ বলিয়া এবং চিত্ত মহাভাবাত্মক হইয়া যায় বলিয়া, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-সমূহও মহাভাবাত্মক হইয়া যায়; তাই ব্রজসুন্দরীগণের যে কোনও ইন্দ্রিয়-ব্যাপারেই—এমন কি তাঁহাদের তিরস্কারেও—শ্রীকৃষ্ণ পরম-পরিতোষ লাভ করিয়া থাকেন। "ইন্দ্রিয়াণাং মনোবৃত্তিরূপত্বাৎ ব্রজসুন্দরীণাং

এই শুদ্ধভক্ত লঞা করিমু অবতার। | করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার॥ ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মন আদি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং মহাভাবরূপত্বাৎ তত্তদ্‌ব্যাপারৈঃ সর্ব্বৈরেব শ্রীকৃষ্ণস্যাতিবশ্যত্বং যুক্তিসিদ্ধমেব ভবেৎ। উঃ নীঃ স্থাঃ ১১২ শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকা।”

বেদস্তুতিতে শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণযোগ্য প্রেম নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে প্রীত হয়েন না। গোপীপ্রেমামৃতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“ন তথা রোচতে বেদঃ পুরাণাদ্যা স্তুথেতরাঃ। যথা তাসাস্তু গোপীনাং ভর্ৎসনং গর্ব্বিতং বচঃ॥ বেদ-পুরাণাদির স্তুতিবাক্য তেমন রুচিকর নহে, গোপিকাদিগের ভর্ৎসন ও গর্ব্বিতবাক্য যেমন তৃপ্তিজনক হয়।”

দ্বারকা-মহিষীদের কান্তাভাবে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রিত আছে বলিয়া তাহাও শ্রীকৃষ্ণের তত তৃপ্তিদায়ক নহে; তাই দ্বারকায় মহিষীদের সান্নিধ্যে থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণের মন ব্রজসুন্দরীদিগের বিরহ-যন্ত্রণায় হাহাকার করিয়া উঠিত। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মহিষীদিগের মমতাবুদ্ধিও ব্রজসুন্দরীদিগের ন্যায় গাঢ় ছিল না; তাই সময় সময় তাঁহারা মানবতী হইলেও কখনও শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে পারিতেন না, বরং শ্রীকৃষ্ণই সময় সময় তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিতেন; এই তিরস্কারেই তাঁহারা কখনও কখনও মান পরিত্যাগ করিতেন—পরিত্যাগ না করিলে পাছে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যায়েন, এই আশঙ্কায়। কিন্তু তিরস্কারের কল্পনাও দূরের কথা, কাকুতি-মিনতি—এমন কি চরণ-ধারণ দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ অনেক সময় ব্রজসুন্দরীদিগের মানভঞ্জনে সমর্থ হয়েন নাই। পরিহাস-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর নিকট পরমাত্মা বলিয়া স্বীয় নির্লিপ্ততার পরিচয় দিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন ভাবিয়া ভয়ে রুক্মিণী মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসের উত্তরে বাক্‌চাতুরীময় প্রতিপরিহাস দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অনেক সময়েই নির্ব্বাক্ করিয়া দিতেন। এই সমস্ত ব্যবহারেই মহিষীদিগের প্রেম অপেক্ষা ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য সূচিত হইতেছে। ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমই এই পয়ারের লক্ষ্য, মহিষীদিগের প্রেম নহে;

২৪। “ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত” বলিয়া এবং জগতে শুদ্ধ-প্রেমবান্ ভক্তের অভাব বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করিলেন যে, তাঁহার মাতা-পিতা, সখা, কান্তা-আদি নিত্যপরিকর-রূপ শুদ্ধভক্তগণকে লইয়াই তিনি জগতে অবতীর্ণ হইবেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে অদ্ভুত লীলা-বিলাস করিয়া তাঁহাদের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবেন।

এই শুদ্ধভক্ত—পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে উল্লিখিত মাতা-পিতা, সখা ও কান্তাগণ। কোন কোন গ্রন্থে “শুদ্ধভক্তি” পাঠ আছে; অর্থ—শুদ্ধভক্তির আশ্রয় নন্দ-যশোদা-সুবল-মধুমঙ্গল-শ্রীরাধিকাদি। **লঞা**—লইয়া। **করিমু অবতার**—অবতীর্ণ হইব। এই পয়ারার্দ্ধ হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা নন্দ-যশোদা, সুবলাদি সখাগণ এবং শ্রীরাধিকাদি কান্তাগণ জীব নহেন—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকর, অনাদিকাল হইতে নিত্যই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত লীলা-বিলাস করিতেছেন; শ্রীকৃষ্ণ যখন জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রকট-লীলার রসাস্বাদন করাইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি অনাদিকাল হইতেই তাঁহার পিতা-মাতা, সখা, কান্তাদিরূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অজ, নিত্য, অনাদি; নন্দ-যশোদা হইতে স্বরূপতঃ তাঁহার জন্ম হয় নাই; শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্যরস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত অনাদি-কাল হইতেই নন্দ-যশোদা এই অভিমান পোষণ করিয়া আছেন যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা, আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পুত্র। শ্রীরাধিকাদি কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের কান্তাত্বও নিত্যধামে কোনওরূপ বিবাহজাত নহে; অনাদিকাল হইতেই তাঁহাদের এই অভিমান যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের কান্ত, আর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কান্তা। বিবাহ হইতে এই সম্বন্ধের উদ্ভব হইলে ইহার অনাদিত্ব থাকিতে পারে না। (পরবর্ত্তী ২৬শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণলীলার এবং শ্রীকৃষ্ণপরিকরদের নিত্যত্বসম্বন্ধে পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্যাসদেবকে বলিতেছেন—“নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা। যমুনাং গোপকন্যাশ্চ তথা গোপালবালকাঃ॥ মমাবতারো নিত্যোঽয়মত্র মা সংশয়ং কৃথাঃ।—এই মথুরাপুরী, বৃন্দাবন, যমুনানদী, গোপরমণীগণ এবং গোপবালকগণ—এই সমুদয়কেই আমার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নিত্যবস্তু বলিয়া জানিও এবং আমার এই অবতারও নিত্য, ইহাতে সন্দেহ করিও না। ৪২।২৬-২৭॥” আবার উক্ত পুরাণেই নারদের প্রতি শ্রীসদাশিব বলিতেছেন—“দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ। সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তৎতুল্যা গুণশালিনঃ। যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ। তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥—হে মুনিবর! শ্রীকৃষ্ণের দাস, সখা, পিতামাতা ও প্রেয়সীবর্গ—ইহারা সকলেই নিত্য; ইহারা কৃষ্ণের ন্যায় (অপ্রাকৃত) গুণশালী। শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলায় ইহাদের কথা পুরাণে যেমন বর্ণিত আছে, অপ্রকট নিত্যলীলাতেও বৃন্দাবনে ইহারা ঠিক সেই ভাবেই নিত্য অবস্থিত। ৫২।২-৪॥” এ সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা যায়, একই নিত্যপরিকরদের সহিতই শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রকট ও অপ্রকটলীলা করিয়া থাকেন, তখন তাঁহার অপ্রকটলীলার পরিকরগণকে লইয়াই তিনি প্রকটলীলায় অবতীর্ণ হয়েন। গীতার “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ইত্যাদি (৪।১১) শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—“যে মৎপ্রভোর্জ্জন্মকর্ম্মণী নিত্যে এবেতি মনসি কুর্ব্বাণাস্তত্তল্লীলায়ামেব কৃতমনোরথবিশেষাঃ মাং ভজন্তঃ সুখয়ন্তি, অহমপি ঈশ্বরত্বাৎ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুমপি সমর্থস্তেষামপি জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বং কর্ত্তুং তান্ স্বপার্ষদীকৃত্য তৈঃ সার্দ্ধমেব যথাসময়মবতরন্নন্তর্দ্ধানশ্চ তান্ প্রতিক্ষণমনুগৃহ্নন্নেব তদ্‌ভজনফলং প্রেমাণমেব দদামি। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—যাঁহারা আমার জন্ম (অবতার) ও কর্ম্মাদিকে (লীলাদিকে) নিত্য মনে করিয়া (তাঁহাদের ভাবানুরূপ) সেই সেই লীলাতে সেবাবাসনাপোষণ করতঃ ভজন করিয়া আমাকে সুখী করেন, আমিও তাঁহাদের জন্মকর্ম্মাদির নিত্যত্ব বিধানের জন্য তাঁহাদিগকে আমার পার্ষদত্ব দান করি এবং যথাসময়ে তাঁহাদের সঙ্গে অবতীর্ণ হই এবং অন্তর্ধানপ্রাপ্ত হই; এইরূপে প্রতিক্ষণেই তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের ভজনের ফল দিয়া থাকি।” এস্থলে দেখা গেল, অবতরণের সময় শ্রীকৃষ্ণ সাধনসিদ্ধ ভক্তগণকেও সঙ্গে নিয়া অবতীর্ণ হয়েন; সুতরাং নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণকেও যে অবতরণের সময় সঙ্গে নিয়া আসেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড (৪৫শ অধ্যায়) হইতেও জানা যায়, দন্তবক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিয়াছিলেন; সেস্থানে গোপরমণীগণের সঙ্গে কিছুকাল বিহারাদির পরে স্ত্রীপুত্রাদিসহ নন্দ-উপানন্দাদি সমস্ত ব্রজবাসীদিগকে এবং ব্রজস্থ পশু-পক্ষি-মৃগাদিকেও অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করাইলেন। নন্দ-ব্রজের সকলকে এইরূপে স্বধামে পাঠাইয়া তিনি দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। (শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ। ১৭৫। দ্রষ্টব্য)। এই প্রমাণ হইতেও জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ব্রজপরিকরদিগকে অপ্রকটধামে পাঠাইয়া দিয়া ব্রজলীলা অপ্রকট করিলেন। ইহাতেও অনুমিত হয় যে, অপ্রকট পরিকরবর্গকে লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং লীলাবসানে আবার তাঁহাদিগকে অপ্রকটলীলায় লইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার অপ্রকট ব্রজলীলার পরিকরদের সহিতই প্রকটলীলায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে (১৭৪) শ্রীজীবগোস্বামী তাহা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। অথ শ্রীমদানকদুন্দুভিগৃহেঽবতীর্য্য চ তদ্বদেব প্রকাশান্তরেণাপ্রকটমপিস্থিত্বৈব স্বয়ং প্রকটীভূতস্য সব্রজশ্রীব্রজরাজস্য গৃহেঽপি তদীয়ামনাদিত এব সিদ্ধাং স্ববাৎসল্যমাধুরীং জাতোঽয়ং নন্দয়তি থালোঽয়ং রিঙ্গতি পৌগণ্ডোঽয়ং বিক্রীড়তীত্যাদিস্ববিলাসবিশেষৈঃ পুনঃ পুনর্ন বীকর্ত্তুং সমায়াতি। পূর্ব্বপরিচ্ছেদের ১।৩।৩ এবং ১।৩।৮ পয়ার দ্রষ্টব্য। অন্যত্র আরও স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমি বিশেষরূপে ব্রজবাসীদিগের জীবনস্বরূপ; আর ব্রজও আমার জীবনসদৃশ। ব্রজের সহিত আমার কখনও বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে না। আমি ব্রজের সহিত অপ্রকটলীলা হইতে প্রকটলীলায় আবির্ভূত হই; তাহার সহিত আবার অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করি। বিশেষতো ব্রজস্য জীবনহেতুর্বা পরমেশ্বরঃ প্রাণেন মৎপ্রাণতুল্যেন ঘোষেণ ব্রজেন সহ বিবরপ্রসূতির্বিবরাদপ্রকটলীলাতঃ প্রসূতিঃ প্রকটলীলায়ামভিব্যক্তির্যস্য তথাভূতঃ সন্ পুনস্তাং অপ্রকটলীলামেব প্রবিষ্টঃ। শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভঃ। ১৮০॥ ১।৪।১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, প্রকট-লীলাতেও যদি অপ্রকট-লীলার পরিকরদের সহিতই লীলা করিতে হয়, তাহা হইলে জগতে অবতীর্ণ হওয়ারই বা প্রয়োজন কি? অপ্রকট-লীলাতেই তো ঐ সকল পরিকরদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ লীলারস আস্বাদন করিতেছেন? ইহার উত্তরে এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলিতেছেন—নিত্যপরিকরদের সহিত জগতে অবতীর্ণ

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে-যে লীলার প্রচার।
সে-সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার ॥২৫

মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এমন সব অদ্ভুত লীলা করিবেন, যাহা অপ্রকট-লীলায় সম্ভব নহে। (পরবর্ত্তী পাঁচ পয়ারে এসকল অদ্ভুত লীলার দিগ্‌দর্শন করা হইয়াছে)।

বিবিধ-বিধ—নানাপ্রকারের। **অদ্ভুত বিহার**—অপূর্ব্ব লীলা; যাহা অপ্রকট লীলায় কখনও হয় নাই, হওয়ার সম্ভাবনাও নাই, এমন সব লীলা। এই সমস্ত লীলা করার নিমিত্তই মুখ্যতঃ শ্রীকৃষ্ণের অবতার।

২৫। কি রকম অদ্ভুত লীলা করিবেন, তাহাই একটু বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করিলেন—"বৈকুণ্ঠাদি-ধামেও যে সমস্ত লীলার প্রচার নাই, জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমি সেই সমস্ত লীলা করিব; এই সমস্ত লীলার এমনি অদ্ভুত বৈচিত্রী থাকিবে যে, তাহাদের আনন্দ-চমৎকারিতায় আমিও বিস্মিত হইয়া যাইব।"

বৈকুণ্ঠাদ্যে—পরব্যোমে অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপের পৃথক্ পৃথক্ ধাম আছে; ইহাদের প্রত্যেকটীকে বৈকুণ্ঠ বলে; এই বৈকুণ্ঠ-সমূহের সমষ্টির নামই পরব্যোম, পরব্যোমকেও বৈকুণ্ঠ বলা হয়। এই পয়ারে বৈকুণ্ঠ-শব্দে বিভিন্ন বৈকুণ্ঠকে, অথবা পরব্যোমকেই বুঝাইতেছে। আর, আদি-শব্দে গোলোকাদি শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট-লীলা-স্থানকে বুঝাইতেছে। তাহা হইলে, বৈকুণ্ঠাদ্যে বলিতে পরব্যোম (পরব্যোমের অন্তর্গত পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ) এবং অপ্রকট দ্বারকা, মথুরা, গোলোকাদিকে বুঝাইতেছে। **প্রচার**—প্রসিদ্ধি, প্রচলন। **চমৎকার**—বিস্ময়। অপ্রকট-লীলায় যে সকল লীলা কখনও হয় নাই, প্রকট-লীলায় সে সমস্ত লীলার অপূর্ব্ব আনন্দ-বৈচিত্রী দেখিয়া বিস্ময়। পরব্যোমের অন্তর্গত বিভিন্ন বৈকুণ্ঠে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ-রূপেও, এমন কি অপ্রকট দ্বারকা, মথুরা বা গোলোকেও কখনও যে সকল লীলা করা হয় না—ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল লীলা করিবেন। এই সকল লীলা পূর্ব্বে কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া তাহাদের রস-বৈচিত্রী দেখিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও বিস্মিত হইবেন।

২৬। যে সকল লীলা অপ্রকট ধামে অনুষ্ঠিত হয় না, অথচ প্রকট-লীলায় অনুষ্ঠিত হইবে, তাহাদের দিগ দর্শন-রূপে একটীর—কান্তাভাবের লীলার বৈশিষ্ট্যের—উল্লেখ করিতেছেন।

মো-বিষয়ে—আমার (শ্রীকৃষ্ণের) বিষয়ে; শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে। **গোপীগণের**—শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণের। **উপপতি**—যে ব্যক্তি আসক্তিবশতঃ ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিয়া পরকীয়া রমণীর প্রতি অনুরাগী হয় এবং ঐ রমণীর প্রেমই যাহার সর্ব্বস্ব, পণ্ডিতগণ তাহাকেই ঐ রমণীর উপপতি বলেন। "রাগেনোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং পরকীয়াবলার্থিনা। তদীয়-প্রেম-সর্ব্বস্বং বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ॥ উঃ নীঃ নায়কভেদ ।১১॥" পরস্পরের প্রতি গাঢ়-আসক্তিবশতঃ—যাহারা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ নহে, এমন নায়ক-নায়িকার মিলন হইলে, নায়ককে বলে নায়িকার উপপতি। উপপতি-শব্দ হইতেই পতি-শব্দ ধ্বনিত হইতেছে। ধর্ম্মসঙ্গত বিবাহদ্বারা যে নায়িকার পতিলাভ হইয়াছে, সেই নায়িকা যদি পরপুরুষে আসক্তা হয়, তাহা হইলেই ঐ পুরুষকে তাহার উপপতি বলা হয়। এইরূপ পরকীয়া নায়িকারই ঔপপত্য-ভাব সুষ্ঠুরূপে বিকাশ পায়। পরস্পরের প্রতি গাঢ় আসক্তিবশতঃ যদি কোনও নায়কের সহিত কোনও অবিবাহিতা কুমারীর মিলন হয়, তাহা হইলেও ঐ নায়ককে ঐ কুমারীর উপপতি বলা যায়; এইরূপ মিলনও ধর্ম্মসঙ্গত নহে; বিবাহিতা পরকীয়া রমণীর ন্যায় এইরূপ কুমারীরও নায়কের সহিত মিলনে স্বজন-আর্য্য-পথাদির বিঘ্ন আছে।

উপপতি-ভাব—ঔপপত্য-ভাব; শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি বলিয়া মনে করা। **যোগমায়া**—কৃষ্ণ-লীলার সহায়কারিণী শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইনিও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি, শুদ্ধসত্ত্বের পরিণতি-বিশেষ। "যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-পরিণতি ।২।২১।৮৫॥" ইনি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী—যাহা অন্যের পক্ষে অসম্ভব, এরূপ ঘটনাও ইনি ইঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন। **আপন প্রভাবে**—যোগমায়া স্বীয় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির মহিমায়।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, পরব্যোমে ও গোলোকাদি ধামে যে সকল লীলার প্রচার নাই, ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল অদ্ভুত লীলা করিবেন ; এই সকল অদ্ভুত লীলার উল্লেখ করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপসুন্দরীদিগের যোগমায়া-সম্পাদিত উপপতি-ভাবের উল্লেখ করিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, অপ্রকট-বৃন্দাবনে বা গোলোকে উপপতি-ভাব নাই, সুতরাং উপপতি-ভাবাত্মিকা-লীলাও নাই ; তাহার সম্ভাবনাও নাই ; সম্ভাবনা থাকিলে অপ্রকট-বৃন্দাবনেই উপপতি-ভাবাত্মিকা লীলা অনুষ্ঠিত হইতে পারিত, ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট-লীলা করার আর প্রয়োজন হইত না। উপপতি-ভাবাত্মিকা লীলার রসবৈচিত্রী-আস্বাদনই প্রকট লীলার মুখ্য অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য।

অপ্রকট-বৃন্দাবনে উপপতি-ভাবাত্মিকা লীলার সম্ভাবনা হইতে পারেনা কেন ? উত্তর—উপপতি-ভাব-সিদ্ধির নিমিত্ত নায়িকার পরকীয়াত্ব প্রয়োজন ; অর্থাৎ নায়িকা কৃষ্ণের ধর্ম্ম-পত্নী নহেন, অপরেরই ধর্ম্ম-পত্নী, অথবা অপরের কুমারী কন্যা—-এইরূপ জ্ঞান সকলেরই থাকা দরকার। তজ্জন্য ধর্ম্মপতির বা পিতামাতার গৃহেই নায়িকার অবস্থিতি প্রয়োজন ; শ্রীকৃষ্ণের ও গোপসুন্দরীদিগের একগৃহে অবস্থিতি উপপতি-ভাবের অনুকূল নহে। অপ্রকট-বৃন্দাবনে (গোকুলে) নন্দ-যশোদা ও গোপসুন্দরীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ একই গৃহে (সহস্রদল-পদ্মের কর্ণিকার-স্থানীয় মহদন্তঃপুরে) নিত্য অবস্থান করেন। গোপসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী-শক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়াশক্তি ; সুতরাং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বকান্তা। গোকুলবাসীদের অনুভূতিও তদ্রূপ। অনাদিকাল হইতেই গোপীগণ মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের স্বকান্ত ; শ্রীকৃষ্ণও মনে করেন, গোপীগণ তাঁহার স্বকান্তা ; নন্দ-যশোদাদি অন্যান্য সকলেরও এইরূপই জ্ঞান। সুতরাং অপ্রকট বৃন্দাবনে গোপসুন্দরীগণের অন্যের সহিত ধর্ম্ম-বিবাহ বা অন্যগৃহে অবস্থিতি সম্ভব নহে। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া এস্থানেও শ্রীকৃষ্ণের এবং গোপীদের মনে ঔপপত্যভাবের সঞ্চার করিতে পারিতেন এবং গোকুলবাসীরাও যোগমায়ার প্রভাবে মনে করিতে পারিতেন যে গোপসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মপত্নী নহেন। কিন্তু এইরূপ করিলে জুগুপ্সিত রসদোষ জন্মিত ; সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতসারে পিতামাতার (নন্দ-যশোদার) সহিত একই অন্তঃপুরে পরনারীকে লইয়া বাস করা নিতান্ত নিন্দনীয় কার্য্যই হইত। আর শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আচরণের অনুমোদন করিলেও নন্দ-যশোদার বাৎসল্যে দোষ প্রকাশ পাইত। কিন্তু প্রকট-লীলায় এইরূপ রসদোষের সম্ভাবনা নাই। নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত প্রকটলীলায় জন্মাদিলীলা প্রকটিত করিতে হয় ; তাই বিভিন্ন গৃহে বিভিন্ন পরিকরদের জন্মলীলা প্রকটিত হইয়া থাকে। এই জন্মলীলাকে উপলক্ষ্য করিয়াই যোগমায়া কৃষ্ণ-পরিকরদের স্বরূপের স্মৃতি আবৃত করিয়া দেন ; তাহাতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজেদের সম্বন্ধ এবং শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বও ভুলিয়া থাকেন। শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীগণ মনে করেন, তাঁহারা গোপকন্যা, শ্রীকৃষ্ণও এক গোপ-নন্দন,—নন্দ-গোপের তনয়। অবশ্য পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের স্বরূপানুবন্ধি আকর্ষণ তাঁহাদের রূপ-গুণের ব্যপদেশে অভিব্যক্ত হইয়াছিল ; শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হইলে গোপসুন্দরীগণ আপনাদিগকে কৃতার্থাও মনে করিতেন। কিন্তু বিবাহ হইল না—হইতে পারিল না ; সুন্দরী-রমণী-লুব্ধ কংসের ভয়ে গোপগণ যখন বিবাহযোগ্য বয়সের একটু পূর্ব্বেই তাঁহাদের কন্যাদের পাত্রস্থ করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণের উপনয়ন হয় নাই ; সুতরাং তাঁহার বিবাহ হইতে পারে না। বিশেষতঃ, জ্যোতির্ব্বিৎ-শিরোমণি গর্গাচার্য্যও শ্রীরাধিকাদি গোপ-সুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ মঙ্গলজনক হইবে না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। বাধ্য হইয়াই গোপগণকে অন্য গোপগণের সহিত তাঁহাদের কন্যাদের বিবাহ স্থির করিতে হইল। তখন এক সমস্যার উদয় হইল। শ্রীরাধিকাদি গোপকন্যাগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা ; সুতরাং অন্যের সহিত তাঁহাদের বিবাহই হইতে পারে না, হইলে তাঁহাদের নিত্যকান্তাত্ব থাকে না। অথচ গোপগণও তাঁহাদের বিবাহ স্থির করিয়াছেন ; কন্যাগণের স্বরূপতত্ত্ব তাঁহারা জনেন না, তাঁহাদিগকে তাহা জানানও যায় না ; জানাইলে নর-লীলাত্ব থাকে না। আবার ঔপপত্য-ভাব-সিদ্ধির নিমিত্ত গোপকন্যাগণের অন্যত্র বিবাহের প্রবাদও প্রয়োজন। যোগমায়া অপূর্ব্ব-কৌশলে এই সমস্যার সমাধান করিলেন। তিনি কাহাকেও কিছু না জানাইয়া শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীদিগের অনুরূপ গোপীমূর্ত্তি কল্পনা করিলেন ;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই সমস্ত কল্পিত গোপমূর্ত্তিদের সহিতই গোপদের বিবাহ হইয়া গেল—বিবাহ হইয়া গেল বলাও সঙ্গত হইবে না; কারণ, কোনওরূপ বিবাহ-ক্রিয়াই অনুষ্ঠিত হয় নাই; হইতেও পারে না; শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীদের কল্পিত প্রতিমূর্ত্তির সহিতও অন্যের বিবাহ হইতে পারেনা। যোগমায়ার প্রভাবে গোপকন্যাগণ ব্যতীত অপর সকলে স্বপ্ন দেখিলেন যে, গোপকন্যাদের সহিত গোপদের প্রস্তাবিত বিবাহ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই স্বপ্নকেই সকলে বাস্তব ঘটনা বলিয়া মনে করিল; ইহাও যোগমায়ার কৌশল। এমতাবস্থায়, অভিমন্যু-আদি গোপগণ শ্রীরাধিকাদি গোপীগণকে তাঁহাদের পত্নী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; কিন্তু শ্রীরাধিকাদি কখনও অভিমন্যু-আদিকে পতি বলিয়া মনে করেন নাই, করিতেও পারেন না; কারণ তাঁহারা সতী-শিরোমণি; পূর্ব্বেই তাঁহারা মনে মনে শ্রীকৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তবে ইহাও সত্য যে, অন্যান্য সকলে যখন বিবাহ-সম্বন্ধীয় স্বপ্ন দেখিলেন, তখন যদিও যোগমায়া গোপকন্যাগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা স্বাপ্নিক বিবাহ সম্বন্ধেও কিছুই জানিতে পারেন নাই, তথাপি সকলের কথা শুনিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাদিগকে উক্ত বিবাহের সংবাদ সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হইয়াছিল। যাহাহউক, যথাসময়ে শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীগণকে তাঁহাদের তথাকথিত পতির গৃহে আসিতে হইল; যোগমায়াই তাহাও সংঘটিত করিয়া দিলেন। এই তথাকথিত পতিদের গৃহ ছিল নন্দালয়েরই নিকটবর্ত্তী যাবট-গ্রামে; সুতরাং যাবটে আসিলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার অধিকতর সম্ভাবনা থাকিতে পারে বলিয়াই যোগমায়ার কৌশলে ব্রজসুন্দরীগণ যাবটে আসিতে সম্মতা হইলেন। তাঁহারা আসিলেন বটে, কিন্তু অভিমন্যু-আদি তথাকথিত পতিগণ কখনও তাঁহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারেন নাই। এই স্থানে আসার পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিল, পরে নিভৃতে মিলনাদিও হইল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত তাঁহারা যখন গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন, তখন যোগমায়া-কল্পিত তাঁহাদের অনুরূপ মূর্ত্তি গৃহে থাকিত; গোপগণ মনে করিতেন, তাঁহাদের পত্নীগণ গৃহেই আছেন। কিন্তু যোগমায়ার কৌশলে গোপগণ এই কল্পিত গোপীমূর্ত্তিকেও কখনও স্পর্শ করিতে পারেন নাই। (বিশেষ বিবরণ গোপালচম্পূগ্রন্থের পূর্ব্বচম্পূ ১৫শ পূরণে দ্রষ্টব্য)।

যাহাহউক, এইরূপে যোগমায়ার কৌশলে প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপসুন্দরীদিগের উপপতি-ভাব জন্মিল। এই ঔপপত্যও বাস্তব নহে; কারণ, অন্য গোপের সহিত গোপীদিগের বাস্তবিক কোনও বিবাহই হয় নাই; বিশেষতঃ গোপসুন্দরীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্য-স্বকান্তা। প্রকট-লীলায়ও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেই মনে মনে পতি বলিয়া স্বীকার করিতেন; তবে লৌকিক-লীলায় গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন বলিয়া অন্য গোপের সহিত তাঁহাদের সর্ব্বজন-কথিত বিবাহের প্রবাদকেও মন হইতে একেবারে তাড়াইয়া দিতে পারিতেন না। ইহার ফল হইল এই যে, যদিও তথাকথিত পতিদের সহিত তাঁহারা কখনও কোন সম্বন্ধ রাখিতেন না, রাখিবার ইচ্ছাও করিতেন না, তথাপি তাঁহাদের বিবাহের প্রবাদ—শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের মিলনে বাধাবিঘ্ন উৎপাদন করিত, গৃহ হইতে বহির্গমন-কালে তাঁহাদের মনে তথাকথিত গুরুজনের ভয়ে সঙ্কোচ আনয়ন করিত এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের কথা গোপনে রাখিবার বলবতী চেষ্টা জন্মাইত। এই সমস্তের ফলে মিলনের আনন্দ-চমৎকারিতাই বর্দ্ধিত হইত। যাহা কষ্ট-লভ্য, তাহার আস্বাদনেই প্রভূত আনন্দ। "চৌরী পিরীতি হয়ে লাখ গুণ রঙ্গ।"

প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়ায় পরকীয়া-ভাব; কিন্তু অপ্রকট-লীলায় স্বকীয়া-ভাব, তাহার অনেক প্রমাণ বিদ্যমান। দন্তবক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে পুনরাগমন করিয়াছিলেন, তখন যোগমায়া বিবাহ-সম্বন্ধীয় সমস্ত রহস্য সকলের নিকট ব্যক্ত করিলেন; সকলেই বুঝিতে পারিল যে, শ্রীরাধিকাদি গোপকন্যাগণ তখনও অবিবাহিতা। তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঐ সমস্ত গোপকন্যাদের বিবাহ হইয়া গেল। (গোপালচম্পূ, উঃ চঃ ৩২—৩৫ পূঃ)। ইহার পরেই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন-লীলার অন্তর্দ্ধান করেন এবং শ্রীরাধিকাদি গোপকন্যাগণও উক্ত বিবাহজাত স্বকীয়া-ভাবের সংস্কার লইয়াই অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করেন। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, অপ্রকট-লীলায় স্বকীয়া-ভাব—পরকীয়াভাব নহে। শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভের ১৭৭ অনুচ্ছেদে শ্রীজীবগোস্বামিচরণও বিশেষ বিচার সহকারে এইরূপ সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন এবং

আমিহ না জানি তাহা—না জানে গোপীগণ।
দোঁহার রূপ-গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এইরূপ সিদ্ধান্ত যে শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণেরও অনুমোদিত এবং শ্রীরূপগোস্বামী যে ললিতমাধব-নাটকে স্বকীয়াত্বেই গোপীভাবের পর্য্যবসান করিয়াছেন, তাহাও শ্রীজীবগোস্বামী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন; “শ্রীমদস্মদুপজীব্যচরণৈরপি ললিতমাধবে তথৈব সমাপিতম্ —শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভঃ।১৭৭॥” ভগবৎসন্দর্ভই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ; এই গ্রন্থে বৈষ্ণবধর্ম্মের সমস্ত তত্ত্বই দার্শনিক-বিচারের সহিত নিরূপিত হইয়াছে; বৈষ্ণবাচার্য্য-প্রবর শ্রীজীবগোস্বামী এই গ্রন্থে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই সমস্ত সিদ্ধান্তের অনুগতভাবেই বৈষ্ণব-শাস্ত্রের আলোচনা করা সমীচীন হইবে। বিশেষতঃ বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুসারে শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীভগবানের নিত্যপরিকর—ব্রজলীলায় তিনি শ্রীবিলাসমঞ্জরী; সুতরাং প্রকট ও অপ্রকটে গোপসুন্দরীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কি পরকীয়া কান্তাভাব, তাহা শ্রীজীবগোস্বামী বিশেষরূপেই জানেন; তাই তাঁহার উক্তি উপেক্ষার বা সমলোচনার বিষয় হইতে পারে না। বিশেষ আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

২৭। প্রশ্ন হইতে পারে—ঔপপত্যভাব যদি অবাস্তবই হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা কিরূপে রস-আস্বাদন হইতে পারে? নাটকের অভিনয়ে যাহারা রাজা-রাণীর ভূমিকা অভিনয় করে, তাহাদের রাজারাণীর ভাব অবাস্তব বলিয়া বাস্তব-রাজারাণীর সুখ-দুঃখ তাহারা অনুভব করিতে পারে না; কারণ, তাহারা জানে, তাহারা বস্তুতঃ রাজারাণী নহে; তাহাদের প্রকৃত-অবস্থার স্মৃতি অভিনীত ভূমিকায় তাহাদের গাঢ় অভিনিবেশ জন্মিতে দেয় না; গাঢ় অভিনিবেশ না জন্মিলে সুখ-দুঃখের প্রকৃত অনুভব হয় না। প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ও গোপসুন্দরীদিগের ঔপপত্যভাব অবাস্তব বলিয়া তাহাতে তাঁহাদের গাঢ় অভিনিবেশ জন্মিতে পারে না; স্বরূপগত স্বকীয়-ভাব তাহাতে বিঘ্ন জন্মায়। এমতাবস্থায় কিরূপে রস আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই এই পয়ারে বলা হইতেছে যে, প্রকট-লীলার ঔপপত্য-ভাব স্বরূপতঃ অবাস্তব হইলেও শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ তাহাকে বাস্তব বলিয়াই মনে করেন; কারণ, গোপসুন্দরীগণ যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা এবং শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের নিত্য-স্বকান্ত এবং যোগমায়ার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই যে তাঁহাদের ঔপপত্য-ভাবের সঞ্চার হইয়াছে—এ সমস্ত বিষয়ের কিছুই যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহারা কেহই জানেন না। যোগমায়া গোপীদিগের স্বরূপের স্মৃতি আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা, ইহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আবার যোগমায়ারই কৌশলজাত বিবাহসম্বন্ধীয় প্রবাদবশতঃ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহারা মনে করিতেন—অভিমন্যু-আদি গোপগণই তাঁহাদের পতি—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পতি নহেন, উপপতিমাত্র। শ্রীকৃষ্ণেরও এইরূপই অনুভূতি ছিল। সুতরাং এই ঔপপত্য-ভাবকে তাঁহারা বাস্তব বলিয়াই মনে করিতেন; স্বকীয়া-ভাবের কোনও স্মৃতিই তাঁহাদের ছিল না। তাই, ঔপপত্য-ভাবাত্মক-লীলায় তাঁহাদের গাঢ় অভিনিবেশের অভাব হইত না, রসাস্বাদনেরও কোনও বিঘ্ন জন্মিত না।

আমিহ—আমিও (শ্রীকৃষ্ণ নিজেও)। **তাহা**—যোগমায়া যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা গোপীদের মনে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে উপপতি-ভাব জন্মাইয়াছেন, তাহা। গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা এবং যোগমায়াই যে স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে স্বকান্তা-ভাব আবৃত করিয়া ঔপপত্য-ভাব জন্মাইয়াছেন, তাহা (শ্রীকৃষ্ণও জানিতেন না, গোপীগণও জানিতেন না)। আমিহ-শব্দের হ (ও)-এর সার্থকতা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও একথা জানিতেন না; ইহাও যোগমায়ারই প্রভাব। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের এবং সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী শ্রীরাধিকার আশ্রিতা হইয়াও যে যোগমায়া তাঁহাদিগের স্বরূপজ্ঞানকে আবৃত করিয়া মুগ্ধত্ব সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন, ইহা কেবল তাঁহার প্রতি তাঁহাদের কৃপাধিক্যেরই পরিচয়। নর-লীলার রসমাধুর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণেরই ইঙ্গিতে যোগমায়াকর্ত্তৃক তাঁহাদের এইরূপ মুগ্ধত্ব; এইরূপ মুগ্ধত্ব না থাকিলে নর-আবেশ অক্ষুণ্ণ থাকে না। অথবা—প্রেমের অনির্ব্বচনীয়-শক্তির প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণের এই মুগ্ধত্ব; প্রেমের স্বভাবই এই যে, শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় রসমাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত প্রয়োজন-স্থলে তাঁহার

ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করয়ে মিলন। | কভু মিলে, কভু না মিলে,—দৈবের ঘটন ॥ ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্বরূপৈশ্বর্য্য-জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে; তখন তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাদি প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। মুগ্ধত্ববশতঃ স্বরূপ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান থাকে না।

"জানি" স্থলে "জানিমু" এবং "জানে" স্থলে "জানিবে" পাঠান্তরও আছে।

দোঁহার—উভয়ের; শ্রীকৃষ্ণের ও গোপীগণের। **নিত্য হরে মন**—সর্ব্বদা মনকে হরণ করে; মিলনের নিমিত্ত মনকে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত করে। তাঁহাদের রূপ-গুণ-মাধুর্য্যের শক্তি এমনই অদ্ভুত যে, শত সহস্র বার আস্বাদন করিলেও আস্বাদন-স্পৃহা প্রশমিত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। সর্ব্বপ্রথম দর্শনে বা সর্ব্বপ্রথমে রূপ-গুণের কথা শ্রবণে পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্ত চিত্তে যেরূপ বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মে—শত শত বার দর্শনের বা গুণ-শ্রবণের পরেও যদি কখনও দর্শনের বা গুণ-শ্রবণের সুযোগ ঘটে, তখনও মিলনের নিমিত্ত ঠিক তদ্রূপ বলবতী উৎকণ্ঠাই জন্মিয়া থাকে। রূপগুণ-মাধুর্য্য সর্ব্বদাই যেন অননুভূতপূর্ব্ব বলিয়াই মনে হয়।

বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ-সংঘটনে তাহাদের সম্বন্ধই প্রধান প্রবর্ত্তক; কিন্তু ঔপপত্য-ভাবে নায়ক-নায়িকার মধ্যে তদ্রূপ কোনও সম্বন্ধ নাই, রূপ-গুণের মাধুর্য্যই তাহাদের পরস্পরের সহিত মিলনের প্রধান প্রবর্ত্তক। রূপ-গুণকে উপলক্ষ্য করিয়াই তাঁহাদের প্রীতি উন্মেষিত ও পরিপুষ্ট হয়।

শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা নিত্য এবং তাহা স্বরূপানুবন্ধি; তাই তাঁহারা যখন যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন—তাঁহারা পরস্পরের স্বরূপতত্ত্ব ও স্বরূপানুবন্ধি সম্বন্ধের কথা জানুন আর না-ই জানুন—এই নিত্য সম্বন্ধ সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। চুম্বক-খণ্ডদ্বয় কর্দ্দমাবৃত হইলেও পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ পরস্পরের সহিত নিত্য-সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া থাকিলেও, পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের নিত্য-প্রীতি পরস্পরের রূপ-গুণকে উপলক্ষ্য করিয়াই অভিব্যক্ত হইয়াছে। ঔপপত্য-ভাবকে তাঁহারা বাস্তব বলিয়া মনে করাতেই, সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি প্রীতি-অভিব্যক্তির অন্য কোনও দ্বার তাঁহাদের জানা না থাকাতেই রূপ-গুণকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে।

২৮। ঔপপত্য-ভাবের প্রভাবের কথা বলিতেছেন। এই ঔপপত্য-ভাবের ব্যপদেশে পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের যে প্রীতি উন্মেষিত হইল, তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এমন এক অবস্থায় উপনীত হইল—যাহাতে, বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম, গৃহ-ধর্ম্ম-আদি সমস্তে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক একমাত্র অনুরাগের প্রভাবেই তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু এই মিলন যে সর্ব্বদাই বাঞ্ছানুরূপ ভাবে সংঘটিত হইত, তাহা নহে; কখনও বা মিলন সম্ভব হইত, কখনও বা হইত না। যখন যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও মিলন সম্ভব হইত না, তখন মিলনের জন্য তাঁহাদের উৎকণ্ঠা অত্যধিক রূপে বর্দ্ধিত হইত; তাহাতে মিলনানন্দের আস্বাদন-চমৎকারিতা অনির্ব্বচনীয় হইয়া উঠিত। ঔপপত্য-ভাবে মিলনের প্রয়াস বলিয়াই শ্বাশুড়ী-ননদী-আদি হইতে নানারূপে নানা বাধাবিঘ্ন সময় সময় আসিয়া উপস্থিত হইত এবং মিলনকে অসম্ভব করিয়া তুলিত।

প্রথম পয়ারার্দ্ধে "উপপতি-ভাব" শব্দ উহ্য রহিয়াছে; ইহাই বাক্যের কর্ত্তা। অন্বয়:—"উপপতি-ভাব চিত্তে রাগ জন্মাইয়া সেইরাগের প্রভাবে ধর্ম্ম ছাড়াইয়া উভয়কে উভয়ের সহিত মিলিত করায়।"

ধর্ম্ম—বেদধর্ম, লোকধর্ম, গৃহধর্ম্ম ইত্যাদি। **ছাড়ি**—ছাড়াইয়া, ত্যাগ করাইয়া। **রাগ**—শ্রীকৃষ্ণের ও গোপসুন্দরীদিগের পরস্পরের প্রতি আসক্তি; এস্থলে রাগ-শব্দে অনুরাগের চরম-অবস্থা মহাভাবকেই বুঝাইতেছে। কারণ, লোকধর্ম্ম-গৃহধর্ম্মাদি-বিষয়ে কোনওরূপ অনুসন্ধানের ইচ্ছা না জন্মাইয়া পরস্পরকে মিলিত করাইবার পক্ষে একমাত্র মহাভাবই সমর্থ (বিশেষ আলোচনা মধ্যলীলায় ২৩শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

অথবা, "উপপতি-ভাব" শব্দ উহ্য আছে বলিয়া মনে না করিলেও রাগ-শব্দকে কর্ত্তা করিয়াও অর্থ করা যায়।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যথা :—রাগে (রাগ—কর্ত্তা) ধর্ম্ম ছাড়াইয়া উভয়কে মিলিত করে। রাগই মিলন-কার্য্যের কর্ত্তা। পরস্পরের রূপ-গুণাদির দর্শন-শ্রবণে পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের যে প্রীতির উন্মেষ হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া এমন এক অবস্থায় উন্নীত হইয়াছিল, যে অবস্থায় তাঁহারা ধর্ম্ম—স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্তে বিসর্জ্জন দিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। গোপীগণ তাঁহাদের নারীধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন—কুলবতী হইয়াও পরপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও অনুরাগের প্রভাবে ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন—অবিবাহিত এবং অনুপনীত অবস্থায় পর-রমণীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

দৈবের ঘটন—যে ঘটনার উপর কাহারও কোনও হাত নাই, অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা এবং চেষ্টা সত্ত্বেও যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহাকেই দৈব-ঘটনা বলে; শ্রীরাধাদিগোপীগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন; তথাপি কোনও কোনও সময়ে আকস্মিক কারণে তাঁহাদের মিলন হইত না। ইহাই দৈব-ঘটনা।

মধ্যাহ্নে শ্রীরাধাকুণ্ডে, নিশীথে নিকুঞ্জ-মন্দিরাদিতে মিলনের দৃষ্টান্ত লীলা-গ্রন্থাদিতে যথেষ্টই আছে। মিলনের চেষ্টা সত্ত্বেও মিলনাভাবের একটী সুপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত পদ্যাবলী-গ্রন্থ হইতে এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে। "সঙ্কেতীকৃত-কোকিলাদি-নিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো দ্বারোন্মোচন-লোল-শঙ্খ-বলয়-ক্বাণং মুহুঃ শৃণ্বতঃ। কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্‌ভ-জরতী-বাক্যেন দূনাত্মনো রাধা-প্রাঙ্গণ-কোণ- কালিবিটপি-ক্রোড়ে গতা শর্ব্বরী॥ ২০৬॥" একদা রাত্রিকালে শ্রীরাধার সহিত মিলনের আশায় তাঁহার প্রাঙ্গণ-কোণস্থিত একটী কুল-বৃক্ষের নিম্নে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ কোকিলাদি-পক্ষীর ন্যায় শব্দ-উচ্চারণ করিয়া শ্রীরাধাকে সঙ্কেত করিলেন। শ্রীরাধা গৃহমধ্যে অবস্থিত ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া বহির্গত হওয়ার অভিপ্রায়ে যখন দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার হস্তস্থিত শঙ্খ-বলয়াদির শব্দে তাঁহার শাশুড়ী জরতী কে-ও কে-ও শব্দ করিয়া উঠিলেন; মিলনোদ্যোগে বাধা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। যতবার এইরূপ বহির্গমনের চেষ্টা হইতেছিল, তত বারই উক্ত প্রকারে জরতীর বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল। উৎকণ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত রাত্রিই কুলবৃক্ষতলে অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু শ্রীরাধার সহিত মিলন আর সেই রাত্রিতে ঘটিল না।

দৈব-বলিতে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মকেই বুঝায়। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনাভাব অবশ্য তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল নহে; কারণ, তাঁহারা নিত্য বস্তু, তাঁহাদের জন্মাদি নাই; জীবের ন্যায় তাঁহাদের কর্ম্মও নাই। মিলন-জনিত আনন্দের চমৎকারিতা-বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে উৎকণ্ঠাবৃদ্ধির নিমিত্ত যোগমায়াই সময় সময় মিলনে বাধা উৎপাদন করিতেন।

অপ্রকট-লীলা অপেক্ষা প্রকট-লীলায় কি কি বৈশিষ্ট্য থাকিবে, তাহা বলিতে যাইয়া ২৬-২৮ পয়ারে দিগ্‌দর্শনরূপে কান্তাভাবের লীলারই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হইল। বাস্তবিক, বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য-ভাবের লীলাতেও প্রকট-লীলায় অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। অপ্রকট-গোলোক-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ নিত্য-কিশোর; কিশোর-পুত্রের প্রতি যতটুকু বাৎসল্য প্রকাশ করা যাইতে পারে, গোলোক-লীলায় শ্রীনন্দ-যশোদার বাৎসল্য ততটুকু মাত্রই বিকশিত হইয়া থাকে। সেই ধামে জন্ম-লীলা নাই, সুতরাং বাল্যলীলা ও পৌগণ্ড-লীলাও নাই—শিশু-সন্তানের লালন-পালনে, তাহার মনের ভাব-প্রকাশক অঙ্গ-ভঙ্গী-আদি দর্শনে, তাহার মুখে আধ আধ "মা-বা" শব্দ শ্রবণে, তাহার শৈশব-ক্রীড়াদি এবং বাল্যচাঞ্চল্যাদি-দর্শনে, তাহার মঙ্গলার্থ সময়োচিত শাসনে পিতামাতার মনে যে অপূর্ব্ব বাৎসল্য-রসের অমৃত-ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে, অপ্রকট গোলোক-লীলায় তাহা নাই। প্রকট-বৃন্দাবনে এই সমস্ত লীলা প্রকটিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্য-ভাবাপন্ন ভক্তদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন এবং নিজেও বাৎসল্যরস-চমৎকারিতা আস্বাদন করিয়াছেন। প্রেমিক ভক্তের উপরে যত বেশী নির্ভরতার সুযোগ হয়, প্রেমরস-নির্য্যাসও ততই বেশী আস্বাদ্য হয়। শিশু-পুত্রকেই পিতামাতার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়; শিশু-পুত্রের রক্ষক, সখা, ভৃত্য—সমস্তই মাতাপিতা; কিশোর-পুত্রকে পিতামাতার উপর অতটা নির্ভর করিতে হয় না; তাহার সুখাস্বাদনের অন্য উপায়ও আছে। সুতরাং

এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সর্ব্বভক্তেরে প্রসাদ ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শিশু-পুত্রের লালন-পালনেই বাৎসল্য-রসের পরাকাষ্ঠা। ইহাই প্রকট-লীলায় বাৎসল্যরসের অদ্ভুতত্ব। নিজের বা পরের ঘরে ক্ষীর-মাখন চুরি, সমবয়স্ক বালকদের সঙ্গে বৎসতরীর পুচ্ছধারণ, গৃহবদ্ধ বৎসদিগের উন্মোচন, ধৃতপুচ্ছ-বৎসকর্তৃক সবেগে ইতস্ততঃ পরিভ্রামণ, বৎস-চারণ, বৎসকে উপলক্ষ্য করিয়া গোদোহনের অনুকরণাদি লীলাও অপ্রকট গোলোকে নাই, প্রকট-বৃন্দাবনে আছে। এই সমস্ত লীলায় পৌগণ্ড-লীলার অপূর্ব্বত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে। শিশু-কৃষ্ণের পরিচর্য্যাদি অপ্রকটে নাই; প্রকট-বৃন্দাবনে তাহা প্রকটিত করিয়া দাস্যরসের অপূর্ব্বত্ব অভিব্যক্ত করা হইয়াছে। এইরূপে চারি ভাবের লীলাতেই অপ্রকট অপেক্ষা প্রকট-লীলার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে।

২৯। ১৪শ পয়ারোক্ত "প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন"-বাক্যের উপসংহার করা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "অপ্রকট ধামে যে সমস্ত লীলার প্রচার নাই, ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া সেই সমস্ত লীলা প্রকটিত করিয়া—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত নির্য্যাস আস্বাদন করিব এবং তদুপলক্ষে সমস্ত ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিব।"

এই সব রসনির্য্যাস—পূর্ব্বোল্লিখিত লীলার রস-নির্য্যাস (রসের সার)। **এই দ্বারে**—ইহা দ্বারা; নিজে ভক্তের প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করা উপলক্ষ্যে। **সর্ব্বভক্তেরে প্রসাদ**—সমস্ত ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ। ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত লীলা করিবেন, তাহাতে তাঁহার পরিকরভুক্ত ভক্তগণ, জাতপ্রেম ভক্তগণ, সাধক ভক্তগণ এবং ভজনোন্মুখ ভক্তগণ—সকল রকমের ভক্তগণই অনুগৃহীত ও কৃতার্থ হইবেন। অপ্রকট গোলোকে যে সমস্ত লীলার প্রচার নাই, ব্রহ্মাণ্ডে সেই সমস্ত লীলা প্রকটিত করিয়া—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অপূর্ব্ব বৈচিত্রী প্রকটিত করিয়া—দাস, সখা, পিতামাতা ও কান্তাগণকে (পরিকরগণকে) অপূর্ব্ব-রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইয়া কৃতার্থ করিবেন। যে সমস্ত জাতপ্রেম-ভক্তের যথাবস্থিত দেহের সাধন পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট করাইবার উদ্দেশ্যে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলাস্থানে আহিরী-গোপের ঘরে তাঁহাদের জন্ম সংঘটিত করেন; তখন নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সংসর্গে লীলায় প্রবেশের যোগ্যতা লাভ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের অনুষ্ঠিত প্রকটলীলায়, তাঁহাদের ভাবানুকূল সেবা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা কৃতার্থ হয়েন। প্রকটলীলার যোগেই সাধনসিদ্ধ ভক্তগণ নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। এইরূপে প্রকটলীলা জাতপ্রেম ভক্তদেরও কৃতার্থতার হেতু হয়। ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত লীলা প্রকটিত করেন, সাধক ভক্তগণ সেই সমস্ত লীলারই স্মরণ-মননাদি করিয়া সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হয়েন; শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া ভাগ্যবান্ সাধক-ভক্তদিগকে দর্শনাদি দিয়াও কৃতার্থ করেন! সুতরাং প্রকটলীলা সাধক-ভক্তদিগেরও কৃতার্থতার হেতু হয়। আর যাঁহারা ভজন করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু সাধ্যসাধনতত্ত্ব নির্ণয় করিতে অসমর্থ বলিয়া কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট ভজনপন্থার অনুসরণ করিতে পারেন না, শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের কথা শাস্ত্রাদি হইতে বা মহাজনদের মুখে অবগত হইয়া তাঁহারাও অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময়ী ব্রজলীলার উপাসনা করিতে প্রলুব্ধ হয়। এইরূপে প্রকটলীলা ভজনোন্মুখ-ভক্তগণের কৃতার্থতার হেতু হয়। আর যাহারা বিষয়াসক্ত সাধারণ লোক, শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার অপূর্ব্ব রস-বৈচিত্রীর কথা শ্রবণ করিয়া তাহারাও বিষয়সুখের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিতে পারে এবং রাগানুগীয়মার্গে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত প্রলুব্ধ হইতে পারে; সুতরাং প্রকটলীলায় বিষয়াসক্ত লোকের প্রতিও ভগবানের অপরিসীম করুণা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের যত কিছু লীলা, সমস্তের মুখ্য উদ্দেশ্যই ভক্ত-চিত্ত-বিনোদন; কারণ, ভক্তেরা যেমন শ্রীকৃষ্ণের সুখ ব্যতীত অপর কিছুই জানেন না, শ্রীকৃষ্ণও ভক্তের সুখ ব্যতীত অপর কিছু জানেন না। "মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যোমনাগপি। শ্রী-ভা, ৯।৪।৬৮॥" প্রেমরস-নির্য্যাস-আস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার মুখ্য হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে বটে; বস্তুতঃ কিন্তু স্বীয় পরিকরবর্গের আনন্দ-চমৎকারিতা-পোষণার্থই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ

ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। ‖ রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম ॥৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরাত্মক-লৌকিক-লীলা প্রকটিত করিয়া থাকেন, তাঁহার রসাস্বাদনের বাসনাও ভক্তচিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যেই। "অথ কদাচিৎ ভক্তিযোগবিধানার্থং * * * * স্বেষামানন্দ-চমৎকার-পোষায়ৈব লোকেঽস্মিং-স্তৎপ্রীতিসহযোগ-চমৎকৃত-নিজ-জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরাত্মক-লৌকিকলীলাঃ প্রকটয়ন্ তদর্থং প্রথমত এবাবতারিত-শ্রীমদানকদুন্দুভিগৃহে তদ্বিধযদুবৃন্দ-সংবলিতে স্বয়মেব বালরূপেণ প্রকটীভবতি। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৭৪॥" ১।৪।১৪ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

৩০। প্রকটলীলাদ্বারা কিরূপে রাগভক্তি প্রচারিত হইবে তাহা বলিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দাস-সখা-পিতামাতা-কান্তা আদি পরিকরবর্গের সহিত যে সমস্ত লীলা প্রকটিত করিবেন, সেই সমস্ত লীলায় শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরবর্গের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেমের কথা শুনিয়া, ঐ প্রেমের শ্রীকৃষ্ণবশীকরণী শক্তির কথা শুনিয়া, এবং ঐ প্রেম-সেবালব্ধ পরিকরদের অসমোর্দ্ধ আনন্দের কথা শুনিয়া—সমস্ত সংসার-সুখের, এমন কি স্বর্গাদিসুখেরও অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম-পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে রাগানুগীয় ভজনে প্রলুব্ধ হইবে। এইরূপেই প্রকটলীলাদ্বারা জগতে রাগমার্গের ভক্তি প্রচারিত হওয়ার সম্ভাবনা।

ব্রজের—প্রকট ব্রজলীলার; দাস-সখা-পিতামাতা-কান্তা-আদি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদিগের। **নির্ম্মল-রাগ**—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেম, শাস্ত্রাদিতে ঐ প্রেমাত্মিকা সেবার বর্ণনা। **শুনি**—শাস্ত্রাদিতে বা মহাজনমুখে শুনিয়া। **ভক্তগণ**—শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ সাধক ভক্তগণ। **রাগমার্গে**—ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে রাগানুগীয় সাধন-পন্থায়। **ভজে যেন**—যেন অবশ্য ভজন করে। **ছাড়ি**—পরিত্যাগ করিয়া (ফলের অকিঞ্চিৎকরতা বুঝিয়া)। **ধর্ম্ম**—বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি; বেদ-ধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম প্রভৃতি। **কর্ম্ম**—যাগাদি বৈদিক কর্ম্ম। ধর্ম্ম-কর্ম্মাদির উদ্দেশ্য ইহলোকের বা পরলোকের সুখ; ইহা অনিত্য এবং শ্রীকৃষ্ণসেবাসুখের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য।

পূর্ব্বপয়ারে বলা হইয়াছে—"করিব সর্ব্বভক্তেরে প্রসাদ"; আবার এই পয়ারেও বলা হইল—"ভক্তগণ রাগমার্গে ভজে যেন।" দুই পয়ারেই কেবল ভক্তের প্রতিই শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহের কথা বলা হইল; তবে কি তিনি অভক্তের প্রতি কৃপা করেন না? না করিলে কি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব-দোষ হয় না? উত্তর:—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতিত্ব-দোষ প্রকাশ পায় না। তাঁহার আপন-পর ভেদ নাই, তিনি সমদর্শী। সূর্য্য সর্ব্বত্র সমভাবেই কিরণ বিতরণ করে; কিন্তু যে ব্যক্তি রৌদ্রময় স্থানে আসিয়া উপবেশন করে, সেই ব্যক্তিই রৌদ্র সেবন করিতে পারে, যে ব্যক্তি গৃহমধ্যে অবস্থান করে, সে ব্যক্তি যেমন রৌদ্র সেবন করিতে পারে না এবং তাহাতে যেমন কিরণ-বিতরণে সূর্য্যের পক্ষপাতিত্ব-দোষ প্রকাশ পাইতে পারে না; অথবা, কল্পবৃক্ষ সকলের প্রতি সমান হইলেও যেমন সেবাকারী ব্যক্তিই তাহার ফল ভোগ করিতে পারে, যে ব্যক্তি কল্পবৃক্ষের সেবা করে না, সে যেমন ফলভোগ করিতে পারে না; তদ্রূপ, যিনি যেভাবে ভগবানের সেবা করেন, ভগবান্‌ও তাঁহাকে তদনুরূপ ফল দান করিয়া থাকেন। "ন ব্রহ্মণঃ স্বপরভেদমতিস্তব স্যাৎ সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশঃ স্বসুখানুভূতেঃ। সংসেবতাং সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ সেবানুরূপমুদয়ো ন বিপর্য্যয়োঽত্র॥ শ্রী-ভা, ১০।৭২।৬॥" যদি সেবাকারীদিগের মধ্যে কাহাকেও সেবানুরূপ ফল দিতেন, আর কাহাকেওবা না দিতেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষপাতিত্ব-দোষ প্রকাশ পাইত।

যদি বলা যায় যে, ভগবান্ ভক্তের প্রতিই বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, অভক্তের প্রতি করেন না,—ইহাতেই তাঁহার ভক্ত-পক্ষপাতরূপ বৈষম্য প্রকাশ পাইতেছে। ইহাকে বৈষম্য মনে করিলেও এই ভক্ত-পক্ষপাতরূপ বৈষম্য যুক্তিসিদ্ধ; কারণ, বিভিন্নযোনিতে জন্মাদির ন্যায় ভক্তরক্ষাদি কর্ম্মসাপেক্ষ নহে; ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূতা শক্তি-দ্বারাই ভক্তরক্ষণকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে; স্বরূপভূতবৃত্তির কার্য্য বলিয়া ইহাতে দোষপ্রকাশ পাইতে পারে না; ভক্ত-পক্ষপাতিত্বটী ভগবানের গুণ বলিয়াই কীর্ত্তিত হয়। "ভক্তবৎসলস্যাস্য প্রভোস্তৎ পক্ষপাতো বৈষম্যমেব

তথাহি—(ভাঃ ১০।৩৩।৩৬)—
অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এতদেব প্রপঞ্চয়তি—অনুগ্রহায়েতি। যদ্বা অধ্যক্ষঃ প্রত্যক্ষঃ সন্ ক্রীড়নায় তৎক্রীড়ার্থং দেহঃ অবতারো যেষাং গোপীজনানাং ব্রজজনানাং বা তান্ ভজতি রময়তি তথা সঃ অতস্তেষামন্তর্ব্বহিশ্চরতঃ ক্রীড়াসাধনত্বান্ন তস্য ক্রীড়য়া কস্যাপি কোঽপি দোষঃ প্রসজ্জেদিতি ভাবঃ ইত্যেষা দিক্ অলমিতি বিস্তরেণ। ভক্তানামনুগ্রহায়। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।" ইত্যাদি শ্রীভগবদ্বচনাৎ মানুষং নরাকারমাশ্রিতঃ প্রকটিতবান্। যদ্বা প্রকটয়ামাসেতি বাক্যসমাপ্তিঃ, ইতি ভক্তানুগ্রহার্থং তৎক্রীডেত্যভিপ্রেতং, তত্র ভক্তশব্দেন ব্রজদেব্যো ব্রজজনাশ্চ সর্ব্বে তথা কালত্রয়সম্বন্ধিনোঽন্যে চ বৈষ্ণবাঃ। যদ্বা ভক্তানাং মুখ্যাঃ শ্রীব্রজদেব্য এব উক্তাঃ তথাপি মুখ্যানামনুগ্রহেণান্যেষামপি সর্ব্বেষামনুগ্রহঃ সিদ্ধ্যেদেব অতএব ক্রীড়া ভজতে প্রীত্যা সম্পাদয়তীত্যর্থঃ। শ্লেষেণ ভজতে অনুসরতি প্রকাশয়তি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তদুপপদ্যতে সিধ্যতি। তদ্রক্ষণাদেঃ স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতশক্তিসাপেক্ষত্বাৎ ন চ নির্দোষতাবাদিবাক্যব্যাকোপঃ, তদ্রূপস্য বৈষম্যস্য গুণত্বেন স্তূয়মানত্বাৎ; গুণবৃন্দমণ্ডনমিদং ইত্যপি বাহ॥ গোবিন্দভাষ্য।২।১।৩৬॥„

ভক্তকৃপা ও ভগবৎকৃপা একই জাতীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ১৫।২৪ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"সা হি অন্তঃকরণস্য গুণকৃতায়াঃ কঠোরতায়া ভগবদ্ভক্ত্যেব ধ্বংসে সতি তয়ৈব দ্রবীভাবমাপাদিতে তত্রৈবান্তঃকরণে আবির্ভবেৎ।—ভগবদ্ভক্তের সর্ব্বত্রই সমান কৃপা; কিন্তু গুণকৃত চিত্তকাঠিন্য ভক্তির প্রভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেই এবং সেই ভক্তিদ্বারা চিত্ত দ্রবীভূত হইলেই তাহাতে সেই কৃপার আবির্ভাব হয়।" ইহাতে বুঝা যায়, চিত্ত যখন ভক্তকৃপার বা ভগবৎকৃপার আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করে, কেবল মাত্র তখনই ঐ কৃপা চিত্তে আবির্ভূত হয়, তৎপূর্ব্বে নহে। আবরণ দূরীভূত না হইলে সর্ব্বত্র-বিতরিত সূর্য্যরশ্মি কোনও কোনও স্থানে প্রকাশিত হইতে পারে না। ভক্তির প্রভাবে ভক্তের হৃদয় কৃপাবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করে, অভক্তের হৃদয় ভক্তির অভাবে তাহা লাভ করিতে পারে না বলিয়াই আপাতঃ দৃষ্টিতে ভক্তের প্রতি কৃপাবিতরণে এবং অভক্তের সম্বন্ধে তদভাবে শ্রীভগবানের পক্ষপাতিত্ব-দোষ লক্ষিত হয়। আবির্ভাব-যোগ্য হৃদয়ে যে তাঁহার কৃপা আবির্ভূত হয়, তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত এই ব্যাপারকেই ভগবানের ভক্তবৎসলতা বলা হয়।

নরম মাটীতে বীজ অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু পাষাণে অঙ্কুরিত হয় না; ইহাতে বীজের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায় না; চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, কিন্তু কাষ্ঠকে আকর্ষণ করে না; ইহাতে চুম্বকের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায় না। তদ্রূপ, ভক্তিকোমল হৃদয়েই ভগবৎকৃপার আবির্ভাব হয়, বিষয়-কঠিন চিত্তে হয় না বলিয়া কৃপার বা ভগবানের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইতে পারে না। যাহা হউক, এই পয়ারের ধ্বনি এই যে, ভক্তের হৃদয় ভক্তিপ্রভাবে কোমল হয় বলিয়া ভগবৎকৃপায় ভক্তগণ ভগবল্লীলার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন; অভক্তগণের চিত্ত কঠিন বলিয়া তাহারা তাহা পারে না।

অথবা, এই পয়ারে ভবিষ্যদ্ বিবক্ষাবশতঃই "ভক্ত" শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে—এইরূপও মনে করা যায়। পরবর্ত্তী প্রমাণ-শ্লোকের একটী অর্থ এইরূপও হইতে পারে যে, মানুষ-দেহধারী জীবমাত্রই যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলার কথা শুনিয়া ভগবদ্ভজনে উন্মুখ হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ লীলা-প্রকটন করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, ভক্তগণ তো ভজন করিবেনই, যাঁহারা ভক্ত নহেন, তাঁহারাও লীলা-কথার মধুরতায় আকৃষ্ট হইয়া ভজনে উন্মুখ হইয়া ভক্তের ন্যায় ভজন করিতে পারেন; এই সমস্ত হইতে-হইতে-পারেন-ভক্তদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই পয়ারে "ভক্তগণ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এইরূপও মনে করা যায়।

শ্লো। ৪। অন্বয়। [ভগবান্] (ভগবান্) ভক্তানাং (ভক্তদিগের প্রতি) অনুগ্রহায় (অনুগ্রহ-

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ক্রীড়ানাং নিত্যসিদ্ধত্বং সূচিতং, তেন চ সর্ব্বদোষঃ স্বত এব নিরস্তঃ। তাদৃশীঃ অনির্ব্বচনীয়াঃ সর্ব্বচিত্তাকর্ষণীরিত্যর্থঃ। শ্লেষেণ রাসসদৃশক্রীড়াশ্রবণেনাপি তৎপরো ভবেৎ কিমুত রাসক্রীড়ামিত্যর্থঃ। তচ্ছন্দেন ভগবান্ ভক্তাঃ ক্রীড়া বা সর্ব্বোঽপি জনো ভবেৎ। যদ্বা মানুষং দেহমাশ্রিতঃ সর্ব্বোঽপি জীবস্তৎপরো ভবেৎ মর্ত্ত্যলোকে শ্রীভগবদবতারাত্তথা ভক্তিযোগ্যসাধনেন ভজনে মুখ্যত্বাচ্চ মনুষ্যাণামেব সুখং তচ্ছ বণাদিসিদ্ধেঃ। যদ্বা অপি-শব্দমবতার্য্য ব্যাখ্যেয়ং—মানুষং দেহমাশ্রিতোঽপি (কিংপুনর্মুনিদেবাদয় ইতি, ততশ্চ ভক্তানুগ্রহোঽয়মিতি ভাবঃ)। "ভূতানাং" ইতি পাঠে সর্ব্বেষামেব জনানাং বিষয়িণাং মুমুক্ষূণাং মুক্তানাং ভক্তানাঞ্চ ইত্যর্থঃ। ইতি পরমকারুণ্যমুক্তম্। এবং "স কথং ধর্ম্মসেতূনাম্" ইত্যনেন ধর্ম্মবিরুদ্ধং কথং কৃতবান্ ইত্যেকস্য প্রশ্নস্য পরিহারঃ "ধর্ম্মব্যতিক্রম" ইত্যাদিভিঃ, তথা "আপ্তকাম" ইত্যতেন পরিপূর্ণস্য কা তত্র স্পৃহেতি দ্বিতীয়স্য "অনুগ্রহায়" ইত্যতেন ইতি বিবেচনীয়ম্ ॥ বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী ॥

জুগুপ্সিতং কিমভিপ্রায়ং কৃতবানিতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্য উত্তরমাহ—অম্বিতি। ভক্তানামনুগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ভজতে যাঃ শ্রুত্বা মানুষং দেহং আশ্রিতো জীবঃ তৎপরস্তদ্বিষয়কঃ শ্রদ্ধাবান্ ভবেদিতি ক্রীড়ান্তরতো বৈলক্ষণ্যেন মধুররসময্যা অস্যাঃ ক্রীড়ায়াস্তাদৃশীঃ মণিমন্ত্রমহৌষধানামিব কাচিদতর্ক্যা শক্তিরস্তীত্যবগম্যতে। তথৈব মানুষদেহবত এব তদ্ভক্তাবধিকারিত্বং মুখ্যমিত্যভিপ্রেতম্ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৪ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রকাশের নিমিত্ত) তাদৃশীঃ (সেইরূপ—সর্ব্বচিত্তহারিণী) ক্রীড়াঃ (লীলা) ভজতে (প্রীতিপূর্ব্বক সম্পাদন করেন), যাঃ (যে সকল লীলা—লীলাকথা) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) মানুষং দেহং (মনুষ্যদেহ) আশ্রিতঃ (আশ্রয়কারী—জীব) তৎপরঃ (ভগবৎ-পরায়ণ বা লীলাকথা-শ্রবণ-পরায়ণ) ভবেৎ (হইবে)।

অথবা—[ভগবান্] (ভগবান্) ভক্তানাং (ভক্তদিগের প্রতি) অনুগ্রহায় (অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত) মানুষং (নরাকার) দেহং (দেহ) আশ্রিতঃ (প্রকটিত করিয়া) তাদৃশীঃ (সেইরূপ—সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী) ক্রীড়াঃ (লীলা) ভজতে (প্রীতিপূর্ব্বক সম্পাদন কারন), যাঃ (যে সকল লীলা বা লীলাকথা) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) [জনঃ] (লোক—লোক সকল) তৎপরঃ (ভগবৎপরায়ণ বা লীলাকথা শ্রবণ পরায়ণ) ভবেৎ (হইবে)।

অনুবাদ। ভক্ত-সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ সেইরূপ সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী লীলা প্রীতির সহিত সম্পাদন করেন, যাহার কথা (ভক্তাদির মুখে) শ্রবণ করিয়া মনুষ্য-দেহাধারী জীব ভগবৎ-পরায়ণ (বা সেই সমস্ত লীলাকথা-পরায়ণ) হইবে। ৪।

অথবা—ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ নরাকার-দেহ (স্বয়ংরূপ) প্রকটিত করিয়া সেইরূপ সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী লীলা প্রীতির সহিত সম্পাদন করেন, যাহার কথা শ্রবণ করিয়া জীব ভগবৎ-পরায়ণ (বা সেই লীলাকথা পরায়ণ) হইবে। ৪।

রাসলীলা-শ্রবণের পরে মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীশুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হইয়াও ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেন যে,—শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হইয়াও ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—কেবল **ভক্তানাং অনুগ্রহায়**—ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশের নিমিত্ত। এস্থলে "ভক্ত" বলিতে ব্রজদেবীগণকে, অন্যান্য ব্রজজনকে এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান কাল-সম্বন্ধীয় বৈষ্ণবগণকে বুঝাইতেছে; ইহাদের সকলের প্রতি অনুগ্রহ করার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের লীলা। লীলারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইয়া নিত্যসিদ্ধ, কৃপা-সিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ ব্রজপরিকরগণের প্রতি তিনি অনুগ্রহ করিয়াছেন; যাঁহারা অতীত কালে (পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে) সাধন করিয়া সাধনপূর্ণতার নিমিত্ত বর্ত্তমান সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, প্রকট-লীলায় দর্শনদানাদিদ্বারা তাঁহাদের ভজন-পুষ্টিসাধন করিয়া এবং তাঁহাদের অভীষ্ট সেবাপ্রাপ্তির অনুকূল প্রেম দান করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। (১।৪।২৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। যাঁহারা বর্ত্তমান সময়েই ভজনে উন্মুখ হইয়াছেন, লীলাদির মাধুর্য্য দর্শন করাইয়া তাঁহাদের ভজনোৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। আর

যাহারা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিবেন, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী-লীলার কথা শুনিয়া তাঁহারাও যেন ভজনে প্রলুব্ধ হইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি লীলা-প্রকটন করিয়া তাঁহাদিগকেও কৃতার্থ করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণলীলার কথা শুনিলেই সাধারণ লোক ভজনে প্রলুব্ধ হইবে কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ**—তিনি এমন সব লীলা করেন, যাহা শুনিলেই সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হয়; তাঁহার অনুষ্ঠিত লীলাদির সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিবার উপযোগী মনোরমত্ব তো আছেই, তদ্ব্যতীত মণিমন্ত্র-মহৌষধির ন্যায় এমন এক অচিন্ত্য-শক্তিও আছে, যদ্দ্বারা শ্রোতাদের চিত্ত ভজনে প্রলুব্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ কি কেবল কর্ত্তব্য-বোধেই এই সকল লীলা করেন? তাহা হইলে তো এই সমস্ত লীলায় তাঁহার কোনও প্রীতি থাকিতে পারে না? তদুত্তরে বলিতেছেন—**ভজতে**—তিনি অত্যন্ত প্রীতির সহিত এই সকল লীলা করিয়া থাকেন; ইহাতে নিজেও অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। (ভজতে এই বর্ত্তমানকালের ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হওয়ায় এই সমস্ত লীলার নিত্যসিদ্ধত্বও সূচিত হইতেছে।) এই সমস্ত লীলাকথা শ্রবণের ফল এই যে—**মানুষং দেহমাশ্রিতঃ**—মনুষ্য-দেহধারী জীব মাত্রই ভগবৎ-পরায়ণ হইবে। এস্থলে মনুষ্য-দেহধারী শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত জীবের মধ্যে একমাত্র মনুষ্যেরই ভগবল্লীলানুসরণরূপ ভজনে মুখ্য অধিকার এবং লীলানুশীলনে সমস্ত জীবের মধ্যে মনুষ্যই সমধিক আনন্দ পাইতে পারে; ইহার কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ নরলীল বলিয়া তাঁহার লীলার অনেক ভাব মানুষের চিত্তের অনুকূল; তাই লীলানুশীলনে অপর জীব অপেক্ষা মানুষই বেশী আনন্দ পায় এবং লীলানুশীলনরূপ ভজনেও মানুষই বেশী প্রলুব্ধ হইতে পারে। আরও সূচিত হইতেছে যে, যে কোনও মানুষই লীলাকথা শুনিয়া লীলানুশীলনরূপ ভজনে রত হইতে পারে; ইহাতে কোনওরূপ অধিকারি-বিচার নাই। "সর্ব্বদেশকাল পাত্র দশাতে ব্যাপ্তি যার।" তৎপরো **ভবেৎ**—ভগবৎপরায়ণ বা লীলাকথা-পরায়ণ হইবে। ভূ-ধাতুর বিধিলিঙে ভবেৎ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে, বিধি অর্থে; লীলাকথা শুনিয়া ভগবৎ-পরায়ণ হইতে হইবে, ইহাই বিধি; না হইলে বিধি-লঙ্ঘন-জনিত প্রত্যবায় জন্মিবে, ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে। **তৎপর**:—এই স্থলে তৎ (সেই) শব্দের অর্থ ভগবান্‌ও হইতে পারে, ক্রীড়া (লীলা)ও হইতে পারে। তৎ-শব্দে যখন ভগবান্‌কে বুঝায়, তখন তৎপর-অর্থ হইবে—ভগবৎ-পরায়ণ, ভগবান্‌ই পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি বা আশ্রয়) যাহার; ভগবানে অনন্যনিষ্ঠ। আর তৎ-শব্দে যখন লীলা বুঝায়, তখন তৎপর-অর্থ হইবে—লীল-পরায়ণ, ভগবল্লীলাই পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি বা আশ্রয়) যাহার; অন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া যিনি একমাত্র ভগবল্লীলাকেই আশ্রয় করেন, যিনি লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণ করেন—এবং অন্য কোনও বিষয়কেই মনে স্থান দেন না, তিনিই লীলাপরায়ণ। তৎপর অর্থ "লীলানুষ্ঠানে রত" নহে; কারণ, জীব ভগবল্লীলানুষ্ঠানে রত হইতে পারে না; যেহেতু, জীব ভগবান্ নহে। ভগবান্ লীলা করেন তাঁহার স্বরূপ-শক্তির সঙ্গে এবং স্বরূপশক্তির প্রেরণায়; কিন্তু স্বরূপশক্তির সঙ্গে প্রাকৃত জীবের ক্রীড়া সম্ভব নহে; স্বরূপশক্তির সংশ্রবই প্রাকৃত জীবে অসম্ভব। তৎপর-শব্দের অর্থ "ভগবল্লীলার অনুকরণে রত"ও হইতে পারে না; কারণ ভগবল্লীলার অনুকরণ জীবের পক্ষে নিষিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-লীলাসম্বন্ধে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥ শ্রীভা-১০।৩৩।৩০॥—অনীশ্বর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহ (বাক্য বা কর্ম্মের দ্বারা দূরের কথা) মনেও কখনও এই সমস্তের (রাসাদি লীলার বা লীলানুকরণের) সমাচরণ (একাংশও আচরণ) করিবে না। রুদ্র ব্যতীত অপর কেহ অজ্ঞতা বশতঃ সমুদ্রোদ্ভব বিষ পান করিলে যেমন তৎক্ষণাৎই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মূঢ়তাবশতঃ (কোনও জীব ঈশ্বরাচরণের অনুকরণ) করিলেও তদ্রূপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।" পরকীয়ারতি-প্রসঙ্গে শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি-গ্রন্থেও বলা হইয়াছে—বর্ত্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভির্ভক্তবন্নতু কৃষ্ণবৎ। ইত্যেবং ভক্তিশাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যস্য বিনির্ণয়ঃ॥ কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণ। ১২॥—যাঁহারা মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা ভক্তবৎ আচরণই (ভক্তের আচরণের অনুকরণই) করিবেন, কখনও শ্রীকৃষ্ণতুল্য আচরণ (শ্রীকৃষ্ণের আচরণের অনুকরণ) করিবেন না; এইরূপই সমস্ত ভক্তি-শাস্ত্রের নিশ্চিত তাৎপর্য্য।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব গোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—"শৃঙ্গার-রসের কথা তো দূরে, অন্য রসেও শ্রীকৃষ্ণের ভাব অনুকরণীয় নহে;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আস্তাং তাবদস্য রসস্য বার্ত্তা রসান্তরেঽপি শ্রীকৃষ্ণভাবো নানুবর্ত্তিতব্য ইত্যর্থঃ॥" কৃষ্ণবৎ আচরণের নিষেধ করিয়া ভক্তবৎ আচরণের বিধি দেওয়া হইল। ভক্তের আচরণের অনুকরণেও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বিশেষ বিচারের উপদেশ দিয়াছেন। সিদ্ধ ভক্তের সমস্ত আচরণও অনুকরণীয় নহে; কারণ, লীলাবিষ্ট-অবস্থায় প্রেমবৈবশ্য-বশতঃ অনেক সময় তাঁহাদের আচরণ শ্রীকৃষ্ণের আচরণের তুল্য হইয়া থাকে; রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পরে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের আচরণের অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। আবার সাধক-ভক্তের আচরণও সর্ব্বথা অনুকরণীয় নহে; কারণ, "অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ ব্যবসিতো হি সঃ॥" এই গীতা (৯.৩০)-শ্লোকের মর্ম্মে জানা যায়, সাধক-ভক্তগণের মধ্যেও সুদুরাচার—পরস্বাপহারী, পরস্ত্রীগামী-আদি—আছেন; তাঁহাদের এসমস্ত গর্হিত আচরণ অনুকরণীয় নহে। এইরূপ বিচারপূর্ব্বক আচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে সমস্ত ভক্ত ভক্তি-শাস্ত্রের বিধি সমূহ পালন করেন, তাঁহাদের আচরণই (ভক্তি-শাস্ত্রানুমোদিত আচরণই) অনুকরণীয়, অন্য আচরণ অনুকরণীয় নহে। "নম্নু ভক্তানাং সিদ্ধানাং সাধকানাং বা আচারোঽনুসরণীয়ঃ। নাদ্যঃ সিদ্ধানাং প্রায়ঃ কৃষ্ণতুল্যাচারত্বাৎ যথাহি যৎপাদপঙ্কজ-পরাগেত্যাত্র স্বৈরংচরন্তীতি। নাপি দ্বিতীয়ঃ। সাধকেষু মধ্যে দুরাচারো ভজতে মামনন্যভাগিত্যাদিভিঃ। নৈবম্। বর্ত্তিতব্যমিতি তব্যপ্রত্যয়েন ভক্তিশাস্ত্রোক্তা যে বিধয় স্তৎস্থ এবাত্র ভক্তা ভক্তশব্দেন উক্তাঃ নতু কৃষ্ণবৎ॥ উঃ নীঃ কৃষ্ণবল্লভা। ১২ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী॥"

প্রশ্নহইতে পারে, অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—"শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা যাহা করিয়া থাকেন, অপর লোকও তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। ত্রিলোকে আমার কোনও কর্ম্মই নাই; কিন্তু তথাপি আমি যদি কোনও কর্ম্ম না করি, আমার অনুকরণে অপর লোকও কর্ম্ম করিবে না; তাতে লোক উৎসন্ন যাইবে, সমাজের মধ্যে ব্যভিচার দেখা দিবে। তাই লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করা উচিত। গীতা। ৩।২০-২৫॥" এ সকল উক্তি হইতে তো বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের আচরণ অনুকরণীয়; আদর্শ-স্থাপনের জন্যই তিনি কর্ম্ম করিয়াছেন; তাঁহার আচরণ অনুকরণীয় হইবে না কেন? উত্তর:—এস্থলে কোন্ জাতীয় কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করা দরকার। আত্মীয়-স্বজনের বধের ভয়ে অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে চাহিতেছেন না। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ একভাবে তাঁহাকে বুঝাইয়াছেন যে, ধর্ম্মযুদ্ধে আত্মীয়-স্বজনের বধে পাপ নাই। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ তাঁহার স্বধর্ম্ম। তৃতীয় অধ্যায়ে অন্য ভাবে বুঝাইতেছেন। এস্থলেও স্বধর্ম্ম বা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের কথাই বলিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও জানা যায়—যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ অবস্থা না জন্মে, কিম্বা ভগবৎকথাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সে পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে। নির্ব্বেদ অবস্থা জন্মিলে লোক জ্ঞানমার্গের সাধন এবং ভগবৎ-কথায় রুচি জন্মিলে ভক্তিমার্গের সাধন অবলম্বন করিতে পারে। তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত কর্ম্ম করার বিধান দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, যথাযথভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া গেলে চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা আছে; চিত্তশুদ্ধ হইলে কোনও ভাগ্যবশতঃ ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠানে রতি জন্মিতে পারে। তৎপূর্ব্বে কর্ম্মত্যাগ করিলে, ভক্তির অনুষ্ঠানও হইবে না, অথচ চিত্তশুদ্ধির আনুকূল্যবিধায়ক কর্ম্মও ত্যাগ করা হইলে, চিত্তসংযমের কোনও সম্ভাবনাও থাকিবে না। গীতার আলোচ্য-শ্লোকগুলির পূর্ব্ববর্ত্তী এক শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন— "অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ। ৩।১৯॥—অনাসক্তভাবে কর্ম্মাচরণ করিলে মোক্ষলাভ হয়।" যিনি আত্মরতি, তাঁহার নিজের জন্য কর্ম্ম করার প্রয়োজন নাই। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ৩।১৭॥ কিন্তু সমাজের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাদৃশ লোকগণও অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করেন। কারণ, তাঁহারা হইলেন সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, আদর্শস্থানীয়; তাঁহারা যদি কোনও কর্ম্মাঙ্গের অনুষ্ঠান না করেন, সাধারণ লোক তাঁহাদের চিত্তের অবস্থা বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু কেবল বাহিরের আচরণ দেখিয়া মনে করিবে—কর্ম্মাঙ্গের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই বলিয়াই ইঁহারা কর্ম্ম করেন না; তাই সাধারণ লোকও কর্ম্ম না করিয়া অধঃপাতে যাইবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন— "অর্জ্জুন! তুমি ক্ষত্রিয়; যুদ্ধ তোমার স্বধর্ম্ম, বর্ণোচিত কর্ম্ম; অন্ততঃ সমাজের মঙ্গলের দিকে চাহিয়াও তোমার এই কর্ম্ম করা উচিত। লোকসংগ্রহমেবাপিসংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥ ৩।২০॥ দেখ, আমি তো ঈশ্বর; সাধারণ জীবের ন্যায়

কোনও কর্ম্মের ফলে আমার জন্ম হয় নাই ; আমি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছি। আমি অজ (জন্মমরণাদিশূন্য), অব্যয়, নিত্য। অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপিসন্। ৪।৬॥ জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্॥ ৪।৯॥ আমার আবির্ভাব (জন্ম)ও দিব্য, আমার নিজের কর্ম্ম (লীলা)ও দিব্য—অপ্রাকৃত। স্বরূপতঃ আমার কোনও বর্ণও নাই, আশ্রমও নাই ; সুতরাং বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম (স্বধর্ম্ম বা কর্ম্ম)ও আমার নাই। ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। ৩।২২॥ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম জীবের জন্য, জীবের চিত্তশুদ্ধির এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য। আমার জন্য নয়—তথাপি আমি যখন নরলীলা করিবার উদ্দেশ্যে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি, ক্ষত্রিয়কুলে আবির্ভূত হইয়া গৃহস্থাশ্রমের অভিনয় করিতেছি, কর্ম্মের আমার প্রয়োজন না থাকিলেও আমি কর্ম্ম করিয়া থাকি ; না করিলে আমার অনুকরণে লোকসকলও কর্ম্মত্যাগ করিয়া অধঃপাতে যাইবে।” এই আলোচনা হইতে দেখা গেল—যাহা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে করার কোনই প্রয়োজনই নাই, সেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথাই এস্থলে বলা হইয়াছে। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বা কর্ম্ম তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি কর্ম্ম নয় ; তাই তাহার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন তাঁহার নাই। তথাপি, যাহারা কোনওরূপ সাধনমার্গে প্রবেশের অধিকারী নয়, তাহাদের আদর্শ স্থাপনের জন্য, লোকসংগ্রহের জন্য, তিনি কর্ম্ম করিয়াছেন। তাই আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই, দ্বারকালীলায় শ্রীকৃষ্ণ হোম করিয়াছেন, পঞ্চশূনাযজ্ঞ করিয়াছেন, সন্ধ্যাবন্দনাদিও করিয়াছেন। (১০।৬৯।২৪-২৫॥) শ্রীকৃষ্ণের এই সকল বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় প্রকটলীলায় তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রেরণায়—আর স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা অনুষ্ঠিত হয় আনন্দোচ্ছ্বাসের প্রেরণায়।

কিন্তু “অনুগ্রহায় ভক্তানামিত্যাদি” শ্লোকে তাঁহার লীলার কথাই বলা হইয়াছে। তাঁহার লীলা তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি কার্য্য, যেহেতু তিনি লীলাপুরুষোত্তম। তিনি রসিক-শেখর। রস-আস্বাদনের জন্য তাঁর লীলা ; পরমভক্তবৎসল বলিয়া পরিকর-ভক্তদের আনন্দচমৎকারিতা পোষণার্থই তাঁর লীলা। এই লীলা বর্ণাশ্রমোচিত স্বধর্ম্ম নহে ; এই লীলাসম্বন্ধে তিনি বলিতে পারেন না এবং অর্জ্জুনের নিকটে এই লীলাসম্বন্ধে তিনি বলেনও নাই—ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। লীলা করেন তিনি তাঁহার পরিকরবর্গের সঙ্গে ; তাঁর পরিকরবর্গ হইলেন তাঁহার স্বরূপশক্তিরই অভিব্যক্তিবিশেষ ; তাই তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলাতে তাঁহাদের অধিকার ; আর তাঁহাদের কৃপায় নিত্যসিদ্ধ বা সাধনসিদ্ধ জীবও তাঁহাদের আনুগত্যে লীলায় তাঁহার সেবার অধিকার পাইয়া থাকেন। কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় যখন মায়ামুক্ত হইয়া প্রেমলাভ করিবে, তখন শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদত্ব লাভ করিয়া লীলায় তাঁহার সেবা করিবে। শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অনুকরণ করার কথাও তাহার মনে জাগিবেনা ; কারণ, জীব তখন স্বরূপে অবস্থিত থাকিবে এবং লীলানুকরণ হইবে তাহার স্বরূপবিরোধী কার্য্য। সাধক জীবও স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস ; সুতরাং দাসোচিত সেবার ভাব চিত্তে স্ফুরিত করার জন্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠানই হইবে তাহার কর্ত্তব্য। তদ্বিপরীত কিছু করিলে তাহার শ্রীকৃষ্ণদাসত্ব স্ফুরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবেনা। শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অনুকরণে কেবলমাত্র অপরাধই সঞ্চিত হইবে। দাস প্রভুর স্বরূপানুবন্ধি কার্য্যের অনুকরণ করিলে দণ্ডনীয়ই হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসনে বসিয়া যদি কোনও অধস্তন কর্ম্মচারী বিচারকার্য্য করিতে চেষ্টা করে, তাহার কি অবস্থা হয় ? বিচারের যোগ্যতা বা অধিকারই বা তাহার কোথায় ? জীব লীলার অনুকরণ করিবেই বা কিরূপে ? লীলা কাকে বলে ? আনন্দের প্রেরণায়, আনন্দের উচ্ছ্বাসে,—আনন্দঘনবিগ্রহ-শ্রীভগবানের আনন্দঘনবিগ্রহ-পরিকরদের সঙ্গে আনন্দময়ী খেলার নামই লীলা। লীলার প্রেরণা যোগায় চিদানন্দ এবং স্বরূপ-শক্তির বিলাসরূপা লীলাশক্তি। জীবের চিদানন্দ কোথায় ? লীলাশক্তিই বা জীবের সেবা করিবেন কেন ? মায়াপুষ্ট দুর্ব্বাসনার প্রেরণাতেই জীব শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইতে পারে ; মায়াপুষ্ট কোনও দুর্ব্বাসনা বা সেই দুর্ব্বাসনাজনিত কোনও কার্য্য জীবকে মায়ামুক্ত করিতে সমর্থ নহে, বরং অপরাধের অতল সমুদ্রেই ডুবাইতে পারে। বিশেষতঃ লীলানুকরণ সাধনভক্তির অঙ্গ বলিয়া কোনও শাস্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই ; সুতরাং লীলানুকরণে ভক্তির কৃপা পাওয়ার সম্ভাবনাও নাই এবং সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভেরও কোনও সম্ভাবনাও দেখা

‘ভবেৎ’ ক্রিয়া বিধিলিঙ্ সেই ইহা কয়—। কর্ত্তব্য অবশ্য এই, অন্যথা প্রত্যবায় ॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যায় না। বরং শাস্ত্রাদেশ-লঙ্ঘনজনিত অপরাধের সম্ভাবনাই দেখা যায়। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে পরমহংসপ্রবর শ্রীশুকদেবগোস্বামী বলিয়াছেন—নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের এবং অন্যান্য শাস্ত্রেরও সর্ব্বত্র কৃষ্ণকথা শ্রবণের মাহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হইয়াছে; লীলানুকরণের কথা কোথাও উল্লিখিত হয় নাই; বরং “নৈতৎ সমাচরেদিত্যাদি” শ্লোকে লীলানুকরণের চিন্তাপর্য্যন্তও নিষিদ্ধ হইয়াছে। কি করণীয় এবং কি করণীয় নয়, শাস্ত্রদ্বারাই তাহা নির্ণয় করিতে হইবে—একথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন। তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ ॥ গী, ১৬।২৪ ॥ আর শাস্ত্রবিধিকে উপেক্ষা করিয়া নিজের ইচ্ছামত চলিলে যে সিদ্ধি বা সুখ বা শ্রেষ্ঠগতি পাওয়া যায় না, তাহাও শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন। যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ গীতা, ১৬.২৩॥ বস্তুতঃ শাস্ত্রবহির্ভূত পন্থায় আত্যন্তিকতার সহিত ভজনও উৎপাতবিশেষেই পরিণত হয়। শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥ ভ, র, সি, পূ, ২।৪৬ ধৃতযামলবচন ॥ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ২।২২।৮৮ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

অথবা, দ্বিতীয় প্রকারের অন্বয়ানুগত অর্থ। নরবপুই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ; “কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নর-লীলা, নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ।২।২১।৮৩॥” “যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি। বিষ্ণুপুরাণ।৪।১১।২॥” আলোচ্য শ্লোকে **মানুষং দেহং** বলিতে শ্রীকৃষ্ণের এই নরাকৃতি স্বয়ংরূপকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। **আশ্রিতঃ**—প্রকটিত। মানুষং দেহং আশ্রিতঃ—নরাকৃতি স্বয়ংরূপকে প্রকটিত করিয়া। নরাকৃতি স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনি এমন সমস্ত সত্যাশ্চর্য্য লীলা সম্পাদন করিয়াছেন, যাহার কথা শুনিয়া লোকে ভগবৎ-পরায়ণ বা লীলাকথা-পরায়ণ হইতে পারে। মানুষং দেহং আশ্রিতঃ বাক্যের অর্থ—“মানুষের দেহকে আশ্রয় করিয়া” এইরূপ হইতে পারে না; এইরূপ অর্থ করিলে অনেক সিদ্ধান্ত-বিরোধ জন্মে। প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণ মানুষের দেহকে আশ্রয় করিয়া লীলা করিয়াছেন বলিলে বুঝা যায়, নরাকৃতি তাঁহার স্বরূপ নহে। দ্বিতীয়তঃ, শক্ত্যাদি দ্বারা মানুষ-ভক্ত-বিশেষের দেহে যখন ভগবানের আবেশ হয়, তখন তাঁহাকে আবেশাবতার বলে; আবেশাবতার জীব; তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকরদের কোনও লীলা হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, মানুষ মাত্রকেই যদি কৃষ্ণের স্বরূপ মনে করা যায়, তাহাহইলেও গুরুতর দোষ জন্মে। শাস্ত্রোক্ত কৃষ্ণরূপের সঙ্গে, কেবল হস্ত-পদাদির সংখ্যা ব্যতীত মনুষ্য-দেহের অপর কোনও সামঞ্জস্যই নাই। গুণেরও সামঞ্জস্য নাই। অধিকন্তু জীব অনিত্য, জন্ম-মরণশীল, মায়াধীন; শ্রীকৃষ্ণ নিত্য, অজ, মায়াধীশ; সুতরাং মানুষ মাত্রের দেহই যে কৃষ্ণের স্বরূপ, ইহা বলা সঙ্গত নহে। এইরূপে মানুষং দেহং আশ্রিতঃ বাক্যের অর্থ—“মানুষের দেহকে আশ্রয় করিয়া”—হইতেই পারে না।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারোক্তির প্রমাণ-স্বরূপে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকে দেখান হইল যে, ভক্তদের প্রতি এবং সমস্ত জীবের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের লীলা-প্রকটন; ইহা তাঁহার পরম-করুণত্বের পরিচায়ক। আরও দেখান হইল যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলার কথা শুনিয়া লোক ভগবৎ-পরায়ণ বা লীলানুশীলনে রত হইবে; এইরূপেই প্রকট লীলা দ্বারা রাগমার্গীয় ভক্তি প্রচারিত হইয়া থাকে। ১৪শ পয়ারে যে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলার একটী হেতু—“রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।” এই শ্লোকে তাহাই প্রমাণিত হইল।

৩১। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অন্তর্গত “ভবেৎ” ক্রিয়ার তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন।

ভবেৎ ক্রিয়া—শ্লোকস্থ “তৎপরো ভবেৎ” বাক্যের অন্তর্গত “ভবেৎ” শব্দটী ক্রিয়াপদ। **বিধিলিঙ**—ইহা ব্যাকরণের একটী পারিভাষিক শব্দ; কোনও ক্রিয়াপদ যদি বিধি-অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন ঐ ক্রিয়াবাচক ধাতুর উত্তর বিধিলিঙের প্রত্যয় প্রয়োজিত হয়। বিধিলিঙে, প্রথমপুরুষের একবচনে ভূ-ধাতুর রূপ হয় “ভবেৎ”—ইহার অর্থ—

এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণ প্রকট্য কারণ।
অসুর-সংহার আনুষঙ্গ প্রয়োজন ॥ ৩২
এইমত চৈতন্যকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম ॥ ৩৩
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্মকাল হৈল সে কালে মিলন ॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"হওয়া উচিত, হওয়াই বিধি।" **সেই ইহা কয়**—বিধিলিঙ বলে; বিধিলিঙের তাৎপর্য্য এই যে। কি বলে? **কর্ত্তব্য অবশ্য এই**—ইহা অবশ্যই কর্ত্তব্য (বিধিলিঙে ইহা বলে)। তৎপর (ভগবৎ-পরায়ণ বা লীলাকথা-পরায়ণ) হওয়া কর্ত্তব্য, ইহাই বিধি। যাহা পালন করা কর্ত্তব্য এবং যাহার অপালনে পাপ-সঞ্চার হয়, তাহাকে বলে বিধি। **অন্যথা**—না করিলে; ভগবৎ-পরায়ণ বা লীলাকথা-পরায়ণ না হইলে। **প্রত্যবায়**—বিঘ্ন, অমঙ্গল, পাপ।

বিধিলিঙ্-নিষ্পন্ন "ভবেৎ"-ক্রিয়ার্ন তাৎপর্য্য এই যে, মানুষমাত্রকেই ভগবৎপরায়ণ বা লীলাকথাপরায়ণ হইতে হইবে, ইহাই বিধি। যদি কেহ ভগবৎপরায়ণ বা লীলাকথাপরায়ণ না হয়, তাহা হইলে তাহার অমঙ্গল হইবে।

৩২। ১৪শ পয়ারোক্ত "প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন। রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ"-বাক্যের উপসংহার করিতেছেন।

এই বাঞ্ছা—২৯শ পয়ারোক্ত "রস-নির্য্যাস-আস্বাদনের" এবং "রাগমার্গ-ভক্তি প্রচারের বাঞ্ছা (বাসনা)"। ১৪শ পয়ারে এই দুইটী বাসনার উল্লেখ করিয়া ১৬—২৯ পয়ারে রস-নির্য্যাস-আস্বাদন-বাসনার এবং ২৯-৩১ পয়ারে রাগ-ভক্তি-প্রচারের বাসনার বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। এই দুইটী বাসনাই শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য হেতু। **যৈছে**—যেমন; যেরূপ। **কৃষ্ণ-প্রাকট্য-কারণ**—শ্রীকৃষ্ণের প্রাকট্যের কারণ; ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হওয়ার (প্রকট-লীলা করার) হেতু। **প্রাকট্য**—প্রকটন; শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহকে ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবের নয়নগোচর করা। **অসুর-সংহার**—কংসাদি অসুরের বিনাশ। **আনুষঙ্গ প্রয়োজন**—আনুষাঙ্গিক বা গৌণ কারণ। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৩। শ্রীকৃষ্ণাবতারের কারণ বলিয়া এক্ষণে শ্রীচৈতন্যাবতারের কারণ বলিতেছেন—প্রথমে শ্রীচৈতন্যাবতারের গৌণ কারণ বলিতেছেন।

এই মত—তদ্রূপ। **চৈতন্যকৃষ্ণ**—শ্রীচৈতন্যরূপ কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। **পূর্ণ ভগবান্**—পূর্ব্ববর্ত্তী ৯ম পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন**—কলিকালের যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-প্রচার। **নহে তাঁর কাম**—তাঁহার কার্য্য নহে। ১।৪।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

অসুর-সংহারাদি যেমন পূর্ণ-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য নহে, তদ্রূপ যুগধর্ম্ম-নামকীর্ত্তনের প্রচারও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কার্য্য নহে; কারণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও পূর্ণ-ভগবান্, যেহেতু তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই। যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবানের অবতরণের প্রয়োজন হয় না, তাঁহার অংশ যুগাবতার দ্বারাই এই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে।

৩৪। যুগধর্ম্ম-নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রচার পূর্ণ-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কার্য্য না হইলে, তিনি নাম-প্রচার করিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতীর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত হইল, তখন যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনেরও সময় হইয়াছিল; সুতরাং যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত শ্রীবিষ্ণুরও অবতীর্ণ হওয়ার সময় হইয়াছিল; বিষ্ণু স্বতন্ত্রভাবে অবতীর্ণ না হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অন্তর্ভূত হইয়াই অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহার মধ্যে থাকিয়াই যুগধর্ম্ম প্রচার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিগ্রহের সাহায্যেই বিষ্ণু এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কার্য্য বলিয়া মনে হয়। (পূর্ব্ববর্ত্তী ১২শ পয়ারের মর্ম্মানুসারে এইরূপ অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়)।

অথবা, যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন পূর্ণ-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কার্য্য না হইলেও তাঁহার অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন যগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের সময়ও উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার অন্তরঙ্গ-উদ্দেশ্য-মূলক কার্য্য-

দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৫

সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নামপ্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক-ভাবে যুগধর্ম্মেরও প্রবর্ত্তন করিলেন; তাই যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন হইল তাঁহার আনুষঙ্গিক কার্য্য মাত্র, মুখ্য কার্য্য নহে।

কোন কারণে—কোনও অনির্দ্দিষ্ট কারণে; এই কারণটী কি, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে। **যবে**—যখন। **অবতারে মন**—অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা। **যুগধর্ম্ম-কাল**—যুগধর্ম্ম-প্রচারের সময়। **সে-কালে মিলন**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতরণ-সময়ের সঙ্গে মিলিত হইল; উভয় সময়ই একত্রে উপস্থিত হইল।

৩৫। শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের যেমন (প্রেমরস-নির্য্যাস-আস্বাদন ও রাগমার্গ-ভক্তিপ্রচার—এই) দুইটী মুখ্য হেতু আছে, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্য-অবতারেরও দুইটী মুখ্য হেতু আছে,—তাহাই বলিতেছেন। প্রেম-আস্বাদন একটী এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তনের আস্বাদন একটী—এই দুইটী শ্রীচৈতন্য-অবতারের মুখ্য হেতু।

দুই হেতু—দুইটী হেতুবশতঃ; দুইটী মুখ্য কারণে। **অবতরি লঞা ভক্তগণ**—স্বীয় পার্ষদগণের সহিত অবতীর্ণ হইয়া। শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি যেমন স্বীয় ব্রজপরিকরদের সঙ্গে লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যরূপেও তিনি তাঁহার নবদ্বীপ-পরিকরদের লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন (১।৪।২৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। নবদ্বীপে যাঁহারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন, তাঁহারা প্রাকৃত মনুষ্য নহেন, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ-গৌর-পরিকর (সাধনসিদ্ধও কেহ কেহ থাকিতে পারেন)। শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ও এ কথা বলিয়াছেন—"গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ—প্রার্থনা।" **আপনি**—স্বয়ং। **আস্বাদে প্রেম ইত্যাদি**—প্রেম আস্বাদন করেন ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন আস্বাদন করেন। তাহা হইলে প্রেম-আস্বাদনের ইচ্ছা একটী এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তন-আস্বাদনের ইচ্ছা একটী, এই দুইটীই হইল তাঁহার অবতারের মুখ্য কারণ।

শ্রীচৈতন্য-অবতারের মুখ্যকারণ-কথনে পরবর্ত্তী এক পয়ারে বলা হইয়াছে—"তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ। ১।৪।২২৩" ব্রজলীলায় যে তিনটী বাসনা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ হয় নাই (এই তিনটী বাসনার কথা পরে এই পরিচ্ছেদেই বলা হইবে), সেই তিনটী বাসনার পূরণের ইচ্ছাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অবতারের মূল কারণ; কিন্তু এই পয়ারে বলা হইতেছে যে, প্রেম-আস্বাদন ও নামসঙ্কীর্ত্তন আস্বাদনই মূল কারণ। ইহার সমাধান এই যে, তিনটী বাসনা পূরণের ইচ্ছাও নাম-প্রেম-আস্বাদনের ইচ্ছারই অন্তর্ভূত বলিয়া মুখ্যকারণের সামান্য-কথনে নাম-প্রেম-আস্বাদনের ইচ্ছাকেই মুখ্যকারণ বলা হইয়াছে।

প্রেমের আস্বাদন দুই প্রকারে হইতে পারে; যিনি প্রেমের বিষয় অর্থাৎ যাঁহার প্রতি প্রেম প্রয়োজিত হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আস্বাদন এক প্রকারের; আর যিনি প্রেমের আশ্রয় অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম করেন, সেই শ্রীরাধিকাদিকর্ত্তৃক আস্বাদন এক প্রকারের। ব্রজলীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ বিষয়রূপে প্রেমের আস্বাদন করিয়াছেন; কিন্তু আশ্রয়রূপে তিনি ব্রজে প্রেমাস্বাদন করিতে পারেন নাই—এই আশ্রয়রূপে প্রেমের আস্বাদন-বাসনাই তিন রূপে অভিব্যক্ত হইয়া তিনটী বাসনা হইয়াছে; এই তিনটী বাসনাই শ্রীচৈতন্য-অবতারের মুখ্য হেতু বলিয়া পরে বিবৃত হইয়াছে। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের আস্বাদনও বিষয়রূপে ও আশ্রয়রূপে দুই রকমের; শ্রীকৃষ্ণ বিষয়রূপে ব্রজলীলাতেই নামের আস্বাদন করিয়াছেন, কিন্তু আশ্রয়রূপে আস্বাদন করিতে পারেন নাই। নবদ্বীপ-লীলায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া আশ্রয়রূপে তিনি প্রেমের ও নামসঙ্কীর্ত্তনের আস্বাদন করিয়াছেন।

৩৬। সূত্ররূপে শ্রীচৈতন্যাবতারের মুখ্যকারণের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে আনুষঙ্গিক কারণের উল্লেখ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া নাম-প্রেম আস্বাদন করিয়াছেন; তাহাতেই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে—এমন

এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥ ৩৭

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর শৃঙ্গার।
চারি-ভাবের চতুর্বিবধ ভক্তই আধার ॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কি চণ্ডালাদি হীন জাতির মধ্যেও—নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিত হইয়াছে; পরম-করুণ শ্রীচৈতন্য যেন প্রেম-সূত্রে নামের মালা গাঁথিয়াই এইরূপে জগদ্বাসী জীব-সমূহের গলায় পরাইয়া দিলেন।

সেইদ্বারে--নাম-প্রেম আস্বাদনের দ্বারা; নাম-প্রেম আস্বাদনের ব্যপদেশে। **আচণ্ডালে**—চণ্ডালকে পর্য্যন্ত। চণ্ডাল অত্যন্ত হীনজাতি; প্রচলিত স্মৃতির ব্যবস্থানুসারে ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানে তাহাদের অধিকার নাই; কিন্তু পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাহাদিগকে পর্য্যন্ত নাম-প্রেম দান করিয়া ভগবদ্ভজনে অধিকারী করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। **কীর্ত্তন-সঞ্চার**—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রচার। **নাম-প্রেম-মালা**—নাম ও প্রেমের মালা; প্রেমের সূত্রে গাঁথা নামের মালা। **পরাইল সংসারে**—সংসারস্থ (অথবা সংসারাবদ্ধ) জীবসমূহের গলায় পরাইয়া দিলেন (নাম-প্রেমের মালা); শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সকলকেই প্রেমদান করিলেন এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত করাইলেন; প্রেমের সহিত নামকীর্ত্তন করাইয়া সকলকেই অপ্রাকৃত আনন্দের অধিকারী করিলেন।

প্রতি কলিযুগে যুগাবতারও নাম প্রচার করেন বটে, কিন্তু তিনি প্রেম প্রচার করিতে পারেন না; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমও দান করিয়াছেন এবং ঐ প্রেমের সহিত নাম-সঙ্কীর্ত্তনও প্রচার করিয়াছেন; ইহাই যুগাবতারের কার্য্য হইতে তাঁহার বৈশিষ্ট্য এবং তিনি যে যুগাবতার নহেন, এই প্রেম-প্রচার-কার্য্যদ্বারাই তাহা বুঝা যায়।

৩৭। প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তের প্রেম-রস-নির্য্যাসের আস্বাদন এবং ভক্তকৃত নাম-সঙ্কীর্ত্তনের আস্বাদন তো শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলাতেই করিয়াছেন; নবদ্বীপ-লীলায় নাম-প্রেম-আস্বাদনের বৈশিষ্ট্য কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ প্রেম-নামসঙ্কীর্ত্তন আস্বাদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা করিয়াছেন প্রেমের ও নাম-কীর্ত্তনের বিষয়রূপে; আশ্রয়রূপে প্রেমের ও নামসঙ্কীর্ত্তনের আস্বাদন—শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তন করিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহার আস্বাদন—ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ পায়েন নাই; এই আস্বাদন কেবলমাত্র ভক্তেরই প্রাপ্য; কারণ, ভক্তই প্রেমের আশ্রয় এবং নাম-কীর্ত্তনকারী। তাই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া (শ্রীচৈতন্যরূপে) প্রেমের ও নামসঙ্কীর্ত্তনের আশ্রয়-জাতীয় আনন্দের আস্বাদন করিয়াছেন।

ভক্তভাব—ভক্তের ভাব; ভক্ত নিজ মনে যে ভাব পোষণ করেন, সেই ভাব। **অঙ্গীকার**—স্বীকার, গ্রহণ। **আপনি আচরি** ইত্যাদি—ভক্তভাবে নিজে নাম-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া নামসঙ্কীর্ত্তনাদি ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন; তিনি উপদেশও দিয়াছেন এবং নিজে আচরণ করিয়া ভজনের দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন।

৩৮। তিনি কোন্ ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন ৩৮—৪৫ পয়ারে।

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ইত্যাদি নানাভাবের নানারকম ভক্ত আছেন; এই সমস্ত ভাবের মধ্যে মধুর বা কান্তাভাবই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; যেহেতু অন্যান্য সকল ভাব এই কান্তাভাবেরই অন্তর্ভুক্ত আছে এবং শ্রীকৃষ্ণও এই কান্তাভাবেরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বশীভূত, এই কান্তাভাবের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সেবা লাভ হইতে পারে। গোপসুন্দরীগণই শ্রীকৃষ্ণে কান্তাভাববতী, তাঁহাদের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। সর্ব্বোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সর্ব্বোত্তম রসই আস্বাদনীয়; সর্ব্বোত্তম রস আস্বাদন করিতে হইলে সর্ব্বোত্তম ভক্তের ভাবই গ্রহণ করিতে হয়। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া নাম-প্রেম আস্বাদন করিয়াছেন।

দাস্য-সখ্যাদি ভাবের মধ্যে কান্তাভাবেই যে মাধুর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, প্রথমতঃ তাহাই দেখাইতেছেন তিন পয়ারে।

নিজনিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে ।
নিজভাবে করে কৃষ্ণসুখ আস্বাদনে ॥ ৩৯
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি ।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥ ৪০

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
স্থায়িভাবলহর্য্যাম্ (৫ ২১)

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি ।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

তদেবং পঞ্চবিধাং রতিং নিরূপ্যাশঙ্কতে । নন্বাসাং রতীনাং তারতম্যং সাম্যং বা মতম্ । তত্রাদ্যে সর্ব্বেষামেকত্রৈব প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ দ্বিতীয়ে চ কস্যচিৎ কচিৎ প্রবৃত্তৌ কিং কারণং তত্রাহ যথোত্তরমিতি যথোত্তরমুত্তরক্রমেণ সাদ্বী অভিরুচিতা নন্বত্র বিবেক্তা কতমঃ স্যাৎ নির্ব্বাসন একবাসনো বহুবাসনো বা । তত্রাদ্যয়োরন্যতরস্বাদাভাবাদ্বিবেক্তৃত্বং ন ঘটত এব অন্ত্যস্য চ রসাভাষিতাপর্য্যবসানান্নাস্তি ইতি সত্যম্ । তথাপ্যেকবাসনস্য এতদ্ঘটতে । রসান্তরস্যাপ্রত্যক্ষত্বেঽপি সদৃশরসস্যোপমানেন প্রমাণেন বিসদৃশরসস্য তু সামগ্রী-পরিপোষাপরিপোষদর্শনাদনুমানেন চেতি ভাবঃ । শ্রীজীবগোস্বামী ॥৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

দাস্য—দাস্য-সখ্যাদিভাবের বিবরণ পূর্ব্ববর্তী ১।৩।২০শ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য । **শৃঙ্গার**—কান্তাভাব ; স্ত্রীর সহিত পুরুষের এবং পুরুষের সহিত স্ত্রীর সংযোগের অভিলাষকে শৃঙ্গার বলে ; "পুংসঃ স্ত্রিয়াঃ স্ত্রিয়াঃ পুংসঃ সংযোগং প্রতি যা স্পৃহা । স শৃঙ্গার ইতি খ্যাতো রতিক্রীড়াদিকারণম্ ॥ ইত্যমরটীকায়াং ভরতঃ ।" **চারিভাবের**—দাস্যসখ্যাদি চারি ভাবের । **চতুর্ব্বিধ ভক্ত**—চারি ভাবের ভক্ত ; দাস্যভাবের ভক্ত রক্তক-পত্রকাদি, সখ্যভাবের ভক্ত সুবলাদি, বাৎসল্য-ভাবের ভক্ত নন্দ-যশোদাদি এবং কান্তাভাবের ভক্ত শ্রীরাধিকাদি । **আধার**—আশ্রয় ; যাঁহাদের মধ্যে দাস্যাদি ভাব থাকে, অর্থাৎ যাঁহারা দাস্যাদিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁহারাই ঐ সকল ভাবের আধার বা আশ্রয় । রক্তক-পত্রকাদি দাস্যভাবের আশ্রয়, সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখ্যভাবের আশ্রয়, নন্দ-যশোদাদি বাৎসল্যভাবের আশ্রয় এবং শ্রীরাধিকাদি কান্তাভাবের আশ্রয় । ব্রজে শান্তরসের পরিকর নাই বলিয়া এস্থলে শান্তভক্তের কথা বলা হইল না । শান্তরসের ভক্তের ধাম বৈকুণ্ঠ ।

৩৯ । চারিভাবের ভক্তগণের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবকে অপর ভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন । যিনি দাস্যভাবের ভক্ত, তিনি মনে করেন, দাস্যভাবই বাৎসল্যাদি ভাব হইতে শ্রেষ্ঠ ; সখ্যাদিভাবের ভক্তদের সম্বন্ধেও এই কথা । তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ ভাবের অনুকূল সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিয়া আনন্দ অনুভব করেন ।

মানে—মনে করে । **কৃষ্ণসুখ-আস্বাদনে**—নিজ নিজ ভাবের অনুকূল সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে সুখ উৎপাদন করেন, সেই সুখের আস্বাদন করেন : ভাবানুকূল সেবাদ্বারা কৃষ্ণকে সুখী করিয়াই আনন্দ অনুভব করেন ; স্বতন্ত্রভাবে আত্মসুখের কোনও অপেক্ষাই রাখেন না ।

৪০ । যিনি যে ভাবে মগ্ন আছেন, তিনি সেই ভাবকেই অন্যান্য সকল ভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিলেও, যদি কেহ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, অন্যান্য ভাব অপেক্ষা কান্তাভাবেই রস-মাধুর্য্য অনেক বেশী, সুতরাং কান্তাভাবই শ্রেষ্ঠ ।

সব রস—দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদি রস । **শৃঙ্গারে**—কান্তাভাবে । **মাধুরী**—মাধুর্য্য ।

এই পয়ারের উক্তির প্রমাণ-স্বরূপে নিম্নে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো । ৫ । অন্বয় । অসৌ (ঐ) রতিঃ (পঞ্চবিধা মুখ্যা রতি) যথোত্তরং (উত্তরোত্তর ক্রমে) স্বাদবিশেষোল্লাসময়ী (স্বাদবিশেষের আধিক্যবতী) অপি (হইলেও) বাসনয়া (বাসনাভেদে) কা অপি (কোনও রতি) কস্যচিত (কাহারও—কোনও ভক্তের) স্বাদ্বী (অভিরুচিতা) ভাসতে (প্রতীয়মান হয়) ।

অনুবাদ । (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর) এই পঞ্চবিধা মুখ্যারতি উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্যবিশিষ্ট হইলেও বাসনা-ভেদে কোনও রতি কোনও ভক্তের সম্বন্ধে বিশেষ রুচিকর হইয়া থাকে । ৫ ।

অতএব 'মধুর-রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া-পরকীয়া-ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥ ৪১

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পঞ্চবিধা কৃষ্ণরতি উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্যবিশিষ্ট ; অর্থাৎ শান্তরতি অপেক্ষা দাস্যরতিতে, দাস্য-অপেক্ষা সখ্যে, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যে এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরে স্বাদের আধিক্য ; এইরূপে আস্বাদ্যত্ব-বিষয়ে মধুরা-রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। (সমস্ত রস হইতে শৃঙ্গার-রসেই যে মাযুর্য্যের আধিক্য, তাহাই ইহাতে প্রদর্শিত হইল)। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, শৃঙ্গার-রসেই যদি মাধুর্য্যের আধিক্য থাকে, তাহা হইলে সকল ভক্তই শৃঙ্গার-রসের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন না কেন? কোনও কোনও ভক্তকে অন্য রসে রুচিযুক্ত দেখা যায় কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—বাসনা-ভেদেই এইরূপ হয়। ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের ভিন্ন ভিন্ন রুচি, ভিন্ন ভিন্ন বাসনা ; তাই সর্ব্বাধিক-মাধুর্য্য-বিশিষ্ট একমাত্র শৃঙ্গার-রসেই সকলের রুচি হয় না, অন্যান্য রসেও কাহারও কাহারও রুচি হয়।

৪১। শৃঙ্গার-রসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাধুরী বলিয়া, শৃঙ্গার-রসেই মাধুর্য্যের পর্য্যবসান বলিয়া, শৃঙ্গার-রসকে "মধুর-রস" বলে। এই মধুর-রস দুই রকমের—স্বকীয়া-মধুর-রস ও পরকীয়া-মধুর-রস।

স্বকীয়া—নিজের বিবাহিতা পত্নীকে স্বকীয়া পত্নী বলে। "করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ। পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ॥ যাহারা পাণিগ্রহণ (বিবাহ)-বিধি-অনুসারে প্রাপ্তা এবং পতির অজ্ঞানুবর্ত্তিনী এবং যাহারা পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় না, রসশাস্ত্রে তাহাদিগকে স্বকীয়া বলে। উঃ নীঃ কৃষ্ণবল্লভা। ৩॥" শ্রীরুক্মিণী-আদি দ্বারকা-মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী ; যজ্ঞাদি-অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তিনি তাঁহাদিগকে যথাবিধি বিবাহ করিয়াছেন (প্রকট-লীলায়)। অপ্রকট-লীলায় কেবলমাত্র অভিমানবশতঃ তাঁহাদের স্বকীয়াত্ব, অর্থাৎ তাঁহারা কৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা—এই অভিমানই তাঁহারা অনাদিকাল হইতে মনে পোষণ করিতেছেন। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণেরও স্বকীয়াভাব। **পরকীয়া**—"রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণাঃ। ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥ যে সকল স্ত্রী ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় ধর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়া আসক্তিবশতঃ পরপুরুষের প্রতি আত্মসমর্পণ করে এবং যাহাদিগকে বিবাহ-বিধি অনুসারে পত্নীরূপে স্বীকার করা হয় নাই, তাহারা পরকীয়া। উঃ নীঃ কৃষ্ণবল্লভা। ৬॥" ব্রজের প্রকট লীলায় শ্রীরাধিকাদি ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তা : কারণ, প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বিবাহ-বিধি-অনুসারে পত্নীরূপে অঙ্গীকার না করিয়াই অনুরাগবশতঃ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তা আবার দুই রকমের—কন্যকা ও পরোঢ়া। যাঁহাদের বিবাহ হয় নাই, সুতরাং যাঁহারা পিতৃগৃহেই অবস্থান করেন, এইরূপ যে সকল গোপকন্যা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্তভাব পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে **কন্যকা-পরকীয়া** বলে। ব্রজের কাত্যায়নী-ব্রতপরায়ণা ধন্যাদি গোপকন্যাগণ কন্যকা-পরকীয়া কান্তা। আর অন্য গোপের সহিত যাঁহাদের বিবাহ হইয়াছে (বলিয়া সকলের প্রতীতি), কিন্তু পতি-সঙ্গ না করিয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগের নিমিত্তই লালসাবতী, তাঁহাদিগকে **পরোঢ়া** কান্তা বলে। বলা বাহুল্য, এই পরোঢ়া ব্রজসুন্দরীদিগের কখনও সন্তানাদি জন্মে নাই, যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহাদের কখনও পুষ্পোদ্গমও হয় নাই। "গোপৈর্ব্যূঢ়া অপি হরেঃ সদা সম্ভোগলালসাঃ। পরোঢ়া বল্লভাস্তস্য ব্রজনার্য্যোঽপ্রসূতিকাঃ॥ উঃ নীঃ কৃষ্ণবল্লভা। ২৪॥" শ্রীরাধিকাদি গোপবধূগণ শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তা (প্রকট-লীলায়)।

স্বকীয়া-কান্তাদিগের প্রেমময়ী সেবায় শ্রীকৃষ্ণ যে রস আস্বাদন করেন, তাহার নাম স্বকীয়া-মধুর রস ; আর পরকীয়া-কান্তাদিগের প্রেমময়ী সেবায় তিনি যে রস আস্বাদন করেন, তাহার নাম পরকীয়া-মধুর রস।

৪২। স্বকীয়া-কান্তার ভাব অপেক্ষা পরকীয়া কান্তার ভাবের উৎকর্ষ দেখাইতেছেন। রসোচ্ছ্বাসের আধিক্যই এই উৎকর্ষের হেতু।

পরকীয়া-ভাব—শ্রীরাধিকাদি পরকীয়া কান্তা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভাব পোষণ করেন, সেই ভাব ;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরকীয়া-কান্তা-প্রেম। **রসের**—কান্তা-রসের; মধুর-রসের। **উল্লাস**—উচ্ছ্বাস। **ব্রজবিনা**—প্রকট ব্রজধাম ব্যতীত। **অন্যত্র**—অন্য কোনও ধামে। **ইহার**—পরকীয়া-ভাবে রসোল্লাসের। **বাস**—বসতি, অস্তিত্ব।

এই পয়ারে মর্ম্ম এই:—স্বকীয়াভাব অপেক্ষা পরকীয়া-ভাবে কান্তারসের উচ্ছ্বাস অত্যধিক; কিন্তু প্রকট ব্রজধাম ব্যতীত অন্য কোনও ভগবদ্ধামেই এইরূপ পরকীয়া-কান্তাভাবে রসোল্লাসের অস্তিত্ব নাই।

তীব্রক্ষুধা যেমন ভোজন-রসের চমৎকারিতা-আস্বাদনের হেতু, তদ্রূপ বলবতী উৎকণ্ঠাই নায়ক-নায়িকার মিলন জনিত আনন্দ-চমৎকারিতা-আস্বাদনের হেতু। মিলন-বিষয়ে যতই উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির অবকাশ থাকে, মিলনের আনন্দ-চমৎকারিতাও ততই আস্বাদ্য হয়। আবার মিলন-চেষ্টায় যতই বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হয়, মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাও ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। স্বকীয়া-কান্তার সহিত মিলনে বেদ-ধর্ম্মের, লোক-ধর্ম্মের, স্বজনগণের—সকলেরই অনুমোদন আছে; কেবল অনুমোদন মাত্র নহে, এই মিলন সকলেরই অভিপ্রেত; তাই এইরূপ মিলনে বিশেষ কোনও বাধাবিঘ্ন নাই, সুতরাং মিলনোৎকণ্ঠা-বৃদ্ধির অবকাশও বিশেষ নাই। এজন্য স্বকীয়া-কান্তার সহিত মিলনে আনন্দ আছে বটে, কিন্তু আনন্দ-চমৎকারিতা নাই; স্বকীয়া-কান্ত অনায়াস-লভ্যা; তাই তাহার সহিত মিলনে সাধারণতঃ আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখা যায় না। যাহা বহু-আয়াস-লভ্য, তাহার আস্বাদনেই চমৎকারিতার আধিক্য। পরকীয়-নায়ক-নায়িকার মিলন বেদধর্ম্ম-লোকধর্ম্ম-স্বজনাদির অনুমোদিত নহে; ইহা সকলেরই অনভিপ্রেত এবং সকলের নিকটেই নিন্দনীয়। সকলেই এইরূপ মিলনে বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া থাকে। অথচ, পরকীয়-নায়ক-নায়িকা কেবলমাত্র পরস্পরের প্রতি অনুরাগ বশতঃই লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদিকে উপেক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হয়। বেগবতী স্রোতস্বিনীর গতিপথে কোনও প্রবল-বাধা উপস্থিত হইলে যেমন তাহার উচ্ছ্বাস অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অনুরাগ বশতঃ মিলন-চেষ্টায় বাধাপ্রাপ্ত হইলেও নায়ক-নায়িকার মিলনোৎকণ্ঠা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এই সকল বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া যখন তাঁহারা মিলিত হইবার সুযোগ পায়েন, তখন সম্বর্দ্ধিত-উৎকণ্ঠাবশতঃ তাঁহাদের মিলনানন্দও অপূর্ব্ব-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া থাকে। ইহাই স্বকীয়াভাব হইতে পরকীয়া-ভাবের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। "বহুবার্য্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ। যা চ মিথো দুর্ল্লভতা সা মন্মথস্য পরমা রতিঃ॥ উঃ নীঃ নায়কভেদ। ১৫॥" ইহার অনুবাদ—"লোক-শাস্ত্রে করে যাহা অনেক বারণ। প্রচ্ছন্নকামুক যাথে দুর্ল্লভ মিলন॥ তাহাতে পরমা রতি মন্মথের হয়। মহামুনি নিজশাস্ত্রে এই মত কয়॥ উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা, প্রথম অধ্যায়, নায়ক-ভেদ॥" যে রমণীর সহিত মিলন বিশেষভাবে নিষিদ্ধ এবং যে রমণী সুদুর্ল্লভা, নাগরদিগের হৃদয় সাধারণতঃ তাঁহাতেই বেশী আসক্ত হয়। "যত্র নিষেধ-বিশেষঃ সুদুর্ল্লভত্বঞ্চ যন্মৃগাক্ষীণাম্। তত্রৈব নাগরাণাং নির্ভরমাসজ্জতে হৃদয়ম্॥ উঃ নীঃ কৃষ্ণবল্লভা। ৯॥" বাস্তবিক নাগরীদিগের বামতা, দুর্ল্লভত্ব এবং পতি-আদিকর্ত্তৃক মিলন-বিষয়ে তাঁহাদের নিবারণই পঞ্চশরের পরমায়ুধের ন্যায় নাগরদিগের চিত্তকে কামবাণে বিদ্ধ করিয়া থাকে। "বামতা দুর্ল্লভত্বঞ্চ স্ত্রীণাং যা চ নিবারণা। তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধম্॥ উঃ নীঃ কৃষ্ণবল্লভা। ৯॥" এই সমস্ত কারণেই স্বকীয়া-কান্তা অপেক্ষা পরকীয়া-কান্তার সঙ্গমে আনন্দ-চমৎকারিতার অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয়।

এইরূপ মাধুর্য্য-চমৎকারিতাময় পরকীয়া-ভাব প্রকট-ব্রজলীলায় ব্যতীত অন্য কোনও ধামেই নাই—বৈকুণ্ঠে নাই, দ্বারকায় নাই, এমন কি গোলোকেও নাই (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

এই প্রসঙ্গে একটী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। এই প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত-লীলা সম্বন্ধীয় কথাই বলা হইতেছে; সুতরাং এই পয়ারে স্বকীয়াভাব অপেক্ষা পরকীয়া-ভাবের যে উৎকর্ষের কথা বলা হইল, তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত-লীলা সম্বন্ধেই, প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার মিলন-সম্বন্ধে নহে। প্রাকৃত-নায়ক-নায়িকার মধ্যে স্বকীয়াভাব অপেক্ষা পরকীয়াভাবের উৎকর্ষ নাই, বরং অপকর্ষই সর্ব্বজন-বিদিত। কারণ, পরকীয়া প্রাকৃত-নায়িকার সহিত প্রাকৃত-নায়কের মিলনে আপাতঃ-রমণীয়তা থাকিলেও ইহার পরিণাম—ইহকালে নিন্দা, রোগ, মনস্তাপ, এমন কি অপমৃত্যু পর্য্যন্ত; আর পরকালে নরক-যন্ত্রণা। আলোচ্য পয়ারে পরকীয়াভাবকে রস বলা হইয়াছে; কিন্তু

নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ গ্রন্থাগার

ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি ॥ ৪৩

প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ ॥ ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অলঙ্কার-শাস্ত্রানুসারে প্রাকৃত পরকীয়াভাব রসমধ্যে পরিগণিত নহে। "উপনায়ক-সংস্থায়াং মুনিগুরুপত্নীগতায়াঞ্চ। বহুনায়ক-বিষয়ায়াং রতৌ চ তথানুভবনিষ্ঠায়াম্। প্রতিনায়কনিষ্ঠত্বে তদ্বদধমপাত্র-তির্য্যগাদিগতে। শৃঙ্গারেঽনৌচিত্যমিতি। উঃ নীঃ নায়ক-ভেদ। ১৬। লোচনরোচনীধৃত-সাহিত্যদর্পণবচনম্॥" শৃঙ্গার-রসে প্রাকৃত ঔপপত্য বিশেষরূপে নিন্দিত। ইহা হইতেও প্রতীতি হয় যে, এই পয়ারের পরকীয়াভাব প্রাকৃত ঔপপত্য নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে, উপরে সাহিত্য-দর্পণের যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, সাধারণভাবে উপনায়ক-সংস্থা রতি বা ঔপপত্যই শৃঙ্গার-রসে অনুচিত বলিয়া কথিত হইয়াছে; কেবল যে প্রাকৃত-ঔপপত্য অনুচিত, তাহা বলা হয় নাই। এমতাবস্থায়, অপ্রাকৃত ব্রজলীলার ঔপপত্য-ভাব কিরূপে রসরূপে গণ্য হইতে পারে? অপ্রাকৃত হইলেও ইহা ঔপপত্য তো বটে? ইহার উত্তরে শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি বলিতেছেন—"লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত-নায়কে। ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি॥—যে ঔপপত্যভাবকে ঘৃণিত বলিয়া রস-শাস্ত্রে বর্ণন করা হইয়াছে, তাহা কেবল প্রাকৃত-নায়ক-সম্বন্ধেই; রস-নির্য্যাস-আস্বাদনার্থ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে নহে। নায়কভেদ। ১৬॥" ইহার হেতু এই যে, বাস্তব-ঔপপত্যই দূষণীয়; কিন্তু ব্রজলীলার ঔপপত্য বাস্তব নহে, (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); ব্রজে স্বকীয়াতে পরকীয়াভাব মাত্র; ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা; তাঁহারা স্বরূপতঃ স্বকীয়াকান্তা বলিয়া প্রথমতঃ তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনে রসের উদ্ভব হইয়াছে; পরে পরকীয়া-ভাবের প্রভাবে সেই রসই উচ্ছ্বাস-প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকট-ব্রজলীলা ব্যতীত অন্য কোথায়ও এইরূপ স্বকীয়াকান্তায় পরকীয়াভাব লক্ষিত হয় না; কারণ, অন্য কোনও স্থলেই স্বকীয়াতে পরকীয়াভাব নাই; জনসমাজেও ইহা নাই।

৪৩। পরকীয়া নায়িকার ভাব কাহাদের মধ্যে আছে এবং তাঁহাদের মধ্যে ঐ ভাব কতটুকু উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহা বলিতেছেন। ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যেই এই পরকীয়াভাব দৃষ্ট হয়; তাঁহাদের মধ্যে আবার একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই এই ভাব চরমসীমার শেষপ্রান্ত প্রাপ্ত হইয়াছে, অন্যান্য ব্রজসুন্দরীদিগের ভাব চরমসীমার পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। মাদনাখ্য-মহাভাবই প্রেমের শেষ সীমা। শ্রীরাধিকার প্রেম মাদনাখ্য-মহাভাবের শেষ পর্য্যন্ত এবং অন্য গোপীদিগের প্রেম মাদনাখ্য-মহাভাবের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।

ব্রজবধূগণের—ব্রজগোপীদিগের। বধূ-শব্দে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য গোপগণের সহিত কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীদিগের বিবাহের প্রতীতি সূচিত হইতেছে; ইহাতেই তাঁহাদের পরকীয়াত্ব সিদ্ধ হইতেছে। **এই ভাব**—এই কান্তাভাব; মধুর-ভাব। **অবধি**—সীমা। **নিরবধি**—নিঃ+অবধি; নিঃ উপসর্গের অর্থ সামীপ্য (শব্দকল্পদ্রুম); যাহা অবধির (সীমার) সমীপে উপনীত হইয়াছে, তাহাই নিরবধি। ব্রজবধূগণের কান্তাপ্রেম, প্রেম-বিকাশের সীমার (মাদনাখ্য-মহাভাবের) সমীপে অর্থাৎ পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত (নিরবধি) উপনীত হইয়াছে। **তার মধ্যে**—ব্রজবধূগণের মধ্যে। **ভাবের**—কান্তাপ্রেমের। **অবধি**—শেষ সীমা; মাদনাখ্য-মহাভাব। প্রেমের চরম-পরিণতি হইল মাদনাখ্য-মহাভাব; ইহাই প্রেমের অবধি; শ্রীরাধিকার প্রেম এই মাদনাখ্য-মহাভাবের শেষ সীমান্ত পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হইয়াছে; ইহাই শ্রীরাধিকার প্রেমের বৈশিষ্ট্য। অন্য গোপীদের মধ্যে মাদনাখ্য-মহাভাব নাই, মাদন ব্যতীত প্রেমের অন্যান্য সমস্ত স্তরই তাঁহাদের মধ্যে আছে।

৪৪। শ্রীরাধার প্রেমের আরও বিশিষ্টতা দেখাইতেছেন। ইহা অতিশয় বৃদ্ধিযুক্ত, স্বসুখ-বাসনা-শূন্য এবং সর্ব্বোত্তম; একমাত্র শ্রীরাধার প্রেমদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদিত হইতে পারে।

অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজবাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রেম—ধ্বংসের কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যুবক-যুবতীর যে ভাব-বন্ধন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, তাহাকে বলে প্রেম। "সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংস-কারণে। যদ্ভাব-বন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ উ, নী, স্থা-৪৬ ॥" এই ভাব-বন্ধনের মূল হইল পরস্পরের প্রীতি-ইচ্ছা; শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধিকাদির এবং শ্রীরাধিকাদিকে সুখী করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাই তাঁহাদের ভাব-বন্ধনের হেতু এবং তাহাই প্রেম। ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যাহাতে বিচ্ছেদ একেবারেই অসহ্য, তখন তাহাকে প্রৌঢ় প্রেম বলে। "প্রৌঢ়ঃ প্রেমা স যত্র স্যাদ্বিশ্লেষস্যাসহিষ্ণুতা। উঃ নীঃ স্থা, ৫২ ॥" **প্রৌঢ়**—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। **নির্ম্মল**—স্বসুখ-বাসনাদিরূপ মলিনতাশূন্য। **ভাব**—রতি, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-কামনা। **সর্ব্বোত্তম**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দাস্য-সখ্যাদি ভাব হইতে কান্তাভাব শ্রেষ্ঠ; কান্তাগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকার অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (প্রৌঢ়) কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেম শ্রেষ্ঠ; সুতরাং শ্রীরাধিকার ভাবই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। **মাধুরী**—মাধুর্য্য। **কারণ**—হেতু, উপায়। **কৃষ্ণের মাধুরী ইত্যাদি**—শ্রীরাধিকার প্রৌঢ় নির্ম্মল প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায়। প্রেমই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায়; যাঁহার যতটুকু প্রেম বিকশিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু মাত্রই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারিবেন। "আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। স্ব-স্ব-প্রেম-অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয় ॥ ১।৪।১২৫-শ্রীকৃষ্ণোক্তি ॥" সুতরাং যাঁহার প্রেম পূর্ণতমরূপে বিকশিত হইয়াছে, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে সমর্থ। শ্রীরাধিকাতেই প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ (ভাবের অবধি); সুতরাং শ্রীরাধার প্রেমই, শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায়।

৪৫। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৭শ পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি কোন্ ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাই এই পয়ারে বলা হইতেছে. সর্ব্বোত্তমরূপে স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বাসনা জন্মিয়াছিল; কিন্তু তজ্জন্য সর্ব্বোত্তম প্রেমের প্রয়োজন। ৩৮—৪৪ পয়ারে গ্রন্থকার দেখাইলেন যে, শ্রীরাধার প্রেমই সর্ব্বোত্তম এবং শ্রীরাধার প্রেমদ্বারাই সর্ব্বোত্তমরূপে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করা যাইতে পারে। তাই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়া স্বীয় বাসনা পূর্ণ করিলেন।

অতএব—শ্রীরাধিকার প্রেম সর্ব্বোত্তম বলিয়া এবং পূর্ণতমরূপে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদনের কারণ বলিয়া। **সেই ভাব**—শ্রীরাধিকার ভাব। **সাধিলেন**—সিদ্ধ করিলেন, পূর্ণ করিলেন। **নিজ বাঞ্ছা**—নিজের ইচ্ছা, স্বীয়-মাধুর্য্য আস্বাদনের ইচ্ছা। যে ভাবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করা যায়, সেই ভাব অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নিজের বাসনা পূর্ণ করিলেন বলাতে বুঝা যাইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য (স্ব-মাধুর্য্য) আস্বাদনের নিমিত্তই তাঁহার বাসনা জন্মিয়াছিল।

গৌরাঙ্গ শ্রীহরি—গৌরাঙ্গ-শ্রীকৃষ্ণ; যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ গৌরবর্ণ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত বর্ণ শ্যাম, গৌর নহে; শ্রীরাধার ভাবগ্রহণ করিয়া স্বীয় বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার সময়ে তিনি গৌরবর্ণও হইলেন, ইহাই "গৌরাঙ্গ শ্রীহরি" বাক্য হইতে বুঝা যায়। সুতরাং শ্রীরাধার ভাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে শ্রীরাধার গৌর-কান্তিও গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঐ কান্তিদ্বারা স্বীয় স্বাভাবিক-শ্যামকান্তিকে আচ্ছাদিত করিয়া গৌরাঙ্গ হইয়াছেন, তাহাও সূচিত হইতেছে।

পরবর্ত্তী প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকারের প্রমাণ এবং দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীরাধার কান্তিদ্বারা স্বীয় শ্যাম-কান্তি আবৃত করিয়া গৌরাঙ্গ হওয়ার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।

তথাহি স্তবমালায়াং প্রথম-চৈতন্যস্তবে
(১ম চৈতন্যাষ্টকে ২)—

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এষ চৈতন্যদেবো ন চতুর্থযুগাবতারঃ কৃষ্ণস্বাংশঃ। কৃতে শুক্লো ধর্ম্মমূর্ত্তী রক্তস্ত্রেতাযুগে মতঃ। দ্বাপরে চ কলৌ চাপি শ্যামলাঙ্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ইতি। তস্য শ্যামবর্ণত্বস্মরণাৎ কিন্তু প্রেয়সীভাবকান্তিভ্যাং পিহিতস্বভাবকান্তিঃ কৃষ্ণ এবাবিরভূৎ ইতি ভাবেনাহ সুরেশানামিতি। দুর্গং নির্ভয়স্থানং গতিঃ পরতত্ত্বসঞ্চারঃ। সর্ব্বস্বং তপোবিজ্ঞান-লক্ষণমৈহিকঞ্চ ধনম্। প্রণতপটলীনাং দাসভক্তবৃন্দানাং মধুরিমা দাস্যভক্তিমাধুর্য্যম্। সংঘাতে প্রকরৌঘবারনিকরব্যূহাঃ সমূহশ্চঃ যঃ সন্দোহঃ সমুদায়রাশি বিসরব্রাতাঃ কলাপো ব্রজঃ। কূটং মণ্ডলচক্রবালপটলস্তোমোগণঃ পেটকং বৃন্দং চক্রকদম্বকং সমুদয়ঃ পুঞ্জোৎকরৌ সংহতি রিতি হৈমঃ। নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং সমস্তব্রজবনিতানাং প্রেম্নঃ কৃষ্ণবিষয়কস্য বিনির্য্যাসঃ সারঃ স চৈতন্যঃ কিমিত্যাদি। শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণঃ॥৬॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৬। **অন্বয়।** সুরেশানাং (ইন্দ্রাদি-দেবগণের) দুর্গং (দুর্গ—নির্ভয় স্থান), উপনিষদাং (শ্রুতি সকলের) অতিশয়েন (অতিশয়রূপে—একমাত্র) গতিঃ (লক্ষ্য), মুনীনাং (মুনিদিগের) সর্ব্বস্বং (সর্ব্বস্ব), প্রণতপটলীনাং (ভক্ত-সমূহের) মধুরিমা (মাধুর্য্য), নিখিল-পশুপালাম্বুজদৃশাং (সমস্ত ব্রজবনিতাদিগের) প্রেম্নঃ (প্রেমের) বিনির্য্যাসঃ (সার) সঃ (সেই) চৈতন্যঃ (শ্রীচৈতন্য) পুনঃ অপি (আবার) কিং (কি) মে (আমার) দৃশোঃ পদং (দৃষ্টির পথে) যাস্যতি (যাইবেন)।

অনুবাদ। যিনি ইন্দ্রাদি-দেবগণের পক্ষে দুর্গের ন্যায় নির্ভয়স্থান-তুল্য, যিনি শ্রুতিসকলের একমাত্র গতি বা লক্ষ্য, যিনি মুনিগণের সর্ব্বস্ব, যিনি প্রণত ভক্তগণের পক্ষে মাধুর্য্যস্বরূপ এবং যিনি পঙ্কজ-নয়না ব্রজবনিতাদিগের প্রেমের সার স্বরূপ, সেই শ্রীচৈতন্য কি আবার আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবেন? ৬।

দুর্গ—প্রাচীরাদি-বেষ্টিত সুরক্ষিত বাসস্থান। দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলে শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না; সুতরাং দুর্গ অত্যন্ত নিরাপদ স্থান। শ্রীচৈতন্যকে ইন্দ্রাদি-দেবগণের সম্বন্ধে দুর্গস্বরূপ বলা হইয়াছে; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রাদিদেবগণ যদি শ্রীচৈতন্যের শরণাপন্ন হয়েন, তাহা হইলে অসুরাদির আক্রমণ হইতে তাঁহাদের আর কোনও ভয়ের কারণ থাকিতে পারে না, তাঁহারা নিরাপদে অবস্থান করিতে পারেন। **উপনিষদামিত্যাদি**—শ্রুতিই (উপনিষৎ) সমস্ত শাস্ত্রের মূল এবং শীর্ষস্থানীয়। শ্রুতিসকল বিভিন্ন হইলেও তাহাদের প্রতিপাদ্যবিষয় একই—পরতত্ত্ব; সেই পরতত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; সুতরাং তিনিই সমস্ত শ্রুতির একমাত্র লক্ষ্য। **সর্ব্বস্ব**—সর্ব্ব-সম্পত্তি; ধন-আদি মুনিগণের ইহকালের এবং তপোবিজ্ঞানাদি পরকালের সম্পত্তি। শ্রীচৈতন্য মুনিদিগের সম্বন্ধে যথাসর্ব্বস্ব; ইহকালে মুনিগণের যাহা কিছু আছে এবং পরকালের উদ্দেশ্যে তাঁহারা তপস্যা-আদি যাহা কিছু করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেই তৎসমস্তের পর্য্যবসান। **প্রণতপটলীনাং**—প্রণত-জনসমূহের অর্থাৎ ভক্তদের। **মধুরিমা**—মাধুর্য্য। ভক্তি-রাণীর কৃপায় ভক্তগণ যখন ভগবন্মাধুর্য্য আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করেন, তখন তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীবিগ্রহই যেন মাধুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরমাকর্ষকত্ব সূচিত হইতেছে। **প্রেম্নঃ নির্য্যাসঃ**—প্রেমের সার; প্রেমের গাঢ়তম অবস্থা। মাদনাখ্য-মহাভাবই কান্তাপ্রেমের গাঢ়তম অবস্থা, ইহাই কান্তাপ্রেমের নির্য্যাস; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে এই প্রেম-নির্য্যাস-স্বরূপ বলাতে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, তাঁহার সমগ্র বিগ্রহ মাদনাখ্য-মহাভাব-রসে পরিনিষিক্ত হইয়াছে, তিনি মাদনাখ্য-মহাভাবেরই যেন প্রকট বিগ্রহ।২।৮।১৫৩-৫৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হইয়াছেন, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

তথৈব দ্বিতীয়স্তবে (২য় চৈতন্যাষ্টকে ৩)—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নহু চতুর্থযুগাবতারঃ শ্যামলাঙ্গঃ। কৃতে শুক্লো ধর্ম্মমূর্ত্তিরিত্যাদি স্মরণাৎ। অস্তু চৈতন্যস্য তদ্যুগাবতারস্য গৌরত্বং কুতস্তত্রাহ অপারমিতি। যঃ কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য ব্রজাঙ্গনালক্ষণস্য স্নিগ্ধভক্তনিচয়স্য কমপ্যনির্ব্বাচ্যং মধুরং শৃঙ্গারাপরপর্য্যায়ং রসস্তোমং হৃত্বা উপভোক্তুং স্বয়ং তদ্ভাবেনাস্বাদয়িতুং স্বাং রুচিং দ্যুতিং আবব্রে পিদধে। কিং কুর্ব্বন্ ইত্যাহ। তদীয়াং তদ্বৃন্দসম্বন্ধিনীং দ্যুতিং প্রকটয়ন্ উপরি প্রকাশয়ন্। অন্যোঽপি চৌরঃ স্বরূপমাবৃত্য চোরয়তীতি প্রসিদ্ধমেতৎ। এবং কুতশ্চকার তত্রাহ কুতুকীতি। তাসাং ভাবাস্বাদে বিনোদবান্। যদ্যপ্যুক্তস্মৃতেঃ প্রতিকলিযুগাবতারঃ শ্যামলস্তথাপি বৈবস্বত-মন্বন্তর-গতাষ্টাবিংশতিতম-চতুর্যুগীয়-কলিসন্ধ্যায়াং স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ এব স্বপ্রেয়স্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ কান্তিভাবাভ্যাং স্বকান্তিভাবৌ সমাবৃন্বন্নবততার ইতি স্বীকর্ত্তব্যঃ। শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণঃ ॥৭॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৭। **অন্বয়।** কুতুকী (কৌতূহলবিশিষ্ট) যঃ (যিনি—যে শ্রীকৃষ্ণ) কস্য অপি (কোনও) প্রণয়িজনবৃন্দস্য (প্রণয়িজনবৃন্দের—শ্রীরাধার) কমপি (কোনও—অনির্ব্বচনীয়) অপারং (অপরিসীম) মধুরং (মধুর) রসস্তোমং (রস-সমূহকে) হৃত্বা (হরণ করিয়া) উপভোক্তুং (উপভোগ করিতে—আস্বাদন করিতে) ইহ (জগতে) তদীয়াং (তৎসম্বন্ধিনী—শ্রীরাধাসম্বন্ধিনী) দ্যুতিং (কান্তিকে) প্রকটয়ন্ (প্রকটিত করিয়া) স্বাং (স্বীয়—শ্রীকৃষ্ণের নিজের) রুচং (কান্তিকে) আবব্রে (আবৃত করিয়াছেন) সঃ (সেই) চৈতন্যাকৃতিঃ (শ্রীচৈতন্যরূপ) দেবঃ (শ্রীকৃষ্ণ) নঃ (আমাদিগকে) অতিতরাং (অতিশয়রূপে) কৃপয়তু (কৃপা করুন)। অথবা, কুতুকী যঃ প্রণয়িজনবৃন্দস্য [মধ্যে] কস্যাপি [প্রণয়িজনস্য] ইত্যাদি।

অনুবাদ। যিনি কৌতূহল-বিশিষ্ট হইয়া কোনও প্রণয়িজনবৃন্দের (অথবা প্রণয়িনী ব্রজবনিতাগণের মধ্যে কোনও একজনের—শ্রীরাধার) অপরিসীম ও অনির্ব্বচনীয় রস-সমূহকে অপহরণ করিয়া উপভোগ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদের (অথবা, সেই শ্রীরাধার) কান্তি প্রকটিত করিয়া স্বীয় শ্যাম-কান্তিকে আবৃত করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি দেব (শ্রীকৃষ্ণ) আমাদিগকে অতিশয়রূপে কৃপা করুন। ৭।

প্রণয়িজনবৃন্দ—কৃষ্ণপ্রণয়িনী ব্রজাঙ্গনাসমূহ। শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রজাঙ্গনাসমূহের রস-স্তোম অপহরণ করিয়াছিলেন, ইহাই এই শ্লোকে বলা হইল। কিন্তু প্রসিদ্ধি এই যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবই গ্রহণ করিয়াছিলেন, সমস্ত গোপীদের ভাব গ্রহণ করেন নাই; তথাপি এই শ্লোকে ব্রজাঙ্গনাসমূহের ভাবগ্রহণ করিয়াছিলেন বলার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, ব্রজাঙ্গনাসমূহের মধ্যে শ্রীরাধাও অন্তর্ভুক্ত এবং শ্রীরাধাই অন্য সমস্ত ব্রজাঙ্গনার মূল বলিয়া শ্রীরাধার ভাবে সমস্ত ব্রজাঙ্গনার ভাবই অন্তর্ভুক্ত আছে; সুতরাং ব্রজাঙ্গনাসমূহের ভাব বলিলে শ্রীরাধার ভাবই সূচিত হয়। গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক-প্রেমরস আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত কৌতূহলবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। অথবা, প্রণয়িজনবৃন্দস্য কস্যাপি অন্বয়ে—শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িনী ব্রজাঙ্গনাগণের মধ্যে কোনও একজনের রসস্তোম অপহরণ করিয়াছিলেন। এস্থলে কোনও একজন বলিতে তাঁহাকেই বুঝায়, যাঁহার রসস্তোম অন্য সমস্ত প্রণয়িনী অপেক্ষা সর্ব্বাধিকরূপে লোভনীয়; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধাই সূচিতা হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার রসস্তোমই অপহরণ করিয়াছেন। কোনও চোর কোনও বাগানের আম খাইতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে যেমন বাগান-স্বামীর গাত্র-বস্ত্রখানা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে এবং সেই বস্ত্রদ্বারা স্বীয় দেহ আবৃত করিয়া বাগানে বসিয়াই আম খাইতে থাকে, তাহাতে সহজে যেমন লোকে তাহাকে চিনিতে পারে না, দূর হইতে বাগান-স্বামী বলিয়াই মনে করে,—তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও গোপীদিগের ভাবে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক রসসমূহ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত প্রলুব্ধ হইয়া তাঁহাদের রসস্তোম

ভাব গ্রহণ-হেতু কৈল ধর্ম্ম-স্থাপন।
মূল হেতু আগে শ্লোকে করি বিবরণ ॥ ৪৬
ভাবগ্রহণের এই শুনহ প্রকার।
তা-লাগি পঞ্চম-শ্লোকের করিয়ে বিচার ॥ ৪৭
এই ত পঞ্চম শ্লোকের কহিল আভাস।
এবে করি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ ॥ ৪৮

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম—
রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অপহরণ করিয়া যেন ধরা পড়িবার ভয়েই তাঁহাদের (শ্রীরাধার) গৌরকান্তি দ্বারা স্বীয় শ্যামকান্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া আত্মগোপন করিলেন। গৌরকান্তি দ্বারা দেহকে আবৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন রস আস্বাদন করিতে থাকেন, তখন তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ—ইহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। ১৷৩৷১০ শ্লো, টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীদিগের (বা শ্রীরাধার) ভাব গ্রহণ করিয়া স্ববিষয়ক রস আস্বাদন করিয়াছেন এবং তিনি যে শ্রীরাধার গৌরকান্তি দ্বারা স্বীয় শ্যাম-কান্তি আবৃত করিয়া অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর হইয়াছেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধার কান্তি অঙ্গীকার করিয়া গৌরাঙ্গ হইয়াছেন, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

৪৬। এই পয়ারের অন্বয় :—ভাবগ্রহণ-হেতু কৈল (কহিল) এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনও (কহিল); মূলহেতু আগে-শ্লোকে (অগ্রবর্ত্তী বা পরবর্ত্তী শ্লোকে) বিবরণ করি।

ভাবগ্রহণ-হেতু—ভাবগ্রহণের হেতু; অন্যান্য অনেক ভক্ত থাকিতে শ্রীকৃষ্ণ কেন শ্রীরাধার ভাবই গ্রহণ করিলেন, তাহা। **কৈল**—কহিল; বলা হইল। শ্রীরাধার ভাবই কেন গ্রহণ করা হইল, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৪শ পয়ারে ব্যক্ত করা হইয়াছে। স্বমাধুর্য্য আস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; শ্রীরাধার ভাব ব্যতীত সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না বলিয়া তিনি শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। **ধর্ম্ম-সংস্থাপন**—যুগধর্ম্ম শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের সম্যক্ স্থাপন। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৬শ পয়ারে ধর্ম্মস্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। **মূলহেতু**—মূল উদ্দেশ্য; যে উদ্দেশ্যে শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা। **আগে-শ্লোকে**—অগ্রবর্ত্তী শ্লোকে; পরবর্ত্তী (শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা ইত্যাদি) শ্লোকে। **করি বিবরণ**—বিবৃত করিতেছি; বলিতেছি।

৪৭। কি উদ্দেশ্যে শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করা হইল, তাহা "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইল বটে; কিন্তু কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিলেন, তাহা ব্যক্ত কারিবার উদ্দেশ্যে প্রথমে "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ" ইত্যাদি শ্লোকের বিচার করিতেছেন।

ভাবগ্রহণের এই ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিলেন (বা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন), তাহা বলিতেছি, শুন ॥ সাধারণতঃ দেখা যায়, একজনের ভাব অপর একজন গ্রহণ করিতে পারে না; এমতাবস্থায়, শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন, তাহা বলিতেছি শুন। **তা-লাগি**—তাহার লাগিয়া; শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে ভাবগ্রহণ করিলেন, তাহা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত। **পঞ্চম-শ্লোকের**—প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত পঞ্চম শ্লোকের; "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ" ইত্যাদি শ্লোকের। **করিয়ে বিচার**—পঞ্চমশ্লোকের অর্থ আলোচনা করিতেছি; শ্রীরাধার ভাবগ্রহণে যে শ্রীকৃষ্ণের যোগ্যতা আছে, পঞ্চম-শ্লোকের অর্থ হইতে তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

৪৮। **এইত**—ইহাই; পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত মর্ম্ম। **আভাস**—সূচনা; ভূমিকা; স্থূল-বক্তব্য। **এবে**—এক্ষণে। **সেইশ্লোকের**—পঞ্চম শ্লোকের।

শ্লো। ৮। অন্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদে পঞ্চম শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

রাধা-কৃষ্ণ এক-আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে, রস আস্বাদন করি ॥ ৪৯

সেই দুই এক এবে—চৈতন্যগোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঁই ॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৯-৫০। "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ" ইত্যাদি শ্লোকের স্থূল মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন, দুই পয়ারে।

রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ এক আত্মা। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি; শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ শক্তি শ্রীরাধায় এবং শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণে অভেদ; অভেদ বলিয়া তাঁহারা স্বরূপতঃ এক, অভিন্ন। পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডে দেখা যায়, শ্রীশিব নারদকে বলিতেছেন—"রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীস্বরূপা সা কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী॥ ততঃ সা প্রোচ্যতে বিপ্র হ্লাদিনীতি মনীষিভিঃ। * * ॥ সা তু সাক্ষান্মহালক্ষ্মীঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ প্রভুঃ। নৈতয়োর্ব্বিদ্যতে ভেদং স্বল্পোঽপি মুনিসত্তম॥ ৫০।৫৩—৫৫॥" এই শিবোক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তি এবং উভয়ের মধ্যে স্বল্পমাত্র ভেদও নাই, তাঁহারা একাত্মা। উক্ত পুরাণের অন্যত্রও দেখা যায়, স্বয়ং শ্রীরাধা নারদকে বলিতেছেন—"অহঞ্চ ললিতা দেবী রাধিকা যা চ গীয়তে॥ অহঞ্চ বাসুদেবাখ্যো নিত্যং কামকলাত্মকঃ। সত্যং যোষিৎস্বরূপোঽহং যোষিচ্চাহং সনাতনী॥ অহং চ ললিতাদেবী পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা। আবয়োরন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ॥ ৪৪।৪৪-৬॥—দেখ, যাঁহাকে রাধিকা বলা হয়, সেই আমিই ললিতাদেবী; নিত্যকামকলাত্মক বাসুদেবও আমিই। আমি সত্যই রমণীস্বরূপ; আমিই সনাতনী রমণী এবং ললিতাই পুরুষদেহে শ্রীকৃষ্ণ। হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণ ও আমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই।" এই উক্তি হইতে ইহাও জানা গেল—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন হইলেও তাঁহারা দুইরূপে, দুই দেহে, বিদ্যমান। তাঁহারা এবং তাঁহাদের লীলা যখন নিত্য, তখন অনাদিকাল হইতেই যে তাঁহারা দুই দেহে বিদ্যমান, তাহাও বুঝা গেল। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডেও পার্ব্বতীর নিকটে শ্রীশিব শ্রীরাধাকে "কৃষ্ণাত্মা—শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপিণী বলিয়াছেন। ৪৬।৩৫। যাহা হউক, এই বাক্যের ধ্বনি এই যে, তাঁহারা স্বরূপতঃ একই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দুই ব্যক্তি যদি পরস্পর ভিন্ন হয়, তাহা হইলেই একে অন্যের ভাব গ্রহণ করিতে পারে না; কারণ, তাহারা ভিন্ন বলিয়া তাহাদের মনও ভিন্ন; ভাব মনেরই অনুরূপ; ভিন্ন মনের ভাবও ভিন্ন হইবে; সুতরাং একজনের মনের ভাব অন্য জনের মনে যথাযথরূপে স্থান পাইতে পারে না। কিন্তু শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ ভিন্নব্যক্তি নহেন বলিয়া একে অন্যের ভাব গ্রহণ করিতে পারেন। ইহা শ্লোকস্থ "একাত্মানৌ" শব্দের তাৎপর্য্য। **দুই দেহ ধরি**—ইহা "ভুবি পুরাদেহভেদং গতৌ তৌ" বাক্যের মর্ম্ম। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মা হইলেও, সুতরাং স্বরূপতঃ তাঁহাদের দেহ-ভেদ না থাকিলেও, তাঁহারা (অনাদিকাল হইতেই) দুই দেহ ধারণ করিয়া (আছেন)। কেন তাঁহারা দুই দেহ ধারণ করিয়া আছেন, তাহা শেষ পয়ারার্দ্ধে বলা হইয়াছে। **অন্যোন্যে বিলসে**—পরস্পরের সহিত বিলাস করেন; শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ দুই দেহ ধারণ করিয়া পরস্পরের সহিত লীলা-বিলাস করেন। **রস আস্বাদন করি**—লীলারস আস্বাদন করিয়া (তাঁহারা বিলাস করেন)। লীলারস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত তাঁহারা দুই দেহ ধারণ করিয়া লীলা-বিলাস করিতেছেন। লীলার নিমিত্ত দুই দেহ প্রয়োজন; কারণ, একাকী এক দেহে লীলা বা ক্রীড়া হয় না। ১।৪।৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সেই দুই—যাঁহারা লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত দুই দেহ ধারণ করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ। **এবে**—এক্ষণে; বর্ত্তমান কলিযুগে। **এক এবে**—এক্ষণে একরূপে (একই স্বরূপে বা বিগ্রহে) প্রকটিত হইয়াছেন। সেই একরূপটী কি? **চৈতন্য গোসাঞি**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই সেই একরূপ; শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১।৩।১০ শ্লো, টী, দ্রষ্টব্য)। কেন তাঁহারা এক হইলেন? তাহা-বলিতেছেন—**রস আস্বাদিতে**—রস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া একই বিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইয়াছেন। রস আস্বাদনের উদ্দেশ্যে দুই দেহ ধারণ করিয়া থাকিলেও দুই দেহে রসাস্বাদনের পূর্ণতা সম্ভব নহে বলিয়া এবং দুই দেহে রসাস্বাদনে,

ইথি লাগি আগে করি তার বিবরণ।
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা কথন ॥ ৫১

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি ‘হ্লাদিনী’ নাম যাঁহার ॥ ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আস্বাদন-পূর্ণতার যে টুকু বাকী থাকে, এক দেহ ব্যতীত তাহা আস্বাদিত হইতে পারে না বলিয়া তাঁহাদের দুই দেহ মিলিয়া এক (শ্রীচৈতন্যদেব) হইয়াছেন। রসাস্বাদন-পূর্ণতার নিমিত্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের দুই পৃথক্ দেহও দরকার এবং উভয়ের মিলিত দুই দেহও দরকার; কারণ, দুইদেহে যে রস আস্বাদিত হইতে পারে, একদেহে তাহা আস্বাদিত হইতে পারে না; আবার একদেহে যাহা আস্বাদিত হইতে পারে, তাহাও দুই দেহে আস্বাদিত হইতে পারে না। সুতরাং উভয়রূপের লীলাতেই রসাস্বাদনের পূর্ণতা। **দোঁহে**—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ। **এক ঠাঁই**—একস্থান; এক দেহ।

বলা বাহুল্য, দুইদেহে কিছুকাল রস আস্বাদনের পরেই যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে একদেহ হইয়াছেন, তাহা নহে; তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলার অনাদিত্ব ও নিত্যত্ব থাকেনা। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা যেমন অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান, তাঁহাদের মিলিত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও তেমনি অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান (কলিতে প্রকটিত হইয়াছেন মাত্র)। কারণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ (১।৩।১০ শ্লো, টীকা দ্রষ্টব্য।); শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় আবির্ভাব বা স্বরূপই নিত্য, অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান। “সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। ল-ভা-পূঃ ৮৬ ॥” ১।৩।২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫১। **ইথি লাগি**—এই নিমিত্ত; শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা যে একাত্মা, তাহা প্রমাণিত করার নিমিত্ত। **আগে**—প্রথমে। **তার বিবরণ**—শ্রীরাধাকৃষ্ণের একাত্মতার বিবরণ। **যাহা হৈতে**—শ্রীরাধাকৃষ্ণের একাত্মতার বিবর হইতে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের একীভূত বিগ্রহই শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবরণ হইতেই শ্রীগৌরের মহিমা জানা যাইতে পারে।

৫২। এক্ষণে শ্লোকের বিস্তৃত অর্থের আলোচনা করিতেছেন। এই পয়ারে “রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিঃ” অংশের অর্থ করা হইয়াছে।

রাধিকা হয়েন ইত্যাদি—শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের বিকার (ঘনীভূততম পরিণতি)-স্বরূপা; প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। **প্রণয়**—প্রেম। **বিকার**—পরিণতি; ঘনীভূত অবস্থা। প্রেমের বিকার বা চরম-পরিণতির নাম মহাভাব; শ্রীরাধিকা হইলেন এই মহাভাব-স্বরূপিণী; তাই, শ্রীরাধাকে কৃষ্ণপ্রেমের বিকার বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী ৫৯।৬০ পয়ার দ্রষ্টব্য। **স্বরূপ-শক্তি**—চিচ্ছক্তি; হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই তিনটী শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি; এই তিনটী শক্তি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে অবস্থিতি করে বলিয়া ইহাদিগকে স্বরূপ-শক্তি বলে। সুতরাং হ্লাদিনীও স্বরূপশক্তি। হ্লাদিনীর ঘনীভূত বিলাসের নামই প্রেম; তাই প্রেম এবং প্রেমের চরম-পরিণতি মহাভাবও স্বরূপতঃ হ্লাদিনী শক্তি; এবং শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপিণী বলিয়া শ্রীরাধাও স্বরূপতঃ হ্লাদিনী-শক্তি। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৯-৫০ পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত পদ্মপুরাণ প্রমাণ হইতে জানা যায়, শ্রীরাধা হ্লাদিনী-শক্তি, সুতরাং স্বরূপশক্তি। কেবল শ্রীরাধা কেন, সমস্ত ব্রজদেবীগণই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। “অথ বৃন্দাবনে তদীয়স্বরূপশক্তিপ্রাদুর্ভাবাশ্চ শ্রীব্রজদেব্যঃ।—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির প্রাদুর্ভাব। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। ১৮৬॥” আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিরিত্যাদি ব্রহ্মসংহিতা-শ্লোকের টীকায়ও কলাভিঃ-শব্দের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“হ্লাদিনীশক্তিবৃত্তিরূপাভিঃ—গোপীগণ হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ।” সুতরাং গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধাও হ্লাদিনীশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। গোপীগণ সম্বন্ধে শ্রীজীব বলিয়াছেন—তাস্ত নিত্যসিদ্ধা এব। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৮৬॥” গোপীগণ সুতরাং শ্রীরাধাও—নিত্যসিদ্ধা।” শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি, আর শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্; স্বরূপশক্তি স্বরূপ হইতে অভিন্ন

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী-দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥ ৫৩

সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ—॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলিয়া—শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বলিয়া শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণে কোনও ভেদ নাই; তাঁহারা একাত্মা বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। (৪৯-৫০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **যাঁহার**—যে শ্রীরাধার। শ্রীরাধার নাম স্বরূপ-শক্তি, হ্লাদিনী। শ্রীরাধার নাম হ্লাদিনী বলাতে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, শ্রীরাধাই মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী। অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণও হ্লাদিনী বটেন; কিন্তু হ্লাদিনীর পূর্ণতম বিকাশ শ্রীরাধাতেই, অন্য কোনও গোপীতে নহে; তাই শ্রীরাধাই হ্লাদিনীর মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপা; তাই বলা যায় যে, শ্রীরাধার নামই হ্লাদিনী। প্রশ্ন হইতে পারে, শক্তির কোনও মূর্ত্তি থাকিতে পারে না; অথচ, শ্রীরাধার মূর্ত্তি বা বিগ্রহ আছে; এমতাবস্থায় শ্রীরাধা কিরূপে শক্তি হইলেন? ইহার উত্তরে ষট্‌সন্দর্ভ বলেন—"তত্রচ তাসাং কেবলশক্তিরূপত্বেনামূর্ত্তানাং ভগবদ্‌বিগ্রহাদ্যৈকাত্ম্যেনস্থিতিঃ। তদধিষ্ঠাত্রীরূপত্বেন মূর্ত্তানান্তু তত্তদাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্বমপি জ্ঞেয়মিতিদিক্ ॥—ভগবৎসন্দর্ভঃ। ১১৮। শক্তি-সমূহ কেবল শক্তিরূপে অমূর্ত্ত; এই অমূর্ত্ত-শক্তি ভগবদ্‌বিগ্রহাদিতেই ঐ বিগ্রহাদির সহিত একাত্ম হইয়া অবস্থান করে; তখন তাহাদের পৃথক্ বিগ্রহ থাকে না। কিন্তু ঐ শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে তাহাদের মূর্ত্তি বা বিগ্রহ থাকে; এই বিগ্রহরূপে শক্তি-সমূহ ভগবানের আবরণ বা পরিকরস্বরূপ। এইরূপে শক্তির দুই রূপে অবস্থিতি—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। সুতরাং শ্রীরাধিকা হইলেন স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

৫৩। হ্লাদিনীর তটস্থ-লক্ষণ বা ক্রিয়া বলিতেছেন। আহ্লাদিত বা আনন্দিত করে বলিয়া এই শক্তির নাম হ্লাদিনী; হ্লাদিনী শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দাস্বাদন করায় এবং ভক্তগণেরও আনন্দের পুষ্টি সাধন করে। "কৃষ্ণকে আহ্লাদে—তাতে নাম হ্লাদিনী। ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ। ২।৮।১২০-১২১ ॥"

হ্লাদিনী করায় ইত্যাদি—হ্লাদিনী-শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ অনুভব করায়, বিশেষ ভাবে শৃঙ্গার-রসানন্দ দান করাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আহ্লাদিত করে। শ্রীরাধা "কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী ॥ পদ্ম, পু, পা ৫০।৫৩ ॥" তিনি "সুরতোৎসব-সংগ্রামা। প, পু, পা ৪৬।২৫ ॥" **হ্লাদিনী দ্বারায় ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণ এই হ্লাদিনী দ্বারাই ভক্তের পোষণ করেন। ভক্তির পুষ্টিতেই ভক্তের পোষণ। হ্লাদিনীরই বিলাস-বিশেষের নাম ভক্তি; শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় ভক্তের চিত্তে এই ভক্তির উন্মেষ হয়। আবার, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই তাঁহার স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীকে তাঁহার ভক্তের হৃদয়ে নিক্ষেপ করিতেছেন; শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হ্লাদিনী-শক্তি ভক্ত-হৃদয়ে স্থান পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিরূপে পরিণতি লাভ করে (প্রীতিসন্দর্ভ। ৬৫ ॥); এই শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিদ্বারাই ভক্তের অভীষ্ট-ভাবের পুষ্টি সাধিত হয়, তাহাতেই ভক্তের আনন্দের পুষ্টি সাধিত হয়; ইহাই ভক্তের পোষণ এবং হ্লাদিনী দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে ভক্তের পোষণ করিয়া থাকেন।

৫৪। স্বরূপ-শক্তির স্বরূপ বলিতেছেন।

সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ—সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এই তিনটী বস্তু দ্বারা পূর্ণ। সৎ-শব্দে সত্তা বুঝায়; চিৎ-শব্দে চৈতন্য বা জড়াতীত বস্তু বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এই যে, তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দের দ্বারা পূর্ণ; অর্থাৎ তিনি পরিপূর্ণ সত্তা, পরিপূর্ণ চৈতন্য এবং পরিপূর্ণ আনন্দ। সমস্ত সত্তার, সমস্ত চৈতন্যের এবং সমস্ত আনন্দের নিদান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ জড়াতীত চিদ্বস্তু; সুতরাং তাঁহার স্বরূপ-স্থিতা শক্তিও জড়াতীত চিন্ময়ী। এজন্য স্বরূপ-শক্তিকে চিৎ-শক্তিও বলে।

শ্রীকৃষ্ণ চিদেকরূপ—চিৎস্বরূপ, জ্ঞানতত্ত্ব, জড়াতীত বস্তু। এই চিৎই আবার আনন্দ-স্বরূপ এবং সৎ-স্বরূপ। সৎ-শব্দে সত্তা বা অস্তিত্ব বুঝায়; এই চিদ্ বস্তু শ্রীকৃষ্ণ, অনাদিকাল হইতেই স্বয়ং-সিদ্ধরূপে-বিরাজিত, ইহাতেই তাঁহার নিরপেক্ষ সত্তা প্রমাণিত হইতেছে; আবার যত স্থানে যত কিছু বস্তু আছে, সমস্তেরই সত্তার নিদান এই শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং এই চিদ্‌বস্তু শ্রীকৃষ্ণই সৎ-স্বরূপ। আবার এই চিদ্ বস্তুটী স্বয়ং আনন্দ, সমস্ত আনন্দের নিদান; সুতরাং চিৎ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ-স্বরূপও বটেন। এইরূপে এই একই চিদ্ বস্তু সৎও এবং আনন্দও। ইহার অতি ক্ষুদ্রতম অংশও

আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সংবিৎ—যারে 'জ্ঞান' করি মানি ॥ ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সৎ এবং আনন্দ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ—ইহাদের যে কোনও একটীকে অপর দুইটী হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না—যে স্থানে একটী, সেই স্থানেই অপর দুইটী আছেই; ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ও যুগপৎ-অবস্থান অপরিহার্য্য।

সৎ-স্বরূপ এবং আনন্দ-স্বরূপ চিৎই হইলেন শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপস্থিতা শক্তিই হইল চিৎ-এর শক্তি বা চিচ্ছক্তি—চৈতন্যময়ী শক্তি। ইহা জড়রূপা মায়া শক্তির অতিরিক্ত কেবল-চৈতন্যরূপিণী শক্তি। চিৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপস্থিতা শক্তির সাধারণ নামই হইল **চিচ্ছক্তি** বা স্বরূপ-শক্তি।

চিৎ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যেমন একটী মাত্র বস্তু, তাঁহার স্বরূপস্থিতা চিচ্ছক্তিও মাত্র একটী; তাই বলা হইয়াছে **"একই চিচ্ছক্তি।"** কিন্তু চিচ্ছক্তি কেবল একটী হইলেও ইহার অভিব্যক্তি তিন রকমের। ধরে তিন রূপ—তিনটী বৃত্তি ধারণ করে; তিন রূপে অভিব্যক্ত হয়।

৫৫। স্বরূপ-শক্তির তিন রকমের অভিব্যক্তির কথা বলা হইতেছে। তাহাদের নাম—হ্লাদিনী সন্ধিনী এবং সংবিৎ। সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের সৎ-অংশের শক্তির নাম সন্ধিনী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি যখন তাঁহার সৎ-এর দিক্ দিয়া অভিব্যক্ত হয়, সত্তা সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহাকে বলে সন্ধিনী শক্তি। শ্রীকৃষ্ণের চিৎ-অংশের শক্তির নাম সংবিৎ—শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি যখন তাঁহার চিৎ-এর দিক্ দিয়া অভিব্যক্ত হয়, চিৎ-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহাকে বলে সংবিৎ-শক্তি। আর তাঁহার আনন্দাংশের নাম হ্লাদিনী, অর্থাৎ চিচ্ছক্তি যখন আনন্দের দিক্ দিয়া অভিব্যক্ত হয়, আনন্দ-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহাকে বলে হ্লাদিনী শক্তি।

আনন্দাংশে হ্লাদিনী—সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের যে অংশের নাম "আনন্দ," সেই অংশের শক্তির নাম হ্লাদিনী-শক্তি। **সদংশে সন্ধিনী**—সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের যে অংশের নাম "সৎ", সেই অংশের শক্তির নাম সন্ধিনী-শক্তি। **চিদংশে সংবিৎ**—সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের যে অংশের নাম চিৎ, সেই অংশের শক্তির নাম সংবিৎ-শক্তি। **যারে**—যে সংবিৎকে। **জ্ঞান করি মানি**—সংবিতের দ্বারা জানা যায় বলিয়া সংবিৎকে "জ্ঞান" বলিয়া মনে করা হয় অর্থাৎ জ্ঞান বলা হয়।

এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে সন্ধিনী অপেক্ষা সংবিতের এবং সংবিৎ অপেক্ষা হ্লাদিনীরই উৎকর্ষ; "অত্র চোত্তরোত্তরত্র গুণোৎকর্ষেণ সন্ধিনী সংবিৎ হ্লাদিনীতি ক্রমো জ্ঞেয়ঃ।—ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্ত হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিদিত্যাদি (১।১২।৬৯) শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী।" এইরূপে হ্লাদিনীই সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী; এজন্যই বোধ হয় হ্লাদিনীর নাম সর্ব্বপ্রথমে দেওয়া হইয়াছে।

যাহা হউক, সন্ধিনী সংবিৎ ও হ্লাদিনীর কেবল স্বরূপ-লক্ষণের কথাই উপরে বলা হইল; সৎ, চিৎ ও আনন্দের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অভিব্যক্ত চিচ্ছক্তিই যথাক্রমে সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী নামে কথিত হয়। এক্ষণে ঐ শক্তিত্রয়ের তটস্থ-লক্ষণ বা ক্রিয়াসম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বলা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আহ্লাদক হইয়াও যাহা দ্বারা নিজে আহ্লাদিত হয়েন এবং অপরকেও আহ্লাদিত করেন, তাহার নাম হ্লাদিনী। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জ্ঞান-রূপ হইয়াও যাহা দ্বারা তিনি জানিতে পারেন এবং অপরকেও জানাইতে পারেন, তাহার নাম সংবিৎ। আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সত্তারূপ হইয়াও যাহা দ্বারা তিনি নিজের এবং অপরের সত্তাকে ধারণ করেন, এবং সত্তা দান করেন, তাহার নাম সন্ধিনী। "ভগবান্ সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিত্যত্র সদ্রূপত্বেন ব্যপদিশ্যমানো যয়া সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা সর্ব্বদেশকালদ্রব্যাদি-প্রাপ্তিকরী সন্ধিনী। তথা সম্বিদ্রূপোঽপি যয়া সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ সা সম্বিৎ। তথা হ্লাদরূপোঽপি যয়া সম্বিদুৎকর্ষরূপয়া তং হ্লাদং সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ সা হ্লাদিনীতি বিবেচনীয়ম্। ভগবৎসন্দর্ভঃ। ১১৮।"

সৎ, চিৎও আনন্দ এই তিনটী বস্তুর কোনও একটীকে যেমন অপর দুইটী হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তদ্রূপ

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯)—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হ্লাদিনী আহ্লাদকরী সন্ধিনী সত্তা সংবিৎ বিদ্যাশক্তিঃ একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতেতি যাবৎ। সর্ব্বসংস্থিতৌ সর্ব্বস্য সম্যক্ স্থিতির্যস্মাৎ তস্মিন্ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয্যেব নতু জীবেষু। জীবেষু চ যা গুণময়ী ত্রিবিধা সা ত্বয়ি

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী এই তিনটী শক্তিরও (অথবা একই চিচ্ছক্তির এই তিনটী বৃত্তিরও) কোনও একটীকে অপর দুইটী হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; যে স্থলেই চিচ্ছক্তির বিকাশ দেখা যায়, সে স্থলেই হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিতের যুগপৎ বিকাশ দৃষ্ট হয়। চিদ্ বস্তু স্বপ্রকাশ; চিচ্ছক্তিও স্বপ্রকাশ এবং চিচ্ছক্তির বৃত্তিও স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ বস্তু নিজেকেও প্রকাশ করে, অপর বস্তুকেও প্রকাশ করে; স্বপ্রকাশ সূর্য্য হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়—সূর্য্য উদিত হইয়া নিজেকেও প্রকাশ করে, অন্য বস্তুকেও প্রকাশ করে। স্বপ্রকাশ চিচ্ছক্তি বা চিচ্ছক্তির বৃত্তিও তদ্রূপ নিজেকেও প্রকাশ করে, অপর বস্তুকেও প্রকাশ করিতে পারে। হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিদাত্মিকা চিচ্ছক্তির যে স্বপ্রকাশ-লক্ষণবৃত্তিবিশেষের দ্বারা ভগবান্, তাঁহার স্বরূপ বা স্বরূপ-শক্তির পরিণতি পরিকরাদি—বিশেষরূপে প্রকাশিত বা আবির্ভূত হন, সেই বৃত্তি-বিশেষকে বিশুদ্ধ সত্ত্ব বলে। "তদেবং তস্যা মূলশক্তে স্ত্র্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতা-লক্ষণেন তদ্বৃত্তিবিশেষেণ স্বরূপং স্বয়ং স্বরূপশক্তির্ব্বা বিশিষ্টং বাবির্ভবতি তদ্বিশুদ্ধসত্ত্বম্। অস্য মায়য়া স্পর্শাভাবাৎ বিশুদ্ধত্বম্। ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। ১১৮।" মায়ার সহিত ইহার কোনও সংস্পর্শ নাই বলিয়াই ইহাকে বিশুদ্ধ সত্ত্ব বলা হয়। এই বিশুদ্ধ-সত্ত্বে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—এই তিনটী শক্তি যুগপৎ অভিব্যক্ত থাকিলেও, তাহাদের অভিব্যক্তির পরিমাণ সর্ব্বত্র সমান থাকে না; কোনও স্থলে তিনটী শক্তিই হয়তো সম-পরিমাণে অভিব্যক্ত হয়, আবার কোনও স্থলে বা কোনও একটী শক্তি অধিকরূপে অভিব্যক্ত হয়। বিশুদ্ধসত্ত্বে যখন সন্ধিনী-শক্তির অভিব্যক্তিই প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে বলে আধার-শক্তি; এই সন্ধিন্যংশ-প্রধান বিশুদ্ধ সত্ত্বের (আধার-শক্তির) পরিণতিই ভগবদ্ধামাদি এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতা, পিতা, শয্যা, আসন, পাদুকাদি। বিশুদ্ধ-সত্ত্বে যখন সংবিৎ-শক্তির অভিব্যক্তিই প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে বলে আত্মবিদ্যা। আত্মবিদ্যার দুইটী বৃত্তি—ইহা জ্ঞান এবং জ্ঞানের প্রবর্ত্তক; ইহা দ্বারা উপাসকদের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। বিশুদ্ধ-সত্ত্বে যখন হ্লাদিনীর অভিব্যক্তিই প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে বলে গুহ্যবিদ্যা। গুহ্যবিদ্যারও দুইটী বৃত্তি—ইহা ভক্তি এবং ভক্তির প্রবর্ত্তক; ইহা দ্বারা প্রীত্যাত্মিকা ভক্তি (বা প্রেমভক্তি) প্রকাশিত হয়। আর বিশুদ্ধসত্ত্বে যখন তিনটী শক্তিই যুগপৎ সমানভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে, তখন ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্বকে বলে মূর্ত্তি। "ইদমেব বিশুদ্ধসত্ত্বং সন্ধিন্যংশ-প্রধানং চেদাধারশক্তিঃ। সম্বিদংশপ্রধানমাত্মবিদ্যা। হ্লাদিনীসারাংশপ্রধানং গুহ্যবিদ্যা। যুগপৎশক্তিত্রয়প্রধানং মূর্ত্তিঃ।—ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। ১১৮॥" শক্তিত্রয়প্রধান বিশুদ্ধসত্ত্বদ্বারা ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হয় (ভগবানের শ্রীবিগ্রহ শক্তিত্রয়প্রধান শুদ্ধসত্ত্বময়) বলিয়া ইহাকে "মূর্ত্তি" বলা হয়। "ভগবদাখ্যায়াঃ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তেঃ প্রকাশহেতুত্বাৎ মূর্ত্তিঃ। ভগবৎসন্দর্ভঃ॥"

এই শক্তি-সমূহের আবার দুই রকমে স্থিতি—প্রথমতঃ কেবল-মাত্র শক্তিরূপে অমূর্ত্ত; দ্বিতীয়তঃ শক্তির কেবল-আধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্ত। অমূর্ত্ত-শক্তিরূপে তাহারা ভগবদ্‌বিগ্রহাদির সঙ্গে একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। আর মূর্ত্ত অধিষ্ঠাত্রীরূপে তাঁহারা ভগবৎ-পরিকরাদিরূপে অবস্থান করেন। "তাসাং কেবল-শক্তিমাত্রত্বেন অমূর্ত্তানাং ভগবদ্‌-বিগ্রহাদ্যৈকাত্ম্যেন স্থিতিঃ, তদধিষ্ঠাত্রীরূপত্বেন মূর্ত্তানাং তু তত্তদাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্বমপি জ্ঞেয়মিতি দিক্। —ভগবৎসন্দর্ভঃ। ১১৮॥"

যাহাহউক, শ্রীকৃষ্ণে যে হ্লাদিনী-আদি তিনটী শক্তি আছে, তাহার প্রমাণস্বরূপে বিষ্ণুপুরাণের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ৯। **অন্বয়।** [হে ভগবন্] (হে ভগবন্)! একা (মুখ্যা, অব্যভিচারিণী, স্বরূপভূতা) হ্লাদিনী

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নাস্তি। তামেবাহ হ্লাদতাপকরীমিশ্রেতি। হ্লাদকরী মনঃপ্রসাদোত্থা সাত্ত্বিকী, বিষয়বিয়োগাদিষু তাপকরী তামসী, তদুভয়মিশ্রা বিষয়জন্যা রাজসী। তত্র হেতুঃ সত্ত্বাদিগুণৈঃ বর্জ্জিতে। তদুক্তং সর্ব্বজ্ঞসূক্তৌ হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ-নিকরাকর ইতীতি। অত্র হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী, তথা সত্তারূপোঽপি যয়া সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা সন্ধিনী এবং জ্ঞানরূপোঽপি যয়া জানাতি জ্ঞাপয়তি চ সা সংবিৎ ইতি জ্ঞেয়ম্। তত্র চোত্তরোত্তরত্র গুণোৎকর্ষেণ সন্ধিনী সংবিৎ হ্লাদিনীতি ক্রমো জ্ঞেয়ঃ। তদেবং তস্যাস্ত্র্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতালক্ষণেন তদ্বৃত্তিবিশেষেণ স্বরূপং বা স্বয়ংরূপশক্তিবিশিষ্টং বাবির্ভবতি। তদ্বিশুদ্ধসত্ত্বং তচ্চান্যনিরপেক্ষস্তৎপ্রকাশ ইতি জ্ঞাপন-জ্ঞান-বৃত্তিকত্বাৎ সম্বিদেব অস্য মায়য়া স্পর্শাভাবাদ্বিশুদ্ধত্বম্। তত্র চেদমেব সন্ধিন্যংশপ্রধানঞ্চেদাধারশক্তিঃ, সংবিদংশ-প্রধানমাত্মবিদ্যা, হ্লাদিনী-সারাংশপ্রধানং গুহ্যবিদ্যা, যুগপচ্ছক্তিত্রয়প্রধানং মূর্ত্তিঃ। অত্র আধার-শক্ত্যা ভগবদ্ধাম প্রকাশতে। তদুক্তম্। যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্ত্বং লোকো যত ইতি। তথা জ্ঞানতৎপ্রবর্ত্তক-লক্ষণবৃত্তিদ্বয়কয়াত্মবিদ্যয়া তদ্বৃত্তি-রূপমুপাসকাশ্রয়ং জ্ঞানং প্রকাশতে। এবং ভক্তিতৎপ্রবর্ত্তকলক্ষণবৃত্তিদ্বয়কয়া গুহ্যবিদ্যয়া তদ্বৃত্তিকয়া প্রীত্যাত্মিকা ভক্তিঃ প্রকাশতে। তত্রৈব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে লক্ষ্মীস্তবে স্পষ্টীকৃতে। যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে। আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনীতি যজ্ঞবিদ্যা কর্ম্মবিদ্যা মহাবিদ্যা অষ্টাঙ্গযোগঃ গুহ্যবিদ্যা ভক্তিঃ আত্মবিদ্যা জ্ঞানং তৎসর্ব্বাশ্রয়ত্বাত্ত্বমেব তত্তদ্রূপা বিবিধানাং মুক্তীনাং বিবিধানামান্যেষাঞ্চ ফলানাং দাত্রী ভবতীত্যর্থঃ॥ শ্রীধরস্বামী॥ ৯॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(হ্লাদিনী, আহ্লাদকরী) সন্ধিনী (সত্তা-সম্বন্ধিনী) সম্বিৎ (জ্ঞান-সম্বন্ধিনী) [শক্তিঃ] (শক্তি) সর্ব্বসংস্থিতৌ (সকলের অধিষ্ঠানভূত) ত্বয়ি (তোমাতে) এব (ই) [অস্তি] (আছে)। হ্লাদকরী (মনের প্রসন্নতাবিধায়িনী সাত্ত্বিকী) তাপকরী (বিষয়-বিয়োগাদিতে তাপকরী তামসী) মিশ্রা (তদুভয়মিশ্রা বিষয়জনিতা রাজসী) [শক্তিঃ] (শক্তি) গুণবর্জ্জিতে (সত্ত্বাদি-প্রাকৃতগুণশূন্য) ত্বয়ি (তোমাতে) নো (নাই)।

অনুবাদ। হে ভগবন্! তোমার স্বরূপভূতা হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—এই ত্রিবিধ-শক্তি, সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত তোমাতেই অবস্থিত (কিন্তু জীবের মধ্যে অবস্থিত নহে)। আর হ্লাদকরী (অর্থাৎ মনের প্রসন্নতা-বিধায়িনী সাত্ত্বিকী), তাপকরী (অর্থাৎ বিষয়-বিয়োগাদিতে মানসিক তাপদায়িনী তামসী) এবং (সুখজনিত প্রসন্নতা ও দুঃখজনিত তাপ এই উভয়) মিশ্রা (বিষয়জন্যা রাজসী) এই তিনটী শক্তি, তুমি প্রাকৃতসত্ত্বাদিগুণবর্জ্জিত বলিয়া তোমাতে নাই (কিন্তু জীবে আছে)। ৯।

হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—স্বরূপশক্তির এই তিনটী বৃত্তি কেবল শ্রীভগবানেই অবস্থিত আছে, জীবে নাই (স্বামী); কিন্তু প্রাকৃত জীবে প্রাকৃত-গুণময়ী তিনটী-শক্তি আছে—তাহাদের নাম সাত্ত্বিকী, তামসী ও রাজসী। মায়িক সত্ত্বগুণের শক্তিই সাত্ত্বিকী শক্তি; ইহা চিত্তের প্রসন্নতা বিধান করে। মায়িক জগতে মায়িক বস্তু হইতে জীব যে মায়িক আনন্দ পায়, তাহা এই সত্ত্বগুণোদ্ভূতা সাত্ত্বিকী শক্তির কার্য্য—হ্লাদিনীর কার্য্য নহে। মায়িক-তমোগুণের শক্তিই তামসী শক্তি। বিষয়ে আসক্তি এবং ধন-জনাদি-বিষয়-বিয়োগজনিত মানসিক তাপ এই তামসী শক্তির কার্য্য; এজন্য এই শক্তিকে তাপকরী শক্তিও বলে। মায়িক রজোগুণের শক্তিকে বলে রাজসিকী শক্তি। বিষয়ভোগজনিত সুখের মধ্যেও যে ভোগ হইতেই উদ্ভূত এক রকম দুঃখ বা তাপ অনুভূত হয়, তাহা এই রাজসিকী শাক্তর কার্য্য; ইহাতে সাত্ত্বিকী-শক্তির ন্যায় সুখও আছে, আবার তামসী-শক্তির ন্যায় দুঃখও আছে; এজন্য ইহাকে মিশ্রাও বলে। ভগবানে এই তিনটী মায়িকী শক্তি নাই, যেহেতু তিনি মায়াতীত, মায়িকগুণ তাঁহাতে নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্লোকে বলা হইল ভগবান্ "সর্ব্বসংস্থিতি"—সমস্তেরই অধিষ্ঠানভূত; অথচ আবার বলা হইল, ভগবানে হ্লাদিনো, সন্ধিনী ও সংবিৎ আছে; কিন্তু সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী শক্তি তাঁহাতে নাই।

সাত্ত্বিকী-আদি তিনটী শক্তি যদি তাঁহাতে না-ই থাকে, তাহা হইলে ভগবান্ কিরূপে সমস্তের অধিষ্ঠানভূত হইতে পারেন? উত্তর এই:—শ্রীভগবান্ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত বলিয়া সাত্ত্বিকী-আদি শক্তির অধিষ্ঠানও তিনি, হ্লাদিনী-আদির ন্যায় সাত্ত্বিকী-আদিও তাঁহারই আশ্রিত; তবে পার্থক্য এই যে, হ্লাদিনী-আদি ভগবানের স্বরূপ-শক্তি বলিয়া—স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া—তাঁহার সহিত সর্ব্বত্র যুক্তভাবে অবস্থিতি করে। আর সাত্ত্বিকী আদি গুণময়ী শক্তি তাঁহার স্বরূপ-শক্তি নহে বলিয়া—তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়া, অর্থাৎ জড়ত্বপ্রযুক্ত জড়াতীত ভগবান্‌কে স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া—তাঁহার সহিত অযুক্তভাবে অবস্থিতি করে। ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে গুণময়ী শক্তির অধিষ্ঠাতা হইয়াও সেই শক্তি হইতে তিনি দূরে অবস্থিত; বাস্তবিক ইহাই তাঁহার ঈশ্বরত্ব। "এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ। ন যুজ্যতে॥ শ্রীভা ১।১১।৩৯॥" পদ্মপত্রে জলের মত।

আলোচ্য শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—**জীবের মধ্যে স্বরূপ-শক্তি নাই**। শ্লোকস্থ "একা"-শব্দের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—"একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতেতিযাবৎ—এই স্বরূপশক্তি অব্যভিচারিভাবে একমাত্র ভগবানের স্বরূপেই অবস্থান করে—ইহা ভগবানের স্বরূপভূতা।" অন্যত্র থাকে না। স্বামিপাদের উক্তি বৈষ্ণবাচার্য্য-গোস্বামিগণেরও অনুমোদিত। হ্লাদিনীসন্ধিনীসম্বিদ্‌রূপা স্বরূপভূতা শক্তি "সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয্যেব, নতু জীবেষু। জীবেষু যা গুণময়ী ত্রিবিধা সা ত্বয়ি নাস্তি। ভগবৎসন্দর্ভঃ।১৮১॥" এই উক্তির অনুকূল কয়েকটী যুক্তি ও প্রমাণ এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

(ক) শুদ্ধজীব ভগবানের চিৎকণ অংশ; জীব অণুচিৎ, ভগবান্ বিভুচিৎ। বিভুচিৎ তাঁহার স্বরূপশক্তির সহিত যুক্ত; এজন্য স্বরূপশক্তিযুক্ত কৃষ্ণকে শুদ্ধকৃষ্ণও বলা হয়; যেহেতু স্বরূপশক্তি তাঁহার স্বরূপভূতা। শ্রীজীব তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে বলিয়াছেন—জীবশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশই জীব, স্বরূপশক্তিযুক্ত শুদ্ধকৃষ্ণের অংশ নহে—"জীবশক্তিবিশিষ্টস্যৈব তব জীবোঽংশঃ নতু শুদ্ধস্য।৩১।" যদি জীবে স্বরূপশক্তি থাকিত, তাহা হইলে জীব স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশই হইত। ভগবৎ-স্বরূপসমূহই স্বরূপ-শক্তি বিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ, এজন্য তাঁহাদিগকে স্বাংশ বলে; জীব তাঁহার স্বাংশ নহে—বিভিন্নাংশ। "স্বাংশ বিস্তার—চতুর্ব্যূহ অবতারগণ। বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥ ২।২২।৭॥" জীবে স্বরূপশক্তি নাই বলিয়াই তাহার বিভিন্নাংশত্ব; স্বরূপশক্তি থাকিলে জীব ভগবানের স্বাংশই হইত।

(খ) বিষ্ণুপুরাণের "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা" ইত্যাদি ৬।৭।৬১-শ্লোকের (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উদ্ধৃত ১.৭.৭ শ্লোকের) উল্লেখ করিয়া শ্রীজীব তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে (২৫শ অনুচ্ছেদে) বলিয়াছেন—বিষ্ণুপুরাণের উক্ত শ্লোকে যখন স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি এই তিনটী শক্তিরই পৃথক্-শক্তিত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন স্বরূপশক্তি বা মায়াশক্তির ন্যায় জীবশক্তিও (ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তিও) একটী পৃথক্ শক্তি। অর্থাৎ জীবশক্তি অপর দুইটী শক্তির অন্তর্ভুক্ত নহে। জীব এই জীবশক্তিরই (এই জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণেরই) অংশ। জীবশক্তির আর একটী নাম তটস্থাশক্তি। স্বরূপশক্তির অন্তর্ভুক্তও নহে এবং মায়াশক্তিরও অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়াই জীবশক্তিকে তটস্থা (উভয় শক্তির মধ্যস্থিতা) শক্তি বলা হয়। "তত্তটস্থত্বঞ্চ উভয়কোটাবপ্রবিষ্টত্বাৎ—পরমাত্মসন্দর্ভঃ॥" ইহা হইতেও বুঝা যায়, জীবে স্বরূপশক্তি নাই; থাকিলে জীবশক্তির নাম তটস্থাশক্তি হইত না।

(গ) শ্রীমদ্‌ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—ইত্যাদি প্রথম শ্লোকের অন্তর্ভুক্ত "ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি" বাক্যের "ধাম্না"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"স্বরূপশক্ত্যা"। এই অর্থে "ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকম্" বাক্যের তাৎপর্য্য হইবে এই যে—সত্যস্বরূপ ভগবান্ স্বীয় স্বরূপশক্তির প্রভাবেই কুহককে (মায়াকে) নিরস্ত (দূরে অপসারিত) করিয়াছেন। আবার দশমস্কন্ধের ৩৭শ অধ্যায়ের ২২ শ্লোকেও নারদ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়াগুণপ্রবাহম্।" এস্থলে "স্বতেজসা"-শব্দের অর্থ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—"চিচ্ছক্ত্যা" এবং শ্রীপাদসনাতন লিখিয়াছেন—"স্বরূপশক্তিপ্রভাবেণ"। তাহা হইলে উল্লিখিত স্বতেজসা ইত্যাদি বাক্যের মর্ম্ম এই যে, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির প্রভাবে মায়ার গুণপ্রবাহ তাঁহা হইতে নিত্যই নিবৃত্ত হইয়াছে—অধিকন্তু "ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ

সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥ শ্রীভা ১।৭।২৩॥” শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের এই উক্তি হইতেও জানা যায়, স্বরূপশক্তির প্রভাবেই মায়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে অবস্থান করে। মায়া যে ভগবান্‌কে আক্রমণ করিয়াছিল এবং আক্রমণ করার পরেই যে ভগবান্ স্বীয় স্বরূপশক্তির প্রভাবে-মায়াকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তাহা নহে। আক্রমণ করা তো দূরে, “বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া”—ইত্যাদি (শ্রীভা, ২।৫।১৩) শ্লোক-প্রমাণবলে জানা যায়, মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে আসিতেই লজ্জিত হয়েন। তাই দূরে দূরে—ভগবানের লীলাস্থলাদির বাহিরেই—অবস্থান করেন। মায়ার এই লজ্জা, এইরূপে দূরে দূরে অবস্থিতির কারণই হইল ভগবানের স্বরূপশক্তির প্রভাব। ভগবানে স্বরূপশক্তি আছে বলিয়াই মায়া তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইতে পারেন না। স্বরূপশক্তির অস্তিত্বই মায়াকে দূরে থাকিতে বাধ্য করে—ইহাই “ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকম্” প্রভৃতি বাক্যের মর্ম্ম। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে—জীবে স্বরূপশক্তি থাকিলে মায়া জীবের নিকটবর্ত্তিনীও হইতে পারিতেন না। অথচ, সংসারী জীবমাত্রই মায়া-কর্ত্তৃক কবলিত। জীবের এই মায়াবদ্ধতাই প্রমাণ করিতেছে যে, জীবের মধ্যে স্বরূপশক্তির অভাব। জীবে এই স্বরূপশক্তির অভাববশতঃই জীব মায়া-কর্ত্তৃক কবলিত হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং এই পরমানন্দময়ী স্বরূপশক্তিদ্বারা আলিঙ্গিত রহিয়াছেন বলিয়াই ভগবান্ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর “তদুক্তং সর্ব্বজ্ঞসূক্তৌ—হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ। বি, পু, ১।১২।৬৯ শ্লোকটীকায় শ্রীধরস্বামিধৃতবচন।

(ঘ) রসলোলুপ ভগবান্‌কে ভক্তি স্বীয় আনন্দ দ্বারা উন্মাদিত করিয়া থাকে, ইহা অতি প্রসিদ্ধ কথা। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে (৬৫ অনুচ্ছেদে) “ইহা নহে, ইহা নহে —রীতিতে এতাদৃশী ভক্তির লক্ষণনির্ণয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ভগবান্‌কে ভক্তি যে আনন্দ দেয়, তাহা (১) সাংখ্যমতাবলম্বীদের প্রাকৃত সত্ত্বময় মায়িক আনন্দের মত নহে; কারণ শ্রুতি হইতে জানা যায়—ভগবান্ কখনও মায়াপরবশ হয়েন না; বিশেষতঃ, ভগবান্ স্বতঃতৃপ্ত—আপনাদ্বারাই (স্বীয় স্বরূপশক্তিদ্বারাই) তৃপ্ত; মায়া তাঁহার স্বরূপশক্তি নহে বলিয়া মায়িক আনন্দ তাঁহাকে উন্মাদিত করিতে পারে না; (২) ভক্তি নির্ব্বিশেষবাদীদের ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দের মতও হইতে পারে না; কারণ, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দও স্বরূপানন্দই; এই স্বরূপানন্দ স্বস্বরূপে ভগবান্ নিত্যই অনুভব করিতেছেন; এই আনন্দের অনুভবে তিনি উন্মাদিত হয়েন না; ইহাতে আনন্দের আধিক্য এবং চমৎকারাতিশয্য নাই; (৩) ইহা যে জীবের স্বরূপানন্দরূপও নহে, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন; কারণ, তাহা অতি ক্ষুদ্র। “—তা নতরাং জীবস্য স্বরূপানন্দরূপা, অত্যন্তক্ষুদ্রত্বাত্তস্য।” (জীব স্বরূপে চিদ্‌বস্তু, সুতরাং আনন্দাত্মক, চিদানন্দাত্মক; কিন্তু ইহাও স্বরূপানন্দ; স্বরূপশক্তিহীন স্বরূপানন্দ; সুতরাং স্বরূপশক্তি-বিশিষ্ট ভগবৎস্বরূপানন্দের তুলনায় অতি তুচ্ছ; তাতে আবার জীবের এই স্বরূপ অতি ক্ষুদ্র, জীব চিৎকণ—আনন্দকণামাত্র; ইহা বিভু-ভগবান্‌কে উন্মাদিত করিতে পারেনা। এস্থলে শুদ্ধ-জীবস্বরূপের কথাই বলা হইয়াছে)। এইরূপে বিচার করিয়া শ্রীজীব বলিয়াছেন—“ততো হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিত ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণানুসারেণ হ্লাদিন্যাখ্যতদীয়-স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপৈবেত্যবশিষ্যতে যয়া খলু ভগবান্ স্বরূপানন্দবিশেষীভবতি। যয়ৈব তং তমানন্দমন্যানপি অনুভাবয়তীতি।—তাহাহইলে হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিতিত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের (আলোচ্য) শ্লোক অনুসারে—যে ভক্তিদ্বারা ভগবান্ অভূতপূর্ব্ব স্বরূপানন্দবিশিষ্ট হয়েন, সেই ভক্তি শ্রীভগবানের হ্লাদিনীনাম্নী স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপা হয়েন—ইহাই অবশেষে স্থিরীকৃত হইতেছে। এই ভক্তি সেই সেই আনন্দ অন্যকেও (ভক্তকেও) অনুভব করাইয়া থাকেন।” ইহার পরে শ্রীজীব বলিয়াছেন “অথ তস্যা অপি ভগবতি সদৈব বর্ত্তমানতয়াতিশয়ানুপপত্তেস্ত্বেবং বিবেচনীয়ম্।—সেই হ্লাদিনীশক্তিও সর্ব্বদা শ্রীভগবানে বিরাজিত বলিয়া তাঁহার আনন্দাতিশয্য প্রতিপন্ন হইতে পারে না বলিয়া, নিম্নলিখিতরূপ বিবেচনা করা হইতেছে। (হ্লাদিনীশক্তি ভক্তিরূপে পরিণত হইলেই তাহা ভগবান্‌কে এবং ভক্তকে আনন্দাতিশয্য অনুভব করাইতে পারে, অন্যথা তাহা সম্ভব নয়। হ্লাদিনীশক্তি

ভগবানের মধ্যে থাকিয়া তাঁহাকে স্বরূপানন্দই অনুভব করাইতে পারে মাত্র, কিন্তু আনন্দাতিশয্য বা আস্বাদন-চমৎকারিতা অনুভব করাইতে পারে না। অথচ এই হ্লাদিনী শ্রীভগবান্ ব্যতীত অন্যত্রও নাই। শ্রীজীব এসমস্ত বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে) "শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যর্থাপত্তি-প্রমাণসিদ্ধত্বাৎ তস্য হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি।—শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণবলে সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে—সেই হ্লাদিনীরই কোনও এক সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি নিয়ত ভক্তবৃন্দে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভগবৎ-প্রীতি নাম ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করেন; এই প্রীতি অনুভব করিয়া শ্রীভগবানও ভক্তগণের প্রতি অতিশয় প্রীতিমান্ হয়েন।" অর্থাৎ ভগবানের মধ্যে যে হ্লাদিনীশক্তি আছে, শ্রীভগবান্ তাহাই সর্ব্বদা সর্ব্বদিকে নিক্ষিপ্ত করেন; ভক্তের-বিশুদ্ধ চিত্তেই তাহা গৃহীত হইতে পারে, মলিনচিত্তে তাহা গৃহীত হয় না। ভক্তের বিশুদ্ধ চিত্তে গৃহীত হইয়া সেই হ্লাদিনী প্রীতিরূপে পরিণতি লাভ করে এবং তাহাই তখন শ্রীভগবানের আস্বাদ্য হইয়া থাকে। ইহা হইতেও জানাগেল, জীবে স্বরূপশক্তি (সুতরাং হ্লাদিনী) নাই; থাকিলে ভগবানকে তাহা নিক্ষিপ্ত করিতে হইত না এবং জীবচিত্তে স্বভাবতঃ স্বরূপশক্তি থাকিলে, ভগবানের নিকট হইতে হ্লাদিনী না পাইয়াও শুদ্ধজীব ভগবানকে আনন্দাতিশয্য অনুভব করাইতে পারিত, কিন্তু তাহা যে পারে না, পূর্ব্ববর্ত্তী (৩) আলোচনাতেই তাহা বলা হইয়াছে।

যাহা হউক, শ্রীজীব উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—"শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যর্থাপত্তি"-প্রমাণ বলে। শ্রুতার্থের—শ্রুতিশাস্ত্রসিদ্ধ বস্তুর—অন্য প্রকারে অনুপপত্তি হয় বলিয়া—সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না বলিয়া, যে অর্থাপত্তি – যে অনুমান প্রমাণ স্বীকৃত হয়, তাহাকে উক্তরূপ প্রমাণ বলে। ভক্তি আস্বাদন করিয়া ভগবান্ অত্যন্ত প্রীত হয়েন, ভক্তের বশীভূত হইয়া পড়েন, শ্রুতিই একথা বলেন। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ—মাঠরশ্রুতিঃ।" কিন্তু শ্রীজীব একে একে দেখাইয়াছেন—এই পরমাস্বাদ্য বস্তুটী মায়িক বস্তুতে নাই, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে নাই, শুদ্ধ জীবেও নাই। পরে বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণে স্থির করিলেন—হ্লাদিনীই এই আনন্দ দান করিয়া থাকে। কিন্তু সেই হ্লাদিনী থাকে ভগবানে, জীবে থাকেনা। অথচ ভক্তজীবের চিত্তস্থিত ভক্তিরসও তিনি আস্বাদন করেন। তাই, "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ"—এই শ্রুতিবাক্য-যুক্তিদ্বারা সপ্রমাণ করার জন্য তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন—ভগবান্ই তাঁহার হ্লাদিনী-শক্তিকে ভক্তচিত্তে নিক্ষিপ্ত করেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে যুক্তিদ্বারা শ্রুতিবাক্য প্রমাণিত হইতে পারেনা বলিয়া, ইহাকে শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণ বলা হইয়াছে। যদি জীবচিত্তে স্বভাবতঃই হ্লাদিনী থাকিত, তাহা হইলে শ্রীজীবকে এই ভাবে শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণের আশ্রয় নিতে হইত না।

(৬) শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতরণের দ্বারাও শ্রীধরস্বামীর উক্তি প্রমাণিত হইতে পারে। কলির যুগধর্ম্ম হইল নামসঙ্কীর্ত্তন। স্বয়ং ভগবানের অংশ যুগাবতার দ্বারাই নামসঙ্কীর্ত্তন প্রচারিত হইতে পারে। "যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।১।৩।২০॥" যুগাবতার কর্ত্তৃক নামসঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইলে, নামসঙ্কীর্ত্তনেই জীবের প্রেম এবং কৃষ্ণসেবা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারিত। প্রেম লাভের উপায়টী যুগাবতারই বলিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু কেবল উপায়টী জানানই মহাপ্রভুর সঙ্কল্প ছিলনা—তাহা ছিল দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কল্প—"রাগমার্গের ভক্তি লোকে করিব প্রচারণ।" শ্রীমন্ মহাপ্রভু আসিয়াছেন—প্রেমদান করার জন্য, প্রেম উদ্বুদ্ধ করার জন্য নয়। তিনি প্রেমের ভাণ্ডার নিয়া আসিয়াছেন, যতদিন তিনি ধরাধামে প্রকট ছিলেন—যাকে তাকে প্রেম দিয়াছেন। যদি জীবচিত্তে হ্লাদিনী থাকিত, তাহা হইলে প্রেমদানের প্রশ্নই উঠিত না; জীবের চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া দিলেই কলুষাচ্ছাদিত হ্লাদিনী আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রেমরূপে পরিণতি লাভ করিতে পারিত এবং চিত্তশুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন যুগাবতারই করিতে পারিতেন। শ্রীকৃষ্ণ যে বলিয়াছেন—"আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥ ১।৩।২০।"—ইহার হেতুই হইতেছে এই যে, প্রেমের কারণ যে হ্লাদিনী, তাহা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যেই নাই জীবের মধ্যে যে নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। পূর্ব্ববর্ত্তী-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সন্ধিনীর সার অংশ—'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৬। সন্ধিনী শক্তির ক্রিয়ার পরিচয় দিতেছেন, দুই পয়ারে। **সন্ধিনী**—সত্তাসম্বন্ধিনী বা সত্তারক্ষাকারিণী শক্তি। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **সার অংশ**—ঘনীভূত বা গাঢ়তম অংশ; চরম পরিণতি। **শুদ্ধসত্ত্ব**—পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **সত্তা**—অস্তিত্ব। **হয় যাহাতে বিশ্রাম**—যাহাতে বিশ্রাম বা সুখে অবস্থান করেন।

এই পয়ারের যথাশ্রুত অর্থ এইরূপ:—সন্ধিনীর সার অংশের (চরম পরিণতির) নাম শুদ্ধ-সত্ত্ব। এই শুদ্ধসত্ত্বেই ভগবানের সত্তা অবস্থান করেন।

কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫শ পয়ারের টীকায় ভগবৎ-সন্দর্ভের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই তিনটী শক্তির সম্মিলিত অভিব্যক্তি-বিশেষকেই শুদ্ধসত্ত্ব বলে; এই শুদ্ধসত্ত্বে যখন সন্ধিনী শক্তির অভিব্যক্তির প্রাধান্য থাকে, তখন তাহাকে আধার-শক্তি বলে এবং এই আধার-শক্তি হইতেই ভগবানের ধাম-আদি প্রকটিত হয়—যে ধাম-আদিতে শ্রীভগবান্ বিশ্রাম বা অবস্থান করেন।

এই পয়ারের মর্ম্মেও বুঝা যায়, গ্রন্থকার আধার-শক্তির কথাই বলিতেছেন; কারণ, আধার-শক্তিতেই ভগবানের বিশ্রাম। গ্রন্থকারও বলিয়াছেন—"ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে (যে শুদ্ধসত্ত্বে) বিশ্রাম।" সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই পয়ারে, "শুদ্ধ-সত্ত্ব"-শব্দে "আধার-শক্তিরূপে পরিণত শুদ্ধসত্ত্বই" বুঝাইতেছে এবং "সন্ধিনীর সার অংশ" বাক্যেও তাহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে।

উক্ত আলোচনা সঙ্গত হইলে এই পয়ারের অন্বয় এইরূপ হইতে পারে:—

যাহাতে ভগবানের সত্তা বিশ্রাম করে, সেই শুদ্ধসত্ত্বে সন্ধিনীর সার অংশ বিদ্যমান; অর্থাৎ সেই শুদ্ধসত্ত্বে সন্ধিনী শক্তির অভিব্যক্তিরই প্রাধান্য।

বিশ্রাম-শব্দে সুখাবস্থান—লীলারসাস্বাদন-জনিত সুখের সহিত অবস্থান—ধ্বনিত হইতেছে। সুতরাং সুখাবস্থানের ধামাদিই যে সন্ধিন্যংশপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বেরই পরিণতি, তাহাই এই পয়ার হইতে বুঝা যাইতেছে।

ভগবানের ধাম যে আধারশক্তির বিলাস এবং ভগবান্ বিভু বলিয়া তাঁহার ধামও যে বিভু—তাহা শ্রীজীবও বলিয়াছেন। "তদেবং শ্রীকৃষ্ণলীলাস্পদত্বেন তান্যেব স্থানানি দর্শিতানি। তচ্চাবধারণং শ্রীকৃষ্ণস্য বিভুত্বে সতি ব্যভিচারি স্যাত্তত্র সমাধীয়তে তেষাং স্থানানাং নিত্যতল্লীলাস্পদত্বেন শ্রূয়মাণত্বাৎ তদাধারশক্তিলক্ষণস্বরূপবিভূতিমবগম্যতে। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৭৪॥—ধামসমূহ আধারশক্তির বিলাস বলিয়া ভগবানের স্বরূপবিভূতি এবং তাঁহার স্বরূপের বিভূতি বলিয়াই বিভু—সর্ব্বব্যাপক।" ধামসমূহ যে ভগবানের স্বরূপের বিভূতিবিশেষ, শ্রুতিও তাহা বলেন। নারদ সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! সেই ভূমাপুরুষ কোথায় অবস্থান করেন? উত্তরে সনৎকুমার বলিলেন—স্বীয় মহিমায় বা বিভূতিতে। "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি ইতি। ছান্দোগ্য। ৭।২৪।১॥" গোপালতাপনী শ্রুতিও বলেন—"সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম গোপালপুরীতি।"

ভগবানের বিশ্রামস্থান বলিতে কেবল তাঁহার ধামমাত্রকেই বুঝায় না, আরও অনেক বস্তুকেই বুঝায়। যে কোনও বস্তুই আধাররূপে ভগবানকে ধারণ করেন, তাহাই আধারশক্তির বিলাস। সিংহাসনাদি বা অন্যরূপ আসন, শয্যা, গৃহ, পিতা, মাতা, পিতৃমাতৃস্থানীয় অন্য পরিকরগণ—যাঁহারা নরলীল শ্রীভগবান্‌কে ক্রোড়ে বা বক্ষে ধারণ করেন, তাঁহারা—ইত্যাদি সমস্তই আধারশক্তির বিলাস। পরবর্ত্তী পয়ারে তাহাই বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী ১।৪।৬০ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥ ৫৭

তথাহি (ভাঃ ৪।৩।২৩)—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বিশুদ্ধং স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বাজ্জাড্যাংশেনাপি রহিতমিতি বিশেষেণ শুদ্ধং তদেব বসুদেবশব্দেনোক্তম্। কুতস্তস্য সত্ত্বতা বসুদেবতা বা তত্রাহ। যদ্ যস্মাৎ তত্র তস্মিন্ পুমান্ বাসুদেব ঈয়তে প্রকাশতে। আদ্যে তাবদগোচরগোচরতা-হেতুত্বেন লোকপ্রসিদ্ধসত্ত্বসাম্যাৎ সত্ত্বতা ব্যক্তা। দ্বিতীয়েত্বয়মর্থঃ। বসুদেবে ভবতি প্রতীয়ত ইতি বাসুদেবঃ পরমেশ্বরঃ প্রসিদ্ধঃ। স চ বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রতীয়তে। অতঃ প্রত্যয়ার্থেন প্রসিদ্ধেন প্রকৃত্যর্থো নিৰ্দ্ধাৰ্য্যতে। ততশ্চ বাসয়তি দেবমিতি ব্যুৎপত্ত্যা বা বসত্যস্মিন্নিতি বা বসুঃ। তথা দীব্যতি দ্যোতত ইতি দেবঃ। স চাসৌ স চেতি বাসুদেবঃ। ধর্ম্ম ইষ্টং ধনং নৃণামিতি স্বয়ং ভগবদুক্তের্বসুভির্ভগবদ্ধর্ম্মলক্ষণৈ র্ধনৈঃ প্রকাশত ইতি বা বাসুদেবঃ। তস্মাদ্বসুদেবশব্দিতং বিশুদ্ধসত্ত্বম্। ইত্থং স্বয়ংপ্রকাশজ্যোতিরেকবিগ্রহভগবজ্‌জ্ঞান-হেতুত্বেন—কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকন্তু যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতমিত্যাদৌ বহুত্র গুণাতীতাবস্থায়ামেব ভগবজ্‌জ্ঞানশ্রবণেন চ সিদ্ধমত্র বিশুদ্ধ-পদাবগতং স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতস্বপ্রকাশতাশক্তিলক্ষণত্বং তস্য ব্যক্তম্। ততশ্চ সত্ত্বে প্রতীয়ত ইত্যত্র করণএবাধিকরণবিবক্ষা। স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বমেব বিশদয়তি। অপাবৃত আবরণশূন্যঃ সন্ প্রকাশতে প্রাকৃতং সত্ত্বং চেৎ র্হি তত্র প্রতিফলনমে-বাবসীয়তে। ততশ্চ দর্পণে মুখস্যেব তদন্তর্গততয়া তস্য তত্রাবৃতত্বে নৈব প্রকাশঃ স্যাদিতিভাবঃ। ফলিতার্থমাহ। এবম্ভূতে সত্ত্বে তস্মিন্নিত্যমেব প্রকাশমানো ভগবান্ মে ময়া মনসা বিশেষেণ ধীয়তে ধার্য্যতে চিন্ত্যতে চেত্যর্থঃ। তৎসত্ত্ব-তাদাত্ম্যাপন্নেনৈব মনসা চিন্তয়িতুং শক্যত ইতি পর্য্যবসিতম্। নন্থ কেবলেন মনসৈব চিন্ত্যতাং কিং তেন সত্ত্বেন তত্রাহ। হি যস্মাৎ অধোক্ষজঃ। অধঃকৃতমতিক্রান্তমক্ষজং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ। নমসেতি পাঠে হি-শব্দস্থানেঽপি অনুশব্দঃ পঠ্যতে। ততশ্চ বিশুদ্ধসত্ত্বাখ্যয়া স্বপ্রকাশতাশক্ত্যৈব প্রকাশমানোঽসৌ নমস্কারাদিনা কেবলমনুবিধীয়তে সেব্যতে। ন তু কেনাপি প্রকাশ্যত ইত্যর্থঃ। তদেবমদৃশ্যত্বেনৈব স্ফুরন্নসাবদৃশ্যেনৈব নমস্কারাদিনা অস্মাভিঃ সেব্যত ইতি ভাবঃ; ততঃ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৭। সন্ধিন্যংশ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের পরিণতিরূপ কোন্ কোন্ বস্তুতে ভগবানের সত্তা সুখাবস্থান করেন, তাহা বলা হইতেছে।

মাতা-পিতা—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মাতার বা পিতার অভিমান পোষণ করেন যাঁহারা, তাঁহারা। শ্রীনন্দ-মহারাজ এবং শ্রীযশোদা-মাতা; শ্রীবসুদেব ও শ্রীদেবকী; শ্রীকৌশল্যা-দশরথাদি।

স্থান—ধাম; গোকুলাদি, বৈকুণ্ঠাদি। **গৃহ**—শ্রীকৃষ্ণের (বা অন্য ভগবৎ-স্বরূপের) বাসগৃহ বা কুঞ্জাদি। **শয্যাসন**—শয্যা (বিছানা) ও আসন (বসিবার উপকরণ, সিংহাসনাদি)। **শুদ্ধ-সত্ত্বের বিকার**—সন্ধিন্যংশ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের পরিণতি।

ভগবানের মাতা-পিতাদি সমস্তই তাঁহার আধার-শক্তির পরিণতি। মাতা-পিতার ক্রোড়াদি আধাররূপে ভগবান্‌কে ধারণ করে; ধামাদিতে তিনি অবস্থান করেন; শয্যারূপ আধারে তিনি শয়ন করেন; আসন-রূপ আধারে তিনি উপবেশন করেন; এই সমস্ত বস্তু আধাররূপে সময় সময় শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করেন; তাহারা সন্ধিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বরূপা আধার-শক্তির পরিণতি; তাই তাহারা শ্রীভগবান্‌কে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বিশুদ্ধ-সত্ত্বেই যে ভগবান্ অবস্থান করেন, তাহার প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে।

শ্লো। ১০। অন্বয়। বিশুদ্ধং (বিশুদ্ধ) সত্ত্বং (সত্ত্ব) বসুদেবশব্দিতং (বসুদেব-শব্দে অভিহিত); যৎ (যেহেতু) তত্র (তাহাতে—বিশুদ্ধসত্ত্বে) অপাবৃতঃ (আবরণ-শূন্য) পুমান্ (পুরুষ—বাসুদেব) ঈয়তে (প্রকাশিত

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তৎপ্রকরণসঙ্গতিশ্চ গম্যত ইতি। অথ যতো ভগবদ্বিগ্রহপ্রকাশক-বিশুদ্ধসত্ত্বস্য মূর্ত্তিত্বং বসুদেবত্বঞ্চ তত এব তৎপ্রাদুর্ভাববিশেষে ধর্ম্মপত্ন্যাং মূর্ত্তিত্বং প্রসিদ্ধং শ্রীমদানকদুন্দুভৌ চ বসুদেবত্বমিতি বিবেচনীয়ম্। অত্র শ্রদ্ধাপুষ্ট্যাদিলক্ষণপ্রাদুর্ভূত-ভগবচ্ছক্ত্যংশবৃন্দস্য ভগিনীতয়া পাঠসাহচর্য্যেণ মূর্ত্তেস্তস্যাস্তচ্ছক্ত্যংশপ্রাদুর্ভাবত্বমুপলভ্যতে। তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী। ইত্যত্র কলা-শব্দেন শক্তিরেবাভিধীয়তে। ততঃ শক্তিলক্ষণায়াং তস্যাঞ্চ নরনারায়ণাখ্য-ভগবৎপ্রকাশফলদর্শনাৎ বসুদেবাখ্য-শুদ্ধসত্ত্বরূপত্বমেবাবসীয়তে। তদেবমেব তস্যা মূর্ত্তিরিত্যাখ্যাপ্যুক্তা। তথা চ শ্রদ্ধায়া বিশাদার্থতয়া বিমুচ্য সৈব নিরুক্তা চতুর্থে। মূর্ত্তিঃ সর্ব্বগুণোৎপত্তির্নরনারায়ণাবৃষী ইতি। সর্ব্বগুণস্য ভগবতঃ উৎপত্তিঃ প্রকাশো যস্যাঃ সা তাবসূতেতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। ভগবদাখ্যায়াঃ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তেঃ প্রকাশহেতুত্বাৎ মূর্ত্তিরিত্যর্থঃ। তথৈব তৎপ্রকাশফলত্বদর্শনেন নামৈক্যেন চ শ্রীমদানকদুন্দুভেরপি শুদ্ধসত্ত্বাবির্ভাবত্বং জ্ঞেয়ম্। তচ্চোক্তং নবমে—বসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিমিতি। অন্যথা হরেঃ স্থানমিতি বিশেষণস্যাকিঞ্চিৎকরত্বং স্যাদিতি। তদেবং হ্লাদিন্যাদ্যেকতমাংশবিশেষপ্রধানেন বিশুদ্ধসত্ত্বেন যথাযথং শ্রীপ্রভৃতীনামপি প্রাদুর্ভাবো বিবক্তব্যঃ। তত্র চ তাসাং ভগবতি সম্পদ্রূপত্বং তদনুগ্রাহ্যে সম্পৎ-সম্পাদকরূপত্বং সম্পদংশরূপত্বঞ্চ ইত্যাদি ত্রিরূপত্বং জ্ঞেয়ম্। তত্র চ তাসাং কেবলশক্তিমাত্রত্বেন অমূর্ত্তানাং ভগবদ্বিগ্রহাদ্যৈকাত্ম্যেন স্থিতিঃ তদধিষ্ঠাত্রীরূপত্বেন মূর্ত্তানাং তু তত্তদাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্বমপি জ্ঞেয়মিতি দিক্॥ ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী ॥১০॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হয়েন)। মে (আমাকর্তৃক) তস্মিন্ (তাহাতে—সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বে) ভগবান্ বাসুদেবঃ (ভগবান্ বাসুদেব) চ মনসা (মনদ্বারা) বিধীয়তে (সেবিত হয়েন); হি (যেহেতু) [সঃ] (তিনি) অধোক্ষজঃ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর)।

অনুবাদ। বিশুদ্ধ-সত্ত্বকে বসুদেব বলে; যেহেতু, অপাবৃত পুরুষ (বাসুদেব) সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্বে প্রকাশিত হয়েন। আমি (মহাদেব) সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্বে ভগবান্ বাসুদেবকে মন দ্বারা সেবা করি; যেহেতু তিনি অধোক্ষজ (প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের অগোচর) ১০।

এই শ্লোকটী শ্রীশিবের উক্তি। **বিশুদ্ধ সত্ত্ব**—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—এই তিন শক্তির সমবায়ের বৃত্তিবিশেষকে শুদ্ধসত্ত্ব বলে (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া এবং ইহাতে প্রাকৃত সত্ত্বাদির ক্ষীণ অংশ মাত্রও নাই বলিয়া ইহাকে বিশুদ্ধ বলা হইয়াছে। বিশুদ্ধ-শব্দে রজস্তমোহীন প্রাকৃত সত্ত্ব হইতে ইহার বিশেষত্ব সূচিত হইতেছে। এই শ্লোকেই পরবর্ত্তী বাক্যে বলা হইয়াছে যে, ভগবান্ এই বিশুদ্ধ-সত্ত্বে প্রকাশিত হয়েন; সুতরাং এস্থলে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-শব্দ আধার-শক্তিকেই (অর্থাৎ যাহাতে সন্ধিনী-শক্তির অভিব্যক্তির প্রাধান্য আছে, এরূপ বিশুদ্ধ-সত্ত্বকেই) বুঝাইতেছে। **বসুদেব**—যাহাতে বসেন (প্রকাশিত হয়েন), তাহাকে বলে বসু; আর যাহা দীপ্তিমান্, তাহাকে বলে দেব; যাহা বসুও, দেবও—তাহাই বসুদেব; দীপ্তিময় (সমুজ্জ্বল) বসতি-স্থান। স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিহেতু স্বপ্রকাশ বলিয়া ইহাকে দীপ্তিময় বলা হইয়াছে। (অত্র বিশুদ্ধপদাবগতং স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতস্বপ্রকাশতাশক্তিলক্ষণত্বং তস্য ব্যক্তম্—টীকায় শ্রীজীব)। **বসুদেব-শব্দিত**—বসুদেব বলিয়া কথিত; ইহা "বিশুদ্ধ সত্ত্বের" বিশেষণ। বিশুদ্ধ-সত্ত্বের একটী নাম বসুদেব। বিশুদ্ধ-সত্ত্বকে বসুদেব কেন বলে, তাহা বলিতেছেন "যৎ" ইত্যাদি বাক্যে। এই বিশুদ্ধ-সত্ত্বে আবরণ-শূন্য ভগবান্ প্রকাশিত হয়েন (বাস করেন) বলিয়া এবং স্বপ্রকাশতাবশতঃ ইহা দীপ্তিমান বলিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বকে বসুদেব বলে। **তত্র**—তাহাতে, সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্বে। এস্থলে করণ-অর্থে অধিকরণ অর্থাৎ তৃতীয়ার্থে সপ্তমী ব্যবহৃত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ করণ দ্বারা শ্রীভগবান্ আত্মপ্রকাশ করেন; অগ্নি যেমন কাষ্ঠের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করে, তদ্রূপ স্বপ্রকাশ ভগবান্‌ও বিশুদ্ধ-স্বত্ত্বের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করেন। **অপাবৃতঃ পুমান্**—আবরণশূন্য ভগবান্। বিশুদ্ধ-সত্ত্বে ভগবান্ যখন প্রকাশিত হয়েন, তখন ঐ প্রকাশে কোনও রূপ আবরণ থাকে না—ইহাই অপাবৃত শব্দের ব্যঞ্জনা। অপাবৃত-শব্দে ইহাও সূচিত হইতেছে যে, যে

বিশুদ্ধ-সত্ত্বে শ্রীভগবান্ অনাবৃত-অবস্থায় প্রকাশিত হয়েন, তাহা প্রাকৃত সত্ত্ব নহে; কারণ, প্রাকৃত সত্ত্ব যখন রজঃ ও তমো গুণের স্পর্শশূন্য ভাবে অবস্থান করে, তখন ইহা স্বচ্ছ হয় বটে এবং স্বচ্ছ বলিয়া তাহার ভিতর দিয়া শ্রীভগবানের প্রতিফলন মাত্র হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা শ্রীভগবান্‌কে আধার-রূপে ধারণ করিতে পারে না, প্রকাশও করিতে পারে না; যেহেতু রজস্তমোহীন সত্ত্বও প্রাকৃত গুণ মাত্র, আর ভগবান্ গুণাতীত অপ্রাকৃত বস্তু; প্রাকৃত বস্তু কখনও অপ্রাকৃত বস্তুকে আধাররূপে ধারণ করিতে পারে না, প্রাকৃত সত্ত্ব স্বপ্রকাশ নহে বলিয়া ভগবান্‌কে প্রকাশ করিতেও পারে না। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব যদি রজস্তমোহীন স্বচ্ছ প্রাকৃত সত্ত্ব হইত, তাহা হইলে—(দর্পণে যেমন লোকের মুখ প্রতিফলিত হয়; তদ্রূপ)—ঐ সত্ত্বে ভগবান্ প্রতিফলিত হয়েন—এই কথাই বলা হইত, "তত্র ঈয়তে—তাহাতে প্রকাশিত হয়েন" এ কথা বলা হইত না। অধিকন্তু, ঐরূপ প্রতিফলনে—(মুখের প্রতিফলনে দর্পণের আবরণের ন্যায়)—সত্ত্বগুণের আবরণ থাকিত; এমতাবস্থায়,—"ভগবান্ অনাবৃত-অবস্থায় প্রকাশিত হয়েন"—এই কথা বলা হইত না।

যাহা হউক, স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ বিশুদ্ধ-সত্ত্বে শ্রীভগবান্ নিত্য প্রকাশমান্; তাই শ্রীশিব বলিতেছেন,—"আমি সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্বেই ভগবান্ বাসুদেবকে মনদ্বারা চিন্তা (বা সেবা) করি।" যে মন দ্বারা শ্রীশিব বাসুদেবের চিন্তা করেন, তাহাও প্রাকৃত মন নহে; কারণ, শ্রীবাসুদেব **অধোক্ষজ**—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর (অধঃকৃত বা অতিক্রান্ত হইয়াছে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান যদ্দ্বারা, যিনি ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের অতীত, তিনিই অধোক্ষজ)। ভগবান্ অপ্রাকৃত বস্তু, ইন্দ্রিয়াদি প্রাকৃত বস্তু; "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গোচর।" ভগবান্ ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তু, তাই তিনি প্রাকৃত মনেরও অগোচর। ভজন-প্রভাবে চিত্তের সমস্ত মলিনতা নিঃশেষে দূরীভূত হইলে, তাহাতে বিশুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাব হয়, চিত্ত তখন বিশুদ্ধ-সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়। অগ্নির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহ যেমন অগ্নির ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, বিশুদ্ধ-সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত মনও তখন বিশুদ্ধ-সত্ত্বের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; সুতরাং সেই মন দ্বারা তখন শ্রীভগবানের চিন্তা সম্ভব হয়।

মথুরায় শ্রীমদানক-দুন্দুভিতে শ্রীভগবান্ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহাতেই বুঝা যায়, আনক-দুন্দুভি শুদ্ধ-সত্ত্বেরই আবির্ভাব-বিশেষ; এজন্য তাঁহার একটী নামও বসুদেব। "তথৈব তৎপ্রকাশফলত্বদর্শনেন নাম্নৈকোন চ শ্রীমদানকদুন্দুভেরপি শুদ্ধসত্ত্বাবির্ভাবত্বং জ্ঞেয়ম্। তচ্চোক্তম্ নবমে—বাসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিমিতি॥ টীকায় শ্রীজীব॥"

লক্ষ্মী প্রভৃতি ভগবৎ-পরিকরগণের বিগ্রহও শুদ্ধসত্ত্বময়; তাঁহাদের কেহ বা হ্লাদিপ্রধান-শুদ্ধসত্ত্বময়, কেহবা সন্ধিনীপ্রধান-শুদ্ধসত্ত্বময় এবং কেহবা সম্বিৎ-প্রধান-শুদ্ধসত্ত্বময়। "তদেবং হ্লাদিন্যাদ্যেকতমাংশ-বিশেষপ্রধানেন বিশুদ্ধসত্ত্বেন যথাযথং শ্রীপ্রভৃতিনামপি প্রাদুর্ভাবো বিবেক্তব্যঃ। ভগবৎসন্দর্ভঃ॥" যশোদা, দেবকী, রোহিণী প্রভৃতি এবং নন্দ, উপানন্দ, বসুদেব প্রভৃতি সন্ধিনীপ্রধানশুদ্ধসত্ত্বের বা আধারশক্তির প্রাদুর্ভাব। ব্রজের কৃষ্ণকান্তা গোপীগণ দ্বারকার মহিষীগণ, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ—হ্লাদিনীপ্রধান-শুদ্ধসত্ত্বের-প্রাদুর্ভাব। সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখ্যভাবের পরিকরগণ সর্ব্বাংশে কৃষ্ণতুল্য বলিয়া বোধ হয় শক্তিত্রয়প্রধান শুদ্ধসত্ত্বেরই প্রাদুর্ভাব।

এই শ্লোকের মর্ম্ম হইতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, যে হৃদয়ে শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাব না হয়, সেই হৃদয়ে শ্রীভগবান্‌ও স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়েন না। কারণ, শুদ্ধ-সত্ত্বই আধাররূপে শ্রীভগবান্‌কে ধারণ করিয়া থাকে, অন্য কোনও বস্তুই তাঁহার আধার হইতে পারে না। ভক্তের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয় বলিয়াই "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।"

শ্রীভগবানের পিতা, মাতা, ধাম, গৃহ, শয্যা, আসনাদি সমস্তই যে শুদ্ধসত্ত্বের বিকার, এই শ্লোক হইতে তাহাই সপ্রমাণ হইল।

কৃষ্ণের ভগবত্তা-জ্ঞান—সংবিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥ ৫৮

হ্লাদিনীর সার—‘প্রেম,’ প্রেমসার—‘ভাব’।
ভাবের পরম কাষ্ঠা—নাম ‘মহাভাব’ ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৮। সন্ধিনী-শক্তির পরিচয় বলিয়া এক্ষণে সংবিৎ-শক্তির ক্রিয়ার পরিচয় দিতেছেন। বিশুদ্ধসত্ত্বে যখন সংবিতের অভিব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে আত্মবিদ্যা বলে। আত্মবিদ্যার দুইটী বৃত্তি—জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রবর্ত্তক। ইহাদ্বারা উপাসকাশ্রয়-জ্ঞান (উপাসকই যে জ্ঞানের আশ্রয়, সেই জ্ঞান) প্রকাশিত হয়। এই জ্ঞানের দ্বারা উপাসক তাঁহার উপাস্য ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারেন। বিভিন্ন উপাসকের উপাসনা-পদ্ধতিও বিভিন্ন; জ্ঞানের বা সংবিৎশক্তির অভিব্যক্তিও উপাসনার অনুরূপই হইয়া থাকে; সুতরাং বিভিন্ন উপাসকের নিকটে শ্রীভগবানের স্বরূপ-জ্ঞান বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সংবিৎ-শক্তির পূর্ণতম-অভিব্যক্তিতে উপাসক স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার জ্ঞান লাভ করিতে পারে। সুতরাং কৃষ্ণের ভগবত্তার জ্ঞানই হইল সংবিৎ-শক্তির সার বা চরম-অভিব্যক্তির ফল। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তার উপলব্ধি হইলেই উপাসক বুঝিতে পারেন—ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলেরই আশ্রয়, সুতরাং তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণেরই অন্তর্ভুক্ত।

কৃষ্ণের ভগবত্তাজ্ঞান—শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্ এই জ্ঞান বা অনুভূতি। **সংবিতের সার**—সংবিৎ-শক্তির চরম-অভিব্যক্তির ফল। **ব্রহ্মজ্ঞানাদিক**—ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয়-জ্ঞানাদি; ব্রহ্ম-পরমাত্মাদির স্বরূপ-জ্ঞান। **তার পরিবার**—(তার) কৃষ্ণের ভগবত্তা-জ্ঞানের পরিবার (অন্তর্ভুক্ত); শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্—ইহা জানিতে পারিলেই ব্রহ্ম-পরমাত্মাদির স্বরূপও জানা যায়; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়-তত্ত্ব বলিয়া ব্রহ্ম-পরমাত্মাদিও তাঁহার অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং ব্রহ্ম-পরমাত্মাদির স্বরূপজ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের জ্ঞানের পূর্ণতা; অথবা ব্রহ্ম-পরমাত্মাদির জ্ঞান কৃষ্ণ-স্বরূপের জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত; এজন্যই ব্রহ্মপরমাত্মাদির জ্ঞানকে কৃষ্ণের ভগবত্তাজ্ঞানের পরিবারভুক্ত বলা হইতেছে।

৫৯। এক্ষণে, শুদ্ধসত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হ্লাদিনী-শক্তির কথা বলিতেছেন। শুদ্ধসত্ত্বে যখন হ্লাদিনীর অভিব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে বলে গুহ্যবিদ্যা। “হ্লাদিন্যংশ-প্রধানং গুহ্যবিদ্যা। ভগবৎসন্দর্ভঃ।১১৮॥” এই গুহ্যবিদ্যার দুইটী বৃত্তি—একটী ভক্তি, অপরটী ভক্তির প্রবর্ত্তক। ভক্তিরূপা বৃত্তিকেই প্রীতি-ভক্তি বলে। ভক্তি-তৎপ্রবর্ত্তক-লক্ষণবৃত্তিদ্বয়কয়া গুহ্যবিদ্যয়া তদ্বৃত্তিরূপা প্রীত্যাত্মিকা ভক্তিঃ প্রকাশতে।—ভগবৎসন্দর্ভ।১১৮॥” এই প্রীতি-ভক্তিরই অপর নাম প্রেম। এই প্রেমের অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরের কথাই ৫৯শ পয়ারে বলা হইয়াছে।

হ্লাদিনীর সার—হ্লাদিনী-শক্তির শ্রেষ্ঠতম পরিণতি; হ্লাদিন্যংশ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তি-বিশেষ। “আসাং (গোপীনাং) মহত্তম্ব হ্লাদিনীসারবৃত্তিবিশেষপ্রেমরসসারবিশেষপ্রাধান্যাৎ ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৮৮॥” পূর্ব্ববর্তী ১।৪।৯ শ্লোকটীকায় (ঘ) আলোচনা দ্রষ্টব্য। **প্রেম**—প্রীতি; কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইচ্ছাকে প্রেম বলে (১।৪।১৪১)। মনের একটী বৃত্তির নাম ইচ্ছা; কিন্তু প্রেমরূপা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইচ্ছা প্রাকৃত মনের বৃত্তি নহে; ইহা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির—হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তি-বিশেষ। ভজন-প্রভাবে ভগবৎকৃপায় যখন চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত হইয়া যায়, তখন চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনীশক্তি (হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধ-সত্ত্ব) তখন ভক্তচিত্তে স্থান লাভ করে; ভক্তের চিত্ত তখন শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধসত্ত্বের সমান ধর্ম্ম লাভ করে। লৌহ যখন অগ্নির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তখন লৌহকে আশ্রয় করিয়া অগ্নিই স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং ঐ ক্রিয়াও তখন তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত লৌহের ক্রিয়া বলিয়াই পরিচিত হয়। তদ্রূপ, শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত মনের যোগেই শুদ্ধসত্ত্ব স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করিতে থাকে; এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির নিমিত্ত হ্লাদিন্যংশ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের যে বৃত্তি প্রকাশিত হয়, তাহাও ঐ মনেরই বৃত্তি বলিয়া বিবেচিত হয় এবং তাহাই তখন কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা বা প্রেম নামে কথিত হয়। যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর, তাঁহাদের চিত্তাদি ইন্দ্রিয় অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়; অনাদিকাল হইতেই তাঁহাদের চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিরূপা কৃষ্ণ-প্রীতি-ইচ্ছা বা প্রেম বিরাজিত। হ্লাদিন্যংশ-প্রধান

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শুদ্ধসত্ত্ব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই তাহাকে প্রেম বলে; তাই বলা হইয়াছে "হ্লাদিনীর সার—প্রেম।" ইহাই প্রেমের স্বরূপলক্ষণ। প্রেমের আবির্ভাব হইলে চিত্ত সম্যক্‌রূপে মসৃণ বা নির্ম্মল হয় এবং শ্রীকৃষ্ণে তখন অত্যন্ত মমতাবুদ্ধি জন্মে। "সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥—ভ, র, সি, পূ, ৪।১॥

এই প্রেম নিত্যসিদ্ধ-পরিকরে এবং শ্রীকৃষ্ণে নিত্য বিরাজিত; পরিকররূপ ভক্তগণ চাহেন শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে, আবার শ্রীকৃষ্ণ চাহেন তাঁহাদিগকে সুখী করিতে। এইরূপে পরস্পরের প্রীতির ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণ ও পরিকরভক্তগণ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন, একটা ভাবের বন্ধনে যেন তাঁহারা আবদ্ধ হইয়া পড়েন; "অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যাতিশয়ং ভজত ইতি। অতএব তৎসুখেন ভক্তভগবতোঃ পরস্পরমাবেশমাহ। প্রীতিসন্দর্ভঃ ৬৫॥" এই ভাব-বন্ধনের হেতুও প্রীতি-ইচ্ছা বা প্রেম বলিয়া কার্য্য-কারণের অভেদবশতঃ তাহাকেও প্রেম বলা হয়। এই প্রেমরূপ ভাব-বন্ধনের একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে, ধ্বংসের কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এই ভাব-বন্ধনের ধ্বংস হয় না—কান্তা-প্রেমকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থে ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে। "সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্ভাব-বন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥—স্থা, ৪৬॥"

প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবে পরিণত হয়। প্রেম-বিকাশের এই কয়টী স্তরের মধ্যে ভাবই সর্ব্বোচ্চ স্তর, ভাবই প্রেমের গাঢ়তম-পরিণতি। তাই গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"প্রেম-সার ভাব।"

প্রেমসার—প্রেমের গাঢ়তম অবস্থা বা পরিণতি। **ভাব**—প্রেমের অভিব্যক্তির সর্ব্বোচ্চ অবস্থার নাম ভাব। কিন্তু ভাবের লক্ষণ কি, তাহাই বিবেচনা করা যাউক। প্রেম যখন পরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া প্রেমবিষয়ের উপলব্ধিকে প্রকাশিত করে এবং চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তখন তাহাকে স্নেহ বলে। প্রেমেও উপলব্ধি আছে সত্য, কিন্তু তৈলাদির প্রাচুর্য্যবশতঃ দীপের উষ্ণতা ও উজ্জ্বলতার আধিক্যের ন্যায় প্রেম অপেক্ষা স্নেহে শ্রীকৃষ্ণোপলব্ধির ও চিত্ত-দ্রবতার আধিক্য। স্নেহের উদয় হইলে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনাদি-দ্বারাও দর্শনাদির লালসার তৃপ্তি হয় না। যাহা হউক, এই স্নেহ যখন উৎকৃষ্টতা লাভ করিয়া অননুভূতপূর্ব্ব নূতন মাধুর্য্য অনুভব করায় এবং নিজেও কুটিলতা ধারণ করে, তখন তাহাকে মান বলে। মানে স্নেহ অপেক্ষা মমতাবুদ্ধির আধিক্যবশতঃই কুটিলতা সম্ভব হয়—ইহা স্বার্থমূলক ঘৃণিত কুটিলতা নহে, ইহা প্রীতিরই একটা বৈচিত্রী। যাহাহউক, মমতাবুদ্ধির আধিক্যবশতঃ প্রেম মান হইতেও উৎকর্ষ লাভ করিয়া যখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়—যাহাতে নিজের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ এবং পরিচ্ছদাদির সহিত প্রিয়জনের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ এবং পরিচ্ছদাদিকে অভিন্ন মনে করায়, তখন তাহাকে প্রণয় বলে। এই প্রণয় আবার উৎকর্ষ লাভ করিয়া যখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে অত্যন্ত দুঃখকেও সুখ বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিতে অত্যন্ত সুখকেও পরমদুঃখ বলিয়া প্রতীতি জন্মায়, তখন তাহাকে রাগ বলে। এই রাগ যখন আরও উৎকর্ষ লাভ করে, তখন সর্ব্বদা অনুভূত প্রিয় জনকেও প্রতিমুহূর্ত্তেই নূতন নূতন বলিয়া মনে হয়; এই অবস্থায় উন্নীত প্রেমকে বলে অনুরাগ। এই অনুরাগের চরম-পরিণতির নাম ভাব। যে দুঃখের নিকট প্রাণ-বিসর্জ্জনের দুঃখকেও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, কৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত সেই দুঃখকেও ভাবোদয়ে পরমসুখ বলিয়া মনে হয় (বিশেষ আলোচনা মধ্যলীলায় ২৩শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ভাব ও মহাভাব একার্থ-বোধক ভাবেই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিচরণ ভাব ও মহাভাবে একটা পার্থক্য সূচনা করিয়াছেন—ভাবের পরবর্ত্তী ঊর্দ্ধতর স্তরকে তিনি মহাভাব বলিয়াছেন। শ্রীরূপ-গোস্বামী ভাবের দুইটী স্তর করিয়াছেন—রূঢ় ও অধিরূঢ়। কবিরাজ-গোস্বামী রূঢ়কেই ভাব এবং অধিরূঢ়কেই মহাভাব বলিয়াছেন কিনা তাহাও স্পষ্ট বুঝা যায় না; কারণ, তিনি কোথাও কোনরূপ সীমা নির্দ্দেশ করেন নাই।

মহাভাবস্বরূপা—শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তাশিরোমণি ॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রেমসার ভাব—প্রেমের ঘনীভূত অবস্থার নাম ভাব (পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য) ॥ **পরমকাষ্ঠা**—চরম-পরিণতি। গাঢ়তম-অবস্থা। ভাবের গাঢ়তম অবস্থা বা চরম-পরিণতির নাম মহাভাব। **মহাভাব**—প্রেমবিকাশের উচ্চতম স্তরের নাম মহাভাব। কবিরাজ-গোস্বামী এস্থলে মাদনাখ্য-মহাভাবকেই মহাভাব বলিতেছেন বলিয়া মনে হয়। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণিতে মাদনের লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—"সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা ॥ স্থাঃ ১১৫ ॥" হ্লাদিনীর সাররূপ প্রেমে যদি সমস্ত ভাব উল্লাস-শীল হয়, তবে তাহাকে **মাদন** বলে ; এই মাদন মোদনাদি ভাব হইতেও উৎকৃষ্ট এবং ইহা কেবল শ্রীরাধাতেই বিরাজিত, অন্যত্র ইহা দৃষ্ট হয় না। মাদন-ভাবোদয়ে শ্রীকৃষ্ণকৃত আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অনন্ত-বিলাস-বৈচিত্রীর সুখ একই সময়ে একই দেহে সাক্ষাদ্ভাবে (স্ফুর্ত্তিরূপে নহে) অনুভূত হইয়া থাকে, ইহাই মাদনের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য।

ভাব বা মহাভাব কেবলমাত্র কান্তা-প্রেমে বা মধুরা-রতিতেই দৃষ্ট হয় ; দাস্য-বাৎসল্যে ভাব বা মহাভাব নাই। সখ্যেও সাধারণতঃ ভাব বা মহাভাব নাই ; সুবলাদি দুয়েকজন সখার-প্রেম-মাত্র ভাব পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। "দাস্যরতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমে ত বাঢ়য় ॥ সখ্য-বাৎসল্য (রতি) পায় অনুরাগ সীমা। সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥ ২।২৩।৩৪-৩৫ ॥"

৬০। **মহাভাব-স্বরূপা**—মহাভাব (মাদন)ই স্বরূপ যাঁহার, তিনি মহাভাব-স্বরূপা ; (মাদনাখ্য) মহাভাবই যাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমের স্বরূপ (বা তত্ত্ব)। শ্রীরাধিকার প্রেম মাদনাখ্য-মহাভাব পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হইয়াছে, মাদনাখ্য-মহাভাবই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ; এজন্য শ্রীরাধাকে (মাদনাখ্য)-মহাভাব-স্বরূপা বলা হইয়াছে। শ্রীরাধা মাদনাখ্য-মহাভাবের বিগ্রহ-স্বরূপা। **ঠাকুরাণী**—শ্রেষ্ঠত্ববাচক শব্দ ; শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীদিগের মধ্যে শ্রীরাধিকাই সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহাকে ঠাকুরাণী বলা হইয়াছে। ইহার হেতু পরবর্ত্তী পয়ারার্দ্ধে ব্যক্ত করা হইয়াছে, সর্ব্বগুণ-খনি ইত্যাদি বাক্যে। **সর্ব্বগুণ-খনি**—সমস্ত গুণের আকর (বা উৎপত্তি-স্থল) ; মৃদুতা, সুশীলতা, মধুরতা প্রভৃতি গুণ-সমূহের আধার (শ্রীরাধা)। শ্রীরাধার অনন্ত গুণ ; তন্মধ্যে পচিশটী প্রধান গুণ শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণিতে উক্ত হইয়াছে। তাহা এই :—তিনি মধুরা, নববয়াঃ, চলাপাঙ্গা (চঞ্চল-কটাক্ষযুক্তা), উজ্জ্বলস্মিতা (সমুজ্জ্বল-মন্দহাসিযুক্তা), চারুসৌভাগ্য-রেখাঢ্যা (যাঁহার হস্তপদাদির রেখা পরম সুন্দর এবং সৌভাগ্যের সূচক), গন্ধোন্মাদিতমাধবা (যাঁহার সুমধুর অঙ্গ-সৌরভে শ্রীকৃষ্ণ উন্মাদিত হয়েন), সঙ্গীত-প্রসরাভিজ্ঞা (সঙ্গীত-বিষয়ে বিশেষ নিপুণা), রম্যবাক্, নর্ম্মপণ্ডিতা, বিনীতা, করুণা-পূর্ণা, বিদগ্ধা, পাটবান্বিতা (সর্ব্ববিষয়ে পটুতাশালিনী), লজ্জাশীলা, সুমর্য্যাদা (মর্য্যাদা-রক্ষণে নিপুণা), ধৈর্য্যশালিনী, গাম্ভীর্য্যশালিনী, সুবিলাসা (ভাব-হাবাদি হর্ষাদিব্যঞ্জক স্মিত-পুলকাদি দ্বারা মনোহরভাবে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতে নিপুণা), মহাভাব-পরমোৎকর্ষ-তর্ষিণী (মহাভাবের পরমোৎকর্ষ বা প্রাকট্যাতিশয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে অতিশয় তৃষ্ণাবতী), গোকুল-প্রেম-বসতি, জগৎশ্রেণীলসদ্যশাঃ (যাঁহার যশোরাশিতে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত), গুর্ব্বর্পিত-গুরুস্নেহা (গুরুজনসমূহের পূর্ণ স্নেহ যাঁহাতে বিরাজিত), সখীপ্রণয়িতাবশা, কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা, সন্ততাশ্রবকেশবা (শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা যাঁহার বচনে স্থিত, বাক্যের অনুগত), ইত্যাদি। (উঃ নীঃ রাধাপ্রকরণ।) রত্ন যেমন খনিতে জন্মে, খনি হইতেই লোকে তাহা গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করে, তদ্রূপ প্রেয়সীজনোচিত গুণসমূহের উদ্ভবও শ্রীরাধায়, অন্য প্রেয়সীগণের গুণাবলীর মূলও শ্রীরাধার গুণাবলীই। তাই শ্রীরাধাকে সর্ব্বগুণ-খনি বলা হইয়াছে। **কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি**—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। যে মণি বা রত্ন মস্তকের ভূষণরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে শিরোমণি বলে। অত্যন্ত প্রীতি, আগ্রহ ও আদরের সহিতই লোকে শিরোমণি মস্তকে তুলিয়া দেয় এবং ঐ মণিকে মস্তকে সংস্থাপন করিয়া গৌরব অনুভব করে। শ্রীরাধাকে কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি বলার তাৎপর্য্য এই যে, ইনি কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ; ইহা কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই অনুভূতি

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীরাধা-প্রকরণে (২)

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তত্র তাসু শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী মহাভাবস্বরূপেয়মিতি। তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্। আনন্দচিন্ময়রসপ্রতি-ভাবিতাভিরিত্যনেন তাসাং সর্ব্বাসামপি ভক্তিরসপ্রতিভাবিতাত্বং গম্যতে। ভক্তির্হি পূর্ব্বগ্রন্থে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মেত্যত্র পরমানন্দরূপতয়া দর্শিতা। তস্যাশ্চ রসত্বাপত্তিঃ স্থাপিতা। ততশ্চ তেনানন্দচিন্ময়াত্মকেন রসেন ভক্তিবিশেষময়েন প্রতিভাবিতাভিঃ প্রতিক্ষণং নিত্যমেব ভাবিতাভিঃ সম্পাদিতসত্তাভিঃ কলাভিঃ শক্তিভিরিত্যর্থঃ। অতএব যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণাস্তত্র সমাসতে সুরা ইত্যনেন সর্ব্বোত্তম-সর্ব্বগুণলক্ষণাভিরিতি চ লভ্যতে। তদেবং তাসাং ভক্তিবিশেষরসময়শক্তিরূপত্বে সতি তাসু সর্ব্বাসু বরীয়স্যাং শ্রীরাধায়াং লভ্যতে এব মহাভাবস্বরূপতা গুণৈরতিবরীয়স্তা চ। এবমেবোক্তং বৃহদ্গৌতমীয়ে তন্মন্ত্রস্য ঋষ্যাদিকথনে। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিসম্মোহিনী পরেতি চ। শ্রীজীবগোস্বামী ॥ ১১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নহে, পরন্তু অন্যান্য কৃষ্ণ-কান্তাগণও তাহাই মনে করেন এবং শ্রীরাধাকে তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা-মনে করিয়া তাঁহারাও গৌরব ও আনন্দ অনুভব করেন।

৫৯।৬০ পয়ারে শ্রীরাধার স্বরূপ বলা হইল; হ্লাদিনীর চরম-পরিণতি যে মহাভাব, সেই মহাভাবই শ্রীরাধার স্বরূপ। শ্রীরাধা যে মহাভাব-স্বরূপা, তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিম্নোক্ত শ্লোকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীরাধার মহিমা প্রকাশ করিতে যাইয়া গ্রন্থকার পূর্ব্ববর্ত্তী ৫২ পয়ারে বলিলেন যে, হ্লাদিনী-শক্তিই শ্রীরাধা; সুতরাং হ্লাদিনীর মহিমা বর্ণনেই শ্রীরাধার মহিমা ব্যক্ত হইতে পারে; কিন্তু হ্লাদিনীর মহিমা বর্ণন করিতে যাইয়া গ্রন্থকার ৫৬।৫৭শ পয়ারে সন্ধিনীর এবং ৫৮শ পয়ারে সংবিতের মহিমা বর্ণন করিলেন কেন, এইরূপ একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। এই প্রশ্নের সমাধান এইরূপ:—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—যুগপৎ বিদ্যমান থাকে বলিয়া (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), হ্লাদিনীর সঙ্গেও সন্ধিনী এবং সংবিৎ থাকে; সুতরাং শ্রীরাধাতেও সন্ধিনী ও সংবিৎ আছে; অবশ্য তাঁহাতে হ্লাদিনীরই আধিক্য। সুতরাং শ্রীরাধার মহিমা সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করিতে হইলে হ্লাদিনীর মহিমা-বর্ণন যেমন অপরিহার্য্য, সন্ধিনী ও সংবিতের মহিমা-বর্ণনও তদ্রূপ অপরিহার্য্য; তাই কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীরাধার মহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গে সন্ধিনী ও সংবিতের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। সন্ধিনী-শক্তির মহিমা বর্ণন করিতে যাইয়া কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের পিতা মাতা ধাম শয্যাসনাদি সন্ধিনীর আধার-শক্তিত্বের বৃত্তিই বর্ণন করিয়াছেন (৫৬-৫৭ পয়ার); ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীরাধাতেও এই আধার-শক্তির কিঞ্চিৎ অভিব্যক্তি আছে; বাস্তবিক তাহা দেখাও যায়; শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার অঙ্গে স্বীয় অঙ্গাদি স্থাপন করেন, তখন আধার-শক্তির বৃত্তি দ্বারাই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গাদি ধারণ করিয়া থাকেন। আবার সংবিতের মহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা-জ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে (৫৮ পয়ার)। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীরাধার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা-জ্ঞানের অভিব্যক্তি ছিল। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, তাহার সমুজ্জ্বল অনুভব শ্রীরাধার চিত্তে স্থায়িভাবে বর্ত্তমান না থাকিলেও, যাহা ভগবত্তার সার, তাহার পূর্ণ অনুভূতি তাঁহার ছিল; মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের অনুভব পূর্ণতমরূপেই যে শ্রীরাধার ছিল, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না; সুতরাং তাঁহাতে যে সংবিতের অভিব্যক্তি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত প্রীতি-আদির অনুভবও সংবিতের কার্য্য।

শ্লো। ১১। **অন্বয়।** তয়োঃ (তাঁহাদের—শ্রীরাধাচন্দ্রাবলীর) উভয়োঃ (উভয়ের) মধ্যে (মধ্যে) অপি (ও) রাধিকা (শ্রীরাধা) সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারে) অধিকা (শ্রেষ্ঠা)। [যতঃ] (যেহেতু) ইয়ং (ইনি—শ্রীরাধা) মহাভাব-স্বরূপা (মহাভাব-স্বরূপা), গুণৈঃ (গুণ দ্বারা) অতি-বরীয়সী (অতি শ্রেষ্ঠা)।

কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়। | কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা—ক্রীড়ার সহায়॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। (শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী) এই উভয়ের মধ্যে আবার শ্রীরাধা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা; যেহেতু ইনি (শ্রীরাধা) মহাভাব-স্বরূপা এবং গুণ-প্রভাবে অত্যধিকরূপে শ্রেষ্ঠা। ১১।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি-গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত কৃষ্ণ-বল্লভাগণের মধ্যে শ্রীরাধা এবং শ্রীচন্দ্রাবলীই শ্রেষ্ঠা। এই শ্লোকে বলা হইল—শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলীর মধ্যে আবার শ্রীরাধিকাই সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা; সুতরাং শ্রীরাধা যে সমস্ত-কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, তাহাই বলা হইল। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের হেতুও বলা হইয়াছে—তিনি মহাভাব-স্বরূপা। তাঁহাকে মহাভাব-স্বরূপা বলার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও সমস্ত ব্রজসুন্দরীর মধ্যেই মহাভাব বিদ্যমান আছে, তথাপি মহাভাবের পরমোৎকর্ষ যে মাদনাখ্য-মহাভাব, তাহা কেবল শ্রীরাধাতেই আছে, অপর কাহারও মধ্যেই নাই; যাঁহাতে মহাভাবের চরমোৎকর্ষ বিদ্যমান, তিনিই মহাভাব-স্বরূপা হইতে পারেন, অপর কেহ পারেন না। ইহাতে বুঝা গেল, প্রেমের উৎকর্ষে শ্রীরাধিকা অদ্বিতীয়া, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। প্রেমের পরমোৎকর্ষবশতঃ যে সমস্ত গুণ অভিব্যক্ত হয়, তাঁহাতে সেই সমস্ত গুণও পরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে; সুতরাং গুণের আধার হিসাবেও শ্রীরাধিকা সর্ব্বাপেক্ষা অত্যধিকরূপে শ্রেষ্ঠা—অদ্বিতীয়া।

৬১। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫২শ পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিকার। ৫৯।৬০শ পয়ারে দেখান হইয়াছে যে, হ্লাদিনীর সার (বিকার) হইল প্রেম এবং প্রেমের গাঢ়তম-অবস্থা বা বিকার হইল মহাভাব; এই মহাভাবই শ্রীরাধার স্বরূপ; সুতরাং ইহা দ্বারা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-বিকারত্ব দেখান হইল। আর হ্লাদিনী যে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তি, তাহাও ৫৪।৫৫শ পয়ারে দেখান হইয়াছে; সুতরাং শ্রীরাধা যে হ্লাদিনী-শক্তি, তাহাও প্রমাণিত হইল। এই প্রকারে শ্রীরাধার কৃষ্ণ-প্রেম-বিকারত্ব এবং স্বরূপ-শক্তিত্ব এক ভাবে প্রমাণ করিয়া এক্ষণে অন্য প্রকারেও তাহা প্রমাণ করিতেছেন।

ভাবিত—ভূ-ধাতু হইতে "ভাবিত" শব্দ নিষ্পন্ন; ভূ-ধাতুর অর্থ জন্ম হওয়া বা গঠিত হওয়া; সুতরাং "ভাবিত" শব্দের অর্থ জাত বা গঠিত। **কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত**—কৃষ্ণপ্রেম হইতে জাত বা কৃষ্ণপ্রেম দ্বারা গঠিত। **যার**—যাঁহার, যে শ্রীরাধার। **চিত্তেন্দ্রিয়-কায়**—চিত্ত, ইন্দ্রিয় এবং কায়। **চিত্ত**—মন, অন্তঃকরণ। **ইন্দ্রিয়**—চক্ষু-কর্ণাদি। **কায়**—দেহ, শরীর। শ্রীরাধিকার চিত্ত, তাঁহার চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় এবং তাঁহার দেহ—সমস্তই কৃষ্ণপ্রেম দ্বারা গঠিত; সাধারণ জীবের দেহ-ইন্দ্রিয়াদি যেমন রক্ত-মাংসাদি দ্বারা গঠিত, শ্রীরাধার দেহ-ইন্দ্রিয়াদি তদ্রূপ প্রাকৃত রক্ত-মাংসাদি দ্বারা গঠিত নহে, পরন্তু কৃষ্ণ-বিষয়ক-প্রেম দ্বারা গঠিত। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তির পরিণতি যে প্রেম, সেই প্রেমই কোনও এক বৈচিত্রী ধারণ করিয়া অনাদিকাল হইতেই শ্রীরাধার চিত্তেন্দ্রিয়-কায়াদিরূপে পরিণত হইয়া আছে। সুতরাং শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের বিকারও বটেন এবং সেই হেতু স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীও বটেন। প্রেমের পক্ষে এইরূপ বৈচিত্রী ধারণ করা অস্বাভাবিকও নহে। কারণ, প্রেম হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিতাত্মক শুদ্ধ-সত্ত্বেরই বৃত্তি-বিশেষ; আর শ্রীরাধার (ভগবানের এবং ভগবৎ-পরিকরগণেরও) বিগ্রহও শুদ্ধসত্ত্বেরই বৃত্তি-বিশেষ (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫শ পয়ারের এবং ১।৪।১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং স্বরূপ-লক্ষণে (বা উপাদান-গত ভাবে) শ্রীরাধার দেহাদি এবং প্রেম একই বস্তু; সুতরাং শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক প্রেমের পক্ষে বৃত্তি-বিশেষ ধারণ করিয়া শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক দেহেন্দ্রিয়াদিতে পরিণত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নহে।

অথবা, কোনও বস্তু অন্য কোনও বস্তু দ্বারা যখন সর্ব্বতোভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তখন বলা হয়—ঐ বস্তুটী অন্য বস্তু দ্বারা ভাবিত হইয়াছে, যেমন চিকিৎসকগণ কোনও কোনও বটিকাকে পানের রসে ভাবিত করেন, বটিকার প্রতি অংশে পানের রস অনুপ্রবিষ্ট করান। জলের মধ্যে কর্পূর দিলে জলের প্রতি ক্ষুদ্রতম অংশেও কর্পূর অনুপ্রবিষ্ট হইয়া

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৩৭)
আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

আনন্দেতি। আনন্দচিন্ময়োরসঃ পরমপ্রেমময় উজ্জলনামা তেন প্রতিভাবিতাভিঃ। পূর্ব্বং তাবৎ বা রসস্তন্নাম্না রসেন সোঽয়ং ভাবিত উপাসিতো জাতস্ততশ্চ ততশ্চ তেন যাঃ প্রতিভাবিতাঃ তাভিঃ সহেত্যর্থঃ। প্রতিশব্দান্নভ্যতে যথা অখিলানাং গোলোকবাসিনামন্যেষামপি প্রিয়বর্গাণামাত্মতঃ পরমপ্রেষ্ঠতয়াত্মবদব্যভিচার্য্যপি তাভিরেব সহ নিবসতীতি তাসামতিশায়িত্বং দর্শিতম্। তত্র হেতুঃ কলাভিঃ হ্লাদিনীশক্তিবৃত্তিরূপাভিঃ। তত্রাপি বৈশিষ্ট্যমাহ। প্রত্যুপকৃতঃ স ইত্যুক্তেস্তস্য প্রাগুপকারিত্বমায়াতি তদ্বৎ। তত্রাপি নিজরূপতয়া স্বদারত্বেনৈব ন তু প্রকটলীলাবৎ পরদারত্ব-ব্যবহারেণেত্যর্থঃ। পরমলক্ষ্মীণাং তাসাং তৎ-পরদারত্বাসম্ভবাদস্য স্বদারত্বময়রসস্য কৌতুকাবগুণ্ঠিততয়া সমুৎকণ্ঠয়া পৌরুষার্থং প্রকটলীলায়াং মায়য়ৈব তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতমিতিভাবঃ। য এব ইত্যেবকারেণ যঃ প্রাপঞ্চিক-প্রকটলীলায়াং তাসু পরদারতাব্যবহারেণ নিবসতি সোঽয়ং য এব তদপ্রকটলীলাস্পদে গোলোকে নিজরূপতাব্যবহারেণ নিবসতীতি ব্যজ্যতে। তথা চ ব্যাখ্যাতং গৌতমীয়তন্ত্রে তদপ্রকটনিত্যলীলাশীলময়দশার্ণ-ব্যাখ্যানে। অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বেতি। গোলোক এবেত্যেবকারেণ সেয়ং লীলাতু তাপি নান্যত্র বিদ্যতে ইতি প্রকাশ্যতে ॥ শ্রীজীবগোস্বামী ॥১২॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহাকে কর্পূর-বাসিত করিয়া থাকে; জল এইরূপে কর্পূর দ্বারা ভাবিত হয়। লৌহের প্রতি অণুতে অগ্নি প্রবেশ করিয়া যখন লৌহকে অগ্নি-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত করায়, তখনও বলা যায়, লৌহ অগ্নি দ্বারা ভাবিত হইয়াছে। "ভাবিত"-শব্দের এইরূপ অর্থ ধরিলে "কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত যার" ইত্যাদি অংশের অর্থ এইরূপও করা যায়:—শ্রীরাধার চিত্ত, ইন্দ্রিয়, কায়—সমস্তের মধ্যেই কৃষ্ণপ্রেম সর্ব্বতোভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া চিত্তেন্দ্রিয়াদিকে প্রেম-ভাবিত করিয়াছে বা প্রেম-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত করাইয়াছে। প্রেমের চরম-পরিণতি মহাভাবের একটী ধর্ম্মই এই যে, ইহা মহাভাববতীদিগের মনকে এবং মনের বৃত্তি-স্বরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে মহাভাব-রূপত্ব প্রাপ্ত করায়; "বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনোনয়েৎ ॥ উঃ নীঃ স্থা ১১২ ॥ মনঃ স্বং স্বরূপং নয়েৎ মহাভাবাত্মকমেব মনঃ স্যাৎ মহাভাবাৎ পার্থক্যেন মনসো ন স্থিতিরিত্যর্থঃ। তেন ইন্দ্রিয়াণাং মনোবৃত্তিরূপত্বাদ্ ব্রজসুন্দরীণাং মনঃ আদি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং মহাভাবরূপত্বাদিত্যাদি ॥ আনন্দ-চন্দ্রিকা টীকা ॥" অগ্নি-ভাবিত লৌহ অগ্নি-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে অগ্নি হইতে তাহার যেমন কোনও পার্থক্য লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ প্রেম-ভাবিত চিত্তেন্দ্রিয়-কায়াদিও প্রেম-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে প্রেম হইতে তাহাদের আর পার্থক্য লক্ষিত হয় না। এমতাবস্থায় চিত্তেন্দ্রিয়-কায়কেও প্রেমেরই পরিণতি-বিশেষ বা প্রেমেরই বিকার বলা যায়।

কৃষ্ণ-নিজ শক্তি—শ্রীকৃষ্ণের নিজের শক্তি বা স্বরূপ-শক্তি। **ক্রীড়ার সহায়**—শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়-কারিণী; কান্তারসাস্বাদন-লীলার আনুকূল্য-বিধায়িনী। শ্রীরাধার চিত্তেন্দ্রিয়াদি হ্লাদিনী-শক্তির পরিণতিরূপ প্রেম দ্বারা গঠিত বলিয়া এবং হ্লাদিনী কৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তি বলিয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিজ শক্তি বা স্বরূপ-শক্তি হইলেন; এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়কারিণী হইতে পারিয়াছেন; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম, স্বতন্ত্র পুরুষ, স্বশক্ত্যেকসহায়; তিনি তাঁহার স্বরূপ-শক্তি ব্যতীত অন্য কোনও শক্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে পারেন না, করিলে তাঁহার আত্মারামতা বা স্বশক্ত্যেকসহায়তা থাকে না। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়কারিণী—ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তি।

শ্রীরাধার চিত্তেন্দ্রিয়কায় যে কৃষ্ণ-প্রেম-ভাবিত এবং শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের নিজশক্তি, ব্রহ্মসংহিতার একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রমাণ দিতেছেন।

শ্লো। ১২। **অন্বয়**। অখিলাত্মভূতঃ (সকলের—সমস্ত গোলোকবাসীর এবং অন্যান্য প্রিয়জনবর্গের—

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন। | ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ—॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রিয়জন) যঃ (যেই) [গোবিন্দ] (গোবিন্দ) এব (ই) আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিঃ (আনন্দ-চিন্ময়রস দ্বারা প্রতিভাবিতা) নিজরূপতয়া (স্বদারত্ববশতঃ প্রসিদ্ধা) কলাভিঃ (হ্লাদিনী-শক্তিরূপা) তাভিঃ (সেই) [গোপীভিঃ] (গোপীগণের সহিত) গোলোকে এব (গোলোকেই) নিবসতি (বাস করিতেছেন), তং (সেই) আদিপুরুষং (আদি পুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি)।

অনুবাদ। (গোলোকবাসী ও অন্যান্য প্রিয়জন) সকলের পরমপ্রিয় যে গোবিন্দ—আনন্দচিন্ময়-রস (বা পরম-প্রেমময় মধুর-রস) দ্বারা প্রতিভাবিতা, স্বকান্তারূপে প্রসিদ্ধা, স্বীয় স্বরূপ-শক্তি-হ্লাদিনীরূপা সেই ব্রজদেবীগণের সহিত গোলোকেই বাস করিতেছেন—সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি (ব্রহ্মা) ভজনা করি। ১২।

আনন্দ-চিন্ময় রস—প্রীতিভক্তি-রস ; পরম-প্রেমময় উজ্জ্বল-রস ; কান্তাপ্রেমরস। **প্রতি-ভাবিতা**—প্রতিক্ষণে (সর্ব্বদা, নিত্য) ভাবিতা সম্পাদিত-সত্ত্বা, অথবা জাতা বা গঠিতা। **আনন্দ-চিন্ময়-রস প্রতি-ভাবিতা**—কান্তাপ্রেমরসের দ্বারা যাঁহাদের (যে গোপীদের) সত্ত্বা প্রতিক্ষণে সম্পাদিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপীগণ কান্তাপ্রেমরসদ্বারাই গঠিতা ; আবার, শ্রীকৃষ্ণ প্রতিক্ষণেই স্বীয় হ্লাদিনী শক্তিকে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিতেছেন ; এই হ্লাদিনী শক্তি প্রতিক্ষণেই তাঁহাদের দেহেন্দ্রিয়াদিতে পতিত হইয়া মধুরা প্রীতিরূপে পরিণত হইতেছে এবং তাঁহাদের দেহেন্দ্রিয়াদির পুষ্টি সাধন করিতেছে। "প্রতি" শব্দের একটা ধ্বনি এইরূপ—উপকার প্রাপ্ত হইয়া যিনি কাহারও উপকার করেন, তাঁহার উপকারকে বলে প্রতি-উপকার। এইরূপে, "প্রতি-ভাবিত" শব্দের প্রতি-অংশের ধ্বনি এই যে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে গোপীগণ কর্তৃক ভাবিত (বা উপাসিত) হইয়াছিলেন, পরে তিনি তাঁহাদিগকে প্রতি-ভাবিত করিয়াছেন, হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিরূপ পরম-প্রেমময় উজ্জ্বল রসের দ্বারা প্রতিক্ষণে তাঁহাদের দেহেন্দ্রিয়াদির পুষ্টি সাধন করিয়া তাঁহাদের প্রত্যুপাসনা করিয়াছেন ; অথবা, স্বকান্তারূপে তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের সহিত গোলোকে বাস করিয়া তাঁহাদের প্রত্যুপাসনা করিয়াছেন। **নিজরূপতয়া**—স্ব-রূপতাহেতু। নিজ-রূপতা শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, গোপীগণ গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের স্বকান্তা ; প্রকট-লীলার ন্যায়, গোলোকে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তা নহেন। বস্তুতঃ গোপীগণ পরমলক্ষ্মী ; শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে তাঁহাদের পরদারত্ব সম্ভব নহে। কান্তারসের অপূর্ব্ব বৈচিত্রী-আস্বাদনের নিমিত্ত সমুৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থ যোগমায়ার সাহায্যে স্বদারত্বকেই পরদারত্বের আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। ব্রজসুন্দরীদিগের পরকীয়াত্ব কেবল প্রকট লীলাতেই, অপ্রকট-গোলোক-লীলায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া-কান্তা। **কলাভিঃ**—হ্লাদিনী-শক্তিবৃত্তিরূপাভিঃ—(শ্রীজীবগোস্বামী)। শক্তিভিঃ (চক্রবর্ত্তী)। গোপীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের "কলা" বলা হইয়াছে ; কলা-শব্দের অর্থ অংশ বা শক্তি, বা বিভূতি। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি-হ্লাদিনীর বৃত্তিরূপা বলিয়াই তাহাদিগকে কলা বলা হইয়াছে। এস্থলে মহাভাবরূপা হ্লাদিনী-বৃত্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে ; সুতরাং "কলাভিঃ"-শব্দ হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীরাধাদি গোপীগণ হ্লাদিনী-বৃত্তিরূপা ; শ্রীরাধা তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া তিনি হ্লাদিনী-বৃত্তির চরম-পরিণতি-মহাভাব-স্বরূপা। **অখিলাত্মভূত**—সকলের (সমস্ত গোলোকবাসীদিগের এবং অন্যান্য প্রিয়-বর্গের) পরমপ্রেষ্ঠ বলিয়া আত্মার ন্যায় অব্যভিচারী। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোলোকবাসীদিগের এবং অন্যান্য প্রিয়বর্গের পরম-প্রিয়তম ; সুতরাং আত্মা যেমন কখনও জীবকে ত্যাগ করে না, তিনিও তদ্রূপ তাঁহাদিগের সঙ্গ তাগ করিতে পারেন না—এতাদৃশ-গাঢ়ই তাঁহাদের প্রীতির বন্ধন। কিন্তু এমতাবস্থায়ও গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সঙ্গেই বাস করিয়া থাকেন। ইহাতে গোপীদিগের প্রেমের পরমোৎকর্ষ সূচিত হইতেছে।

পূর্ব্ব-পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিজ শক্তি ; এই শ্লোকের "কলাভিঃ"-শব্দে তাহা প্রমাণিত হইল।

৬২। ৫৯শ পয়ারে বলা হইয়াছে "হ্লাদিনী (-রূপা শ্রীরাধা) শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দাস্বাদন করান" এবং ৬১শ

কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার—।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ৬৩

ব্রজঙ্গনারূপ আর কান্তাগণসার। ৬৪
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পয়ারে বলা হইয়াছে, “তিনি শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার সহায় হয়েন।” কিরূপে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দাস্বাদন করান এবং তাঁহার ক্রীড়ায় সহায় হয়েন, তাহা বলিবার উপক্রম করিতেছেন, এই পয়ারে।

করায়—শ্রীরাধা করান। **যৈছে**—যেরূপে। **রস আস্বাদন**—আনন্দাস্বাদন; লীলারস আস্বাদন।

৬৩। শ্রীরাধা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার সহায় হয়েন, তাহা বলিতেছেন, ৬৩—৬৯ পয়ারে। এই কয় পয়ারের স্থূল মর্ম্ম এই:—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের কান্তাকুল-শিরোমণি; কান্তাভাবেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করিতেছেন; এজন্য তাঁহাকে বহুরূপে আত্মপ্রকট করিতে হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে যে রূপে আত্মপ্রকট করিয়া ব্রজে, দ্বারকায় ও পরব্যোমে লীলা করিতেছেন, শ্রীরাধাও সেই সেই রূপের কান্তারূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সকল-স্বরূপের কান্তাই শ্রীরাধার আবির্ভাব। বহুকান্তা ব্যতীত কান্তারসের বৈচিত্রী সম্পাদিত হয় না বলিয়া একই ধামেও তিনি তাঁহার সখী-মঞ্জরীরূপে বহু মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকট করিয়াছেন—এইরূপে ব্রজের ললিতা, বিশাখা-আদি গোপসুন্দরীগণও শ্রীরাধারই প্রকাশ। শ্রীরাধাই মূল-কান্তাশক্তি।

কৃষ্ণকান্তাগণ—শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণ; শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীকৃষ্ণ যে সকল ভগবৎ-স্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রেয়সীগণ। **ত্রিবিধ প্রকার**—তিন রকম; তিন শ্রেণীর। সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ এবং ব্রজাঙ্গনাগণ। **এক লক্ষ্মীগণ**—তিন শ্রেণীর কান্তার মধ্যে এক শ্রেণী হইলেন লক্ষ্মীগণ। পরব্যোমের ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের কান্তাগণকে লক্ষ্মী বলে। **পুরে**—দ্বারকা-মথুরায়। **মহিষীগণ আর**—আর এক শ্রেণী হইলেন মহিষীগণ, দ্বারকা-মথুরায় রুক্মিণী-আদি শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ।

৬৪। **ব্রজাঙ্গনারূপ আর**—আর একশ্রেণী হইলেন ব্রজাঙ্গনা (গোপসুন্দরী)। **কান্তাগণসার**—সমস্ত কান্তাগণের মধ্যে সার বা শ্রেষ্ঠ। পরব্যোমে, দ্বারকা-মথুরায় এবং ব্রজে যে সমস্ত শ্রীকৃষ্ণ-কান্তা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রজাঙ্গনাগণই শ্রেষ্ঠ।

মন-প্রাণ-ঢালা অনাবিল আত্মবিস্মৃতি-সম্পাদিকা প্রীতির তারতম্যদ্বারাই কান্তাভাবের আস্বাদ্যতার তারতম্য সূচিত হয়। যে কান্তায় এইরূপ প্রীতি যত বেশী বিকশিত, সেই কান্তাই তত বেশী শ্রেষ্ঠ। এই প্রীতি আবার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানদ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া যায়—ঐশ্বর্য্যজনিত ত্রাসে মন-প্রাণ-ঢালা প্রীতির বিকাশে বাধা পড়িয়া যায়; সুতরাং যে কান্তার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান যত বেশী জাগরূক, সেই কান্তার প্রীতিই তত বেশী নিকৃষ্ট; এবং যে কান্তার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান যত কম, সেই কান্তার প্রীতিই তত বেশী উৎকৃষ্ট, তত বেশী আস্বাদ্য। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হইলেও ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যের অনুগত এবং মাধুর্য্যমণ্ডিত; সুতরাং ব্রজে মাধুর্য্যেরই সর্ব্বাতিশায়ি প্রাধান্য, তাই কান্তাপ্রীতিও পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত। দ্বারকার মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত, সুতরাং দ্বারকা-মহিষীদিগের কান্তা-প্রেম ঐশ্বর্য্যদ্বারা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত; এজন্য ব্রজের কান্তাপ্রেম অপেক্ষা দ্বারকার কান্তাপ্রেম নিকৃষ্ট; সুতরাং ব্রজাঙ্গনাগণ অপেক্ষাও মহিষীগণ নিকৃষ্টা। আর পরব্যোমে ঐশ্বর্য্যেরই পূর্ণ প্রাধান্য, মাধুর্য্য বিশেষরূপে স্তিমিত; লক্ষ্মীগণের কান্তাপ্রেমও বিশেষরূপে সঙ্কুচিত; সুতরাং দ্বারকার কান্তাপ্রেম অপেক্ষা পরব্যোমের কান্তাপ্রেম নিকৃষ্ট; তাই মহিষীগণ অপেক্ষাও লক্ষ্মীগণ নিকৃষ্টা। এইরূপে ব্রজাঙ্গনাগণই কান্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, যেহেতু তাঁহাদিগের কান্তাপ্রীতি পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানদ্বারা বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত নহে।

৬৫। **শ্রীরাধিকা হৈতে ইত্যাদি**—শ্রীরাধিকা হইতেই অন্যান্য সমস্ত কান্তাগণের বিস্তার (বা আবির্ভাব) হইয়াছে। শ্রীরাধাই তত্তৎ-কান্তারূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন; সুতরাং তিনিই হইলেন সমস্ত কান্তার মূল। পরবর্ত্তী পয়ারে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার। অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥ ৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নারদপঞ্চরাত্র হইতে এই পয়ারোক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। নারদের নিকটে শ্রীমহাদের বলিতেছেন—"রাধাবামাংশসম্ভূতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা। ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরস্যৈব হি নারদ। তদংশা সিন্ধুকন্যা চ ক্ষীরোদ-মন্থনোদ্ভবা। মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ সা দেবী পত্নী ক্ষীরোদশায়িনঃ॥ তদংশা স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে। স্বয়ং দেবী মহালক্ষ্মীঃ পত্নী বৈকুণ্ঠশায়িনঃ॥ সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ পত্নী ব্রহ্মলোকে নিরাময়ে। সরস্বতী দ্বিধা ভূতা পুরৈব সাজ্ঞয়া হরেঃ॥ সরস্বতী ভারতী চ যোগেন সিদ্ধ যোগিনী। ভারতী ব্রহ্মণঃ পত্নী বিষ্ণোঃ পত্নী সরস্বতী॥ রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা। বৃন্দাবনে চ সা দেবী পরিপূর্ণতমা সতী॥—যিনি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহালক্ষ্মী, তিনি শ্রীরাধার বামপার্শ্ব হইতে আবির্ভূতা। ক্ষীরসমুদ্র-মন্থনে উদ্ভূতা সিন্ধুকন্যা মর্ত্ত্যলক্ষ্মী, যিনি ক্ষীরোদশায়ীর পত্নী, তিনি মহালক্ষ্মীর অংশভূতা। ইন্দ্রাদি দেবগণের গৃহে গৃহে যিনি স্বর্গলক্ষ্মী নামে পরিচিত (উপেন্দ্রাদির কান্তাশক্তি), তিনি মর্ত্ত্যলক্ষ্মীর অংশভূতা। স্বয়ং মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠেশ্বরের পত্নী। তিনি নিরাময় ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার পত্নীরূপে সাবিত্রী নাম গ্রহণ কারয়াছেন। (শ্রীরাধাই রসনার অধিষ্ঠাত্রীরূপে সরস্বতী। না, পঃ রা, ২।৩।৫৫ ॥) পুরাকালে (অনাদিকালে) হরির আদেশে সরস্বতী দেবী দ্বিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন—সরস্বতী ও ভারতী। ভারতী ব্রহ্মার পত্নী হয়েন এবং সরস্বতী বিষ্ণুর পত্নী হন। স্বয়ংরূপে পরা দেবী স্বয়ং রাসেশ্বরী রাসাধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধা পরিপূর্ণতমা দেবীরূপে বৃন্দাবনে বিরাজিত। ২।৩।৬০–৬৫॥" অথর্ববেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী শ্রুতি হইতেও জানা যায়, লক্ষ্মীদুর্গাদিশক্তি শ্রীরাধারই অংশভূতা। "যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ। সিদ্ধান্তরত্ন ২।২২ অনুচ্ছেদ-ধৃত-বচন।" পরবর্ত্তী পয়ারের টীকায় দেখান হইয়াছে, দ্বারকামহিষীগণ এবং সীতাদিও শ্রীরাধার অংশ।

৬৬। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতারী, সমস্ত অবতারের মূল, তাঁহা হইতেই সমস্ত অবতারের উদ্ভব। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ হইলেন অংশী, আর অবতার-সমূহ তাঁহার অংশ। তদ্রূপ শ্রীরাধা হইতেই অন্যান্য সমস্ত ভগবৎ-কান্তার উদ্ভব, শ্রীরাধা তাঁহাদের অংশিনী, তাঁহারা শ্রীরাধার অংশ। শক্তির তারতম্যানুসারেই অংশ-অংশি-ভেদ; যাঁহাতে অপেক্ষাকৃত ন্যূনশক্তি প্রকাশ পায়, তাঁহাকেই অংশ বলে। মহিষী ও লক্ষ্মীগণে এবং ললিতাদি ব্রজসুন্দরীগণে শ্রীরাধিকা অপেক্ষা কম শক্তি (সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদি) প্রকাশ পায়; শ্রীরাধিকায় কান্তাশক্তির পূর্ণতম-বিকাশ। তাই শ্রীরাধিকা অংশিনী, আর অন্য কান্তাগণ তাঁহার অংশ। শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বয়ং ভগবান্, শ্রীরাধিকাও তেমনি স্বয়ং-কান্তাশক্তি।

অবতারী—যাঁহা হইতে অবতার-সকলের আবির্ভাব হয়; মূলস্বরূপ; অংশী। **করে অবতার**—বিভিঃ ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে আবির্ভূত হয়েন। **তিনগণের**—তিন শ্রেণীর কান্তার; লক্ষ্মীগণের, মহিষীগণের এবং ললিতাদি ব্রজাঙ্গনাগণের। **বিস্তার**—আবির্ভাব। কান্তাশক্তির বিস্তারের নিয়ম এই যে, যে ধামে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে বিরাজিত, সেই ধামে কান্তাশক্তিও স্বয়ংরূপে (শ্রীরাধারূপে) বিরাজিত; যে ধামে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশরূপে বিরাজিত, সেই ধামে কান্তাশক্তিও শ্রীরাধার প্রকাশরূপে বিরাজিত; যে ধামে শ্রীকৃষ্ণ বিলাসরূপে বিরাজিত, সেই ধামে কান্তাশক্তিও শ্রীরাধার বিলাসরূপে বিরাজিত, ইত্যাদি। কোনও ভগবৎ-স্বরূপের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে সম্বন্ধ, তাঁহার কান্তার সঙ্গেও শ্রীরাধার সেই সম্বন্ধ।

ভগবৎ-প্রেয়সীগণ তাঁহার অনপায়িনী মহাশক্তিরূপা অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কখনও ব্যবধান হয় না। "শ্রীভগবতো নিত্যানপায়িমহাশক্তিরূপাসু তৎপ্রেয়সীষু ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ৪৩॥" বেদান্তও একথা বলেন। "কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ।৩।৩৪০॥ শ্রীভগবৎপ্রেয়সীরূপা পরাশক্তি প্রকৃতির অতীত ভগবদ্ধামে অবস্থান করেন। শ্রীভগবান্ যখন যে লীলা প্রকটিত করেন, তখন তিনিও নিজ-নাথের কামাদি (অভিলষিত-লীলাদি) বিস্তারের জন্য তদীয় অনুগামিনী হয়েন। বিষ্ণুপুরাণেও ইহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। "নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী। যথা সর্ব্বগতোবিষ্ণু স্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম॥—পরাশর মৈত্রেয়কে বলিলেন, বিষ্ণুর শ্রী (প্রেয়সী)

লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভববিলাসাংশরূপ। মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ স্বরূপ ॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহার অনপায়িনী (নিত্যসন্নিহিতা স্বরূপশক্তিরূপা) ও নিত্যা ; তিনি জগন্মাতা। বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগত, শ্রীও তদ্রূপ সর্ব্বগতা ॥১।৮।১৫॥” পরাশর অন্যত্রও বলিয়াছেন—“দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী। বিষ্ণোর্দ্দেহানুরূপং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্ ॥—শ্রীবিষ্ণু যেখানে যেরূপ লীলা করেন, তদীয় প্রেয়সী শ্রীও তদনুরূপ শ্রীবিগ্রহে তাঁহার লীলার সহায়কারিণী হয়েন। দেবরূপে লীলাকারী শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে দেবী, মানুষরূপে লীলাকারীর সহিত ইনি মানুষী। ১।৯।১৪৩॥” আরও বলিয়াছেন “এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। অবতারং করোত্যেষা তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী ॥—দেবদেব জগৎস্বামী জনার্দ্দন যেমন যেমন অবতার গ্রহণ করেন, শ্রীও তেমন তেমনরূপে তাঁহার সহায়কারিণী হয়েন। ১।৯।১৪০॥ রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি। অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী ॥—রাঘবত্বে সীতা, কৃষ্ণরূপত্বে রুক্মিণী ; অন্যান্য অবতারেও ইনি বিষ্ণুর সহায়িনী ॥১।৯।১৪২॥” পূর্ব্ববর্ত্তী ১।৪।৬৫ পয়ার হইতে জানা যায়, শ্রীরাধাই মূলকান্তাশক্তি, তাই তিনি মূলভগবৎ-স্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের লীলাসঙ্গিনী। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকাবিলাসী, তখন এই শ্রীরাধাই দ্বারকায় রুক্মিণী আদি মহিষীরূপে তাঁহার লীলাসঙ্গিনী। শ্রীকৃষ্ণ যখন নারায়ণাদি ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে পরব্যোমে বিহার করেন, শ্রীরাধা তখন বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণরূপে তাঁহার সঙ্গিনী হয়েন। সুতরাং শ্রীরাধা যে অন্যান্য কান্তাশক্তির অংশিনী, তাহা প্রতিপন্ন হইল। পদ্মপুরাণ স্পষ্টভাবেই তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীশিব পার্ব্বতীর নিকটে বলিয়াছেন—শ্রীরাধা “শিবকুণ্ডে শিবানন্দা নন্দিনী দেহিকাতটে। রুক্মিণী দ্বারাবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে ॥ * * চন্দ্রকূটে তথা সীতা বিন্ধ্যে বিন্ধ্যনিবাসিনী ॥ বারাণস্যাং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে ॥ প, পু, পা, ৪৬।৩৬-৮॥” শ্রীশিব আরও বলিয়াছেন—“বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্যৈ প্রসীদতা।—শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া শ্রীরাধাকে বৃন্দাবনের আধিপত্য দিয়াছেন। প, পু, পা, ৪৬।৩৮॥” সুতরাং শ্রীরাধা যে কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি—সুতরাং মূলকান্তাশক্তি,—তাহাও প্রতিপন্ন হইল। ১।৪।৬৫ এবং ১।৪।৭৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীরাধা যে চিদচিৎ সমস্ত শক্তিরই অধিষ্ঠাত্রী, তাহাও পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতে জানা যায়। শ্রীসদাশিব পার্ব্বতীর নিকটে গোপীদিগের কথা বলিয়া তারপর বলিতেছেন—“তাসাং তু মধ্যে যা দেবী তপ্তচামীকরপ্রভা। দ্যোতমানা দিশঃ সর্ব্বাঃ কুর্ব্বতী বিদ্যুদুজ্জ্বলাঃ। প্রধানং যা ভগবতী যয়া সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ সৃষ্টিস্থিত্যন্তরূপা যা বিদ্যাবিদ্যা ত্রয়ী পরা। স্বরূপা শক্তিরূপা চ মায়ারূপা চ চিন্ময়ী ॥ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং দেহকারণকারণম্। চরাচরং জগৎ সর্ব্বং যন্মায়াপরিরঞ্জিতম্ ॥ বৃন্দাবনেশ্বরী নাম্না রাধা ধাত্রানুকরণাৎ।—সেই গোপীদিগের মধ্যে যে দেবী তপ্তস্বর্ণ-কান্তিসম্পন্না হইয়া দিঙ্মণ্ডলকে বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল করিয়া শোভা পাইতেছেন, যিনি প্রধানরূপে সমুদয় বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন, যিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়রূপিণী এবং বিদ্যা, অবিদ্যা ও পরা-রূপে পরিচিতা, যিনি স্বরূপশক্তিরূপা এবং চিন্ময়ী মায়া (যোগমায়া)-রূপা, যিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব প্রভৃতিরও দেহকারণেরও কারণরূপা, চরাচর সমস্ত জগৎ যাঁহার মায়াদ্বারা আবৃত, তিনি শ্রীরাধানাম্নী বৃন্দাবনেশ্বরী। ৪৬।১৩-১৭॥” পূর্ব্বপয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের পরে একটী অতিরিক্ত পয়ার দেখা যায় ; তাহা এই :—“লক্ষ্মীগণ তাঁর অংশবিভূতি। বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপ মহিষীর ততি ॥” পরবর্ত্তী পয়ারেই লক্ষ্মী ও মহিষীগণের স্বরূপের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে ; সুতরাং এই পয়ারটী অতিরিক্ত বলিয়াই মনে হয় ; অধিকাংশ গ্রন্থে ইহা দৃষ্টও হয় না, ঝামটপুরের গ্রন্থেও না।

৬৭। এই পয়ারে লক্ষ্মীগণের ও মহিষীগণের তত্ত্ব বলিতেছেন। **বৈভব-বিলাসাংশরূপ**—বৈভব-বিলাসরূপে অংশরূপ। যাঁহারা স্বরূপে মূলস্বরূপের তুল্য, কিন্তু শক্তির বিকাশে যাঁহারা মূলস্বরূপ অপেক্ষা ন্যূন, তাঁহাদিগকে বৈভব ও প্রাভব বলে। প্রাভব ও বৈভবের মধ্যে আবার প্রাভব অপেক্ষা বৈভবে শক্তির

আকার-স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ। | কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥ ৬৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিকাশ অধিক (ল-ভা, কৃষ্ণামৃত। ৪৫।)। লীলা-বিশেষের নিমিত্ত স্বয়ংরূপ যখন ভিন্ন-আকারে আত্ম-প্রকট করেন, তখন তাঁহাকে "বিলাস" বলে; শক্তির প্রকাশ-হিসাবে বিলাসরূপ স্বয়ংরূপেরই প্রায় তুল্য অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ন্যূন (ল, ভা, কৃষ্ণামৃত। ১৫)। এক্ষণে বুঝা গেল, যে স্বরূপের আকার স্বয়ংরূপের আকার অপেক্ষা অন্যরূপ এবং যে স্বরূপে শক্তির বিকাশও স্বয়ংরূপ অপেক্ষা কিছু কম এবং যে স্বরূপ লীলাবিশেষের নিমিত্তই প্রকটিত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে বৈভব-বিলাস বলে; শক্তির বিকাশে স্বয়ংরূপ অপেক্ষা ন্যূন বলিয়া এই স্বরূপ মূল-স্বরূপের অংশ-তুল্য; এজন্য এই স্বরূপকে বৈভব-বিলাসাংশ অর্থাৎ বৈভব-বিলাসরূপ অংশও বলা যায়। এই বাক্যে লক্ষ্মীগণের স্বরূপ বলা হইয়াছে। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ স্বরূপে শ্রীরাধিকা হইতে অভিন্ন; কিন্তু শ্রীরাধা দ্বিভুজা, লক্ষ্মী চতুর্ভুজা; সুতরাং শ্রীরাধার আকার ও লক্ষ্মীর আকার একরূপ নহে। শ্রীরাধা সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী, লক্ষ্মী তদ্রূপা নহেন, লক্ষ্মীতে উনশক্তির বিকাশ। এ সমস্ত কারণে লক্ষ্মীকে শ্রীরাধার বৈভব-বিলাসাংশ বলা হইয়াছে।

বৈভব-প্রকাশ-স্বরূপ—মূলস্বরূপের তুল্য আবির্ভাব-সমূহকে প্রকাশ বলে। শ্রীরাধা দ্বিভুজা, মহিষীগণও দ্বিভুজা; এজন্য মহিষীগণকে শ্রীরাধার প্রকাশ বলা হইয়াছে এবং মহিষীগণের মধ্যে শ্রীরাধা অপেক্ষা কম শক্তির (সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির) বিকাশ বলিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীরাধার বৈভব বলা হইয়াছে। এইরূপে মহিষীগণ শ্রীরাধার বৈভব-প্রকাশ হইলেন। ইহাই মহিষীগণের তত্ত্ব।

পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-বিলাস, তাঁহার কান্তা লক্ষ্মীও শ্রীকৃষ্ণ-কান্তা শ্রীরাধার বৈভব-বিলাস। দ্বারকানাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন-শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ; তাঁহার মহিষীগণও শ্রীরাধার বৈভব-প্রকাশ। এইরূপে প্রদর্শিত হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ হইতে যেমন অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপগণের প্রকাশ, তদ্রূপ শ্রীরাধা হইতে তাঁহাদের কান্তাগণেরও অনুরূপভাবে প্রকাশ হইয়া থাকে।

কোনও কোনও গ্রন্থে দ্বিতীয় পয়ারার্দ্ধে, মহিষীগণের পরিচয়ে "বৈভব-প্রকাশ" স্থলে "বৈভব-বিলাস" পাঠ দৃষ্ট হয়। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থে (ঝামটপুরের গ্রন্থেও) "বৈভব-প্রকাশ" পাঠ দৃষ্ট হয় বলিয়া আমরা তাহাই গ্রহণ করিলাম। দ্বারকানাথ যখন শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ (বৈভব-প্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ। ২।২০।১৪৬॥), তখন দ্বারকা-মহিষীগণও শ্রীরাধার বৈভব-প্রকাশ হওয়াই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

প্রথম-পয়ারার্দ্ধের "বৈভব-বিলাস"-শব্দ সম্বন্ধেও একটু বক্তব্য আছে। বৈভব অপেক্ষা প্রাভবে ন্যূন-শক্তির বিকাশ; দেবকী-নন্দন অপেক্ষাও পরব্যোমাধিপতিতে ন্যূনশক্তির বিকাশ; দেবকী-নন্দন বৈভবরূপ, সুতরাং পরব্যোমাধিপতি প্রাভব-রূপ হওয়াই সঙ্গত; মধ্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে চতুর্ভুজ-রূপকে প্রাভব-বিলাসই বলা হইয়াছে (চতুর্ভুজ হৈলে নাম প্রাভব-বিলাস। ১৪৭।)। নারায়ণ প্রাভব-বিলাস হইলে তাঁহার কান্তা লক্ষ্মীও শ্রীরাধার বৈভব-বিলাস না হইয়া "প্রাভব-বিলাস" হওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদবশতঃই এই পয়ারে প্রাভব-বিলাস লিখিত হইয়া থাকিবে।

৬৮। এক্ষণে শ্রীরাধা ব্যতীত অন্যান্য ব্রজদেবীগণের তত্ত্ব বলিতেছেন। তাঁহারা শ্রীরাধারই কায়ব্যূহরূপা।

আকার-স্বভাব-ভেদে—আকারের ও স্বভাবের পার্থক্য অনুসারে। আকার অর্থ এস্থলে রূপ—মুখের ও অন্যান্য অবয়বের গঠন, বর্ণের বৈচিত্র্য ইত্যাদি। **ব্রজদেবীগণ**—শ্রীললিতাদি গোপসুন্দরীগণ। দেবী-অর্থ ক্রীড়া-পরায়ণা; যে সমস্ত গোপসুন্দরী শ্রীকৃষ্ণের সহিত কান্তাভাবের ক্রীড়া করিয়াছেন, ব্রজদেবী-শব্দে তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে। **কায়ব্যূহরূপ**—আবির্ভাব বা প্রকাশ; আদি-লীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ৪২শ পয়ারের টীকায় কায়ব্যূহ-শব্দের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য। **তাঁর**—শ্রীরাধার। **রসের কারণ**—রসপুষ্টির বা রসের বৈচিত্রী বিধানের নিমিত্ত। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতে জানা যায়—শ্রীরাধা বলিতেছেন—"আমিই ললিতাদেবী—অহঞ্চ ললিতাদেবী

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত-প্রকাশ ॥ ৬৯

তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব-রসভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে ॥ ৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রাধিকা যা চ গীয়তে ॥ ৪৪ । ৪৪০” ললিতার উপলক্ষণে, সমস্ত ব্রজদেবীগণই যে স্বরূপতঃ শ্রীরাধা, তাহাই এই প্রমাণবলে জানা গেল। শ্রীরাধা যখন সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী, কৃষ্ণকান্তাগণের মূল অংশিনী (১।৪।৬৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), তখন তিনিই যে বিভিন্ন ব্রজদেবী-রূপে অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন, ব্রজদেবীগণ যে তাঁহারই কায়ব্যূহ, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অসংখ্য প্রেয়সীর সঙ্গে লীলা করিতেছেন। তথাপি পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড বলিতেছেন—“গোপ্যৈকয়া বৃতস্তত্র পরিক্রীড়তি সর্ব্বদা।—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ একজন মাত্র গোপীর (শ্রীরাধার) সঙ্গে ক্রীড়া করেন। ৪৬।৪৬ ॥” এই উক্তি দ্বারা শ্রীরাধার সর্ব্বোৎকর্ষত্ব সূচিত হইতেছে এবং ইহাও সূচিত হইতেছে যে, অসংখ্য গোপীর সঙ্গে ক্রীড়াও একা শ্রীরাধার সঙ্গে ক্রীড়াই ; যেহেতু শ্রীরাধাই অনন্তগোপী-রূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস আস্বাদন করাইতেছেন। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলাদির সাফল্যে যেমন পরতত্ত্ববস্তুর লীলার সাফল্য—যেহেতু অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ স্বয়ংরূপেরই অংশ ; তদ্রূপ অনন্ত গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাতেই শ্রীরাধার সহিত লীলার সাফল্য; যেহেতু গোপীগণ শ্রীরাধারই অংশ। নারদ-পঞ্চ-রাত্র শ্রীরাধাকে “গোপীশা—গোপীদিগের ঈশ্বরী” বলিয়াছেন, (গোলোকবাসিনী গোপী গোপীশা গোপমাতৃকা। ২।৪।৫১) এবং গোপীদিগের দ্বারা সেবিতা বলিয়াছেন (গোপীভিঃ সুপ্রিয়াভিশ্চ সেবিতাং শ্বেতচামরৈঃ। ২।৪।১০); ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে, শ্রীরাধা গোপীদিগের অংশিনী। গোপমাতৃকা-শব্দের তাৎপর্য্যও তাহাই।

ব্রজদেবীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপ বা আবির্ভাব-বিশেষ ; রূপে ও স্বভাবে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে ; এক এক জনের মুখাদি অঙ্গের গঠন এক এক রকম, এক এক জনের অঙ্গের বর্ণও এক এক রকম ; এক এক জনের স্বভাবও এক এক রকম—কেহ ধীরা, কেহ প্রখরা, কেহ স্বপক্ষ, কেহ সুহৃৎপক্ষ, কেহ তটস্থপক্ষ, কেহ প্রতিপক্ষ ইত্যাদি। রসপুষ্টির নিমিত্ত শ্রীরাধাই এইরূপ বিচিত্র স্বভাব ও বিচিত্র রূপ বিশিষ্ট বহু গোপসুন্দরীরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন।

অংশিনী শ্রীরাধা হইতে কিরূপে লক্ষ্মীগণের, মহিষীগণের ও গোপীগণের বিস্তার হইল, ৬৬-৬৮ পয়ারে তাহা দেখান হইল।

৬৯। শ্রীরাধা বহু গোপীরূপে আত্মপ্রকট করিলেন কেন, বিশেষরূপে তাহার হেতু বলিতেছেন। বহু কান্তা ব্যতীত—শৃঙ্গার-রসের পুষ্টি সাধিত হইতে পারে না, বিশেষতঃ রাসলীলা সম্পাদিত হইতে পারে না বলিয়াই শ্রীরাধা বহু গোপসুন্দরীরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। রূপের, স্বভাবের এবং বৈদগ্ধ্যাদির বিচিত্রতা দ্বারা এই সমস্ত ব্রজসুন্দরীগণ শৃঙ্গার-রসের অনন্ত বৈচিত্রী উন্মেষিত করিয়া থাকেন। তাহাতেই রসের পুষ্টি সাধিত হয় এবং শৃঙ্গার-রসাত্মিকা লীলার সহায়তা হইয়া থাকে।

রসের উল্লাস—শৃঙ্গার-রসের অত্যধিক অভিব্যক্তি। **লীলার সহায় লাগি**—শৃঙ্গার-রসাত্মিকা লীলার আনুকূল্যার্থ। **বহুত প্রকাশ**—বহু কান্তারূপে (বহু ব্রজদেবীরূপে) শ্রীরাধার আত্মপ্রকট।

৭০। **তার মধ্যে**—বহু প্রকাশের মধ্যে। **নানা ভাব-রসভেদে**—বিবিধ ভাবের ও বিবিধ রসের ভেদ অনুসারে। **রাসাদিক লীলাস্বাদে**—রাসাদি-লীলারসের আস্বাদন।

ব্রজে শ্রীরাধা যে সমস্ত ব্রজদেবীরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, রূপে, স্বভাবে এবং রস-বৈদগ্ধ্যাদিতে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আছে ; এই সমস্ত বিচিত্র-বৈশিষ্ট্য দ্বারা কান্তারসের অনন্ত উৎস প্রসারিত করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে, রাসাদি-শৃঙ্গার-রসাত্মিকা লীলার অনন্ত রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইয়া থাকেন।

৬২ পয়ারোক্ত “ক্রীড়ার সহায় যৈছে” ইত্যাদি বাক্যের উপসংহার করা হইল। লীলানুরোধে শ্রীকৃষ্ণ যে যে

রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, শ্রীরাধাও সেই সেই রূপের অনুরূপ কান্তারূপে আত্ম-প্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-লীলার সহায়তা করিতেছেন । বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণরূপে (বিলাসরূপে) লীলা করিতেছেন, শ্রীরাধাও লক্ষ্মীরূপে (বিলাসরূপে) তাঁহার লীলার সহায়তা করিতেছেন। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশরূপে লীলা করিতেছেন, শ্রীরাধাও প্রকাশরূপে (মহিষীরূপে) সেই ধামে তাঁহার লীলার সহায়তা করিতেছেন। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে লীলা করিতেছেন, শ্রীরাধাও স্বয়ংরূপে এবং তাঁহার কায়ব্যূহরূপা ব্রজসুন্দরীগণরূপে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করিতেছেন—তাঁহাকে রাসাদি-লীলার রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইতেছেন। এইরূপে লক্ষ্মী-আদি ত্রিবিধ-কান্তাগণরূপেই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-লীলার সহায়তা করিতেছেন। বলা বাহুল্য, রসের পরম-উৎস-প্রসারিণী রাসাদি-লীলায় শ্রীরাধার স্বয়ংরূপের সহায়তা অপরিহার্য্য ; তাই ব্রজ ব্যতীত অন্যান্য ধামে রাসাদি লীলা নাই। রাস-শব্দের অর্থালোচনা করিলে তাহার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য এবং তাহাতে বহু কান্তার প্রয়োজনীয়তা কিঞ্চিৎ উপলব্ধ হইবে।

রাস—শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩৩।২ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন "রাসো নাম বহুনর্ত্তকীযুক্তো নৃত্য-বিশেষঃ—বহু-নর্ত্তকীযুক্ত নৃত্য-বিশেষকে রাস বলে ।" অর্থাৎ বহু নর্ত্তকীর একত্র নৃত্যবিশেষকেই রাস বলে। এই নৃত্যবিশেষ-সম্বন্ধে বৈষ্ণব-তোষণীকার বলেন—"নটৈ গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোন্যাত্তকরশ্রিয়াম্। নর্ত্তকীনাং ভবেদ্ রাসো মণ্ডলীভূয়ো নর্ত্তনম্ ॥—এক এক জন নর্ত্তক এক একজন নর্ত্তকীর কণ্ঠ ধারণ করিয়া আছেন, নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণ পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া আছেন—এমতাবস্থায় নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণের মণ্ডলাকারে নৃত্যকে রাস বলে।" ব্রজের রাস-লীলায় যত গোপী, শ্রীকৃষ্ণও ততরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া লীলা সম্পাদন করিয়াছেন ।

পূর্ব্বোক্ত অর্থ হইতে, রাসে বহু কান্তার প্রয়োজনীয়তা বুঝা গেল ।

রাস-লীলায় কিরূপে রসের উৎস প্রসারিত হয়, তাহাও বলা হইতেছে।

বৈষ্ণব-তোষণী বলেন, "রাসঃ পরম-রসকদম্ব-ময়ঃ ইতি যৌগিকার্থঃ—শ্রীভা, ১০।৩৩।৩ টীকা ॥" অর্থাৎ রাস পরম-রস-সমূহময় ; রাসে সমস্ত শ্রেষ্ঠ রসেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। মুখ্য রস পাঁচটী—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার ; আর গৌণরস সাতটী—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয় (মধ্য লীলার ১৯শ পরিচ্ছেদে এই সমস্ত রস-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য)। রাসে এই সমস্ত রসেরই উৎস প্রসারিত হয়। সকল রস অভিব্যক্ত হইলেও রাসে শৃঙ্গার-রসেরই প্রাধান্য—রাসলীলা-সম্বন্ধে শ্রীধরস্বামিচরণের "কন্দর্প-দর্পহা", "শৃঙ্গার-কথোপদেশেন" ইত্যাদি বাক্যই তাহার প্রমাণ। শৃঙ্গার-রসই অঙ্গী, অন্যান্য রস তাহার অঙ্গ বা পুষ্টিসাধক। শান্তাদি-রস সাধারণতঃ শৃঙ্গার-রসের বিরোধী হইলেও তাহারা যখন অঙ্গী শৃঙ্গার-রসের পুষ্টিসাধক হয়, তখন বিরোধী হয় না। কাব্য-প্রকাশও এই মতের অনুমোদন করেন। "স্মর্য্যমাণো বিরুদ্ধোঽপি সাম্যেনাথ বিবক্ষিতঃ। অঙ্গিন্যঙ্গত্বমাপ্তৌ যৌ তৌ ন দুষ্টৌ পরস্পরম্ ॥৭।২৭ কারিকা ॥" অপর বিরোধী রস যদি প্রধান রসের পুষ্টিকর হয়, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পর বিরোধ হয় না।

রাসে অন্যান্য সমস্ত রস শৃঙ্গার-রসের পুষ্টি-সাধক হইয়া থাকে। গোপালচম্পূ-গ্রন্থেও ইহার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায় ; "অথ ক্রমবশাদদ্ভুত-ভয়ানক-রৌদ্র-বীভৎস-বৎসল-করুণ-বীর-হাস্য-শান্ত-শৃঙ্গাররসাঃ শৃঙ্গারানুকূলতয়া যথাযোগ্যং রসয়িতুমাসাদিতাঃ। পূ, ২৭।৫৫ ॥—অনন্তর ক্রমে ক্রমে অদ্ভুত, ভয়ানক, রৌদ্র, বীভৎস, করুণ, বীর, হাস্য, শান্ত, এবং শৃঙ্গার-রস প্রত্যেকেই আপনাকে আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত শৃঙ্গার-রসের অনুকূলরূপে যথাযোগ্য ভাবে লীলা-শক্তি কর্ত্তৃক প্রকটিত হইয়াছিল ।" (গোপালচম্পূর পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে এই সমস্ত রসের অভিব্যক্তির দৃষ্টান্তও উল্লিখিত হইয়াছে।) উক্ত বচনে দাস্য ও সখ্যরসের উল্লেখ নাই ; তাহার হেতু এই যে, উল্লিখিত বৎসলাদি-রসের মধ্যেই দাস্য ও সখ্য অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছে, (তদ্ব্যতীত বৎসলাদির পুষ্টি অসম্ভব) ; তাই আর তাহাদের স্বতন্ত্র উল্লেখ করা হয় নাই। "অত্র দাস্য-সখ্যয়োরনুক্তেঃ বৎসলাদিষু তয়োঃ প্রবেশাৎ তে বিনা তেষাং পুষ্টির্ন স্যাৎ—উক্তবচনের টীকা ।"

গোবিন্দানন্দিনী রাধা—গোবিন্দ-মোহিনী।
গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব—সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি ॥ ৭১

তথাহি বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে—
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্ব-কান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শৃঙ্গার-রসের পূর্ণতম বিকাশ এবং তাহার অনুকূল ভাবে অন্যান্য সমস্ত রসের অভিব্যক্তি—ইহাই রাস-লীলার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য; ব্রজব্যতীত অন্য কোনও ধামে ইহা অসম্ভব এবং স্বয়ং শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য কোনও ধামের কান্তাগণের সাহচর্য্যেও এইরূপ বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি অসম্ভব।

৭১। "কৃষ্ণেরে করায় যৈছে" ইত্যাদি ৬২ পয়ারোক্ত বাক্যের সারার্থ ব্যক্ত করিতেছেন।

গোবিন্দানন্দিনী—শ্রীগোবিন্দের আনন্দ-বিধায়িনী (রাধা)। শ্রীকৃষ্ণকে রসাস্বাদন করায়েন বলিয়া, তাঁহার ক্রীড়ার সহায়কারিণী বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ সুখের সম্পাদিকা বলিয়া শ্রীরাধা গোবিন্দানন্দিনী। **গোবিন্দ-মোহিনী**—শ্রীগোবিন্দের মোহ-সম্পাদিকা। রূপে-গুণে, সৌন্দর্য্যে-মাধুর্য্যে, বিলাস-বৈদগ্ধ্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে মোহিত করেন বলিয়া শ্রীরাধা গোবিন্দ-মোহিনী। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিতে সমস্ত জগৎ মোহিত হয়; এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার রূপ-গুণাদিতে মোহিত হইয়া থাকেন। **গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব**—শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ সম্পত্তি-তুল্যা (শ্রীরাধা)। সর্ব্ববিধ সম্পত্তি একই সময়ে লাভ করিলে লোকের যেরূপ আনন্দ হয়, শ্রীরাধার সঙ্গলাভে শ্রীকৃষ্ণের তদপেক্ষাও বহুগুণ আনন্দ জন্মিয়া থাকে; আবার সর্ব্বস্ব অপহৃত বা বিনষ্ট হইলে লোকের যে পরিমাণ দুঃখ জন্মে, শ্রীরাধার বিরহেও শ্রীকৃষ্ণের তদপেক্ষা বহুগুণ দুঃখের উদয় হয়। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, এমন কি আত্মপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াও যদি শ্রীরাধার সঙ্গলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন। এ সমস্ত কারণে শ্রীরাধাকে গোবিন্দের সর্ব্বস্ব বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ; আনন্দরূপে, আনন্দ-বৈচিত্রীময় রসরূপে তিনি পরম আস্বাদ্য—তাঁর নিজের নিকটেও আস্বাদ্য এবং তাঁর ভক্তদের নিকটেও আস্বাদ্য। কিন্তু হ্লাদিনীর সহায়তাব্যতীত এই আস্বাদন সম্ভব নয়। আবার তিনি রসিকশেখর, ভক্তদের প্রেমরস-আস্বাদনের নিমিত্ত এবং ভক্তদিগকে স্বীয় মাধুর্য্যরস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত তিনি লীলাবিলাসী—লীলাপুরুষোত্তম; কিন্তু হ্লাদিনীর সহায়তাব্যতীত তাঁহার নিজের এবং ভক্তদের পক্ষেও এজাতীয় আস্বাদন সম্ভব নয়। "হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন। হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥ ১।৪।৫৩॥" এই হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রীই হইলেন শ্রীরাধা। হ্লাদিনী ব্যতীত শ্রীগোবিন্দের আনন্দস্বরূপত্ব, রসস্বরূপত্ব, রসিকশেখরত্ব, লীলাপুরুষোত্তমত্ব, ভক্তবৎসলত্ব, অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময়ত্বাদি অনুভূত হইতে—সার্থকতা লাভ করিতে—পারে না বলিয়াই হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধাকে গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব বলা হইয়াছে।

সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি—শ্রীকৃষ্ণের কান্তাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ এবং ব্রজদেবীগণ—এই সমস্তের মধ্যে রূপ-গুণ-বৈদগ্ধ্যাদি সর্ব্ববিষয়ে শ্রীরাধা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। সর্ব্ববিধ কান্তাগণের অংশিনী বলিয়াও তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৫।৬৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে "দেবী কৃষ্ণময়ী" ইত্যাদি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। রাধিকা (শ্রীরাধা) দেবী, কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, পরা [চ] প্রোক্তা।

অনুবাদ। শ্রীরাধিকা দেবী, তিনি কৃষ্ণময়ী, তিনি পরদেবতা, তিনি সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, তিনি সম্মোহিনী এবং তিনি পরা—এইরূপই তিনি কথিত হয়েন। ১৩।

গ্রন্থকার নিজেই পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে (৭২-৮২ পয়ারে) তাই এস্থলে আর স্বতন্ত্রভাবে শব্দ-ব্যাখ্যা দেওয়া হইল না।

অস্যার্থঃ

দেবী কহি—দ্যোতমানা পরম-সুন্দরী। | কিম্বা কৃষ্ণ-পূজা-ক্রীড়ার বসতি নগরী ॥৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই শ্লোকে "রাধিকা" শব্দ বিশেষ্য, আর "দেবী" আদি শব্দ রাধিকার মহিমাজ্ঞাপক বিশেষণ। শ্লোকোক্ত "দেবী"-শব্দ পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত "গোবিন্দানন্দিনী"-শব্দের, "সম্মোহিনী" শব্দ "গোবিন্দ-মোহিনী"-শব্দের, "সর্ব্বকান্তি"-শব্দ "গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব"-শব্দের এবং "সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী"-শব্দ "সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি"-শব্দের প্রমাণ।

পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডেও অনুরূপ একটী শ্লোক আছে। "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীস্বরূপা সা কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী ॥৫০।৫৩॥"

৭২। শ্লোকোক্ত "দেবী"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। দিব্-ধাতু হইতে "দেবী" শব্দ নিষ্পন্ন। দিব্-ধাতুর অর্থ প্রীতি, জিগীষা, ইচ্ছা, পণ, ব্যবহারকরণ, দ্যুতি, ক্রীড়া, গতি (শব্দ-কল্পদ্রুম)। জিগীষা, ইচ্ছা, আপণ (দোকান), দ্যুতি, ক্রীড়া, গতি (কবিকল্পদ্রুম)। এই সকল অর্থের মধ্যে গ্রন্থকার কেবল দ্যুতি, ক্রীড়া, প্রীতি এবং আপণ অর্থ গ্রহণ করিয়া দেবী-শব্দের অর্থ করিতেছেন।

দেবী কহি দ্যোতমানা—দেবী-শব্দের অর্থ দ্যোতমানা; এস্থলে দিব্-ধাতুর দ্যুতি অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। দীব্যতি দ্যোততে ইতি দেবী। **দ্যোতমানা**—দ্যুতিশালিনী, জ্যোতির্ম্ময়ী; স্বীয় রূপের জ্যোতিতে দীপ্তিশালিনী। **পরম-সুন্দরী**—স্বীয়-রূপের জ্যোতিতে দীপ্তিশালিনী বলিয়া পরম-সুন্দরী, অত্যন্ত সুন্দরী। ইহা হইল দেবী-শব্দের একটী অর্থ। দ্বিতীয় পয়ারার্দ্ধে অন্য অর্থ করিতেছেন। **কিম্বা**—অথবা; অন্যরূপ অর্থ করার উপক্রম করিতেছেন। **পূজা**—যাঁহার পূজা করা হয়, তাঁহার প্রীতিবিধানই পূজার তাৎপর্য্য; তাহা হইলে পূজা-অর্থ প্রীতি বা সন্তোষই বুঝায়। (দিব্-ধাতুর প্রীতি-অর্থে পূজা হয়)। **ক্রীড়া**—খেলা, লীলা; (দিব্-ধাতুর ক্রীড়া অর্থে)। **বসতি**—বাসস্থান। **নগরী**—নানাজাতীয় বহু লোকের বাসস্থান এবং নানাবিধ শিল্প-বাণিজ্যের স্থানকে নগর বা নগরী বলে; নগরে বহু প্রকারের প্রাসাদাদিও থাকে (দিব্-ধাতুর আপণ—দোকান—অর্থ)। **কৃষ্ণ-পূজা-ক্রীড়ার বসতি নগরী**—ইহা দেবী-শব্দের অন্যরূপ অর্থ; ইহার তাৎপর্য্য এই:—শ্রীরাধা দেবী অর্থাৎ নগরী, নগরতুল্যা—যে নগরীতে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষের (পূজার) এবং ক্রীড়ার নানাবিধ উপকরণ অবস্থিত। মহাভাবময়ী শ্রীরাধাতে কিলকিঞ্চিতাদি নানাবিধ ভাব, মান-প্রণয়াদি নানাবিধ প্রেম-বৈচিত্রী, রূপ-গুণাদিরও অসংখ্য বৈচিত্রী বিদ্যমান; ইহাদের প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির (পূজার) হেতু; পূজার নানাবিধ উপকরণ যেমন নগরের দোকানসমূহে পাওয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির হেতুভূত নানাবিধ বস্তু শ্রীরাধাতে পাওয়া যায়; তাই শ্রীরাধাকে কৃষ্ণ-পূজার বসতি-নগরী বলা হইয়াছে। আবার রাসাদি-লীলায় যে সমস্ত বৈদগ্ধ্যাদির প্রয়োজন, সে সমস্তও একমাত্র শ্রীরাধাতেই পূর্ণরূপে বিরাজিত—শ্রীরাধা রাসাদি-ক্রীড়ার অপরিহার্য্য-গুণাবলির বসতিস্থল; তাই শ্রীরাধাকে কৃষ্ণ-ক্রীড়ার বসতি-নগরী বলা হইয়াছে—নগরে যেমন লোকের চিত্ত-বিনোদন-ক্রীড়নকাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, শ্রীরাধাতেও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত-বিনোদন-ক্রীড়াদির উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বিরাজিত। আরও—নগরে যেমন নানাজাতীয় বহুলোকের সমাবেশ দৃষ্ট হয়, ঐ সমস্ত লোকই নগরের শোভা বৃদ্ধি করে, নগরের দোকানাদিতে পণ্য-দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়াদি করে, তাঁহারাও যেমন নগরেরই অঙ্গীভূত; তদ্রূপ শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপ সখীগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানার্থ শ্রীরাধারই সহায়কারিণী, যেন তাঁহারই অঙ্গীভূতা; নানাজাতীয় লোকের সমাগমে নগর যেমন বিচিত্রতা ধারণ করে, নানাজাতীয় ভাবযুক্তা সখীগণের দ্বারাও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির বৈচিত্রী-সম্পাদিত হইয়া থাকে।

অথবা, দীব্যতি ক্রীড়তি অস্যামিতি দেবী, দিব্-ধাতুর ক্রীড়া-অর্থ গ্রহণ করিলে, যাহাতে ক্রীড়া করা যায়, তাহাকে দেবী বলা যাইতে পারে। গ্রাম অপেক্ষা নগরীতেই ক্রীড়ার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য সমধিকরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে;

'কৃষ্ণময়ী'—কৃষ্ণ যার ভিতরে-বাহিরে।
যাহাঁ-যাহাঁ নেত্র পড়ে তাহাঁ কৃষ্ণ স্ফুরে ॥ ৭৩

কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥ ৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা।

সুতরাং নগরীকেও দেবী বলা যায়। দেবী—নগরী। শ্রীরাধাকে দেবী বলা হইয়াছে; সুতরাং শ্রীরাধা হইলেন ক্রীড়ার স্থানরূপা নগরী। কাহার ক্রীড়ার স্থান? শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার স্থান; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাতে ক্রীড়া করেন বলিয়া শ্রীরাধাকে নগরী বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির (পূজার) এবং (অপূর্ব্ব-বিলাসাদিময়ী) ক্রীড়ার বসতি (স্থান)-রূপা নগরী (দেবী) বলিয়া শ্রীরাধাকে কৃষ্ণ-পূজা-ক্রীড়ার বসতি-নগরী বলা হইয়াছে।

এই পয়ার হইতে জানা গেল—শ্রীরাধা দেবী; তাই তিনি তাঁহার অসামান্য রূপের জ্যোতিতে দীপ্তিমতী এবং তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার সখীগণ সমভিব্যাহারে তিনি নানাবিধ বৈচিত্রীপূর্ণ-ক্রীড়া দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন; অধিকন্তু, তাঁহার রূপলাবণ্য এবং বৈদগ্ধ্যাদি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাতে অপূর্ব্ব ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এই প্রকারে তিনি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধান করেন বলিয়া তিনি গোবিন্দানন্দিনী। সুতরাং শ্লোকস্থ "দেবী" শব্দ হইল পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত "গোবিন্দানন্দিনী" শব্দের প্রমাণ।

৭৩। "কৃষ্ণময়ী"-শব্দের অর্থ করিতেছেন, দুই পয়ারে। কৃষ্ণ-শব্দের উত্তর প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় করিয়া কৃষ্ণময়ী-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কৃষ্ণময়ী-শব্দের তাৎপর্য্য—কৃষ্ণের প্রচুরতা; শ্রীরাধার দৃষ্ট বা অনুভূত বস্তুর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণেরই প্রাচুর্য্য; ইহাই ব্যক্ত করিতেছেন। **কৃষ্ণ যাঁর ইত্যাদি**—শ্রীরাধার ভিতরেও কৃষ্ণ, বাহিরেও কৃষ্ণ। "ভিতরে কৃষ্ণ" বলার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি যদি চক্ষু মুদিয়া থাকেন, তাহা হইলেও হৃদয়ে তাঁহার চিত্ত-চোর কৃষ্ণকে দেখেন, কৃষ্ণের সঙ্গ-সুখাদিই অনুভব করেন। "বাহিরে কৃষ্ণ" বলার তাৎপর্য্য এই যে, **যাঁহা যাঁহা নেত্র ইত্যাদি**—চক্ষু মেলিয়া বাহিরে তিনি যাহা কিছু দেখেন, তৎসমস্তেই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি উদ্দীপিত (স্ফুরিত) হয়। তমালবৃক্ষের প্রতি বা নবমেঘের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের কথা স্মরণ হয়; ইন্দ্রধনুর প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, শ্রীকৃষ্ণের চূড়ার ময়ূরপুচ্ছের কথা স্মরণ হয়; আকাশে বক-পংক্তি দেখিলে কৃষ্ণবক্ষস্থ মুক্তামালার কথা স্মরণ হয়; পুষ্পবৃক্ষের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোবিলম্বিত পুষ্পমালার কথা স্মরণ হয়; গোবৎসের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণের কথা স্মরণ হয়; দধি-দুগ্ধ-ক্ষীর-নবনীতাদির প্রতি দৃষ্টি পড়িলে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনের কথা স্মরণ হয়; ইত্যাদিরূপে যে কোনও বস্তুই শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি উদ্দীপিত করিয়া থাকে। অথবা, বাহিরেও সর্ব্বত্রই তিনি কৃষ্ণকে দেখেন।

৭৪। কৃষ্ণময়ী-শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিতেছেন। এস্থলে, কৃষ্ণ-শব্দের উত্তর স্বরূপার্থে ময়ট্ প্রত্যয় করা হইয়াছে। তাহাতে কৃষ্ণময়ী-শব্দের অর্থ হইল কৃষ্ণ-স্বরূপা; তাহাই ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন। **প্রেমরসময় ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময় এবং রসময়, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ; প্রেম এবং রসের দ্বারাই যেন তাঁহার অঙ্গ গঠিত। **তাঁর শক্তি**—শ্রীকৃষ্ণের শক্তি; এস্থলে শ্রীরাধাকেই শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলা হইয়াছে। তিনি মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। **তাঁর সহ হয় একরূপ**—শ্রীকৃষ্ণের সহিত (শ্রীরাধা) একরূপ হয়েন। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বশতঃ শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন বলিয়া শ্রীরাধার স্বরূপও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ হইতে অভিন্ন; শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রেমরসময়, শ্রীরাধাও তদ্রূপ প্রেমরসময়ী, সুতরাং শ্রীরাধা কৃষ্ণস্বরূপা (অর্থাৎ প্রেমরসময়-স্বরূপা), তাই তিনি কৃষ্ণময়ী।

শ্রীরাধিকা (এবং কৃষ্ণকান্তাব্রজসুন্দরীগণ সকলেই) যে প্রেমরসময়ী এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি, ব্রহ্মসংহিতা হইতেও তাহা জানা যায়। "আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫।৩৭ ॥" শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অভেদত্বসম্বন্ধে পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড বলেন—"নৈতয়োর্বিদ্যতে ভেদঃ স্বল্পোঽপি মুনিসত্তম ॥ ৫০।৫৫ ॥"

কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে ॥ ৭৫

তথাহি (ভাঃ ১০।৩০।২৮)—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পাদচিহ্নৈরেব তাং শ্রীবৃষভানুনন্দিনীং পরিচিত্যান্তরাশ্বস্তা বহুবিধগোপীজনসঙ্ঘট্টে তত্র বহিরপরিচয়মিবাভিনয়ন্ত্যাস্তস্যাঃ সুহৃদস্তন্নাম-নিরুক্তিদ্বারা তস্যাঃ সৌভাগ্যং সহর্ষমাহুঃ অনয়ৈব নূনমিতি নিশ্চয়ে। হরির্ভক্তজনদুঃখহর্ত্তা, ভগবান্নারায়ণঃ, ঈশ্বরো ভক্তাভীষ্টদানসমর্থঃ আরাধিতঃ নত্বস্মাভিঃ যতো নো বিহায়েত্যাদি। ততশ্চ রাধয়তি ইতি রাধেতি নাম ব্যক্তীবভূবেতি। মুনিঃ প্রযত্নেন তদীয়নামাপ্যধাৎ পরং কিন্তু তদাস্যচন্দ্রাৎ স্বয়ং নিরেতি স্ম। কৃপা তু তস্যাঃ সৌভাগ্যভের্য্যা ইব বাদনার্থম্। যদ্বা হে অনয়াঃ। অতিমহীয়স্যা তয়া সহ বৃথৈব সাম্যাহঙ্কারাদনীতিমত্যঃ, নূনং হরিরয়ং রাধিতঃ রাধামিতঃ প্রাপ্তঃ শকন্ধ্বাদিত্বাৎ পররূপম্। ভগবান্ সুন্দরঃ কামাতুরঃ স্বকীর্ত্তিপ্রখ্যাপকো বা "ভগং শ্রীকাম-মাহাত্ম্য-বীর্য্য-যত্নার্ককীর্ত্তিষিত্যমরঃ।" ঈশ্বরঃ যুষ্মান্ বঞ্চয়িতুং সমর্থঃ, যৎ যস্মাৎ নো সুন্দরীর্বিহায় গোবিন্দঃ গাস্তস্যা ইন্দ্রিয়াণি রমণার্থং বিন্দতি বিন্দয়তীতি বা সঃ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ১৪ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৫। এক্ষণে শ্লোকোক্ত "রাধিকা"-শব্দের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। রাধ্-ধাতু হইতে রাধিকা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। রাধ্ ধাতুর অর্থ আরাধনা। যে রমণী আরাধনা করেন, তিনি রাধিকা। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিতেই সমস্ত আরাধনার পর্য্যবসান ও সার্থকতা ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের বাসনা-পূরণদ্বারা যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করেন, তাঁহার আরাধনাই সার্থক এবং তাদৃশী রমণীই আরাধিকা বা রাধিকা। ইহাই ব্যক্ত করিতেছেন। **কৃষ্ণ-বাঞ্ছা-পূর্ত্তি**—শ্রীকৃষ্ণের বাসনার পরিপূরণ। কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ **আরাধনা** করেন বলিয়া তাঁহার নাম রাধিকা ; শ্রীকৃষ্ণের বাসনার পূর্ত্তিই (বা পূরণই) যাঁহার আরাধনা। অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া যে কার্য্যকে অবলম্বন করা যায়, তাহাই আরাধনা। সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ পূর্ণ করাকেই অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের বাসনা-পূরণই তাঁহার আরাধনা। শ্রীরাধা এইরূপ আরাধনা করেন বলিয়াই তাঁহার নাম আরাধিকা বা রাধিকা। **অতএব**—কৃষ্ণ-বাসনা-পূরণ রূপ আরাধনা করেন বলিয়া **রাধিকা নাম** ইত্যাদি—তাঁহার নাম "রাধিকা" বলিয়া পুরাণ-শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে শ্রীমদ্ ভাগবত-পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া এই উক্তি সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। অনয়া (এই রমণী কর্ত্তৃক) হরিঃ (ভক্তজন-দুঃখ-হরণকারী) ঈশ্বরঃ (ভক্তাভীষ্টদান-সমর্থ) ভগবান্ (শ্রীনারায়ণ) নূনং (নিশ্চিত) আরাধিতঃ (আরাধিত হইয়াছেন)। যৎ (যেহেতু) গোবিন্দঃ (গোবিন্দ—শ্রীকৃষ্ণ) প্রীতঃ (প্রীত) [সন্] (হইয়া) নঃ (আমাদিগকে) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) যাং (যে রমণীকে) রহঃ (গোপনীয় স্থানে) অনয়ৎ (আনয়ন করিয়াছেন)।

অথবা, হে অনয়াঃ (হে অতিমহীয়সী সেই রমণীর সহিত সাম্যজ্ঞান-রূপ অহঙ্কার-বশতঃ প্রেম-নীতি-জ্ঞান-শূন্যা)! ভগবান্ (সুন্দর, কামাতুর) ঈশ্বরঃ (তোমাদিগকে বঞ্চনা করিতে সমর্থ) [অয়ং] (এই) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণ) নূনং (নিশ্চিতই) রাধিতঃ (রাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন); যৎ (যেহেতু) নঃ (আমাদিগকে—আমাদের ন্যায় সুন্দরীদিগকে) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) গোবিন্দঃ (গোবিন্দ—ইন্দ্রিয় সমূহের রমণকারী ; সেই রাধার ইন্দ্রিয়-সমূহের রমণার্থ) প্রীতঃ (প্রীত) [সন্] (হইয়া) যাং (যে রাধাকে) রহঃ (নিভৃত স্থানে) অনয়ৎ (আনয়ন করিয়াছেন)।

অনুবাদ : এই রমণীকর্ত্তৃক ভক্তজন-দুঃখ-হর্ত্তা এবং ভক্তজনের অভীষ্ট-বস্তু-প্রদানে সমর্থ ভগবান্ শ্রীনারায়ণ নিশ্চিতই আরাধিত হইয়াছেন। যেহেতু, গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণ গোকুলের ইন্দ্র বলিয়া সেই রমণীর ও আমাদের পক্ষে তুল্য

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইলেও তাঁহার প্রতি) প্রীত হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদের অগম্য নিভৃত স্থানে তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছেন।

অথবা, হে অনয়াগণ ! (অতিমহীয়সী সেই রমণীর সহিত বৃথাই সাম্যাভিমান-পোষণ-কারিণী প্রেম-নীতি-জ্ঞান-শূন্যা রমণীগণ !) তোমাদিগের বঞ্চনে সমর্থ (ঈশ্বর), এবং সুন্দর বা কামাতুর (ভগবান্) এই হরি নিশ্চিতই রাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ; যেহেতু, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই রমণীর (রাধার) ইন্দ্রিয়-সমূহের রমণার্থ গোবিন্দ প্রীতমনে তাঁহাকে নিভৃত স্থানে আনয়ন করিয়াছেন।

এই শ্লোকটী শ্রীরাধার পক্ষীয় সখীগণের উক্তি। শারদীয়-রাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসমণ্ডলী হইতে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন, তখন তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া সমস্ত গোপসুন্দরীগণ তাঁহার অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা সকলে বনের এক অতি নিভৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে তাঁহারা মৃত্তিকায় শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিলেন ; শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন তাঁহাদের সকলেরই পরিচিত, তাই তাঁহারা চিনিতে পারিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থানে আরও কতকগুলি লঘু—সুতরাং রমণীর—পদচিহ্ন দেখা গেল ; কিন্তু ঐ পদচিহ্নগুলি কাহার, তাহা সকলে চিনিতে পারিলেন না ; শ্রীরাধার পক্ষীয় সখীগণ শ্রীরাধার পদচিহ্ন চিনেন, তাই কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ পদচিহ্নগুলি শ্রীরাধারই ; পদচিহ্নের একত্রাবস্থিতি দ্বারা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহাদের প্রাণ-প্রিয়তমা শ্রীরাধাও আছেন, শ্রীরাধাকে লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীরাধার সৌভাগ্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহারা মনে মনে আশ্বস্ত ও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কিন্তু শ্রীরাধার বিপক্ষ-পক্ষীয়া (চন্দ্রাবলীর পক্ষীয়া) এবং তটস্থ-পক্ষীয়া যে সমস্ত গোপবনিতা সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন, শ্রীরাধার পদচিহ্ন চিনেন না বলিয়া তাঁহারা কেহই এই রহস্য বুঝিতে পারিলেন না—কোনও ভাগ্যবতী রমণী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ-লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছে, ইহাই তাঁহারা বুঝিলেন ; কিন্তু সেই ভাগ্যবতীটী কে, তাহা তাঁহারা জানিতে পারিলেন না ; শ্রীরাধার পক্ষীয় সখীগণও তাহা ব্যক্ত করিলেন না ; কিন্তু মনের আনন্দাতিশয্যে সেই ভাগ্যবতী রমণীর (শ্রীরাধার) সৌভাগ্য-বর্ণনের লোভও তাঁহারা সম্বরণ করিতে পারিলেন না ; তাই শ্রীরাধার নামটী ভঙ্গিক্রমে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাঁহারা (শ্রীরাধার পক্ষীয় সখীগণ) তাঁহার সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া বলিলেন—"অনয়া রাধিতো নূনং" ইত্যাদি। শ্রীরাধার সৌভাগ্য-বর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে কৌশলক্রমে বিপক্ষীয়-গণের দুর্ভাগ্যেরও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যাহা হউক, একাধিক রূপে এই শ্লোকটীর অর্থ করা যায়। ক্রমশঃ তাহা ব্যক্ত করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ—হরি, ঈশ্বর ও ভগবান্ এই তিনটী শব্দে শ্রীনারায়ণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে গোপসুন্দরীদিগের শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় প্রেম, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না ; ঈশ্বর বলিতে তাঁহারা সাধারণতঃ শ্রীনারায়ণকেই বুঝেন ; নারায়ণই নরলীলার ব্রজবাসীদিগের উপাস্য ভগবান্ ; তাই সমস্ত ব্রজবাসীদিগের ন্যায় গোপসুন্দরীগণও মনে করেন, শ্রীনারায়ণের কৃপাতেই লোকের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। তাই, তাঁহারা মনে করিলেন, ভগবান্ শ্রীনারায়ণ তাঁহার ভক্তগণের সর্ব্ববিধ দুঃখ হরণ করিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহার একটী নামও হরি ; আবার তিনি ঈশ্বরও বটেন। সুতরাং তাঁহার ভক্তগণের অভীষ্ট দান করিতেও তিনি সমর্থ।

শ্রীরাধার পক্ষীয় সখীগণ বলিলেন, "যে ভাগ্যবতী রমণীটীর পদচিহ্ন শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সহিত দৃষ্ট হইতেছে, আমাদের মনে হইতেছে—সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বাসনা-পূরণের যোগ্যতা ও সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে তিনি নিশ্চয়ই ভগবান্ শ্রীনারায়ণের আরাধনা করিয়াছিলেন ; তাঁহার আরাধনায় তুষ্ট হইয়াই শ্রীনারায়ণ—যোগ্যতার অভাবের আশঙ্কা করিয়া সেই রমণী যে দুঃখ অনুভব করিতেছিলেন—তাহা দূর করিয়াছেন (তাহা তিনি করিতে পারেন, যেহেতু তিনি হরি), এবং সেই রমণীর অভীষ্টও দান করিয়াছেন (তাহাও তিনি পারেন, যেহেতু তিনি ঈশ্বর) এবং সেই রমণীর প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের মনেও সেই রমণীর প্রতি সমধিক প্রীতি ও অনুরাগের উদ্রেক করিয়াছেন (ঈশ্বর বলিয়া ন্যরায়ণ ইহাও করিতে সমর্থ)।" এইরূপ অনুমানের হেতুও তাঁহারা বলিতেছেন ;

তাহা এই :—"দেখ, শ্রীকৃষ্ণকে সকলেই গোবিন্দ বলে ; তাহার হেতুও আছে ; সমস্ত গোকুলের পালনকর্ত্তা বলিয়া তিনি গোকুলের ইন্দ্র। তাই তাঁহাকে গোবিন্দ বলা হয়। গোকুলের ইন্দ্র বলিয়া গোকুলবাসী সকলের প্রতিই তাঁহার সমদৃষ্টি স্বাভাবিক ; এ পর্য্যন্ত আমরা তাহার ব্যতিক্রমও সাধারণতঃ দেখি নাই ; তাঁহার পক্ষে ইহা সম্ভবও নয়—সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভগবান্ নারায়ণ ব্যতীত অপর কেহও তাঁহার এই সমদর্শিতার ব্যতিক্রম ঘটাইতেও পারেন বলিয়া মনে হয় না। এক্ষণে তাঁহার সমদর্শিতার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে—আমরা সকলে একসঙ্গে রাসস্থলীতে নৃত্য করিতেছিলাম ; কিন্তু অন্য সকলকে—যদিও তাঁহারা সকলেই সুন্দরী, সকলেই নবযুবতী, তথাপি অন্য সকলকে—সেই রাসস্থলীতেই পরিত্যাগ করিয়া, সেই গোবিন্দ কেবল এই ভাগ্যবতী রমণীটীকেই সঙ্গে লইয়া বনস্থলীর এমন এক নিভৃত প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, যেস্থানে অপর কাহারও আসা প্রায় অসম্ভব। তাই বলিতেছি, ঈশ্বর নারায়ণের শক্তি ব্যতীত গোবিন্দের চিত্তে এতাদৃশ পক্ষপাতিত্ব জন্মিতে পারে না, এবং সেই রমণীটীর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়াই নারায়ণ এইরূপ করিয়াছেন। গোবিন্দ-সেবার অভিপ্রায় হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমরা কেহ নারায়ণের আরাধনা করি নাই ; তাই আমাদের কাহারই শ্রীগোবিন্দকর্ত্তৃক নিভৃতস্থানে আনীত হওয়ার সৌভাগ্য ঘটে নাই।" এ স্থলে ইঙ্গিতে বলা হইল যে, আমাদের সখী শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রীতির পাত্রী, সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যবতী—অপর কোনও রমণীই—(শ্লেষে, শ্রীরাধার বিরুদ্ধপক্ষীয় রমণীগণ)—শ্রীকৃষ্ণের তদ্রূপ প্রীতির পাত্রী নহেন, তদ্রূপ সৌভাগ্যবতীও নহেন।

যিনি আরাধনা করেন, সেই রমণীই রাধিকা ; ইহাই রাধিকা-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। এই শ্লোকে "অনয়ারাধিত" ইত্যাদি-বাক্যে কৌশলক্রমে রাধিকার নামও বলা হইল। বিরুদ্ধপক্ষীয় গোপীগণ উপস্থিত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ঈর্ষোদ্রেকের আশঙ্কায় স্পষ্টরূপে শ্রীরাধার নাম বলা হয় নাই।

সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বাসনা-পূরণের যোগ্যতা লাভের উদ্দেশ্যেই শ্রীভানুনন্দিনী নারায়ণের আরাধনা করিয়াছিলেন ; সুতরাং কৃষ্ণ-বাঞ্ছাপূর্ত্তিই তাঁহার আরাধনের বিষয় ; অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণ-বাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ আরাধনাই করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাম রাধিকা হইয়াছে। এইরূপে এই শ্লোকটী পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের সমর্থনই করিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ—হরি, ঈশ্বর ও ভগবান্ এই তিনটী শব্দেই শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ; তবে শব্দত্রয়ের অর্থের বৈশিষ্ট্য আছে। হরি-অর্থ সকলের মন প্রাণ হরণ করেন যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণ। ঈশ্বর অর্থ—যিনি (বঞ্চনায়) সমর্থ। ভগবান্ অর্থ সুন্দর বা কামাতুর। অমরকোষের মতে ভগ-অর্থ সৌন্দর্য্যও হয়, কামও হয় ; ভগ অর্থাৎ সৌন্দর্য্য বা কাম আছে যাঁহার, তিনিই ভগবান্ অর্থাৎ সুন্দর বা কামাতুর অথবা উভয়ই। অনয়াঃ ও রাধিতঃ শব্দদ্বয়ের সন্ধিতে "অনয়ারাধিত"হইয়াছে—এইরূপই মনে করা যাইতেছে। রাধিত-শব্দের অর্থ এ স্থলে আরাধিত নহে ; রাধিত—রাধাকে ইত অর্থাৎ প্রাপ্ত। হরি রাধিত হইয়াছেন, অর্থাৎ রাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনয়া-শব্দের অর্থ নীতিজ্ঞানহীনা।

শ্রীরাধার পক্ষীয় কোনও গোপী অন্যান্য গোপীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"হে অনয়াঃ! হে নীতিজ্ঞান-হীন-রমণীগণ! যে রমণীকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছেন, তোমরা মনে করিতেছ, তোমরা সেই রমণীর তুল্য ; তোমাদের এতাদৃশ অভিমান সম্পূর্ণরূপে বৃথা ; এই বৃথা অভিমানে মত্ত হইয়া আছ বলিয়াই তোমরা প্রেমের নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। প্রকৃত কথা বলি শুন। সকলেই জান, শ্রীকৃষ্ণ পরমসুন্দর ; তাঁহার সৌন্দর্য্য দ্বারাই তিনি আমাদের সকলের চিত্ত অপহরণ করিয়াছেন, তাঁহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াই কুলবতী হইয়াও আমরা নিশিথে এই নিভৃত অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ইহাও তোমরা জান—তিনি অত্যন্ত কামাতুর—প্রেম-পিপাসু (কাম—প্রেম, গোপরামা-গণের প্রেমকেই কাম বলা হয়। প্রেমৈব গোপরামাণাং প্রেম ইত্যগমং প্রথাম্। ভ, র, সি, পূ। ২।১৪৩) ; সুতরাং আমরা শতকোটি গোপী রাসস্থলীতে সমবেত হইলেও যাঁহাদ্বারা তাঁহার কামাতুরতা সম্যক্রূপে দূরীভূত হইতে পারিবে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন, তাঁহাকে লইয়াই তিনি অন্তর্হিত হইয়া স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত এই নিভৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীরাধাব্যতীত আমাদের মধ্যে আর কাহারও এরূপ যোগ্যতা নাই—যাহাতে কামাতুর

অতএব সর্ব্ব-পূজ্যা পরম দেবতা। | সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা ॥ ৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের কাম-নির্ব্বাপণ হইতে পারে (শত কোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ। ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ। ২।৮।৮৮)। হরি শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই রাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন (রাধিত হইয়াছেন); তাই তাঁহাকে লইয়া এই নিভৃত স্থানে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গ-সুখ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন; বঞ্চন-বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট সামর্থ্য আছে (যেহেতু এ বিষয়ে তিনি ঈশ্বর), তাই যখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি রাধার সহিত মিলিত হইলেন, আমরা কেহই তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই। শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কত অধিক প্রীতি, এক্ষণে তোমরা তাহা সহজেই বুঝিতে পার; এত প্রীতি কি তোমাদের প্রতি আছে? (বিরুদ্ধপক্ষীয় গোপীগণকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিতেছেন) যদি থাকিত, তাহা হইলে কৃষ্ণ তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত করিতেন না। অথচ, তোমরা মনে কর, তোমরা রাধার তুল্য! তোমাদের অভিমান সম্পূর্ণরূপেই বৃথা। প্রেমের রীতিই এই যে, অন্য সকলকে ত্যাগ করিয়া প্রিয়ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়াকে লইয়া একান্তে গমন করেন—পরস্পরের প্রেমাস্বাদনের উদ্দেশ্যে। বৃথা অভিমানে মত্ত হইয়া তোমরা এই প্রেমরীতির কথা মনেও করিতেছ না—তাই ভাগ্যবতী রাধার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইতেছ।

শ্রীরাধা অত্যন্ত প্রেমবতী, সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বাসনা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করার নিমিত্ত তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা, তাঁহার এই প্রেমোৎকণ্ঠাই প্রেমবান্ (ভগবান্—ভগ = কাম = প্রেম) হরি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসমুদ্রে প্রবল তরঙ্গ উত্তোলিত করিয়াছে (আমাদের মধ্যে আর কোনও রমণীর প্রেমই তাহা করিতে সমর্থ হয় নাই); তাই শ্রীকৃষ্ণও —যিনি নিজেও প্রিয়ার সুখবিধানের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত, তিনিও—শ্রীরাধার ইন্দ্রিয়বর্গের রমণার্থ তাঁহাকে লইয়া অত্যন্ত প্রীতির সহিত এই নিভৃত স্থানে উপনীত হইয়াছেন। আমাদের কাহারও প্রেমই শ্রীরাধার প্রেমের ন্যায় উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই; তাই তিনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। আমারাও সুন্দরী বটি, কিন্তু কেবল সৌন্দর্য্য হীন-কামুকের চিত্তকেই সাময়িকভাবে বিচলিত করিতে পারে—প্রেমিকের চিত্তকে মুগ্ধ করিতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিক, কামুক নহেন। তাই, প্রেমবতী শ্রীরাধার প্রেমে তিনি বশীভূত হইয়াছেন।”

শ্লোকস্থ “প্রীতঃ”-শব্দের ধ্বনি এই যে, প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির সহিত শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়াছেন; ইহাদ্বারা শ্রীরাধার কৃষ্ণ-বাঞ্ছাপূর্ত্তি-বাসনাই ব্যঞ্জিত হইতেছে। এইরূপে এই শ্লোকটী দ্বারা পূর্ব্ব পয়ারের উক্তি প্রমাণিত হইল।

৭৬। শ্লোকস্থ “পরদেবতা”-শব্দের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন।

অতএব—শ্রীরাধা কৃষ্ণময়ী বলিয়া (কৃষ্ণের সহিত তিনি অভিন্না এবং কৃষ্ণের সহিত অভিন্না বলিয়া, কৃষ্ণ যেমন সর্ব্বপূজ্য, শ্রীরাধাও তদ্রূপ) **সর্ব্বপূজ্যা**—সকলের পূজনীয়া। অথবা, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে প্রেমবতী বলিয়া শ্রীরাধা সকলের পূজনীয়া; কেননা, জীবের কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবা, তাহা পাইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারিণী, শ্রীরাধিকার কৃপা অপরিহার্য্য; তাঁহার সেবা-পূজাদ্বারাই তাঁহার কৃপা স্ফুরিত হইতে পারে; তাই শ্রীরাধাকে সর্ব্বপূজ্যা বলা হইয়াছে। **পরম-দেবতা**—শ্রেষ্ঠ দেবতা; যিনি ক্রীড়া বিস্তার করেন তিনি দেবতা। শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াবিস্তারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সহায়কারিণী বলিয়া শ্রীরাধাকে পরমদেবতা বলা হইয়াছে; যিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়কারিণী, তিনিও কৃষ্ণবৎ পূজনীয়া। **সর্ব্বপালিকা**—সকলের পালনকর্ত্রী; শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজগতের পালন-কর্ত্তা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্না কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধাও সকলের পালনকর্ত্রী, তাই তিনিও সর্ব্বপূজ্যা। শ্রীরাধা যে সর্ব্বপালিকা, পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডও তাহা বলেন। “বহিরঙ্গৈঃপ্রপঞ্চস্য স্বাংশৈর্ম্মায়াদি শক্তিভিঃ ॥ অন্তরঙ্গৈস্তথা নিত্যং বিভূতৈস্তৈশ্চিদাদিভিঃ। গোপনাদুচ্যতে গোপী রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা ॥—কৃষ্ণবল্লভা শ্রীরাধিকা নিজের বহিরঙ্গ অংশরূপা মায়াদিশক্তিদ্বারা এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ বিভূতিরূপা চিদাদিশক্তিদ্বারাও প্রপঞ্চের গোপন (রক্ষা) করেন বলিয়া তাঁহাকে গোপী (রক্ষাকারিণী পালনকর্ত্রী) বলা

সর্ব্ব-লক্ষ্মী-শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তেঁহো হয় অধিষ্ঠান ॥ ৭৭

কিম্বা 'সর্ব্ব লক্ষ্মী' কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্ব-শক্তিবর্য্য ॥ ৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হয়। ৫০।৫১-২ ॥" **সর্ব্বজগতের মাতা**—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব জগতের পিতা (সৃষ্টিকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা) বলিয়া কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধাকে সর্ব্বজগতের মাতা (মাতার ন্যায় সকলের পূজনীয়া) বলা হইয়াছে। যিনি সর্ব্বপ্রকারে সকলের পূজনীয়া তাঁহাকেই পরদেবতা বলা যায়; শ্রীরাধা সর্ব্বভাবে সকলের পূজনীয়া বলিয়া তিনি পরদেবতা। এসম্বন্ধে নারদ-পঞ্চরাত্র বলেন—"শ্রীকৃষ্ণো জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা। পিতুঃ শতগুণা মাতা বন্দ্যা পূজ্যা গরীয়সী ॥—শ্রীকৃষ্ণ জগতের পিতা, শ্রীরাধা জগতের মাতা। পিতা অপেক্ষা মাতা শতগুণে বন্দনীয়া, পূজনীয়া এবং শ্রেষ্ঠা। ২।৬।৭ ॥" জগতের সৃষ্টিসময়ে শ্রীরাধাই মূলপ্রকৃতি ও ঈশ্বরী এবং যে মহাবিষ্ণু হইতে জগতের সৃষ্টি, তিনিও শ্রীরাধা হইতেই উদ্ভূত। "সৃষ্টিকালে চ সা দেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী। মাতা ভবেন্মহাবিষ্ণোঃ স এব চ মহান্ বিরাট্ ॥ না, প, রা ২।৬।২৫ ॥" মহাবিষ্ণু হইতেই জগতের উদ্ভব এবং শ্রীরাধা হইতে আবার মহাবিষ্ণুর উদ্ভব বলিয়া শ্রীরাধাকে তত্ত্বতঃ জগন্মাতা বলা যায়। সৃষ্টিকালে শ্রীরাধাকে মূলাপ্রকৃতি বলার হেতু এই যে, শ্রীরাধা স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং সর্পকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শুষ্ক চর্ম্ম (সাপের খোলস) সর্পের যেরূপ অংশ (বহিরঙ্গ অংশ), জড়মায়াও স্বরূপশক্তির সেইরূপই বহিরঙ্গ অংশ বা বিভূতি। "স যদজয়াত্বজামনুশয়ীতগুণাংশ্চ জুষন্"—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৮৭।৩৮) শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"মায়াশক্তির্হি তব স্বরূপভূতযোগমায়োখাতদ্বিভূতিরেব যদুক্তং নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসম্বাদে অস্যা আবরিকাশক্তির্মহামায়াঽখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ॥ ইতি সা অংশভূতা তয়া স্বস্বরূপত্বেন অনভিমন্যমানা স্বতঃ পৃথক্কৃত্যত্যক্তা ভবতি সৈব বহিরঙ্গা মায়াশক্তিরিত্যুচ্যতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। অহিরিব ত্বচম্। অহির্যথা স্বতঃ পৃথক্কৃত্যত্যক্তাং ত্বচং কঞ্চুকাখ্যাং স্বস্বরূপত্বেন নৈব অভিমন্যতে তথৈব তাং ত্বং জহাসি যত আত্তভগঃ নিত্যপ্রাপ্তৈশ্বর্য্যঃ।"

৭৭। এক্ষণে শ্লোকস্থ "সর্ব্ব-লক্ষ্মীময়ী"-শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন, দুই পয়ারে। সমস্ত লক্ষ্মীগণের মূল যিনি, তিনিই সর্ব্ব-লক্ষ্মীময়ী। ইহাই প্রথম অর্থ।

পূর্ব্বে—পূর্ব্ববর্ত্তী "লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব-বিলাসাংশরূপ" ইত্যাদি পয়ারে। উক্ত পয়ারানুসারে **সর্ব্ব লক্ষ্মী** অর্থ—বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ। **তেঁহো**—শ্রীরাধা। **অধিষ্ঠান**—মূল আশ্রয়, অংশিনী। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের মূল আশ্রয় বা অংশিনী বলিয়া শ্রীরাধাকে সর্ব্বলক্ষ্মী (বৈকুণ্ঠ-লক্ষ্মীগণ)-ময়ী বলা হয়।

৭৮। "সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী"-শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিতেছেন। ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী-শক্তি—ইহাই "সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী"-শব্দের দ্বিতীয় অর্থ।

লক্ষ্মী—সম্পত্তি (ইতি মেদিনী); ঐশ্বর্য্য। **সর্ব্ব-লক্ষ্মী**—সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য। ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য। "সর্ব্বলক্ষ্মীস্বরূপা বা কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী॥ প, পু পা, ৫০।৫৩ ॥" **ষড়-বিধ-ঐশ্বর্য্য**—পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৫শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস। ২।৬।১৪৭॥" ভগবানের ঐশ্বর্য্যসমূহ তাঁহার বিভূতি এবং তাঁহার স্বরূপগত বিভূতিসমূহ তাঁহার স্বরূপ-শক্তি দ্বারাই প্রকাশিত হয়। "এবং সান্তরঙ্গবৈভবস্য ভগবতঃ স্বরূপভূতয়ৈব শক্ত্যা প্রকাশমানত্বাৎ স্বরূপভূতত্বম্। ভগবৎসন্দর্ভঃ। ৫২॥" নারদপঞ্চরাত্র হইতে জানা যায়—"রাধাবামাংশসম্ভূতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা। ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরস্যৈব হি নারদ॥ শ্রীমহাদেব নারদকে বলিতেছেন,—যে মহালক্ষ্মী ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি শ্রীরাধার বামাংশ হইতে উদ্ভূতা, অর্থাৎ তিনি শ্রীরাধার অংশ। ২।৩,৬০॥" সুতরাং শ্রীরাধাই হইলেন সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের মূল অধিষ্ঠাত্রী দেবী। "সর্ব্ব-লক্ষ্মী" শব্দের অর্থ ষড়্‌বিধ-ঐশ্বর্য্য; ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি যিনি, তিনিই সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী। শ্রীরাধা ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি বলিয়া তিনি সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সুতরাং তিনিই **সর্ব্বশক্তিবর্য্য**—সমস্ত শক্তিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী। এইরূপ অর্থে,

সর্ব্ব সৌন্দর্য্য-কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্ব লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে ॥ ৭৯

কিম্বা 'কান্তি'-শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥ ৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং ব্রজের গোপসুন্দরীগণের মধ্যে শ্রীরাধাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সুতরাং শ্রীরাধাই যে সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি, তাহাই প্রমাণিত হইল। এইরূপে, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী-শব্দ পূর্ব্ব পয়ারের "সর্ব্বকান্তা-শিরোমণির" প্রমাণ হইল।

শ্রীরাধাকে শ্রীনারদ বলিয়াছেন—"তত্ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্বাসু শক্তির্ব্বিদ্যাত্মিকা পরা। পরমানন্দসন্দোহং দধতী বৈষ্ণবং পরম্ ॥ কলয়াশ্চর্য্যবিভবে ব্রহ্মরুদ্রাদিদুর্গমে। যোগীন্দ্রাণাং ধ্যানপথং ন ত্বং স্পৃশসি কর্হিচিৎ ॥ ইচ্ছাশক্তির্জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিস্তবেশিতুঃ। তবাংশমাত্রমিত্যেবং মনীষা মে প্রবর্ত্ততে ॥ মায়াবিভূতয়োঽচিন্ত্যাস্তন্মায়ার্ভকমায়িনঃ। পরেশস্য মহাবিষ্ণোস্তাঃ সর্ব্বাস্তে কলাঃ কলাঃ ॥—বিশুদ্ধসত্ত্বসমূহের মধ্যে তুমিই তত্ত্ব (হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিদ্রূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বের মূল—অর্থাৎ স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী), তুমি পরা (প্রধান) শক্তিরূপা, পরা-বিদ্যাত্মিকা। তুমিই বিষ্ণুসম্বন্ধী পরম আনন্দ-সন্দোহ ধারণ করিতেছ। হে ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবগণ-দুর্গমে! তোমার বিভব প্রত্যেক অংশেই আশ্চর্য্য। তুমি কখনও যোগীন্দ্রগণের ধ্যানপথ স্পর্শ কর না। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি তোমারই অংশমাত্র। তুমিই সর্ব্বশক্তির ঈশ্বরী (তবেশিতুঃ)। অর্ভকমায়াধারী (যোগমায়ার প্রভাবে যিনি শ্রীযশোদার অর্ভক—বালক—রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই) ভগবান্ মহাবিষ্ণুর (স্বয়ংভগবানের) যেসকল মায়াবিভূতি আছে, সে সকল তোমারই অংশস্বরূপ। পদ্ম, পু, পা, ৪০।৫৩-৫৬॥" শ্রীরাধা যে সর্ব্বশক্তিগরীয়সী এবং সর্ব্বশক্তির অধিষ্ঠাত্রী—অংশিনী, শ্রীনারদের বাক্যে তাহা প্রতিপন্ন হইল। ১।৪।৮৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ১।৪।৭৬ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ এবং সর্ব্বগুণের এবং সর্ব্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী—একথা শ্রীজীবগোস্বামীও বলিয়াছেন। "পরমানন্দরূপে তস্মিন্ গুণাদিসম্পল্লক্ষণানন্তশক্তিবৃত্তিকা স্বরূপশক্তির্দ্বিধা বিরাজতে। তদন্তরেঽনভিব্যক্তনিজমূর্ত্তিত্বেন তদ্বহিরপ্যভিব্যক্তলক্ষ্ম্যাখ্যমূর্ত্তিত্বেন। ইয়ং চ মূর্ত্তিমতী সতী সর্ব্বগুণসম্পদধিষ্ঠাত্রী ভবতি।—যে স্বরূপশক্তির গুণাদিসম্পদ্রূপা অনন্তশক্তিবৃত্তি আছে, সেই শক্তি পরমানন্দরূপ শ্রীভগবানে দ্বিধা বিরাজিত; তাঁহার অন্তরে অনভিব্যক্ত নিজমূর্ত্তিতে (অর্থাৎ নিজমূর্ত্তি প্রকাশ না করিয়া কেবল শক্তিরূপে), আর বাহিরে লক্ষ্মীনাম্নী মূর্ত্তি অভিব্যক্ত করিয়া, এই স্বরূপশক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া সর্ব্বগুণের ও সর্ব্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী হয়েন। প্রীতিসন্দর্ভঃ। ১২০॥"

৭৯। এক্ষণে শ্লোকস্থ "সর্ব্বকান্তিঃ"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। সর্ব্বপ্রকারের কান্তি যাঁহাতে অবস্থান করে, তিনিই সর্ব্বকান্তি। কান্তি-শব্দের এক রকম অর্থ হয়—সৌন্দর্য্য, শোভা। সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্য ও শোভার আধার যিনি, তিনি সর্ব্বকান্তি—ইহাই সর্ব্বকান্তি-শব্দের প্রথম অর্থ।

সব্ব-সৌন্দর্য্য-কান্তি—সর্ব্ববিধ-সৌন্দর্য্য ও সর্ব্ববিধ শোভা। **সব্ব-লক্ষ্মীগণের ইত্যাদি**—যাঁহার শোভা হইতে সমস্ত লক্ষ্মীগণের শোভার উদ্ভব। লক্ষ্মীগণের শোভা ও সৌন্দর্য্য বিখ্যাত; কিন্তু তাঁহাদের শোভা এবং সৌন্দর্য্যের মূলও শ্রীরাধার শোভা এবং সৌন্দর্য্য; বস্তুতঃ যে স্থানে যত শোভা ও সৌন্দর্য্য আছে, সমস্তের মূলই শ্রীরাধার শোভা ও সৌন্দর্য্য; সুতরাং সমস্ত শোভার ও সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া শ্রীরাধাই সর্ব্বকান্তি। শ্রীরাধা মূল-কান্তাশক্তি বলিয়া (১।৪।৬৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) তাঁহার সৌন্দর্য্যও লক্ষ্মী আদি-অন্যান্য কৃষ্ণকান্তাগণের সৌন্দর্য্যের মূল।

৮০। সর্ব্বকান্তি-শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিতেছেন। কম্-ধাতু হইতে কান্তি-শব্দ নিষ্পন্ন; কম্-ধাতুর অর্থ কামনা বা বাসনা; সুতরাং কান্তি-শব্দেও কামনা বা বাসনা বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ কামনা (কান্তি) যাঁহাতে অবস্থান করে, তিনিই সর্ব্বকান্তি। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ কামনার বা কাম্যবস্তুর আধার বলিয়া শ্রীরাধাকে সর্ব্বকান্তি বলা হইয়াছে—ইহাই দ্বিতীয় প্রকারের অর্থ।

রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিতপূরণ।
'সর্ব্বকান্তি'—শব্দের এই অর্থ-বিবরণ ॥ ৮১
জগত-মোহন কৃষ্ণ,—তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥ ৮২
রাধা পূর্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রপরমাণ ॥ ৮৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সব ইচ্ছা—সমস্ত কামনা। **বাঞ্ছা**—ইচ্ছা, কামনা। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ কামনা শ্রীরাধাতেই অবস্থিত; তাহা কিরূপে, পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

৮১। শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ বাসনা পূর্ণ করেন; সুতরাং সর্ব্ববিধ কামনা-পূরণের যোগ্যতা শ্রীরাধাতেই আছে; তিনি সর্ব্বশক্তিবর্য্যা বলিয়া এই যোগ্যতার অধিকারিণী। শ্রীরাধা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের কোনও কামনাই পূর্ণ হইতে পারে না বলিয়া শ্রীরাধাই তাঁহার মুখ্যকাম্যবস্তু; সুতরাং ইহাও বলা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ কামনাই শ্রীরাধাতে অবস্থিত।

সর্ব্ববিধ কামনার বস্তুকেই সর্ব্বস্ব বলা যায়; শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ কামনার বা মুখ্য কামনার বস্তু বলিয়া তিনিই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্ব। এইরূপে সর্ব্বকান্তি-শব্দ পূর্ব্ব-পয়ারের "গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব"-শব্দের প্রমাণ হইল।

৮২। এক্ষণে শ্লোকস্থ "সম্মোহিনী" ও "পরা" শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। সম্যক্‌রূপে সকলকেই মোহিত করেন যে রমণী, তিনিই সম্মোহিনী। রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জগৎকে মোহিত করেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সর্ব্বমোহন। কিন্তু শ্রীরাধা এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকেও মোহিত করেন; তাই শ্রীরাধা হইলেন সম্মোহিনী। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকেও মোহিত করেন বলিয়া শ্রীরাধা পরা ঠাকুরাণী বা শ্রেষ্ঠ ঠাকুরাণী।

জগত-মোহন—সমস্ত জগৎকে (জগদ্বাসীকে) মোহিত করেন যিনি। **তাঁহার**—জগতের মোহন শ্রীকৃষ্ণের। **মোহিনী**—মুগ্ধকারিণী। **পরা**—শ্রেষ্ঠা।

"সম্মোহিনী"-শব্দ পূর্ব্বপয়ারের "গোবিন্দ-মোহিনী" শব্দের প্রমাণ।

এই পয়ার পর্য্যন্ত "দেবী কৃষ্ণময়ী" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ শেষ হইল। ৫২—৮২ পয়ারে, "রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতিঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের প্রথম চরণের অর্থাৎ "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিঃ"-এই অংশের অর্থ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি-হ্লাদিনীর সার-পরাকাষ্ঠার নাম মহাভাব; এই মহাভাবই শ্রীরাধার স্বরূপ-লক্ষণ; সুতরাং শ্রীরাধাও যে স্বরূপতঃ হ্লাদিনী শক্তি, তাহা ৫২—৬১ পয়ারে দেখান হইয়াছে। যিনি আহ্লাদিত করেন—আনন্দ দান করেন, তাঁহাকেই আহ্লাদিনী বা হ্লাদিনী বলা যায়; শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপের লীলোপযোগিনী কান্তারূপে আত্ম-প্রকট করিয়া নানাবিধ রস-বৈচিত্রীর পরিবেশন দ্বারা এবং শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ-বাসনাপূরণের দ্বারা শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণকে অশেষ-বিশেষে আনন্দ দান করিয়াছেন—আহ্লাদিত করিয়া স্বীয় হ্লাদিনীত্বের পরিচয় দিয়াছেন, ৬২—৮২ পয়ারে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; বাস্তবিক, এই কয় পয়ারে শ্রীরাধার তটস্থ-লক্ষণই সূত্ররূপে বর্ণন করা হইয়াছে। এইরূপে "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতিঃ"-শ্লোকের প্রথম চরণের ব্যাখ্যা করিয়া "অস্মাৎ একাত্মানাবপি" ইত্যাদি অংশের অর্থ করিতেছেন—পরবর্ত্তী পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া।

৮৩। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সম্বন্ধ, তাহাই এই পয়ারে বলা হইতেছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে বলা হইয়াছে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের (হ্লাদিনী-) শক্তি; আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সেই শক্তির অধিপতি—শক্তিমান্; সুতরাং শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সম্বন্ধ হইল শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ শ্রীরাধায় ও শ্রীকৃষ্ণে অভেদ।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বটেন; কিন্তু এই শক্তির পরিমাণ কত? তাহাও এই স্থানে বলা হইয়াছে—শ্রীরাধা **পূর্ণশক্তি** হয়েন, শক্তির অংশ মাত্র নহেন; আর শ্রীকৃষ্ণ হয়েন **পূর্ণ-শক্তিমান্**। ৬৬শ পয়ারের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে ধামে যেরূপ স্বরূপে লীলা করেন, তাঁহার হ্লাদিনী-শক্তিও তদনুরূপ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভাবে আত্মপ্রকট করিয়া তাঁহার লীলার সহায়তা করেন। ব্রজে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণতমস্বরূপে লীলা করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার কান্তা শ্রীরাধাও পূর্ণতমস্বরূপে—পূর্ণতমা শক্তির পূর্ণতমা অধিষ্ঠাত্রীরূপে শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায়তা করিতেছেন।

“স্মরতি চ”—এই বেদান্তসূত্রের (২।৩।৪৫) গোবিন্দভাষ্যে এবং সিদ্ধান্তরত্ন-গ্রন্থের ২।২২ অনুচ্ছেদে, অথর্ব্ববেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী নাম্নী শ্রুতির উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—“রাধাদ্যাঃ পূর্ণাঃ শক্তয়ঃ” —শ্রীরাধিকাদি পূর্ণশক্তি। টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—“রাধাদ্যা ইতি আদ্যশব্দেন চন্দ্রাবলী গ্রাহ্যা।” আদিশব্দে চন্দ্রাবলীকে বুঝায়। উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলীর মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠা। “তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।” সুতরাং শ্রীরাধাই পূর্ণতমা শক্তি। “রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষু॥”—ইত্যাদি ঋক্‌পরিশিষ্টবাক্য হইতেও শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইতেছে। উক্ত পুরুষবোধিনী-শ্রুতি আরও বলেন—“যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ—যে শ্রীরাধার অংশ বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী এবং মন্ত্ররাজাধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা প্রভৃতি শক্তি; সুতরাং শ্রীরাধা সর্ব্বশক্তির অংশিনী বলিয়া পূর্ণশক্তি হইলেন। ১।৪।৬৬, ৭৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), দুইরূপে শক্তির অবস্থিতি; কেবল শক্তিরূপে অমূর্ত্ত, আর শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্ত (ভগবৎ সন্দর্ভ—১১৮॥) শ্রীরাধা হ্লাদিনী-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ—পূর্ণতমা হ্লাদিনী (অমূর্ত্তা)-শক্তির পূর্ণতমা অধিষ্ঠাত্রী। তিনি কেবল যে হ্লাদিনীরই অধিষ্ঠাত্রী, একথা বলিলে তাঁহার পূর্ণ মহিমা প্রকাশ পায় না; সন্ধিনী এবং সংবিৎ শক্তিও তাঁহারই অপেক্ষা রাখে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইলেও তিনি আনন্দ আস্বাদন করেন এবং আনন্দ-আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি সমুৎসুক; হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ ত্রিবিধ চিচ্ছক্তিই তাঁহার আনন্দ-আস্বাদনের হেতু; কিন্তু হ্লাদিনীই আনন্দাস্বাদনের মুখ্য হেতু; সন্ধিনী ও সংবিৎ তাহার আনুকূল্য করে; সন্ধিনী ও সংবিৎ শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ-আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত চেষ্টিত; কিন্তু হ্লাদিনীর আনুকূল্য ব্যতীত তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিত করিতে পারে না; তাহারা হ্লাদিনীর অপেক্ষা রাখে; সুতরাং ত্রিবিধা চিচ্ছক্তির মধ্যে হ্লাদিনীকেই সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী বলা যায়; আবার সেই কারণেই হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধাকেও সর্ব্ববিধা শক্তির প্রধানতমা অধিষ্ঠাত্রী বলা যায় এবং তাই বলিয়া তিনি পূর্ণ শক্তি।

পূর্ণশক্তিমান্—পূর্ণ শক্তির অধিকারী; সর্ব্ববিধ-শক্তির পূর্ণতম অধিকারী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইলেন পূর্ণশক্তিমান্।
শ্রীকৃষ্ণেই সর্ব্ববিধা শক্তির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া তিনি পূর্ণ-শক্তিমান্। অথবা শ্রীরাধা পূর্ণশক্তি বলিয়া এবং পূর্ণশক্তি
শ্রীরাধা—শ্রীকৃষ্ণেরই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্; সর্ব্বশক্তি-বরীয়সী শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্।
শক্তির প্রভাবেই স্বরূপের অভিব্যক্তি; একই শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় থাকেন, তখন তিনি পূর্ণতর, আর যখন ব্রজে
থাকেন, তখন তিনি পূর্ণতম। “ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-প্রকাশে পূর্ণতম। পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে—পূর্ণতর পূর্ণ॥
২।২০।৩৩২॥” ইহার কারণ এই যে, দ্বারকায় মহিষীবৃন্দ পূর্ণতরা শক্তি, আর ব্রজে শ্রীরাধা পূর্ণতমা শক্তি; শ্রীরাধার
প্রভাবেই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের পূর্ণতম বিকাশ; তাই শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।

দুই বস্তু—শক্তি ও শক্তিমান্। **ভেদ নাহি**—শক্তি ও শক্তিমানে কোনও ভেদ নাই। শক্তি ও শক্তিমানে
কিরূপে ভেদ নাই, পরবর্ত্তী পয়ারে দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝানো হইয়াছে। **শাস্ত্র-পরমাণ**—শক্তি ও শক্তিমানের
ভেদশূন্যতা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, শাস্ত্রেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাস্তবিক কেহ কেহ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ স্বীকার
করেন, আবার কেহ কেহ অভেদ স্বীকার করেন। “শক্তি-শক্তিমতো র্ভেদং পশ্যন্তি পরমার্থতঃ। অভেদঞ্চানুপশ্যন্তি
যোগিনস্তত্ত্বচিন্তকাঃ॥—তত্ত্বচিন্তক যোগিগণের মধ্যে কেহ কেহ পরমার্থরূপে শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ দেখেন, কেহ
কেহ অভেদ দেখেন। সাংখ্যসূত্র ২।৫ সূত্রভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষুধৃতবচন॥” সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের ভেদও
শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, অভেদও শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কিন্তু ভেদ এবং অভেদ উভয়ই স্বীকার করিয়া এক অপূর্ব্ব

মৃগমদ, তার গন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ। | অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সমন্বয় স্থাপন করিয়াছেন। (পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শক্তি ও শক্তিমানের যে অংশে অভেদ, সেই অংশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই গ্রন্থকার এই পয়ারে অভেদের কথা বলিয়াছেন।

৮৪। দৃষ্টান্ত দ্বারা শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব দেখাইতেছেন।

মৃগমদ—কস্তুরী। **তার গন্ধ**—কস্তুরীর গন্ধ। **যৈছে**—যেরূপ। **অবিচ্ছেদ**—বিচ্ছেদের অভাব; পার্থক্যের অভাব; অভেদ। কস্তুরী হইতে কস্তুরীর গন্ধকে যেমন বিচ্ছিন্ন করা যায় না। **অগ্নি-জ্বালাতে**—অগ্নিতে ও অগ্নির জ্বালাতে (দাহিকা শক্তিতে)। **যৈছে ইত্যাদি**—অগ্নিতে ও অগ্নির দাহিকা শক্তিতে যেমন কখনও ভেদ নাই; অগ্নি হইতে যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তিকে ভিন্ন করা যায় না।

কস্তুরীতে ও তাহার গন্ধে যেমন ভেদ নাই, অগ্নিতে ও তাহার দাহিকা-শক্তিতে যেমন ভেদ নাই, তদ্রূপ শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং শক্তি শ্রীরাধাতেও কোনও ভেদ নাই। ইহাই ৮৩,৮৪ পয়ারের মর্ম্ম।

জ্বালা বা দাহিকা শক্তি হইল অগ্নির শক্তি; কস্তুরীর গন্ধ হইল কস্তুরীর শক্তি; অগ্নি হইতে জ্বালার অভেদ এবং কস্তুরী হইতে গন্ধের অভেদ স্থাপন করিয়া এই পয়ারে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদের কথাই প্রকাশ করা হইয়াছে।

শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥ ১।৪।৪৯॥" আর এস্থলে বলা হইল "রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥ ১।৪।৮৫॥" কিরূপে এবং কেন তাঁহারা "এক আত্মা" বা "একই স্বরূপ", তাহা প্রকাশ করিবার জন্য বলা হইয়াছে—"রাধা পূর্ণ-শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥ ১।৪।৮৩॥" শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ-বশতঃ এবং শ্রীরাধা শক্তি ও শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্ বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে ভেদ নাই। দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। "মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥ রাধাকৃষ্ণ তৈছে সদা একই স্বরূপ। ১।৪।৮৪—৫॥" গন্ধ হইল কস্তুরীর শক্তি; কস্তুরী হইতে তাহাকে পৃথক্ করা যায় না; দাহিকা শক্তি হইল আগুনের শক্তি; তাহাকেও আগুন হইতে পৃথক্ করা যায় না। এইরূপে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ (অর্থাৎ অবিচ্ছেদ্যত্ব) দেখান হইয়াছে। সমুদ্র ও সমুদ্রের তরঙ্গ—এই দুইকে পৃথক্ করা যায় না; তাই তাদের মধ্যে অভেদ বা অবিচ্ছেদ্যত্ব। তদ্রূপ শ্রীরাধায় এবং শ্রীকৃষ্ণেও অভেদ; যেহেতু শ্রীরাধা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। শক্তি থাকে শক্তিমানের মধ্যে বা শক্তিমানের আশ্রয়ে; তাই তাহাদের মধ্যে ভেদরাহিত্য। শ্রীকৃষ্ণ হইলেন ব্রহ্মতত্ত্ব, তাই তিনি আনন্দ-স্বরূপ; আনন্দং ব্রহ্ম। কিন্তু ব্রহ্মের শক্তিও আছে; পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ। শ্রুতি। কাপড়ে সুগন্ধি জিনিষ লাগিলে কাপড়ও সুগন্ধি হয়: কিন্তু এই সুগন্ধ কাপড়ের নিজস্ব নয়; ইহা আগন্তুক। লোহা আগুনে রাখিলে উত্তপ্ত হয়; কিন্তু এই উত্তপ্তাও লোহার স্বাভাবিক নয়; ইহা আগন্তুক। যাহা আগন্তুক, তাহা অবিচ্ছেদ্য হইতে পারে না। ব্রহ্মের যে শক্তি, তাহা এইরূপ আগন্তুক নহে; পরন্তু কস্তুরীর গন্ধের ন্যায়, অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় স্বাভাবিক, স্বরূপগত; তাই শ্রুতিতেও ব্রহ্মের শক্তিকে "স্বাভাবিকী" বলা হইয়াছে। স্বাভাবিকী বলিতে অবিচ্ছেদ্যা বুঝায়, স্বরূপগতা বুঝায়। স্বাভাবিকী বা স্বরূপভূতা বলিয়া ব্রহ্মের শক্তি ব্রহ্মতত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত—আনন্দ এবং তাহার শক্তি এই দুইটী বস্তু লইয়াই ব্রহ্মতত্ত্ব। এজন্যই কবিরাজগোস্বামী রাধা ও কৃষ্ণকে "একআত্মা" এবং "একই স্বরূপ"—অর্থাৎ একই তত্ত্ব বলিয়াছেন।

দেখা গেল, স্বাভাবিকী-শক্তিযুক্ত আনন্দই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের এই স্বাভাবিকী শক্তি নিষ্ক্রিয়া নহে; ক্রিয়াহীনা শক্তির অস্তিত্বই উপলব্ধ হয় না। এই শক্তি ক্রিয়াশীলা এবং স্বাভাবিকী শক্তির এই ক্রিয়াশীলতাও স্বাভাবিকী।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শক্তির ক্রিয়াতে স্বভাবতঃই-আস্বাদ্য-আনন্দ অপূর্ব্ব আস্বাদনচমৎকারিত্ব ধারণ করিয়া স্বভাবতঃই রসরূপে বিরাজিত। এজন্যই ব্রহ্ম-সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—"রসো বৈ সঃ"—ব্রহ্ম রসস্বরূপ। শক্তি যেমন ব্রহ্মতত্ত্বের অঙ্গীভূত, শক্তির ক্রিয়াশীলতা এবং ক্রিয়াশীলতার ফলও ব্রহ্মতত্ত্বেরই অঙ্গীভূত হইবে; তাই রসস্বরূপত্বও ব্রহ্মতত্ত্বেরই অঙ্গীভূত, ইহা ব্রহ্মের মধ্যে কোনও আগন্তুক বস্তু নহে। রসত্ব ব্রহ্মের স্বরূপগত। রস-শব্দের দুইটী অর্থ—রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ এবং রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ। যাহা আস্বাদ্য, তাহা রস—যেমন মধু এবং যাহা আস্বাদক, তাহাও রস—যেমন ভ্রমর। তাহা হইলে, ব্রহ্ম যখন রস, তখন তিনি আস্বাদ্যও বটেন এবং আস্বাদকও বটেন। আস্বাদ্য রসরূপে ব্রহ্ম পরম আস্বাদ্য এবং আস্বাদক রসরূপে তিনি পরম রসিক—রসিকশেখর। পরম আস্বাদ্য রসরূপ ব্রহ্মেও আনন্দ এবং শক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে বর্ত্তমান এবং আস্বাদক রসরূপ ব্রহ্মেও আনন্দ এবং শক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে বর্ত্তমান। কারণ, শক্তি ও শক্তিমানকে পৃথক্ করা সম্ভব নয়। যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, তাদের পৃথক্ করা চলে, তাহা হইলেও শক্তিহীন আনন্দের রসিকত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না, রসত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং পরমাস্বাদ্য রসরূপ ব্রহ্মে এবং পরমরসিকরূপ ব্রহ্মেও আনন্দ এবং আনন্দের স্বাভাবিকী শক্তি অবিচ্ছেদ্যরূপে বর্ত্তমান।

ব্রহ্মের আনন্দ হইল বিশেষ্য, আর শক্তি হইল আনন্দের বিশেষণ। বিশেষণ বিশেষ্যকে বৈশিষ্ট্য দান করে। যেমন সরবৎ বা মিষ্ট জল; জল হইল বিশেষ্য, মিষ্টত্ব হইল তার গুণ বা বিশেষণ; মিষ্টত্বই জলকে মিষ্ট করিয়াছে; এই মিষ্টজলই সরবৎএর বৈশিষ্ট্য; বিশেষণ মিষ্টত্বই তাকে এই বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে, তাকে সুস্বাদু সরবৎ করিয়াছে; তদ্রূপ আনন্দের শক্তি আনন্দকে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। ব্রহ্মের আনন্দ চেতন—চিদানন্দ; তার স্বাভাবিকী বা স্বরূপভূতা শক্তিও চেতনাময়ী—চিচ্ছক্তি। তাই এই স্বাভাবিকী বা স্বরূপগতা শক্তি আনন্দকেও বৈশিষ্ট্য দান করিতে পারে, নিজেকেও বৈশিষ্ট্য দান করিতে পারে। কিরূপে,—তাহা বিবেচনা করা যাউক। রসত্বের ব্যাপারে এই স্বাভাবিকী শক্তির (স্বরূপশক্তির) দুইরূপে অভিব্যক্তি (অর্থাৎ দুইরূপে বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি); একরূপে ইহা আনন্দকে আস্বাদ্য করে, আর এক রূপে আনন্দকে আস্বাদক করে এবং এই উভয় রূপেই আনন্দের এবং নিজেরও অনন্ত-বৈচিত্রী সম্পাদনও করিয়া থাকে। একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাপারটী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। প্রথমতঃ আস্বাদ্যত্ব-জনয়িত্রীরূপ অভিব্যক্তির কথা বিবেচনা করা যাউক।

মিষ্টত্ব হইল মিষ্টদ্রব্যের বিশেষণ বা শক্তি। মিষ্টত্বের অনেক বৈচিত্রী। গুড়ের মিষ্টত্ব, চিনির মিষ্টত্ব, মিশ্রীর মিষ্টত্ব, বিবিধ ফল-মূলাদির বিবিধ প্রকারের মিষ্টত্ব। এসকল মিষ্ট দ্রব্যের প্রত্যেকেই মিষ্ট; কিন্তু সকল বস্তু এক রকম মিষ্ট নয়; এক এক বস্তুর মিষ্টত্ব এক একরূপ। ইহাই মিষ্টত্বের বৈচিত্র্য। আর গুড়, চিনি-আদির বিভিন্ন উপাদানও একই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার পরিণতি—ঈশ্বরের চেতনাময়ী শক্তির যোগে গুণময়ী মায়া এ সমস্ত বিবিধ উপাদানরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে; সুতরাং এসমস্ত বস্তুর বিভিন্ন উপাদানকেও ত্রিগুণাত্মিকা-মায়ার বিভিন্ন-পরিণাম-বৈচিত্রী বলা যায়। এই সমস্ত বিভিন্ন উপাদানযোগে একই মিষ্টত্ব বিভিন্ন বৈচিত্রী ধারণ করিয়া বিভিন্ন মিষ্টদ্রব্যকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে এবং নিজেও বিভিন্ন বৈচিত্রী ধারণ করিয়াছে। তদ্রূপ একই স্বরূপতঃ-আস্বাদ্য আনন্দ তার স্বরূপশক্তির বিভিন্ন বৈচিত্রীর যোগে বিভিন্ন আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হইয়া বিরাজিত। বিভিন্ন আস্বাদন-চমৎকারিতাই বিভিন্ন রস-বৈচিত্রী এবং সমগ্র রসবৈচিত্রীর সমবায়েই আস্বাদ্য-রসতত্ত্ব।

আস্বাদকত্ব-জনয়িত্রীরূপেও এই স্বরূপশক্তি চেতন আনন্দের মধ্যে আস্বাদ্য রসের আস্বাদন-বাসনা জাগাইয়া তাহাকে আস্বাদক (রসিক) করিয়া থাকে এবং অনন্ত রসবৈচিত্রীর আস্বাদনের অনন্ত বাসনাবৈচিত্রী জাগাইয়া সেই আনন্দের মধ্যে অনন্ত আস্বাদকত্ব-বৈচিত্রীও অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। এই সকল অনন্ত আস্বাদক-চৈচিত্রীর সমবায়েই আস্বাদক-রসতত্ত্ব।

আস্বাদ্যরসতত্ত্ব এবং আস্বাদকরসতত্ত্বের সমবায়েই পূর্ণ-রসতত্ত্ব। অনাদিকাল হইতেই এই দুই রসতত্ত্ব ব্রহ্মে

বিরাজিত; যেহেতু, শক্তির ক্রিয়াতেই ব্রহ্মের রসত্ব। অনাদিকাল হইতেই স্বরূপশক্তি অবিচ্ছেদ্যরূপে ব্রহ্মে বিরাজিত; সুতরাং শক্তির ক্রিয়াশীলতা, ক্রিয়াশীলতার ফলস্বরূপ—অনন্ত-শক্তিবিলাস-বৈচিত্রী এবং শক্তি-বিলাস-বৈচিত্রীর সহিত আনন্দের এবং আনন্দ-বিলাস-বৈচিত্রীর সংযোগও অবিচ্ছেদ্যরূপে অনাদিকাল হইতেই ব্রহ্মে নিত্য বিরাজিত। তত্ত্বটী বোধগম্য করার নিমিত্তই "অভিব্যক্তি", "বৈচিত্রীর উদ্ভব" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; বস্তুতঃ অভিব্যক্ত, অনন্ত-বৈচিত্র্য, ইত্যাদিরূপেই শক্তি ও আনন্দ নিত্য বিরাজিত। সুতরাং অনাদিকাল হইতেই সশক্তিক আনন্দরূপ ব্রহ্ম রসতত্ত্বরূপে বিরাজিত। ব্রহ্মও যা, রসও তা। রসও যা ব্রহ্মও তা। এই দুই এক এবং অভিন্ন। জনক এবং পিতা যেমন একই ব্যক্তির দুইটী নাম; জন্ম দান করেন বলিয়া তাঁকে জনক এবং পালন করেন বলিয়া তাঁকে পিতা বলা হয়; কিন্তু ব্যক্তি যেমন একই অভিন্ন, তদ্রূপ ব্রহ্ম এবং রসও একই তত্ত্ববস্তুর দুইটী নাম; সর্ববিষয়ে সর্ববৃহত্তম বস্তু বলিয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয় এবং পরম আস্বাদ্য ও পরম আস্বাদক বলিয়া তাঁহাকে রস বলা হয়। বস্তু কিন্তু এক এবং অভিন্ন।

ব্রহ্মের রসত্বের আলোচনায় দুইটী বস্তুর কথা জানা গেল—আস্বাদ্য এবং আস্বাদক; উভয়ই ব্রহ্ম। কিন্তু আস্বাদক ব্রহ্ম কি আস্বাদন করেন? এবং আস্বাদ্য ব্রহ্মকেই বা কে আস্বাদন করেন? ব্রহ্ম পরতত্ত্ব—সুতরাং অন্যনিরপেক্ষ। অন্যনিরপেক্ষ বলিয়া তাঁহার আস্বাদকত্ব এবং আস্বাদ্যত্ব রক্ষার জন্য অন্য কাহারও অপেক্ষা তিনি করিতে পারেন না—অপর কেহ তাঁহাকে আস্বাদন করিতে পারেন না এবং অপর কিছুও তিনি আস্বাদন করিতে পারেন না। তিনি নিজেই নিজের আস্বাদক এবং নিজেই নিজের আস্বাদ্য; তাই তাঁহাকে আত্মারাম এবং আপ্তকাম বলা হয়, স্বরাট্ এবং স্বতন্ত্র বলা হয়। অবশ্য তিনি কৃপা করিয়া কাহাকেও শক্তি দিলে এবং যোগ্যতা দিলে অপরেও তাঁহার আস্বাদক এবং আস্বাদ্য হইতে পারে। যাহাহউক, আস্বাদ্যও যখন তিনি এবং আস্বাদকও যখন তিনি, তখন এক হইয়াও তাঁহাকে দুই—আস্বাদ্য ও আস্বাদক এই দুই—হইতে হইয়াছে। দুই না হইলে তাঁহার রসত্ব সিদ্ধ হয় না। আস্বাদ্য রস থাকিলেই তাহার আস্বাদক চাই এবং আস্বাদক থাকিলেই তাহার আস্বাদ্য রস চাই। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে—সশক্তিক আনন্দই ব্রহ্ম, সশক্তিক আনন্দই রস—আস্বাদ্য-রস এবং আস্বাদক-রস বা রসিক। সুতরাং ব্রহ্মের এই দুইরূপও সশক্তিক আনন্দ; এবং তাঁহার একস্বরূপত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই তিনি দুই হইয়াছেন। এই দুইরূপই হইল শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধাকে পূর্ণশক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণশক্তিমান্ বলা হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে যে শক্তি মোটেই নাই এবং শ্রীরাধায় যে শক্তিমান্ মোটেই নাই—তাহা নহে, তাহা হইতেও পারে না; যেহেতু, ব্রহ্মে এবং রসে—রসের উভয়রূপেই—মৃগমদ এবং তার গন্ধের ন্যায় শক্তি ও শক্তিমান্ অবিচ্ছেদ্যরূপে নিত্য বিরাজিত। তথাপি শ্রীরাধাকে পূর্ণশক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণশক্তিমান্ বলার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীরাধাতে শক্তিবিকাশের পূর্ণতা এবং শ্রীকৃষ্ণে শক্তিমত্তাবিকাশের পূর্ণতা। পূর্ণশক্তি শ্রীরাধাতে শক্তিমানের অনুপ্রবেশ এবং পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণে শক্তির অনুপ্রবেশ। শক্তি একটী তত্ত্ব, শক্তিমান্‌ও একটী তত্ত্ব। তত্ত্বসমূহের পরস্পরে অনুপ্রবেশ শ্রীমদ্ভাগবতের "পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষর্ভ ॥" ইত্যাদি ১১।২২।২৭ শ্লোকেও স্বীকৃত হইয়াছে এবং এইরূপ অনুপ্রবেশ যে শক্তি এবং শক্তিমানেও স্বীকার্য্য, শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত প্রমাণবলে বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর শ্রীজীবগোস্বামীও তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রথমং তাবৎ সর্ব্বেষামেব তত্ত্বানাং পরস্পরানুপ্রবেশবিবক্ষয়ৈক্যং প্রতীয়ত ইত্যেবং শক্তিমতি পরমাত্মনি জীবাখ্যশক্ত্যনুপ্রবেশবিবক্ষয়ৈব তয়োরৈক্যপক্ষে হেতুরিত্যভিপ্রেতি। এইরূপে শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের অনুপ্রবেশ বশতঃই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুইরূপে অভিব্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের একস্বরূপত্ব অক্ষুণ্ণ থাকা সম্ভব হইয়াছে। তাহাতেই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—রাধাকৃষ্ণ "এক আত্মা", "সদা একই স্বরূপ।" এস্থলে উদ্ধৃত পরমাত্মসন্দর্ভের উক্তি হইতে জানা যায়—শক্তিমান্ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম এবং জীবশক্তি, এতদুভয়ের পরস্পর অনুপ্রবেশের ফলে যে বস্তুটী পাওয়া যায়, তাহাই শুদ্ধজীব। শ্রীজীবগোস্বামী পরমাত্মসন্দর্ভে অন্যত্রও বলিয়াছেন—জীবশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশই জীব। তথাপি সাধারণ কথায় শুদ্ধজীবকে যেমন

জীবশক্তি বলা হয়, তদ্রূপ আনন্দের অনুপ্রবেশময়ী স্বরূপশক্তিকেও শক্তিই বলা যাইতে পারে; তাই শ্রীরাধাতে শক্তিমান্ আনন্দের অনুপ্রবেশ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে পূর্ণশক্তিই বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে, শক্তির তো কোনও রূপ নাই, মূর্ত্তি নাই; শ্রীরাধার রূপ আছে; সুতরাং শ্রীরাধা কিরূপে পূর্ণশক্তি হইলেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—শক্তির অভিব্যক্তি দুইরূপে—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। শক্তির অমূর্ত্ত রূপ সাধারণ, অমূর্ত্তরূপে শক্তি থাকেন শক্তিমানের মধ্যে। আবার মূর্ত্তরূপে শক্তি হইলেন শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অবশ্য এই মূর্ত্ত-অধিষ্ঠাত্রীরূপেও অমূর্ত্ত শক্তি বিরাজিত। শ্রীরাধা হইলেন পূর্ণশক্তির অধিষ্ঠাত্রী, ব্রহ্মের সমস্ত শক্তির মূল।

যাহাহউক, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এতদুভয়ের একজন যে কেবল আস্বাদক এবং একজন যে কেবল আস্বাদ্য তাহা নহে। উভয়েই উভয়ের আস্বাদ্য এবং উভয়েই উভয়ের আস্বাদক। তাই শ্রীল রায়রামানন্দের গীতে শ্রীরাধার উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—"ন সো রমণ, ন হাম রমণী।" তাৎপর্য্য এইযে, শ্রীরাধা বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ আমার রমণ (আস্বাদক) বটেন, আমিও তাঁহার রমণী (আস্বাদ্য) বটি, কিন্তু কেবল তিনিই রমণ (আস্বাদক) নহেন এবং কেবল আমিই রমণী (আস্বাদ্য) নহি; আমিও রমণ (আস্বাদক) এবং তিনিও রমণী (আস্বাদ্য)। ইহাই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের তত্ত্বরহস্য। "রসিকশেখর কৃষ্ণ," "রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি বিলাস। বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস॥ ১।৪।১০১॥ এইমত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন। যদ্যপি করিল রসনির্য্যাস চর্ব্বণ॥ ১৪।১০৭॥"—ইত্যাদি বহু উক্তিই শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদকত্বের প্রমাণ। আর, "এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি। আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥ ১।৪।১২১॥ সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥ ললিতমাধব। ৮।৩২॥" ইত্যাদি বহু শ্রীকৃষ্ণোক্তিও শ্রীরাধিকার আস্বাদকত্বের প্রমাণ। রসস্বরূপ ব্রহ্ম একেই দুই হইয়া অনাদিকাল হইতে বিরাজিত, আবার তাঁহারা দুয়েও এক।

কেবলমাত্র যে দুইই হইয়াছেন, তাহা নহে; একই বহুও হইয়াছেন। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এই দুই হইল বহুর মূল। শ্রীরাধা শক্তির মূল এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের মূল, শক্তিমানের মূল। একটী কল্পবৃক্ষ বলিলে সেই কল্পবৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প—সকলকেই অর্থাৎ কল্পবৃক্ষের অঙ্গীভূত সকলকেই বুঝায়। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণ-শব্দেও এস্থলে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপকে এবং শ্রীরাধা-শব্দেও এস্থলে অনন্ত কান্তাস্বরূপকে বুঝাইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী
আলোচনায় দেখা গিয়াছে—ব্রহ্মে অনন্তরস বৈচিত্রী নিত্য বিরাজিত। প্রত্যেক বৈচিত্রীতেই আস্বাদ্য এবং আস্বাদক
উভয়ই আছেন। শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সমগ্ররসবৈচিত্রীর সমবেত আস্বাদক এবং সমবেত আস্বাদ্য--
পরিপূর্ণতম আস্বাদ্য এবং আস্বাদক। স্বরূপশক্তির অবিচিন্ত্য প্রভাবে প্রতিরসবৈচিত্রীতেও এইরূপ আস্বাদ্য
এবং আস্বাদকরূপে ব্রহ্ম বিরাজিত। স্বরূপশক্তির আস্বাদকত্বজনয়িত্রী এবং আস্বাদ্যত্বজনয়িত্রী অভিব্যক্তির
আলোচনা উপলক্ষে পূর্ব্বেই ইহার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। অনন্তরসবৈচিত্রী আস্বাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীরাধা ও
শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই অনন্ত রূপে প্রকটিত। শ্রীকৃষ্ণের এই অনন্তরূপই হইল অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ এবং
শ্রীরাধার এই অনন্তরূপই হইল এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ সমূহের শক্তি বা কান্তা বা লক্ষ্মীগণ। কেবল স্বরূপ
এবং স্বরূপের শক্তি নয়, প্রত্যেক স্বরূপের—শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপেরও—অসংখ্য পরিকররূপেও একই রসস্বরূপব্রহ্ম আত্মপ্রকট
করিয়া আছেন। পরিকরগণ তাঁহার ক্রীড়াসঙ্গী, লীলাসঙ্গী। লীলার ধামাদিরূপেও রসস্বরূপ ব্রহ্ম
অনাদিকাল হইতে বিরাজিত। ধামাদিই তাঁহার স্বরূপবৈভব। তাঁহার লীলার কথা "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"
ইত্যাদি বেদান্তসূত্রেও উল্লিখিত হইয়াছে। লীলার ব্যপদেশেই আস্বাদ্য-রসের উৎস উৎসারিত হয়
এবং সেই রসই তিনি আস্বাদন করেন। এরূপ অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করা সত্ত্বেও তাঁহার একস্বরূপত্ব
অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি। আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্তং
বহুধা দৃশ্যমানম্। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। আবার শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্। বহুমূর্ত্তিকেও

তিনি একমূর্ত্তি, আবার একমূর্ত্তিতেই বহুমূর্ত্তি। এসকল বিভিন্ন রূপের মধ্যে ভেদ নাই; শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন "ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয়, অপরাধ। ২।৯।১৪০॥" এই একত্বে বহুত্ব এবং বহুত্বে একত্ব—ইহাই রসস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় বৈশিষ্ট্য।

যাহা হউক, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুইয়ে এক, আবার একেই দুই। শক্তি-শক্তিমানের অভেদদৃষ্টিতে তাঁহারা অভিন্ন। আবার আস্বাদ্য রস এবং আস্বাদক রস (বা রসিক) এইরূপ দৃষ্টিতে তাঁহারা দুই—ভিন্ন। তাঁহাদের মধ্যে অভেদেও ভেদ, আবার ভেদেও অভেদ। এই ভেদ এবং অভেদ যুগপৎ—একই সঙ্গে একই সময়ে—নিত্য বিরাজিত। ব্রহ্ম এবং রস এই দুইটী শব্দের বাচ্য যেমন একই সশক্তিক আনন্দ, তদ্রূপ এই ভেদ এবং অভেদ এতদুভয়ের বিষয়ও সেই একই সশক্তিক আনন্দ। এই আনন্দতত্ত্বটীতে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়াও মনে হয়, অভেদ আছে বলিয়াও মনে হয় এবং এই ভেদ ও অভেদের যৌগপত্য আছে বলিয়াও মনে হয়।

১।৪।৮৩—৫ পয়ারে কবিরাজ-গোস্বামী শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধের কথাই বলিতেছেন। মৃগমদ এবং অগ্নির দৃষ্টান্ত দিয়া সেই সম্বন্ধের স্বরূপটী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মৃগমদের গন্ধ হইল মৃগমদের শক্তি; এই দুইকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক্ করা যায় না। দাহিকা শক্তিও হইল অগ্নির শক্তি; দাহিকা শক্তিকেও অগ্নি হইতে ভিন্ন, বা বিচ্ছিন্ন বা পৃথক্ করা যায় না। এই দৃষ্টান্ত দুইটী দ্বারা বুঝা গেল, শক্তিমান্ হইতে শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না—ইহাই শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে বিদ্যমান একটা সম্বন্ধ; অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান্ পরস্পর হইতে অবিচ্ছেদ্য। এই অবিচ্ছেদ্যত্ব দ্বারা সম্যক্‌রূপে অভেদ বুঝায় কিনা, তাহা বিবেচনা করা যাউক। মৃগমদ ও তাহার গন্ধকে অভিন্ন মনে করিলে, যেস্থলে গন্ধের অনুভব হইবে, সেস্থলে মৃগমদেরও অনুভব হইবে। কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না। অদৃশ্য-গোলাপের গন্ধও আমরা অনুভব করি; দৃষ্টির অগোচর মৃগমদের গন্ধও অনুভূত হয়; কিন্তু তখন মৃগমদ দৃষ্ট হয় না। তদ্রূপ অগ্নি দৃষ্ট না হইলেও কোনও কোনও সময় তার উত্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে। এই জগতে আমরা ঈশ্বরকে দেখিনা, কিন্তু তাঁর শক্তি যে একেবারে অনুভূত হয় না, একথাও বলা চলে না। ইহাতে মনে হয়—মৃগমদ ও তার গন্ধ, অগ্নি এবং তার দাহিকাশক্তি, ব্রহ্ম এবং তার শক্তি যেন সম্যক্‌রূপে অভিন্ন নয়; তাদের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়াও মনে হয়। কিন্তু ভেদ আছে মনে করিলেও মৃগমদ হইতে তার গন্ধকে, অগ্নি হইতে তার দাহিকাশক্তিকে পৃথক্ করার সম্ভাব্যতা জন্মে। কিন্তু তারা অবিচ্ছেদ্য। অগ্নি এবং তাহার দাহিকাশক্তিকে ভিন্ন মনে করিলে আরও একটা আপত্তি জন্মিতে পারে। জলের উপাদান অম্লজান ও উদকজানের মত অগ্নি ও দাহিকাশক্তিকেও অগ্নির উপাদানরূপে মনে করিতে হয়; তদ্রূপ, ব্রহ্ম এবং তাহার শক্তিকেও এইরূপ দুইটী বস্তু মনে করিলে, ব্রহ্মে স্বগতভেদ আছে বলিয়া মনে করিতে হয়; কিন্তু ব্রহ্ম অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্; শ্রীভা, ১।২।১১॥ যাহা অদ্বয়তত্ত্ব, তাহা হইবে সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ মনে করাও দুষ্কর। তাহা হইলে বুঝা গেল—শক্তিকে শক্তিমান্ হইতে অভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায়না বলিয়া তাদের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়া মনে হয়, আবার ভিন্নরূপে চিন্তা করা যায়না বলিয়াও তাদের মধ্যে অভেদ আছে বলিয়া মনে হয় বাস্তবিক শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধটী অত্যন্ত জটিল। তাই বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মত স্থাপন করিয়াছেন। কেহ বলেন, শক্তি ও শক্তিমানে বাস্তবিক ভেদ আছে—যেমন শ্রীমধ্বাচার্য্য। মায়াবাদীরা বলেন—ভেদাংশ ব্যবহারিক, প্রাতীতিক মাত্র; পরমার্থে তাঁহারা শক্তিই স্বীকার করেন না, সুতরাং ভেদও স্বীকার করেন না—যেমন শ্রীশঙ্করাচার্য্য। আবার শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য বাস্তব ভেদাভেদ স্বীকার করেন। আবার কেহ কেহ বলেন—কেবল তর্কের দ্বারা ভেদবাদ বা অভেদবাদ স্থাপনের চেষ্টার সার্থকতা নাই। যেহেতু কেবল তর্কদ্বারা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কেবল ভেদবাদ স্থাপন করিতে গেলেও অনেক দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়, কেবল অভেদবাদ স্থাপন করিতে গেলেও অনেক দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। নির্দ্দোষভাবে কেবল ভেদবাদ স্থাপন করাও যেমন দুষ্কর, কেবল অভেদবাদ স্থাপন করাও তেমনি দুষ্কর। তাই কোনও কোনও

বেদান্তী ভেদ বা অভেদ সাধনে চিন্তার অসামর্থ্য উপলব্ধি করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকার করেন। অপরে তু তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ ভেদেঽপ্যভেদেঽপি নির্ম্মর্য্যাদদোষসন্ততি-দর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদ-ভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্ব্বন্তি। সর্ব্বসম্বাদিনী। ১৪৯ পৃঃ।” শ্রীজীব বলেন, স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া শক্তির ভেদ প্রতীত হয়, আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদ প্রতীত হয়। ফলতঃ, শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ এবং অভেদ উভয়ই স্বীকার করিতে হয় এবং এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য। “তস্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদঃ ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তিশক্তিমতো র্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চ অচিন্ত্যৌ। সর্ব্বসম্বাদিনী, ৩৭ পৃঃ॥” এই ভেদাভেদকে অচিন্ত্য বলার হেতু এই যে, একই বস্তুদ্বয়ের মধ্যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ থাকা আমাদের চিন্তার বা ধারণার অতীত; কোনও যুক্তিদ্বারাই আমরা ইহা সপ্রমাণ করিতে পারি না। যেখানেই শক্তি ও শক্তিমান্, সেখানেই এই অবস্থা। মৃগমদ ও অগ্নি এই দুইটী প্রাকৃত বস্তুর দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত প্রপঞ্চগত বস্তুতেই যে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে এইরূপ ভেদাভেদ সম্বন্ধ বিদ্যমান্ এবং সেই ভেদাভেদ যে অচিন্ত্য, যুক্তিতর্কের অগোচর, তাহা বিষ্ণুপুরাণও বলিয়াছেন। “শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ। যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ। ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা॥ ১।৩।২॥” শ্রীমদ্ভাগবতের “সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ” ইত্যাদি ১১।৩।৩৭ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী বিষ্ণুপুরাণের উল্লিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—“লোকে সর্ব্বেষাং ভাবানাং পাবকস্য উষ্ণতাশক্তিবদচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞানগোচরাঃ সন্তি।—অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় প্রপঞ্চগত সমস্ত বস্তুতেই অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর শক্তি আছে। ভিন্নরূপে বা অভিন্নরূপে চিন্তা করার দুষ্করতাই অচিন্ত্যতা; ইহা কেবল অর্থাপত্তিজ্ঞানগোচর।” কোনও প্রসিদ্ধ ব্যাপারের অন্যথা উপপত্তি না হওয়া রূপ যে প্রমাণ, তাহাই অর্থাপত্তি প্রমাণ। যেমন, মিশ্রী মিষ্ট; কিন্তু কেন মিষ্ট, তাহা কোনও তর্কযুক্তিদ্বারা নির্ণয় করা যায় না; ইহাই মিশ্রীর মিষ্টত্ব সম্বন্ধে অচিন্ত্যত্ব; আর, মিশ্রী যে মিষ্ট, ইহা একটী প্রসিদ্ধ ব্যাপার; ইহা কেবল জানিয়া রাখা ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারে (অন্যথা) প্রমাণ করা যায় না (উপপন্ন হয়না) বলিয়া ইহাকে অর্থাপত্তি জ্ঞানও বলে। যে জ্ঞান কোনও যুক্তিতর্কদ্বারা নির্ণয় করা যায় না, যাহাকে কেবল স্বীকার করিয়াই লইতে হয়, মিশ্রীর মিষ্টত্বের ন্যায় অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া যাহাকে স্বীকার না করিয়াও পারা যায় না, তাহাই অচিন্ত্যজ্ঞান বা অর্থাপত্তিজ্ঞান। মিশ্রীর মিষ্টত্ব, নিম্বের তিক্তত্ব, অগ্নির উষ্ণতা প্রভৃতি এইরূপ অচিন্ত্যজ্ঞানের বা অর্থাপত্তি জ্ঞানের বিষয়ীভূত। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাও এইরূপ অচিন্ত্যজ্ঞানেরই বিষয়ীভূত; যেহেতু, শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়াও মনে হয়, আবার অভেদ আছে বলিয়াও মনে হয়, ভেদ এবং অভেদ এতদুভয়ই যুগপৎ নিত্য বিরাজিত বলিয়াও মনে হয়। ইহা সর্ব্বজনবিদিত অতি প্রসিদ্ধ ব্যাপার; অথচ কোনও যুক্তিতর্কদ্বারা কেবল ভেদও নির্ণয় করা যায় না, কেবল অভেদও নির্ণয় করা যায় না, নির্ণয় করার চেষ্টা করিতে গেলে অনেক দোষ আসিয়া পড়ে—তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। ভেদ এবং অভেদও বা কিরূপে যুগপৎ বর্ত্তমান থাকে, তাহাও নির্ণয় করা যায় না; অথচ ইহা প্রসিদ্ধ ব্যাপার। ভেদ ও অভেদের যৌগপত্য স্বীকার করিলে কোনও দোষের অবকাশও থাকে না। তাই শক্তি ও শক্তিমানের এই ভেদাভেদকে একটা অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর ব্যাপার বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। প্রপঞ্চগত বস্তুসমূহের মধ্যে শক্তি ও শক্তিমানে যেরূপ সম্বন্ধ, ব্রহ্মবস্তুতেও শক্তি ও শক্তিমানে সেইরূপই সম্বন্ধ।

শ্রীরাধা স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ হইলেও সমস্ত শক্তিরই অধিষ্ঠাত্রী; সুতরাং শক্তিরূপা শ্রীরাধার সঙ্গে শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ স্বীকার করায় সমস্ত শক্তির সহিতই শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ স্বীকৃত হইয়া পড়ে। স্বরূপশক্তি ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের আরও দুইটী প্রধান শক্তি আছে—জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। অনন্তকোটি জীব এই জীবশক্তির অংশ; জীব আবার শ্রীকৃষ্ণের চিৎকণ অংশ। তাহা হইলে জীবশক্তি এবং চিৎ কি একই অভিন্ন বস্তু?

তাহা না হইলে একই জীব কিরূপে জীবশক্তিরও অংশ হয়, আবার চিৎ-এরও অংশ হয়? এসম্বন্ধে শ্রীজীব বলেন—জীবশক্তিবিশিষ্টস্যৈব তব (কৃষ্ণস্য) অংশঃ, ন তু শুদ্ধস্য—জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশই জীব, শুদ্ধ (স্বরূপশক্তি বিশিষ্ট) কৃষ্ণের অংশ নহে (পরমাত্মসন্দর্ভ)॥ শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর অনুপ্রবেশ-বশতঃই ইহা সম্ভব হইয়াছে। শক্তিমতি পরমাত্মনি জীবাখ্যশক্ত্যনুপ্রবেশবিবক্ষয়া ইত্যাদি (পরমাত্মসন্দর্ভঃ)। ব্রহ্মে জীবশক্তির অনুপ্রবেশের কথাই এস্থলে শ্রীজীব বলিয়াছেন। অন্য একস্থলেও তিনি এই অনুপ্রবেশের কথা বলিয়াছেন। জীবাত্মা যে ব্রহ্মের শক্তি তাহা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন; তারপর আর একটী বিষয়ের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতেছেন; এই সিদ্ধান্তটী হইতেছে জীবাত্মার ও পরমাত্মার ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধে; শ্রুতিতে কোনও কোনও স্থলে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার অভেদের কথা এবং কোনও কোনও স্থলে ভেদের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। তৎসম্বন্ধে শ্রীজীব বলিতেছেন—তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তিশক্তিমতোঃ পরস্পরানুপ্রবেশাৎ শক্তিমদ্ব্যতিরেকেণ শক্তিব্যতিরেকাৎ চিত্ত্বাবিশেষাচ্চ ক্বচিদভেদনির্দ্দেশঃ একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তিবৈবিধ্যদর্শনাৎ ভেদনির্দ্দেশশ্চ নাসমঞ্জসঃ (পরমাত্মসন্দর্ভঃ)।—জীবাত্মা যে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের শক্তি, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর অনুপ্রবেশ বশতঃ (ব্রহ্মের মধ্যে জীবশক্তি এবং জীবশক্তির মধ্যে ব্রহ্ম অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া) শক্তিমানের ব্যতিরেকে শক্তিরও ব্যতিরেক হয় বলিয়া (অনুপ্রবেশের ফলে শক্তিমান্‌কে বাদ দিয়া শক্তির ধারণা করা যায় না বলিয়া) এবং চিদংশে জীবশক্তি ও ব্রহ্মে অভেদ বলিয়া শ্রুতিতে কোনও কোনও স্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভিন্ন বলা হইয়াছে। আবার একই বস্তুতে শক্তিনিচয়ের নানাত্ব দৃষ্ট হয় বলিয়া (একই ব্রহ্মের বিবিধ শক্তি আছে; জীবশক্তি হইল তাহাদের মধ্যে একটীমাত্র শক্তি; সুতরাং এই একটীমাত্র শক্তিকে বহুশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন বলা সঙ্গত হয় না বলিয়া) শ্রুতিতে কোনও কোনও স্থলে জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে। এই ভেদ ও অভেদের উল্লেখে অসামঞ্জস্য কিছু নাই (শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদাভেদসম্বন্ধ বিদ্যমান্ রহিয়াছে বলিয়াই একস্থলে ভেদের এবং অন্যস্থলে অভেদের উল্লেখেও কোনওরূপ অসামঞ্জস্য হয় না)। ব্রহ্ম এবং স্বরূপশক্তির ন্যায়, ব্রহ্ম এবং জীবশক্তিরও পরস্পর অনুপ্রবেশ বশতঃই জীব এবং ব্রহ্মে অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কবিরাজ-গোস্বামীও বলিয়াছেন—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥ ২।২০।১০১॥"

"নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে। ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্ তন্তুষঙ্গ যথা পটঃ॥ শ্রীভা, ১০।১৫।৩৫॥ এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্। অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ॥ শ্রীভা, ১০।৪৬।৩১॥ অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ গী, ১০।৪২॥"—ইত্যাদি প্রমাণবলে মায়াশক্তিতেও ব্রহ্মের অনুপ্রবেশের কথা জানিতে পারা যায়। "এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ শ্রীভা, ১।১১।৩৯॥" ইত্যাদি প্রমাণবলে ইহাও জানা যায় যে, মায়াশক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও ব্রহ্ম মায়াদ্বারা অস্পৃষ্টই থাকেন। যাহাহউক, এইরূপ অনুপ্রবেশের ফলে মায়াশক্তির সহিত এবং মায়ার কার্য্যাদির সহিতও ব্রহ্মের অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধই প্রমাণিত হইতেছে।

একই পরতত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব যে স্বীয় স্বাভাবিকী অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সর্ব্বদাই স্বরূপ, স্বরূপবৈভব, জীব এবং প্রধান (মায়া)—এই চারিরূপে নিত্য বিরাজিত, শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সন্দর্ভে তাহা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। "একমেব তৎপরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে।" কোন্ কোন্ শক্তিদ্বারা পরতত্ত্ব কি কি রূপে বিরাজিত, তাহাও শ্রীজীব বলিয়াছেন—"শক্তিশ্চ সা ত্রিবিধা অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা চ। তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপেণ চ তদবতিষ্ঠতে। তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয়চিদেকাত্ম শুদ্ধজীবরূপেণ বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া প্রতিচ্ছবিগতবর্ণশাবল্যস্থানীয় তদীয় বহিরঙ্গবৈভব-জড়াত্মপ্রধান-রূপেণ চেতি চতুর্দ্ধাত্বম্।—পরতত্ত্বের তিনটী প্রধান শক্তি—অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা

রাধা, কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। | লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥ ৮৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জীবশক্তি। স্বরূপ-শক্তিদ্বারা শ্রীভগবান্ স্বীয় পূর্ণস্বরূপে অবস্থান করেন এবং বৈকুণ্ঠাদি-স্বরূপবৈভবরূপেও অবস্থান করেন; তটস্থা জীবশক্তিদ্বারা কিরণস্থানীয় চিন্মাত্রস্বরূপ শুদ্ধজীবরূপে অবস্থান করেন এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তিদ্বারা প্রতিচ্ছবিগত বর্ণশবলতাস্থানীয় বহিরঙ্গবৈভবস্বরূপ জড়াত্মক প্রধানরূপে (মায়িক ব্রহ্মাণ্ডরূপে) অবস্থান করেন। এইরূপে তাঁহার চতুর্ব্বিধরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়।" স্বরূপে এবং স্বরূপবৈভবে শক্তিমান্ ও শক্তি এতদুভয়ের পরস্পর অনুপ্রবেশ, শুদ্ধজীবে শক্তিমান্ ও জীবশক্তি এতদুভয়ের পরস্পর অনুপ্রবেশ এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে শক্তিমান্ ও মায়াশক্তি এতদুভয়ের পরস্পর অনুপ্রবেশ। সর্ব্বত্রই শক্তি ও শক্তিমানে অচিন্ত্য ভেদাভেদসম্বন্ধ। শক্তি ও শক্তিমানের এই **অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বই** শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবাচার্য্যদের অপূর্ব্ব দার্শনিক বৈশিষ্ট্য।

৮৫। **একই স্বরূপ**—স্বরূপতঃ এক, অভিন্ন। **রাধাকৃষ্ণ ঐছে** ইত্যাদি—মৃগমদ ও তাহার গন্ধে যেমন কোনও ভেদ নাই, অগ্নি এবং অগ্নির দাহিকা শক্তিতে যেমন কোনও ভেদ নাই; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাতেও স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই; শক্তি-শক্তিমানের অভেদবশতঃ শক্তি শ্রীরাধায় ও শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই—তাঁহারা অভিন্ন। ১।৪।৭৯ এবং ১।৪।৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ দেখাইয়া এই পর্য্যন্ত শ্লোকস্থ "অস্মাৎ একাত্মানৌ" অংশের অর্থ করা হইল—"রাধা পূর্ণশক্তি" ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া "একই স্বরূপ" পর্য্যন্ত আড়াই পয়ারে।

লীলারস—রাসাদি-লীলারস। **ধরে দুই রূপ**—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই পৃথক্ বিগ্রহ ধারণ করেন, শক্তিমান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহরূপে এবং শক্তি স্বয়ং শ্রীরাধা-বিগ্রহরূপে প্রকটিত হয়েন। সুতরাং শ্রীরাধা পূর্ণতম-শক্তি-বিগ্রহ এবং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম-শক্তিমদ্-বিগ্রহ। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ অভিন্ন হইয়াও যে অচিন্ত্য-প্রভাবে অনাদিকাল হইতেই পৃথক্ পৃথক্ বিগ্রহে বিরাজিত আছেন, তাহাই এই পয়ারার্দ্ধে বলা হইল। লীলা অর্থ ক্রীড়া; কেবল মাত্র একজনে ক্রীড়া হয় না বলিয়া অনাদিকাল হইতেই লীলাপুরুষোত্তম—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধারূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত।

নারদপঞ্চরাত্র হইতে জানা যায়, লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত অনাদিকাল হইতেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ দুইদেহে বিরাজিত। "দ্বিভুজঃ সোঽপি গোলোকে বভ্রাম রাসমণ্ডলে। গোপবেশশ্চ তরুণো জলদশ্যামসুন্দরঃ॥ ২।৩।২১॥ এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভূব সঃ। একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ॥ স চ স্বেচ্ছাময়ঃ শ্যামঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বয়ম্। তাং দৃষ্ট্বা সুন্দরীং লোলাং রতিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ॥ ২।৩।২৪-২৫॥—সেই তরুণ গোপবেশ নবমেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দর দ্বিভুজ পরমাত্মা গোলোকের রাসমণ্ডলে ভ্রমণ করেন। একমাত্র সেই ঈশ্বর প্রথমে (অনাদিকাল) দ্বিধা বিভক্ত হইলেন—তাঁহার একভাগে স্ত্রীরূপ হইল, ইহাকে বিষ্ণুমায়া (বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি) বলে এবং অপর ভাগে তিনি স্বয়ং পুরুষরূপেই রহিলেন। তিনি স্বেচ্ছাময়, শ্যামকান্তি, সগুণ (অপ্রাকৃত গুণ-বিশিষ্ট), এবং নির্গুণ (প্রাকৃত গুণহীন); তিনি সেই সুন্দরী চঞ্চলা ললনাকে দেখিয়া তাঁহার সহিত লীলা করিতে উদ্যত হইলেন।"

শ্রীরাধাকৃষ্ণ যে স্বরূপতঃ একই, তাহাও নারদপঞ্চরাত্রের উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে জানা গেল। আরও অনুকূল উক্তি আছে। "যথা ব্রহ্মস্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। তথা ব্রহ্ম-স্বরূপা চ নির্লিপ্তা প্রকৃতেঃ পরা॥—শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রহ্ম-স্বরূপ এবং প্রকৃতির অতীত, সেইরূপ শ্রীরাধাও ব্রহ্ম-স্বরূপা এবং প্রকৃতির অতীত। না, প, রা, ২।৩।৫১॥"

কেবল মাত্র শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুইজনেই যে লীলা করিতেছেন, এই দুইজন ব্যতীত আর কোনও লীলা-পরিকর যে নাই—তাহাই এই পয়ারের তাৎপর্য্য নহে। তাৎপর্য্য এই যে—লীলারস-আস্বাদনের মুখ্যা শক্তিই শ্রীরাধা। সর্ব্বশক্তি-বরীয়সী—সকল শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধা স্বয়ংরূপেও আত্মপ্রকটন করিয়াছেন এবং রস-বৈচিত্রী-সম্পাদনার্থ অন্য যে যে পরিকরাদির প্রয়োজন, শক্তি-বৈচিত্রীর ও শক্তি-বিকাশের তারতম্যানুসারে সেই-সেইরূপেও

প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধা ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ॥ ৮৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার।
এই ত পঞ্চম-শ্লোকের অর্থ-পরচার ॥ ৮৭
ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস ॥ ৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আত্মপ্রকট করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণকে অনাদিকাল হইতে লীলা-রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইতেছেন। "দুইরূপে" শব্দের তাৎপর্য্য—শক্তিমান্ রূপে এবং শক্তিরূপে। শক্তিমান্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণ, আর শক্তিরূপে শ্রীরাধা এবং শ্রীরাধার উপলক্ষণে সমস্ত ধাম-পরিকরাদি। কারণ, লীলা করিতে হইলে লীলা-পরিকরের প্রয়োজন, ধামের প্রয়োজন এবং লীলার উপকরণ দ্রব্যাদিরও প্রয়োজন; শ্রীকৃষ্ণের শক্তিই এই সকলরূপে অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। পূর্ব্বপয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

"লীলারস আস্বাদিতে" ইত্যাদি অর্দ্ধপয়ারে শ্লোকস্থ "অপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ" অংশের অর্থ করা হইয়াছে।

৮৬।৮৭। এক্ষণে শ্লোকস্থ "চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা ইত্যাদি" অংশের অর্থ করিতেছেন দেড় পয়ারে;

পূর্ণ-শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তি শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া জগতের জীবকে প্রেমভক্তি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শিখাইতে—জগতের জীবকে শিক্ষা দিতে। কোনও কোনও গ্রন্থে "শিক্ষা লাগি" পাঠ আছে। ঝামটপুরের গ্রন্থের পাঠ "শিখাইতে।" **আপনে অবতরি**—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া। **রাধা-ভাব-কান্তি**—শ্রীরাধার ভাব (মাদনাখ্য মহাভাব) এবং পীত কান্তি। **দুই**—ভাব ও কান্তি। **অঙ্গীকার করি**—স্বীকার করিয়া, গ্রহণ করিয়া। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের মাদনাখ্যভাব ছিলনা, পীতবর্ণও ছিলনা; তিনি শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। (১।৩।১০ শ্লোক টীকা দ্রষ্টব্য)। ৮৬ পয়ারে "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং কৃষ্ণস্বরূপং" এর অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। **শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে**—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যস্বরূপে ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহার নাম হইল চৈতন্য এবং স্বরূপেও তিনি চৈতন্য (সচ্চিদানন্দ) রহিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে সাধারণ মানুষ নহেন, পরন্তু সচ্চিদানন্দ ভগবদ্‌বিগ্রহ, তাহাই এই পয়ারে ব্যঞ্জিত হইল। ৮৭ পয়ারের প্রথমার্দ্ধে "চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা" অংশের অর্থ ব্যক্ত করা হইয়াছে।

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়বিকার" ইত্যাদি ৫২ পয়ার হইতে এই পর্য্যন্ত "রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতিঃ" ইত্যাদি পঞ্চম শ্লোকের অর্থ করা হইল।

৮৮। এক্ষণে ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিবার উপক্রম করিতেছেন।

ষষ্ঠ শ্লোক—"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা" ইত্যাদি প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত ষষ্ঠ শ্লোক। **আভাস**—পূর্ব্ববাক্য, সূচনা। ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমাদি তিনটী বস্তু কিরূপ, তাহা জানিবার নিমিত্ত লোভ হওয়াতেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ লোভ হওয়ার হেতু কি, তাহা উক্ত শ্লোকে বলা হয় নাই; সেই হেতুর বর্ণনাই উক্ত শ্লোকের আভাস বা পূর্ব্ববাক্য। শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমাদি তিনটী বস্তুর অদ্ভুত শক্তিই এই যে, তাহাদের আস্বাদনের বা অনুভবের নিমিত্ত পূর্ণকাম শ্রীকৃষ্ণেরও লোভ জন্মে—এই কথাই ষষ্ঠ শ্লোকের আভাস। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে রাধা-প্রেমাদির এই অপূর্ব্ব শক্তির কথাই বলা হইয়াছে।

কোন কোন গ্রন্থে "আভাষ" পাঠ আছে—"আভাষ" অর্থ—ভূমিকা বা উপক্রমণিকা। তাহা এইরূপ; "অনর্পিতচরীং" শ্লোকেও শ্রীগৌর-অবতারের কারণ বলা হইয়াছে; আবার "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা" ইত্যাদি শ্লোকেও অবতারের কারণই বলা হইয়াছে। একই কার্য্যের (অবতরণের) দুই শ্লোকে দুই রকম কারণ ব্যক্ত করায় লোকের

অবতরি প্রভু প্রচারিলা সঙ্কীর্ত্তন।
এহো বাহ্য হেতু—পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন ॥ ৮৯
অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ।
রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ ॥ ৯০

অতিগূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার ॥ ৯১
স্বরূপগোসাঞি—প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ ॥ ৯২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে; সেই সন্দেহ দূর করার নিমিত্ত দুইটী কারণের বিশেষত্ব ও সার্থকতা দেখান দরকার—আভাষে বা উপক্রমণিকায় তাহা দেখাইয়াছেন ৮৯।৯০ পয়ারে; অনর্পিতচরীং-শ্লোকে যে কারণ বলা হইয়াছে, তাহা গৌণ বা বাহ্য কারণ; আর "শ্রীরাধায়াঃ"-শ্লোকে যে কারণ বলা হইয়াছে, তাহা মুখ্য বা অন্তরঙ্গ কারণ।

৮৯। শ্লোকের আভাস বলিতেছেন, দুই পয়ারে। অনর্পিতচরীং-শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, নাম-প্রেম প্রচারের নিমিত্তই প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তদুদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়া তিনি নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু ইহা (সঙ্কীর্ত্তন-প্রচার) যে প্রভুর অবতারের বহিরঙ্গ কারণ, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই পরিচ্ছেদের ৫ম পয়ারে।

এহো—সঙ্কীর্ত্তন-প্রচার। **বাহ্যহেতু**—অবতারের বহিরঙ্গ কারণ, গৌণ কারণ; আনুষঙ্গ কারণ; মুখ্য কারণ নহে। কোন কোন গ্রন্থে "বাহ্যহেতু" স্থলে "গৌণ হেতু" পাঠ আছে।

৯০। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রচাররূপ গৌণ কারণ ব্যতীত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারের আরও একটী মুখ্য কারণ আছে; রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের নিজের কোনও একটী কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তই মুখ্যতঃ তিনি অবতীর্ণ হয়েন। এই স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহের বাসনাটীই হইল তাঁহার অবতারের মুখ্য কারণ।

অবতারের—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতীর্ণ হওয়ার। **আর এক**—নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রচাররূপ গৌণ কারণ ব্যতীত আর একটী **মুখ্যবীজ**—অবতারের মুখ্য কারণ। **সেই কার্য্য নিজ**—যে কার্য্য সিদ্ধির বাসনাটী তাঁহার অবতারের মুখ্য কারণ, সেই কার্য্যটী শ্রীকৃষ্ণের নিজের, তাহা মুখ্যতঃ জগতের জন্য অভিপ্রেত নহে। নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রচার জগতের জন্য, শ্রীকৃষ্ণের নিজের জন্য নহে; কিন্তু যেজন্য মুখ্যতঃ তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাহা জগতের জন্য নহে, তাঁহার নিজেরই জন্য; তাই তাহা তাঁহার অবতারের মুখ্য কারণ। "রসিক-শেখর"-বিশেষণ দ্বারাই সূচিত হইতেছে যে রসাস্বাদনসম্বন্ধীয় কোনও একটী উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ মুখ্যতঃ অবতারের সঙ্কল্প করেন। "প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন" ইত্যাদি পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪শ পয়ারে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। ১।৪।১৪ পয়ারে টীকা দ্রষ্টব্য।

৯১। শ্রীকৃষ্ণের নিজ কার্য্যরূপ মুখ্যকারণটী কি, তাহা বলিতেছেন। সেই মুখ্য কারণটী অত্যন্ত গোপনীয়; শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-কলেবরসদৃশ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ-দামোদর-গোস্বামী ব্যতীত অন্য কেহই তাহা জানিত না; স্বরূপ-দামোদর হইতেই অপরে তাহা জানিতে পারিয়াছে। সেই মুখ্য কারণটীর তিনটী অঙ্গ—শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য্যই বা কিরূপ এবং সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পায়েন, সেই সুখই বা কিরূপ—এই তিনটী বস্তু অনুভব করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের যে তিনটী লালসা জন্মে, সেই তিনটী লালসাই অবতারের মুখ্যহেতুর তিনটী অঙ্গ, ঐ তিনটী লালসার সমবায়ই অবতারের মুখ্য কারণ। ইহা স্বরূপ-দামোদর হইতে দাস-গোস্বামী জানিয়াছেন এবং দাস-গোস্বামী হইতে কবিরাজগোস্বামী জানিয়াছেন। অথবা স্বরূপদামোদরের কড়চা হইতে কবিরাজগোস্বামী ইহা জানিতে পারিয়াছেন।

অভিগূঢ়—অত্যন্ত গোপনীয়। **হেতু সেই**—সেই মুখ্য কারণ। **ত্রিবিধ প্রকার**—তিন রকম; সেই কারণের তিনটী অঙ্গ (পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটী লালসা)। সেই কারণটী যদি অত্যন্ত গোপনীয়ই হইবে, তাহা হইলে গ্রন্থকার কিরূপে জানিলেন যে তাহা "ত্রিবিধ প্রকার"? তাহার উত্তরে বলিতেছেন-"দামোদর স্বরূপ হইতে" ইত্যাদি।

দামোদর স্বরূপ—স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী।

৯২। শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজের কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত অবতীর্ণ হইলেন, তাহা স্বরূপ-দামোদরই বা কিরূপে

রাধিকার ভাব-মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর ॥ ৯৩
শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা, আর প্রলাপময়বাদ ॥ ৯৪
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধবদর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে ॥ ৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জানিলেন, তাহা বলিতেছেন। তিনি প্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া তাহা জানিতে পারিয়াছেন। **অন্তরঙ্গ**—মর্ম্মজ্ঞ। **এসব প্রসঙ্গ**—অবতারের মুখ্য-কারণ-জ্ঞাপক নিম্নলিখিত পয়ারোক্ত প্রসঙ্গ বা বিবরণ।

৯৩। অন্তরঙ্গ হইলেই বা স্বরূপ-দামোদর কি উপলক্ষে প্রভুর অন্তরের কথা জানিতে পারিলেন, তাহা বলিতেছেন—চারি পয়ারে।

শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজেকে শ্রীরাধা মনে করিতেন এবং সেইভাবে কখনও কৃষ্ণপ্রাপ্তি অনুভব করিয়া শ্রীরাধার ন্যায় সুখ অনুভব করিতেন; আবার কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের বিরহ অনুভব করিয়া অপরিসীম দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইতেন; আবার কখনও বা বিরহ-জনিত দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়া স্বরূপ-দামোদরের কণ্ঠ ধরিয়া বিলাপ করিতেন এবং নিজের মনের সমস্ত কথা স্বরূপ-দামোদরের নিকট প্রকাশ করিতেন। তাহা হইতেই স্বরূপ-দামোদর প্রভুর অবতারের মুখ্য কারণ জানিতে পারিয়াছেন।

ভাবমূর্ত্তি—ভাবের মূর্ত্তি। **রাধিকার ভাবমূর্ত্তি** ইত্যাদি—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তরই শ্রীরাধার ভাবের মূর্ত্তি ছিল; শ্রীরাধিকার মাদনাখ্য-মহাভাব গ্রহণ করাতে প্রভুর অন্তঃকরণ শ্রীরাধার ভাবের সহিত এমনি নিবিড় ভাবে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, প্রভুর আচরণ দেখিয়া মনে হইত, শ্রীরাধার ভাবই যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রভুর অন্তঃকরণরূপে পরিণত হইয়াছিল; শ্রীরাধার অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যে যে ভাব উঠে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তঃকরণেও ঠিক সেই সেই ভাব উঠিত; প্রভুর অন্তঃকরণে ও শ্রীরাধার অন্তঃকরণে কোনও পার্থক্যই ছি না। **অন্তর**—মন। **সেইভাবে**—শ্রীরাধার ভাবে (আবিষ্ট হইয়া)। **সুখ-দুঃখ**—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের অনুভবে সুখ এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের অনুভবে দুঃখ। **উঠে**—রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে উত্থিত হয়।

৯৪। **কৃষ্ণ-বিরহ-উন্মাদ**—শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-জনিত উন্মাদ (দিব্যোন্মাদ)। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধার যেমন দিব্যোন্মাদ জন্মিয়াছিল, শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট প্রভুও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ অনুভব করিয়া শেষ-লীলায় তদ্রূপ দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কোনও কোনও গ্রন্থে "কৃষ্ণ-বিরহ" স্থলে "বিরহ" পাঠ আছে। ঝামটপুরের গ্রন্থের পাঠ "কৃষ্ণবিরহ"।

ভ্রমময় চেষ্টা—ভ্রান্তলোকের ন্যায় আচরণ; যেমন, শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখনও সময়-বিশেষে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় স্থিতির কথা ভুলিয়া যাইয়া মনে করিতেন যে, তিনি যেন ব্রজেই আছেন (ভ্রম); তাই কৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত কুঞ্জে অভিসার করিতেন এবং বাসক-সজ্জাদি রচনা করিতেন; আবার কখনও বা আকাশে নীলমেঘ দেখিলে তাহাকেই কৃষ্ণ মনে করিয়া খণ্ডিতা নায়িকার ভাবে তাহাকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেন। এই জাতীয় আচরণকেই ভ্রমময়-চেষ্টা বলে; ইহা দিব্যোন্মাদের অন্তর্গত উদ্ঘূর্ণার লক্ষণ (উঃ নীঃ স্থাঃ ১৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

প্রলাপময়-বাদ—ব্যর্থ-আলাপময় বাক্য। ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্যাৎ (উঃ নীঃ উদ্ভাঃ ৮৭)। **বাদ**—বাক্য। প্রলাপময় বাদ, দিব্যোন্মাদের অন্তর্গত চিত্রজল্পাদির লক্ষণ (উঃ নীঃ স্থাঃ ১৪০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৯৫। প্রলাপময়-বাদাদি কিরূপ, তাহা বলিতেছেন। মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন দূতরূপে উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে উদ্ধব যখন শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানাইবার নিমিত্ত শ্রীরাধিকাদি-গোপসুন্দরীদিগের নিকটে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীরাধার মনে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যে সমস্ত ভাবের উদয় হইয়াছিল এবং ঐ সমস্ত ভাবের প্রভাবে শ্রীরাধা যে সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, (সেই সমস্ত চিত্রজল্পাদি নামে আখ্যাত এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ভ্রমর-গীতায় সে সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে।) শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের অনুভবে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনেও সেই সমস্ত

রাত্র্যে বিলাপ করেন স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহেন উঘাড়ি ॥ ৯৬
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই-গীতি-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর ॥ ৯৭
এবে কার্য্য নাহি কিছু এ সব বিচারে।
আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে ॥ ৯৮
পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম—।
কৌমার, পৌগণ্ড, আর কৈশোর অতি মর্ম্ম ॥৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভাবের উদয় হইয়াছিল এবং প্রভুও তখন নিজের উক্তিতে (প্রলাপময় বাদে) তদ্রূপ চিত্রজল্পাদি ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ২।২৩.৩৮ পয়ারের টীকায় চিত্রজল্পের লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

উদ্ধব-দর্শনে—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক দূতরূপে প্রেরিত উদ্ধবকে দেখিয়া। **মত্ত**—উন্মত্ত, দিব্যোন্মাদগ্রস্ত। **রাত্রিদিনে**—সর্ব্বদা।

৯৬—৯৭। স্বরূপ-দামোদর যে প্রভুর অন্তরঙ্গ ছিলেন, তাহার প্রমাণ দেখাইতেছেন দুই পয়ারে।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে অধীর হইয়া শ্রীরাধা যেমন প্রাণপ্রিয়-সখী ললিতার কণ্ঠ ধরিয়া বিলাপ করিতেন, রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্ মহাপ্রভুও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ অনুভব করিয়া (শেষলীলায়) রাত্রিকালে স্বরূপ-দামোদরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অ দুঃখে বিলাপ করিতেন এবং নিজের মনের সমস্ত কথা তাঁহার নিকটে প্রকাশ করিয়া বলিতেন। (মহাপ্রভুর এই ব্যবহারেই বুঝা যায়, স্বরূপ-দামোদর তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়—অন্তরঙ্গ ছিলেন, নচেৎ তাঁহার নিকটে নিজের মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিতেন না।) স্বরূপ-দামোদরও প্রভুর মনের ভাব জানিতে পারিয়া—যে যে শ্লোক পাঠ করিলে বা যে যে গীত গান করিলে প্রভুর চিত্তে একটু সান্ত্বনা জন্মিতে পারে, সেই সেই শ্লোক পাঠ করিতেন বা সেই সেই গীত গান করিতেন।

রাত্র্যে—রাত্রিতে। দিবাভাগে নানাবিধ লোকের সংসর্গে প্রভুর মনোগতভাব হয়তো একটু প্রশমিত হইয়া থাকিত; কিন্তু রাত্রিকালে বহিরঙ্গ লোক দূরে সরিয়া গেলে এবং স্বরূপ-দামোদরাদির ন্যায় দু'একজন মাত্র অন্তরঙ্গ ভক্তের সঙ্গ পাইলে প্রভুর হৃদয়ের ভাব উচ্ছলিত হইয়া উঠিত; তখন কৃষ্ণ-বিরহে অধীর হইয়া রাধাভাবে তিনি বিলাপ করিতেন। রাত্রিকালে ভাব প্রবল হওয়ার আরও হেতু এই যে, প্রভু মনে করিতেন—তিনি শ্রীরাধা, আর তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন; যখন তিনি ব্রজে ছিলেন, তখন এই রাত্রিযোগে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কত কত মধুর লীলাই তিনি করিয়াছেন; কিন্তু এখন সেই বৃন্দাবনও আছে, সেই তিনিও আছেন, সেই রাত্রিও আসিয়া উপস্থিত—নাই কেবল তাঁহার প্রাণবল্লভ, যাঁহার বিরহ শত সহস্র বৃশ্চিক-দংশন অপেক্ষাও যন্ত্রণাদায়ক। রাত্রির আগমনে এই সমস্ত ভাবের উদ্দীপনে প্রভুর শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিত। **বিলাপ**—দু' এক খানা গ্রন্থে "প্রলাপ" পাঠ আছে; কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থের, বিশেষতঃ ঝামটপুরের গ্রন্থের "বিলাপ" পাঠই আমরা গ্রহণ করিলাম। **স্বরূপের**—স্বরূপ-দামোদরের; ইনি ব্রজের ললিতা সখী; রাধাভাবের আবেশে প্রভু নিজেকে যেমন রাধা মনে করিতেন, স্বরূপকেও তেমনি ললিতা বলিয়া মনে করিতেন। **আবেশে**—রাধাভাবের আবেশে। **উঘাড়ি**—খুলিয়া, প্রকাশ করিয়া। **অন্তর**—মনে। **সেই-গীত-শ্লোকে**—প্রভুর ভাবের অনুকূল অথবা ভাব-প্রশমনের অনুকূল শ্লোক পাঠ করিয়া বা গীত গান করিয়া। **দামোদর**—স্বরূপ-দামোদর।

৯৮। **এবে**—এখন। **এসব বিচারে**—মহাপ্রভুর ভাবের কথার এবং স্বরূপ-দামোদরের শ্লোক-গীতাদির কথার বিষয় আলোচনার। **আগে**—ভবিষ্যতে, অন্ত্য লীলায়। **বিবরিব**—বর্ণন করিব।

৯৯। পূর্ব্ববর্ত্তী ২১ম পয়ারে বলা হইয়াছে, গৌর-অবতারের মুখ্যহেতুটী তিনরকমের। সেই তিন রকম কি কি, তাহা প্রকাশ করিবার উপক্রম করিতেছেন

পূর্ব্বে—শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে, দ্বাপরে। **ব্রজে**—ব্রজধামে, প্রকট-ব্রজলীলায়। **বয়োধর্ম্ম**—সেই বয়সের ধর্ম্ম। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৮১ম পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম**—বয়সের তিনরকম ধর্ম্ম। সেই তিনটী বয়োধর্ম্ম কি কি?—কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর। পাঁচ বৎসর বয়সের শেষ পর্য্যন্ত **কৌমার**, দশবৎসর

বাৎসল্য আবেশে কৈল কৌমার সফল। | পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখাবল ॥ ১০০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পর্য্যন্ত **পৌগণ্ড** এবং ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত **কৈশোর,** তারপর যৌবন। “বয়ঃ কৌমার-পৌগণ্ড-কৈশোর-মিতি তত্ত্রিধা। কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি। আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্যাত্ততঃ পরম্॥ ভ, র, সি, দক্ষিণ।১।১৫৭-৮॥”

যাহা সময়মত আসে আবার সময়মত চলিয়া যায়, তাহাই দেহাদির ধর্ম্ম। শৈশবে দেহের যে অবস্থা, কৌমারে তাহা থাকে না, আর একরকম অবস্থা আসে; যৌবনে তাহাও চলিয়া যায়, আর একরকম অবস্থা আসে; বার্দ্ধক্যে তাহাও থাকে না। এ সকল বিভিন্ন অবস্থা দেহের ধর্ম্ম, দেহ দেহই থাকে, সেই দেহে বিভিন্ন অবস্থা যথাসময়ে আসে এবং যায়। তাই দেহ হইল ধর্ম্মী, ঐ সকল অবস্থা তাহার ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে নিত্য কিশোর। প্রকটলীলায় বাল্য, পৌগণ্ডাদি যথাকালে আসে এবং যথাকালে চলিয়া যায়—লীলাশক্তির প্রভাবে, কিন্তু কিশোরত্ব নিত্য, তাই কৈশোর হইল ধর্ম্মী এবং বাল্য-পৌগণ্ডাদি তাহার ধর্ম্ম। কৈশোর নিত্য বলিয়া কৈশোরই শ্রেষ্ঠ। “বয়ঃ পরং ন কৈশোরাৎ। প, পু, পা, ৪৬,৫১॥” শ্রীকৃষ্ণের প্রৌঢ়ত্ব বা বার্দ্ধক্য নাই। কৈশোরে দেহের যেরূপ অবস্থা থাকে, সেই অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি। শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতের ২।৫।১১২-শ্লোকস্থ “বয়শ্চ তচ্ছৈশব-শোভয়াশ্রিতং সদা তথা যৌবনলীলয়াদৃতম্।” অংশের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন “বয়শ্চেতি তৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি পরমাশ্চর্য্যমিতি বা, সদা শৈশবশোভয়া পরমসৌকুমার্য্যচাপল্য-শ্মশ্রুনুদ্‌গমাদিরূপয়া বাল্যলক্ষ্মা আশ্রিতম্। তথা সদা যৌবনলীলয়া বিবিধবৈদগ্ধ্যাদিরূপয়া তদুদ্‌ভেদভঙ্গ্যা বা আদৃতঞ্চ।—শ্রীকৃষ্ণের বয়স পরমাশ্চর্য্য শৈশব-শোভাবিশিষ্ট—অর্থাৎ পরম সৌকুমার্য্য, চাপল্য, শ্মশ্রুর অনুদ্‌গম প্রভৃতি বাল্যশ্রীদ্বারা আশ্রিত। তদ্রূপ বিবিধ-বৈদগ্ধ্যাদিও সর্ব্বদা যৌবনলীলাকর্ত্তৃক আদৃত।”

অতি মর্ম্ম—অতি শ্রেষ্ঠ; বয়সের সার হইল কৈশোর, ইহা অত্যন্ত প্রিয়; এজন্য কৈশোরকে ‘অতি মর্ম্ম’ বলা হইয়াছে। নিত্য-কৈশোরে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-অবস্থিতি; প্রকট-লীলায় বাৎসল্য ও সখ্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত বাল্য ও পৌগণ্ডকে তিনি অঙ্গীকার করেন—বাল্যভাবে ও পৌগণ্ড-ভাবে আবিষ্ট হয়েন; কৈশোরেই সমস্ত গুণ বিরাজিত আছে বলিয়া কৈশোরেই বয়োধর্ম্মের পূর্ণতম-আবির্ভাব, সুতরাং কৈশোরই ধর্ম্মী; কৈশোরই সমস্ত ভক্তিরসের আশ্রয় এবং কৈশোরই নিত্য নূতন নূতন বিলাস-বৈচিত্রীপূর্ণ; এজন্য কৈশোরই শ্রেষ্ঠ, “অতি মর্ম্ম”। “বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ। ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যনানাবিলাসবান্॥ ভ, র, সি, দক্ষিণ। ১।২৭।”

১০০। ত্রিবিধ বয়সে কি ভাবে কোন্ বয়সোচিত রস শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করিলেন, তাহা বলিতেছেন। কৌমারে বাৎসল্যরস, পৌগণ্ডে সখ্যরস এবং কৈশোরে কান্তারস আস্বাদন করিয়া রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববিধ বয়সের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।

বাৎসল্য-আবেশে—বাৎসল্যভাবের আবেশে; যে ভাবের বশে সম্যক্‌রূপে পিতামাতার লাল্য ও পাল্য হইয়া থাকিতে হয়, নিজে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বথা অসমর্থ বলিয়া (নিজের খাদ্যাদি সংগ্রহ করা তো দূরে, মশামাছি তাড়াইতে পর্য্যন্ত অসমর্থ বলিয়া) পিতামাতার উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়, তাহাই বাৎসল্যভাব। শৈশবেই এই ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ, যতই বয়স বাড়িতে থাকে, নিজের দেহে একটু একটু করিয়া শক্তির আবির্ভাব হইতে থাকে, ততই এই ভাবটী তিরোহিত হইতে থাকে—কৌমারের পরে প্রায়শঃ প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কৈশোরে বাৎসল্যের (নিজের অসামর্থ্যনিবন্ধন পিতামাতার উপরে সম্যক্‌রূপে নির্ভর করার প্রয়োজনীয়তার ও ইচ্ছার) প্রাধান্য মোটেই থাকেনা। শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকিশোর, তাঁহার নিত্যকিশোর-স্বরূপে বাৎসল্য-ভাবের প্রাধান্য সম্ভব নহে; কিন্তু প্রকটক্রমলীলায় কৌমার ও পৌগণ্ড যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে আবির্ভূত হয়, আবার যথাবসরে চলিয়া যায়। যখন কৌমারের আবির্ভাব হয়, শ্রীকৃষ্ণও তখন কৌমার-বয়সোচিত বাৎসল্যভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন (বাৎসল্য-আবেশে)। এবং বাৎসল্য-রস নিজেও

রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি বিলাস।
বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস ॥ ১০১

কৈশোর-বয়স, কাম, জগত সকল।
রাসাদিলীলায় তিন করিল সফল ॥ ১০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আস্বাদন করেন, বাৎসল্য-রসের ভক্তবর্গকেও আস্বাদন করান। যে ভাবটী নিত্যস্থায়ী নহে, কিছুকালের জন্য মাত্র আবির্ভূত হয়, সেই ভাবটীই আবেশের ভাব—আবেশ নিত্যস্থায়ী হয় না। ক্রমলীলায় কৌমার নিত্য নহে বলিয়া কৌমারোচিত বাৎসল্যও ক্রমলীলায় নিত্য নহে—আবেশ মাত্র। তাই বলা হইয়াছে—"বাৎসল্য আবেশে।" পৌগণ্ড-সম্বন্ধেও ঐ কথা; পৌগণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের সখ্য-ভাবের আবেশ।

কৌমার সফল—যে বয়সের যে ভাব, সেই ভাবটীর আস্বাদনেই সেই বয়সের সফলতা। কৌমারের আস্বাদ্য বাৎসল্য—(নিরাশ্রয় শিশুরূপে মাতাপিতার স্নেহ আস্বাদন করা); ক্রমলীলায় কৌমারে তাহা আস্বাদন করিয়া তিনি কৌমারকে সফল বা সার্থক করিয়াছেন। এইরূপে পৌগণ্ডেও সখ্যরস আস্বাদন করিয়া পৌগণ্ডকে সফল ও সার্থক করিয়াছেন। **সখাবল**—সখার সংহতি; সখা-সমূহ। সুবলাদি সখাগণের সঙ্গে সখ্যরস আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পৌগণ্ডকে সফল করিয়াছেন। বাৎসল্যই যে কৌমার-বয়সোচিত রস এবং সখ্যই যে পৌগণ্ড-বয়সোচিত রস, তাহাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—"ঔচিত্যাত্তত্র কৌমারং বক্তব্যং বৎসলে রসে। পৌগণ্ডং প্রেয়সি তথা তত্তৎখেলাদিযোগতঃ ॥ দক্ষিণ। ১।১৫৯ ॥"

১০১। শ্রীরাধিকাদি গোপবধূগণের সঙ্গে রাসাদি-লীলা-বিলাস করিয়া রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ যথেচ্ছভাবে রস-নির্য্যাস আস্বাদন পূর্ব্বক তাঁহার কৈশোরকে সফল করিয়াছেন। কান্তাগণের সঙ্গে মধুরভাবই কৈশোর-বয়সোচিত ভাব এবং মধুর-রসে কৈশোর-বয়সই শ্রেষ্ঠ। "শ্রৈষ্ঠমুজ্জ্বল এবাস্য কৈশোরস্য তথাপ্যদঃ। ভ, র, সি, দক্ষিণ। ১।১৫৯।"

রাধিকাদি—শ্রীরাধা ললিতা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণ। ইঁহারা মধুর-ভাবের পরিকর। **রাসাদি-বিলাস**—শ্রীরাসলীলা প্রভৃতি মধুর-রসাত্মক-লীলাবিলাস। **বাঞ্ছাভরি**—ইচ্ছানুরূপ, যথেচ্ছভাবে। **রসের নির্য্যাস**—রসের সার; অন্যান্য সকল রস হইতে মধুর-রস শ্রেষ্ঠ বলিয়া মধুর-রসকেই রসের নির্য্যাস বলা হইয়াছে।

১০২। অন্যান্য লীলা হইতে কৈশোর-বয়সোচিত-লীলা শ্রেষ্ঠ বলিয়া এবং কৈশোর-বয়সোচিত-লীলার মহিমাবর্ণনই এই প্রকরণের উদ্দেশ্য বলিয়া ঐ লীলা সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিতেছেন যে, রাসাদি-লীলা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর-বয়সকে, কামকে এবং সমস্ত জগতকে সফল করিয়াছেন।

রাসাদিলীলায়—পরে যে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের একটীতে (সোঽপি কৈশোরকবয়ঃ ইত্যাদি শ্লোকে) রাসলীলার এবং অপরটীতে (বাচা সূচিতশর্ব্বরী ইত্যাদি শ্লোকে) কুঞ্জক্রীড়ার কথা বলা হইয়াছে; সুতরাং রাসাদিলীলা-শব্দে রাসলীলা, কুঞ্জক্রীড়া এবং কুঞ্জক্রীড়ার উপলক্ষণে দানলীলা, নৌকাবিহারাদিই সূচিত হইতেছে। এই সমস্ত লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর বয়স, কাম ও জগৎকে সফল করিয়াছেন।

রাসাদিলীলায় কিরূপে কৈশোরবয়স, কাম ও জগৎ সফল হইল, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

কৈশোরবয়স—কৈশোর-বয়স যখন কোনও রমণীকে আশ্রয় করে, তখন নিজের প্রতি অনুরাগবান্ রূপগুণসম্পন্ন কোনও বিদগ্ধ যুবকের সঙ্গলাভের নিমিত্ত সেই রমণীর ইচ্ছা হয়। আবার ইহা যখন কোনও পুরুষকে আশ্রয় করে, তখন নিজের প্রতি অনুরাগবতী রূপগুণ-সম্পন্না কোনও বিদগ্ধা তরুণীর সঙ্গ-লাভের নিমিত্তই তাহার লালসা জন্মে। তাহা হইলে বুঝা গেল, পরস্পরের প্রতি অনুরাগযুক্ত রূপগুণসম্পন্ন বিদগ্ধ যুবক-যুবতীর মিলনের স্পৃহা হইল কৈশোর-বয়সের কার্য্য। পরস্পরের সঙ্গসুখ-লাভই এই মিলন-স্পৃহার উদ্দেশ্য। সুতরাং তাদৃশ যুবক-যুবতীর মিলনের যত রকম বৈচিত্রী থাকা সম্ভব, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি যে স্থানে এবং তাহার পূর্ণতম আস্বাদনের সম্ভাবনা ও সুযোগ যে স্থানে, সেই স্থানেই কৈশোর-বয়সের সফলতা। মিলন-সুখের অসমোর্দ্ধ বৈচিত্রী এবং তাহার পূর্ণতম আস্বাদনের নিমিত্ত নায়ক ও নায়িকার মধ্যে নায়কোচিত ও

নায়িকোচিত রূপ-গুণাদিরও পূর্ণতম অভিব্যক্তি অপরিহার্য্য। কিন্তু প্রাকৃত-জগতে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার মধ্যে তাহা অসম্ভব; কারণ, প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার রূপ-গুণাদি ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ এবং অচিরস্থায়ী; তাই তাহাদের দেহে কৈশোরের অবস্থিতিও অচিরস্থায়ী; তাহাদের পরস্পরের প্রতি যে অনুরাগ, তাহাও স্বসুখ-বাসনামূলক এবং মোহজ; স্বাভাবিক নহে। তাহাদের মিলনে কৈশোর সফলতা লাভ করিতে পারে না; কারণ, তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই—নাল্পে সুখমস্তি। সুতরাং প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার মিলনে কৈশোর-বয়সের সফলতা অসম্ভব।

অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে ভগবৎস্বরূপ-সমূহের এবং তাঁহাদের প্রেয়সীগণের রূপ-গুণাদি নিত্য, তাঁহাদের শ্রীবিগ্রহে কৈশোরও নিত্য অবস্থান করিতে পারে; তাঁহাদের রূপগুণাদিও অপরাপরের রূপগুণাদি অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ; ভগবৎ-প্রেয়সীগণ শ্রীভগবানেরই স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীর অভিব্যক্তি বলিয়া তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগও স্বাভাবিক এবং বিষয়মুখী, আশ্রয়মুখী নহে। সুতরাং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে ভগবৎস্বরূপ-সমূহের ও ভগবৎপ্রেয়সীগণের আশ্রয়েই কৈশোর-বয়সের সফলতা সম্ভব। ভগবৎস্বরূপ-সমূহের আশ্রয়ে সর্ব্বত্র কিঞ্চিৎ সফলতা সম্ভব হইলেও, সফলতার পরাকাষ্ঠা সর্ব্বত্র সম্ভব নহে; যে স্বরূপে রূপগুণাদির অসমোর্দ্ধ-অভিব্যক্তি, সেই স্বরূপের আশ্রয়েই কৈশোরের পূর্ণতম সাফল্য। অনন্ত ভগবৎস্বরূপের মধ্যে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেই রূপগুণাদির অসমোর্দ্ধ অভিব্যক্তি; তাঁহার রূপগুণে নারায়ণাদি অন্যান্য ভগবৎস্বরূপ তো আকৃষ্ট হইয়াই থাকেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও নিজের রূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। “রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম। ২।২১।৮৬॥” “কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, তা সভার বলে হরে মন। ২।২১।৮৮॥” শ্রীকৃষ্ণের রূপের কথা শুনিয়া নারায়ণের বক্ষো-বিলাসিনী লক্ষ্মীরও চিত্তচাঞ্চল্যের উদয় হয়। “পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ ২।২১।৮৮॥” বৈদগ্ধী-নবতারুণ্যাদি সমস্ত নায়কোচিত গুণের পূর্ণতম অভিব্যক্তি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণে; তাই “ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ—নায়ক-শিরোমণি। ২।২৩।৪৫॥”

আরার সমস্ত ভগবদ্ধামে ভগবৎস্বরূপ-সমূহের যে সমস্ত প্রেয়সী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে রূপ-গুণ-বৈদগ্ধ্যাদি সকল বিষয়েই ব্রজগোপীগণ শ্রেষ্ঠ; কারণ, নিখিল-ভগবৎকান্তাগণের মধ্যে একমাত্র ব্রজগোপীগণই “লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম। লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখমর্ম্ম॥ দুস্ত্যজ-আর্য্যপথ নিজ পরিজন। স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥ সর্ব্বত্যাগ করি করেন কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম-সেবন॥ ১।৪।১৪৩—১৪৫॥” শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের অনুরাগ এতই অধিক যে, “আত্মসুখদুঃখ গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণসুখহেতু চেষ্টা মনোব্যবহার॥ কৃষ্ণলাগি আর সব করি পরিত্যাগ। কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥ ১।৪।১৪৯।৫০॥” তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম যতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের, এমন কি দ্বারকা-মহিষীগণের প্রেমও ততদূর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই; তাই, শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য তাঁহারা যেরূপ আস্বাদন করিয়াছেন, দ্বারকা-মহিষীগণও তদ্রূপ পারেন নাই; তাই “গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্” ইত্যাদি (ভা, ১০।৪৪।১৪) শ্লোকে দ্বারকা-মহিষীগণও ব্রজগোপীগণের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছেন। সমস্ত ভগবৎপ্রেয়সীগণের মধ্যে একমাত্র গোপীগণের সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ। সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন॥—সহায়, গুরু, বান্ধব প্রেয়সী। গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী॥ ১।৪।১৭৪॥” যে নায়িকার গুণে নায়ক যত বেশী মুগ্ধ, সেই নায়িকাতেই নায়িকোচিত গুণের তত বেশী অভিব্যক্তি। ব্রজগোপী-দিগের গুণে শ্রীকৃষ্ণ এতই মুগ্ধ হইয়াছেন যে, “কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে। যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥ সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে। ১।৪।১৫১-৫২॥” “ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং” ইত্যাদি (ভা, ১০।৩২।২২) শ্লোকে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই গোপীদিগের সেবার অনুরূপ সেবায় নিজের অসামর্থ্য খ্যাপন করিয়া তিনি সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের প্রেমের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। এ সমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে “ব্রজাঙ্গনাগণ আর কান্তাগণ সার। ১।৪।৬৫॥—সমস্ত কান্তাগণের মধ্যে ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রেষ্ঠ।” এই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্রজাঙ্গনাগণের মধ্যে আবার "উত্তমা—রাধিকা। রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা। ১।৪।১১৬॥ সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা। ল, ভা, উ, ৪০। সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে, বৈদগ্ধীতে শ্রীরাধিকা সমস্ত কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি। "দেবীকৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥" "অনন্ত গুণ শ্রীরাধার পঁচিশ প্রধান। যেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্॥ ২।২৩।৪১॥" শ্রীরাধার প্রেম এতই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে যে, সেই প্রেম পূর্ণানন্দময় পূর্ণতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত উন্মত্ত করিয়া তোলে; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন—"আমি হই রসের নিধান॥ পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত॥ না জানি রাধার প্রেমে কত আছে বল। যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥ রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি—শিষ্য নট। সদা আমা নানানৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥ ১।৪।১০৫—১০৮॥" শ্রীরাধিকাতে নায়িকোচিত গুণসমূহের পূর্ণতম বিকাশ; তাই "নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী॥ ২।২৩.৪৫॥"

শ্রীকৃষ্ণে নায়কোচিত গুণের পূর্ণতম বিকাশ, আর শ্রীরাধায় নায়িকোচিত গুণের পূর্ণতম বিকাশ। "নায়ক-নায়িকা দুই রসের আলম্বন। সেই-দুই-শ্রেষ্ঠ—রাধা, ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ ২।২৩।৪৮॥" নায়ক-নায়িকাকে অবলম্বন করিয়াই কৈশোর-বয়সোচিত রসের স্ফুরণ হয়; সুতরাং নায়ক-শ্রেষ্ঠ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সঙ্গে নায়িকা-শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার মিলনে যে কৈশোর-বয়সোচিত রসের পূর্ণতম বিকাশ সম্ভব হইবে, সুতরাং তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া কৈশোর বয়সও যে পূর্ণতম সাফল্য লাভ করিবে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

যাহাহউক, উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, প্রাকৃত জগতের কথা তো দূরে, অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম-সমূহেও নিখিল-রমণীগণের মধ্যে ব্রজদেবীগণ শ্রেষ্ঠ, ব্রজদেবীগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠ; এবং নিখিল পুরুষগণের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ ও তত্তৎপ্রেয়সীগণের লীলার মধ্যে গোপাঙ্গনাগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ইহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। "সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ। ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥ ল, ভা, কৃঃ ৫৩১। ধৃত বৃহদ্বামনবচন॥—যদ্যপি আমার নানাবিধ মনোহারিণী প্রচুর লীলা বিদ্যমান আছে, তথাপি রাসলীলা স্মরণ করিলে আমার মন যে কীদৃগ্ ভাবাপন্ন হয়, তাহা বলা যায় না।" রসানাং সমূহো রাসঃ—রাসলীলায় সমস্ত রসের উৎস প্রসারিত হয়, এজন্যই রাসলীলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই রাসলীলায় লক্ষ্মীর অধিকার নাই (নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ ইত্যাদি ভা, ১০।৪৭।৬০॥), দ্বারকা-মহিষীদিগের অধিকারের কথাও শুনা যায় না; একমাত্র শ্রীরাধিকা এবং তাঁহার কায়ব্যূহরূপা ব্রজদেবীগণেরই এই রাসলীলায় অধিকার (সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা। রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥ ২।৮.৮৫॥)। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিলাস-বৈদগ্ধ্যাদিতে নিখিল-রমণীকুলের শিরোমণি নিত্যকিশোরী ব্রজাঙ্গনাগণের সঙ্গে, নিখিল-পুরুষ-কুল-শিরোমণি নিত্যকিশোর ব্রজেন্দ্র-নন্দনের রাস-লীলাতেই নিখিল-বিলাস-বৈচিত্রীর এবং নিখিল-রস-বৈচিত্রীর নির্ব্বাধ পূর্ণতম অভিব্যক্তি সম্ভব হইতে পারে; সুতরাং কৈশোর-বয়স শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া এই রাসলীলাতেই সার্থকতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে; অন্য-ধামের অন্য-লীলায় (প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার আশ্রয়ের কথা তো দূরে) আশ্রয়ে নায়ক-নায়িকার উভয়ের মধ্যে রূপ-গুণ-বৈদগ্ধ্যাদির পূর্ণতম বিকাশের অভাব। আবার রাসলীলা ব্যতীত অন্য লীলায় ব্রজাঙ্গনাদিগের ন্যায় কোটি কোটি রমণীরত্নের সহিত যুগপৎ মিলনের সম্ভাবনা থাকেনা বলিয়াও, কৈশোরের অনুরাগবতী-প্রেয়সী-সঙ্গ-স্পৃহা চরম-চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং রাস-লীলাতেই কৈশোরের সর্ব্ববিধ সার্থকতার পূর্ণতা।

নায়কের মধ্যে ধীর-ললিত নায়কই শ্রেষ্ঠ (বিদগ্ধ, নবতরুণ, পরিহাস-বিশারদ, নিশ্চিন্ত নায়ককে ধীর-ললিত বলে; ধীর-ললিত নায়ক প্রায় প্রেয়সীর বশীভূত হইয়া থাকেন)। আর নায়িকাগণের মধ্যে স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকাই শ্রেষ্ঠা (কান্ত যাঁহার অধীন হইয়া সতত নিকটে অবস্থান করেন, সেই নায়িকাকে স্বাধীনভর্তৃকা বলে)। কারণ, এরূপ নায়ক-নায়িকার পক্ষেই কৈশোরের একান্ত স্পৃহণীয় স্বচ্ছন্দ ও নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গম সম্ভব হইতে পারে। "বাচা-সূচিত-

শর্ব্বরী” ইত্যাদি কুঞ্জক্রীড়াবিষয়ক-শ্লোকে শ্রীরাধাগোবিন্দের স্বচ্ছন্দ বিহারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কৈশোরের স্বচ্ছন্দ-বিহার-বাসনার চরিতার্থতা দেখাইয়াছেন।

কাম—রাসাদি-লীলাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কামকেও সফল করিয়াছেন। কামের তাৎপর্য্য সুখ-ভোগে; যেখানে সুখভোগের পরাকাষ্ঠা, সেইখানেই কামের পূর্ণ-সফলতা। জগতের প্রাকৃত কাম পশ্বাচার-বিশেষ; তাহাতে আপাততঃ যাহা সুখ বলিয়া মনে হয়, তাহাও দুঃখ-সঙ্কুল, অথবা পরিণামে দুঃখময়। আবার প্রাকৃত জগতে কাহারওই সকল বাসনা পূর্ণ হয় না; যতটুকু পূর্ণ হয়, ততটুকু যথেষ্ট ভোগ করিবার সামর্থ্যও প্রাকৃত জীবের নাই—কারণ, ভোগে প্রাকৃত জীবের অবসাদ আসে। সুতরাং প্রাকৃত-জগতের দুঃখসঙ্কুল ক্ষুদ্র সুখের উপভোগে কাহারও কাম বা সুখভোগের বাসনাই চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না। অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের লীলায় সুখ-বিধ্বংসি দুঃখের সংঘাত নাই, সুতরাং সেই আনন্দময়ী লীলায় কাম চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে। সে সমস্ত লীলার মধ্যেও আবার যে লীলা—অন্যের কথা তো দূরে, পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারিণী, সেই লীলাতেই কামের চরিতার্থতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রাসলীলাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারিণী লীলা; এই রাস-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ রসের অনন্ত-বৈচিত্রী স্বচ্ছন্দভাবে আস্বাদন করিয়াছেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া রাসাদিলীলাতেই কাম সাফল্যের পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

অথবা—স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গম-স্পৃহাই কাম। পরস্পরের প্রতি অনুরাগযুক্ত রূপ-গুণ-সম্পন্ন যুবক-যুবতীর নিশ্চিন্ত ও নিঃসঙ্কোচ মিলনে কাম চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে—যদি সেই মিলনে কাম ক্রমশঃ ক্ষীণ না হইয়া উত্তরোত্তর উল্লাস প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রাকৃত নায়ক-নায়িকাকে আশ্রয় করিয়া কাম উল্লাস প্রাপ্ত হইতে পারে না, বরং ক্রমশঃ ক্ষীণতাই প্রাপ্ত হয়। কারণ, প্রাকৃত জীবের দেহস্থ ধাতুবিশেষই কামের আশ্রয়; সেই ধাতুক্ষয়ে কাম ক্রমশঃ ম্রিয়মাণ হইয়া যায়, ক্ষীণতা লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃত জীব বিকার-বিশিষ্ট বলিয়া তাহার দেহের ভোগোপযোগিনী অবস্থা অচিরস্থায়িনী; কাজেই প্রাকৃত জীবকে আশ্রয় করিয়া কাম উল্লাস প্রাপ্ত হইতে পারে না, সুতরাং চরিতার্থতাও লাভ করিতে পারে না; বরং কৃমি-ক্লেদাদিপূরিত দেহের সম্পর্কে কলুষিত হইয়াই যায়।

শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া কাম, আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতা ব্রজদেবীগণের সঙ্গস্পৃহারূপে প্রকটিত হইয়াছে। ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীর মূর্ত্ত-অভিব্যক্তি। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার আনন্দ-দায়িনী শক্তির অধিষ্ঠাত্রী-দেবীগণের সম্পর্কে আসিয়া কাম নিজের স্বভাব ফিরাইয়া পবিত্র হইয়াছে—প্রাকৃত জগতে কাম যাহাকে আশ্রয় করে, নিজের সুখের নিমিত্তই তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তোলে; কিন্তু যে কেবল নিজের সুখই চাহে, সে কখনও সুখ পাইতে পারে না। তাই প্রাকৃত জগতে কাম সফল হইতে পারে না, বরং স্বসুখানুসন্ধানের সম্পর্কে যাইয়া কলুষিত হইয়াই যায়। কিন্তু আনন্দ-ঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার আনন্দদায়িনী শক্তির সংশ্রবে আসিয়া কাম তাঁহার আনন্দ-দায়িকা বৃত্তির সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়াছে এবং তাই আনন্দ লাভের জন্য ব্যস্ত না হইয়া আনন্দদানের জন্যই ব্যগ্র হইয়াছে—যাঁহার সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা জন্মাইতেছে, তাঁহার সুখের নিমিত্তই নিজের আশ্রয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজদেবীগণের আশ্রয়ে কাম এইরূপে পবিত্র হইয়া গিয়াছে এবং চরিতার্থতা লাভেরও যোগ্য হইয়াছে। কারণ, যাহার সুখের জন্য যে ব্যগ্র, তাহার চেষ্টাই থাকিবে তাহাকে সুখী করা; ইহাই স্বাভাবিক। কাম শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া ব্রজদেবীগণের সহিত সঙ্গের স্পৃহা শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে জাগাইয়া দেয়—কেবল ব্রজদেবীগণের সুখের নিমিত্ত; তখন শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী ইচ্ছাই হইবে ব্রজদেবীগণকে সুখী করিতে; আবার ব্রজদেবীগণকে আশ্রয় করিয়াও কাম তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমের স্পৃহা জাগাইয়া দেয়—কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত: তাঁহারা আনন্দ-দায়িনী-শক্তি, তাঁহারা যথেচ্ছভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে পারেন; আবার শ্রীকৃষ্ণও মূর্ত্তিমান্ আনন্দ—রসস্বরূপ; তিনিও যথেচ্ছভাবে ব্রজদেবীগণকে আনন্দ দান করিতে পারেন। এইরূপে উভয়ের আশ্রয়েই কাম স্বীয় সফলতা লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছে।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৫।১৩।৫৯)—

সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ ॥ ১৫ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ক্ষপিতাঃ প্রণাশিতাঃ অহিতাঃ শত্রবঃ যেন এতেন নিশ্চিন্তত্বং ধ্বনিতম্। চক্রবর্ত্তী।

ক্ষপিতং বিনাশিতং অহিতং জগতাং অশুভং যেন সঃ, এতেন জগদপি সফলীচকার ইত্যর্থঃ। সঃ ঈদৃশঃ মধুসূদনঃ ব্রজাঙ্গনাধরমধু-লুণ্ঠকঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অপি, "কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ" ইতিবিষ্ণুপুরাণোক্তবচনানুসারেণ যথা গোপাঙ্গনাঃ কৃষ্ণং রময়ন্তি স্ম তথা মধুসূদনোঽপি কৈশোরক-বয়ঃ কৈশোরং মানয়ন্ সফলীকুর্ব্বন্ স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ স্ত্রীরত্নানাং গোপীনাং কূটেষু সমূহেষু স্থিতঃ সন্ ক্ষপাসু শারদীয়নিশাসু রেমে ॥১৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বাস্তবিক, ব্রজদেবীগণ ও শ্রীকৃষ্ণ যে পরস্পরের সহিত মিলিত হওয়ার ইচ্ছা করেন, তাহা কামের কার্য্য নহে—তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি যে প্রীতি, সেই প্রীতিরই ইহা কার্য্য বা অনুভাব। বাৎসল্যরসের ভক্তগণ-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রীতি, সেই প্রীতির প্রভাবে নিখিলৈশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও যেমন শ্রীকৃষ্ণ নবনীত-চৌর্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, পূর্ণকাম হইয়াও যেমন তাঁহার স্তন্য-পানের ইচ্ছা জন্মে, আবার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বাৎসল্য-প্রেমের প্রভাবে যেমন পূর্ণকাম শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যদানের নিমিত্তও যশোদামাতার ইচ্ছা জন্মে—তদ্রূপ প্রেয়সীগণবিষয়ক প্রেমের প্রভাবেই, আত্মারাম হইয়াও প্রেয়সীগণের সহিত রমণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের স্পৃহা জন্মে এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক মধুর প্রেমের প্রভাবেই নিজেদের দেহ-সঙ্গমদ্বারা আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার নিমিত্ত ব্রজদেবীগণের স্পৃহা জন্মে। এই সমস্তই প্রীতির কার্য্য—কামের কার্য্য নহে; শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজদেবীগণের বিগ্রহ আশ্রয় করিয়া কামও ঐ প্রীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং ঐ প্রীতির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় সার্থকতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই প্রীতি নিত্যা এবং ক্ষণে ক্ষণে নব-নবায়মানা বলিয়া কখনও ক্ষীণ হয় না, বরং উত্তরোত্তর উল্লাস প্রাপ্তই হইয়া থাকে; সুতরাং এই প্রীতির আশ্রিত ও তাহার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত কামও কখনও ক্ষীণ হয় না, বরং উত্তরোত্তর উল্লাসই প্রাপ্ত হইতে থাকে। অধিকন্তু, কাম কৈশোরেরই মুখ্যাবৃত্তি; সুতরাং যাহাতে কৈশোরের সফলতা, তাহাতেই কামেরও সফলতা। শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-লীলায় যে যে কারণে কৈশোরের সফলতা, সেই সেই কারণে কামেরও সফলতা। তাই বলা হইয়াছে, রাসাদিলীলায় কাম সম্যক্ সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

জগৎ সকল—বিধাতার সমুদয় সৃষ্টি। শ্রীবৃন্দাবনের রাসাদিলীলাদ্বারা বিধাতার সৃষ্টি সার্থক হইয়াছে।

জীব জগতে আসে সুখের নিমিত্ত; জগতের সৃষ্টি-বৈচিত্রীও জীবের নিমিত্তই; সৃষ্টি-বৈচিত্রী দ্বারা জগদ্‌বাসীর সুখসম্পাদিত হইলেই সৃষ্টির সার্থকতা। বিধাতার সৃষ্টি সাধারণতঃ জগতের জীবসাধারণের সুখেরই উপকরণ। কিন্তু জীব স্বরূপে ক্ষুদ্র; জীবের সৌন্দর্য্য-বোধও ক্ষুদ্র, সৌন্দর্য্য উপভোগের সামর্থ্যও ক্ষুদ্র; সুতরাং সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের সদ্‌ব্যবহার জীবের হাতে অসম্ভব। প্রাকৃত জীবের হাতে পড়িয়া বিধাতার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য যেন অনাদৃত ও অবজ্ঞাতই হইতেছিল। শ্রীরাধাগোবিন্দের আবির্ভাবে অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম যখন ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইল, তখন সর্ব্বপ্রথমে বিধাতার সৃষ্ট পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলের স্পর্শে ধন্য ও কৃতার্থ হইল; আর রাসাদিলীলায়, বিধাতার সৃষ্ট শারদ-পূর্ণিমা, কাব্যকথার আশ্রয়ভূতা রজনীসকল, উৎফুল্ল মল্লিকা-কুসুমাদি, ফল-পুষ্পভারাবনত বৃন্দাবনের বৃক্ষরাজি, ফুল্লকুসুমাস্তীর্ণ কুঞ্জসমূহ—ইত্যাদি যত কিছু বিধাতার সৃষ্ট সুখোপকরণ ছিল, অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের স্পর্শে সে সমস্তই স্পর্শমণি-ন্যায়ে চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়া সপরিকর শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সমাদৃত হইল, তাঁহাদের রাসাদিলীলার উপকরণরূপে গৃহীত হইল। শ্রীকৃষ্ণ রসিক-শেখর, ব্রজদেবীগণ রসিকা-শিরোমণি; তাঁহাদের লীলার উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইয়া বিধাতার সৃষ্ট সুখ-সম্ভার-বৈচিত্রী যে পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্লো। ১৫। **অন্বয়।** **ক্ষপিতাহিতঃ** (অশুভবিনাশকারী) স মধুসূদনঃ (সেই মধুসূদন—শ্রীকৃষ্ণ) অপি (ও)

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৈশোরক-বয়ঃ (কৈশোর-বয়সকে) মানয়ন্ (সম্মানিত করিয়া—সফল করিয়া) স্ত্রীরত্ন-কূটস্থঃ (স্ত্রীরত্নদিগের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া) ক্ষপাসু (রাত্রিসমূহে) রেমে (রমণ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। অশুভ-বিনাশকারী সেই মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণও কৈশোর-বয়সকে সফল করিয়া স্ত্রীরত্ন-সমূহের (গোপসুন্দরীদিগের) মধ্যে অবস্থিতিপূর্ব্বক বহু রাত্রিতে রমণ করিয়াছিলেন। ১৫।

বিষ্ণুপুরাণোক্ত রাস-বর্ণনা হইতে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ রাস-লীলাদ্বারা যে কৈশোর বয়স এবং জগতকে সফল করিয়াছেন, তাহাই এই শ্লোকদ্বারা দেখান হইয়াছে। **কৈশোরক-বয়ঃ**—কৈশোর-বয়স। **মানয়ন্**—সম্মানিত করিয়া (কৈশোর বয়সকে)। যে যাহা চায়, তাহা দিয়া তাহাকে প্রীত করাতেই তাহার সম্মান প্রকাশ পায়। কৈশোর বয়স চায় প্রেয়সীদিগের সঙ্গসুখ ; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কৈশোর বয়সকে প্রেয়সী-সঙ্গসুখ সম্যক্‌রূপেই দান করিয়াছেন অর্থাৎ কৈশোরে তিনি প্রেয়সীদিগের সঙ্গ-সুখের অনন্ত বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়া তাঁহার কৈশোর বয়সকে সার্থক করিয়াছেন। কি উপায়ে তিনি এই সুখবৈচিত্রী আস্বাদন করিলেন—রেমে, স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ, ক্ষপাসু, মধুসূদন ও অপি শব্দসমূহ দ্বারা তাহা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। **রেমে**—শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিয়াছিলেন ; পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহ হইতে জানা যায়—স্থান এবং কাল উভয়ই রমণের উপযোগী ছিল—শরৎকাল, নির্ম্মল আকাশ, তাতে পূর্ণচন্দ্র, মনোরম বৃক্ষ-লতাশোভিত বনরাজী, বৃক্ষ-লতায় প্রস্ফুটিত কুসুম, কুমুদ-কহ্লার-পদ্মশোভিত সরোবর, কুসুমিত বনরাজি ও স্বচ্ছ সরোবরের উপর দিয়া জ্যোৎস্নার তরঙ্গ গলিত-রজত-ধারার ন্যায় বহিয়া যাইতেছে, ফুল্লকুসুমের সৌরভ বহন করিয়া মৃদুমন্দ পবন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, মধুকর-বৃন্দের মৃদু গুঞ্জনে কর্ণবিবরে অমৃত সিঞ্চিত হইতেছে। এ সমস্তের মাধুর্য্য এবং উন্মাদনা অনুভব করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপসুন্দরীদিগের সহিত ক্রীড়ার নিমিত্ত অভিলাষী হইলেন, সুমধুর বেণুধ্বনিযোগে তিনি গোপসুন্দরীদিগকে আহ্বান করিলেন, তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—প্রেমোন্মত্তাবস্থায়। তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের তুলনা তাঁহারাই—চন্দ্রের জ্যোৎস্না, স্বর্গের অমৃত, কমলের হাসি—সমস্তই তাঁহাদের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের নিকটে পরাভূত॥ তাতে আবার তাঁহারা প্রেমান্ধা—বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথ—সমস্তে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাতে সম্যক্‌রূপে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন—এরূপ প্রেমবিহ্বলা অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যবতী গোপ-কিশোরী একজন নয়, দুজন নয়, দশজন নয়, বিশজন নয়—শত শত, সহস্র সহস্র, কোটি কোটি শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য উদ্‌গ্রীব। অনন্ত গোপী কান্তারসের অনন্ত বৈচিত্রী উল্লসিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করাইতে উপস্থিত। এই সমস্ত রমণীরত্নে পরিবৃত হইয়া (**স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ**) শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত রমণ করিয়া কৈশোরকে সফল করিতে লাগিলেন। **মধুসূদন**—শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত সৌন্দর্য্য-সার-বিগ্রহতুল্যা গোপসুন্দরীদিগকে আলিঙ্গনাদিতে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের অধর-মধু লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। **ক্ষপাসু**—রাত্রিসমূহে ; রাত্রিই কান্তাগণের সহিত বিহারের উপযুক্ত সময় ; এক রাত্রি দুই রাত্রি নয়, বহু রাত্রি ব্যাপিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। **অপি**—মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণও রমণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে "তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃভিস্তথা। কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ॥—পিতা, ভ্রাতা ও পতিগণ কর্ত্তৃক নিবারিতা হইয়াও রাত্রে রতিপ্রিয়া গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপুরাণ। ৫।১৩।৫৮॥" গোপসুন্দরীগণ যেমন আত্মীয়-স্বজনার্য্যপথাদি সমস্তকে উপেক্ষা করিয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি আর্য্যপথাদি ত্যাগ করিয়া গোপসুন্দরীদিগের সহিত রমণ করিয়াছিলেন। গোপসুন্দরীগণ পরকীয়া পত্নী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পতি নহেন; সুতরাং তাঁহাদের পরস্পর মিলনে উভয় পক্ষেরই আর্য্যপথ ত্যাগ হইয়াছে—এই আর্য্যপথ ত্যাগের একমাত্র হেতু অনুরাগাধিক্য, যাহার ফলে কুলবতী ব্রজবধূগণ পিতা, ভ্রাতা, পতি প্রভৃতির নিষেধ লঙ্ঘন করিয়াও কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছেন এবং ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণও স্বীয় কৌমার-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া পরকীয়া রমণীর প্রেমবশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কান্তা-কান্তের মিলনে উভয় পক্ষের প্রেমের উদ্দামতাই যদি হেতু হয়, তাহা হইলেই মিলন-সুখও অসমোর্দ্ধতা লাভ করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরী-

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, দক্ষিণবিভাগে.
১ম লহর্য্যাম্ (১২৪)—
বাচা স্থচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং
হরিঃ॥ ১৬॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বাচেতি—। যজ্ঞপত্নীসদৃশীঃ প্রতি তত্তল্লীলান্তরঙ্গদূত্যা বাক্যং ইতি। শ্রীজীব-গোস্বামী॥ ১৬॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দিগের মিলনে তাহাই সংঘটিত হইয়াছে—“অপি” শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য। **ক্ষপিতাহিতঃ**—ইহা মধুসূদনের বিশেষণ। ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত রাসলীলা সম্পাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ “ক্ষপিতাহিত” হইয়াছেন—জগতের সমস্ত অশুভ দূর করিয়াছেন। রাসাদিলীলাদ্বারা কিরূপে জগতের অশুভ দূরীভূত হইল? উত্তর—জগতের অশুভের একমাত্র হেতু শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা। “কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥২।২০।১০৪॥ ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ। তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ শ্রীভা- ১১।২।৩৭॥—মায়াবশতঃই পরমেশ্বর হইতে বিমুখ জীবের স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মে এবং তজ্জন্য দেহে আত্মাভিমান ঘটে; দ্বিতীয় বস্তু যে দেহেন্দ্রিয়াদি, তাহাতে অভিনিবেশ হইলেই ভয় জন্মে। অতএব জ্ঞানীব্যক্তি গুরুতে দেবতাবুদ্ধি এবং প্রিয়তাবুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরের ভজন করিবেন।” সুতরাং যাহাতে শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতি দূরীভূত হইতে পারে, তাহাই হইল জীবের দুঃখ-নাশের মূল হেতু—এবং উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোক হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ-ভজনেই তাহা সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে উন্মুখ হইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণ করা একান্ত দরকার। সাধুমুখে শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা শ্রবণ করিলেই শ্রীকৃষ্ণে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদ্‌গম হইতে পারে। “সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবতি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ভা ৩।২৫।২৪॥” বিশেষতঃ এই রাস-লীলাশ্রবণের বা বর্ণনের একটী অপূর্ব্ব বিশেষত্ব এই যে, যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই লীলা সর্ব্বদা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সমস্ত দুঃখের মূল হৃদ্‌রোগ কাম শীঘ্রই বিনষ্ট হয় এবং তিনি অচিরেই ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিতে পারেন। “বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ভা ১০।৩৩।৩৯॥” বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া এমন সমস্ত লীলাই করিয়াছেন, যাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত জীব প্রলুব্ধ হয় এবং যাহা শ্রবণ করিয়া জীব ভগবৎপরায়ণ হইতে পারে। “অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ ভা ১০।৩৩।৩৬॥” সুতরাং রাসাদি-লীলাদ্বারা যে জগতের অশুভ-বিনাশের প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

“স্ত্রীরত্ন-কুটস্থঃ” স্থলে “তাভিরমেয়াত্মা” পাঠও দৃষ্ট হয়। তাভিঃ—সেই সমস্ত গোপীগণের সহিত। অমেয়াত্মা—অপরিমিত-স্বরূপ বা বিভু (শ্রীকৃষ্ণ); ইহার ধ্বনি এই যে, শ্রীকৃষ্ণ অমেয়াত্মা বা বিভু বলিয়া যত গোপী সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তত প্রকাশ মূর্ত্তিতে তিনি তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে—যুগপৎ সকলের সঙ্গে—বিহার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্লো। ১৬। অন্বয়। সখীনাং (সখীগণের) অগ্রে (সমক্ষে) সূচিত-শর্ব্বরী-রতিকলা-প্রাগল্‌ভ্যয়া (রাত্রি-কালীন রতি-কৌশলের ঔদ্ধত্য-প্রকাশক) বাচা (বাক্যদ্বারা) রাধিকাং (শ্রীরাধিকাকে) ব্রীড়াকুঞ্চিত-লোচনাং (লজ্জাবশতঃ সঙ্কুচিত-নয়না) বিরচয়ন্ (করিয়া) তদ্বক্ষোরুহ-চিত্রকেলিমকরী পাণ্ডিত্য-পারং (শ্রীরাধার স্তনযুগলে চিত্র-কেলিমকরী-রচনায় পাণ্ডিত্যের পরাবধি) গতঃ (প্রাপ্ত) অসৌ (এই) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণ) কুঞ্জে (কুঞ্জমধ্যে) বিহারং কলয়ন্ (বিহার পূর্ব্বক) কৈশোরং (কৈশোর-বয়সকে) সফলীকরোতি (সফল করিতেছেন)।

অনুবাদ। রাত্রিকালীন রতি-কৌশলের ঔদ্ধত্য-প্রকাশক বাক্যদ্বারা সখীগণের সাক্ষাতে শ্রীরাধাকে লজ্জাবশতঃ

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (৭।৫)—

হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্যন্-
মধুরায়াং মধুরাক্ষি! রাধিকা চ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টি-
র্মকরাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদাত্র ॥ ১৭ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হরিরিতি। ইয়ং বিধিসৃষ্টির্বিশ্বমেব সমস্তমিত্যর্থঃ। বৃথা ব্যর্থা বিশেষতস্তু কন্দর্পঃ ব্যর্থোঽভবিষ্যদিত্যর্থঃ। তেনাধুনা বিশ্বং কামশ্চ সফলীভূতং জাতমিতিভাবঃ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ১৭ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সঙ্কুচিত-নেত্রা করিয়া তাঁহার (শ্রীরাধার) স্তনযুগলে বিচিত্র-কেলিমকরী নির্ম্মাণকৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন-পূর্ব্বক কুঞ্জে বিহার করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজের কৈশোর-বয়সকে সফল করিতেছেন। ১৬।

রাসাদি-লীলার ও কুঞ্জক্রীড়াদির কোনও অন্তরঙ্গা দূতী যজ্ঞপত্নী-সদৃশীগণের নিকটে উক্ত-শ্লোকানুরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন। এই শ্লোকটীর মর্ম্ম এই। কোনও সময়ে শ্রীরাধা কুঞ্জমধ্যে বসিয়া আছেন, তাঁহার চারিপাশে তাঁহার-অন্তরঙ্গা-সখীগণ রহিয়াছেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; তাঁহাদের মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত রজনী-বিলাস-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন—রতি-কৌশল-বিস্তারে তিনি নিজেই বা কিরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্রীরাধাই বা কিরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছেন—তৎসমস্তই সখীদিগের সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রগল্ভ বাক্যে প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তাহাতে লজ্জাবতী শ্রীরাধা লজ্জায় জড়সড় হইয়া গেলেন—সঙ্কোচে তাঁহার নয়নদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিল। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না—শ্রীরাধা যখন ঐরূপ লজ্জিত ও সঙ্কুচিত অবস্থায় আছেন, শ্রীকৃষ্ণ তখনই আবার শ্রীরাধার স্তনযুগলে স্বহস্তে বিচিত্র-কেলিমকরী (কস্তুরী-কুঙ্কুমাদিদ্বারা মকরী-আদির মনোরম চিত্র) অঙ্কিত করিতে লাগিলেন এবং এইরূপ চিত্রাঙ্কনে তিনি পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে নানাবিধ রসময়ী লীলায় শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীবর্গের সহিত কুঞ্জে বিহার করিতে লাগিলেন এবং এই সমস্ত লীলারস আস্বাদন করিয়াই তিনি তাঁহার কৈশোর-বয়সকে সফল করিলেন।

সূচিত—প্রকাশিত। **শর্ব্বরী**—রাত্রি। **রতিকলা**—রতিক্রীড়ার কৌশল। **প্রাগল্ভ্য**—ঔদ্ধত্য; লজ্জা-সঙ্কোচশূন্য প্রকাশ। **সূচিত-শর্ব্বরী-রতিকলা-প্রাগলভ্য**—সূচিত (প্রকাশিত) হয় রাত্রিকালের রতিক্রীড়া-কৌশলের ঔদ্ধত্য যদ্দ্বারা, তাহাই হইল সূচিত-শর্ব্বরী-রতিকলা-প্রাগল্ভ্য (বাক্য)। এইরূপ বাক্যদ্বারা—**বাচা**। **ব্রীড়াকুঞ্চিত-লোচনা**—ব্রীড়া (লজ্জা) দ্বারা কুঞ্চিত (সঙ্কুচিত) হইয়াছে লোচন (নয়ন) যাঁহার, তাদৃশী—শ্রীরাধিকা। **বক্ষোরুহ**—বক্ষে জন্মে যাহা, স্তনযুগল। **চিত্রকেলিমকরী**—কেলির নিমিত্ত (ক্রীড়ার্থ) যে মকরীচিহ্ন-স্তন-যুগলে চিত্রিত হয়, তাহাই কেলি-মকরী। বিচিত্র (অতি সুন্দর) কেলিমকরী—চিত্র-কেলিমকরী, তাহার নির্ম্মাণে **পাণ্ডিত্যের** (কৌশলের) **পার** (পরাকাষ্ঠা)—চিত্র-কেলি-মকরী-পাণ্ডিত্য-পার। **হরি**—হরণ করেন যিনি, তিনি হরি। এস্থলে হরি-শব্দের সার্থকতা এই যে, সখীগণের সাক্ষাতে রতিকলা-বিষয়ক প্রগল্ভ-বাক্য দ্বারা এবং শ্রীরাধার স্তনযুগলে বিচিত্র-চিত্রাদি-নির্ম্মাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ একদিকে যেমন শ্রীরাধার লজ্জা হরণ করিলেন, তেমনি আবার অপর দিকে তাঁহাকে কান্তজন-দেয় পরম-সুখ দান করিয়া তাঁহার প্রাণ-মন হরণ করিলেন। এইরূপ তিনি নিজের কৈশোরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রেয়সীবর্গের কৈশোরকেও সফল করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ধীর-ললিতত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে এই শ্লোকটী উদাহৃত হইয়াছে। যিনি রসিক, নব-তরুণ, পরিহাস-বিশারদ, নিশ্চিন্ত এবং প্রায়শঃ প্রেয়সী-বশ—তাঁহাকেই ধীর-ললিত বলা যায়; যে সমস্ত (রসিকতা-নবতারুণ্যাদি) গুণ থাকিলে ধীর-ললিত হওয়া যায়, সেই সমস্ত গুণ থাকিলে প্রেয়সীদিগের সহিত লীলা-বৈদগ্ধী দ্বারা কৈশোর-বয়সকেও সফল করা যায়। উক্ত শ্লোকে দেখান হইল—ধীরললিত শ্রীকৃষ্ণের সেই সমস্ত গুণই আছে; সুতরাং প্রেয়সীদিগের সঙ্গে লীলাবৈদগ্ধীদ্বারা তিনি যে তাঁহার (এবং প্রেয়সীবর্গের) কৈশোরকে সফল করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না।

শ্লো।১৭। অন্বয়। হে মধুরাক্ষি (হে মধুর-নয়নে বৃন্দে)! মধুরায়াং (মথুরামণ্ডলে) এষঃ (এই) হরিঃ

এইমত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন।
যদ্যপি করিল রস-নির্য্যাস চর্ব্বণ ॥ ১০৩
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ।
তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন ॥ ১০৪
তাঁহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান—।
কৃষ্ণ কহে—আমি হই রসের নিধান ॥ ১০৫
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(শ্রীহরি—শ্রীকৃষ্ণ) চ (এবং) [এষা] (এই) রাধিকা (শ্রীরাধিকা) চেৎ (যদি) ন (না) অবতরিষ্যৎ (অবতীর্ণ হইতেন), তদা (তাহা হইলে) বিসৃষ্টিঃ (বিধাতার সৃষ্টি) বৃথা (ব্যর্থ) অভবিষ্যৎ (হইত), অত্র (এই সৃষ্টি-বিধিতে) মকরাঙ্ক (কন্দর্প) তু (কিন্তু) বিশেষতঃ (বিশেষরূপে) [বৃথা অভবিষ্যৎ] (ব্যর্থ হইত)।

অনুবাদ। দেবী পৌর্ণমাসী বৃন্দাকে বলিলেন—হে মধুর-নয়নে বৃন্দে ! এই হরি এবং এই শ্রীরাধা যদি মথুরা-মণ্ডলে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে বিধাতার সৃষ্টি বৃথা হইত, আর এস্থলে কন্দর্পই বিশেষরূপে ব্যর্থ হইত। ১৭।

শ্রাবণ-পূর্ণিমা-নিশিতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহারের আয়োজন-উপলক্ষে দেবী পৌর্ণমাসী বৃন্দাদেবীকে উক্ত শ্লোকানুরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন। এই শ্লোকের মর্ম্ম এইরূপ :—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ মথুরা-মণ্ডলে (ব্রজমণ্ডলে) অবতীর্ণ হইয়া যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন, তাহাতেই বিধাতার সৃষ্টি সফল হইয়াছে, কন্দর্পই (কামই) বিশেষরূপে সফল হইয়াছে। (১০২ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক। উক্ত পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১০৩। **এইমত**—এইরূপে ; কৌমারাদি সফল করিয়া। **পূর্ব্বে**—শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের পূর্ব্বে ; পূর্ব্ব-লীলায় ; দ্বাপর-লীলায়। **রসের সদন**—শৃঙ্গারাদি সকল রসের আশ্রয়। "মল্লানামশনির্ণৃণাং নরবরঃ" ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।৪৩।১৭) শ্লোকের টীকায় শ্রীধর-স্বামিপাদও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে শৃঙ্গারাদি সর্ব্বরস-কদম্বমূর্ত্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। "তত্র শৃঙ্গারাদি-সর্ব্বরস-কদম্ব-মূর্ত্তি-ভগবান্ তত্তদভিপ্রায়ানুসারেণ বভৌ।" **রস-নির্য্যাস-চর্ব্বণ**—রস-নির্য্যাসের আস্বাদন। **যদ্যপি**—পর-পয়ারের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ।

১০৪। **তথাপি**—রস-নির্য্যাস আস্বাদন করিলেও। পূর্ব্ব-পয়ারের "যদ্যপির" সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ। **নহিল**—হইল না। **তিন বাঞ্ছিত**—তিনটী বাঞ্ছা বা বাসনা, শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত। **তাহা**—ঐ তিনটী বাসনার বস্তু। **আস্বাদিতে যদি ইত্যাদি**—ঐ তিনটী বাসনার বস্তু (স্বমাধুর্য্যাদি) আস্বাদন করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ তাহা আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়েন নাই, তাঁহার বাসনা তিনটী পূর্ণ হয় নাই। ঐ তিনটী বাসনা-পূরণের ইচ্ছাই যে শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের মুখ্য হেতু তাহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে।

১০৫। উক্ত তিনটী বাসনার মধ্যে প্রথম বাসনাটী কি, তাহাই বলিতেছেন। **তাঁহার**—শ্রীকৃষ্ণের। **আমি**—শ্রীকৃষ্ণ। **রসের নিধান**—শৃঙ্গারাদি সকল রসের আশ্রয় (সুতরাং কোনও রস-আস্বাদনের নিমিত্ত আমার চঞ্চলতা জন্মিতে পারে না ; যাহার যাহা নাই, তাহা পাওয়ার নিমিত্তই চাঞ্চল্য জন্মে ; আমি সমস্ত রসের আশ্রয়, কোনও রসেরই আমার অভাব নাই, সকল রস আস্বাদনেরই পূর্ণতম সুযোগ আমার আছে)। "আমি হই রসের" ইত্যাদি হইতে "কভু যদি" ইত্যাদি ১১৭শ পয়ার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

১০৬। **পূর্ণানন্দময়**—আমি (শ্রীকৃষ্ণ) পরিপূর্ণ আনন্দ-স্বরূপ ; আমিই আনন্দ, পূর্ণতম আনন্দ ; সুতরাং আনন্দ-আস্বাদনের জন্য আমার চাঞ্চল্য স্বাভাবিক নহে। **চিন্ময়**—জড়াতীত নিত্য স্বপ্রকাশ জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু। আমি আনন্দ-স্বরূপ, কিন্তু আমার এই আনন্দ নশ্বর এবং দুঃখ-সঙ্কুল ক্ষুদ্র জড় আনন্দ নহে—পরন্তু ইহা নিত্য, শাশ্বত, অনাবিল ; ইহা স্বপ্রকাশ, নিজকে নিজে অনুভব করায় ; আমার আনন্দকে অনুভব করিতে অপরের কোনওরূপ সাহায্যের দরকার হয় না, সুতরাং কোনও সময়ে সাহায্যের অভাবেও আনন্দাস্বাদনার্থ চাঞ্চল্য জন্মিতে পারে না।

পূর্ণতত্ত্ব—আমি পূর্ণতত্ত্ব ; সর্ব্ববিষয়েই আমি পূর্ণ, আমার কোনও অভাবই নাই ; সুতরাং অভাব-পূরণের নিমিত্ত চাঞ্চল্যের অবকাশও আমাতে নাই।

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ॥ ১০৭
রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি—শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥ ১০৮

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৭৭)—
কস্মা'দ্‌বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাৎকুতোঽসৌ
কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ।
তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তি স্বপশ্চাৎ ॥ ১৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হে বৃন্দে! কস্মাৎ আগতা? বৃন্দাহ, হরেঃ পাদমূলাৎ। অসৌ কৃষ্ণঃ কুত্র? কুণ্ডারণ্যে। কিং কুরুতে? নৃত্যশিক্ষাং। গুরুঃ কঃ? প্রতিতরুলতং তরুলতাঃ প্রতি, অব্যয়ীভাব-সমাসঃ। দিগ্বিদিক্ষু শৈলূষীব উত্তমনটীব স্ফুরন্তী ত্বন্মূর্ত্তিঃ তং কৃষ্ণং স্বপশ্চাৎ নর্ত্তয়ন্তী ভ্রমতি। ইতি সদানন্দ-বিধায়িনী ॥ ১৮ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রাধিকার প্রেম—কিন্তু আমি সমস্ত রসের আশ্রয়, পূর্ণানন্দময়, চিন্ময় এবং পূর্ণতত্ত্ব হইলেও রাধিকার প্রেম (রাধিকার প্রেম-আস্বাদনের বাসনা) আমাকে এতই চঞ্চল করায় যে আমি যেন উন্মত্ত হইয়া যাই।

শ্রীকৃষ্ণের এই চাঞ্চল্য বা উন্মত্ততা তাঁহার নিজের অপূর্ণতাবশতঃ নহে; কারণ তিনি পূর্ণতত্ত্ব; শ্রীরাধা-প্রেমের অপূর্ব্ব মহিমাই—শ্রীকৃষ্ণের এই উন্মত্ততার কারণ।

১০৭। আমি পূর্ণতত্ত্ব, পূর্ণানন্দময় পুরুষ; আমাকে চঞ্চল বা উন্মত্ত করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব নহে; কিন্তু শ্রীরাধার প্রেম তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছে—আমার মত পূর্ণানন্দ পুরুষের চিত্তে অদম্য লোভ জন্মাইয়া আমাকে এমন চঞ্চল করিয়াছে যে, আমি একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি। রাধার প্রেম কত শক্তিই না জানি ধারণ করে!

কত বল—কত শক্তি; অচিন্ত্যনীয়া শক্তি যাহা পূর্ণতম পুরুষকেও বিচলিত করিতে পারে। **বিহ্বল**—উন্মত্ততাবশতঃ হতজ্ঞান।

১০৮। শ্রীরাধাপ্রেমের শক্তি এতই অধিক যে, তাহা আমাকে সর্ব্বদাই যেন অদ্ভুতরূপে নৃত্য করাইতেছে—নৃত্য-গুরু যেমন ইঙ্গিতক্রমে শিষ্যকে যথেচ্ছভাবে নৃত্য করায়, শ্রীরাধার প্রেমও আমাকে তদ্রূপ নাচাইতেছে—আমার সমস্ত শক্তি যেন স্তব্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি যেন হতজ্ঞান হইয়াই রাধা-প্রেমের ইঙ্গিতে নৃত্য করিতেছি—বাজিকর-সূত্রধরের ইঙ্গিতে পুতুল যেমন নাচে তদ্রূপ।

প্রেমগুরু—স্বীয় অদ্ভুত অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে শ্রীরাধার প্রেম আমার পক্ষে আমার গুরুতুল্য—নৃত্য-শিক্ষার গুরু-তুল্য হইয়াছে। **শিষ্য নট**—আর আমি শ্রীরাধাপ্রেমের নিকটে নৃত্য-শিক্ষাকারী শিষ্যতুল্য হইয়াছি। শিষ্য যেমন গুরুর ইঙ্গিতে নিজকে চালিত করে, আমিও তদ্রূপ রাধাপ্রেমের ইঙ্গিতে চালিত হইতেছি; আমি সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও অন্যথাচরণের শক্তি আমার নাই—এমনি অদ্ভুত মহিমা শ্রীরাধাপ্রেমের। **নাচায় উদ্ভট**—উদ্ভটরূপে, অদ্ভুত রূপে নৃত্য করায়। আমি সর্ব্বেশ্বর হইয়াও কখনও বা শ্রীরাধার কোটালগিরি করি, আবার কখনও বা "দেহি পদপল্লবমুদারং" বলিয়া শ্রীরাধার চরণ ধারণ করি। সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সকল ভয়ের ভয়স্বরূপ হইয়াও কখনও বা জটিলার ভয়ে ভীত হই; সত্যস্বরূপ হইয়াও কখনও বা ছদ্মবেশের আশ্রয়ে শ্রীরাধার নিকটে গমন করি; ইত্যাদি নানারূপে ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় শ্রীরাধার প্রেম আমাকে লইয়া খেলা করিতেছে। ৩।১৮।১৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। [শ্রীরাধা পৃচ্ছতি] (শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন),—প্রিয়সখি বৃন্দে (হে প্রিয়সখী বৃন্দে)! [ত্বং] (তুমি) কস্মাৎ (কোথা হইতে) [আগতা] (আসিলে)? [বৃন্দা কথয়তি] (বৃন্দা কহিলেন)—হরেঃ (হরির—শ্রীকৃষ্ণের) পাদমূলাৎ (চরণ-প্রান্ত হইতে)। [রাধা আহ] (তখন রাধা বলিলেন) অসৌ (ঐ কৃষ্ণ) কুতঃ (কোথায়)? [বৃন্দাহ] (বৃন্দা বলিলেন)—কুণ্ডারণ্যে (রাধাকুণ্ডের সমীপস্থ বনে)। [রাধাহ] (শ্রীরাধা বলিলেন) ইহ (এইস্থানে—কুণ্ডারণ্যে) কিং (কি) কুরুতে (করেন)? [বৃন্দাহ] (বৃন্দা বলিলেন)—নৃত্যশিক্ষাং

নিজপ্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ। । তাহা হতে কোটিগুণ রাধাপ্রেমাস্বাদ ॥ ১০৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(নৃত্যশিক্ষা) [কুরুতে] (করেন)। [রাধাহ] (শ্রীরাধা বলিলেন) গুরুঃ কঃ (গুরু কে) ? [বৃন্দাহ] (বৃন্দা বলিলেন)—প্রতিতরুলতং (প্রত্যেক তরুলতাতে) দিগ্‌বিদিক্ষু (দিগ্‌বিদিকে) শৈলুষীইব (উত্তমনটীর ন্যায়) স্ফুরন্তী (স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তা) ত্বন্মূর্ত্তিঃ (তোমার মূর্ত্তি) তং (তাঁহাকে—শ্রীকৃষ্ণকে) স্বপশ্চাৎ (নিজের পশ্চাতে) নর্ত্তয়ন্তী (নৃত্য করাইয়া) পরিতঃ (চারিদিকে) ভ্রমতি (ভ্রমণ করিতেছে)।

অনুবাদ। (শ্রীরাধা কহিলেন), হে প্রিয়সখি বৃন্দে ! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ? (বৃন্দা বলিলেন), শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রান্ত হইতে। (শ্রীরাধা কহিলেন), তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) কোথায় ? (বৃন্দা বলিলেন, তিনি), শ্রীরাধাকুণ্ড-নিকটবর্ত্তী বনে। (শ্রীরাধা কহিলেন), সেস্থানে তিনি কি করিতেছেন ? (বৃন্দা বলিলেন, তিনি সেস্থানে) নৃত্যশিক্ষা (করিতেছেন)। (শ্রীরাধা কহিলেন, তাঁহার নৃত্যশিক্ষার) গুরু কে ? (বৃন্দা বলিলেন) দিগ্‌বিদিকে প্রতি তরুলতায় স্ফূর্ত্তি প্রাপ্তা তোমার মূর্ত্তিই প্রধানা নর্ত্তকীর ন্যায় স্বপশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণকে নাচাইয়া চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে। ১৮।

একদিন মধ্যাহ্ন-সময়ে, শ্রীরাধার সহিত মিলনের আশায় শ্রীকৃষ্ণ রাধাকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী বনে উপস্থিত হইয়াছেন। রাধা-প্রেমের প্রভাবে তিনি এতই বিহ্বল হইয়াছেন যে, যেদিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন, সর্ব্বত্রই তাঁহার রাধা-স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। প্রতি তরুতে, প্রতি লতায়—তিনি যেন শ্রীরাধাকেই দেখিতে লাগিলেন ; মৃদু-পবনহিল্লোলে বৃক্ষশাখার অগ্রভাগ, কি লতার অগ্রভাগ দোলায়িত হইতেছে—রাধা-প্রেম-বিহ্বল শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন—শ্রীরাধাই নৃত্য করিতেছেন ; সেই নৃত্যের অনুকরণ করিয়া তিনিও আবার নৃত্য করিতে লাগিলেন—নৃত্যগুরুর নৃত্যের অনুকরণে নৃত্যশিক্ষার্থী নট যেরূপ করে, তদ্রূপ ভাবে। এইরূপ করিতে করিতে তিনি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত যখন বনে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার অঙ্গগন্ধ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আগমন-বার্ত্তা জানিতে পারিলেন এবং উৎকণ্ঠাবশতঃ, শীঘ্র তাঁহাকে আনিবার নিমিত্ত বৃন্দাদেবীকে পাঠাইয়া দিলেন। বৃন্দার সহিত শ্রীরাধার সাক্ষাৎ হইলে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাই উক্ত শ্লোকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শৈলূষী—উত্তম নটী ; প্রধানা নর্ত্তকী ; নৃত্য-শিক্ষাদাত্রী নর্ত্তকী। **ভ্রমতি**—শ্রীরাধার মূর্ত্তি ভ্রমণ করে। শ্রীরাধাপ্রেমবিহ্বল শ্রীকৃষ্ণ হয়ত যখন পূর্ব্বদিকে নয়ন ফিরাইলেন, তখন পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী বৃক্ষ-লতার অগ্রভাগ দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, শ্রীরাধার মূর্ত্তি সেই স্থানে নৃত্য করিতেছে। আবার যখন হয়ত দক্ষিণ দিকে চাহিলেন, তখন মনে করিলেন, সেই স্থানেই শ্রীরাধা-মূর্ত্তি নৃত্য করিতেছে—তিনি মনে করিলেন, পূর্ব্ব দিক্ হইতেই শ্রীরাধা-মূর্ত্তি দক্ষিণ দিকে আসিয়াছে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে দিকে চাহেন, সেই দিকেই শ্রীরাধার মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, শ্রীরাধা-মূর্ত্তি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে—তাঁহার ধারণার কথাই বৃন্দা বলিয়াছেন।

শ্রীরাধার প্রেম যে গুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে অদ্ভুতরূপে নৃত্য করায়, এই পূর্ব্ব-পয়ারোক্তির আনুকূল্যার্থ এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

১০৯। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ যে রাধা-প্রেমের মহিমা কিছুই জানেন না, তাহা তো নয় ? শ্রীরাধা প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন—শ্রীকৃষ্ণ সেই সেবা-সুখ আস্বাদন করেন ; তাহাতেই তিনি রাধাপ্রেমের আস্বাদন—রাধাপ্রেমের মহিমা জানিতে পারেন ; সুতরাং রাধাপ্রেমের আস্বাদনের লোভে তাঁহার চঞ্চল হওয়ার হেতু কি থাকিতে পারে ? ইহার উত্তরে এই পয়ারে বলিতেছেন যে—"রাধাপ্রেমের কিছু আস্বাদন আমি পাই বটে ; কিন্তু যাহা পাই, তাহা প্রেমের বিষয়রূপেই পাই, আশ্রয়রূপে পাই না। আমার মনে হয়, প্রেমের বিষয়রূপে প্রেমের

আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়।
রাধা-প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময় ॥ ১১০

রাধাপ্রেম বিভু—যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥ ১১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আস্বাদনে যেসুখ পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা আশ্রয়রূপে প্রেমের আস্বাদনে কোটি গুণ সুখ বেশী; তাই প্রেমের আশ্রয়রূপে (শ্রীরাধার ন্যায়) রাধা-প্রেম আস্বাদনের নিমিত্ত আমার অদম্য লোভ জন্মিয়াছে।"

নিজ প্রেমাস্বাদে—শ্রীকৃষ্ণের নিজ-বিষয়ক প্রেমের আস্বাদে; শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রাধাপ্রেমের আস্বাদনে। শ্রীকৃষ্ণ যে প্রেমের বিষয়, বিষয়রূপে সেই প্রেমের আস্বাদনে। প্রেম-সেবা পাইয়া যে সুখ, সেই সুখের আস্বাদনে।

রাধা-প্রেমাস্বাদ—আশ্রয়রূপে রাধাপ্রেমের আস্বাদনে। শ্রীরাধাকর্ত্তৃক রাধাপ্রেমের আস্বাদনে। যে প্রেমের সহিত শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, শ্রীরাধা সেই প্রেমের আশ্রয়, আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন বিষয়। আশ্রয়রূপে ঐ প্রেম আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পায়েন, তাহা—বিষয়রূপে ঐ প্রেম আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে সুখ পায়েন, তাহা অপেক্ষা কোটি গুণ অধিক।

আশ্রয়-জাতীয় সুখ যে বিষয়-জাতীয় সুখ অপেক্ষা কোটি গুণ অধিক, শ্রীরাধিকার অবস্থা দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাহা অনুমান করিয়াছিলেন; নচেৎ নবদ্বীপ-লীলার পূর্ব্বে তাহা জানিবার সুযোগ শ্রীকৃষ্ণের হয় নাই।

১১০। রাধা-প্রেমের আরও এক অদ্ভুত মহিমার কথা ব্যক্ত করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়, রাধা-প্রেমও তদ্রূপ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময়। পরবর্ত্তী তিন পয়ারে রাধা-প্রেমের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্ব দেখাইতেছেন।

পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়—যে ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ, যাহাদের একত্রস্থিতি সম্ভব নহে, তাহাদের একই আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ। যেমন অণুত্ব ও বিভুত্ব; যাহা অণুর ন্যায় ক্ষুদ্র, তাহা বিভু—সর্ব্বব্যাপক হইতে পারে না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে তাহা সম্ভব; একই সময়ে তিনি অণু হইতেও সূক্ষ্ম এবং মহান্ হইতেও মহান্ "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ (কঠ-১।২।২০; শ্বেতাশ্ব-৩।২০)।" যে সময়ে তিনি বসিয়া আছেন, সেই সময়েই আবার দূরে গমন করিতে পারেন; যেই সময়ে শয়ন করিয়া থাকেন, ঠিক সেই সময়েই সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন। "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ। কঠ ১।২।২০॥" শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়। পূর্ণানন্দময় পূর্ণতত্ত্ব হইয়াও যে রাধা-প্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের উন্মত্ততা জন্মে, ইহাও তাঁহার বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বেরই পরিচয়। শ্রীরাধার প্রেমও এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের আশ্রয়।

১১১। রাধাপ্রেমের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্ব দেখাইতেছে, তিন পয়ারে।

রাধাপ্রেম বিভু—শ্রীরাধার প্রেম হইতেছে চিচ্ছক্তির বৃত্তি; চিচ্ছক্তি বিভু—পূর্ণ, অসীম, সর্ব্বব্যাপক বস্তু; সুতরাং শ্রীরাধার প্রেমও বিভু—পূর্ণ, অসীম, সর্ব্বব্যাপক বস্তু। যাহা অসম্পূর্ণ, তাহাই বর্দ্ধিত হইয়া সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু যাহা পূর্ণ, সর্ব্বব্যাপক, কোনও সময়েই তাহার বৃদ্ধি সম্ভব নহে। তাই বলা হইয়াছে—**যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি**—রাধাপ্রেম বিভু বলিয়া তাহার বৃদ্ধি প্রাপ্তির অবকাশ নাই। শ্রীরাধার প্রেম যে বিভু বা অসীম, শ্রীগোবিন্দলীলামৃতেও তাহার প্রমাণ দেখা যায় "প্রেমা প্রমাণরহিতঃ। ১১।২০॥" যাহা প্রেমের চরম-বিকাশ, তাহাকেই বিভু-প্রেম বলা যায়। মাদনাখ্য-মহাভাবেই প্রেমের চরম বিকাশ, সুতরাং মাদনাখ্য-মহাভাবই বিভু-প্রেম। ইহাই শ্রীরাধার প্রেমের বিশিষ্টতা। **তথাপি**—বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকিলেও। **ক্ষণে ক্ষণে ইত্যাদি**—রাধাপ্রেম বিভু বলিয়া তাহার বৃদ্ধি অসম্ভব হইলেও প্রতিক্ষণেই কিন্তু তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা রাধাপ্রেমের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বের একটী উদাহরণ। **বাড়য়ে**—বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

যাহা বই গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব-বর্জ্জিত ॥ ১১২
যাহা হৈতে সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য-বক্র-ব্যবহার ॥ ১১৩

তথাহি দানকেলিকৌমুদ্যাম্ (২)—
বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিত-বক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ ॥ ১৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বিভুর্ব্যাপকোঽপি চিচ্ছক্তিবৃত্তিরূপত্বাৎ সদৈবাভিতো বৃদ্ধিং কলয়ন্ ধারয়ন্ লোকবল্লীলা-কৈবল্যাৎ। অনুরাগো নাম সদানুভূয়মানোঽপি বস্তুন্যপূর্ব্বতয়া অননুভূতত্ব-ভানসমর্পকঃ প্রেম্নঃ পাকরূপভাববিশেষঃ স চ প্রতিক্ষণং বর্দ্ধত এবেতি।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১২। **যাহা বই**—যাহা (যে রাধাপ্রেম) ব্যতীত বা যাহা হইতে। **গুরু বস্তু**—পরাৎপর, শ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু।

সমস্ত শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন হ্লাদিনী; আবার প্রেম হ্লাদিনীরই সার; প্রেমের সার হইল শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাব; সুতরাং রাধা-প্রেমের তুল্য শ্রেষ্ঠ বা মহৎ বস্তু আর নাই। তাই উজ্জ্বল-নীলমণি বলেন—"মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। স্থা-১৫৫॥" "গুরু"-শব্দে পরাৎপর মাদনাখ্য-মহাভাবই সূচিত হইতেছে।

গৌরব-বর্জ্জিত—অহঙ্কারাদি-শূন্য। শ্রীরাধার প্রেম মদীয়তাময়-মধু-স্নেহোত্থ; সুতরাং ইহা ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন। তাই কাহারও নিকটে গৌরব চাহেও না, নিজেও গৌরব করে না।

রাধাপ্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই; তথাপি কিন্তু রাধাপ্রেমে অহঙ্কারাদি কিছুই দৃষ্ট হয় না। শ্রেষ্ঠ বস্তুর মধ্যে সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার থাকে; কিন্তু রাধাপ্রেমে তাহা নাই। রাধা-প্রেমের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বের ইহাও একটী উদাহরণ।

১১৩। **যাহা হৈতে**—যে রাধা-প্রেম অপেক্ষা। **সুনির্ম্মল**—বিশুদ্ধ, সরল, নিরুপাধি; কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়। **বাম্য**—বামা নায়িকার ভাব। যে নায়িকা মানবতী হইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা উদ্যুক্তা, মানের শৈথিল্য দেখিলে যে কোপনা হয়, নায়ক যাহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়েন না এবং যে নায়িকা নায়কের প্রতি প্রায়শঃ ক্রূরা, তাহাকেই বামা নায়িকা বলে। "মানগ্রহে সদোদ্যুক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপনা। অভেদ্যা নায়কে প্রায়ঃ ক্রূরা বামেতি কীর্ত্ত্যতে॥ উঃ নীঃ সখী প্র। ১৩।" **বক্র**—কুটীল, অসরল। **ব্যবহার**—আচরণ।

শ্রীরাধার প্রেম অত্যন্ত সুনির্ম্মল—বিশুদ্ধ, সরল এবং কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়; মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানই এই প্রেমের চেষ্টা; সুতরাং এই প্রেমে বামতা বা কুটীলতা স্থান পাইতে পারেনা (কারণ, মিলনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বলবতী উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও সেই মিলনে অনিচ্ছা বা অনাদর প্রকাশই বাম্য; স্বভাবতঃই ইহা কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেমের বিরোধী)। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাধাপ্রেম সুনির্ম্মল হইলেও তাহাতে বাম্য এবং কুটীলতা দৃষ্ট হয়। ইহা রাধাপ্রেমের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বের আর একটী উদাহরণ।

লক্ষ্য করিতে হইবে, বাম্য ও বক্র ব্যবহারে রাধাপ্রেমের সুনির্ম্মলতার হানি হয় না; কোনও বস্তুতে যদি বিজাতীয় বস্তু আসিয়া মিলিত হয়, তাহা হইলেই ঐ বস্তুর সুনির্ম্মলতার হানি হয়; যেমন, জলের সঙ্গে জল হইতে ভিন্ন জাতীয় বস্তু কর্দ্দমের যোগ হইলে জলের নির্ম্মলতার হানি হয়। বাম্য ও বক্রতা প্রেম হইতে ভিন্ন জাতীয় বস্তু নহে—সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায়, বাম্য এবং বক্রতাও প্রেমেরই তরঙ্গ-বিশেষ; ইহাদের মিশ্রণে প্রেম মলিন হয় না; বরং তাহার ঔজ্জ্বল্য এবং আস্বাদন-চমৎকারিতাই সম্পাদিত হয়।

শ্লো। ১৯। অন্বয়। বিভুঃ (ব্যাপক—সম্পূর্ণ) অপি (হইয়াও) সদা (সর্ব্বদা) অভিবৃদ্ধিং (সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধিকে) কলয়ন্ (ধারণ করে), গুরুঃ (পরমোৎকৃষ্ট) অপি (হইয়াও) গৌরবচর্য্যয়া (অহঙ্কারাদি দ্বারা)

সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা 'পরম-আশ্রয়'। | সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়' ॥ ১১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

গৌরবচর্য্যয়াবিহীনো মদীয়তাময়-মধুরস্নেহোত্থত্বাৎ। উপচিতো বক্রিমা কৌটিল্যপর্য্যায়-বাম্যলক্ষণো যস্মিন্ সোঽপি শুদ্ধঃ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মকত্বাৎ নিরুপাধিত্বাচ্চ জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। ইতি।

শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধায়া অনুরাগোৎকর্ষতামাহ বিভুরিতি মুরদ্বিষি নন্দনন্দনে শ্রীরাধিকায়া অনুরাগো জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। কথম্ভূতোঽনুরাগঃ বিভুরপি স্বরূপসম্প্রাপ্তোঽপি সদাভিবৃদ্ধিমতিবলিষ্ঠং কলয়ন্ কুর্ব্বন্ সন্ পুনঃ কথম্ভূতো গুরুরপি সর্ব্বোৎকর্ষোঽপি গৌরবচর্য্যয়া অহঙ্কারতয়া বিহীনঃ রহিত ইত্যর্থঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ মুহুর্ব্বারম্বারমুপচিত্য উপযুক্তা বক্রিমাপি মহাকৌটিল্যোঽপি শুদ্ধো নির্ম্মলাদতিনির্ম্মলঃ অতএব এতাদৃশানুরাগঃ মথুরাদ্বারকা-গোলোকাদিগত-সৈরিন্ধ্রী-মহিষী-লক্ষ্ম্যাদিষু নাস্তি ইতি ধ্বনিতম্। ইতি শ্লোকমালা ।১৯।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিহীনঃ (শূন্য), মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) উপচিতবক্রিমা (বর্দ্ধিত-কৌটিল্য) অপি (হইয়াও) শুদ্ধঃ (সুনির্ম্মল) মুরদ্বিষি (শ্রীকৃষ্ণে) রাধিকানুরাগঃ (শ্রীরাধিকার অনুরাগ) জয়তি (জয়যুক্ত হইতেছে)।

অনুবাদ। বিভু (সম্পূর্ণ) হইয়াও সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল, গুরু (পরমোৎকৃষ্ট) হইয়াও অহঙ্কারাদি-বর্জ্জিত, সমধিকরূপ কৌটিল্যযুক্ত হইয়াও সুনির্ম্মল—শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে শ্রীরাধিকার এবম্বিধ অনুরাগ জয়যুক্ত হইতেছে। ১৯।

পূর্ব্ববর্ত্তী তিন পয়ারে শ্রীরাধা-প্রেমের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মত্ব-বিষয়ে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোক তাহার প্রমাণ।

উপচিত-বক্রিম—উপচিতা (বর্দ্ধিতা) হইয়াছে বক্রিমা (বাম্যলক্ষণ কৌটিল্য) যাহাতে, তাদৃশ রাধানুরাগ যে অনুরাগে সমধিকরূপে কুটিলতা বর্ত্তমান। **শুদ্ধ**—শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মক এবং উপাধিহীন নিজের সুখ-বাসনা-গন্ধশূন্য বলিয়া শুদ্ধ বা সুনির্ম্মল (রাধিকানুরাগ)। যাহা প্রেমের চরম-বিকাশ, তাহাকেই বিভু প্রেম বলা যাইতে পারে। প্রেমের চরম বিকাশ মাদনাখ্য-মহাভাবে; সুতরাং

বিভু—সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সম্পূর্ণ। ইহা শ্লোকস্থ "রাধিকানুরাগের" বিশেষণ। রাধিকার অনুরাগ (শ্রীকৃষ্ণে) বিভু। অনুরাগ যখন যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব লাভ করে অর্থাৎ যতদূর বর্দ্ধিত হওয়া সম্ভব, ততদূর পর্য্যন্ত যখন বর্দ্ধিত হয়, তখনই তাহাকে বিভু (সম্পূর্ণ) বলা যায়। সুতরাং যাবদাশ্রয়-বৃত্তি অনুরাগই বিভু অনুরাগ; কিন্তু যাবদাশ্রয়-বৃত্তি অনুরাগকেই ভাব বা মহাভাব বলে এবং মাদনাখ্য-মহাভাবই মহাভাবের বা যাবদাশ্রয়-বৃত্তি অনুরাগের চরম উৎকর্ষ; সুতরাং "বিভু অনুরাগ" বলিতে এস্থলে মাদনাখ্য-মহাভাবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহাই শ্রীরাধা-প্রেমের বিশিষ্টাবস্থা। ২।২৩।৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১৪। **সেই প্রেমার**—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত প্রেমের, বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময় বিভু প্রেমের; মাদনাখ্য মহাভাবের। (১১১ পয়ারের টীকায় এবং পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে "বিভু"—শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য)। **পরম-আশ্রয়**—শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, একমাত্র আশ্রয়। যাঁহাতে প্রেম থাকে বা যিনি প্রেমের সহিত সেবা করেন, তাঁহাকে বলে প্রেমের **আশ্রয়**। আর যাঁহার প্রতি প্রেম প্রয়োগ করা হয়, বা প্রেমের সহিত যাঁহার সেবা হয়, তাঁহাকে বলে প্রেমের **বিষয়**। বিভু প্রেম বা মাদনাখ্য-মহাভাব শ্রীরাধিকাতে আছে, এই প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন; সুতরাং শ্রীরাধা হইলেন এই প্রেমের আশ্রয় এবং শ্রীকৃষ্ণ হইলেন তাহার বিষয়। শ্রীরাধাকে এই মাদনাখ্য-প্রেমের **পরম** আশ্রয় বলার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য কোনও শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীতেই এই প্রেম নাই, একমাত্র শ্রীরাধিকাই এই মাদনাখ্য (বিভু) প্রেমের অধিকারিণী। "সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনী-সারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥ উঃ নীঃ স্থা ১৫৫॥" **কেবল বিষয়**—শ্রীকৃষ্ণ এই মাদনাখ্য-মহাভাবের কেবল বিষয় মাত্র,

বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥১১৫
আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায় ? ॥১১৬
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয় !
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥ ১১৭
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেমলোভ ধক্‌ধকী ॥ ১১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আশ্রয় নহেন। প্রেমবিকাশে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব—এই কয়টী স্তর আছে। মহাভাবের আবার মোদন ও মাদন এই দুইটী স্তর আছে। স্নেহ হইতে মোদন পর্য্যন্ত সমস্ত স্তরই শ্রীকৃষ্ণে এবং সমস্ত ব্রজসুন্দরীগণে আছে; ব্রজসুন্দরীগণ এই সমস্ত বিভিন্ন স্তরের প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত প্রেমের বিষয়। আবার প্রেমের এই সমস্ত স্তর শ্রীকৃষ্ণেও আছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত স্তরের (মোদন পর্য্যন্তের) আশ্রয়ও বটেন। কিন্তু প্রেম-বিকাশের শেষ স্তর যে মাদনাখ্য-মহাভাব, তাহা শ্রীকৃষ্ণে নাই (শ্রীরাধাব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যেই নাই); সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ মাদনাখ্য-মহাভাবের আশ্রয় নহেন—কেবল বিষয় মাত্র; কারণ, মাদনাখ্য প্রেমদ্বারা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন।

১১৫। **বিষয়-জাতীয় সুখ**—মাদনাখ্য-মহাভাবের বিষয় হইলে, মাদনাখ্য-মহাভাবের সেবা পাইলে যে সুখ হয়, তাহা। **আশ্রয়ের আহ্লাদ**—মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয় শ্রীরাধা ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া যে আহ্লাদ বা আনন্দ পায়েন, তাহা (ঐ সেবা লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ পায়েন, তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক)।

১১৬। **আশ্রয়-জাতীয় সুখ**—মাদনাখ্য-মহাভাবের আশ্রয়-জাতীয় সুখ। মাদনাখ্য-মহাভাবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিয়া শ্রীরাধিকা যে সুখ পায়েন, তাহা পাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লোভ জন্মে। সেবা পাইলে যে সুখ জন্মে, তাহা (বিষয়-জাতীয় সুখ) শ্রীকৃষ্ণ জানেন। কারণ, তিনি শ্রীরাধিকার সেবা গ্রহণ করেন। কিন্তু সেবা করিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা (আশ্রয়-জাতীয় সুখ) তিনি জানেন না; (কারণ, শ্রীকৃষ্ণ মাদনাখ্য-প্রেম দ্বারা সেবা করেন না); তাই সেই সুখ লাভের নিমিত্ত তাঁহার বলবতী লালসা জন্মে; এই লালসার বশীভূত হইয়া ঐ সুখ লাভ করিবার নিমিত্ত, তাঁহার **মন ধায়**—ধাবিত হয়, ঐ সুখের দিকে; সেই সুখ পাইবার উপায় অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়, চঞ্চল হয়।

যত্নে আস্বাদিতে নারি—(শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন) আশ্রয়-জাতীয় সুখ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াও তাহা আস্বাদন করিতে পারি না; কারণ, যে বস্তুর সাহায্যে তাহা আস্বাদন করা সম্ভব, সেই বস্তুটী আমার (ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের) নাই, তাহা একমাত্র শ্রীরাধারই আছে। **কি করি উপায়**—তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত কি উপায় অবলম্বন করিব ? ইহাদ্বারা আশ্রয়-জাতীয় সুখ আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের দুর্দ্দমনীয়া লালসা ও বলবতী উৎকণ্ঠা সূচিত হইতেছে।

ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের যে তিনটী বাসনা অপূর্ণ ছিল (১০৪ পয়ার দ্রষ্টব্য), মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয়-জাতীয় সুখ আস্বাদনের বাসনাই তাহাদের মধ্যে প্রথম; ইহাই ১০৫ম পয়ারোক্ত প্রথম বাঞ্ছা।

১১৭। আশ্রয়-জাতীয় সুখের আস্বাদন করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ স্থির করিলেন যে, যদি কখনও তিনি মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয় হইতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি এই প্রেমের আশ্রয়-জাতীয় আনন্দের অনুভবে সমর্থ হইবেন, অন্যথা তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে।

এই প্রেমার—মাদনাখ্য প্রেমের; শ্রীরাধার প্রেমের। **এই প্রেমানন্দের**—মাদনাখ্য-মহাভাবের আশ্রয় হইলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহার।

এই পয়ার পর্য্যন্ত, প্রথম বাঞ্ছা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

১১৮। এই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি, শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বাঞ্ছা সম্বন্ধে উপসংহার।

এই এক শুন আর লোভের প্রকার—।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার— ॥ ১১৯
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা ॥ ১২০
এই-প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥ ১২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এতচিন্তি—পূর্ব্বোক্তরূপ চিন্তা করিয়া। **পরম কৌতুকী**—অত্যন্ত কৌতুহলযুক্ত; আশ্রয়-জাতীয় সুখ আস্বাদনের নিমিত্ত পরমোৎকণ্ঠিত। **প্রেমলোভ**—প্রেমাস্বাদনের লোভ; প্রেমের আশ্রয়-জাতীয় সুখ আস্বাদনের লোভ।

ধকৃধকী—ধকৃধক্ করিয়া; ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীলগতিতে। ঘৃত বা অন্য ইন্ধন পাইলে আগুন যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল গতিতে ধকৃধক্ করিয়া জলিতে থাকে, রাধাপ্রেমাস্বাদনের উপায় অবলম্বন করিতে না পারিয়াও প্রেমাস্বাদনের লোভ শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল গতিতে বলবান্ হইতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয় হওয়ার নিমিত্ত উপায় অবলম্বনের অপেক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই পর্য্যন্ত শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা ইত্যাদি প্রথমবাঞ্ছার কারণ বলা হইল।

১১৯। ১০৪ পয়ারোক্ত তিন বাঞ্ছার মধ্যে প্রথম বাঞ্ছার কথা বলিয়া এক্ষণে দ্বিতীয় বাঞ্ছার কথা বলিতেছেন।

এই এক—এই (পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে যাহা বলা হইল, তাহা) এক—একটী বাঞ্ছা (প্রথম বাঞ্ছার হেতু)। **আর লোভের কারণ**—অন্য লোভের হেতু; দ্বিতীয় বাঞ্ছার কারণ। এই পয়ার হইতে পরবর্ত্তী ১২৬ পয়ার পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বাঞ্ছার কারণ বলা হইয়াছে।

স্বমাধুর্য্য—শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য্য; নিজের সৌন্দর্য্যাদির মনোহারিত্ব! নিজের সৌন্দর্য্যাদির মনোহারিত্ব দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে (পরবর্ত্তী পয়ারসমূহের উক্তি অনুরূপ) বিচার করিতেছেন। শেষ পয়ারার্দ্ধে দ্বিতীয় বাঞ্ছার কারণ-বর্ণনের সূচনা করা হইয়াছে।

১২০। স্বীয় প্রেমের প্রভাবে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের যে বৈচিত্র্য আস্বাদন করেন, সেই বৈচিত্র্য-আস্বাদনের লোভই শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বাঞ্ছার হেতু। সেই বৈচিত্র্য কি, তাহাই এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের কথায় বর্ণিত হইতেছে।

অদ্ভুত—অপূর্ব্ব, আশ্চর্য্য, যাহা অন্যত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না। **অনন্ত**—অপরিসীম। **পূর্ণ**—যাহাতে কোনও অংশে বিন্দুমাত্রও অভাব নাই। **মোর মধুরিমা**—আমার (শ্রীকৃষ্ণের) মাধুর্য্য। **ত্রিজগতে ইত্যাদি**—আমার মাধুর্য্য অদ্ভুত এবং অনন্ত বলিয়া ত্রিজগতে কেহই ইহা সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিতে সমর্থ নহে। বাস্তবিক, যে মাধুর্য্যের অন্ত নাই, সীমা নাই, তাহার সম্যক্ আস্বাদন সম্ভবও নহে।

এই পয়ার হইতে ১২৭শ পয়ার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

১২১। অনন্ত ও অদ্ভুত বলিয়া আমার মাধুর্য্যের সম্যক্ আস্বাদন অসম্ভব হইলেও, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মাদনাখ্য-মহাভাবের দ্বারা শ্রীরাধিকা নিত্যই আমার মাধুর্য্যামৃত সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করিতেছেন। কেবল মাত্র (একলি) শ্রীরাধাই এইরূপ আস্বাদনে সমর্থা, অন্য কেহ নহে।

এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের অপূর্ব্বত্বের সঙ্গে সঙ্গে রাধাপ্রেমের অদ্ভুত মহিমাও ব্যক্ত হইল। যাহা কেহই আস্বাদন করিতে সমর্থ নহে, এমন কি সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণও যাহা আস্বাদন করিতে অসমর্থ, রাধাপ্রেম তাহাও (শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য) সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করিতে সমর্থ।

এই প্রেমদ্বারে—শ্রীরাধিকার যে প্রেমের কথা ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই প্রেমের (মাদনাখ্য প্রেমের) দ্বারা। **নিত্য**—সর্ব্বদা, অনবরত। **রাধিকা একলি**—একমাত্র শ্রীরাধা, অপর কেহ নহে। একমাত্র শ্রীরাধিকাই মাদনাখ্য-প্রেমের অধিকারিণী, তাই একমাত্র তিনিই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য সম্পূর্ণরূপে আস্বাদনের অধিকারিণী।

যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম-দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণেক্ষণ ॥ ১২২

আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে।
এ-দর্পণের আগে নবনবরূপে ভাসে ॥ ১২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সকলি—সম্পূর্ণরূপে। শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য পরিকরবর্গও তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করেন বটে; কিন্তু তাঁহারা মাধুর্য্যের আংশিক আস্বাদন মাত্র পাইতে পারেন; শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কেহই সম্পূর্ণরূপে আস্বাদনে সমর্থ নহেন। (ইহার হেতু পরবর্ত্তী ১২৫শ পয়ারে দ্রষ্টব্য)।

রাধাপ্রেম বিভু (অনন্ত) বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মাধুর্য্য আস্বাদনে সমর্থ।

১২২-১২৩। প্রশ্ন হইতে পারে—যতক্ষণ ক্ষুধা থাকে, ততক্ষণই ভোজনে রুচি থাকে; ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়া গেলে ভোজনে আর প্রীতি থাকে না। আবার, ক্ষুধার সঙ্গে সঙ্গে যতক্ষণ ভোজ্যবস্তু থাকে, ততক্ষণই প্রীতি; কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তির পূর্ব্বেই যদি ভোজ্যবস্তু নিঃশেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে কেবল কষ্টময়ী ভোজনোৎকণ্ঠাই মাত্র সার হয়। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করিলে আস্বাদন-স্পৃহার নিবৃত্তিতে আস্বাদনে শ্রীরাধার বিতৃষ্ণা জন্মিতে পারে; আবার আস্বাদন-স্পৃহার (প্রেমের) নিবৃত্তি না হইতে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য সম্পূর্ণরূপে আস্বাদিত হইয়া গেলেও কেবল জ্বালাময়ী উৎকণ্ঠা মাত্র থাকিয়া যাইতে পারে। ইহারই উত্তরে, পূর্ব্ববর্ত্তী ১১১শ পয়ারেরই প্রতিধ্বনিরূপে ১২২শ পয়ারে বলিতেছেন—শ্রীরাধার পক্ষে কৃষ্ণমাধুর্য্য-আস্বাদন-স্পৃহা-নিবৃত্তির কোনও আশঙ্কা নাই; কারণ, প্রেমের নিবৃত্তিতেই কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদন-স্পৃহার নিবৃত্তি; শ্রীরাধার প্রেম কখনও নিঃশেষিত হয় না; ইহা বিভু হইলেও প্রতিক্ষণেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, প্রতিক্ষণেই ইহার কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদনের যোগ্যতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে; তাই, ভোজ্যবস্তু গ্রহণের সঙ্গে তীব্রবেগে ক্ষুধার বৃদ্ধি হইতে থাকিলে যেমন ভোজন-রসের আস্বাদন-চমৎকারিতাই বর্দ্ধিত হয়; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে করিতে প্রেম এবং প্রেমের মাধুর্য্যাস্বাদনযোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বলিয়া মাধুর্য্যের আস্বাদন-চমৎকারিতাও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং মাধুর্য্যাস্বাদন করিতে করিতে শ্রীরাধার আস্বাদন-তৃষ্ণার শান্তি তো হয়ই না, বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। "তৃষ্ণা-শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর।১।৪।১৩০॥" আবার, এইরূপে আস্বাদন-তৃষ্ণার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, মাধুর্য্যের নবনব বৈচিত্রী প্রতিক্ষণে উদ্ভাসিত হইতে থাকে; সুতরাং আস্বাদ্যবস্তুর অভাবে বর্দ্ধনশীলা তৃষ্ণার জ্বালাময়ী উৎকণ্ঠারও অবকাশ নাই (১২৩শ পয়ার)। অধিকন্তু, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য এইরূপে প্রতিক্ষণে নবনব বৈচিত্রী ধারণ করে বলিয়া তাহার আস্বাদনের স্পৃহা এবং আস্বাদনে প্রীতিও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

নির্ম্মল—মলিনতাশূন্য, স্বচ্ছ। **সৎপ্রেম**—উত্তম প্রেম, কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্যময় কামগন্ধহীন প্রেম কেবলা প্রীতি। **দর্পণ**—যাহাতে নিকটবর্ত্তী বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, তাহাকে দর্পণ বলে। দর্পণের আরও একটা বিশেষত্ব এই যে, জ্যোতিষ্মান্ বস্তুর সম্মুখে স্থাপিত হইলে দর্পণও জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে এবং দর্পণ হইতে প্রতিফলিত জ্যোতিঃ জ্যোতিষ্মান্ বস্তুতে পতিত হইয়া তাহাকে অধিকতর জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তোলে। দর্পণের নির্ম্মলতা ও স্বচ্ছতা যতই বৃদ্ধি পায়, ততই এই সমস্ত গুণও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। **সৎপ্রেমদর্পণ**—সৎপ্রেমরূপ দর্পণ। শ্রীরাধিকার কামগন্ধহীন প্রেমকে দর্পণের তুল্য বলা হইয়াছে। দর্পণ যেমন সম্মুখস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ, শ্রীরাধিকার নির্ম্মল প্রেমও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য গ্রহণ করিতে সমর্থ; সুনির্ম্মল দর্পণ যেমন বস্তুর অবিকল প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া থাকে, প্রতিবিম্বের কোনও স্থানেই যেমন কিছুমাত্র ত্রুটী পরিলক্ষিত হয় না, তদ্রূপ কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ রাধাপ্রেমও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে—নিখুঁতরূপে গ্রহণ (বা আস্বাদন) করিতে সমর্থ। আবার শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য চাকচিক্যময়—তাঁহার সৌন্দর্য্য জ্যোতির্ম্ময়; এই মাধুর্য্যোন্মুখ-রাধাপ্রেম-রূপ নির্ম্মল দর্পণে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের চাকচিক্য, শ্রীকৃষ্ণ-সৌন্দর্য্যের জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়া প্রেমরূপ দর্পণকে অধিকতর চাকচিক্যময়, অধিকতর জ্যোতিষ্মান, যেন অধিকতর স্বচ্ছ করিয়া তোলে। আবার এই প্রেমরূপ দর্পণের প্রতিফলিত জ্যোতিঃ শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যে পতিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যকে

মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম—দোঁহে হোড় করি। | ক্ষণেক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি॥ ১২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যেন অধিকতর চাকচিক্যময়—প্রতিক্ষণে নব নব বৈচিত্রীতে উদ্ভাসিত—করিয়া তোলে। এই সমস্তই দর্পণের সঙ্গে রাধা-প্রেমের উপমা দেওয়ার তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়।

স্বচ্ছতা—নির্ম্মলতা, প্রতিবিম্ব-গ্রহণ-যোগ্যতা (দর্পণ-পক্ষে); শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাস্বাদন-যোগ্যতা (রাধাপ্রেম-পক্ষে)।

রাধাপ্রেমরূপ দর্পণের অদ্ভুত মহিমা এই যে, যদিও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, যদিও ইহার স্বচ্ছতার ও নির্ম্মলতার আর বৃদ্ধির অবকাশ নাই, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের সাক্ষাতে যেন ইহার স্বচ্ছতা ও নির্ম্মলতা প্রতিক্ষণে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মর্ম্মার্থ এই যে, রাধাপ্রেমের কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদনের যোগ্যতা সম্পূর্ণ বলিয়া যদিও আর বর্দ্ধিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তথাপি প্রতিক্ষণে এই মাধুর্য্যাস্বাদন-যোগ্যতা এবং মাধুর্য্যাস্বাদন-স্পৃহা বর্দ্ধিতই হইতেছে।

আমার মাধুর্য্যের ইত্যাদি—যদিও আমার (শ্রীকৃষ্ণের) মাধুর্য্য পরিপূর্ণ, সুতরাং যদিও আমার মাধুর্য্যের বৃদ্ধির আর সম্ভাবনা নাই, তথাপি রাধাপ্রেমরূপ দর্পণের সাক্ষাতে এই মাধুর্য্য প্রতিক্ষণে নূতন নূতন রূপে উদ্ভাসিত হইতেছে; রাধাপ্রেমের পক্ষে আমার মাধুর্য্য কখনও পুরাতন হয় না, সর্ব্বদা অনুভূত হইলেও প্রতিক্ষণেই যেন নূতন নূতন—অননুভূতপূর্ব্ব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, প্রতিক্ষণেই যেন নূতন নূতন বৈচিত্রী ধারণ করে (সুতরাং শ্রীরাধা শত সহস্র বার শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া থাকিলেও যখনই আবার দেখেন, তখনই মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের এই অপরূপ মাধুর্য্য যেন পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই, যেন এই মাত্র সর্ব্বপ্রথমে তিনি দেখিতেছেন। তাই দর্শনোৎকণ্ঠা এবং দর্শনজনিত আনন্দ-চমৎকারিতা কোনও সময়েই স্তিমিত হইতে পারে না; দর্শন-তৃষ্ণারও কখনও শান্তি হয় না)। **নব নব রূপে ভাসে**—নূতন নূতন রূপে, নূতন নূতন বৈচিত্রীতে প্রতিভাত হয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্" ইত্যাদি ১০।৪৪।১৪। শ্লোকের বৈষ্ণব-তোষণীটীকাতে লিখিত হইয়াছে "নন্‌ এবং সদৈকরূপত্বেন পশ্যন্তি চেত্তদা নাসকৃৎ চমৎকারঃ স্যাত্তত্রাহুরনুসবেতি—সর্ব্বদা একই রূপে শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিলে তাহাতে উত্তরোত্তর চমৎকারিত্ব থাকে না; ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'অনুসবাভিনবং' শ্রীকৃষ্ণরূপ সর্ব্বদা একইরূপে দৃষ্ট হয় না, ইহা প্রতিক্ষণেই নূতন নূতন রূপে দৃষ্ট হয়।" অনুসবাভিনবং শব্দের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন "এবম্ভূতং নিত্যং নবীনংরূপং—শ্রীকৃষ্ণের রূপ নিত্য নবীন।"

১২৪। পূর্ব্বপয়ারদ্বয়ে বলা হইল, কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের সাক্ষাতে শ্রীরাধার প্রেমও বর্দ্ধিত হয়, আবার রাধাপ্রেমের সাক্ষাতে কৃষ্ণমাধুর্য্যও বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে উভয়ে এমন এক সীমায় উপনীত হইতে পারে, যেস্থান হইতে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে—ঐ স্থানেই তাহাদের বৃদ্ধি স্থগিত থাকিবে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ঐ স্থানেই মাধুর্য্যাস্বাদনের তৃষ্ণা শান্তিলাভ করিবে এবং আস্বাদন-চমৎকারিতাও নষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপ আপত্তির আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—মন্মাধুর্য্য ইত্যাদি। রাধাপ্রেম এবং কৃষ্ণমাধুর্য্য উভয়েই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, কোনও সীমাতেই ইহাদের একটীরও বৃদ্ধি স্থগিত থাকে না; পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াই যেন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে—এইরূপে বর্দ্ধিত হওয়ার চেষ্টায় কেহই কাহাকেও পরাজিত করিতে পারে না।

মন্মাধুর্য্য—আমার (শ্রীকৃষ্ণের) মাধুর্য্য। **দোঁহে**—শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য ও রাধাপ্রেম। **হোড় করি**—হুড়াহুড়ি করিয়া; জেদাজেদি করিয়া; পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া। রাধাপ্রেম যেন কৃষ্ণমাধুর্য্য অপেক্ষা অধিক বর্দ্ধিত হইতে চাহে, আবার কৃষ্ণ-মাধুর্য্যও যেন রাধাপ্রেম অপেক্ষা বেশী বর্দ্ধিত হইতে চাহে, সর্ব্বদাই উভয়ের এইরূপ প্রতিযোগিতা চলিতেছে। **ক্ষণে ক্ষণে**—প্রতিক্ষণে। **কেহ নাহি হারি**—কেহই হারে না, পরাজিত হয় না; বৃদ্ধির ব্যাপারে কেহই কাহারও পাছে পড়ে না। কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের বৃদ্ধি দেখিয়া রাধাপ্রেম বর্দ্ধিত

আমার মাধুর্য্য নিত্য নবনব হয়। | স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥ ১২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হয়; রাধাপ্রেমের বৃদ্ধি দেখিয়া কৃষ্ণমাধুর্য্য বর্দ্ধিত হয়, আবার কৃষ্ণমাধুর্য্যের বৃদ্ধি দেখিয়া রাধাপ্রেম বর্দ্ধিত হয়; এই ভাবে অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, অনন্ত কাল পর্য্যন্তই চলিবে।

ঝামটপুরের গ্রন্থে ১২৩।১২৪ পয়ার দৃষ্ট হয় না; সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদবশতঃই বাদ পড়িয়াছে।

১২৫। সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যক্ষীভূত বস্তুকে সকলেই প্রায় সমানভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। দশজন লোকের সাক্ষাতে একটা ঘট উপস্থিত করিলে, তাহাদের প্রত্যেকেই ঘটটীর সম্পূর্ণাংশ দেখিতে পারে—কেহ কম, কেহ বেশী দেখেনা। শ্রীকৃষ্ণ—ব্রজবাসী সকলেরই প্রত্যক্ষের বস্তু; সুতরাং ব্রজবাসীদের সকলেই এবং যে কেহ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উপস্থিত হইবেন, তিনিও—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য সমান ভাবে আস্বাদন করিতে পারিবেন—ইহাই স্বাভাবিক। তথাপি, পূর্ব্ববর্ত্তী ১২১ পয়ারে কেন বলা হইল—একমাত্র শ্রীরাধাই (অপর কেহ নহেন) কৃষ্ণমাধুর্য্য পূর্ণমাত্রায় আস্বাদন করেন? অন্য কেহ তাহা পারিবেন না কেন? এই পয়ারে এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতেছেন।

বস্তুর অস্তিত্বই বস্তু-গ্রহণের কারণ নহে; ইন্দ্রিয়ের শক্তিই বস্তু-গ্রহণের কারণ। আকাশে চন্দ্র উদিত হইলেই সকলে তাহা দেখিতে পায় না; যাঁহার দৃষ্টিশক্তি আছে, তিনিই চন্দ্র দেখিতে পারেন, যাঁহার দৃষ্টি-শক্তি নাই, যিনি অন্ধ, তিনি দেখিতে পারেন না। সুতরাং চন্দ্রের দর্শন-ব্যাপারে দৃষ্টিশক্তিই কারণ, আকাশে চন্দ্রের অস্তিত্ব তাহার কারণ নহে। আবার যাঁহার দৃষ্টিশক্তি নাই, শ্রবণ-শক্তি বা ঘ্রাণ-শক্তি আছে, আকাশে চন্দ্র থাকিলেও তিনি চন্দ্র দেখিতে পারেন না—ইহাতে বুঝা যায়, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের শক্তিই দর্শন কার্য্যের কারণ; অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শনকার্য্য সম্পন্ন হয় না। এইরূপে ইন্দ্রিয়-বিশেষ দ্বারাই বস্তু-বিশেষের গ্রহণ সম্ভব হয়; যে কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কোনও বস্তুর গ্রহণ সম্ভব হয় না। আবার যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বস্তুর গ্রহণ সম্ভব, সেই ইন্দ্রিয়ের শক্তি যত বিকশিত হইবে, বস্তুর গ্রহণও ততই পূর্ণতা লাভ করিবে। যাঁহার দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ আছে, তিনি আকাশস্থ চন্দ্রের ঔজ্জ্বল্যাদি যতটুকু দেখিবেন, যাহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে, তিনি ততটুকু দেখিবেন না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-আস্বাদনের কারণ কি? কিসের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করা যায়? প্রেমই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনের কারণ। “প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ ॥ ১।৪।৪৪॥” প্রেম না থাকিলে কেবল চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদিত হইতে পারে না। সুতরাং যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উপনীত হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে প্রেম আছে, তাঁহারাই তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারিবেন, যাঁহাদের প্রেম নাই, তাঁহারা কিছুই আস্বাদন করিতে পারিবেন না—বধির ব্যক্তি যেমন কোকিলের স্বর-মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ। যাঁহাদের প্রেম আছে, তাঁহাদের সকলেও সমানভাবে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারিবেন না—যাঁহার যতটুকু প্রেম বিকশিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু মাধুর্য্যই আস্বাদন করিতে পারিবেন; যাঁহার প্রেম পূর্ণতমরূপে বিকশিত হইয়াছে, তিনিই মাধুর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদন লাভ করিতে পারিবেন। ব্রজবাসীদের সকলের প্রেম সমানভাবে বিকশিত নহে—বিভিন্ন ব্রজবাসীর প্রেম বিভিন্ন স্তর পর্য্যন্ত বিকশিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীরাধাব্যতীত আর কাহারও প্রেমই পূর্ণতমরূপে বিকশিত হয় নাই; সুতরাং শ্রীরাধাব্যতীত অপর কেহই পূর্ণতমরূপে কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন না। তাই বলা হইয়াছে—“কেবল মাত্র—শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে পারেন।” শ্রীরাধার প্রেমের ন্যায় অপর কাহারও প্রেমই পূর্ণতমরূপে বিকশিত হয় নাই, হইবেও না—সুতরাং অপর কেহ কোনও সময়ে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পূর্ণতমাস্বাদনে সমর্থও হইবেন না। কারণ, শ্রীকৃষ্ণই যেমন স্বয়ংভগবান্, অপর কেহ যেমন কোনও সময়েই স্বয়ংভগবান্ হইতে পারে না; তদ্রূপ, শ্রীরাধাই সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী স্বরূপ-শক্তি, তাঁহাতেই প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ (রাধায়ামেব যঃ সদা), অপর কেহ কোনও সময়েই সর্ব্বশক্তি-

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয়, আস্বাদিতে নারি ॥১২৬

বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকাস্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥ ১২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গরীয়সী স্বরূপ-শক্তি হইতে পারেন না, অপর কাহারও মধ্যেই প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ মাদনাখ্য-মহাভাব থাকিতে পারে না, সুতরাং অপর কেহই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে পারে না।

আমার মাধুর্য্য নিত্য—আমার (শ্রীকৃষ্ণের) মাধুর্য্য নিত্য বস্তু, অনাদিসিদ্ধ বস্তু। আবার ইহা **নিত্য নব নব হয়**—প্রতিক্ষণেই (নিত্য) নূতন নূতন রূপে উদ্ভাসিত হয়, প্রতিক্ষণে নূতন নূতন বৈচিত্রী ধারণ করে। দেহলি-দীপিকা-ন্যায়ে "মাধুর্য্য" ও "নবনব" এই উভয় শব্দের সহিতই—"নিত্য" শব্দের সম্বন্ধ। (চৌকাঠের নীচের কাঠটাকে বলে দেহলি। দেহলিতে প্রদীপ রাখিলে, তদ্দ্বারা ঘরের মধ্যও আলোকিত হয়, বাহিরের দিকও আলোকিত হয়—প্রদীপটী মধ্যস্থলে আছে বলিয়া উভয় দিকেই প্রদীপের ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। তদ্রূপ, "মাধুর্য্য" ও "নব নব" এই উভয় শব্দের মধ্য স্থলে "নিত্য" শব্দ আছে বলিয়া উভয় শব্দের সঙ্গেই "নিত্য" শব্দের সম্বন্ধ থাকিবে)। অন্বয় হইবে এইরূপ :—আমার মাধুর্য্য নিত্য ; এবং আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। আমার নিত্য (অনাদিসিদ্ধ) মাধুর্য্য নিত্য (প্রতিক্ষণে) নব নব রূপে উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু মাধুর্য্য নিত্য হইলেও সকলে তাহা অনুভব করিতে পারে না, যাঁহার প্রেম নাই, তিনি আমার মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারিবেন না ; তিনি যদি বলেন আমার মাধুর্য্য নাই, তাহা হইলে কেহ যেন মনে না করেন যে, বাস্তবিকই আমার মাধুর্য্য নাই ; আমার মাধুর্য্য আছে—অনাদিকাল হইতেই আছে। যাঁহার প্রেম আছে, তিনিই আমার মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারেন। যাঁহাদের প্রেম আছে, তাঁহারাও **স্বস্ব প্রেম-অনুরূপ** ইত্যাদি—নিজের নিজের প্রেমের বিকাশানুরূপ ভাবেই আস্বাদন করিতে পারেন ; যাঁহার যতটুকু প্রেম বিকশিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু মাধুর্য্যই আস্বাদন করিতে পারেন।

ভক্তে আস্বাদয়—ভক্তব্যতীত অন্যে কখনও কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারে না, ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। পারিবার কথাও নয় ; কারণ, কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র কারণ হইল প্রেম, ভক্তব্যতীত অন্যের মধ্যে এই প্রেম নাই।

১২৬। ১১৯ পয়ারে বলা হইয়াছে "স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার।" শ্রীকৃষ্ণ নিজের মাধুর্য্য কোথায় দেখিলেন এবং কিরূপেই বা নিজের মাধুর্য্য আস্বাদনে তাঁহার লোভ জন্মিল, তাহা বলিতেছেন। দর্পণাদিতে নিজের মাধুর্য্য দেখিয়া তাহার আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লোভ জন্মিয়াছে।

দর্পণাদ্যে—দর্পণ, মণিভিত্তি প্রভৃতিতে নিজের শ্রীমূর্ত্তির প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইলে, তাহাতে। **আস্বাদিতে নারি**—নিজের মাধুর্য্য আস্বাদনের লোভ জন্মে বটে, কিন্তু আস্বাদন করিতে পারিনা ; কারণ, আস্বাদনের উপায় আমার নাই।

স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনাই যে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বাঞ্ছা, তাহা বলা হইল।

১২৭। স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের উপায় সম্বন্ধে যদি বিবেচনা করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে, শ্রীরাধার প্রেমই আমার মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে আস্বাদনের একমাত্র উপায় ; ইহা বুঝিলেই শ্রীরাধার প্রেম গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধা-স্বরূপ হইতে মন উৎকণ্ঠিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বাঞ্ছাপূরণের উপায় যে রাধাভাব-গ্রহণ, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল।

রাধিকা-স্বরূপ—শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার তুল্য (হইতে ইচ্ছা হয়)।

তথাহি ললিতমাধবে (৮।৩২)—
অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥২০

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥১২৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অপরীতি। পূর্ব্বমপরিকলিত ইতি দ্বিতীয়া-তৎপুরুষঃ। যং মাধুর্য্যপূরং সরভসং সকৌতুকম্॥ ইতি শ্রীরূপ-গোস্বামী॥ অপরিকলিতেতি মণিভিত্তৌ স্বপ্রতিবিম্বলব্ধাতিশয়ং বপুশ্চিত্রং দৃষ্ট্বা শ্রীভগবন্মনোরথঃ প্রতিক্ষণং নবনবায়মান-তন্মাধুর্য্যত্বাৎ॥ ইতি শ্রীজীব-গোস্বামী॥ অয়মহমপি নির্ব্বিকারত্বেন প্রসিদ্ধোঽহমপি॥ ইতি চক্রবর্ত্তী ॥২০॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২০। অন্বয়। অপরিকলিতপূর্ব্বঃ (অননুভূতপূর্ব্ব) চমৎকারকারী (চমৎকার-জনক) কঃ (কি অনির্ব্বচনীয়) গরীয়ান্ (অধিকতর) এষঃ (এই) মম (আমার) মাধুর্য্যপূরঃ (মাধুর্য্য-সমূহঃ) স্ফুরতি (প্রকাশ পাইতেছে)—যং (যাহা—যে মাধুর্য্য সমূহ) প্রেক্ষ্য (দর্শন করিয়া) অয়ং (এই) অহমপি (আমিও—শ্রীকৃষ্ণও) লুব্ধচেতাঃ (লুব্ধচিত্ত) [সন্] (হইয়া) রাধিকাইব (শ্রীরাধার ন্যায়) সরভসং (ঔৎসুক্য-সহকারে) উপভোক্তুং (উপভোগ করিতে) কাময়ে (অভিলাষ করি)

অনুবাদ। মণি-ভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত স্বীয় মাধুর্য্য দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সবিস্ময়ে বলিতেছেন—"অহো! অননুভূতপূর্ব্ব চমৎকার-জনক এবং গরীয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) কি অনির্ব্বচনীয় আমার এই মাধুর্য্যরাশি প্রকাশ পাইতেছে—যাহা দর্শন করিয়া এই আমিও লুব্ধচিত্ত হইয়া শ্রীরাধার ন্যায় ঔৎসুক্য-সহকারে উপভোগ করিতে অভিলাষ করিতেছি" ।২০

অপরিকলিতপূর্ব্ব—যাহা পূর্ব্বে কখনও অনুভব করা হয় নাই, এইরূপ। ইহা "মাধুর্য্যপূরের" বিশেষণ; শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এমনি একটি অসাধারণ গুণ যে, যখনই তাহা দেখা যায়, তখনই মনে হয় যেন, এমন মাধুর্য্য পূর্ব্বে আর কখনও দেখা হয় নাই এইরূপ মনের ভাব অপরের তো হয়ই, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও হয়। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য নিত্যনবনবায়মান বলিয়াই এইরূপ হয়। **চমৎকারকারী**—চমৎকার-জনক; বিস্ময়জনক; যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখা হয় নাই, চিন্তার অতীত এমন কোনও বস্তু দেখিলে লোকের বিস্ময় জন্মে। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য দর্শন করিলেও এইরূপ বিস্ময় জন্মে—অপরের তো জন্মেই, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও জন্মে। **গরীয়ান**—অন্য সকলের মাধুর্য্য হইতে শ্রেষ্ঠ। **অহমপি**—আমিও। যিনি পূর্ণ, আত্মারাম, নির্ব্বিকার, কোনও কিছু দেখিয়া বিচলিত হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এমনই এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি যে, ইহা পূর্ণ ভগবান, নির্ব্বিকার শ্রীকৃষ্ণকেও বিচলিত করে। ইহাই অপি-শব্দের সার্থকতা। **হন্ত**—বিষাদ (অমরকোষ); খেদ (মেদিনী)। স্বীয় মাধুর্য্য দর্শন করিয়া সম্যক্‌রূপে তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের এতই লোভ জন্মিল যে তাহা আস্বাদন করিতে পারিতেছেন না বলিয়া তাঁহার বিষাদ বা খেদ জন্মিল। ইহাই হন্ত-শব্দের তাৎপর্য্য। স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে না পারার হেতু এই যে, মাদনাখ্য-মহাভাবের (শ্রীরাধিকার ভাবের) আশ্রয় না হইতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য সম্যক্ আস্বাদন করা যায় না; শ্রীকৃষ্ণ মাদনাখ্য-মহাভাবের বিষয় মাত্র—আশ্রয় নহেন; তাই তাঁহার খেদ।

রাধিকেব—শ্রীরাধার ন্যায়, শ্রীরাধা ঔৎসুক্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য যেরূপে আস্বাদন করেন, শ্রীকৃষ্ণও ঠিক সেইরূপেই আস্বাদন করিবার জন্য লালায়িত হয়েন। "রাধিকেব" শব্দের ধ্বনি এই যে, শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধার ন্যায় প্রেমের আশ্রয়রূপে স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইল।

পূর্ব্ব পয়ারদ্বয়ের প্রমাণরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

১২৮। সাধারণতঃ দেখা যায়, নিজের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য অপরকে আস্বাদন করাইবার নিমিত্তই লোকের ইচ্ছা জন্মে; কিন্তু নিজের মাধুর্য্য নিজে আস্বাদন করিবার নিমিত্ত সাধারণতঃ কাহারও ইচ্ছা হইতে দেখা যায় না। এমতাবস্থায়

শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্বমন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন ॥১২৯
এ মাধুর্য্যামৃত পান সদা যেই করে।
তৃষ্ণা-শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তরে ॥১৩০
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধির নিন্দন—।
'অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন ॥১৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দর্পণাদিতে নিজের মাধুর্য্য দর্শন করিয়া তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিজের ইচ্ছা—সাধারণ ইচ্ছা নহে, বলবতী লালসা—কেন জন্মিল, তাহাই বলিতেছেন ১২৮—১৩৫ পয়ারে। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে, ইহা সকলকেই—এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত—প্রলুব্ধ করিয়া আস্বাদন-লালসায় চঞ্চল করিয়া তোলে। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এই স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ চঞ্চল হইয়াছেন।

স্বাভাবিক বল—স্বাভাবিকী শক্তি, স্বরূপগত ধর্ম্ম। **কৃষ্ণ আদি নর-নারী**—কৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত নরনারীকে। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য অন্য সমস্ত নর-নারীকে তো আকর্ষণ করেই, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ করে; শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান হইয়াও এই আকর্ষণে বাধা দিতে পারেন না—তাঁহার মাধুর্য্যের এমনই অদ্ভুত শক্তি; স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের লোভ তিনি কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারেন না—এমনই লোভনীয় এবং অনির্ব্বচনীয় তাঁহার মাধুর্য্য। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ; পুরুষের মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত রমণীরই লোভ জন্মে, সাধারণতঃ পুরুষের লোভ জন্মে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য পুরুষকেও প্রলুব্ধ করে—কেবল যে ভাগ্যবান্ জীবগণকে প্রলুব্ধ করে, তাহা নহে—"কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহা যে স্বরূপগণ, তা সভার বলে হরে মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ ২।২১।৮৮॥" যে কাষ্ঠ হইতে আগুন জন্মে, কিংবা যে কাষ্ঠে আগুন রাখা হয়, আগুন যেমন সেই কাষ্ঠকেও দগ্ধ করে—যেহেতু, দগ্ধ করাই আগুনের স্বভাব—তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য্য স্বীয় আধারীভূত শ্রীকৃষ্ণকেও প্রলুব্ধ করে, যে হেতু আস্বাদনার্থ প্রলুব্ধ করাই কৃষ্ণমাধুর্য্যের স্বভাব—স্বভাব পাত্রাপাত্রের, দেশকালের অপেক্ষা রাখেনা। **করয়ে চঞ্চল**—আস্বাদনার্থ লালসার আধিক্য জন্মাইয়া চঞ্চল বা অস্থির করিয়া তোলে।

১২৯। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য দর্শন করিলে তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত লোভতো জন্মেই, ঐ মাধুর্য্যের কথা অন্যের মুখে শুনিলেও লোভ জন্মে। ইহা কৃষ্ণ-মাধুর্য্যেরই স্বভাব, কোনও রূপে যে কোনোও ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইলেই নিজেকে আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত ইহা বলবতী লালসা জন্মাইয়া থাকে। তাই দর্পণাদিতে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া এবং সেই প্রতিবিম্বে প্রতিফলিত নিজের মাধুর্য্য দেখিয়া তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ এতই চঞ্চল হইলেন যে, আস্বাদনের সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিতে তিনি চেষ্টিত হইলেন।

শ্রবণে—কৃষ্ণমাধুর্য্যের কথা শ্রবণ করিলে। **দর্শনে**—কৃষ্ণমাধুর্য্য নিজে কেহ দর্শন করিলে। **আকর্ষয়ে**—আকর্ষণ করে, আস্বাদনের নিমিত্ত প্রলুব্ধ করে। **সর্ব্বমন**—সকলের চিত্ত। **আপনা আস্বাদিতে**—নিজকে (নিজের মাধুর্য্যকে) আস্বাদন করিতে।

১৩০। যে জিনিসের জন্য কাহারও লোভ জন্মে, তাহা আস্বাদন করিলেই সাধারণতঃ ঐ লোভ প্রশমিত হইয়া যায়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে না; শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করিলেও আস্বাদনের লোভ কমেনা, বরং বাড়ে; সর্ব্বদা আস্বাদন করিলেও আস্বাদনের লালসা প্রশমিত হয়না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইয়া যায়—ইহাও শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।

এ-মাধুর্য্যামৃত—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যরূপ অমৃত—অনির্ব্বচনীয় স্বাদুবস্তু। **তৃষ্ণা-শান্তি**—মাধুর্য্য আস্বাদনের তৃষ্ণার (বলবতী লালসার) শান্তি (উপশম) হয় না। **তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর**—আস্বাদনের লালসা সর্ব্বদা (ক্ষণে ক্ষণে) বাড়িতে থাকে; যতই আস্বাদন করা যায়, আস্বাদনের লালসা ততই বাড়িতে থাকে।

১৩১। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনে লুব্ধ ভক্ত সেই মাধুর্য্য আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিলেও আস্বাদনে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না; যতই তিনি কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করেন, ততই তাঁর আস্বাদন-লালসা বর্দ্ধিত হইতে থাকে;

কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমিষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি ॥' ১৩২

তথাহি (ভাঃ ১০।৩১।১৫)—
অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥ ২১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কিঞ্চ ক্ষণমপি ত্বদদর্শনে দুঃখং দর্শনে চ সুখং দৃষ্ট্বা সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগেন যতয় ইব বয়ং ত্বামুপাগতাস্ত্বং তু কথমস্মান্ ত্যক্তুমুৎসহসে ইতি সকরুণমূচুঃ—অটতীতিদ্বয়েন। যদ্ যদা ভবান্ কাননং বৃন্দাবনং প্রত্যটতি গচ্ছতি দা ত্বামপশ্যতাং প্রাণিনাং ত্রুটিঃ ক্ষণার্দ্ধমপি যুগবৎ ভবতি এবম্ দর্শনে দুঃখমুক্তং পুনশ্চ কথঞ্চিদ্দিনান্তে তে তব শ্রীমন্মুখং উৎ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুতরাং কোনও সময়েই তাঁহার তৃপ্তি লাভের সম্ভাবনা থাকেনা—তখন তিনি অতৃপ্তিবশতঃ সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতারই নিন্দা করিতে থাকেন—যেন বিধাতার সৃষ্টিকার্য্যে নৈপুণ্যের অভাববশতঃই তিনি ইচ্ছানুরূপভাবে কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারিতেছেন না।

বিধির নিন্দন—সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার নিন্দা। কিরূপে বিধির নিন্দা করা হয়, তাহা শেষপয়ারার্দ্ধে ও পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

অবিদগ্ধ—অনিপুণ; সৃষ্টিকার্য্যে দক্ষতাশূন্য। **বিধি**—বিধাতা, সৃষ্টিকর্ত্তা।

অতৃপ্ত হইয়া ভক্ত বলেন:—"সৃষ্টিকার্য্যে বিধাতার কোনও রূপ দক্ষতাই নাই; বিধি নিতান্ত অনিপুণ, তাই উপযুক্ত রূপে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না।"

বিধাতার সৃষ্টিকার্য্যে কি কি অনিপুণতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইতেছে।

১৩২। "পলকহীন কোটি কোটি চক্ষু থাকিলেই শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য—যাহা প্রতিক্ষণেই নবনব রূপে বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা—আস্বাদন করিয়া কিঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা হইতে পারে; কিন্তু বিধাতা আমাকে কোটি নয়ন তো দিলেনই না,—দিলেন মাত্র দুইটী নয়ন; দিলেন দিলেন দুইটী নয়ন, তাহাও যদি পলকহীন করিতেন, তাহা হইলেও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ঐ দুই নয়নের দ্বারাই যতটুকু মাধুর্য্য আস্বাদন করা সম্ভব হইত, তাহাতেও না হয়, নিজকে কৃতার্থ মনে করিতাম; কিন্তু ঐ দুইটী নয়নেও আবার পলক দিয়া দিলেন। আমি কিরূপে কৃষ্ণ দেখিব? কিরূপে তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিব? বুক-ফাটা পিপাসা লইয়া নির্ম্মল, সুস্বাদু ও সুগন্ধি জলপূর্ণ সমুদ্রের নিকটে উপস্থিত হইলে উহা যেমন এক গণ্ডুষেই নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু এক গণ্ডুষে সমস্ত পান করার কথাতো দূরে—যদি মুখ ভরিয়া একটী গণ্ডুষও একবারে পান করা না যায়, যদি কতক্ষণ পরে পরে কুশাগ্রে মাত্র দুইএক বিন্দু জল জিহ্বায় স্পর্শ করাইতে মাত্র পারা যায়,—তাহাতে যেমন তৃষ্ণাশান্তির পরিবর্ত্তে, ঘৃতস্পর্শে অগ্নিশিখার ন্যায়, তৃষ্ণার উৎকণ্ঠাময়ী দাহিকা শক্তিই বর্দ্ধিত হয়—মুহুর্মুহু পলকযুক্ত মাত্র দুইটী চক্ষু লইয়া অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ-রূপের সাক্ষাতে উপস্থিত হওয়াতেও আমার ন্যায় হতভাগ্য মাধুর্য্য-পিপাসুর পিপাসার উৎকণ্ঠা এবং তীব্রজ্বালা তদ্রূপ—বরং তদপেক্ষা কোটিগুণে অধিকরূপেই বর্দ্ধিত হইতেছে। বিধাতার এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস! মূর্খ বিধাতা সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত, কিন্তু উপযুক্ত সৃষ্টিকার্য্য সে জানেনা—জানিলে কখনও এরূপ করিত না; যে কৃষ্ণমুখ দর্শন করিবে, তাহাকে কোটিনেত্রই দিত, দুইটী মাত্র নেত্র দিতনা, দুইটী মাত্র নেত্র দিলেও তাহাতে পলক দিতনা।"—এই রূপই কৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদন-লিপ্সু অতৃপ্ত ভক্তের খেদোক্তি।

নেত্র—নয়ন, চক্ষু। **দুই**—দুইটী মাত্র চক্ষু। **তাহাতে**—সেই দুইটী চক্ষুতে। **নিমিষ**—পলক।

এই পয়ারের প্রমাণ রূপে নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ২১। অন্বয়। যৎ (যখন) অহ্নি (দিবসে) ভবান্ (তুমি) কাননং (বনে, বৃন্দাবনে) অটতি (গমন কর), [তদা] (তখন) ত্বাম্ (তোমাকে) অপশ্যতাং (যাঁহারা দেখিতে পায় না, তাঁহাদের) ত্রুটিঃ

তত্রৈব (১০।৮২।৩৯)—
গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদিকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ॥ ২২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

উচ্চৈরীক্ষমাণানাং তেষাং দৃশাং পক্ষ্মকৃদ্ব্রহ্মা জড়ো মন্দ এব নিমেষমাত্রমপ্যন্তরমসহমিতি দর্শনে সুখমুক্তম্। শ্রীধরস্বামী ।২১।

অভীষ্টত্বে লিঙ্গং যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেক্ষণে দৃশিষু নেত্রেষু ধ্যবধায়কং পক্ষ্মকৃতং বিধাতারং শপন্তি দৃগ্‌ভির্নেত্রদ্বারৈ র্হৃদিকৃতং হৃদয়ে প্রবেশিতং পরিরভ্য তদ্ভাবং তদাত্মতাং প্রাপুঃ অপি নিত্যযুজামারূঢ় যোগিনামপি। শ্রীধরস্বামী। ২২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(ক্ষণার্দ্ধসময়ও) যুগায়তে (যুগ বলিয়া মনে হয়)। তে (তোমার) কুটিলকুন্তলং (কুটিলকুন্তল-শোভিত) শ্রীমুখং (শ্রীমুখ) চ উদীক্ষতাং (যাঁহারা উর্দ্ধমুখে নিরীক্ষন করে, তাঁহাদের) দৃশাং (নয়নের) পক্ষ্মকৃৎ (পক্ষ্ম-রচনাকারী) [ব্রহ্মা] (ব্রহ্মা—বিধাতা) জড়ঃ (জড়) এব (ই)।

অনুবাদ। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—"তুমি যখন দিবাভাগে বৃন্দাবনে গমন কর, তখন তোমার অদর্শনে প্রাণিদিগের সম্বন্ধে ক্ষণার্দ্ধ সময়ও একযুগ বলিয়া মনে হয়। কুটিলকুন্তল-শোভিত তোমার শ্রীমুখ সন্দর্শনকারী ব্যক্তিদিগের নেত্রে যিনি পক্ষ্মরচনা করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মা নিশ্চয়ই জড় বস্তু হইবেন।" ২১।

শারদীয়-মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে গোপীগণ বিলাপ করিয়া করিয়া যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী কথা এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। মহাভাবের অনেকগুলি লক্ষণের মধ্যে ক্ষণকল্পতা (কৃষ্ণবিরহে ক্ষণমাত্র সময়কেও এক কল্পতুল্য দীর্ঘ বলিয়া মনে হওয়া) এবং নিমেষাসহতা (নিমিষের অদর্শনও অসহ হওয়া) এই দুইটী এই শ্লোকে উদাহৃত হইয়াছে।

ত্রুটি—ক্ষণার্দ্ধসময় (শ্রীধরস্বামী); এক ক্ষণের সাতাইশভাগের একভাগ সময় (চক্রবর্ত্তী)। অতি অল্পমাত্র সময়। গোপীগণ বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন-সময়ে ত্রুটি-পরিমিত অতি অল্পসময়কেও এক যুগের ন্যায় দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় (ক্ষণকল্পতা)। একযুগ-ব্যাপী বিরহে যে পরিমাণ দুঃখ ও উৎকণ্ঠা জন্মে, ত্রুটি-পরিমিত সময়ের কৃষ্ণবিরহেও যেন সেই পরিমাণ দুঃখ ও উৎকণ্ঠা জন্মিয়া থাকে। ফলকথা, অতি অল্প সময়ের শ্রীকৃষ্ণ-বিরহও গোপীদিগের পক্ষে অসহ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের অনির্ব্বচনীয় আকর্ষকত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত মহাভাববতী গোপসুন্দরীদিগের উৎকণ্ঠার আতিশয্য সূচিত হইয়াছে। এই উৎকণ্ঠাতিশয্যের ফলে, শ্রীকৃষ্ণদর্শন-সময়েও, চক্ষুর পলক পড়িবার কালে দর্শনের যে সামান্য ব্যাঘাত ঘটে, তাহাও গোপীদিগের সহ্য হয় না (নিমেষাসহতা); তখন পলকের প্রতি তাঁহাদের ক্রোধ জন্মে—চক্ষুর পক্ষ্ম যদি না থাকিত, পলক পড়িত না, নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে পারিতেন; কিন্তু চক্ষুর পক্ষ্ম থাকাতেই তাহা হইতেছে না; তাই পক্ষ্মের প্রতি তাঁহাদের ক্রোধ হয়—সর্ব্বশেষে পক্ষ্ম-নির্ম্মাতা বিধাতার প্রতিও ক্রোধ হয়; বিধাতা যদি পক্ষ্ম নির্ম্মাণ না করিতেন, তাহা হইলে তো চক্ষুর পলক পড়িত না—অবাধে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে পারিতেন। তাই তাঁহারা বিধাতার নিন্দা করিয়া বলিলেন—"বিধাতা জড়—জড়বস্তুর ন্যায় ভালমন্দ-বিচার-শূন্য; অবিদগ্ধ—সৃষ্টিকার্য্যে অনিপুণ। যদি তাঁহার বিচারশক্তি থাকিত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন—যাঁহারা কৃষ্ণমুখ দর্শন করিবেন, তাঁহাদের চক্ষুতে পক্ষ্ম দেওয়া উচিত নহে। অথবা জড়—রসজ্ঞান-শূন্য। বিধাতার যদি রসজ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ যাঁহারা দর্শন করিবেন, তাঁহাদিগকে তিনি কোটি নয়ন দিতেন—দুইটী মাত্র নয়ন দিতেন না, দুইটী নয়ন দিলেও তাহাতে পক্ষ্ম দিতেন না।" "না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিল আঁখি দুটী, তাতে দিল নিমেষ আচ্ছাদন। বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন, নাহি জানে যোগ্য সৃজন। ২।২১।১১২॥"

শ্লো। ২২। অন্বয়। [যাঃ গোপ্যঃ] (যে সমস্ত গোপী) যৎপ্রেক্ষণে (যে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে) দৃশিষু (চক্ষুতে)

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রে ফল নাহি আন। | যেই জন কৃষ্ণ দেখে সে-ই ভাগ্যবান্॥ ১৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পক্ষ্মকৃতং (পক্ষ্ম-নির্ম্মাণকারী বিধাতাকে) শপন্তি (শাপ দিয়া থাকেন), [তাঃ] (সেই) সর্ব্বাঃ (সমস্ত) গোপ্যঃ (গোপীগণ) অভীষ্টং (অভীষ্ট) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) চিরাৎ (বহুকাল পরে) উপলভ্য (নিকটে প্রাপ্ত হইয়া) দৃগ্‌ভিঃ (নেত্র দ্বারা) হৃদিকৃতং (হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া) অলং (অত্যধিকরূপে) পরিরভ্য (আলিঙ্গন করিয়া) নিত্যযুজাং (আরূঢ় যোগীদিগের, অথবা নিত্যসংযোগবতী রুক্মিণ্যাদি পট্টমহিষীদিগের) অপি (ও) দুরাপং (দুর্লভ) তদ্ভাবং (তন্ময়তা) আপুঃ (প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)।

অনুবাদ। যাঁহারা, শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ব্যাঘাত হয় বলিয়া চক্ষুর পক্ষ্ম-নির্ম্মাতা বিধাতাকেও অভিসম্পাত দিয়া থাকেন, সেই সকল গোপী অনেক দিন পরে (কুরুক্ষেত্রে) শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে প্রাপ্ত হইয়া নেত্রপথে হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া নিবিড়রূপে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আরূঢ়-যোগিগণেরও (অথবা নিত্যসংযোগবতী রুক্মিণ্যাদি পট্টমহিষীগণেরও) দুর্লভ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন। ২২।

কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে গোপীদিগের ভাব অনুভব করিয়া শ্রীলশুকদেব-গোস্বামী এই শ্লোকে তাহা বর্ণন করিয়াছেন।

চক্ষুর পলক পড়িতে যে সময় যায়, সেই অত্যল্প সময়ের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনও সহ করিতে পারেন না বলিয়া চক্ষুর পক্ষ্ম-নির্ম্মাতা বিধাতাকেও যাঁহারা নিন্দা করেন, বহুদিনব্যাপী অদর্শনে তাঁহাদের যে কিরূপ দুঃখ ও উৎকণ্ঠা জন্মিতে পারে, তাহা বর্ণন করা অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া যাওয়া অবধি গোপীগণ তাঁহার দর্শন পায়েন নাই—সুতরাং অবর্ণনীয় দর্শনোৎকণ্ঠার সহিতই তাঁহারা কুরুক্ষেত্রে গিয়াছেন—যদি বা ভাগ্যক্রমে তাঁহার দর্শন মিলে এই ভরসায়। যখন দর্শন মিলিল, তখন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ইচ্ছা হইল—এক নিমিষেই যেন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-সুধা সম্পূর্ণরূপে পান করিয়া বহুদিনের তীব্র পিপাসার শান্তি করেন; তাঁহারা অপলকনেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিলেন—গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বন্ধু যেমন বন্ধুকে গৃহে লইয়া গিয়া দৃঢ় আলিঙ্গনে আপ্যায়িত করে, চিরবিরহার্ত্তা গোপীগণও তদ্রূপ যেন তাঁহাদের অপলক-নেত্ররূপ উন্মুক্ত দ্বার দ্বারাই তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের হৃদয়-গুহায় নিয়া দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া রহিলেন, অর্থাৎ তদ্রূপ অবস্থাই প্রেমাতিশয্যবশতঃ তাঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন।

অথবা, শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান কালে বাহিরে শ্রীকৃষ্ণবিরহ হইলেও, গোপীগণ অন্তরে সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করিতেন। এক্ষণে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে বাহিরে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে যেন দৃষ্টিদ্বারাই সর্ব্বতোভাবে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ সতৃষ্ণ ও সপ্রেম নেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপ করিতে করিতে গোপসুন্দরীগণ এমন একটা প্রগাঢ় আনন্দ (তদ্ভাবং) প্রাপ্ত হইলেন, যাহা যোগীন্দ্র-শিরোমণিদিগেরও দুর্লভ। অথবা পরম-মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণমুখ দর্শন করিয়া মহাভাববতী গোপীগণ রহঃক্রীড়া-জায়মান চিত্তবৃত্তি-বিশেষরূপ প্রেমের এমন এক পরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন, যাহা—শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থানকালে তাঁহার সহিত নিত্য সংযোগবতী রুক্মিণ্যাদি মহিষীবর্গের পক্ষেও দুর্লভ।

শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে গোপীদের দুঃখের যেমন তুলনা নাই, শ্রীকৃষ্ণদর্শনে তাঁহাদের যে আনন্দ জন্মে, তাহারও তেমনি তুলনা নাই।

গোপীগণ যে চক্ষুর পক্ষ্মনির্ম্মাতা বিধাতাকেও নিন্দা করেন, তাহাই এই দুই শ্লোকে দেখান হইল।

কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে "গোপ্যশ্চ" ইত্যাদি শ্লোকটি পূর্ব্বে এবং "অটতি" ইত্যাদি শ্লোকটী পরে দৃষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের আদর্শ গ্রন্থে এবং ঝামটপুরের গ্রন্থেও যে ক্রম আছে, আমরা তাহাই রাখিলাম।

১৩৩। কৃষ্ণমাধুর্য্যের আর একটী স্বভাবের কথা বলিতেছেন—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য দর্শন করেন,

তথাহি (ভাঃ ১০।২১।৭)—
অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূনমুবিবেশয়তোর্ব্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং
যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্ ॥ ২৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অনুবর্ণনমেবাহ অক্ষণ্বতামিতি ত্রয়োদশভিঃ। অক্ষণ্বতাং চক্ষুষ্মতাং তাবদিদমেব ফলং প্রিয়দর্শনং পরমন্যন্ন বিদামো ন বিদ্ম ইত্যর্থঃ। তচ্চ ফলং সখিভিঃ সহ পশূন্ বনং প্রবেশয়তো রামকৃষ্ণয়োর্বক্ত্রং যৈর্নিপীতং তৈরেব জুষ্টং সেবিতং নান্যৈরিত্যর্থঃ। কথম্ভূতং বক্ত্রং? অনুবেণু বেণুমনুবর্ত্তমানং তং বাদয়ৎ। তথা অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং স্নিগ্ধকটাক্ষবিসর্গম্। অথবা যৈর্নিপীতং তয়োর্বক্ত্রং তৈর্যজ্জুষ্টং ইদমেব অক্ষণ্বতামক্ষ্ণোঃ ফলমিতি। শ্রীধরস্বামী। ২৩॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে—শ্রীকৃষ্ণদর্শন ব্যতীত চক্ষুর অন্য কোনও সার্থকতা নাই এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন করেন, তিনিই ভাগ্যবান্।

কৃষ্ণাবলোকন—কৃষ্ণের অবলোকন (বা দর্শন)। **নেত্রে**—চক্ষুর বিষয়ে। ফল—সার্থকতা। আন্—অন্য। এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৩। অন্বয়। সখ্যঃ (হে সখীগণ)! বয়স্যৈঃ (বয়স্যগণের—সখাগণের সহিত) পশূন্ (গবাদি পশুদিগকে) অনুবিবেশয়তোঃ (পশ্চাতে থাকিয়া বৃন্দাবনে প্রবেশনকারী) ব্রজেশসুতয়োঃ (ব্রজেন্দ্র-নন্দনদ্বয়ের—রাম-কৃষ্ণের) অনুবেণুজুষ্টম্ (নিরন্তর বেণুবাদনরত) অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং (অনুরক্ত জনের প্রতি স্নিগ্ধকটাক্ষ-মোক্ষণকারি) বক্ত্রং (বদন) যৈঃ (যাঁহাদিগকর্ত্তৃক) নিপীতং (নিঃশেষে পীত হইয়াছে—সম্যক্‌রূপে দৃষ্ট হইয়াছে) [তেষামেব] (সেই) অক্ষণ্বতাং (চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের) ইদং বৈ (ইহাই—ঐ দর্শনই) ফলং (ফল—চক্ষুর সার্থকতা), পরং (অন্য) ন বিদামঃ (জানিনা)।

অনুবাদ। গোপীগণ বলিতে লাগিলেন—হে সখীগণ! বয়স্যগণের সহিত, গবাদি-পশুসকলকে বৃন্দাবন-মধ্যে প্রবেশনকারী ব্রজরাজতনয়-রামকৃষ্ণের বেণুবাদনরত ও অনুরক্তজনের প্রতি স্নিগ্ধকটাক্ষ-নিক্ষেপান্বিত বদনমণ্ডল যাহারা সম্যক্‌রূপে দর্শন করিয়াছে, তাহাদিগেরই নেত্রাদির সাফল্য; নেত্রাদির অপর কিছু সফলতা আছে কিনা জানিনা। ২৩।

শরতের প্রথম ভাগে শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ গাভী-আদিকে লইয়া গোচারণার্থ বনে যাইতেছেন; সঙ্গে তাঁহাদের বয়স্য সখাগণও চলিয়াছেন। নটবরবেশে সজ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছেন; পল্লীনিকটে শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্ত স্বজনাদি এবং একটু অন্তরালে কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণ দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগের বনযাত্রা দর্শন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সুমধুর স্বরে বেণু বাজাইতেছেন;—বলদেবের পশ্চাতে থাকিয়া অপরের অসাক্ষাতে ব্রজসুন্দরীদিগের প্রতি সপ্রেম কটাক্ষ নিক্ষেপও করিতেছেন; তাহাতে ব্রজসুন্দরীদিগের চিত্তে ভাব-বিশেষের উদয় হওয়ায় তাঁহারা এই শ্লোকের মর্ম্মে পরস্পরের নিকটে স্ব স্ব মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন—সখি! বেণুবাদনরত এবং অনুরক্তজনের প্রতি কটাক্ষ-নিক্ষেপকারী যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার বদনকমলের সুধা যাঁহারা নেত্রদ্বারা সম্যক্‌রূপে পান করিতে পারেন, তাঁহাদের চক্ষুই সফল; শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র দর্শন ব্যতীত নয়নের অন্য কোনও শ্রেষ্ঠ সার্থকতা নাই।

সেস্থানে, কিঞ্চিদ্দূরে যশোদা-রোহিণী-আদিও দণ্ডায়মান ছিলেন; তাই, পাছে তাঁহারা শুনিতে পায়েন, এই সঙ্কোচবশতঃ ব্রজসুন্দরীগণ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের মুখদর্শনের কথা না বলিয়া সাধারণ ভাবে ব্রজেন্দ্র-নন্দনদ্বয়ের (ব্রজেশসুতয়োঃ) অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের কথাই বলিলেন। কিন্তু লজ্জাবশতঃ উভয়ের কথা বলিলেও তাঁহাদের অভীষ্ট একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের মুখদর্শনই—শ্লোকস্থ "অনুবেণুজুষ্টং বক্ত্রং"-এই একবচনান্ত শব্দেই তাহা সূচিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণই বেণু বাজাইয়া থাকেন; বলদেব বেণু বাজান না। তাঁহারা বেণুবাদনরত মুখের কথাই বলিয়াছেন। অথবা—ব্রজেশসুতয়োঃ মধ্যে—ব্রজেন্দ্র-

তত্রৈব (১০।২৪।১৪)—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্ ।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ২৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হন্ত হন্ত মহাসুকৃতিন এব ব্রজভূমিষূৎপদ্যন্তে তেষ্বপি গোপীজনাঃ অতিশ্রেষ্ঠা ইত্যাহুঃ গোপ্যইতি। কিমচরন্নিতি। ভোঃ সখ্যঃ। তৎ তপঃ যদি যূয়ং সর্ব্বজ্ঞস্য কস্যচিন্মুখাৎ জানীথ তদা ব্রূত যথা তদেবাস্মিন্ জন্মনি কৃত্বা ব্রজভূমৌ গোপ্যো ভবেম, যৎ যতস্তা অমুষ্য রূপং সৌন্দর্য্যামৃতং পিবন্তি, বয়ন্তু মথুরাস্থা অস্য পরাভববিষং পীত্বা আনখ-শিখং জ্বলাম ইতি ভাবঃ। তাসাং দৃগ্‌ভিঃ পানস্যৈব তাদৃশ-তপঃফলত্বমুক্ত্বা স্বাঙ্গৈরালিঙ্গনাদেস্তনির্ব্বাচ্যহেতুকত্বং জ্ঞাপিতং কিঞ্চাস্য রূপে লাবণ্যমধিকং বর্ত্তত ইত্যত উপাদীয়তে ইতি ন বাচ্যং কিন্তু লাবণ্যসারং লাবণ্যস্যাপি যঃ সারস্তৎস্বরূপমেবৈতৎ, নন্ু স্বর্লোকাদিভ্যোঽপি ন্যূনে ভূর্লোকেঽস্মিংশ্চেদেবং রূপং দৃশ্যতে তর্হি সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠে মহাবৈকুণ্ঠলোকে ইতোঽপ্যধিকমধুরং শ্রীনারায়ণস্য রূপং ভবেদিতি তত্রাহুঃ—অসমোর্দ্ধম্ এতদ্রূপস্য সমমেব রূপং ক্বাপি নাস্তি কিমুতাধিকমিতি ভাবঃ। নন্ু তর্হি কৃষ্ণেনৈতদ্রূপং কুতঃ সকাশাৎ প্রাপ্তং তত্রাহুঃ—অনন্যসিদ্ধমস্মিন্নেতৎ স্বাভাবিকমিত্যর্থঃ। নন্বেবমপ্যেতদ্রূপং তাঃ সদৈকরূপত্বেন পশ্যন্তি চেত্তদাপি তাসাং নাসকৃচ্চমৎকারঃ স্যাত্তত্রাহুঃ—অনুসবাভিনবং প্রতিক্ষণে নূতনম্ এবং চেত্তর্হি তত্রৈবং গত্বা অন্যদেশীয়াভিরপি স্ত্রীভিঃ সুখেনায়ং দৃশ্যতামিত্যত আহুর্দ্দুরাপং লক্ষ্ম্যাপি দুর্ল্লভং নন্ু ভবতু নামাস্য সৌন্দর্য্যোপাধিক এব সর্ব্বোৎকর্ষঃ শ্রীনারায়ণাদৌ তু ভগশব্দবাচ্যষড়ৈশ্বর্য্যমধিকং বর্ত্ততে তত্রাহুঃ—একান্তেতি। যশ আদ্যুপ-লক্ষিতানাং ষণ্নামেব ভগানাম্ একান্তধাম অতিশয়িতমাস্পদং ঐশ্বরস্য ঐশ্বর্য্যস্য "ঈশ্বরস্য" ত্যপি পাঠঃ। চক্রবর্ত্তী। ২৪।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুতদ্বয়ের মধ্যে বেণুজুষ্টং বক্ত্রং—বেণুবাদনরত (শ্রীকৃষ্ণের) মুখদর্শনেই চক্ষুর সার্থকতা। অথবা—ব্রজেশসুতয়োঃ মধ্যে অনুবেণুজুষ্টং বক্ত্রং—ব্রজেশসুতদ্বয়ের মধ্যে যিনি (অনু) পশ্চাতে থাকিয়া বেণু বাজাইতেছেন, তাঁহার মুখদর্শনেই চক্ষুর সার্থকতা।

শ্রীবলদেব ব্রজেন্দ্র-শ্রীনন্দ-মহারাজের তনয় না হইলেও (তিনি বসুদেবের তনয়), ব্রজেন্দ্র-সুত বলিয়াই বলদেবের প্রসিদ্ধি ছিল ; তাই ব্রজেন্দ্রসুতদ্বয় বলাতে শ্রীরামকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে।

শ্লো। ২৪। অন্বয়। গোপ্যঃ (গোপীগণ) কিং তপঃ (কি তপস্যা) অচরন্ (করিয়াছিলেন) ? যৎ (যে তপের প্রভাবে তাঁহারা) দৃগ্‌ভিঃ (নয়নদ্বারা) অমুষ্য (ঐ শ্রীকৃষ্ণের) লাবণ্যসারং (লাবণ্যের সার-স্বরূপ) অসমোর্দ্ধং (অসমোর্দ্ধ) অনন্যসিদ্ধং (অনন্যসিদ্ধ—স্বাভাবিক) অনুসবাভিনবং (প্রতিক্ষণে নবায়মান এবং) যশসঃ (যশের) শ্রিয়ঃ (শোভার—বা লক্ষ্মীর) ঐশ্বরস্য (ঐশ্বর্য্যের) একান্তধাম (একমাত্র আশ্রয়রূপ) দুরাপং (দুর্ল্লভ) রূপং (রূপ) পিবন্তি (পান করিতেছেন)।

অনুবাদ। গোপীগণ কি তপস্যা করিয়াছিলেন—যাহার প্রভাবে তাঁহারা নয়নদ্বারা ঐ শ্রীকৃষ্ণের রূপ পান (দর্শন) করিতেছেন—যে রূপ লাবণ্যের সার-স্বরূপ, যাহার সমান বা অধিক রূপ আর কোথাও নাই, যাহা ভূষণাদিদ্বারা সিদ্ধ নহে, পরন্তু অনন্যসিদ্ধ বা স্বাভাবিক, যাহা প্রতিক্ষণে নূতন নূতন রূপে প্রতীয়মান হইতেছে, যাহা যশঃ, শোভা এবং ঐশ্বর্য্যের একমাত্র চরম-আশ্রয় এবং যাহা (লক্ষ্মী-আদির পক্ষেও) দুর্ল্লভ। ২৪

কংস-রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্বরূপ-লাবণ্য-দর্শনে বিস্মিত ও তাহার আস্বাদনের জন্য প্রলুব্ধ হইয়া কতিপয় মথুরা-নাগরী পরস্পরকে বলিতেছেন—সখি ! এই পুরুষ-রতন শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই ব্রজে যাঁহাদের জন্ম হয়, তাঁহারাই মহাসুকৃতী ; তাঁহাদের মধ্যে আবার ব্রজগোপীগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ; কারণ, তাঁহারা সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের এই অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যামৃত নয়নের দ্বারা পান করিতেছেন। সখি ! শ্রীকৃষ্ণের রূপ **অসমোর্দ্ধং**—ইহার সমান রূপ বা ইহা অপেক্ষা অধিক রূপ আর কোথাও নাই—জগতে তো নাই-ই, বৈকুণ্ঠাদি ধামেও নাই—বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের রূপও এই রূপের তুল্য নহে ; কারণ, নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীও নাকি শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য-আস্বাদনের নিমিত্ত

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের, অপূর্ব্ব তার বল।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল ॥ ১৩৪

কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজায় লোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে, মনে রহে ক্ষোভ ॥ ১৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লালসাবতী হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই রূপটী **লাবণ্যসারং**—লাবণ্যের সারস্বরূপ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতের সমগ্র-লাবণ্যের নিদানীভূত। ইহা **অনন্যসিদ্ধং**—অন্য হইতে সিদ্ধ নহে; সাধারণতঃ ভূষণাদিদ্বারা রূপের মাধুরী বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপ সম্বন্ধে তাহা বলা চলে না; শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য স্বাভাবিক, ভূষণের দ্বারা ইহার রূপ বর্দ্ধিত হওয়া দূরের কথা, ইহার অঙ্গে স্থান পাইয়া ভূষণেরই বরং ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রজগোপীগণ সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করেন বলিয়া যে তাঁহাদের পক্ষে এইরূপের চমৎকারিতা লোপ পাইয়াছে, তাহা নহে; কোনও সময়েই শ্রীকৃষ্ণরূপের চমৎকারিতা নষ্ট হইতে পারে না, দর্শকের দর্শন-লালসাও কোনও সময়ে প্রশমিত হইতে পারে না; কারণ, শ্রীকৃষ্ণের রূপ **অনুসবাভিনবং**—প্রতিক্ষণেই নূতন নূতন রূপে প্রতীয়মান হইতেছে; তাই যত বারই দর্শন করা যাউক না কেন, সর্ব্বদাই মনে হয় যেন এই মাত্র দর্শন করিলাম, (পূর্ব্বে দেখিয়া থাকিলেও) এমন মাধুর্য্য আর কখনও দেখি নাই। আর সখি! যে কোনও নারী ইচ্ছা করিলেই যে এই রূপ-সুধা পান করিতে পারে, তাহা নহে; ইহা **দুরাপং**—দুর্লভ, অন্যরমণীর কথা তো দূরে, স্বয়ং লক্ষ্মীর পক্ষেও নাকি ইহা দুর্লভ। তোমরা হয়তো বলিতে পার—নারায়ণ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, তাঁহার বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মী কেন শ্রীকৃষ্ণের জন্য লালায়িতা হইবেন? কিন্তু সখি! নারায়ণের যশঃ-আদি ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের মূল—চরম-আশ্রয়ই তো এই শ্রীকৃষ্ণের রূপ; সুতরাং লক্ষ্মী কেনই বা শ্রীকৃষ্ণরূপ আস্বাদনের নিমিত্ত লালায়িত হইবেন না? কিন্তু লালায়িত হইয়াও তিনি আস্বাদনের সৌভাগ্য পায়েন নাই; ইহা একমাত্র গোপীদিগেরই সম্পত্তি। আচ্ছা সখি! তোমরা কেহ কোনও সর্ব্বজ্ঞের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পার কি, গোপীগণ কি তপস্যা করিয়াছিলেন; কোন্ তপস্যার ফলে তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? যদি তাহা জানা যায়, তাহা হইলে আমরাও সেইরূপ তপস্যা করিতাম; যেন গোপী হইয়া ব্রজে জন্মগ্রহণ করিতে পারি। তাহা হইলেই হয়তো শ্রীকৃষ্ণের রূপসুধা পান করিবার সৌভাগ্য হইত। (শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সুধা আস্বাদন-সৌভাগ্যের দুর্লভতা-জ্ঞাপনার্থই ইহা বলা হইয়াছে। বাস্তবিক, গোপীগণ এমন কোনও তপস্যাই করেন নাই, যাহার ফলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য সম্যক্ রূপে আস্বাদন করিতে পারিতেছেন—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, অনাদিকাল হইতেই তাঁহারা স্বতঃসিদ্ধভাবে এই মাধুর্য্যামৃত পান করিয়া আসিতেছেন; এমন কোনও তপস্যাও নাই, যাহার প্রভাবে কেহ তাঁহাদের সমান সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে।)

পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৩শ পয়ারের প্রমাণরূপে এই দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণরূপের দর্শনেই চক্ষুর সফলতা। চক্ষুর কাজ দর্শন করা; যাহার দর্শনে প্রাণমন তৃপ্ত হয়, তাহার দর্শনেই চক্ষুর সফলতা। সুন্দর বস্তু দর্শনেই লোক প্রীতিলাভ করে; সুতরাং যাহাতে সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা, তাহার দর্শনেই চক্ষুর সফলতারও পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধরূপেই সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শনেই চক্ষুর সফলতারও পরাকাষ্ঠা।

১৩৪। "কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল" ইত্যাদি ১২৮শ পয়ারোক্তির উপসংহার করিতেছেন। (১২৮শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।"

অপূর্ব্ব মাধুরী—অদ্ভুত মাধুর্য্য (কৃষ্ণের) যাহা অন্য কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। **তার বল**—তাহার (কৃষ্ণমাধুরীর) বল (শক্তি); শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের শক্তিও অদ্ভুত, অচিন্ত্য। যেহেতু, **যাহার শ্রবণে ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের কথা শ্রবণ করিলেও মন টলমল করে, অর্থাৎ ঐ মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্ত মন চঞ্চল হইয়া পড়ে।

১৩৫। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব-শক্তি এই যে, আস্বাদনের লালসা জন্মাইয়া ইহা অন্যকে তো চঞ্চল করেই, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও প্রলুব্ধ করিয়া চঞ্চল করে; শ্রীকৃষ্ণরূপ "বিস্মাপনং স্বস্য চ। শ্রীভা, ৩।২।১২ ॥" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহা সম্যক্ আস্বাদন করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ থাকিয়া যায়।

এই ত দ্বিতীয় হেতুর কৈল বিবরণ।
তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ ॥ ১৩৬
অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপগোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত ॥ ১৩৭
যেবা কেহো অন্য জানে, সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্যগোসাঞির তেঁহো অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে ॥১৩৯
গোপীগণের প্রেম—'অধিরূঢ়ভাব' নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম ॥ ১৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উপজায় লোভ—লোভ জন্মায়; আস্বাদনের নিমিত্ত বলবতী লালসা জন্মায়। **সম্যক্ আস্বাদিতে নারে**—শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিতে পারেন না; কারণ, মাদনাখ্য-মহাভাবই সম্যক্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার একমাত্র হেতু; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে মাদনাখ্য-মহাভাব নাই। **ক্ষোভ**—খেদ, দুঃখ; স্বীয় মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিতে পারেন না বলিয়া ক্ষোভ-নিবৃত্তির নিমিত্তই শ্রীচৈতন্যাবতারের দ্বিতীয় হেতুর উৎপত্তি।

১৩৬। তিনটী বাসনাই শ্রীচৈতন্যাবতারের মুখ্য-হেতুভূতা; তন্মধ্যে ১১৮শ পয়ার পর্য্যন্ত প্রথম বাসনার কথা এবং ১৩৫শ পয়ার পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বাসনার কথা বলিয়া এক্ষণে তৃতীয় বাসনার কথা বলিবার উপক্রম করিতেছেন।

এইত—পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে। **দ্বিতীয় হেতুর**—শ্রীচৈতন্যাবতারের মুখ্য-হেতভূতা দ্বিতীয় বাসনার (শ্রীকৃষ্ণের স্বমাধুর্য্য কিরূপ, তাহা সম্যক্‌রূপে আস্বাদন-বাসনার)।

তৃতীয় হেতু—শ্রীচৈতন্যাবতারের মুখ্য-হেতুভূতা তৃতীয় বাসনা (শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা কি রকম সুখ পায়েন, তাহা জানিবার বাসনা—সৌখ্যঞ্চাস্যাঃ কীদৃশং বা মদনুভবতঃ)।

১৩৭।৩৮। তৃতীয় হেতুর রহস্য গ্রন্থকার কিরূপে জানিলেন, তাহা বলিতেছেন। শ্রীচৈতন্যাবতারের তৃতীয় হেতুবিষয়ক সিদ্ধান্তটী অত্যন্ত গোপনীয়; শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্যতীত অপর কেহই তাহা জানিত না; স্বরূপ-দামোদর-গোস্বামী প্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া প্রভুর মর্ম্ম-কথা সমস্তই জানেন, তাই একমাত্র তিনিই তাহা জানিতে পারিয়াছেন; অন্য যে কেহ ইহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহাও ঐ স্বরূপ-দামোদর হইতেই। শ্রীল রঘুনাথ-দাস-গোস্বামী বহু বৎসর যাবৎ স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে ছিলেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভু সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই তিনি দাস-গোস্বামীর নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন; গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীও দাস-গোস্বামীর নিকটেই প্রভুসম্বন্ধীয় অনেক কথা—অবতারের তৃতীয় হেতু বিষয়ক সিদ্ধান্তও—জানিতে পারিয়াছেন। "চৈতন্য-লীলা-রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার, তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে। তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহাঁ বিবরিল, ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥২।২।৭৭॥" শ্রীরূপাদি গোস্বামীও স্বরূপ-দামোদরের অনেক কথা জানিতেন; তাঁহাদের নিকটেও কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনেক উপাদান পাইয়াছেন। "স্বরূপ-গোসাঞির মত, রূপ-রঘুনাথ জানে যত, তাহা লিখি নাহি মোর দোষ ॥২।২।৮২॥" সুতরাং অবতারের তৃতীয় কারণ-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত অত্যন্ত নিগূঢ় হইলেও কবিরাজ-গোস্বামী অনুমানের বা কল্পনার আশ্রয়ে তৎসম্বন্ধে কিছু লিখেন নাই; বিশ্বস্তসূত্রে তিনি যাহা অবগত হইয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। স্বরূপদামোদরের কড়চা হইতেও তিনি অনেক বিবরণ জানিতে পারিয়াছেন।

নিগূঢ়—গোপনীয়; অপরের অজ্ঞাত। **এই রসের সিদ্ধান্ত**—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধিকা যে রস বা সুখ পায়েন, সেই রস-বিষয়ক সিদ্ধান্ত; "গোপীগণের প্রেম" ইত্যাদি পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে উক্ত—অবতারের তৃতীয় হেতু-বিষয়ক সিদ্ধান্ত। **একান্ত**—সম্পূর্ণরূপে। **তাঁহা হইতে**—স্বরূপ-গোসাঞির নিকট হইতে। **অত্যন্ত মর্ম্ম**—অত্যন্ত মর্ম্মী; অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। **যাতে**—যেহেতু; স্বরূপগোস্বামী শ্রীচৈতন্য-গোসাঞির অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া তিনি ঐ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে জানেন। ঝামটপুরের গ্রন্থে "যাতে" স্থলে "যাঁতে" পাঠ আছে; যাঁতে—যাঁহাতে, যে স্বরূপদামোদরে; শ্রীচৈতন্য-গোসাঞির অত্যন্ত মর্ম্ম বা গোপনীয় কথাও স্বরূপ-দামোদরে আছে (স্বরূপ-দামোদরের নিকটে প্রভু প্রকাশ করেন) বলিয়া তিনি সমস্তই জানেন।

১৩৯। সাধারণতঃ দেখা যায়, কাম (বা নিজের সুখের ইচ্ছা) হইতেই সুখের উৎপত্তি হয়; কাম হইল

কারণ, আর সুখ হইল তাহার কার্য্য। সাধারণতঃ কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যানুভবে শ্রীরাধার যে সুখ হয়, সেই সুখরূপ কার্য্যটীর কোনও কারণ নাই—নিজের সুখের নিমিত্ত শ্রীরাধার কোনও রূপ ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও শ্রীরাধা অনির্ব্বচনীয় সুখ পাইয়া থাকেন; শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমের স্বভাবে স্বতঃই এইরূপ সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তজ্জন্য স্বসুখ-বাসনারূপ কারণের প্রয়োজন হয় না (স্বসুখ-বাসনারূপ কারণ বিদ্যমান থাকিলে বরং শ্রীকৃষ্ণানুভবজনিত সুখের উদয় অসম্ভব হইয়াই পড়ে)—ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্তই অবতারের তৃতীয় হেতুর যর্ণনের প্রারম্ভে গোপীগণের প্রেমের কথা বর্ণন করিতেছেন—"গোপীগণের প্রেম" ইত্যাদি বাক্যে। শ্রীরাধার সুখের বিষয় বলিতে যাইয়া গোপীগণের প্রেমের কথা বলার হেতু এই যে, গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধার প্রেমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সুতরাং গোপীগণের প্রেমেই যদি কাম বা স্বসুখ-বাসনা না থাকে, শ্রীরাধার প্রেমে যে তাহা নাই—ইহা বলাই বাহুল্য এবং সাধারণ গোপী-প্রেমের স্বভাবেই যদি শ্রীকৃষ্ণানুভবজনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আসিতে পারে, গোপীকুল-শিরোমণি শ্রীরাধার প্রেমের স্বভাবে যে আরও অধিক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইবে, তাহাও বলা বাহুল্য। কৈমুত্য-ন্যায়ে শ্রীরাধা-প্রেম-স্বভাবের উৎকর্ষাধিক্য দেখাইবার নিমিত্ত সাধারণ-গোপীপ্রেম-স্বভাবের উৎকর্ষ দেখাইতেছেন।

অধিরূঢ়ভাব—অনুরাগ যখন শেষ সীমার শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, তখন তাহাকে মহাভাব বা ভাব বলে (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই মহাভাবের দুইটী অবস্থা—প্রথম অবস্থার নাম রূঢ়, দ্বিতীয় অবস্থার নাম অধিরূঢ়। মহাভাবের যে অবস্থায় সাত্ত্বিকভাব সকল উদ্দীপ্ত হয় (অধিকরূপে প্রকাশ পায়), তাহাকে বলে রূঢ়। "উদ্দীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১৪৪॥" রূঢ় মহাভাবে—চক্ষুর পলক পড়িলে যে অত্যল্প সময়ের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন ঘটে, প্রেমবতীদের পক্ষে তাহাও অসহ্য; রূঢ়-ভাববতী গোপীদিগের অনুরাগ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইলে যাঁহারা নিকটে থাকেন, তাঁহাদের চিত্তকেও আক্রমণ করিয়া বিলোড়িত করিয়া থাকে; মিলন-সময়ে কল্পপরিমিত সময়কেও একক্ষণ মাত্র অল্পপরিমিত বলিয়া মনে হয়; আবার শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ক্ষণকালকেও কল্প-পরিমিত সুদীর্ঘ বলিয়া মনে হয়; শ্রীকৃষ্ণের সুখেও তাঁহার আর্ত্তির আশঙ্কা করিয়া রূঢ়ভাববতীদের খেদ উপস্থিত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তির অবিচ্ছেদবশতঃ মোহাদির অভাব-সত্ত্বেও দেহাদি-সমস্ত বিষয়ে রূঢ়ভাববতীদিগের বিস্মৃতি জন্মে। এই সমস্তই রূঢ়মহাভাবের অনুভাব বা বাহ্য লক্ষণ। আর মহাভাবের যে অবস্থায়, সাত্ত্বিকভাবসকল রূঢ়ভাবোক্ত অনুভাবসকল হইতেও কোনও এক অনির্ব্বচনীয় বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অধিরূঢ় বলে। রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাম্। যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১২৩॥"

গোপীগণের ইত্যাদি—ব্রজগোপীদিগের প্রেম অধিরূঢ়-মহাভাব পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু প্রেম-শব্দের অর্থ কি? প্রেম = প্রিয় + ইমন্; সুতরাং প্রেম-অর্থ প্রিয়ের ভাব, প্রিয়তা; কিন্তু প্রিয়তা কাকে বলে? প্রিয় = প্রী + ক; প্রী-ধাতুর অর্থ কামনা, ইচ্ছা; প্রী-কান্তৌ (কবি-কল্পদ্রুম); তাহা হইলে প্রেম-শব্দের অর্থ হইল—ইচ্ছা, প্রীতির ইচ্ছা। কিন্তু কম্-ধাতুর উত্তর অন্—প্রত্যয় যোগে যে "কাম"-শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহার অর্থও ইচ্ছা; প্রীতির ইচ্ছা (কারণ, কম্-ধাতুর অর্থও ইচ্ছা, কম্ কান্তৌ ইতি কবিকল্পদ্রুম)। এইরূপে দেখা গেল, প্রেম-অর্থও যাহা, কাম-অর্থও তাহা—উভয়ের অর্থই ইচ্ছা,—প্রীতির ইচ্ছা, সুখের ইচ্ছা (কারণ, সুখের ইচ্ছা ব্যতীত সাধারণতঃ কাহারই দুঃখের জন্য ইচ্ছা হয় না)। তাহা হইলে প্রেম ও কাম কি একই? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"বিশুদ্ধ নির্ম্মল" ইত্যাদি; কাম ও প্রেম—এই উভয়ের অর্থই "প্রীতির ইচ্ছা" হইলেও ভক্তসম্বন্ধে এই "প্রীতির ইচ্ছা" দুই রকমের হইতে পারে—নিজের প্রীতির ইচ্ছা এবং কৃষ্ণের প্রীতির ইচ্ছা। রূঢ়ি-অর্থে "নিজের প্রীতির নিমিত্ত যে ইচ্ছা," তাহাকে বলে কাম; আর "কৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত যে ইচ্ছা" তাহাকে বলে প্রেম (পরবর্ত্তী পয়ার দ্রষ্টব্য)। এই দুই রকমের প্রীতি-ইচ্ছার মধ্যে নিজের সুখের জন্য যে ইচ্ছা, তাহা যে সঙ্কীর্ণ এবং অনুদার, সুতরাং নিন্দনীয়, ইহা বলাই বাহুল্য। আর কৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত যে ইচ্ছা, তাহা যে অত্যন্ত ব্যাপক, অত্যন্ত উদার, অত্যন্ত

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে (২।১৪৩)
প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োংপ্যেতং বাঞ্ছতি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রশংসনীয়, তাহাও সহজেই বুঝা যায়—একটী ইচ্ছা (কাম) কেবল নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ; অপরটী (প্রেম) বিভু-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের—সুতরাং সমস্ত প্রাকৃত জগতে ও অপ্রাকৃত ধামে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তের—সুখে পর্য্যবসিত। সুতরাং প্রেম হইল প্রীতি-ইচ্ছার উজ্জ্বলতম পরিণতি, আর কাম হইল প্রীতি-ইচ্ছার নিন্দনীয় দিক্, প্রীতি-ইচ্ছার মলিনতা। প্রেমে এই মলিনতা নাই বলিয়া প্রেম নির্ম্মল। আরও একটী কথা। ইচ্ছা মনের বৃত্তি-বিশেষ; নিজের সুখের জন্য যে ইচ্ছা, তাহা প্রাকৃত মনের বৃত্তিও হইতে পারে; প্রাকৃত মনের বৃত্তিও প্রাকৃত; সুতরাং আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির ইচ্ছা (-রূপ কাম) ও প্রাকৃত বস্তু হইতে পারে; যখন তাহা হইবে, তখন কাম অবিশুদ্ধ বস্তু হইবে, কারণ ইহা প্রাকৃত। কিন্তু কৃষ্ণ-প্রীতির ইচ্ছারূপ প্রেম—প্রাকৃত মনের প্রাকৃত বৃত্তি নহে, ইহা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ, সুতরাং ইহা অপ্রাকৃত চিন্ময়—তাই বিশুদ্ধ। তাই কাম ও প্রেম এক নহে—প্রেম বিশুদ্ধ, কিন্তু কাম বিশুদ্ধ নহে। প্রেম নির্ম্মল, কিন্তু কাম নির্ম্মল নহে; প্রেম কখনও কাম নহে।

বিশুদ্ধ—বিশেষরূপে শুদ্ধ; প্রাকৃতত্বরূপ অশুদ্ধিশূন্য; অপ্রাকৃত; চিন্ময়। প্রেম বিশুদ্ধ অর্থাৎ অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু। **নির্ম্মল**—মলিনতাশূন্য; স্ব-সুখ-বাসনারূপ মলিনতাশূন্য; প্রেম নির্ম্মল অর্থাৎ প্রেমে স্ব-সুখ-বাসনারূপ মলিনতা নাই; ধ্বনি এই যে, কাম নির্ম্মল নহে অর্থাৎ কামে স্ব-সুখবাসনা আছে। তাই প্রেম কখনও কাম হইতে পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে—গোপীদের প্রেম যদি কাম না-ই হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক ভাবকে "গোপ্যঃ কামাৎ" ইত্যাদি (শ্রীভা, ৭।১।৩০।) শ্লোকে "কাম"-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে কেন? ইহার উত্তরে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে বলা হইতেছে যে, গোপীদিগের প্রেমই কামশব্দে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ইহা (আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনামূলক) কাম নহে; যদি ইহা কামই হইত, তাহা হইলে শ্রীউদ্ধবাদি ভগবৎপ্রিয় নিষ্কাম ভক্তগণ কখনও গোপীপ্রেম-প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেন না।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—গোপী-প্রেম যদি কাম না-ই হয়, তাহা হইলে তাহাকে "কাম" বলাই বা হয় কেন? ইহার উত্তর—"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥ ২। ৮। ১৭৪ ॥" কাম-ক্রীড়ার সহিত প্রেম-ক্রীড়ার অনেকটা বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে বলিয়াই গোপী-প্রেমকে কাম বলা হয়—কিন্তু বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকিলেও কাম-ক্রীড়ার এবং গোপীদিগের প্রেম-ক্রীড়ার উদ্দেশ্য এক নহে—প্রেম স্বরূপতঃ কাম নহে।

শ্লো। ২৫। অন্বয়। গোপরামাণাং (গোপ-রমণীদিগের) প্রেমা (প্রেম) এব (ই) কামঃ (কাম) ইতি (এই) প্রথাং (খ্যাতি) অগমৎ (প্রাপ্ত হইয়াছে)। ইতি (এই) [হেতোঃ] (জন্য) উদ্ধবাদয়ঃ (উদ্ধবাদি) ভগবৎপ্রিয়াঃ (ভগবদ্ ভক্তগণ) অপি (ও) এতং (এই প্রেমকে) বাঞ্ছন্তি (বাঞ্ছা করেন)।

অনুবাদ। ব্রজগোপরামাগণের প্রেমই "কাম" এই খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে; (কিন্তু উহা স্বরূপতঃ কাম নহে); এজন্য উদ্ধবাদি ভগবদ্ভক্তগণও এই প্রেম প্রার্থনা করেন। ২৫।

নিজের সংবাদ জানাইয়া ব্রজবাসীদিগের সান্ত্বনা বিধানের উদ্দেশ্যে যদুরাজের মন্ত্রী এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি নন্দব্রজে আসিয়া প্রথমতঃ নন্দমহারাজ এবং যশোদামাতাকে সান্ত্বনা দিয়া কৃষ্ণবিরহজনিত সন্তাপ লাঘব করার চেষ্টা করিলেন। পরে ব্রজসুন্দরীদিগের নিকটে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রেমের গাঢ়তা, অসমোর্দ্ধতা এবং অপূর্ব্বতা দেখিয়া উদ্ধব বিস্মিত হইলেন। উদ্ধব কয়েকমাস ব্রজে থাকিয়া গোপীদিগের অদ্ভুত প্রেমবৈচিত্রী দর্শন করিয়া এমনই মগ্ন হইলেন যে

কাম-প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥১৪০
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—ধরে 'প্রেম' নাম ॥১৪১
কামের তাৎপর্য্য—নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য—হয় প্রেম ত প্রবল ॥ ১৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে গোপীদিগের চরণরেণুর স্পর্শ লাভের আশায় বৃন্দাবনের কোনও একস্থানে লতাগুল্মরূপে জন্মলাভের প্রার্থনা জানাইলেন। "আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি লতাগুল্মৌষধীনাম্। যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥—যাঁহারা দুস্ত্যজ্য স্বজন-আর্য্যপথাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রুতিগণকর্ত্তৃক অন্বেষণীয় মুকুন্দপদবীর ভজন করিয়াছেন, সেই পরমভাগ্যবতী গোপীদিগের চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনস্থ লতাগুল্মৌষধিদিগের মধ্যে কোনও একটী যেন আমি হইতে পারি। শ্রীভা, ১০।৪৭।৬১ ॥ তাহা হইলে আমার (উদ্ধবের) পক্ষে গোপীদিগের চরণরেণু প্রচুর পরিমাণে লাভ করিবার সৌভাগ্য হইতে পারে; কারণ, ইঁহাদের চরণরেণুর স্পর্শেই ইঁহাদের আনুগত্য লাভের সৌভাগ্য জন্মিতে পারে এবং ইঁহাদের আনুগত্যেই শ্রীকৃষ্ণচরণে ইঁহাদের সমজাতীয় প্রেম লাভ সম্ভব হইতে পারে।" উদ্ধব আরও বলিয়াছিলেন—"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ। যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুণাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ এই ব্রজরমণীগণের হরিকথাগান ত্রিভুবনকে পবিত্র করে; আমি সর্ব্বদা ইঁহাদের চরণরেণুর বন্দনা করি। শ্রীভা, ১০। ৪৭। ৬৩॥" পরমভাগবত উদ্ধবও যে ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের প্রশংসা করিয়াছেন, উক্ত শ্লোকসমূহ হইতে তাহাই জানা যায়।

১৪০। কাম ও প্রেম একার্থবাচক-শব্দ হইলেও স্বরূপতঃ তাহারা যে অভিন্ন নহে, বস্তুতঃ বিভিন্নই—তাহাদের বিভিন্ন লক্ষণের উল্লেখ করিয়া তাহা দেখাইতেছেন।

লক্ষণ—যদ্দ্বারা কোনও বস্তুকে জানা যায়, তাহাকে ঐ বস্তুর লক্ষণ বলে। লক্ষণ দুই রকমের—স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ। "আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপ-লক্ষণ। কার্য্য দ্বারায় জ্ঞান এই—তটস্থ-লক্ষণ ॥ ২।২০।২৯৬ ॥" দ্বিভুজত্ব মানুষের একটী স্বরূপ-লক্ষণ—ইহা তাহার আকৃতির প্রকৃতি বা আকৃতির বিশিষ্টতা। বস্তুর উপাদানও তাহার একটী স্বরূপ-লক্ষণ—যেমন মাটী মৃন্ময়পাত্রের একটী স্বরূপ লক্ষণ। লবণ ও মিছরী দেখিতে প্রায় এক রকম হইলেও তাহাদের স্বাদের বিভিন্নতা দ্বারা কোন্‌টী লবণ এবং কোন্‌টী মিছরী তাহা জানা যায়; এই স্বাদটী হইল তাহাদের তটস্থ-লক্ষণ—ইহা কেবল কার্য্য দ্বারা জানা যায়, মুখে দিলেই জানা যায়, তৎপূর্ব্বে নহে।

কাম ও প্রেমের পার্থক্য দেখাইতে যাইয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন—কাম ও প্রেমের লক্ষণ বিভিন্ন, ইহাদের স্বরূপ-লক্ষণও (উপাদানও) বিভিন্ন এবং তটস্থ-লক্ষণও (ক্রিয়াও) বিভিন্ন। দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রথমে স্বরূপ-লক্ষণের পার্থক্য বুঝাইতেছেন—**লৌহ** এবং **স্বর্ণ** যেমন স্বরূপতঃ বিভিন্ন, কাম এবং প্রেমও তদ্রূপ স্বরূপতঃ বিভিন্ন। **হেম**—স্বর্ণ। **স্বরূপে**—স্বরূপতঃ, স্বরূপ-লক্ষণে, বর্ণ ও উপাদানাদিতে। **বিলক্ষণ**—পৃথক্, বিভিন্ন। লৌহ এবং স্বর্ণের উপাদান এবং বর্ণাদি যেমন এক নহে, তদ্রূপ কাম ও প্রেমের উপাদানাদিও এক নহে। কাম প্রাকৃত মায়াশক্তির বৃত্তি, আর প্রেম অপ্রাকৃত স্বরূপ-শক্তির (চিচ্ছক্তির) বৃত্তি। ইহাই কাম ও প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ।

১৪১। স্বরূপ-লক্ষণে বিভিন্ন বলিয়া একার্থবাচক হইলেও কাম ও প্রেমের গতি বিভিন্ন দিকে। যেহেতু, বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বৃত্তি বলিয়া কামের গতি হইবে শ্রীকৃষ্ণ হইতে বাহিরের দিকে—জীবের নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির দিকে। আর স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া প্রেমের গতি হইবে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের দিকে—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতির দিকে। তাই, কাম ও প্রেম এই উভয়-শব্দে একই প্রীতির ইচ্ছা বুঝাইলেও আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির ইচ্ছাকে বলে কাম এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতির ইচ্ছাকে বলে প্রেম। তাহাই এই পয়ারে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন।

১৪২। পূর্ব্ব-পয়ারের মর্ম্মই আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন। নিজের সুখেই কামের পর্য্যবসান, আর শ্রীকৃষ্ণের সুখেই প্রেমের পর্য্যবসান।

লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম ॥ ১৪৩
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন ॥ ১৪৪
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন ॥ ১৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নিজসম্ভোগ—নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি। **কেবল**—নিজের তৃপ্তিই কামের একমাত্র উদ্দেশ্য; আনুষঙ্গিক ভাবে অপরের সুখ তাহাতে হইলেও, অপরের সুখ-বিধানই কামের উদ্দেশ্য নহে; সময় সময় যে অপরের সুখবিধানের চেষ্টা দেখা যায়, তাহাও নিজের সুখের ইচ্ছামূলক—অপরের সুখ নিজের সুখের অনুকূল বা নিজের সুখের সাধন বলিয়াই তন্নিমিত্ত চেষ্টা। এইরূপে যে ইচ্ছাটীর মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মসুখ, তাহাকে বলে কাম। **কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য**—কৃষ্ণের সুখই তাৎপর্য্য (উদ্দেশ্য) যাহার (যে ইচ্ছার), (তাহাকে বলে প্রেম)। **প্রেম ত প্রবল**—এই প্রেম অত্যন্ত বলীয়ান্; কারণ, ইহা সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত বশীভূত করিতে সমর্থ। ভক্তিরেব গরীয়সী।—শ্রুতিঃ।

১৪০ পয়ারের ব্যাখ্যায় দেখান হইয়াছে যে, স্বরূপ-লক্ষণে কাম ও প্রেমের পার্থক্য আছে। এই পয়ারে দেখান হইল যে, তটস্থ-লক্ষণেও তাহাদের পার্থক্য আছে। যে লক্ষণটী কার্য্য দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহাকে বলে তটস্থ লক্ষণ। নিজের সম্ভোগ হইল কামের কার্য্য, আর কৃষ্ণের সুখ হইল প্রেমের কার্য্য; ইহাই কাম ও প্রেমের তটস্থ-লক্ষণ।

১৪৩—১৪৫। কাম ও প্রেমের তটস্থ লক্ষণ আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন।

লোকধর্ম্ম—লোকাচার; লোক-সমাজে থাকিতে হইলে পরস্পরের সৌহার্দ্দ, সৌজন্য ও মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত যে সমস্ত আচারের পালন করিতে হয়, সে সমস্তই লোকধর্ম্ম। যেমন কেহ আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার আপদে-বিপদে সহায়তাদি করিলে, আমারও কর্ত্তব্য হইবে, তাহার আপদে-বিপদে তাহার সহায়তাদি করা। ইহা যদি না করি, তাহা হইলে আমার আপদে-বিপদে কেহই হয়তো আমার তত্ত্ব-তল্লাস করিবে না, আমাকে অনেক সময়ে অনেক অসুবিধায় পড়িতে হইবে, আমার দুর্নামও হইবে; আর যদি করি, তাহা হইলে সকলের আদর-যত্ন পাইবারও সম্ভাবনা, আমার অনেক সুবিধারও সম্ভাবনা। সমস্ত লোকাচার সম্বন্ধেই এইরূপ; সুতরাং লোকধর্ম্মের পালনে নিজেরই সুবিধা এবং তাহার অপালনে নিজেরই অসুবিধা; কাজেই লোকধর্ম্ম-পালন কামেরই (আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিরই) অন্তর্ভুক্ত।

বেদধর্ম্ম—বেদবিহিত কর্ম্মাদি; যজ্ঞানুষ্ঠানাদি; বেদবিহিত কর্ম্মাদি করিলে পরকালে স্বর্গাদি-সুখভোগ এবং ইহকালে ধনসম্পদাদি লাভের সম্ভাবনা জন্মে। এইরূপে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলক বলিয়া বেদধর্ম্মও কামেরই অন্তর্ভুক্ত। **দেহধর্ম্ম কর্ম্ম**—দেহধর্ম্মমূলক কর্ম্ম; ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি দেহধর্ম্ম (দেহের ধর্ম্ম); ক্ষুধা-পিপাসাদি নিবৃত্তির নিমিত্ত যাহা কিছু করা হয়, তাহাই দেহধর্ম্মমূলক কর্ম্ম বা দেহধর্ম্ম কর্ম্ম। ক্ষুৎপিপাসাদি দূরীভূত করিয়া নিজের সুখসম্পাদনই এই সমস্ত কর্ম্মের উদ্দেশ্য বলিয়া, দেহধর্ম্মমূলক কর্ম্মও কামেরই অন্তর্ভুক্ত। **লজ্জা**—লাজ; লজ্জা রক্ষা না করিলে, লোকসমাজে নির্লজ্জের ন্যায় ব্যবহার করিলে কলঙ্ক হয়, দুঃখ হয়; সুতরাং লজ্জা রক্ষা দ্বারা আত্মসুখের পোষণ হয় বলিয়া ইহাও কামেরই অন্তর্ভুক্ত। **ধৈর্য্য**—সহিষ্ণুতা; ধৈর্য্য রক্ষা করিতে না পারিলে, অসহিষ্ণু হইলে লোকে কলঙ্ক হইতে পারে অনেক সময় অনেক বিপদ আসিয়াও উপস্থিত হইতে পারে; ধৈর্য্য রক্ষা আত্মসুখের পোষণ করে বলিয়া ইহাও কামের অন্তর্ভুক্ত। **দেহসুখ**—দেহের বা শরীরের সুখজনক কার্য্য; যেমন পাদ-সম্বাহনাদি, গ্রীষ্মে বীজনাদি, শীতে অগ্নি-রৌদ্র-সেবনাদি। আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিমূলক বলিয়া দেহসুখ-চেষ্টাও কামের অন্তর্ভুক্ত। **আত্মসুখ মর্ম্ম**—আত্মসুখই মর্ম্ম (তাৎপর্য্য) যাহার তাহাই আত্মসুখ-মর্ম্ম; শব্দটী লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্মাদির বিশেষণ। তাৎপর্য্য এই যে, লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য এবং দেহসুখ—এই সমস্তই আত্মসুখ-মর্ম্ম অর্থাৎ এই সমস্তের মর্ম্ম বা তাৎপর্য্যই আত্মসুখ (নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি); এজন্য এই সমস্তই কাম। কেহ কেহ বলেন, এস্থলে আত্মসুখ অর্থ মনের

সুখ ; কিন্তু তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না ; কারণ, সুখ মাত্রই মনের—দেহের সুখসাধন শুশ্রূষাদিও যদি মনে সুখজনক বলিয়া অনুভূত না হয় (যেমন, শীতে বীজনাদি), তবে তাহাও সুখকর বলিয়া বিবেচিত হয় না। লোক-ধর্ম্মাদি-শব্দে যে সমস্ত আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিজনক কার্য্যের কথা বলা হইয়াছে, সে সমস্তও মনেরই সুখ উৎপাদন করে ; সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে "মনের সুখ" অর্থে "আত্মসুখ" বলার প্রয়োজন থাকে না। বিশেষতঃ "মনের সুখ" অর্থে "আত্মসুখ"-শব্দকে পৃথক্ করিয়া লইলে "মর্ম্ম"-শব্দের কি অর্থ করিতে হইবে, বুঝা যায় না। যাঁহারা "আত্মসুখ" অর্থ "মনের সুখ" করিয়াছেন, তাঁহারা "মর্ম্ম"-শব্দের কোনও অর্থবিচারই করেন নাই। কিন্তু পরমপণ্ডিত গ্রন্থকার নিরর্থক কোনও শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

দুস্ত্যজ—দুস্ত্যজ্য ; যাহা সহজে ত্যাগ করা যায় না। ইহা আর্য্যপথের বিশেষণ। **আর্য্যপথ**—আর্য্যগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পথ বা আচরণ। আর্য্য কাহাকে বলে ? "কর্ত্তব্যমাচরন্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরন্। তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারো যঃ স আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥—কর্ত্তব্য কর্ম্মের আচরণ ও অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনাচরণ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি প্রকৃত আচার পালন করেন, তিনি আর্য্য।" এইরূপ সদাচারপরায়ণ আর্য্যগণ যে আচার সদাচার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আর্য্যপথ—সদাচার ; যেমন, কুলরমণীর পক্ষে পাতিব্রত্যাদি আর্য্যপথ। যাহারা লোকসমাজে বাস করে, তাহাদের পক্ষে এইরূপ আর্য্যপথ (সদাচার) ত্যাগ করা দুষ্কর ; কুলরমণীগণ প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তথাপি পাতিব্রত্য-ত্যাগ করিতে পারে না ; করিলে লোকসমাজে তাহাদের কলঙ্ক ও লাঞ্ছনার অবধি থাকে না। পরন্তু যাহারা আর্য্যপথে অবস্থিত, তাহারা লোকসমাজে সুখ্যাতি, সম্মান ও সুখ ভোগ করিয়া থাকে ; এইরূপে আত্ম-সুখ পোষণ করে বলিয়া আর্য্যপথ-রক্ষাও কামেরই অন্তর্ভুক্ত। **নিজপরিজন**—নিজের পরিবারস্থ আত্মীয়-স্বজন ; পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী প্রভৃতি। যে সমস্ত কুলরমণী পিতা, মাতা, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া যায়, তাহাদের অবাধ্য হয়, লোকসমাজে তাহাদের কলঙ্ক, অবমাননা হইয়া থাকে, তাহাদের দুঃখেরও অবধি থাকে না। নিজপরিজনের বাধ্য হইয়া তাহাদের নিকটে থাকা আত্মসুখই পোষণ করে, তাই ইহাও কামেরই অন্তর্গত। **স্বজনে**—আত্মীয় পরিজনে। **তাড়ন-ভর্ৎসন**—তাড়ন (প্রহারাদি) ও ভর্ৎসন (তিরস্কার)। **স্বজনে করয়ে যত ইত্যাদি**—আর্য্যপথাদি ত্যাগ করার জন্য পিতামাতাদি যে তাড়না বা তিরস্কার করেন। তাড়না ও তিরস্কারের ভয়ে আর্য্যপথাদিতে অবস্থান করিলে আত্মসুখেরই পোষণ করা হয়, এজন্য তাহাও কামের অন্তর্ভুক্ত।

লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম হইতে স্বজনকৃত তাড়ন-ভর্ৎসনের ভয় পর্য্যন্ত সমস্তই আত্মসুখ পোষণ করে বলিয়া কাম ; লোকধর্ম্মাদি কামের তটস্থ লক্ষণ ; কারণ, যাহারা লোকধর্ম্মাদির সমাদর করে, আত্মসুখের প্রতি যে তাহাদের লিপ্সা আছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এ পর্য্যন্ত কামের তটস্থ লক্ষণ ব্যক্ত করিয়া এক্ষণে প্রেমের তটস্থ লক্ষণ পরিস্ফুট করিতেছেন।

সর্ব্বত্যাগ—লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্মাদি সমস্ত পরিত্যাগ। **সর্ব্বত্যাগ করি ইত্যাদি**—ব্রজগোপীগণ লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্মাদি সমস্তে বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন (সেবা) করেন ; ইহাতেই বুঝা যায়, আত্মসুখের নিমিত্ত তাঁহাদের কোনওরূপ লালসা নাই ; যদি থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা কখনও লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-আর্য্যপথাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন না। লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্মাদিই আত্মসুখ-সাধন অনুষ্ঠান ; আত্মসুখের সামান্য বাসনাও যাহাদের চিত্তে থাকে, তাহারা লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-আর্য্যপথাদির কোনও কোনও অংশ কোনও কোনও সময়ে ত্যাগ করিলেও সমস্ত কখনও ত্যাগ করিতে পারে না ; ব্রজসুন্দরীগণ সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন, আর্য্যপথাদি ত্যাগের দরুণ স্বজনকৃত তাড়ন-ভর্ৎসনাদিকেও অম্লানবদনে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত ; সেবা-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত। **কৃষ্ণসুখ হেতু ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই নিজেদের সুখসাধন সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া এবং নিজেদের পক্ষে পরমদুঃখকর স্বজনকৃত তাড়ন-ভর্ৎসনাদি অঙ্গীকার করিয়া এবং মৃত্যু অপেক্ষাও দুঃখজনক স্বজনার্য্যপথাদি পরিত্যাগ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। **প্রেমসেবা**—

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ। স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ ॥ ১৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অত্যন্ত প্রীতির সহিত তাঁহার সেবা করিতেছেন; স্বজনার্য্যপথাদি-পরিত্যাগপূর্ব্বক, আত্মীয়স্বজনের তাড়নভর্ৎসন অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে হইতেছে বলিয়া যে তাঁহারা মনে মনে দুঃখিত, তাহা নহে। সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে পারিতেছেন বলিয়া তাঁহারা বরং আপনাদিগকে কৃতার্থ ও সৌভাগ্যবতী মনে করিতেছেন। ইহাতেই বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই তাঁহারা লোকধর্ম্মাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। লোকসমাজে দেখা যায়, কেহ কেহ নিজের সুখানুসন্ধানের আশায় (কোনও অনুষ্ঠানের কষ্ট স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইয়া) বেদধর্ম্মাদি পরিত্যাগ করে, কোনও কুলটা রমণী পরপুরুষের সঙ্গ-সুখের লালসায় আর্য্যপথাদি ত্যাগ করে; ইহাদের বেদধর্ম্ম-আর্য্যপথাদি ত্যাগের মূলে স্বসুখানুসন্ধান আছে বলিয়া তাহাও কাম—প্রেম নহে; কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণ সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন—কৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত, নিজেদের সুখের নিমিত্ত নহে; তাই বলা হইয়াছে "কৃষ্ণসুখ হেতু" ইত্যাদি। সুতরাং ব্রজসুন্দরীগণের আচরণ প্রেম (কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা)-মূলক—কাম (আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা)-মূলক নহে। শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত তাঁহাদের যে লোকধর্ম্মাদির ত্যাগ, তাহাই প্রেমের তটস্থ লক্ষণ।

১৪৬। **ইহাকে**—গোপিকাদের পূর্ব্বোক্ত ব্যবহারকে; যে ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-স্বজনার্য্যপথাদি সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই ভাবকে। **দৃঢ়**—সান্দ্র; ঘনীভূত; যাহার মধ্যে অন্য কোনও বস্তু প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় না এবং যাহা কিছুতেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, তাহাকেই দৃঢ় বলে।

অনুরাগ—রাগের উৎকর্ষাবস্থার নাম অনুরাগ। প্রণয়ের উৎকর্ষ বশতঃ যাহাতে শ্রীকৃষ্ণলাভের সম্ভাবনা থাকে, এমন অত্যধিক দুঃখও যাহা হইতে সুখরূপে প্রতীত হয়, তাহাকে রাগ বলে। "দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ৮৪॥" এই রাগ আবার উৎকর্ষ লাভ করিয়া যখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যাহাতে রাগ নিজেও সর্ব্বদা যেন নূতন নূতন রূপ ধারণ করে এবং রাগযুক্ত ব্যক্তির নিকটে তাঁহার প্রিয়জনের রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদি সর্ব্বদা আস্বাদিত হইয়া থাকিলেও যেন পূর্ব্বে আর কখনও আস্বাদিত হয় নাই, এরূপ বোধ করায় অর্থাৎ তৃষ্ণাবিশেষ জন্মাইয়া প্রিয়ের রূপ-গুণ-মাধর্য্যাদিকে প্রতিক্ষণেই যেন নূতন নূতন রূপে প্রতিভাত করায়,—তখন সেই রাগকে অনুরাগ বলে। "সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্। রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১০২॥" ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত স্বজনার্য্যপথাদি ত্যাগের তীব্র দুঃখ স্বীকার করিয়াছেন, স্বজনকৃত তাড়ন-ভর্ৎসনের দুঃখও অঙ্গীকার করিয়াছেন; এই সমস্ত দুঃখ-স্বীকারের ফলে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা লাভ করাতে তাঁহারা ঐ সমস্ত দুঃখকেও পরম সুখ বলিয়া মনে করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রীতির এমনই প্রভাব যে, শ্রীকৃষ্ণসেবার সুযোগ পাওয়াতে তাঁহাদের সেবোৎকণ্ঠা প্রশমিত তো হয়ই নাই, বরং উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহার ফলে এই হইয়াছে যে, সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিলেও, সর্ব্বদা তাঁহার রূপগুণ-মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিলেও, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাদের সেবোৎকণ্ঠা দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা যেন পূর্ব্বে কখনও আর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন নাই; প্রতিমুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহাদের তীব্র লালসা দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা যেন পূর্ব্বে আর কখনও শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদি পায়েন নাই। তাঁহাদের এই উৎকণ্ঠা ও লালসা এতই নিবিড় যে, তাহার মধ্যে অন্য কিছু—স্বসুখানুসন্ধানের লেশমাত্রও—প্রবেশ করিবার অবকাশ পায় না। শ্রীকৃষ্ণানুরাগের জন্য আত্মীয়স্বজনাদিকৃত তাড়ন-ভর্ৎসনাদিও তাঁহাদিগের সেবোৎকণ্ঠাকে তরল করিতে পারে না। ইহাই শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের দৃঢ় অনুরাগের পরিচায়ক। অনুরাগই প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ। অনুরাগ হইল স্বরূপশক্তির বৃত্তি।

স্বচ্ছ—নির্ম্মল। যাহাতে অন্য বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, তাহাকে স্বচ্ছ বলে; যেমন দর্পণ। **ধৌত**—পরিষ্কৃত, শুভ্র। **দাগ**—চিহ্ন। **স্বচ্ছ ধৌত ইত্যাদি**—যেমন বস্ত্রকে (কাপড়কে) যদি এমন ভাবে ধৌত করা হয় যে,

অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর ॥ ১৪৭

অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ-লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ ॥ ১৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহাতে কোনওরূপ মলিনতার চিহ্নমাত্রও থাকেনা, তাহা নির্ম্মল শুভ্র হইয়া যায়, তাহাতে যেমন শুভ্রতা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিকাদের দৃঢ় অনুরাগময় প্রেমে কৃষ্ণসুখৈক-বাসনা ব্যতীত অন্য কিছুই লক্ষিত হয় না, স্বসুখবাসনার লেশমাত্রও তাহাতে দৃষ্ট হয় না।

কোনও কোনও গ্রন্থে (ঝামটপুরের গ্রন্থেও) "স্বচ্ছ ধৌত" স্থলে "নির্ম্মল" পাঠ আছে।

১৪৭। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৯ পয়ারে বলা হইয়াছে, গোপীদিগের প্রেম স্বসুখবাসনামূলক কাম নহে; ১৪০-১৪৬ পয়ারে প্রেমের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ বিচারপূর্ব্বক এক্ষণে উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—কাম ও প্রেমের অনেক পার্থক্য।

অতএব—স্বরূপ-লক্ষণে ও তটস্থ-লক্ষণে বিভিন্ন বলিয়া; স্বরূপ-লক্ষণে প্রেম অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির বৃত্তি এবং কাম বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বৃত্তি; আর তটস্থ-লক্ষণে প্রেম হইল কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময় এবং কাম হইল আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি-তাৎপর্য্যময়; ইহার ফল হইল এই যে, প্রেম হইল দৃঢ় অনুরাগময় অর্থাৎ কৃষ্ণ-প্রীতি-হেতুক পরম দুঃখও প্রেমে পরম সুখ বলিয়া প্রতীত হয় এবং সর্ব্বদা অনুভূত হইলেও প্রতিমুহূর্ত্তেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি যেন নিত্য-নবায়মান বলিয়া প্রতীত হয়; কিন্তু কামে এরূপ হওয়া অসম্ভব; কাম আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলক বলিয়া পরম দুঃখ কখনও পরম সুখ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না; আবার অনুভূত বস্তুও কখনও অননুভূতপূর্ব্ব বলিয়া মনে হয় না। এই সমস্ত কারণেই কাম ও প্রেমে **বহুত** (অনেক) **অন্তর** (পার্থক্য)।

কাম ও প্রেমের পার্থক্য অন্ধকার ও সূর্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিস্ফুট করা হইতেছে। **অন্ধতম**—গাঢ় অন্ধকার; অন্ধকার (তমঃ) যেরূপ গাঢ় হইলে তাহাতে অবস্থিত চক্ষুষ্মান্ লোকের অবস্থাও অন্ধের মত হইয়া যায়, অর্থাৎ অন্ধ যেমন নিজের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী বস্তুও দেখিতে পায় না, যে অন্ধকারে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিও তদ্রূপ নিজের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী বস্তুও দেখিতে পায় না, তাহাকে অন্ধতম বলে। **নির্ম্মল**—মলিনতাশূন্য; সমুজ্জ্বল। **ভাস্কর**—সূর্য্য। সমুজ্জ্বল সূর্য্য ও গাঢ়তম অন্ধকারের যেরূপ পার্থক্য, প্রেম এবং কামেরও সেইরূপ পার্থক্য। সূর্য্য এবং অন্ধকার যেরূপ পরস্পর-বিরোধী বস্তু, প্রেম এবং কামও তদ্রূপ পরস্পর-বিরোধী বস্তু। অন্ধকার ও সূর্য্যের দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যঞ্জিত হইতেছে যে—যে স্থানে গাঢ় অন্ধকার, সেই স্থানে যেমন সূর্য্য থাকিতে পারে না, তেমনি যে হৃদয়ে কাম আছে, সেই হৃদয়ে প্রেম থাকিতে পারে না। আবার যে স্থানে সমুজ্জ্বল সূর্য্য আছে, সে স্থানে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না, সূর্য্যের আগমনেই যেমন অন্ধকার দূরে পলায়ন করে—তদ্রূপ যে হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেম আছে, সে হৃদয়ে কাম থাকিতে পারে না—প্রেমের আবির্ভাবেই চিত্ত হইতে কাম দূরে পলায়ন করে। যে স্থানে কাম আছে, সে স্থানে প্রেমের অত্যন্তাভাব; আবার যে স্থানে প্রেম আছে, সে স্থানে কামের অত্যন্তাভাব। তাই গোপীদিগের চিত্তে বিশুদ্ধ প্রেম আছে বলিয়া কামের অত্যন্তাভাব—গোপী-প্রেমে কামের গন্ধমাত্রও নাই।

১৪৮। **অতএব**—কাম ও প্রেমে বিস্তর পার্থক্য আছে বলিয়া; কাম ও প্রেমের পার্থক্য অন্ধতম ও নির্ম্মল ভাস্করের পার্থক্যের ন্যায় বলিয়া। **গোপীগণে** ইত্যাদি—কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণের মধ্যে স্বসুখবাসনামূলক কাম তো নাই-ই, কামের গন্ধমাত্রও নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে, গোপীগণের মধ্যে যদি কামের গন্ধমাত্রও না থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠিত কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ করেন কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত, নিজেদের সুখের নিমিত্ত নহে। **কৃষ্ণ-সুখ লাগি**—কৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত। **কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ**—কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ বা সঙ্গাদি। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উক্তির প্রমাণ দিতেছেন।

তথাহি (ভাঃ ১০।৩১।১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্‌ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ২৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ সর্ব্বাঃ স্বাসাং প্রিয়সুখৈকপরতাং দর্শয়ন্ত্যঃ প্রিয়স্যাপ্রেক্ষ্যকারিত্বেন স্বব্যামোহমাহুর্যদিতি। তে তব যৎ সুজাতমতিকোমলং চরণাম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ সত্যো দধীমহি। ভীতৌ হেতুঃ কর্কশেষ্বিতি কঠোরেষ্বিত্যর্থঃ। তর্হি কিমিতি ধত্থে তত্রাহুঃ—হে প্রিয়েতি। তেষু ত্বচ্চরণে নিহিতে ত্বং প্রীণাসীতি ত্বৎসুখার্থমিত্যর্থঃ। তেন ত্বৎসুখেঽম্বুভূতেঽপি স্তনানাং কর্কশত্বাবগমাৎ সুকোমলে চরণে পীড়া মাভূদিতি শনৈর্দধীমহীতি, যস্যৈবং সংরক্ষণমস্মাভিঃ ক্রিয়তে তেন চরণাম্বুরুহেণ ত্বমটবীমটসি, তত্রাপি রাত্রৌ তৎ কিং কূর্পাদিভিঃ পাষাণকণকুশাগ্রাদিভির্ন ব্যথতেঽপি তু ব্যথেতৈব। নন্থ যথেচ্ছমহং করোমি বঃ কিং তত্রাহ—তেন নো ধীর্ভ্রমতি ব্যামোহমেতি, কুতো ব্যামোহস্তত্রাহ—ভবদিতি। ভবানেবায়ুর্যাসামিতি ত্বয়ি সুস্থেঽস্মাকং জীবনমিতি ॥ বিদ্যাভূষণঃ ২৬ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২৬। অন্বয়। প্রিয় (হে প্রিয়)! তে (তোমার) যৎ (যে) সুজাত-চরণাম্বুরুহং (পরমকোমল চরণকমল) কর্কশেষু (কঠিন) স্তনেষু (স্তনে) ভীতাঃ (ভীতা হইয়া) শনৈঃ (আস্তে আস্তে) [বয়ং] (আমরা) দধীমহি (ধারণ করি), তেন (সেই চরণ-কমলদ্বারা) অটবীং (বন) অটসি (ভ্রমণ করিতেছ); তৎ (তাহাতে, বা সেই চরণ) কূর্পাদিভিঃ (তীক্ষ্ণ-সূক্ষ্ম-শিলাদি দ্বারা) কিংস্বিৎ (কি) ন ব্যথতে (ব্যথিত হয় না)? ভবদায়ুষাং (ত্বদ্‌গতজীবনা) নঃ (আমাদের) ধীঃ (বুদ্ধি, চিত্ত) ভ্রমতি (ঘূর্ণিত হইতেছে)।

অনুবাদ। হে প্রিয়! তোমার যে পরমকোমল চরণকমল আমাদিগের কঠিন স্তনমণ্ডলে (আমরা সম্মর্দ্দন-শঙ্কায়) ভীতা হইয়া ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি, তুমি সেই চরণকমলদ্বারা (এই রজনীতে) বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ, অতএব সেই চরণকমল তীক্ষ্ণ-সূক্ষ্ম-শিলাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে না কি? (অবশ্যই ব্যথিত হইতেছে, এই ভাবিয়া) আমাদের চিত্ত নিরতিশয় ব্যাকুল হইতেছে; কারণ, তুমিই আমাদের জীবন; (সুতরাং অতঃপর বনভ্রমণে বিরত হইয়া আমাদিগের নিকট আবির্ভূত হও)। ২৬।

শারদীয় মহারাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন, তখন তাঁহার অন্বেষণার্থ ব্রজসুন্দরীগণ বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন দেখিলেন যে, বনে অতি সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ শিলাকণাদি সর্ব্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছে, তখন—ঐরূপ বনে ভ্রমণ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণকমলে অত্যন্ত বেদনা আশঙ্কা করিয়া প্রেমভরে আর্ত্তা হইয়া তাঁহারা রোদন করিতে করিতে উক্ত শ্লোকানুরূপ কথা বলিয়াছিলেন।

সুজাত-চরণাম্বুরুহং—সুজাত অর্থ পরম-কোমল। অম্বুরুহ অর্থ—কমল। চরণাম্বুরুহ—চরণরূপ কমল। কমল স্বভাবতঃই অত্যন্ত কোমল; কমলের সঙ্গে চরণের উপমা দেওয়াতেই চরণের অতিকোমলত্ব সূচিত হইতেছে; তথাপি আবার সুজাত-শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল হইতেও পরম কোমল। তাই ব্রজ-তরুণীগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণ নিজেদের স্তনমণ্ডলে ধারণ করিতেও ভয় পায়েন; কারণ, তাঁহাদের স্তনমণ্ডল **কর্কশ**—কঠিন; তাহার সহিত সংঘর্ষে শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণে আঘাত লাগিতে পারে, তাতে শ্রীকৃষ্ণের কষ্ট হইতে পারে—তাই তাঁহাদের ভয়। প্রশ্ন হইতে পারে, কঠিন স্তনমণ্ডলের সংঘর্ষে শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণে ব্যথা পাওয়ার আশঙ্কাই যদি থাকে, তাহা হইলে ব্রজসুন্দরীগণ ঐ চরণ বক্ষে ধারণ করেনই বা কেন? শ্লোকস্থ প্রিয়-শব্দেই তাহার উত্তর নিহিত আছে; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অত্যন্ত প্রিয়; তিনি যাহাতে সুখী হয়েন, তাহাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য; তাঁহাদের কঠিন স্তনে চরণ স্থাপন করিলে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন; তাই তাঁহারা তাহা না করিয়া পারেন না—কারণ, শ্রীকৃষ্ণের সুখই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। স্তনমণ্ডলে চরণস্থাপনে শ্রীকৃষ্ণের সুখ হইতেছে—ইহা সাক্ষাদ্দর্শন করিয়াও স্তনের কঠিনত্ব

আত্ম-সুখ-দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণ-সুখহেতু চেষ্টা মনোব্যবহার ॥ ১৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এবং চরণের কোমলত্ব অনুভব করিয়া ব্যথার আশঙ্কায় তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া পড়েন; তাই **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে তাঁহারা স্তনমণ্ডলে চরণ স্থাপন করেন—সুকোমল চরণযুগলকে কঠিন স্তনমণ্ডলের সংস্রবে আনিয়া চরণে ব্যথা দিতে যেন তাঁহাদের মন সরিতেছে না। একদিকে শ্রীকৃষ্ণের সুখের সম্ভাবনায় স্তনমণ্ডলে চরণ-স্থাপনের নিমিত্ত বলবতী ইচ্ছা, অপর দিকে চরণ-পীড়ার আশঙ্কায় চরণ-স্থাপনে বলবতী অনিচ্ছা; বলবতী ইচ্ছা যেন চরণকে টানিয়া স্তনের দিকে লইয়া যায়, আর অনিচ্ছা যেন তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখিতে চাহে—ইচ্ছা ও অনিচ্ছার এই দ্বন্দ্ব বশতঃই যেন চরণকমলকে তাঁহারা ধীরে ধীরে স্তনমণ্ডলে স্থাপন করিতেছেন।

এরূপ সুকোমল চরণে শ্রীকৃষ্ণ বনে ভ্রমণ করিতেছেন—যে বনে সর্ব্বত্র কণ্টক, কণ্টকতুল্য তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম প্রস্তরকণা প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিস্তৃত রহিয়াছে, যাহা—যাহারা সর্ব্বদা বনভ্রমণে অভ্যস্ত, তাহাদের চরণেও বিদ্ধ হইয়া অসহ্য যন্ত্রণার সঞ্চার করিয়া থাকে। তরুণীগণের স্তনমণ্ডল কঠিন হইলেও মসৃণ, তাহাতে কণ্টকবৎ তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম কোন বস্তু নাই, যাহা চরণে বিদ্ধ হইতে পারে; তথাপি ব্রজসুন্দরীগণ স্তনমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণ ধারণ করিতে ভীত হইতেন—কঠিন স্তনের সংঘর্ষে কোমলচরণে আঘাত লাগিবে বলিয়া। সেই ব্রজসুন্দরীগণই যখন ভাবিলেন—তাদৃশ সুকোমল চরণে শ্রীকৃষ্ণ কণ্টকবৎ তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম প্রস্তরখণ্ডময় বনদেশে রাত্রিকালে ভ্রমণ করিতেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের কষ্টের আশঙ্কায় তাঁহাদের মনের কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা কেবল তাঁহারাই জানেন; তখন তাঁহাদের **ধীর্ভ্রমতি**—চিত্ত অনবস্থিত, নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া গেল, শ্রীকৃষ্ণের চরণে কূর্পাদির আঘাতজনিত তীব্রবেদনা যেন তাহাদের প্রাণেই, তাঁহাদের মর্ম্মস্থলেই তাঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন; সেই তীব্র বেদনায় তাঁহারা যেন প্রাণধারণে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন—যে হেতু শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের আয়ুঃ—জীবন, প্রাণ (ইহাই ভবদায়ুষাং নঃ বাক্যের তাৎপর্য্য)।

উক্ত শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণে ব্যথা লাগিবে বলিয়া ব্রজসুন্দরীগণ নিজেদের কঠিন স্তনমণ্ডলে তাঁহার চরণ ধারণ করিতেও ভীত হইতেন; ইহাতেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির কামগন্ধহীনত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। ব্রজসুন্দরীগণ তরুণী, শ্রীকৃষ্ণও তরুণ নাগর; তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগও অত্যধিক; এমতাবস্থায় যদি ব্রজসুন্দরীগণের চিত্তে কাম বা স্বসুখ-বাসনা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের স্তনমণ্ডল যতই কঠিন হউক না কেন, আর শ্রীকৃষ্ণের চরণ যতই কোমল হউক না কেন, স্তনমণ্ডলে চরণ ধারণ করিতে তাঁহারা কখনও ভীত হইতেন না; নিজেদের স্তনমণ্ডলে শ্রেষ্ঠ নাগরের চরণ-সম্মর্দ্দনজনিত আনন্দের প্রবল লোভে চরণের ব্যথার কথা তাঁহারা ভুলিয়াই যাইতেন; কারণ, কান্তদ্বারা বক্ষোরুহ-সম্মর্দ্দন কামুকা-তরুণীগণের একান্ত অভীপ্সিত, কান্ত-সঙ্গ-ভোগের ইহাই একতম প্রকৃষ্ট উপায়; কোনও কামুকা তরুণীই ইহার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না এবং এই কার্য্যে কান্তের দুঃখ অনুভব করিয়া ব্যথিত হয় না। কঠিন স্তনের স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের কোমল চরণে ব্যথার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও যে ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণ বক্ষে ধারণ করেন, তাহার হেতু—তাঁহাদের স্বসুখ-বাসনা নহে, পরন্তু কৃষ্ণ-সুখ-বাসনা; কৃষ্ণ তাহা ইচ্ছা করেন, কৃষ্ণ তাহাতে সুখী হয়েন, তাই। এজন্য বলা হইয়াছে "কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণের সম্বন্ধ।"

১৪৯। লোক সাধারণতঃ নিজের সুখ-দুঃখের বিচার করিয়াই কোনও কাজে প্রবৃত্ত হয়, বা কোনও কাজ হইতে নিবৃত্ত হয়; গোপিকাদের অবস্থা কিন্তু তদ্রূপ নহে; নিজেদের সুখ-দুঃখের ভাবনা তাঁহাদের মনেই স্থান পায় না; তাঁহারা যাহা কিছু করেন বা যাহা কিছু ভাবেন, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত; তাই তাঁহারা অনায়াসে বেদধর্ম্ম-লোকধর্ম্মাদি ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন।

আত্ম-সুখ-দুঃখ—নিজের সুখ এবং নিজের দুঃখ। কিসে আমার সুখ হইবে, কিসে আমার দুঃখ দূরে যাইবে ইত্যাদি বিষয়ে গোপীদিগের **নাহিক বিচার**—কোনও ভাবনাই মনে স্থান পায় না। **চেষ্টা**—শারীরিক-

কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ ।
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥ ১৫০

তথাহি (ভাঃ ১০।৩২।২১)—
এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাস্ূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ২১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং মদর্থে উজ্ঝিতো লোকো যুক্তাযুক্তাপ্রতীক্ষণাৎ, বেদশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মাপ্রতীক্ষণাৎ, স্বা জ্ঞাতয়শ্চ স্নেহত্যাগাৎ যাভিস্তাসাং বো যুষ্মাকং পরোক্ষমদর্শনং যথা ভবতি তথা ভজতা যুষ্মৎপ্রেমালাপান্ শৃণ্বতৈব তিরোহিতমন্তর্দ্ধানেন স্থিতম্ । তত্তস্মাৎ হে অবলাঃ । হে প্রিয়াঃ ! মা মামসূয়িতুং দোষারোপেণ দ্রষ্টুং যূয়ং মার্হথ ন যোগ্যাঃ স্থঃ ॥ শ্রীধরস্বামী ॥ ২১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

কার্য্য; হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা নিষ্পাদিত কার্য্য। **মনোব্যবহার**—মানসিক কার্য্য; চিন্তাভাবনা-অভিলাষাদি।

১৫০। **কৃষ্ণ-লাগি**—কৃষ্ণের নিমিত্ত, সেবাদ্বারা কৃষ্ণকে সুখী করিবার নিমিত্ত। **আর সব**—অন্য সমস্ত; যাহা কৃষ্ণের সুখের অনুকূল নহে এরূপ সমস্ত; বেদধর্ম্ম-লোকধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদি। **শুদ্ধ অনুরাগ**—স্বসুখ-বাসনাশূন্য অনুরাগ (প্রীতি)।

শ্লো। ২১। অন্বয়। অবলাঃ (হে অবলাগণ)! এবং (এই প্রকারে) মদর্থোজ্ঝিত-লোক-বেদ-স্বানাং (আমার নিমিত্ত লোক, বেদ এবং আত্মীয়-স্বজনাদি যাহারা ত্যাগ করিয়াছে, এমন যে) বঃ (তোমাদের) ময়ি (আমাতে) অনুবৃত্তয়ে হি (পুনরুৎকণ্ঠা বৃদ্ধির নিমিত্তই) পরোক্ষং (পরোক্ষভাবে) ভজতা (তোমাদের প্রেমালাপ-শ্রবণ-পরায়ণ) ময়া তিরোহিতং (আমি অন্তর্দ্ধানে ছিলাম); তৎ (সেহেতু) প্রিয়াঃ (হে প্রিয়াগণ)! প্রিয়ং (তোমাদের প্রিয়) মা (আমাকে) অসূয়িতুং (দোষারোপ করিতে) মার্হথ (তোমাদের উচিত হয় না)।

অনুবাদ। হে অবলাগণ! তোমরা এইরূপে আমার নিমিত্ত (যুক্তাযুক্ত প্রতীক্ষা না করিয়া) লোক-ব্যবহার, (ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতীক্ষা না করিয়া) বেদ এবং (স্নেহ ত্যাগে) আত্মীয়, ধন, জ্ঞাতি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ; আমি কিন্তু আমার প্রতি তোমাদের অনুবৃত্তির (পুনরুৎকণ্ঠা-বৃদ্ধির) নিমিত্তই তিরোহিত হইয়াছিলাম; তিরোহিত হইয়াও অদৃশ্য থাকিয়া আমি (তোমাদের প্রেমালাপাদি শ্রবণ করিতে করিতে) তোমাদের ভজনা করিতেছিলাম; হে প্রিয়াগণ! আমি তোমাদের প্রিয়; সুতরাং তজ্জন্য আমার প্রতি অসূয়াপ্রকাশ (দোষারোপ) করা তোমাদের কর্ত্তব্য নহে। ২১।

এবং—এইরূপে; রাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি-শ্রবণমাত্র গৃহকর্ম্মরতা গোপীগণ যেরূপে গৃহাদি ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সেইরূপে; কেহ দোহন করিতেছিলেন, তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া গেলেন; কেহ শ্বাশুড়ী-আদির শুশ্রূষা করিতেছিলেন, তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া গেলেন; ইত্যাদি রূপে, যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, তিনি সেই অবস্থা হইতেই কোনওরূপ বিচার-বিবেচনা না করিয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণসন্নিধানে ধাবিত হইলেন। **মদর্থোজ্ঝিতলোক-বেদ-স্বানাং**—মদর্থ (আমার—শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত) উজ্ঝিত (পরিত্যক্ত) হইয়াছে লোক, বেদ এবং স্ব (আত্মীয়-স্বজন-ধনাদি) যাঁহাদিগকর্ত্তৃক, তাঁহাদের। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগের প্রাবল্যে গোপীগণ ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া **(লোক)**—লোকধর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না করিয়া **(বেদ)**—বেদধর্ম্ম এবং আত্মীয়-স্বজনের স্নেহাদির বিষয় চিন্তা না করিয়া **(স্ব)**—আত্মীয়-স্বজনাদিকেও ত্যাগ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরূপ অনুরাগবতী, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া রাসস্থলী

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে—।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥ ১৫১

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৪।১১)—
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নন্বু কিং ত্বয়াপি বৈষম্যমস্তি যস্মাদেবং ত্বদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি নান্যেষাং সকামানামিত্যত আহ যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তি তানহং তথৈব তদপেক্ষিতফলদানেন ভজামি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইতে অন্তর্হিত হইলেন; তাঁহারা রোদন করিতে করিতে বনে বনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে যখন তাঁহাকে পুনরায় পাইলেন, তখন তাঁহার অন্তর্দ্ধানের নিমিত্ত তাঁহাকে অনুযোগ দিতে লাগিলেন। এই অনুযোগের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই কয়েকটী কথা উক্ত শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হে অবলাগণ! লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্মাদি ত্যাগ করা বলবান্ লোকের পক্ষেও সম্ভব নহে; তোমরা অবলা হইয়াও তাহা করিয়াছ—কেবল মাত্র আমার নিমিত্ত। তথাপি আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছি; সুতরাং আমার যে অন্যায় হইয়াছে, তাহা ঠিকই; তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। কি জন্য আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছি, তাহাও বলি শুন। তোমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আমি যাই নাই—তোমাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারিও না। অনেকক্ষণ তোমাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছি; তাহাতে তোমরাও নিজদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছ; কৃতার্থতাজ্ঞানে উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা—তাই, নির্ধন ব্যক্তি ধন পাইয়া তাহা হারাইলে সেই ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত তাহার উৎকণ্ঠা যেরূপ পূর্ব্বাপেক্ষাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তোমাদেরও সেইরূপ উৎকণ্ঠা-বৃদ্ধির নিমিত্ত (**অনুবৃত্তয়ে**) আমি অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। অন্তর্হিত হইয়াও কিন্তু আমি দূরে যাই নাই, তোমাদের নিকটে নিকটেই ছিলাম, অবশ্য তোমরা আমাকে দেখিতে পাও নাই। আবার অন্তর্হিত থাকিয়াও আমি তোমাদিগেরই ভজনা করিতেছিলাম—আমাকে লক্ষ্য করিয়া তোমরা যে সমস্ত প্রীতিপূর্ণ কথা বলিয়াছিলে, তৎসমস্তই আমি শুনিতেছিলাম, শুনিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেছিলাম এবং তোমাদের প্রেমালাপ অনুমোদন করিতেছিলাম। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করা তোমাদের সঙ্গত হয় হয় না (মাসূয়িতুং মার্হথ); বিশেষতঃ আমি তোমাদের প্রিয়, তোমরা আমর প্রিয়া; প্রিয়া প্রিয়ের অপরাধ ক্ষমা করিয়াই থাকে।

গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

১৫১। গোপীগণের প্রেমে যে কামগন্ধ নাই, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যদ্বারাও তাহা প্রমাণ করিতেছেন দুই পয়ারে।

অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা—যিনি শ্রীকৃষ্ণকে যে ভাবে ভজন করিবেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার অভিলাষানুরূপ ফল দিয়া তাঁহাকে সেই ভাবে ভজন (কৃতার্থ) করিবেন। কিন্তু গোপীদিগের ভজনে শ্রীকৃষ্ণের এই প্রতিজ্ঞা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তিনি গোপীদিগকে তাঁহাদের ভজনের অনুরূপ ভজন করিতে পারেন নাই; ারণ, গোপীদিগের নিজেদের জন্য কোন বাসনা না থাকায়, বাসনানুরূপ ফল প্রদানের সম্ভাবনাই থাকে না; াসনানুরূপ ফল প্রদান করিতে না পারিলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইয়া পড়ে।

পূর্ব্ব হৈতে—অনাদিকাল হইতে। **যে যৈছে ভজে**—যিনি যে প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিবেন। **ষ্ণ তারে ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সেই প্রকারে ভজন করেন; অর্থাৎ ভজনকারীর বাসনানুরূপ ফল দান করিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে কৃতার্থ করেন, ইহাই কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা। ভজনকারীর বাসনানুরূপ ফল-দানই শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ভক্তের ভজন।

শ্রীকৃষ্ণের যে এইরূপ একটী প্রতিজ্ঞা আছে, গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রমাণ দিতেছেন।

শ্লো। ২৮। অন্বয়। যে (যাহারা), মাং (আমাকে), যথা (যে প্রকারে), প্রপদ্যন্তে (ভজন করে),

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে ॥ ১৫২

তথাহি (ভাঃ ১০।৩২।২২)—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ২৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অনুগৃহ্নামি, ন তু সকামা মাং বিহায়েন্দ্রাদীনেব যে ভজন্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যং যতঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈব বর্ত্ম ভজনমার্গমনুবর্ত্তন্ত ইন্দ্রাদিরূপেণাপি মমৈব সেবাত্বাৎ ॥ স্বামী ॥ ২৮ ॥

আস্তামিদং পরমার্থস্তু শৃণুতেত্যাহ নেতি। নিরবদ্যা সংযুক্ সংযোগো যাসাং তাসাং বো বিবুধানামায়ুষাপি চিরকালেনাপি স্বীয়ং সাধুকৃত্যং প্রত্যুপকারং কর্ত্তুং ন পারয়ে ন শক্নোমি। কথম্ভূতানাং যা ভবত্যো দুর্জ্জরা অজরা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অহং (আমি) তান্ (তাহাদিগকে) তথৈব (সেই প্রকারেই—তাহাদের বাসনানুরূপ ফল দান করিয়াই) ভজামি (অনুগ্রহ করিয়া থাকি)। পার্থ (হে পার্থ, অর্জ্জুন)! মনুষ্যাঃ (মানুষ সকল) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারেই—ইন্দ্রাদি দেবতার ভজন করিয়াও) মম (আমার) এব (ই) বর্ত্ম (ভজনমার্গ) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরণ করে)।

অনুবাদ। যাহারা যে ভাবে (যে ফল কামনা করিয়া) আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ভজন করে, আমিও তাহাদিগকে সেইভাবে (তাহাদের বাসনানুরূপ ফল দান করিয়া) ভজন করি (অনুগ্রহ করি)। হে পার্থ! মনুষ্য-সকল সর্ব্বপ্রকারে (ইন্দ্রাদি-দেবতাগণের উপাসনা করিয়াও) আমারই পথের (ভজনমার্গের) অনুসরণ করে। ২৮।

উক্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—যে যেই বাসনা করিয়া আমার ভজন করে, আমিও তাহার সেই বাসনা পূর্ণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করি। প্রশ্ন হইতে পারে, যাহারা সাক্ষাদ্ভাবে আমার ভজন না করিয়া কোনও ফল-কামনায় ইন্দ্রাদি-দেবতাগণের ভজন করে, তাহাদের সম্বন্ধে কি করা হইবে? তাহাতেও আশঙ্কার কোনও কারণ নাই; যাহারা কোনও ফলসিদ্ধির নিমিত্ত ইন্দ্রাদি-দেবতাগণের উপাসনা করে, ইন্দ্রাদি দেবতারূপে আমিই তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া থাকি। হে অর্জ্জুন! কেহ ইন্দ্রের উপাসনা করে, কেহ ব্রহ্মার উপাসনা করে, কেহ শিবের উপাসনা করে, কেহ নারায়ণের উপাসনা করে, কেহ পরমাত্মার উপাসনা করে, কেহ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করে; এই প্রকারে লোকের রুচি-অনুসারে অসংখ্য ভজন-মার্গ প্রচলিত আছে; কিন্তু এই সমস্ত ভজন-মার্গই আমারই ভজনমার্গ; কারণ, ইন্দ্রাদিরূপে আমিই উপাসকদের অভীষ্ট বস্তু দান করিয়া থাকি—আমিই সকলের মূল। সাক্ষাদ্ভাবে বা পরোক্ষভাবে সকলে আমারই ভজন করিয়া থাকে, আমিই সকলের অভীষ্ট দান করি।

১৫২। **সে প্রতিজ্ঞা**—বাসনানুরূপ ফল দান করিয়া সমস্ত ভজনকারীকে কৃতার্থ করার প্রতিজ্ঞা। **ভঙ্গ হৈল**—বৃথা বা মিথ্যা হইল; পালন করিতে অসমর্থ হইলেন (শ্রীকৃষ্ণ)। **গোপীর ভজনে**—গোপীদিগের নিজেদের জন্য কোনও বাসনা নাই বলিয়া তাহাদের অভীষ্ট দান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারেন না; গোপীদিগের একমাত্র বাসনা শ্রীকৃষ্ণের সুখ; তাহা পূর্ণ করিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণের নিজেরই কিছু পাওয়া হইল, গোপীদিগকে কিছু দেওয়া হয় না; কাজেই তিনি গোপীদিগের ভজন করিতে অসমর্থ হয়েন। গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গবাসনা যে কামগন্ধহীন, তাহাই প্রমাণিত হইল।

তাহাতে—গোপীর ভজনে যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল, সেই বিষয়ে। **কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে**—শ্রীকৃষ্ণের নিজের উক্তিই সেই বিষয়ে প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, গোপীদিগের সেবার অনুরূপ সেবা করিতে তিনি অসমর্থ; পরবর্তী শ্লোক ইহার প্রমাণ।

শ্লো। ২৯। অন্বয়। নিরবদ্যসংযুজাং (অনিন্দ্য-সংযোগবতী) বঃ (তোমাদিগের) স্বসাধুকৃত্যং (স্বীয় সাধুকৃত্য—প্রত্যুপকার) অহং (আমি) বিবুধায়ুষাপি (সুচিরকালেও) ন পারয়ে (সাধন করিতে সমর্থ হইব না)—

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত। সেহো ত কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত॥ ১৫৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যা গেহশৃঙ্খলাস্তাঃ সংবৃশ্চ্য নিঃশেষং ছিত্ত্বা মা মাম্ অভজংস্তাসাম্। মচ্চিত্তস্তু বহুষু প্রেমযুক্ততয়া নৈকনিষ্ঠম্। তস্মাদ্বো যুষ্মাকমেব সাধুনা সাধুকৃত্যেন তৎ যুষ্মৎসাধুকৃত্যং প্রতিযাতু প্রতিকৃতং ভবতু। যুষ্মৎসৌশীল্যেনৈব মমানৃণ্যং ন তু মৎকৃতপ্রত্যুপকারেণেত্যর্থঃ॥ স্বামী॥ ২৯॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাঃ (যে তোমরা) দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ (দুশ্ছেদ্য-গৃহশৃঙ্খল-সমূহকে) সংবৃশ্চ্য (সম্যক্‌রূপে ছেদন করিয়া) মা (আমাকে) অভজন্ (ভজন করিয়াছ)। বঃ (তোমাদের) সাধুনা (সাধুকৃত্যদ্বারাই) তৎ (তোমাদের সাধুকৃত্য) প্রতিযাতু (প্রতিকৃত হউক)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিলেন—হে গোপীগণ! দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল সকল নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া তোমরা আমার ভজন করিয়াছ। অনিন্দ্য-ভজনপরায়ণা তোমাদিগের সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকার—দেবপরিমিত আয়ুষ্কাল পাইলেও আমি সম্পাদন করিতে সমর্থ হইব না। অতএব তোমাদের স্বীয় সাধুকৃত্যই তোমাদের কৃত সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকার হউক। ২৯।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে গোপীগণ! আমার সহিত তোমাদের যে সংযোগ, তাহা নিরবদ্য—অনিন্দনীয়; কারণ, তাহাতে ইহকালের বা পরকালের নিমিত্ত কোনওরূপ স্বসুখ-বাসনা নাই, তাহাতে লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, গৃহধর্ম্ম প্রভৃতির কোনও অপেক্ষা নাই; সুতরাং ইহা নিরুপাধিক; এই সংযোগ সাধারণ-দৃষ্টিতে কামময়রূপে প্রতীয়মান হইলেও ইহা নির্ম্মল প্রেমবিশেষময়; এই সংযোগে তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য—আমার প্রীতিবিধান; এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত কুলবধূ হইয়াও তোমরা—কুলবধূগণের পক্ষে যাহা একান্ত অসম্ভব, সেই গৃহসম্বন্ধি ঐহিক ও পারলৌকিক লোকমর্য্যাদা-ধর্ম্মমর্য্যাদাদি নিঃশেষরূপে ছেদন করিয়া, স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়' আমার সেবা করিয়াছ। প্রেয়সীগণ! এইরূপে তোমরা আমার প্রতি যে সৌশীল্য ও সাধুত্ব দেখাইয়াছ, দেবতার ন্যায় সুদীর্ঘ আয়ুঃ পাইলেও তোমাদের প্রতি তদনুরূপ প্রতিকৃত্য করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণরূপেই অসম্ভব হইবে; কারণ, তোমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পতি, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী প্রভৃতি সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করিয়া প্রত্যেকেই একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আমার সুখের নিমিত্ত আমাতে আত্ম-নিবেদন করিয়াছ; আমার পক্ষে কিন্তু পিতামাতা ভ্রাতাদিগকে ত্যাগ করা অসম্ভব—আবার তোমাদের মধ্যেও অন্য সকলকে ত্যাগ করিয়া কেবল একজনের চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত আত্মনিয়োগ করাও আমার পক্ষে অসম্ভব—সুতরাং তোমাদের ন্যায় একনিষ্ঠ হওয়া আমার ক্ষমতার অতীত; তাই বলিতেছি প্রেয়সীগণ! তোমাদের সাধুকৃত্য-দ্বারাই তোমাদের সাধুকৃত্য প্রত্যুপকৃত হউক, আমাদ্বারা তদনুরূপ প্রত্যুপকার অসম্ভব—আমি তোমাদের নিকট ঋণীই রহিলাম।

যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে যে ভাবে ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে তদনুরূপ ভাবে ভজন করেন—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা; কিন্তু তিনি যে গোপীদিগের ভজনের অনুরূপ ভজন করিতে অসমর্থ, সুতরাং গোপীদিগের নিকট তিনি যে চিরঋণী, গোপীর ভজনেই যে তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে হইল—একথা শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই "ন পারয়েহহং"-শ্লোকে স্বীকার করিলেন।

১৫৩। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪৯ পয়ারে বলা হইয়াছে, নিজের সুখ-দুঃখের প্রতি গোপীদিগের কোনও অনুসন্ধান নাই; কিন্তু তাঁহাদের নিজের দেহের প্রতি তো প্রীতি দেখা যায়—তাঁহারা যত্নের সহিত স্বস্বদেহের মার্জ্জন-ভূষণাদি করিয়া থাকেন। ইহাতে গোপীদের স্বসুখবাসনার আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—গোপীগণ যে স্বস্বদেহে প্রীতি দেখান, তাহা কেবল কৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত, নিজেদের চিত্তের প্রসন্নতার নিমিত্ত নহে। ১৪৯ পয়ারের সহিত এই পয়ারের অন্বয়।

'এই দেহ কৈলু্ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন—তাঁর ইহা সম্ভোগসাধন ॥ ১৫৪
এ দেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণসন্তোষণ।
এই লাগি করে দেহের মার্জ্জন-ভূষণ ॥ ১৫৫

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪০)
আদিপুরাণবচনম্—
নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্ ॥ ৩০
আর এক অদ্ভুত গোপী-ভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥ ১৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫৪-৫৫। স্বস্বদেহের মার্জ্জন-ভূষণে কিরূপে কৃষ্ণের সুখ হয়, তাহা বলিতেছেন। প্রত্যেক ব্রজসুন্দরীই মনে করেন—"আমার এই দেহ আমি সম্যক্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছি; এই দেহে এখন আর আমার কোনও স্বত্ব-স্বামিত্ব নাই, ইহা শ্রীকৃষ্ণেরই সম্পত্তি; এই দেহ দর্শন করিয়া, এই দেহ স্পর্শ করিয়া, এই দেহকে সম্ভোগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হয়েন; এই দেহকে যদি মার্জ্জিত ও ভূষিত করি, তাহা হইলে দেহের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া, সম্ভোগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিরতিশয় আনন্দ পাইবেন।" এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সুখবুদ্ধির সম্ভাবনা আছে ভাবিয়াই গোপীগণ স্বস্বদেহের মার্জ্জন-ভূষণ করিয়া থাকেন, নিজেদের তৃপ্তির নিমিত্ত নহে; সুতরাং স্বস্বদেহের মার্জ্জন-ভূষণেও তাঁহাদের কামগন্ধ নাই।

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে এই পয়ারদ্বয়ের উক্তির প্রমাণ দিতেছেন।

শ্লো। ৩০। অন্বয়। পার্থ (হে পার্থ)! যাঃ (যে সমস্ত) গোপ্যঃ (গোপীগণ) নিজাঙ্গং (স্বস্বদেহকে) অপি (ও) মম (আমার—শ্রীকৃষ্ণের) ইতি (এইরূপ জ্ঞান করিয়া) সমুপাসতে (যত্ন করেন), তাভ্যঃ (তাঁহাদিগ হইতে) পরং (ভিন্ন) মম (আমার) নিগূঢ়-প্রেম-ভাজনং (নিগূঢ়-প্রেমের পাত্র) ন (নাই)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন:—হে অর্জ্জুন! যে গোপীগণ স্বস্ব দেহকেও আমার (আমাতে সমর্পিত আমার সুখসাধন) বস্তু জ্ঞানে (মার্জ্জন-ভূষণাদি দ্বারা) যত্ন করেন, সেই গোপীগণ ব্যতীত আমার নিগূঢ় প্রেমের পাত্র আর কেহ নাই। ৩০।

এই শ্লোকের মর্ম্ম এই যে—শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত ব্রজসুন্দরীগণ স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত তো ত্যাগ করিয়াছেনই, তাঁহাদের দেহ পর্য্যন্তও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সুখসাধন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত তাঁহাদের নিজের বলিতে আর কিছুই নাই। শ্রীকৃষ্ণের সুখসাধন বস্তু জ্ঞানেই তাঁহারা স্ব স্ব দেহের মার্জ্জন-ভূষণাদি করিয়া থাকেন।

১৫৬। ১৪০—১৫৫ পয়ারে স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ দ্বারা কাম ও প্রেমের পার্থক্য দেখাইয়া গোপীপ্রেমের কামগন্ধহীনত্ব দেখাইয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, সুখের বাসনা না থাকিলে কাহারও সুখ জন্মে না—ইহাই সাধারণ প্রতীতি; গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন, তাহাতে তাঁহারা এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহাদের যে স্বসুখবাসনা নাই—অন্ততঃ শ্রীকৃষ্ণসেবাজনিত সুখের বাসনাও যে নাই, তাহা কিরূপে অনুমান করা যায়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণসেবায় যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাওয়া যায়, ইহা সত্য; কিন্তু এই আনন্দ গোপীদিগের স্বসুখবাসনার ফল নহে, ইহা গোপীপ্রেমের স্বভাব। প্রেমের ধর্ম্মই এই যে, সুখলাভের বাসনা না থাকিলেও, প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবা করিলে আপনা-আপনিই এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মে; ইহা কোনওরূপ বাসনার অপেক্ষা রাখেনা—ইহা শ্রীকৃষ্ণে প্রীতির বা শ্রীকৃষ্ণসেবার বস্তুগত ধর্ম্ম; বস্তুশক্তি বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা রাখে না। ভিজিবার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, জলে নামিলে কাপড় ভিজিবেই, ইহা জলের বস্তুগত ধর্ম্ম। হাত পোড়াইবার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িবেই—ইহা আগুনের বস্তুগত ধর্ম্ম। তদ্রূপ সুখবাসনা না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণসেবা বা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম সুখ দান করিয়া থাকে—ইহা প্রেমের বা সেবার ধর্ম্ম; গোপীদিগের ভাগ্যে এই সুখ-ভোগ হয় বলিয়া তাঁহাদের প্রেমে কামগন্ধ আরোপ করা যায় না; কারণ এই সুখের জন্য তাঁহাদের লালসা নাই, ইহা স্বতঃ-আগত, ইহা প্রেমের ধর্ম্ম,—স্বসুখ-বাসনার চরিতার্থতা নহে।

গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ-দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ ॥১৫৭
গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয় ॥১৫৮

তাঁসভার নাহি নিজ সুখ-অনুরোধ।
তথাপি বাঢ়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ ॥১৫৯
এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান—
গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান ॥ ১৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অদ্ভুত—আশ্চর্য্য। **গোপী-ভাবের স্বভাব**—গোপীপ্রেমের ধর্ম্ম। সুখবাসনা না থাকিলেও প্রেম স্বীয় ধর্ম্মবশতঃ অনির্ব্বচনীয় সুখ দান করিয়া থাকে, ইহাই গোপী-ভাবের অদ্ভুত স্বভাব। **যাহার প্রভাব**—যে গোপীপ্রেমের শক্তি বা মহিমা। **বুদ্ধির গোচর নহে**—বুদ্ধি দ্বারা যাহার সম্বন্ধে কিছুই নির্ণয় করা যায় না; বুদ্ধিমূলক বিচার দ্বারা যাহার কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ স্থির করা যায় না; অচিন্ত্য। যেমন, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়; কিন্তু কেন পোড়ে, তাহা বুদ্ধি দ্বারা স্থির করা যায় না।

১৫৭। গোপীপ্রেম-স্বভাবের বুদ্ধির অগোচরত্ব কি তাহা বলিতেছেন। গোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, তখন দর্শন-জনিত সুখের নিমিত্ত তাঁহাদের কোনওরূপ বাসনা না থাকা সত্ত্বেও কোটিগুণ সুখ জন্মিয়া থাকে—ইহাই গোপীভাবের অদ্ভুতত্ব। ইহা প্রেমের স্বভাব, প্রেমের বস্তুগত ধর্ম্ম; কিন্তু প্রেমের এরূপ স্বভাবের হেতু কি, সুখবাসনা না থাকিলেও কেন কোটিগুণ সুখ জন্মে, তাহা বুদ্ধির অগোচর।

কোটিগুণ—শ্রীকৃষ্ণদর্শনে গোপীদের চিত্তে কোটিগুণ সুখ জন্মে; কাহা অপেক্ষা কোটিগুণ সুখ জন্মে, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

১৫৮। গোপীগণকে দর্শন করিলে শ্রীকৃষ্ণের যে আনন্দ জন্মে, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলে গোপীদের তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ আনন্দ জন্মে।

১৫৯। **তাঁসভার**—গোপীদিগের। **নিজ-সুখ-অনুরোধ**—নিজের সুখের অনুসন্ধান বা লালসা। নিজের সুখের নিমিত্ত কোনও গোপীরই লালসা নাই; তথাপি তাঁহার অত্যধিক সুখ জন্মে, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? এই সমস্যার সমাধান কি? **বিরোধ**—১৫৭ পয়ারে বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণদর্শন-বিষয়ে গোপীদের সুখবাঞ্ছা নাই। ১৫৮ পয়ারে বলা হইয়াছে, গোপিকারা কোটিগুণ সুখ আস্বাদন করেন। সুখের বাঞ্ছা না থাকিলেও প্রেমের ধর্ম্মবশতঃ সুখ হয়তো আসিতে পারে; কিন্তু তাহা আস্বাদনের ইচ্ছা না থাকিলে আস্বাদন কিরূপে সম্ভব হয়? আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেহ হয়তো আমার সাক্ষাতে মিশ্রী আনিয়া রাখিতে পারে; কিন্তু আমার ইচ্ছা না থাকিলে তাহার আস্বাদন আমাদ্বারা কিরূপে হইতে পারে? আস্বাদন করাতেই বুঝা যায় আস্বাদনের ইচ্ছা ছিল; অথচ বলা হইতেছে—সুখবাঞ্ছা, আস্বাদন-বাসনা ছিল না। এই দুইটী উক্তি পরস্পর-বিরোধী; ইহাই বিরোধ।

১৬০। উক্ত বিরোধের একমাত্র সমাধান এই যে—গোপীদিগের সুখ কৃষ্ণসুখেই পর্য্যবসিত হয়, তাঁহাদের সুখের স্বতন্ত্র কোনও পরিণতি নাই, উহাও কৃষ্ণসুখেই পরিণতি লাভ করে।

কৃষ্ণকে সুখী দেখিলে কৃষ্ণপ্রেমের ধর্ম্মবশতঃ গোপীদের চিত্তে সুখের উদয় হয়; আবার গোপীদিগকে সুখ-প্রফুল্ল দেখিলে কৃষ্ণেরও আনন্দ বৃদ্ধি হয়। সুখের আস্বাদন ব্যতীত সুখ-প্রফুল্লতা জন্মিতে পারে না, আবার ইচ্ছা না থাকিলেও সুখের আস্বাদন সম্ভব নহে; তাই কৃষ্ণ-সুখের পুষ্টির উদ্দেশ্যে লীলাশক্তিই গোপীদের চিত্তে—সম্ভবতঃ তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই—কৃষ্ণসুখদর্শনজাত আনন্দ আস্বাদনের স্পৃহা জাগাইয়া দেয় এবং তাঁহাদের দ্বারা ঐ আনন্দ আস্বাদন করায়—যাহার ফলে তাঁহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রফুল্লতার একটা উজ্জ্বল তরঙ্গ খেলা করিতে থাকে, যে তরঙ্গ দেখিয়া কৃষ্ণের সুখও শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। স্থূলকথা এই যে, গোপীদের চিত্তে সুখের উদ্রেক হয় কৃষ্ণের সুখদর্শনে—নিজেদের সুখবাসনা হইতে নহে; আবার লীলাশক্তি তাঁহাদের চিত্তে সেই সুখ আস্বাদনের ইচ্ছাও জন্মায়—কেবল মাত্র কৃষ্ণসুখের পুষ্টির নিমিত্ত, গোপীদের সুখ-আস্বাদনের নিমিত্ত নহে; গোপীগন কর্তৃক সেই সুখাস্বাদনের ফলে শ্রীকৃষ্ণের

গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে—যার নাহিক সমতা ॥ ১৬১
'আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।'
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ-মুখ ॥ ১৬২
গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত ॥ ১৬৩
এইমত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাড়ে, কেহো মুখ নাহি মুড়ি ॥ ১৬৪
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী রূপ-গুণে।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে ॥ ১৬৫
অতএব সেই সুখে কৃষ্ণসুখ পোষে।
এইহেতু গোপী-প্রেমে নাহি কামদোষে ॥ ১৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুখই বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং গোপীদের সুখও কৃষ্ণের সুখেই পরিণতি লাভ করে। গোপীদের পক্ষে কৃষ্ণদর্শনজনিত সুখ আস্বাদনের প্রবর্ত্তক হইল কৃষ্ণসুখপুষ্টির বাসনা,—স্বসুখপুষ্টির বাসনা নহে; সুতরাং সুখবাঞ্ছার অভাবেও সুখাস্বাদনে কোনও বিরোধ থাকিতে পারে না—আপাতঃ দৃষ্টিতে যাহা বিরোধ বলিয়া মনে হয়, তাহা বাস্তবিক বিরোধ নহে।

গোপীকার সুখ—গোপীগণকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত সুখের আস্বাদন। **কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান**—কৃষ্ণের সুখে পর্য্যবসিত হয় বা পরিণতি লাভ করে, যেহেতু গোপীদিগের সুখ দেখিলে কৃষ্ণের সুখ বর্দ্ধিত হয়।

১৬১। গোপীদিগের সুখ কিরূপে কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসিত হয়, তাহা বিশেষরূপে বলিতেছেন ছয় পয়ারে।

গোপিকা-দর্শনে—গোপীদিগকে দর্শন করিলে। প্রেমবতী গোপীদিগকে দর্শন করিলে আনন্দে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রফুল্ল বা উল্লসিত হইয়া উঠে; এই উল্লাসের ফলে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আরও যেন বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। **প্রফুল্লতা**—উল্লাস। **সে মাধুর্য্য**—কৃষ্ণের মাধুর্য্য। **যার নাহিক সমতা**—শ্রীকৃষ্ণের যে মাধুর্য্যের সমান মাধুর্য্য অন্য কোনও স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় না; অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য।

১৬২। শ্রীকৃষ্ণের ঐ প্রফুল্লতা দেখিয়া গোপীদের কি অবস্থা হয়, তাহা বলিতেছেন। গোপীগণ মনে করেন—“আমাদিগকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ এত সুখী হইলেন, এত আনন্দ পাইলেন! আমরা কৃতার্থ হইলাম।” এই কৃতার্থতার বোধে তাঁহাদের চিত্তে যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মে; তাহাতেই তাঁহাদের মুখ এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রফুল্ল হইয়া উঠে।

অঙ্গ-মুখ—অঙ্গ এবং মুখ; মুখ ও দেহের অন্যান্য অংশ।

১৬৩। গোপীদিগের শোভা দেখিয়া কৃষ্ণের প্রফুল্লতা বৃদ্ধি পায়, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের মাধুর্য্য বৃদ্ধি পায়; আবার শ্রীকৃষ্ণের এই প্রফুল্লতা ও বর্দ্ধিত মাধুর্য্য দেখিয়া গোপীদিগের প্রফুল্লতা ও মাধুর্য্য বৃদ্ধি পায়; তাহা দেখিয়া আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রফুল্লতা এবং মাধুর্য্য আরও বৃদ্ধি পায়। এইরূপে গোপীর সৌন্দর্য্যে কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য এবং কৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে গোপীর সৌন্দর্য্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

১৬৪। এইরূপে পরস্পরের শোভাদর্শনে গোপীর শোভা এবং কৃষ্ণের শোভা যেন জেদাজেদি করিয়াই বাড়িতে থাকে, কেহই যেন কাহাকেও হারাইতে পারে না।

হুড়াহুড়ি—ঠেলাঠেলি; জেদাজেদি করিয়া অগ্রসর বা বর্দ্ধিত হওয়ার চেষ্টা। **মুখ নাহি মুড়ি**—মুখ ফিরায় না; পশ্চাৎপদ হয় না; পরাজয় স্বীকার করে না।

১৬৫-৬৬। প্রশ্ন হইতে পারে, এই যে শ্রীকৃষ্ণ-শোভাদর্শনে গোপীদের সুখের কথা বলা হইল. সেই সুখটী তো গোপীদের আত্মসুখের জন্য আস্বাদিত হইতে পারে? শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিয়া যে সুখ জন্মে, সেই সুখের লোভেই তো গোপীরা শ্রীকৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন? তাহাই যদি হয়, তবে তো গোপীভাবে স্বসুখবাসনামূলক কাম-দোষই থাকিয়া গেল? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—গোপীদিগের রূপ-গুণ আস্বাদন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের সুখ; শ্রীকৃষ্ণের এই সুখ দেখিয়া কৃষ্ণসেবার স্বরূপগত-ধর্ম্মবশতঃ (স্বসুখবাসনাবশতঃ নহে)—গোপীদের চিত্তে যে সুখ জন্মে, সেই সুখও শ্রীকৃষ্ণের সুখকেই বর্দ্ধিত করে (কারণ, সুখে গোপীদের প্রফুল্লতা ও শোভা বর্দ্ধিত হয়, তাহা দর্শন করিয়া

যথোক্তং শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তবমালায়াং
কেশবাষ্টকে (৮)

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।
স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্। ৩১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তীব্রানুরাগবতীভিঃ প্রিয়াভিস্তু সাক্ষাৎকৃত এবাভূদিতি বর্ণয়ন্ বিশিনষ্টি। উপেত্যেতি। সুন্দরীততিভির্যুবতীশ্রেণীভির্হর্ম্ম্যাবলীমুপেত্যারুহ্য পথি মার্গ এব নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ কটাক্ষমালাভিরভ্যর্চ্চিতং পূজিতং আভিরিতি কবেস্তৎসাক্ষাৎকারো ব্যজ্যতে তচ্ছতৈঃ কীদৃশৈরিত্যাহ স্মিতেতি। মন্দহাসবদ্ভিরিত্যর্থঃ। স্বয়ঞ্চ তাঃ সচ্চকারেতি বর্ণয়ন্ বিশিনষ্টি। তাসাং স্তনং বিচিত্রকঞ্চুকীভূষিতত্বাৎ স্তবকা গুচ্ছা ইবেতি স্তনস্তবকাস্তেষু সঞ্চরন্নয়নয়োশ্চঞ্চরীকয়োর্ভৃঙ্গয়োরিবাঞ্চলঃ প্রান্তভাগো যস্য সঃ। লুপ্তোপমেয়ং ন চ রূপকম্। নয়নাঞ্চলসঞ্চারস্য তদ্বাধকত্বাৎ॥ বিদ্যাভূষণঃ॥ ৩১॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন); সুতরাং গোপীদের এই সুখ কৃষ্ণের সুখবৃদ্ধির নিমিত্তই, স্ব-সুখবাসনাতৃপ্তির নিমিত্ত নহে; তাই গোপীভাবে কাম-দোষ থাকিতে পারে না। ১৬০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

গোপী-রূপ-গুণে—গোপীদিগের রূপ ও গুণ আস্বাদন করিয়া। **তাঁর সুখে**—কৃষ্ণের সুখে। **সেই সুখে**—গোপীদের সুখে। **কৃষ্ণ-সুখ পোষে**—কৃষ্ণসুখের পুষ্টি করে; কৃষ্ণের সুখের বৃদ্ধির হেতুই হয়, নিজেদের সুখবৃদ্ধির হেতু নয়। **এই হেতু**—স্বসুখবৃদ্ধির হেতু না হইয়া কৃষ্ণসুখ-পুষ্টির হেতু হয় বলিয়া। **কাম-দোষ**—স্বসুখ-বাসনা-মূলক দোষ।

গোপীদিগের দর্শনে যে শ্রীকৃষ্ণের সুখ হয় এবং তদ্দর্শনে গোপীদিগের সুখ যে শ্রীকৃষ্ণের সুখবৃদ্ধির হেতুই হয়, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩১। অন্বয়। আভিঃ (এই সকল) সুন্দরীততিভিঃ (সুন্দরী-যুবতী-শ্রেণীকর্ত্তৃক) [হর্ম্ম্যাবলিম্] (অট্টালিকা সমূহে) উপেত্য (আরোহণ করিয়া) স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈঃ (মন্দহাস্য এবং রোমাঙ্কুর যুক্ত) নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ (নৃত্যশীল কটাক্ষভঙ্গীশত দ্বারা) পথি (পথিমধ্যে) অভ্যর্চ্চিতং (পূজিত), স্তন-স্তবক-সঞ্চরন্নয়ন-চঞ্চরীকাঞ্চলং (গোপীদিগের স্তনরূপ কুসুমস্তবকে যাঁহার নয়নরূপ ভ্রমরদ্বয়ের প্রান্তভাগ সঞ্চারিত হইয়াছে, তাদৃশ) বিপিনদেশতঃ (বনপ্রদেশ হইতে) ব্রজে (ব্রজে) বিজয়িনং (আগমনকারী) কেশবং (কেশবকে) ভজে (আমি ভজন করি)।

অনুবাদ। বনপ্রদেশ হইতে (শ্রীকৃষ্ণের) ব্রজে আগমন-কালে, হর্ম্ম্যাবলী আরোহণ পূর্ব্বক এই সুন্দরীব্রজযুবতী-শ্রেণী মন্দ হাস্য ও রোমাঙ্কুরযুক্ত শত শত নর্ত্তনশীল কটাক্ষভঙ্গী দ্বারা পথিমধ্যেই যাঁহার অর্চ্চনা করিতেছেন এবং যাঁহার নয়নরূপ ভৃঙ্গদ্বয় সেই ব্রজসুন্দরীগণের স্তনরূপ পুষ্পস্তবকে বিচরণ করিতেছে, সেই কেশবকে আমি ভজনা করি। ৩১।

এই শ্লোকটী শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর রচিত; তিনি লীলাবেশে সাক্ষাৎ যাহা দর্শন করিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন। গোচারণান্তে শ্রীকৃষ্ণ গাভীগণকে লইয়া ব্রজে ফিরিয়া আসিতেছেন; অনেকক্ষণ অদর্শনের পরে প্রাণবল্লভের বদনচন্দ্র দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্রজসুন্দরীগণ অট্টালিকাদি আরোহণ করিয়াছেন। (শ্রীরূপ-গোস্বামীও আবেশে সেই স্থানে আছেন, তাই গোপীগণকে যেন সাক্ষাতে দর্শন করিয়াই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বকই বলিলেন, **আভিঃ সুন্দরী ততিভিঃ**—এই সমস্ত সুন্দরীগণ কর্ত্তৃক)। অট্টালিকার উপর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া গোপীদিগের অত্যন্ত আনন্দ জন্মিল (প্রেমের স্বভাববশতঃ); তাই তাঁহাদের মুখে মন্দ হাস্য, গাত্রে রোমাঞ্চ দেখা দিল, আর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত শত সপ্রেম-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সমুদ্র আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তখন—ভ্রমর যেমন মধুলোভে কুসুমের গুচ্ছে গুচ্ছে ঘুরিয়া বেড়ায়, শ্রীকৃষ্ণের নয়নদ্বয়ও তদ্রূপ গোপীদিগের রূপ-মাধুর্য্যের লোভে তাঁহাদের একজনের স্তনযুগল হইতে অপর জনের স্তনযুগলে দৃষ্টি সঞ্চালিত করিতে

আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন ॥১৬৭
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাঢ়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি ॥১৬৮
প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাহাঁ নাহি নিজসুখ-বাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥ ১৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লাগিল (**স্তন-স্তবক-সঞ্চরন্নয়ন-চঞ্চরীকাঞ্চল**—স্তনরূপ স্তবকে সঞ্চরণ করে যাঁহার নয়নরূপ চঞ্চরীক বা ভ্রমরের অঞ্চল বা প্রান্ত ভাগ)।

গোপীদিগের সুখ যে শ্রীকৃষ্ণের সুখবৃদ্ধির হেতুই হয়, তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইল।

১৬৭। গোপীপ্রেম যে কামগন্ধহীন, তাহা অন্য রকমে দেখাইতেছেন। পরবর্ত্তী ১৬৯ পয়ারে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

আর এক—গোপী-প্রেমের একটী ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে ১৫৭ পয়ারে, আর একটী ধর্ম্মের কথা বলা হইতেছে পরবর্ত্তী ১৬৯ পয়ারে।

স্বাভাবিক চিহ্ন—স্বাভাবিক বা স্বরূপগত লক্ষণ। **যে প্রকারে**—যে স্বাভাবিক লক্ষণের ফলে। **প্রেম**—গোপীপ্রেম।

১৬৮। গোপীদিগের প্রেমের স্বভাবই এই যে তাহা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের পুষ্টি সাধন করে, মাধুর্য্যকে বর্দ্ধিত করে। আবার শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যও গোপীদিগের প্রেমকে বর্দ্ধিত করে।

এই পয়ারের অন্বয় :—গোপীপ্রেম কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি (সাধন) করে ; (আবার শ্রীকৃষ্ণের) মাধুর্য্য (গোপী-প্রেমে) মহাতুষ্ট হইয়া (গোপীদের) প্রেমকে বাঢ়ায় (বর্দ্ধিত করে)। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যদর্শনে গোপীদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিও সম্বর্দ্ধিত হয়, ইহাই গোপীপ্রেমের স্বভাব।

হঞা মহাতুষ্টি—গোপীপ্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হওয়ায়, মাধুর্য্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া (প্রেমকে বর্দ্ধিত করে)।

১৬৯। গোপী-প্রেমের যে স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ গোপী-প্রেমের কামগন্ধহীনত্ব প্রমাণিত হয়, তাহা ব্যক্ত করিতেছেন।

যাহার প্রতি প্রীতি করা হয়, তাহাকে বলে প্রীতির **বিষয়** ; আর যে ব্যক্তি প্রীতি করে, তাহাকে বলে প্রীতির **আশ্রয়**। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি করেন ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইলেন প্রীতির বিষয়, আর গোপীগণ হইলেন প্রীতির আশ্রয়। মাতা পুত্রকে স্নেহ করেন ; পুত্র হইল স্নেহের বিষয়, আর মাতা হইলেন স্নেহের আশ্রয়।

প্রীতি-বিষয়ানন্দে—প্রীতির যিনি বিষয়, তাঁহার আনন্দে ; যাঁহার প্রতি প্রীতি করা যায়, তাঁহার আনন্দ জন্মিলেই। **তদাশ্রয়ানন্দ**—তাহার (প্রীতির) আশ্রয়ের আনন্দ ; যিনি প্রীতি করেন, তাঁহার আনন্দ।

প্রীতি-বিষয়ানন্দে ইত্যাদি—যাঁহার প্রতি প্রীতি করা যায়, তাঁহার আনন্দ জন্মিলেই, যিনি প্রীতি করেন তাঁহার আনন্দ জন্মে—এই আনন্দের নিমিত্ত, যিনি প্রীতি করেন তাঁহার কোনওরূপ ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না। ইহাই প্রীতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের প্রীতির বিষয়, আর গোপীগণ সেই প্রীতির আশ্রয়; প্রেমের এই স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ, গোপীদের প্রেমের ফলে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ জন্মিলে, আপনা-আপনিই গোপীদের চিত্তে আনন্দ জন্মে, তজ্জন্য গোপীদের কোনওরূপ ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না। **তাহাঁ**-আশ্রয়ের আনন্দে। **নাহি নিজ ইত্যাদি**—প্রীতির বিষয়ের (যেমন শ্রীকৃষ্ণের) আনন্দ জন্মিলে আপনা-আপনিই প্রীতির আশ্রয়ের (যেমন গোপীদের) যে আনন্দ জন্মে, সেই আনন্দের সঙ্গে আশ্রয়ের (গোপীদের) স্বসুখবাসনার কোনও সম্বন্ধ নাই। শ্রীকৃষ্ণের সুখ দেখিয়া গোপীদের যে সুখ জন্মে, গোপী-প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃই তাহা জন্মে, গোপীদের স্বসুখবাসনার ফলে নহে। এই সুখের জন্য গোপীদের কোনওরূপ বাসনাই নাই ; এজন্য শ্রীকৃষ্ণের আনন্দে গোপীগণ আনন্দিত হইলেও তাঁহাদের প্রেম কামগন্ধহীন।

নিরুপাধি প্রেম যাহাঁ—তাহাঁ এই রীতি।
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥ ১৭০
নিজপ্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥১৭১

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে।
২য়-লহর্য্যাম্ (২৪)—

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং
প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষা-
দক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি ॥ ৩২ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অঙ্গস্তম্ভেতি প্রেমানন্দং স্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং সন্তং নাভ্যনন্দদিত্যন্বয়ঃ। অয়মর্থঃ। প্রেমা তাবদ্ দ্বিধা বিশেষণভাক্ স্তম্ভাদিনা আনুকূল্যেচ্ছয়াচ। তত্র দাসাদীনামানুকূল্যেচ্ছৈবাতিহৃদ্যা সেবারূপা স্বপুরুষার্থসম্পাদকত্বাৎ। স্তম্ভাদিকং স্বরূপমেব তদ্বিঘাতকত্বাৎ। তস্মাৎ স্তম্ভকরত্বাংশেনৈব তং নাভ্যনন্দৎ। কিন্ত্বানুকূল্যকরত্বেনৈবাভ্যনন্দদিতি। সবিশেষেণ বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামতঃ সতি বিশেষ্যে বাধে ইতি ন্যায়েন। আরম্ভ আটোপঃ। অঙ্গ-স্তম্ভাসঙ্গমিতি বা পাঠঃ ॥ শ্রীজীব-গোস্বামী ॥ ৩২ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আশ্রয়-জাতীয় আনন্দের সহিত যে গোপীদের স্বসুখবাসনার কোনওরূপ সম্বন্ধ নাই, পরবর্ত্তী ১৭১ পয়ারে তাহার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।

১৭০। শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীগণ সম্বন্ধেই যে কেবল এই রীতি, তাহা নহে; যেখানে যেখানে কামগন্ধহীন প্রেম, সেখানে সেখানেই প্রীতির বিষয়ের আনন্দে, প্রীতির আশ্রয়ের আনন্দ জন্মে; ইহাই প্রীতির ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণকে সুখী দেখিলে দাস্যের আশ্রয় রক্তক-পত্রকাদির সুখ হয়, সখ্যের আশ্রয় সুবল-মধুমঙ্গলাদির সুখ হয় এবং বাৎসল্যের আশ্রয় নন্দ-যশোদাদির সুখ হয়; ফলকথা শ্রীকৃষ্ণের সুখে নিখিল ভক্তমণ্ডলীর সুখ হয়, ইহাই নির্ম্মল প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

নিরুপাধি—কামগন্ধহীন। **যাহাঁ**—যে স্থানে। **তাহাঁ**—সেই স্থানে। **এই রীতি**—এই নিয়ম। নিয়মটী কি? তাহা এই—**প্রীতি-বিষয়-সুখে** ইত্যাদি—প্রীতির যিনি বিষয়, তাঁহার সুখেই, প্রীতির যিনি আশ্রয় তাঁহার সুখ হয়।

১৭১। কৃষ্ণের সুখে গোপী-আদি-ভক্তগণ যে আনন্দ পায়েন, তাহার সহিত যে তাঁহাদের স্বসুখবাসনার কোনও সম্বন্ধই নাই, তাহার প্রমাণ দিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের সুখে ভক্তের মনে যে আনন্দ জন্মে, সেই আনন্দ যদি এতই প্রবল হয় যে, তজ্জনিত অঙ্গস্তম্ভাদি বা বাহ্যজ্ঞানলোপাদি বশতঃ কৃষ্ণসেবার বিঘ্ন জন্মে, তাহা হইলে ভক্তগণ কৃষ্ণসেবার বাধক বলিয়া সেই আনন্দের প্রতিও অত্যন্ত রুষ্ট হয়েন। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তগণের একমাত্র লক্ষ্য, সেবাজনিত নিজেদের আনন্দের প্রতি তাঁহাদের মোটেই লক্ষ্য নাই; তাহাই যদি থাকিত, তাহা হইলে কৃষ্ণসেবার বিঘ্নজনক প্রচুর আনন্দকে নিন্দা না করিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিতই তাঁহারা উপভোগ করিতেন।

নিজ প্রেমানন্দে—প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তের নিজের যে প্রেম, সেই প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ, ভক্তের চিত্তে আপনা-আপনিই যে আনন্দ জন্মে, তাহার ফলে। **কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে**—শ্রীকৃষ্ণের সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে আনন্দ জন্মান যায়, সেই আনন্দের যদি বিঘ্ন জন্মায়; নিজের সুখে যদি কৃষ্ণসেবার বাধা হয়। **সে আনন্দের প্রতি**—ভক্তের সেই (কৃষ্ণসেবার বিঘ্নজনক) নিজের আনন্দের প্রতি। **হয় মহা ক্রোধে**—কৃষ্ণসেবার বিঘ্ন জন্মায় বলিয়া অত্যন্ত ক্রোধ হয়।

পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে এই পয়ারের উক্তির প্রমাণ দিতেছেন।

শ্লো। ৩২। অন্বয়। দারুকঃ (শ্রীকৃষ্ণসারথি দারুক) অঙ্গস্তম্ভারম্ভং (অঙ্গ সমূহের জড়ীভাব) উত্তুঙ্গয়ন্তং

তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে ৩য়-লহর্য্যাম্ (৩২)—
গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি-বাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্ ।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা ॥ ৩৩

আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেমসেবা বিনে ।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥ ১৭২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

আনন্দস্য বাষ্পপূরাভিবর্ষিত্বমেব নিন্দ্যত্বেন বিবক্ষিতং ন তু স্বরূপং সবিশেষণ বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামত ইতি ন্যায়াৎ ॥ শ্রীজীব-গোস্বামী ॥ ৩৩ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

(বর্দ্ধনকারী) প্রেমানন্দং (প্রেমানন্দকে) ন অভ্যনন্দৎ (অভিনন্দন করেন নাই, ইচ্ছা করেন নাই)—যেন (যদ্দ্বারা—যে প্রেমানন্দ দ্বারা) কংসারাতেঃ (কংসারি শ্রীকৃষ্ণের) বীজনে (চামর-সেবনে) সাক্ষাৎ (সাক্ষাদ্ ভাবে) অক্ষোদীয়ান্ (অধিকতর) অন্তরায়ঃ (বিঘ্ন) ব্যধায়ি (বিহিত হইয়াছিল)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের (অঙ্গে) চামর-সেবনে সাক্ষাদ্ভাবে অধিকতর বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল বলিয়া দারুক অঙ্গের জড়ীভাব-বর্দ্ধনকারী প্রেমানন্দকে অভিনন্দন করেন নাই। ৩২।

দারুক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সারথি; দ্বারকায় একদিন তিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে চামর বীজন করিতেছিলেন; শ্রীকৃষ্ণসেবার ফলে দারুকের চিত্তে অত্যধিক আনন্দ জন্মিল, তাহার ফলে তাঁহার দেহে স্তম্ভনামক সাত্ত্বিক-ভাবের উদয় হওয়াতে তাঁহার হস্তাদিতে জড়তা আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহাতে চামরবীজনের অত্যন্ত বিঘ্ন জন্মিল; এইরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবার বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে বলিয়া দারুক স্বীয় প্রেমানন্দকেও নিন্দা করিতে লাগিলেন।

শ্লো। ৩৩। অন্বয়। অরবিন্দলোচনা (পদ্মনয়নী—রুক্মিণী বা অন্য কোনও কৃষ্ণপ্রেয়সী) গোবিন্দ-প্রেক্ষণাক্ষেপি (শ্রীগোবিন্দ-দর্শনে বিঘ্ন উৎপাদক) বাষ্পপূরাভিবর্ষিণং (নেত্রজলবর্ষণকারী) আনন্দং (আনন্দকে) উচ্চৈঃ (অত্যধিক) অনিন্দৎ (নিন্দা করিয়াছেন)।

অনুবাদ। পদ্মলোচনা রুক্মিণী (বা অন্য কোনও কৃষ্ণপ্রেয়সী) শ্রীগোবিন্দ-দর্শনের বিঘ্ন উৎপাদক অশ্রুসমূহের বর্ষণকারী আনন্দকে অত্যধিক নিন্দা করিয়াছিলেন। ৩৩।

শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্র দর্শন করিতেছিলেন; দর্শন জনিত আনন্দে অশ্রুনামক সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল, তাঁহার নয়নদ্বয় বাষ্পাকুল হইয়া গেল, তিনি আর ভালরূপে শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন দর্শন করিতে পারিলেন না; তাই তিনি সেই আনন্দকেও নিন্দা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণসেবার বিঘ্ন জন্মাইলে সেবাজনিত স্বীয় আনন্দকেও যে ভক্ত নিন্দা করেন, তাহারই প্রমাণ উক্ত দুই শ্লোক।

এস্থলে একটী কথা প্রণিধানযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণসেবার ফলে যে আনন্দ আপনা-আপনিই ভক্তদের চিত্তে উদিত হয়, সেই আনন্দমাত্রকেই যে তাঁহারা নিন্দা করেন, তাহা নহে। যতটুকু আনন্দে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির আনুকূল্য বিধান করে, ততটুকু আনন্দকে তাঁহারা প্রীতির সহিতই গ্রহণ করেন—কারণ, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণসুখ পুষ্টিলাভ করে (১৬০-১৬৬ পয়ার দ্রষ্টব্য); কিন্তু ঐ সুখ বর্দ্ধিত হইয়া যখন শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির আনুকূল্য বিধানে অসমর্থ হয়, বরং অঙ্গস্তম্ভাদি জন্মাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবার বিঘ্নই জন্মায়, তখন তাহাকে তাঁহারা নিন্দা করেন।

১৭২। ভক্তগণ যে কৃষ্ণসেবা-বিঘ্নকারী প্রেমানন্দকে নিন্দা করেন, তাহার কারণ এই যে, কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহাদের কাম্য নহে। ব্রজপরিকরগণের কথা তো দূরে, অন্য শুদ্ধভক্তগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা না পাইলে—সালোক্য, সাষ্টি, সামীপ্য এবং সারূপ্য মুক্তিও গ্রহণ করেন না। অন্যসুখের কথা তো তুচ্ছ। ঐশ্বর্য্যমার্গে ভজন করিয়া যাঁহারা সাল্যোক্যাদি মুক্তির অধিকারী হয়েন, ভগবল্লোক-স্বভাবেই ভগবানের সমান রূপ বা ঐশ্বর্য্য আপনা-আপনিই তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হয়। কিন্তু নিজের নিজের সুখের নিমিত্ত তাঁহারা ঐ মুক্তি বা রূপ-ঐশ্বর্য্যাদি গ্রহণ করেন না—তাহা গ্রহণ করেন, কেবল ভগবৎ-সেবার অনুরোধে। সেবাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য;

তথাহি (ভাঃ ৩.২৯।১১—১৩)—
মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ৩৪
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ৩৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদেবং তামসাদিভক্তিষু ত্রয়স্ত্রয়ো ভেদাঃ তাসু যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যম্। এবঞ্চ শ্রবণকীর্ত্তনাদয়ো নবাপি প্রত্যেকং নব নব ভেদাঃ, তদেবং সগুণা ভক্তিরেকাশীতি ভেদা ভবতি। নির্গুণা ভক্তিরেকবিধৈব তামাহ মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণেতি দ্বাভ্যাম্। অবিচ্ছিন্না সন্ততা। অহৈতুকী ফলানুসন্ধানশূন্যা। অব্যবহিতা ভেদদর্শনরহিতা চ। মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি পুরুষোত্তমে। মনোগতিরিতি যা ভক্তিঃ সা নির্গুণস্য ভক্তিযোগস্য লক্ষণমিত্যন্বয়ঃ। লক্ষণং স্বরূপম্ ॥ স্বামী ॥৩৪।৩৫ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভগবৎ-কৃপায় যখন তাঁহাদের ভাবানুরূপ সেবা পাওয়ার যোগ্যতা তাঁদের লাভ হয়, তখন তাঁহারা বৈকুণ্ঠে যায়েন—সেবা করিবার নিমিত্ত; সে স্থানে গেলে ভগবদ্ধামের মাহাত্ম্যেই তাঁহাদের ভগবানের তুল্য রূপ ও ঐশ্বর্য্যাদি লাভ হইয়া থাকে; সারূপ্যাদি লাভ তাঁহাদের আনুষঙ্গিক—সেবাই মুখ্য কাম্য। কেবল মাত্র নিজের সুখের নিমিত্ত তাঁহারা সালোক্যাদি অঙ্গীকার করেন না; ভগবৎসেবা পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে, সালোক্যাদি তাঁহারা অঙ্গীকারও করেন না। সুতরাং এই সমস্ত ঐশ্বর্য্যমার্গের শুদ্ধভক্তগণেরও স্বসুখ-বাসনা নাই; তাঁহাদেরই যখন স্বসুখ-বাসনা নাই, তখন শুদ্ধ মাধুর্য্যমার্গের ভক্ত ব্রজদেবীগণের ভাবে যে স্বসুখ-বাসনার গন্ধমাত্রও থাকিতে পারেনা, তাহা বলাই বাহুল্য।

আর—ব্রজপরিকর ব্যতীত অন্য। **শুদ্ধভক্ত**—স্বসুখ-বাসনাশূন্য ভক্ত। **কৃষ্ণ-প্রেমসেবা**—প্রীতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা; শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের সেবা। **স্বসুখার্থ**—নিজের সুখের নিমিত্ত। **সালোক্যাদি**—মুক্তি পাঁচ রকমের, সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য (১।৩।১৬ টীকা দ্রষ্টব্য)। এই পাঁচ রকমের মুক্তির মধ্যে কোনও ভক্তই সাযুজ্যমুক্তি গ্রহণ করেন না (১।৩।১৬)। সুতরাং এই পয়ারে সালোক্যাদিশব্দে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য এই চারি রকমের মুক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এই পয়ারের উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে

শ্লো। ৩৪-৩৫। **অন্বয়**। মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ (আমার গুণশ্রবণমাত্রে) সর্ব্বগুহাশয়ে (সকলের অন্তঃকরণে অবস্থিত) ময়ি পুরুষোত্তমে (পুরুষোত্তম আমাতে), অম্বুধৌ (সমুদ্রে) গঙ্গাম্ভসঃ (গঙ্গা-জলের) যথা (যেরূপ) [তথা] (সেইরূপ) অবিচ্ছিন্না (বিষয়ান্তর দ্বারা ছেদশূন্যা) [যা] (যে) মনোগতিঃ (মনের গতি) সা হি (তাহাই) নির্গুণস্য ভক্তিযোগস্য (নির্গুণ ভক্তিযোগের) লক্ষণং (লক্ষণরূপে) উদাহৃতং (উদাহৃত হয়)—যা ভক্তিঃ (যে ভক্তি) অহৈতুকী (ফলানুসন্ধানশূন্যা), অব্যবহিতা (জ্ঞানকর্ম্মাদিব্যবধানশূন্যা)।

অনুবাদ। কপিলদেব দেবহূতিকে বলিলেন, মা! আমার গুণশ্রবণমাত্রেই সর্ব্বান্তঃকরণে অবস্থিত পুরুষোত্তম আমাতে—সমুদ্রে গঙ্গা-সলিলের ন্যায়—অবিচ্ছিন্না যে মনোগতি এবং যাহা ফলাভিসন্ধানশূন্যা এবং জ্ঞানকর্ম্মাদিব্যবধানশূন্যা বা স্বরূপসিদ্ধা, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ।৩৪।৩৫।”

এই শ্লোকে নির্গুণা বা শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ বলা হইয়াছে। পুরুষোত্তম ভগবানে যে মনের গতি, তাহার নাম ভক্তি; এই মনোগতি যদি ভগবদ্‌গুণশ্রবণমাত্রে জাতা, গঙ্গাধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্না, অহৈতুকী এবং অব্যবহিতা হয়, তাহা হইলেই তাহাকে নির্গুণা ভক্তি বলা হয়। তাহা হইলে নির্গুণা ভক্তির চারিটী লক্ষণ হইল; প্রথমতঃ ভগবদ্‌গুণ-শ্রবণাদি হইতে ইহার উন্মেষ হইবে, অন্য কোনও কারণ হইতে ইহা জন্মিবেনা; কারণ, ভক্তি হইতেই ভক্তির জন্ম, ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা ইত্যাদি। ভগবদ্‌গুণশ্রবণাদি ভক্তির অঙ্গ; তাহা হইতে উন্মেষিত হইলেই ইহা অন্যকারণশূন্যা বা নির্গুণা হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা অবিচ্ছিন্না হইবে; গঙ্গার জলধারা যেমন অবিচ্ছিন্নভাবে সমুদ্রের দিকে গমন করে, কোথাও তাহার একটুও ফাঁক থাকেনা, ভক্তের মনের গতিও যদি তদ্রূপ অবিচ্ছিন্ন ভাবে পুরুষোত্তম ভগবানের দিকে ধাবিত হয়, অন্য বিষয়ের চিন্তাদ্বারা যদি ইহা কোন সময়েই ভেদপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলেই তাহা নির্গুণা হইতে

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ৩৬

তথাহি (ভাঃ ৯.৪.৬৭)—
মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ৩৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অহৈতুকীত্বমেব বিশেষতো দর্শয়তি। জনা মদীয়াঃ। সালোক্যাদিকমপি উত অপি দীয়মানমপি ন গৃহ্ণন্তি মৎসেবনং বিনেতি। গৃহ্ণন্তি চেত্তর্হি মৎসেবনার্থমেব গৃহ্ণন্তি, নতু তদর্থমেবেত্যর্থঃ। সার্ষ্টিং সমানৈশ্বর্য্যং একত্বং ভগবৎসাযুজ্যং ব্রাহ্মসাযুজ্যঞ্চ। অনয়োস্তল্লীলাত্মকত্বেন মৎসেবনার্থত্বাভাবাদগ্রহণাবশ্যকত্বমেবেতি ভাবঃ। শ্রীজীব-গোস্বামী ॥৩৬।

তেষাং নিষ্কামত্বস্য পরমকাষ্ঠামাহ মৎসেবয়েতি। প্রতীতং স্বতঃ প্রাপ্তমপি কুতোঽন্যদিতি সালোক্যাদীনাং কালেনাবিপ্লুতত্বং দর্শয়তি কালবিপ্লুতত্বং পারমেষ্ঠ্যাদি। চক্রবর্ত্তী ॥ ৩৭ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পারে। তৃতীয়তঃ ইহা অহৈতুকী হইবে—কোন হেতুকে অবলম্বন করিয়া, নিজের নিমিত্ত কোনও ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া এই মনোগতি প্রবৃত্তি হইবে না; ইহা হইবে—নিজের জন্য কোনও রূপ ফলের অনুসন্ধানশূন্যা। চতুর্থতঃ, ইহা অব্যবহিতা হইবে অর্থাৎ ইহা আরোপসিদ্ধা ভক্তি হইবে না, পরন্তু স্বরূপ-সিদ্ধা বা সাক্ষাৎ-ভক্তিরূপা হইবে—একমাত্র ভগবানের প্রীতির আনুকূল্যার্থই ইহা প্রয়োজিত হইবে। এই সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেই ভক্তির নির্গুণত্ব সিদ্ধ হইবে।

নির্গুণা বা শুদ্ধা ভক্তি যাঁহার আছে, তাঁহাকেই শুদ্ধভক্ত বলা যায়; পূর্ব্ব পয়ারে শুদ্ধভক্তের কথা থাকায়, তাহার প্রমাণ দিতে যাইয়া সর্ব্বপ্রথমে এই শ্লোকদ্বয়ে শুদ্ধা বা নির্গুণা ভক্তির লক্ষণ প্রকাশ করা হইয়াছে। এইরূপ ভক্তি যাঁহাদের আছে, সেই শুদ্ধভক্তগণ যে ভগবৎসেবাশূন্যা সালোক্যাদি মুক্তিও গ্রহণ করেন না, তাহাই পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

এই শ্লোক দুইটী কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না; ঝামটপুরের হস্তলিখিত গ্রন্থে থাকাতেই এস্থলে উদ্ধৃত হইল। বস্তুতঃ এই শ্লোক দুইটী না থাকিলেও বিশেষ কোনও ক্ষতি হইত বলিয়া মনে হয় না।

শ্লো। ৩৬ **অন্বয়।** জনাঃ (আমার ভক্তগণ) মৎসেবনং (আমার সেবা) বিনা (ব্যতীত) দীয়মানং (আমি দিতে উদ্যত হইলে) উত (ও) সালোক্য (আমার সহিত একলোকে বাস), সার্ষ্টি (আমার সমান ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (আমার সমান রূপ), সামীপ্য (আমার নিকটে অবস্থান), একত্বমপি (আমার সঙ্গে সাযুজ্যও) ন গৃহ্ণন্তি (গ্রহণ করেন না)।

অনুবাদ। কপিলদেব বলিলেন—মা! আমার ভক্তগণ আমার সেবাব্যতিরেকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করিলেও গ্রহণ করেন না। ৩৬।

সালোক্যাদি মুক্তির লক্ষণ ১।৩।১৬ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। ১৭২ পয়ারের টীকা দেখিলেই এই শ্লোকের মর্ম্ম বুঝা যাইবে। ১৭২ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

ক্বচিৎ দু'একখানা মুদ্রিত গ্রন্থে এই শ্লোকের পরে "স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ। যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ শ্রীভা, ৩।২৯।১৪।" এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়; কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থে এবং ঝামটপুরের গ্রন্থেও এই শ্লোকটী না থাকায়, বিশেষতঃ এস্থলে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করার কোনও সার্থকতাও দৃষ্ট না হওয়ায় আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

শ্লো। ৩৭। **অন্বয়।** সেবয়া (আমার সেবাদ্বারা) পূর্ণাঃ (পরিপূর্ণ—পূর্ণমনোরথ) তে (তাঁহারা—আমার ভক্তগণ) মৎসেবয়া (আমার সেবার প্রভাবে) প্রতীতং (আপনা-আপনি সমাগত) সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং (সালোক্যাদি

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম। নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধহেম ॥ ১৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মুক্তি-চতুষ্টয়কে) [অপি] (ও) **ন ইচ্ছন্তি** (গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেনা) ; কালবিপ্লুতং (কালপ্রভাবে যাহা ধ্বংস **প্রাপ্ত** হয়, এরূপ) **অন্যৎ** (অন্য কিছু—স্বর্গাদি) **কুতঃ** (কি নিমিত্ত গ্রহণ করিবে) ?

অনুবাদ। শ্রীভগবান্‌-বৈকুণ্ঠনাথ দুর্ব্বাসাকে বলিলেন—আমার সেবাসুখে পরিপূর্ণ আমার ভক্তসকল—আমার সেবাপ্রভাবে অনায়াসে যাহা পাওয়া যায়, সেই সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয়কেও যখন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, তখন—যাহা কালপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়, এমন স্বর্গাদি অন্য কিছু তাঁহারা কি নিমিত্ত গ্রহণ করিবেন ? ৩৭।

যাহার যে বিষয়ে অভাব আছে, সেই বিষয়-প্রাপ্তির জন্য তাহারই বাসনা জন্মে ; যাহার কোনও অভাব নাই, তাহার চিত্তে কোনও বাসনাই জন্মিতে পারে না। ভগবদ্‌ভক্তগণের চিত্ত ভগবৎ-সেবা-সুখেই পরিপূর্ণ, তাঁহাদের কোনও বিষয়েই কোনও অভাব নাই ; তাই তাঁহাদের চিত্তে কোনও কিছুর জন্যই কোনও বাসনা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এজন্যই ভক্তগণ সালোক্যাদি-মুক্তি-চতুষ্টয় অনায়াসে হাতের কাছে পাইলেও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না—কারণ, তজ্জন্য তাঁহাদের কোনও প্রয়োজন-বোধ নাই। সালোক্যাদি-মুক্তিচতুষ্টয় নিত্য, অবিনশ্বর ; তাহাই যখন তাঁহারা চাহেন না, তখন ইহকালের সুখ-সম্পদ্‌ বা পরকালের স্বর্গাদি—যাহা কালপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা কেনই বা তাঁহারা ইচ্ছা করিবেন ? স্থূলকথা এই যে, সেবাসুখে তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে বলিয়া ভক্তগণের স্বসুখ-বাসনার আর অবকাশ নাই।

সালোক্যাদিচতুষ্টয়—সালোক্য, সার্ষ্টি, সমীপ্য ও সারূপ্য এই চারি রকমের মুক্তি। "কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্‌"-বাক্যে—সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় যে কালপ্রভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, তাহাই ধ্বনিত হইতেছে।

শুদ্ধভক্তদের চিত্তে স্বসুখবাসনার স্থান কেন নাই, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। সেবাসুখে তাঁহাদের চিত্ত সম্যক্‌রূপে পূর্ণ হইয়া আছে বলিয়া অন্য কিছুর স্থানই তাহাতে নাই।

শুদ্ধভক্তদিগের ভাব যে স্বসুখবাসনামূলক কামগন্ধহীন, তাহাই এই কয় শ্লোকে প্রমাণিত হইল।

১৭৩। পূর্ব্বপয়ারের সহিত এই পয়ারের অন্বয়। পূর্ব্ব পয়ারে এবং ৩৬শ শ্লোকে ভগবৎকর্ত্তৃক দীয়মান সালোক্যাদি-গ্রহণের অনিচ্ছা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বপয়ারোক্ত শুদ্ধভক্তগণ সাধনসিদ্ধ ভক্ত। সিদ্ধির পূর্ব্বে সাধনসিদ্ধ ভক্তগণকে অনেক দুঃখ-যন্ত্রণার সম্মুখীন হইতে হয়, সুতরাং সালোক্যাদি-রূপ কোনও স্থায়ী সুখের প্রতি তাঁহাদের লোভ হওয়া অসম্ভব নহে ; কিন্তু সাধন দ্বারা প্রকটিত প্রেমের প্রভাবে তাঁহাদেরই যখন স্বসুখ-বাসনা থাকিতে পারে না, তখন যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ, যাঁহাদের প্রেমও নিত্যসিদ্ধ—স্বাভাবিক, স্বসুখ-বাসনার গন্ধমাত্রও যে তাঁহাদের থাকিবেনা, ইহা বলাই বাহুল্য।

ষষ্ঠশ্লোকের আভাস-বর্ণন উপলক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৯ পয়ারে বলা হইয়াছে—গোপীদিগের প্রেম বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল, ইহা কাম নহে। তারপর ১৪০—১৭২ পয়ারে গোপীপ্রেমের কামগন্ধহীনত্ব প্রতিপাদন করিয়া পুনরায় গোপীপ্রেমের মহিমা বর্ণন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই পয়ারের অন্বয় :—গোপীপ্রেম স্বাভাবিক, কামগন্ধহীন এবং দগ্ধহেমের ন্যায় শুদ্ধ, নির্ম্মল ও উজ্জ্বল।

স্বাভাবিক—নিত্যসিদ্ধ ; অনাদিকাল হইতেই বিদ্যমান ; কোনওরূপ সাধন দ্বারা প্রকটিত নহে। **কাম-গন্ধহীন**—স্বসুখবাসনার লেশমাত্রও নাই যাহাতে। **দগ্ধহেম**—আগুনে পোড়ান সোনা। সোনাকে আগুনে পোড়াইলে তাহা হইতে সমস্ত খাদ—বা মলিনতা (বাজে জিনিস) বাহির হইয়া যায় ; তখন তাহাতে সোনা ব্যতীত অন্য কোন জিনিসই থাকে না ; এরূপ সোনা অত্যন্ত নির্ম্মল, উজ্জ্বল ও বিশুদ্ধ হয়। গোপীদিগের প্রেমেও কৃষ্ণসুখ-বাসনা ব্যতীত অন্য কিছুই না থাকাতে তাহা দগ্ধস্বর্ণের ন্যায় পবিত্র, নির্ম্মল এবং উজ্জ্বল।

কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী ॥ ১৭৪

তথাপি গোপীপ্রেমামৃতে—
সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে
ভবন্তি ন ॥ ৩৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সহায়া ইতি। হে পার্থ! তে তুভ্যং সত্যং নিশ্চিতং বদামি কথয়ামাহম্। গোপ্যঃ গোপাঙ্গনাঃ মে মম কিমিতি বিস্ময়ে ন ভবন্তি সর্ব্বযোগ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ। সহায়াঃ প্রিয়মিত্রবৎ সাহায্যং কুর্ব্বন্তি, গুরবঃ মাং গুরুবৎ উপদেশং কুর্ব্বন্তি, শিষ্যাঃ শিষ্যবৎ মদাজ্ঞাং ন লঙ্ঘয়ন্তীত্যর্থঃ, ভুজিষ্যাঃ দাসীবৎ মৎসেবাং কুর্ব্বন্তি, বান্ধবাঃ বন্ধুবৎ প্রেমাচারং আচরন্তীত্যর্থঃ, স্ত্রিয়ঃ স্বস্ত্রীবৎ ব্যবহারং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥ শ্লোকমালা ॥ ৩৮ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৭৪। শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগযুক্ত ভক্ত অনেকেই আছেন; কিন্তু তাঁহাদের কেহই গোপীগণের মত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নহেন; শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন,—গোপীগণ তাঁহার প্রাণাধিক-প্রিয়তম। "ভক্তাঃ সমানুরক্তাশ্চ কতি সন্তি ন ভূতলে। কিন্তু গোপীজনঃ প্রাণাধিক-প্রিয়তমো মতঃ ॥ ল, ভা, ভক্তামৃত। ৩৬ ॥" ইহার হেতু এই যে তাঁহাদের প্রেম কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় এবং সর্ব্ববিধ অপেক্ষা-রহিত, যে উপায়েই হউক না কেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য; তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সব হইতে পারিয়াছেন—তাঁহার সহায় বলুন, গুরু বলুন, বান্ধব বলুন, প্রেয়সী বলুন, শিষ্যা বলুন, সখী বলুন, দাসী বলুন—যে কোনও সম্পর্কে সম্পর্কিত লোকের নিকট হইতে যে কোনওরূপ প্রীতি এবং সেবা পাওয়া যায়, তৎসমস্ত প্রীতি এবং সেবাই গোপীগণের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ পাইতে পারেন। লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথ, মান, অপমান, সম্পর্ক-প্রভৃতির কোনও রূপ অপেক্ষা নাই বলিয়াই, যে কোনও ভাবেই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে পারেন।

সহায়—গোপীগণ রাসক্রীড়াদি সর্ব্ববিষয়ে শ্রীকৃষ্ণকে সহায়তা করিয়া থাকেন। **গুরু**—গোপীগণ গুরুর ন্যায় হিতোপদেশ দিয়া থাকেন, বিশেষতঃ প্রেমশিক্ষাদিব্যাপারে (শ্রীকৃষ্ণকে)। **বান্ধব**—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বন্ধুর ন্যায় প্রীতিমূলক আচরণ করিয়া থাকেন। **প্রেয়সী**—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রেয়সীবৎ আচরণ করেন, নিজাঙ্গ দ্বারাও তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করেন। **শিষ্যা**—গোপীগণ শিষ্যার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের আনুগত্য করিয়া থাকেন, কখনও তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করেন না। **সখী**—যাঁহারা নিরুপাধি-প্রীতিপরায়ণা, সুখ-দুঃখে তুল্য-সুখ-দুঃখ-ভাগিনী, বয়স্যভাববশতঃ পরস্পরের হৃদয় যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই সখী। "নিরুপাধি-প্রীতিপরা সদৃশী সুখদুঃখয়োঃ। বয়স্যভাবাদন্যোঽন্যং হৃদয়জ্ঞা সখী ভবেৎ ॥ অলঙ্কার-কৌস্তভঃ।৫।৬৩॥" ইঁহারা প্রেম-লীলা-বিহারাদির সম্যক্‌রূপে বিস্তার সাধন করেন। "প্রেমলীলা-বিহারাণাং সম্যগ বিস্তারিকা সখী। উঃ নীঃ। সখীপ্রকরণ।২॥" শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের একপ্রাণতা আছে, তাঁহার সুখসাধক লীলা বিস্তারের নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্বদাই যত্নবতী। **দাসী**—গোপীগণ দাসীর ন্যায়—শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। **প্রিয়া**—পতিব্রতা পত্নী (তত্তুল্য একনিষ্ঠত্ব)।

এই সমস্ত কারণে অন্য ভক্ত অপেক্ষা গোপীদিগের শ্রেষ্ঠত্ব। এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩৮। অন্বয়। পার্থ (হে অর্জ্জুন)! তে (তোমার নিকটে) সত্যং বদামি (সত্য করিয়া বলিতেছি), গোপ্যঃ (গোপীগণ), মে (আমার), সহায়াঃ (সহায়), গুরবঃ (গুরু), শিষ্যাঃ (শিষ্যা), ভুজিষ্যাঃ (ভোগ্যা), বান্ধবাঃ (বান্ধব), স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রী) [স্যুঃ] (হয়েন); [অতঃ] (অতএব) [তাঃ] (তাঁহারা) মে (আমার) কিং (কি), ন ভবন্তি (না হয়েন)?

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জ্জুন! তোমার নিকটে সত্য করিয়া বলিতেছি, গোপিকারা আমার

গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা-পরিপাটী ইষ্ট-সমীহিত ॥ ১৭৫

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৩৯)
আদিপুরাণবচনম্—
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মন্মাহাত্ম্যমিতি। হে পার্থ! গোপিকাঃ মন্মাহাত্ম্যং মম মহিমানং মৎসপর্য্যাং মম সেবাং মৎশ্রদ্ধাং মম স্পৃহণীয়ং মন্মনোগতং মম মনোঽভিপ্রায়ং জানন্তি, অন্যে এতদ্ভিন্নাঃ অন্যে ভক্তাঃ তত্ত্বতঃ স্বরূপতো ন জানন্তীত্যর্থঃ। শ্লোকমালা ॥ ৩৯ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সহায়, গুরু, শিষ্যা, ভোগ্যা, বান্ধব এবং স্ত্রী হয়েন; অতএব তাঁহারা যে আমার কি নহেন, তাহা আমি বলিতে পারি না, অর্থাৎ তাঁহারা আমার সকলই। ৩৮।

ভুজিষ্যাঃ—রস-নির্য্যাস-আস্বাদনাদি-বিষয়ে ভোগ্যা স্ত্রী। **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রী, স্বপত্নী; গোপীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকান্তা; প্রকটলীলায় পরকীয়া-কান্তারূপে প্রতীয়মানা হইলেও পতিব্রতা স্ত্রীর পত্যেকনিষ্ঠত্বের ন্যায়ই শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের একনিষ্ঠত্ব ছিল। অন্যান্য শব্দের অর্থ পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১৭৫। সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিবার সুযোগও গোপিকাদের আছে; যেহেতু, কোন্ সময় শ্রীকৃষ্ণের মনের অভিপ্রায় কিরূপ হয়, শ্রীকৃষ্ণ তাহা ব্যক্ত না করিলেও প্রেমবলে তাঁহারা তাহা জানিতে পারেন। প্রেমসেবার পরিপাটীও তাঁহাদের জানা আছে; এবং কিরূপ শারীরিক ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হইবেন, তাহাও তাঁহারা জানেন।

মনের বাঞ্ছিত—মনের অভিপ্রায় (যাহা মনেই থাকে—ব্যক্ত করা হয় না, তাহাও গোপীগণ জানিতে পারেন)। **প্রেমসেবা-পরিপাটী**—কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবার পরিপাটী বা কৌশল; কোন্ সেবা কিরূপ ভাবে করিলে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত আনন্দ জন্মিতে পারে, তাহাও গোপীগণ জানেন॥ **ইষ্ট সমীহিত**—ইষ্ট অর্থ শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ যাহা ভালবাসেন। সমীহিত অর্থ শারীরিক ব্যবহার। যেরূপ শারীরিক ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ভালবাসেন, তাহাই হইল ইষ্ট-সমীহিত। গোপীদের কিরূপ শারীরিক চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ভালবাসেন, তাহাও তাঁহারাই জানেন।

গোপীদিগের প্রেমের প্রভাবেই তাঁহারা এ সমস্ত জানিতে পারেন; অন্যের তদ্রূপ প্রেম না থাকাতে অন্যে তাহা জানিতে পারে না। ইহাই গোপীপ্রেমের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যবশতঃ সর্ব্ববিধ সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার সুযোগ গোপীদেরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩৯। অন্বয়। পার্থ (হে অর্জ্জুন)! গোপিকাঃ (গোপীগণ), মন্মাহাত্ম্যং (আমার মহিমা), মৎসপর্য্যাং (আমার সেবা), মৎশ্রদ্ধাং (আমার স্পৃহার বিষয়), মন্মনোগতং (আমার মনোগত ভাব), তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) জানন্তি (জানেন); অন্যে (তাঁহারা ব্যতীত অন্য ভক্ত), ন জানন্তি (তাহা জানেন না)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জ্জুন! আমার মহিমা, আমার সেবা, আমার স্পৃহার বিষয় এবং আমার মনোগতভাব গোপিকারাই স্বরূপতঃ জানেন, অন্য কেহ তাহা জানে না। ৩৯।

পূর্ব্ব পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোকে দেখান হইল যে, নিখিল ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে গোপীগণই শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের মনোগত ভাব এবং স্পৃহণীয় বিষয় জানেন এবং তদনুরূপ সেবার পরিপাটীও তাঁহারা জানেন; অন্য কোনও ভক্তই এ সমস্ত সম্যক্‌রূপে জানেন না।

সেই গোপীগণমধ্যে উত্তমা—রাধিকা ।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা ॥ ১৭৬

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪৫)
পদ্মপুরাণবচনম্—
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ম্ তথা ।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥৪০

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪৬)
আদিপুরাণবচনম্—
ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী ।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থঃ যত্র রাধাভিধা মম ॥ ৪১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

যথা রাধা ইতি। যথা যেন প্রকারেণ বিষ্ণোঃ শ্রীনন্দনন্দনস্য প্রিয়া প্রাণাধিকা রাধিকা এব তথা তস্যাঃ রাধায়াঃ প্রিয়ং কুণ্ডমেব। একা সা রাধিকা সর্ব্বাসু গোপিকাসু মধ্যে বিষ্ণোঃ শ্রীনন্দনন্দনস্য অত্যন্তবল্লভা সর্ব্বোত্তমা প্রেয়সীত্যর্থঃ। মহাভাবস্বরূপত্বেন পরপ্রিয়ত্বাৎ সর্ব্বগুণান্বিতত্বাচ্চাতিশয়েন প্রিয়তমা ইত্যর্থঃ। অত্র বিষ্ণুশব্দস্য সামান্যতো বৃত্তিঃ যশোদাস্তনন্ধয় ইতি রূঢ়িতঃ। শ্লোকমালা ॥ ৪০ ॥

ত্রৈলোক্য ইতি। হে পার্থ! ত্রৈলোক্যে স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাললোকে পৃথিবী ধন্যা সর্ব্বমান্যা যতঃ যত্র পৃথিব্যাং বৃন্দাবনং পুরী মথুরা চাস্তে, তত্রাপি বৃন্দাবনে গোপিকাঃ ধন্যাঃ ভবন্তি, যত্র গোপিকাসু মধ্যে মম প্রিয়া রাধাভিধা রাধানামাস্তে। শ্লোকমালা ॥ ৪১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১৭৬। নিখিল ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে গোপীগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং এই গোপীগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধাই রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে এবং প্রেমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ।

সৌভাগ্য—বশীভূতকান্তত্ব ; যাঁহার কান্ত যত বশীভূত, সেই রমণীকে তত সৌভাগ্যবতী বলে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার যত বেশী বশীভূত, তত আর কাহারও নহেন ; তাই সৌভাগ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বাধিকা ।

শ্লো। ৪০। **অন্বয়**। রাধা (শ্রীরাধা), যথা (যেরূপ) বিষ্ণোঃ (শ্রীকৃষ্ণের), প্রিয়া (প্রিয়া), তস্যাঃ (তাঁহার—শ্রীরাধার), কুণ্ডং (কুণ্ড), তথা (সেইরূপ) প্রিয়ং (প্রিয়)। সর্ব্বগোপীষু (সমস্ত গোপীগণের মধ্যে), একা (একা) সা এব (সেই শ্রীরাধাই) বিষ্ণোঃ (শ্রীকৃষ্ণের) অত্যন্তবল্লভা (অত্যন্ত প্রিয়া)।

অনুবাদ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়, শ্রীরাধার কুণ্ডও সেইরূপ প্রিয়। সমস্ত গোপীগণের মধ্যে একা শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় অর্থাৎ শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা প্রেয়সী। ৪০।

রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে এবং প্রেমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়াই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা।

শ্লো। ৪১। **অন্বয়**। হে পার্থ! ত্রৈলোক্যে (স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে—এই ত্রিলোকী মধ্যে) পৃথিবী ধন্যা ; যত্র (যে পৃথিবীতে) বৃন্দাবনং (বৃন্দাবন) [নাম] (নামক) পুরী [বিরাজতে] (বিরাজিত) ; তত্র অপি (সেই বৃন্দাবনেও) গোপিকাঃ (গোপীগণ) ধন্যাঃ (ধন্যা), যত্র (যে গোপীগণের মধ্যে) মম (আমার) রাধাভিধা (রাধানাম্নী) [গোপিকা] (গোপী) [বর্ত্ততে] (আছেন)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জ্জুন! স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতাল—এই ত্রিলোকী মধ্যে পৃথিবীই ধন্যা ; যেহেতু, এই পৃথিবীতে বৃন্দাবন-নামক পুরী আছে ; সেই বৃন্দাবনের মধ্যে গোপীগণ ধন্য, যেহেতু সেই গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধা-নাম্নী আমার গোপিকা আছেন। ৪১।

পদ্মপুরাণেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। "ত্রৈলোক্যে পৃথিবী মান্যা জম্বুদ্বীপং ততো বরম্। তত্রাপি ভারতং বর্ষং তত্রাপি মথুরাপুরী॥ তত্র বৃন্দাবনং নাম তত্র গোপীকদম্বকম্। তত্র রাধাসখীবর্গস্তত্রাপি রাধিকা বরা॥ প, পা, খ, ৫০। ৫৯—৬০॥"

রাধা-সহ ক্রীড়া-রসবৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥ ১৭৭
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা—কৃষ্ণপ্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ ॥ ১৭৮

তথাহি গীতগোবিন্দে (৩।১)—

কংসারিরপি সংসার-বাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ৪২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীরাধিকোৎকণ্ঠাবর্ণনান্তরং শ্রীকৃষ্ণোৎকণ্ঠামাহ কংসারিরিতি। যথা সা তস্মিন্নুৎকণ্ঠিতা তথা কংসারিরপি রাধাং আ সম্যক হৃদয়ে ধৃত্বা ব্রজসুন্দরীস্তত্যাজ। হৃদয়ে তদ্ধারণপূর্ব্বক-শারদীয়রাসান্তর্দ্ধিস্ফূর্ত্ত্যা চলিত ইত্যর্থঃ। কীদৃশীং রাধাম্? পূর্ব্বানুভূতস্মৃত্যুপস্থাপিত-বিষয়স্পৃহা বাসনা সম্যক্ সারভূতায়াঃ প্রাক্ নিশ্চিতায়া বাসনায়াং বন্ধনায় দৃঢ়ীকরণায় শৃঙ্খলাং নিগড়রূপাং পরমাশ্রয়ামিত্যর্থঃ। যথা কশ্চিৎ বিবেকী পুরুষঃ তারতম্যেন সারবস্তু-নিশ্চয়াৎ তদেকনিষ্ঠস্তদন্যৎ সর্ব্বং ত্যজতি তথায়মিত্যর্থঃ। বালবোধিনী ॥ ৪২ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীরাধার প্রাধান্যে গোপীগণের প্রাধান্য; সুতরাং শ্রীরাধাই গোপীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। "ন রাধিকা সমা নারী। প, পা, খ, ৪৬।৫১ ॥"

উক্ত দুই শ্লোক পূর্ব্ব পয়ারের প্রমাণ।

১৭৭-১৭৮। রসপুষ্টি-বিষয়ে অন্য গোপীদের উপযোগিতা দেখাইয়া শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন, দুই পয়ারে। **কৃষ্ণ-প্রাণধন**—কৃষ্ণের প্রাণধন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"মমেষ্টা হি সদা রাধা। প, পু, পা, ।৪২।২৭॥"

মধুর-রসনির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্ত মুখ্যতঃ শ্রীরাধার সহিতই শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া; শ্রীরাধার সহিত ক্রীড়াতেই মুখ্যতঃ রস উদ্ভূত হয়; অন্যান্য গোপীগণ সেই রসপুষ্টির সহায়তা মাত্র করেন—বিবিধ-ভাববৈচিত্রী দ্বারা ঐ রসের বৈচিত্রী সম্পাদন করেন মাত্র। নানাবিধ ব্যঞ্জনের দ্বারা যেমন অন্নের রস-বৈচিত্রী সম্পাদিত হয়, তদ্রূপ বিবিধ ভাবযুক্তা গোপীগণের দ্বারা শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াজনিত রসের আস্বাদন-বৈচিত্রী সম্পাদিত হয়। কিন্তু অন্ন ব্যতীত কেবল ব্যঞ্জন যেমন আস্বাদনের যোগ্য হয় না, তদ্রূপ শ্রীরাধা ব্যতীত কেবলমাত্র অন্য গোপীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া—এমন কি তাঁহাদের সকলের সহিত ক্রীড়া করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ কান্তারস সম্যক্ আস্বাদন করিতে পারেন না। ভোজনরসে অন্ন ও ব্যঞ্জনের যে সম্বন্ধ, কান্তারসে শ্রীরাধা ও গোপীগণেরও প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ—শ্রীরাধা অন্ন-স্থানীয়া, গোপীগণ ব্যঞ্জনস্থানীয়া। অথবা, দেহধারণ-বিষয়ে প্রাণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের যে সম্বন্ধ, কান্তারস-পুষ্টি-বিষয়ে শ্রীরাধা ও অন্য গোপীগণের মধ্যেও প্রায় তদ্রূপ সম্বন্ধ। প্রাণ ব্যতীত ইন্দ্রিয়-সমূহ স্বতন্ত্রভাবে যেমন দেহের সুখ সম্পাদন করিতে পারেনা, যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণই যেমন ইন্দ্রিয়গণ দেহের সুখ বিধান করিতে পারে—তদ্রূপ শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য গোপীগণও স্বতন্ত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সুখের হেতু হইতে পারেন না; যতক্ষণ শ্রীরাধা তাঁহাদের সঙ্গে থাকেন, ততক্ষণই তাঁহারা মধুর-রস-পুষ্টির সহায়তা করিতে পারেন। ইহাতেই অন্যান্য গোপীগণ হইতে শ্রীরাধার প্রাধান্য সূচিত হইতেছে।

১৭৭ পয়ারের মর্ম্ম :—শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার যে রস জন্মে, সেই রসের বৃদ্ধির নিমিত্ত (সেই রসের আস্বাদন-বৈচিত্রী সম্পাদনের নিমিত্ত) অন্য সকল গোপীগণ রসোপকরণ (রসপুষ্টির সহায়কারিণী) মাত্র।

আর সব—শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য সমস্ত গোপী। **রসোপকরণ**—রসের উপকরণ বা উপকারক, সহায়কারিণী।

১৭৮ পয়ার :—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বল্লভা (প্রিয়া), শ্রীকৃষ্ণের প্রাণতুল্য-প্রিয়া; শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধান করিতে পারেন না।

তাঁহা বিনু—শ্রীরাধা ব্যতীত। **সুখহেতু**—সুখের হেতুভূত; সুখ-বিধায়ক।

শ্লো। ৪২। অন্বয়। কংসারিঃ (শ্রীকৃষ্ণ) অপি (ও) সংসার-বাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং (সম্যক্‌রূপে সার-বাসনার

দৃঢ়ীকরণে শৃঙ্খলরূপা) রাধাং (শ্রীরাধাকে) হৃদয়ে (হৃদয়ে) আধায় (সম্যক্‌রূপে ধারণ করিয়া) ব্রজসুন্দরীঃ (ব্রজসুন্দরীগণকে) তত্যাজ (ত্যাগ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। কংসারি শ্রীকৃষ্ণও (রাসলীলাভিলাষরূপ) তাঁহার সম্যক্ সারভূতবাসনার দৃঢ়ীকরণে শৃঙ্খলরূপা শ্রীরাধিকাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অপর ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ৪২।

এই শ্লোকটী শ্রীজয়দেবকৃত বসন্ত-রাস-বর্ণনার শ্লোক। শ্রীরাধা যখন দেখিলেন, প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বেই এক এক রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান, তদ্রূপ তাঁহার নিজের নিকটেও একরূপে বিদ্যমান—"শত কোটী গোপী সঙ্গে রাস বিলাস। তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধা পাশ। সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা। রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥ ২।৮।৮২-৮৩"—শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপীদিগের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, শ্রীরাধার সঙ্গেও ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই করিতেছেন—দেখিয়া, তাঁহার সহিত কোনওরূপ বিশেষ ব্যবহার করিতেছেন না দেখিয়া শ্রীরাধার বাম্যভাব উপস্থিত হইল; তিনি রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অন্য সমস্ত গোপীগণকে ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার অন্বেষণে ধাবিত হইলেন।

অপি—ও। গীতগোবিন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত শ্রীরাধার উৎকণ্ঠার কথা বর্ণিত হইয়াছে। তারপর এই শ্লোকে দেখাইতেছেন—কেবল যে শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা, তাহা নহে; পরন্তু শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার জন্য উৎকণ্ঠিত; ইহাই অপি-শব্দের তাৎপর্য্য। শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার জন্য উৎকণ্ঠিত বলিয়া শ্রীরাধার অন্তর্ধানে সমস্ত গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অন্বেষণে ধাবিত হইয়াছিলেন।

সংসার—সম্+সার=সংসার। সম্যক্‌রূপে সার (বা হার্দ্দ); সারভূত; সংসারশব্দটী বাসনার বিশেষণ। **সংসার-বাসনা**—সম্যক্‌রূপে সার যে বাসনা; সারভূত-বাসনা। রসাস্বাদন-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের যত সব বাসনা আছে, তাহাদের মধ্যে সার বা শ্রেষ্ঠ বাসনা হইতেছে রাসলীলার বাসনা। এস্থলে সংসার-বাসনা-শব্দে সমস্তসারভূত সেই বাসনার—রাসলীলার বাসনাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যাহা অনুভূত হইয়াছে, এমন কোনও বিষয়ের স্মরণ হইলে তাহা ভোগ করিবার ইচ্ছাকে বলে বাসনা (পূর্ব্বানুভূতস্মৃত্যুপস্থাপিত-বিষয়স্পৃহা বাসনা)। ইতঃপূর্ব্বে শারদ-পূর্ণিমায় যে রাসলীলারস শ্রীকৃষ্ণ অনুভব করিয়াছেন, সেই লীলারসের কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় পুনরায় তাহা আস্বাদনের সঙ্কল্প করিয়া তিনি বসন্তরাসে উদ্যত হইয়াছেন। সুতরাং এই বসন্তরাসলীলার বাসনাই হইল এক্ষণে তাঁহার সম্যক্ সারভূত বাসনা বা সংসার-বাসনা। **বন্ধ-শৃঙ্খলা**—বন্ধন (দৃঢ়ীকরণ) বিষয়ে শৃঙ্খলরূপা; কোনও কিছুকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিতে (বাঁধিতে) হইলে শৃঙ্খলের (শিকলের) দরকার। শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিলেই ঐ জিনিষটী ঠিক থাকে, নচেৎ তাহা ছুটিয়া দূরে চলিয়া যায়। **সংসার-বাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলা**—ইহা রাধা-শব্দের বিশেষণ; রাধাই সংসার-বাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলস্বরূপা। সংসার-বাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলাশব্দের অর্থ—রাসলীলাভিলাষরূপ সারভূত যে বাসনা, তাহার বন্ধন (দৃঢ়ীকরণ)-বিষয়ে শৃঙ্খল-স্বরূপা (শ্রীরাধা)। শ্রীরাধাই রাসেশ্বরী; অন্য শত কোটি গোপী উপস্থিত থাকিয়াও শ্রীরাধা যদি উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে রাসলীলা নিষ্পন্ন হইতে পারে না; শ্রীরাধাই হইলেন রাসলীলার পরমাশ্রয়ভূতা। সুতরাং শ্রীরাধা না থাকিলে রাসলীলা অসম্ভব বলিয়া রাসলীলার বাসনাও শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে থাকিতে পারে না। রাসলীলার বাসনাকে হৃদয়ে দৃঢ়রূপে ধারণ (বন্ধন) করিতে হইলে শ্রীরাধার উপস্থিতি প্রয়োজন; সুতরাং শ্রীরাধা হইলেন—হৃদয়ে রাসলীলার বাসনাকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিবার পক্ষে শৃঙ্খলসদৃশা। অর্থাৎ রাসলীলার পরাশ্রয়ভূতা। **রাধামাধায় হৃদয়ে**—রাধাকে হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে ধারণ করিয়া—চিন্তা দ্বারা, সাক্ষাদ্ভাবে নহে; কারণ, শ্রীরাধা পূর্ব্বেই রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। মনে মনে শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া।

শ্রীরাধা যখন রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, তখন অন্য সমস্ত গোপীই রাসমণ্ডলে ছিলেন; তথাপি রাসলীলাভিলাষী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলকে ত্যাগ করিয়া একাকিনী-শ্রীরাধার অন্বেষণে ধাবিত হইলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য শত কোটি গোপীদ্বারাও রাসলীলা-সম্পন্ন হইতে পারে না—পারিলে শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীদের

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার ॥ ১৭৯
সেইভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল যে কারণ॥ ১৮০

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥ ১৮১
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥ ১৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লইয়াই রাসলীলা করিতে পারিতেন। শ্রীরাধা যখন "ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি। তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি॥ সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা। রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥ তাঁহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিতে। মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥ ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া। বিষাদ করেন কামবানে খিন্ন হৈয়া॥ শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ। ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥ ২।৮।৮৪-৮৮॥"

শ্রীরাধিকা ব্যতীত অন্য সমস্ত গোপীগণও যে স্বতন্ত্র ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান করিতে পারেন না, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক। ইহা হইতেই সমস্ত গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

১৭৯-৮০। "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা" ইত্যাদি ষষ্ঠ শ্লোকের আভাস বর্ণনার (৮৬ পয়ার দ্রষ্টব্য) উপসংহার করিতেছেন। অথবা উক্ত শ্লোকস্থিত "তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি" অংশের আভাস প্রকাশ করিতেছেন দুই পয়ারে।

রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে এবং প্রেমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং শ্রীরাধার ভাবেই তিনি স্বীয় তিনটী বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। শ্রীরাধার ভাবে স্বীয় বাসনাত্রয় পূর্ণ করাতে উক্ত বাসনাত্রয়ই হইল তাঁহার অবতারের মূলকারণ।

সেই রাধার—রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে এবং প্রেমে সর্ব্বাধিকা শ্রীরাধার। **চৈতন্যাবতার**—শ্রীচৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতার। **যুগধর্ম্ম নাম ইত্যাদি**—শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম এবং ব্রজপ্রেম প্রচার করিয়াছেন (আনুষঙ্গিক ভাবে)। **সেই ভাবে**—শ্রীরাধার ভাবে। শ্রীরাধা সর্ব্বাধিকা বলিয়া তাঁহার ভাব (মাদনাখ্য-মহাভাব) ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; শ্রীরাধার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করিলেন। **নিজ বাঞ্ছা**—শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কিরূপ, সেই প্রেমের দ্বারা আস্বাদিত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যই বা কিরূপ এবং এই মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পান, তাহাই বা কিরূপ—এই তিনটী বিষয় জানিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের তিনটী বাসনা জন্মে; শ্রীরাধার ভাব ব্যতীত এই তিনটী বাসনা পূর্ণ হইতে পারে না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন এবং শ্রীচৈতন্যরূপেই ঐ তিনটী বাসনা পূর্ণ করিলেন।

যুগধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচারের নিমিত্ত শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করার প্রয়োজন হইত না; স্বীয় বাসনা-তিনটীর পূরণের নিমিত্তই তাহা অঙ্গীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে; সুতরাং ঐ তিনটী বাসনাই হইল শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়ার মুখ্য কারণ।

অবতারের ইত্যাদি—এই তিনটী বাসনাই অবতারের মূল বা মুখ্য কারণ।

১৮১-৮২। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে, নাম-প্রেম প্রচারই শ্রীচৈতন্যাবতারের কারণ; আবার পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণের বাসনাত্রয়ের পূরণই অবতারের কারণ। এই দুই উক্তির সমাধান করিতেছেন—দুই পয়ারে।

স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, তিনি মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার, মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার বলিয়া শৃঙ্গার-রসের সর্ব্ববিধ বৈচিত্রী আস্বাদনের বাসনা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। অন্যান্য সকল রসের ন্যায় শৃঙ্গার-রসও দুই ভাবে আস্বাদন করিতে হয়—বিষয়রূপে এবং আশ্রয়রূপে। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ বিষয়রূপেই শৃঙ্গার-রস আস্বাদন করিয়াছেন, আশ্রয়রূপে আস্বাদন করিতে পারেন নাই; কারণ, ব্রজে তিনি শৃঙ্গার-রসের বিষয়ই ছিলেন, আশ্রয় ছিলেন

তথাহি গীতগোবিন্দে (১।১১)—
বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামল-কোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ
ক্রীড়তি ॥ ৪৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বিশ্বেষামিতি। হে সখি! মধৌ বসন্তে মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি। কিং কুর্ব্বন্? বিশ্বেষাং সর্ব্বগোপীগণানাং অনুরঞ্জনেন তেষাং স্বস্ববাঞ্ছিতাতিরিক্তরসদানাৎ প্রীণনেনানন্দং জনয়ন্। পুনঃ কিং কুর্ব্বন্? অঙ্গৈরনঙ্গোৎসবমাধিক্যেন প্রাপয়ন্। কীদৃশৈঃ? নীলকমল-শ্রেণীতোঽপি শ্যামলকোমলৈঃ। ইন্দীবরশব্দেন শীতলত্বং, শ্রেণীপদেন নবনবায়মানত্বং, শ্যামলপদেন সুন্দরত্বং, কোমল-শব্দেন সুকুমারত্বং সূচিতম্। নন্বু দ্বিকোটিস্থোঽয়ং রসঃ, নায়কস্যানুরাগে সত্যপি নায়িকানুরাগমন্তরেণ কথং তদুদয়ঃ স্যাৎ? অত আহ—ব্রজসুন্দরীভিরালিঙ্গিতঃ আলিঙ্গনানুরঞ্জনেনানুরাঞ্জিত ইত্যর্থঃ। এতেনান্যোঽন্যানুরঞ্জনমাত্রতাৎপর্য্যকতয়া প্রেমপরিপাকোদ্গতপূর্ণরসাবির্ভাবেন প্রাকৃতরস স্তিরস্কৃত ইতি সূচিতম্। তর্হি সঙ্কোচাপত্তিঃ স্যাৎ। নৈবং বাচ্যং স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা কালদেশক্রিয়াণামসঙ্কোচাদিত্যর্থঃ। তথাপি তস্য সর্ব্বাঙ্গতা ন স্যাৎ ন অভিতঃ সর্ব্বৈরঙ্গৈরিত্যর্থঃ। তথাপ্যঙ্গানাং দিঙ্মাত্রতা স্যাৎ; ন প্রত্যঙ্গমিতি একৈকাঙ্গস্য যথোচিত-ক্রিয়ায়ামিত্যর্থঃ। নন্বেকেনানেকাসাং সমাধানং কথংস্যাৎ? তত্রাহ—শৃঙ্গাররসো মূর্ত্তিমান্ ইত্যহমুৎপ্রেক্ষে। যতঃ সোঽপ্যেক এব বিশ্বমনুরঞ্জয়ন্নানন্দয়তি। বালবোধিনী ॥ ৪৩ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীরাধিকাদি। ব্রজে আশ্রয়-জাতীয় শৃঙ্গার-রসের আস্বাদন বাকী ছিল; তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত বলবতী আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল বলিয়াই রসের আশ্রয় শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক তিনি শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন। (আশ্রয়-জাতীয় ভাব ব্যতীত আশ্রয়-জাতীয় রসের আস্বাদন অসম্ভব বলিয়াই তাঁহাকে রসের আশ্রয় শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে)। তিনি মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার বলিয়াই শৃঙ্গার-রসের অবশিষ্ট (আশ্রয়-জাতীয়) অংশটুকু আস্বাদনের নিমিত্ত বাসনা জন্মে—ইহা তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি বাসনা; সুতরাং ইহাই তাঁহার অবতারের মুখ্য কারণ। এই আশ্রয়-জাতীয় শৃঙ্গার-রস আস্বাদন করিতে করিতে আনুষঙ্গিক ভাবে তিনি নাম ও প্রেম প্রচার করিয়াছিলেন; সুতরাং নাম-প্রেমপ্রচার হইল আনুষঙ্গিক বা গৌণ কারণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদোক্ত কারণ গৌণ কারণ, চতুর্থ পরিচ্ছেদোক্ত কারণই মুখ্য কারণ।

রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ—যিনি সমস্ত রসের নিধান, রস-স্বরূপ, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই (স্বাংশ কৃষ্ণ নহেন) শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। **সাক্ষাৎ শৃঙ্গার**—মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার (শ্রীকৃষ্ণ); তাই শৃঙ্গার-রসের আস্বাদন বিষয়ে তাঁহার স্বাভাবিকী স্পৃহা।

সেই রস—যে শৃঙ্গার-রসের মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ, সেই শৃঙ্গার-রস, অর্থাৎ সেই শৃঙ্গার-রসের অবশিষ্টাংশ (আশ্রয়-জাতীয় শৃঙ্গার-রস, ব্রজলীলায় যাহা আস্বাদিত হইতে পারে নাই)। **আনুষঙ্গে**—আনুষঙ্গিক ভাবে (মুখ্যভাবে নহে); শৃঙ্গার-রসের আশ্রয়-জাতীয় অংশ আস্বাদন করিতে করিতে আনুষঙ্গিক ভাবে। **সব রসের প্রচার**—অন্য সমস্ত রসের, বিশেষতঃ নাম-প্রেমাদির প্রচার করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ শৃঙ্গার, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

অনুরঞ্জনেন (প্রীতি-সম্পাদন দ্বারা) বিশ্বেষাং (সমস্ত গোপীগণের)

শ্লো। ৪৩। অন্বয়। সখি (হে সখি)! আনন্দং (আনন্দ) জনয়ন্ (জন্মাইয়া) ইন্দীবর-শ্রেণী-শ্যামল-কোমলৈঃ (নীলপদ্ম-শ্রেণী হইতেও শ্যামল ও কোমল) অঙ্গৈঃ (অঙ্গ-সমূহ দ্বারা) অনঙ্গোৎসবং (অনঙ্গোৎসব) উপনয়ন্ (প্রাপ্ত করাইয়া) স্বচ্ছন্দং (অসঙ্কোচে) ব্রজসুন্দরীভিঃ (ব্রজসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক) অভিতঃ (সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা) প্রত্যঙ্গং (প্রতি অঙ্গে) আলিঙ্গিতঃ (আলিঙ্গিত) [সন্] (হইয়া)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞি রসের সদন।
অশেষ-বিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥ ১৮৩
সেই-দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগধর্ম্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম ॥ ১৮৪

অদ্বৈত-আচার্য্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস।
গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাস ॥ ১৮৫
আর যত চৈতন্যকৃষ্ণের ভক্তগণ।
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সভার চরণ ॥ ১৮৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মুগ্ধঃ (মুগ্ধ) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণ) মধৌ (বসন্ত কালে) মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার ইব (মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার-রস স্বরূপে) ক্রীড়তি (ক্রীড় করিতেছেন)।

অনুবাদ। হে সখি! অনুরঞ্জনের দ্বারা সমস্ত গোপীগণের আনন্দ জন্মাইয়া এবং নীলপদ্ম-শ্রেণী হইতেও শ্যামল ও কোমল অঙ্গ-সমূহের দ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয়ে অনঙ্গোৎসব উদয় করাইয়া এবং অসঙ্কোচে তাঁহাদের সমস্ত অঙ্গদ্বারা প্রতিঅঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার-রস-স্বরূপ মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে ক্রীড়া করিতেছেন। ৪৩।

অনুরঞ্জনেন—গোপীগণ যে পরিমাণ রসাস্বাদন আশা করিয়াছিলেন, তদপেক্ষাও অনেক অধিক রস আস্বাদন করাইয়া। **ইন্দীবর**—নীলপদ্ম। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ কি রকম? না—**ইন্দীবর-শ্রেণী-শ্যামল-কোমল**—নীলপদ্ম-সমূহ হইতেও শ্যামল এবং কোমল। ইন্দীবর-শব্দে অঙ্গের শীতলত্ব, শ্রেণী-শব্দে মাধুর্য্যের নবনবায়মানত্ব, শ্যামল-শব্দে সুন্দরত্ব এবং কোমল-শব্দে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের সুকুমারত্ব সূচিত হইতেছে। এতাদৃশ অঙ্গসমূহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের হৃদয়ে অনঙ্গোৎসব উদিত করাইলেন। এইরূপেই নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীদিগের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ব্যক্ত করিলেন। আবার ব্রজসুন্দরীগণও সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দ-চিত্তে তাঁহাদের সমস্ত অঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদের অনুরাগ প্রকাশ করিলেন। নায়ক-নায়িকার পক্ষে এই ভাবে পরস্পরের প্রীতি-সম্পাদনের চেষ্টায় প্রেম-পরিপাকোদ্গত পূর্ণ রসের আবির্ভাব হইল; আর মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার-রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণও সেই রস-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া বসন্তকালে প্রেয়সী-বর্গের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, শৃঙ্গার-রসের সর্ব্ববিধ বৈচিত্রী প্রকটিত করিয়া আস্বাদন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ব পয়ারে শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ শৃঙ্গার বলা হইয়াছে; তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

১৮৩। **রসের সদন**—সর্ব্বরসের আলয়। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সমস্ত রসের নিধান। তাই সর্ব্ববিধ বৈচিত্রীর সহিত তিনি রসের আস্বাদন করিয়াছিলেন। **অশেষ-বিশেষে**—সর্ব্ববিধ বৈচিত্রীর সহিত; কোনওরূপ বিশেষেরই (বৈচিত্রীরই) আর শেষ (অবশেষ) রাখিয়া যান নাই, সমস্তই আস্বাদন করিয়াছেন। সমস্ত ভাবের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার আশ্রয়-জাতীয় ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে বিষয়-জাতীয় এবং আশ্রয়-জাতীয়—এই উভয়-জাতীয় ভাবই বর্ত্তমান। সুতরাং মধুররসের বিষয়-জাতীয় এবং আশ্রয়-জাতীয় আস্বাদনই সমস্ত বৈচিত্রীর সহিত তিনি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। **রস আস্বাদন**—মধুর-রসের আস্বাদন। মধুর-রসের সর্ব্ববিধ বৈচিত্রীর আস্বাদনই শ্রীচৈতন্যাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

১৮৪। **সেই-দ্বারে**—অশেষ-বিশেষে মধুর-রসের আস্বাদন দ্বারা; আস্বাদন করিতে করিতে আনুষঙ্গিক ভাবে। **কলিযুগ-ধর্ম্ম**—নাম-সঙ্কীর্ত্তন। অশেষ-বিশেষে রস-বৈচিত্রী-আস্বাদনের আনুষঙ্গিক ভাবে তিনি কলিযুগ-ধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিলেন।

চৈতন্যের দাসে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্ত। বাঞ্ছাত্রয়-পূরণই যে শ্রীচৈতন্যাবতারের মুখ্য কারণ এবং বাঞ্ছাত্রয় পূরণের সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবেই নাম-প্রেম প্রচার করিয়াছেন বলিয়া নাম-প্রেম প্রচার যে অবতারের গৌণ কারণ—ইহাই বিজ্ঞের অনুভব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তবৃন্দই তাঁহার মনোগত ভাব এবং তাঁহার লীলার রহস্য অবগত আছেন তাঁহার অবতারের কারণ-সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ইহা তাঁহাদেরই অনুভব-লব্ধ সত্য, সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য।

১৮৫-৮৬। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তগণের কৃপাতেই গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী উল্লিখিত অবতার-কারণ

ষষ্ঠশ্লোকের এই কহিল আভাস।
মূলশ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ ॥ ১৮৭

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৪৪

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ়—কহিতে না জুয়ায়।
না কহিলে কেহো ইহার অন্ত নাহি পায় ॥ ১৮৮
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ় ॥১৮৯
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
এ সব সিদ্ধান্তে সে-ই পাইবে আনন্দ ॥১৯০
এ সব সিদ্ধান্ত-রস আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥১৯১

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জানিতে পারিয়াছেন; তাই তাঁহার ভক্তগণকে প্রণতি জানাইয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন, দুই পয়ারে।

১৮৭। **ষষ্ঠ শ্লোকের**—শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা ইত্যাদি শ্লোকের। **মূল শ্লোকের অর্থ**—শ্লোকের মূল অর্থ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারের মূল-কারণরূপ সিদ্ধান্ত। শ্লোকের আভাস-বর্ণনা-উপলক্ষ্যেই পূর্ব্ববর্ত্তী-পয়ার-সমূহে শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে; এক্ষণে সার-সিদ্ধান্তটী ব্যক্ত করা হইতেছে।

শ্লো। ৪৪। এই শ্লোকের অন্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদের ষষ্ঠ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৮৮। **এ সব সিদ্ধান্ত**—ষষ্ঠ শ্লোক সম্বন্ধে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে, সে সমস্ত। **গূঢ়**—গোপনীয়; যাহা গোপনে রাখা উচিত। **কহিতে না জুয়ায়**—প্রকাশ করিয়া বলা উচিত নয়।

গ্রন্থকার বলিতেছেন—"ষষ্ঠ শ্লোক সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিব বলিয়া মনে করিতেছি, সে গুলি অত্যন্ত গোপনীয়, প্রকাশ করিয়া বলা উচিত নয়। কিন্তু কিছু না বলিলেও এসব বিষয়ে কেহ কিছু কুল কিনারা পাইবেনা।"

১৮৯। "তাই প্রচ্ছন্ন ভাবে কিছু বলিতেছি; যাঁহারা রসিক ভক্ত, তাঁহারাই প্রচ্ছন্ন উক্তি হইতেও বিষয়টী বুঝিতে পারিবেন; কিন্তু যাঁহারা অভক্ত তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না।"

করিয়া নিগূঢ়—গোপন করিয়া; আবরণ দিয়া; প্রচ্ছন্ন ভাবে; ইঙ্গিতে। **রসিক ভক্ত**—রসিক ভক্তের লক্ষণ পরবর্ত্তী পয়ারে ব্যক্ত করা হইয়াছে। **মূঢ়**—মায়ামুগ্ধ অভক্ত।

১৯০। যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের ভজন করেন, শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের কৃপায় তাঁহারাই রসের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে এবং রস উপলব্ধি করিতে সমর্থ, তাঁহারাই রসিক ভক্ত। এই সমস্ত সিদ্ধান্তে তাঁহারাই আনন্দ পাইবেন; কারণ, তাঁহারা রসজ্ঞ।

হৃদয়ে ধরয়ে ইত্যাদি—যিনি শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দকে হৃদয়ে ধারণ করেন, অর্থাৎ যিনি প্রাণের সহিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজন করেন। ইহাই পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত রসিক ভক্তের লক্ষণ। যিনি রসজ্ঞ, রস-আস্বাদনে পটু, তিনিই রসিক। যিনি প্রাণের সহিত শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের ভজন করেন, তাঁহাদের কৃপায় তাঁহার রসাস্বাদন-পটুতা জন্মিতে পারে, তিনি তখন রসিক-ভক্ত হইতে পারেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের ঈদৃশী কৃপা হইতে বঞ্চিত, তাঁহারাই অরসিক। **এ সব সিদ্ধান্তে ইত্যাদি**—যে সকল সিদ্ধান্তের কথা বলা হইবে, সে সমস্ত ব্রজরস-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তে; শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের কৃপায় রসাস্বাদন বিষয়ে যাঁহারা পটুতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সকল সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিবেন।

১৯১। ভক্তগণকে কোকিলের সঙ্গে এবং বক্ষ্যমাণ সিদ্ধান্তকে আম্র-পল্লবের সঙ্গে তুলনা করিয়া পূর্ব্ব পয়ারের মর্ম্মই অন্যরূপে প্রকাশ করিতেছেন। আম্র-পল্লবের (আম-পাতার) রস যেমন কোকিলের অত্যন্ত প্রিয়, তদ্রূপ এ সব সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধীয় রসও ভক্তগণের অত্যন্ত প্রিয়।

অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥১৯২
যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে ॥১৯৩
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে, তার হউক্ চমৎকার ॥ ১৯৪
কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অন্তরে—।
পূর্ণানন্দ-পূর্ণরস-রূপ কহে মোরে ॥১৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তগণ-কোকিলের—ভক্তগণরূপ কোকিলের! **বল্লর্ভ**—প্রিয়, আদরণীয়, আস্বাদনীয়।

১৯২। অভক্তকে উষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া আবার বুঝাইতেছেন। উষ্ট্র আম্র-পল্লব ভালবাসেনা; দৈবাৎ আম্র-পল্লব মুখে পড়িলে তাহার রস গ্রহণ করেনা, বরং তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া দেয়। তদ্রূপ, অরসজ্ঞ অভক্তগণও এ সকল সিদ্ধান্তে কোনও রূপ আনন্দ পাইবেনা; তাহাদের সাক্ষাতে এ সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিলে বরং তাহারা এ সকলের কদর্থ বুঝিয়া অপরাধে পতিত হইবে।

অভক্ত উষ্ট্রের—অভক্তরূপ উষ্ট্রের। **ইথে**—এ সকল সিদ্ধান্তের রসে (যাহা আম্রপল্লব-রসের তুল্য) **তবে চিত্তে হয়** ইত্যাদি—অভক্তগণ যদি আমার নিগূঢ় বর্ণনার আবরণ ভেদ করিয়া এ সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারে, তাহা হইলেই আমার আনন্দ; কারণ, তাহা হইলে কদর্থ করিয়া তাহাদের অপরাধী হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবেনা।

১৯৩। অভক্তগণ প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া কদর্থ করিয়া অপরাধী হইবে বলিয়াই তাহাদের নিকট কোনও নিগূঢ় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে আমার ভয় হয়। আমার প্রচ্ছন্ন বর্ণনার ফলে তাহারা যদি সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কিছুই জানিতে না পারে, তাহা হইলেই আমার আনন্দ; কারণ, তাহা হইলে কদর্থ করার অপরাধ হইতে তাহারা রক্ষা পাইবে।

অভক্তগণ কোনওরূপ কুতর্ক করিবে বলিয়া গ্রন্থকারের ভয় নহে; কুতর্ক তিনি খণ্ডন করিতে পারিবেন। তাঁহার ভয়—পাছে তাহারা কদর্থ করিয়া অপরাধী হয়। পরম নিগূঢ় রহস্য অভক্তদের নিকট প্রকাশ করা যে উচিত নহে, শ্রীকৃষ্ণও তাহা বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় সর্ব্বগুহ্যতম ভজন-রহস্য অর্জ্জুনের নিকট প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥—যে ব্যক্তি তপোহীন, অভক্ত, শ্রবণে অনিচ্ছুক্ এবং আমার প্রতি অসূয়াযুক্ত, তাহাকে ইহা বলিবেনা।১৮।৬৭॥"

১৯৪। **অতএব**—অভক্তগণ বুঝিতে পারিবে না বলিয়া। **নিঃশঙ্কে**—নির্ভয়ে; কদর্থ দ্বারা অভক্তগণের অপরাধী হওয়ার শঙ্কা নাই বলিয়া। **তার হউক চমৎকার**—সিদ্ধান্ত শুনিয়া ভক্তগণের আনন্দ চমৎকারিতা জন্মুক।

১৮৮—১৯৪ পয়ার সিদ্ধান্ত-বর্ণনের স্বরূপ। ১৯৫ পয়ার হইতে সিদ্ধান্ত-বর্ণনা আরম্ভ হইবে।

১৯৫। ষষ্ঠ শ্লোকের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। ১৯৫—২২৩ পয়ার শ্রীকৃষ্ণের নিজের উক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে এইরূপ বিচার করিতেছেন:—"তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমাকে পূর্ণানন্দ-স্বরূপ এবং পূর্ণরস-স্বরূপ বলেন।"

পূর্ণানন্দ পূর্ণরস রূপ—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ আনন্দ-স্বরূপ এবং পূর্ণ রস-স্বরূপ। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন "রসো বৈ সঃ।২।৭॥ তিনি রস-স্বরূপ" শ্রুতি আরও বলেন "আনন্দং ব্রহ্ম।" শ্রীমদ্ভাগবতে বসুদেব-বাক্য—"কেবলানুভবানন্দ-স্বরূপঃ।১০।৩।১৩॥—কেবলশ্চাসাবনুভবশ্চ আনন্দশ্চ স্বরূপং যস্য ইত্যেষা। শ্রীস্বামিটীকা॥" "ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে॥ গোপাল-তাপনী পূ ১॥" "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। ব্রহ্মসংহিতা। ৫।১।" শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণ-রস-স্বরূপ এবং পূর্ণ আনন্দ-স্বরূপ উক্ত বচনসমূহই তাহার প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণ রস-রূপে আস্বাদ্য, রসিকরূপে আস্বাদক এবং আস্বাদনরূপে তিনি আনন্দ। আবার স্বরূপেও তিনি আনন্দ—আনন্দঘন-বিগ্রহ। **কহে**—তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন।

আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন॥১৯৬
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥ ১৯৭
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥ ১৯৮
কোটি কাম জিনি রূপ যত্তপি আমার।
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য—সাম্য নাহি যার॥ ১৯৯
মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥ ২০০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দ্বিতীয়-পয়ারার্দ্ধ স্থলে "পূর্ণানন্দরস-স্বরূপ সবে কহে মোরে॥" এরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

১৯৬। "আমি আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া আমিই সকলকে আনন্দিত করি; আমাকে আবার আনন্দিত করিতে কে পারে? অর্থাৎ কেহই পারে না।"

আমা হইতে ইত্যাদি—রস-স্বরূপ বা আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া সকলে আনন্দিত হয়। "রসো বৈ সঃ। রসং হেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হেবানন্দয়াতি।—তিনি রসস্বরূপ; সেই রসকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দিত হয়। আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বমূল ভগবান্ আনন্দ-স্বরূপ না হইলে কে-ই বা আনন্দিত হইত, কে-ই বা প্রাণ ধারণ করিত? এই ভগবানই সকলকে আনন্দিত করেন বা আনন্দ দান করেন। তৈত্তিরীয়। ২।৭॥" অথবা পূর্ণানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা চতুর্দ্দিকে আনন্দ বিকীর্ণ করিতেছেন, সেই আনন্দের কিঞ্চিদংশ পাইয়াই সকলে আনন্দিত। **আমাকে আনন্দ** ইত্যাদি—আমাকে কে আনন্দ দিবে? অর্থাৎ আমাকে কেহ আনন্দ দিতে পারেনা; কারণ আনন্দের উৎসই আমি, অপর কেহ নহেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের কেবল আস্বাদ্য এবং আস্বাদন অংশের কথাই বলা হইতেছে; কিন্তু আস্বাদক-অংশের কথা বলা হইতেছে না। আস্বাদ্য এবং আস্বাদন রূপেই তিনি সকলকে আনন্দিত করেন; কিন্তু আস্বাদকরূপে তিনি নিজেও যে আনন্দিত হয়েন, "সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ-আস্বাদন। ২।৮।১২১॥"—তাহা এই পয়ারের লক্ষ্য নহে।

১৯৭। "আমা (শ্রীকৃষ্ণ) অপেক্ষাও যাঁহাতে শত শত অধিক গুণ আছে, এক মাত্র তিনিই আমার মনকে আনন্দিত করিতে পারেন।" **শত শত**—অসংখ্য।

১৯৮। "কিন্তু আমা অপেক্ষা অধিক গুণী জগতে থাকা অসম্ভব; কিন্তু আমার অনুভব হইতেছে, একমাত্র শ্রীরাধাতেই আমা অপেক্ষা অধিক গুণ আছে; কারণ, তিনিই আমাকে আনন্দিত করিতে পারেন। গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ-মোহিনী। ১।৪।৭১॥ রাধাগুণানাং গণনাতিগানাং বাণীবচঃসম্পদগোচরাণাম্। ন বর্ণনীয়ো মহিমেতি যূয়ং জানীথ তত্তৎ কথনৈরলং নঃ॥—শ্রীরাধার অগণনীয় গুণের কথা কখনই বর্ণনা করা যাইতে পারে না, ইহা তোমরা অবগত হও; অতএব সেই গুণের কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই; অন্যের কথা কি, এই সকল গুণ স্বয়ং সরস্বতীরও বাক্য-সম্পত্তির অগোচর। গোবিন্দলীলামৃত। ১১।১৪৫॥ স্বীয়-গুণ-বৈভবে শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আনন্দ বিধান করিতে সমর্থা, তাহার প্রমাণও শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে পাওয়া যায়। "কৃষ্ণেন্দ্রিয়াহ্লাদিগুণৈরুদারা শ্রীরাধিকা রাজতি রাধিকৈব।—শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের আহ্লাদক সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি-গুণ-ভূষিতা শ্রীরাধিকা শ্রীরাধিকারই ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ১১।১১৮॥"

শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম, আপ্তকাম এবং স্বরাট্ (একমাত্র স্বীয়শক্তির সহায়ে বিরাজিত) বলিয়া তাঁহার স্বরূপশক্তি ব্যতীত অপর কোনও বস্তুই তাঁহাকে আনন্দিত করিতে পারে না। শ্রীরাধা তাঁহার স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ ও স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রীদেবী (১।৪।৭৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) বলিয়াই তাঁহাকে সর্ব্বাতিশায়িরূপে আনন্দিত করিতে সমর্থা।

১৯৯-২০০। শ্রীরাধাতে যে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা গুণের আধিক্য আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে অনুভব করিলেন, তাহা বলিতেছেন—সাত পয়ারে। "শ্রীরাধার রূপ,-রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু, রসনা, নাসিকা, ত্বক্

এবং কর্ণ এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে আনন্দিত করিয়া থাকে; ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণ অনুভব করিতেছেন যে, শ্রীরাধার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ—শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদি হইতে অধিকতর আনন্দদায়ক; তত্তদ্গুণে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অধিক গুণবতী। প্রথমে দুই পয়ারে রূপের কথা বলিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমার রূপ কোটি-কন্দর্পের রূপ অপেক্ষাও মনোরম; আমার রূপমাধুর্য্যের অধিক মাধুর্য্যতো কাহারও নাই-ই, সমান মাধুর্য্যও কাহারও নাই; আমার রূপে ত্রিভুবন আনন্দিত হয়; অর্থাৎ রূপমাধুর্য্য দ্বারা আমিই সকলকে আনন্দিত করিয়া থাকি; ইহাতেই বুঝা যায়, আমার রূপ সকলের রূপ অপেক্ষা অধিকতর মনোরম; কিন্তু এতাদৃশ আমিও যদি শ্রীরাধার রূপ দর্শন করি, তাহা হইলে আমার নয়ন পরমা তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। ইহাতেই অনুমান হয়, রূপ-মাধুর্য্যে শ্রীরাধিকা আমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা। নচেৎ, তাঁহার রূপে আমার নয়ন তৃপ্তিলাভ করিবে কেন?"

কোটিকাম জিনি ইত্যাদি—এক কন্দর্পের (কামের) রূপেই সমস্ত জগৎ মুগ্ধ; এরূপ কোটি কন্দর্পের রূপ যদি একত্র করা যায়, অর্থাৎ এক কন্দর্পের যত রূপ, তাহার কোটি গুণ রূপও যদি একত্র করা যায়, তাহা হইলে তাহাও আমার (শ্রীকৃষ্ণের) রূপের নিকটে পরাজিত হইবে। **অসমোর্দ্ধ**—সম এবং ঊর্দ্ধ নাই যাহার; যাহা অপেক্ষা বেশীও নাই, যাহার সমানও নাই; যাহা নিজেই সকলের উপরে; **অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য** ইত্যাদি—আমার মাধুর্য্য অসমোর্দ্ধ অর্থাৎ আমার মাধুর্য্যের অধিক মাধুর্য্যও কাহারও নাই, সমান মাধুর্য্যও কাহারও নাই। **মোর রূপে** ইত্যাদি—কোটি-কন্দর্পের রূপ অপেক্ষাও আমার রূপ অধিকতর মনোরম বলিয়া এবং আমার রূপ-মাধুর্য্য অসমোর্দ্ধ বলিয়া, আমার রূপেই ত্রিভুবন আনন্দিত হয়। **রাধার দর্শনে** ইত্যাদি—কিন্তু রাধাকে দর্শন করিলে আমার নয়ন জুড়ায়—পরিতৃপ্ত হয়। ইহাতেই বুঝা যায়—রূপ-মাধুর্য্যে শ্রীরাধা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা।

এই দুই পয়ারের প্রথম দেড় পয়ার শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সম্বন্ধে; শেষ অর্দ্ধ পয়ার শ্রীরাধার রূপ-সম্বন্ধে। কেহ কেহ মনে করেন, পরবর্ত্তী পাঁচ পয়ারের প্রত্যেকটীতেই যখন প্রথম পয়ারার্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে এবং শেষ পয়ারার্দ্ধ শ্রীরাধা-সম্বন্ধে, তখন এই দুই পয়ারের প্রত্যেকটীরও প্রথম পয়ারার্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় পয়ারার্দ্ধ শ্রীরাধাসম্বন্ধে হইবে। বোধ হয় এজন্যই তাঁহারা বলেন "অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধ শ্রীরাধাসম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে নহে। তাঁহাদের মতে এই দুই পয়ারের অর্থ এইরূপ হইবে;—"আমার (শ্রীকৃষ্ণের) রূপ কোটি-কন্দর্পের রূপকেও পরাজিত করে; কিন্তু শ্রীরাধার মাধুর্য্য অসমোর্দ্ধ। আমার রূপের পরিমাণের একটা অনুমান করা চলে—ইহা কোটী-কন্দর্পের রূপ অপেক্ষা বেশী; কিন্তু শ্রীরাধার মাধুর্য্যের কোনও অনুমানও চলেনা—কারণ, ইহার সমান মাধুর্য্য তো কাহারও নাই-ই, ইহার অধিক মাধুর্য্যও কাহারও নাই। আমার রূপে ত্রিভুবন আপ্যায়িত হয়, কিন্তু শ্রীরাধার রূপ-দর্শনে আমার নয়ন জুড়ায়।"

যাহা হউক, "অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য" ইত্যাদি উক্তি শ্রীরাধা-সম্বন্ধীয় বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তাহার হেতু এই:—(১) রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পাঁচটী বিষয় শ্রীকৃষ্ণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিবেচনা করিয়াছেন; প্রত্যেকটী বিষয়ে শ্রীরাধার আধিক্য অনুমান করার হেতুই তিনি বলিয়াছেন—যেমন, শব্দসম্বন্ধে বলিয়াছেন—"রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ।" গন্ধ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা-অঙ্গ-গন্ধ।" ইত্যাদি। আলোচ্য দুইটী পয়ারই রূপ-সম্বন্ধে; এবং সর্ব্বশেষে পয়ারার্দ্ধেই শ্রীরাধারূপের আধিক্যের হেতু দেখান হইয়াছে—"রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।" সুতরাং পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহের সহিত তুলনা করিলে মনে হয়, প্রথম দেড় পয়ারই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে এবং শেষ পয়ারার্দ্ধ শ্রীরাধা সম্বন্ধে। (২) "অসমোর্দ্ধ" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধে শ্রীরাধার নাম নাই; এবং মাধুর্য্যে যে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধার কোনও আধিক্য আছে, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাহা অনুমান করিবার কোনও হেতুও উল্লিখিত হয় নাই। (৩) প্রকরণ-অনুসারে এস্থলে মাধুর্য্য-শব্দে রূপ-মাধুর্য্যকেই বুঝাইতেছে। দ্বিতীয় পয়ারের শেষার্দ্ধে যখন শ্রীরাধার রূপের আধিক্যের কথা বলা হইয়াছে, তখন প্রথম পয়ারের শেষার্দ্ধেও তাহা আবার বলিলে পুনরুক্তি-দোষ ঘটে।

মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥ ২০১
যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ।
মোর চিত্ত-প্রাণ হরে রাধা-অঙ্গগন্ধ ॥ ২০২

যদ্যপি আমার রসে জগত সরস।
রাধার অধর রস আমা করে বশ ॥ ২০৩
যদ্যপি আমার স্পর্শ-কোটীন্দু-শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥ ২০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(৪) প্রথম পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধ প্রথমার্দ্ধেরই পরিস্ফুট বিবরণ; প্রথমার্দ্ধ দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণরূপের অসমোর্দ্ধতাই সূচিত হয়; উহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপের পরিমাণের কোনও অনুমানই চলে না—রূপ-পরিমাণের নিম্নতম সীমাই বলা হইয়াছে কোটি-কন্দর্পের রূপ অপেক্ষা বেশী। তাহা অপেক্ষা কত বেশী রূপ কৃষ্ণের, তাহা বলা হয় নাই; জগতে কন্দর্পের রূপই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; তাহা অপেক্ষাও বেশী রূপ কৃষ্ণের; সুতরাং কৃষ্ণের রূপ যে কন্দর্পের রূপ অপেক্ষা—সুতরাং সকলের রূপ অপেক্ষাই বেশী—সুতরাং অসমোর্দ্ধ—তাহাই বলা হইল। এই পয়ারে যাহা বলা হইল, তাহাই দ্বিতীয় পয়ারের "মোর রূপে অপ্যায়িত" ইত্যাদির হেতু।

২০১। শব্দের কথা বলিতেছেন। "আমার বংশীধ্বনিতে ত্রিভুবন আকৃষ্ট হয়; কিন্তু শ্রীরাধার কণ্ঠস্বরে আমার কর্ণ আকৃষ্ট হয়। আমার শব্দ ত্রিভুবনের কর্ণানন্দদায়ক, কিন্তু শ্রীরাধার কণ্ঠশব্দ আমারও কর্ণানন্দ-দায়ক। সুতরাং শব্দমাধুর্য্যেও শ্রীরাধা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

আকর্ষয়ে—শব্দমাধুর্য্যে আকর্ষণ করে, ত্রিভুবনের সকলের চিত্ত হরণ করে। **রাধার বচনে**—রাধার বাক্যের মাধুর্য্যে—কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে। **হরে আমার শ্রবণ**—আমার কর্ণকে হরণ করে, মুগ্ধ করে।

২০২। গন্ধের কথা বলিতেছেন। "আমার (শ্রীকৃষ্ণের) অঙ্গগন্ধের কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়াই জগতের সমস্ত সুগন্ধি বস্তুর সুগন্ধ—যে সুগন্ধিবস্তুর ঘ্রাণে সমস্ত জগৎ তৃপ্ত ও আনন্দিত। কিন্তু শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধ আমার মণ-প্রাণ হরণ করে। আমার অঙ্গগন্ধে জগতের আনন্দ। কিন্তু শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধে আগার আনন্দ। সুতরাং গন্ধমাধুর্য্যেও শ্রীরাধা আমা-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

চিত্ত-প্রাণ—চিত্ত ও প্রাণ; মন-প্রাণ। প্রায় সমস্ত মুদ্রিত গ্রন্থেই "চিত্ত-ঘ্রাণ" পাঠ দৃষ্ট হয়। ঘ্রাণ অর্থ ঘ্রাণ লওয়া যায় যদ্দ্বারা; নাসিকা। চিত্ত-ঘ্রাণ অর্থ চিত্ত ও নাসিকা। শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধ আমার চিত্তকে ও নাসিকাকে হরণ করে বা মুগ্ধ করে। ঝামটপুরের গ্রন্থে "চিত্ত-প্রাণ" পাঠ আছে, আমরা তাহাই গ্রহণ করিলাম।

২০৩। রসের কথা বলিতেছেন। "আমার অধর-রসে সমস্ত জগৎ মুগ্ধ; কিন্তু রাধার অধর-রসে আমি মুগ্ধ। সুতরাং অধর-রস-মাধুর্য্যেও শ্রীরাধা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

আমার রসে—দ্বিতীয় পয়ারার্দ্ধে অধর-রস আছে বলিয়া এস্থলেও রস-শব্দে অধর-রসই লক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভক্তগণ ভক্তি-সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে যে অন্ন-পানাদি নিবেদন করেন, তৎসমস্ত অঙ্গীকার করার সময়, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অধর-রস সঞ্চারিত হয়; শ্রীকৃষ্ণের অবশেষ-গ্রহণ-সময়ে ভক্তগণ তাহা আস্বাদন করিয়া সরস বা ভক্তিরসময় হয়েন, **রাধার অধর-রস**—চুম্বনাদি-সময়ে গৃহীত শ্রীরাধার অধর-রস।

অথবা, প্রথম-পয়ারার্দ্ধের রস-শব্দে সর্ব্ববিধ আস্বাদ্যত্বও লক্ষিত হইতে পারে। **সরস**—আস্বাদময়। "জগতে যতকিছু আস্বাদ্য বস্তু আছে, তৎসমস্তের আস্বাদ্যত্বের হেতুই আমার (শ্রীকৃষ্ণের) আস্বাদ্যত্ব; আমার আস্বাদ্যত্বের এক কণিকা পাইয়া জগতের সমস্ত সুস্বাদ বস্তুর স্বাদ—যাহা আস্বাদন করিয়া জগৎ মুগ্ধ; কিন্তু, শ্রীরাধার অন্য-স্বাদ্যতার কথা দূরে থাকুক, এক অধর-রসের স্বাদেই আমি তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং স্বাদ্যত্ব-বিষয়েও শ্রীরাধা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

২০৪। স্পর্শের কথা বলিতেছেন। স্পর্শের স্নিগ্ধত্ব এবং শীতলত্বই আস্বাদনীয়। "আমার স্পর্শ কোটিচন্দ্রের শীতলত্ব অপেক্ষাও শীতল; সুতরাং আমার স্নিগ্ধ-স্পর্শে সমস্ত জগৎই আনন্দ অনুভব করে; কিন্তু শ্রীরাধার স্পর্শের স্নিগ্ধতায় আমিও আনন্দ অনুভব করি। সুতরাং স্পর্শের মাধুর্য্যেও শ্রীরাধা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

এইমত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু ॥ ২০৫
এইমত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারি দেখিয়ে যদি,—সব বিপরীত ॥ ২০৬
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান ॥ ২০৭
পরস্পরবেণুগীতে হরয়ে চেতন ॥ ২০৮
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কোটীন্দু-শীতল—কোটিচন্দ্র হইতেও শীতল।

২০৫। রূপ-রসাদি-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিচারের উপসংহার করিতেছেন।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটী বিষয় হইতেই জীব চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদির কণিকামাত্র পাইয়াই জগতের যাবতীয় বস্তুর রূপ-রসাদি; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদিই জগতের জীবগণের চক্ষুকর্ণাদির অনন্দের হেতু; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদি অন্য সকলের রূপ-গুণাদি হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কয় পয়ারের শ্রীকৃষ্ণোক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্রীরাধার রূপ-রসাদিই শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চেন্দ্রিয়ের আনন্দদায়ক; সুতরাং রূপ-রসাদি-বিষয়ে শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহাই অনুমিত হইতেছে।

এইমত—পূর্ব্ব পয়ার-সমূহের মর্ম্মানুসারে। **সুখে**—রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি হইতে জাত সুখ-বিষয়ে। **জীবাতু**—জীবনৌষধি; জীবনধারণের উপায়; যে আনন্দ না পাইলে জীবন ধারণ অসম্ভব, শ্রীরাধার রূপ-রসাদি হইতেই শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চেন্দ্রিয় সেই আনন্দ পাইয়া থাকেন; তাই তিনি শ্রীরাধার রূপ-গুণাদিকে তাঁহার জীবাতু বলিয়াছেন।

২০৬। **এইমত**—পূর্ব্বোক্ত রূপ অর্থাৎ আমার (শ্রীকৃষ্ণের) রূপাদি জগতের সুখের হেতু, কিন্তু—শ্রীরাধার রূপাদি আমার সুখের হেতু—এইরূপ **প্রতীত**—বিশ্বাস। **বিপরীত**—উল্টা।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"শ্রীরাধার রূপ দর্শনে আমার নয়ন জুড়ায়, শ্রীরাধার কথা শ্রবণে আমার কর্ণ তৃপ্ত হয়, ইত্যাদি আমি নিজে অনুভব করিয়াছি এবং এসমস্ত অনুভব হইতে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদির মাধুর্য্যে শ্রীরাধা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা; কোনওরূপ বিচার না করিয়া কেবল অনুভব হইতেই আমার এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল; কিন্তু তটস্থ হইয়া যদি বিচার করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, সমস্তই বিপরীত—আমার রূপ-রসাদির মাধুর্য্যই শ্রীরাধার রূপ-রসাদির মাধুর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ, আমার রূপ-রসাদির মাধুর্য্যেই শ্রীরাধার চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় অপরিসীম আনন্দ লাভ করে—শ্রীরাধার রূপাদিতে আমি যত আনন্দ অনুভব করি, আমার রূপাদিতে শ্রীরাধা তদপেক্ষা অনেক বেশী আনন্দ অনুভব করেন।" পরবর্ত্তী ২০৭-২১৫ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের এই তটস্থ বিচারের কথা বলা হইয়াছে।

২০৭। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের তটস্থ বিচারের কথা বলা হইতেছে। এই পয়ারে রূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"শ্রীরাধার রূপ-মাধুর্য্য দর্শন করিলে আমার নয়ন জুড়ায় (২০০ পয়ার দ্রষ্টব্য), আমার আনন্দ হয়; কিন্তু এত বেশী আনন্দ হয় না, যাহাতে আমি অজ্ঞান হইয়া যাই। কিন্তু আমার রূপ-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া শ্রীরাধা এতই আনন্দ পান যে, তিনি সুখাধিক্যে একেবারে অজ্ঞান—হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন।"

২০৮। শব্দ-সম্বন্ধে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন:—"পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাক্ষাদ্ ভাবে শ্রীরাধার মুখের কথা শুনিলে তাঁহার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে আমার কর্ণ তৃপ্ত হয় (২০১ পয়ার); কিন্তু সেই তৃপ্তি এত বেশী নয়, যাতে সুখাধিক্যে আমি অচেতন হইয়া যাইতে পারি। কিন্তু সাক্ষাদ্ ভাবে আমার কণ্ঠস্বর শুনা তো দূরে,—দুইটী বাঁশের পরস্পর সংঘর্ষে, অথবা বাঁশের রন্ধ্রে বায়ু প্রবেশ করিলে বংশীধ্বনিবৎ যে শব্দ হয়, তাহা শুনিয়াই আমার বংশীধ্বনি মনে

'কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু, জনম সফলে।'
সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥ ২০৯
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে, প্রেমে হঞা অন্ধ ॥ ২১০
তাম্বূলচর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দ-সমুদ্রে—মগ্ন কিছুই না জানে ॥ ২১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিয়া শ্রীরাধা সুখাধিক্যে একেবারে অচেতন হইয়া পড়েন—সাক্ষাদ্ ভাবে আমার কণ্ঠস্বর বা আমার বংশীধ্বনি শুনিলে তাঁহার কি অবস্থা হয়, তাহা বর্ণনাতীত।"

পূর্ব্ববর্ত্তী ২০১ পয়ারের সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয়। **বেণু**—এক রকম বাঁশ। **পরস্পর-বেণুগীতে**—বায়ু দ্বারা চালিত হইলে বেণু-নামক দুইটী বাঁশের পরস্পর সংঘর্ষে বংশীধ্বনির ন্যায় যে শব্দ হয়, তাহাতে। কেহ কেহ বলেন, বেণুনামক বাঁশের রন্ধ্রে বায়ু প্রবেশ করিলে বংশীধ্বনির ন্যায় যে শব্দ হয়, সেই শব্দ শুনিলে। আবার কেহ বলেন—দু'চার জন বসিয়া যখন আমার (শ্রীকৃষ্ণের) বেণু-গীতের কথা আলোচনা করেন, তখন সেই আলোচনা হইতে। "বেণুগীত" শব্দটী মাত্র শুনিলেই (শ্রীরাধা হত-চেতন হইয়া পড়েন)।

২০৯। স্পর্শের কথা বলিতেছেন, তিন পংক্তিতে; পূর্ব্ববর্ত্তী ২০৪ পয়ারের সঙ্গে ইহার অন্বয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীরাধার অঙ্গ স্পর্শ করিলে আমি সুশীতল হই (২০৪ পয়ার); কিন্তু অন্য কিছু দেখিয়া রাধা-ভ্রমে তাহা স্পর্শ করিলে আমার অঙ্গ তদ্রূপ শীতল হয় না। কিন্তু সাক্ষাদ্ভাবে আমার অঙ্গ-স্পর্শের কথা তো দূরে, তরুণ-তমালের সঙ্গে আমার বর্ণের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বলিয়া তরুণ-তমাল দেখিয়াও শ্রীরাধা সময় সময় আমাকে দেখিলেন বলিয়া ভ্রম করেন এবং সেই ভ্রমের বশবর্ত্তিনী হইয়া ঐ তমালকেই প্রেমভরে আলিঙ্গন করেন—আমার আলিঙ্গন পাইয়াছেন মনে করিয়া নিজকে সার্থক-জন্মা জ্ঞান করেন এবং তাহাতে তিনি এতই আনন্দ অনুভব করেন যে, ঐ তমালকে কোলে করিয়াই সুখ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকেন—যেন তাঁহার আর বাহ্যস্মৃতি থাকে না। তমালকে আলিঙ্গন করিয়াই তিনি আমার আলিঙ্গন-সুখ অনুভব করেন।"

২১০। গন্ধের কথা বলিতেছেন; পূর্ব্ববর্ত্তী ২০২ পয়ারের সহিত ইহার অন্বয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন:—"সাক্ষাদ্ ভাবে শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধ আমার মন-প্রাণকে হরণ করে, সর্ব্বদা সেই গন্ধ পাওয়ার নিমিত্ত আমার বাসনা জন্মে (২০২ পয়ার)। কিন্তু সাক্ষাদ্ ভাবে আমার অঙ্গগন্ধ না পাইলেও দূর হইতে অনুকূল বাতাস যদি আমার অঙ্গগন্ধ বহন করিয়া আনে, তবে সেই বাতাসের গন্ধ অনুভব করিয়াও শ্রীরাধা আমার নিকটে যেন উড়িয়া যাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন—যেন অন্ধের ন্যায় সোজাসুজি ভাবে ছুটিয়া চলেন, সোজাসোজি ভাবে চলিবার রাস্তা আছে কিনা, তাহাও বিবেচনা করিবার যোগ্যতা যেন তখন আর তাঁহার থাকে না।"

অনুকূলবাতে—যে দিকে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) থাকি, সেই দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া যদি শ্রীরাধার দিকে আসে, তবে তাহাকে অনুকূল বায়ু বলা যায়। **উড়িয়া পড়িতে চাহে**—আমার সহিত মিলনের জন্য এতই উৎকণ্ঠিত হয়েন, যে চলিয়া যাইবার বিলম্বও যেন সহ্য হয় না, পাখীর ন্যায় উড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। **প্রেমে অন্ধ হঞা**—অন্ধ যেমন কোন স্থান দিয়া পথ আছে না আছে, কিম্বা যে দিকে রওয়ানা হইল, সেই দিক দিয়া কণ্টকাদি আছে কিনা কিছুই জানিতে পারে না, শ্রীরাধাও তদ্রূপ আমার অঙ্গগন্ধে প্রেমোন্মত্তা হইয়া এই ভাবে ধাবিত হয়েন যে, পথে কি বিপথে চলিতেছেন, কাঁটার উপর দিয়া কি সর্পের উপর দিয়া চলিতেছেন, তৎপ্রতি অনুসন্ধান থাকেনা, কেবল গন্ধ লক্ষ্য করিয়াই ধাবিত হয়েন।

২১১। রসের কথা বলিতেছেন; ২০৩ পয়ারের সঙ্গে ইহার অন্বয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"সাক্ষাদ্ ভাবে শ্রীরাধার অধর-সুধা (চুম্বনাদি-কালে) পান করিলে আমি তাঁহার বশীভূত হই অর্থাৎ তাঁহাতে আসক্ত হইয়া পড়ি (২০৩ পয়ার)। কিন্তু সাক্ষাদ ভাবে আমার (চুম্বনাদি-কালে) অধর-সুধার কথা তো দূরে—আমার চর্ব্বিত তাম্বূল মাত্র আস্বাদন করিলেই শ্রীরাধা যেন সুখ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকেন এবং তাহার

আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শত মুখে কহি যদি, নাহি পাই অন্ত ॥ ২১২
লীলা-অন্তে সুখে ইহার যে অঙ্গমাধুরী।
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি ॥২১৩
দোঁহার যে সম রস—ভরতমুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহো নাহি জানে ॥ ২১৪
অন্যোন্যসঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা-সুখ শত অধিকাই ॥ ২১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আস্বাদনে তিনি এতই তন্ময় হইয়া থাকেন যে, অন্য কোনও বিষয়েই যেন তিনি তখন আর কিছু জানিতে পারেন না।”

তাম্বূল—পান। **কিছুই না জানে**—চর্ব্বিত তাম্বূলের রসাস্বাদনে এতই তন্ময় হইয়া যায়েন যে, অন্য কোনও বিষয়ে কিছুই জানিতে পারেন না।

২১২। শ্রীরাধার রূপ-রসাদিতে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চেন্দ্রিয় যে সুখ পায়, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদিতে শ্রীরাধার পঞ্চেন্দ্রিয় যে তদপেক্ষা অনেক বেশী সুখ পায়, তাহা পূর্ব্বোক্ত কয় পয়ারে বলা হইল। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—“আমার রূপ-রসাদির আস্বাদনে শ্রীরাধার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখের কথা তবুও কোনও রকমে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিলাম; কিন্তু আমার সহিত সঙ্গমে শ্রীরাধা যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পায়েন, তাহা শত মুখে বর্ণন করিয়াও আমি শেষ করিতে পারিব না।”

আমার সঙ্গমে—আমার সহিত সম্ভোগে; রহোলীলায়।

কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে “আমার সঙ্গমে” স্থলে “আমার অঙ্গস্পর্শে” পাঠ দৃষ্ট হয়। এরূপ স্থলে এই পয়ারটী স্পর্শ-গুণ-বিষয়ক হইবে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ২০৪ পয়ারের সঙ্গে ইহার অন্বয় হইবে। আর, ২০৯ পয়ারের তিন পংক্তির ২০৮ পয়ারের সঙ্গে অর্থ করিতে হইবে—“পরস্পর-বেণুগীতে হত-চেতন হইয়া শ্রীরাধা আমার ভ্রমে তমালকে আলিঙ্গন করেন, ইত্যাদি।” ঝামট্পুরের গ্রন্থে এবং কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থেও “আমার সঙ্গমে” পাঠ আছে; আমরা এই পাঠই গ্রহণ করিলাম।

২১৩। “আমার (শ্রীকৃষ্ণের) সহিত সঙ্গমে শ্রীরাধা যে আনন্দ পায়েন, তাহা বর্ণন করা তো দূরে, সেই আনন্দের ফলে—সম্ভোগান্তে শ্রীরাধার অঙ্গে যে অপূর্ব্ব মাধুরী দৃষ্ট হয়, তাহা বর্ণন করার শক্তিও আমার নাই—তাহা বর্ণন করিব কি, তাহা দেখিয়াই আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ি।”

শ্রীকৃষ্ণের এই আত্মবিস্মৃতির কারণ—শ্রীরাধার মাধুরী দর্শনে তাঁহার সুখাধিক্য এবং ইহারও হেতু শ্রীরাধার সুখ; সুতরাং সম্ভোগে, শ্রীরাধার সুখ যে শ্রীকৃষ্ণের সুখ অপেক্ষা অনেক বেশী, তাহাই প্রতিপন্ন হইল।

লীলা-অন্তে—রহোলীলার অন্তে; সম্ভোগের শেষে। **ইহার**—শ্রীরাধার।

২১৪। “রস-শাস্ত্রবিৎ ভরত-মুনি বলিয়াছেন, সম্ভোগ-কালে নায়ক ও নায়িকা এতদুভয়েরই সমান আনন্দ জন্মে; কিন্তু লৌকিক-সম্ভোগ-রসেই এই উক্তি খাটে; তাই লৌকিক-সম্ভোগ-সুখের কথাই ভরত-মুনি লিখিয়াছেন। ব্রজসুন্দরীগণের সহিত আমার সঙ্গমে আমাদের কাহার কিরূপ সুখ জন্মে, ভরত-মুনি তাহা জানেন না; জানিলে নায়ক-নায়িকার সমান সুখের কথা লিখিতেন না।”

দোঁহার—উভয়ের; নায়ক ও নায়িকার। **সম রস**—সম্ভোগে সমান সুখ। **ভরত মুনি মানে**—রস-শাস্ত্রকার ভরত মুনি স্বীকার করেন। **ব্রজের রস**—ব্রজে গোপসুন্দরীদিগের সহিত আমার (শ্রীকৃষ্ণের) সঙ্গমে আমাদের কাহার কি রকম সুখ হয়, তাহা। **সেহো**—সেই ভরতমুনি, যদিও তিনি রসশাস্ত্র-সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়া থাকুন।

২১৫। ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সঙ্গমে কাহার কি রকম সুখ হয় তাহা বলিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—“শ্রীরাধার সহিত আমার সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই, শ্রীরাধা তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক সুখ পাইয়া থাকেন।” এস্থলে শ্রীরাধার উপলক্ষণে অন্য গোপীদের সুখাধিক্যও সূচিত হইতেছে।

অন্যোন্য সঙ্গমে—শ্রীরাধা ও আমি, এই উভয়ের পরস্পরের সঙ্গমে। **শত অধিকাই**—আমার (শ্রীকৃষ্ণের)

তথাহি ললিতমাধবে (৯।৯)

নির্ধূতামৃতমাধুরীপরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো
বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহুরুতশ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ
অঙ্গং চন্দনশীতলং তনুরিয়ং সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক্
ত্বামাস্বাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে মুহুর্মোদতে ॥ ৪৫

শ্রীরূপগোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোকঃ।—

রূপে কংসহরস্য লুব্ধনয়নাং স্পর্শেহতিহৃষ্যত্ত্বচং
বাণ্যামুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে সংহৃষ্টনাসাপুটাম্
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং
দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং বহিরপি প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাম্ ॥ ৪৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কৃষ্ণ ইতি। রসনা-নাসিকা-কর্ণ-ত্বক্-নেত্ররূপং ত্বামাস্বাদ্য মুহুর্মোদতে ইত্যন্বয়ঃ। কুহুরুতং কোকিলধ্বনিঃ তস্য শ্লাঘাং ভিন্দতীতি তাঃ। বিম্বাধর ইত্যাদি ক্রমেণ রসনাদীনাং বিষয়োজ্ঞেয়ঃ ॥ শ্রীরূপগোস্বামী ॥ ৪৫ ॥

তাং রাধাং স্মরামি। কথন্তুতাং তদাহ রূপে ইতি। কংসহরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রূপে রূপদর্শনে লুব্ধে লোভযুক্তে নয়নে যস্যাস্তাম্। স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণস্য অঙ্গসঙ্গে অতিশয়ং হৃষ্যন্তী পুলকিতা ত্বক্ যস্যাস্তাম্। বাণ্যাং শ্রীকৃষ্ণস্য বচনশ্রবণায় উৎকলিতে উৎকণ্ঠিতে শ্রুতী কর্ণৌ যস্যাস্তাম্। পরিমলে শ্রীকৃষ্ণস্য অঙ্গসৌরভে সংহৃষ্টে প্রফুল্লে নাসাপুটে যস্যাস্তাম্। অধরপুটে অধররসপানে আরজ্যন্তী অনুরাগান্বিতা রসনা যস্যাস্তাম্। ন্যঞ্চৎ ন্যমৎ মুখমেবাম্ভোরুহং যস্যাস্তাম্। দম্ভেন কপটেন উদ্গীর্ণা মহতী ধৃতিঃ ধৈর্য্যং যয়া তাম্। বহিরপি প্রোদ্যতা প্রকর্ষেণ উদ্ভূতেন বিকারেণাকুলা যা তাম্। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীরাধায়াং মহাভাবনিবিড়ত্বমিতি ধ্বনিতমিতি ॥ ৪৬ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুখ অপেক্ষা শ্রীরাধার সুখ শতগুণে বেশী। বিলাসান্তে শ্রীরাধার অঙ্গমাধুরী দেখিয়াই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ তাহা অনুমান করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী দুই শ্লোকের প্রথম শ্লোকে শ্রীরাধার রূপে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চেন্দ্রিয়ের এবং দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের রূপাদিতে শ্রীরাধার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখের প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো। ৪৫। অন্বয়। কল্যাণি (হে কল্যাণি)! তে (তোমার) বিম্বাধরঃ (বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ অধর) নির্ধূতামৃতমাধুরীপরিমলঃ (অমৃতের মাধুর্য্যও সুগন্ধের পরাভবকারী) [তে] (তোমার) বক্ত্রং (বদন) পঙ্কজসৌরভং (পদ্মের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত)। [তে] (তোমার) গিরঃ (বাক্য সকল) কুহুরুতশ্লাঘাভিদঃ (কোকিল-ধ্বনির গর্ব্ব-খর্ব্বকারী)। [তে] (তোমার) অঙ্গং (অঙ্গ) চন্দনশীতলং (চন্দন হইতেও শীতল)। [তে] (তোমার) ইয়ং (এই) তনুঃ (দেহ) সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক্ (সৌন্দর্য্যের সর্ব্বস্বভাগী)। রাধে (হে রাধে)! ত্বাং (তোমাকে—তোমার অধরাদি সমস্তকে) আস্বাদ্য (আস্বাদন করিয়া—উপভোগ করিয়া) মম (আমার) ইদং (এই) ইন্দ্রিয়কুলং (ইন্দ্রিয়-সমূহ—পঞ্চেন্দ্রিয়) মুহুঃ (বারম্বার) মোদতে (আনন্দিত হইতেছে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন:—হে কল্যাণি! বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ তোমার অধর অমৃতের মাধুরী ও পরিমলকে (সুগন্ধকে) পরাজিত করিয়াছে; তোমার বদন পদ্মগন্ধের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত; তোমার বাক্য কোকিলের ধ্বনির গর্ব্ব হরণ করে; তোমার অঙ্গ চন্দন হইতেও সুশীতল (স্নিগ্ধ); তোমার এই তনু সৌন্দর্য্যের সর্ব্বস্বভাগিনী (সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের আধার)। হে রাধে! তোমাকে (তোমার অধরাদি সমস্তকে) উপভোগ করিয়া আমার ইন্দ্রিয়-সমূহ মুহুর্মুহু হর্ষযুক্ত হইতেছে। ৪৫।

শ্রীরাধার অধর-রসপানে শ্রীকৃষ্ণের রসনা, মুখের সুগন্ধে নাসিকা, বাক্যশ্রবণে কর্ণ, অঙ্গস্পর্শে ত্বক্ এবং অঙ্গ-সৌন্দর্য্য দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু মুহুর্মুহু আনন্দিত হইতেছে। শ্রীরাধার রূপাদি দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চেন্দ্রিয় আনন্দিত হয়, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

শ্লো। ৪৬। অন্বয়। কংসহরস্য (কংসারি শ্রীকৃষ্ণের) রূপে (রূপ-মাধুর্য্যে) লুব্ধনয়নাং (লুব্ধনয়না), স্পর্শে (শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে) অতিহৃষ্যত্ত্বচং (হর্ষযুক্তত্বক্—রোমাঞ্চিতগাত্রা), বাণ্যাং (শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে) উৎকলিত-শ্রুতিং

তাতে জানি, মোতে আছে কোন্ এক রস।
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ ॥ ২১৬

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥ ২১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(উৎকণ্ঠিত-কর্ণা), পরিমলে (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে) সংহৃষ্টনাসাপুটাং (প্রফুল্ল-নাসাপুটা), অধরপুটে (অধর-সুধাপানে) আরজ্যদ্রসনাং (অনুরাগযুক্ত-রসনা), হ্রীনম্রমুখাম্ভোরুহাং (লজ্জানম্রমুখপদ্মা) দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং (কপটমহাধৈর্য্যশালিনী) বহিরপি (কিন্তু বাহিরে) প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাং (স্পষ্ট বিকার দ্বারা আকুলা) [রাধাং] (শ্রীরাধাকে) [অহং স্মরামি] (আমি স্মরণ করি)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণরূপে যাঁহার নয়নযুগল লোভযুক্ত, শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে যাঁহার ত্বগিন্দ্রিয় অতিশয় পুলকিত, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে যাঁহার কর্ণদ্বয় উৎকণ্ঠিত, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সৌরভে যাঁহার নাসাপুট প্রফুল্লিত এবং শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পানে যাঁহার রসনা অনুরাগবতী এবং কপটতাপূর্ব্বক মহাধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ পাইলেও বাহিরে সুদীপ্ত সাত্ত্বিক বিকারে যিনি আকুল হইয়াছেন, সেই লজ্জাবনতবদনা শ্রীরাধাকে স্মরণ করিতেছি। ৪৬।

এই শ্লোকে দেখান হইল যে শ্রীকৃষ্ণের রূপে শ্রীরাধার চক্ষু, স্পর্শে ত্বক্, বাক্যে কর্ণ, অঙ্গগন্ধে নাসিকা এবং শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসে শ্রীরাধার রসনা আনন্দিত হয়; এবং এই আনন্দ এত অধিক যে লজ্জায় শ্রীরাধার বদন অবনত হইয়া রহিয়াছে; আর তাঁহার এই অত্যধিক আনন্দের কোনও লক্ষণ যাহাতে অপরের নিকট প্রকাশ হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য তিনি যথেষ্ট ধৈর্য্যধারণের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিয়া উঠিতেছেন না—সমস্ত সাত্ত্বিক বিকারগুলি সুদীপ্তভাবে তাঁহার অঙ্গে প্রকটিত হইয়া তাঁহার গোপনতার চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। (শ্রীকৃষ্ণের রূপাদির অনুভবে শ্রীরাধার মধ্যে মহাভাবের বিকার সকল উদিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীরাধার রূপাদিতে শ্রীকৃষ্ণের তদ্রূপ হয় না। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, শ্রীরাধার রূপাদিতে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চেন্দ্রিয় যে রকম সুখ পায়, শ্রীকৃষ্ণের রূপাদিতে শ্রীরাধার পঞ্চেন্দ্রিয় তদপেক্ষা অনেক বেশী সুখ পায়।)

দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতি—শ্রীরাধিকা এমন ভাব প্রকাশ করিতেছেন, যেন তিনি মহাধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া আনন্দবিকারকে গোপন করার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে—ধৈর্য্যের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন, অথচ বাস্তবিক ধৈর্য্য নাই; এজন্য ইহাকে কপট ধৈর্য্য বলা হইয়াছে। ধৈর্য্যের অভাব কিসে প্রকাশ পাইল? **প্রোদ্যদ্বিকারাকুলা**—আনন্দাধিক্যবশতঃ সাত্ত্বিক-বিকারগুলি তাঁহার দেহে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উদিত হইয়াছে; এই বিকারগুলিকে তিনি দমন করিতে পারেন নাই।

২১৬। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিচারের উপসংহার করিতেছেন। **তাতে জানি**—পূর্ব্বোক্ত কারণে মনে হয়। **মোতে**—আমাতে, শ্রীকৃষ্ণে। **এক রস**—কোনও এক অনির্ব্বচনীয় আস্বাদ্য বস্তু। **আমার মোহিনী রাধা**—যিনি সমস্ত জগৎকে—এমন কি স্বয়ং কন্দর্পকে পর্য্যন্ত মুগ্ধ করেন, সেই যে আমি (শ্রীকৃষ্ণ), সেই আমাকে পর্য্যন্ত মুগ্ধ করেন যেই শ্রীরাধা।

শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন—"আমার বিশ্বাস ছিল, শ্রীরাধার রূপাদির মাধুর্য্যেই যখন আমার পঞ্চেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়, তখন রূপাদিতে শ্রীরাধা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু এক্ষণে আমার রূপাদির প্রভাবে শ্রীরাধার যে অবস্থা হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি যে, শ্রীরাধার রূপাদিতে আমি যে আনন্দ পাই, আমার রূপাদিতে শ্রীরাধা তদপেক্ষা অনেক বেশী আনন্দ পায়েন; ইহা হইতেই মনে হইতেছে, আমার মধ্যে এমন কোন একটা অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য (রস) আছে, যাহা—অন্যের কথা তো দূরে, আমাকে পর্য্যন্ত যিনি মোহিত করিতে পারেন, সেই—শ্রীরাধাকে পর্য্যন্ত মুগ্ধ করিয়া বশীভূত করিয়া ফেলে।

২১৭। পূর্ব্ব পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই যে লোভ জন্মে, তাহাই বলিতেছেন।

নানা যত্ন করি আমি, নারি আস্বাদিতে।
সে-সুখমাধুর্য্য-ঘ্রাণে লোভ বাঢ়ে চিতে ॥ ২১৮
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধপ্রকার ॥২১৯
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা আচরণদ্বারে ॥২২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আমা হৈতে—আমার (শ্রীকৃষ্ণের) মধ্যে যে এক অনির্ব্বচনীয় রস (মাধুর্য্য) আছে, তাহার আস্বাদন হইতে। **সদাই উন্মুখ**—সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদির অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে জাতীয় সুখ পায়েন, সেই জাতীয় সুখ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত আমি সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত।" শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদির মাধুর্য্য আস্বাদন ব্যতীত, সেই জাতীয় সুখের অনুভব অসম্ভব; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের নিজের রূপ-রসাদির মাধুর্য্য-আস্বাদনের নিমিত্তই যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত, তাহাই এই পয়ার হইতে বুঝা যাইতেছে।

২১৮। নানা যত্ন করি আমি—রাধিকা যে জাতীয় সুখ পায়েন, সেই জাতীয় সুখ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত আমি নানাভাবে চেষ্টা করি। **নারি আস্বাদিতে**—নানা চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা আস্বাদন করিতে পারি না। আস্বাদন করিতে না পারার হেতু ২২১ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

সে সুখ-মাধুর্য্য-ঘ্রাণে ইত্যাদি—সেই সুখের মধুরতার আঘ্রাণে চিত্তে আস্বাদনের লোভ আরও বর্দ্ধিত হয়। কোনও সুস্বাদু এবং সুগন্ধি জিনিষ আস্বাদনের লোভ জন্মিলে শত চেষ্টাতেও যদি তাহা আস্বাদন করা না যায়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই আস্বাদনের লোভ বর্দ্ধিত হয়; তাহার উপর আবার যদি ঐ জিনিসটীর সুগন্ধ আসিয়া নাসিকায় প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহা আস্বাদনের লোভ আরও অনেক বেশী বর্দ্ধিত হয়। তদ্রূপ শ্রীরাধার সুখাধিক্য দেখিয়া সেই সুখের (অর্থাৎ স্বমাধুর্য্যের) আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লোভ জন্মিয়াছে; কিন্তু নানাবিধ চেষ্টা দ্বারাও তিনি তাহা আস্বাদন করিতে পারিতেছেন না; তাই বাধা পাইয়া অমনিই তাঁহার লোভ বাড়িয়া যাইতেছে। এদিকে আবার প্রতিনিয়তই তাঁহার মাধুর্য্যের আস্বাদন-জনিত সুখাধিক্যে শ্রীরাধার অনির্ব্বচনীয় অঙ্গ-মাধুরীর অপূর্ব্ব-চমৎকারিত্ব শ্রীকৃষ্ণের লোভরূপ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতেছে; তাই তাঁহার লোভ অতি দ্রুতবেগেই বর্দ্ধিত হইয়া যাইতেছে।

ষষ্ঠ শ্লোকের নিগূঢ় সিদ্ধান্তটী ২১৬-২১৮ পয়ারেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহা এই:—শ্রীরাধার অপরিমিত সুখাধিক্য দেখিয়া, শ্রীরাধা যে জাতীয় সুখ আস্বাদন করেন, সেই জাতীয় সুখ আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লোভ জন্মিল— স্বীয় আস্বাদন-চেষ্টার বিফলতায়— বাধা প্রাপ্ত হইয়া এবং প্রতিমুহূর্ত্তে নিজেরই সাক্ষাতে শ্রীরাধাকর্ত্তৃক তাহা আস্বাদিত হইতে দেখিয়া তাঁহার লোভ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই লোভটীই হইল তাঁহার শ্রীচৈতন্য-অবতারের মুখ্যকারণ-সমূহের মধ্যেও মুখ্যতম। এই লোভের বস্তুটী (শ্রীরাধার সুখ) সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে যাইয়াই শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন—তাঁহার নিজের মধ্যে এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য আছে, যাঁহার আস্বাদনে শ্রীরাধার এত অপরিমেয় আনন্দ; তাই স্বীয় মাধুর্য্য-আস্বাদনের লোভ জন্মিল; কারণ, স্বীয় মাধুর্য্যের আস্বাদন ব্যতীত তাঁহার লোভনীয় সুখটী পাওয়া যায় না। সুখটীই হইল শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য লক্ষ্য—স্বীয় মাধুর্য্যের আস্বাদন হইল ঐ সুখ-প্রাপ্তির একটা উপায়-স্বরূপ। আবার শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার ব্যতীত স্বীয় মাধুর্য্যেরও সম্যক্ আস্বাদন হইতে পারে না; তাই শ্রীরাধাভাবের অঙ্গীকার; সুতরাং ইহাও হইল মুখ্য লোভনীয় বস্তু সুখ-প্রাপ্তির একটী উপায়-স্বরূপ।

২১৯-২০। ব্রজলীলায় তিনি অনেক সুখই আস্বাদন করিয়াছেন এবং তাঁহার লীলারস-আস্বাদনের প্রকারও তিনি নিজের লীলাদ্বারা দেখাইয়াছেন।

রস আস্বাদিতে- ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত। **কৈল অবতার**—অবতীর্ণ হইলাম (ব্রজে; প্রকট ব্রজলীলার কথা বলিতেছেন)। **বিবিধ প্রকার**—নানারকমের। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের নানাবিধ বৈচিত্রীই প্রকট-ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করিয়াছেন। **ভক্ত**—ব্রজের পরিকর-ভক্তগণ; রক্তক-

এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয়-ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥২২১
রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥ ২২২
রাধাভাব অঙ্গীকরি—ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥ ২২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পত্রকাদি দাসগণ, সুবলাদি সখাগন, নন্দ-যশোদাদি বাৎসল্য-রসের পাত্রগণ এবং শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণ। **রাগমার্গে**—স্বসুখবাসনাশূন্য শ্রীকৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেমদ্বারা। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া যে সমস্ত লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, সেই সমস্ত লীলায়—তাঁহার ব্রজ-পরিকরগণ তাঁহাদের নিজেদের সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই কি ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিয়াছেন—তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন, যেন তাহা দেখিয়া এবং তাহার কথা শাস্ত্রাদিতে শুনিয়া জগতের জীবও সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে শিখে।

২২১। প্রকট-ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ অনেক রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাঁহার তিনটী বাসনা পূর্ণ হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। বিষয়-জাতীয় ভাবে আশ্রয়-জাতীয় সুখের আস্বাদন সম্ভব নহে বলিয়াই তাঁহার ঐ তিনটী বাসনা পূর্ণ হয় নাই।

এই তিন তৃষ্ণা—ষষ্ঠ শ্লোকে উল্লিখিত তিনটী বাসনা; শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য্য কিরূপ এবং ঐ মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে আনন্দ পায়েন, তাহাই বা কিরূপ, এই তিনটী বিষয় জানিবার নিমিত্ত তিনটী বাসনা।

এই তিনটী বাসনার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পায়েন, সেই সুখ-প্রাপ্তির বাসনাটীই মুখ্য; অন্য দুইটী বাসনা এই মুখ্য বাসনাটী পূরণের উপায় মাত্র (২১৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

ব্রজলীলায় এই তিনটী বাসনা পূর্ণ হয় নাই; কেন হয় নাই, তাহা বলিতেছেন। **বিজাতীয় ভাবে**—ভিন্ন জাতীয় ভাবে। যেই ভাবের দ্বারা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া অপরিমেয় আনন্দ উপভোগ করেন, শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন, সেই ভাবের বিষয়, আর শ্রীরাধা তাহার আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য-আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা আশ্রয়-জাতীয় সুখ ভোগ করেন। আশ্রয়-জাতীয় ভাবের দ্বারাই আশ্রয়-জাতীয় সুখের আস্বাদ সম্ভব; শ্রীকৃষ্ণের ভাব হইতেছে বিষয়-জাতীয়; বিষয়-জাতীয় ভাবে বিয়য়-জাতীয় সুখভোগই সম্ভব, আশ্রয়-জাতীয় সুখভোগ সম্ভব নহে। সেবা করিয়া সেবক যে সুখ পায়, তাহাই আশ্রয়-জাতীয় সুখ—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-সেবা দ্বারা এই সুখ পান; আর সেবা পাইয়া যে সুখ, তাহাই বিষয়-জাতীয় সুখ—শ্রীরাধাকর্তৃক সেবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এই সুখ পায়েন। সেবা করিয়া যে সুখ পাওয়া যায়, তাহার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের লোভ জন্মিয়াছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সেবকের ভাব—আশ্রয়-জাতীয় ভাব—নাই; তাই তাহা তিনি পাইতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আছে সেব্যের ভাব—বিষয়-জাতীয় ভাব; কিন্তু আশ্রয়-জাতীয় সুখের পক্ষে বিষয়-জাতীয় ভাব হইল বিজাতীয় ভাব, আশ্রয়-জাতীয় ভাবই সজাতীয় ভাব। চক্ষু দ্বারা যেমন ঘ্রাণ লওয়া যায় না, তদ্রূপ বিষয়-জাতীয় ভাবের দ্বারাও আশ্রয়-জাতীয় সুখ অনুভব করা যায় না। সেবা পাইয়া কি সুখ, সেব্য ব্যক্তি তাহাই জানেন; কিন্তু সেবা করিয়া কি সুখ, তাহা তিনি জানিতে পারেন না।

২২২। শ্রীরাধিকার আশ্রয়-জাতীয় সুখ অনুভব করিতে হইলে তাঁহার আশ্রয়-জাতীয় ভাবই অঙ্গীকার করিতে হইবে; নতুবা উক্ত তিনটী সুখের আস্বাদন অসম্ভব হইবে।

রাধিকার ভাব-কান্তি—শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি (বর্ণ)। আশ্রয়-জাতীয় সুখের আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধার আশ্রয়-জাতীয় ভাবের অঙ্গীকার প্রয়োজন হইতে পারে; কিন্তু তৎসঙ্গে শ্রীরাধার কান্তি অঙ্গীকারের প্রয়োজন কি; এই পরিচ্ছেদে পূর্ব্ববর্তী ৭ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় এ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য। ১।৩।১০-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২৩। শ্রীরাধার ভাব-কান্তি ব্যতীত ষষ্ঠ শ্লোকোক্ত তিনটী বাসনা পূর্ণ হইতে পারে না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করিলেন—শ্রীরাধার ভাব হৃদয়ে ধরিয়া এবং শ্রীরাধার কান্তি দেহে ধারণ করিয়া উক্ত তিনটী সুখ আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি অবতীর্ণ হইবেন।

সর্ব্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয়।
হেনকালে আইল যুগাবতারসময় ॥ ২২৪
সেই কালে শ্রীঅদ্বৈত করেন আরাধন।
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ ॥ ২২৫
পিতা মাতা গুরুগণ আগে অবতারি।
রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি ॥ ২২৬
নবদ্বীপে শচীগর্ভ-শুদ্ধদুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ-ইন্দু ॥ ২২৭
এই ত করিল ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যান।
স্বরূপগোসাঞি পাদপদ্ম করি ধ্যান ॥ ২২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২২৪। শ্রীকৃষ্ণ যখন পূর্ব্বপয়ারোক্তরূপ সঙ্কল্প করিলেন, তখনই যুগাবতারের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। **সর্ব্বভাবে**—সম্যক্ বিবেচনাপূর্ব্বক। **এইত নিশ্চয়**—পূর্ব্ব পয়ারোক্তরূপ সঙ্কল্প। **যুগাবতারসময়**—যুগাবতারের অবতীর্ণ হওয়ার সময়।

২২৫। যখন শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিলেন এবং যুগাবতারের সময়ও উপস্থিত হইল, ঠিক সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণাবতারের নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈতার্য্য আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহার আরাধনা শ্রীকৃষ্ণের চরণে গিয়া পৌঁছিল; অদ্বৈতের আরাধনাকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনিও অবতীর্ণ হইতে উদ্যত হইলেন (অবশ্য মুখ্যতঃ নিজের সঙ্কল্প-সিদ্ধির নিমিত্ত)। ১।৩।২০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। এবং ১।৩,৮৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২৬-২৭। স্বয়ং অবতীর্ণ হইতে উদ্যত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁহার অনাদি-ভাবসিদ্ধ পিতা-মাতা-আদি গুরুবর্গকে অবতীর্ণ করাইলেন; পরে নিজে শ্রীশ্রীশচীদেবীর গর্ভ হইতে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকটিত হইলেন।

পিতা-মাতা ইত্যাদি—লীলা-প্রকটন-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিয়মই এই যে—"প্রকট লীলা করিবারে যবে করে মন॥ আদৌ প্রকট করায় মাতা-পিতা-ভক্তগণে। পাছে প্রকট হয় জন্মাদিকলীলাক্রমে ॥ ২।২০।৩১৩-১৪ ॥" নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত পিতা-মাতাদির প্রকটন প্রয়োজন। **অবতারি**—অবতীর্ণ করাইয়া। শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতাদিও নিত্য, অনাদিসিদ্ধ; অনাদিসিদ্ধ ভাবের প্রভাবেই তাঁহাদের পিতৃ-মাতৃত্বের অভিমান। ১।৩।৭৩ এবং ১।৪।২৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ভাব-বর্ণ**—ভাব এবং বর্ণ। **নবদ্বীপে**—ভাগীরথীর তীরস্থ শ্রীনবদ্বীপ-ধামে। **শচী**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মাতা। **শচীগর্ব্ভ-শুদ্ধদুগ্ধ-সিন্ধু**—শচীগর্ভরূপ বিশুদ্ধ দুগ্ধ-সমুদ্র। শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে (শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে) পূর্ণচন্দ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। দুগ্ধসিন্ধুতে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়। শ্রীশচীগর্ভে শ্রীকৃষ্ণের উদয় হইয়াছে বলিয়া শচীগর্ব্ভকেও দুগ্ধসিন্ধু বলা হইয়াছে। দুগ্ধসিন্ধু হইলেও ইহা প্রাকৃত-দুগ্ধসিন্ধু নহে, ইহা বিশুদ্ধ—পবিত্র—চিন্ময় দুগ্ধসিন্ধু; কারণ, প্রাকৃত দুগ্ধসিন্ধুতে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইতে পারে না। বস্তুতঃ প্রাকৃত জীবের ন্যায় শ্রীশচীদেবীর গর্ভে শুক্র-শোণিতে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও জন্মই হয় নাই; অনাদি অজ নিত্য ভগবানের বাস্তবিক জন্ম থাকিতেও পারে না—নরলীলাসিদ্ধির নিমিত্ত জন্মলীলার অভিনয়মাত্র করা হইয়াছে। আদিলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে ৮১।৮২ পয়ারে জন্মলীলা-প্রকটনের প্রথায় বলা হইয়াছে; এবিষয় তত্তৎ টীকায় আলোচিত হইবে।

এই দুই পয়ার ষষ্ঠ শ্লোকের "তস্তাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ" অংশের অর্থ।

২২৮। **স্বরূপ গোঁসাইর ইত্যাদি**—শ্রীমদ্ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োঃ" ইত্যাদি এবং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" (১।৩।৯ এবং ১।৩।১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারের কথা উক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তির বিশদ্ বিবরণ সহ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতার-তত্ত্ব সর্ব্বপ্রথমে স্বরূপদামোদর-গোস্বামীই জগতে প্রচারিত করেন; ষষ্ঠ শ্লোকটীও তাঁহারই কড়চা হইতে সংগৃহীত। তাঁহারই প্রচারিত তত্ত্ব-মূলক তাঁহার শ্লোকের ব্যাখ্যা একমাত্র তাঁহার কৃপাতেই সম্ভব; এজন্য গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন "শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলাম।"

এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ।
শ্রীরূপগোসাঞির শ্লোক প্রমাণসমর্থ ॥ ২২৯

তথাহি স্তবমালায়াং ২য়-চৈতন্যাষ্টকে (৩)

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিতিরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৪৭

গ্রন্থকারস্য।—
মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বলক্ষণম্।
প্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোকষট্কৈর্নিরূপিতম্। ৪৮

শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে চৈতন্যা-
বতারমূলপ্রয়োজনকথনং নাম
চতুর্থপরিচ্ছেদঃ ॥ ৪ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২২৯। **এই দুই শ্লোকের**—পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকের।

শ্রীরূপ গোসাঞির ইত্যাদি—গ্রন্থকার বলিতেছেন, "উক্ত দুই শ্লোকের যে অর্থ করা হইল, অর্থাৎ স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এই অর্থ শ্রীরূপগোস্বামিচরণেরই অভিপ্রেত; পরবর্ত্তী অপারং কস্যাপি ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ।"

শ্লো। ৪৭। অন্বয়াদি এই পরিচ্ছেদের ৭ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪৮। **অন্বয়**। মঙ্গলাচরণং (মঙ্গলাচরণ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্বলক্ষণং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্বলক্ষণ) অবতারে (অবতারের) প্রয়োজনঞ্চ (প্রয়োজনও) শ্লোকষট্কৈঃ (ছয়টী শ্লোকে) নিরূপিতম্ (নিরূপিত হইল)।

অনুবাদ। মঙ্গলাচরণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব এবং অবতারের প্রয়োজন এ সমস্ত—ছয়টী শ্লোকে নিরূপিত হইল। ৪৮।

প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম ছয়টী শ্লোকের কথাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। "বন্দে গুরূন্" ইত্যাদি প্রথম শ্লোকে সামান্য-মঙ্গলাচরণ, "বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ" ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্লোকে বিশেষ মঙ্গলাচরণ, "যদদ্বৈতং" ইত্যাদি তৃতীয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব, "অনর্পিতচরীং" ইত্যাদি চতুর্থ শ্লোকে শ্রীচৈতন্যাবতারের বাহ্যপ্রয়োজন এবং "রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতিঃ" ইত্যাদি ও "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা" ইত্যাদি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীচৈতন্যাবতারের মূল প্রয়োজন প্রকাশ করা হইয়াছে।

আদি-লীলা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে ॥১॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।—
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥১
ষষ্ঠশ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্যমহিমা
পঞ্চশ্লোকে কহি নিত্যানন্দ-তত্ত্বসীমা ॥২
সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ—স্বয়ংভগবান।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ—শ্রীবলরাম ॥৩
একই স্বরূপ—দুই ভিন্নমাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ— কৃষ্ণলীলার সহায় ॥৪
সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম সঙ্গে—শ্রীনিত্যানন্দ ॥৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বন্দ ইতি। শ্রীনিত্যানন্দমহং বন্দে। কীদৃশং? ঈশ্বরং স্বাধীনবৈভবং অনন্তং অগণ্যং অদ্ভুতং মহাচমৎকরণীয়ং ঐশ্বর্য্যং ঈশ্বরত্বাদিকং যস্য তম্। যস্য শ্রীনিত্যানন্দস্য ইচ্ছয়া কৃপয়া অজ্ঞেন শাস্ত্রাদ্যব্যুৎপন্নেনাপি ময়া তস্য নিত্যানন্দস্য স্বরূপং তত্ত্বং নিরূপ্যতে বর্ণ্যতে ।১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১। অন্বয়। অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং (অসংখ্য অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট) ঈশ্বরং (ঈশ্বর) নিত্যানন্দং (শ্রীনিত্যানন্দকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি)। যস্য (যে শ্রীনিত্যানন্দের) ইচ্ছয়া (কৃপায়) অজ্ঞেন (অজ্ঞ-ব্যক্তি—শাস্ত্রজ্ঞানহীন-আমাদ্বারা) অপি (ও) তৎস্বরূপং (তাঁহার—শ্রীনিত্যানন্দের—তত্ত্ব) নিরূপ্যতে (নিরূপিত হইতে পারে)।

অনুবাদ। যাঁহার কৃপায় অজ্ঞ (শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিহীন) ব্যক্তিদ্বারাও তাঁহার (শ্রীনিত্যানন্দের) তত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে, সেই অশেষ পরমাশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন ঈশ্বর শ্রীনিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি। ১।

শ্রীনিত্যানন্দের ঐশ্বর্য্য অনন্ত এবং অদ্ভুত; অদ্ভুত বলিয়া ইহা সহজে কেহ নিরূপণ করিতে পারে না; অবশ্য যাঁহার প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হয়, শাস্ত্রাদিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও তিনি তাহা সহজে নিরূপণ করিতে পারেন। এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব নিরূপণ করিবেন; তাই শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাপ্রাপ্তির আশায় তিনি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার বন্দনা করিতেছেন।

২। ষষ্ঠ শ্লোকে—কোনও কোনও গ্রন্থে "এই ছয় শ্লোকে" পাঠ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদের "বন্দে গুরূন্" ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়টী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব (নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এই তত্ত্ব) নিরূপিত হইয়াছে। পঞ্চশ্লোকে—প্রথম পরিচ্ছেদের সপ্তমশ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচটী শ্লোকে (শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে)। কোনও কোনও গ্রন্থে "পঞ্চশ্লোকে" স্থানে "সপ্তমশ্লোকে" পাঠ আছে; তাহাতেও অর্থের অসঙ্গতি বা অন্য পাঠের সহিত অর্থ-বিরোধ হয় না; কারণ, বস্তুতঃ সপ্তমশ্লোকেই সংক্ষেপে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে; পরবর্ত্তী চারিটী শ্লোকে সপ্তম শ্লোকোক্ত সঙ্কর্ষণাদিরূপেরই বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

৩-৫। মোটামুটী ভাবে কোনও তত্ত্ব জানা থাকিলে, তৎসম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনার অনুসরণ করা একটু

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥২

শ্রীবলরামগোসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চ রূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সহজ হয়; তাই বিস্তৃত আলোচনার পূর্ব্বে গ্রন্থকার তিন পয়ারে অতি সংক্ষেপে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বটী বলিয়া রাখিতেছেন। তাহা এই—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ হইলেন শ্রীবলরাম; তত্ত্বতঃ তাঁহারা একই, কেবল লীলার সহায়তার নিমিত্ত দুই রূপে প্রকাশ। এই বলরামই নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ।

সর্ব্বঅবতারী—সমস্ত অবতারের মূল কর্ত্তা। **দ্বিতীয় দেহ**—শ্রীকৃষ্ণই শ্রীবলরামরূপে ভিন্ন বিগ্রহে আত্মপ্রকট করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম মূলতঃ একই, কেবল বিগ্রহে বিভিন্ন। **একই স্বরূপ**—শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম স্বরূপে একই, অভিন্ন। **দুই ভিন্ন মাত্র কায়**—কেবল কায়া বা দেহেতেই তাঁহারা ভিন্ন। তত্ত্বতঃ ব্রজে শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের বিলাস। বিলাস তদেকাত্মরূপেরই একরকম ভেদ। মূলরূপের সহিত তদেকাত্মরূপের স্বরূপে অভেদ (তাই এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—একই স্বরূপ)। স্বরূপে অভিন্ন থাকিয়াও কোনও লীলাবিশেষের উদ্দেশ্যে ভিন্ন আকৃতিতে—ভিন্ন বর্ণে, ভিন্ন বেশাদিতে—প্রকটিত স্বরূপের নাম বিলাস। শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, কিন্তু শ্রীবলরাম শ্বেতবর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের পীতবসন, শ্রীবলরামের নীলবসন, বর্ণে ও বেশে উভয়ের মধ্যে ভেদ থাকায় শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের বিলাস হইলেন। "ব্রজে গোপভাব রামের…। বর্ণ-বেশ-ভেদ তাতে 'বিলাস' তার নাম॥ ২।২০।১৫৬॥" **কায়ব্যূহ**—কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে এক দেহ হইতে যদি এক বা ততোঽধিক দেহ প্রকটিত হয়, তবে প্রকটিত দেহগুলিকে প্রথম দেহের কায়ব্যূহ বলা যায়। বিশেষ বিবরণ ১।১।৪২ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **আত্মকায়ব্যূহ**—প্রথম কায়ব্যূহ। লীলানুরোধে ভিন্নাকারাদিতে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শ্রীবলদেবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। **কৃষ্ণলীলার সহায়**—শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণ-লীলার সহায়তা করেন; লীলার সহায়তার নিমিত্তই শ্রীবলদেবরূপের প্রকটন। শ্রীবলদেব কিরূপে কৃষ্ণলীলার সহায়তা করেন, তাহা পরবর্ত্তী ৬—৯ পয়ারে বলা হইয়াছে। **সেই কৃষ্ণ**—যেই কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতারী এবং স্বয়ংভগবান্, তিনিই (শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন)। **সেই বলরাম সঙ্গে**—যেই বলরাম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ এবং লীলার সহায়, তিনিই (শ্রীনিত্যানন্দরূপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সঙ্গে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন)। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দ্বিতীয় দেহ, আত্মকায়ব্যূহ এবং লীলার সহায়।

শ্লো। ২। অন্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদে সপ্তমশ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৬। এক্ষণে বিস্তৃতভাবে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই "সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী" ইত্যাদি সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই শ্লোকে বলা হইল—সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরাব্ধিশায়ী এবং শেষ এই পাঁচ স্বরূপের মধ্যে সঙ্কর্ষণ শ্রীবলরামের অংশ এবং কারণাব্ধিশায়ী-আদি তাঁহার কলা (অংশের অংশ)॥ শ্রীকৃষ্ণ-সেবার উদ্দেশ্যেই শ্রীবলদেব উক্ত পাঁচরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ১২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। সঙ্কর্ষণাদি যেই বলরামের অংশ-কলা, তিনিই স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে লীলা করিতেছেন।

মূল সঙ্কর্ষণ—সঙ্কর্ষণ ইঁহারই অংশ; সুতরাং ইনি সঙ্কর্ষণের অংশী বা মূল বলিয়া শ্রীবলরামকে মূল সঙ্কর্ষণ বলা হইল। প্রকটলীলায় এক গর্ভ হইতে অন্য গর্ভে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীবলদেবের একটী নাম সঙ্কর্ষণ (সম+কৃষ্+যুচ্—সংকৃষ্যতে গর্ভাৎ গর্ভান্তরং নীয়তে অসৌ ইতি সঙ্কর্ষণঃ। বাচস্পতি।)। প্রথমে কংসকারাগারে শ্রীদেবকীদেবীর গর্ভেই শ্রীবলদেবের আবির্ভাব হয়; কংসের অত্যাচারের আশঙ্কায় যোগমায়া তাঁহাকে

আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়। | সৃষ্টি-লীলাকার্য্য করে ধরি চারি কায়॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া দেবকীর সপত্নী শ্রীরোহিণীদেবীর গর্ভে রক্ষা করেন (শ্রীরোহিণীদেবী তখন গোকুলে নন্দালয়ে ছিলেন); এজন্ত শ্রীবলদেবের একটী নাম হইয়াছে সঙ্কর্ষণ (ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকোক্ত সঙ্কর্ষণ নহেন)। "গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি। শ্রীভা, ১০।২।১৩॥" বলাধিক্যবশতঃ তাঁহাকে বলভদ্রও বলা হইত ; এবং সকল লোকের নিকটে মনোরম ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে রামও বলা হইত। "রামেতি লোক-রমণাদ্ বলভদ্রং বলোচ্ছ্রয়াৎ। শ্রীভা, ১০।২।১৩॥" সম্ভবতঃ "বলভদ্রের" "বল" এবং "রাম" এই দুইটী শব্দের সংযোগেই তাঁহার বলরাম নামের উদ্ভব—যাঁহার বল অত্যন্ত অধিক এবং যিনি সকলের মনোরঞ্জনে সমর্থ, তিনিই বলরাম। শ্রীবলদেব পৌগণ্ড-বয়সেই তালবনে প্রবেশ করিয়া দুই হাতে তালগাছ ধরিয়া এমন জোরে নাড়া দিয়াছিলেন যে, ধুপ্ ধাপ্ করিয়া বহুসংখ্যক তাল গাছের মাথা হইতে মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিল (শ্রীভা, ১০।১৫।২৮); এক একটা প্রকাণ্ড গর্দ্দভকে এক হাতে দুই পায়ে ধরিয়া মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন (শ্রীভা, ১০।১৫।৩২)। কিন্তু "বলভদ্রের" সার্থকতাবাচক "বলোচ্ছ্রয়াৎ" শব্দে (শ্রীভা, ১০।২।১৩) বোধ হয় উল্লিখিত তালফল পাতন এবং গর্দ্দভাসুর সংহারের উপযোগী শারীরিক বলই কেবল লক্ষিত হয় নাই—তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমবল বা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাধিক্যই বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়াছে। "বলোচ্ছ্রয়াৎ" শব্দের টীকায় লিখিত হইয়াছে "তদীয় পরম-প্রেমোর্জ্জিতমনস্তয়েতি ভাবঃ। বৈষ্ণবতোষণী॥"

পঞ্চরূপ—সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরাব্ধিশায়ী এবং শেষ এই পাঁচরূপ। শ্রীবলরাম স্বয়ংরূপে (মূল সঙ্কর্ষণরূপে) এবং তদ্ভিন্ন সঙ্কর্ষণাদি পাঁচরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। মোট ছয়রূপে সেবা।

৭। বিভিন্নরূপে শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের কি কি সেবা করেন, তাহা বলা হইতেছে।

আপনি করেন ইত্যাদি—শ্রীবলদেব নিজে (স্বয়ংরূপে বা মূল-সঙ্কর্ষণরূপে) ব্রজে ও দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায়তা করেন। সাক্ষাদ্ভাবে লীলার সহায়তা করাই তাঁহার স্বয়ংরূপের কার্য্য, সাক্ষাৎসেবাই তাঁহার স্বয়ংরূপের সেবা। **সৃষ্টিলীলাকার্য্য**—প্রাকৃতাপ্রাকৃতসৃষ্টিরূপ লীলার কার্য্য ; অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামাদির প্রকাশ এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি। **কায়**—কায়া, দেহ বা বিগ্রহ। **চারি কায়**—চারি বিগ্রহে—সঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ—এই চারি স্বরূপে শ্রীবলদেব সৃষ্টিলীলাকার্য্য করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত তাঁহারই ইচ্ছায় শ্রীবলদেব সঙ্কর্ষণরূপে গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম-সমূহের প্রকাশ করেন (সৃষ্টি করেন না—ভগবদ্ধাম-সমূহ নিত্য চিন্ময় বস্তু, তাঁহাদের সৃষ্টি সম্ভব নহে ; শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তিনি ঐ সমস্ত ধামকে প্রকাশ করেন মাত্র)। "ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম। প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ॥ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়। গোলোক-বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তিদ্বারায়॥ যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস। তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ॥ ২।২০।২১১-২২৩॥" আর, কারণার্ণবশায়ী-আদি তিনরূপে প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি করেন (শ্রীবলদেব)। প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি-প্রকার পরবর্ত্তী শ্লোক-সমূহের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে।

সৃষ্টিলীলাকার্য্য-শব্দে সৃষ্টিকে লীলা বলা হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের লীলা-নির্ব্বাহের নিমিত্তই অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম-সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। আর প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টিও কেবল আনন্দোদ্রেকজনিত লীলাবশতঃই ; "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"—(বেদান্ত ২।১।৩৩) এই বেদান্ত-সূত্রই তাহার প্রমাণ। সুখোন্মত্ত ব্যক্তিগণ যেমন কেবল আনন্দের উদ্রেকবশতঃই নৃত্য-গীত-ক্রীড়াদি করিয়া থাকে, কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত যেমন তাহারা নৃত্য-

সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন।
শেষ-রূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন ॥ ৮
সর্ব্ব-রূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণসেবানন্দ।
সেই রাম শ্রীচৈতন্য-সঙ্গে নিত্যানন্দ ॥ ৯
সপ্তমশ্লোকের অর্থ করি চারিশ্লোকে।
যাতে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব জানে সর্ব্বলোকে ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গীতাদি করে না, তদ্রূপ শ্রীভগবানও কেবল আনন্দোদ্রেকবশতঃই প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-আদি করিয়া থাকেন, কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধির সঙ্কল্প লইয়া তিনি সৃষ্টি-আদি করেন না। তিনি পরিপূর্ণ-স্বরূপ, তাঁহার কোনও প্রয়োজন থাকিতেও পারে না। তিনি আনন্দ-স্বরূপ, তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী স্বভাববশতঃই তাঁহাতে আনন্দের উদ্রেক হইয়া থাকে। সুখোন্মত্ত ব্যক্তিগণের নৃত্য-গীতাদি যেমন তাঁহাদের আনন্দোদ্রেকের অভিব্যক্তি, ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টিও শ্রীভগবানের আনন্দোদ্রেকের একটা অভিব্যক্তি মাত্র; কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন নাই; ইহা তাঁহার একটী লীলা মাত্র। উল্লিখিত বেদান্ত-সূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্যেও এইরূপই লিখিত আছে—"পরিপূর্ণস্যাপি বিচিত্রসৃষ্টৌ প্রবৃত্তির্লীলৈব কেবলা, ন তু সা ফলাভিসন্ধি-পূর্ব্বিকা। অত্র দৃষ্টান্তো লোকেতি 'ষষ্ঠ্যন্তাদ্বতিঃ'। লোকস্য সুখোন্মত্তস্য যথা সুখোদ্রেকাৎ ফলনিরপেক্ষা নৃত্যাদি-লীলা দৃশ্যতে তথেশ্বরস্য; তস্মাৎ স্বরূপানন্দ-স্বাভাবিক্যেব-লীলা; দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহেতি মণ্ডূকশ্রুতেঃ। সৃষ্ট্যাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু কুরুতে, কেবলানন্দাদ্ যথা মত্তস্য নর্ত্তনম্।" এজন্যই সৃষ্টিকার্য্যকে লীলা বলা হইয়াছে।

৮। সৃষ্টি-আদি কার্য্য দ্বারা কিরূপে ভগবৎ-সেবা হয়, তাহা বলিতেছেন। শ্রীভগবান্ যে স্বহস্তে সৃষ্ট্যাদি করেন তাহা নহে; লীলাবশতঃ যখন সৃষ্ট্যাদির নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছা হয়, তখন তিনি তজ্জন্য আদেশ দিয়া থাকেন; সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি তাঁহার এই আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়াই সৃষ্টি-আদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; সুতরাং সৃষ্টি-আদি কার্য্য করিয়া তাঁহারা আদেশই পালন করিয়া থাকেন এবং এই আদেশ পালনে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করিয়া তাঁহার সুখ-সম্পাদনই করিয়া থাকেন; সুতরাং সৃষ্ট্যাদি দ্বারা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের—শ্রীভগবানের—আজ্ঞাপালনরূপ সেবাই করিয়া থাকেন। **তাঁর আজ্ঞার**—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞার।

সঙ্কর্ষণাদি চারিরূপের সেবার কথা বলিয়া এক্ষণে পঞ্চমরূপ শ্রীশেষের সেবার কথা বলিতেছেন। **শেষরূপে**—অনন্তরূপে। সঙ্কর্ষণের অবতার কারণার্ণবশায়ী; কারণার্ণবশায়ীর অবতার গর্ভোদশায়ী; গর্ভোদশায়ীর অবতার ক্ষীরোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ীর অবতার শেষ বা অনন্ত। ইহার তত্ত্ব ও কার্য্য পরবর্ত্তী ০০—১০৭ পয়ারে বর্ণিত হইয়াছে। **বিবিধ সেবন**—নানাপ্রকার সেবা। মস্তকে পৃথিবী ধারণ, শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন এবং শ্রীকৃষ্ণের ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন প্রভৃতি রূপে সেবা—এই সমস্তই শেষরূপে শ্রীবলদেবের বিবিধ সেবা। পরবর্ত্তী ১০০—১০৭ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৯। **সর্ব্বরূপে**—সকলরূপে॥ মূল-সঙ্কর্ষণাদি ছয়রূপেই শ্রীবলরাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণসেবার আনন্দ উপভোগ করেন। **সেই রাম ইত্যাদি**—শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে যে নিত্যানন্দ, তিনিই সেই রাম (বলরাম)। যেই বলরাম মূল-সঙ্কর্ষণাদি ছয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার আনন্দ আস্বাদন করেন, তিনিই শ্রীনিত্যানন্দরূপে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁহার লীলাদির সহায়তারূপ সেবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন।

১০। **সপ্তম শ্লোক**—প্রথম পরিচ্ছেদের সপ্তম-শ্লোক; পূর্ব্বোক্ত "সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী" ইত্যাদি শ্লোক। এই শ্লোকে শ্রীবলরামচন্দ্রের অংশকলারূপে যে সঙ্কর্ষণ, কারণতোয়শায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং পয়োব্ধিশায়ীর উল্লেখ করা হইয়াছে, পরবর্ত্তী চারি শ্লোকে উক্ত চারি-স্বরূপের তত্ত্ব বিবৃত হইতেছে; ইহাদের তত্ত্ব কথিত হইলেই উক্ত সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়া যাইবে এবং শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বও জানা যাইবে।

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—
মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে ।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

প্রকৃতির পার—পরব্যোমনামে ধাম ।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে—বিভুত্বাদি গুণবান্ ॥ ১১
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্লো । ৩ । অন্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদের অষ্টম শ্লোকে দ্রষ্টব্য । এই শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী ১১-৪২ পয়ারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

১১-১২ । "মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে" অংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন, দুই পয়ারে ।

প্রকৃতির পার—প্রকৃতির অতীত মায়াতীত; অপ্রাকৃত; চিন্ময়। **পরব্যোম নামে ধাম**—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের বাহিরে একটী অপ্রাকৃত—চিন্ময়—মায়াতীত ধাম আছে, তাহার নাম পরব্যোম। পরব্যোমের অপর নাম মহা-বৈকুণ্ঠ। **ধাম**—ভগবৎস্বরূপের লীলা-স্থানকে ধাম বলে। **কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে**—কৃষ্ণবিগ্রহ যেরূপ (সেইরূপ); শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের ন্যায়। **বিভুত্ব**—সর্ব্বব্যাপকত্ব; যাহা সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তাহাকে বিভু বা ব্রহ্ম বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ (শরীর) সাকার হইয়াও যেমন বিভুত্বাদি গুণবিশিষ্ট—সর্ব্বগ, অনন্ত বিভু এবং অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন—তদ্রূপ পরব্যোম-নামক ধামও সাবয়ব হইয়াও সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু এবং অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ন্যায় বিভুত্বাদি পরব্যোমেরও স্বরূপানুবন্ধি গুণ। ভগবদ্ধাম স্বরূপশক্তির বিলাস (১।৩।২২ এবং ১।৪।৫৬-৭ [illegible] দ্রষ্টব্য); তাই মায়াতীত: বিভুবস্তুর লীলাস্থল বলিয়া বিভু বা সর্ব্বব্যাপক। "নানাকল্প-লতাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং ব্যাপকং স্মরেৎ ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভধৃত স্বায়ম্ভুবাগমবচন । ১০৬ ॥"

"প্রকৃতির পার" বাক্যে শ্লোকস্থ "মায়াতীতে" শব্দের, "বিভুত্বাদি গুণবান্" বাক্যে "ব্যাপি"-শব্দের এবং "পরব্যোম"-শব্দে "বৈকুণ্ঠলোকে"-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে।

বিভুত্বাদি গুণ কি, তাহা বলিতেছেন—সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। **সর্ব্বগ**—যাহা সর্ব্বত্র যাইতে পারে; যাহা সকল স্থানকে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে। **অনন্ত**—অন্ত (শেষ) নাই যাহার; অসীম। **বিভু**—ব্রহ্ম, বৃহৎ। কোনও কোনও গ্রন্থে "বিভু" স্থলে "ব্রহ্ম" পাঠ দৃষ্ট হয়। **বৈকুণ্ঠ**—কুণ্ঠা-শব্দের অর্থ মায়া; কুণ্ঠা (বা মায়া) নাই যাহাতে তাহার নাম বৈকুণ্ঠ; ভগবদ্ধামে মায়া বা মায়ার বিকার নাই বলিয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠ বলে। "কারণাব্ধিপারে মায়ার নিত্যস্থিতি। বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥ ২।২০।২৩ ॥ ন যত্র মায়া কিমুতাপরে ॥ শ্রীভা, ২।৯।১০ ॥" পরব্যোমের অধিপতি শ্রীনারায়ণের নিজস্ব ধামই মহা-বৈকুণ্ঠ। পরব্যোমে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেরই পৃথক্ পৃথক্ ধাম আছে; প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপের ধামই মায়াতীত, সুতরাং বৈকুণ্ঠ। এই পয়ারে **বৈকুণ্ঠাদি**-শব্দের বৈকুণ্ঠ-শব্দে শ্রীনারায়ণের নিজস্ব ধামকে এবং আদি-শব্দে অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের ধাম-সমূহকে বুঝাইতেছে। বৈকুণ্ঠাদিতে প্রাকৃত মায়া বা মায়ার বিকার নাই বলিয়া প্রত্যেক ভগবদ্ধামই সচ্চিদানন্দময়। ভগবৎসন্দর্ভের ৭২—৭৭ প্রকরণে বৈকুণ্ঠধামের সচ্চিদানন্দরূপত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপের ধামই সর্ব্বগ, অনন্ত ও বিভু। প্রশ্ন হইতে পারে, অনন্ত ভগবৎস্বরূপ আছেন; তাঁহাদের ধামও অনন্ত। সর্ব্বগ, অনন্ত ও বিভু বস্তু একাধিক থাকা সম্ভব নহে। অসংখ্য সর্ব্বগ অনন্ত বিভু ধাম কিরূপে পরব্যোমে থাকিতে পারে? উত্তর—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের ন্যায় ভগবদ্ধামাদিও বিভুত্বাদি-গুণসম্পন্ন; এস্থলে আদি-শব্দে অচিন্ত্যশক্তিমত্তাও বুঝাইতেছে; শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের ন্যায় ভগবদ্ধাম-সমূহও অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। এই অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই একই পরব্যোমের মধ্যে অসংখ্য বিভু-ধামের সমাবেশ সম্ভব হইয়াছে। বস্তুতঃ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যেমন এক হইয়াও লীলানুরোধে বহু ভগবৎ-স্বরূপরূপে প্রকটিত হয়েন বা প্রতিভাত হয়েন (একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি-শ্রুতি), এবং এজন্য এসকল ভগবৎ-স্বরূপকে যেমন তাঁহার অংশ বলা হয়, তদ্রূপ স্বয়ংভগবানের ধাম-বৃন্দাবনও স্বরূপতঃ এক হইয়াও বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের ধামরূপে প্রকটিত হয়েন এবং এসকল বৈকুণ্ঠাদি-ধামকেও

তাহার উপরিভাগে—কৃষ্ণলোক খ্যাতি
দ্বারকা মথুরা গোকুল—ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥ ১৩

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বৃন্দাবনেরই অংশ বলা যায়। "বৈকুণ্ঠাদি তদংশাংশং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি ॥ প, পু, পা, ৩৮।৯ ॥" তাই ভগবান্ যেমন কোনও স্থানে পূর্ণরূপে এবং কোনও স্থানে অংশরূপে বিরাজিত, তদ্রূপ তাঁহার ধামও কোনও স্থানে পূর্ণরূপে এবং কোনও স্থলে অংশরূপে প্রকটিত। "তদেতচ্ছ্রীবৈকুণ্ঠস্য স্বরূপং নিরূপিতম্। তচ্চ যথা শ্রীভগবানেব ক্বচিৎ পূর্ণত্বেন ক্বচিদংশত্বেন চ বর্ত্ততে তথৈব ইতি বহবস্তস্যাপি ভেদাঃ। ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। ৭৬॥" এই প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, যে ভগবৎ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ আবির্ভাব, তাঁহার ধামও শ্রীবৃন্দাবনের তদনুরূপই আবির্ভাব। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ, পরব্যোমও শ্রীবৃন্দাবনের বিলাসরূপ। ১।৪।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ শ্রীনারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য স্বাংশ-স্বরূপ) এবং শ্রীকৃষ্ণের অবতারগণ (মৎস্য- কূর্ম্মাদি) উক্ত পরব্যোমের অন্তর্গত স্বস্বধামেই অবস্থান করিয়া লীলাবিলাসাদি করিয়া থাকেন। বিশ্রাম-শব্দের ধ্বনি এই যে, বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপগণ স্বস্ব-ধামে স্বচ্ছন্দভাবেই লীলা-বিলাসাদি করিয়া থাকেন ; এই সমস্ত ধামে তাঁহাদের কোনওরূপ উদ্বেগাদির হেতু নাই। মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারগণ নিত্যই পরব্যোমে অবস্থান করেন ; প্রয়োজন হইলে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া গেলে পুনরায় পরব্যোমস্থ নিজ নিজ ধামে গমন করেন। অবতার-সমূহ যে পরব্যোমেই নিত্য অবস্থান করেন, তাহার প্রমাণ লঘুভাগবতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায় ; "সর্ব্বেষামবতারাণাং পরব্যোম্নি চকাসতি। নিবাসাঃ পরমাশ্চর্য্যা ইতি শাস্ত্রে নিরূপ্যতে॥ তথাহি পাদ্মে—বৈকুণ্ঠ-ভুবনে নিত্যে নিবসন্তি মহোজ্জ্বলাঃ। অবতারাঃ সদা তত্র মৎস্যকূর্ম্মাদয়োহখিলাঃ॥ শাস্ত্রে দেখা যায়, পরব্যোম-ধামে সকল অবতারেরই পরমাশ্চর্য্য বসতিস্থান সকল শোভা পাইতেছে। পদ্ম-পুরাণে কথিত আছে—সনাতন বৈকুণ্ঠ-ভুবনে মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি পরমোজ্জ্বল শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি নিখিল অবতার সর্ব্বদা বিরাজমান রহিয়াছেন। ল, ভা, অবতার তৎস্থান-নিরূপণে ৪৩ শ্লোক।" **তাহাঞি**—সেই পরব্যোমেই (পরব্যোমস্থিত স্বস্বধামে)।

১৩। শ্রীবলদেব বিভিন্নরূপে পরব্যোমে লীলা করেন, কৃষ্ণলোকে লীলা করেন এবং কারণ-সমুদ্রে ও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডাদিতেও লীলা করিয়া থাকেন। শ্রীবলদেবের তত্ত্ব বর্ণন করিতে হইলে তাঁহার সমস্ত স্বরূপের লীলাদি এবং ধামাদি বর্ণন করা প্রয়োজন। তাই গ্রন্থকার প্রথমে পরব্যোমের বর্ণনা করিয়া এক্ষণে কৃষ্ণলোকের বর্ণনা করিতেছেন।

তাহার উপরিভাগে—পরব্যোমের উপরিভাগে। **কৃষ্ণলোক-খ্যাতি**—কৃষ্ণলোক-নামে বিখ্যাত। পরব্যোমের উপরিভাগে আরও একটী ধাম আছে ; এই ধামে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে লীলা করেন বলিয়া ইহাকে কৃষ্ণলোক বলে। লীলাভেদে এই কৃষ্ণলোকের আবার তিনটী ভেদ আছে—দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল। **ত্রিবিধত্বে স্থিতি**—তিন রকমে অবস্থিতি (কৃষ্ণলোকের)।

কৃষ্ণলোকসম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ষট্সন্দর্ভে এইরূপ বলিয়াছেন :—"**তস্মাদ্ যথা ভুবি বর্ত্তন্ত ইতি ন্যায়াচ্চ স্বতন্ত্র এব দ্বারকামথুরাগোকুলাত্মকঃ শ্রীকৃষ্ণলোকঃ স্বয়ং ভগবতো বিহারাস্পদত্বেন ভবতি সর্ব্বোপরি ইতি সিদ্ধম্। অতএব বৃন্দাবনং গোকুলমেব সর্ব্বোপরিবিরাজমানং গোলোকত্বেন প্রসিদ্ধম্।**—সুতরাং (আগমবচন অনুসারে শ্রীকৃষ্ণলোক নিখিল ভগবদ্ধামের উপরিভাগে বিরাজিত বলিয়া) দ্বারকা-মথুরা-গোকুলাত্মক শ্রীকৃষ্ণলোক স্বয়ং ভগবানের বিহারস্থান বলিয়া সর্ব্বোপরি বিরাজিত, ইহাই সিদ্ধ হইল। অতএব শ্রীবৃন্দাবন, যাহার অপর নাম গোকুল তাহা, সর্ব্বোপরি (দ্বারকা-মথুরারও উপরে) বিরাজমান এবং গোলোক নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১০৬॥" বৈকুণ্ঠের (পরব্যোমের) উপরে যে কৃষ্ণলোক, একথা শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতও বলেন। "বৈকুণ্ঠোপরিবৃত্তস্য জগদেক-শিরোমণিঃ। মহিমা সন্তবেদেব গোলোকস্যাধিকারিকঃ ॥ ২।৫।৮৯॥" নারদপঞ্চরাত্রও একথা বলেন। "তৎসর্ব্বোপরি

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গোলোকে শ্রীগোবিন্দঃ সদা স্বয়ম্। বিহরেৎ পরমানন্দী গোপীগোকুলনায়কঃ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ধৃত-বচন। ১০৬॥" পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারের পরে কোনও কোনও গ্রন্থে এই শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায়:—"স্বস্বমূর্দ্ধ্নি যথা সূর্য্যো মধ্যাহ্নে দৃশ্যতে তথা। অচিন্ত্যশক্ত্যা ভাত্যূর্দ্ধং পৃথিব্যামপি দৃশ্যতে॥ মধ্যাহ্নে স্বস্ব-মস্তকোপরি যেমন সূর্য্য পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে যাহা ঊর্দ্ধে দীপ্তি পাইতেছে, তাহা পৃথিবীতেও দৃষ্ট হয়।" কিন্তু অধিকাংশ পুস্তকেই ইহা নাই।

১৪। দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল এই তিন ধামের মধ্যে কোন্ ধাম সর্ব্বোপরি অবস্থিত তাহা বলিতেছেন—শ্রীগোকুলই সর্ব্বোপরি অবস্থিত। দ্বারকা ও মথুরা গোকুলের নীচে। গোকুলের অপর নাম ব্রজ-লোক। এই পয়ার হইতে বুঝা যায়, ব্রজলোক, গোলোক, শ্বেতদ্বীপ এবং বৃন্দাবন—এই সমস্ত গোকুলেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপের লীলাস্থলকেই গ্রন্থাদিতে সাধারণতঃ গোকুল, গোলোক, বৃন্দাবন, ব্রজ বা শ্বেতদ্বীপ বলা হয়। "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দাপর নাম। সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম॥ ২।২০।১৩৩॥" এই পয়ারে স্বয়ংরূপের ধামকে "গোলোক" বলা হইল। "ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম।২।২০।৩৩২॥" এই পয়ারে সেই ধামকে "ব্রজ" বলা হইল। "কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে। ভ, র, সি, দ, বিভাগ লহরী। ১২০॥" এস্থলে সেই ধামকে "গোকুল" এবং "গোলোকাখ্য-গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী। এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্যস্থিতি॥ ২।২১।৭৪॥" এই পয়ারে গোলোককেই গোকুল বলা হইয়াছে। "অন্তঃপুর গোলোক শ্রীবৃন্দাবন। যাঁহা নিত্যস্থিতি মাতা পিতা বন্ধুগণ। ২।২১।৩৩॥ তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন। ২।১৯।১৩৬॥ এই পয়ারদ্বয়ে গোলোককেই বৃন্দাবন বলা হইয়াছে। "ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যম্। ব্র, সং, ৫।৫৬॥" এস্থলে গোলোককেই শ্বেতদ্বীপ বলা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় পরিচ্ছেদের তৃতীয় পয়ারের টীকায় গোলোক-শব্দের অর্থে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

যদিও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল এই তিন ধামেই লীলা করিয়া থাকেন, তথাপি গোকুলেই তাঁহার লীলার মাধুর্য্য সর্ব্বাধিকরূপে প্রকটিত হইয়াছে। এজন্য এই তিন ধামের মধ্যে গোকুলই শ্রেষ্ঠ; গোকুলের সর্ব্বোপরি অবস্থান দ্বারা তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে (বৃহদ্ ভাগবতামৃত ।২।৫।৮৮)। **সর্ব্বোপরি**—সকলের উপরে; দ্বারকা-মথুরা (সুতরাং পরব্যোমেরও) উপরে। শ্রীগোকুল দ্বারকা-মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং পরব্যোম হইতেও শ্রেষ্ঠ।

এস্থলে যে উপর-নীচ বলা হইল, তাহা ভৌগোলিক স্থানের ন্যায় উপর-নীচ নহে। সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু ধামসমূহের এইরূপ ভৌগোলিক স্থানের ন্যায় অবস্থানগত উপর-নীচ অবস্থা হইতেও পারে না। মহিমার ন্যূনতা বা আধিক্য বিবেচনাতেই উপর-নীচ বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীরও এইরূপই অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের "সুখক্রীড়াবিশেষোঽসৌ তত্রত্যানাঞ্চ তস্য চ। মাধুর্য্যান্ত্যাবধিং প্রাপ্তঃ সিদ্ধ্যেত্তত্রোচিতাস্পদে॥—তাদৃশ প্রেমের আস্পদ সেই গোলোকেই তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) ও তত্রত্য ভক্তবৃন্দের মাধুর্য্যের অন্ত্য সীমারূপ সুখক্রীড়াবিশেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে।২।৫।৮৭"-এই শ্লোকের পরবর্ত্তী "অহো কিল তদেবাহং মন্যে ভগবতো হরেঃ। সুগোপ্যভগবদ্ভাবঃ সর্ব্বসারপ্রকাশনম্॥ —আমি নিঃসন্দেহে বলিতেছি, সেই গোলোকেই ভগবান্ শ্রীহরি পরমরহস্য-ভগবত্তার সর্ব্বসার প্রকাশিত করিয়া রাখিয়াছেন। ২।৫ ৮৮॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"ভগবতঃ সুগোপ্যা পরমরহস্যায়াঃ ভগবত্তায়াঃ পরমৈশ্বর্য্যস্য সর্ব্বেষামপি সারাণাং শ্রেষ্ঠানাং প্রকাশনমহং মন্যে। অন্যথা তস্য লোকস্য সর্ব্বোপরিতনত্বানুপপত্তেরপি। * * * অতো ভগবতোঽন্যত্রাপ্রকাশ্যমানস্য নিজরূপগুণবিনোদাদিমহিমবিশেষস্য সদা তত্রৈবাত্যন্তপ্রকটনাত্তল্লোকস্যাপি সর্ব্বাধিকতরো মহিমবিশেষো ভগবচ্চরণপাদেষ্বিব সিদ্ধ এবেতি ভাবঃ। শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা পরম-রহস্যময়। তাঁহার ঐশ্বর্য্যও পরম-রহস্যময়। সেই ঐশ্বর্য্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশসমূহ এই

সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম। | উপর্য্যধো ব্যাপি আছে—নাহিক নিয়ম ॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গোলোকেই প্রকাশমান। তাহা না হইলে এই গোলোকের সর্ব্বোপরি অবস্থিতি সিদ্ধ হইত না। ভগবানের স্বীয় রূপ-গুণ-বিনোদাদির মহিমা অন্যত্র বিশেষরূপে প্রকাশিত হয় না; কিন্তু তাহা এই গোলোকে সর্ব্বাতিশায়িরূপে প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া এই গোলোকেরও ভগবদ্রূপগুণাদির ন্যায় মহিমার বৈশিষ্ট্য।" ইহা হইতে বুঝা গেল—অন্যান্য ধাম হইতে গোলোকের মহিমা অত্যধিক বলিয়াই গোলোক সর্ব্বোপরি অবস্থিত—একথা বলা হইয়াছে। আবার ভগবদ্রূপগুণাদির বিকাশের মত সেই ধামের মহিমার বিকাশ—একথা বলাতে ইহাও সূচিত হইতেছে যে,—যে ভগবৎ-স্বরূপে যেরূপ মহিমাদির বিকাশ, তাঁহার ধামেরও তদনুরূপ মহিমাদিরই বিকাশ।

ব্রজলোক ধাম—ব্রজলোক নামক ধাম; অথবা ব্রজলোকের (গোপ-গোপী প্রভৃতির) ধাম বা বাসস্থান। পরবর্ত্তী ২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫। পূর্ব্ববর্ত্তী ১২শ পয়ারে বলা হইয়াছে, পরব্যোমের অন্তর্গত যে অনন্ত বৈকুণ্ঠ আছে, তাহাদের প্রত্যেকেই সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। শ্রীগোকুলও তদ্রূপ সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু কিনা? এবং তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে দ্বারকা-মথুরাদির উপরে তাহার অবস্থিতিই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কারণ, যাহা সর্ব্বগ, অনন্ত ও বিভু, তাহার উপর-নীচ প্রভৃতি কিছু থাকিতে পারে না এবং তাহা অন্য কোনও বস্তুর উপরে বা নীচে বা আশে পাশেও থাকিতে পারে না—পরন্তু তাহা উপরে, নীচে, আশে পাশে সকল স্থান ব্যাপিয়াই অবস্থান করিবে। এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—শ্রীগোকুলও সর্ব্বগ, অনন্ত ও বিভু। তথাপি যে ইহার দ্বারকা-মথুরাদির উপরিভাগে অবস্থিতির কথা বলা হইয়াছে, তাহার হেতু এই—শ্রীকৃষ্ণের তনুও সর্ব্বগ, অনন্ত ও বিভু; তথাপি তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তাঁহার তনুকে সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হয় এবং সীমাবদ্ধ দেহবিশিষ্ট লোকের মতনই তিনি যাতায়াতাদি করেন এবং পরিকরাদির মধ্যে অবস্থান করেন। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণের ধাম শ্রীগোকুলও শ্রীকৃষ্ণের তনুর ন্যায় সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু হইলেও অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সীমাবদ্ধ স্থানরূপে এবং দ্বারকা-মথুরাদির উপরেই অবস্থিত রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। সীমাবদ্ধ স্থানের ন্যায় দ্বারকা-মথুরার উপরিভাগে অবস্থিত থাকিয়াও শ্রীগোকুল উপরে, নীচে, আশে পাশে সকল স্থানে—এমন কি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডাদিকেও—ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে (যেমন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযশোমতীর ক্রোড়ে অবস্থান করিয়াও প্রাকৃত অপ্রাকৃত যেখানে যাহা কিছু আছে, সমস্তকে ব্যাপিয়া থাকেন)। ১।৫।১১ এবং ১।৫।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

উপর্য্যধ:—উপরি + অধঃ; উপরে ও নীচে; সর্ব্বত্র, এমন কি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডকেও (নীচে)। **নাহিক নিয়ম**—অবস্থান-সম্বন্ধে—উপরে থাকিবে কি নীচে থাকিবে—প্রকৃত পক্ষে এরূপ কোনও নিয়ম নাই, থাকিতেও পারে না।

ভগবদ্ধাম স্বরূপশক্তির বিভূতি এবং সর্ব্বব্যাপক বলিয়া উপর-নীচে ব্যাপিয়া আছে বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ সর্ব্বব্যাপক-শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেমন একই বিগ্রহে প্রপঞ্চগত এবং অপ্রপঞ্চগত সমস্ত বস্তুকে ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহার একই ধামও তদ্রূপ প্রপঞ্চগত এবং অপ্রপঞ্চগত সমস্ত বস্তুকে ব্যাপিয়া বিরাজিত। "তদেবং তদ্ধাম্নামুপর্য্যধঃ প্রকাশমাত্রত্বেনোভয়বিধত্বং প্রসক্তম্। বস্তুতস্তু শ্রীভগবন্নিত্যাধিষ্ঠানত্বেন তচ্ছ্রীবিগ্রহবদুভয়ত্র প্রকাশাবিরোধাৎ সমানগুণনামরূপত্বেনাম্নাতত্বাল্লাঘবাচ্চৈকবিধত্বমেব মন্তব্যম্। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১০৬॥ স গোলোকঃ সর্ব্বগতঃ শ্রীকৃষ্ণবৎ সর্ব্বপ্রাপঞ্চিকাপ্রাপঞ্চিকবস্তুব্যাপকঃ। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১০৬॥"

শ্রীগোকুলকে কৃষ্ণতনুসম বিভু বলার একটা ধ্বনি বোধ হয় এই যে—শ্রীকৃষ্ণতনু বিভু হওয়াতে যেমন স্বরূপে অভিন্ন এবং অবিকৃত থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে আত্মপ্রকট করা সম্ভব হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীগোকুলও বিভু হওয়াতেই তাহার পক্ষে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের অনন্ত-লীলাস্থল রূপে অভিব্যক্ত হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়। একই স্বরূপ তার, নাহি দুই কায় ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীভগবানের স্বয়ংরূপ যেমন শ্রীকৃষ্ণ, ভগবদ্ধামের স্বয়ংরূপও তেমনি শ্রীগোকুল বা ব্রজলোক। অন্যান্য ভগবদ্ধাম শ্রীগোকুলেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি—তত্তদ্ধামস্থ ভগবৎ-স্বরূপের লীলানুকূল প্রকাশ-বিশেষ। যখন যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ যে স্বরূপে বা যে ভাবে লীলা করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীগোকুল বা ব্রজলোক তখনই সেই স্থানে সেই ভগবৎ-স্বরূপের অভীষ্ট লীলার অনুকূল ভাবে বা অনুকূল রূপে—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে এবং লীলাশক্তির সহায়তায়—আত্মপ্রকট করেন। (১।৫।১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৬। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়া লীলা করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁহার ধাম শ্রীগোকুলও ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইলেন। তাই বলা হইল—**ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে শ্রীগোকুলের অভিব্যক্তি। অপ্রকট-গোকুলের ভাবেরই কোনও এক অপূর্ব্ব বৈচিত্রীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে ব্রহ্মাণ্ডে লীলা করিতে ইচ্ছা করিলেন; তাই শ্রীগোকুলও শ্রীকৃষ্ণের ভাব-বৈচিত্রীর অনুকূল স্বীয় মহিমার কোনও এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যের সহিত স্বয়ংরূপে ব্রহ্মাণ্ডে আত্মপ্রকট করিলেন। "এবঞ্চ যথা শ্রীভগবদ্বপুরাবির্ভবতি লোকে, তথৈব ক্বচিৎ কস্যচিৎ তৎপদস্যাবির্ভাবঃ শ্রূয়তে। এই প্রকার যেমন লোকমধ্যে ভগবদ্বিগ্রহের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তদ্রূপ কোনও স্থানে কোনও ধামের আবির্ভাবের কথাও শুনা যায়। ভগবৎসন্দর্ভ। ৩৮॥" এই উক্তিতে ভগবদ্ধামের প্রপঞ্চে আবির্ভূত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১।৩।২১-২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **একই স্বরূপ তার**—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে যে গোকুল বা ব্রজলোক প্রকটিত হইয়াছে, তাহা যে পরব্যোমের উপরিস্থিত গোকুল হইতে স্বরূপতঃ পৃথক্ একটা ধাম, তাহা নহে; পরন্তু পরব্যোমের উপরিস্থিত গোকুলই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে ব্রহ্মাণ্ডে আত্মপ্রকট করিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডস্থ ব্রজলোক এবং পরব্যোমের উপরিস্থিত ব্রজলোক স্বরূপতঃ একই। **নাহি দুই কায়**—দ্বিতীয় দেহ নাই। স্বরূপতঃ দুইটী ব্রজলোক নাই—বিভু বলিয়া থাকিতেও পারে না। শ্রীকৃষ্ণের যেমন দ্বিতীয় দেহ নাই, পরব্যোমের উপরিস্থিত ব্রজলোকের শ্রীকৃষ্ণ হইতে—ব্রহ্মাণ্ডের ব্রজলোকে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণ যেমন পৃথক্ নহেন—তদ্রূপ শ্রীব্রজলোক-ধামেরও দ্বিতীয় দেহ নাই; ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত ব্রজলোক হইতে পরব্যোমের উপরিস্থিত ব্রজলোক পৃথক্ নহে। শ্রীব্রজলোক বিভু এবং অচিন্ত্য শক্তি-সম্পন্ন বলিয়াই স্বরূপে অভিন্ন এবং অবিকৃত থাকিয়াও—শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ন্যায়—যুগপৎ বহু স্থানে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। হরিদ্বার, প্রয়াগ, কাশী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের গঙ্গাস্রোতঃ, গতিভঙ্গি, বিস্তৃতি প্রভৃতিতে বিভিন্ন বৈচিত্রী-যুক্ত হইলেও তত্তৎস্থানের গঙ্গা যেমন পরস্পর হইতে পৃথক্ নহে—পরন্তু একই গঙ্গা যেমন স্থান-ভেদে বৈচিত্রীভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে—তদ্রূপ একই শ্রীব্রজলোক-ধাম লীলানুরোধে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে মাত্র।

প্রকট ও অপ্রকট লীলার ধাম যে একই, দুই নয়, তাহা শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে সপ্রমাণ করিয়াছেন। "শ্রীভগবন্নিত্যাধিষ্ঠানত্বেন তচ্ছ্রীবিগ্রহবদুভয়ত্র প্রকাশাবিরোধাৎ সমানগুণনামরূপত্বেনাম্নাতত্বাল্লাঘবাচ্চৈকবিধত্বমেব মন্তব্যম্।—শ্রীভগবানের নিত্য অধিষ্ঠানহেতু প্রকটে ও অপ্রকটে (প্রপঞ্চগত-ব্রহ্মাণ্ডে এবং অপ্রপঞ্চগত অপ্রকট প্রকাশে) এই উভয় স্থানে প্রকাশমান ধামকে একই ধাম বলিয়া মনে করিতে হইবে। উভয়স্থলে প্রকাশমান ধামের নামও এক, গুণও এক, রূপও এক। তাই একই ধাম উভয়স্থানে—ইহা মনে করিতে হয়; নচেৎ অনন্ত ধামের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; তাহা কল্পনাতীত। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।১০৬॥" পূর্ব্ববর্ত্তী ১।৫।১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মাণ্ড সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্র; আবার তাহারই এক ক্ষুদ্র অংশে ব্রজলোক প্রকটিত হইয়াছে; তাহা বলিয়া ব্রজলোকও যে ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ হইবে—তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণের দেহ মানুষের দেহের ন্যায়ই ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হয়; আবার বাল্যলীলায় তিনি যশোদা-মাতার কোলে স্বীয় ক্ষুদ্রবৎ প্রতীয়মান দেহকে রক্ষা করিয়াই

চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন। | চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্তন পান করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ দেহ দেখিতে সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্র হইলেও স্বরূপতঃ তাহা যেমন বিভু—সর্ব্বব্যাপক, তদ্রূপ ব্রজ-লোক-ধাম ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র এক অংশে প্রকটিত হওয়ায় সীমাবদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহা বিভু—সর্ব্বব্যাপক। ব্রহ্মমোহন-লীলায় ব্রজধামের বিভুত্ব প্রমাণিত হইয়াছে—ব্রজমণ্ডলের ক্ষুদ্র এক অংশে, গোবর্দ্ধনের পাদদেশে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে অনন্ত বৈকুণ্ঠ, অনন্ত নারায়ণ দেখাইয়া বিস্মিত করিয়াছিলেন। স্থূল কথা এই যে, পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলার নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীগোকুলের পূর্ণ প্রকাশই প্রয়োজন—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় পরিপূর্ণ গোকুলই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়াছে—অংশ মাত্র প্রকটিত হয় নাই এবং শ্রীগোকুলের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই সীমাবদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র এক অংশে বিভু-গোকুলের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে।

১৭। গোকুল বা ব্রজলোকের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। ব্রজলোকের ভূমি সমস্ত চিন্তামণিময়; আর তাহার বনে যত বৃক্ষ আছে, তৎসমস্তই কল্পবৃক্ষ।

চিন্তামণি ভূমি—পৃথিবীতে যে সমস্ত স্থান দেখা যায়, তৎসমস্তের ভূমিই মাটী; কিন্তু গোকুলের ভূমি মাটী নহে, পরন্তু চিন্তামণি। "ভূমিশ্চিন্তামণি স্তত্র। ব্রহ্মসংহিতা। ৫।২৬॥ ভূমি শ্চিন্তামণিগণময়ী। ব্রহ্মসংহিতা। ৫।৫৬॥" **কল্পবৃক্ষময় বন**—শ্রীগোকুলের বনে যে সকল বৃক্ষ আছে, তাহারা ব্রহ্মাণ্ডস্থ বৃক্ষের ন্যায় সাধারণ বৃক্ষ নহে—তাহারা প্রতেকেই অপ্রাকৃত কল্পবৃক্ষ। "কল্পতরবো দ্রুমাঃ। ব্রহ্মসংহিতা।৫।৫৬॥" **চিন্তামণি**—এক প্রকার বহুমূল্য মণি। এই মণির নিকটে যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়। **কল্পবৃক্ষ**—এক প্রকার অদ্ভুত বৃক্ষ; এই বৃক্ষের নিকটেও যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডস্থ চিন্তামণি ও কল্পবৃক্ষ প্রাকৃত বস্তু; সুতরাং তাহারা যাচকের ইচ্ছানুরূপ প্রাকৃত বস্তুই দান করিতে পারে। কিন্তু শ্রীগোকুলের চিন্তামণি এবং কল্পবৃক্ষ অপ্রাকৃত, চিন্ময়—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তিরই পরিণতি-বিশেষ; সুতরাং তাহারা অপ্রাকৃত নিত্য শাশ্বত ফলই দান করিতে সমর্থ।

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীগোকুলের ভূমি যদি চিন্তামণিই হয় এবং তাহার বৃক্ষমাত্রই যদি কল্পবৃক্ষ হয় এবং সেই গোকুলই যদি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডস্থ ব্রজ-লোকের ভূমি চিন্তামণিময় না হইয়া অন্য স্থানের ভূমির ন্যায় মাটিময় দেখায় কেন? এবং তাহার বৃক্ষাদিতেই বা কল্পবৃক্ষের ধর্ম্ম দেখা যায় না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"চর্ম্ম চক্ষে" ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ডস্থ ব্রজলোকের ভূমিও চিন্তামণিময় এবং তাহার বনের বৃক্ষসমূহও কল্পবৃক্ষই; কিন্তু তাহা হইলেও প্রাকৃত চর্ম্মচক্ষুদ্বারা চিন্তামণিও দৃষ্ট হয় না, কল্পবৃক্ষের ধর্ম্মও পরিলক্ষিত হয় না। "তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষেতি—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ (১০৬)-ধৃতবৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রবচনম্॥" প্রাকৃত চর্ম্মচক্ষুতে অপ্রাকৃত প্রকট ব্রজলোককেও প্রাকৃত স্থানের মতনই দেখায়। তাহার কারণ এই যে, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর উপলব্ধি হয় না—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।২।৯।১৭৯॥" ইন্দ্রিয় থাকিলেই বস্তুর উপলব্ধি হয় না, উপলব্ধির শক্তি থাকা চাই। যে বধির, তাহারও কান আছে; কিন্তু কানের শ্রবণ-শক্তি নাই, তাই কান থাকা সত্ত্বেও বধির কিছু শুনেনা। কোনও বধিরের উচ্চ শব্দ শুনিবার শক্তি আছে, কিন্তু মৃদু শব্দ শুনিবার শক্তি নাই; তাই সে উচ্চ শব্দ শুনিতে পাইলেও মৃদু শব্দ শুনিতে পায় না। প্রাকৃত জীবের চক্ষু আছে সত্য; কিন্তু সেই চক্ষুতে প্রাকৃত বস্তু দেখিবার শক্তি থাকিলেও অপ্রাকৃত বস্তু দেখিবার শক্তি নাই; তাই প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু দেখা যায় না। ভগবদ্ধামের অপ্রকট-প্রকাশে যে সমস্ত অপ্রাকৃত বস্তু আছে, প্রাকৃত জীব কোনও সময়েই সে সমস্ত বস্তু দেখিতে পায় না—সে সমস্ত বস্তুর স্থানেও অপর কিছু দেখিতে পায় না; কিন্তু জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ শ্রীভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবকে দেখাইবার নিমিত্তই কোনও ধামকে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত করেন, তখন জীবের প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা সেই অপ্রাকৃত ধামের বাস্তব স্বরূপ দেখা না গেলেও, তৎস্থলে তদনুরূপ একটা বস্তু দেখা

প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপপ্রকাশ। | গোপ গোপী সঙ্গে যাহাঁ কৃষ্ণের বিলাস ॥১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যায়—যাহা প্রাকৃত চক্ষুর নিকটে প্রাকৃত বলিয়াই অনুভূত হয়। নীল রঙের কাচের ভিতর দিয়া সাদা বস্তুও যেমন নীল বর্ণই দেখায়, তদ্রূপ প্রাকৃত চক্ষুর প্রাকৃত দৃষ্টিশক্তির দ্বারা—ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত অপ্রাকৃত বস্তু সকলও প্রাকৃতরূপেই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। তাই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত অপ্রাকৃত ব্রজধামও প্রাকৃত জীবের নিকটে প্রাকৃত স্থান বলিয়াই মনে হয়।

চর্ম্ম চক্ষে—প্রাকৃত চক্ষুর প্রাকৃত দৃষ্টিশক্তি দ্বারা। **প্রপঞ্চের সম**—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃত বস্তুর মতন।

১৮। ভজন করিতে করিতে ভগবৎ-কৃপায় যখন চিত্তের মায়া-মলিনতা দূরীভূত হয়, চিত্ত যখন শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করে—তখন শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্ব সেই হৃদয়ে আবির্ভূত হয় (১ম পরিচ্ছেদের ৪র্থ শ্লোকের টীকায় স্বভক্তি-শ্রিয়ম্-শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। সাধকের চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়বর্গ তখন ঐ শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া চিদ্ধর্ম্মাক্রান্ত হয়, তাহাদের প্রাকৃতত্ব তখন দূরীভূত হইয়া যায়। তখনই ভক্তের চিত্ত ও ইন্দ্রিয়সমূহ অপ্রাকৃত বস্তু উপলব্ধি করিবার শক্তি লাভ করে। হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্ব যখন ভক্তের হৃদয়ে ভক্তি বা প্রেমরূপে পরিণত হয়, তখন ভক্তের নয়নাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই প্রেম দ্বারা বিভাবিত হইয়া যায়। এই প্রেম-বিভাবিত চক্ষু দ্বারাই তখন ভক্ত শ্রীব্রজ-লোকের স্বরূপ—তাহার ভূমি যে চিন্তামণি-ময়, তাহার বন যে কল্পবৃক্ষে পরিপূর্ণ, তৎসমস্ত—দর্শন করিতে পারে এবং সেই ব্রজলোকে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত লীলাবিলাসাদি করিতেছেন, ভক্ত তখন তাহাও দেখিতে পায়েন।

শুদ্ধসত্ত্বরূপা ভক্তির কৃপায়, কিম্বা ভগবানের কারুণ্যশক্তিবিশেষের অচিন্ত্যপ্রভাবে ভক্তের পাঞ্চভৌতিক দেহও সচ্চিদানন্দময় বা চিন্ময়ত্ব লাভ করে, শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত হইতে তাহা জানা যায়। "ভক্তানাং সচ্চিদানন্দরূপেষ্বঙ্গেন্দ্রিয়াত্মসু। ঘটতে স্বানুরূপেষু বৈকুণ্ঠেঽন্যত্র চ স্বতঃ॥ ২।৩।১৩৯॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"স্বানুরূপেষু স্বস্যাঃ সচ্চিদানন্দঘনরূপায়া ভক্তেঃ সদৃশেষু যতঃ সচ্চিদানন্দরূপেষু অতো দ্বয়োরপ্যেকরূপত্বেন নোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ। পাঞ্চভৌতিকদেহবতামপি ভক্তিস্ফূর্ত্ত্যা সচ্চিদানন্দরূপতায়ামেব পর্য্যবসানাৎ। কিম্বা তৎকারুণ্যশক্তিবিশেষণ তত্র তত্রাপি তত্তৎস্ফূর্ত্তিসম্ভবাৎ। কিম্বা আত্মনি তৎস্ফূর্ত্ত্যা আত্মতত্ত্বস্যেব ভগবচ্ছক্তিবিশেষেণ তদনুরূপাঙ্গেন্দ্রিয়াদিরূপতাপ্রতিপাদনাদিতি দিক্।" এই টীকা অনুসারে উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ :—"বৈকুণ্ঠবাসীই হউন, কিম্বা অন্য কোনও স্থানেই বাস করুন, ভক্তগণের যথোপযুক্ত সচ্চিদানন্দরূপ দেহ স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভক্তির স্ফূর্ত্তি হইলে পাঞ্চভৌতিকদেহও সচ্চিদানন্দরূপই হইয়া থাকে, অথবা ভগবানের কারুণ্যশক্তিবিশেষের প্রভাবেই সচ্চিদানন্দরূপতা স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে।"

বস্তুতঃ লোকের সাধারণ প্রাকৃত নয়নাদিদ্বারা যে শ্রীভগবানের রূপাদি দর্শন করা যায় না, তাহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। অর্জ্জুনের প্রার্থনানুসারে তাঁহার নিকটে বিশ্বরূপ প্রকটনের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"অর্জ্জুন, তোমার নিজের এই চক্ষুদ্বারা তুমি আমার ঐশ্বর-রূপ দেখিতে সমর্থ হইবে না; আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দিতেছি, তদ্দ্বারা দর্শন কর। নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ গীতা ১১।৮॥" নন্দীমুনির আরাধনায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় রূপ দর্শন দানের পূর্ব্বে শ্রীশিবও এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। "উক্তবাংশ্চ মুনিং শর্ব্বশ্চক্ষুর্দিব্যং দদামি তে। অদৃশ্যং পশ্য মে রূপং বৎস প্রীতোঽস্মি তে মুনে॥ বরাহপুরাণ। ২১৩,৩৬॥" এস্থলে শ্রীশিব বলিলেন—"অদৃশ্যং মে রূপম্—আমার রূপ অদৃশ্য (অর্থাৎ প্রাকৃত নয়নদ্বারা অদৃশ্য বা দেখিবার অযোগ্য)।" যেহেতু ভগদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বময়, অপ্রাকৃত, তাই প্রাকৃত নয়নে দেখা যায় না; দেখা যায় কেবল দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত নয়নে। ভগবদ্ধামও সন্ধিনীপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বিভূতি বলিয়া শুদ্ধসত্ত্বময়, অপ্রাকৃত; তাই প্রাকৃত নয়নে তাহার স্বরূপ দৃষ্ট হয় না।

ইহার পশ্চাতে যুক্তিও আছে। আমাদের দেহ ও দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই প্রাকৃত পঞ্চভূতাত্মক। চক্ষুতে

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।২৯)।

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অভি সর্ব্বতোভাবেন বন-নয়ন-চারণ-গোস্থানানয়ন-প্রকারেণ পালয়ন্তং সস্নেহং রক্ষন্তম্। কদাচিদ্রহসি তু বৈলক্ষণ্যমিত্যাহ লক্ষ্মীতি। লক্ষ্ম্যোঽত্র গোপসুন্দর্য্য এবেতি ব্যাখ্যাতমেব। শ্রীজীব ॥ ৪ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

প্রাকৃত তেজের খুব আধিক্য, তাই চক্ষু বস্তুর রূপ দেখে, রূপেও তেজের আধিক্য। কোনও বস্তুর রূপ হইতে তেজোরাশি কিরণাকারে বিকশিত হইয়া যখন আমাদের নিকটে আসে, তখন কেবলমাত্র আমাদের চক্ষুতেই তাহা প্রতিক্রিয়া জন্মাইতে পারে—গৃহীত হইতে পারে, যেহেতু, চক্ষুতেও তেজেরই আধিক্য। সেই তেজঃকিরণ অন্য ইন্দ্রিয়ে—কর্ণাদিতে—কোনও প্রতিক্রিয়াই জাগাইতে পারে না—যেহেতু, অন্য ইন্দ্রিয়ে তেজের আধিক্য নাই। তাই কর্ণাদি কোনও ইন্দ্রিয় রূপ দেখিতে পায় না। ঠিক এইরূপ কারণেই চক্ষু শব্দ শুনে না, স্পর্শ অনুভব করে না, ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝা যায়—দুইটী বস্তু সমজাতীয় হইলেই পরস্পরে প্রতিক্রিয়া জাগাইতে পারে। প্রাকৃত চক্ষু এবং প্রাকৃত রূপ—উভয়েই একই প্রাকৃত তেজের বিভূতি, তাই সমজাতীয় এবং সমজাতীয় বলিয়াই প্রাকৃত রূপের তেজঃকিরণ প্রাকৃত চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু অপ্রাকৃত বস্তু স্বরূপতঃই আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের পক্ষে বিজাতীয় বস্তু। অপ্রাকৃত বস্তু হইল চিৎ—চেতন, জ্ঞানস্বরূপ; আর প্রাকৃত বস্তু হইল জড়া (অচেতনা) প্রকৃতি হইতে জাত জড় বা অচেতন। তাই উভয়ের মধ্যে সজাতীয়ত্ব নাই। এজন্যই প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা অপ্রাকৃত রূপ দেখা যায় না, প্রাকৃত কর্ণে অপ্রাকৃত শব্দ শুনা যায় না। কোনও অপ্রাকৃত বস্তুই কোনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূত হইতে পারে না। লৌহের নিজের দাহিকাশক্তি না থাকিলেও অগ্নির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইলেই তাহা যেমন দাহিকা শক্তি লাভ করিতে পারে, লৌহের আকর্ষণশক্তি না থাকিলেও চুম্বকস্তূপের মধ্যে অবস্থিতির ফলে লৌহশলাকাও যেমন চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইয়া আকর্ষণশক্তি লাভ করিতে পারে, তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বময়ী অপ্রাকৃত ভক্তির কৃপায় বা ভগবৎকৃপায় ভক্তের দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গ যখন শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের অপ্রাকৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে এবং কেবলমাত্র তখনই ভক্তের ইন্দ্রিয় অপ্রাকৃত ভগবদ্‌স্বরূপাদি বা ভগবদ্ধামাদির দর্শনাদি পাইতে পারে; যেহেতু, তখন সেই তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়াদি এবং ভগবদ্রূপ বা ধামাদি সমজাতীয়—শুদ্ধসত্ত্বজাতীয়—বস্তু হইয়া যায়।

প্রেমনেত্রে—প্রেমদ্বারা বিভাবিত চক্ষুদ্বারা। প্রেমদ্বারা বিভাবিত হইলে চক্ষু অপ্রাকৃত বস্তু দর্শনের যোগ্যতা লাভ করে। **তার স্বরূপ প্রকাশ**—ব্রজলোকের স্বরূপের (তাহার ভূমি যে চিন্তামণিময়, তাহার বনের সমস্ত বৃক্ষই যে কল্পবৃক্ষ—তৎসমস্তের) অভিব্যক্তি। যে ব্রজলোকের ভূমি চিন্তামণিময়, যাহার বনসমূহ কল্পবৃক্ষময়, পরব্যোমের ঊর্দ্ধস্থিত সেই ব্রজলোকই যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়াছে, প্রেমনেত্র দ্বারাই ভক্ত তাহা দেখিতে পায়েন, চর্ম্মচক্ষু দ্বারা তাহা দেখা যায় না। **গোপ-গোপী ইত্যাদি**—যে ব্রজলোকে (ব্রজলোকের ব্রহ্মাণ্ডস্থিত প্রকাশেও) গোপ ও গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিলাস করিতেছেন; পরব্যোমের ঊর্দ্ধস্থিত যে ব্রজলোকে গোপ-গোপী-আদি পরিকরবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়া থাকেন, সেই ব্রজলোকই যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়াছে,—ভক্ত প্রেমনেত্রে যখন ব্রহ্মাণ্ডস্থিত ব্রজলোকে সেই গোপ-গোপীগণের সঙ্গে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই লীলাবিলাসাদি দর্শন করেন, তখন তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন।

শ্রীগোকুল বা ব্রজলোকই যে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব ধাম, তাহাও এই পয়ারে ধ্বনিত হইয়াছে।

ব্রজলোকের ভূমি যে চিন্তামণি, তাহার বন যে কল্পবৃক্ষময় এবং তাহাতে যে গোপীগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ লীলা করেন—তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে ব্রহ্মসংহিতার শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ৪। অন্বয়। কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু (লক্ষ লক্ষ কল্প বৃক্ষদ্বারা আবৃত) চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু (চিন্তামণি

মথুরা দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া।
নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈঞা ॥ ১৯

বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্ব্বচতুর্ব্যূহ-অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সমূহদ্বারা রচিত গৃহ সকল) সুরভীঃ (কামধেনুদিগকে) অভিপালয়ন্তং (সম্যক্‌রূপে প্রতিপালনকারী) লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং (শত সহস্র গোপসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক সমাদরে সেব্যমান) তং (সেই) আদিপুরুষং (আদি পুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) ভজামি (আমি ভজনা করি)।

অনুবাদ। লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষদ্বারা মণ্ডিত এবং চিন্তামণি-সমূহ দ্বারা বিরচিত গৃহ সকলে যিনি শত সহস্র গোপ-সুন্দরীগণ কর্ত্তৃক সাদরে সেব্যমান হইতেছেন এবং যিনি সুরভীগণকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ৪।

অভিপালয়ন্তং—গো-সকলকে গৃহ হইতে বনে নেওয়া, বনে গোচারণ দ্বারা তৃণ-জলাদি ভোজন করান, বন হইতে পুনরায় গৃহে আনয়ন, গোসকলের গাত্র-মার্জ্জন, কণ্ঠ-কণ্ডূয়ন প্রভৃতি সকল প্রকারেই শ্রীগোবিন্দ গোসকলকে আদর দেখাইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এইরূপে গো-সকলকে পালন করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম গোবিন্দ। (গো-অর্থ গরু, আর বিন্দ ধাতুর অর্থ পালন করা; গরুসমূহকে পালন করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ)। গোপালন-লীলা তিনি প্রকাশ্যেই করিতেন। আবার সাধারণের অলক্ষিত ভাবে অন্যরূপ লীলাও করিতেন—শত-সহস্র গোপসুন্দরীর সেবা গ্রহণ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে—নিজাঙ্গ দ্বারাও—শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেন। তাঁহাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত লালায়িত, শ্রীকৃষ্ণের সেবাই যেন গোপসুন্দরীদিগের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের জীবাতু; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া যেন তাঁহাদের ইন্দ্রিয়বর্গকেই প্রতিপালন বা চরিতার্থ করিতেন—এজন্যও তাঁহার নাম গোবিন্দ হইতে পারে। (গো-শব্দের এক অর্থ ইন্দ্রিয়; সুতরাং ইন্দ্রিয়সমূহকে পালন বা চরিতার্থ করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ)। শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় ধাম গোকুলেই তিনি এই সমস্ত লীলা করিয়া থাকেন; সেই গোকুল (বা ব্রজলোক) যে লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ দ্বারা মণ্ডিত এবং গোকুলের গৃহাদি যে চিন্তামণি-রচিত, তাহাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হইল। এই শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন।

১৯। কৃষ্ণলোকের অন্তর্গত গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে বিলাস করেন—পূর্ব্ব পয়ারে ইহা ব্যক্ত করিয়া, দ্বারকা-মথুরায় তিনি কিরূপে বিলাস করেন, তাহা বলিতেছেন।

এই পয়ারের অন্বয়ঃ—মথুরা-দ্বারকায় চতুর্ব্যূহ হইয়া (অর্থাৎ চতুর্ব্যূহরূপে) নিজরূপ প্রকাশ করিয়া (অর্থাৎ আত্ম-প্রকট করিয়া) নানারূপে (নানাবিধ লীলা-বৈচিত্রীর সহিত) বিলাস করেন।

প্রকাশিয়া—প্রকাশ করিয়া, প্রকটিত করিয়া। **বিলসয়ে**—লীলাবিলাস করেন (শ্রীকৃষ্ণ)। **নানারূপে**—নানাপ্রকারে; বিবিধ প্রকার লীলা করিয়া। **চতুর্ব্যূহ**—চারিটী ব্যূহ বা মূর্ত্তি; তাহা কি কি, পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

২০। চতুর্ব্যূহের নাম ও পরিচয় বলিতেছেন। চব্যূহের নাম যথা—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ; শ্রীকৃষ্ণ এই চারিরূপে আত্মপ্রকট করিয়া দ্বারকা-মথুরায় লীলা করিয়া থাকেন।

বাসুদেব—দেবকী-গর্ভজাত বসুদেবের পুত্র; ইনি দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের প্রথমব্যূহ এবং ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশরূপ। ব্রজেন্দ্র-নন্দন দ্বিভুজ, তাঁহার গোপবেশ এবং গোপ-অভিমান। বাসুদেব কখনও দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ; বাসুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ এবং ক্ষত্রিয়-অভিমান। বিশেষ বিবরণ মধ্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। **সঙ্কর্ষণ**—শ্রীবলরাম যে স্বরূপে দ্বারকা-মথুরায় লীলা করেন, তাঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলে; দেবকীর গর্ভ হইতে আকৃষ্ট হইয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলে। (পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ষ্ঠ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইনি দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় ব্যূহ। যে বলরাম স্বয়ংরূপে ব্রজে স্বয়ংরূপ-শ্রীকৃষ্ণের লীলায় সহায়তা করেন (১।৫।৭),

এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়। | নিজগুণ লঞা খেলে অনন্ত সময় ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেই শ্রীবলরামই সঙ্কর্ষণরূপে দ্বারকা-মথুরায় বাসুদেবের লীলার সহায়তা করিয়া থাকেন। বসুদেবকে যেমন শ্রীকৃষ্ণও বলা হয়, তদ্রূপ সঙ্কর্ষণকেও বলরাম বলা হয়। বর্ণে ও অঙ্গ-সন্নিবেশে ব্রজবিলাসী বলরামে ও দ্বারকা-মথুরা-বিলাসী সঙ্কর্ষণে কোনও পার্থক্য নাই—উভয়ই দ্বিভুজ, শ্বেতবর্ণ; কিন্তু তাঁহাদের ভাবের পার্থক্য আছে—ব্রজে গোপভাব, দ্বারকা-মথুরায় ক্ষত্রিয়ভাব। অপ্রকট-লীলায় গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা এই তিন ধামের প্রত্যেক ধামে, শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীবলরামের পৃথক্ পৃথক্ বিগ্রহ নিত্য বিরাজিত; কিন্তু প্রকট লীলায়, এক ধামে যখন তাঁহারা লীলা করেন, অন্য ধামে তাঁহাদের তখন কোনও প্রকটরূপ থাকেন না।

সঙ্কর্ষণ সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীবলরামেরই প্রকাশরূপ; শ্রীবলরাম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়-দেহ বলিয়া পূর্ব্বপয়ারে সঙ্কর্ষণকেও শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব—প্রকাশ-বিশেষ—বলা হইয়াছে। বাস্তবিক, বলরামের আবির্ভাব-বিশেষও শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণই মূলতত্ত্ব।

প্রদ্যুম্ন—শ্রীরুক্মিণী-দেবীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয়রূপে বাৎসল্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত প্রদ্যুম্ন-নামে স্বীয়-পুত্র-অভিমানে অনাদিকাল হইতে অপ্রকট দ্বারকায় লীলা করিতেছেন। প্রকট দ্বারকায় সেই প্রদ্যুম্নই শ্রীরুক্মিণী-দেবীর গর্ভে জন্মলীলা প্রকটিত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীপ্রদ্যুম্ন শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ; ইনি দ্বারকাচতুর্ব্যূহের তৃতীয়ব্যূহ। **অনিরুদ্ধ**—ইনি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র; রুক্মীর কন্যা রুক্মবতীর (বি, পু, মতে ককুদ্বতীর) গর্ভে প্রদ্যুম্নের পুত্র। অপ্রকট-লীলায় অনিরুদ্ধের মনে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র-অভিমান; প্রকটে প্রদ্যুম্নের পত্নী রুক্মবতীর গর্ভে তাঁহার জন্মলীলা প্রকটন। প্রদ্যুম্নের ন্যায় ইনিও শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ; ইনি দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের চতুর্থ ব্যূহ।

সর্ব্বচতুর্ব্যূহ-অংশী—বাসুদেবাদি দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ অন্য চতুর্ব্যূহ-সমূহের অংশী। দ্বারকা-চতুর্ব্যূহই অন্যান্য চতুর্ব্যূহের মূল; দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ হইতেই অন্যান্য চতুর্ব্যূহ আবির্ভূত হইয়াছে; সুতরাং অন্যান্য চতুর্ব্যূহ দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের অংশমাত্র। "বাসুদেবাদয়োব্যূহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্য যে। তেভ্যোঽপ্যুৎকর্ষভাজোঽমী কৃষ্ণব্যূহাঃ সতাং মতাঃ ॥ ল, ভা, ॥ শ্রীকৃষ্ণামৃতম। ৩৬৯॥" এই প্রমাণবলে জানা যায়, দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ পরব্যোমাধিপতির চতুর্ব্যূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুতরাং দ্বারকাচতুর্ব্ব্যূহই অন্যান্য চতুর্ব্যূহের অংশী। শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।৩২।২ শ্লোকের অন্তর্গত "সাক্ষান্মথমন্মথ"-শব্দের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"নানাচতুর্ব্ব্যূহস্থাঃ প্রদ্যুম্নাস্তেষাং মন্মথঃ"—ইহা হইতে জানা যায়—নানাধামে চতুর্ব্ব্যূহ আছেন। এ সমস্ত চতুর্ব্ব্যূহের অংশীও দ্বারকা-চতুর্ব্ব্যূহ। ১।৫।৩৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তুরীয়**—মায়ার সম্বন্ধশূন্য; মায়াতীত। আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১০ম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। **বিশুদ্ধ**—মায়াতীত বলিয়া বিশুদ্ধ; অপ্রাকৃত। তুরীয় ও বিশুদ্ধ শব্দদ্বয়ের ধ্বনি এই যে, প্রকট-লীলায় বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহের জন্মাদি দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা প্রাকৃত জীব নহেন; পরন্তু তাঁহারা স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, সুতরাং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। নর-লীলা-সিদ্ধির নিমিত্তই প্রকট-লীলায় লীলাশক্তি তাঁহাদের জন্মাদি-লীলা প্রকটিত করিয়াছেন; বস্তুতঃ তাঁহাদের জন্ম-মরণাদি নাই, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় অনাদি-সিদ্ধ বস্তু।

২১। **এই তিনলোকে**—গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায়। **কেবল লীলাময়**—কেবল লীলা বা ক্রীড়াই তাঁহার কার্য্য, সৃষ্ট্যাদি অন্য কোনও কার্য্য তাঁহার নাই। **নিজগণ লঞা**—স্বীয় পরিকরগণের সঙ্গে। **অনন্ত সময়**—অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত।

গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায় কেবল ক্রীড়াব্যতীত সৃষ্ট্যাদি অন্য কোনও কার্য্য শ্রীকৃষ্ণের নাই। স্বীয় পরিকরগণের সঙ্গে এই তিন ধামে তিনি অনাদিকাল হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ক্রীড়া করিয়া আসিতেছেন; অনন্তকাল পর্য্যন্তও ক্রীড়া করিবেন। লীলারসের বৈচিত্রী সম্পাদনের নিমিত্তই তিনটী বিভিন্ন ধামে লীলা করার

পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপপ্রকাশ।
নারায়ণরূপে করে বিবিধ বিলাস ॥ ২২
স্বরূপ-বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ। ২৩
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মহৈশ্বর্য্যময়।
শ্রী-ভূ-লীলা-শক্তি যাঁর চরণ সেবয় ॥ ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আবশ্যকতা। তিন ধামের লীলাতেই ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য উভয়ই আছে; কিন্তু ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত, আর দ্বারকার মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যের অনুগত; মথুরায় এই উভয়ের মাঝামাঝি ভাব। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতার তারতম্যানুসারেই তাঁহার মাধুর্য্য-বিকাশের তারতম্য এবং মাধুর্য্যবিকাশের তারতম্যানুসারেই তাঁহার ভগবত্তা-বিকাশের তারতম্য; কারণ, মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার (২।২১।৯২)। ভগবত্তা-বিকাশের তারতম্যানুসারেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা, পূর্ণতরতা এবং পূর্ণতা। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম প্রেমবশ্যতা। সুতরাং মাধুর্য্যের বা ভগবত্তারও পূর্ণতম বিকাশ; তাই ব্রজে তিনি পূর্ণতম; এইরূপে মথুরায় তিনি পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণ। "কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে। পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু॥ ভ, র, সি, দ, বিভাব। ১২০॥" পরিকরগণের প্রেমবিকাশের তারতম্যানুসারেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতা, মাধুর্য্য এবং ভগবত্তা বিকাশের তারতম্য হইয়া থাকে। মাধুর্য্যাদি-বিকাশের তারতম্যানুসারে লীলারসের যে বৈচিত্রী সংঘটিত হয়, তাহার আস্বাদনের নিমিত্তই গোকুল, মথুরা ও দ্বারকায় প্রেমবিকাশের তারতম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রকমের পরিকর আছেন; সুতরাং তাঁহাদের সাহচর্য্যে যে লীলারস আস্বাদিত হয়, তাহারও বৈশিষ্ট্য আছে; এইরূপে নানাবিধ বৈশিষ্ট্য আস্বাদনের নিমিত্তই তিনধামে পৃথক্ পৃথক্ লীলা হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা বা মাধুর্য্য-বিকাশের তারতম্যানুসারেই ধামের বৈশিষ্ট্যের তারতম্য। ব্রজে বা গোকুলে ভগবত্তার পূর্ণতম বিকাশ; তাই ব্রজ বা গোকুলের মাহাত্ম্য সর্ব্বাতিশায়ী; ব্রজ অপেক্ষা অন্যান্য ধামের মাহাত্ম্যের ন্যূনতা তত্তদ্ধামে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-বিকাশের ন্যূনতার অনুরূপ।

২২। শ্রীকৃষ্ণের লীলাময়-স্বরূপের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে মুক্তিপ্রদ-স্বরূপের উল্লেখ করিতেছেন। পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ব্বিধা মুক্তি দিয়া জীব নিস্তার করিয়া থাকেন।

অন্বয়:—পরব্যোম-মধ্যে নারায়ণরূপে স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বিবিধ বিলাস করেন (শ্রীকৃষ্ণ)।

স্বরূপ—নিজের রূপ; স্বীয় এক আবির্ভাব। **করি স্বরূপ প্রকাশ ইত্যাদি**—নারায়ণরূপে নিজের একরূপ বা আবির্ভাব প্রকট করিয়া। **বিবিধ বিলাস**—নানাবিধ লীলা।

২৩। শ্রীকৃষ্ণরূপের ও শ্রীনারায়ণরূপের পার্থক্য বলিতেছেন। দ্বিভুজ বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-বিগ্রহ, স্বয়ংরূপ; পরব্যোমে শ্রীনারায়ণরূপে তিনি চতুর্ভুজ। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের দুই হাত, আর শ্রীনারায়ণরূপে তাঁহার চারি হাত; কিন্তু স্বরূপে উভয়ে অভিন্ন। এই নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ (১।১।৩৮ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

স্বরূপ-বিগ্রহ—স্বরূপের বিগ্রহ; স্বয়ংরূপের দেহ। **কেবল দ্বিভুজ**—"কেবল"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, দ্বিভুজ ব্যতীত অন্য কোনও রূপেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের কোনও প্রকাশ নাই। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ সময় সময় চতুর্ভুজ হইয়া থাকেন; সেই চতুর্ভুজ রূপও তাঁহার স্বয়ংরূপ নহে—এইরূপের নাম প্রাভববিলাসরূপ (২।২০।১৪৭)। **সেই তনু**—সেই দ্বিভুজ স্বরূপ-বিগ্রহই (নারায়ণরূপে চতুর্ভুজ হয়েন)। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ যে স্বরূপে অভিন্ন, "সেই তনু" শব্দদ্বয়ে তাহাই নির্দ্ধারিত হইতেছে।

২৪। শ্রীনারায়ণরূপের আরও বর্ণনা দিতেছেন। চারি হাতে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করেন; তিনি মহা-ঐশ্বর্য্যশালী এবং শ্রীশক্তি, ভূ-শক্তি ও লীলাশক্তি তাঁহার চরণ-সেবা করিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনি শ্রী-ভূ-লীলা-শক্তির নিয়ামক।

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-মহৈশ্বর্য্যময়—ইহা একটী সমাসবদ্ধ পদ; শঙ্খাদি প্রত্যেক শব্দের সঙ্গেই সর্ব্বশেষ

যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম।
তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম্ম ॥ ২৫
সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার।
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার ॥ ২৬
ব্রহ্ম-সাযুজ্যমুক্তের তাঁহা নাহি গতি।
বৈকুণ্ঠ-বাহিরে তাসভার হয় স্থিতি ॥২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"ময়" শব্দের সম্বন্ধ; এস্থলে বিশিষ্টার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে। শ্রীনারায়ণ শঙ্খময় অর্থাৎ শঙ্খবিশিষ্ট, চক্রময় অর্থাৎ চক্রবিশিষ্ট, গদাবিশিষ্ট, পদ্মবিশিষ্ট এবং মহৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট। তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী এবং মহা-ঐশ্বর্য্যশালী।

শ্রী-ভূ-লীলাশক্তি—শ্রীশক্তি, ভূশক্তি ও লীলাশক্তি। শ্রীভগবানের মুখ্যা ষোড়শ শক্তির মধ্যে তিনটী প্রধানা শক্তির নাম শ্রীশক্তি, ভূ-শক্তি ও লীলাশক্তি। "**শ্রীর্ভূঃ** কীর্ত্তিরিলা লীলা-কান্তির্বিদ্যেতি সপ্তকম্। বিমলাদ্যা নবেত্যেতা মুখ্যাঃ ষোড়শ শক্তয়ঃ॥ ল, ভা, কৃষ্ণামৃত-মন্বন্তর-প্রক, ১২৯॥" সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নামই শ্রী-শক্তি; ইনিই অনাদিসিদ্ধ বিগ্রহে নারায়ণ-প্রেয়সী লক্ষ্মীরূপে বিবিধ সেবোপকরণ দ্বারা পরব্যোমাধিপতির চরণ-সেবা করিতেছেন। "শ্রীর্যত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ। ল, ভা, কৃষ্ণামৃত মন্ব ২৩৩॥" (এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—শ্রীঃ-লক্ষ্মী, রূপিণী দিব্যরূপবতী, বিভূতিভিঃ—সেবাপরিচ্ছদৈঃ। যদ্বাশ্রীঃ—সম্পদ্রূপা, রূপিণী—মূর্ত্তা)। ইনি চতুর্ভুজা, স্বর্ণপ্রতিমাসদৃশী, নবযৌবনা এবং শ্রীনারায়ণের বামপার্শ্বে অবস্থিতা (বিশেষ বিবরণ লঘুভাগবতামৃতে, কৃষ্ণামৃতে, মন্বন্তরাবতারপ্রকরণে ২১২—২১৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)। জগতের উৎপত্তিস্থিতির অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম ভূ-শক্তি এবং শ্রীনারায়ণের লীলা-বিধায়িনী শক্তিকেই এস্থলে লীলাশক্তি বলা হইয়াছে। মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে ভূ-শক্তি ও লীলাশক্তি লক্ষ্মীদেবীর উভয় পার্শ্বে সমাসীনা। পার্শ্বয়োরবনীলীলে সমাসীনে শুভাননে। ল, ভা, কৃ, মন্ব, ২৮০॥ শ্রীশক্তি, ভূ-শক্তি ও লীলাশক্তি নানাবিধভাবে শ্রীনারায়ণের সেবা করিতেছেন।

২৫। চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে পরব্যোমে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-প্রকাশের উদ্দেশ্য কি তাহা বলিতেছেন। পরব্যোম-লীলার দুইটী উদ্দেশ্য—একটী মুখ্য, অপরটী গৌণ। মুখ্য উদ্দেশ্য ঐশ্বর্য্যাত্মিকা-লীলার রস আস্বাদন; শ্রীনারায়ণ রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই এক স্বরূপ বলিয়া লীলা-রস আস্বাদনই তাঁহার প্রধান ও স্বরূপানুবন্ধি উদ্দেশ্য বা ধর্ম্ম। গৌণ উদ্দেশ্য—জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ সালোক্যাদি মুক্তি দান করিয়া জীব-নিস্তার। "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব। ৩।২।৫॥" তাই শ্রীনারায়ণরূপেও (এবং অন্যান্য সকল স্বরূপেও কোনও না কোনও ভাবে) জীব-নিস্তার লীলা দৃষ্ট হয়।

তাঁর—নারায়ণের। **ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম**—একমাত্র লীলাই (লীলারস আস্বাদনই) তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি স্বভাব—রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ বলিয়া। **জীবের কৃপায়**—জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ। **এত কর্ম্ম**—এত কাজ; সালোক্যাদি মুক্তি দানরূপ কর্ম্ম—যাহা পরবর্ত্তী পয়ারে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

২৬। জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ শ্রীনারায়ণ কি কি কর্ম্ম করেন তাহা বলিতেছেন। **সালোক্য**—উপাস্যদেবের সহিত একই ধামে বাস। **সামীপ্য**—উপাস্যদেবের নিকটে বাস। **সার্ষ্টি**—উপাস্যদেবের সমান ঐশ্বর্য্য। **সারূপ্য**—উপাস্যদেবের সমান রূপ প্রাপ্তি। বিশেষ বিবরণ। ১।৩।১৬। টীকায় দ্রষ্টব্য।

জীবের নিস্তার—মায়ার কবল হইতে জীবকে উদ্ধার করেন; জীবের জন্ম-মৃত্যু-আদি সংসার-যন্ত্রণার অবসান করেন।

যাঁহারা ভগবানের সবিশেষ স্বরূপ স্বীকার করেন এবং উপাস্য-স্বরূপের সহিত নিজেদের সেব্য-সেবকত্ব ভাব রক্ষা করিয়া সালোক্যাদি মুক্তি-কামনা করেন এবং তদনুরূপ সাধন করেন, শ্রীনারায়ণ কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকেই তাঁহাদের সাধনানুসারে সালোক্যাদি মুক্তি দিয়া পরব্যোমে স্থান দান করেন। পরবর্ত্তী ১।৫।৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৭। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মের সবিশেষ-স্বরূপের পরিবর্ত্তে নির্ব্বিশেষ-স্বরূপকেই পরতত্ত্ব বলিয়া মনে করেন এবং এই নির্ব্বিশেষ-স্বরূপের সহিত সাযুজ্য কামনা করিয়া তদনুকূল সাধন করেন, সিদ্ধাবস্থায়ও সবিশেষ পরব্যোমে তাঁহাদের স্থান হয় না; কারণ, তাঁহাদের উপাস্য নির্ব্বিশেষ-স্বরূপের ধাম বৈকুণ্ঠে নহে। বৈকুণ্ঠ

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা—পরম উজ্জ্বল ॥২৮

সিদ্ধলোক নাম তার—প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ, তাহাঁ নাহি চিচ্ছক্তিবিকার ॥২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সবিশেষ ধাম, সবিশেষ স্বরূপগণের ধামই এই সবিশেষ বৈকুণ্ঠে অবস্থিত। তাই নির্ব্বিশেষ-স্বরূপের উপাসকগণকে শ্রীনারায়ণ তাঁহাদের অভীষ্ট সাযুজ্য-মুক্তি দিয়া বৈকুণ্ঠে আনয়ন করেন না। বৈকুণ্ঠের বাহিরে তাঁহাদের সাধনোচিত ধামে তাঁহাদের গতি হয়।

ব্রহ্ম-সাযুজ্য- মুক্তির—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য (লয়প্রাপ্তি) কামনা করিয়া তদনুকূল সাধনে সিদ্ধ হইয়া যাঁহারা মুক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের। **তাহাঁ নাহি গতি**—সালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদিগের সাধনোচিত ধামে (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে) গতি নাই। **বৈকুণ্ঠ-বাহিরে**—বৈকুণ্ঠের বহির্দ্দেশে। বৈকুণ্ঠ বলিতে কি পরব্যোমকেই বুঝায়, না কি পরব্যোমের কোনও এক অংশকেই বুঝায়, তৎসম্বন্ধে আলোচনার দরকার। লঘুভাগবতামৃত-ধৃত (৫।২৪৭) পদ্মপুরাণ-বচন বলেন—"প্রধান-পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী ॥ প্রধান এবং পরব্যোমের মধ্যস্থলে বিরজা নদী। পদ্ম পু, উত্তর খণ্ড। ২৫৫।" প্রধান-শব্দে এস্থলে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝাইতেছে। কারণার্ণবের অপর নাম বিরজা নদী। তাহা হইলে বুঝা গেল, পরব্যোমের বাহিরের সীমাই হইল বিরজা-নদী বা কারণার্ণব। পরবর্ত্তী ২৮—৩২ পয়ারে বলা হইয়াছে, বৈকুণ্ঠের বহির্ভাগে সিদ্ধলোক-নামে একটী জ্যোতির্ম্ময় নির্ব্বিশেষ ধাম আছে, সাযুজ্য-মুক্তিকামী সেই ধামেই সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেন। আবার পরবর্ত্তী ৪৩ পয়ারে বলা হইয়াছে—"বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম। তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম।" অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধলোকের একদিকের সীমা হইল বৈকুণ্ঠ, অন্যদিকের (বা বাহিরের) সীমা হইল কারণার্ণব বা বিরজা; আবার পরব্যোমেরও বাহিরের সীমা হইল বিরজা। সুতরাং বৈকুণ্ঠ এবং জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধলোক—উভয়ই পরব্যোমের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে—প্রথমে বৈকুণ্ঠ, তারপর সিদ্ধলোক, তারপর বিরজা। পূর্ব্ববর্ত্তী ১২শ পয়ারে এবং ২।২১।২ পয়ারে প্রত্যেক সবিশেষ ভগবৎস্বরূপের ধামকেও বৈকুণ্ঠ বলা হইয়াছে। সবিশেষ-স্বরূপের ধামও সবিশেষই হইবে; কারণ, চিচ্ছক্তির পরিণতিতেই স্বরূপের সবিশেষত্ব এবং চিচ্ছক্তির পরিণতি যে ধামে আছে, সেই ধামও সবিশেষ। সুতরাং বৈকুণ্ঠ-শব্দের সহিত সবিশেষত্বের সংশ্রব আছে বলিয়া মনে হয়। তাই আমাদের মনে হয়, পরব্যোমের যে অংশ সবিশেষ এবং সবিশেষ ভগবৎস্বরূপের ধাম-সমূহ যে অংশে অবস্থিত, সেই অংশকেই আলোচ্য পয়ারে বৈকুণ্ঠ বলা হইয়াছে। আর, পরব্যোমের যে অংশ নির্ব্বিশেষ এবং যাহা সবিশেষ বৈকুণ্ঠের বহির্ভাগে বিরজার তীরে অবস্থিত, তাহাকেই পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধলোক বলা হইয়াছে। ১।৫।৪৩-৪৪ টীকা দ্রষ্টব্য।

তা সভার—ব্রহ্ম-সাযুজ্যমুক্তি-কামীদের।

২৮।২৯। বৈকুণ্ঠ-বাহিরে—পরব্যোমের সবিশেষ অংশের বহির্ভাগে; বৈকুণ্ঠের ও বিরজার মধ্যে (পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল**—এস্থলে প্রাচুর্য্যার্থে বা উপাদানার্থে ময়ট্ প্রত্যয়। একটী মণ্ডলাকৃতি ধাম, যাহা বলয়াকারে বৈকুণ্ঠকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং যাহাতে নির্ব্বিশেষ-জ্যোতিঃ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই (পরবর্ত্তী ১।৫।৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। **কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা**—উক্ত জ্যোতিঃসমূহ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের কিরণ তুল্য। ১।২।৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **পরম উজ্জ্বল**—অত্যন্ত দীপ্তিশালী। **সিদ্ধলোক নাম তার**—সেই জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলকে সিদ্ধলোক বলা হয়। **প্রকৃতির পার**—অপ্রাকৃত, চিন্ময়। **চিৎ স্বরূপ**—সিদ্ধলোকও স্বরূপে চিৎ—চিন্ময়; প্রাকৃত জড় বস্তু নহে। বৈকুণ্ঠও চিন্ময়, সিদ্ধলোকও চিন্ময়; তবে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বৈকুণ্ঠে চিচ্ছক্তির পরিণতি আছে, সিদ্ধলোকে তাহা নাই। **তাঁহা**—সিদ্ধলোক। **নাহি চিচ্ছক্তি-বিকার**—চিচ্ছক্তির বিকার বা পরিণতি নাই; চিচ্ছক্তি কোনও দ্রব্যরূপে পরিণত হয় নাই। হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিদাত্মিকা চিচ্ছক্তি পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব-নামে অভিহিত হয়; সন্ধিন্যংশ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বই বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধামরূপে পরিণত হয়

সূর্য্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্ব্বিশেষ। | ভিতরে সূর্য্যের রথ-আদি সবিশেষ ॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(১।৪।৫৬ টীকা দ্রষ্টব্য)। "চিচ্ছক্তি-বিলাস এক শুদ্ধসত্ত্ব নাম। শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ১।৫।৩৬ ॥" প্রাকৃত জগতে যেমন ভূমি, তরু, লতা, পশু, পক্ষী, আসন, শয্যা আদি নানাবিধ দ্রব্য আছে; বৈকুণ্ঠাদি সবিশেষ-ধামেও তদ্রূপ সমস্তই আছে; তবে পার্থক্য এই যে, প্রাকৃত জগতের দ্রব্য সমস্ত প্রাকৃত, জড়, ধ্বংসশীল; আর ভগবদ্ধামের দ্রব্য সমস্ত অপ্রাকৃত, চিন্ময়, নিত্য। "বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময় ॥ ১।৫।৪৫ ॥ ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহা সকল চিন্ময়। ১।৫।৩৭॥" শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের ২।৪।৫০ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ-সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—বৈকুণ্ঠে যে সকল বস্তু আছে, "তেষাং রূপং তত্ত্বং মনসাপি গ্রহীতুং ন শক্যতে ব্রহ্মঘনত্বাৎ।"—ব্রহ্মঘন বলিয়া তাহাদের রূপ অন্য (সাধারণ) লোক মনের দ্বারাও গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে। এই উক্তি দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে যে, বৈকুণ্ঠাদি ধামের এই সমস্ত দ্রব্যাদি সমস্তই চিচ্ছক্তির বিকার বা পরিণতি। কিন্তু সিদ্ধলোকে চিচ্ছক্তি বিকার প্রাপ্ত হয় না বলিয়া তাহাতে কোনও দ্রব্যই নাই; ভূমির অনুরূপ কোনও বস্তু নাই, আছে কেবল জ্যোতিঃ মাত্র, তাহাও নির্ব্বিশেষ—স্থলবিশেষে জ্যোতির্গোলকাদিরূপেও পরিণতি লাভ করে নাই। ১।৫।৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ঝামটপুরের গ্রন্থে "চিৎস্বরূপ"-স্থলে "চিৎশক্তি"-পাঠ দৃষ্ট হয়। অর্থ এইরূপ:—সিদ্ধলোকে চিৎশক্তি আছে বটে, কিন্তু চিৎশক্তির বিকার বা পরিণতি নাই। পরব্রহ্ম শক্তিমান্ বস্তু। "পরাস্য শক্তির্বহুধৈব শ্রূয়তে। শ্বেতাশ্বতর। ৬।৮॥" শক্তিকে শক্তিমান্ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; দাহিকাশক্তিহীন অগ্নির অস্তিত্ব সম্ভব নহে; স্থলবিশেষে কোনও বিশেষ কারণে শক্তিবিকাশের তারতম্য হইতে পারে; কিন্তু শক্তিমানে শক্তি থাকিবেই। তাই শক্তিমান্-পরব্রহ্মের বিভিন্ন স্বরূপের প্রত্যেক স্বরূপেই শক্তি থাকিবে। বাস্তবিক, শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারেই বিভিন্ন স্বরূপের বিকাশ; যে স্বরূপে সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ, সেই স্বরূপই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ; আর যে স্বরূপে কোনও শক্তিই বিকাশ লাভ করে নাই, সেই স্বরূপই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেও চিচ্ছক্তি আছে—এই ব্রহ্ম যে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করেন, তাঁহার অস্তিত্ব-রক্ষার শক্তি আছে বলিয়াই তো? ইহা সন্ধিনী শক্তির কাজ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও আনন্দস্বরূপ, ব্রহ্মানন্দ-সাধকগণ এই ব্রহ্মের আনন্দসত্তার আস্বাদন করেন; ইহা সংবিৎ ও হ্লাদিনীশক্তির কাজ। এইরূপে সমস্ত চিচ্ছক্তিই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে আছে; কিন্তু সমস্ত শক্তিই অব্যক্ত, যথেষ্ট বিকাশশূন্য। ব্রহ্মকে যখন নিঃশক্তিক বলা হয়, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের শক্তি স্বীয় কার্য্য দেখাইতে পারে—এমনভাবে বিকাশ বা পরিণতি লাভ করে নাই; তাঁহার শক্তির অভাব বুঝাইবে না, অভাব হইলে ব্রহ্মের অস্তিত্বই থাকিত না। নির্গুণ ব্রহ্ম বলিলেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের শক্তি কোনও গুণরূপে পরিণতি লাভ করে নাই। ঝামটপুরের পাঠই অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। অন্য পাঠে "প্রকৃতির পার" এবং "চিৎস্বরূপ" প্রায় একার্থবোধক দুইটী উক্তি হইয়া পড়ে।

৩০। সবিশেষ বৈকুণ্ঠের চারিদিকে জ্যোতির্মণ্ডলরূপে সিদ্ধ-লোককে একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া বুঝাইতেছেন ৩০।৩১ পয়ারে। সূর্য্যমণ্ডল বাহিরে নির্ব্বিশেষ-কিরণসমূহ দ্বারা আবৃত, কিন্তু ভিতরে (মণ্ডলমধ্যে) যেমন সূর্য্যের রথ অশ্ব প্রভৃতি সবিশেষ বস্তু আছে; তদ্রূপ বৈকুণ্ঠের বহির্দ্দেশ নির্ব্বিশেষ-জ্যোতির্মণ্ডল দ্বারা বেষ্টিত, কিন্তু চিচ্ছক্তির বিলাস-প্রভাবে বৈকুণ্ঠ সবিশেষ বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ।

বাহিরে নির্ব্বিশেষ—সূর্য্যের কিরণ-সমূহ নির্ব্বিশেষ, ইহা কোনও দ্রব্যরূপে পরিণত হয় নাই। সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে এই নির্ব্বিশেষ কিরণ-জাল থাকে বলিয়া সূর্য্যমণ্ডলের বহির্ভাগকে নির্ব্বিশেষ বলা হইয়াছে, কিরণমণ্ডলই সূর্য্যের বহিরাবরণ বা বাহিরের অংশ। **ভিতরে**—সূর্য্যমণ্ডলে। **সূর্য্যের**—সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যে সূর্য্য, তাহার। **রথ-আদি**—রথ, অশ্ব প্রভৃতি। সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যে সূর্য্য, তিনি

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১৩৬)—

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্।
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তত্র তদ্গতিং গতা ইত্যুক্তৌ সন্দেহান্তরং নিরস্যতি যদরীণামিতি। প্রিয়াণাং শ্রীগোপীবৃষ্ণ্যাদীনাং অনয়োঃ কিরণার্কোপমানে ব্রহ্মসংহিতা যথা। যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্। তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি॥ শ্রীভগবদ্গীতাচ ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি (প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ) তথৈব স্বামীটীকাচ দৃশ্যা। তচ্চ যুক্তং একস্যাপি তস্যাধিকারিবিশেষং প্রাপ্য সবিশেষাকারভগবত্ত্বেনোদয়াদ্ঘনত্বং নির্ব্বিশেষাকার-ব্রহ্মত্বেনোদয়াদঘনত্বমিতি প্রভাস্থানীয়ত্বাৎ প্রভেতি জ্ঞেয়ম্। অতএবাত্মারামাণামপি ভগবদ্গুণেনাকর্ষণমুপপদ্যতে। বিশেষ-জিজ্ঞাসা চেৎশ্রীভগবৎসন্দর্ভো দৃশ্যঃ। শ্রীজীবগোস্বামী ॥৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সবিশেষ, তাঁহার রথ সবিশেষ, রথ টানিবার নিমিত্ত যে সমস্ত অশ্ব আছে, তাহারাও সবিশেষ। আদি-শব্দে সূর্য্যদেবের সেবার উপযোগী দ্রব্যাদিকে বুঝাইতেছে। **সবিশেষ**—সাকার, সগুণ। যাহা দেখা যায়, শুনা যায়, স্পর্শ করা যায়, আস্বাদন করা যায় এবং যাহার গন্ধাদি অনুভব করা যায়, তদ্রূপ বস্তুকেই সবিশেষ বস্তু বলা হয়। ১।২।৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৫। **অন্বয়**। অরীণাং (শত্রুগণের—দৈত্যগণের) প্রিয়াণাং চ (এবং প্রিয়গণের—ব্রজবাসিগণের ও বৃষ্ণিগণের) একং (এক) ইব (ই) প্রাপ্যং (প্রাপ্য) [ইতি] (ইহা) যৎ (যে) উদিতম্ (কথিত হয়), তৎ (তাহা কেবল) কিরণার্কোপমজুষোঃ (সূর্য্যকিরণ ও সূর্য্য এই উপমার বিষয়ীভূত) ব্রহ্ম-কৃষ্ণয়োঃ (ব্রহ্ম এবং কৃষ্ণের) ঐক্যাৎ (ঐক্যবশতঃ)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের শত্রু এবং প্রিয়-ভক্তগণের প্রাপ্য একই—ইহা যে কথিত হইয়া থাকে, তাহা কেবল—সূর্য্যকিরণ ও সূর্য্য এই উপমার বিষয়ীভূত ব্রহ্ম এবং কৃষ্ণের (স্বরূপগত) ঐক্যবশতঃই। ৫।

সূর্য্যমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় বস্তু—জ্যোতির্দ্বারাই গঠিত। বাহিরের জ্যোতি ঘনত্ব প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া নির্ব্বিশেষ, কিন্তু ভিতরের জ্যোতি ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়া সবিশেষ হইয়াছে—মণ্ডলাকারে পরিণত হইয়াছে। অভ্যন্তরস্থ ঘনত্বপ্রাপ্ত সবিশেষ জ্যোতির্মণ্ডলও স্বরূপতঃ জ্যোতিই; আর বাহিরের নির্ব্বিশেষ কিরণজালও স্বরূপতঃ জ্যোতিই; সুতরাং উপাদান-হিসাবে সূর্য্যমণ্ডল এবং সূর্য্যের কিরণ স্বরূপতঃ একই, অভিন্নই। তদ্রূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং সবিশেষ শ্রীকৃষ্ণও স্বরূপতঃ একই, অভিন্নই; কারণ, উভয়ই চিদানন্দস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণে চিদানন্দ ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ব্রহ্মে তাহা ঘনত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। এরূপ অবস্থাসাম্যে শ্রীকৃষ্ণকে সূর্য্যমণ্ডলের সঙ্গে এবং ব্রহ্মকে সূর্য্যকিরণের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়। শ্রীকৃষ্ণের শত্রু দৈত্যগণ শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হইলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় (পরবর্ত্তী সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য); এই সাযুজ্য-প্রাপ্তিকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি বলা যাইতে পারে। আর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা প্রাপ্ত হয়েন; ইহাও শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি। ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময়ত্ব হেতু স্বরূপতঃ একই হওয়াতে দৈত্যগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিকে কেহ কেহ সমানই বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি এই উভয়রূপ প্রাপ্তিতেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের প্রাপ্তি-হিসাবে উভয়রূপ প্রাপ্তিকেই সমান মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু এই একভাবে সমান হইলেও উভয়রূপ প্রাপ্তির পার্থক্য অনেক। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ বটেন, কিন্তু শক্তি-বিকাশের অভাবে তাঁহাতে আনন্দের বৈচিত্রী নাই; সুতরাং আস্বাদ্যত্বের বৈচিত্রীও তাঁহাতে নাই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্ববিধ বৈচিত্রী পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত। আবার, যিনি ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য লাভ করেন, তাঁহার সত্ত্বা ব্রহ্মতাদাত্ম্য লাভ করিয়া আনন্দ-বৈচিত্রী আস্বাদনের যোগ্যতা হইতে বঞ্চিত হয়; কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণ-

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ ॥৩১

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাহাঁ পায় লয় ॥৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেবা প্রাপ্ত হয়েন, সেবা-প্রভাবে তিনি সর্ব্ববিধ আনন্দ-বৈচিত্রীর আস্বাদন লাভে সমর্থ হয়েন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য এতই লোভনীয় যে, ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন আত্মারাম মুনিগণ পর্য্যন্তও তাহার আস্বাদনের নিমিত্ত লালায়িত এবং পূর্ব্বভক্তি-বাসনা থাকিলে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত মুক্ত-পুরুষগণও ভক্তির কৃপায় স্বতন্ত্র বিগ্রহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন—শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনের লোভে ব্রহ্মানন্দও তাঁহাদের চিত্তকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ শ্রীভা৷১৷৭৷১০॥" ব্রহ্মসুখনিমগ্ন আত্মারাম মুনিগণও যে শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন, এই শ্লোক তাহার প্রমাণ। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥ নৃসিংহতাপনী ২৷৫৷১৬ -শঙ্করভাষ্য।" ব্রহ্মলয়প্রাপ্ত পুরুষও যে শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন এই উক্তিই তাহার প্রমাণ।

সূর্য্যকিরণের সঙ্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের এবং সূর্য্যমণ্ডলের সঙ্গে সবিশেষ শ্রীকৃষ্ণের উপমা দেওয়াতে সূর্য্যকিরণ যে নির্ব্বিশেষ বস্তু এবং সূর্য্যমণ্ডল যে সবিশেষ বস্তু তাহাই প্রতিপন্ন হইল; এইরূপে এই শ্লোকটী পূর্ব্বপয়ারের প্রমাণস্বরূপ হইল।

সূর্য্যের সহিত সূর্য্যকিরণের যে সম্বন্ধ, শ্রীকৃষ্ণের সহিতও ব্রহ্মের প্রায় তদ্রূপ সম্বন্ধ (ঘনত্ব-হিসাবে); সুতরাং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভাস্থানীয়—ইহাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হইল। সুতরাং এই শ্লোকটী দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮শ পয়ারের "কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা" বাক্যও প্রমাণিত হইল।

৩১। **তৈছে**—তদ্রূপ (সূর্য্যমণ্ডল যেমন ভিতরে সবিশেষ, কিন্তু বাহিরে নির্ব্বিশেষ, তদ্রূপ)। পূর্ব্ব পয়ারের সহিত এই পয়ারের অন্বয়। **পরব্যোম**—এস্থলে পরব্যোম-শব্দে পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭৷২৮ পয়ারোক্ত বৈকুণ্ঠকে বুঝাইতেছে। **নানা-চিচ্ছক্তি বিলাস**—চিচ্ছক্তির নানাবিধ বিলাস বা পরিণতি; বৈকুণ্ঠে চিচ্ছক্তি জল, স্থল, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, শয্যা, আসন, বসন, ভূষণ, প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এইরূপে চিচ্ছক্তির পরিণতিতে বৈকুণ্ঠ সবিশেষ ধাম হইয়াছে। (১৷৫৷২৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব** ইত্যাদি—কিন্তু ঐ সবিশেষ বৈকুণ্ঠের বাহিরে (বহির্ভাগে) যে জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল (সিদ্ধলোক) অবস্থিত, তাহা নির্ব্বিশেষ—নিরাকার।

৩২। বৈকুণ্ঠের বাহিরে যে নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় চিদ্‌বস্তু আছে, তাহাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম; এই ব্রহ্ম কেবলই জ্যোতির্ম্ময়, নির্ব্বিশেষ জ্যোতি ব্যতীত তাহাতে অন্য কিছুই নাই। যাঁহারা সাযুজ্য-মুক্তির অধিকারী, তাঁহারা এই নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হয়।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই—সেই চিন্ময় জ্যোতির্ম্মণ্ডলই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব। **তাঁহা পায় লয়**—ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় (১৷৩৷১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্মসাযুজ্য-কামী সাধককে সাযুজ্য-মুক্তি কে দিতে পারেন? সিদ্ধ-লোকের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম তাহা দিতে পারেন না; কারণ, তিনি নিঃশক্তিক (বা অব্যক্ত-শক্তিক), মুক্তি দেওয়ার শক্তি তাঁহার মধ্যে বিকশিত হয় নাই। বিশেষতঃ, আগে মায়ার কবল হইতে অব্যাহতি পাওয়া চাই, তারপর মুক্তি। জীব নিজের শক্তিতে দুরত্যয়া দৈবীমায়ার কবল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না; শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলেই শ্রীভগবান কৃপা করিয়া জীবকে মায়ামুক্ত করিয়া দিতে পারেন। "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। শ্রীগী, ৭৷১৪॥" মায়া ঈশ্বরের শক্তি, ঈশ্বর ব্যতীত অপর কেহই ইহাকে জয় করিতে পারিবে না। সবিশেষ সশক্তিক ভগবৎ-স্বরূপ ব্যতীত অন্য কোনও স্বরূপের—নির্ব্বিশেষ নিঃশক্তিক ব্রহ্মের—শরণাপন্ন হওয়াও সম্ভব নহে, মায়াকে অপসারিত করার শক্তি থাকাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। তাই, ব্রহ্ম-সাযুজ্য পাইতে হইলেও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসকের পক্ষে

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১৩৮)
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনম্-

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তমসঃ প্রকৃতেঃ পারে তু সিদ্ধলোকঃ যত্র নির্ভেদব্রহ্মোপসনাসিদ্ধাঃ হরিণা নিহতাঃ দৈত্যাশ্চ ব্রহ্মসুখে মগ্নাঃ সন্তঃ বসন্তি তিষ্ঠন্তীতি ॥৬॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রথমতঃ ভগবানের কোনও সবিশেষ স্বরূপের উপাসনা করিতে হইবে এবং কৃপা করিয়া তিনি যেন মায়ামুক্ত করিয়া সাধককে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্য প্রাপ্তি করাইয়া দেন—তন্নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে হইবে। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলিয়াছেন—"কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে। ২।২২।১৬॥" যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক সবিশেষ স্বরূপের উপসনা ব্যতীতই কেবল জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যানাদি মাত্রই করেন, শ্রীমদ্ভাগবতের মতে তাঁহাদের চেষ্টা স্থূল-তুষাবঘাতীর ন্যায় ক্লেশ মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। "শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ শ্রীভা, ১০।১৪।৪॥" যাহা হউক ভগবদ্-বিগ্রহের সচ্চিদানন্দময়ত্ব স্বীকার পূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহার উপাসনা করিলেই তিনি সাযুজ্যকামীর অভীষ্ট সাযুজ্যমুক্তি দান করিয়া থাকেন। সাযুজ্যমুক্তিকামীর সাযুজ্য লাভ হয় সিদ্ধলোকে; সেই সিদ্ধলোক পরব্যোমেরই অন্তর্গত (১।৫।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); আর শ্রীনারায়ণই সমগ্র পরব্যোমের অধিপতি; সুতরাং তিনি সিদ্ধলোকেরও অধিপতি বা নিয়ন্তা। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।১৮ পয়ারে বলা হইয়াছে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্যকামী জ্ঞানমার্গের উপাসকগণ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে অনুভব করেন; শ্রীনারায়ণ ব্যতীত আর কেই বা তাঁহাদের এই অনুভব জন্মাইবেন? কাজেই, সিদ্ধলোকে সাযুজ্যমুক্তি দানের ক্ষমতাও পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণেরই বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে, পঞ্চবিধা মুক্তিই শ্রীনারায়ণ দিয়া থাকেন; সালোক্যাদি চারি রকমের মুক্তি দিয়া ভক্ত-সাধককে সবিশেষ বৈকুণ্ঠে রাখেন, আর সাযুজ্যমুক্তি দিয়া জ্ঞানমার্গের সাধককে সিদ্ধলোকে রাখেন।

শ্লো। ৬। অন্বয়। তমসঃ (মায়ার) পারে (বহির্দ্দেশে) তু সিদ্ধলোকঃ (সিদ্ধ লোক), যত্র (যে সিদ্ধ লোকে) সিদ্ধাঃ (নির্ভেদ-ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধ লোকগণ) চ (এবং) হরিণা (শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক) হতাঃ (নিহত) দৈত্যাঃ (দৈত্যগণ) ব্রহ্মসুখে (ব্রহ্মানন্দে) মগ্নাঃ (নিমগ্ন) [সন্তঃ] (হইয়া) হি (নিশ্চিতই) বসন্তি (বাস করেন)।

অনুবাদ। মায়ার বহির্ভাগে সিদ্ধলোক অবস্থিত; সেই সিদ্ধলোকে নির্ভেদ-ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধ ব্যক্তিগণ এবং শ্রীহরিকর্ত্তৃক নিহত দৈত্যগণ ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন হইয়া বাস করেন। ৬।

তমসঃ পারে—প্রকৃতির বহির্ভাগে। সিদ্ধলোক যে মায়াতীত চিন্ময় বস্তু, তাহাই ইহা দ্বারা সূচিত হইল।

এই শ্লোকে বলা হইল, "সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে"—সিদ্ধলোক প্রকৃতির বহির্ভাগে। ইহা হইতে কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন, প্রকৃতির অষ্টম আবরণের পরেই সিদ্ধলোকের স্থিতি। আবার পরবর্ত্তী ১।৫।৪৩ পয়ারে বলা হইয়াছে—"বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময়-ধাম। তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম॥" এই পয়ারের জ্যোতির্ম্ময়-ধাম অর্থ সিদ্ধলোক। এই সিদ্ধলোকের বাহিরেই কারণার্ণব—একথাই পয়ারে বলা হইল। এই পয়ার হইতে জানা যায়—কারণার্ণবই সিদ্ধলোকের বাহিরের সীমা; কিন্তু উক্ত শ্লোক হইতে মনে হয়—প্রকৃতি (তমঃ) বা প্রকৃতির অষ্টম আবরণই সিদ্ধলোকের বাহিরের সীমা। ইহাতে কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন—প্রকৃতির অষ্টম আবরণই কারণার্ণব। কিন্তু ইহা শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত নহে। লঘুভাগবতামৃতধৃত পদ্মপুরাণ বচনে জানা যায়—"প্রধান পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজানদী। (প, পু, উ, ২৫৫)॥—প্রধান (প্রকৃতি বা মায়িক ব্রহ্মাণ্ড—মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের শেষ সীমা প্রকৃতির অষ্টম আবরণ, ত্রিগুণাত্মিকাপ্রকৃতি) ও পরব্যোমের মধ্যে বিরজানদী (কারণার্ণব)।" এই প্রমাণে জানা গেল, প্রকৃতির অষ্টম আবরণের পরেই কারণার্ণব। সুতরাং প্রকৃতির অষ্টম আবরণ ও কারণার্ণব এক বা অভিন্ন

নহে। অভিন্ন হইতেও পারে না। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, মায়া। কারণার্ণব—"চিন্ময়জল সেই পরম কারণ। যার এক কণা গঙ্গা পতিত-পাবন॥ ১৷৫৷৪৬॥" স্বরূপেই উভয়ে বিভিন্ন। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, দ্বিজপুত্রদিগকে আনয়ন করিবার জন্য অর্জ্জুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকা হইতে দিব্যরথযোগে মহাকালপুরের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন তিনি সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র, সপ্তগিরি, লোকালোক পর্ব্বতাদি অতিক্রম করিয়া এক নিবিড় অন্ধকারে প্রবেশ করিলেন (বিবেশ সুমহত্তমঃ—শ্রী, ভা, ১০৷৮৯৷৪৭); চক্রদ্বারা তিনি সেই অন্ধকারকে ভেদ করিয়া অগ্রসর হইলেন। এই অন্ধকারকে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রকৃতির সপ্ত আবরণ বলিয়াছেন (চক্রেণৈব সপ্তাবরণভেদো জ্ঞেয়ঃ—চক্রবর্ত্তী। চক্রানুপথেনৈব দ্বারেণ সপ্তাবরণভেদেন—শ্রীপাদ সনাতন)। তখন—অন্ধকার পার হইয়া যাওয়ার পরে—অন্ধকারের দূরে বর্ত্তমান এক অনন্তপার সর্ব্বব্যাপক দিব্যজ্যোতিঃ দেখিয়া অর্জ্জুনের চক্ষু যেন ঝলসিয়া যাইতে লাগিল। "দ্বারেণ চক্রানুপথেন তত্তমঃপরং পরং জ্যোতিরনন্তপারম্। সমশ্নুবানং প্রসমীক্ষ্য ফাল্গুনঃ প্রতাড়িতাক্ষোঽপি দধেঽক্ষিণী উভে॥ শ্রীভা, ১০৷৮৯৷৫১॥ এই শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—তদনন্তরং (নিবিড় অন্ধকার পার হওয়ার পরে) গচ্ছন্ ফাল্গুনঃ তমঃপরং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং প্রকৃত্যাবরণাৎ অষ্টমাৎ পরমিত্যর্থঃ। পরং শ্রেষ্ঠং চিন্ময়ং জ্যোতিঃ সমশ্নুবানমতিব্যাপকং বীক্ষ্য ইত্যাদি। তাৎপর্য্য—প্রকৃতির অষ্টম আবরণের পরে এক চিন্ময় সর্ব্বব্যাপক জ্যোতিঃ দৃষ্ট হইল। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীহরিবংশের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া চক্রবর্ত্তী দেখাইয়াছেন—এই ব্যাপক জ্যোতিঃ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহৎ যদ্দৃষ্টবানসি। অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজস্তৎ সনাতনম্॥ প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী। তাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদুত্তমাঃ॥—টীকায় চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—অত্র মত্তেজ ইতি তদ্ব্রহ্ম মত্তেজোঽপি অহং স ইতি সোঽহমেব তদ্ব্রহ্মতেজস্তেজস্বিনোরভেদাৎ প্রকৃতিঃ সা মম পরেতি তচ্চিন্ময়ং ব্রহ্ম মমৈব স্বরূপশক্তিঃ পরেতি মায়াতীতা ব্যক্তা চিন্ময়নেত্রগ্রাহ্যা অন্যথা অব্যক্তেত্যর্থঃ।—যে তেজঃ দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা মায়াতীত, ব্রহ্মতেজঃ, শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তি। ইহার পরে কৃষ্ণার্জ্জুন উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুল এক সলিলে প্রবেশ করিলেন। ততঃ প্রবিষ্টঃ সলিলং নভস্বতা বলীয়সৈজদ্বৃহদূর্ম্মিভূষণম্। শ্রীভা, ১০৷৮৯৷৫২॥ এই শ্লোকের সলিল-শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—ততস্তত্রৈব বর্ত্তমানং সলিলম্ অপ্রাকৃতং তত্তেজোজনিতং জলদুর্গবৎ সর্ব্বতঃ স্থিতম্ ইত্যাদি। সেই স্বরূপশক্তিরূপ ব্রহ্মজ্যোতির মধ্যেই সেই তেজোজনিত অপ্রাকৃত সলিল (জল)—ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে জ্যোতিঃ দেখিয়া অর্জ্জুনের চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছিল, তাহা এই চিন্ময় জলেরই জ্যোতিঃ। এই জলটী কি বস্তু, তাহা শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন। সলিলমিতি কারণার্ণবোদকম্—এই জল হইল কারণার্ণবের জল। তাঁহার এই উক্তির অনুকূলে তিনি মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্র হইতে প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন—ব্রহ্মাণ্ডস্যোর্দ্ধতো দেবি ব্রহ্মণঃ সদনং মহৎ। তদূর্দ্ধং দেবি বিষ্ণূনাং তদূর্দ্ধং রুদ্ররূপিণাম্॥ তদূর্দ্ধঞ্চ মহাবিষ্ণোর্ম্মহাদেব্যাস্তদূর্দ্ধগম্। পারে পুরী মহাদেব্যাঃ কালঃ সর্ব্বভয়াবহঃ॥ ততঃ শ্রীব্রহ্মপীযূষবারিধির্নিত্যনূতনঃ। তস্য তীরে মহাকালঃ সর্ব্বগ্রাহকরূপধৃক্॥ ইহার টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—অত্র ব্রহ্মণঃ সদনং সত্যলোকঃ বিষ্ণূনাং বৈকুণ্ঠস্থতানাং বৈকুণ্ঠঃ রুদ্ররূপিণামিত্যহঙ্কারাবরণস্থো রুদ্রলোকঃ মহাবিষ্ণোরিতি মহত্তত্ত্বাবরণস্থো মহাবিষ্ণুলোকঃ মহাদেব্যা ইতি প্রকৃত্যাবরণস্থো মহাদেবীলোকঃ ব্রহ্মপীযূষবারিধিঃ কারণার্ণবঃ মহাকালঃ পরব্যোমস্থো মহাবৈকুণ্ঠনাথস্তস্যৈব কারণার্ণবজলান্তর্গতং ভবনং মহাকালপুরং ফাল্গুনো দদর্শেতি। এই টীকানুসারে উদ্ধৃত শ্লোকের মর্ম্ম এইরূপ—ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে সত্যলোক, তাহার ঊর্দ্ধে (ব্রহ্মাণ্ডস্থ) বৈকুণ্ঠ, তাহার ঊর্দ্ধে রুদ্রলোক, তাহার ঊর্দ্ধে মহত্তত্ত্বাবরণস্থ মহাবিষ্ণুলোক, তাহার ঊর্দ্ধে প্রকৃতির (অষ্টম) আবরণস্থ মহাদেবীলোক। তাহার পরে ব্রহ্মপীযূষবারিধি (চিন্ময় জলপূর্ণ) কারণার্ণব। এই কারণার্ণবের জলমধ্যেই মহাকালপুর—যে পুরে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ মহাকালরূপে অবস্থান করেন; দ্বিজপুত্রদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন এই মহাকালপুরেই গিয়াছিলেন। যাহাহউক, উক্ত আলোচনায় উদ্ধৃত প্রমাণসমূহ হইতে জানা গেল, প্রকৃতির অষ্টম আবরণই কারণার্ণব নহে; অষ্টম আবরণের পরে বা ঊর্দ্ধেই চিন্ময়জলপূর্ণ কারণার্ণব; মায়া

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারিপাশে।
দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশে ॥ ৩৩

বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ এই, তুরীয় বিশুদ্ধ ॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ত্রিগুণাত্মিকা। কারণার্ণব ত্রিগুণাতীত চিন্ময়, স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়াই বলা হইয়াছে—"মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে। কারণসমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥ ১৫।৪৯ ॥" মায়া কারনসমুদ্রের বাহিরে থাকে বলিয়াই সৃষ্টির প্রাক্কালে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দূর হইতে মায়ায় প্রতি দৃষ্টি করেন। "দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান। জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান ॥ ১:৫।৫৭ ॥" (প্রকৃতির অষ্ট আবরণের বিবরণ ১।৫।৯ শ্লোক টীকায় দ্রষ্টব্য)।

মুখ্যতঃ সিদ্ধলোকের তমঃপারত্ব বা মায়াতীতত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যেই এই শ্লোকে "সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে" বলা হইয়াছে, সিদ্ধলোকের নির্দ্দিষ্ট অবস্থান দেখাইবার উদ্দেশ্যে নহে। ১।৫।২৭ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

দৈত্য—যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বলিয়া মনে করে, যাহারা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা স্বীকার করে না এবং শ্রীকৃষ্ণের শত্রুতাচরণ করে, তাহাদিগকে দৈত্য বলা হয়। "কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি মানি। চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি ॥ ১।৮।৮ ॥" দৈত্য বলিতে অসুরকেও বুঝায়; যাহারা ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ, তাহাদিগকেও অসুর বলা হয়। "দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১৮শ শ্লোকধৃত পাদ্মবাচন ॥

দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিহত দৈত্য বা অসুরগণ। বস্তুতঃ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে অসুর-বধ করেন না; তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণুও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের অন্তর্ভূত থাকিয়া অবতীর্ণ হয়েন এবং অসুর-সংহারাদি এই বিষ্ণুরই কার্য্য (১।৪।১২)। এইরূপ ভাবে নিহত দৈত্যগণ সাযুজ্য মুক্তি পাইয়া থাকে।

নির্ভেদ-ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধ ব্যক্তিগণ এবং শ্রীহরিকর্তৃক নিহত দৈত্যগণই সাযুজ্য-মুক্তির অধিকারী; সিদ্ধলোকেই যে তাহাদের স্থান হয়, এই পূর্ব্ব পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৩৩।৩৪। পরব্যোম-ধামের বর্ণনা (২২-৩২ পয়ারে) দিয়া এক্ষণে পরব্যোম-চতুর্ব্যূহের বর্ণনা দিতেছেন।

সেই পরব্যোমে—যেই পরব্যোমে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে মহালক্ষ্মী-আদির সহিত লীলারস আস্বাদন করিতেছেন এবং জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি দিয়া ভাগ্যবান্ জীবসমূহকে পরব্যোমের সবিশেষ অংশ বৈকুণ্ঠে স্থান দিতেছেন এবং ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তির অধিকারীদিগকে পরব্যোমের নির্ব্বিশেষ অংশ সিদ্ধলোকে (১।৫।২৮ এবং ১।৫।৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য (লয়) প্রাপ্তি করাইতেছেন, সেই পরব্যোমে। **নারায়ণের**—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের। **চারি পাশে**—যথাক্রমে পূর্ব্বে, দক্ষিণে, পশ্চিমে ও উত্তরে (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিব্যূহ অবস্থান করেন)। **দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের**—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামে দ্বারকায় যে চারিটী ব্যূহ আছেন (১।৫।২০), তাঁহাদের। **দ্বিতীয় প্রকাশে**—দ্বিতীয় অভিব্যক্তি। কৃষ্ণলোকস্থ গোকুলে চতুর্ব্যূহের পৃথক্ পৃথক্ বিগ্রহ নাই; দ্বারকা-মথুরায়ই চতুর্ব্যূহের পৃথক্ পৃথক্ অভিব্যক্তি; অন্যান্য চতুর্ব্যূহ অপেক্ষা দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ শক্ত্যাদির বিকাশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া দ্বারকা-চতুর্ব্যূহকেই প্রথম চতুর্ব্যূহ বা চতুর্ব্যূহের প্রথম বিকাশ বলা হয়; শক্ত্যাদি-বিকাশের হিসাবে দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের অব্যবহিত পরেই পরব্যোম-চতুর্ব্যূহের স্থান; এজন্য পরব্যোম-চতুর্ব্যূহকে দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের প্রকাশ বা চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় বিকাশ বলা হয়। **প্রকাশ**—আবির্ভাব, বিকাশ। পরব্যোম-চতুর্ব্যূহের নামও বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—**ইহারাই দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ** বা পরব্যোমের চতুর্ব্যূহ। দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ ও পরব্যোম-চতুর্ব্যূহের নাম ঠিক একরূপ হইলেও শক্ত্যাদিতে এই দুই চতুর্ব্যূহের পার্থক্য আছে; পরব্যোম-চতুর্ব্যূহকে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ বলাতে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ২০শ পয়ারে দ্বারকা-চতুর্ব্যূহকে সর্ব্বচতুর্ব্যূহ-অংশী বলাতে পরব্যোম-চতুর্ব্যূহ অপেক্ষা দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত

তাঁহা যে রামের রূপ—মহাসঙ্কর্ষণ। | চিচ্ছক্তি-আশ্রয় তিঁহো কারণের কারণ ॥ ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়াছে। দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ হইল অংশী, পরব্যোম-চতুর্ব্যূহ তাহার অংশ। স্বরূপে সকলে পূর্ণ হইলেও শক্ত্যাদি বিকাশের তারতম্যানুসারেই অংশাংশী-সম্বন্ধ হইয়া থাকে। যাহাতে ন্যূনশক্তির অভিব্যক্তি, তাহাকেই অংশ বলে। “তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। ল, ভা, কৃ, ১৬॥” ১।৫।২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বাসুদেব—প্রথম ব্যূহ; ইনি পরব্যোম-নাথের বিলাস এবং সকলের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। “মহা-বৈকুণ্ঠ-নাথস্য বিলাসত্বেন বিশ্রুতঃ। পরমাত্মা বল-জ্ঞান-বীর্য্য-তেজোভিরন্বিতঃ ॥ ল, ভা, পূ, ১৬৫ ॥” ইনি চিত্তের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, তাই চিত্তে উপাস্য এবং ইনি বিশুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠান। “তথোপাস্যশ্চিত্তে তদধিদৈবতম্। তথা বিশুদ্ধসত্ত্বস্য যশ্চাধিষ্ঠানমুচ্যতে ॥ ল, ভা, পূ, ১৬৬॥” শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির মধ্যে বাসুদেব জ্ঞানশক্তি প্রধান। “জ্ঞানশক্তি-প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা। ২।২০।২১৯॥” **সঙ্কর্ষণ**—দ্বিতীয় ব্যূহ; ইনি বাসুদেবের বিলাস বা স্বাংশ এবং সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ, তাই ইঁহাকে জীবও (সমষ্টি জীব) বলা হয় (ল, ভা, পূ, ১৬৭)। ইনি অহঙ্কার-তত্ত্বে উপাস্য (ল, ভা, পূ ১৬৮)। ইনি ক্রিয়াশক্তি-প্রধান। “ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম। প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ ॥ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়। গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায় ॥ ২।২০।২২১-২২২ ॥” **প্রদ্যুম্ন**—তৃতীয় ব্যূহ; ইনি সঙ্কর্ষণের বিলাসমূর্ত্তি, বুদ্ধিতত্ত্বে ইঁহার উপাসনা (ল, ভা, পূ, ১৬৯); কেহ কেহ বলেন, ইনি মনের অধিদেবতা (ল, ভা, পূ, ১৭১)। ইনি বিশ্বসৃষ্টির নিদান এবং ইনি স্বীয় সৃষ্টিশক্তি কন্দর্পে নিহিত করিয়াছেন (ল, ভা, পূ, ১৬৯)। **অনিরুদ্ধ**—চতুর্থ ব্যূহ; ইনি প্রদ্যুম্নের বিলাসমূর্ত্তি; মনস্তত্ত্বে ইঁহার উপাসনা (ল, ভা, পূ, ১৭০), কেহ কেহ বলেন, ইনি অহঙ্কারের অধিদেবতা (ল, ভা, পূ, ১৭১)।

তুরীয়—মায়াতীত, মায়িক-উপাধিশূন্য। আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১০ম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

বিশুদ্ধ—শুদ্ধসত্ত্বময় বিগ্রহ, চিদ্‌ঘনমূর্ত্তি। এই দুই পয়ারে “মায়াতীতে ব্যাপি” শ্লোকের “শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে” অংশের অর্থ করা হইয়াছে।

৩৫। এক্ষণে পরব্যোমে শ্রীবলরামের যে রূপ আছেন, তাঁহার কথা বলিতেছেন। পরব্যোমচতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় ব্যূহ যে সঙ্কর্ষণ, তিনিই শ্রীবলরামের একস্বরূপ।

তাঁহা—সেই পরব্যোম-চতুর্ব্যূহমধ্যে। **রামের রূপ**—শ্রীবলরামের এক স্বরূপ। **মহাসঙ্কর্ষণ**—দ্বিতীয়ব্যূহ সঙ্কর্ষণকেই এস্থলে মহাসঙ্কর্ষণ বলা হইয়াছে। শেষাদিকেও সঙ্কর্ষণ বলা হয় (১।৬।৮২); তাঁহাদিগ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহাদের মূল বলিয়া পরব্যোমের সঙ্কর্ষণকে মহাসঙ্কর্ষণ বলা হইয়াছে। লঘুভাগবতামৃতের প্রমাণানুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে, এই সঙ্কর্ষণই সমস্ত জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ; অর্থাৎ ইঁহা হইতেই সমস্ত জীব উদ্ভূত হয়, মহাপ্রলয়ে ইনিই সমস্ত জীবকে আকর্ষণ করিয়া ইঁহার (অন্যতম স্বরূপ কারণার্ণবশায়ীর) মধ্যে আনয়ন করেন; এজন্য ইঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলা হয়। “প্রলয়াদৌ জগৎকর্ষণাৎ সঙ্কর্ষণঃ। শ্রীভা, ১০।২।১৩ শ্লো, তোষণী ॥”

লঘুভাগবতামৃতের প্রমাণানুসারে পূর্ব্বপয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে যে, শ্রীনারায়ণের বিলাস বা অংশ হইলেন সঙ্কর্ষণ; কিন্তু এই পয়ারে বলা হইল, শ্রীবলরামের এক স্বরূপ বা অংশ হইলেন সঙ্কর্ষণ। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামে অভেদ বলিয়া উক্ত দুই উক্তির মধ্যে স্বরূপতঃ কোনও বিরোধ থাকিতে পারেনা। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি; সঙ্কর্ষণ শ্রীনারায়ণের অংশ হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অংশ হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণাভিন্নতনু শ্রীবলরামেরই অংশ হইলেন। তথাপি শ্রীবলরামের তত্ত্ববর্ণনে সঙ্কর্ষণকে বিশেষরূপে শ্রীবলরামের অংশ বলার তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপ:—

সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে ইচ্ছাশক্তি এবং জ্ঞানশক্তি একান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও ক্রিয়াশক্তিরই প্রাধান্য (২।২০।২১৮-২১)। প্রাকৃত জগতের সৃষ্টি এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামাদির প্রকটন মুখ্যতঃ ক্রিয়াশক্তিরই কার্য্য। এই কার্য্যে যে সমস্ত

চিচ্ছক্তি-বিলাস এক 'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ৩৬
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহা—সকল চিন্ময়।
সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব জানিহ নিশ্চয় ॥ ৩৭

'জীব' নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।
মহাসঙ্কর্ষণ সব জীবের আশ্রয় ॥ ৩৮
যাহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি যাহাতে প্রলয়।
সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয় ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভগবৎস্বরূপ সাক্ষাদ্‌ভাবে নিয়োজিত, তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ক্রিয়াশক্তির প্রাধান্য—অবশ্য স্বরূপ-বিশেষে ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তির তারতম্য আছে; শ্রীবলরামেই শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তি সর্ব্বাধিকরূপে অভিব্যক্ত (২।২০।২২১)। শ্রীসঙ্কর্ষণে ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি শ্রীবলরাম অপেক্ষা কিছু কম, কিন্তু কারণার্ণবশায়ী-আদি সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত অন্যান্য স্বরূপ অপেক্ষা বেশী। যাহা হউক, প্রধানতঃ ক্রিয়াশক্তি-বিষয়ে শ্রীবলরাম অপেক্ষা শ্রীসঙ্কর্ষণ কিঞ্চিন্ন্যূন বলিয়াই শ্রীসঙ্কর্ষণকে বিশেষরূপে শ্রীবলরামের অংশ বা একস্বরূপ বলা হইয়াছে। ইহাই শ্রীসঙ্কর্ষণের বিশেষ তত্ত্ব।

চিচ্ছক্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই তিনটী শক্তিকে চিচ্ছক্তি বলে। এই পয়ারে সঙ্কর্ষণকে চিচ্ছক্তির আশ্রয় বলা হইয়াছে। কিন্তু চিচ্ছক্তি স্বরূপতঃ পূর্ণ-শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি; সুতরাং চিচ্ছক্তির আশ্রয়ও শ্রীকৃষ্ণই, অন্য কেহ নহেন। পরবর্ত্তী দুই পয়ার হইতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় চিচ্ছক্তিরূপ উপাদান দ্বারাই শ্রীসঙ্কর্ষণ বৈকুণ্ঠাদি-ভগবদ্ধামসকল প্রকটিত করিয়াছেন। তাহা হইলে বুঝা গেল, বৈকুণ্ঠাদি-ভগবদ্ধামসমূহ চিচ্ছক্তির যে অংশের বিলাস, সেই অংশের অধ্যক্ষ বা নিয়ন্তাই শ্রীসঙ্কর্ষণ; সুতরাং এস্থলে **আশ্রয়**—অধ্যক্ষ বা নিয়ন্তা। **তিঁহো**—সেই সঙ্কর্ষণ। **কারণের কারণ**—জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ যে পুরুষাদি অবতার, তাঁহাদেরও কারণ বা মূল শ্রীসঙ্কর্ষণ; যেহেতু শ্রীসঙ্কর্ষণ হইতেই পুরুষাদির আবির্ভাব।

৩৬-৩৭। চিচ্ছক্তির আশ্রয় বা নিয়ন্তারূপে শ্রীসঙ্কর্ষণ কি কার্য্য করেন, তাহা বলিতেছেন। চিচ্ছক্তিদ্বারা তিনি বৈকুণ্ঠাদি ভবদ্ধামসকল প্রকটিত করেন এবং ঐ সকল ধামস্থিত ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যকেও প্রকটিত করেন।

চিচ্ছক্তিবিলাস—চিচ্ছক্তির বিলাস বা পরিণতি।

শুদ্ধসত্ত্ব—চিচ্ছক্তির বিলাসকে শুদ্ধসত্ত্ব বলে। শুদ্ধসত্ত্বে তারতম্যানুসারে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই তিন শক্তিরই বিলাস থাকে। যে শুদ্ধসত্ত্বে সন্ধিনীর অংশ বেশী, তাহাই বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধামের উপাদান (১।৪।৫৬ টীকা দ্রষ্টব্য)।

শুদ্ধসত্ত্ব একটী পারিভাষিক শব্দ; ইহা দ্বারা রজস্তমোহীন প্রাকৃত সত্ত্বকে বুঝায় না। রজস্তমোহীন সত্ত্বও প্রাকৃত বস্তু; ভগবদ্ধামের উপাদান শুদ্ধসত্ত্ব অপ্রাকৃত চিদ্‌বস্তু (১।৪।১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

শুদ্ধসত্ত্বময়—শুদ্ধসত্ত্বরূপ উপাদান-বিশিষ্ট। এস্থলে উপাদানার্থে ময়ট্ প্রত্যয়।

যত বৈকুণ্ঠাদিধাম—বৈকুণ্ঠাদি যত ভগবদ্ধাম আছে (দ্বারকা, মথুরা এবং গোলোকও), তাহাদের সকলের উপাদানই শুদ্ধসত্ত্ব। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান যেমন ক্ষিত্যপ্‌তেজ-আদি, তদ্রূপ ভগবদ্ধামের উপাদান হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিদাত্মক (সন্ধিনীপ্রধান) শুদ্ধসত্ত্ব। **ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য**—১।২।১৫ টীকা দ্রষ্টব্য। ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যও চিচ্ছক্তির বিভূতি। "ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস। ২।৬।১৪৭॥" **তাঁহা**—বৈকুণ্ঠাদিধামে। **চিন্ময়**—চিচ্ছক্তির বিভূতি বলিয়া ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের সমস্তই এবং ভগবদ্ধাম-সমূহের সমস্তই চিন্ময়, অপ্রাকৃত। **সঙ্কর্ষণের বিভূতি**—বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধামসমূহ এবং ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য, এই সমস্তই সঙ্কর্ষণের অধ্যক্ষতায় চিচ্ছক্তিদ্বারা প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া তৎসমস্তকে সঙ্কর্ষণের বিভূতি বা মহিমা বলা হইয়াছে।

৩৮।৩৯। পূর্ব্বোক্ত ৩৫ পয়ারে সঙ্কর্ষণকে কারণের কারণ বলা হইয়াছে; এক্ষণে তাহার হেতু বলিতেছেন ঃ

সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাদ্ভুত ঐশ্বর্য্য অপার।
অনন্ত কহিতে নারে মহিমা যাহার ॥ ৪০
তুরীয় বিশুদ্ধসত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম।
তেঁহো যার অংশ—সেই নিত্যানন্দ রাম ॥৪১
অষ্টম-শ্লোকের কৈল সংক্ষেপে বিবরণ।
নবম-শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৪২

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব
স্তংশ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জীবশক্তি বা তটস্থাশক্তির অংশই জীব; শ্রীসঙ্কর্ষণ সমস্ত জীবের আশ্রয়; সৃষ্টির প্রারম্ভে সঙ্কর্ষণই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ-রূপে স্বীয় দেহ হইতে সমস্ত জীবকে বাহির করিয়া দেন এবং মহাপ্রলয়েও তিনিই কারণার্ণবশায়িরূপে সকলকে স্বীয়দেহে আকর্ষণ করেন। সুতরাং মূলতঃ সঙ্কর্ষণ হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি এবং সঙ্কর্ষণ হইতেই বিশ্বের প্রলয় এবং প্রলয়ে সঙ্কর্ষণেই বিশ্বের স্থিতি। এইরূপে শ্রীসঙ্কর্ষণ সৃষ্ট্যাদিকার্য্যেরও মূল অধ্যক্ষ। সাক্ষাদ্ভাবে কারণার্ণবশায়ি-পুরুষই সৃষ্ট্যাদির কারণ হইলেও সঙ্কর্ষণ সেই কারণার্ণবশায়ীর মূল হওয়াতে সঙ্কর্ষণ হইলেন কারণের কারণ।

জীবনাম ইত্যাদি—জীবশক্তি-নামে এক শক্তি আছে; তাহাকে তটস্থা শক্তিও বলে। ১।২।৮৬ টীকা দ্রষ্টব্য। **মহাসঙ্কর্ষণ ইত্যাদি**—সঙ্কর্ষণ সমস্ত জীবের আশ্রয়। জীবশক্তির অংশই জীবসমূহ; জীবসমূহের প্রাদুর্ভাব-কর্ত্তা বলিয়াই সঙ্কর্ষণকে জীবের আশ্রয় বলা হইয়াছে। জীবের আশ্রয় হওয়াতে তিনি জীবশক্তিরও আশ্রয় বা অধ্যক্ষ হইলেন।

যাহা হৈতে—যে পুরুষ হইতে। **বিশ্বোৎপত্তি**—বিশ্বের উৎপত্তি বা সৃষ্টি। **যাহাতে প্রলয়**—ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হওয়ার পরে সমস্ত জীব যেই পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

সেই পুরুষের—সেই কারণার্ণবশায়ী পুরুষের (ইনি সঙ্কর্ষণের অংশ)। **সমাশ্রয়**—সম্যক্‌রূপে আশ্রয়; মূল। সঙ্কর্ষণই কারণার্ণবশায়ীর মূল বলিয়া তিনি কারণার্ণবশায়ীর সমাশ্রয়।

৪০।৪১। "মায়াতীতে" শ্লোকের শেষ চরণের অর্থ করিতেছেন। যিনি সকলের আশ্রয়, যাঁহার ঐশ্বর্য্য অনন্ত, স্বয়ং অনন্তদেবও যাঁহার মহিমা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন না, সেই বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীসঙ্কর্ষণ যাঁহার অংশ, তিনিই শ্রীবলরাম এবং সেই বলরামই শ্রীনিত্যানন্দরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

সর্ব্বাশ্রয়—সকলের আশ্রয়, অধ্যক্ষ বা মূল। **সর্ব্বাদ্ভুত**—সর্ব্ববিষয়ে যিনি অদ্ভুত বা আশ্চর্য্য-শক্তিসম্পন্ন। **ঐশ্বর্য্য অপার**—যাঁহার ঐশ্বর্য্য অপরিসীম। বৈকুণ্ঠাদি ধামের ঐশ্বর্য্যাদিরও যিনি নিয়ন্তা, তাঁহার ঐশ্বর্য্য যে অপরিসীম এবং তিনি যে আশ্চর্য্য-শক্তিসম্পন্ন, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। **অনন্ত**—অনন্তদেব; ইনি আবেশ-অবতার। ইঁহার সহস্র বদন। সহস্রবদনেও ইনি সঙ্কর্ষণের মহিমা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন না। **তুরীয়**—উপাধিহীন। ১।২।১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। **বিশুদ্ধসত্ত্ব**—শ্রীসঙ্কর্ষণের (এবং সমস্ত ভগবৎস্বরূপের) বিগ্রহের উপাদানই শুদ্ধসত্ত্ব। ১।৪।৫৬ টীকা দ্রষ্টব্য। **তেঁহো**—সেই সঙ্কর্ষণ। **সেই নিত্যানন্দরাম**—তিনিই শ্রীনিত্যানন্দরূপ বলরাম। অর্থাৎ তিনিই শ্রীবলরাম এবং সেই বলরামই শ্রীনিত্যানন্দ।

৪২। **অষ্টম শ্লোকের**—"মায়াতীতে ব্যাপি" ইত্যাদি শ্লোকের। **বিবরণ**—১১-৪১ পয়ারে। **নবম শ্লোকের**—"মায়াভর্ত্তাজাণ্ড" ইত্যাদি শ্লোকের।

শ্লো। ৭। অন্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদের ৯ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

"মায়াতীতে" শ্লোকে আদিলীলার সপ্তমশ্লোকোক্ত "সঙ্কর্ষণ"-তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া "কারণতোয়শায়ীর" তত্ত্ব ব্যক্ত করা হইয়াছে "মায়াভর্ত্তাজাণ্ড" ইত্যাদি শ্লোকে। নিম্ন পয়ার সমূহে "মায়াভর্ত্তাজাণ্ড" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করা হইয়াছে।

বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম।
তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম ॥ ৪৩
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
অনন্ত অপার—তার নাহিক অবধি ॥ ৪৪
বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক-ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৩-৪৪। চারিপয়ারে শ্লোকস্থ কারণাম্ভোধির (কারণার্ণবের) বর্ণনা দিতেছেন। বৈকুণ্ঠের বাহিরে যে জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধলোক আছে, তাহারও বাহিরে চিন্ময়-জলপূর্ণ একটী সমুদ্র আছে; ইহা অনন্ত হইয়াও বলয়াকারে সিদ্ধলোককে বাহিরের দিক দিয়া বেষ্টন করিয়া আছে। এই চিন্ময় সমুদ্রকেই কারণার্ণব বা কারণসমুদ্র বলে; ইহার আর এক নাম বিরজানদী।

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে—এস্থানে পরব্যোমের সবিশেষ অংশকে বৈকুণ্ঠ বলা হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **জ্যোতির্ম্ময়ধাম**—সিদ্ধলোক। **তাহার বাহিরে**—জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধলোকের বাহিরের দিকে অর্থাৎ যে দিকে বৈকুণ্ঠ, তাহার বিপরীত দিকে। **বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া**—এস্থলে বৈকুণ্ঠ-শব্দে সমগ্র পরব্যোমকে বুঝাইতেছে (১।৫।২৭ টীকা দ্রষ্টব্য)। কারণ, লঘুভাগবতামৃতধৃত (৫।২৪৭) পদ্মপুরাণের "প্রধান-পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজানদী" এই (প, পু, উ, ২৫৫) বচনানুসারে দেখা যায়, পরব্যোমকে বেষ্টন করিয়াই বিরজানদী বা কারণার্ণব বিরাজিত। বৈকুণ্ঠ-শব্দের ব্যাপক অর্থে সমগ্র পরব্যোমকেই বুঝাইতে পারে। কারণ, মায়াতীত স্থানকেই বৈকুণ্ঠ বলা যায়; পরব্যোমের সবিশেষ অংশ যেমন মায়াতীত, নির্ব্বিশেষ অংশ অর্থাৎ সিদ্ধলোকও তেমন মায়াতীত। **জলনিধি**—সমুদ্র, কারণসমুদ্র। **অনন্ত**—অসীম। **অপার**—অসীম বলিয়া যাহা পার বা উত্তীর্ণ হওয়া যায় না (অবশ্য মায়া বা মায়িক বস্তুর পক্ষেই অপার)। **অবধি**—শেষ। ১।৫।৬ শ্লোকের এবং ১।৫।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৫। বৈকুণ্ঠেও ক্ষিতি (মাটী), অপ্ (জল), তেজ, মরুৎ (বাতাস), ব্যোম (শূন্য) এই পঞ্চভূত আছে; কিন্তু তাহারা সকলেই চিচ্ছক্তির বিলাস বলিয়া চিন্ময়, অপ্রাকৃত-মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের পঞ্চভূতের ন্যায় প্রাকৃত জড় নহে। চিন্ময় বৈকুণ্ঠে মায়ার গতিবিধি নাই (২।২০।২৩১ এবং শ্রীভা ২।৯।১০)। তাই সেস্থানে মায়িক পঞ্চভূতের জন্ম বা অস্তিত্ব অসম্ভব।

পৃথিব্যাদি—পৃথিবী (ক্ষিতি), অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ এই পঞ্চভূত। **চিন্ময়**—চিচ্ছক্তির বিলাস শুদ্ধসত্ত্বময়। **মায়িকভূতের**—ক্ষিত্যাদি মায়িক বা প্রাকৃত পঞ্চ ভূতের।

আমাদের এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে মাটী, জল, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী আদি যাহা কিছু আছে বৈকুণ্ঠেও (এবং তদ্রূপ অন্যান্য ভগবদ্ধামেও) তৎসমস্তই আছে; পার্থক্য এই যে, আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের দ্রব্যাদি প্রাকৃত, কিন্তু বৈকুণ্ঠের দ্রব্যাদি অপ্রাকৃত চিন্ময়, সচ্চিদানন্দময়। বৈকুণ্ঠে যে এ সমস্ত বস্তু আছে, শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই তাহা জানা যায়। তৃতীয়স্কন্ধের ১৫শ অধ্যায়ে বৈকুণ্ঠবর্ণনে দেখা যায়—সেস্থানে বন আছে, বৃক্ষ আছে (যত্র নৈঃশ্রেয়সং নাম বনং কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ।১৬॥), রথ আছে, সরোবর আছে, মাধবীফুলের লতা আছে, বায়ু আছে (বৈমানিকাঃ সললনাশ্চরিতানি শশ্বদ্গায়ন্তি যত্র শমলক্ষপণানি ভর্ত্তুঃ। অন্তর্জ্জলেঽনুবিকসন্মধুমাধবীনাং গন্ধেন খণ্ডিতধিয়োঽপ্যনিলং ক্ষিপন্তঃ ॥১৭॥), ভ্রমর, পারাবত, কোকিল, সারস, চক্রবাক্, ডাহুক, হাঁস, শুক, তিত্তিরীপক্ষী ও ময়ূরাদি আছে (পারাবতান্যভৃতসারসচক্রবাকদাত্যূহহংসশুকতিত্তিরিবর্হিণাং যঃ। কোলাহলো বিরমতেঽচিরমাত্রমুচ্চৈর্ভৃঙ্গাধিপে হরিকথামিব গায়মানে ॥১৮॥) তুলসী, মন্দার, কুন্দ, কুরব, উৎপল, চাপা, পুন্নাগ, নাগ, বকুল, পদ্ম, পারিজাতাদি আছে (মন্দারকুন্দকুরবোৎপলচম্পকার্ণপুন্নাগবকুলাম্বুজপারিজাতাঃ। গন্ধেঽর্চ্চিতে তুলসিকাভরণেন তস্যা যস্মিংস্তপঃ সুমনসো বহু মানয়ন্তি ॥১৯॥) এবং এই সমস্তের উপলক্ষণে সমস্ত বস্তুই আছে বলিয়া জানা যায়। কিন্তু এই সমস্ত বস্তু প্রাকৃত নহে; কারণ, বৈকুণ্ঠে মায়া নাই, মায়ার কোনও গুণও নাই, সুতরাং মায়াগুণজাত কোনও বস্তুও নাই। "প্রবর্ত্ততে

চিন্ময় জল সেই পরম কারণ।
যার এক কণা, গঙ্গা পতিত পাবন ॥৪৬
সেই ত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ।
আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥৪৭
মহৎস্রষ্টা পুরুষ তেঁহো জগত-কারণ।
আদ্য অবতার করে মায়ার ঈক্ষণ ॥৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ। ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতাযত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥ শ্রীভা, ২।৯।১০॥" বৈকুণ্ঠের পার্ষদগণের ন্যায় এসমস্ত বস্তুও শ্রীভগবানেরই সেবার আনুকূল্য করিয়া থাকে। বৈকুণ্ঠ এবং বৈকুণ্ঠবাসী সমস্তই সচ্চিদানন্দ এবং গুণাতীত। "বৈকুণ্ঠং সচ্চিদানন্দগুণাতীতং পদং গতাঃ॥ তত্র তে সচ্চিদানন্দদেহাঃ পরমবৈভবম্। বৃহদ্ভাগবতামৃতম্।১।৩।৩২-৩৩॥" ১।৫।২৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বৈকুণ্ঠের যে চিন্ময় জল, তদ্দ্বারাই কারণার্ণব পূর্ণ; কারণার্ণবের জলের স্বরূপ জানাইবার নিমিত্তই এই পয়ারে বৈকুণ্ঠের পঞ্চভূতের পরিচয় দিয়াছেন।

৪৬। বৈকুণ্ঠের চিন্ময় পঞ্চভূতের একতম যে চিন্ময় জল, তাহাই পরম কারণ এবং তদ্দ্বারাই বিরজানদী পরিপূর্ণ; এই পরমকারণ-স্বরূপ জলদ্বারাপূর্ণ বলিয়াই বিরাজকে কারণার্ণব বলা হয়—ইহাও সূচিত হইতেছে।

যার এক কণা ইত্যাদি—যেই পরমকারণরূপ চিন্ময়জলের এক কণিকামাত্র হইলেন পতিত-পাবনী গঙ্গা। যাহার এক কণিকাই পতিত-পাবন, তাহা যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পবিত্রীকরণের মহাকারণ, তাহা সহজেই বুঝা যায়; সম্ভবতঃ এই জন্যই বিরজার চিন্ময় জলকে পরম-কারণ বলা হইয়াছে। অথবা, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ যে পুরুষ, তিনি এই বিরজার জলে অবস্থান করেন বলিয়াও (ব্রহ্মাণ্ডের কারণের আধার বলিয়া) হয়তো ইহাকে পরমকারণ বলা হইয়াছে। ১।৫।৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৭। সেই কারণার্ণবে শ্রীসঙ্কর্ষণ নিজের এক অংশস্বরূপে শয়ন করিয়া আছেন। কারণার্ণবে শয়ন করিয়া আছেন বলিয়া সঙ্কর্ষণের এই স্বরূপকে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বলে। এই পয়ারে নবম শ্লোকের "শেতে সাক্ষাৎ" অংশের অর্থ করা হইয়াছে।

"জগৃহে পুরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ। সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥ শ্রীভা ১।৩।১॥—লোকসৃষ্টির ইচ্ছায় শ্রীভগবান্ প্রথমতঃ (সৃষ্টির প্রারম্ভে) মহদাদিতত্ত্বমিলিত পরিপূর্ণ শক্তিযুক্ত পুরুষরূপ প্রকটিত করিলেন।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"অত্র যোঽয়ং ভগবান্ পরব্যোমাধিনাথঃ তেন গৃহীতং যৎ ষোড়শকলং রূপং স মহাবিষ্ণুঃ প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তা সঙ্কর্ষণাংশঃ কারণার্ণবশায়ী প্রথমপুরুষঃ ভাগবতামৃতোক্ত যুক্ত্যা জ্ঞেয়ঃ। এই শ্লোকে ভগবান্-শব্দে কারণার্ণবশায়ী নারায়ণকে বুঝাইতেছে; তিনি যে পুরুষরূপ প্রকটিত করিলেন, তিনিই সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণকর্ত্তা মহাবিষ্ণু এবং তিনি পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণের অংশ কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ।" শ্লোকস্থ "ষোড়শকলম্"-শব্দ "পৌরুষং রূপমের" বিশেষণ; ইহার অর্থ—"ষোড়শকলং তৎসৃষ্ট্যুপযোগিপূর্ণশক্তিরিত্যর্থঃ—সৃষ্টিকার্য্যে যে যে শক্তির প্রয়োজন, তৎসমস্ত শক্তি পরিপূর্ণরূপে যাঁহার মধ্যে অবস্থিত।"

আপনার এক অংশে—স্বয়ং একস্বরূপে, যে স্বরূপটী তাঁহার অংশ। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ হইলেন সঙ্কর্ষণের অংশ (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি সঙ্কর্ষণ অপেক্ষা ইহাতে কিছু কম শক্তি। ১।৫।৩৫ টীকা দ্রষ্টব্য); ইহাই কারণার্ণবশায়ীর তত্ত্ব। এস্থলে শ্লোকস্থ "যস্যৈকাংশঃ"-অংশের অর্থ করা হইয়াছে।

৪৮। কারণার্ণবশায়ীর আরও পরিচয় দিতেছেন।

মহৎস্রষ্টা—মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণের সাম্যাবস্থাকে, প্রকৃতি বলে; "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। সাংখ্যদর্শন ১।৬১ পৃঃ।" সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে (অর্থাৎ তিনটী বস্তুই সমভাবে মিশ্রিত হইলে, কোনও একটী অপর দুইটি অপেক্ষা বেশী বা কম না থাকিলে, সেই—) সাম্যাবস্থাপন্ন ও সম্মিলিত সত্ত্বাদি বস্তুত্রয়কেই প্রকৃতি বলা হয়। মহাপ্রলয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন ব্রহ্মাণ্ডসমূহের জড় অংশ সূক্ষ্মরূপে

মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে। | কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রকৃতিরূপে পরিণত হয়। প্রকৃতিতে সত্বাদি তিনটী বস্তুই সাম্যাবস্থাপন্ন বলিয়া প্রকৃতির কোনওরূপ গতি বা পরিণতি সম্ভব হয়না। কোনও বস্তুর সাম্যাবস্থা নষ্ট করিতে হইলে বাহির হইতে তাহার উপর শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়—ইহা আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করিয়া থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাতে শক্তি প্রয়োগ করেন; সেই শক্তির প্রভাবেই প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট হয় এবং প্রকৃতি বিকার প্রাপ্ত হয়; এইরূপে প্রকৃতি বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহার সর্ব্বপ্রথম বিকার বা পরিণতিকে বলা হয় মহৎ বা **মহত্তত্ত্ব**। "মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ। সাংখ্যদর্শন। ১।৭১॥" এই মহত্তত্ত্বই মন বা মনন। মনন বলিতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকেই বুঝায়; সুতরাং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই মহত্তত্ত্ব। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ" ইত্যাদি ২।৬।৪২ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামীও মন অর্থ মহত্তত্ত্ব লিখিয়াছেন—"মনো মহত্তত্ত্বম্।" প্রকৃতি হইতেই এই মহত্তত্ত্বের উদ্ভব। "প্রকৃতের্মহান্। সাংখ্যদর্শন ১।৬১ সূ।" কারণার্ণবশায়ীর শক্তিতে প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হয় বলিয়া কারণার্ণবশায়ীকে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে।

পুরুষ—পিপর্ত্তি পূরয়তি বলং যঃ (শব্দকল্পদ্রুম); যিনি বল বা শক্তি পূরণ করেন, তিনি পুরুষ। কারণার্ণবশায়ী, প্রকৃতিতে শক্তি পূরণ করিয়া অর্থাৎ সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাকে জগৎ-সৃষ্টির কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন বলিয়া কারণার্ণবশায়ীকে পুরুষ বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের ২।৬।৪২ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামীও এইরূপ তাৎপর্য্যেই পুরুষ-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—প্রকৃতির প্রবর্ত্তক। পুরুষের লক্ষণ লঘুভাগবতামৃতের অবতার-প্রকরণে ৭ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য। প্রকৃতির প্রবর্ত্তক বলিয়া এই মহৎ-স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ হইলেন প্রকৃতির অন্তর্য্যামী। "মহতঃ স্রষ্ট প্রকৃতেরন্তর্য্যামি। লঃ ভাঃ কৃষ্ণ, অবতার-প্রকরণ ৯ম শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ।" **তেঁহো**—সেই সঙ্কর্ষণের অংশ কারণার্ণবশায়ী পুরুষ। **জগতকারণ**—জগতের বা ব্রহ্মাণ্ডের কারণ বা হেতু; জগতের উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ। (পরবর্ত্তী ৫০—৫৬ পয়ার দ্রষ্টব্য) **আদ্য অবতার**—প্রথম অবতার। "সৃষ্ট্যাদি নিমিত্তে যেই অংশের অবধান। সেই ত অংশের কহি অবতার নাম॥ ১।৫।৬৯॥"—সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যের নিমিত্ত ভগবান্ যে অংশের (স্বীয় অংশের) প্রতি অবধান করেন বা মনোযোগ দেন অর্থাৎ স্বীয় যে অংশদ্বারা তিনি সৃষ্ট্যাদি-কার্য্য করান, তাঁহাকে **অবতার** বলে। সৃষ্টির প্রথম কার্য্য হইল সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তাহাকে পরিণতি-প্রাপ্তির যোগ্য করা; কারণার্ণবশায়ী তাহা করিয়াছেন এবং করিয়া প্রকৃতির প্রথম পরিণতি মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন; এজন্য কারণার্ণবশায়ীই হইলেন প্রথম বা আদ্য অবতার। শ্রীমদ্ ভাগবতের ২।৬।৪২ শ্লোকেও ইহাকেই আদ্য অবতার বলা হইয়াছে; "আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য ইত্যাদি।" অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণকেও অবতার বলে এবং এইরূপে যিনি প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তাঁহাকেও অবতার বলা হয়। কারণার্ণবশায়ী ব্রহ্মাণ্ডে—প্রপঞ্চে—তাঁহার স্ববিগ্রহ প্রকটিত না করিলেও সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার শক্তি ও অংশকে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকেও অবতার বলা অসঙ্গত নহে। **মায়া**—প্রকৃতির অপর নাম মায়া। **মায়ার ঈক্ষণ**—মায়ার প্রতি দৃষ্টি। কারণার্ণবশায়ী প্রকৃতির অন্তর্য্যামিরূপে দূর হইতেই প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন (স ঐক্ষত ইতি শ্রুতিঃ) এবং এই দৃষ্টিদ্বারাই শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট করিয়া তাহাকে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির উপযোগিনী করেন। পরবর্ত্তী ৫৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "ঈক্ষণ" স্থানে "দরশন" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

৪৯। পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, কারণার্ণবশায়ী পুরুষ মায়াকে দর্শন করেন মাত্র, স্পর্শাদি করেন না; এই পয়ারে তাহার হেতু এবং মায়ার অবস্থান বলা হইতেছে। কারণার্ণবশায়ী থাকেন কারণ-সমুদ্রে; আর

সেই ত মায়ার দুইবিধ অবস্থিতি—। | জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি ॥৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মায়া থাকে কারণ-সমুদ্রের বাহিরে: মায়া কারণ-সমুদ্রকে স্পর্শ করিতে পারেনা, স্পর্শ মায়ার পক্ষে সম্ভব নহে; যেহেতু "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর। ২।৯।১৭৯॥" তাই পুরুষ দূর হইতেই মায়াকে দর্শন করিয়াছেন।

মায়া শক্তি—প্রকৃতি; মায়া শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়া মায়া-শক্তি বলা হইয়াছে।

মায়া শ্রীকৃষ্ণের শক্তি হইলেও বহিরঙ্গাশক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর, শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপ এবং সে সমস্ত স্বরূপের পরিকর, শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ-সমূহের ধামাদি হইতে সর্ব্বদা বাহিরেই থাকে (১।২।৮৫ টীকা দ্রষ্টব্য); বাহিরে থাকিলেও সর্ব্বদা শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হয়; মায়া যে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, ইহাই মায়ার শ্রীকৃষ্ণশক্তিত্বের একটী প্রমাণ; এবং মায়া যে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারেনা (১।১।২৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য), ইহাও তাহার শ্রীকৃষ্ণ-শক্তিত্বের আর একটী প্রমাণ।

কারণাব্ধি—কারণ-সমুদ্র। **পরশিতে নারে**—স্পর্শ করিতে পারেনা; কারণ-সমুদ্র অপ্রাকৃত চিন্ময় বলিয়া এবং মায়া স্বয়ং জড় প্রকৃতি বলিয়া মায়া কারণ-সমুদ্রকে স্পর্শ করিতে পারেনা।

৫০। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৮ পয়ারে বলা হইয়াছে, কারণার্ণবশায়ী পুরুষই জগতের কারণ; কিন্তু সাংখ্যদর্শনের মতে মায়া বা প্রকৃতিই জগতের কারণ; পরবর্ত্তী সাত পয়ারে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না—পুরুষই জগতের কারণ। ইহা প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়া, সর্ব্বপ্রথমেই—সাংখ্য-মতটী কি তাহা এই পয়ারে তিনি উল্লেখ করিতেছেন—খণ্ডনের নিমিত্ত। সাংখ্য বলেন—মায়ার দুইটী বৃত্তি; এক বৃত্তিতে মায়া জগতের নিমিত্ত কারণ, এবং আর এক বৃত্তিতে মায়া জগতের উপাদান কারণ।

দুই বিধ—দুইরূপ; নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ।

জগতের উপাদান ইত্যাদি—জগতের উপাদানরূপে প্রধান এবং (নিমিত্তরূপে) প্রকৃতি। মায়ার যে অংশ জগতের উপাদান-কারণ, তাহার নাম প্রধান বা গুণমায়া। আর যে অংশ জগতের নিমিত্ত-কারণ, তাহার নাম প্রকৃতি বা জীবমায়া। এইরূপ শ্রেণী বিভাগ থাকাসত্ত্বেও সাধারণতঃ মায়াকে প্রকৃতি এবং প্রকৃতিকেও মায়া বলা হয়। (জীবমায়া ও গুণমায়া সম্বন্ধে ১।১।২৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

এইরূপে সাংখ্য-মতে জগতের উপাদান-কারণও মায়া এবং নিমিত্ত-কারণও মায়া।

যিনি কোনও জিনিস প্রস্তুত করেন, তাঁহাকে (কর্ত্তাকে) বলে ঐ জিনিসের **নিমিত্ত-কারণ**। আর যে বস্তুদ্বারা ঐ জিনিস প্রস্তুত হয়, সেই বস্তুকে বলে ঐ জিনিসের **উপাদান-কারণ**। যেমন, কুম্ভকার মাটীদ্বারা ঘট তৈয়ার করে; তাহাতে কুম্ভকার হইল ঘটের নিমিত্ত-কারণ, আর মাটী হইল উপাদান-কারণ। স্বর্ণবলয়ের নিমিত্ত-কারণ স্বর্ণকার, আর উপাদান-কারণ স্বর্ণ।

গ্রহ, নক্ষত্র, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর, মাটী প্রভৃতি যত কিছু বস্তু বিশ্বে দৃষ্ট হয়, আমাদের চক্ষুতে তাহাদের উপাদান ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, সাংখ্য-মতে তাহাদের মূল উপাদান হইতেছে মায়া; এই মায়া হইল সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণের সমবায়। সুতরাং বিশ্বে যত কিছু চেতন বা অচেতন বস্তু দৃষ্ট হয়; তাহাদের সকলেরই মূল উপাদান হইল ত্রিগুণাত্মিকা মায়া। কিন্তু একই মায়া কিরূপে গ্রহ-নক্ষত্র-মনুষ্য-পশ্বাদি অনন্ত বৈচিত্রীপূর্ণ বিশ্বের অনন্ত বিভিন্ন বস্তুর সাধারণ-দৃষ্টিতে-বিভিন্ন উপাদানে পরিণত হইল? একই ত্রিগুণাত্মিকা মাঃ কিরূপে কোন্ শক্তির ক্রিয়ায় মৃণ্ময়ী পৃথিবী, মাংসময় প্রাণি-দেহ, বিভিন্ন ধাতু, প্রস্তর, কাষ্ঠাদিতে পরিণত হইল? ইহার উত্তরে সাংখ্য বলেন—বাহিরের কোনও শক্তির ক্রিয়ায় এরূপ পরিণতি ঘটে নাই; ত্রিগুণাত্মিকা মায়া আপনা-আপনিই বিশ্বে পরিদৃশ্যমান বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপাদানে পরিণত হইতে পারে—মায়ার এই স্বাভাবিকী শক্তি আছে, মায়া স্বতঃ-পরিণামশীলা। স্বতঃ-পরিণামশীলা বলিয়াই মায়া নিজেই বিশ্বের উপাদান-কারণ হইতে পারে।

জগত কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জগতে বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন আকার। আমরা দেখিতে পাই, একই মাটীদ্বারা কুম্ভকারের শক্তি ঘট, কলসী, পাতিল, সরা, কল্কি প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন বর্ণের বস্তু তৈয়ার করে। কুম্ভকারের শক্তি ব্যতীত ঐরূপ বিভিন্ন বস্তু প্রস্তুত হইতে পারেনা। কিন্তু ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার উপাদানে বৈচিত্রীপূর্ণ বিশ্বের বিভিন্ন বস্তু কে গঠন করিল? কে-ই বা বিভিন্ন বস্তুকে বিভিন্ন আকারে পরিণত করিল? ইহার উত্তরেও সাংখ্য বলেন—এস্থলেও বাহিরের কোনও শক্তির ক্রিয়া অনাবশ্যক; কারণ, মায়া স্বতঃ-পরিণামশীলা; তাই অপর কোনও শক্তির সহায়তা ব্যতীত মায়া আপনা-আপনিই বিভিন্ন আকারে পরিণত হইয়া বিভিন্ন বস্তুরূপে পরিণত হয়; তাই মায়া নিজেই নিজের স্বাভাবিকী শক্তিতে বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে।

উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, সাংখ্য-মতে প্রকৃতি (বা মায়া) স্বতঃ-পরিণামশীলা বলিয়াই জগতের উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে। "একৈব বিষমগুণা সতী পরিণামশক্ত্যা মহদাদিবিচিত্র-রচনং জগৎ প্রসূতে ইতি জগন্নিমিত্তোপাদানভূতা সেতি। বেদান্তদর্শনের ২।২।১ সূত্রভাষ্যে শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য।" পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে কবিরাজগোস্বামী দেখাইয়াছেন যে—প্রকৃতি জড় বস্তু; জড় বস্তুর স্বতঃ-পরিণাম-শীলতা থাকিতে পারে না; সুতরাং জড়-প্রকৃতি জগতের নিমিত্ত-কারণও হইতে পারেনা, উপাদান-কারণও হইতে পারেনা।

৫১। মায়া যে জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেনা, তাহা দেখাইতেছেন, তিন পয়ারে।

জগত্ত-কারণ—জগতের উপাদান-কারণ। প্রকরন-সঙ্গতি-বশতঃ এস্থলে কারণ-শব্দে উপাদান-কারণকে বুঝাইতেছে। মায়া জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেনা; যেহেতু **প্রকৃতি জড়রূপা**—প্রকৃতি বা মায়া জড়, অচেতন। প্রকৃতির স্বতঃ-পরিণামশীলতা স্বীকার করিয়াই সাংখ্য বলিয়াছেন—প্রকৃতি আপনা-আপনিই মহত্ত্বাদি' ইন্দ্রিয়াদি, পঞ্চতন্মাত্রাদি, পঞ্চভূতাদি এবং পরিদৃশ্যমান জগতের পরিদৃশ্যমান বস্তু-সমূহের বিভিন্ন উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে। ইহার উত্তরে কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন—প্রকৃতি জড়রূপা, অচেতন। এই উক্তির তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপ:—প্রকৃতি জড়-রূপা বলিয়া তাহার স্বতঃ-পরিণামশীলতা থাকিতে পারেনা; সুতরাং প্রকৃতি আপনা-আপনি জগতের বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপাদানরূপে পরিণতি লাভ করিতে পারেনা।

বাস্তবিক প্রকৃতি যদি স্বতঃপরিণামশীলাই হয়, তাহা হইলে এই পরিণামশীলতা হইবে ইহার স্বরূপগত ধর্ম্ম; স্বরূপগত ধর্ম্ম কখনও স্বরূপকে ত্যাগ করে না; সুতরাং সকল সময়ে—মহাপ্রলয়েও—প্রকৃতিতে এই স্বতঃ-পরিণামশীলতা থাকিবে এবং ক্রিয়া করিবে। কারণ, তাহার ক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার নিমিত্ত কিছুই নাই। কিন্তু মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির তিনটী গুণ যখন সাম্যাবস্থা লাভ করে, পুনঃসৃষ্টির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই সাম্যাবস্থাই বিদ্যমান থাকে, তাহা অন্যরূপ অবস্থা বা পরিণাম প্রাপ্ত হয় না। যদি প্রকৃতি স্বতঃপরিণামশীলা হইত, তাহা হইলে মহাপ্রলয়ের সুদীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া এই সাম্যাবস্থার বিদ্যমানতা অসম্ভব হইত। তাহা যখন সম্ভব হইতেছে, তখন সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, পরিণামশীলতা প্রকৃতির স্বরূপগত ধর্ম্ম নহে—প্রকৃতি স্বতঃপরিণামশীলা নহে।

প্রকৃতি জড়, অচেতন। অচেতন বস্তুর বুদ্ধি নাই, বিচার-শক্তি নাই; যাহার বুদ্ধি নাই, বিচার-শক্তি নাই, তাহার পক্ষে অশেষ-বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন উপাদানরূপে আপনা-অপনি পরিণতি লাভ করা সম্ভব নয়; কারণ, বৈচিত্রী বুদ্ধি ও বিচারের ফল। ব্রহ্মসূত্রের "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" এই ১।১।৫ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—"ন সাংখ্য-পরিকল্পিতমচেতনং প্রধানং জগতঃ কারণং শক্যং বেদান্তেষাশ্রয়িতুম্। অশব্দং হি তৎ। কথমশব্দম্? ঈক্ষতেঃ ঈক্ষিতৃত্বশ্রবণাৎ কারণস্য।—সাংখ্য-পরিকল্পিত অচেতেন প্রধান (প্রকৃতি) বেদান্তবাক্যে জগৎকারণ হইতে পারেনা; কেননা, তাহার কোনও শ্রুতিপ্রমাণ নাই; শ্রুতিপ্রমাণ নাই কেন? যিনি জগতের কারণ, তিনি যে দর্শন-কর্ত্তা—ইহাই শ্রুতিতে শুনা যায়।" অচেতন-প্রকৃতি যে জগতের কারণ হইতে পারে না, অচেতন-প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব যে

কৃষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ। | অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥ ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রুতিবিরুদ্ধ, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও তাহা বলেন। যিনি জগতের কারণ, শ্রুতি বলেন—তিনি দর্শন-কর্ত্তা, (তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়। ছা ৬।২।৩) সুতরাং তাঁহার দর্শন-শক্তি আছে; অতএব তিনি অচেতন হইতে পারেন না; তিনি চেতন। এসমস্ত কারণেই কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—জড়রূপা প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না।

শক্তি সঞ্চারিয়া ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহার (প্রকৃতির) প্রতি কৃপা করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাকে জগতের উপাদানরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা দান করেন। একই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি যে অনন্ত বৈচিত্রীময় জগতের অনন্ত বস্তুর অনন্ত প্রকার উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে, তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই; শ্রীকৃষ্ণের এই শক্তি প্রকৃতিকে জগতের উপাদানত্ব দান করে বলিয়া এবং এই শক্তি ব্যতীত প্রকৃতির উপাদানত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়া প্রকৃত-প্রস্তাবে এই শক্তিই হইল জগতের উপাদান; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণশক্তিই (অর্থাৎ শক্তিরূপে শ্রীকৃষ্ণই) হইলেন জগতের উপাদান-কারণ। **করে কৃপা**—ঈক্ষণ (দৃষ্টি)-রূপা কৃপা করেন; দৃষ্টিদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ (পুরুষরূপে) প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাকে সৃষ্টি-কার্য্যের যোগ্যতা দান করেন। ১।৫।৫৩ পয়ার টীকা দ্রষ্টব্য।

৫২। পূর্ব্বপয়ারে বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণশক্তি বা শ্রীকৃষ্ণই জগতের উপাদান-কারণ, মায়া উপাদান-কারণ নহে। কিন্তু আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই—"প্রকৃতির্যস্যোপাদানম্—প্রকৃতি যে কার্য্যের উপাদান। ১১।২৪।১৯॥ গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।—স্বীয় সত্ত্বাদি গুণদ্বারা সাবয়ব বিচিত্র প্রজা-সৃষ্টিকারিণী প্রকৃতি। ৩.২৬।৫॥" আবার শ্রুতিতেও দেখা যায়, "অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজা জনয়ন্তীং স্বরূপাঃ।—সাবয়ব বহু প্রজার জনয়িত্রী সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি—শ্বেতা ১।৪।৫॥।" এই সমস্ত প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, প্রকৃতিরও জগৎকারণত্ব—উপাদান-কারণত্ব এবং নিমিত্ত-কারণত্ব আছে। এই বিরোধের সমাধান কি?

সমাধান এই—প্রকৃতিও জগতের কারণ বটে; কিন্তু মুখ্য-কারণ নহে, গৌণ-কারণ মাত্র। কৃষ্ণ বা কৃষ্ণশক্তিই মুখ্য কারণ। তাহাই এই পয়ারে একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যক্ত করিতেছেন।

লৌহের নিজের দাহিকা-শক্তি নাই; কিন্তু অগ্নির শক্তি লৌহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে—লৌহ অগ্নির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইলে (অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহ) অন্য বস্তুকে দাহ করিতে পারে; অগ্নি-তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত লৌহ দাহ করিতে পারিলেও দাহের মূল কারণ কিন্তু অগ্নিই, লৌহ নহে; তথাপি অগ্নির আশ্রয়ে লৌহ দাহ করে বলিয়া অগ্নিকে দাহের গৌণ-কারণ বলা যাইতে পারে।

তদ্রূপ, প্রকৃতির নিজের জগৎ-কারণ-যোগ্যতা না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের শক্তি যখন তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তখন ঐ শ্রীকৃষ্ণ-শক্তির আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণশক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত প্রকৃতি জগৎ-কারণত্ব লাভ করে; এইরূপে দাহকার্য্যে অগ্নির ন্যায়, সৃষ্টিকার্য্যে কৃষ্ণশক্তিই মূল-কারণ, প্রকৃতি নহে; তথাপি দাহকার্য্যে অগ্নিতাদাত্ম্য-প্রাপ্ত লৌহের ন্যায়, কৃষ্ণশক্তির আশ্রিত প্রকৃতিকে সৃষ্টিকার্য্যের গৌণ কারণ বলা হয়।

কৃষ্ণ-শক্ত্যে—শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে। সাক্ষাদ্ভাবে কারণার্ণবশায়ী পুরুষের শক্তিতেই প্রকৃতির সৃষ্টি-ক্ষমতা জন্মে; এই পুরুষ শ্রীকৃষ্ণেরই এক অংশস্বরূপ বলিয়া তাঁহার শক্তিকে এস্থলে কৃষ্ণশক্তি বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ তাঁহার শক্তিও শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই পুরুষ শক্তিমান্। **গৌণ কারণ**—প্রকৃতি সৃষ্টির গৌণ বা আনুষঙ্গিক উপাদান-কারণ। **অগ্নিশক্ত্যে**—অগ্নির শক্তিতে; অগ্নির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া। **জারণ**—দাহ।

অগ্নি ও লৌহের সহিত উপমার তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নির সাহচর্য্য ব্যতীত লৌহ যেমন নিজে কোনও বস্তুকে দাহ করিতে পারে না, তদ্রূপ কৃষ্ণ-শক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত প্রকৃতিও জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেনা। আবার, লৌহের সাহচর্য্য ব্যতীতও অগ্নি যেমন দাহ করিতে পারে, তদ্রূপ প্রকৃতির সাহচর্য্য ব্যতীতও কৃষ্ণশক্তি

অতএব কৃষ্ণ মূল জগত-কারণ।
প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগলস্তন ॥ ৫৩
মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ত-কারণ।
সেহো নহে যাতে কর্ত্তা-হেতু নারায়ণ ॥ ৫৪

ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার ॥ ৫৫
কৃষ্ণ কর্ত্তা, মায়া তার করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্র-দণ্ডাদি উপায় ॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

জগতের উপাদান হইতে পারে (ভগবদ্ধামাদির উপাদান শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি। তাহাতে মায়ার সাহচর্য্য নাই)। এজন্যই কৃষ্ণশক্তিকেই জগতের মূল বা মুখ্য উপাদান বলা হয়।

৫৩। পূর্ব্ব-পয়ারদ্বয়ের উপসংহার করিতেছেন। **অতএব**—কৃষ্ণশক্তির সাহায্য ব্যতীত প্রকৃতি জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেনা বলিয়া এবং প্রকৃতির সাহাচর্য্য ব্যতীত কৃষ্ণশক্তি জগতের কারণ হইতে পারে বলিয়া। **কৃষ্ণমূল ইত্যাদি**—শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-স্মরণে কৃষ্ণশক্তিস্থলে কৃষ্ণকেই মূল কারণ বলা হইয়াছে। অথবা, যে শক্তি জগতের মুখ্য কারণ, তাহারও মূল আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই জগতের মূল কারণ বলা হইয়াছে। তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি। প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ। অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বেঽস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ। অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা। পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্। মুণ্ডক ২।১।৭-১০॥” **প্রকৃতি কারণ**—কৃষ্ণশক্তির প্রভাবে প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করে বলিয়া প্রকৃতি গৌণ-কারণ মাত্র। **অজাগলস্তন**—কোন কোন ছাগীর গলদেশে এক রকম মাংসপিণ্ড থাকে, তাহা দেখিতে স্তনের মতন; কিন্তু তাহাতে দুগ্ধ জন্মে না। দুগ্ধ জন্মে না বলিয়া তাহাকে বাস্তবিক স্তন বলা সঙ্গত হয় না; তথাপি স্তনের সহিত আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে বলিয়া ঐ মাংসপিণ্ডকেও উপচারবশতঃ স্তন বলা হয়; ইহাকে অজাগলস্তন বলে। অজাগলস্তন যেমন বাস্তবিক স্তন নহে, (যেহেতু তাহাতে দুগ্ধ নাই), তদ্রূপ প্রকৃতিও জগতের বাস্তব কারণ নহে (যেহেতু তাহাতে জগৎ-কারণ-যোগ্যতা নাই); তথাপি কৃষ্ণশক্তিরূপ মূল কারণ-সাহচর্য্যে জগৎ-কারণ-সাদৃশ্য লাভ করে বলিয়াই প্রকৃতিকে গৌণ কারণ বলা হয়।

৫১।৫২।৫৩ পয়ারে মায়ার প্রধান-অংশের বা গুণমায়ার কথা বলা হইল।

৫৪। এক্ষণে জীবমায়ার কথা বলিতেছেন এবং তাহা যে জগতের নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে না, তাহা দেখাইতেছেন। মায়া জড়বস্তু, তাহার প্রধান-অংশ বা গুণমায়াও জড় এবং প্রকৃতি-অংশ বা জীবমায়াও জড়। তাই মায়া জগতের নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে না; কারণ, যিনি কর্ত্তা, তিনিই নিমিত্ত-কারণ; বৈচিত্রীময় জগতের নিমিত্ত-কারণ-কর্ত্তা যিনি হইবেন, তাঁহার বুদ্ধি বা বিচার-শক্তি থাকিবে, অন্যথা বৈচিত্রী-সৃষ্টি অসম্ভব। প্রকৃতি জড়, অচেতন বস্তু বলিয়া তাহার বুদ্ধি বা বিচার-শক্তি থাকিতে পারে না; সুতরাং তাহা জগতের নিমিত্ত-কারণও হইতে পারে না। চৈতন্যাধিষ্ঠাতা কারণার্ণবশায়ী পুরুষই জগতের নিমিত্ত-কারণ বা কর্ত্তা।

মায়া অংশে—জীবমায়া অংশে; পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০ পয়ারে মায়ার যে অংশকে “প্রকৃতি” বলা হইয়াছে, সেই অংশে। সাংখ্যমতে মায়ার এই অংশকে জগতের নিমিত্ত-কারণ বলা হয়। **সেহো নহে**—তাহা নহে; জীবমায়া জগতের নিমিত্ত-কারণ হইতে পারেনা। **যাতে**—যে হেতু। **কর্ত্তাহেতু**—কর্ত্তারূপ হেতু; নিমিত্ত-কারণ। **নারায়ণ**—কারণার্ণব-শায়ী নারায়ণ বা প্রথম পুরুষ। ইনিই জগতের ‘কর্ত্তাহেতু’ বা নিমিত্ত-কারণ। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৫-৫৬। একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে পূর্ব্ব পয়ারের তাৎপর্য্য পরিস্ফুট করিতেছেন, দুই পয়ারে। কুম্ভকার নিজের শক্তিতেই ঘট তৈয়ার করে, তাহার চক্র বা দণ্ডাদি তাহাকে সহায়তা করে মাত্র; কুম্ভকারের শক্তি ব্যতীত চক্র-দণ্ডাদি ঘট তৈয়ার করিতে পারেনা; তাই কুম্ভকারই হইল ঘটের কর্ত্তা বা মুখ্য নিমিত্ত-কারণ, আর চক্রাদি হইল গৌণ নিমিত্ত-কারণ। তদ্রূপ কারণার্ণবশায়ী পুরুষই জগতের কর্ত্তা বা মুখ্য নিমিত্ত-কারণ, জীবমায়া সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষের

দূরে হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান ॥ ৫৭

এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সহায়তামাত্র করেন—পুরুষের শক্তিব্যতীত জীবমায়া নিজে সৃষ্টি করিতে পারেনা ; তাই পুরুষই হইল জগতের মূল কর্ত্তা বা মুখ্য নিমিত্ত-কারণ, জীবমায়া হইল সহায়ক বা গৌণ নিমিত্ত-কারণ মাত্র।

নিমিত্ত হেতু—নিমিত্ত-কারণ ; কর্ত্তা। **পুরুষাবতার**—আদ্য-অবতার পুরুষ ; কারণার্ণব-শায়ী নারায়ণ। **মায়া তার** ইত্যাদি—সৃষ্টিকার্য্যে মায়া (জীবমায়া) পুরুষের সহায়তা করিয়া থাকে। "মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ ॥ শ্রীভাঃ ৩।৫।২৫॥—সেই বিভু মায়াদ্বারা (মায়ার সহায়তায়) এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিলেন।" পুরুষ কর্ত্তারূপে যখন সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন, তখন জীবমায়া ঈশ্বরের শক্তিতে বহির্ম্মুখজীবের স্বরূপ-জ্ঞানকে আবৃত করিয়া এবং মায়িক বস্তুতে তাহার আসক্তি জন্মাইয়া গুণমায়াগঠিত মায়িক দেহাদিকে জীবদ্বারা অঙ্গীকার করায় ; তখনই জীব প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে আসিয়া পড়ে ; এইরূপেই জীবমায়া সৃষ্টিকার্য্যে নিমিত্ত-কারণ পুরুষের সহায়তা করিয়া থাকে। ১।১।২৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। **ঘটের কারণ**—ঘটের গৌণ নিমিত্ত-কারণ। **চক্র-দণ্ডাদি**—কুম্ভকারের চক্র এবং সেই চক্র ঘুরাইবার নিমিত্ত দণ্ডাদি। **উপায়**—সহায় ;

৫৭। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৮ পয়ারে বলা হইয়াছে, কারণার্ণবশায়ী পুরুষই জগতের কারণ ; জগৎ-কারণত্ব সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের মত ৪৯-৫৬ পয়ারে খণ্ডন করিয়া এক্ষণে ৪৮ পয়ারেরই দ্বিতীয়-চরণের অনুসরণ-পূর্ব্বক বলিতেছেন—"দূরে হৈতে" ইত্যাদি। পুরুষ মায়াকে স্পর্শ না করিয়াই দূর হইতে মায়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাতে সৃষ্টির উপযোগিনী শক্তি সঞ্চার করেন ; সেই শক্তি দ্বারা সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতি ক্ষুভিতা হইলে তাহাতে তিনি মহাপ্রলয়ে স্বদেহে-লীন-সূক্ষ্মজীব সমূহকে তাহাদের অদৃষ্ট-ভোগের জন্য অর্পণ করিলেন। ভূমিকার "সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দূরে হৈতে—পুরুষ থাকেন কারণার্ণবে, আর মায়া বা প্রকৃতি থাকে কারণার্ণবের বাহিরে ; সুতরাং পুরুষ মায়া হইতে দূরেই থাকেন ; এই দূর হইতেই, মায়াকে স্পর্শ না করিয়াই। "কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।" ইত্যাদি শ্রীভা, ৩।৫।২৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"মায়াধিষ্ঠাত্রা আদিপুরুষেণ দ্বারা মায়াং দূরাদীক্ষণেনৈব সংভুক্তায়াং বীর্য্যং চিদাভাসাখ্যাং জীবশক্তিং আধত্ত।—মায়ার অধিষ্ঠাতা আদিপুরুষ (কারণার্ণবশায়ী) দূর হইতেই মায়াতে দৃষ্টিমাত্রদ্বারা চিদাভাসরূপা জীবশক্তিকে অর্পণ করিলেন।" **অবধান**—দৃষ্টি। পুরুষ দূর হইতেই মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন এবং এই দৃষ্টি দ্বারাই তিনি মায়াতে শক্তি সঞ্চার করেন। **জীবরূপ বীর্য্য**—মহাপ্রলয়ে সমস্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব সূক্ষ্মাবস্থায় কারণার্ণবশায়ীতে লীন হইয়া থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভে স্ব-স্ব-কর্ম্মফল-ভোগের নিমিত্ত পুরুষ সেই সমস্ত জীবকে মায়াতে নিক্ষেপ করেন। সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব দৃষ্ট হয়, তৎ-সমস্তের মূলই সূক্ষ্ম জীব বলিয়া সূক্ষ্ম জীবকে বীর্য্য বা বীজ বলা হইয়াছে। "কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ। পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥ শ্রীভা-৩।৫।২৬॥—কাল-শক্তি কর্ত্তৃক ক্ষুভিত-গুণা মায়াতে অধোক্ষজ ভগবান্ স্বাংশভূত-পুরুষ দ্বারা বীর্য্যাধান করিলেন।" **তাতে**—ঈশ্বর-শক্তিতে যাহার সাম্যাবস্থা নষ্ট হইয়াছে, সেই মায়াতে। **আধান**—স্থাপন। পুরুষই যে জগতের কারণ, তাহাই এই পয়ারে উক্ত হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে কৃষ্ণকে জগতের কারণ বলিয়া এই পয়ারে (৪৮ পয়ারেও) পুরুষকে কারণ বলার হেতু এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বাংশ-অবতার পুরুষ দ্বারাই সৃষ্টি-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন ; পুরুষও শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই সৃষ্টিকার্য্য করিয়া থাকেন। সুতরাং মূল কারণ শ্রীকৃষ্ণ হইলেও সৃষ্টির অব্যবহিত কারণ পুরুষই।

৫৮। **অঙ্গ**—অংশ। **অঙ্গাভাসে**—অংশাভাসে ; চিদাভাস-জীবরূপে। জীব তটস্থা-শক্তির অংশ ; শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বশতঃ জীবকে পুরুষের অঙ্গ বা অংশ বলা হইয়াছে ; কিন্তু জীব পুরুষের স্বাংশ নহে বলিয়া অঙ্গাভাস বা অংশাভাস বলা হইয়াছে। **এক অঙ্গাভাসে** ইত্যাদি—পুরুষ স্বয়ং মায়ার সহিত মিলিত হন

অগণ্য অনন্ত যত অণ্ডসন্নিবেশ।
তত রূপে পুরুষ করে সভাতে প্রবেশ ॥ ৫৯

পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ ॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

না; কিন্তু জীবরূপ অংশাভাসরূপে তিনি মায়ার সহিত মিলিত হন। **তবে**—তাহাতে; জীবের সহিত মায়ার মিলন হইতে। **মায়া হৈতে**—ঈশ্বরাধিষ্ঠিত মায়া হইতে। **মায়া হৈতে** ইত্যাদি—ক্ষুভিতগুণা মায়ার সহিত সূক্ষ্ম জীবের মিলন হইতেই ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের সৃষ্টি সম্ভব হয়। "কালবৃত্ত্যা তু" ইত্যাদি (শ্রী, ৩৫।২৬ ॥) শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন "মায়াশক্তি-জীবশক্ত্যো মেলনেনৈব জগদুৎপত্তিসম্ভবাৎ।—মায়া-শক্তি ও জীবশক্তির মিলনেই জগদুৎপত্তি সম্ভব হয়।" জীবের অদৃষ্ট-ভোগের নিমিত্তই জগতের সৃষ্টি। কাল, কর্ম্ম এবং মায়ার স্বভাবের সহায়তায় মায়াদ্বারা ঈশ্বর-শক্তি জীবের ভোগায়তন-দেহ এবং অদৃষ্টানুরূপ ভোগ্য বস্তু সকলের সৃষ্টি করেন; কর্ম্ম বা জীবাদৃষ্ট দ্বারাই ভোগায়তন-দেহ এবং ভোগ্য বস্তু নিরূপিত হয়; জীব অদৃষ্টানুরূপ ভোগায়তন-দেহকে আশ্রয় করিয়া অদৃষ্টানুরূপ ভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করে। এইরূপে দেখা গেল, ভোক্তা জীব এবং তাহার ভোগ্য প্রাকৃত বস্তু—ইহা লইয়াই সৃষ্টি। জীবের সহিত মায়ার মিলন না হইলে জীবাদৃষ্টের অনুকূল সৃষ্টিও সম্ভব হইত না। তাই বলা হইয়াছে—জীব ও মায়ার মিলনেই জগদুৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে।

কাল, কর্ম্ম, স্বভাব, মায়া, জীব ও ঈশ্বর-শক্তি দ্বারা কিরূপে—ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের সৃষ্টি হইল, তাহা ভূমিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

অণ্ডাকার-জগতের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে ব্রহ্মার জন্ম হওয়ায় ইহাকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়। **ব্রহ্মাণ্ডের গণ**—অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইল (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

৫৯। ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের প্রত্যেকের মধ্যে সেই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামিরূপে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ এক-স্বরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। "যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।" ইত্যাদি শ্রীভা, ১।৩।২ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"যস্য পুরুষস্য অম্ভসি স্বরোমকূপব্রহ্মাণ্ডান্তরে একৈকপ্রকাশেন প্রবিশ্য স্বসৃষ্টে গর্ভোদে শয়ানস্য যোগঃ সমাধিস্তদ্রূপাং নিদ্রাং বিস্তারয়তঃ।—সেই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ স্বীয়রোমকূপস্থ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক একরূপে প্রবেশ করিয়া সেস্থানে নিজের সৃষ্ট জলে—ব্রহ্মাণ্ড গর্ভস্থ জলে—শয়ন করিয়া সমাধিরূপ নিদ্রা বিস্তার করিলেন।" কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ যে-স্বরূপে ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ জলে শয়ন করিয়া থাকেন, তাহাকেই গর্ভোদশায়ী পুরুষ বা দ্বিতীয় পুরুষ বলা হয়। "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"—এই শ্রুতিপ্রোক্ত স্বরূপই গর্ভোদশায়ী। ভূমিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে—পুরুষ প্রকৃতিতে প্রথমে যে শক্তি সঞ্চার করিলেন, তাহা হইল পরিণাম-দায়িনী শক্তি; পরে কেন্দ্রাভিমুখিনী সংহনন-শক্তিরও প্রয়োগ করা হইল; তখন উক্ত উভয় শক্তির ক্রিয়ায় পঞ্চ-তন্মাত্রা ও পঞ্চ-মহাভূতাদি প্রকৃতির পরিণাম-সমূহ সম্মিলিত হইয়া অণ্ডাকার ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের সৃষ্টি করিল; উক্ত কেন্দ্রাভিমুখিনী সংহনন-শক্তি প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রেই অবস্থিত এবং এই শক্তির অধিষ্ঠাতৃরূপেই কারণার্ণবশায়ী এক স্বরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত। পুরুষের এই স্বরূপকে গর্ভোদশায়ী পুরুষ বলে (পরবর্ত্তী ৬৩ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

অগণ্য—গণনার অতীত। **অনন্ত**—অসীম। **অণ্ডসন্নিবেশ**—ব্রহ্মাণ্ডাত্মক স্থান; অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড। **তত রূপে**—যত ব্রহ্মাণ্ড তত রূপে; প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক রূপে। **পুরুষ করে** ইত্যাদি—কারণার্ণবশায়ী পুরুষ অন্তর্য্যামিরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন; কেন্দ্রাভিমুখিনী সংহনন-শক্তির অধিষ্ঠাতৃরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করিলেন।

৬০। "না সতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। গীতা ২।১৬।—যাহা নাই, তাহা কখনও হইতে পারে না আর যাহা আছে, তাহারও কখনও অভাব হইতে পারে না।" এই নিয়মানুসারে—এই যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইল, ইহারাও সৃষ্টির পূর্ব্বে কোনও এক ভাবে কোথাও ছিল; আর মহাপ্রলয়ের পরেও কোনও এক

পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে।
শ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-শরীরে ॥ ৬১

গবাক্ষের রন্ধ্রে, যেন ত্রসরেণু চলে।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে ॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভাবে কোথাও থাকিবে। কিন্তু কোথায় কি ভাবে ছিল এবং থাকিবে, তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে। মহাপ্রলয়ে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মরূপে কারণার্ণবশায়ীতে লীন ছিল; সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণার্ণবশায়ী হইতেই ইহারা সূক্ষ্মরূপে বাহির হইয়া আসিয়া প্রকৃতির সাহচর্য্যে স্থূলরূপ ধারণ করে; আবার মহাপ্রলয়ে প্রতিলোমক্রমে ইহাদের স্থূলরূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে ইহারা পুনরায় সূক্ষ্মরূপে কারণার্ণবশায়ীতেই লীন হইয়া থাকিবে। একটী রূপকের সাহায্যে এই তত্ত্বটীই বুঝাইবার নিমিত্ত বলা হইয়াছে যে—গৃহের গবাক্ষপথে ত্রসরেণু সমূহ যেমন গমনাগমন করে, তদ্রূপ পুরুষের রোমকূপ-পথে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আসা-যাওয়া করিয়া থাকে—যখন বাহির হইয়া আসে, তখন সৃষ্টি; আর যখন ভিতরে প্রবেশ করে, তখন মহাপ্রলয়; পুরুষের শ্বাসত্যাগের সহিত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ (সূক্ষ্মরূপে) বাহির হইয়া আসে; আর শ্বাস গ্রহণের সহিত (সূক্ষ্ম রূপে) ভিতরে প্রবেশ করে; সুতরাং যতক্ষণ পুরুষের শ্বাস ত্যাগ চলিতে থাকে, ততক্ষণই সৃষ্টি কার্য্য চলিতে থাকে; আর যতক্ষণ শ্বাস-গ্রহণ চলিতে থাকে, ততক্ষণ প্রলয়-কার্য্য চলিতে থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭ম শ্লোকে বলা হইয়াছে, পুরুষই ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের আশ্রয়; নিম্নোক্ত পয়ার-সমূহে তাহাও প্রমাণিত হইল।

পুরুষ নাসাতে ইত্যাদি—কারণার্ণবশায়ী পুরুষের নাসিকা হইতে যখন শ্বাস বাহির হয়, তখন নিশ্বাসের সহিত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ (সূক্ষ্মরূপে) বাহির হইয়া আসে। ইহাই সৃষ্টি। পুরুষের মধ্যেই যে ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ ছিল, সুতরাং পুরুষই যে ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের আশ্রয় (মায়াভর্ত্তাজাণ্ড-সঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গ), তাহাই এই পয়ারে বলা হইল।

৬১। পুনরায় শ্বাসগ্রহণের সময়ে নিশ্বাস যখন ভিতরে প্রবেশ করে, তখন নিশ্বাসের সহিত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ (সূক্ষ্মরূপে) পুরুষের মধ্যে প্রবেশ করে—ইহাই মহাপ্রলয়। প্রাকৃতপ্রলয়ে সম্মিন্ লীনং সৎ প্রকটতয়া স্বীকৃতবান্। কিমর্থং তত্রাহ লোকসিসৃক্ষয়া। তস্মিন্নেব লীনানাং লোকানাং সমষ্টিব্যষ্ট্যুপাধিজীবানাং সিসৃক্ষয়া প্রাদুর্ভাবনার্থমিত্যর্থঃ। শ্রীভা, ১।৩।১ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব। ইহা হইতে জানা যায়, মহাপ্রলয়ে সমস্ত প্রাকৃতপ্রপঞ্চ সূক্ষ্মরূপে কারণার্ণবশায়ীতে লীন থাকে। বিষ্ণুপুরাণ হইতেও ইহা জানা যায়। প্রকৃতির্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী। পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়তে পরমাত্মনি ॥ ৬।৪।৩৮ ॥ আবার সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণার্ণবশায়ী হইতেই জগৎপ্রপঞ্চের সূক্ষ্ম বীজ আবির্ভূত হয়। ব্রহ্মসংহিতার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভেও একথাই বলিয়াছেন। নারায়ণঃ স ভগবানাপস্তস্মাৎ সনাতনাৎ। আবিরাসন্ কারণার্ণোনিধিঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ ॥ যোগনিদ্রাং গতস্তস্মিন্ সহস্রাংশঃ স্বয়ং মহান্। তদ্রোমবিলজালেষু বীজং সঙ্কর্ষণস্য চ ॥ হৈমান্যণ্ডানি জাতানীত্যাদি। ৩৫ ॥—কারণার্ণবশায়ীর প্রত্যেক রোমকূপে সংসারের বীজস্বরূপ অপ্রপঞ্চীকৃত মহাভূতে আবৃত বহু বহু স্বর্ণবর্ণ অণ্ড উৎপন্ন হইল (সৃষ্টির প্রারম্ভে)।

পরবর্ত্তী যস্যৈকনিশ্বসিতকালমিত্যাদি শ্লোক হইতে জানা যায়, যে সময় ব্যাপিয়া পুরুষের নিশ্বাস বহির্গত হইতে থাকে, সেই সময় পর্য্যন্তই ব্রহ্মাদিলোকপালগণ জীবিত বা প্রকট থাকেন; অর্থাৎ সেই সময়েই সৃষ্টির কার্য্য চলিতে থাকে। এনিমিত্তই পূর্ব্ববর্ত্তী ৬০ পয়ারে বলা হইয়াছে—যখন পুরুষের নাসায় শ্বাস বাহির হইতে থাকে, তখন নিশ্বাসের সহিত (পুরুষের দেহে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত) ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব হইতে থাকে; আবার যখন পুরুষ ভিতরের দিকে শ্বাস টানিতে থাকেন, তখনই প্রতিলোমক্রমে সমগ্র প্রাকৃতপ্রপঞ্চ সূক্ষ্ম অবস্থায় পরিণতি লাভ করিয়া পুরুষের মধ্যে প্রবেশ করে। একথাই ৬১ পয়ারে বলা হইয়াছে।

পৈশে—প্রবেশ করে।

পুরুষের নিশ্বাসের সময় পরবর্ত্তী ৮ম শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে।

৬২। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্ব-পয়ারদ্বয়ের বিবরণ পরিস্ফুট করিতেছেন।

গবাক্ষ—গরুর চক্ষুর আকৃতি বিশিষ্ট ক্ষুদ্র বাতায়ন বা জানালা। **রন্ধ্রে**—ছিদ্রে। **ত্রসরেণ**—

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৮)—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৮

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।১১)—

ক্বাহং তমোমহদহং-খচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তত্র সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডপালকো যস্তবাবতারতয়া মহাব্রহ্মাদি-সহচরত্বেন তদভিন্নত্বেন চ মহাবিষ্ণুর্দর্শিতঃ। তত্র চ তমপ্যেবং তল্লক্ষণতয়া বর্ণয়তি। তত্তজ্জগদণ্ডনাথা বিষ্ণ্বাদয়ঃ জীবন্তি তত্তদধিকারতয়া জগতি প্রকটং তিষ্ঠন্তি। শ্রীজীব।৮॥

নন্থ ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহস্তমপীশ্বর এবেতি চেৎ তত্রাহ ক্বাহমিতি। তমঃ প্রকৃতিঃ মহান্ মহত্তত্ত্বম্ অহমহঙ্কারঃ খমাকাশঃ চরো বায়ুঃ অগ্নিঃ তেজঃ বার্জলং ভূশ্চ। প্রকৃত্যাদিপৃথিব্যন্তৈ রেতৈঃ সংবেষ্টিতো যোঽণ্ডঘটঃ স এব তস্মিন্ বা স্বমানেন সপ্তবিতস্তিঃ কায়ো যস্য সোঽহং ক্ব। ক্বচ তে মহিত্বম্। কথম্ভূতস্য? ঈদৃগ্‌বিধানি যান্যবিগণিতানি অণ্ডানি ত এব পরমাণবস্তেষাং চর্য্যা পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বনো গবাক্ষা ইব রোমবিবরাণি যস্য তস্য তব। অতোঽতিতুচ্ছত্বাৎ ত্বয়া অনুকম্প্যোঽহমিতি। স্বামী।৯॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ধূলিকণার মত সূক্ষ্ম বস্তু; ছয়টী পরমাণুতে একটী ত্রসরেণু হয়, ইহাই বৈশেষিক-দর্শনের মত। **লোমকূপে**—রোমের মূলস্থিত ছিদ্রপথে। **ব্রহ্মাণ্ডের জালে**—ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ। ক্ষুদ্র ছিদ্র-পথে ধূলিকণা সমূহ যেমন অনায়াসে যাতায়াত করে, তদ্রূপ কারণার্ণবশায়ী পুরুষের রোমকূপ-পথেও অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড অনায়াসে যাতায়াত করে। ইহা দ্বারা পুরুষের বিভুত্ব সূচিত হইতেছে।

শ্লো ৮। **অন্বয়।** অথ (অনন্তর) লোমবিলজাঃ (মহাবিষ্ণুর লোমকূপ হইতে আবির্ভূত) জগদণ্ডনাথাঃ (ব্রহ্মাদি ব্রহ্মাণ্ডনাথগণ) যস্য (যাঁহার—যে মহাবিষ্ণুর) একনিশ্বসিত-কালং (এক নিশ্বাস-পরিমিতকাল) অবলম্ব্য (অবলম্বন করিয়া—ব্যাপিয়া) ইহ (এই জগতে) জীবন্তি (জীবন ধারণ করেন—ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকেন), সঃ (সেই) মহান্ বিষ্ণুঃ (মহাবিষ্ণু) যস্য (যাঁহার—যে গোবিন্দের) কলাবিশেষঃ (কলা-বিশেষ), তং (সেই) আদিপুরুষং (আদি পুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি)।

অনুবাদ। যে মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাস-পরিমিত কাল মাত্র ব্যাপিয়া তদীয় লোমকূপ হইতে আবির্ভূত ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই জগতে স্ব-স্ব অধিকারে প্রকটরূপে অবস্থিতি করেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলা-বিশেষ সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।৮।

এই শ্লোকে **জগদণ্ডনাথাঃ**-শব্দে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনকর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে বুঝাইতেছে। তাঁহাদিগকে বলা হইয়াছে মহাবিষ্ণুর **লোমবিলজাঃ**—রোমকূপ হইতে আবির্ভূত। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব মহাবিষ্ণুর অংশ-কলামাত্র। একটী নিশ্বাস ফেলিতে মহাবিষ্ণুর (কারণার্ণবশায়ীর) যে সময় লাগে, সেই সময় পর্য্যন্তই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব জগতে প্রকট থাকেন, অর্থাৎ সেই সময় পর্যান্তই জগতে তাঁহাদের কাজ থাকে; ইহা হইতেই বুঝা যায়, মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাসের সময় ব্যাপিয়াই জগতে ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য্য ও বিষ্ণুর পালন-কার্য্য চলিতে থাকে; ইহার পরেই সৃষ্টি ও পালন বন্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ জগৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ধ্বংসকালে কেবল রুদ্ররূপী শিবের সংহার-কার্য্য চলিতে থাকে। ইহা দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী ৬০ পয়ারের মর্ম্ম সমর্থিত হইল। মহাবিষ্ণু শ্রীগোবিন্দের কলাবিশেষ। পরবর্ত্তী ৬৩—৬৬ পয়ারের এই শ্লোকের মর্ম্ম প্রকাশ করা হইয়াছে। এই শ্লোক ব্রহ্মার উক্তি।

শ্লো। ৯। **অন্বয়।** তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূসংবেষ্টিতাণ্ড-ঘট-সপ্তবিতস্তিকায়ঃ [(তমঃ) প্রকৃতি,

(মহৎ) মহত্তত্ত্ব, (অহং) অহঙ্কার-তত্ত্ব, (খং) আকাশ, (চরঃ) বায়ু, (অগ্নিঃ) তেজ, (বাঃ) জল, (ভূঃ) পৃথিবী,—এই সমস্ত দ্বারা সংবেষ্টিত যে অণ্ডঘট, তাহাতে আত্মপরিমাণে সপ্তবিতস্তি-পরিমিত] অহং (আমি) ক্ব (কোথায়) ? চ (আর) ঈদৃগ্বিধাগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যাবাতাধ্বরোমবিবরস্য (এবংবিধ অগণিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ রূপ পরামাণু সমূহের পরিভ্রমণের পথস্বরূপ গবাক্ষসদৃশ রোমবিবর-বিশিষ্ট) তে (তোমার) মহিত্বং (মহিমা) ক্ব (কোথায়) ?

অনুবাদ। প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী—এই সকলদ্বারা সংবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ ঘট, তাহার মধ্যে স্বীয়-পরিমাণে সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত দেহবিশিষ্ট আমি কোথায় ? আর এই প্রকার অগণি ব্রহ্মাণ্ডসমূহরূপ পরমাণু-সকলের পরিভ্রমণের পথস্বরূপ গবাক্ষসদৃশ রোমবিবর-বিশিষ্ট তোমার মহিমাই বা কোথায় ?

গোবৎস-হরণের পরে শ্রীকৃষ্ণের মহিমাতিশয্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্ত করিয়াছিলেন। এই শ্লোকটী সেই স্তবেরই অন্তর্গত একটী শ্লোক। এই শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—"কোথা আমি, আর কোথায় তুমি! হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার সহিত আমার পার্থক্য প্রত্যেক বিষয়েই ধারণার অতীত। তোমা তুলনায় আমি যে কত ক্ষুদ্র, তাহা বলা যায় না। তাই প্রভু, আমি করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি গোবৎসাদি হর করিয়া আমি যে অপরাধ করিয়াছি, কৃপা করিয়া তাহা তুমি ক্ষমা কর। তোমার কথা ত দূরে, তোমার অং যে মহৎস্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, তাঁহার তুলনাতেই আমি অতি ক্ষুদ্র, অতি নগণ্য। (সঙ্কর্ষণবিশেষমহৎস্রষ্টৃপ্রথমপুরুষত্বেন স্তৌতি ক্বাহমিতি। শ্রীপাদসনাতনগোস্বামী)। আমি অতি ক্ষুদ্র বলিয়া তোমার মহিমার কণিকামাত্রও বুঝিতে পারি নাই, তাই তোমার গোবৎসাদিহরণে ধৃষ্টতা আমার জন্মিয়াছে। কিন্তু, প্রভু, তুমি তো অতি মহৎ, অতি কৃপালু; নিজগুণে তুমি আমাকে ক্ষমা করিবার যোগ্য।" কিরূপে ব্রহ্মা অতি ক্ষুদ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ অতি বৃহৎ, তাহাও ব্রহ্মা খুলিয়া বলিতেছেন। প্রথমে ব্রহ্মার নিজের ক্ষুদ্রত্ব দেখাইতেছেন। "আমি কত ক্ষুদ্র, তাহা বলি প্রভু। আমি হইলাম **তমোমহদহং………সপ্তবিতস্তিকায়ঃ**—তমঃ (প্রকৃতি), মহৎ (মহত্তত্ত্ব), অহং (অহঙ্কারতত্ত্ব), খং (আকাশ-ব্যোম), চর (যাহা সর্ব্বত্র চরিয়া বেড়ায়—বায়ু, মরুৎ), অগ্নিঃ (তেজ), বাঃ (জল) এবং ভূঃ (ভূমি, ক্ষিতি)—(এসমস্তদ্বারা) সংবেষ্টিতঃ (সম্যকরূপে বেষ্টিত যে) অণ্ডঘটঃ (চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডরূপ যে ঘট, তাহাতে অবস্থিত আমি আমার নিজের হাতের) সপ্তবিতস্তিকায়ঃ (সাত বিঘত লম্বা কায় বা দেহবিশিষ্ট)।" সপ্ত-পাতাল ও সপ্ত-লোক (১।১।১০ শ্লোকটীকা দ্রষ্টব্য)—এই চতুর্দ্দশ ভুবন লইয়া এক ব্রহ্মাণ্ড; এইরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে আছে প্রকৃতির আটটী আবরণ। **অষ্ট আবরণ** এই—ব্রহ্মাণ্ডসমূহের অব্যবহিত পরে ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে বেষ্টন করিয়া আছে উপাদানরূপা পৃথিবী বা ক্ষিতি (মাটীর সূক্ষ্মাবস্থা); ইহা হইল প্রথম আবরণ। এই প্রথম আবরণকে বেষ্টন করিয়া আছে দ্বিতীয় আবরণ—জলের উপাদান (সূক্ষ্ম জল); তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে তৃতীয় আবরণ—অগ্নির উপাদান (সূক্ষ্ম তেজ), তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে চতুর্থ আবরণ—বায়ুর উপাদান (সূক্ষ্ম বায়ু), তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে পঞ্চম আবরণ—আকাশের উপাদান (সূক্ষ্ম আকাশ), তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে ষষ্ঠ আবরণ—অহঙ্কারতত্ত্ব, তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে সপ্তম আবরণ—মহত্তত্ত্ব এবং তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে—সর্ব্বশেষ অষ্টম আবরণ—সত্ত্বরজস্তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতি। এই অষ্ট আবরণযুক্ত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড যে কত বড় একটা বিরাট বস্তু, তাহার ধারণাও আমরা করিতে পারি না। এই বিরাট বস্তুর মধ্যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড; এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত হইল আমাদের এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। (এই ব্রহ্মাণ্ডকে ক্ষুদ্র বলার হেতু এই যে, দ্বারকায় বিভূতাপ্রদর্শন-উপলক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন—ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন অনুসারে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার মুখের সংখ্যা হইয়া থাকে। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার মাত্র চারিটী মুখ এবং এত ছোট ব্রহ্মা আর কোনও ব্রহ্মাণ্ডে নাই। অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাদের কাহারও বা শতমুখ, কাহারও বা সহস্র মুখ, কাহারও বা অযুত, নিযুত, লক্ষ, কোটি ইত্যাদি সংখ্যক মুখ। (মধ্য লীলার ২১শ পরিচ্ছেদে ৪৪—৭৮ পয়ার দ্রষ্টব্য)। সুতরাং আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের মতন ছোট ব্রহ্মাণ্ড আর

অংশের অংশ যেই—‘কলা’ তার নাম।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম ॥ ৬৩

তাঁর এক স্বরূপ শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ।
তাঁর অংশ পুরুষ হয় কলায়ে গণন ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাই। এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ যখন গত দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনই এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের গোবৎসাদি হরণ করিয়াছিলেন এবং এই ব্রহ্মাণ্ডে থাকিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছিলেন।] এস্থলে যাহাকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলা হইল, তাহাই আমাদের ধারণায় অতি বৃহৎ। যাহা হউক, ব্রহ্মা বলিতেছেন—“এই ব্রহ্মাণ্ডটীকে একটী ঘটের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই ক্ষুদ্র ঘটের মধ্যে আমি একটী বস্তু, যাহার পরিমাণ মা সাড়ে তিন হাত। সুতরাং এই ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায়ও আমি অতি ক্ষুদ্র, অতি নগণ্য। অষ্টাবরণপরিবেষ্টিত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমি তো একটী পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। তাতে আবার এই ব্রহ্মাণ্ড—এই ব্রহ্মাণ্ড কেন, অষ্টাবরণবেষ্টিত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডও—ঘটের ন্যায়ই ভঙ্গুর, সুতরাং আমিও ভঙ্গুর—অল্পকালস্থায়ী। প্রভু, আমি যে পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র কেবল তাহাই নহে, আমার অস্তিত্বও অতি অল্পকালমাত্র স্থায়ী; একটী নিঃশ্বাস ফেলিতে তোমার অংশ কারণার্ণবশায়ীর যে সময়টুকুর দরকার হয়, আমার আয়ুষ্কালমাত্র সেই সময়টুকু। (যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ। বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ব্র, সঃ ৫।৪৮ ॥)। প্রভু, আমি যে কত ক্ষুদ্র, তাহাতো বলিলাম; এক্ষণে, তুমি যে কত বৃহৎ, তাহা বলি শুন। যে একটী ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমি সামান্য পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র, **ঈদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ড…রোমবিবরঃ**— ঈদৃগ্বিধানি (সেইরূপ) অবিগণিতানি (অসংখ্য) অণ্ডানি (অণ্ডসমূহ) রূপ পরাণুচর্য্যা (পরমাণুসমূহের চর্য্যা বা পরিভ্রমণের—যাতায়াতের পথস্বরূপ (বাতাধ্বানঃ (গবাক্ষ—গবাক্ষই হইয়াছে) রোমবিবরাণি (রোমকূপসমূহ) যস্য (যাঁহার)। গবাক্ষ পথে ক্ষুদ্র ধূলিকণা যে ভাবে অনায়াসে যাতায়াত করে, যাঁহার রোমকূপ দিয়াও তেমনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড অনায়াসে যাতায়াত করিয়া থাকে, সেই (কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু যাঁহার অংশ, সেই) তুমি যে কত বৃহৎ, তাহাতো আমি মনের দ্বারাও ধারণা করিতে পারিনা প্রভু। আমার এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডই আমার সাড়ে তিন হাত দেহের তুলনায় অনন্তগুণে বড়; আবার এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় অন্যান্য প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডই অনেক গুণে বড়; এইরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার রোমকূপ দিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে, তাঁহার প্রতিটী রোমকূপ যে আমা অপেক্ষা, এমন কি আমার এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষাও—কত গুণে বড়, তাহা কে নির্ণয় করিবে। আর এরূপ অনন্ত রোমকূপ যাঁহার শরীরে, তাঁহার তুলনায় আমি যে কত ক্ষুদ্র, তাহা আমি ধারণা করিতেও পারিনা। আর তিনি যাঁর অংশাংশেরও অংশ, সেই তুমি যে আমা অপেক্ষা কত বৃহৎ, আর আমি যে তোমা অপেক্ষা কত ক্ষুদ্র তাহা নির্ণয় করা তো দূরের কথা, তাহা মনে করিতে গেলেও যেন আমার মাথা ঘুরিয়া যায়। এই তো গেল আয়তনের কথা। আরও একটী কথা আছে। তোমার অংশাংশেরও অংশ যে মহাবিষ্ণু, তাঁহার একটী নিশ্বাসের সমান আমার পরমায়ুঃ; এরূপ নিশ্বাস তাঁর অনন্ত। তিনি আবার নিত্য, তাঁর অংশী তুমিও নিত্য, অনাদি, অনন্ত। সুতরাং স্থায়িত্বের দিক দিয়াও যে আমি তোমা অপেক্ষা কত ক্ষুদ্র, তাহা কে-ই বা নির্ণয় করিবে? তাই বলিতেছি প্রভু, **ক্ক অহং**—কোথায় বা এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমি, আর **ক্ক তে মহিত্বম্**—তোমার মহিমাই বা কোথায়!! এসমস্ত বিবেচনা করিয়া হে পরমকরুণ প্রভো, তুমি আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা কর।”

এই পয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী ৬২ পয়ারের প্রমাণ।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ম শ্লোকে মহাবিষ্ণুকে শ্রীগোবিন্দের (কৃষ্ণের) কলাবিশেষ বলা হইয়াছে; কলা

৬৩-৬৪। কাহাকে বলে এবং মহাবিষ্ণু কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের কলা হইলেন, তাহাই বলিতেছেন—দুই পয়ারে।

কলা—অংশের অংশকে কলা বলে। **প্রতিমূর্ত্তি**—অভিন্ন-স্বরূপ। শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন-স্বরূপ। **তাঁর একস্বরূপ**—শ্রীবলরামের একস্বরূপ, বিলাসরূপ অংশ। **শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ**—পরব্যোমচতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ।

যাঁহাকে ত কলা কহি, তেঁহ মহাবিষ্ণু।
মহাপুরুষ অবতারী তেঁহ সর্ব্বজিষ্ণু ॥ ৬৫
গর্ভোদ-ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে পুরুষ নাম।
সেই দুই যাঁর অংশ—বিষ্ণু বিশ্বধাম ॥ ৬৬

লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে নবমাঙ্কে (২৯)
সাত্বততন্ত্রবচনম্—
বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বিষ্ণোরিতি—স্বয়ংরূপস্যেত্যর্থঃ। একং মহতঃ স্রষ্টৃ—প্রকৃতেরন্তর্য্যামি সঙ্কর্ষণরূপং, দ্বিতীয়ং—চতুর্ম্মুখস্যান্তর্য্যামি প্রদ্যুম্নরূপং, তৃতীয়ং—সর্ব্বজীবান্তর্য্যামি অনিরুদ্ধরূপম্। বিদ্যাভূষণ।১০॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁর অংশ পুরুষ ইত্যাদি—শ্রীবলরামের অংশ হইলেন পরব্যোম-চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ; এই সঙ্কর্ষণের অংশ হইলেন কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বা মহাবিষ্ণু; সুতরাং মহাবিষ্ণু হইলেন শ্রীবলরামের অংশের অংশ বা কলা। আবার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম অভিন্ন; সুতরাং মহাবিষ্ণু—বলরামের কলা হওয়ায়—শ্রীকৃষ্ণেরও কলাবিশেষ হইলেন।

৬৫-৬৬। যিনি শ্রীকৃষ্ণের কলাবিশেষ, তিনিই মহাবিষ্ণু। এক্ষণে তাঁহার আরও বিবরণ দেওয়া হইতেছে; তিনি প্রথমপুরুষ, সমস্ত অবতারের মূল, সর্ব্বকর্ত্তা, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ তাঁহারই অংশ। তিনি সর্ব্বব্যাপক ও সমস্ত বিশ্বের আশ্রয়।

মহাপুরুষ—পুরুষদিগের মধ্যে মহান্ বা শ্রেষ্ঠ; প্রথমপুরুষ। **অবতারী**—অবতার-কর্ত্তা; সমস্ত অবতারের অব্যবহিত মূল। **সর্ব্বজিষ্ণু**—সর্ব্বকর্ত্তা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কার্য্য-বিষয়ে সমস্তই যিনি করেন। মহাবিষ্ণু সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্। যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙনরাদয়ঃ ॥—ইনি নানা অবতারের নিধান, ইনি অব্যয় উদ্গম-স্থান; ইঁহার অংশাংশদ্বারাই দেব-তির্য্যক-নরাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে। ১।৩।৫॥" **গর্ভোদ-ক্ষীরোদ** ইত্যাদি—গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী নামে যে দুই পুরুষ আছেন, সেই দুই পুরুষ মহাবিষ্ণুর অংশ; বস্তুতঃ গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষই মহাবিষ্ণুর অংশ এবং ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয়-পুরুষ দ্বিতীয় পুরুষের অংশ—সুতরাং মহাবিষ্ণুর অংশাংশ; সংক্ষেপে এস্থলে উভয়কেই মহাবিষ্ণুর অংশ বলা হইয়াছে। মহাবিষ্ণু বা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের আদি হওয়ায় তাঁহাকে প্রথম পুরুষ বলা হইয়াছে। গর্ভোদশায়ী ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের বা ব্রহ্মার অন্তর্য্যামী; ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্য্যামী; আর মহাবিষ্ণু প্রকৃতির বা সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী। গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষই প্রদ্যুম্ন ও ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষই অনিরুদ্ধ। **বিষ্ণু**—সর্ব্বব্যাপক। **বিশ্বধাম**—বিশ্বের অশ্রয়। মহাপ্রলয়ে সমস্ত বিশ্ব মহাবিষ্ণুতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১।৫।৬১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১।৫।৪৭ পয়ারের টীকায় কারণার্ণবশায়ীর, ১।৫।৫৯ এবং ১।৫।৮৫ পয়ারের টীকায় গর্ভোদশায়ীর এবং ১।৫।৯৫ পয়ারের টীকায় ক্ষীরোদশায়ীর বিবরণ দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১০। অন্বয়। বিষ্ণোঃ (মহাবিষ্ণুর) তু পুরুষাখ্যানি (পুরুষ-নামক) ত্রীণি (তিনটী) রূপাণি (রূপ) বিদুঃ (জানিবে)। অথঃ (তাঁহাদের মধ্যে) একম্ (একরূপ) তু মহতঃ (মহত্তত্ত্বের) স্রষ্টৃ (সৃষ্টিকর্ত্তা), দ্বিতীয়ং (দ্বিতীয় রূপ)) তু অণ্ডসংস্থিতং (ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থিত—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী) তৃতীয়ং (তৃতীয়রূপ) সর্ব্বভূতস্থং (ব্যষ্টিজীবান্তর্য্যামী) তানি (সেই সমস্ত রূপকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) বিমুচ্যতে (মুক্ত হওয়া যায়)।

অনুবাদ। মহাবিষ্ণুর পুরুষ-নামক তিনটী রূপ আছে; তন্মধ্যে প্রথমরূপ মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা (প্রকৃতির অন্তর্য্যামী); দ্বিতীয়রূপ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী; এবং তৃতীয়রূপ প্রত্যেক জীবের অন্তর্য্যামী। এই তিনটী রূপকে জানিতে পারিলে সংসার-মুক্ত হওয়া যায়। ১০।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি।
মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারের তেঁহো অবতারী ॥ ৬৭

তথাহি (ভাঃ ১।৩।২৮)

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥১১

সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা।
নানা অবতার করে জগতের ভর্ত্তা ॥ ৬৮
সৃষ্ট্যাদিনিমিত্তে যেই অংশের অবধান।
সেই ত অংশের কহি 'অবতার' নাম ॥ ৬৯
আদ্য অবতার—মহাপুরুষ ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারবীজ সর্ব্বাশ্রয়-ধাম ॥ ৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৭। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৫ পয়ারে মহাবিষ্ণুকে "অবতারী" বলা হইয়াছে; এই পয়ারে তাহার হেতু বলিতেছেন। যদিও মহাবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের কলা বা অংশের অংশ, তথাপি তিনি মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারের অংশী; অংশী বলিয়া তাঁহাকে মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারের অবতারী বলা হয়। ১।৫।৬৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তারে—মহাবিষ্ণুকে। **অবতারী**—অংশী; স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই স্বরূপতঃ মূল অবতারী; তথাপি শ্রীকৃষ্ণেরই এক-স্বরূপ (তাঁহারই কলাবিশেষ)-মহাবিষ্ণু হইতেই মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারের আবির্ভাব হওয়াতে মহাবিষ্ণু হইলেন মৎস্য-কূর্ম্মাদির অংশী এবং তাঁহারা হইলেন মহাবিষ্ণুর অংশ; অংশী-হিসাবেই মহাবিষ্ণুকে মৎস্য-কূর্ম্মাদির অবতারী বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্, সুতরাং মূল অবতারী এবং মহাবিষ্ণু আদি যে তাঁহারই অংশ-কলা, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে "এতে চাংশকলাঃ" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১১। অন্বয়াদি পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদে ১৩শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৬৮। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৫ পয়ারে মহাবিষ্ণুকে সর্ব্বজিষ্ণু—সর্ব্বকর্ত্তা বলা হইয়াছে; এই পয়ারে তাহার হেতু বলিতেছেন। তিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা; তিনি জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত নানাবিধ অবতারকে অবতীর্ণ করাইয়া জগতের হিতসাধন করেন, তাই তাঁহাকে মহাজিষ্ণু বা সর্ব্বকর্ত্তা বলা হইয়াছে।

নানা অবতার—লীলাবতার, যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার ইত্যাদি। **ভর্ত্তা**—পালনকর্ত্তা।

৬৯। পূর্ব্ব পয়ারে অবতারের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু অবতার কাহাকে বলে? তাহাই বলিতেছেন। সৃষ্টি-কার্য্যাদির নিমিত্ত ভগবানের যে অংশ পরব্যোমস্থ স্বীয় ধাম হইতে ব্রহ্মাণ্ডে প্রাদুর্ভূত হয়েন, সেই অংশকে অবতার বলে। স্বধাম হইতে ব্রহ্মাণ্ডে "অবতরণ করেন" বলিয়া সেই অংশকে "অবতার" বলে।

সৃষ্ট্যাদি-নিমিত্ত—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়াদির নিমিত্ত। **অবধান**—মনোযোগ, দৃষ্টি। সৃষ্টি-আদির উদ্দেশ্যে ভগবান্ যে অংশের প্রতি মনোযোগ বা দৃষ্টি করেন, অর্থাৎ যে অংশের প্রপঞ্চে অবতরণ তিনি ইচ্ছা করেন, সুতরাং ইচ্ছা-শক্তির ইঙ্গিতে যে অংশ প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, সেই অংশকে অবতার বলে।

৭০। ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা এবং দ্বিতীয় পুরুষই ব্রহ্মাদি অবতারের অব্যবহিত কারণ বা অংশী; তথাপি মহাবিষ্ণুকেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা এবং নানা অবতারের মূল বলা হইল কেন, তাহাই এই পয়ারে বলা হইতেছে। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা ব্রহ্মাদির মূল দ্বিতীয় পুরুষ এবং দ্বিতীয় পুরুষের মূল মহাবিষ্ণু হওয়াতে ব্রহ্মাদিরও মূল মহাবিষ্ণুই হইলেন এবং দ্বিতীয় পুরুষ হইতে লব্ধ মহাবিষ্ণুর শক্তিতেই ব্রহ্মাদি জগতের সৃষ্ট্যাদি করেন বলিয়া মহাবিষ্ণুকেই সৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা বলা যায়; এইরূপে তিনি ব্রহ্মাদি-অবতারের মূল হইলেন; আবার পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৭ পয়ার অনুসারে তিনি মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারেরও মূল; তাই মহাবিষ্ণু হইলেন অবতার-সমূহের মূল অংশী; এজন্য তাঁহাকে অবতারী বা অবতার-সমূহের অংশী বলা হইয়াছে।

আদ্য-অবতার—ভগবান্ মহাবিষ্ণুই আদ্য (প্রথম) অবতার। সমস্ত অবতারের মূল অংশী বলিয়া

তথাহি (ভাঃ ২।৬।৪২)—
আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অবতারান্ বিস্তরেণাহ আদ্য ইতি যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। পরস্য ভূম্নঃ পুরুষঃ প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকঃ। যস্য সহস্রশীর্ষেত্যাদ্যুক্তো লীলাবিগ্রহঃ স আদ্যোঽবতারঃ। বক্ষ্যতি হি ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্ স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ। যচ্চোক্তং বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়মণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ইতি ॥ যদ্যপি সর্ব্বেষামবিশেষাণামবতারত্বমুচ্যতে তথাপি কালশ্চ স্বভাবশ্চ সদসদিতি কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতিশ্চ এতাঃ শক্তয়ঃ। মন আদীনি কার্য্যাণি। ব্রহ্মাদয়ো গুণাবতারাঃ। দক্ষাদয়ো বিভূতয় ইতি বিবেক্তব্যম্। মনো মহত্তত্ত্বম্। দ্রব্যং মহাভূতানি। ক্রমোঽত্র ন বিবক্ষিতঃ। বিকারোঽহঙ্কারঃ। গুণঃ সত্ত্বাদিঃ। বিরাট্ সমষ্টিশরীরম্। স্বরাট্ বৈরাজঃ। স্থাস্নু স্থাবরম্। চরিষ্ণু জঙ্গমঞ্চ ব্যষ্টিশরীরম্। স্বামী। ১২ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহাকে আদি বা মূল অবতার বলা হইল। অথবা, যদিও সৃষ্ট্যাদিনিমিত্ত মহাবিষ্ণু স্বয়ংরূপে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন নাই, তথাপি তিনিই সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যের মূল বলিয়া তাঁহাকে আদ্য-অবতার বলা হইয়াছে। **মহাপুরুষ**—৬৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য; মহাবিষ্ণু। **সর্ব্ব-অবতার বীজ**—সমস্ত অবতারের অব্যবহিত মূল। **সর্ব্বাশ্রয়-ধাম**—সর্ব্বাশ্রয়ের আশ্রয়; সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় দ্বিতীয় পুরুষ। মহাবিষ্ণু সেই দ্বিতীয়-পুরুষেরও আশ্রয়; তাই তিনি সর্ব্বাশ্রয়-ধাম।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১২। অন্বয়। পরস্য ভূম্নঃ (স্বরূপ এবং শক্তিদ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবানের) আদ্যঃ (আদি—প্রথম) অবতারঃ (অবতার—প্রাকৃত বৈভবে আবির্ভাব) পুরুষঃ (কারণার্ণবশায়ী পুরুষ); কালঃ (কাল), স্বভাবঃ (স্বভাব), সদসৎ (কার্য্যকারণাত্মিকা প্রকৃতি), মনঃ (মহত্তত্ত্ব), দ্রব্যং (মহাভূত), বিকার (অহঙ্কার), গুণঃ (সত্ত্বাদি গুণ), ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয় সমূহ), বিরাট্ (ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ সমষ্টিশরীর), স্বরাট্ (সমষ্টি-জীব হিরণ্যগর্ভ), স্থাস্নু (স্থাবর), চরিষ্ণু (জঙ্গম) [বিভূতয়ঃ] (বিভূতি)।

অনুবাদ। স্বরূপে ও শক্তিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের প্রথম অবতার হইলেন (কারণার্ণবশায়ী) পুরুষ। কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণাত্মিকা প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার-তত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণত্রয়, ইন্দ্রিয়গণ, ব্রহ্মাণ্ডরূপ সমষ্টিশরীর (বিরাট্), সমষ্টিজীবরূপ হিরণ্যগর্ভ, স্থাবর ও জঙ্গমাদি (সেই ভগবানের বিভূতি)। ১২।

পরস্য ভূম্নঃ—স্বরূপেণ শক্ত্যা চ সর্ব্বাতিশায়িণঃ (শ্রীজীব)। পর-অর্থ শ্রেষ্ঠ; স্বরূপে এবং শক্তিতে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই ভূম্নঃ—সর্ব্বব্যাপক ভগবানের। **আদ্যঃ অবতারঃ**—আদি বা প্রথম অবতার (অর্থাৎ স্বেচ্ছায় আবির্ভাবরূপ) হইতেছেন **পুরুষঃ**—প্রকৃতির প্রবর্ত্তক কারণার্ণবশায়ী। কারণার্ণবশায়ী পুরুষই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের প্রথম অবতার; তিনি স্বেচ্ছাতেই প্রাকৃত-বৈভবে অবতীর্ণ হইয়াছেন (শ্রীজীব) তিনি সহস্রশীর্ষা (স্বামী)। তাঁহার বিভূতি কি কি তাহা বলিতেছেন—কাল, স্বভাব ইত্যাদি।

উক্ত শ্লোকে উল্লিখিত কালাদি সমস্তই অবিশেষে অবতার হইলেও কাল, স্বভাব (প্রকৃতির স্বভাব) এবং প্রকৃতি—এই তিনটী শক্তিরূপ অবতার; মহত্তত্ত্ব, পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কারতত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণত্রয়, একাদশ ইন্দ্রিয়, বিরাট্ বা সমষ্টিশরীর, স্বরাট্ বা সমষ্টিজীব, স্থাবর ও জঙ্গম—এই সমস্ত কার্য্যরূপ অবতার। শক্তিরূপ ও কার্য্যরূপ অবতারসমূহের আদি কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বলিয়া তিনিই আদ্য অবতার। পূর্ব্বপয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

কাল ও স্বভাবাদির তাৎপর্য্য ভূমিকায় সৃষ্টিতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

তত্রৈব (১।৩।১)—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ১৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যদুক্তম্ অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্ অবতারকথাঃ শুভা ইতি তদুত্তরত্বেনাবতারাননুক্রমিষ্যন্ প্রথমং পুরুষাবতারমাহ জগৃহে ইতি পঞ্চভিঃ। মহদাদিভির্মহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রৈঃ সম্ভূতং সুনিষ্পন্নম্। একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চমহাভূতানি ইতি ষোড়শ কলা অংশা যস্মিন্ তৎ। যদ্যপি ভগবদ্বিগ্রহো নৈবম্ভূতঃ তথাপি বিরাড় জীবান্তর্যামিনো ভগবতো বিরাড রূপেণ উপাসনার্থমেবমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্। স্বামী ।১৩।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কোন কোন গ্রন্থে এই শ্লোকের পরে "অহং ভবো যজ্ঞ ইমে" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের তিনটী (২।৬।৪৩—৪৫) শ্লোক দৃষ্ট হয়। সকল গ্রন্থে (ঝামটপুরের গ্রন্থেও) এই শ্লোকগুলি দৃষ্ট হয় না ; এবং এস্থলে এই শ্লোকগুলি অনাবশ্যক বলিয়াও মনে হয় ; তাই শ্লোকগুলি মুদ্রিত হইল না। কারণার্ণবশায়ী যে প্রথম অবতার, আদ্য অবতার, একথা পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে এবং এই উক্তির অনুকূল প্রমাণের প্রয়োজন বলিয়াই "আদ্যোঽবতারঃ" ইত্যাদি শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে ; কারণ, এই শ্লোকেই সেই প্রমাণ আছে। পরবর্ত্তী (২।৬।৪৩—৪৫) শ্লোকত্রয়ে কালস্বভাবাদিব্যতীত অনেক বিভূতির কথা বলা হইয়াছে। যদি বিভূতির প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে ঐ তিনটী শ্লোকও উদ্ধৃত করার সার্থকতা থাকিত।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। ভগবান্ (শ্রীভগবান্) আদৌ (আদিতে—সৃষ্টির আরম্ভে) লোকসিসৃক্ষয়া (লোক-সৃষ্টির অভিপ্রায়ে) মহদাদিভিঃ (মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র-এসমস্ত দ্বারা) সম্ভূতং (সুনিষ্পন্ন) ষোড়শকলং (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত—এই ষোড়শাংশবিশিষ্ট) পৌরুষং (পুরুষাখ্য) রূপং (রূপ) জগৃহে (প্রকট) করিলেন)।

অনুবাদ। সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ লোকসৃষ্টির অভিপ্রায়ে মহত্তত্ত্বাদি দ্বারা সুনিষ্পন্ন এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই ষোড়শ-অংশবিশিষ্ট পুরুষাখ্য স্বরূপকে (কারণার্ণবশায়ী পুরুষকে) প্রকট করিলেন। ১৩।

মহদাদিভিঃ—মহৎ-শব্দে মহত্তত্ত্ব এবং আদি-শব্দে অহঙ্কার-তত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্রকে (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দকে) বুঝাইতেছে। **ষোড়শ কলম্**—ষোলকলা (অংশ)-বিশিষ্ট ; একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম)—এই ষোলটী অংশ। এই শ্লোকে বলা হইল, মহাবিষ্ণুর রূপ অহঙ্কার-তত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা নিষ্পন্ন ; এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত তাঁহার অংশ। বাস্তবিক ভগবান্ মহাবিষ্ণুর রূপ ঈদৃশ নহে ; তথাপি যাঁহারা বিরাট্ জীবান্তর্য্যামী (সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী) ভগবান্ মহাবিষ্ণুকে বিরাট্‌রূপে উপাসনা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সুবিধার নিমিত্তই এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে (শ্রীধরস্বামী)। এই বর্ণনায় সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডকে পুরুষের দেহরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ক্রমসন্দর্ভনাম্নী টীকাতে বলিয়াছেন **মহদাদিভিঃ** সম্ভূতং রূপম্—মহত্তত্ত্বাদির সহিত মিলিত (সম্ভূত) রূপ। ভগবান্ যে রূপটী প্রকটিত করিলেন, তাহা মহদাদির সহিত মিলিত ছিল ; প্রাকৃত প্রলয়ে জগৎপ্রপঞ্চ সূক্ষ্মরূপে তাঁহার যে রূপে লীন ছিল, সেই রূপ বা স্বরূপটীকে সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনি প্রকটিত করিলেন। প্রাকৃতপ্রলয়ে স্বস্মিন্ লীনং সৎ প্রকটতয়া স্বীকৃতবান্। কি উদ্দেশ্যে এই রূপটী প্রকটিত করিলেন ? **লোকসিসৃক্ষয়া**—লোকসৃষ্টির উদ্দেশ্যে। অনন্তকোটি জীবময় অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মরূপে তাঁহাতে লীন ছিল ; সে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডাদিকে স্থূলরূপে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত। তস্মিন্নেব লীনানাং লোকানাং সমষ্টিব্যষ্ট্যুপাধিজীবানাং প্রাদুর্ভাবনার্থমিত্যর্থঃ। যে রূপটী তিনি প্রকটিত করিলেন, তাঁহার নাম পুরুষ, কারণার্ণবশায়ী পুরুষ এবং তিনি ছিলেন

যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তেঁহো তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মারূপে তাঁর জগত আধার ॥ ৭১
প্রকৃতিসহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতি সহ নহে স্পর্শ গন্ধ ॥ ৭২

তথাহি (ভাঃ ১।১১।৩৯)—
এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ১৪
এইমত গীতাতেহো পুনঃ পুনঃ কয়—
সর্ব্বদা ঈশ্বরতত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি হয় ॥ ৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ষোড়শকলং—ষোলকলায় পূর্ণ। সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই যখন এই পুরুষের আবির্ভাব, তখন সৃষ্টির উপযোগিনী সমস্ত শক্তিতে পূর্ণ করিয়াই তাঁহাকে প্রকটিত করিয়াছিলেন। ষোড়শকলং তৎসৃষ্ট্যুপযোগিপূর্ণশক্তিরিত্যর্থঃ। যিনি এই রূপটী প্রকটিত করিলেন, তিনি ভগবান্ (পরব্যোমাধিপতি) ; আর যে স্বরূপটী প্রকটিত হইলেন, তিনি হইলেন কারণার্ণবশায়ী এবং যাহা যাহা সৃষ্ট হইবে, তাহা তাহার আশ্রয় বলিয়া তিনি তৎসমস্তের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। তদেবং যস্তদ্রূপং জগৃহে, স ভগবান্। যত্তু তেন গৃহীতং তত্তু স্বস্জ্যানামাশ্রয়ত্বাৎ পরমাত্মেতি পর্য্যবসিতম্। কারণার্ণবশায়ীই প্রকৃতির বা সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী।

এই শ্লোক "ভগবান্"-শব্দে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

সৃষ্টিকার্য্যের প্রারম্ভে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথমে প্রকটিত ভগবৎ-স্বরূপ যে মহাবিষ্ণু, সুতরাং মহাবিষ্ণুই যে প্রথম অবতার, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

৭১-৭২। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬২-৬৬ পয়ারে বলা হইয়াছে—মহাবিষ্ণু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় বা আধার ; আবার ৫৯ পয়ারে বলা হইয়াছে, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক এক স্বরূপে তিনি অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন—সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড হইল তাঁহার আশ্রয় বা আধার, আর তিনি হইলেন ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রিত বা আধেয়। এইরূপে প্রকৃতির (প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের) আশ্রয় বা আধারও হইলেন মহাবিষ্ণু এবং আশ্রিত বা আধেয়ও হইলেন মহাবিষ্ণু। প্রকৃতির সহিত তাঁহার এই উভয় রকমের সম্বন্ধই আছে ; সুতরাং প্রকৃতির সহিত তাঁহার স্পর্শ হওয়াই সম্ভব ; কারণ, স্পর্শ না হইলে আধার-আধেয় সম্বন্ধ হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কার নিরসনের নিমিত্ত বলিতেছেন—প্রাকৃত বস্তুতে স্পর্শ ব্যতীত আধার-আধেয় সম্বন্ধ হইতে পারে না সত্য ; কিন্তু ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে প্রকৃতি ও মহাবিষ্ণুর পরস্পর আধার-আধেয় সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের পরস্পরের সহিত স্পর্শ হয় না।

তেহোঁ—মহাবিষ্ণু। **তাঁহাতে**—মহাবিষ্ণুর মধ্যে। **সংসার**—ব্রহ্মাণ্ড। **যদ্যপি** ইত্যাদি—যদিও মহাবিষ্ণু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় বা আধার। **অন্তরাত্মারূপে**—অন্তর্য্যামিরূপে (ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থাকেন বলিয়া)। **তাঁর**—মহাবিষ্ণুর। **জগত-আধার**—অন্তর্য্যামিরূপে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থাকেন বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার আধার বা আশ্রয়। কোন কোন গ্রন্থে "তাঁর" স্থলে "তিহোঁ" পাঠ আছে ; এইরূপ পাঠে "জগত-আধার" শব্দের অর্থ হইবে—জগতই আধার যাঁর। তিহোঁ (মহাবিষ্ণু) জগত-আধার (জগত আধার যাঁহার)—জগৎ বা ব্রহ্মাণ্ড মহাবিষ্ণুর আধার। **উভয়-সম্বন্ধ**—আধার ও আধেয়, আশ্রয় ও আশ্রিত এই উভয় রকম সম্বন্ধ। **নহে স্পর্শ-গন্ধ**—স্পর্শের গন্ধও নাই, ক্ষীণ স্পর্শও নাই। প্রকৃতির সহিত মহাবিষ্ণুর আধারাধেয়-সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যে স্পর্শগন্ধ নাই, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৪। অন্বয়াদি পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১১শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৭৩। প্রকৃতির সহিত মহাবিষ্ণুর আধারাধেয়-সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যে স্পর্শ নাই, তাহা যেমন "এতদীশনমীশস্য" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিতেছেন, তদ্রূপ "ময়া ততমিদং" ইত্যাদি (৯।৪-৫) শ্লোকে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাও বলিতেছেন। ঈশ্বরের অচিন্ত্য স্বরূপ-শক্তির প্রভাবেই এই স্পর্শশূন্যতা সম্ভব। ১।৪।৯। শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই মত—শ্রীমদ্‌ভাগবতের "এতদীশনমীশস্য" ইত্যাদি শ্লোকের ন্যায়। **গীতাতেহো**—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও। গীতার উক্তরূপ শ্লোকগুলি এই :—"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি

আমি ত জগতে বসি জগত আমাতে ।
না আমি জগতে বসি না আমায় জগতে ॥ ৭৪
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমায় ।
এই ত গীতার অর্থ কৈল পরচার ॥ ৭৫
সেই ত পুরুষ যার 'অংশ' ধরে নাম ।
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম ॥ ৭৬
এই ত নবম-শ্লোকের অর্থ বিবরণ ।
দশম-শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৭৭

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—

যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসঙ্ঘাতনালম্ ।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১৫

সেই পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া ।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হঞা ॥ ৭৮
ভিতরে প্রবেশি দেখে—সব অন্ধকার ।
রহিতে নাহিক স্থান, করিল বিচার ॥ ৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥ ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ । ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৯।৪-৫ ॥" পরবর্ত্তী দুই পয়ারে এই দুই শ্লোকের মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে। **অচিন্ত্য-শক্তি**—অচিন্ত্যা (চিন্তাতীতা) শক্তি যাঁহার, তিনি অচিন্ত্য-শক্তি। ঈশ্বর-তত্ত্ব সর্ব্বদাই অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন—ঈশ্বরের শক্তির মাহাত্ম্য যুক্তিতর্কাদিদ্বারা নির্ণয় করা যায় না। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ। ব্রহ্মসূত্র ২।১।২৭ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যধৃত পুরাণবচন।" কোন কোন গ্রন্থে "অচিন্ত্যশক্তি"-স্থলে "অবিচিন্ত্য" পাঠ দৃষ্ট হয় ; অর্থ—চিন্তার অতীত, যুক্তিতর্কাদি দ্বারা নির্ণয়ের অযোগ্য।

৭৪-৭৫। গীতা-শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন দুই পয়ারে। এই দুই পয়ার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

আমি ত জগতে বসি—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "আমি জগতে বা ব্রহ্মাণ্ডে বাস করি, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড আমার আধার বা আশ্রয়। আবার **জগত আমাতে**—জগৎ বা ব্রহ্মাণ্ডও আমাতে বাস করে, সুতরাং আমি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় বা আধার। এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে আমার আধার-আধেয় সম্বন্ধ। তথাপি কিন্তু **না আমি জগতে** ইত্যাদি—আমিও জগতে বাস করি না, আমাতেও জগৎ বাস করে না, অর্থাৎ জগৎ আমার আধার হইলেও জগৎকে আমি স্পর্শ করি না এবং জগতের আধার হইলেও আমাকে জগৎ স্পর্শ করিতে পারে না।"

অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "আধার-আধেয়-সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যে জগতের সঙ্গে আমার স্পর্শ হয় না, আমার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া জানিবে। **পরচার**—প্রচার।

৭৬। **সেইত পুরুষ**—যিনি আদ্য অবতার, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-আদির কর্ত্তা, যিনি সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় এবং গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ যাঁহার অংশ, যিনি মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারের অংশী, এবং প্রকৃতির আধার এবং আধেয় হইয়াও প্রকৃতির সহিত যাঁহার স্পর্শ নাই, সেই অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন মহাবিষ্ণু কারণার্ণবশায়ী পুরুষ (যাঁহার অংশ, সেই শ্রীবলরামই শ্রীনিত্যানন্দরূপে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে বিরাজিত)। **নিত্যানন্দ রাম**—শ্রীনিত্যানন্দ রূপ রাম বা বলরাম। "মায়াভর্ত্তাজাণ্ড" ইত্যাদি ৭ম শ্লোকের অর্থ এই পয়ারে শেষ হইল।

৭৭। **এইত**—৪৩-৭৬ পয়ারে। **নবম শ্লোকের**—প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত "মায়াভর্ত্তাজাণ্ড" ইত্যাদি নবম শ্লোকের। **দশম শ্লোকের**—প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত "যস্যাংশাংশঃ" ইত্যাদি দশম শ্লোকের।

শ্লো। ১৫। অন্বয়াদি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম পরিচ্ছেদে ১০ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকের মর্ম্ম পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে ব্যক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে গর্ভোদশায়ীর তত্ত্ব বলা হইয়াছে। ইনি মহাবিষ্ণুর অংশ।

৭৮। কারণার্ণবশায়ী-পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক মূর্ত্তিতে প্রবেশ করিলেন। "প্রত্যণ্ডমেবমেকাংশাদেকাংশাদ্বিশতি স্বয়ম্। ব্র সং। ৫।১৪। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ—শ্রুতিঃ।

নিজ অঙ্গে স্বেদজল করিল সৃজন।
সেই জলে কৈল অর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ড ভরণ ॥ ৮০
ব্রহ্মাণ্ডপ্রমাণ—পঞ্চাশতকোটি যোজন।
আয়াম বিস্তার হয়ে দুই এক-সম ॥ ৮১
জলে ভরি অর্দ্ধ তাহা কৈল নিজবাস।
আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দ ভুবন প্রকাশ ॥ ৮২
তাহাঞি প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজধাম।
শেষ শয়ন-জলে করিল বিশ্রাম ॥ ৮৩
অনন্তশয্যাতে তাহাঁ করিল শয়ন।
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন ॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেইত পুরুষ—সেই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ। **সব অণ্ডে** ইত্যাদি—মহাবিষ্ণু বহুমূর্ত্তি (অর্থাৎ যত ব্রহ্মাণ্ড তত মূর্ত্তি) হইয়া এক এক মূর্ত্তিতে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন।

৮০। নিজের অঙ্গ হইতে ঘর্ম্ম উৎপাদন করিয়া সেই ঘর্ম্মজলে অর্দ্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিলেন। **স্বেদ**—ঘর্ম্ম। তিনি যে জলে শয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ "যস্যাম্ভসি শয়ানস্য"-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৩।২ শ্লোকে পাওয়া যায়। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—যস্য পুরুষস্য দ্বিতীয়েন ব্যূহেন ব্রহ্মাণ্ডং প্রবিশ্য অম্ভোসি গর্ভোদকে শয়ানস্য ইত্যাদি যোজ্যম্। —সেই কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের দ্বিতীয় ব্যূহ বা দ্বিতীয় স্বরূপ প্রতি সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া সেই ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভস্থ জলে শয়ন করিলেন। ইহা হইতে পাওয়া গেল, দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ জলেই শয়ন করিয়াছিলেন; এজন্যই তাঁহাকে গর্ভোদশায়ী পুরুষ বলা হয়। কিন্তু সে স্থানে তিনি জল পাইলেন কোথায়? উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—একৈকপ্রকাশেন প্রবিশ্য স্বসৃষ্টে গর্ভোদে শয়ানস্য—এক এক রূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া সেস্থানে নিজে জল সৃষ্টি করিলেন এবং সেই স্বসৃষ্টজলে তিনি শয়ন করিলেন।

৮১। ব্রহ্মাণ্ডের আয়তনের পরিচয় দিতেছেন। **আয়াম**—দৈর্ঘ্য। **বিস্তার**—প্রস্থ। ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন পঞ্চাশকোটি যোজন; দৈর্ঘ্যও প্রস্থ দুইই সমান। স্থানান্তরে বলা হইয়াছে—"এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন। * *॥ কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি, কোন লক্ষকোটি। কোন নিযুতকোটি, কোন কোটি কোটি॥ ২।২১। ৬৮-৬৯॥" ইহাতে বুঝা যায়, সকল ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন সমান নহে। আলোচ্য পয়ারে বোধ হয় আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বলা হইয়াছে; কারণ, উদ্ধৃত পয়ার হইতে জানা যায়, আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডই পঞ্চাশৎ কোটি যোজন। ব্রহ্মাণ্ড গোলাকার বলিয়াই বোধ হয় দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান বলা হইয়াছে।

৮২। ব্রহ্মাণ্ডের এক অর্দ্ধেক স্বীয় ঘর্ম্মজলে পূর্ণ করিয়া, সেই জলে তিনি নিজের বাসস্থান করিলেন। আর এক অর্দ্ধেকে চতুর্দ্দশ ভুবন প্রকাশিত করিলেন। ১।১।১০ শ্লোক টীকা দ্রষ্টব্য। ৯০-৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৩। **তাহাঞি**—সেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ স্বেদজলেই। **বৈকুণ্ঠ নিজধাম**—পরব্যোমে প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপেরই নিজ নিজ ধাম আছে; সেই ধামও চিন্ময়, সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু এবং প্রত্যেক ধামের নামও বৈকুণ্ঠ। যিনি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বেদজলে অর্দ্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিলেন, পরব্যোমে বৈকুণ্ঠ-নামে তাঁহারও একটী ধাম আছে; তিনি এক্ষণে সেই স্বীয় ধামকেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ স্বেদজলে প্রকট (আবির্ভূত) করিলেন। এই ধাম বিভু বলিয়া যখন যেখানে ইচ্ছা, সেই খানেই তিনি ইহাকে প্রকট করিতে পারেন (১।৩।২১ পয়ার টীকা দ্রষ্টব্য)। **শেষ**—অনন্তদেব। **শয়ন**—শয্যা, বিছানা। **শয়নজলে**—শয়ন (শয্যা)-রূপ জলে, অর্থাৎ জলের উপরে। শয্যার উপরে লোক যেরূপ শয়ন করে, অনন্তদেব তখন ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ ঘর্ম্মজলের উপরে সেই রূপ শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিলেন।

৮৪। **অনন্ত-শয্যাতে**—অনন্তদেবরূপ শয্যাতে; বিছানার উপরে লোক যেমন শয়ন করে, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ পুরুষও তেমনি অনন্তদেবের দেহের উপরে শয়ন করিলেন। "মৃণালগৌরায়তশেষভোগ-পর্য্যঙ্ক একং পুরুষং শয়ানম্। ফণাতপত্রাযুতমূর্দ্ধরত্ন-দ্যুভির্হতধ্বান্তযুগান্ত-তোয়ে॥ মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণ অথচ বিস্তীর্ণ অনন্তনাগের শরীর-শয্যায় জলের মধ্যে এক পুরুষ শয়ন করিয়া আছেন; ঐ শেষ-নাগের ফণাশিরঃস্থ রত্ননিচয়ের প্রভায় ঐ জলরাশি আলোকিত

সহস্র নয়ন হস্ত, সহস্র চরণ।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ জগত-কারণ ॥ ৮৫
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল্ এক পদ্ম।
সেই পদ্ম হৈল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম ॥ ৮৬
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন।
তেঁহো ব্রহ্মা হৈয়া সৃষ্টি করিল সৃজন ॥ ৮৭
বিষ্ণুরূপ হৈয়া করে জগত পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়াগুণে ॥ ৮৮
রুদ্র-রূপ ধরি করে জগত-সংহার।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়া রহিয়াছে। শ্রীভা, ৩৮।২৩॥" এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ জলের (উদকের) উপরে (ভাসমান অনন্ত-দেবের দেহরূপ শয্যায়) শয়ন করিয়া থাকেন বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ পুরুষকে গর্ভোদকশায়ী পুরুষ বলে।

৮৫। এক্ষণে গর্ভোদকশায়ী পুরুষের রূপ ও কার্য্য বর্ণনা করিতেছেন। তাঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র মুখ, সহস্র চক্ষু, সহস্র হস্ত, সহস্র চরণ। সহস্র অর্থ এস্থলে অসংখ্য। "পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্রচক্ষুষা সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্। সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ॥ শ্রী, ১।৩।৪॥ অয়ং গর্ভোদকস্থঃ সহস্রশীর্ষানিরুদ্ধঃ এব॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৪০॥ তিনি **সর্ব্ব-অবতার বীজ**—ব্রহ্মাদি গুণাবতার-সমূহের এবং যুগ-মন্বন্তরাবতারাদিরও মূল। এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ শ্রীভা, ১।৩।৫॥" **জগত-কারণ**—ব্রহ্মা ব্যষ্টি-জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা; সেই ব্রহ্মারও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া গর্ভোদশায়ী জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বা কারণ। ৭৮-৮৫ পয়ারে শ্লোকস্থ গর্ভোদশায়ীর বিবরণ বলা হইল।

৮৬। গর্ভোদশায়ীর নাভিদেশ হইতে একটী পদ্ম উত্থিত হইল; সেই পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হইল। **তাঁর**—গর্ভোদশায়ীর। **নাভিপদ্ম**—নাভিরূপ পদ্ম; নাভির সৌন্দর্য্য ও সৌগন্ধ্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে পদ্মতুল্য বলা হইয়াছে। **জন্মসদ্ম**—জন্মস্থান; সেই পদ্মেই ব্রহ্মার উদ্ভব হইল; এজন্য ব্রহ্মার একটী নামও হইয়াছে পদ্মযোনি। "যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ। নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ॥—যোগনিদ্রা অবলম্বন পূর্ব্বক জলে শয়ান পুরুষের নাভিহ্রদ হইতে সমুদ্ভূত পদ্মে বিশ্বস্রষ্টাদের পতি ব্রহ্মার জন্ম হইল। শ্রীভা, ১।৩।২॥"

এই পয়ারে শ্লোকস্থ "যন্নাভ্যব্জং লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতুঃ" অংশের অর্থ করা হইল।

৮৭-৮৯। উক্ত পদ্মের নালে চতুর্দ্দশ ভুবনের উদ্ভব হইল; অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবনই উক্ত পদ্মের নালসদৃশ হইল। ইহা শ্লোকস্থ "লোক-সংঘাতনালম্" শব্দের অর্থ। চৌদ্দভুবনের নাম ১।১।১০ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য।

তেঁহো—সেই গর্ভোদশায়ী পুরুষ। তিনি ব্রহ্মা রূপে জগতের সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে জগতের পালন করেন এবং রুদ্ররূপে জগতের সংহার করেন। ব্রহ্মা রজোগুণের, বিষ্ণু সত্ত্বগুণের এবং রুদ্র তমোগুণের সহায়তায় স্ব স্ব অধিকারের কার্য্য করেন; এজন্য তাঁহাদিগকে গুণাবতার বলে। তাঁহারা গর্ভোদশায়ীরই অবতার; তাই তাঁহারাই সাক্ষাদ্ভাবে জগতের সৃষ্ট্যাদির কারণ হইলেও তাঁহাদের মূল গর্ভোদশায়ীকেই ৮৫ পয়ারে "জগত-কারণ" বলা হইয়াছে। "সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে। স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥—এক পরম পুরুষই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত হইয়া জগতের স্থিত্যাদি-বিষয়ে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র নাম ধারণ করেন। তন্মধ্যে শুদ্ধ-সত্ত্বতনু বিষ্ণু হইতেই মনুষ্যদিগের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হয়। শ্রীভা, ১।২।২৩॥"

ব্রহ্মা হৈয়া—ব্রহ্মা দুই রকমের; জীবকোটি ও ঈশ্বর-কোটি। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চিতামেতি।—যে জীব শতজন্ম পর্য্যন্ত স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান, তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন। ৪।২৪।২৯॥" যে কল্পে এরূপ যোগ্য জীব পাওয়া যায়, সেই কল্পে ব্রহ্মারূপে তিনিই গর্ভোদশায়ীর নাভিপদ্মে জন্মগ্রহণ করেন এবং গর্ভোদশায়ী তাঁহাতেই শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহাদ্বারাই জগতের সৃষ্টি করান। এইরূপ ব্রহ্মাকে জীবকোটি ব্রহ্মা বলে। আর, যেই কল্পে এইরূপ যোগ্য জীব পাওয়া যায় না, সেই কল্পে গর্ভোদশায়ী পুরুষই স্বীয় এক অংশে ব্রহ্মা

হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্য্যামী জগত-কারণ।
যাঁর অংশ করি করে বিরাট-কল্পন ॥ ৯০
হেন নারায়ণ যাঁর অংশেরও অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব অবতংস ॥ ৯১
দশম-শ্লোকের এই কৈল বিবরণ।
একাদশ-শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৯২

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়া জগতের সৃষ্টি করেন। এই ব্রহ্মাকে ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা বলে। “ভবেৎ কচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ। কচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে ॥—কোন কোন মহাকল্পে উপাসনাপ্রভাবে জীবও ব্রহ্মা হয়েন, কোনও কোনও কল্পে গর্ভোদশায়ীই ব্রহ্মা হয়েন। ল, ভা, ২।২১। ধৃত পাদ্মবচন।”

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র—ইঁহারা সত্ত্বাদিগুণের নিয়ামকরূপেই তত্তদ্গুণের পরিচালনা করিয়া সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা নিয়ামকরূপে রজোগুণকে পরিচালিত করিয়া জগতের সৃষ্টি করেন, রুদ্র নিয়ামকরূপে তমোগুণকে পরিচালিত করিয়া জগতের সংহার করেন। ব্রহ্মা ও রুদ্র সান্নিধ্যমাত্রে রজঃ ও তমোগুণকে পরিচালিত করেন; কিন্তু বিষ্ণু সঙ্কল্পমাত্রেই সত্ত্বগুণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জগতের পালন করেন, বিষ্ণু সত্ত্বগুণকে স্পর্শ তো করেনই না, সত্ত্বগুণের সান্নিধ্যেও যান না; “বিষ্ণুস্তু সত্ত্বেনাপি ন যুক্তঃ, কিন্তু সঙ্কল্পেনৈব তন্নিয়মনমাত্রকৃৎ। ল, ভা, ২।১২। বিদ্যাভূষণ-ভাষ্য।” তাই বলা হইয়াছে—**গুণাতীত** বিষ্ণু ইত্যাদি। **স্পর্শ নাহি** ইত্যাদি—মায়ার (প্রকৃতির) গুণের (এস্থলে সত্ত্বের) সহিত বিষ্ণুর স্পর্শ নাই। “অতঃ স তৈর্ন যুজ্যেত তত্র স্বাংশঃ প্রভোর্য়ঃ।—যিনি প্রভুর স্বাংশ বিষ্ণু, তিনি কোন প্রকারেই গুণের সহিত যুক্ত হননা। ল, ভা, ২।১৮। **সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়** ইত্যাদি—গর্ভোদশায়ীর ইচ্ছাতেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। **স্থিতি**—পালন।

৯০-৯১। **হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্য্যামী**—ব্রহ্মার অন্তর্য্যামী, তাই তিনি “জগত-কারণ।” **যার অংশ**—যে গর্ভোদশায়ীর অংশ পাতালাদি-চতুর্দ্দশ ভুবন। চতুর্দ্দশ-ভুবন গর্ভোদশায়ীর নাভি হইতে উৎপন্ন পদ্মের নাল হওয়াতে তাঁহার অংশই হইল। **বিরাট-কল্পন**—বিরাটরূপের কল্পনা। “যস্যেহাবয়বৈর্লোকান্ কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ। কট্যাদিভিরধঃ সপ্ত সপ্তোর্দ্ধং জঘনাদিভিঃ ॥—পণ্ডিতগণ তাঁহার অবয়ব দ্বারা লোকসমূহের কল্পনা করেন। তাঁহার কটিদেশাদিদ্বারা অধঃ সপ্তলোক এবং জঘনাদিদ্বারা উর্দ্ধ সপ্তলোক কল্পনা করা হয়। শ্রীভা, ২।৫।৩৬ ॥” কল্পিত বিরাটমূর্ত্তির পদযুগল ভূর্লোক, নাভি ভুবর্লোক, হৃদয় স্বর্গলোক, বক্ষঃ মহর্লোক, গ্রীবা জনলোক, ওষ্ঠদ্বয় তপোলোক, মস্তক সত্যলোক, কটী অতল, উরুদ্বয় বিতল, জানুদ্বয় সুতল, জঙ্ঘাদ্বয় তলাতল, গুল্ফদ্বয় মহাতল, চরণযুগলের অগ্রভাগ রসাতল এবং পাদতল পাতাল (শ্রী, ভা, ২।৫।৩৮-৪১)। ৮২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **হেন নারায়ণ**—এতাদৃশ গর্ভোদশায়ীপুরুষ বা দ্বিতীয় নারায়ণ। **সর্ব্ব অবতংশ**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

যাঁহার ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, ব্রহ্মার অন্তর্য্যামিরূপে যিনি জগতের কারণ, যাঁহার নাভি হইতে উৎপন্ন চতুর্দ্দশ ভুবনদ্বারা বিরাট-রূপের কল্পনা করা হয়, সেই গর্ভোদশায়ী যাঁহার অংশের (কারণার্ণবশায়ীর) অংশ, সেই শ্রীবলরাম বা শ্রীনিত্যানন্দই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই পয়ারে যস্যাংশাংশঃ ইত্যাদি শ্লোকের উপসংহার করা হইল।

৯২। **একাদশ শ্লোকের**—প্রথম-পরিচ্ছেদোক্ত একাদশ শ্লোকের, যাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৬।—অন্বয়াদি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম পরিচ্ছেদের ১১শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকে জীবান্তর্য্যামী পুরুষের তত্ত্ব বলা হইয়াছে। ইনি গর্ভোদশায়ীর অংশ এবং পৃথিবীস্থ ক্ষীরোদসমুদ্রে অবস্থান করেন বলিয়া ইঁহাকে ক্ষীরোদশায়ী বা দুগ্ধাব্ধিশায়ী পুরুষ বলে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৮ পয়ারে ইঁহাকেই জগতের পালনকর্ত্তা বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে এই শ্লোকের অর্থ করা হইয়াছে।

নারায়ণের নাভিনালমধ্যে ত ধরণী।
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি ॥ ৯৩
তাহাঁ ক্ষীরোদধিমধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম।
পালয়িতা বিষ্ণু—তাঁর সেই নিজ ধাম ॥ ৯৪
সকল জীবের তেঁহো হয়ে অন্তর্য্যামী।
জগত পালক তেঁহো জগতের স্বামী ॥৯৫
যুগ মন্বন্তরে করি নানা অবতার।
ধর্ম্মসংস্থাপন করে অধর্ম্ম-সংহার ॥ ৯৬
দেবগণ নাহি পায় যাঁহার দর্শন।
ক্ষীরোদকতীরে যাই করেন স্তবন ॥ ৯৭
তবে অবতরি করে জগত-পালন।
অনন্ত বৈভব তাঁর—নাহিক গণন ॥ ৯৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯৩-৯৪। **নারায়ণের**—গর্ভোদশায়ী পুরুষের। **নাভিনাল**—নাভি হইতে উৎপন্ন পদ্মের নাল। **ধরণী**—চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্তর্গত ভূর্লোক; পৃথিবী। **সপ্তসমুদ্র**—লবণসমুদ্র, ইক্ষু (ইক্ষুরস)-সমুদ্র, সুরাসমুদ্র, ঘৃত-সমুদ্র, দধিসমুদ্র, দুগ্ধসমুদ্র ও জলসমুদ্র—এইই সপ্তসমুদ্রের নাম (ব্রহ্মবৈ পুঃ); দধিসমুদ্রের অপর নামই ক্ষীরসমুদ্র বা ক্ষীরাব্ধি।

গর্ভোদশায়ীর নাভি হইতে উৎপন্ন পদ্মের নালে যে চৌদ্দভুবন আছে, তন্মধ্যে একটী ভুবনের নাম ভূর্লোক বা ধরণী, তাহাতে সাতটী সমুদ্র আছে, একটীর নাম ক্ষীরাব্ধি, সেই ক্ষীরাব্ধির মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নামে একটা দ্বীপ আছে; সেই শ্বেতদ্বীপই ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর ধাম। (তাঁহার নিত্যধাম পরব্যোমে; শ্বেতদ্বীপে তাহা প্রকটিত হইয়াছে)। **ক্ষীরোদধি**—ক্ষীর + উদধি (সমুদ্র), ক্ষীরসমুদ্র। "অত্র শ্রীবিষ্ণোঃ স্থানঞ্চ ক্ষীরোদাদিকং পাদ্মোত্তরখণ্ডাদৌ জগৎ-পালননিমিত্তকনিবেদনার্থং ব্রহ্মাদয়স্তত্র মুহুর্গচ্ছন্তি ইতি প্রসিদ্ধেঃ বিষ্ণুলোকতয়া প্রসিদ্ধেশ্চ। বৃহৎসহস্রনাম্নি ক্ষীরাব্ধিনিলয় ইতি তন্নামগণে পঠ্যতে। শ্বেতদ্বীপপতেঃ ক্বচিদনিরুদ্ধতয়া খ্যাতিশ্চ তস্য সাক্ষাদেবাবির্ভাব ইত্যপেক্ষয়েতি ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥৫২॥" এই প্রমাণ হইতে জানাযায়, জগতের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর ধাম ক্ষীরোদসমুদ্র; তিনি শ্বেতদ্বীপ-পতি, তিনি সাক্ষাৎ অনিরুদ্ধের অবতার। তাঁহাকে শ্বেতদ্বীপপতি বলাতেই বুঝা যাইতেছে, ক্ষীরোদসমুদ্র-মধ্যে এই শ্বেতদ্বীপ অবস্থিত।

৯৫। **সকল জীবের** ইত্যাদি শ্লোকস্থ "পরাত্মাখিলানং" শব্দের অর্থ; প্রত্যেক জীবের পরমাত্মা। **জগত-পালক**—শ্লোকস্থ "পোষ্টা"-শব্দের অর্থ। **জগতের স্বামী**—শ্লোকস্থ "ক্ষৌণীভর্ত্তা"-শব্দের অর্থ।

ক্ষীরোদশায়ীই ব্যষ্টিজীবের পরমাত্মা; প্রত্যেক জীবের মধ্যেই তিনি এক এক রূপে অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজিত। "অগ্নির্যথা ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ কাঠকোপনিষৎ।২।২।৯॥" ইঁহার পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ। "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। কাঠক।২।৩।১৭॥" শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, ইনি প্রাদেশমাত্র। "কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্। চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥ শ্রীভা ২।২।৮॥" ইনি চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী।

৯৬। **যুগ-মন্বন্তরে**—প্রতিযুগে ও প্রতি মন্বন্তরে। **ধর্ম্মসংস্থাপন**—অধর্ম্ম বা ব্যভিচারের প্রকোপে যে ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় বা প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা; অথবা যুগানুরূপ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন। **অধর্ম্ম-সংহার**—অধর্ম্মের বিনাশ; ধর্ম্মজগতে যে সমস্ত ব্যভিচার প্রবেশ করে, তাহাদের দূরীকরণ।

ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ জগতের পালনকর্ত্তা; যুগে যুগে বা মন্বন্তরে মন্বন্তরে অধর্ম্মের দূরীকরণ এবং যুগধর্ম্মাদির প্রবর্ত্তন করিয়া জগতের মঙ্গল-সাধন করা তাঁহারই কার্য্য; তাই প্রতি যুগে ও প্রতি মন্বন্তরে যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতাররূপে তিনি তাহা করিয়া থাকেন। ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ যুগবতার ও মন্বন্তারবতারের অংশী।

৯৭-৯৮। কিরূপে তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাহা বলিতেছেন। দেবগণ তাঁহার দর্শন পান না; অসুরাদির উৎপীড়নে পৃথিবী যখন উৎপীড়িত হইয়া উঠে, তখন দেবগণ ক্ষীরোদ-সমুদ্রের তীরে যাইয়া তাঁহার স্তব-স্তুতি করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে জগতের দুর্দ্দশার কথা নিবেদন করেন; তখন তিনি অবতীর্ণ হইয়া জগতের দুর্দ্দশা মোচন করেন।

সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব-অবতংস ॥ ৯৯
সেই বিষ্ণু শেষ-রূপে ধরেন ধরণী।
কাহাঁ আছে মহী শিরে, হেন নাহি জানি ॥ ১০০
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল।
সূর্য্য জিনি মণিগণ করে ঝল মল ॥ ১০১
পঞ্চাশৎকোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার।
যাঁর এক-ফণে রহে সর্ষপ আকার ॥ ১০২
সেই ত অনন্ত শেষ ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥ ১০৩
সহস্রবদনে করে কৃষ্ণ-গুণগান।
নিরবধি গুণ-গান—অন্ত নাহি পান ॥ ১০৪
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে।
ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমসুখে ॥ ১০৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ক্ষীরোদকতীরে—ক্ষীরোদ-সমুদ্রের তীরে। **অনন্তবৈভব**—অনন্ত মন্বন্তরাবতারাদি তাঁহারই বৈভব। "মন্বন্তরাবতার এবে শুন সনাতন। অসংখ্য গণন তার শুনহ কারণ ॥ ২।২০।২৬৯॥" অথবা, অনন্ত ঐশ্বর্য্য।

৯৯। শ্লোকার্থের প্রথমাংশের উপসংহার করিতেছেন। **সেই বিষ্ণু**—সেই ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষ। ইনি যাঁহার অংশের অংশের অংশ, তিনিই শ্রীবলরাম এবং তিনিই নবদ্বীপলীলায় শ্রীনিত্যানন্দ।

১০০-১০২। শ্লোকস্থ"যৎকলা সোহপ্যনন্তঃ"-অংশের অর্থ করিতেছেন। **শেষরূপে**—অনন্তদেবরূপে। অনন্তদেব ক্ষীরোদশায়ীর অংশ। "আস্তে যা বৈ কলা ভগবতঃ তামসী সমাখ্যাতা অনন্ত ইতি। শ্রীভা ৫।২৫।১॥ ভগবানের এক কলা (অংশ) আছে, তিনি তমোগুণের অধিষ্ঠাত্রী, তাহার নাম অনন্ত।" ইনি স্বীয়মস্তকে ধরণীকে (পৃথিবীকে) ধারণ করিয়া আছেন। **কাঁহা আছে** ইত্যাদি—অনন্তদেবের মস্তক এতই বিস্তীর্ণ যে, আর তাহার শক্তিও এতই অধিক যে, এত বড় পৃথিবীটা (মহী) মাথার কোন্ স্থানে পড়িয়া আছে, তাহাও তিনি টের পান না। **সহস্র বিস্তীর্ণ** ইত্যাদি—অনন্তদেবের সহস্র (অসংখ্য) ফণা ; প্রত্যেক ফণাই অতি বৃহৎ, অতি বিস্তৃত। **সূর্য্য জিনি** ইত্যাদি—ফণায় যে সমস্ত মণি আছে, সে সমস্তের জ্যোতিঃ এতই উজ্জ্বল যে, সূর্য্যও তাহাদের নিকট পরাভব স্বীকার করে। **পঞ্চাশৎ কোটি** ইত্যাদি—পৃথিবী দৈর্ঘ্য-বিস্তারে পঞ্চাশ কোটি যোজন। এত বড় পৃথিবীটা অনন্ত দেবের ফণায় যেন একটা সর্ষপের মতনই অবস্থান করিতেছে। মানুষের হাতের তুলনায় একটা সর্ষপ যত ছোট, অনন্তদেবের এক একটা ফণার তুলনায় পৃথিবীও তত টুকু ছোট ; আর একটা সর্ষপের ভার যেমন হাতে অনুভব করা যায় না, তদ্রূপ এত বড় পৃথিবীটার ভারও অনন্তদেব অনুভব করিতে পারেন না—এত অধিক তাঁহার শক্তি। "যস্যেদং ক্ষিতিমণ্ডলং ভগবতোঽনন্তমূর্ত্তেঃ সহস্রশিরসঃ একস্মিন্নেব শীর্ষণি ধ্রিয়মাণং সিদ্ধার্থ ইব লক্ষ্যতে॥ অনন্তমূর্ত্তি-ভগবানের সহস্র মস্তক মধ্যে এক মস্তকে ধৃত এই ক্ষিতিমণ্ডল এক সর্ষপতুল্য লক্ষিত হয়। শ্রীভা, ৫।২৫।২॥" তাই এই পৃথিবী তাঁহার মস্তকের কোন্ স্থানে আছে, তাহা তিনি জানিতে পারেন না। "ন বেদ সিদ্ধার্থমিব কচিৎ স্থিতং ভূমণ্ডলং মূর্দ্ধসহস্রধামসু॥ শ্রীভা, ৫।১৭।২১॥"

১০৩। অনন্তদেব হইতেছেন ভগবানের অংশ এবং ভক্ত-অবতার ; ঈশ্বরের সেবাই তাহার কার্য্য। **শেষ**—অংশ ; "শিষ্যতে ইতি শেষোঽংশঃ। শ্রীভা, ১০।২।৮। তোষণী।" **ভক্ত-অবতার**—ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন যিনি।

ভগবানের শয্যারূপে অনন্তদেব সর্পাকৃতি ; কিন্তু স্বরূপে তিনি সর্পাকার নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চম স্কন্ধের ২৫শ অধ্যায় হইতে জানা যায়, তাঁহার দুই চরণ, একমস্তক এবং বলয়-শোভিত অনেক ভুজ আছে ; সেই সমস্ত ভুজে নাগকন্যাগণ অনুরাগভরে অগুরু, চন্দন ও কুঙ্কুম লেপন করিয়া থাকেন ; তাঁহার দেহ রজত-ধবল।৪।৫॥ অন্যত্র তাঁহার সহস্র বদনের প্রমাণ পাওয়া যায়। "গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্—সহস্র বদন আদিদেব অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণগুণ গান করিয়া অদ্যাবধিও শেষ করিতে পারেন নাই। শ্রীভা,২।৭।৪১॥"

১০৪-১০৫। অনন্তদেব কিরূপে ঈশ্বরের সেবা করেন, তাহা বলিতেছেন ১০৪-১০৫ পয়ারে। তিনি সহস্র

ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান বসন।
আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন ॥ ১০৬
এত মূর্ত্তিভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে ॥ ১০৭
সেই ত অনন্ত যাঁর কহি 'এক কলা'।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে তাঁর খেলা ॥১০৮

এ সব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দ সীমা।
তাঁহাকে অনন্ত কহি কি তাঁর মহিমা ॥ ১০৯
অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি।
সেহো ত সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী ॥ ১১০
অবতার-অবতারী অভেদ যে জানে।
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো করি মানে॥১১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বদনে কৃষ্ণের গুণ গান করেন ; অনবরত কৃষ্ণগুণ গান করিতেছেন, তথাপি তাহার শেষ হইতেছে না। পূর্ব্ব পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত শ্রীভা, ২।৭।৪১। শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সনকাদি—সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার এই চতুঃসন। **ভাগবত**—শ্রীভগবৎ-কথা। **ভাসে প্রেম সুখে**—প্রেমানন্দে নিমগ্ন হয়েন ; ইহাতেই বুঝা যায়, অনন্তদেব ভক্ত ; কারণ, ভক্ত ব্যতীত অপর কেহ প্রেম-গদ্‌গদ্-কণ্ঠে ভগবৎ-কথা বর্ণন করিতে পারেন না।

১০৬-১০৭। অনন্তদেব যে কেবল মুখে ভগবৎ-কথা বর্ণনরূপ সেবাই করিয়া থাকেন, তাহা নহে ; ছত্র-পাদুকাদি সেবার উপকরণ-রূপে আত্মপ্রকট করিয়াও তিনি ভগবৎ-সেবা করিয়া থাকেন। "শয্যাসন-পরীধান-পাদুকা ছত্রচামরৈঃ। কিং নাভূত্তস্য দেবস্য মূর্ত্তিভেদৈশ্চ মূর্ত্তিষু ॥—শয্যা, আসন, পরিধান, পাদুকা, ছত্র, চামর-প্রভৃতি মূর্ত্তিভেদে অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের কি সেবাই না করেন ; অর্থাৎ সমস্ত সেবাই করিয়া থাকেন। শ্রীভা, ১০।৩।৪৯। শ্লোকের তোষণী-ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বচন।"

ছত্র—ছাতি। **পাদুকা**—জুতা, খড়মাদি। **উপাধান**—বালিশ। **বসন**—কাপড়। **আরাম**—উপবন, বাগান। **আবাস**—গৃহাদি। **যজ্ঞসূত্র**—উপবীত। **সিংহাসন**—বসিবার আসন। **এত মূর্ত্তিভেদ**—ছত্র-চামরাদি বিভিন্ন বস্তুরূপে আত্মপ্রকট করিয়া অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারের ছত্র-পাদুকাদি সমস্ত উপকরণই শ্রীঅনন্তদেবের অংশবিশেষ। **শেষতা**—শেষত্ব ; উপকারিত্ব। "শেষত্বম্। উপকারিত্বম্। পারার্থ্যম্। পরোদ্দেশ্য-প্রবৃত্তিকত্বম্। যথা। শেষত্বমুপকারিত্বং দ্রব্যাদাবাহ বাদরিঃ। পারার্থ্যং শেষতা তচ্চ সর্ব্বেষস্তীতি জৈমিনিঃ ॥ ইত্যধিকরণমালায়াং মাধবাচার্য্যঃ ॥ ইতি শব্দকল্পদ্রুম ॥" ছত্র-পাদুকাদি সেবোপযোগী দ্রব্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহার সেবা-কর্ত্তৃত্বই শেষতা। **শেষ নাম ধরে**—কৃষ্ণের শেষতা বা ছত্র-পাদুকাদি সেবোপযোগী দ্রব্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের-প্রীতিবিধানার্থ সেবার সৌভাগ্য পাওয়াতেই অনন্তদেবের নাম "শেষ" হইয়াছে।

১০৮। এক্ষণে শ্লোকার্থের উপসংহার করিতেছেন। এতাদৃশ অনন্ত যাঁহার এক কলামাত্র, তিনিই শ্রীনিত্যানন্দ। **কে জানে তাঁর খেলা**—শ্রীনিত্যানন্দের লীলার মহিমা অনন্ত, কেহই ইহা সম্যক্ জানিতে পারে না।

১০৯। শ্রীঅনন্তদেবকে শ্রীনিত্যানন্দের কলা বলা হইয়াছে ; কিন্তু কেহ কেহ বলেন, শ্রীঅনন্তদেবই শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহার উত্তরে গ্রন্থকার-কবিরাজগোস্বামী বলিতেছেন—শ্রীনিত্যানন্দের কলা অনন্তদেবকেই শ্রীনিত্যানন্দ বলিলে শ্রীনিত্যানন্দের মহিমাই খর্ব্ব হয় ; কলাকে স্বয়ং বলিলে কলার মহিমাই ব্যক্ত হয়, স্বয়ংরূপের মহিমা ব্যক্ত হয় না। **নিত্যানন্দ-সীমা**—শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বের সীমা বা অবধি ভূমিকায় "শ্রীবলরাম-তত্ত্ব" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য ; শ্রীবলরাম ও শ্রীনিত্যনন্দ একই তত্ত্ব।

১১০-১১১। যাঁহারা বলেন, শ্রীঅনন্তদেবই শ্রীনিত্যানন্দ, এক ভাবে বিবেচনা করিলে তাঁহাদের বাক্যও অন্ততঃ আংশিক সত্য হইতে পারে—ইহা মনে করিয়াই গ্রন্থকার পুনরায় বলিতেছেন :—"যাঁহারা ঐরূপ ব

কেহ কহে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নরনারায়ণ।
কেহ কহে—কৃষ্ণ হয় সাক্ষৎ বামন ॥ ১১২
কেহ কহে—কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী-অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সভার ॥ ১১৩
কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশ-আশ্রয়।
সর্ব্ব-অংশে আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয় ॥ ১১৪
যেই যেই-রূপে জানে, সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে ॥ ১১৫
অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞি।
সর্ব্ব-অবতার লীলা করি সভারে দেখাই ॥ ১১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহারাও ভক্ত; তাঁহাদের শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে যাহা স্ফুরিত হয়, তাহাই তাঁহারা বলেন; সুতরাং তাঁহাদের বাক্যে ভ্রম-প্রমাদাদি মায়িক দোষ থাকিতে পারে না। তাঁহাদের বাক্যও সত্য। কিরূপে সত্য? তাহা বলিতেছি। শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন অনন্তদেবের অবতারী বা অংশী; অংশীর মধ্যে অংশ থাকেন; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দের মধ্যেও অনন্তদেব আছেন; যাঁহারা বলেন, শ্রীনিত্যানন্দ অনন্তদেবই, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দের মধ্যে শ্রীঅনন্তদেবকেই অনুভব করিয়াছেন; তাঁহাদের অনুভবানুযায়ী বাক্যই তাঁহারা বলিয়াছেন; সুতরাং তাহা মিথ্যা নহে।" ১।২।৯৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "অথবা, অংশ ও অংশীতে—অবতার ও অবতারীতে ভেদ নাই; সেই হিসাবে অংশ অনন্তদেবে এবং অংশী শ্রীনিত্যানন্দেও ভেদ নাই; এই অভেদ-জ্ঞান-বশতঃই ঐ সমস্ত ভক্তগণ অংশ অনন্তদেবকেই অংশী-শ্রীনিত্যানন্দ বলিয়াছেন; সুতরাং, ইহাও মিথ্যা নহে।"

সেহোত সম্ভবে ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅনন্তদেবের অবতারী (বা অংশী) বলিয়া তাহাও সম্ভব। **অবতার অবতারী** ইত্যাদি—অবতারের সঙ্গে অবতারীর হইল অংশ-অংশীর সম্বন্ধ; অংশ ও অংশীতে অভেদ—ইহা সকলেই জানেন; সুতরাং অংশ অনন্তদেবে ও অংশী নিত্যানন্দেও অভেদ। **পূর্ব্বে যৈছে** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্ব বাক্য প্রতিপন্ন করিতেছেন। পূর্ব্বে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতারসময়েও) কেহ কেহ কৃষ্ণসম্বন্ধে নানারূপ বলিতেন; কেহ তাঁহাকে নর-নারায়ণ, কেহ বামন, কেহ ক্ষীরোদশায়ী ইত্যাদি বলিতেন। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণাদির অবতারী বলিয়া অবতার-অবতারীর বা অংশ-অংশীর অভেদবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণাদি বলিলেও নিতান্ত অসত্য কথা বলা হইবে না। তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দকে অনন্তদেব বলিলেও অসত্য কথা হইবে না।

১১২-১১৩। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে কেহ কেহ কিরূপ মত পোষণ করিত, তাহা বলিতেছেন।

১১৪-১১৫। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে উক্ত বিভিন্ন উক্তিই কিরূপে সত্য হয়, তাহা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, পূর্ণতম ভগবান্; অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহারই অংশ এবং তিনি সকলের আশ্রয়। তিনি যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন নারায়ণাদি সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেণ, তাঁহার বিগ্রহেই মিলিত হইয়া থাকেন। ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে নিজ নিজ ভাবানুযায়ী ভগবৎ-স্বরূপেরই দর্শন পাইয়া থাকেন; এবং তাঁহারা যাহা দেখেন, তাহাই প্রকাশিত করেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণে নর-নারায়ণের দর্শন পাইয়াছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নরনারায়ণই বলিবেন; যিনি বামনের দর্শন পাইয়াছেন, তিনি বামনই বলিবেন। তাঁহাদের কাহারও কথাই মিথ্যা নহে; কারণ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই আছেন।" ১।২।৯৩। পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বাংশ-আশ্রয়—সমস্ত অংশের (সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের) আশ্রয়। (১।৪।৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **সর্ব্ব-অংশ**—সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ-রূপ অংশ। **যেই যেই রূপে** ইত্যাদি—নিজ নিজ ভাবানুসারে যে ভক্ত যে ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধি প্রাপ্ত হয়েন। **সেই তাহা কহে**—সে ভক্ত সেই ভগবৎ-স্বরূপের কথাই বলেন। **সত্য বচন সভার**—সকলের কথাই সত্য; কারণ, তাঁহারা যাহা দেখেন, তাহাই বলেন; আবার যাহা তাঁহারা দেখেন, তাহারও সত্য অস্তিত্ব আছে, তাহাও ভ্রান্তিমাত্র নহে।

১১৬। পূর্ণতম ভগবানে যে সমস্ত-ভগবৎ-স্বরূপই অন্তর্ভূতরূপে বিদ্যমান আছেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য স্বয়ংভগবান্, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই তাহার অন্তর্ভূত, তাই তিনি

এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত-প্রকাশ।
সেই ভাবে কহে—'মুঞি চৈতন্যের দাস' ॥ ১১৭
কভু গুরু কভু সখা কভু ভৃত্য-লীলা।
পূর্ব্বে যেন তিন ভাবে ব্রজে কৈল খেলা ॥১১৮
বৃষ হৈয়া কৃষ্ণসনে মাথামাথি রণ।
কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদসংহাহন ॥ ১১৯
আপনাকে 'ভৃত্য' করি, কৃষ্ণ 'প্রভু' জানে।
'কৃষ্ণের কলার কলা' আপনাকে মানে ॥১২০

তথাহি (ভাঃ ১০।১১।৪০)—

বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥ ১৭

তথাহি তত্রৈব (১০।১৫।১৪)—

ক্বচিৎ ক্রীড়া-পরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥ ১৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ তদনুকারিশব্দান্ কুর্ব্বন্তৌ যুযুধাতে ইত্যর্থঃ। রুতৈঃ শব্দৈর্জন্তূন্ হংসময়ূরাদীন্। স্বামী। ১৭॥
আর্য্যমগ্রজং বিশ্রাময়তি বিগতশ্রমং করোতি। স্বামী। আদিশব্দাৎ বিজনাদীনি। তোষণী। ১৮॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কোনও সময়ে বরাহদেবের, কোনও সময়ে নৃসিংহ-দেবের, কোনও সময়ে শ্রীশিবের, কোনও সময়ে ভগবতীর, কোনও সময়ে লক্ষ্মীর—ইত্যাদি রূপে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলাই স্বীয় বিগ্রহ দ্বারা প্রকট করিয়া জীবকে দেখাইয়াছেন। যদি তাঁহার মধ্যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ না থাকিত, তাহা হইলে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলা তিনি তাঁহার বিগ্রহ দ্বারা দেখাইতে পারিতেন না। ১।৪।৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১৭। **অনন্ত-প্রকাশ**—অনন্ত প্রকাশ (আবির্ভাব) যাঁহার। অনন্তদেব যাঁহার অংশরূপ আবির্ভাব, তিনি শ্রীনিত্যানন্দ। **সেই ভাবে**—শ্রীঅনন্তদেবের ভাবে। **মুঞি**—আমি, শ্রীনিত্যানন্দ।

১১৮। গুরু, সখা ও ভৃত্য এই তিন ভাবে শ্রীনিত্যানন্দ লীলা করেন ; ব্রজলীলায় শ্রীবলদেবরূপেও তিনি এই তিন ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপ লীলা করিয়াছেন। **পূর্ব্বে**—দ্বাপরে, ব্রজলীলায়।

১১৯-১২০। শ্রীবলদেবরূপে গুর্ব্বাদি তিন ভাবে যে শ্রীনিত্যানন্দ-লীলা করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন।

বৃষ হৈয়া—কম্বলাদিদ্বারা দেহ আবৃত করিয়া বৃষ সাজিয়া এবং বৃষের ন্যায় শব্দ করিয়া ও তদ্রূপ মাথা নোঙাইয়া। **মাথামাথি**—মাথায় মাথায় ঠেলাঠেলি করিয়া। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম উভয়ে কম্বলাদিদ্বারা স্বস্বদেহ আবৃত করিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিয়া বৃষ সাজিতেন ; তারপর বৃষের ন্যায় হাম্বারব করিয়া মাথা নোঙাইয়া মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করিতেন। ইহাতে সখ্যভাব ব্যক্ত হইতেছে। **পাদ-সংবাহন**—কখনও বা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবের পাদসেবা করিতেন। এস্থলে শ্রীবলদেবের গুরুভাব ব্যক্ত হইল। **আপনাকে ভৃত্য** ইত্যাদি—কখনও বা শ্রীবলরাম নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য মনে করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিজের প্রভু মনে করিতেন ; কখনও শ্রীকৃষ্ণেরই পাদ-সেবাদি করিতেন। **কলার কলা**—অংশের অংশ। ইহাতে শ্রীবলদেবের ভৃত্যভাব ব্যক্ত হইতেছে। এই দুই পয়ারের উক্তির সমর্থক কয়টী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৭। **অন্বয়**। বৃষায়মাণৌ (বৃষবৎ আচরণকারী) নর্দ্দন্তৌ (বৃষবৎ-শব্দকারী) [রামকৃষ্ণৌ] (রামকৃষ্ণ) পরস্পরং যুযুধাতে (পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন)। রুতৈঃ (শব্দদ্বারা) জন্তূন্ (হংসময়ূরাদি জন্তুদিগকে) অনুকৃত্য (অনুকরণ করিয়া) প্রাকৃতৌ যথা (প্রাকৃত বালকের ন্যায়) চেরতুঃ (বিচরণ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। কৃষ্ণ ও বলরাম বৃষের ন্যায় আচরণ ও শব্দ করিতে করিতে পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

"বৃষ হৈয়া" ইত্যাদি ১১৯ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ১৮। **অন্বয়**। ক্বচিৎ (কখনও) স্বয়ং (শ্রীকৃষ্ণ) ক্রীড়া-পরিশ্রান্তং (ক্রীড়াবশতঃ পরিশ্রান্ত) গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং (কোনও গোপের ক্রোড়দেশে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক শয়নকারী) আর্য্যং (অগ্রজ শ্রীবলদেবকে) পাদসম্বাহনাদিভিঃ (পাদসম্বাহনাদি দ্বারা) বিশ্রাময়তি (বিশ্রাম করাইয়া থাকেন)।

তত্রৈব (১০।১৩।২৭)—

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী ॥১৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কেয়ং মায়া দেবানাং বা নরাণাং বা অসুরাণাং বা কুতো বা কস্মাৎ প্রযুক্তা তত্রান্যমায়া ন সম্ভবতি। যতো মমাপি মোহো বর্ত্ততেঽতঃ প্রায়শো মৎস্বামিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব মায়েয়মস্থিতি। স্বামী।১৯॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। শ্রীবলদেব কখনও ক্রীড়া করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া কোনও গোপ-বালকের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক শয়ন করিলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পাদসম্বাহনাদিদ্বারা অগ্রজকে বিশ্রাম করাইতেন। ১৮।

গোপোৎসঙ্গোপবর্হণ—গোপদিগের উৎসঙ্গই (অঙ্ক বা ক্রোড়) উপবর্হণ (উপাধান বা বালিশ) যাঁহার। বালিশে যেমন মাথা রাখিয়া শোওয়া হয়, তদ্রূপ যিনি গোপ-বালকের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শুইয়াছেন, সেই শ্রীবলদেব। **পাদসম্বাহনাদি**—পাদসেবা ও বীজনাদি; কোমল-পত্রযুক্ত বৃক্ষশাখা বা পুষ্পগুচ্ছাদি দ্বারাই সম্ভবতঃ বীজনের কাজ চলিত। ১১৯ পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ১৯। অন্বয়। ইয়ং (এই) [মায়া] (মায়া) কা (কে)? কুতঃ বা (কোথা হইতেই বা) আয়াতা (আসিল)? [কিং] (ইহা কি) দৈবী (দৈবী), নারী (মানুষী) বা উত (অথবা) আসুরী (আসুরী মায়া)? প্রায়ঃ (প্রায়শঃ—সম্ভবতঃ) মে (আমার) ভর্ত্তুঃ (প্রভু শ্রীকৃষ্ণের) মায়া (মায়া) অস্তু (হইবে); [যতঃ] (যেহেতু) অন্যা (অন্য মায়া) মে অপি (আমারও) (বিমোহিনী মোহ-উৎপাদনকারিণী) ন [ভবেৎ] (হয় না)।

অনুবাদ। শ্রীবলদেব বলিলেন:—"ইহা কোন মায়া? কোথা হইতেই বা ইহা আসিল? ইহা কি দৈবী মায়া? না কি মানুষী মায়া? না কি আসুরী মায়া? বোধ হয় ইহা আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া; কারণ, অন্য মায়া তো আমারও মোহ উৎপাদন করিতে পারিত না।" ১৯।

দৈবী—কোনও দেবতাকর্ত্তৃক প্রয়োজিতা মায়া। **নারী**—নর-সম্বন্ধিনী; মানুষী; কোনও মানুষকর্ত্তৃক প্রয়োজিতা মায়া। **আসুরী**—কোনও অসুরকর্ত্তৃক প্রয়োজিতা।

ব্রহ্মমোহন-লীলায়, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যত বৎস এবং যত গোপবালক ছিলেন, ব্রহ্মা সকলকেই হরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিলে, শ্রীকৃষ্ণ লীলা-শক্তির সহায়তায় নিজেই অপহৃত বৎস এবং গোপবালকরূপে আত্মপ্রকট করিলেন। সন্ধ্যা-সময়ে সকলে যখন ব্রজে ফিরিয়া আসিলেন, তখন ব্রজস্থ সকলে মনে করিলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বের বৎসগুলিই এবং তাঁহাদের সন্তানগণই গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে; ইহারা যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির প্রভাবে প্রকটিত—তাঁহাদের পূর্ব্ব বৎস এবং সন্তান নহে—তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। এইভাবে বহুদিন গেল, কেহই প্রকৃত বিষয় অবগত হইতে পারিলেন না। অথচ পূর্ব্বে বৎস এবং গোপবালকগণের প্রতি তাঁহাদের যেরূপ প্রীতি ছিল, এই সমস্ত বৎস এবং গোপবালকগণের প্রতি তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রীতিই সকলে দেখাইতে লাগিলেন; ক্রমশঃ তাঁহাদের এই প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে হইতে—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের যে প্রকার প্রীতি, এই সমস্ত বৎসাদির প্রতিও ঠিক তদ্রূপ প্রীতি হইয়া পড়িল, অথচ কেহই এই প্রীত্যাধিক্যের কথাও টের পাইলেন না। অনেক দিন পরে বৎসাদির প্রতি ব্রজবাসীদিগের এই বর্দ্ধিত প্রীতি শ্রীবলদেবের লক্ষ্যের বিষয় হইল; তখন তাঁহার মনে একটি সন্দেহ জাগিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—"ইহার হেতু কি? বৎসাদির প্রতি এবং নিজেদের সন্তানদের প্রতি পূর্ব্বেও ব্রজবাসীদের খুব প্রীতি ছিল বটে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের যেরূপ প্রীতি ছিল, বৎসাদির প্রতি প্রীতির সেইরূপ গাঢ়তা ছিল না; এখন কেন এইরূপ হইল? শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের যেরূপ গাঢ় প্রীতি, এখন বৎসাদির প্রতিও সেইরূপ গাঢ় প্রীতি কিরূপে হইল? কেবল তাঁদের নয়, আমারও তো দেখিতেছি সে-ই অবস্থা; কৃষ্ণের প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি, এই সমস্ত বৎসাদির প্রতি আমারও তো দেখিতেছি তদ্রূপই গাঢ় প্রীতি; ইহার হেতু কি? ইহা কি কোনও মায়া?

তত্রৈব (১০।৬৮।৩)—

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ
মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক ॥২০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মৌল্যুত্তমৈর্মৌলিযুক্তৈরুত্তমাঙ্গৈঃ উত্তমৈর্মৌলিভিরিতি বা। উপাসিতানি তীর্থানি যৈর্যোগিভিস্তেষামপি তীর্থম্। যদ্বা উপাসিতং সর্ব্বৈঃ সেবিতং তীর্থং গঙ্গা তস্য তীর্থত্বনিমিত্তম্। কিঞ্চ, ব্রহ্মা ভবঃ শ্রীশ্চ অহমপি উদ্বহেম। কথম্ভূতা বয়ম্। যস্য কলায়া অংশস্য কলা অংশাঃ। স্বামী।২০॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কিন্তু মায়া হইলে ইহা কোন্ মায়া? দৈবী, না আসুরী, না কোনও মানুষী মায়া? কিন্তু—না, দৈবী বা আসুরী বা মানুষী মায়া বলিয়া তো মনে হয় না? এরূপ কোনও মায়া তো আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে না? ইহা নিশ্চয়ই আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মায়া।

এই শ্লোকের সিদ্ধান্তের মর্ম্ম এই যে—শ্রীবলদেবাদি ভগবৎ-পরিকরগণ শুদ্ধ-সত্ত্ব-বিগ্রহ বলিয়াই দৈবী, আসুরী বা মানুষী মায়া তাঁহাদের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়াই ভগবৎ-পরিকরদের মুগ্ধত্ব জন্মাইতে সমর্থা, অন্য কোনও রূপ মায়ার সেই সামর্থ্য নাই।

এই শ্লোকে শ্রীবলদেব নিজেই শ্রীকৃষ্ণকে নিজের প্রভু (ভর্ত্তা) বলিয়াছেন। ইহা ১২০ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ।

শ্লো। ২০। অন্বয়। যস্য (যে শ্রীকৃষ্ণের) কলায়াঃ (অংশের) কলা (অংশ) ব্রহ্মা (ব্রহ্মা) ভবঃ (শিব) অহম্ অপি (আমিও) শ্রীঃ চ (এবং লক্ষ্মী)—অখিললোকপালৈঃ (সমস্ত লোক-পালগণকর্ত্তৃক) মৌল্যুত্তমৈঃ (অলঙ্কৃত-মস্তকে) ধৃতং (ধৃত) উপাসিততীর্থতীর্থং (সর্ব্বলোক-সেবিত-তীর্থসমূহের তীর্থত্বপ্রতিপাদক) যস্য (যাঁহার—যে শ্রীকৃষ্ণের) অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজরজঃ (পাদপদ্ম-রজঃ) চিরং (চিরকাল) উদ্বহেম (মস্তকে বহন করি), অস্য (সেই শ্রীকৃষ্ণের) নৃপাসনং (নৃপাসন) ক (কোথায়)?

অনুবাদ। শ্রীবলদেব বলিতেছেন:—শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্ম-রজঃ ব্রহ্মাদি সমস্ত লোকপালগণ নিজেদের সমলঙ্কৃত মস্তকে ধারণ করেন এবং তাহা সর্ব্বজন-সেবিত তীর্থাদিরও তীর্থত্ব-প্রতিপাদক; তাঁহার অংশাংশ ব্রহ্মা, শিব এবং আমিও, আর লক্ষ্মীও যে শ্রীকৃষ্ণের এবম্বিধ চরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন—সেই শ্রীকৃষ্ণের আবার নৃপাসন কোথায়? ২০।

শ্রীকৃষ্ণ-তনয় সাম্ব স্বয়ম্বর-সভা হইতে দুর্য্যোধন-তনয়া লক্ষ্মণাকে হরণ করিয়া যখন চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন কর্ণাদি-কুরুবীরগণ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া হস্তিনাপুরে লইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এই সংবাদ পৌছিলে, বৃষ্ণিবংশের সহিত কুরুবংশের কলহ-নিবারণের আশায় উগ্রসেন ও উদ্ধবাদি স্বজনগণকে লইয়া স্বয়ং শ্রীবলদেব হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া আপোষে সাম্বকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। ইহাতে বলদৃপ্ত দুর্য্যোধন নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে তিরস্কার পূর্ব্বক বলিলেন—"আমাদের প্রসাদেই বৃষ্ণিবংশীয়গণ জীবিত আছেন, আমরাই তাঁহাদিগকে ক্ষুদ্র একটা রাজ্যের রাজত্ব দিয়াছি, নতুবা তাঁহারা রাজাসন কোথায় পাইতেন; কি আশ্চর্য্য! আমাদের প্রসাদে জীবিত থাকিয়া এক্ষণে নির্লজ্জের ন্যায় আমাদিগকেই আদেশ করিতেছেন?"

এইরূপ উদ্ধত বাক্য শুনিয়া শ্রীবলদেব যাহা বলিলেন, তাহাই উদ্ধৃত "যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজ" ইত্যাদি শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। শ্লোকের মর্ম্ম এই যে:—"দুর্য্যোধন! শ্রীকৃষ্ণের রাজাসন তোমাদেরই অনুগ্রহদত্ত বলিয়া তোমরা গর্ব্ব করিতেছ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রাজাসনের কি প্রয়োজন? রাজাসন তাঁহার মহিমাকে কতটুকুই বা বাড়াইতে পারে? যাঁহার চরণরেণু মস্তকে ধারণ করার সৌভাগ্য লাভ করাতে ব্রহ্মাদি অখিল-লোকপালগণ লোকপালত্ব লাভ

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। | যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥ ১২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিয়াছেন, নৃপাসনে তাঁহার আবার কি সম্মান বাড়াইবে? ক্ষুদ্র এক ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র এক অংশের অধিপতি হইয়া তোমার এত গর্ব্ব! অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিগণ যাঁহার চরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন—ব্রহ্মা, শিব, আমি—এমন কি অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী স্বয়ং লক্ষ্মী পর্য্যন্ত যাঁহার অংশকলা এবং যাঁহার চরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন—নৃপাসন—সামান্য নৃপাসন—ক্ষুদ্র তোমার প্রসাদে আরও ক্ষুদ্রতর এক রাজ্য—তুমি যাহা তাহাকে দিয়াছ বলিয়া গর্ব্ব কর, সেই সামান্য নৃপাসন—তাহার মহিমা আর কি-ই বা বাড়াইবে, দুর্য্যোধন?"

অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজরজঃ—অঙ্ঘ্রি (চরণ)-রূপ পঙ্কজের (পদ্মের) রজঃ (রেণু)। **মৌল্যুত্তমৈঃ**—মৌলী-(কীরিট, চূড়া) যুক্ত উত্তম (উত্তমাঙ্গ মস্তক) দ্বারা। **উপাসিততীর্থতীর্থম্**—লোকগণকর্ত্তৃক উপাসিত (সেবিত বা আরাধিত) তীর্থ-সমূহের তীর্থতুল্য (তীর্থত্বপ্রতিপ্রাদক); ইহা অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজরজের বিশেষণ। শ্রীকৃষ্ণের চরণরেণুর স্পর্শেই তীর্থ-সমূহের তীর্থত্ব জন্মিয়াছে; যেস্থলে শ্রীকৃষ্ণের চরণরেণুর স্পর্শই নাই, তাহা তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। **উদ্বহেম**—উচ্চে—মস্তকে বহন করি।

এই শ্লোকে স্বয়ং বলদেবই বলিয়াছেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদরজঃ মস্তকে বহন করেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রভু। আরও বলিয়াছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কলার কলা। ১২০ পয়ারের প্রমাণ শ্লোক।

১২১। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, সুতরাং সর্ব্বেশ্বর; অথচ ১১৮। ১১৯ পয়ারে বলা হইল, বলদেব কখনও শ্রীকৃষ্ণের গুরুজন বলিয়া অভিমান করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও কখনও কখনও তাঁহার পাদসম্বাহনাদি করিয়া থাকেন; তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্বের হানি হইতে পারে। এই আশঙ্কা নিরাকরণের নিমিত্ত বলিতেছেন এই পয়ারে:—স্বরূপতঃ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই ঈশ্বর, আর যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ বা ভগবৎপার্ষদ অন্য কেহ আছেন, সকলেই তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে যে ভাবে চালাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে সেই ভাবেই চলিতে হইবে। লীলারস-বৈচিত্রীর আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি যদি ইচ্ছা করেন যে, কোনও পার্ষদ নিজকে তাহার (শ্রীকৃষ্ণের) গুরুজন বলিয়া অভিমান করুক, তাহা হইলে লীলাশক্তির প্রভাবে সেই পার্ষদের মনে, পার্ষদের অজ্ঞাতসারেই, তদ্রূপ অভিমান জাগ্রত হইবে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতেই শ্রীবলদেব কোনও কোনও সময় নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের গুরুজন বলিয়া মনে করেন এবং সেই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণকৃত পাদ-সম্বাহনাদি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করেন। শ্রীনন্দ-যশোদাদির মনে যে শ্রীকৃষ্ণের পিতৃ-মাতৃ-অভিমান, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই; শ্রীকৃষ্ণের এবং নন্দযশোদার অজ্ঞাতসারেই ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে লীলাশক্তি এইরূপ অভিমানাদি স্ফুরিত করান এবং রক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর বা নিয়ন্তা; আর সকলেই স্বরূপতঃ তাঁহার ভৃত্য, সুতরাং তাঁহাকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তাঁহার লীলারসাস্বাদনের সহায়ক। সুতরাং তিনি যাহার সহায়তায় যে রসটী আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার চিত্তে তদনুরূপ ভাব বা অভিমান তাঁহারই লীলাশক্তি স্ফুরিত করাইয়া দেন।

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই ঈশ্বর, সকলের নিয়ন্তা ও প্রভু। **নাচায়**—পরিচালিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলের নিয়ন্তা বলিয়া তিনি সকলকেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া লীলার অনুকূল ভাবে পরিচালিত করেন। **তৈছে করে নৃত্য**—সেইরূপেই পরিচালিত হয়; শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে লীলার অনুকূলভাবে সকলেই পরিচালিত হয়, কারণ, ভৃত্য বলিয়া সকলেই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

আর সব—অন্য সকলে। এস্থলে "অন্য সকল" বলিতে কাহাদিগকে কবিরাজগোস্বামী লক্ষ্য করিয়াছেন? পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৭-২০ পয়ারে এবং ১৭।১৮।১৯।২০ শ্লোকে শ্রীবলদেবচন্দ্রের কথাই বলা হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে—এক শ্রীকৃষ্ণই ঈশ্বর, আর সকলে তাঁর ভৃত্য। শ্রীবলদেব ভগবৎ-স্বরূপও বটেন, শ্রীকৃষ্ণের পরিকরও বটেন। শ্রীবলদেবচন্দ্রের উপলক্ষণে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ এবং সমস্ত ভগবৎ-পরিকরই এই পয়ারের "আর সব"-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বাক্যের লক্ষ্য কিনা, তাহা বিবেচ্য। পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে কি বলা হইয়াছে, দেখা যাউক। ১২২ পয়ারে বলা হইয়াছে—"এই মত চৈতন্যগোসাঞি একলে ঈশ্বর। আর সব পারিষদ—কেহ বা কিঙ্কর।" ১২১ পয়ারের সঙ্গে ১২২ পয়ারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণ যেমন "একলে ঈশ্বর," তেমনি (এই মত) "চৈতন্যগোসাঞি একলে ঈশ্বর।" ১২১ পয়ারের "আর সব" এবং ১২২ পয়ারের "আর সব"-বাক্যের লক্ষ্য সমভাবাপন্ন বা সমধর্ম্মবিশিষ্ট বা সমপর্য্যায়ভুক্ত বস্তুই হইবেন; নতুবা, "এই মত" বলিয়া যে দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার সার্থকতা থাকে না। ১২২ পয়ারে "আর সব"-এর একটু পরিচয় দিয়াছেন—"পারিষদ—কেহ বা কিঙ্কর।" এস্থলে "পারিষদ"-শব্দেই "আর সব" বাক্যের সাধারণ পরিচয় দিলেন—"আর সব" বলিতে পারিষদগণকেই বুঝায় তার পর বলিলেন—"কেহ বা কিঙ্কর"; তাৎপর্য্য এই যে, এই পারিষদগণের মধ্যে "কেহ বা কিঙ্কর" অর্থাৎ কাহারও কাহারঁও মনে "কিঙ্কর বা দাস" অভিমান; এবং এই বাক্যের ধ্বনি এই যে, কাহারও কাহারও মনে "গুরু"-অভিমানও আছে (ঠিক যেমন ব্রজে শ্রীবলদেবের মনে কখনও গুরু-অভিমান, কখনও সখা-অভিমান, আবার কখনও বা দাস-অভিমান)। পরবর্ত্তী ১২৩ পয়ারে তাহা আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন—শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাদি গুরুবর্গ, আর শ্রীবাসাদির মধ্যে কেহ লঘু (দাস), কেহ সম, কেহ আর্য্য (পূজনীয়)। তারপর, ১২৪ পয়ারে বলিলেন—"সভে পারিষদ, সভে লীলার সহায়।" গুরুবর্গই হউন, কি দাসবর্গই হউন, কি সমান-সমান-অভিমানবিশিষ্টই হউন—সকলেই কিন্তু পারিষদ, যে হেতু সকলেই লীলার সহায়তা করেন। এক্ষণে পরিষ্কারভাবেই বুঝা গেল—১২১ পয়ারে "আর সব"-বাক্যে লীলার সহায়কারী পারিষদগণের কথাই বলা হইয়াছে। আর শ্রীনারায়ণাদি যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ আছেন, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়; সুতরাং "আর সব"-বাক্যে তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের পারিষদগণকেও বুঝাইতে পারে। বস্তুতঃ তত্তৎ-ভগবৎস্বরূপ-রূপে ঐ সকল পারিষদগণের সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণই লীলারস আস্বাদন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির বা লীলাশক্তির ইঙ্গিতেই শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়-স্বয়ংরূপের পরিকরগণ তাঁহার লীলার সহায়তা করেন এবং বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপগণও স্ব-স্ব-পরিকরের সহায়তায় স্ব-স্ব-স্বরূপানুরূপ লীলাদি নির্ব্বাহ করিয়া রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত রসবৈচিত্রী আস্বাদনের আনুকূল্য করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার লীলাশক্তিই এ সমস্তকে "নাচাইতেছেন"। ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অংশ; অংশীর সেবা অংশের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম, তাই অংশরূপে ইঁহাদের সকলকেই শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য বলা যায়। "অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার।"

যদি কেহ বলেন—"আর সব ভৃত্য"-বাক্যে মায়াবদ্ধ জীবকেও বুঝাইতে পারে; কারণ, মায়াবদ্ধ জীবও স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য। এবিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে এই কয়টী বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। প্রথমতঃ, ১২২ পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া কবিরাজগোস্বামী যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার কোনও স্থলেই মায়াবদ্ধ জীবের কথা নাই। দ্বিতীয়তঃ, আলোচ্য প্রসঙ্গও মায়াবদ্ধ জীব সম্বন্ধে নহে; প্রসঙ্গকে উপেক্ষা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা সমীচীন বা বিচারসহ হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, ১২৪ পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—"সভে পারিষদ, সভে লীলার সহায়।" এই কয় পয়ারের প্রসঙ্গই হইতেছে—পার্ষদসম্বন্ধে, নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ—উভয় রকমের পার্ষদসম্বন্ধে। চতুর্থতঃ এবং মুখ্যতঃ বিচার্য্য এই যে—মায়াবদ্ধ জীবকে কেবল ভগবান্‌ই "নাচান না"—পরিচালিত করেন না। জীব তাহার অণুস্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করিয়া মায়ার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে, মায়াই তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, এই মায়ার সহায়তায় নিজের অণুস্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারে নূতন নূতন কর্ম্ম করিয়া নূতন নূতন বন্ধনের সৃষ্টি করিতেছে। এসমস্ত কর্ম্মের জন্য জীব নিজেই দায়ী। তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্।" যদি ঈশ্বরের ইঙ্গিতেই সমস্ত ব্যাপারে মায়াবদ্ধ জীব নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহা হইলে স্বীয় কর্ম্মের জন্য জীব দায়ী হইত না, কর্ম্মের ফলও তাহাকে ভোগ করিতে হইত না। যাঁহার নিয়ন্তৃত্বে কর্ম্ম করা হয়, সেই ঈশ্বরই কর্ম্মফল ভোক্তা হইতেন। কিন্তু, তাহা হন না। জীবই স্বীয় কর্ম্মফলের ভোক্তা। সুতরাং মায়াবদ্ধ জীবসম্বন্ধে বলা যায় না—"যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে

এইমত চৈতন্যগোসাঞি একলে ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ—কেহ বা কিঙ্কর ॥ ১২২
গুরুবর্গ—নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য।
শ্রীবাসাদি আর যত—লঘু সম আর্য্য ॥ ১২৩
সভে পারিষদ, সভে লীলার সহায়।
সভা লঞা নিজকার্য্য সাধে গৌররায় ॥ ১২৪
অদ্বৈত-আচার্য্য নিত্যানন্দ—দুই অঙ্গ।
দুই জন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ ॥ ১২৫
অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
প্রভু 'গুরু' করি মানে, তেঁহো ত 'কিঙ্কর' ॥১২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নৃত্য।" একমাত্র পারিষদগণসম্বন্ধেই একলা বলা চলে; কারণ, তাঁহারা স্বরূপশক্তির আশ্রিত, তাই স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ লীলাশক্তিদ্বারাই তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত হইতে পারেন। বহিরঙ্গা মায়াশক্তির আশ্রিত জীবসম্বন্ধে একথা বলা চলে না। এই আলোচনা হইত বুঝা গেল—"আর সব ভৃত্য"-বাক্যে মায়াবদ্ধ জীবকেও বুঝাইতে পারে না। মায়াবদ্ধ জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণদাস হইলেও অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বলিয়া কখনও কৃষ্ণদাসত্ব করে নাই, মায়ার দাসত্বই করিতেছে। মায়াই মায়াবদ্ধ জীবদের মধ্যে "যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য।" তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ "যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে নৃত্য" করে না।

১২২-১২৩। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে এবং শ্রীবলদেবাদি শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণই শ্রীনিত্যানন্দাদি গৌরপরিকররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীবলদেবাদির যে সম্বন্ধ, নবদ্বীপ-লীলায়ও শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দাদির সেইরূপ সম্বন্ধ; অর্থাৎ নবদ্বীপ-লীলায় একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ব-নিয়ন্তা, স্বয়ং ভগবান্; আর শ্রীনিত্যানন্দাদি সকলেই তাঁহার পার্ষদ ভক্ত; এই পার্ষদগণের মধ্যে লীলারস-পুষ্টির অনুরোধে—কাহারও মনে অভিমান—তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কিঙ্কর; কাহারও অভিমান—তিনি তাঁহার গুরুজন, কাহারও অভিমান—তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ; কাহারও অভিমান—তিনি তাঁহার সমান।

পারিষদ—পার্ষদ, যাঁহারা সর্ব্বদা নিকটে থাকেন। **কিঙ্কর**—ভৃত্য। **গুরুবর্গ ইত্যাদি**—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য শ্রীমন্ মহাপ্রভুর গুরুবর্গ; লীলানুরোধে প্রভু তাঁহাদিগকে নিজের গুরুব্যক্তি বলিয়া অভিমান করেন; তখন তাঁহাদেরও তদনুরূপ অভিমান হয়। **শ্রীবাসাদি আর ইত্যাদি**—গুরুবর্গ ব্যতীত শ্রীবাস প্রভৃতি অন্য যে সমস্ত পার্ষদ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ লঘু (কনিষ্ঠ, ভৃত্য), কেহ সম (প্রভুর সহিত কাহারও বা সমান সমান ভাব, সখ্যভাব), আবার কেহ বা আর্য্য (প্রভুর গুরুবর্গ)।

১২৪। লীলানুরোধে কেহ লঘু, কেহ সম এবং কেহ আর্য্য (গুরু) রূপে প্রতীত হইলেও সকলেই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পার্ষদ, সকলেই লীলার সহায়ক, সকলকে লইয়াই তিনি লীলারসাস্বাদনাদি নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। পার্ষদব্যতীত কোনও লীলা হয় না; তাই সমস্ত পার্ষদগণকে লইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যেই পার্ষদ যেই লীলার সহায়ক হওয়ার উপযোগী, তাঁহাদ্বারা সেই লীলারই আনুকূল্য করাইয়াছেন।

নিজকার্য্য—ব্রজের অপূর্ণ তিন-বাঞ্ছাপূরণরূপ অন্তরঙ্গ-কার্য্য এবং নাম-প্রচারাদিরূপ বহিরঙ্গ-কার্য্য। স্বরূপ-দামোদর ও রায়-রামানন্দাদি পার্ষদগণ তাঁহার বাঞ্ছাত্রয়-পূরণরূপ অন্তরঙ্গ-লীলার সহায়তা করিয়াছেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ-হরিদাসাদি পার্ষদগণ মুখ্যতঃ নাম-প্রেম-প্রচারাদি লীলার আনুকূল্য করিয়াছেন।

১২৫। পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য ও শ্রীনিত্যানন্দ এই দুইজনই প্রধান; কারণ, এই দুইজনই প্রভুর দুই অঙ্গ-স্বরূপ; এই দুইজনকে লইয়াই প্রভুর যত কিছু রঙ্গরহস্য, যত কিছু লীলা; তাঁহারাই তাঁহার লীলার মূল সহায়। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে এই বিষয় আরও বিবৃত করিতেছেন।

১২৬। শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য মহাবিষ্ণুর অংশাবতার বলিয়া সাক্ষাৎ ঈশ্বর-তত্ত্ব; ঈশ্বর-তত্ত্ব হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের কলাবিশেষ; সুতরাং স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার প্রভু; তথাপি লীলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যকে গুরুরূপে মান্য করেন; আচার্য্য কিন্তু নিজেকে প্রভুর ভৃত্য বলিয়াই অভিমান করেন। প্রভু তাঁহাকে গুরুর মর্য্যাদা

আচার্য্যগোসাঞির তত্ত্ব না যায় কথন।
কৃষ্ণ অবতারি যেঁহো তারিল ভুবন। ১২৭
নিত্যানন্দস্বরূপ পূর্ব্বে হইলা লক্ষ্মণ।
লঘু ভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন ॥ ১২৮
রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ।
স্বতন্ত্র লীলার দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ ॥ ১২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দিতে চাহেন, তিনি ভৃত্যরূপে তাঁহার সেবাদি করিতে চাহেন, গুরুর মর্য্যাদা অঙ্গীকার করিতে চাহেন না ; এজন্য উভয়ের যে প্রেম-কোন্দল উপস্থিত হয়, তাহা এক আস্বাদনীয় রঙ্গ-বিশেষ। লৌকিক-লীলায় শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-গোস্বামীর শিষ্য, সুতরাং প্রভুর খুড়া-গুরু ; এই সম্বন্ধকে উপলক্ষ্য করিয়াই প্রভু তাঁহাকে গুরুর মর্য্যাদা দিতে চাহেন ; কিন্তু আচার্য্য তাহা মানিতে চাহেন না ; তিনি মনে করেন, প্রভু স্বয়ং ভগবান্; তাঁহার আবার গুরুই বা কি, খুড়া-গুরুই বা কি ? তিনিই সকলের গুরু, আর সকলেই তাঁর ভৃত্য।

১২৭। শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের কথা উঠিতেই জগদ্বাসী জীবের প্রতি তাঁহার করুণার কথা এবং তাঁহার প্রেমের নিকটে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বশ্যতার কথা চিত্তে স্ফুরিত হওয়ায় আনন্দাতিশয্যে কবিরাজগোস্বামী বলিতেছেন—যিনি কলিকালে শ্রীকৃষ্ণকে (শ্রীচৈতন্যরূপে) অবতীর্ণ করাইয়া জগৎকে উদ্ধার করিলেন, সেই শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের তত্ত্বের কথা, তাঁহার মহিমার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না।

কৃষ্ণ অবতারি—কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইয়া। মায়াবদ্ধ জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত কাতর ভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, যেন তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া জীবকে উদ্ধার করেন ; এই প্রার্থনাকে উপলক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া নাম-প্রেম দিয়া জীবকে কৃতার্থ করিয়াছেন। এইরূপে শ্রীঅদ্বৈতই গৌরলীলা-প্রকটনের এবং জীব-উদ্ধারের হেতু হইলেন। আবার পার্ষদরূপেও তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলার সহায়তা করিয়াছিলেন।

১২৮। শ্রীবলরাম কোনও লীলায় শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ-ভ্রাতারূপে, আবার কোনও লীলায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন। ত্রেতাযুগে শ্রীকৃষ্ণ যখন অংশে শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইলেন, শ্রীবলদেবও অংশে শ্রীলক্ষ্মণরূপে শ্রীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ হওয়াতে জ্যেষ্ঠের মর্য্যাদা লঙ্ঘনের ভয়ে কষ্টকর কার্য্য হইতে শ্রীরামকে নিবৃত্ত করিতে এবং সুখকর-কার্য্যেও তাঁহাকে প্রবৃত্ত করাইবার নিমিত্ত উপদেশাদি দিতে পারেন নাই ; তাই অনেক সময় শ্রীরামচন্দ্রের দুঃখ দেখিয়া তাঁহাকে অশেষ কষ্ট অনুভব করিতে হইয়াছে ; শ্রীলক্ষ্মণের স্বাতন্ত্র্য ছিলনা বলিয়া ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শ্রীরামচন্দ্রের দুঃখ-নিবারণের নিমিত্ত সকল সময়ে চেষ্টা করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী দ্বাপর যুগে শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ্যভ্রাতারূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বতন্ত্র সেবার বেশী সুযোগ পাইলেন ; জ্যেষ্ঠভ্রাতা রূপে কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের কষ্ট নিবারণের এবং সুখোৎপাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের অনিচ্ছাদি সত্ত্বেও তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারিতেন।

লীলাতে গুরুই হউন, আর লঘুই হউন—সকল পরিকরেরই উদ্দেশ্য থাকে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত—শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত। অবশ্য লঘু-গুরু-আদি সম্বন্ধের অনুরূপভাবেই প্রত্যেক পরিকর-ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

নিত্যানন্দ-স্বরূপ—শ্রীবলরাম, যিনি গৌরলীলায় শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই **পূর্ব্বে**—ত্রেতাযুগে, শ্রীরামচন্দ্রের অবতার-সময়ে। **লঘুভ্রাতা**—কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ছোট ভাই।

১২৯। **রামের চরিত্র**—প্রকটে শ্রীরামচন্দ্রের লীলা। **দুঃখের কারণ**—বনবাস, সীতাহরণ, সীতাবর্জ্জনাদি লীলা শ্রীরামচন্দ্রের দুঃখের হেতু। **স্বতন্ত্রলীলা**—শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া লক্ষ্মণের দ্বারা তাঁহার কোনও কার্য্যই নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না ; তাই শ্রীরাম যাহা ইচ্ছা, স্বেচ্ছানুসারে তাহাই করিয়াছেন। তাহাতে রামচন্দ্রকে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। শ্রীরামের দুঃখে লক্ষ্মণকেও অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহার কোনওরূপ স্বাতন্ত্র্য ছিল না বলিয়া নীরবেই তাঁহাকে তাহা সহ্য করিতে হইয়াছে।

নিষেধ করিতে নারে যাতে ছোট ভাই।
মৌন করি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই ॥ ১৩০
কৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈল সেবার কারণ।
কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ আস্বাদন ॥ ১৩১
রাম লক্ষ্মণ—কৃষ্ণ-রামের অংশ-বিশেষ।
অবতারকালে দোঁহে দোঁহেতে প্রবেশ ॥ ১৩২
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান।
অংশাংশিরূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান ॥ ১৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩০। **নিষেধ করিতে** ইত্যাদি—লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের ছোটভাই বলিয়া দুঃখজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখিলেও মর্য্যাদাহানির ভয়ে তিনি রামচন্দ্রকে নিষেধ করিতে পারিতেন না। **মৌন করি** ইত্যাদি—তাই মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিয়া তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন। **মৌন**—নীরব।

রাম-অবতারে লক্ষ্মণের মনে রামচন্দ্রের ঐশ্বর্য্যজনিত গৌরব-বুদ্ধি জাগরূক ছিল বলিয়াই দুঃখজনক কার্য্য হইতে রামচন্দ্রকে তিনি বিরত করিতে চেষ্টা করেন নাই; গৌরব-লঙ্ঘনজনিত অপরাধের ভাবনা যাঁহাদের আছে, সেই সমস্ত ভক্তের ভাবই শ্রীলক্ষ্মণদ্বারা প্রকটিত হইয়াছে। নিজের সুখ-দুঃখের সমস্ত ভাবনা ত্যাগ করিয়া একমাত্র সেব্যের প্রীতিবিধানই যাঁহাদের উদ্দেশ্য এবং একমাত্র অনুসন্ধেয়, গৌর-অবতারে শ্রীগোবিন্দে ও শ্রীদামোদর-পণ্ডিতে তাঁহাদের ভাব প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীগোবিন্দ ছিলেন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভৃত্য মাত্র; অন্য উপায়ে প্রভুর সেবার সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া তিনি একদিন প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ডিঙ্গাইয়া যাইয়াও পাদসম্বাহনাদি দ্বারা প্রভুর ক্লান্তির অপনোদন করিয়াছিলেন; সেবার নিমিত্ত প্রভুর অঙ্গলঙ্ঘনের অপরাধের ভাবনা তাঁহাকে সেবা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। দামোদর-পণ্ডিতও ছিলেন প্রভুর ভক্ত; এক সুন্দরী যুবতী বিধবা ব্রাহ্মণীর অল্পবয়স্ক একটী পুত্র সর্ব্বদা প্রভুর নিকটে আসিত; প্রভুও তাহাকে অত্যন্ত প্রীতি করিতেন; দামোদর যখন ভাবিলেন, ইহাতে প্রভুর কলঙ্ক রটিতে পারে, তখন তিনি বাক্যদণ্ডদ্বারা প্রভুকেও শাসন করিয়া উক্ত বালকের প্রতি প্রীতি-প্রদর্শন হইতে প্রভুকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন; একার্য্যে প্রভুর প্রতি বাক্যদণ্ডজনিত অপরাধের ভয়ে দামোদর বিচলিত হয়েন নাই। "প্রভুর সেবার নিমিত্ত যদি আমাকে এমন কোনও কাজ করিতে হয়, যাহাতে আমার মহাপাপ, কি মহা-অপরাধ হইতে পারে, তাহাও আমি করিতে প্রস্তুত; প্রভুর সেবার জন্য যদি আমাকে নরকে যাইতে হয়, অম্লানবদনে যাইব।"—এইভাবে নিজবিষয়ক সমস্ত ভাবনা-চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক সেব্য-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাতেই সেবকের কর্ত্তব্যের পরম-পর্য্যাপ্তি।

১৩১। **কৃষ্ণাবতারে** ইত্যাদি—দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন শ্রীবলদেব জ্যেষ্ঠভ্রাতা রূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজের ইচ্ছাগত সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়াছিলেন।

১৩২। রামচন্দ্র হইলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ; আর লক্ষ্মণ হইলেন শ্রীবলরামের অংশ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন অংশ রাম তাঁহার অংশী শ্রীকৃষ্ণে এবং অংশ লক্ষ্মণ তাঁহার অংশী বলরামের বিগ্রহে মিলিত হইলেন। কারণ, পূর্ণভগবানের অবতারের নিয়মই এই যে, যখন তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার সমস্ত অংশ আসিয়া তখন তাঁহাতে মিলিত হয়েন।

রাম লক্ষ্মণ ইত্যাদি—রাম ও লক্ষ্মণ যথাক্রমে কৃষ্ণ ও বলরামের (রামের) অংশ-বিশেষ। **অবতারকালে**—পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার-সময়ে। **দোঁহে**—রাম ও লক্ষ্মণ। **দোঁহেতে**—কৃষ্ণে ও বলরামে।

১৩৩। **সেই অংশ**—শ্রীকৃষ্ণের যেই অংশ শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীবলদেবের যে অংশ শ্রীলক্ষ্মণ, সেই অংশ। **জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান**—শ্রীকৃষ্ণের যেই অংশ শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীবলরামের যেই অংশ শ্রীলক্ষ্মণ, সেই অংশেই কৃষ্ণ ও বলরামের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অভিমান অর্থাৎ সেই অংশেই (রামচন্দ্ররূপী) কৃষ্ণের অভিমান এই যে, তিনি (লক্ষ্মণরূপী) বলদেবের জ্যেষ্ঠ এবং সেই অংশেই (লক্ষ্মণরূপী) বলদেবেরও অভিমান এই যে, তিনি (রামচন্দ্ররূপী) কৃষ্ণের কনিষ্ঠ। আবার অংশীরূপে যখন তাঁহারা অবতীর্ণ হয়েন (দ্বাপরে, ব্রজে), তখন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অভিমান এই যে, তিনি বলদেবের কনিষ্ঠ এবং বলদেবেরও অভিমান এই যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ। **অংশাংশিরূপে** ইত্যাদি—

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৩৯)—
রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥২১

শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥ ১৩৪
নিত্যানন্দ-মহিমা সিন্ধু অনন্ত অপার।
এক কণ স্পর্শি—মাত্র সে কৃপা তাঁহার ॥ ১৩৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স এব কদাচিৎ প্রপঞ্চে নিজাংশেন স্বয়মবতরতীত্যাহ রামাদীতি। যঃ কৃষ্ণাখ্যঃ পরমঃ পুমান্ কলানিয়মেন তত্র তত্র নিয়তানামেব শক্তীনাং প্রকাশেন রামাদিমূর্ত্তিষু তিষ্ঠন্ তত্তন্মূর্ত্তীঃ প্রকাশয়ন্ নানাবতারমকরোৎ স এব স্বয়ং সমভবদবততার। তং লীলাবিশেষেণ গোবিন্দং সন্তং অহং ভজামীত্যর্থঃ। তদুক্তং শ্রীদশমে দেবৈঃ। মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-বরাহ-নৃসিংহ-হংস-রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ। ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ইতি। শ্রীজীব ॥২১॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীরামচন্দ্র যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরামচন্দ্রের অংশী, তাহা শাস্ত্রেই বিবৃত হইয়াছে। ইহার প্রমাণরূপে নিম্নে ব্রহ্মসংহিতার একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২১। অন্বয়। যঃ (যেই) পরমঃ পুমান্ (পরম-পুরুষ) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) কলানিয়মেন (শক্তি-সমূহের নিয়মনদ্বারা) রামাদিমূর্ত্তিষু (রামাদিমূর্ত্তিতে) তিষ্ঠন্ (অবস্থিত থাকিয়া, প্রকটিত করিয়া) নানাবতারং (নানাবিধ অবতার) অকরোৎ (করিয়াছেন), কিন্তু [যঃ] (যিনি) স্বয়ং (নিজে) [অপি] (ও) সমভবৎ (অবতীর্ণ হইয়াছেন), তং (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি)।

অনুবাদ। যে পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ শক্তিসমূহের নিয়মনদ্বারা রামাদিমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া নানাবিধ অবতার করিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ংও অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ২১।

এই শ্লোক ব্রহ্মার উক্তি। **কলা**—শক্তি। **নিয়ম**—নিয়ন্ত্রণ। **কলানিয়মেন ইত্যাদি**—ভূমিকায় বলা হইয়াছে, শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারে পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপে অনাদিকাল হইতেই আত্ম-প্রকট করিয়া বিরাজিত (শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য); শ্লোকস্থ **রামাদিমূর্ত্তি**-শব্দে এই অনন্ত ভগবৎস্বরূপই লক্ষিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিভিন্ন-স্বরূপে শক্তির বিভিন্নরূপ বিকাশ; স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়াই বিভিন্নরূপে ও বিভিন্ন পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার বিভিন্ন-স্বরূপ প্রকটিত করিয়াছেন; ইহাই তাঁহার শক্তির নিয়মন বা কলা নিয়ম। এই কলানিয়মের ফলেই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের আবির্ভাব। আবার এইরূপ শক্তি-নিয়মনদ্বারাই প্রয়োজন হইলে রামাদি ভগবৎ-স্বরূপকে তিনি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবতারিত করাইয়া থাকেন এবং স্বয়ংও সময় সময় অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহার স্বয়ংরূপেই সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ; রামাদিস্বরূপে শক্তির আংশিক বিকাশ; ইহাই শ্লোকস্থ স্বয়ং-শব্দের এবং কলা-শব্দের ধ্বনি। রামাদিতে শক্তির আংশিক বিকাশ বলিয়াই রামাদি হইলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং শ্রীকৃষ্ণ হইলেন রামাদির অংশী। শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারেই অংশাংশিভেদ, যাঁহাতে ন্যূনশক্তির বিকাশ, তাঁহাকে বলে অংশ (১।২।৮২ পয়ার টীকা দ্রষ্টব্য)। এই রীতি অনুসারে—(লক্ষ্মণ যে বলরামের অংশ এই শ্লোকে তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত না হইয়া থাকিলেও) ইহাও প্রতীয়মান হইতেছে যে, শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীবলদেবের অংশ।

১৩৪। ব্রজে যেই কৃষ্ণের অভিমান এই যে, তিনি বলরামের কনিষ্ঠ এবং যেই বলরামের অভিমান এই যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ, সেই কৃষ্ণই নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য এবং সেই বলরামই নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ; সুতরাং ব্রজলীলার সম্বন্ধানুসারে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের জ্যেষ্ঠ হওয়াতে গুরুবর্গের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। **নিত্যানন্দ পূর্ণ করে ইত্যাদি**—শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছা পূর্ণ করাই শ্রীনিত্যানন্দের কার্য্য। **কাম**—কামনা, ইচ্ছা।

১৩৫। শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ববর্ণনার উপসংহার করিতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা মহাসমুদ্রের ন্যায় অসীম

আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা।
অধম জীবেরে চঢ়াইল ঊর্দ্ধসীমা ॥ ১৩৬
বেদগুহ্য কথা এই—অযোগ্য কহিতে।
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে ॥ ১৩৭
উল্লাসের বশে লিখি তোমার প্রসাদ।
নিত্যানন্দ প্রভু! মোর ক্ষম অপরাধ ॥ ১৩৮
অবধূতগোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস—হয় তার নাম ॥ ১৩৯
আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন।
তাহাতে আইল তেঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ ॥ ১৪০
মহা প্রেমময় তেঁহো বসিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিল চরণে ॥ ১৪১
নমস্কার করিতে কারো উপরেতে চড়ে।
প্রেমে কারে বংশী মারে কাহারে চাপড়ে ॥ ১৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এবং দুরধিগম্য; সমুদ্র যেমন কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারে না, তাঁহার মহিমাও কেহ বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে না; একমাত্র তাঁহার কৃপাতেই সামান্যমাত্র বর্ণনা করিতে সমর্থ হইলাম। ইহা গ্রন্থকারের উক্তি।

সিন্ধু—সমুদ্র। **অনন্ত**—যাহার অন্ত বা সীমা নাই। **অপার**—যাহা পার হওয়া যায় না। **কণ**—মহিমা-সিন্ধুর এক কণিকা। **কৃপা তাঁহার**—শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা।

১৩৬। গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীর প্রতি শ্রীমন্নিত্যানন্দের এক অপূর্ব্ব কৃপার কথা বলিবার উপক্রম করিতেছেন। **তাঁর কৃপার**—শ্রীনিত্যানন্দের কৃপার। **অধমজীবেরে**—নিতান্ত অযোগ্য হীন জীবকে। নিজের সম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামীর ইহা দৈন্যোক্তি। **চঢ়াইল**—উঠাইল। **ঊর্দ্ধসীমা**—উচ্চতার শেষ সীমায়; শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ এবং শ্রীমদনগোপালের কৃপাপ্রাপ্তি প্রভৃতিকেই এস্থলে ঊর্দ্ধসীমা বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

১৩৭। **বেদগুহ্য**—কথিত আছে, কোনও দেবতার বা ভগবানের আদেশ বা বিশেষ কৃপার কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলে তাহা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না; তাহা গোপনে রাখিতে হয়। এই জাতীয় গোপনীয় কথাকেই "বেদগুহ্য"-কথা বলে। বেদ বা শাস্ত্র যাহাকে গুহ্য বা গোপনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাকে বেদগুহ্য বলে। কোনও কোনও গ্রন্থে "দেবগুহ্য" পাঠান্তর আছে; অর্থ—দেবতাদের কৃপাদিসম্বন্ধে গুহ্য বা গোপনীয় যাহা। **অযোগ্য কহিতে**—যাহা বলা উচিত নহে।

১৩৮। **উল্লাসের বশে**—আনন্দের আবেশে; কৃপালাভ-জনিত সৌভাগ্যাতিশয়ের উল্লাস। **প্রসাদ**—কৃপা। **অপরাধ**—গোপনীয় কথার প্রকাশজনিত অপরাধ।

১৩৯। এক্ষণে কৃপার কথা বলিতেছেন। **অবধূত গোসাঞির**—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর। **ভৃত্য**—সেবক। **প্রেমধাম**—প্রেমের আধার; প্রেমবান্। **মীনকেতন রামদাস**—শ্রীনিত্যানন্দের প্রেমবান্ সেবকের নাম রামদাস এবং তাঁহার উপাধি ছিল মীনকেতন।

১৪০। **আমার আলয়ে**—গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীর গৃহে। **অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন**—দিবারাত্রিব্যাপী অষ্টপ্রহর নামসঙ্কীর্ত্তন। মীনকেতন-রামদাস এই সঙ্কীর্ত্তনে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। **তেঁহো**—মীনকেতন-রামদাস।

১৪২। মীনকেতন-রামদাস যাইয়া অঙ্গনে বসিলেন; তাঁহার হাতে ছিল বংশী। মহাভাগবত জ্ঞানে সমবেত বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে নমস্কার করিতে আসিলেন। তিনি কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা, বাহ্যজ্ঞানহীন; ব্রজভাবের আবেশে তিনি হয়তো কাহাকে চাপড় মারিলেন, কাহাকেও বা বংশীদ্বারা আঘাত করিলেন; আবার হয়তো তাঁহাকে নমস্কার করিবার জন্য কেহ নত হইলে তিনি তাঁহার পিঠে উঠিয়াই বসিলেন। তাঁহার ছিল সখ্যভাবের উপাসনা; এই ভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি মনে করিলেন, তিনি যেন ব্রজের গোষ্ঠেই আছেন, আর নিকটবর্ত্তী সকলেই যেন তাঁহার সহচর রাখাল; তাই তিনি এসমস্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার চড়-চাপড়াদিকেও সকলে কৃপা বলিয়াই গ্রহণ করিলেন।

যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মনে হয় যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার ॥ ১৪৩
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব।
এক অঙ্গে জাড্য তার—আর অঙ্গে কম্প ॥ ১৪৪
'নিত্যানন্দ' বলি যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি লোকের হয় মহা চমৎকার ॥ ১৪৫
গুণার্ণবমিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তেঁহো করে সেবা কার্য্য ॥ ১৪৬
অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ।
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা বোলে রামদাস— ॥ ১৪৭
এই ত দ্বিতীয় সূত শ্রীরোমহর্ষণ ॥
বলরামে দেখি যে না করিল প্রত্যুদগম ॥ ১৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৪৩। মীনকেতন-রামদাসের যে নেত্রে (চক্ষুতে) অশ্রু দেখিতে যাহার (যে কোন দর্শকের) ইচ্ছা হয়, অমনি সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারা বহিতে থাকে। অর্থাৎ তাঁহার নয়নদ্বয়ে অনবরতই প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে; তাই দর্শকদের মধ্যে যখন যিনি যে চক্ষুতে অশ্রু দেখিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি সেই চক্ষুতেই তাহা দেখিতে পায়েন। **অবিচ্ছিন্ন**—অবিরাম গতিতে। **অশ্রু**—চোখের জল।

১৪৪। **পুলক-কদম্ব**—পুলক-সমূহ; গায়ের রোম-সমূহ খাড়া হইয়া গেলে তাহাকে পুলক বলে। **জাড্য**—জড়তা; স্তম্ভ। তাঁহার কোন অঙ্গে স্তম্ভ, কোনও অঙ্গে পুলক, কোনও অঙ্গে কম্প। অশ্রু-কম্প-পুলকাদি কৃষ্ণপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার।

১৪৬। **বিপ্র**—ব্রাহ্মণ। **আর্য্য**—সরল; কর্ত্তব্যনিষ্ঠ। **শ্রীমূর্ত্তি নিকট**—কবিরাজগোস্বামীর গৃহস্থিত শ্রীবিগ্রহের নিকট। কথিত আছে, কবিরাজগোস্বামীর গৃহে শ্রীশ্রীমদনগোপালের সেবা ছিল।

১৪৭। গুণার্ণবমিশ্র তন্ময় হইয়া শ্রীমূর্ত্তির সেবায় নিযুক্ত ছিলেন; মীনকেতন-রামদাস যে অঙ্গনে আসিয়া বসিয়াছেন, সমবেত সকলেই যে তাঁহাকে নমস্কারাদি করিতেছেন, গুণার্ণবের সেই বিষয়ে খেয়ালই ছিলনা; তাই তিনি বাহিরে আসিয়া মীনকেতনকে সম্ভাষাদি করিলেন না। অথবা সেবাকার্য্য ক্ষান্ত করিয়া মীনকেতনের সঙ্গে আলাপাদি করা তিনি হয়তো সঙ্গত মনে করেন নাই বলিয়াই সম্ভাষা করেন নাই। মীনকেতন-রামদাস তাহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন। নিজের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইল না বলিয়াই যে মীনকেতন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহা নহে; তিনি তখন শ্রীবলরামের পার্ষদের ভাবে আবিষ্ট; সেই আবেশের বশে তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহারই সাক্ষাতে শ্রীবলদেবও উপস্থিত আছেন, তিনিও শ্রীবলদেবের সঙ্গেই আসিয়াছেন; যাঁহারা অভিবাদনাদি করিতেছিলেন, তাঁহারা শ্রীবলদেবকেই অভিবাদনাদি করিতেছিলেন বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন; তাই গুণার্ণবমিশ্র যখন সম্ভাষাদি করিলেন না, মীনকেতন মনে করিলেন—গুণার্ণব শ্রীবলদেবকেই উপেক্ষা করিলেন; ইহাতেই মীনকেতনের ক্রোধ জন্মিয়াছিল।

১৪৮। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৭৮ অধ্যায়ে কথিত আছে, তীর্থ-ভ্রমণচ্ছলে শ্রীবলদেব যখন নৈমিষারণ্যে উপনীত হইলেন, তখন তত্রত্য ঋষিগণ দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ছিলেন; পুরাণবক্তা রোমহর্ষণ-সূতকে তাঁহারা ব্রহ্ম-আসনে বরণ করিয়াছিলেন; বলদেবকে দেখিয়া ঋষিগণের সকলেই প্রত্যুদ্গমন ও অভিনন্দনাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করিলেন: কিন্তু ব্রহ্মাসনে উপবিষ্ট ছিলেন বলিয়া রোমহর্ষণ-সূত বলদেবকে দেখিয়াও উঠিয়া দাঁড়াইলেন না, প্রণামাদিও করিলেন না।

গুণার্ণবমিশ্র কোনওরূপ সম্ভাষাদি না করায় মীনকেতন-রামদাসের মনে রোমহর্ষণ-সূতের কথা উদিত হইল; তাই তিনি বলিলেন—"নৈমিষারণ্যে শ্রীবলদেবকে দেখিয়া এক রোমহর্ষণ-সূত প্রত্যুদ্গমনাদি করেন নাই; আর আজ দেখিতেছি, গুণার্ণবও শ্রীবলদেবকে সম্ভাষাদি করিতেছেনা।" একটু বিদ্রূপের ভাবেই বোধ হয় বলিলেন "গুণার্ণব বোধ হয় দ্বিতীয় রোমহর্ষণ-সূতই হইবেন; নচেৎ শ্রীবলদেবের সম্ভাষাদি করিবেন না কেন?"

এতবলি নাচে গায়—করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র—না করিল রোষ ॥ ১৪৯
উৎসবান্তে গেলা তেঁহো করিয়া প্রসাদ।
মোর ভ্রাতা সনে তার কিছু হৈল বাদ ॥ ১৫০
চৈতন্যগোসাঞিতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ-প্রতি তাঁর বিশ্বাস-আভাস ॥ ১৫১
ইহা শুনি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে।
তবে ত ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে ॥ ১৫২
দুই ভাই একতনু—সমানপ্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্ববনাশ ॥১৫৩
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায় তোমার প্রমাণ ॥ ১৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সূত—সারথি; ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে সূতের জন্ম। সূতজাতীয় লোকেরা সারথির কাজ করিত। পুরাণবক্তা শ্রীরোমহর্ষণ জাতিতে ছিলেন সূত; ইনি শ্রীব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন।

প্রত্যুদ্গম—কোনও মান্য ব্যক্তি আসিলে তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত উঠিয়া অগ্রসর হইয়া যাওয়াকে প্রত্যুদ্গম বলে।

১৪৯। গুণার্ণব-সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া মীনকেতন-রামদাস আনন্দের সহিত নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় রোমহর্ষণ-সূত বলিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করা সত্ত্বেও গুণার্ণব রুষ্ট হইলেন না। তিনি শ্রীবিগ্রহের সেবার কার্য্যেই নিরত ছিলেন।

করয়ে সন্তোষ—আনন্দ করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণকার্য্য—শ্রীবিগ্রহের সেবার কার্য্য। **বিপ্র**—গুণার্ণব।

১৫০। উৎসবের পরে মীনকেতন-রামদাস কবিরাজগোস্বামীকে কৃপা করিয়া চলিয়া গেলেন। উৎসব-সময়ে কবিরাজগোস্বামীর ভ্রাতার সহিত রামদাসের একটু বাদানুবাদ হইয়াছিল।

উৎসবান্তে—অহোরাত্র-সঙ্কীর্ত্তনের শেষে। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ। **বাদ**—তর্ক; বাদানুবাদ।

১৫১। বাদানুবাদের হেতুর কথা বলিতেছেন। কবিরাজগোস্বামীর ভ্রাতা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বয়ংভগবান্ বলিয়া মানিতেন; কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দকে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে মানিতেন না—মুখেই একটু মানিতেন। এজন্য মীনকেতন-রামদাসের সহিত তাঁহার বাদানুবাদ হইয়াছিল। **বিশ্বাস আভাস**—বিশ্বাসের আভাস মাত্র; মৌখিক বিশ্বাস মাত্র; যাহা দেখিতে বিশ্বাসের মত মনে হয়, কিন্তু বস্তুতঃ বিশ্বাস নহে।

১৫৩। কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার ভ্রাতাকে তিরস্কার করিয়া যাহা বলিলেন, তিন পয়ারে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। "শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের বিলাসরূপ; সুতরাং উভয়েই অভিন্ন-কলেবর, উভয়েই ভগবৎ-স্বরূপ, উভয়েই প্রায় তুল্যশক্তি বিকশিত; শ্রীনিত্যানন্দে ও শ্রীচৈতন্যে কোনও পার্থক্য নাই। এরূপ অবস্থায় যে, ভাই, তুমি শ্রীনিত্যানন্দকে মানিতেছ না, তাহাতে তোমার বিশেষ ক্ষতি হইবে; কারণ, তাতে শ্রীনিত্যানন্দের চরণে তোমার অপরাধ হইতেছে।"

দুই ভাই—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ। **একতনু**—অভিন্ন-কলেবর। **সমান প্রকাশ**—উভয়েই তুল্যরূপে ভগবৎস্বরূপ, উভয়েই প্রায় তুল্যশক্তির বিকাশ; কারণ, শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের বিলাসমূর্ত্তি।

১৫৪। **কুক্কুটী**—মুরগী। **অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়**—কোনও লোকের একটী কুক্কুটী ছিল; সে প্রচুর অণ্ড প্রসব করিত এবং তদ্দ্বারাই লোকটীর জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত; একদিন লোকটী মনে করিল—কুক্কুটীর পশ্চাদ্ভাগ হইতেই অণ্ড জন্মে। সম্মুখের ভাগ হইতে অণ্ড জন্মে না, অন্য কোনও উপকারও হয় না, বরং তাহা দ্বারা ক্ষতিই হয়; কারণ, সম্মুখভাগ দিয়াই কুক্কুটীটী আহার করে। সুতরাং সম্মুখভাগ যদি আমি কাটিয়া খাই, তাহা হইলে আমার খাওয়াও হইবে, কোনও অপকারও হইবে না। কারণ, পশ্চাদ্ভাগতো থাকিবেই, তদ্দ্বারা অণ্ডতো পাওয়া যাইবেই।" এইরূপ ভাবিয়া লোকটী কুক্কুটীটীকে কাটিয়া তাহার সম্মুখভাগ খাইয়া ফেলিল; ফল হইল এই যে, কুক্কুটীটী মরিয়া গেল, তাহা হইতে আর অণ্ড পাওয়া গেলনা। এই দৃষ্টান্ত হইতে পণ্ডিতগণ অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায় বলিয়া একটা প্রমাদপূর্ণ যুক্তির

কিংবা দুই না মানিয়া হও ত পাষণ্ড।
একে মানি আরে না মানি—এই মত ভণ্ড ॥১৫৫
ক্রুদ্ধ হঞা বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ ॥১৫৬
এই ত কহিল তাঁর সেবক-প্রভাব।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব ॥ ১৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নামকরণ করিয়াছেন। একটী জীবন্ত কুক্কুটীর সমগ্র দেহটা থাকিলেই যেমন তাহা কাজের উপযোগী হইতে পারে, তাহার শরীরের অর্দ্ধেকটা কাটিয়া ফেলিলে যেমন তাহা মরিয়া যায় এবং কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া যায়; তদ্রূপ কোনও একটা প্রমাণের সমগ্র অংশ গ্রহণ ব্যতীত যেখানে কোনও সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না, সে স্থানে এক অংশ বাদ দিয়া অপর অংশ গ্রহণ করিলে তাহাকে অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায় বলে; ইহার দ্বারা কোনও সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ "একতনু" বা অভিন্ন-কলেবর বলিয়া—উভয়ে মিলিয়া এক দেহ হয় বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন সেই এক দেহের অর্দ্ধেকের তুল্য; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দকে না মানিলে সমগ্র দেহের অর্দ্ধেককে বাদ দেওয়া হয়, তাই তাহাতে অর্দ্ধকুক্কুটি-ন্যায় হয়। সারার্থ এই যে, শ্রীনিত্যানন্দে শ্রীচৈতন্যের যে শক্তির বিকাশ, শ্রীনিত্যানন্দকে না মানিলে সেই শক্তির বিকাশকেও মানা হয় না, অর্থাৎ পূর্ণ ভগবানের একাংশকে মানা হয় না; তাহাতে শ্রীচৈতন্যের পূর্ণতার হানি হয়; পূর্ণ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের পূর্ণতা রক্ষিত হইতে পারে না। কোনও মান্য ব্যক্তির একচরণে দণ্ডাঘাত করিয়া আর এক চরণে প্রণাম করিলেও যেমন তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে বলা যায় না, তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দকে না মানিয়া কেবল শ্রীচৈতন্যকে মানিলেও শ্রীচৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইল বলা যায় না।

১৫৫। কিম্বা দুই ইত্যাদি—অথবা, শ্রীনিত্যানন্দকে না মানাতে প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যকেও মানা হইল না; সুতরাং তুমি উভয়কেই অমান্য করিলে; অথচ তুমি বলিতেছ যে, তুমি শ্রীকৃষ্ণকে মান; তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা প্রকৃত নহে বলিয়া তোমার ভণ্ডামীই প্রকাশ পাইতেছে। ভণ্ডামি অত্যন্ত নিন্দনীয়; ভণ্ড অপেক্ষা পাষণ্ড বরং ভাল; কারণ, পাষণ্ডকে লোকে চিনিতে পারে, চিনিয়া সতর্ক হইতে পারে; কিন্তু ভণ্ডকে সহজে কেহ চিনিতে পারে না। তাই ভণ্ডদ্বারা লোকের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তাই বলি ভাই, যদি নিতানন্দকে মানিতে না পার, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যকে মানিতেছ বলিয়াও আর প্রকাশ করিও না; দুইজনের একজনকেও মান না, ইহাই যেন বল। তাহা হইলে লোকে জানিবে—তুমি পাষণ্ড, লোক তোমা হইতে সাবধানে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে।

পাষণ্ড—ভগবদ্বিদ্বেষী; যে ভগবান্‌কে মানেনা। **ভণ্ড**—যাহার ভিতরে একরকম, বাহিরে আর এক রকম ব্যবহার। উক্ত তিন পয়ার কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি, তাঁহার ভ্রাতার প্রতি।

১৫৬। শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি কবিরাজ-গোস্বামীর ভ্রাতার বিশ্বাস নাই দেখিয়া মীনকেতন-রামদাস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; ক্রোধে তিনি হাতের বংশী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

ক্রোধ হইল প্রাকৃত রজোগুণের কার্য্য। মীনকেতন-রামদাসের ন্যায় ভক্তের শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে এই ক্রোধের উদয় সম্ভব নহে। সম্ভবতঃ রামদাসের কৃপাই এস্থলে ক্রোধের আকার ধারণ করিয়াছে। ভক্তের কৃপা যখন ক্রোধরূপেও প্রতীয়মান হয়, তখনও তাহা মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। নারদ কুবের-তনয়দ্বয়ের প্রতি রুষ্ট হইয়া অভিশাপ দিলেন; তাহার ফলে তাহারা বৃক্ষরূপে পরিণত হইল; কিন্তু বৃক্ষরূপে—যমলার্জ্জুনরূপে তাহাদের জন্ম হইল ব্রজে; তাই প্রকট-লীলাকালে শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভের সৌভাগ্য তাহাদের হইয়াছিল। ভক্তচূড়ামণি নারদের কৃপা শাপরূপে অভিব্যক্ত হইলেও কুবের-তনয়দ্বয়ের কৃষ্ণপ্রাপ্তির হেতু হইয়াছিল। **সর্ব্বনাশ**—কি সর্ব্বনাশ হইল তাহা ব্যক্ত করা হয় নাই। বোধ হয়, ব্যবহারিক বিষয়েই তাঁহার কোনও বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকিবে; ভক্তের ক্রোধে (অর্থাৎ ক্রোধরূপী কৃপায়) কাহারও পারমার্থিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা।

১৫৭। তাঁর সেবক-প্রভাব—শ্রীনিত্যানন্দের সেবকের (মীনকেতন-রামদাসের) প্রভাব, যাহা কবিরাজের ভ্রাতার সর্ব্বনাশ-সাধনে অভিব্যক্ত হইয়াছে। **দয়ার স্বভাব**—করুণার প্রকৃতি, যাহা আপনা-আপনিই অভিব্যক্ত হয়।

ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি, লঞা এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিল দরশন ॥ ১৫৮
নৈহাটী-নিকটে ঝামটপুর-নামে গ্রাম।
তাহাঁ স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম ॥ ১৫৯
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজপাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে ॥১৬০
'উঠ উঠ' বলি মোরে বোলে বারবার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার ॥ ১৬১
শ্যাম চিক্কণ কান্তি—প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্লবীর ॥ ১৬২
সুবলিত হস্ত পদ, কমলনয়ান।
পট্টবস্ত্র শিরে পট্টবস্ত্র পরিধান ॥ ১৬৩
সুবর্ণকুণ্ডল কর্ণে স্বর্ণাঙ্গদ বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমালা ॥ ১৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫৮। **ভর্ৎসিনু**—তিরস্কার করিয়াছিলাম। নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি আমার (গ্রন্থকারের) ভাইয়ের বিশ্বাস না থাকায় আমি তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলাম বলিয়া নিত্যানন্দ-প্রভু কৃপা করিয়া সেই রাত্রিতে স্বপ্নে আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন।

১৫৯। বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত নৈহাটীর নিকটবর্ত্তী ঝামট-পুর-গ্রামে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীর বাড়ী ছিল; এই বাড়ীতেই অহোরাত্র-কীর্ত্তনোৎসব হইয়াছিল এবং এই বাড়ীতেই নিত্যানন্দপ্রভু স্বপ্নযোগে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। **রাম**—বলরাম। শ্রীনিত্যানন্দরূপী বলরাম।

১৬১। **তাঁর রূপ দেখি** ইত্যাদি—শাস্ত্রাদিতে শ্রীবলরামের যে রূপের বর্ণনা আছে, স্বপ্নযোগে সেই রূপ না দেখিয়া, অথবা শ্রীনিত্যানন্দের যে রূপ প্রসিদ্ধ, সেই রূপ না দেখিয়া অন্য রূপ দেখায় কবিরাজ-গোস্বামী চমৎকৃত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী তিন পয়ার হইতে মনে হয়, কবিরাজ-গোস্বামী স্বপ্নযোগে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীনিত্যানন্দের প্রসিদ্ধ প্রকটরূপই দেখিয়াছিলেন; দেখিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইয়াছিলেন। উঠিয়া দেখিলেন—পূর্ব্বদৃষ্টরূপ আর নাই, অন্য এক রূপ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাই তিনি চমৎকৃত হইলেন। পরে যে রূপ তিনি দেখিলেন, পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে তাহার বর্ণনা দেওয়া হইতেছে।

১৬২। **শ্যাম**—নূতন মেঘের মত বর্ণ। **চিক্কণ**—চক্‌চকে। **সাক্ষাৎ কন্দর্প**—কামদেবের ন্যায় সর্ব্বচিত্তহর রূপ। **মহামল্লবীর**—খুব বলিষ্ঠ বীরপুরুষ।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বর্ণ রক্তাভ-পীত এবং শ্রীবলরামের বর্ণ শ্বেত। কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী স্বপ্নযোগে রক্তাভপীত বা শ্বেতবর্ণ না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণ দেখিলেন; ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, শ্রীবলরাম (বা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু) যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ—অভিন্নরূপ—তাহা দেখাইবার নিমিত্তই শ্রীবলরাম (বা শ্রীনিত্যানন্দ) শ্রীকৃষ্ণের শ্যামরূপে দর্শন দিয়াছেন; স্বপ্নদৃষ্ট রূপ-ধারী মুখে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতেছিলেন বলিয়া—শ্যামবর্ণ হইলেও তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ, নহেন তাহা কবিরাজ-গোস্বামী বুঝিতে পারিয়াছিলেন; বিশেষতঃ, শ্রীবলরাম বা শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাতেও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, স্বপ্নদৃষ্ট রূপে শ্রীনিত্যানন্দই তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু ছিলেন বলিয়া, গুরু ও কৃষ্ণ যে একই তত্ত্ব, তাহা জানাইবার নিমিত্ত শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন দিয়াছেন। কিন্তু এই মতে আপত্তির কারণ বিদ্যমান আছে। প্রথমতঃ, শ্রীনিত্যানন্দ যে কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু, এই মত বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না (ভূমিকায় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামিশীর্ষক প্রবন্ধে কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরুসম্বন্ধীয় অংশ দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয়তঃ, ভক্তিশাস্ত্রানুসারে গুরু ও কৃষ্ণ একই তত্ত্ব নহেন—শ্রীকৃষ্ণ হইলেন অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব, আর শ্রীগুরুদেব হইলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম-ভক্ত-তত্ত্ব (১।১।২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); শ্রীগুরুর যোগে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি শিষ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত আবির্ভূত হয় মাত্র, প্রিয়তম ভক্ত যে প্রভুর রূপ ধারণ করিয়া দর্শন দিবেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

১৬৩-৬৮। ১৬২-১৬৮ পয়ারে শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের স্বপ্নদৃষ্ট রূপের বর্ণনা করা হইয়াছে।

চন্দন-লেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম।
মত্তগজ জিনি মদমন্থর পয়াণ ॥ ১৬৫
কোটিচন্দ্র জিনি মুখ, উজ্জ্বল বরণ।
দাড়িম্ববীজ-সম দন্ত তাম্বূলচর্ব্বণ ॥ ১৬৬
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে।
‘কৃষ্ণকৃষ্ণ’ বলিয়া গম্ভীর বোল বোলে ॥ ১৬৭
রাঙ্গা যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্তসিংহ।
চারিপাশে বেঢ়ি আছে চরণেতে ভৃঙ্গ ॥ ১৬৮
পারিষদগণে দেখি সব গোপবেশ।
‘কৃষ্ণকৃষ্ণ’ কহে সভে সপ্রেম আবেশ ॥ ১৬৯
শিঙ্গা বংশী বাজায় কেহো, কেহো নাচে গায়।
সেবক যোগায় তাম্বূল— চামর ঢুলায় ॥ ১৭০
নিত্যানন্দস্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ গুণ লীলা—অলৌকিক সব ॥ ১৭১
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী—১৭২
‘অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস। না কর ত ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ, তাহাঁ সর্ব্ব লভ্য হয় ॥’ ১৭৩
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাথসানি দিয়া।
অন্তর্ধান কৈলা প্রভু নিজ-গণ লঞা ॥ ১৭৪
মূর্চ্ছিত হইয়া মুই পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্নভঙ্গ হৈলে দেখি হৈয়াছে প্রভাতে ॥ ১৭৫
কি দেখিনু কি শুনিনু—করিয়ে বিচার।
প্রভু-আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥ ১৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুবলিত—সুষ্ঠুরূপে গঠিত। হস্ত ও পদ সুগোল এবং হস্তিশুণ্ডের ন্যায় বা সর্পদেহের ন্যায় মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সরু হইয়া আসায় দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর ছিল। **কমল-নয়ান**—পদ্মের দলের ন্যায় সুন্দর ও সুদীর্ঘ নয়ন (চক্ষু) যাঁহার। **শিরে**—মস্তকে (পাগড়ীর আকারে পট্টবস্ত্র জড়ান ছিল)। **স্বর্ণাঙ্গদ**—স্বর্ণ-নির্ম্মিত অঙ্গদ বা কেয়ূর; অঙ্গদ বাহুতে ধারণ করা হয়। **বালা**—স্বর্ণবলয়। **সুঠাম**—সুন্দর। **মদ**—হর্ষ। **মন্থর**—ধীর; **পয়াণ**—প্রয়াণ, গমন। শ্রীকৃষ্ণ-সেবাজনিত হর্ষযোগে পূর্ণতৃপ্তি বশতঃ প্রভুর গতি অত্যন্ত ধীর ছিল। **গজ**—হস্তী। **দাড়িম্ববীজসম**—দাড়িম্বের বীজের ন্যায় সরু, সুগঠন ও ঘনসন্নিবিষ্ট। **রাঙ্গাযষ্টি**—“রাঙ্গা”-স্থলে “অরুণ” পাঠান্তরও দেখা যায়। **চরণের ভৃঙ্গ**—সেবক, পার্ষদ। মধুলোভে ভৃঙ্গ (ভ্রমর) সকল যেমন পদ্মের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ চরণ-সেবার লোভে সেবকবৃন্দও প্রভুর চারিদিকে ঘুড়িয়া বেড়ায়। ভ্রমর সকল যেমন গুন্ গুন্ শব্দ করে, সেবকবৃন্দও মৃদুমধুর শব্দে প্রভুর নাম-গুণাদি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; এইরূপই “ভৃঙ্গ” শব্দের ধ্বনি।

১৬৯-৭০। প্রভুর পার্ষদগণের বর্ণনা দিতেছেন। তাঁহাদের সকলেরই গোপবেশ; তাঁহাদের মুখে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ”-শব্দ, প্রেমের আবেশে কেহ শিঙ্গা বাজায়, কেহ বাঁশী বাজায়, কেহ নাচে, কেহ গান করে। সকলের আচরণই ব্রজের রাখাল-বালকদের আচরণের ন্যায়। সেবকদের কেহ প্রভুর মুখে তাম্বূল যোগাইতেছেন, কেহ বা চামর ব্যজন করিতেছেন।

১৭১-৭৩। **বৈভব**—মহিমা। শ্রীমন্নিত্যানন্দের রূপ, গুণ, লীলা—তাঁহার অলৌকিক মহিমা—(স্বপ্নে) দর্শন করিয়া আমি (গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী) আনন্দে আত্মহারা হইয়া যেন মূঢ়ের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলাম। আমার এই অবস্থা দেখিয়া প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া আমাকে বলিলেন—“ওহে কৃষ্ণদাস! তুমি ভীত হইওনা। বৃন্দাবনে যাও; সেখানে গেলেই তোমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হইবে।”

১৭৪। **প্রেরিলা**—বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। **হাতসানি দিয়া**—হাতে ইসারা করিয়া। **অন্তর্ধান কৈলা**—অন্তর্হিত হইলেন; দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন। **নিজগণ লঞা**—পার্ষদগণের সঙ্গে।

১৭৬। স্বপ্নবৃত্তান্ত বিচার করায় মনে হইল, বৃন্দাবনে যাইবার নিমিত্তই স্বপ্নযোগে প্রভু-শ্রীনিত্যানন্দ আমাকে (গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীকে) আদেশ করিয়াছেন।

সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন ॥ ১৭৭
জয়জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবনধাম ॥ ১৭৮
জয়জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয় ॥ ১৭৯
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয় ॥ ১৮০
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরস-প্রান্ত ॥ ১৮১
জয়জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইলাম শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥ ১৮২
জগাই-মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥ ১৮৩
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয়ে যেই, তার পাপ হয় ॥ ১৮৪
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগত-ভিতরে ? ॥ ১৮৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৭৮-৮২। **নিত্যানন্দ রাম**—নিত্য-আনন্দস্বরূপ শ্রীবলরাম। **রূপসনাতনাশ্রয়**—শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন-গোস্বামীর চরণাশ্রয়। **শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়**—এস্থলে শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদরের কথাই বলা হইতেছে কিনা বুঝা যায় না; কিন্তু শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকটে নীলাচলেই অবস্থান করিতেন; প্রভুর লীলান্তর্ধানের অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনিও লীলাসম্বরণ করেন, প্রভুর অন্তর্ধানের পরে শ্রীমদ্দাস-গোস্বামী ব্যতীত প্রভুর অপর কোনও নীলাচলসঙ্গী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। সম্ভবতঃ শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর আবির্ভাবে বা স্বপ্নযোগেই কবিরাজ-গোস্বামীকে শ্রীবৃন্দাবনে কৃপা করিয়া স্বীয় চরণে আশ্রয় দিয়াছিলেন। **ভক্তির সিদ্ধান্ত**—শ্রীবৈষ্ণবতোষণী, বৃহদ্ভাগবতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থবর্ণিত ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সমূহ। **ভক্তিরসপ্রান্ত**—ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-আদি গ্রন্থবর্ণিত ভক্তি-রসের সীমার বিবরণ। ১৭৮-১৮২ পয়ারে ১৭৩ পয়ারোক্ত "সর্ব্বলভ্য" শব্দের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

১৮৩-১৮৫। গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী স্বীয় দৈন্য জ্ঞাপন করিতেছেন। **পুরীষ**—বিষ্ঠা। **লঘিষ্ঠ**—হীন, নীচ। **নির্ঘৃণ**—মন্দকার্য্যে বা হেয় কাজে ঘৃণা (বিতৃষ্ণা) নাই যাহার ; কু-কর্ম্মরত। আমার ন্যায় পাপিষ্ঠ ও হীনকর্ম্মরত লোককে কৃপা করিতে পারেন, এমন লোক পতিত-পাবন শ্রীনিত্যানন্দ ব্যতীত জগতে আর কেহ নাই। এসমস্ত কবিরাজ-গোস্বামীর দৈন্যোক্তি।

কবিরাজ-গোস্বামী দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—বিষ্ঠার কৃমি হইতেও আমি অধম। ইহা তাঁহার কপট দৈন্য নহে ; ভক্তির কৃপাতেই অকপট দৈন্য জন্মিতে পারে। যাঁহার প্রতি ভক্তির কৃপা যত বেশী, তিনি নিজেকে তত ছোট মনে করেন। "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে। ১।২৩।১৪॥" কবিরাজ-গোস্বামীর মনের ভাব বোধ হয় এইরূপ। মনুষ্য ব্যতীত অপর জীব কেবল স্বস্বকর্ম্মফলই ভোগ করিয়া থাকে ; বিচারবুদ্ধি নাই বলিয়া তাহারা নূতন কর্ম্ম কিছু করিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে তো পারেই না ; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ যে ভজনীয়, এই বুদ্ধিই তাহাদের নাই ; বিচারবুদ্ধির পরিচালনাদ্বারা, বা শাস্ত্রাদির অনুশীলনদ্বারা, বা মহৎসঙ্গলাভের চেষ্টা দ্বারা, শ্রীকৃষ্ণভজনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্যও তাহাদের নাই। সুতরাং তাহারা যদি শ্রীকৃষ্ণভজন না করে, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে তাহা গুরুতর দোষের নয়। কিন্তু মানুষ ভজনোপযোগী দেহ এবং সেই দেহে হিতাহিতবিষয়ে বিচারবুদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় মানুষ যদি শ্রীকৃষ্ণভজন না করে, স্বীয় বিচারবুদ্ধির অপব্যবহার-দ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়ভোগ্যব্যাপারেই সর্ব্বদা লিপ্ত থাকে এবং ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতাবর্দ্ধক কর্ম্মেই রত থাকে, তাহা হইলে তাহার আচরণ হইবে অমার্জ্জনীয়। এ বিষয়ে বস্তুতঃ বিষ্ঠার কৃমি হইতেও সেই ব্যক্তি হইবে নিকৃষ্ট। কারণ, কৃমি ভজনোপযোগী দেহ ও বুদ্ধি পায় নাই, মানুষ পাইয়াছে—ভজন না করিলে সেই পাওয়া হইয়া যায় নিরর্থক।

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার ॥ ১৮৬
যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিলা মো-হেন দুরাচার ॥ ১৮৭
মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন।
মো-হেন অধমে দিলা শ্রীরূপচরণ ॥ ১৮৮
শ্রীমদনগোপাল শ্রীগোবিন্দ-দরশন।
কহিবার যোগ্য নহে এ সব কথন ॥ ১৮৯
বৃন্দাবন পুরন্দর মদনগোপাল।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ১৯০
শ্রীরাধা-ললিতা-সঙ্গে রাসবিলাস।
মন্মথমন্মথ-রূপে যাহার প্রকাশ ॥ ১৯১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দ্বিতীয়তঃ, কৃমি নূতন কর্ম্ম করিয়া নিজের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিতে পারেনা, যেহেতু নূতন কর্ম্ম করার উপযোগিনী বুদ্ধি তার নাই। মানুষের তাহা আছে এবং তাহার অপব্যবহারে মানুষ নূতন কর্ম্ম করিয়া অধঃপতিত হইতে পারে। কবিরাজগোস্বামীর উক্তির ধ্বনি এই যে—ভজনোপযোগী নরদেহ পাইয়াও আমি ভজন করিতেছি না; সাধ্যসাধন-নির্ণয়োপযোগিনী বুদ্ধি পাইয়াও আমি সাধন করিতেছি না; বরং সেই বুদ্ধিকে দেহের সুখানুসন্ধানেই নিয়োজিত করিতেছি। সুতরাং আমি বিষ্ঠার কৃমি হইতেও অধম।

১৮৬-৮৭। আমার ন্যায় পাপিষ্ঠ লোককেও শ্রীমন্নিত্যানন্দ কেন কৃপা করিলেন, তাহার হেতু এই। শ্রীমন্নিত্যানন্দ কৃপার অবতার—কৃপার প্রকট বিগ্রহ; দুঃস্থ জীবের মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার নিমিত্তই কৃপার উৎকণ্ঠা; সুতরাং পাত্রাপাত্র বিচার করার অবকাশ বা ইচ্ছা তাঁহার থাকে না। তাহার উপরে আবার, কৃষ্ণপ্রেমে শ্রীনিত্যানন্দ উন্মত্তপ্রায়—এই কারণেও পাত্রাপাত্র বিচারের অনুসন্ধান তাঁহার নাই; তাঁহার হৃদয় হইতে উচ্ছলিত কৃষ্ণপ্রেম দিয়া যাকে তাকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠাই পরম-দয়াল শ্রীনিত্যানন্দের মধ্যে বলবতী। তাই, যাকেই তিনি সাক্ষাতে দেখেন, কৃপা করিয়া কৃষ্ণপ্রেম দিয়া তাকেই তিনি উদ্ধার করেন, কৃতার্থ করেন—এবিষয়ে ভালমন্দ—পাত্রাপাত্র বিচারের অনুসন্ধান তাঁহার নাই। আমার (গ্রন্থকারের) ন্যায় পাপিষ্ঠকেও যে তিনি কৃপা করিয়াছেন—তাঁহার এইরূপ নির্ব্বিচারে কৃপাবিতরণের স্বভাবই তাহার একমাত্র হেতু।

১৮৮-৮৯। শ্রীবৃন্দাবনে আনিয়া শ্রীরূপাদি-গোস্বামিগণের শ্রীচরণ আশ্রয় করাইয়া এবং শ্রীমদন-গোপাল ও শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীচরণ দর্শন করাইয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ আমাকে উদ্ধার করিবার উপায় করিয়া দিলেন। **শ্রীমদন-গোপাল**—মদন-মোহন; শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ। **শ্রীগোবিন্দ**—শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ ॥

১৯০-৯১। শ্রীমদনগোপালের বর্ণনা দিতেছেন। **বৃন্দাবন-পুরন্দর**—শ্রীবৃন্দাবনের অধিপতি। পুরন্দর—ইন্দ্র। **রাসবিলাসী**—ব্রজতরুণীদের সঙ্গে রাসলীলায় বিলাস করেন যিনি। **সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন**—শ্রীমদনগোপাল-দেব সাধারণের দৃষ্টিতে প্রতিমারূপে বিরাজমান থাকিলেও তিনি প্রতিমা-মাত্র নহেন, পরন্তু সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাই তিনি রাসবিলাসী। ইহা শ্রীপাদ কবিরাজ-গোস্বামীর অনুভূতির কথা, সুতরাং তর্কের অগোচর। বস্তুতঃ উপাসকের ঐকান্তিকী সেবার প্রভাবেই প্রতিমাদিতে উপাস্য-স্বরূপের অধিষ্ঠান হয়; এইরূপে প্রতিমাদিতে উপাস্য-ভগবৎ-স্বরূপের অধিষ্ঠান হইলে ঐকান্তিক ভক্ত প্রতিমাকে আর প্রতিমাদি বলিয়া মনে করেন না, সাক্ষাৎ উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়াই মনে করেন, তদ্রূপই তখন তাঁহার অনুভূতিও হয়। তাই ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী বলিয়াছেন, "পরমোপাসকগণ প্রতিমাকেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপে দর্শন করেন—পরমোপাসকাশ্চ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরত্বেনৈব তাং পশ্যন্তি। ২৮৬।" বস্তুতঃ সাধক মাত্রেরই উপাস্য-স্বরূপের প্রতিমাকে প্রতিমা মাত্র মনে না করিয়া স্বয়ং উপাস্য-স্বরূপ বলিয়া মনে করা উচিত, নচেৎ ভক্তির পুষ্টিতে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে; তাই এসম্বন্ধে ভক্তিসন্দর্ভ বলিয়াছেন—"ভেদস্ফূর্ত্তের্ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ তথৈব সূচিতম্। ২৮৬।" **শ্রীরাধা-ললিতা ইত্যাদি**—

তথাহি (ভাঃ ১০।৩২।২)—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ২২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শৌরিঃ শূরবংশাবির্ভূতত্বেন প্রসিদ্ধোঽপি তাসামেবাবিরভূৎ সর্ব্বতোঽপূর্ব্বাদাবির্ভাবাদিত্যর্থঃ। সাক্ষান্মন্মথাঃ নানাচতুর্ব্যূহস্থাঃ প্রদ্যুম্নাস্তেষাং মন্মথঃ "চক্ষুষশ্চক্ষু" রিতিবন্মন্মথত্বপ্রকাশক ইত্যর্থঃ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥২২॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীমদনগোপাল শ্রীরাধা এবং শ্রীললিতাদি গোপকিশোরীগণের সঙ্গে রাসলীলা করেন ; তাই তাঁহাকে রাসবিলাসী বলা হয়। মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা যখন তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী থাকেন, তখন তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের বিকাশ এতই অধিক হয় যে, অন্যের কথাতো দূরে, স্বয়ং মদন পর্য্যন্তও ঐ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়েন ; তাই শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত বলিয়াছেন—"রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। ৮।৩২॥" বাস্তবিক, সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি শ্রীরাসলীলাতেই পরমপ্রেমবতী শতকোটি-গোপীর সঙ্গ-প্রভাবে—বিশেষতঃ গোপীকুল-শিরোমণি মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার সঙ্গ-প্রভাবে—শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি চরম বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মদন-মোহনত্বেরও চরম অভিব্যক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। তাই শ্রীকৃষ্ণের এই রাসবিলাসী স্বরূপকেই শ্রীমদ্ভাগবতে সাক্ষাৎ-মন্মথ-মন্মথরূপ বলা হইয়াছে (১০।৩২।২)। **মন্মথ-মন্মথ-রূপে**—স্বয়ং কন্দর্পেরও চিত্ত-বিক্ষোভকারী রূপে (পরবর্ত্তী শ্লোকের টীকায় সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এতাদৃশ অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় রাসবিলাসী ব্রজেন্দ্র-নন্দনই শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্মদন-গোপালের বিগ্রহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন।

শ্লো। ২২। অন্বয়। স্ময়মানমুখাম্বুজঃ (সহাস্য-মুখ-পঙ্কজযুক্ত) পীতাম্বরধরঃ (পীতবসনধারী) স্রগ্বী (বনমালাধারী) সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ (সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথরূপ) শৌরিঃ (শূরবংশোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ) তাসাং (সেই গোপীদিগের) [মধ্যে] (মধ্যে) আবিরভূৎ (আবির্ভূত হইলেন)।

অনুবাদ। সহাস্যমুখকমল, পীতবসনধর এবং বনমালা-বিভূষিত মূর্ত্তিমান্ মদনমোহন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজাঙ্গনাগণের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। ২২।

তাসাং—রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তাঁহার বিরহ-দুঃখে রোদন-পরায়ণা গোপবালাদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে, তাঁহার বিরহার্ত্তিতে ব্রজসুন্দরীগণ প্রায় গতপ্রাণ হইয়াছেন, তখনই তিনি তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। তিনি কি রূপে আবির্ভূত হইলেন, তাহা বলিতেছেন। **স্ময়মানমুখাম্বুজঃ**—হাসিযুক্ত মুখরূপ অম্বুজ যাঁহার ; সহাস্য-বদন। তাঁহার বদন স্বভাবতঃই অম্বুজ বা কমলের ন্যায় সুন্দর এবং স্নিগ্ধ, সুতরাং দর্শন মাত্রে সন্তাপ-হরণে সমর্থ ; তদুপরি তিনি আবার মন্দহাসি দ্বারা সেই মুখের শোভা বর্দ্ধন করিয়া গোপসুন্দরীদিগের মধ্যে উপস্থিত হইলেন ; তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার মন্দহাসির স্নিগ্ধ ধারায় তাঁহাদের বিরহ-দুঃখ দূরীভূত হইবে, হৃদয় আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। মন্দহাসিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ গোপবধূদিগকে জানাইতে চেষ্টা করিলেন যে, তিনি বেশ প্রফুল্ল ; কিন্তু তাঁহার হৃদয় বোধ হয় তখনও তাঁহাদের বিরহার্ত্তিজনিত সন্তাপে দগ্ধ হইতেছিল। **পীতাম্বরধর**—স্কন্ধের উপর হইতে সম্মুখভাগে বিলম্বিত পীতবসন দুই হস্তে ধারণ করিয়া। পীতাম্বর বলিলেই পীতবসনধারী শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায় ; তথাপি পীতাম্বরধর বলার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি দুইহস্তে গললগ্নী পীতাম্বরকে ধারণ করিয়া আছেন। যেন গোপীদিকে ত্যাগ করিয়া যাইয়া তাঁহাদের বিরহার্ত্তি উৎপাদন করা তাঁহার পক্ষে অন্যায় হইয়াছে এবং গললগ্নীকৃতবাসে যেন সেই অন্যায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাই করিতেছেন—ইহাই ধ্বনি। পীতবর্ণ যে অম্বর (বস্ত্র), তাহা ধারণ করিয়াছেন যিনি, তিনি পীতাম্বরধর। **স্রগ্বী**—অম্লান-বনমালাধারী। প্রেয়সীবর্গ তাঁহার গলদেশে যে বনমালা অন্তর্ধানের পূর্ব্বে পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা যে তখনও ম্লান হয় নাই, তাহাই সূচিত হইতেছে।

স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ।
দুই পাশে রাধা ললিতা করেন সেবন ॥ ১৯২
নিত্যানন্দদয়া মোরে তাঁরে দেখাইল।
শ্রীরাধা-মদনমোহনে 'প্রভু' করি দিল ॥ ১৯৩
মো অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ-দরশন।
কহিবার কথা নহে—অকথ্য কথন ॥ ১৯৪
বৃন্দাবনে যোগপীঠ কল্পতরুবনে।
রত্নমণ্ডপ তাহে রত্নসিংহাসনে ॥১৯৫
শ্রীগোবিন্দ বসি আছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মাধুর্য্য প্রকাশি করেন জগত-মোহন ॥ ১৯৬
বামপার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে।
রাসাদিক লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে ॥ ১৯৭
যাঁর ধ্যান নিজ-লোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন ॥ ১৯৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ইহাও সূচিত হইতেছে যে, প্রেয়সীদত্ত বনমালা তিনি সযত্নে বক্ষে রক্ষা করিয়াছিলেন; ইহা বুঝিতে পারিলে বিরহক্ষিপ্তা ব্রজবালাদিগের চিত্ত তৎপ্রতি প্রসন্ন হইতে পারে।

সাক্ষান্মথমন্মথঃ—মূর্ত্তিমান্ মন্মথ-মন্মথ। চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত প্রদ্যুম্নই অপ্রাকৃত মন্মথ বা মদন; দ্বারকাচতুর্ব্যূহের অন্তর্গত প্রদ্যুম্নই অন্যান্য ধামস্থ চতুর্ব্যূহ-সমূহের মূল হওয়ায় দ্বারকাস্থ প্রদ্যুম্নই মূল অপ্রাকৃত মন্মথ। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই মন্মথের শক্তির মূল আশ্রয় বলিয়া—দৃষ্টিশক্তির মূল আশ্রয়কে যেমন চক্ষুর চক্ষু বলা হয়, তদ্রূপ—শ্রীকৃষ্ণকে মন্মথের মন্মথ (বা মন্মথ-মন্মথ) বলা হয়। প্রদ্যুম্নরূপ অপ্রাকৃত মন্মথের সর্ব্বচিত্ত-মুগ্ধকারিতা-শক্তির মূল আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মহামন্মথ বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ মহা-মোহনতা-শক্তির মহাসাগরতুল্য; ইহার কণাংশ-প্রাপ্তিতেই কামদেবের মোহনতা-শক্তি। সাক্ষাৎ-শব্দে স্বয়ং কামদেব প্রদ্যুম্নকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, প্রাকৃত কামদেবকে লক্ষ্য করা হয় নাই; কারণ, প্রাকৃত কামদেব সাক্ষাৎ-রূপ নহেন, তিনি প্রদ্যুম্নের শক্ত্যংশের আবেশ-প্রাপ্ত অসাক্ষাৎ-রূপ; প্রদ্যুম্নের শক্তির কণামাত্রের আবেশ প্রাপ্ত হইয়াই তিনি প্রাকৃত জগৎকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ; কিন্তু অপ্রাকৃতধামে তাঁহার শক্তি কার্য্যকরী হয় না। মন্মথ-শব্দের যৌগিক বৃত্তিদ্বারা মন্মথ-মন্মথ-পদে প্রদ্যুম্নরূপ মন্মথদিগেরও ক্ষোভকারিত্ব ধ্বনিত হইতেছে। ১৯১ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৯২-১৯৩। মন্মথ-মন্মথ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য দ্বারা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ। **শ্রীনিত্যানন্দ-দয়া**—শ্রীনিত্যানন্দের দয়া; শ্রীনিত্যানন্দ দয়া করিয়া। **প্রভু করি দিল**—আমার প্রভু করিয়া দিলেন।

১৯৫-৯৭। শ্রীমদন-গোপালের বর্ণনা শেষ করিয়া এক্ষণে শ্রীগোবিন্দদেবের বর্ণনা দিতেছেন। **যোগপীঠ**—সপরিকর শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনস্থান বিশেষ। যোগপীঠের মধ্যস্থলে মণিময় ষড়্দলপদ্ম; তাহার মধ্যস্থলে শ্রীরাধা-গোবিন্দের রত্নসিংহাসন; এই ষড়্দলপদ্ম একটী বৃহৎ মণিময় পদ্মের কর্ণিকার স্থানীয়; এই বৃহৎ পদ্মের বিভিন্ন দলে যথাস্থানে সেবাপরায়ণা সখী-মঞ্জরীগণের দাঁড়াইবার স্থান। কল্পবৃক্ষের নীচে এই যোগপীঠ অবস্থিত। **রত্নমণ্ডপ**—রত্ন-নির্ম্মিত মণ্ডপ বা বিশ্রামগৃহ; **তাহে**—রত্নমণ্ডপের মধ্যে। **রত্নসিংহাসনে**—রত্ন-নির্ম্মিত সিংহাসনে।

১৯৮। **যাঁর**—যে গোবিন্দের। **নিজলোকে**—ব্রহ্মার নিজলোকে, ব্রহ্মলোকে বা সত্যলোকে। **পদ্মাসন**—ব্রহ্মা। **অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র**—গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের মধুর-ভাবাত্মক-উপাসনার মন্ত্রবিশেষ; এই মন্ত্রে আঠারটী অক্ষর আছে বলিয়া ইহাকে অষ্টাদশ-অক্ষর মন্ত্ররাজ বলে। ব্রহ্মা নিজলোকে থাকিয়া অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে শ্রীগোবিন্দের উপাসনা করিয়া থাকেন; শ্রীগোবিন্দের রূপের ধ্যান করিয়া থাকেন। "তদু হোবাচ ব্রাহ্মণোঽসাবনবরতং মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধসন্তে সোঽববুধ্যত গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবির্বভূব। ততঃ প্রণতেন ময়ানুকূলেন হৃদা মহ্যমষ্টাদশার্ণং স্বরূপং সৃষ্টয়ে দত্বান্তর্হিতঃ; পুনঃ সিসৃক্ষা মে প্রাদুরভূৎ। গো, তা, শ্রুতি। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—আমি নিরন্তর ইহার ধ্যান ও স্তুতিবাদ করাতে পরার্দ্ধকালান্তে সেই গোপবেশ-পুরুষ আমার সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়া দর্শন দিয়াছিলেন। তৎপর আমি তাঁহার চরণে প্রণত হইলে আমার প্রতি কৃপা করিয়া সৃষ্টিকার্য্যনির্ব্বাহার্থ সদয়হৃদয় দ্বারা আমাকে তাঁহার অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররূপ স্বরূপ অর্পণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন; পরে আবার সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে আমার সাক্ষাতে

চৌদ্দভুবনে যাঁর সভে করে ধ্যান।
বৈকুণ্ঠাদিপুরে যাঁর লীলাগুণ গান ॥ ১৯৯

যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী-আকর্ষণ।
রূপগোসাঞি করিয়াছেন সেরূপ-বর্ণন ॥২০০

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
২য় লহর্য্যাম্ (২।১১১)—

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ ॥ ২৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স্ববাক্যমাধুরীদ্বারা পূর্ব্বমেবার্থপঞ্চকং অনুভাবয়ন্নাহ স্মেরামিত্যাদি পঞ্চভিঃ। মা প্রেক্ষিষ্ঠা ইতি নিষেধব্যাজেনা-বঞ্চকবিধিরিয়ং তদেতন্মাধুর্য্যে অনুভূয়মানে স্বয়মেব সর্ব্বমেব তুচ্ছং মংস্যসে। তস্মাদেনামেব পশ্যেদিত্যভিপ্রায়াৎ ॥ শ্রীজীব ॥২৩॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রাদুর্ভূত হইলেন।” পয়ারস্থ “নিজলোকে”-শব্দের ধ্বনি এই যে, ব্রহ্মা স্বীয়লোকে থাকিয়াই শ্রীগোবিন্দের ধ্যান করিয়া থাকেন; বৃন্দাবনের যোগপীঠে যাওয়ার ভাগ্য তাঁহার হয় না। এতাদৃশ সুদুর্লভ বৃন্দাবন-যোগপীঠও শ্রীনিত্যানন্দ কৃপা করিয়া আমার ন্যায় অধমকে দর্শন করাইয়াছেন—ইহাই কবিরাজগোস্বামীর অভিপ্রায়।

১৯৯। চৌদ্দভুবনবাসী লোকগণ শ্রীগোবিন্দের ধ্যান করাতে শ্রীগোবিন্দ-রূপের সর্ব্বমনোহারিত্ব সূচিত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠাদিপুরে তত্তৎপুরাধিকারী শ্রীনারায়ণাদির লীলাগুণাদির কীর্ত্তনসত্ত্বেও শ্রীগোবিন্দের লীলা-গুণাদির কীর্ত্তন হওয়ায় শ্রীনারায়ণাদির লীলা-গুণাদির মহিমা অপেক্ষা শ্রীগোবিন্দের লীলা-গুণাদির মহিমাধিক্য সূচিত হইতেছে।

২০০। শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের সর্ব্বাতিশায়িত্ব সূচিত হইতেছে। ইহাও সূচিত হইতেছে যে, যাঁহার রূপ শ্রীনারায়ণের রূপের আকর্ষকত্বকেও উপেক্ষা করাইয়া পতিব্রতা-শিরোমণি লক্ষ্মীদেবীকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করে, তাঁহার রূপে যে ইতর-রূপমুগ্ধ জনগণ অন্যসমস্ত বিস্মৃত হইয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যে আকৃষ্টচিত্তা হইয়া বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাওয়ার জন্য লক্ষ্মীদেবী উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন। “যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ। শ্রীভা ১০।১৬।৩৬॥” শ্রীকৃষ্ণরূপের সর্ব্বাকর্ষকত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীরূপগোস্বামিরচিত “স্মেরাং” ইত্যাদি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লোক। ২৩। অন্বয়। হে সখে (হে সখে)! বন্ধুসঙ্গে (বন্ধুগণের সহবাসে) যদি তব (তোমার) রঙ্গঃ (ইচ্ছা) অস্তি (থাকে), ইতঃ (এস্থান হইতে যাইয়া) স্মেরাং (ঈষদ্ধাস্যযুক্ত) ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং (ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গী-বিশিষ্ট) সাচিবিস্তীর্ণ-দৃষ্টিং (বঙ্কিম-বিস্তীর্ণ-নয়ন) বংশীন্যস্তাধরকিশলয়াং (রক্তিমাধর-স্থাপিত-বংশী) চন্দ্রকেণ (ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা) উজ্জ্বলাং (পরিশোভিতা) গোবিন্দাখ্যাং (গোবিন্দ-নামক) হরিতনুং (শ্রীহরির মূর্ত্তিকে) মা প্রেক্ষিষ্টাঃ (দর্শন করিও না)।

অনুবাদ। হে সখা! বন্ধুগণের সহবাসে যদি তোমার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তুমি এখান হইতে যাইয়া—যাঁহার রক্তিম-অধরে বংশী এবং বিশাল নয়নে বঙ্কিম দৃষ্টি শোভা পাইতেছে, সেই ঈষদ্ধাস্যযুক্ত, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম এবং ময়ূর-পুচ্ছশোভিত এবং কেশীঘাটের নিকটে বিরাজিত শ্রীগোবিন্দ-নামক শ্রীমূর্ত্তিকে দর্শন করিও না (করিলে আর বন্ধু-সঙ্গের নিমিত্ত তোমার আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না)। ২৩।

মা প্রেক্ষিষ্ঠাঃ—দর্শন করিও না; এস্থলে নিষেধচ্ছলে দর্শনের বিধিই দান করা হইয়াছে। শ্রীগোবিন্দের মাধুর্য্য দর্শন করিলে বন্ধুসঙ্গের আনন্দ অত্যন্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে; সুতরাং একবার বৃন্দাবনস্থ কেশীঘাটে যাইয়া শ্রীগোবিন্দকে দর্শন কর, তাহা হইলেই স্ত্রী-পুত্রাদি বন্ধুগণের সঙ্গের নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা এবং সংসারাসক্তি সমূলে বিনষ্ট হইবে—ইহাই ধ্বনি। ইহাতে শ্রীগোবিন্দরূপের সর্ব্বাধিক-আকর্ষকত্ব সূচিত হইতেছে। **রঙ্গঃ**—রন্জ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; আসক্তি; বাসনা। **সাচি-বিস্তীর্ণ দৃষ্টি**—সাচি (বঙ্কিম) এবং বিস্তীর্ণ (দীর্ঘ) দৃষ্টি (নয়ন) যাঁহার;

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র সুত ইথে নাহি আন।
যেবা অজ্ঞে করে তাঁরে প্রতিমাদি-জ্ঞান ॥ ২০১
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকেতে পড়ে, কি বলিব আর ॥ ২০২
হেন যে গোবিন্দ প্রভু পাইনু যাঁহা হৈতে।
তাঁহার চরণকৃপা কে পারে বর্ণিতে ॥ ২০৩
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব-মণ্ডল।
কৃষ্ণনামপরায়ণ পরমমঙ্গল ॥ ২০৪
যার প্রাণধন নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥ ২০৫
সে বৈষ্ণবের পদরেণু, তার পদ-ছায়া।
মো-অধমে দিল নিত্যানন্দ করি দয়া ॥ ২০৬
'তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়' প্রভুর বচন।
সে-ই সূত্র এই তাঁর কৈল বিবরণ ॥ ২০৭
সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবনে আয়।
সেই সব লভ্য—এই প্রভুর অভিপ্রায় ॥ ২০৮
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
নিত্যানন্দগুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া ॥ ২০৯
নিত্যানন্দপ্রভুর গুণ মহিমা অপার।
সহস্রবদনে শেষ নাহি পায় যাঁর ॥ ২১০
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২১১

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যা-
নন্দতত্ত্বনিরূপণং নাম পঞ্চমপরিচ্ছেদঃ ॥ ৫ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাঁহার আকর্ণ-বিস্তৃত নয়নে বঙ্কিম দৃষ্টি শোভা পায়। **বংশী-ন্যস্তাধরকিশলয়**—বংশী (বাঁশী) ন্যস্ত (স্থাপিত) হইয়াছে যাঁহার অধররূপ কিশলয়ে। শ্রীগোবিন্দের অধর নবপত্রের ন্যায় ঈষৎ রক্তবর্ণ; সেই অধরে বংশী শোভা পাইতেছে। **কেশিতীর্থ**—বৃন্দাবনে শ্রীযমুনার একটী ঘাটের নাম কেশিঘাট; তীর্থ অর্থ ঘাট। বর্ত্তমানে বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দের যে পুরাতন মন্দির আছে, তাহাতেই শ্রীরূপ-গোস্বামীর সময়ে শ্রীগোবিন্দ-দেবের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত ছিলেন। এ মন্দিরকেই এই শ্লোকে কেশিতীর্থোপকণ্ঠস্থিত মন্দির বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে।

২০১-২০২। পূর্ব্বোক্ত পয়ার-সমূহে এবং শ্লোকে শ্রীগোবিন্দ-দেবের যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের কথা বলা হইয়াছে, স্বয়ং শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্যতীত তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিতে তদ্রূপ মাধুর্য্য সাধারণতঃ অসম্ভব বলিয়া, কেশিঘাটের নিকটস্থিত শ্রীমূর্ত্তি যে সাধারণ প্রতিমা নহেন, পরন্তু স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দনই—তাহা বলিতেছেন।

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রসুত—স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। **আন**—অন্যথা; এই প্রতিমূর্ত্তি যে স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। **সেই অপরাধে**—প্রতিমা মাত্র মনে করার অপরাধে। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯০-৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। অর্চ্চিত ভগবৎ-প্রতিমায় প্রতিমা জ্ঞান করিলে প্রত্যবায় উপস্থিত হয়। "অথ শ্রীমৎ প্রতিমায়াস্তু তদাকারৈকরূপতয়ৈব চিন্তয়ন্তি। আকারৈক্যাৎ, শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিং বা প্রতিমায়াং হরের্মায়েতি ভাবনান্তরে দোষশ্রবণাচ্চ। ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৮৬।"

২০৩। **হেন**—এতাদৃশ; পূর্ব্বোক্ত বর্ণনানুরূপ। **যাঁহা হৈতে**—যে শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হইতে।

২০৪। **বৈসে**—বাস করেন। ২০৫। **যার**—যে বৈষ্ণব-মণ্ডলীর। ২০৭। **এই তার ইত্যাদি**—১৭৮-২০৬ পয়ারে।

২০৮। **আয়**—আসিয়া। **অভিপ্রায়**—শ্রীরূপ-সনাতনাদির পদাশ্রয় হইতে বৈষ্ণব-পদাশ্রয় পর্য্যন্ত ১৭৮-২০৬ পয়ারে যে সমস্ত বস্তুর কথা বলা হইয়াছে, "সর্ব্বলভ্য" বলিতে শ্রীনিত্যানন্দ যে সমস্ত বস্তুর কথা বলিয়াছেন—সে সমস্ত বস্তুর প্রাপ্তিই প্রভুর অভিপ্রেত।

২০৯। শ্রীনিত্যানন্দের গুণের কথা স্মরণে আমি আত্মহারা হইয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছি; তাই ন্যায়-অন্যায় বিচারের ক্ষমতা হারাইয়া নিজের সৌভাগ্যের অতি গোপনীয় কথাও আমি (গ্রন্থকার) নির্লজ্জের ন্যায় লিখিতেছি।

২১০। **গুণ-মহিমা**—গুণের মহিমা, অথবা গুণ ও মহিমা। **অপার**—অসীম। **সহস্র বদনে শেষ ইত্যাদি**—সহস্র-বদন (অনন্ত-দেবও) যার (যে গুণ-মহিমার) শেষ (অন্ত) পান না। ধ্বনি এই যে—স্বয়ং অনন্তদেব সহস্র বদনে বর্ণন করিয়াও যে নিত্যানন্দের গুণ-মহিমার অন্ত পাননা, আমি ছার তাহার কি বর্ণনা করিব?

আদি-লীলা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ ॥ ১

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত মহাশয় ॥ ১

পঞ্চশ্লোকে কহিল এই নিত্যানন্দ-তত্ত্ব।
শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈতাচার্য্যের মহত্ত্ব ॥ ২

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—
মহাবিষ্ণুর্জ্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ২
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ৩

অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বন্দে তমিতি। তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যং বন্দে। কিম্ভূতম্? অদ্ভুতং আশ্চর্য্যং চেষ্টিতং কৃষ্ণাবতারণরূপং আচরণং যস্য তম্। যস্য শ্রীমদদ্বৈতস্য প্রসাদাৎ অজ্ঞোঽপি শাস্ত্রজ্ঞানহীনোঽপি তস্য শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যস্য স্বরূপং তত্ত্বং নিরূপয়েৎ বিনির্ণয়েৎ। ১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

শ্লো। ১। অন্বয়। অদ্ভুতচেষ্টিতং (আশ্চর্য্যকর্ম্মা) তং (সেই) শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যং (শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি), যস্য (যাঁহার) প্রসাদাৎ (অনুগ্রহে) অজ্ঞঃ (শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খ) অপি (ও) তৎস্বরূপং (তাঁহার তত্ত্ব) নিরূপয়েৎ (নিরূপণ করে)।

অনুবাদ। যাঁহার অনুগ্রহে (শাস্ত্রজ্ঞানহীন) মূর্খও তাঁহার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারে, সেই অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যকে আমি বন্দনা করি। ১।

অদ্ভুত-চেষ্টিত—উপাসনা দ্বারা তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন, ইহাই শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের অদ্ভুত কার্য্য।

এই পরিচ্ছেদে শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব বর্ণিত হইবে; তাই সর্ব্বপ্রথমে গ্রন্থকার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের বন্দনা দ্বারা তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন। মহাবিষ্ণুর যে স্বরূপ প্রকৃতিকে জগতের উপাদানত্ব দান করিয়া স্বয়ং মুখ্য-উপাদান-রূপে পরিণত হইয়াছেন, তিনিই শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব।

২। **পঞ্চশ্লোকে**—প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত ৭-১১ শ্লোকে। **শ্লোকদ্বয়ে**—নিম্নোদ্ধৃত দুই শ্লোকে; এই দুইটী প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত ১২।১৩ শ্লোক।

শ্লো। ২।৩। অন্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদে ১২।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৩। "মহাবিষ্ণুঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। **সাক্ষাৎ ঈশ্বর**—ঈশ্বর মহাবিষ্ণুর অবতার বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' বলা হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈত সাধারণ জীবতত্ত্ব নহেন; ঈশ্বর-শক্তির আবেশ প্রাপ্ত ভক্তশ্রেষ্ঠ জীবও নহেন, পরন্তু তিনি ঈশ্বর-তত্ত্ব। এজন্য তাঁহার মহিমা জীব-বুদ্ধির অগোচর। এই পয়ারে শ্লোকস্থ "ঈশ্বরঃ"-শব্দের অর্থ করা হইল।

মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য ॥ ৪
যে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি করেন মায়ায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় ॥ ৫
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশে।
এক এক মূর্ত্ত্যে করে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশে ॥৬
সে-পুরুষের অংশ অদ্বৈত—নাহি কিছু ভেদ।
শরীর-বিশেষ তাঁর নাহিক বিচ্ছেদ ॥ ৭
সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধানে।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্ম্মাণে ॥ ৮
জগত মঙ্গলাদ্বৈত—মঙ্গলগুণধাম।
মঙ্গল চরিত্র সদা, মঙ্গল যার নাম ॥ ৯
কোটি অংশ কোটি শক্তি কোটি অবতার।
এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪। **মহাবিষ্ণু**—কারণার্ণবশায়ী পুরুষ। দৃষ্টিদ্বারা প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া ইনিই নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ রূপে জগতের সৃষ্টি করেন। ১।৫।৫০-৫৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তাঁর অবতার ইত্যাদি**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সেই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অবতার বা স্বরূপ-বিশেষ। ইহাই শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব।

৫-৬। **যে পুরুষ**—যে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বা মহাবিষ্ণু। **সৃষ্টি-স্থিতি**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও পালন। **মায়ায়**—মায়া দ্বারা। **লীলায়**—অনায়াসে বা লীলাবশতঃ; ১।৫।৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ইচ্ছায়**—ইচ্ছামাত্রে; স্বচ্ছন্দে। **অনন্তমূর্ত্তি ইত্যাদি**—অনন্ত স্বরূপে আত্মপ্রকট করেন। **এক এক মূর্ত্ত্যে**—গর্ভোদশায়িরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। ১।৫।৭৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৭। **সে-পুরুষের অংশ**—পূর্ব্ববর্ত্তী তিন পয়ারে বর্ণিত কারণার্ণবশায়ী পুরুষের বা মহাবিষ্ণুর অংশই শ্রীঅদ্বৈত। **নাহি কিছু ভেদ**—অংশ ও অংশীতে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই বলিয়া অংশ-শ্রীঅদ্বৈতে ও অংশী মহাবিষ্ণুতে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই। **শরীর-বিশেষ**—স্বরূপ-বিশেষ; বিগ্রহ-বিশেষ; শ্রীঅদ্বৈত মহাবিষ্ণুরই একটী বিগ্রহ-বিশেষ। **নাহিক বিচ্ছেদ**—ভেদ নাই। শরীর-বিশেষ বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত মহাবিষ্ণু হইতে বিভিন্ন নহেন।

৮। **সহায় করেন তাঁর**—শ্রীঅদ্বৈত মহাবিষ্ণুর সহায়তা করেন, সৃষ্টি-কার্য্যে। কিরূপে? **লইয়া প্রধানে**—প্রধান বা প্রকৃতিকে লইয়া; প্রকৃতির গুণমায়া-অংশকে জগতের উপাদানত্ব দান করিয়া শ্রীঅদ্বৈত স্ব-ইচ্ছায় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির সুযোগ করিয়া দেন। **করেন নির্ম্মাণে**—উপাদানরূপে নির্ম্মাণের সহায়তা করেন। ১।৫।৫০-৫৬ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব ও গৌরপরিকর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৯। "অদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা। ১১॥"—এই প্রমাণ অনুসারে শ্রীঅদ্বৈতে সদাশিবও আছেন; শিব-অর্থ মঙ্গল। তাই শ্রীঅদ্বৈতের নাম, গুণ, লীলা—সমস্তই জগতের পক্ষে মঙ্গলময়। **জগত মঙ্গলাদ্বৈত**—শ্রীঅদ্বৈত জগতের মঙ্গলস্বরূপ—কল্যাণস্বরূপ; তাঁহার কৃপাতেই জগতের মঙ্গল। **মঙ্গল গুণ ধাম**—তিনি সমস্ত মঙ্গলময় গুণসমূহের আধার। **মঙ্গল চরিত্র সদা**—তাঁহার চরিত্র বা লীলা সকল সময়েই সকলের পক্ষে মঙ্গলময়। **মঙ্গল যার নাম**—যাঁহার নাম মঙ্গলস্বরূপ; যে অদ্বৈতের নামগ্রহণ করিলেই জীবের মঙ্গল হয়।

১০। কোটি অংশ, কোটি শক্তি এবং কোটি অবতার লইয়া কারণার্ণবশায়ী পুরুষ মহাবিষ্ণু সমস্ত সংসার বা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন। এস্থলে কোটি অর্থ অসংখ্য। মহাবিষ্ণুই সৃষ্টিকার্য্যের মুখ্য নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; সুতরাং এই পয়ারোক্ত অংশ, শক্তি ও অবতার নিঃসন্দেহেই মহাবিষ্ণুর অংশ, শক্তি ও অবতারকে বুঝাইতেছে; কিন্তু এই সকল অংশ, শক্তি ও অবতার কি কি? অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড; তাহাতে অনন্ত কোটি রকমের বস্তু; প্রত্যেক বস্তুর উপাদানই বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়; সুতরাং পরিদৃশ্যমান ভাবে সৃষ্টজগতের বিভিন্ন-উপাদান-সমূহও অনন্ত কোটি; কিন্তু জগতের মূল উপাদান হইলেন পুরুষ মহাবিষ্ণু (১।৫।৫৩); একই মহাবিষ্ণু উপাদানরূপে অনন্তকোটি

মায়া যৈছে দুই অংশ—নিমিত্ত উপাদান।
মায়া—নিমিত্তহেতু, উপাদান প্রধান ॥ ১১

পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি করিয়া।
বিশ্ব সৃষ্টি করে নিমিত্ত-উপাদান লঞা ॥১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অংশে বিভক্ত হইয়া পরিদৃশ্যমান অনন্ত কোটি বস্তুর অনন্ত কোটি উপাদানে পরিণত হইয়াছেন। মহাবিষ্ণুর **কোটি অংশ** বলিলে এই অনন্ত কোটি উপাদানকেই বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়। আবার, মহাবিষ্ণু মূল উপাদান-কারণ হইলেও গৌণ-উপাদান কারণ হইল ত্রিগুণাত্মিকা গুণমায়া; এই গুণমায়ার স্বতঃপরিণামশীলতা নাই; সুতরাং গুণমায়া আপনা-আপনি কোনও বস্তুর উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে না; পুরুষের শক্তিতেই একই গুণমায়া সৃষ্ট জগতের অনন্তকোটি বস্তুর পরিদৃশ্যমান অনন্ত কোটি গৌণ-উপাদান রূপে পরিণত হইয়াছে (১।৫।৫০—৫২)। একই গুণমায়াকে পরিদৃশ্যমান অনন্তকোটি বিভিন্ন উপাদানে পরিণত করিবার নিমিত্ত পুরুষের শক্তিকে অনন্ত কোটি বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হইতে হইয়াছে; মহাবিষ্ণুর **কোটি শক্তি** বলিতে তাঁহার শক্তির এতাদৃশী অনন্ত বৈচিত্র্যময়-অভিব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। **কোটি অবতার**—কোটী কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রত্যেকেরই উপাদান কারণরূপে, অথবা উপাদানকারণের অধিষ্ঠাতারূপে অবতার। অথবা, কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকেরই মধ্যে গর্ভোদশায়ীরূপে এবং অনন্ত কোটি জীবের প্রত্যেকের অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে মহাবিষ্ণুর অবতার।

শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব-প্রসঙ্গে মহাবিষ্ণুর কোটি অংশাদির উল্লেখ করার সার্থকতা এই যে, শ্রীঅদ্বৈত হইলেন জগতের উপাদান-কারণ এবং আলোচ্য পয়ারে "কোটি অংশ কোটি শক্তিতে" জগতের উপাদানের কথাই বলা হইয়াছে; সুতরাং জগদুপাদানে মহাবিষ্ণুর "কোটি অংশ কোটি শক্তি" যে অদ্বৈতেরই প্রকাশ—শ্রীঅদ্বৈত যে জগদুপাদানভূত মহাবিষ্ণুর "কোটি অংশ কোটি শক্তির"ই মূর্ত্ত বিগ্রহ, তাহাই এই পয়ারে সূচিত হইতেছে।

১১-১২। মায়া বা জড়-প্রকৃতি যেরূপ জগতের (গৌণ) নিমিত্ত ও (গৌণ) উপাদান কারণরূপে দুই অংশে বিভক্ত, কারণার্ণবশায়ী পুরুষও তদ্রূপ জগতের (মুখ্য) নিমিত্ত এবং (মুখ্য) উপাদান কারণ—এই দুই রূপে—গৌণ-নিমিত্ত ও গৌণ-উপাদান কারণ প্রকৃতির সহায়তায় জগতের সৃষ্টি করেন। মায়ার দুই অংশের নাম—জীবমায়া এবং প্রধান বা গুণমায়া (১।৫।৫০ পয়ার দ্রষ্টব্য)। জীবমায়া বিশ্বের গৌণ-নিমিত্ত কারণ এবং প্রধান বা গুণমায়া বিশ্বের গৌণ উপাদান কারণ। পুরুষের শক্তিতেই জীবমায়া নিমিত্ত-কারণত্ব এবং গুণ-মায়া উপাদান-কারণত্ব প্রাপ্ত হয়; তাই পুরুষই জগতের মুখ্য নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; পুরুষ স্বীয় শক্তিতে মায়াকে সৃষ্টির উপযোগিনী করিয়া তারপর তাহার সাহায্যে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ১।৫।৫০—৫৬ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। **নিমিত্ত উপাদান**—নিমিত্ত ও উপাদান, মায়ার দুই অংশ। **মায়া নিমিত্ত হেতু**—এস্থলে মায়া-শব্দে জীবমায়া। **উপাদান প্রধান**—মায়ার উপাদানাংশের নাম প্রধান।

পুরুষ ঈশ্বর ইত্যাদি—পুরুষ ও ঈশ্বর এই দুইরূপে যথাক্রমে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি করেন (কারণার্ণবশায়ী)। কারণার্ণবশায়ী পুরুষরূপে সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাকে ক্ষুভিতা করেন; এইরূপে পুরুষ সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ হইলেন। আর ঈশ্বর (= শ্রীঅদ্বৈত)-রূপে সেই ক্ষুভিতা প্রকৃতিকে উপাদানত্ব দান করিয়া সৃষ্টিকার্য্যের উপযোগিনী করেন; এইরূপে ঈশ্বর (= অদ্বৈত) জগতের মুখ্য উপাদান কারণ হইলেন। অথবা, **পুরুষ ঈশ্বর**—ঈশ্বর কারণার্ণবশায়ী পুরুষ; ঈশ্বর-শব্দে তাঁহার শক্তিমত্তা বুঝাইতেছে। তিনি দ্বিমূর্ত্তি হইয়া (মুখ্য নিমিত্ত-কারণ ও মুখ্য উপাদান-কারণরূপে) গৌণ-নিমিত্ত কারণরূপা এবং গৌণ উপাদান-কারণরূপা প্রকৃতিকে লইয়া, বা স্বশক্তিতে প্রকৃতির নিমিত্ত-কারণত্ব ও উপাদান-কারণত্ব সম্পাদন করিয়া তৎপরে তাহার সহায়তায় বিশ্বের সৃষ্টি করেন। "নিমিত্ত-উপাদান হঞা"—পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ—পুরুষ এবং ঈশ্বর (অদ্বৈত) যথাক্রমে নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ হইয়া (অথবা ঈশ্বর-কারণার্ণবশায়ী পুরুষ নিজেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইয়া) বিশ্বের সৃষ্টি করেন। **পুরুষ**—শব্দের অর্থ ১।৫।৪৮ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ।
অদ্বৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ ॥১৩
নিমিত্তাংশে করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।
উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ॥১৪
(যদ্যপি সাংখ্য মানে—প্রধান কারণ।
জড় হৈতে কভু নহে জগত সৃজন ॥১৫
নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারে প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয় ত নির্ম্মাণে ॥১৬
অদ্বৈত রূপে করে শক্তি সঞ্চারণ।
অতএব অদ্বৈত হয়েন মুখ্য কারণ ॥) ১৭

অদ্বৈত-আচার্য্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা।
আর এক এক মূর্ত্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা ॥১৮
সেই নারায়ণের অঙ্গ মুখ্য অদ্বৈত।
'অঙ্গ' শব্দে 'অংশ' করি কহে ভাগবত ॥১৯

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।১৪)—
নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৪ ॥

ঈশ্বরের অঙ্গ অংশ চিদানন্দময়।
মায়ার সম্বন্ধ নাহি—এই শ্লোকে কয় ॥২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩। **আপনে পুরুষ** ইত্যাদি—কারণার্ণবশায়ী পুরুষ নিজেই বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ হয়েন, দৃষ্টিদ্বারা প্রকৃতিকে ক্ষুভিত করিয়া সৃষ্টিকার্য্যের প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া। **অদ্বৈত রূপে** ইত্যাদি—আর শ্রীঅদ্বৈতরূপে তিনি বিশ্বের উপাদান-কারণ হয়েন। মহাবিষ্ণুর যে অংশ বিশ্বের মুখ্য উপাদান-কারণ, সেই অংশই শ্রীঅদ্বৈত; ইহাই শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব। এই অদ্বৈতই গুণমায়াকে গৌণ-উপাদানত্ব দান করেন এবং এই রূপেই তিনি সৃষ্টিকার্য্যে কারণার্ণবশায়ীর সহায়তা করেন। **নারায়ণ**—কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ।

১৪। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পয়ারের মর্ম্ম আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন। নিমিত্ত-কারণরূপে তিনি (কারণার্ণবশায়ী) মায়ার প্রতি ঈক্ষণ (দৃষ্টি) করেন; এবং উপাদান-কারণরূপে শ্রীঅদ্বৈত-স্বরূপে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন।

১৫-১৭। এই তিনটী পয়ার অনেক গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় না; এই তিন পয়ারের মর্ম্ম (সৃষ্টি-বিষয়ে সাংখ্যমতের খণ্ডন) ১।৫।৫০—৫৬ পয়ারে বিবৃত হইয়াছে। ১।৫।৫০—৫৬ পয়ারের টীকা দেখিলেই এই তিন পয়ারের মর্ম্ম অবগত হওয়া যাইবে।

১৮। **অদ্বৈত আচার্য্য** ইত্যাদি—মহাবিষ্ণুর একস্বরূপ শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য উপাদানরূপে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা। **আর এক এক** ইত্যাদি—আবার গর্ভোদশায়িরূপ একমূর্ত্তিতে মহাবিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা বা পালনকর্ত্তা। এই পয়ারে পূর্ব্ববর্ত্তী ১০ম পয়ারের মর্ম্ম পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

১৯। **সেই নারায়ণের**—যিনি নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণরূপে জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই কারণার্ণবশায়ী নারায়ণের। **অঙ্গ-মুখ্য**—মুখ্য অঙ্গ বা প্রধান অংশ অর্থাৎ স্বরূপভূত অংশ বা শরীর-বিশেষ হইলেন শ্রীঅদ্বৈত। **অঙ্গ-শব্দে** ইত্যাদি—অঙ্গ-শব্দ যে অংশ-অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়। প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪। অন্বয়াদি পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৯ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২০। অঙ্গ—মুখ্য বা অন্তরঙ্গ অংশ। অংশ—অপর অংশ। ঈশ্বরের অংশমাত্রই—মুখ্যাংশ কি অপরাংশ উভয়ই—চিদানন্দময়—চিন্ময় ও আনন্দময়, অপ্রাকৃত, মায়াতীত; তাহার সহিত মায়ার কোনও সম্বন্ধও নাই; ইহাই পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের শেষ চরণের তাৎপর্য্য।

এই পয়ারের ধ্বনি এই যে, শ্রীঅদ্বৈত কারণার্ণবশায়ীর মুখ্য অঙ্গ এবং তিনি মায়াতীত; যদিও তিনি মায়ার সাহচর্য্যে সৃষ্ট্যাদি-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তথাপি মায়ার সহিত তাঁহার কোনওরূপ সংস্পর্শ নাই।

অংশ না কহিয়া কেনে কহ তারে অঙ্গ ?
অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ ॥ ২১
মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরের অভেদ হৈতে 'অদ্বৈত' পূর্ণ নাম ॥২২
পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ববিশ্বের সৃজন।
অবতরি কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্ত্তন ॥ ২৩
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দান।
গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥২৪
ভক্তি উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য।
অতএব নাম তাঁর হইল 'আচার্য্য' ॥২৫
বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য্য।
দুই নাম মিলনে হৈল অদ্বৈত আচার্য্য ॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২১। অঙ্গ-শব্দের অর্থও যদি অংশই হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোদ্ধৃত ভাগবতের শ্লোকে "অংশ" না বলিয়া "অঙ্গ" বলা হইল কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অঙ্গ-শব্দে অন্তরঙ্গতা বুঝায়; সাধারণ অংশ শব্দে তাহা বুঝায় না বলিয়াই "অংশ" না বলিয়া "অঙ্গ" বলা হইয়াছে।

এই পয়ারের ধ্বনি এই যে, "নারায়ণস্ত্বমি"ত্যাদি শ্লোকে কারণার্ণবশায়ীকে শ্রীকৃষ্ণের "অঙ্গ" বলাতে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-অংশ এবং ১৯শ পয়ারে শ্রীঅদ্বৈতকে কারণার্ণবশায়ীর "অঙ্গ" বলাতে তাঁহাকেও কারণার্ণবশায়ীর অন্তরঙ্গ অংশ (সাধারণ অংশ নহে) বলা হইল। **অন্তরঙ্গ**—ঘনিষ্ঠ; মুখ্য।

২২। এক্ষণে "অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাৎ"-ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। **অদ্বৈত**—দ্বৈত বা ভেদ নাই যাঁহার। ঈশ্বর-মহাবিষ্ণুর অংশ হইলেন শ্রীঅদ্বৈত, আর মহাবিষ্ণু হইলেন তাঁহার অংশী; অংশ ও অংশীর মধ্যে বস্তুতঃ অভেদ-বশতঃ ঈশ্বর-মহাবিষ্ণুর সহিত শ্রীঅদ্বৈতের কোনও দ্বৈত বা ভেদ নাই বলিয়া (=অভেদ হৈতে) তাঁহার নাম "অদ্বৈত" হইয়াছে। ইহাই তাঁহার অদ্বৈত-নামের সার্থকতা। **পূর্ণনাম**—এই "অদ্বৈত" নামেই শ্রীঅদ্বৈতের "পূর্ণতা" সূচিত হইতেছে; যেহেতু, এই নামে ঈশ্বর-মহাবিষ্ণুর সহিত তাঁহার অভেদ সূচিত হইতেছে। কোন কোন গ্রন্থে "পূর্ব্বনাম" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়: অর্থ—জগতে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্ব হইতেই "অদ্বৈত" নাম প্রসিদ্ধ। এই পয়ারে শ্লোকস্থ "অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাৎ" অংশের অর্থ করা হইল। হরি-শব্দে এস্থলে মহাবিষ্ণুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

২৩-২৫। তিন পয়ারে শ্লোকস্থ "আচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ"-অংশের অর্থ এবং আচার্য্য-নামের সার্থকতা ব্যক্ত করিতেছেন।

পূর্ব্বে—মহাপ্রলয়ের পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে। **এবে**—এক্ষণে; বর্ত্তমান কলিতে। সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীঅদ্বৈত সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন প্রবং বর্ত্তমান কলিযুগে শ্রীচৈতন্যসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ভক্তিধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিলেন। **জীব নিস্তারিল** ইত্যাদি—অদ্বৈত কৃষ্ণভক্তি দান করিয়া জগতের জীবকে উদ্ধার করিয়াছেন; শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যায় ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন—যে ভাবে ব্যাখ্যা করিলে ভক্তির মাহাত্ম্য বিবৃত ও প্রচারিত হইতে পারে, উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সেই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। **ভক্তি-উপদেশ** বিনু ইত্যাদি—তিনি সর্ব্বদাই ভক্তিধর্ম্মের উপদেশই জীবকে দিয়াছেন, অন্য কোনওরূপ উপদেশ তিনি কখনও কাহাকেও দেন নাই। **অতএব** ইত্যাদি—গীতাভাগবতের ব্যাখ্যাদ্বারা এবং ভক্তিবিষয়ক-উপদেশদ্বারা—অধিকন্তু নিজের আচরণদ্বারা শ্রীঅদ্বৈত সর্ব্বদা ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে আচার্য্য। **আচার্য্য**—উপদেষ্টা; ধর্ম্ম-প্রচারক, যিনি নিজে আচরণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেন।

২৬। **বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো**—ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়া, বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অবতীর্ণ করাইয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের ভিত্তি পত্তন করিয়া—তিনি জগদ্বাসীকে বৈষ্ণব করিয়াছেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত বৈষ্ণবের গুরু হইলেন। **জগতের আর্য্য**—জগদ্বাসীর পূজনীয়, জগতে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছেন বলিয়া। **দুই নাম** ইত্যাদি—অদ্বৈত এবং আচার্য্য এই দুই নাম একত্র করিয়া লোকে তাঁহাকে "অদ্বৈত-আচার্য্য" বলে।

কমলনয়নের তেঁহো যাতে অঙ্গ অংশ।
'কমলাক্ষ' করি ধরে নাম অবতংস ॥ ২৭
ঈশ্বরসারূপ্য পায় পারিষদগণ।
চতুর্ভুজ পীতবাস যৈছে নারায়ণ ॥ ২৮
অদ্বৈত-আচার্য্য ঈশ্বরের অংশবর্য্য।
তাঁর তত্ত্ব নাম গুণ—সকল আশ্চর্য্য ॥ ২৯
যাঁহার তুলসীজলে যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে ॥৩০
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন-প্রচার।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগত-নিস্তার ॥ ৩১
আচার্য্যগোসাঞিঞর গুণ-মহিমা অপার।
জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার ॥৩২
আচার্য্যগোসাঞিঞ—চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ।
আর এক অঙ্গ তাঁর—প্রভু নিত্যানন্দ ॥৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৭। নাম-বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীঅদ্বৈতের অন্য একটী নামের কথা বলিতেছেন। **কমল-নয়নের**—মহাবিষ্ণুর একটী নাম কমল-নয়ন। তাঁহার অংশ—অন্তরঙ্গ-অংশ—বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতেরও একটী নাম হইয়াছে "কমলাক্ষ"; কমলাক্ষ অর্থও কমল-নয়ন। "কমলাক্ষ" শ্রীপাদ অদ্বৈতের পিতৃদত্ত নাম। "কমলাক্ষ" তাঁহার পিতৃদত্ত নাম হইলেও তিনি কমল-নয়ন মহাবিষ্ণুর অন্তরঙ্গ-অংশ বলিয়া এই নামও তাঁহাতে সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

২৮-২৯। অংশ-শ্রীঅদ্বৈত কিরূপে অংশী কমল-নয়ন মহাবিষ্ণুর নাম গ্রহণ করিলেন; ইহার উত্তরে বলিতেছেন—ঈশ্বর শ্রীনারায়ণের পার্ষদভক্তগণও যখন সারূপ্য লাভ করিয়া শ্রীনারায়ণের রূপ—নারায়ণের চতুর্ভুজত্ব এবং পীত-বর্ণাদি—পাইতে পারেন, তখন কমল-নয়নের প্রধান-অংশ শ্রীঅদ্বৈত যে তাঁহার নামটী প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? **ঈশ্বর-সারূপ্য**—ঈশ্বরের সমান রূপ। **চতুর্ভুজ** ইত্যাদি—যাঁহারা শ্রীনারায়ণের সারূপ্য পাইয়া থাকেন, সেই সমস্ত পার্ষদভক্তগণ শ্রীনারায়ণেরই ন্যায় চতুর্ভুজ হয়েন এবং শ্রীনারায়ণেরই ন্যায় পীতবসনাদি ধারণ করেন। **অংশবর্য্য**—শ্রেষ্ঠ অংশ। **তাঁর তত্ত্ব** ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈতের তত্ত্ব, নাম এবং গুণ সমস্তই আশ্চর্য্য; যেহেতু তিনি ঈশ্বর।

৩০-৩২। শ্রীঅদ্বৈতের আশ্চর্য্য-গুণের কথা বলিতেছেন, তিন পয়ারে। শ্রীঅদ্বৈত গঙ্গাজল-তুলসীদল দিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছিলেন এবং অবতরণের নিমিত্ত সপ্রেম-হুঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছিলেন; তাহারই ফলে শ্রীচৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতার। প্রেমের সহিত এইরূপ ঐকান্তিকী আরাধনা শ্রীঅদ্বৈতের একটী আশ্চর্য্য গুণ। **স্বগণ সহিতে**—সপরিকরে। **যাঁর দ্বারা** ইত্যাদি—যাঁহাদ্বারা শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু জগৎকে উদ্ধার করিলেন। মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার এবং জীবোদ্ধার—শ্রীঅদ্বৈতের আর একটী আশ্চর্য্য গুণ। **আচার্য্য গোসাঞিঞর**—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের। **জীবকীট**—জীবরূপ ক্ষুদ্রকীট। শ্রীঅদ্বৈতের গুণ-মহিমা সমুদ্রের ন্যায় অসীম। ক্ষুদ্রকীট যেমন সমুদ্র পার হইতে পারে না, তদ্রূপ ক্ষুদ্রশক্তি জীবও শ্রীঅদ্বৈতের গুণ-মহিমা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেনা।

৩৩। শ্লোকস্থ "ভক্তাবতারং"-অংশের অর্থ করিতে যাইয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীঅদ্বৈতের ভক্তত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।

ভক্তের প্রধান লক্ষণ হইল সেবা। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়—অঙ্গ অঙ্গীর সেবা করে, অংশ অংশীর সেবা করে; মানুষের হস্ত-পদাদি অঙ্গ অঙ্গী-মানুষের সেবা করে; বৃক্ষের অঙ্গ বা অংশ—মূল—মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করিয়া এবং শাখা-পত্র রৌদ্রবায়ু হইতে বৃক্ষের গঠনোপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়া অংশী বা অঙ্গী বৃক্ষের পুষ্টি-সাধনরূপ সেবা করে। এইরূপে সেবা-কার্য্যের আনুকূল্য করে বলিয়া অঙ্গ বা অংশকে অঙ্গী বা অংশীর সেবক বা ভক্ত বলা যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহাবিষ্ণুর (সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরও) অঙ্গ বা অংশ; সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপতঃই ভক্ততত্ত্ব; বিশেষতঃ মূল-ভক্ততত্ত্ব শ্রীবলরামের অংশ-কলা বলিয়াও শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপতঃ ভক্ততত্ত্ব।

প্রভুর উপাঙ্গ—শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
হস্ত-মুখ-নেত্র অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র সম ॥ ৩৪
এই সব লঞা চৈতন্যপ্রভুর বিহার।
এই সব লৈয়া করেন বাঞ্ছিত প্রচার ॥ ৩৫
'মাধবেন্দ্রপুরীর ইহোঁ শিষ্য' এই জ্ঞানে।
আচার্য্য গোসাঞিরে প্রভু 'গুরু' করি মানে ॥৩৬
লৌকিকলীলাতে ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-রক্ষণ।
স্তুতি-ভক্ত্যে করেন তাঁর চরণবন্দন ॥ ৩৭
চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভু-জ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁর দাস-অভিমান ॥ ৩৮
সেই অভিমানে সুখে আপনা পাসরে।
'কৃষ্ণদাস হও' জীবে উপদেশ করে ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীচৈতন্যদেবের এক মুখ্য অঙ্গ হইলেন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এবং আর এক মুখ্য অঙ্গ হইলেন শ্রীনিত্যানন্দ। **মুখ্য অঙ্গ**—প্রধান ভক্ত বা পার্ষদ। হস্ত-পদাদি অঙ্গ যেমন মূল দেহের ভরণ-পোষণ করে এবং রক্ষণাবেক্ষণের সহায়তা করে; তদ্রূপ, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর লীলার প্রধান পার্ষদরূপে সহায়তা করিয়াছিলেন; ইহাই তাঁহাদিগেকে "অঙ্গ" বলার তাৎপর্য্য।

৩৪। **উপাঙ্গ**—অঙ্গের অঙ্গ। হস্তের অঙ্গুলি-আদিকে উপাঙ্গ বলা হয়। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ ছিলেন প্রভুর উপাঙ্গ-স্বরূপ; শ্রীনিত্যানন্দাদির অনুগত ভক্তরূপে তাঁহারাও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলার সহায়তা করিয়াছিলেন; তাই তাঁহাদিগকে উপাঙ্গ বলা হইয়াছে।

হস্ত-মুখ-নেত্র ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দরূপ অঙ্গ প্রভুর হস্ত, মুখ এবং নেত্র (চক্ষু) তুল্য (মুখ্য অঙ্গ); আর উপাঙ্গ-স্বরূপ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ তাঁহার চক্রাদির (সুদর্শন-চক্রাদির) তুল্য। অথবা, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর হস্ত, মুখ ও নেত্রাদি অঙ্গই তাঁহার চক্রাদির তুল্য হইয়াছিল। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-অবতারে চক্রাদি-অস্ত্রযোগে তিনি অসুর-সংহারাদি করিতেন; কিন্তু গৌর-অবতারে তিনি কোনওরূপ অস্ত্র ধারণ করেন নাই; পরন্তু তাঁহার পার্ষদ-ভক্তবৃন্দের দ্বারা নাম-প্রেমাদি প্রচার করাইয়া তিনি অসুর-প্রকৃতি লোকদিগের চিত্ত শুদ্ধ করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা তাহাদের অসুরত্ব সমূলে বিনষ্ট করিয়াছেন। অথবা, প্রভুর শ্রীঅঙ্গ (হস্ত-পদ-মুখ-নেত্রাদি অঙ্গ) দর্শন করিয়াই বহু অসুর-প্রকৃতি লোকের অসুরত্ব সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে (২।৯।৮-৯); এইরূপে, প্রভুর ভক্তবৃন্দই (অথবা প্রভুর অঙ্গাদিই) গৌর-লীলায় প্রভুর চক্রাদির কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

৩৫। **এই সব**—শ্রীঅদ্বৈতাদি পার্ষদবৃন্দ। **বিহার**—লীলা। **বাঞ্ছিত প্রচার**—নাম-প্রেমাদির প্রচার।

৩৬-৩৭। অদ্বৈত-আচার্য্য স্বরূপতঃ শ্রীমান্ মহাপ্রভুর ভক্ত হইলেও, লৌকিক-লীলায় প্রভু তাঁহাকে গুরুরূপে মান্য করিতেন; যেহেতু, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য—লৌকিক-লীলায় মহাপ্রভুর পরম-গুরু শ্রীপাদ-মাধবেন্দ্র পুরী-গোস্বামীর শিষ্য (সুতরাং প্রভুর লৌকিক গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীর সতীর্থ বা গুরু ভাই) ছিলেন বলিয়া মহাপ্রভুর গুরুস্থানীয় ছিলেন। এজন্যই—লৌকিক জগতে গুরুর বা গুরুবর্গের প্রতি মর্য্যাদা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্তুতি-আদি-সহকারে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চরণ-বন্দনাও করিতেন.।

লৌকিক লীলা—নরলীলা। **ধর্ম্ম-মর্য্যাদারক্ষণ**—গুরুবর্গের প্রতি কিরূপ আচরণ করিলে ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে, তাহা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত। **স্তুতি-ভক্ত্যে**—স্তব ও ভক্তি বা শ্রদ্ধার সহিত। **তাঁর**—শ্রীপাদ-অদ্বৈতাচার্য্যের।

৩৮-৩৯। লৌকিক-লীলায় গুরুবর্গ বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু গুরুতুল্য মান্য করিলেও অদ্বৈতাচার্য্য কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে স্বীয় প্রভু বলিয়াই এবং নিজেকে তাঁহার দাস বলিয়াই মনে করিতেন; এই দাস-অভিমানে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এতই আনন্দ পাইতেন যে, সেই আনন্দে তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন এবং এই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ যাহাতে আপামর সাধারণ সকলেই আস্বাদন করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি জীবমাত্রকেই কৃষ্ণ-

কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু। কোটিব্রহ্মসুখ নহে তার একবিন্দু ॥ ৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দাস (অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যরূপী-শ্রীকৃষ্ণের দাস) হওয়ার নিমিত্ত উপদেশ দিতেন ; যেহেতু, কৃষ্ণদাস হইতে পারিলেই উক্ত আনন্দের আস্বাদন সহজ-লভ্য হইতে পারে (ইহাতে শ্রীঅদ্বৈতের পরম-দয়ালুত্ব সূচিত হইতেছে)।

৪০। এই পয়ার শ্রীঅদ্বৈতের উক্তি। আনন্দ-সিন্ধু—আনন্দের সমুদ্র। কোটি ব্রহ্মসুখ—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন ব্যক্তির যে সুখ, তাহার কোটি গুণ। কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দ জন্মে, তাহাকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন—ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন ব্যক্তি যে আনন্দ পায়েন, তাহার কোটি গুণ আনন্দ একত্র করিলেও কৃষ্ণদাস-অভিমান-জনিত আনন্দ-সমুদ্রের এক কণিকার তুল্য হয় না। ফলিতার্থ এই যে, কৃষ্ণদাস-অভিমান-জনিত আনন্দের তুলনায় ব্রহ্মানন্দ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

স্বরূপে জীব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের চিৎকণ অংশ এবং কৃষ্ণদাস। সুতরাং কৃষ্ণদাস-অভিমান জীবের পক্ষে স্বরূপগত এবং স্বাভাবিক ; স্বাভাবিক বলিয়া—দাহিকাশক্তিকে যেমন অগ্নি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তদ্রূপ—কৃষ্ণদাস-অভিমানকেও জীব হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অগ্নিতে চন্দ্রকান্তমণি বা মহৌষধবিশেষ প্রক্ষিপ্ত হইলে যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি স্তম্ভিত হইয়া যায়, তেমনি দেহাবেশাদিজনিত অন্য অভিমানের ফলে মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণদাস-অভিমান স্তম্ভিত বা প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অন্য-অভিমান দূরীভূত হইলে কৃষ্ণদাস-অভিমান জাগ্রত হইয়া পড়ে, উজ্জ্বলতা ধারণ করে এবং তখন এই কৃষ্ণদাস-অভিমানই বিভুচৈতন্য কৃষ্ণের সহিত অণুচৈতন্য জীবের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিবে, জীবের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসেবা-বাসনা জাগ্রত করিবে, আনন্দঘনবিগ্রহ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবামৃতসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া অনন্তরসবৈচিত্রীর আস্বাদনচমৎকারিতা অনুভব করাইবে। ইহাই হইল কৃষ্ণদাস-অভিমানের স্বাভাবিক ফল। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানমূলক সাধনের ফলে যাঁহারা ব্রহ্মানন্দের আস্বাদন পায়েন, তাঁহারাও এক চিদানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েন সত্য ; কিন্তু সেই চিদানন্দ-সমুদ্রে স্বরূপ-শক্তির বিলাস নাই বলিয়া তাহাতে আনন্দের বা রসের তরঙ্গ নাই, বৈচিত্রী নাই, আস্বাদন-চমৎকারিতা নাই ; আছে কেবল আনন্দসত্তামাত্রের আস্বাদন। তাঁহাদের কৃষ্ণদাস-অভিমান তখনও জীবস্বরূপবিরোধী ভাববিশেষের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা-বাসনা তাঁহাদের চিত্তে জাগ্রত হইতে পারেনা, অখিলরসামৃতবারিধির রসতরঙ্গ-বৈচিত্রীও তাঁহাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। রসতরঙ্গ-বৈচিত্রীর আস্বাদনে যে অপূর্ব্ব এবং অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতা জন্মে, তাহার তুলনায় আনন্দসত্তামাত্রের আস্বাদন অকিঞ্চিৎকর ; তাই শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে বলিয়াছিলেন—"ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধি-স্থিতস্য মে। সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥—হে জগদ্গুরো ! তোমার সাক্ষাৎকারের ফলে যে অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ আনন্দ-সমুদ্রে আমি নিমজ্জিত হইয়াছি, তাহার তুলনায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দও আমার নিকট গোষ্পদের ন্যায় অত্যল্প বলিয়া মনে হইতেছে। হরিভক্তিসুধোদয় ॥ ১৪।৩৬ ॥"

মায়াবদ্ধ জীবের চিত্ত জড়-দেহাদিতে এবং দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট জাতিকুল, বিদ্যা, ধনাদিতে আবিষ্ট বলিয়া জাতিকুলের অভিমান, বিদ্যার অভিমান, ধনসম্পত্তির অভিমান-আদি নানাবিধ অভিমানে পরিপূর্ণ। জীব স্বরূপতঃ চিদ্‌বস্তু বলিয়া এবং দেহ-জাতিকুল-বিদ্যা-ধনাদি চিদ্‌বিরোধী জড় বস্তু বলিয়া জীবের স্বরূপের সহিত জাতিকুলাদির অভিমানের সজাতীয় সম্বন্ধ নাই, থাকিতেও পারেনা ; এসমস্ত অভিমান জীবস্বরূপের পক্ষে স্বাভাবিক্ নহে, স্বরূপগত নহে ; শুভ্রবস্ত্রে সংলগ্ন কর্দ্দমের ন্যায় আগন্তুক ব্যাপার মাত্র। কৃষ্ণদাস-অভিমান চিত্তকে কৃষ্ণের দিকে আকর্ষণ করে ; তার জাতিকুলবিদ্যাদির অভিমান চিত্তকে দেহ-দৈহিক বস্তুর দিকে আকর্ষণ করিয়া জীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার পোষণ করে, ভক্তিরাণীর কৃপার পথে বাধা জন্মায়। তাই শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—"অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সে-ই দীন।" নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানকারীর "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ অভিমানও

মুঞি যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ।
দাসভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ ॥ ৪১
পরমপ্রেয়সী লক্ষ্মী—হৃদয়ে বসতি।
তেঁহো দাস্যসুখ মাগে করিয়া মিনতি ॥ ৪২
দাস্যভাবে আনন্দিত পারিষদগণ।
বিধি ভব নারদ আর শুক সনাতন ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জীবস্বরূপানুবন্ধী প্রচ্ছন্ন কৃষ্ণদাস-অভিমানকে উদ্বুদ্ধ করার প্রতিকূল। তাই কৃষ্ণদাস-অভিমান ব্যতীত অন্য সকল রকমের অভিমানই রসস্বরূপ পরতত্ত্ববস্তুর অনন্তরসবৈচিত্রীর আস্বাদন-চমৎকারিতার অনুভব-লাভের প্রতিকূল। ১।৭।১৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪১। ৪১-৪৬ পয়ারও শ্রীঅদ্বৈতেরই উক্তি। শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "অন্য সমস্ত আনন্দ অপেক্ষা কৃষ্ণদাস-অভিমানের আনন্দ অত্যন্ত অধিক বলিয়াই শ্রীনিত্যানন্দ ও আমি শ্রীচৈতন্যের দাস হইয়াছি।" ইহা যে শ্রীঅদ্বৈতের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল, তাহাও এই পয়ারে সূচিত হইতেছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি সকলকে কৃষ্ণদাস হওয়ার উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য একই অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়াই শ্রীঅদ্বৈত স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের দাসাভিমানী হইয়াও কৃষ্ণদাস হওয়ার জন্য সকলকে উপদেশ করিতেছেন; যিনি কৃষ্ণের দাস, তিনিই শ্রীচৈতন্যের দাস; আর যিনি শ্রীচৈতন্যের দাস, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের দাস।

৪২। দাস্যভাবে যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ, তাহারই প্রমাণ দিতেছেন পাঁচ পয়ারে। **পরম প্রেয়সী**—শ্রীনারায়ণের প্রিয়তমা। **লক্ষ্মী**—নারায়ণের প্রেয়সী; ইনি স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। লক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের প্রিয়তমা কান্তা, আনন্দ-স্বরূপ শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী তিনি; সুতরাং তাঁহার আনন্দ অপরিসীম; কিন্তু তিনিও কাতরভাবে দাস্যভাবই প্রার্থনা করেন। অথবা, এই পয়ারে লক্ষ্মীশব্দে সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধাকে বুঝাইতেছে; তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম-প্রেয়সী এবং শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়-বিলাসিনী হইয়াও কাতর-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের দাস্যই প্রার্থনা করেন। প্রেয়সী-ভাবে যে আনন্দ, তাহা অপেক্ষা দাস্যভাবের আনন্দ যে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর এবং শ্রীরাধার নিকটেও অধিকতর লোভনীয়, তাহাই এই পয়ার হইতে বুঝা যাইতেছে।

৪৩। **পারিষদগণ**—শ্রীভগবানের পার্ষদ-ভক্তগণ। **বিধি**—ব্রহ্মা। **ভব**—শিব। **শুক**—শ্রীশুকদেব গোস্বামী। **সনাতন**—চতুঃসনের একতম; উপলক্ষণে সনাতন, সনক, সনন্দন ও সনৎকুমার এই চারিজনকেই (চতুঃসনকেই) বুঝাইতেছে।

ব্রহ্মা যে কৃষ্ণদাস্য প্রার্থনা করেন, তাহার বহু প্রমাণ আছে, এস্থলে মাত্র একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে। "তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো ভবেত্র বাহন্যত্র তু বা তিরশ্চাম্। যেনাহমেকোহপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥ শ্রীভা, ১০।১৪।৩০ ॥—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, হে নাথ! এই ব্রহ্মজন্মে কিম্বা অন্য কোনও পশুপক্ষি-প্রভৃতি জন্মেই হউক, আমার যেন সেইরূপ মহদ্ভাগ্য হয়, যাহাতে আমি আপনার ভক্তগণ মধ্যে যে কোনও একজন হইয়া আপনার পাদপল্লব সেবা করিতে পারি।" শিবসম্বন্ধে ব্রহ্মা নারদের নিকট বলিয়াছেন—"যশ্চ শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জরসেনোন্মাদিতঃসদা। অবধীরিতসর্ব্বার্থপারমৈশ্বর্য্যভোগকঃ ॥ অস্মাদৃশো বিষয়িণো ভোগসক্তান্ হসন্নিব। ধুস্তূরার্কাস্থিমালাধৃগ্‌নগ্নো ভস্মানুলেপনঃ ॥ বিপ্রকীর্ণজটাভার উন্মত্ত ইব ঘূর্ণতে। তথা স গোপনাসক্তকৃষ্ণপাদাব্জশৌচজাম্। গঙ্গাং মূর্দ্ধ্না বহন্ হর্ষান্নৃত্যন্ চালয়তে জগৎ ॥—যিনি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল-মকরন্দ পানে উন্মত্ত হইয়া, ধর্ম্মাদি অর্থসকলকে এবং পারমৈশ্বর্য্যভোগকে তুচ্ছ করিয়াছেন, যিনি আমাদের ন্যায় ভোগাসক্ত বিষয়ীদিগকে উপহাস করিবার নিমিত্তই যেন স্বয়ং ধুস্তূর, অর্ক ও অস্থিমালা ধারণ করেন, যিনি উলঙ্গভাবে অবস্থান, ভস্মানুলেপন এবং প্রসারিত জটাভার বহন পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন, যিনি আত্মসংগোপনে অসমর্থ হইয়াই যেন কৃষ্ণপাদাব্জশৌচসম্ভূতা গঙ্গাকে নিজ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক হর্ষভরে নৃত্য করিতে করিতে এই জগৎকে প্রকম্পিত করিতেছেন, ইত্যাদি। বৃ, ভা, ১।২।৮১-৩ ॥" (পরবর্ত্তী ১।৬।৬৭ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য)। শ্রীনারদ

নিত্যানন্দ অবধূত—সভাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্যপ্রেমে হইলা পাগল ॥ ৪৪
শ্রীবাস হরিদাস রামদাস গদাধর।
মুরারি মুকুন্দ চন্দ্রশেখর বক্রেশ্বর ॥ ৪৫
এ সব পণ্ডিতলোক পরম-মহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সভায় করয়ে উন্মত্ত ॥ ৪৬
এইমত গায় নাচে করে অট্টহাস।
লোকে উপদেশে—হও চৈতন্যের দাস ॥ ৪৭
চৈতন্যগোসাঞি মোরে করে গুরু জ্ঞান।
তথাপিহ মোর হয় দাস-অভিমান ॥ ৪৮
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যভাব ॥ ৪৯
ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখান।
মহদনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ ॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সর্ব্বদাই বীণাযন্ত্রে হরিগুণ কীর্ত্তন করিয়া বিচরণ করেন। শ্রীশুকদেবও হরিগুণ-কীর্ত্তনে রত, শ্রীমদ্ভাগবতই তাহার প্রমাণ; সনকাদির হরিগুণ-কীর্ত্তনের কথাও সর্ব্বশাস্ত্রবিদিত।

শ্রীভগবানের সমস্ত পার্ষদ-ভক্তগণ এবং ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শুকদেব এবং চতুঃসনাদিও দাস্যভাবেই সমধিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন; তাই তাঁহারা সকলেই দাস্যভাব প্রার্থনা করেন।

৪৪। **অবধূত**—সন্ন্যাসিবিশেষ। **আগল**—অগ্রগণ্য। **সভাতে আগল**—সর্ব্বাগ্রগণ্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অবধূত-শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের পার্ষদগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তিনিও শ্রীচৈতন্যের দাস্য-প্রেমেই উন্মত্তপ্রায়—আত্মহারা।

৪৫-৪৬। শ্রীবাস, হরিদাস, গদাধর, মুরারিগুপ্ত, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের পার্ষদগণ সকলেই পরম-পণ্ডিত, সকলেই পরম-মহান্, পরম-জ্ঞানী, পরম-গম্ভীর; কিন্তু শ্রীচৈতন্যের দাস্যভাবের আনন্দে সকলেই উন্মত্তপ্রায়—আত্মহারা। এসকল পয়ারে দাস্যপ্রেমের তাৎপর্য্য—সেবাবাসনা।

এই পয়ার পর্য্যন্ত শ্রীঅদ্বৈতের উক্তি শেষ হইল।

৪৭। **এই মত**—৪০-৪৬ পয়ারের মর্ম্মানুরূপ। **গায়**—(দাস্যভাবের মহিমা) কীর্ত্তন করেন। শ্রীঅদ্বৈত পূর্ব্বোক্ত পয়ার-সমূহের মর্ম্মানুরূপ ভাবে দাস্যভাবের মহিমা কীর্ত্তন করেন, কখনও বা নৃত্য করেন, কখনও বা অট্ট অট্ট হাস্য করেন; আর শ্রীচৈতন্যের (শ্রীচৈতন্যরূপী কৃষ্ণের) দাস হওয়ার নিমিত্ত সমস্ত লোককে উপদেশ করেন। নৃত্য, অট্টহাস প্রভৃতি কৃষ্ণ-প্রেমের বাহ্য লক্ষণ। এই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি।

৪৮। এই পয়ার আবার শ্রীঅদ্বৈতের উক্তি। শ্রীচৈতন্য-প্রভু আমাকে (শ্রীঅদ্বৈতকে) গুরু বলিয়া মনে করেন; তথাপি আমার মনে হয়, আমি তাঁহার দাস মাত্র।

৪৯। শ্রীঅদ্বৈতকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু গুরু-জ্ঞান করা সত্ত্বেও শ্রীঅদ্বৈতের মনে তাঁহার দাস-অভিমান কিরূপে জন্মিতে পারে? তাহা বলিতেছেন। কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত স্বভাব-বশতঃই এইরূপ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের এমনি এক অপূর্ব্ব অলৌকিক স্বভাব যে, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগকে নিজের কনিষ্ঠ মনে করেন, তাঁহাদের মনে তো দাস্যভাব জন্মায়ই, পরন্তু যাঁহাদিগকে তিনি গুরু জ্ঞান করেন, কিম্বা সমান (বা সখা) জ্ঞান করেন, তাঁহাদের মনেও দাস্যভাব জন্মাইয়া দেয়। **গুরু**—নর-লীলার রসপুষ্টির নিমিত্ত তাঁহার যে সমস্ত পার্ষদকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গুরু বলিয়া মনে করেন—যেমন শ্রীনন্দ-যশোদাদি। **সম**—নর-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত পার্ষদকে তাঁহার সমান—সমভাবাপন্ন সখা-বলিয়া মনে করেন; যেমন সুবল-মধুমঙ্গলাদি। **লঘু**—যে সমস্ত পার্ষদকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কনিষ্ঠ বলিয়া মনে করেন; যেমন রক্তক-পত্রকাদি। বস্তুতঃ সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের গুরু বা সমান কেহই নাই; কেবল মাত্র লীলানুরোধেই তিনি পার্ষদ-বিশেষকে গুরু বা সমান বলিয়া মনে করেন।

৫০। **ইহার প্রমাণ**—পার্ষদের মধ্যে যাঁহারা গুরুবর্গ বা সখা, তাঁহাদের চিত্তেও যে কৃষ্ণপ্রেম দাস্যভাব জন্মাইয়া দেয়, তাহার প্রমাণ। **শাস্ত্রের ব্যাখ্যান**—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ। **মহদনুভব**—শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বলচিত্ত

অন্যের কা কথা. ব্রজে নন্দমহাশয়।
তাঁর সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহো নয় ॥ ৫১
শুদ্ধবাৎসল্য—ঈশ্বরজ্ঞান নাহি যাঁর।
তাঁহাকেই প্রেমে করায় দাস্য-অনুকার ॥ ৫২
তেঁহো রতি মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।
তাঁহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে—॥ ৫৩
'শুন উদ্ধব ! সত্য কৃষ্ণ আমার তনয়।
তেঁহো ঈশ্বর, হেন যদি তোমার মনে লয় ॥ ৫৪
তথাপি তাহাতে মোর রহু মনোবৃত্তি।
তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউক মোর মতি ॥' ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মহদ্ব্যক্তিদের অনুভব। শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে যাঁহাদের চিত্ত সমুজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁহারাই মহৎ (ভূমিকায় সাধুসঙ্গ ও মহৎকৃপা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য); তাঁহারা ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষ-সমূহের অতীত, তাঁহারা যাহা অনুভব করেন, তাহা অভ্রান্ত ; সুতরাং তাঁহাদের অনুভবই কোনও বিষয়ে সুদৃঢ় প্রমাণ। তাঁহারা যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা শাস্ত্রাদিতে লিখিয়া গিয়াছেন—মহদ্-ব্যক্তিদের অনুভবলব্ধ সত্য বলিয়াই শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ স্থানীয়। বস্তুতঃ মহদনুভবই সমস্ত প্রমাণের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ; তাঁহাদের বাক্যই আপ্তবাক্য। কৃষ্ণ-প্রেম যে গুরু-সম-লঘু সকলকেই দাস্যভাবে প্রণোদিত করে, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তাহার মহদনুভবরূপ সুদৃঢ় প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে ; নিম্নে কতিপয় পয়ারে সেই প্রমাণই দেওয়া হইয়াছে।

৫১-৫২। নন্দমহারাজের অভিমান এই যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতা এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পুত্র ; এই অভিমানে তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের লালক এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার লাল্য মনে করিতেন ; তিনি কোনও সময়েই শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতেন না—নিজের পুত্রমাত্রই মনে করিতেন ; সুতরাং তাঁহার পিতৃ-অভিমান স্থায়ীই ছিল ; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের সহিত মিশ্রিত না থাকায় তাঁহার ভাবও শুদ্ধবাৎসল্যময় ছিল—বসুদেবের ন্যায় ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত ছিল না ; বসুদেবেরও অভিমান ছিল—তিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতা ; কিন্তু এই অভিমান সময় সময় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানদ্বারা ভেদপ্রাপ্ত হইত ; শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান্, বসুদেব তাহা সময় সময় বুঝিতে পারিতেন এবং যখন তাহা বুঝিতে পারিতেন, তখন তাঁহার পিতৃ-অভিমান বিচলিত হইত, বাৎসল্যভাবও সঙ্কুচিত হইত। কিন্তু নন্দমহারাজের পিতৃ-অভিমান অবিচ্ছিন্ন ছিল। তথাপি কৃষ্ণপ্রেমের অপূর্ব্ব-প্রভাবে নন্দমহারাজও দাস্যভাবের অনুকরণ করিতেন।

অন্যের কা কথা—অন্যের কথা আর কি বলিব। **ব্রজে**—ব্রজলীলায়। **তাঁর সম** ইত্যাদি—ব্রজলীলায় নন্দমহারাজের পিতৃ-অভিমান অবিচলিত এবং অনবচ্ছিন্ন ছিল বলিয়া এবং বসুদেবাদির পিতৃ-অভিমান ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সময় সময় সঙ্কুচিত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইত বলিয়া নন্দমহারাজ অনবচ্ছিন্নভাবেই শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গের অভিমানযুক্ত ছিলেন ; এরূপ ভাবাপন্ন আর কেহ ছিলেন না বলিয়াই বলা হইয়াছে—তাঁহার তুল্য গুরু (নিরবচ্ছিন্ন গুরুভাবময়) শ্রীকৃষ্ণের আর কেহ ছিল না। এস্থলে নন্দমহারাজের উপলক্ষণে যশোদা-মাতাকেও বুঝাইতেছে—তাঁহারা উভয়েই শুদ্ধবাৎসল্য-ভাবাপন্ন ছিলেন। **অনুকার**—অনুকরণ (ইহার প্রমাণ নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।)

৫৩। **তেঁহো**—সেই (শুদ্ধবাৎসল্য-ভাবাপন্ন) নন্দমহারাজ। **রতি মতি**—অনুরাগ ও মনের গতি। **তাঁহার শ্রীমুখবাণী**—নন্দমহারাজের নিজের মুখের কথা (যাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্রীভাগবতশ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে।)

৫৪-৫৫। নন্দমহারাজের শ্রীমুখবাণী ভাষায় প্রকাশ করা হইতেছে, দুই পয়ারে। শ্রীকৃষ্ণ যখন উদ্ধবকে মথুরা হইতে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন, তখন তিনি ব্রজে আসিয়া দেখিলেন যে, নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণের বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার বিরহ-দুঃখ দূর করার অভিপ্রায়ে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বর্ণন করিতে লাগিলেন ; তাঁহার বর্ণনা শুনিয়া নন্দমহাজ বলিলেন—"উদ্ধব ! যাঁহার বিরহে আমরা মৃতপ্রায় হইয়াছি, সেই কৃষ্ণ আমার ছেলে, অপর কেহ নহে। তথাপি যদি তুমি মনে কর যে, সেই কৃষ্ণ ঈশ্বর (অবশ্য আমি তাহা মনে করি না), তথাপি তাহাতে যেন আমার মনের গতি বর্ত্তমান সময়ের মতনই থাকে—পুত্রজ্ঞানে তাহাকে আমি যেরূপ স্নেহ-মমতা করিতেছি, এক্ষণে তোমার মুখে তাহার ঈশ্বরত্বের কথা শুনিয়া সেইরূপ স্নেহ-মমতা করিতে যেন বিরত না হই ; কারণ, তুমি যাহাই

তথাহি (ভাঃ ১০।৪৭।৬৬ ; ৬৭)—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অনুরাগেণ প্রাবোচন্নিত্যুক্তত্বান্মনস ইত্যাদিরনুরাগকৃতৈবোক্তি র্নত্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানকৃতা, তস্মাত্তস্যৈশ্বর্য্য-প্রধানং মত-মালোচ্য স্বাত্যন্তদুঃখব্যঞ্জকেন তদভ্যুপগমবাদেনৈব স্বাভীষ্টং প্রার্থয়ন্তে-মনস ইতি-দ্বাভ্যাম্। যদি ভবদ্ভিরসাবীশ্বরত্বেনৈব মন্যতে যদি চাস্মাকং তৎপ্রাপ্তির্দূরতঃএব তথাপি তত্রৈবাস্মাকং তদুচিতা বৃত্তয়ঃ সর্ব্বাঃ স্যুর্নতু তত উদাসীনা ইত্যর্থঃ। প্রহ্বণং প্রহ্বাণং নম্রত্বং তদাদিষু আদিগ্রহণাৎ সেবাদিকম্। শ্রীজীব ॥ ৫ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলনা কেন, আমি জানি কৃষ্ণ আমার পুত্র, আমার প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র ; কোনও কারণে যদি তাহার প্রতি স্নেহ-মমতা দেখাইতে না পারি, তাহার লালন-পালন করিতে না পারি, তাহার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিতে পারি, তাহা হইলে তাহার বিশেষ অনিষ্ট ও দুঃখ হইবে—তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। আর কৃষ্ণ-নামে বর্ণিত ঈশ্বর যদি কেহ থাকেন, তবে তাঁহাতে যেন আমার মতি হয়—ইহাই প্রার্থনা। অথবা, (অনুরাগাধিক্যে শ্রীনন্দ বলিতেছেন) তুমি যাহাকে ঈশ্বর বলিতেছ (অথচ বস্তুতঃ যে আমার পুত্র), সেই কৃষ্ণে যেন আমার মতি—স্নেহমমতাময় ভাব—সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে।” এই উক্তিতে শ্রীনন্দের কৃষ্ণদাসত্বের ভাব প্রকাশ পাইলেও ইহা ঈশ্বর-জ্ঞানে দাসত্ব নয় ; পরন্তু স্বীয় পিতৃ-অভিমান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই নন্দমহারাজ কৃষ্ণদাসত্বের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন—যে দাসত্বের অভিব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের এবং অমঙ্গল-বিনাশের কামনায়। যাঁহারা গুরুভাবের অভিমান পোষণ করেন, সাধারণতঃ তাঁহারা কনিষ্ঠদের নিকট হইতে সেবা পাইতে চাহেন ; নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণের গুরু-অভিমান পোষণ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে নিজের কোনওরূপ সেবা প্রাপ্তির কামনা করেন নাই—বরং শ্রীকৃষ্ণের লালন-পালন-তত্ত্বাবধানাদিদ্বারা নিজেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে উৎকণ্ঠিত ছিলেন ; এইরূপে, যিনি যে ভাবের অভিমানই মনে পোষণ করুন না কেন, সকলেরই একমাত্র অভিপ্রায়—স্বীয় অভিমানের অনুরূপ সেবাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করা—ইহাই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের অপূর্ব্ব বিশেষত্ব।

শ্লো। ৫। **অন্বয়**। নঃ (আমাদের) মনসঃ (মনের) বৃত্তয়ঃ (বৃত্তিসমূহ) কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ স্যুঃ (কৃষ্ণের পদকমলে আশ্রয় লউক) ; বাচঃ (আমাদের বাক্যসমূহ) নাম্নাং (কৃষ্ণের নামসমূহের) অভিধায়িনীঃ (কীর্ত্তনশীল) [স্যুঃ] (হউক) ; তৎপ্রহ্বণাদিষু (তাঁহার নমস্কারাদিতে) কায়ঃ (আমাদের শরীর) অস্তু (থাকুক—নিয়োজিত হউক)।

অনুবাদ। আমাদের মনের বৃত্তি শ্রীকৃষ্ণচরণাবলম্বিনীই হউক (অর্থাৎ যদি তুমি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াই মনে কর, আর যদিও আমাদিগের পক্ষে তৎপ্রাপ্তি সুদূর-পরাহত—তথাপি তাঁহাতে আমাদের তদুচিত বৃত্তিসমূহ থাকুক ; পরন্তু তাঁহা হইতে যেন উদাসীন না হয়) ; এবং আমাদিগের বাক্য (কিম্বা বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ) তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের দামোদর-গোবিন্দ প্রভৃতি) নাম-সমূহের কীর্ত্তনশীল হউক (কীর্ত্তন করুক) ; আর আমাদিগের দেহ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার নমস্কারাদিতে নিযুক্ত হউক। ৫।

উদ্ধৃত শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী (১০।৪৭।৬৫) শ্লোকে বলা হইয়াছে “নন্দাদয়োঽনুরাগেণ প্রাবোচন্নশ্রুলোচনাঃ—শ্রীনন্দমহারাজ-প্রভৃতি অনুরাগে বাষ্পাকুল-লোচনে গদ্‌গদভাবে শ্রীউদ্ধবকে বলিতে লাগিলেন।” সুতরাং আলোচ্য “মনসোবৃত্তয়” ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্মও শ্রীনন্দাদি অনুরাগের সহিতই বলিতেছেন—উদ্ধবের মুখে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের উদয়েই যে এই সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা নহে।

উদ্ধবের ঐশ্বর্য্যপ্রধান মতের আলোচনা করিয়া তাঁহারা হয়তো ভাবিয়াছিলেন—“আমরা কৃষ্ণের মাতা-পিতা ; কৃষ্ণ রূপের ও গুণের অপার সমুদ্রতুল্য ; তথাপি আমরা তাহার প্রতি অনেক কঠোর ব্যবহার করিয়াছি, এখনও করিতেছি। কৃষ্ণ যখন ব্রজে ছিল, তখন তাহার প্রতি অনেক স্নেহ-মমতা দেখাইয়াছি বটে, কিন্তু এখন মনে হইতেছে

কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া। | মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কৃষ্ণ ঈশ্বর ইতি। ঈশ্বররূপেঽপি কৃষ্ণ এবেত্যর্থঃ। তদিচ্ছয়েত্যনুক্তা ঈশ্বরেচ্ছয়েতি পৃথগীশ্বরপদোক্তিঃ স্বভাবানুসারেণ, কর্ম্মভিরিতি নরলীলাপন্নত্বাদাত্মনি সাধারণ্যমননেন মঙ্গলাচরিতৈঃ পুণ্যকর্ম্মভিঃ। দানস্য পৃথগুক্তিস্তেষাং স্বেষু প্রাচুর্য্যাৎ। অথ চ বাক্যদ্বয়মিদং বিয়োগময়পিতৃবাৎসল্যেনাপি সম্ভবতীতি ॥ শ্রীজীব ॥ ৬।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

—সে সমস্তই কৃত্রিম ছিল; নচেৎ তাহার বিরহেও আমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে পারি? এই সংসারে একমাত্র মহারাজ-দশরথই বাস্তবিক পিতৃগুণের অধিকারী ছিলেন—পুত্র রামচন্দ্র দূরদেশে গমন করিয়াছেন শুনিয়াই তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা এখনও জীবিত আছি! বাস্তবিক পুত্র-কৃষ্ণের প্রতি আমাদের প্রেম তো দূরের কথা—প্রেমের গন্ধও নাই; আমরা পিতা-মাতার অনুপযুক্ত; তাই কৃষ্ণ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া দেবকী-বসুদেবকে পিতা-মাতা রূপে অঙ্গীকার করিয়াছে—উদ্ধব বলিতেছেন, কৃষ্ণ নাকি পরমেশ্বর; বোধ হয় পরমেশ্বর বলিয়া তাহার কোনও এক অচিন্তনীয় বিচিত্র স্বভাববশতঃই কৃষ্ণ এইরূপ করিতে পারিয়াছে। যাহা হউক, কৃষ্ণ যে আমাদিগকে অনুপযুক্ত পিতামাতাজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই; আমাদের ন্যায় হতভাগ্য আর কেহই নাই; ধিক্ আমাদিগকে!" মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া কৃষ্ণবিরহজনিত বিবশতায় এবং নিজেদের প্রতি কৃষ্ণের ঔদাসীন্যের ভাবনায় নন্দমহারাজার মনে মহানুরাগ-জাত যে মহাদৈন্যের উদয় হইয়াছিল, তাহারই মহান্ আবর্ত্তে পড়িয়া তিনি বলিলেন—"এ জন্ম তো এই ভাবেই গেল; ভবিষ্যতের কোনও জন্মে এই শ্রীকৃষ্ণে যেন রতিমতি হয়, যেন আমরা তাহার পিতামাতা হওয়ার উপযুক্ত হইতে পারি, ইহাই প্রার্থনা।"—[সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের স্বভাবই এই যে, বিরহের বিবশতায় এবং নিজের প্রতি বিষয়ালম্বনের (শ্রীকৃষ্ণের) ঔদাসীন্যজ্ঞানে ভক্তের চিত্তে মহাদৈন্য উপস্থিত হয়; তাহাতে স্বীয় ভাবের বিচ্যুতি ঘটে এবং দাস্যভাবের উদয় হয়। তাই নন্দমহারাজ উক্তরূপ চিন্তা করিয়াছেন ও মনসোবৃত্তয় ইত্যাদি কথা বলিতে পারিয়াছেন—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে এসব কথা বলেন নাই] (চক্রবর্ত্তী)।

অথবা, "মনসোবৃত্তয়" ইত্যাদি শ্লোকানুরূপ কথা নন্দমহারাজের উক্তিই নহে—পূর্ব্ব-শ্লোকে বলা হইয়াছে, "শ্রীনন্দমহারাজ প্রভৃতি অনুরাগে বাষ্পাকুল-লোচনে গদ্গদ ভাবে বলিতে লাগিলেন"—ইহা হইতে বুঝা যায়, অনুরাগের আধিক্যবশতঃ—সুতরাং বিরহদুঃখের আধিক্যবশতঃ—বলিতে আরম্ভ করিয়াই নন্দমহারাজের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি আর কথা বলিলেন না; তখনি তাঁহার সঙ্গে যে অন্য গোপগণ ছিলেন, তাঁহারাই "মনসোবৃত্তয়" ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন; ইহা নন্দমহারাজের উক্তি নহে, হওয়াও সম্ভব নয়; কারণ, "আমাদের মনের বৃত্তি কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়া হউক" এইরূপ প্রার্থনা—পরম-বাৎসল্যময় শ্রীব্রজরাজের পক্ষে সম্ভব হয়না (বৃহত্তোষণী)।

উক্তশ্লোকে (আমাদের দেহ তাঁহার নমস্কারাদিতে নিযুক্ত হউক—এই বাক্যে) কায়িক, (বাক্য তাঁহার নাম সকল কীর্ত্তন করুক—এই বাক্যে) বাচনিক এবং (মনোবৃত্তি তাঁহার পদ-কমলকে আশ্রয় করুক—এই বাক্যে) মানসিক ভক্তি-প্রকার-সমূহ প্রার্থনা করা হইয়াছে। **প্রহ্বণ**—নমস্কার, প্রণাম। প্রহ্বণাদি পদের আদি-শব্দে পরিচর্য্যাদি সূচিত হইতেছে।

শ্লো। ৬। অন্বয়। ঈশ্বরেচ্ছয়া (ঈশ্বরেচ্ছায়) কর্ম্মভিঃ (প্রারব্ধ-কর্ম্মবশতঃ) যত্র ক্বাপি (যে কোনও স্থানেই বা) ভ্রাম্যমাণানাং (ভ্রমণ-শীল) [অস্মাকং] (আমাদের) মঙ্গলাচরিতৈঃ (নিত্য-নৈমিত্তিক শুভকর্ম্মাদির ফলে) দানৈঃ (গবাদি-দানের ফলে) ঈশ্বরে (ঈশ্বররূপ) কৃষ্ণে রতিঃ (অনুরাগ) [অস্তু] (হউক)।

অনুবাদ। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, প্রারব্ধ-কর্ম্মের ফলে (এই পৃথিবীতে কিম্বা উর্দ্ধলোকে) যে কোনও স্থানে ভ্রমণশীল আমাদিগের (নিত্য-নৈমিত্তিক শুভানুষ্ঠানরূপ) মঙ্গলাচরণ ও (গবাদি-দানের প্রভাবে ঈশ্বরে (ঈশ্বররূপ কৃষ্ণে) রতি (অনুরাগ) হউক।

শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন—কেবল সখ্যময় ॥ ৫৬
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে—স্কন্ধে আরোহণ।
তারা দাস্যভাবে করে চরণসেবন ॥ ৫৭

তথাহি তত্রৈব (১০।১৫।১৭)—

পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মহাত্মনঃ মহাত্মানঃ পরমভাগ্যবন্তঃ “সুপাংসুপোভবন্তি” ইত্যুপসংখ্যানেন তস্য মহাগুণগণস্যেতি হতঃ তাদৃশতৎ-সেবান্তরায়রূপঃ পাপ্মা যৈরিত্যাত্মানম্ অধিক্ষিপতি তেষাং নিত্যতাদৃশত্বেঽপি “অয়মাত্মাঽপহতপাপ্মা” তিবত্তৎপ্রয়োগঃ ॥ শ্রীজীব ॥ ৭ ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্ব-শ্লোক-সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, এই শ্লোক-সম্বন্ধেও তাহা তাহাই প্রযুজ্য; কারণ, এই দুইটী শ্লোকেই “শ্রীনন্দমহারাজ-প্রভৃতির” উক্তির মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে।

ঈশ্বরেচ্ছয়া—ঈশ্বরের ইচ্ছায়; এস্থলে তাঁহার (ঈশ্বর—কৃষ্ণের) ইচ্ছায় না বলিয়া “ঈশ্বরেচ্ছায়” এই পৃথক্ ঈশ্বর-পদের যে উক্তি, তাহা বক্তার স্ব-ভাবেরই অনুরূপ। “ঈশ্বরেচ্ছায়”-পদের তাৎপর্য্য—কর্ম্মফল-দাতা ঈশ্বরের ইচ্ছায়। উদ্ধবের কথানুসারে নন্দমহারাজ যদি কৃষ্ণকে বস্তুতঃ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকারই করিতেন, তাহা হইলে “ঈশ্বরেচ্ছায়” না বলিয়া “তাহার ইচ্ছায়” বা “কৃষ্ণের ইচ্ছায়ই” বলিতেন। **কর্ম্মভিঃ**—প্রারব্ধ-কর্ম্মফল-অনুসারে। শ্রীনন্দমহারাজ প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর, শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ; তাঁহাদের কোনও কর্ম্মাদি নাই, তাঁহারা লীলামাত্র করেন। “ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে”-ইত্যাদি পদ্মপুরাণ-প্রমাণানুসারে বৈষ্ণবদিগেরই কর্ম্মজন্য জন্মাদি থাকেনা, ভগবৎ-পরিকর নন্দাদির তাহা কিরূপে থাকিতে পারে? তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নরলীলার পরিকর বলিয়া লীলাপুষ্টির নিমিত্ত লীলাশক্তির ইচ্ছাতেই তাঁহাদের সাধারণ-নর-অভিমান—নিজেদিগকে তাঁহারা সংসারি-মানুষ বলিয়াই মনে করেন; তাই এস্থলে কর্ম্মফলের কথা বলা হইয়াছে। **ভ্রাম্যমাণানাং**—ভ্রমণশীল; কর্ম্মফলানুসারে বভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণের কথাই বলা হইয়াছে। **মঙ্গলাচরিতৈঃ**—নিত্য-নৈমিত্তিক শুভকর্ম্ম-সমূহ-দ্বারা। **দানৈঃ**—গবাদির দান দ্বারা। গবাদিদানও মঙ্গলাচরণেরই অন্তর্ভুক্ত; তথাপি তাহার পৃথক্ উক্তি দ্বারা নন্দমহারাজের পরম-বদান্যতা বা দানের প্রাচুর্য্যই সূচিত হইতেছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৫২ পয়ারের প্রমাণরূপে উক্ত দুই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

৫৬-৫৭। ৪৯ পয়ারে বলা হইয়াছে—কৃষ্ণপ্রেম গুরু, সম ও লঘুকে দাস্যভাব করায়; তন্মধ্যে ৫১-৫৫ পয়ারে গুরুবর্গের দাস্যভাবের উদাহরণ দিয়া এক্ষণে সম বা সখাদের দাস্যভাবের উদাহরণ দিতেছেন। শ্রীদামাদি ব্রজলীলার সখাগণের ভাব ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন, শুদ্ধসখ্যময়; তাঁহারা মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদেরই সমান, কোনও অংশেই শ্রেষ্ঠ নহেন; তাই তাঁহারা সমান-সমান ভাবে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধাদির অনুকরণ করিয়া খেলা করেন; কোনও সময়ে খেলায় হারিলে তাঁহারা যেমন কৃষ্ণকে কাঁধে করেন, আবার কৃষ্ণ খেলায় হারিলেও তাঁহারা কৃষ্ণের কাঁধে চড়েন, তাহাতেও কোনও রূপ সঙ্কোচ মনে করেন না; এরূপই কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের মাখামাখি ভাব। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত স্বভাববশতঃ তাঁহারাও কখনও কখনও দাস্যভাবে কৃষ্ণের চরণ-সেবা করিয়া থাকেন। প্রেমের অপূর্ব্ব স্বভাবই তাঁহাদের মনে দাস্যভাবোচিত সেবার বাসনা জাগাইয়া দেয়—শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত।

শ্রীদামাদি—সখাদের মধ্যে শ্রীদামই মুখ্য বলিয়া তাঁহারই নামোল্লেখ করা হইয়াছে। **ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন**—শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর, এই জ্ঞান সখাদের মনে স্থান পায় না। **কেবল সখ্যময়**—বিশুদ্ধ-সখ্যভাবাপন্ন। **যুদ্ধকরে**—যুদ্ধের অনুকরণে—মাথায় মাথায় ঠেলাঠেলি-আদি করিয়া—খেলা করে ॥

শ্লো। ৭। অন্বয়। কেচিৎ (কোনও) মহাত্মনঃ (পরমভাগ্যবান্ গোপবালকগণ) তস্য (তাঁহার—শ্রীকৃষ্ণের)

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন ॥৫৮

যাঁ-সভা উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন ।
তাঁরা আপনাকে করে দাসী-অভিমান ॥৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

পাদসম্বাহনং (পাদসম্বাহন) চক্রুঃ (করিয়াছিলেন) ; হতপাপ্মানঃ (পাপরহিত) অপরে (অপর গোপবালকগণ) ব্যজনৈঃ (ব্যজন দ্বারা) সমবীজয়ন্ (বীজন করিয়াছিলেন) ।

অনুবাদ। পরমভাগ্যবান্ কোনও কোনও গোপবালক (সখা) সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন ; এবং পাপশূন্য অপর বয়স্যগণ (পল্লবাদি-নির্ম্মিত) ব্যজনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্যজন করিতে লাগিলেন । ৭ ।

পাদসম্বাহন—পা টিপিয়া দেওয়া ইত্যাদি। **মহাত্মনঃ**—ইহা আর্ষপ্রয়োগ ; মহাত্মানঃ হইবে । অর্থ—পরম-ভাগ্যবান্ । **তস্য**—অশেষ-কল্যাণগুণ-গণের আকর সেই শ্রীকৃষ্ণের । **হতপাপ্মানঃ**—হত হইয়াছে পাপ যাঁহাদের ; ইহাতে বুঝা যায়, এই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণ-সখাদের পূর্ব্বে পাপ ছিল, সেই পাপ শ্রীকৃষ্ণ-সেবার অন্তরায়-স্বরূপ ছিল ; এক্ষণে কোনও কারণে তাঁহাদের পাপ দূরীভূত হওয়ায় তাঁহারা বীজনাদিরূপ সেবা পাইয়াছেন । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসখাগণ জীব নহেন ; সুতরাং কোনও সময়েই পাপ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না ; তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর—শুদ্ধ-সত্ত্বময়-বিগ্রহ । সুতরাং "হতপাপ্মানঃ"-শব্দের উল্লিখিত সাধারণ অর্থ তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রযুজ্য হইতে পারেনা । উক্তশব্দের অন্যরূপ তাৎপর্য্য আছে ; তাহা এই—আত্মা নিত্যবস্তু এবং চিদ্‌বস্তু ; পাপ কখনও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ; তথাপি শ্রুতিতে বলা হইয়াছে "অয়মাত্মা অপহতপাপ্মা—এই আত্মা পাপশূন্য । এই শ্রুতিবাক্যে "অপহতপাপ্মা"-শব্দে যেমন "নিত্য আত্মার নিত্য-পাপশূন্যতা" সূচিত করিতেছে, তদ্রূপ উল্লিখিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকে "হতপাপ্মানঃ"-শব্দেও শ্রীকৃষ্ণ-সখাদের "নিত্য-পাপশূন্যত্ব" সূচিত হইতেছে । এইরূপ অর্থ করিলে আর কোনও আপত্তির কারণ থাকে না ।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক । "পাদসম্বাহনং চক্রুঃ"-বাক্যে সমভাবাপন্ন-সখাগণকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবারূপ দাস্য সূচিত হইতেছে ।

৫৮-৫৯। কৃষ্ণপ্রেম যে "লঘুকেও" দাস্যভাবাপন্ন করায়, এক্ষণে তাহাই দেখাইতেছেন । স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বা নায়ক-নায়িকার মধ্যে নায়িকাই লঘু বা কনিষ্ঠ ; এই প্রকরণে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীদের দাস্যভাবের কথাই বলা হইয়াছে—৫৮-৬২ পয়ারে । প্রেয়সীদের মধ্যে আবার সর্ব্বাগ্রে ব্রজগোপীদিগের কথা বলা হইতেছে ।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী যত গোপসুন্দরী আছেন, তাঁহাদের প্রেমেরও তুলনা নাই, তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়ও শ্রীকৃষ্ণের আর কেহ নাই । তাঁহাদের প্রেমাতিশয্যের মহিমা দেখিয়া স্বয়ং উদ্ধবও তাঁহাদের পদধূলি প্রার্থনা করিয়াছেন ; এতাদৃশী গোপসুন্দরীগণও নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলিয়া অভিমান করেন ।

যাঁর পদধূলি ইত্যাদি—শ্রীমদ্‌ভাগবতের "নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো" ইত্যাদি (৩।৪।৩১) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"উদ্ধব আমা-অপেক্ষা অণুমাত্রও ন্যূন নহেন ।" আবার "ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ । ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥" ইত্যাদি (১১।১৪।১৫) শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—"হে উদ্ধব ! তুমি আমার যেরূপ প্রিয়—ব্রহ্মা, শিব, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী, এমনকি আত্মাও আমার তদ্রূপ প্রিয় নহেন ।" এসমস্ত শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য হইতে বুঝা যায়, মহিমাংশে শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের তুল্য এবং প্রিয়ত্বাংশেও শ্রীউদ্ধবের সমান কেহ নাই—তিনি সর্ব্বভক্ত-শিরোমণি । কিন্তু পরম-প্রেমবতী গোপীদিগের প্রেম-মহিমা এমনই অদ্ভুত যে, এতাদৃশ উদ্ধবও নিজেকে গোপীদিগের অপেক্ষা হীন মনে করিয়া "আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যামিত্যাদি বাক্যে তাঁহাদের চরণরেণু প্রার্থনা করিয়াছিলেন (শ্রীভা ১০।৪৭।৬১) । এতাদৃশ-প্রেমবতী গোপীগণও নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলিয়া মনে করেন ; ইহার প্রমাণরূপে নিম্নে শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

তথাহি (ভাঃ ১০।৩১।৬)

ব্রজজনার্ত্তিহন বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হে ব্রজজনার্ত্তিহন্! হে বীর! নিজজনানাং যঃ স্ময়ো গর্ব্বস্তস্য ধ্বংসনং নাশকং স্মিতং যস্য তথাভূত। হে সখে! ভবৎকিঙ্করীর্নোঽস্মান্ ভজ আশ্রয়স্বেতি নিশ্চিতং প্রথমং তাবজ্জলরুহাননং চারু যোষিতাং নো দর্শয় ॥ স্বামী ॥ ৮ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৮। অন্বয়। ব্রজজনার্ত্তিহন্ (হে ব্রজবাসিগণের দুঃখহারিন্)! বীর (হে বীর)! নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত (হে ঈষদ্ধাস্যে-স্বজন-গর্ব্বনাশক)! সখে (হে সখে)! স্ম (নিশ্চিতং) ভবৎকিঙ্করীঃ (তোমার দাসী) নঃ (আমাদিগকে) ভজ (ভজনা কর), চারু (মনোহর) জলরুহাননং (মুখকমল) যোষিতাং (সেবিকা-আমাদিগকে) দর্শয় (দর্শন কবাও)।

অনুবাদ। হে ব্রজ-জনার্ত্তি-বিনাশন! হে বীর! হে ঈষদ্ধাস্যে নিজজনের-গর্ব্বনাশক! হে সখে! আমরা তোমার কিঙ্করী, আমাদিগকে ভজনা কর—তোমার মনোহর মুখ-কমল দর্শন করাও। ৮।

শারদীয়-মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলে তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া বনে বনে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে ব্রজসুন্দরীগণ বিলাপ করিয়া করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী কথা এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

ব্রজজনার্ত্তিহন্—ব্রজবাসিগণের দুঃখ-বিনাশকারিন্। ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—তুমি সমস্ত ব্রজবাসীর দুঃখ দূর কর, এ বিষয়ে তোমার প্রসিদ্ধি আছে; আমরাও ব্রজে বাস করি; তোমার বিরহ-দুঃখে আমাদের প্রাণ বাহির হওয়ার উপক্রম হইয়াছে; আমাদের দুঃখ দূর কর—সে যোগ্যতাও তোমার আছে। **বীর**—এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের দানবীরত্ব সূচিত হইতেছে; তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—"তুমি দানবীর; যাহা অদেয়, তাহাও তুমি দিতে সমর্থ; আমরা যাহা চাই, দয়া করিয়া আমাদিগকে তাহা দাও।" **নিজজন-স্ময়ধ্বংসনস্মিত**—স্ময় অর্থ গর্ব্ব, মান। "একমাত্র তোমার ঈষৎ-হাস্যেই তোমার প্রিয়াদিগের গর্ব্ব-মান—সমস্ত দূরীভূত হইতে পারে, এজন্য তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনমধ্যে অন্তর্হিত হওয়ার কোনও প্রয়োজনই ছিল না; সুতরাং তুমি বাহির হইয়া আইস, আর লুকাইয়া থাকিও না।" রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সঙ্গে কতক্ষণ স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রত্যেক গোপীই নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী মনে করিয়া গর্ব্বানুভব করিতে লাগিলেন। গোপীদের এই সৌভাগ্যমদ এবং গর্ব্ব দূর করার অভিপ্রায়েই শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ শ্রীভা, ১০।২৯।৪৮ ॥ **সখে**—"তুমি আমাদের সখা—সমপ্রাণ; আমাদের দুঃখে তুমিও দুঃখিত হইবে।" **ভবৎকিঙ্করীঃ**—"আমরা তোমার কিঙ্করী, তোমার শরণাগতা; আমাদিগকে উপেক্ষা করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় না।" বিরহজনিত দৈন্যবশতঃ এরূপ বলিতেছেন। **ভজ**—পালন কর; আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর। কিরূপে তাহা হইতে পারে? তাহাই বলিতেছেন—**জলরুহাননং ইত্যাদি**—কমলের ন্যায় মনোহর তোমার যে বদন, কৃপা করিয়া তাহা আমাদিগকে দেখাও। যদি তাহা না দেখাও, তাহা হইলে আমাদের মরণ নিশ্চিত।

কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণেরও যে দাস্যভাব জন্মে, এই শ্লোকে (ভবৎকিঙ্করীঃ-শব্দে) তাহাই দেখান হইল।

তত্রৈব (১০।৪৭।২১)—

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥ ৯

তাঁ-সভার কথা রহু, শ্রীমতী রাধিকা।
সভা হৈতে সকলাংশে পরম-অধিকা ॥ ৬০
তেঁহো যাঁর দাসী হৈঞা সেবেন চরণ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ ॥ ৬১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তেন সম্মন্ত্রিতা সতী ব্রূতে। অপি বতেতি—বত হর্ষে। হে সৌম্য! গুরুকুলাদাগত্যার্য্যপুত্রঃ কৃষ্ণোঽধুনা কিং মধুপুর্য্যাং বর্ত্ততে কদাচিদপি নোঽস্মাকং বার্ত্তাঃ কিং ব্রূতে, অগুরুবৎ সুগন্ধং ভুজং নো মূর্দ্ধ্নি কদানু ধাস্যতীতি॥ স্বামী ॥ ৯ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৯। অন্বয়। আর্য্যপুত্রঃ (আর্য্যপুত্র—শ্রীকৃষ্ণ) অধুনা (এক্ষণে—আজকাল) মধুপুর্য্যাং (মধুপুরীতে) আস্তে (আছেন) অপি বত (কি)? সৌম্য (হে সৌম্য)! স (তিনি—শ্রীকৃষ্ণ) পিতৃগেহান্ (পিতৃগৃহ) বন্ধূন্ (বন্ধুবর্গকে), গোপান্ (গোপগণকে) স্মরতি (স্মরণ করেন কি)? স (তিনি) ক্বচিদপি (কখনও) কিঙ্করীণাং (কিঙ্করী) নঃ (আমাদের) কথাং (কথা) গৃণীতে (বলেন কি)? অগুরুসুগন্ধং (অগুরুসুগন্ধি) ভুজং (বাহু) কদানু (কখন) [অস্মাকং] (আমাদিগের) মূর্দ্ধ্নি (মস্তকে) অধাস্যৎ (ধারণ করিবেন)?

অনুবাদ। হে সৌম্য! আর্য্যপুত্র (গুরুকুল হইতে আগমন করিয়া) এক্ষণে মধুপুরীতে বাস করিতেছেন কি? তিনি এক্ষণে (তাঁহার) পিতৃগৃহসমূহকে, বন্ধুগণকে এবং গোপগণকে স্মরণ করেন কি? তাঁহার কিঙ্করী- আমাদের কথা তিনি কখনও বলেন কি? কবে তিনি তাঁহার অগুরু-সুগন্ধ বাহু আমাদিগের মস্তকে অর্পণ করিবেন? ॥ ৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া উদ্ধব ব্রজে আসিয়া যখন গোপসুন্দরীগণের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন গোপ- সুন্দরীগণ উদ্ধবকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটী কথা এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। গোপসুন্দরীগণ জানিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে বিদ্যাশিক্ষার্থ গুরুগৃহে গিয়াছিলেন এবং শিক্ষাসমাপ্তির পরে পুনরায় মথুরায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। উদ্ধবকে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"গুরুগৃহ হইতে মথুরায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি মথুরাতেই আছেন তো? না কি ব্রজ ছাড়িয়া যেমন মথুরায় গিয়াছিলেন, তদ্রূপ মথুরা ছাড়িয়াও অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন?" **আর্য্যপুত্র**—আর্য্য-শ্রীনন্দমহারাজের পুত্র; প্রাচীনকালে পতিকেই স্ত্রীলোকগণ আর্য্যপুত্র বলিয়া উল্লেখ করিতেন। **মধুপুর্য্যাং**—মধুপুরীতে; মথুরার একটী নাম মধুপুরী। **পিতৃগেহান্**—পিতৃগৃহসমূহকে; পিতৃগৃহ-শব্দে পিতা-মাতাদিও ধ্বনিত হইতেছে। **বন্ধূন্**—উপনন্দাদি-জ্ঞাতিবন্ধুবর্গকে। **গোপান্**—শ্রীদামাদি- গোপবালকগণকে। **কিঙ্করীণাং**—"আর্য্যপুত্র"-শব্দে ব্রজসুন্দরীগণ নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণপত্নী বলিয়াই ইঙ্গিত করিলেন; তথাপি আবার "কিঙ্করী" বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেওয়াতে তাঁহাদের বিরহ-জনিত দৈন্যই সূচিত হইতেছে। **অগুরু-সুগন্ধ**—অগুরু অপেক্ষাও মনোহর গন্ধযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের অগুরু-সুগন্ধ হস্ত নিজেদের মস্তকে ধারণের অভিপ্রায়জ্ঞাপনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত ব্রজসুন্দরীদিগের বলবতী উৎকণ্ঠাই সূচিত হইতেছে।

ব্রজসুন্দরীগণও যে আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলিয়া অভিমান করেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

৬০-৬১। কেবল যে ব্রজসুন্দরীগণই শ্রীকৃষ্ণের দাসী-অভিমান পোষণ করেন, তাহা নহে; তাঁহাদের মধ্যে সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা যে শ্রীরাধিকা—যাঁহার প্রেমের নিকটে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত চিরঋণী বলিয়া নিজে স্বীকার করিয়াছেন—তিনিও শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলিয়া অভিমান করেন।

তথাহি (ভাঃ ১০।৩০।৩৯)—

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্কাসি ক্কাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥১০

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী।
তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী ॥ ৬২

তথাহি (ভাঃ ১০।৮৩।৮)—

চৈদ্যায় মার্পয়িতুমুদ্যতকার্ম্মুকেষু
রাজস্বজেয়ভট-শেখরিতাঙ্ঘ্রিরেণুঃ।
নিন্যে মৃগেন্দ্র ইব ভাগমজাবিযূথাৎ
তচ্ছ্রীনিকেতচরণোঽস্তু মমার্চ্চনায় ॥১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অনুতাপপ্রকারমাহ—হা নাথেতি, হে মহাভুজ। সন্নিধিং দর্শয় যদ্যপি সন্নিধিস্তবানুনীয়তে, অত্রৈবাসি ন ক্কাপি গতোঽপি তথাপি তং দর্শয়েত্যর্থঃ। মহাভুজেতি—ভুজস্পর্শসুখানুভবসূচকম্ অন্তর্দ্ধায় ভুজাভ্যাং পরিরভ্য স্থিত ইতি বোদ্ধব্যং. তচ্চ স্বপ্নলব্ধসুহৃদালিঙ্গনবৎ তৎক্কাসি ভুজস্পর্শ এবানুভূয়তে ন তু ত্বং পশ্চাৎ পুরতঃ পার্শ্বতোবাসীতি নোপলভ্যসে তস্মাৎ সন্তমপি সন্নিধিং দর্শয়েত্যর্থঃ॥ শ্রীজীব ॥ ১০ ॥

মা মামর্পয়িতুং সম্পাদয়িতুং রাজসু জরাসন্ধাদিষু উদ্যতকার্ম্মুকেষু সৎসু অজেয়া যে ভটাস্তেষাং শেখরিতাঃ মুকুটবৎ কৃতাঃ অঙ্ঘ্রিরেণবো যেন তেষাং মূর্দ্ধ্নি পদং দধদিত্যর্থঃ। তস্য শ্রীনিকেতস্য চরণো মমার্চ্চনায়াস্তু। স্বামী। ১১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁ সভার—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ব্রজগোপীগণের। **পরম-অধিকা**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। **যাঁর দাসী**—যে শ্রীকৃষ্ণের দাসী। **যাঁর প্রেমগুণে**—যে শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাবে (বা প্রেমরূপ রজ্জুদ্বারা)। **বদ্ধ অনুক্ষণ**—সর্ব্বদা আবদ্ধ, চিরঋণী।

শ্লো। ১০। অন্বয়। হা নাথ! হা রমণ! হা প্রেষ্ঠ! হা মহাভুজ! ক্ক (কোথায়) অসি (আছ)? ক্ক (কোথায়) অসি (আছ)? সখে! কৃপণায়াঃ (দীনা) দাস্যাঃ (দাসীর—দাসী) মে (আমার—আমাকে) তে (তোমার) সন্নিধিং (সান্নিধ্য) দর্শয় (দর্শন করাও)।

অনুবাদ। হা নাথ! হা রমণ! হা প্রেষ্ঠ! হা মহাভুজ! তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? হে সখে! তোমার দীনা দাসী আমাকে তোমার সান্নিধ্য দর্শন করাও (তোমার নিকটে লইয়া যাও)। ১০।

শারদীয়-মহারাসে শ্রীমতী রাধিকাকে লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, কতক্ষণ তাঁহার সহিত বনভ্রমণ করিয়া পরে তাঁহাকেও ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তাঁহার অসহনীয় বিরহ-দুঃখে শ্রীরাধিকা উক্ত শ্লোকানুরূপ কথা বলিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া। **হা**—খেদসূচক বাক্য। **নাথ**—স্বামী, পালক। **রমণ**—কান্তোচিত সুখপ্রদ। **প্রেষ্ঠ**—প্রিয়তম। **ক্ক অসি**—আমাকে ফেলিয়া তুমি একাকী কোথায় আছ? দুইবার বলাতে ব্যগ্রতা এবং মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা সূচিত হইতেছে। **মহাভুজ**—বিশাল বাহু যাঁহার। ইহাদ্বারা রসবিশেষের স্মরণে শ্রীরাধার মুগ্ধতা সূচিত হইতেছে। **সখে**—"তোমার সহচরীত্ব দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলে; এখন তুমি কোথায় আছ, তাহাও আমি জানিতে পারি না।" তখনই আবার দৈন্যাতিশয্যবশতঃ বলিলেন—**"দাস্যাস্তে"**—আমি তোমার দাসী মাত্র, সখী হওয়ার যোগ্য নহি; তাহাতেও আবার **কৃপণা**—অতি দীনা, অতি কাতরা; তোমার বিরহ-দুঃখ সহ্য করিতে, কিম্বা এই দুঃখকে হৃদয় হইতে দূরীভূত করিতে অসমর্থ।

শ্রীমতী রাধিকারও যে দাসী-অভিমান হয়, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

৬২। ব্রজগোপীদিগের দাসী-অভিমানের কথা বলিয়া এক্ষণে দ্বারকা-মহিষীদের দাসী-অভিমানের কথা বলিতেছেন; শ্রীকৃষ্ণমহিষী বলিয়া তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের লঘু-পরিকর-পর্য্যায়ভুক্তা। **রুক্মিণ্যাদি**—রুক্মিণী আদি (শ্রেষ্ঠ) যাঁহাদের; রুক্মিণী প্রভৃতি। এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ১১। অন্বয়। মাং (আমাকে) চৈদ্যায় (শিশুপালকে—শিশুপালের হস্তে) অর্পয়িতুং (সমর্পণ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করাইবার নিমিত্ত) রাজসু (জরাসন্ধাদি রাজন্যবর্গ) উদ্যত-কার্ম্মুকেষু (ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিলে) অজেয়ভট-শেখরিতাঙ্ঘ্রিরেণুঃ (যাঁহার পদরেণু সেই অজেয় বীরগণের মুকুটতুল্য হইয়াছিল, সেই যে শ্রীকৃষ্ণ)—মৃগেন্দ্রঃ (সিংহ) অজাবিযূথাৎ (ছাগ ও মেষগণের মধ্য হইতে) ভাগং ইব (নিজ ভাগের ন্যায়)—[মাং] (আমাকে) নিন্যে (আনয়ন করিয়াছিলেন), তচ্ছ্রীনিকেতচরণঃ (তাঁহার শোভার-নিকেতনরূপ চরণ) মম (আমার) অর্চ্চনায় (অর্চ্চনের নিমিত্ত) অস্তু (হউক)।

অনুবাদ: শিশুপালের হস্তে আমাকে সমর্পণ করাইবার নিমিত্ত (জরাসন্ধ প্রভৃতি) রাজগণ ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিলে, যাঁহার পদরেণু সেই অজেয় বীরগণের মুকুটতুল্য হইয়াছিল (অর্থাৎ যিনি সেই অজেয় বীরগণের মস্তকে স্বীয় পদ স্থাপন করিয়াছিলেন), এবং যিনি—ছাগ ও মেষগণের মধ্য হইতে সিংহ যেমন স্বীয় ভাগ (হরণ করিয়া লয়) তদ্রূপ, (সেই রাজগণের মধ্য হইতে) আমাকে (হরণ করিয়া দ্বারকায়) আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনিকেতন-চরণ-সেবা আমার (চিরদিনের জন্য) থাকুক। ১১।

এই শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী শ্রীরুক্মিণী-দেবীর উক্তি।

শ্রীরুক্মিণী-দেবীর পিতা ও ভ্রাতা শিশুপালের নিকটেই তাঁহাকে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন ; তিনি কিন্তু নিজে গোপনে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পত্র লিখিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন এবং যথাসময়ে আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করার জন্য প্রার্থনা জানান। তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া যখন শ্রীরুক্মিণী-দেবীকে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন জরাসন্ধাদি রাজগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া রুক্মিণীকে কৃষ্ণের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে সঙ্কল্প করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলকে পরাজিত করিয়া রুক্মিণী-দেবীকে লইয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। এই শ্লোকে, এই বিবরণের ইঙ্গিত করিয়া শ্রীরুক্মিণী-দেবী নিজের সৌভাগ্য ও দৈন্য জ্ঞাপন করিতেছেন।

চৈদ্যায়—চৈদ্যপতি শিশুপালের হস্তে। **উদ্যতকার্ম্মুকেষু**—উদ্যত (উত্থিত) হইয়াছে কার্ম্মুক (ধনু) যাঁহাদের, তাঁহাদিগকে উদ্যতকার্ম্মুক বলে ; জরাসন্ধাদি রাজগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধার্থে ধনুর্ব্বাণ উত্থিত করিলে। **অজেয়ভটশেখরিতাঙ্ঘ্রিরেণুঃ**—অজেয় (জয়ের অযোগ্য) যে সমস্ত ভট (বীর), তাঁহাদের শেখরিত (মুকুটতুল্য কৃত) অঙ্ঘ্রিরেণু (চরণধূলা) যদ্দ্বারা ; অপরের পক্ষে অজেয় জরাসন্ধাদি যে সমস্ত বীরগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের মস্তকে স্বীয় পদ স্থাপন করিয়াছিলেন ; তাহাতে তাঁহার পদরজঃ যেন মুকুটের ন্যায় তাঁহাদের মস্তকে শোভা পাইতেছিল। **নিন্যে**—লইয়া গেলেন, দ্বারকায়। জরাসন্ধাদিকে পরাজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে দ্বারকায় লইয়া গেলেন। ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ সূচিত হইতেছে, লজ্জাবশতঃ রুক্মিণী নিজমুখে তাহা স্পষ্টরূপে বলিতেছেন না। জরাসন্ধাদির মধ্য হইতে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে নিলেন ? তাহা বলিতেছেন। **মৃগেন্দ্র**—পশুরাজ, সিংহ। **অজাবিযূথাৎ**—অজ (ছাগ) এবং অবি (মেষ) গণের যূথ (দল) হইতে। **ভাগম্ ইব**—স্বীয় ভাগের ন্যায়। একপাল ছাগ এবং মেষের ভিতর হইতে সিংহ যেমন স্বীয় ভাগ (নিজের ভোগ্য ছাগ বা মেষকে) অনায়াসে লইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও জরাসন্ধাদি রাজগণের ভিতর হইতে আমাকে (রুক্মিণীকে) লইয়া গেলেন। জরাসন্ধাদি রাজগণের সহিত ছাগ ও মেষের এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত সিংহের তুলনা দেওয়ায় জরাসন্ধাদি—উদ্যতকার্ম্মুক এবং অন্যের পক্ষে অজেয় হইলেও যে শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য্যবীর্য্যের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য, তাহাই ধ্বনিত হইতেছে। **তচ্ছ্রীনিকেতচরণঃ**—শ্রীর (শোভার) নিকেতন (আবাসস্থল) রূপ চরণ ; শোভার আবাসস্থল শ্রীকৃষ্ণের চরণ। অথবা শ্রীনিকেতন (পদ্ম) তুল্য চরণ ; চরণপদ্ম। **অর্চ্চনায়**—অর্চ্চনার নিমিত্ত। শ্রীরুক্মিণীদেবী বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল আমার অর্চ্চনার বস্তু হউক ; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী রুক্মিণীদেবীর দাস্যভাব সূচিত হইতেছে।

যথাহি (ভাঃ ১০৮৩।১১)—

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া ।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং সাহং তদ্গৃহমার্জ্জনী ॥১২

তত্রৈব (১০৮৩।৩৯)—

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ ।
সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥ ১৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

সখ্যা অর্জ্জুনেন । তস্য গৃহমার্জ্জনী গৃহসংমার্জ্জনকর্ত্রী ॥ স্বামী ॥ সখ্যা সহোপেত্য ননু তপশ্চরণাদিনা ত্বমেব তস্য যোগ্যা ভার্য্যা, নেত্যাহ তস্য গৃহমার্জ্জনী নীচদাসী, ন চ পত্নীত্বযোগ্যেত্যর্থঃ ॥ শ্রীসনাতন-গোস্বামী ॥ ১২ ॥

ইমাঃ অষ্টৌ বয়ং সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা তপসা স্বধর্ম্মেণ চ অদ্ধা সাক্ষাৎ তস্য গৃহদাসিকা বভূবিম স্বামী ॥ ১৩ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্লো । ১২ । অন্বয় । স্বপাদস্পর্শনাশয়া (স্বীয় পাদস্পর্শের আশায়) মাং (আমাকে) তপশ্চরন্তীং (তপস্যাচারিণী) আজ্ঞায় (জানিতে পারিয়া) যঃ (যিনি—যে শ্রীকৃষ্ণ) সখ্যা (সখা-অর্জ্জুনের সহিত) উপেত্য (আমার নিকটে আসিয়া), [মম] (আমার) পাণিং অগ্রহীৎ (পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন), অহং (আমি) তদ্গৃহমার্জ্জনী (তাঁহার—সেই শ্রীকৃষ্ণের—গৃহমার্জ্জনকারিণী) ।

অনুবাদ । যে শ্রীকৃষ্ণ—আমাকে তাঁহার চরণস্পর্শের আশায় তপস্যাচারিণী জানিতে পারিয়া তাঁহার সখা অর্জ্জুনের সহিত আমার নিকটে আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের গৃহমার্জ্জনকারিণী মাত্র (কিন্তু তাঁহার পত্নী হওয়ার যোগ্য নহি) । ১২ ।

এই শ্লোকটী শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী শ্রীকালিন্দীদেবীর উক্তি । ইনি সূর্য্যতনয়া এবং যমুনার অধিষ্ঠাত্রীদেবী ; শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার নিমিত্ত ইনি তপস্যা করিতেছিলেন ; সূর্য্যদেব যমুনা-জলমধ্যে তাঁহার এক পুরী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন ; তিনি তাহাতে থাকিয়া তপস্যা করিতেন । একদা অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ মৃগয়ায় বাহির হইয়া যে স্থানে কালিন্দী-দেবী অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যমুনাতীরে উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীকে দেখিয়া সখা-অর্জ্জুনকে তাঁহার নিকটে তাঁহার বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত পাঠাইলেন । অর্জ্জুন কালিন্দীর মুখে সমস্ত জানিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন । তৎপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সঙ্গে যাইয়া কালিন্দীকে প্রথমতঃ হস্তিনাপুরে লইয়া আসেন, পরে দ্বারকায় আনিয়া তাহাকে যথাবিধি বিবাহ করেন (শ্রীভাঃ ১০।৫৮ অঃ) ।

স্বপাদ-স্পর্শনাশয়া—শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় চরণস্পর্শের আশায় ; শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার আশায় ।

তদ্গৃহমার্জ্জনী—তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) গৃহমার্জ্জনকারিণী কিঙ্করী মাত্র । শ্রীকালিন্দীদেবী দৈন্যবশতঃ বলিতেছেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণের গৃহ-সংস্কারকারিণী দাসীমাত্র, তাঁহার পত্নী হওয়ার যোগ্যতা তো তাঁহার নাই-ই, পরন্তু গৃহ-মার্জ্জন ব্যতীত অন্য কোনও সেবার যোগ্যতাও তাঁহার নাই ।

শ্লো । ১৩ । অন্বয় । ইমাঃ (এই) বয়ং (আমরা) বৈ সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা (সমস্ত বিষয়ে আসক্তি হইতে নিবৃত্ত হওয়া) তপসা চ (এবং পতিসেবারূপ তপস্যা-দ্বারা) আত্মারামস্য (আত্মারাম) তস্য (সেই শ্রীকৃষ্ণের) অদ্ধা (সাক্ষাৎ) গৃহদাসিকাঃ (গৃহদাসী) বভূবিম (হইয়াছি) ।

অনুবাদ । এই আমরা সকলে (ধন-পুত্রাদি) সমস্ত বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ দ্বারা এবং (পতির দাসীত্বরূপ) তপস্যাদ্বারা আত্মারাম সেই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ গৃহদাসী হইয়াছি । ১৩ ।

এই শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের মহিষী শ্রীলক্ষ্মণাদেবীর উক্তি । তিনি দ্রৌপদীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়া যেন একটু লজ্জিত হইয়াছিলেন ; তখন তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠা শ্রীরুক্মিণী-আদির সন্তোষ উৎপাদনের নিমিত্তই কেবল ব্যক্তিগতভাবে নিজের কথা ছাড়িয়া দিয়া এই শ্লোকে—তাঁহারা আটজনেই যে শ্রীকৃষ্ণের দাসীত্ব করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন—তাহা প্রকাশ করিলেন ।

আনের কি কথা, বলদেব মহাশয়।
যাঁর ভাব—শুদ্ধসখ্য বাৎসল্যাদিময় ॥ ৬৩

তেঁহো আপনাকে করেন দাস ভাবনা।
কৃষ্ণদাসভাব বিনু আছে কোন্ জনা ? ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কল্পক্ষয়ে সূর্য্যগ্রহণ-উপলক্ষে দ্বারকাপরিকরদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যখন কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, তখন ব্রজবাসীরাও সেখানে গিয়াছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরাদিও গিয়াছিলেন, দ্রৌপদীদেবীও গিয়াছিলেন। একসময়ে দ্রৌপদীদেবী শ্রীকৃষ্ণমহিষী-দিগের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে তাঁহাদের প্রত্যেককে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কৃষ্ণমহিষীগণ তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়া থাকিলেও তাঁহাদের প্রত্যেকের চিত্তে কৃষ্ণদাসী-অভিমানই যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, প্রত্যেকের উক্তিতে তাহাই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল।

ইমা বয়ং—এই আমরা সকলেই ; রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, ভদ্রা, সত্যা, মিত্রবিন্দা ও লক্ষণা স্বয়ং—এই আটজন শ্রীকৃষ্ণমহিষীকেই "ইমা" শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। **সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা**—সর্ব্ব (ধন-পুত্রাদি সমস্ত)-বিষয়ে সঙ্গ (আসক্তি) হইতে নিবৃত্তি দ্বারা ; সমস্ত বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া। তাঁহারা অন্য সমস্ত বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

তপসা—তপস্যাদ্বারা ; শ্রীকৃষ্ণের (পতির) দাসীত্বই তাঁহাদের স্বধর্ম্ম, ইহাই তাঁহাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য তপস্যা।

আত্মারামস্য—আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের। "শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম—আনন্দপূর্ণ বলিয়া আপনিই আপনাতে ক্রীড়াশীল, আপনিই আপনাতে পরিতৃপ্ত ; তাঁহার আনন্দ বা সুখের নিমিত্ত বাহিরের কাহারও আনুকূল্যের প্রয়োজন হয়না ; তথাপি যে তিনি আমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছেন—ইহা কেবল আমাদের প্রতি তাঁহার করুণামাত্র।" ইহা শ্রীলক্ষ্মণাদেবীর দৈন্যোক্তিমাত্র ; শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের আত্মভূতা—শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্না ; তাই তিনি পূর্ণ হইয়াও তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করেন—ইহাতে তাঁহার আত্মারামতার হানি হয়না। **গৃহদাসিকা**—(দাসী-শব্দের উত্তর অল্পার্থে ক প্রত্যয়) ; গৃহসম্মার্জ্জনাদিকারিণী নীচ দাসী মাত্র ; পরন্তু তাঁহার পত্নী হওয়ার অযোগ্য।

৬২ পয়ারে "রুক্মিণ্যাদি"-শব্দে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী মনে করেন ; ইহার প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন—শ্রীরুক্মিণীদেবী, শ্রীকালিন্দীদেবী, শ্রীলক্ষ্মণাদেবী এবং শ্রীলক্ষণার মুখোক্ত বাক্যে অষ্ট প্রধানা মহিষী সকলেই তদ্রূপ অভিমান পোষণ করিতেন।

৬৩-৬৪। ৫১-৬১ পয়ারে ব্রজপরিকরদের এবং ৬২ পয়ারে দ্বারকা-পরিকরভুক্ত মহিষীদের দাস্যভাব দেখাইয়া এক্ষণে—যিনি ব্রজপরিকরও বটেন, দ্বারকা-পরিকরও বটেন, সেই—শ্রীবলদেবের দাস্যভাবের কথা বলিতেছেন। শ্রীরুক্মিণী-আদি মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের পত্নী বলিয়া এবং পতিসেবাই পত্নীর একাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের দাসীত্বের অভিমান অস্বাভাবিক নহে ; কিন্তু শ্রীবলদেব—শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়াই যাঁহার অভিমান এবং যাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের সংমিশ্রণও নাই, শুদ্ধ-বাৎসল্য এবং শুদ্ধ-সখ্যভাবেই যিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি করেন, সেই শ্রীবলদেবও—যখন নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া মনে করেন, তখন যাঁহাদের ভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়, তাঁহারা যে নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া মনে করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

শুদ্ধসখ্য—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন সখ্য ; বিশ্রম্ভময় সমান-সমান-ভাব। **বাৎসল্যাদিময়**—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন বাৎসল্যময়। ছোট ভাইয়ের প্রতি বড় ভাইয়ের যেরূপ বাৎসল্য থাকে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও বলদেবের সেইরূপ বাৎসল্য, স্নেহ ; আবার সময় সময় তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সখা বলিয়াও মনে করেন। বস্তুতঃ, সাধারণতঃ তাঁহার ভাব বাৎসল্যমিশ্রিত শুদ্ধসখ্য। **দাস-ভাবনা**—শ্রীকৃষ্ণের দাসরূপে মনে করা। শ্রীবলদেবের দাস্যভাবের প্রমাণ শ্রী, ভা,

সহস্রবদনে যেঁহো শেষ সঙ্কর্ষণ।
দশ দেহ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৬৫
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ
গুণাবতার তেঁহো সর্ব্ব অবতংস ॥৬৬
তেঁহো যে করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ ॥
নিরন্তর কহে শিব—মুঞি কৃষ্ণদাস ॥৬৭
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণগুণলীলা গায় নাচে নিরন্তর ॥ ৬৮
পিতা-মাতা-গুরু-সখা ভাব কেনে নয়।
প্রেমের স্বভাবে দাস্যভাবে সে করয় ॥৬৯
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগত-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর ॥ ৭০
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—চৈতন্য ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর ॥ ৭১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০।১৩।৩৭।-শ্লোকে "প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুঃ—আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই এই মায়া"—এই বাক্যে "ভর্ত্তুঃ"-শব্দে দৃষ্ট হয়; তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় "ভর্ত্তা—প্রভু" বলিয়া—নিজে যে তাঁহার দাস, তাহাই স্থচিত করিয়াছেন। ১।৫।১১৮-১২০ পয়ারের টীকাদি দ্রষ্টব্য। **কৃষ্ণদাস-ভাববিন্দু** ইত্যাদি—এমন কেহ নাই, যাহার কৃষ্ণদাস-অভিমান নাই। এই বাক্যের দিগ্‌দর্শন-উদাহরণ ৬৫-৬৮ পয়ারে দেওয়া হইয়াছে।

৬৫। অনন্তদেবের কৃষ্ণদাস-অভিমানের কথা বলিতেছেন। ১।৫।১০০-১০৭ পয়ার দ্রষ্টব্য। **দশদেহ**—ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান (বালিশ), বসন, উপবন (বাগান), বাসগৃহ, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ও মস্তকে-পৃথিবীধারী শেষ; এই দশরূপে অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। ১।৫।১০৬-১০৭ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৬৬। গুণাবতার-রুদ্রদেবের (বা শিবের) কৃষ্ণদাস-অভিমানের কথা বলিতেছেন। **রুদ্র**—একাদশ রুদ্র, শিব। **সদাশিব**—ইনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি; পরব্যোমের অন্তর্গত শিবলোকে ইঁহার নিত্যস্থিতি; ইনি নির্গুণ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত রুদ্র আছেন; ইঁহারা প্রত্যেকেই সদাশিবের অংশ, প্রত্যেকেই সগুণ। সদাশিবের যে অংশ তমোগুণকে অঙ্গীকার করিয়া গুণাবতাররূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহাকেই রুদ্র বা শিব বলে; রুদ্র বা শিব জগতের সংহারকর্ত্তা। "তমোগুণেন শিবঃ সংহারকর্ত্তা। ** সদাশিবঃ স্বয়ংরূপাঙ্গবিশেষ-স্বরূপো নির্গুণঃ সঃ শিবস্যাংশী। ভাগবতামৃতকণা।৬।"

৬৭-৬৮। শিব যে শ্রীকৃষ্ণদাস্য কামনা করেন—শ্রীকৃষ্ণের ভজন কামনা করেন, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক হইতে তাহা জানা যায়। "ভজে ভজেন্যারণপাদপঙ্কজং ভগস্য কৃৎস্নস্য পরং পরায়ণম্। ৫।১৭।১৮॥ সঙ্কর্ষণস্তবে শ্রীশিব বলিতেছেন—"হে ভজনীয়! আমি তোমার ভজন করি; তোমার পাদপদ্ম সমস্তের আশ্রয়, তুমি ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যেরও আশ্রয়।" **দিগম্বর**—শিব; অথবা উলঙ্গ; শ্রীশিব কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে করিতে উলঙ্গ হইয়া পড়েন। ১।৬।৪৩। পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৯। ভক্তের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের পিতা-অভিমান (যেমন শ্রীনন্দ-মহারাজে), মাতা-অভিমান (যেমন শ্রীযশোদা মাতায়), গুরু-অভিমান (যেমন শ্রীউপনন্দাদিতে), সখা-অভিমান (যেমন শ্রীসুবলাদিতে)—যে কোন অভিমান-জনিত ভাবই থাকুক না কেন, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবই এই যে, শ্রীকৃষ্ণদাস্যের ভাব—সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা—চিত্তে জাগিবেই।

"কৃষ্ণপ্রেমের" ইত্যাদি ৪৯ পয়ারোক্ত বাক্যের উপসংহার করা হইল, এই পয়ারে।

৭০। সকলের চিত্তেই কৃষ্ণদাস্যভাব জন্মে কেন, তাহার হেতু বলিতেছেন। কৃষ্ণই জগতের ঈশ্বর, সর্ব্বেশ্বর; তিনিই একমাত্র সেব্য, আর সকলেই তাঁহার সেবক; সেবক হইলেও সেবার বৈচিত্রীনির্ব্বাহার্থে কেহ পিতা, কেহ মাতা ইত্যাদি ভাব পোষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখসম্পাদন করিয়া থাকেন। সকলে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের সেবক বলিয়াই, যিনি যে অভিমানই মনে পোষণ করেন না কেন, সকলের চিত্তেই দাস্যভাব প্রবল।

৭১। যেই কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর, সকলের সেব্য, সেই কৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; কাজেই শ্রীচৈতন্য-রূপেও তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বসেব্য—আর সকলেই তাঁহার সেবক।

কেহো মানে, কেহো না মানে, সব তাঁর দাস। যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ ॥ ৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭২। পিতাকে যিনি পিতা বলিয়া মানেন, তাঁহারই ন্যায়—যিনি পিতাকে পিতা বলিয়া মানেননা, তাঁহার পিতাও যেমন তাঁহার পিতাই থাকেন, তিনি পিতা বলিয়া মানেননা বলিয়া যেমন পিতা তাঁহার পক্ষে পিতা ব্যতীত অন্য কিছু হইয়া যাননা এবং হইতে পারেনওনা , এবং তিনি নিজেও যেমন তাঁহার পিতার পুত্রই থাকেন ; তিনি নিজে তাহা স্বীকার না করিলেও যেমন তিনি তাঁহার পিতার পুত্র ব্যতীত অন্য কিছু হইয়া যাননা—হইতে পারেনওনা—জন্মদাতার জনকত্ব এবং পুত্রের জন্যত্ব যেমন কিছুতেই লোপ পাইতে পারেনা—তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণ (বা শ্রীচৈতন্য) স্বরূপতঃ সর্ব্বসেব্য বলিয়া এবং সকলে স্বরূপতঃ তাঁহার সেবক বলিয়া—যিনি শ্রীকৃষ্ণকে (বা শ্রীচৈতন্যকে) সেব্য বলিয়া স্বীকার করেন না, তিনিও শ্রীকৃষ্ণের (বা শ্রীচৈতন্যের) দাস এবং শ্রীকৃষ্ণ (বা শ্রীচৈতন্য) তাঁহারও প্রভু ; সেব্য-সেবকত্বের সম্বন্ধের অস্বীকারে সেই সম্বন্ধ নষ্ট হইতে পারেনা—কারণ, ইহা স্বরূপানুবন্ধি সম্বন্ধ। যিনি মানেন, তাঁহার প্রভুও যেমন শ্রীকৃষ্ণ (বা শ্রীচৈতন্য), যিনি মানেন না, তাঁর প্রভুও তেমনি শ্রীকৃষ্ণ (বা শ্রীচৈতন্য)। কিন্তু যিনি মানেন না, তাঁহার অপরাধ হয়, সেই অপরাধে তাঁহার সর্ব্বনাশ হয়, অধঃপতন হয়, তাঁহার সংসার-নিবৃত্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। "যঃ এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ। শ্রীভা ১১।৫।৩॥—যে ব্যক্তি স্বীয় জন্মমূল ঈশ্বরকে ভজন করেনা কি অবজ্ঞা করে, সে ব্যক্তি স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়। সংসার-নিবৃত্তি না হওয়াই অধঃপতন (চক্রবর্ত্তী)।"

যাঁহারা বলেন—ঈশ্বর মানেননা, বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তাঁহারাও বাস্তবিক ঈশ্বর মানেন ; তবে মানেন যে—একথাটী তাঁহারা জানেন না। অন্যান্যের ন্যায় তাঁহারাও বাঁচিয়া থাকিতে, চিরকালের জন্য নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে—কেবলমাত্র দেহটীর অস্তিত্ব নয়, সজীব দেহের, চেতন দেহের চির-অস্তিত্ব রক্ষা করিতে তাঁহারাও—ইচ্ছা করেন ; তাহাও আবার যেন-তেন প্রকারেণ নহে—নিত্য নিরবচ্ছিন্ন সুখ-স্বচ্ছন্দতার সহিত। অন্যান্যের ন্যায় তাঁহারাও সুন্দরের উপাসক, মঙ্গলের উপাসক, প্রীতির উপাসক —তাঁহারাও সুন্দর জিনিষ ভালবাসেন, নিজের এবং অপরেরও মঙ্গল কামনা করেন, অপরকে ভালবাসিতে চাহেন এবং অপরের ভালবাসা পাইতেও চাহেন। চিরকালের জন্য সুখে-স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছা—নিত্য অস্তিত্ব বা নিত্য-সত্ত্বা, নিত্য চেতন বা চিৎ এবং নিত্য আনন্দ লাভের ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নহে ; কিন্তু এই নিত্য সৎ, নিত্য চিৎ এবং নিত্য আনন্দ সেই স্বচ্চিদানন্দ ঈশ্বরে ব্যতীত আর কোথাও নাই। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের বাসনাদ্বারা ঈশ্বরকেই চাহিতেছেন—তাই ঈশ্বরে অস্তিত্বও স্বীকার করিতেছেন। আবার সৌন্দর্য্য মঙ্গল ও প্রীতি সম্বন্ধিনী বাসনাদ্বারাও সেই ঈশ্বরকেই চাহিতেছেন ; সুতরাং তাঁহার অস্তিত্বও মানিয়া লইতেছেন ; কারণ, একমাত্র ঈশ্বরই পরম-সুন্দর, ঈশ্বরই পরম-মঙ্গলের নিধান, তিনিই "সত্যং শিবং (মঙ্গলং) সুন্দরম্", তিনিই প্রেমময় বিগ্রহ। যদি কেহ বলেন—"আমার মাতা বন্ধ্যা, তাহা হইলে তাঁহার উক্তিদ্বারাই যেমন তাঁহার মাতার বন্ধ্যাত্ব মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদিত হয় এবং তিনি যে বন্ধ্যা-শব্দের অর্থ জানেন না তাহাও প্রতিপাদিত হয়, তদ্রূপ যাঁহারা বলেন—"আমরা ঈশ্বর মানিনা", তাঁহাদের ব্যবহারই তাঁহাদের উক্তির মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিয়া থাকে; তবে তাঁহাদের উক্তি যে মিথ্যা, সেই কথাটীই তাঁহারা জানেন না।

জীবের এ সমস্ত চাওয়া, বাস্তবিক জীবস্বরূপেরই চাওয়া—ঈশ্বরকে চাওয়া। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবে এই জীবস্বরূপ—শুদ্ধজীব—দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ ; দেহপিঞ্জর ব্যতীত আর কিছুই সে জানেনা। তাই মনে করে—এই সকল চাওয়া, দেহেরই চাওয়া ; দেহ কিন্তু প্রাকৃত জড়বস্তু, তাই জড়বস্তু ব্যতীত অপর কিছুতেই দেহের তৃপ্তিসাধিত হইতে পারে না। তাই আমাদের ন্যায় দেহপিঞ্জরাবদ্ধ জীব প্রাকৃত জড়বস্তু দিয়াই দেহের চাওয়া মিটাইতে চায়, প্রাকৃত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দের অনুসন্ধানেই ব্যস্ত। কিন্তু এ সব পাইয়াও দেহের ক্ষুধা মিটে না ; কারণ, ক্ষুধাটা তো বাস্তবিক দেহের নয় ; ক্ষুধাটা হইতেছে জীবস্বরূপের, সেই ক্ষুধাও আবার প্রাকৃত রূপ-রসাদির জন্য নহে ; এই ক্ষুধা

চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি তাঁর দাসের দাস ॥৭৩
এত বলি নাচে গায় হুঙ্কার গভীর।
ক্ষণেকে বসিলাচার্য্য হইয়া সুস্থির ॥ ৭৪
ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে ॥ ৭৫
তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ।
'ভক্ত' করি অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ ॥৭৬
তাঁর অবতার এক—শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের দাস্য তেঁহো কৈল অনুক্ষণ ॥ ৭৭
সঙ্কর্ষণ-অবতার কারণাব্ধিশায়ী।
তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী ॥ ৭৮
তাঁহার প্রকাশভেদ অদ্বৈত আচার্য্য।
কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য্য ॥ ৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইতেছে অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীভগবানের জন্য। যে পর্য্যন্ত এ কথাটী আমরা উপলব্ধি করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত আমাদের চাওয়া ঘুচিবে না—অর্থাৎ চাহিদা মিটাইবার জন্য ছুটাছুটি ঘুচিবে না। মধুলুব্ধ ভ্রমর মধুহীন ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে; কিন্তু যে ফুলে মধু আছে, সেই ফুলটী যে পর্য্যন্ত না পায়, সে পর্য্যন্ত তাহার ছুটাছুটি মাত্রই সার হয়। আমাদের ছুটাছুটিও ঘুচিবে তখন—যখন আমরা মধুর সন্ধান, যাহার জন্য আমাদের চাওয়া, বাসনা, সেই বস্তুর বা ভগবানের সন্ধান পাইব। তজ্জন্য প্রয়োজন সাধনের। সাধনহীন "মুখে-মানার" বা "বিচারবুদ্ধি-প্রসূত-মানার" কোনও মূল্য নাই। বিচারদ্বারা যদি আমি বুঝিতে পারি যে সন্দেশ মিষ্ট, তাহাতেই সন্দেশের মিষ্টত্ব আমার আস্বাদিত হইবে না, সন্দেশ খাওয়ার ইচ্ছাও তৃপ্তিলাভ করিবে না।

৭৩। শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন—"সকলেই যেমন শ্রীচৈতন্যের দাস, আমিও তাঁহারই দাস।" দৈন্যের সহিত আরও বলিতেছেন—"আমি শ্রীচৈতন্যের দাস, তাঁহার দাসের দাস।" দৃঢ়তা জ্ঞাপনের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ উক্তি।

দাসের দাস—শ্রীচৈতন্যের দাস শ্রীনিত্যানন্দ, তাঁহার অংশ (সুতরাং সেবক) শ্রীসঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণের অংশ (সুতরাং সেবক) শ্রীমহাবিষ্ণু, মহাবিষ্ণুর অবতার হইলেন শ্রীঅদ্বৈত; সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসই হইলেন। ৪৮—৭৩ পয়ার শ্রীঅদ্বৈতের উক্তি।

৭৪। এই পয়ার হইতে শেষ পর্য্যন্ত গ্রন্থকারের উক্তি। **এতবলি**—"চৈতন্যের দাস মুঞি"-ইত্যাদি বলিয়া। **গায়**—নাম-লীলাদি গান করেন। **হুঙ্কার গভীর**—গম্ভীর হুঙ্কার করেন, প্রেমাবেগে। **বসিলাচার্য্য**—আচার্য্য (অদ্বৈত) বসিলেন। কতক্ষণ পরে তিনি সুস্থির হইয়া বসিলেন—প্রেমের আবেগ একটু প্রশমিত হইলে।

৭৫। শ্রীঅদ্বৈতের দাসাভিমানের হেতু বলিতেছেন। মূল ভক্ত-অভিমান বিরাজ করে শ্রীবলরামে; অংশীর গুণ অংশে থাকে বলিয়া শ্রীবলরামস্থিত ভক্ত-অভিমান তাঁহার অংশাংশাদিতেও বিরাজিত; শ্রীঅদ্বৈত বলরামের অংশাংশ বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতেও ভক্তাভিমান বা দাসাভিমান বিরাজিত।

ভক্ত-অভিমান মূল—আমি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত বা দাস, এইরূপ মূল-অভিমান বা আদি-অভিমান।

অথবা, মূল শ্রীবলরামে ভক্ত-অভিমান—সকলের মূল যে শ্রীবলরাম, তাঁহাতে ভক্ত-অভিমান। **সেইভাবে**—ভক্তভাবে। "প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুঃ-শ্রীভা, ১০।১৩,৩৭ ॥" ইত্যাদি শ্লোকই বলরামের ভক্ত-অভিমানের প্রমাণ।

৭৬-৭৯। শ্রীবলরামের অংশ কে কে এবং তাঁহাদের ভাবই বা কিরূপ, তাহা বলিতেছেন। শ্রীসঙ্কর্ষণ বলরামের এক অবতার-রূপ অংশ; তাঁর আর এক অবতাররূপ অংশ হইলেন শ্রীলক্ষ্মণ। সঙ্কর্ষণের অবতাররূপ অংশ হইলেন কারণাব্ধিশায়ী নারায়ণ এবং শ্রীঅদ্বৈত হইলেন কারণার্ণবশায়ীর আবির্ভাববিশেষ; ইহারা সকলেই শ্রীবলরামের অংশাংশাদি বলিয়া বলরামের ভক্তাভিমান ইহাদিগের মধ্যেও আছে।

এই ভক্তাভিমানবশতঃ শ্রীঅদ্বৈত সর্ব্বদাই কায়মনোবাক্যে ভক্তিকার্য্য করিয়া থাকেন।

বাক্যে কহে—'মুঞি চৈতন্যের অনুচর'।
'মুঞি তাঁর ভক্ত'—মনে ভাবে নিরন্তর ॥৮০
জল তুলসী দিয়ে করে কায়েতে সেবন।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন ॥ ৮১
পৃথিবী ধরেন যেই শেষ সঙ্কর্ষণ।
কায়ব্যূহ করি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৮২
এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার।
নিরন্তর দেখি সভায় ভক্তির আচার ॥ ৮৩
এ সভাকে শাস্ত্রে কহে—'ভক্ত-অবতার'।
ভক্ত-অবতার পদ উপরি সভার ॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮০-৮১। শ্রীঅদ্বৈতের কায়মনোবাক্যে সেবার বিশেষ বিবরণ দিতেছেন। তিনি মুখে বলেন—"আমি শ্রীচৈতন্যের অনুচর বা দাস।"—ইহা হইল তাঁহার বাচনিক (বাক্যে) ভক্তি। তিনি সর্ব্বদা মনে ভাবেন "আমি শ্রীচৈতন্যের ভক্ত বা দাস।"—ইহা হইল মানসিক (মনের) ভক্তি। আর শরীরের সাহায্যে তিনি জল-তুলসী-আদি সেবার উপকরণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, ইহা কায়িক-ভক্তি। আবার ভক্তিধর্ম্ম-প্রচার করিয়া তিনি সমস্ত জগৎকে উদ্ধার করিয়াছেন—এই এক ভক্তি-প্রচারকার্য্যেই দেহ, মন ও বাক্য এই তিনটীরই প্রয়োজন হয়।

৮২। শ্রীসঙ্কর্ষণাদি যেমন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তদ্রূপ ধরণীধর-শেষও শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত; তিনিও শ্রীবলদেবের অংশ-কলা বলিয়া তাঁহাতেও ভক্তাভিমান আছে। কিরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন? তিনি মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া সৃষ্টিরক্ষারূপ সেবা করেন এবং ছত্র-চামরাদি নানা রূপে আত্মপ্রকট (কায়ব্যূহ) করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎসেবা করিয়া থাকেন। **শেষসঙ্কর্ষণ**—শেষরূপী সঙ্কর্ষণ ॥ **কায়ব্যূহ**—বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকট; ১।১।৪২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৩। **এই সব**—শ্রীবলদেব হইতে শেষ-সঙ্কর্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই। **শ্রীকৃষ্ণের অবতার**—শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশাদি; জগতে অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া ইহাদিগকে অবতার বলা হইয়াছে। ১।৫।৬৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ইহাদের সকলের আচরণই ভক্তির অনুকূল, সকলের আচরণই ভক্তের আচরণের ন্যায়।

এই পয়ারে শ্রীঅদ্বৈতের ভক্তাবতারত্ব প্রমাণের সূচনা করিতেছেন।

৮৪। স্বরূপে তাঁহারা অবতার এবং আচরণে তাঁহারা ভক্ত; এজন্য তাঁহাদিগকে "ভক্ত অবতার" বা "ভক্তরূপে অবতার" বলা হয়।

শ্রীবলদেবাদি অবতার-সকল স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব বিশেষ বলিয়া স্বরূপে তাঁহারাও কৃষ্ণতুল্য (অবশ্য শক্তি-বিকাশাদিতে পার্থক্য আছে); এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগকে ভক্ত বলিলে তাঁহাদের ঈশ্বরত্বের হানি হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"ভক্ত-অবতার-পদ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" ভক্তাবতারের মাহাত্ম্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ: সুতরাং তাঁহাদিগকে ভক্তাবতার বলাতে তাঁহাদের লঘুত্ব প্রকাশ পাইতেছে না।

ভক্ত-অবতার-পদ উপরি সভার—একথার তাৎপর্য্য কি? সভার উপরে বলায় কি স্বয়ং কৃষ্ণেরও উপরে বুঝাইতেছে? তাহাই যদি হয়, তবে কোন্ বিষয়ে তাঁহাদের এই উৎকর্ষ? স্বরূপে উৎকর্ষ নাই, যেহেতু স্বরূপে সকলেই নিত্য শাশ্বত, সকলেই সর্ব্বগ, অনন্ত বিভু। শক্তিতেও ভগবৎ-স্বরূপগণ শ্রীকৃষ্ণের উপরে নহেন; যেহেতু, তাঁহাদের মধ্যে শক্তির বিকাশ কৃষ্ণ অপেক্ষা কম। তবে কোন্ বিষয়ে তাঁহাদের উৎকর্ষ? ভক্ত-অবতার-শব্দের ধ্বনিতে বুঝা যায়—ভক্তির ব্যাপারে, শ্রীকৃষ্ণসেবার ব্যাপারেই তাঁহাদের উৎকর্ষ। ভক্তির বিকাশ শ্রীকৃষ্ণে নাই, তিনি ভক্তির বিষয় মাত্র, আশ্রয় নহেন। কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু, তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের এবং তাঁহাদের নিত্য পরিকরদের মধ্যে ভক্তির বিকাশ আছে; সুতরাং কৃষ্ণভক্ত-অভিমান-জনিত আনন্দসিন্ধুর সঙ্গেও তাঁহাদেরই পরিচয় আছে। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা তাঁহাদের উৎকর্ষ। বস্তুতঃ, ভক্তভাবে স্বীয় মাধুর্য্যাদির আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ রূপে এবং বিভিন্ন পরিকররূপে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন। আবার ভক্তদের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকেও সর্ব্বদা যত্নপর দেখা যায়। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবধাঃ ক্রিয়াঃ। পদ্মপুরাণ। সুতরাং ভক্তভাবাপন্ন অবতারগণের আনন্দ অনির্ব্বচনীয়। পরবর্ত্তী ১।৬।১৪ শ্লোক এবং ১।৬।৮৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

অতএব অংশী—কৃষ্ণ, অংশ—অবতার।
অংশী-অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-আচার ॥ ৮৫
জ্যেষ্ঠভাবে অংশীতে হয় প্রভু-জ্ঞান।
কনিষ্ঠভাবে আপনাতে ভক্ত-অভিমান ॥ ৮৬
কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্ত-পদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ ॥ ৮৭
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ 'ভক্ত বড়' করি মানে।
তাহাতে বহুত শাস্ত্রবচন প্রমাণে ॥ ৮৮

তথাহি (ভাঃ ১১।১৪।১৫)—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অত্রাত্মযোনিত্বেন পুত্রত্বম্। শঙ্করত্বেন সুখকরত্ব-সূচনয়া সাহচর্য্যম্। সঙ্কর্ষণত্বেন গর্ভসঙ্কর্ষণসূচনয়া ভ্রাতৃত্বম্। শ্রীত্বেনাশ্রয়বিশেষ-সূচনয়া ভার্য্যাত্বং ব্যজ্যতে আত্মা শ্রীমূর্ত্তিরপি। ততশ্চ পুত্রত্বাদিনা ন তে প্রিয়তমাঃ কিন্তু ভক্ত্যৈব। অতো ভক্ত্যাধিক্যাৎ যথা ভবান্ প্রিয়তমঃ তথা ন তে ইত্যর্থঃ। ইতি ভক্তানাং প্রিয়তমত্বে নিদর্শনম্ ॥ শ্রীজীব ॥১৪॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮৫। পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৩ পয়ারের সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয়; নচেৎ "অতএব" শব্দের সার্থকতা থাকে না।

অতএব—এই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া। **অংশী** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ হইলেন অংশী এবং তাঁহার অবতার সমূহ হইলেন তাঁহার অংশ। **অংশী অংশে** ইত্যাদি—অংশী হইলেন জ্যেষ্ঠ এবং অংশ হইলেন কনিষ্ঠ এবং তাঁহাদের মধ্যে আচরণও এই সম্বন্ধেরই অনুরূপ। পরবর্ত্তী পয়ারে এই আচরণের বিশদ বিবরণ দিতেছেন।

কোনও কোনও গ্রন্থে প্রথম-পয়ারার্দ্ধস্থলে "এক অংশী কৃষ্ণ, সর্ব্ব অংশ তার।"—এইরূপ পাঠান্তর আছে; ইহার অর্থ এইরূপ;—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সমস্তের অংশী বা মূল এবং শ্রীবলরামাদি সকলেই তাঁহার অংশ। অর্থের কোনও পার্থক্য না থাকিলেও এই পাঠান্তরই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। "অতএব অংশী" ইত্যাদি পাঠে "অতএব" শব্দ থাকাতে মধ্যবর্ত্তী একটি পয়ারকে ডিঙ্গাইয়া ৮৩ পয়ারের সহিত অন্বয় করিতে হয়; কিন্তু এইভাবের অন্বয় শিষ্টাচার-সম্মত নহে।

৮৬। পূর্ব্বপয়ারোক্ত জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-আচারের বিবরণ দিতেছেন। অংশী জ্যেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার প্রতি অংশ-কনিষ্ঠের প্রভু-জ্ঞান হয়—অংশ অংশীকে প্রভু বলিয়া মনে করেন এবং অংশ কনিষ্ঠ বলিয়া নিজেকে অংশীর ভক্ত বা দাস বলিয়া মনে করেন। কনিষ্ঠত্বই ভক্তাভিমানের হেতু, ইহাই ৮৫।৮৬ পয়ারের তাৎপর্য্য।

৮৭-৮৮। পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৪ পয়ারে বলা হইয়াছে, ভক্ত-অবতার-পদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এই দুই পয়ারে তাহার হেতু বলিতেছেন। কৃষ্ণের সমতা বা তুল্যতা অপেক্ষা কৃষ্ণের ভক্তত্ব শ্রেষ্ঠ।

আত্মা—শ্রীমূর্ত্তি, স্বীয় বিগ্রহ বা দেহ। **আত্মা হৈতে** প্রেমাস্পদ—শ্রীকৃষ্ণ নিজের বিগ্রহ (শরীর) অপেক্ষা (অর্থাৎ নিজ অপেক্ষা) তাঁহার ভক্তকে অধিকতর প্রেমাস্পদ বলিয়া মনে করেন; **প্রেমাস্পদ**—প্রীতির বস্তু। **আত্মা হৈতে** ইত্যাদি—তিনি আপনা-অপেক্ষা তাঁহার ভক্তকেই বড় বলিয়া মনে করেন। **তাহাতে**—এই বিষয়ে; শ্রীকৃষ্ণ যে আপনা-অপেক্ষা ভক্তকেই বড় এবং বেশী প্রীত্যাস্পদ বলিয়া মনে করেন, সেই বিষয়ে।

অন্বয়। ১৪। ভবান্ (তুমি) যথা (যেরূপ) [প্রিয়তমঃ] (প্রিয়তম)আত্মযোনিঃ (ব্রহ্মা) মে (আমার) ন তথা প্রিয়তমঃ (সেইরূপ প্রিয়তম নহেন), ন শঙ্করঃ (শঙ্করও নহেন) ন চ সঙ্কর্ষণঃ (সঙ্কর্ষণও নহেন) ন শ্রীঃ (লক্ষ্মীও নহেন), ন এব আত্মাচ (এমন কি আমি নিজেও নহি)।

অনুবাদ। উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে উদ্ধব ! তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা আমার সেরূপ প্রিয়তম নহেন, শঙ্করও সেইরূপ প্রিয়তম নহেন, সঙ্কর্ষণও নহেন, লক্ষ্মীও নহেন, এমন কি আমি নিজেও আমার সেইরূপ প্রিয়তম নহি।" ১৪।

কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন।
ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ ॥ ৮৯

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞের অনুভব।
মূঢ়লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের এক স্বরূপ---গর্ভোদশায়ীর নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জন্ম; সুতরাং ব্রহ্মা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের পুত্রস্থানীয়; শ্রীশঙ্কর হইলেন তাঁহার এক স্বরূপ; আর শ্রীলক্ষ্মী হইলেন তাঁহার কান্তা; কিন্তু তথাপি ব্রহ্মা পুত্র হইয়াও তত প্রিয় নহেন, শঙ্কর স্বরূপভূত হইয়াও তত প্রিয় নহেন, এমন কি শ্রীলক্ষ্মী-দেবী কান্তা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের তত প্রিয় নহেন---ভক্ত উদ্ধব যত তাঁর প্রিয়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তত্বই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হওয়ার একমাত্র হেতু, অন্য কোনও সম্বন্ধ তাঁহার প্রিয় হওয়ার পক্ষে হেতু হইতে পারে না। ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বটেন, কিন্তু পুত্র বলিয়া প্রিয় নহেন, ভক্ত বলিয়া প্রিয়; ব্রহ্মার চিত্তে ভক্তি যতটুকু বিকশিত হইয়াছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ততটুকুই প্রিয়। শঙ্কর এবং লক্ষ্মী সম্বন্ধেও ঐ একই কথা; লক্ষ্মীও তাঁহার প্রিয়; কিন্তু ভার্য্যা বলিয়া প্রিয় নহেন, তাঁহাতে প্রেমবতী বলিয়া প্রিয়; বস্তুতঃ তাঁহাতে প্রেমবতী বলিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভার্য্যা; শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমেরই অনুগত। ব্রহ্মা, শঙ্কর এবং লক্ষ্মীর ভক্তি অপেক্ষা উদ্ধবের ভক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া উদ্ধবই ইহাদের মধ্যে প্রিয়তম। "অতো ভক্ত্যাধিক্যাৎ যথা ভবান্ প্রিয়তমঃ, তথা ন তে ইত্যর্থঃ (ক্রমসন্দর্ভঃ)। সর্ব্বভক্তেষু মধ্যে উদ্ধবঃ শ্রেষ্ঠস্তস্মাদপি গোপ্যঃ (চক্রবর্ত্তী)।" কেবল ব্রহ্মা, শঙ্কর বা লক্ষ্মী নহেন—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের নিজের শ্রীবিগ্রহও (দেহও) তাঁহার নিকটে তত প্রিয় নহেন—শ্রীউদ্ধব যত প্রিয়; ইহার হেতু—শ্রীউদ্ধবের ভক্তি। ভগবান্ ভক্তির বশীভূত। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ॥" শ্রুতি ॥

শ্রীশঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত বলিয়া স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য; এই শ্লোকে দেখান হইল যে, সেই শঙ্কর অপেক্ষাও ভক্ত উদ্ধব প্রিয়ত্বাংশে বড়; এই অংশে এই শ্লোক ৮৭ পয়ারোক্ত "কৃষ্ণের সমতা হৈতে" ইত্যাদি অংশের প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা (শ্রীবিগ্রহ) হইতেও ভক্ত উদ্ধব প্রিয়ত্বাংশে বড়; এই অংশে এই শ্লোক ৮৭।৮৮ পয়ারোক্ত "আত্মা হৈতে" ইত্যাদি অংশের প্রমাণ। পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৭।৮৮ পয়ারের প্রমাণরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত হওয়ায় এই শ্লোকের "প্রিয়তম"-শব্দ হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত পয়ারদ্বয়ে "বড়"-শব্দে শ্রীকৃষ্ণের "প্রিয়ত্বাংশে বড়ই" সূচিত হইতেছে। ভক্ত কোন্ বিষয়ে বড়? না—প্রিয়ত্ব-বিষয়ে—শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ভক্তই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রিয়।

৮৯-৯০। পুত্রাদি-সম্বন্ধ অপেক্ষা কিম্বা কৃষ্ণসাম্য অপেক্ষা ভক্ত কেন প্রিয়ত্বাংশে বড় হয়েন, তাহার হেতু বলিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের সামর্থ্য যাঁর যত বেশী, প্রিয়ত্বাংশে তিনি তত বড়---ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, ইহাই বিজ্ঞজনের অনুভবলব্ধ সত্য। আবার শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র হেতুও হইতেছে প্রেম বা ভক্তি—পুত্রাদি সম্বন্ধ অথবা কৃষ্ণসাম্য নহে (১।৪।১২৫; ১।৪।৪৪); সুতরাং এই প্রেম বা ভক্তি যাঁহার মধ্যে যত বেশী, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনে তিনিই তত বেশী সমর্থ, সুতরাং তিনিই শ্রীকৃষ্ণের তত বেশী প্রিয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের সামর্থ্য যাঁহার যত বেশী, আস্বাদক-হিসাবে তিনি তত বড় হইতে পারেন; কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও বেশী প্রিয় হইবেন কেন? প্রিয়ত্বাংশে তিনি তত শ্রেষ্ঠ হইবেন কেন? ইহার উত্তর হইতেছে এই—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন রসিক-শেখর; তিনি রস-আস্বাদনে পটু এবং রস-আস্বাদনের নিমিত্ত লালায়িতও; এই রস-আস্বাদন-বিষয়ে যিনি তাঁহাকে যত বেশী সহায়তা করিতে পারেন, তিনি তাঁহার তত বেশী প্রিয় হইবেন। তিনি আস্বাদন করেন—ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস; সুতরাং যাঁহার মধ্যে প্রেমের বা ভক্তির বিকাশ যত বেশী, তিনিই তাঁহার আস্বাদনের বস্তু বেশী যোগাইতে পারিবেন, রস-আস্বাদন-বিষয়ে তাঁহার তত বেশী-সহায়তা তিনিই করিতে পারিবেন; তাই তিনিই শ্রীকৃষ্ণের তত বেশী প্রিয় হইবেন। এইরূপে, যিনি ভক্ত, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের আস্বাদক-হিসাবেও তিনি বড়, আবার শ্রীকৃষ্ণ-কৃত-রস-আস্বাদন-বিষয়ে সহায়ক-হিসাবেও—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের

ভক্তভাব অঙ্গীকরি বলরাম লক্ষ্মণ ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ শেষ সঙ্কর্ষণ ॥ ৯১
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসামৃত করে পান ।
সেই সুখে মত্ত, কিছু নাহি জানে আন ৯২ ॥
অন্যের আছুক কার্য্য, আপনে শ্রীকৃষ্ণ ।
আপন মাধুর্য্য পানে হইয়া সতৃষ্ণ ॥ ৯৩
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন ।
ভক্তভাব বিনা নহে তাহা আস্বাদন ॥ ৯৪
ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ ॥ ৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

প্রিয়ত্বাংশেও—তিনি বড় । কেবল সম্বন্ধ বা কেবল কৃষ্ণসাম্য রস-আস্বাদন-বিষয়ে কৃষ্ণের সহায়তা করিতে পারে না—কারণ, সম্বন্ধ বা সাম্য প্রেমবিকাশের হেতু নহে । শ্রীনন্দ-যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণের জনক-জননী এবং বসুদেব-দেবকীও তাঁহার জনক-জননী—শ্রীকৃষ্ণের সহিত নন্দ-যশোদার এবং বসুদেব-দেবকীর তুল্য সম্বন্ধ; তথাপি কিন্তু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের তুল্য প্রিয় নহেন—নন্দ-যশোদা যত প্রিয়, বসুদেব-দেবকী তত প্রিয় নহেন; ইহার প্রমাণ এই যে—বসুদেব-দেবকীর নিকটে থাকিয়াও নন্দ-যশোদার বিরহবেদনা শ্রীকৃষ্ণকে পীড়িত করিত (প্রকট-লীলায়); কিন্তু ব্রজে নন্দ-যশোদার নিকটে অবস্থানকালে বসুদেব-দেবকীর বিরহে তিনি পীড়িত হইতেন না । ইহার হেতু এই যে, নন্দ-যশোদায় বসুদেব-দেবকী অপেক্ষা প্রেমের বিকাশ অনেক বেশী; তাই তাঁহারা বসুদেব-দেবকী অপেক্ষা প্রিয়ত্বাংশে বড় ।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ ভক্ত-চিত্তে প্রেমের তরঙ্গ উত্তোলিত করিয়া পরম্পরাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের রস-আস্বাদনে সহায়তা করে বটে—কিন্তু সাক্ষাদ্ ভাবে ভক্তের ন্যায় সহায়তা করে না; এমন কি, তাঁহার শ্রীবিগ্রহ স্বীয় মাধুর্য্যও শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করাইতে পারে না—যদি ভক্ত স্বীয় প্রেম বা ভাব দিয়া আনুকূল্য না করেন । ইহার প্রমাণ এই যে—শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করার পূর্ব্বে শত চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন নাই । এ সমস্ত কারণে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ (আত্মা) অপেক্ষাও প্রিয়ত্বাংশে ভক্তই বড় ।

আর, ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ (আত্মা) অপেক্ষাই বড়—আপনা অপেক্ষাও প্রিয়ত্বাংশে বড়, তখন যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সমান মাত্র—কিন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নহেন—তাঁহাদের অপেক্ষা যে ভক্ত প্রিয়ত্বাংশে বড় হইবেন, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে ।

তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের আস্বাদন । **বিজ্ঞের অনুভব**—মাধুর্য্য-আস্বাদন-বিষয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহাদের অনুভবলব্ধ সত্য । বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যাহা অনুভব করেন, তাহাতে ভ্রম-প্রমাদাদি থাকিতে পারে না; সুতরাং তাঁহারা স্বয়ং অনুভব করিয়া যাহা বলিয়া যায়েন, তাহা অভ্রান্ত সত্য । বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, ভক্তভাবেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদিত হইতে পারে, অন্য কোনও ভাবে তাহার আস্বাদন অসম্ভব । **মূঢ় লোক**—অজ্ঞ ব্যক্তি । **ভাবের বৈভব**—ভক্ত-ভাবের বা প্রেমের মাহাত্ম্য ।

৯১-৯২ । কৃষ্ণসাম্যে মাধুর্য্যাস্বাদন হয় না বলিয়া এবং একমাত্র ভক্তভাবেই মাধুর্য্যাস্বাদন সম্ভব হয় বলিয়াই বলরাম, লক্ষ্মণ, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শেষ এবং সঙ্কর্ষণাদি সকলেই স্বরূপে কৃষ্ণতুল্য হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাস্বাদনের নিমিত্ত ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং ভক্তভাবে মাধুর্য্য-আস্বাদন করিয়া সেই আস্বাদন-সুখে উন্মত্ত হইয়া আছেন । কৃষ্ণতুল্য হইয়াও যে ইঁহারা ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, কৃষ্ণসাম্য অপেক্ষা কৃষ্ণ-ভক্তত্ব শ্রেষ্ঠ । কৃষ্ণতুল্য হইয়াও যে লোভনীয় বস্তুটী (মাধুর্য্যের আস্বাদন) তাঁহারা পাইতেন না, ভক্তভাব অঙ্গীকার করাতেই তাহা পাইয়াছেন ।

৯৩-৯৫ । অন্যের কথা তো দূরে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও ভক্তভাব অঙ্গীকার ব্যতীত স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন নাই । ভক্তকুল-মুকুটমণি-শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন । ভক্তভাব ব্যতীত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যে মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন না, তাহাই বলা হইল । ৯১—৯৫ পয়ারে বিজ্ঞানুভবের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল ।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে ইত্যাদি—এস্থলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সর্ব্বভাবে—সর্ব্বতোভাবে—পূর্ণ বলা হইয়াছে,

নানা ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য-পান।
পূর্ব্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান। ৯৬
অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার।
ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর ॥ ৯৭
মূল-ভক্ত-অবতার—শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত-অবতার তঁহি অদ্বৈত গণন ॥ ৯৮
অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞির মহিমা অপার।
যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার ॥ ৯৯
সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিয়া জগৎ তারিল!
অদ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল ॥ ১০০
অদ্বৈত-মহিমানন্ত—কে পারে কহিতে।
সেই লিখি—যেই শুনি মহাজন হৈতে ॥ ১০১
আচার্য্য-চরণে মোর কোটি নমস্কার।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার ॥ ১০২
তোমার মহিমা কোটি সমুদ্র অগাধ।
তাহার ইয়ত্তা কহি, এ বড় অপরাধ ॥ ১০৩
জয় জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ আর্য্য ॥ ১০৪
দুইশ্লোকে কহিল অদ্বৈত-তত্ত্ব নিরূপণ!
পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু শুন ভক্তগণ ॥ ১০৫
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৬

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীমদদ্বৈততত্ত্বনিরূপণং নাম ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণরূপেও ব্রজে তিনি যাহা আস্বাদন করিতে পারেন নাই, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে নবদ্বীপে তাহাও আস্বাদন করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে—আস্বাদক বা রসিক-শেখর হিসাবে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যস্বরূপ পূর্ণতর। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে তিনি কেবল বিষয়জাতীয় সুখই আস্বাদন করিয়াছেন, কিন্তু আশ্রয়জাতীয় সুখ আস্বাদন করিতে পারেন নাই—কারণ, আশ্রয়জাতীয় সুখ-আস্বাদনের উপাদান ব্রজে তাঁহার মধ্যে অভিব্যক্ত ছিল না—তাহা পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত ছিল তাঁহারই স্বরূপ-শক্তি শ্রীরাধিকাতে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপে শ্রীরাধার ভাব তাঁহার অন্তর্ভুক্ত থাকাতে তিনি আশ্রয়জাতীয় সুখও আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইলেন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার—পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ-শক্তিমানের—মিলিত বিগ্রহ; সুতরাং তিনি এক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপেই বিষয়জাতীয় এবং আশ্রয়জাতীয় সুখ পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে পারেন; তাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেই রসিক-শেখরত্বের পূর্ণতম অভিব্যক্তি। আর, এই একই স্বরূপে শক্তি ও শক্তিমানের পূর্ণতম অভিব্যক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপেই তিনি "সর্ব্বভাবে পূর্ণ।"—সন্দর্ভে শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলিত বিগ্রহই পরম-স্বরূপ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিবিড়তম মিলন—যুগলিতত্বের চরম-পরিণতি—বলিয়া এই স্বরূপকেই পরমতম-স্বরূপ বলা যাইতে পারে—ইহাই "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ"-বাক্যের ধ্বনি বলিয়া মনে হয়। শ্রীরাধার ভক্তভাব অঙ্গীকারের ফলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে সর্ব্বভাবে পূর্ণতার অভিব্যক্তি—রসাস্বাদন-মাহাত্ম্যে এবং রসিক-শেখরত্বের বিকাশে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠত্বের অভিব্যক্তি। "আত্মা" অপেক্ষা ভক্ত বা ভক্তভাব যে বড়, ইহাই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ।

৯৬। **নানা ভক্তভাবে** ইত্যাদি পয়রার্দ্ধের অন্বয়:—(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ) ভক্তভাবে নানা (নানাবিধ) স্বমাধুর্য্য (স্বমাধুর্য্যের নানাবিধ বৈচিত্রী) পান (আস্বাদন) করেন। **পূর্ব্বে**—আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে।

৯৭। পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৩ পয়ারে শ্রীবলরামাদির ভক্তাবতারত্ব প্রমাণের সূচনা করিয়াছিলেন; এই পয়ারে তাহার উপসংহার করিতেছেন। অবতারগণ শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া এবং অংশীর সেবা করাই অংশের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য বলিয়া ভক্তভাবেই অবতারগণের অধিকার; তাই তাঁহারা ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া ভক্তাবতার-নামে খ্যাত হইয়াছেন। **ভক্তভাব হইতে** ইত্যাদি—ভক্তভাবে যে সুখ (শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাস্বাদনজনিত সুখ) পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা অধিক সুখ আর নাই; তাহার সমান সুখও কোথাও নাই; তাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন।

৯৮। শ্রীঅদ্বৈত কিরূপে ভক্তাবতার হইলেন, তাহা বলিতেছেন। শ্রীসঙ্কর্ষণ মূল ভক্তাবতার হওয়ায় এবং শ্রীঅদ্বৈত শ্রীসঙ্কর্ষণের অংশাংশ হওয়ায় শ্রীঅদ্বৈতও ভক্তাবতার হইলেন; যে হেতু, অংশীর গুণ অংশেও বর্ত্তমান থাকে। ৭৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তঁহি**—সঙ্কর্ষণের অংশাবতার বলিয়া। অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদিত্যাদি-শ্লোকস্থ "ভক্তাবতারং"-শব্দের অর্থের উপসংহার এই পয়ারে করা হইল।

৯৯। শ্লোকস্থ "ঈশং"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। **মহিমা**—ঈশ্বরত্ব। **যাঁহার হুঙ্কারে** ইত্যাদি—ইহাই শ্রীঅদ্বৈতের মহিমা।

আদি-লীলা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা ॥ ১

জয়জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত—সেই বড় ধন্য ॥ ১

পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি ছয়তত্ত্বের কৈল নমস্কার।
গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি, শুন পাঁচের বিচার ॥ ২
পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্যসঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব মিলি করে সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীচৈতন্যং নত্বা প্রণম্য অস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতনস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা নির্ব্বিচার-প্রেমভক্তিদানশীলতা লিখ্যতে বর্ণ্যতে ময়া ইত্যন্বয়ঃ। কীদৃশং শ্রীচৈতন্যম্? অগতীনাং অকিঞ্চনানাং একঃ গতিঃ শরণং য এব তম্। পুনঃ কীদৃশম্? হীনায় পতিতায় জনায় অর্থাধিকং প্রেমাণং সাধ্যতে যেন তম্। ১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১। অন্বয়। অগত্যেকগতিং (গতিহীনের একমাত্র গতিস্বরূপ) হীনার্থাধিকসাধকং (নীচজনেও পরমপুরুষার্থ-প্রেম-প্রদাতা) শ্রীচৈতন্যং (শ্রীচৈতন্যকে) নত্বা (নমস্কার করিয়া) অস্য (ইঁহার—শ্রীচৈতন্যের) প্রেমভক্তিবদান্যতা (প্রেমভক্তি-বিষয়ে বদান্যতা) লিখ্যতে (বর্ণিত হইতেছে)।

অনুবাদ। যিনি গতিহীনের একমাত্র গতি এবং যিনি নীচ পতিত জনসমূহকেও পরমপুরুষার্থ-প্রেম প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করিয়া প্রেমভক্তি-বিষয়ে তাঁহার বদান্যতা বর্ণন করিতেছি।১।

দাতা-শিরোমণি শ্রীমন্ মহাপ্রভু পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া যাকে তাকে—ব্রহ্মাদিরও সুদুর্লভ প্রেমভক্তি দান করিয়াছেন,—ইহাই তাঁহার অদ্ভুত বদান্যতা।

২। **পূর্ব্বে**—প্রথম পরিচ্ছেদে "বন্দে গুরূন্"-ইত্যাদি শ্লোকে। **ছয় তত্ত্ব**—গুরু, ভক্ত, ঈশ, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি এই ছয় তত্ত্ব। এই ছয় তত্ত্বের মধ্যে ১।১।২৬-২৯ পয়ারে **গুরু তত্ত্ব** বর্ণনা করা হইয়াছে; তদ্ব্যতীত অন্য **পাঁচের**—ভক্ত, ঈশ, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি এই পাঁচটী তত্ত্বের বিচার এই পরিচ্ছেদে করা হইতেছে, পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে।

৩। **শ্রীচৈতন্য সঙ্গে**—শ্রীচৈতন্য-সহিতে; শ্রীচৈতন্যকেও এক তত্ত্ব মনে করিয়া। **পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ ইত্যাদি**—শ্রীচৈতন্যকে লইয়া পাঁচটী তত্ত্ব অবতীর্ণ হইয়াছেন; শ্রীচৈতন্য এক তত্ত্ব, তদ্ভিন্ন আরও চারিটী তত্ত্ব, এই মোট পাঁচ তত্ত্ব অবতীর্ণ হইয়াছেন, নবদ্বীপে। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে (শ্রীচৈতন্য ব্যতীত অপর) পাঁচটী তত্ত্ব অবতীর্ণ হইয়াছেন—ইহা এ স্থানের অভিপ্রেত অর্থ হইতে পারে না; কারণ, ঐরূপ অর্থ করিলে "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং" ইত্যাদি শ্লোকের সহিত বিরোধ ঘটে (১।১।১৪ শ্লোকের টীকাদি দ্রষ্টব্য); উক্ত শ্লোকে শ্রীচৈতন্য ব্যতীত, চারিটী তত্ত্বের মাত্র উল্লেখ আছে—পাঁচটী তত্ত্বের উল্লেখ নাই। তাই গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকাও বলিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যকে একতত্ত্ব ধরিয়াই পাঁচ তত্ত্ব, শ্রীচৈতন্যকে একতত্ত্ব না ধরিলে মোট চারিটী মাত্র তত্ত্ব হয়। "স্বাভিন্নত্বেন যুতং তত্ত্বং পঞ্চতত্ত্বমিহোচ্যতে। অন্যথা তদসম্বন্ধাত্তত্ত্বং স্যাচ্চতুষ্টয়ম্।৭॥"

সঙ্কীর্ত্তন—"বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানম্—বহু লোক মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গান করিলে,

পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তভু বিবিধ বিভেদ ॥ ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেই গানকে সঙ্কীর্ত্তন বলে। শ্রীভা, ১১।৫।৩২ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভঃ ॥” পাঁচ তত্ত্ব অবতীর্ণ হইলেন কেন, তাহার হেতু বলিতেছেন। **পঞ্চতত্ত্ব মিলি ইত্যাদি**—পঞ্চতত্ত্ব মিলিয়া সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গ করেন। একাকী সঙ্কীর্ত্তন হয় না; সঙ্কীর্ত্তন করিতে হইলে বহু লোকের দরকার; তাই সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-রস আস্বাদনের অভিপ্রায়ে পাঁচ তত্ত্ব পাঁচ পৃথকভাবে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই পাঁচ তত্ত্বের পরিচয় ১।১।১৪ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য।

৪। উক্ত পাঁচটী তত্ত্বের স্বরূপ বলিতেছেন। পাঁচটী বিভিন্ন রূপে প্রকটিত হইলেও স্বরূপতঃ তাঁহাদের মধ্যে কোনও ভেদ নাই; স্বরূপতঃ একই তত্ত্ব-বস্তু ভাবাবেশাদি-ভেদে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া আত্মপ্রকট করিয়াছেন; “উপাধিভেদাৎ পঞ্চত্বং তত্ত্বস্যেহ প্রদর্শ্যতে॥ গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা। ৯॥” **রস আস্বাদিতে ইত্যাদি**—রসের বৈচিত্রী সম্পাদনের নিমিত্ত বিভিন্ন ভাবাবেশের প্রয়োজন; তাই রস-বৈচিত্রী আস্বাদনের নিমিত্ত একই তত্ত্ববস্তু পঞ্চরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। একই তত্ত্ব কেন পাঁচ রূপে অবতীর্ণ হইলেন, তাহাই বলা হইল। **তভু**—একই তত্ত্ববস্তু হইলেও। **রস আস্বাদিতে**—এস্থলে পূর্ব্ব পয়ারানুসারে রস বলিতে সঙ্কীর্ত্তন-রসই বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একই নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতে বিভিন্ন ভাবের ভক্ত বিভিন্ন রস আস্বাদন করিয়া থাকেন; নাম কল্পতরু সদৃশ—নাম ভক্তের ভাব-অনুযায়ী রসই ভক্তকে দান করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ, নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া একই শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিভিন্ন ভাবের ভক্তের নিকটে বিভিন্ন রসের স্ফুরণ করেন, তদভিন্ন শ্রীনামও তেমনি বিভিন্ন ভক্তের প্রাণে বিভিন্ন রসের স্ফুরণ করিতে পারেন,—আবার একই ভাবের ভক্তের নিকটেও ভাবের বৈচিত্রী অনুসারে একই রসের অশেষ বৈচিত্রী উদ্ঘাটিত করিতে পারেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারের বহিরঙ্গ-কারণ নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রচার। সঙ্কীর্ত্তন করার জন্যও বহু লোকের প্রয়োজন, তজ্জন্য একই তত্ত্বের বহু (পাঁচ) রূপে প্রকটনের প্রয়োজন—ইহাই পঞ্চ-তত্ত্বের একটী প্রয়োজনীয়তা। প্রচারের আনুকূল্যার্থ সাধারণ লোকের নিকটে সাধারণ সঙ্কীর্ত্তন-রসের বৈচিত্রী-সম্পাদনের নিমিত্তও সঙ্কীর্ত্তনকারিদের ভাবাবেশের বৈচিত্রী প্রয়োজন; এই ভাবাবেশের বৈচিত্রীর সম্পাদনের নিমিত্তও একই তত্ত্বের বহু রূপে প্রকটন আবশ্যক—ইহা পঞ্চ-তত্ত্বের দ্বিতীয় প্রয়োজনীয়তা। অবতারের বহিরঙ্গ কারণের দিক্ দিয়াই উক্ত দুইটী প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। আবার অন্তরঙ্গ কারণের দিক্ দিয়াও পঞ্চতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা আছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া কান্তাভাবের আশ্রয়রূপে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিবেন—ইহাই অবতারের অন্তরঙ্গ হেতু। আশ্রয়রূপে কান্তারস-বৈচিত্রী আস্বাদনের উদ্দেশ্যে ব্রজে স্বয়ং শ্রীরাধা সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি হইয়াও বহু-গোপসুন্দরীরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছিলেন। তাঁহারই ন্যায় আশ্রয়রূপে যে সমস্ত রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করিতে হইলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুরও বিভিন্ন ভাবাবেশযুক্ত লীলানুকূল বহু পার্ষদের প্রয়োজন; পঞ্চতত্ত্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া তিনি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সূত্রপাত করিয়াছেন; অন্তরঙ্গ ভাবে—ব্রজের ভাবাবেশে—এই পঞ্চতত্ত্ব মিলিয়াই আশ্রয়-জাতীয় কান্তারস-বৈচিত্রী এবং শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন—ইহাই অবতারের অন্তরঙ্গ কারণের দিক্ দিয়া পঞ্চতত্ত্ব-প্রকটনের প্রয়োজনীয়তা বলিয়া মনে হয়।

এস্থলে আর একটী বিষয় প্রনিধানের যোগ্য। ১।১।১৫ পয়ারে বলা হইয়াছে—কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার ও প্রকাশ—এই ছয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করেন। প্রথম পরিচ্ছেদে গুরুতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, অপর পাঁচ তত্ত্বের বর্ণনাও করিয়াছেন বটে; কিন্তু অপর পাঁচ তত্ত্বের স্বরূপের বিশেষ বিচার প্রথম পরিচ্ছেদে করেন নাই—এই পরিচ্ছেদে তাহা করিতেছেন। এই পাঁচ তত্ত্বের স্বরূপের বিশেষত্ব এই যে, ইহারা স্বরূপতঃ একই তত্ত্ববস্তু. শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন; গুরুতত্ত্বকে ইহাদের অন্তর্ভুক্ত না করার হেতু এই যে, গুরু স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ নহেন, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত (১।১।২৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য); শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্বরূপেই আত্মপ্রকট করিয়াছেন, গুরুরূপে আত্মপ্রকট করেন নাই; পঞ্চতত্ত্বের ন্যায় গুরু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েন নাই। গুরুদেব যখন কোনও শিষ্যকে দীক্ষা দেন, তখন তাঁহার

তথাহি শ্রী(স্ব)রূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥ ২

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর ।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক-শেখর ॥ ৫
রাসাদি-বিলাসী ব্রজললনা-নাগর ।
আর যত দেখ সব—তাঁর পরিকর ॥ ৬
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য ॥ ৭
একলে ঈশ্বরতত্ত্ব—চৈতন্য ঈশ্বর ।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ॥ ৮
কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব—।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥ ৯
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্যগোসাঞি ।
ভক্তস্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গুরুশক্তি সঞ্চারিত করিয়া শিষ্যকে কৃতার্থ করেন—গুরুকে দীক্ষাদানের শক্তিদান করেন; তাঁহার প্রিয়তম-ভক্তরূপ গুরুর চিত্তে দীক্ষাদান-কালে শ্রীকৃষ্ণ যে শক্তি সঞ্চারিত করেন, সেই শক্তিরূপেই তিনি গুরুতে বিলাস করেন; এবং গুরুদেবও সেই শক্তির প্রভাবেই দীক্ষাদান-সামর্থ্য লাভ করেন বলিয়া সেই শক্তিকেই মূলতঃ গুরু বলা যায়; তাই ১।১।১৫ পয়ারে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপেও বিলাস করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি গুরুর চিত্তে শক্তিরূপে বিলাস করেন, গুরুর দেহ ধারণ বরিয়া বিলাস করেন না।

শ্লো। ২। অন্বয়াদি ১।১।১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকোক্ত পঞ্চতত্ত্ব এই:—(১) ভক্তরূপ, (২) ভক্তস্বরূপ (৩) ভক্তাবতার, (৪) ভক্তাখ্য এবং (৫) ভক্ত-শক্তিক। শ্রীকৃষ্ণ এই পঞ্চতত্ত্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন।

৫-১০। এই কয় পয়ারে ভক্তরূপ তত্ত্বের পরিচয় দিতেছেন। রসিক-শেথক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই ভক্ত-ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—স্বরূপতঃ ভক্ত না হইয়াও ভক্তের ভাব বা রূপ ধারণ করিয়াছেন—বলিয়া তাঁহাকে "ভক্তরূপ" তত্ত্ব বলে।

স্বয়ং ভগবান্-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা অন্য কোনও কিছুর অপেক্ষা রাখে না; তিনি অনন্ত-সিদ্ধ, অনন্যাপেক্ষ। **একলে ঈশ্বর**—একমাত্র তিনিই অন্যনিরপেক্ষ ঈশ্বর, অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের ঈশ্বরত্ব শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের অপেক্ষা রাখে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব কাহারও অপেক্ষা রাখে না। **অদ্বিতীয়**—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য; **নন্দাত্মজ**—নন্দ-নন্দন; ইহা দ্বারা তাঁহার নরলীলত্ব সূচিত হইতেছে। **রসিক-শেখর**—শ্রুতিতে উক্ত "রসো বৈ সঃ;" রসাস্বাদন-বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা পটু। **রাসাদি বিলাসী** ইত্যাদি—ইহা দ্বারা তাঁহার রসিক-শেখরত্ব পরিস্ফুট হইতেছে এবং মধুর-ভাবাত্মিকা লীলাতেই যে তাঁহার রসিক-শেখরত্বের অপূর্ব্ব বিশেষত্ব স্ফুরিত হয়, তাহারই ইঙ্গিত করা হইতেছে। **সেই কৃষ্ণ** ইত্যাদি—যিনি সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ শূন্য, অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ংভগবান্, যিনি নরলীল, যিনি রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি এবং ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত মধুর-ভাবাত্মিকা রাসাদি-লীলাতেই যাঁহার সমধিক আনন্দ—সেই নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সেই শ্রীকৃষ্ণের পরিকরবর্গই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরিকরবর্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। **শুদ্ধ কলেবর**—ঈশ্বরত্ব-ভাবময় কলেবর। **একলে ঈশ্বর** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যই একমাত্র অন্যনিরপেক্ষ ঈশ্বর; তাঁহার দেহও শুদ্ধ-ঈশ্বরত্বময়; তথাপি তিনি ভক্তভান অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্বময় দেহই ভক্তভাবময় হইয়াছে। শ্রীমতী রাধিকাতে যাবতীয় ভক্তভাবের পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান থাকাতে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করাতেই তাঁহাকে ভক্তভাবময় বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ংভগবান্; তাঁহার আবার কিসের অভাব যে, তাঁহাকে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিতে হইল? উত্তর:—কোনও অভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করেন নাই, তাঁহার মাধুর্য্যের এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মবশতঃই তাঁহাকে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে; কারণ, **কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের** ইত্যাদি

ভক্ত-অবতার তাঁর আচার্য্যগোসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব সবে 'প্রভু' করি গাই ॥১১
এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥১২
এই তিন তত্ত্ব—সর্ব্বারাধ্য করি মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব—আরাধক জানি ॥১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

—কৃষ্ণমাধুর্য্যের এমনই এক অদ্ভুত ধর্ম্ম যে, ইহার আস্বাদনের নিমিত্ত সকলেই চঞ্চল হইয়া পড়েন; কিন্তু ভক্তভাব ব্যতীত তাহার আস্বাদন সম্ভব হয় না বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে; তাঁহারই স্বরূপশক্তি শ্রীরাধা, শ্রীরাধার ভক্তভাবও শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ; সুতরাং সেই ভক্তভাবের অঙ্গীকারে তাঁহার অন্যনিরপেক্ষতারও হানি হইল না।

ভক্ত-স্বরূপ ইত্যাদি—এই পয়ারার্দ্ধে ভক্তস্বরূপ-তত্ত্বের পরিচয় দিতেছেন; শ্রীনিত্যানন্দ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভাই বলিয়া যাঁহার অভিমান. তিনিই ভক্ত-স্বরূপ-তত্ত্ব; শ্রীবলরামে মূলভক্ত-অভিমান (১।৬।৭৫) বলিয়া তিনই মূল ভক্ত-স্বরূপ—স্বরূপে ভক্ত, বা মূল ভক্ততত্ত্ব এবং তিনিই শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন ভক্তস্বরূপ। শ্রীনিত্যানন্দরূপে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তস্বরূপ।

১১। ভক্তাবতারের পরিচয় দিতেছেন; শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য হইলেন শ্রীকৃষ্ণের ভক্তাবতার; মূল ভক্ত-তত্ত্ব শ্রীবলরামের অংশ-কলারূপ অবতার বলিয়া তাঁহাকে ভক্তাবতার বলা হয়। ভক্তাবতার-শব্দের তাৎপর্য্য ১।৬।৮৪ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **এই তিন তত্ত্ব**—ভক্তরূপ তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ভক্ত-স্বরূপ তত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ এবং ভক্তাবতার-তত্ত্ব শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য—এই তিনতত্ত্ব ভক্তভাব অঙ্গীকার করিলেও প্রভু, বা স্বরূপতঃ ঈশ্বর-তত্ত্ব; ইহাই এই তিন তত্ত্বের বিশেষত্ব। **গাই**—গান করি; কীর্ত্তিত হয়।

১২। এই তিন প্রভুর মধ্যে একজন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতেছেন মহাপ্রভু; কারণ, তিনি অদ্বিতীয় ও অন্যনিরপেক্ষ পরমেশ্বর ভগবান্; আর দুইজন অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত হইতেছেন প্রভু, ইঁহারা মহাপ্রভু নহেন; কারণ, ইঁহারা ঈশ্বর বটেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের ন্যায় অদ্বিতীয় অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ং ভগবান্ নহেন; ইঁহাদের প্রভুত্ব বা ঈশ্বরত্ব—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রভুতার উপর নির্ভর করে। তাই এই দুইজন প্রভু হইলেও তাঁহাদের মূল বা অংশী মহাপ্রভু-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণ-সেবা করিয়া থাকেন; অংশীর সেবাই অংশের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য।

১৩। এই তিন জন প্রভুতত্ত্ব বলিয়া সকলেরই আরাধ্য, সকলেই তাঁহাদের আরাধনা করিয়া থাকেন। আর চতুর্থ তত্ত্ব যে ভক্ততত্ত্ব—তাহা আরাধক-তত্ত্ব মাত্র; ভক্ততত্ত্বও উক্ত তিনতত্ত্বেরই আরাধনা করিয়া থাকেন।

সর্ব্বারাধ্য—ইহাদ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের আরাধনার কথা নিষেধ করা হইল না। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ তুল্যভাবে ভজনীয়; অন্যথা ভজনের ও লীলারসাস্বাদনের পূর্ণতা লাভ হয় না; এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ২।২২।৯০ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য; ভূমিকায় নবদ্বীপ-লীলা-প্রবন্ধেও সূত্রাকারে হেতুর উল্লেখ আছে।

চতুর্থ ইত্যাদি—তিন প্রভুকে সর্ব্বারাধ্যতত্ত্বরূপে অন্য দুই তত্ত্ব হইতে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার, পরবর্ত্তী ১৪।১৫ পয়ারদ্বয়ে ভক্তাখ্যতত্ত্ব শ্রীবাসাদিকে "শুদ্ধ-ভক্ততত্ত্ব" এবং ভক্ত-শক্তিক-তত্ত্ব শ্রীগদাধরাদিকে "অন্তরঙ্গ ভক্ত" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; অর্থাৎ এই উভয় তত্ত্বকেই ভক্ত বলায় প্রথমোক্ত সর্ব্বারাধ্য তিনটী তত্ত্বের আরাধকই বলা হইল। ইহা হইতে মনে হয়, আলোচ্য পয়ারে "ভক্ত-তত্ত্ব"-শব্দে ভক্তাখ্য ও ভক্ত-শক্তিক এই উভয় তত্ত্বকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং এই উভয়কেই একত্রে "চতুর্থ তত্ত্ব বা ভক্ত-তত্ত্ব" বলা হইয়াছে।

ভক্তাখ্য ও ভক্ত-শক্তিক, এই দুই তত্ত্বও একই পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ—সুতরাং স্বরূপতঃ ঈশ্ব তত্ত্ব হইলেও ইঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরত্ব অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন; ইঁহাদের মধ্যে ভক্তভাবই প্রধানরূপে প্রকটিত; তাই ইঁহাদিগকে

শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ ।
শুদ্ধভক্ততত্ত্ব-মধ্যে সভার গণন ॥ ১৪
গদাধর-আদি প্রভুর শক্তি-অবতার ।
'অন্তরঙ্গ ভক্ত' করি গণন যাঁহার ॥ ১৫
যাঁহা-সভা লৈয়া প্রভুর নিত্য বিহার ।
যাঁহা-সভা লৈয়া প্রভুর কীর্ত্তন প্রচার ॥ ১৬
যাঁহা-সভা লৈয়া করেন প্রেম-আস্বাদন ।
যাঁহা-সভা লৈয়া দান করেন প্রেমধন ॥ ১৭
এই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া ।
পূর্ব্বপ্রেম-ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া ॥ ১৮
পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন ।
যতযত পিয়ে, তৃষ্ণা বাঢ়ে অনুক্ষণ ॥ ১৯
পুনঃ পুনঃ পিয়া পিয়া হয় মহামত্ত ।
নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদমত্ত ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

কেবল ভক্ত-তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; ইঁহারা তিন প্রভুতত্ত্বের আরাধক; ইঁহারা স্বতন্ত্রভাবে কাহারও আরাধ্য নহেন, অবশ্য পরিকররূপে মহাপ্রভুর অনুগত সাধকমাত্রেরই আরাধ্য ।

১৪ । এই পয়ারে ভক্তাখ্য-তত্ত্বের পরিচয় দিতেছেন । শ্রীবাসাদি অসংখ্য ভক্তই ভক্তাখ্যতত্ত্ব । ভক্তির কৃপা ইঁহাদের মধ্যে প্রকটিত বলিয়া ইঁহারা ভক্ত-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাই ইঁহাদিগকে ভক্তাখ্য বলে ।

১৫ । এই পয়ারে ভক্তশক্তিক-তত্ত্বের পরিচয় দিতেছেন । শ্রীগদাধরাদি প্রভুর শক্তির অবতার; ইঁহারাই ভক্তভাবাপন্ন বলিয়া ভক্তশক্তিক-তত্ত্ব । ১।১।২৭ পয়ারের টীকায় শ্রীগদাধরের শক্তিত্ব-বিচার দ্রষ্টব্য । **অন্তরঙ্গ-ভক্ত**—প্রভুর মর্ম্মজ্ঞ ভক্ত; ইঁহারা প্রভুর মনের কথা সমস্ত জানেন ।

১৬-১৭ । পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ কি কি কাজ করিয়াছেন, সূত্ররূপে তাহার বর্ণনা দিতেছেন । বস্তুতঃ এই সমস্ত কার্য্যের অনুরোধেই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-প্রকটন ।

নিত্যবিহার—নিত্যলীলা; ইঁহারা প্রভুর নিত্যলীলার নিত্য-পার্ষদ । **কীর্ত্তন-প্রচার**—এই সমস্ত নিত্য-পার্ষদদিগকে লইয়াই জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রকট-লীলায় প্রভু নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন ।

প্রেম-আস্বাদন-ইত্যাদি—এই সমস্ত নিত্য-পার্ষদদের সাহচর্য্যেই প্রভু (অপ্রকট-লীলায় এবং) প্রকট-লীলায় নিজে প্রেম আস্বাদন করেন এবং প্রেমাস্বাদনের আনুষঙ্গিকভাবে প্রকট-লীলায় জীবদিগকেও প্রেম দান করিয়া থাকেন ।

১৮-২০ । **পৃথিবী আসিয়া**—জগতে অবতীর্ণ হইয়া । **পূর্ব্ব-প্রেম-ভাণ্ডারের**—পূর্ব্ব (অর্থাৎ ব্রজ) লীলার যে প্রেম, তাহার ভাণ্ডারের । **মুদ্রা**—শিল মোহর : টাকা-পয়সা বা কোনও মূল্যবান্ দ্রব্যাদি কোনও থলিয়ায় রাখিয়া তাহার মুখ রশি দিয়া বাঁধিয়া বাঁধের উপরে গালা গলাইয়া তাহাতে নামাঙ্কিত পিতলের মোহর চাপিয়া দেওয়া হয়; ইহার ফলে বাঁধের উপরে নামাঙ্কিত মোহরের চিহ্ন থাকিয়া যায়; এইরূপ নামাঙ্কিত চিহ্নকেই মুদ্রা বলে; থলিয়া খুলিতে গেলেই এই মুদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়; সুতরাং কেহ থলিয়া খুলিয়াছে কিনা, তাহা মুদ্রা দেখিয়াই ধরিতে পারা যায় । এইরূপ মুদ্রা-চিহ্ন দেওয়ার সার্থকতা এই যে, মুদ্রা নষ্ট হইলেই ধরা পড়িবার আশঙ্কা আছে বলিয়া মালিক ব্যতীত অপর কেহ থলিয়া খুলিতে চেষ্টা করেনা এবং যাহাতে ঐরূপ মুদ্রা অঙ্কিত থাকে, তাহ মালিক ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে যে খোলা নিষিদ্ধ, তাহাই সূচিত হয় । যে ভাণ্ডারে বা কোঠায় বা বাক্স আদিতে মূল্যবান্ জিনিস পত্র থাকে, তাহার দরজার কপাটে তালা লাগাইয়া তালার উপরেও কেহ কেহ মুদ্রা চিহ্নিত করিয়া রাখেন; তালা খুলিতে গেলেই মুদ্রা নষ্ট হইয়া যায় । **উঘাড়িয়া**—ভাঙ্গিয়া; খুলিয়া । "মুদ্রা উঘাড়িয়া"-বাক্যের সার্থকতা এই যে, যে ভাণ্ডারে ব্রজপ্রেম সঞ্চিত ছিল, সেই ভাণ্ডারের চাবি যেন পূর্ব্বে (ব্রজলীলায়) এই পঞ্চতত্ত্বের কাহারও নিকটেই ছিল না; সুতরাং ভাণ্ডারস্থ দ্রব্যের আস্বাদন তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল; নিষিদ্ধ ছিল বলিয়াই, তাহার আস্বাদনের নিমিত্ত লোভও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল । এক্ষণে—নবদ্বীপলীলায় ঐ ভাণ্ডারের চাবি তাঁহারা পাইয়াছেন, পাইয়াই প্রবর্দ্ধিত লোভের বশে ভাণ্ডার খুলিয়া তাঁহারা—সুস্নিগ্ধ জল প্রাপ্তিতে মহাপিপাসার্ত্ত ব্যক্তি যেরূপ ব্যগ্রতার সহিত অঞ্জলি অঞ্জলি জল পান করিতে থাকে, সেইরূপ ব্যগ্রতার সহিত তাঁহারা ব্রজ-প্রেমের ভাণ্ডার লুটিতে আরম্ভ

পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান। | যেই যাহাঁ পায় তাহাঁ করে প্রেমদান ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিলেন, লুটিয়া লুটিয়া সেই প্রেমসুধা পান করিতে লাগিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ গোপীপ্রেমের বিষয়মাত্র ছিলেন বলিয়া আশ্রয়-জাতীয় সুখের (আশ্রয়রূপে প্রেমের) আস্বাদন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল (প্রেমের আশ্রয়জাতীয় আস্বাদন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে যেন মুদ্রাঙ্কিত ভাণ্ডারে আবদ্ধ ছিল); কিন্তু শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে তিনি যখন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন, তখন—শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ হেতু—আশ্রয়জাতীয় সুখের আস্বাদনে তাঁহার যোগ্যতা জন্মিল [মুদ্রাঙ্কিত ভাণ্ডারের (রাধাভাবরূপ) চাবি পাইলেন, তাই সেই ভাণ্ডার খুলিয়া ফেলিলেন] এবং যথেচ্ছভাবে সেই সুখ আস্বাদন করিতে লাগিলেন।

পাঁচে মিলি—পঞ্চতত্ত্ব মিলিয়া। শ্রীরাধার মাদনাখ্য-ভাবই হইল আশ্রয়-জাতীয়-প্রেমভাণ্ডারের চাবি; সুতরাং পঞ্চতত্ত্বের অপর চারিতত্ত্বে আশ্রয়-জাতীয় ভাব থাকিলেও সেই ভাবের পরাকাষ্ঠা ছিল একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গে। ব্রজলীলায় সখীমঞ্জরীগণ যেমন শ্রীরাধার আশ্রয়-জাতীয় প্রেমাস্বাদনে রসপুষ্টির সহায়তা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীগৌরাঙ্গের আশ্রয়-জাতীয়-প্রেমাস্বাদনেও অপর চারিতত্ত্ব রসপুষ্টির সহায়তা করিয়াছেন এবং রসপুষ্টির সহায়তার স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ—ব্রজলীলার সখীমঞ্জরী-আদির ন্যায় তাঁহারাও যথেচ্ছরূপে সেই প্রেম-রসাস্বাদনে কৃতার্থ হইয়াছেন। **যত যত পিয়ে ইত্যাদি**—সাধারণতঃ পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি জলপান করিতে থাকিলে জলপানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিপাসা ক্রমশঃ কমিতে থাকে; সুতরাং জলপানের আগ্রহও ক্রমশঃ কমিতে থাকে; কিন্তু ব্রজপ্রেমের এক অদ্ভুত মহিমা এই যে, পিপাসার্ত্ত হইয়া ইহা যতই পান করা যায়, ততই পানের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইতে থাকে; এই ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীলা উৎকণ্ঠার ফলে পানের নিমিত্ত যেন একটা মত্ততা জন্মিতে থাকে। তাই, **পুনঃ পুনঃ ইত্যাদি**—বার বার ঐ প্রেমরস পান করিতে করিতে বর্দ্ধনশীলা উৎকণ্ঠাবশতঃ—বিশেষতঃ প্রেমরসের স্বরূপানুবন্ধি ধর্ম্মবশতঃ—পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে যেন একটা মহা মত্ততা জন্মিয়া গেল; এই প্রেমমত্ততার ফলে তাঁহারা কখনও বা হাসিতে থাকেন, কখনও বা কাঁদিতে থাকেন, আবার কখনও বা নামরূপলীলাদি-বিষয়ক গান গাহিতে থাকেন—উন্মত্ত লোক যেরূপ করিয়া থাকে, তাঁহাদের আচরণও যেন ঠিক তদ্রূপ হইয়া গেল। "হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ। শ্রীভা ১১।২।৪০ ॥"

২১। কেবল যে তাঁহারা নিজেরাই প্রেমসুধা পান করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু তাঁহারা প্রত্যেকেই—পাত্রাপাত্র, স্থানাস্থান বিচার না করিয়া—যখন তখন, যেখানে সেখানে, যাকে তাকে, উক্ত প্রেমসুধা দান করিয়াছেন। যাহাকেই সাক্ষাতে পাইয়াছেন, তাহাকেই প্রেমদান করিয়াছেন।

পাত্রাপাত্র-বিচার—পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, হিন্দু অহিন্দু, পাপী পুণ্যাত্মা প্রভৃতি কোনওরূপ বিচার (না করিয়াই প্রেমদান করা হইয়াছে)। অপরাধীকে কিরূপে প্রেমদান করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধীয় বিচার ১।৮।২৭ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **নাহি স্থানাস্থান**—দেবমন্দিরাদি কি গঙ্গাতীরাদি পবিত্র স্থানের অপেক্ষা না করিয়া—হাটে, মাঠে, ঘাটে,—যেখানে যাহাকে পাইয়াছেন, সেখানেই তাহাকে প্রেমদান করিয়াছেন। **প্রেমদান**—প্রেমপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে যোগ্যতাবিচারের মাপকাটি জাতিকুল, বিদ্যা, ধনসম্পত্তি আদি নহে; চিত্তের অবস্থাবিশেষই ইহার মাপকাটি। যে পর্য্যন্ত চিত্তে অপরাধাদিজনিত বা দুর্ব্বাসনাদিজনিত কলুষ থাকে, যে পর্য্যন্ত ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা থাকে, সে পর্য্যন্ত প্রেম পাওয়া যায় না। শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে চিত্তের মলিনতা দূর হইলেই ভগবৎ-কৃপায় প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে। প্রেম "শ্রবণাদিশুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥২।২২।৫৭॥"; ইহাই সাধারণ বিধি। কিন্তু শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রকটলীলাকালে কেবল যে এই সাধারণ বিধি অনুসারেই প্রভু প্রেমদান করিয়াছেন, তাহা নহে। প্রভু যে প্রেমের ও করুণার বন্যা প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে যে কেহ প্রভুর মুখে হরিনাম শুনিয়াছেন, কিম্বা তাঁহার শ্রীঅঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, অথবা তাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহার চিত্তের

লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার,—প্রেম শতগুণ বাড়ে।২২
উথলিল প্রেমবন্যা,—চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বৃদ্ধ বালক যুবা সভারে ডুবায় ॥ ২৩

সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন ॥ ২৪
জগত ডুবিল, জীবের হৈল বীজনাশ।
তাহা দেখি পাঁচজনের পরম উল্লাস ॥ ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাবতীয় কলুষ দূরীভূত হইয়াছে, তন্মুহূর্ত্তেই তিনি কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। প্রেমদানব্যাপারে প্রভু এবং তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্ তাঁহার পার্ষদবর্গও যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার করেন নাই। আপামরসাধারণকেই তাঁহারা সুদুর্ল্লভ ব্রজপ্রেম দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। ইহাই গৌরলীলার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। ১।৭।৩৫ এবং ১।৮।২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২। **লুটিয়া**—ব্রজপ্রেমের ভাণ্ডার লুট করিয়া; পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮-২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **খাইয়া**—প্রেমসুধার ভাণ্ডার লুট করিয়া নিজেরা তাহা যথেষ্টভাবে পান করিলেন। **দিয়া**—নিজেরা পান করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; পরন্তু, যাহাকে-তাহাকে তাহা দানও করিলেন। এইরূপ করিতে করিতে তাঁহারা প্রেমসুধার **ভাণ্ডার উজারে**—ভাণ্ডার যেন শূন্য করিয়া ফেলিলেন; সাধারণ ভাণ্ডারের ন্যায় হইলে, এইরূপ যথেচ্ছ দানে ও পানে প্রেমসুধার ভাণ্ডার একেবারে শূন্য হইয়াই যাইত; কিন্তু এই প্রেমভাণ্ডারটী এক অতি **আশ্চর্য্য ভাণ্ডার**—অচিন্ত্য অদ্ভুত মহিমাসম্পন্ন ভাণ্ডার ছিল; তাই এই ভাণ্ডার হইতে যতই জিনিস ব্যয় করা যাইত, ততই যেন ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠিত, (ইহা প্রেমের পূর্ণতারই পরিচায়ক। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ শ্রুতিঃ), বরং এক গুণ খরচ করিলে প্রেম শতগুণ বাড়িয়া যাইত। তাই যথেচ্ছ দানে এবং পানেও ভাণ্ডার অটুট থাকিয়া গেল; কেবল তাহাই নহে, ভাণ্ডারের প্রেম-পরিমাণ এরূপ ভাবে বর্দ্ধিত হইল যে, তাহাতে প্রেমের বন্যা উথলিয়া উঠিল।

২৩-২৪। প্রেমবন্যা উথলিয়া উঠিয়া **চৌদিকে বেড়ায়**—চতুর্দ্দিকে, সর্ব্বদিকে ধাবিত হইল; তাহার ফলে স্ত্রীলোক, পুরুষ—বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—সকলেই সেই প্রেমবন্যায় ডুবিয়া গেল—**সজ্জন দুর্জ্জন**—জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সাধু-অসাধু, পাপী, পুণ্যাত্মা—সুস্থ-অসুস্থ, পূর্ণাঙ্গ লোক, কিম্বা কোনও অসৎ কর্ম্মের ফলে যাহারা **পঙ্গু**—বিকলাঙ্গ (খোঁড়া প্রভৃতি) হইয়া গিয়াছে বা **জড়**—একেবারে চলাফিরা করিবার শক্তি হারাইয়াছে, কিম্বা **অন্ধ**—দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছে—তাহারা সকলেই—এক কথায় বলিতে গেলে—জগদ্বাসী সমস্ত লোকই সেই প্রেমবন্যায় ডুবিয়া গেল। তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা প্রেমলাভের যোগ্য পাত্র, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গেলেন; আর প্রথমে যাঁহাদের ততটুকু যোগ্যতা ছিল না, পঞ্চতত্ত্বের কৃপায় তাঁহারাও সেই যোগ্যতা লাভ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গেলেন।

২৫। **বীজনাশ**—সংসার-বীজের ধ্বংস; কর্ম্মফলের বা মায়াবন্ধনের বিনাশ; উদ্ধার। **পাঁচজনের**—পঞ্চতত্ত্বের।

প্রবল বন্যায় ক্ষেত্রের সমস্ত শস্য বহু কাল যাবত জলনিমগ্ন থাকিলে সমস্ত শস্য যেমন নষ্ট হইয়া যায়, সেই শস্যের যেমন অঙ্কুরোদ্গমের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ সমস্ত জীব প্রেমবন্যায় নিমজ্জিত হওয়ায় তাহাদের সংসার-বীজ (সংসারে আসা যাওয়ার হেতুস্বরূপ কর্ম্মবন্ধন) বিনষ্ট হইয়া গেল; তাহাদের মায়িক প্রপঞ্চে আসা যাওয়া ঘুচিয়া গেল, তাহারা উদ্ধার প্রাপ্ত হইল। বস্তুতঃ, কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইলে সংসারবন্ধন তো থাকিতেই পারে না; এমন কি, নাম-সঙ্কীর্ত্তনেও সংসারবন্ধন বিনিষ্ট হইয়া যায়, "সঙ্কীর্ত্তন-হৈতে—পাপ-সংসার-নাশন।৩২০।১০॥"

উল্লাস—জগতের জীবের উদ্ধারই পঞ্চতত্ত্বের অবতারের একটী প্রধান অভিপ্রেত বস্তু; এক্ষণে তাহা সিদ্ধ হইল দেখিয়া তাঁহাদের অত্যন্ত আনন্দ জন্মিল।

যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে।
তত তত বাড়ে জল—ব্যাপে ত্রিভুবনে ॥ ২৬
মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দুক পাষণ্ডী যত পঢ়ুয়া অধম ॥ ২৭
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা-সবারে ছুঁইতে নারিল ॥ ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৬। **প্রেমবৃষ্টি**—প্রেমদানকে বৃষ্টির সঙ্গে তুলনা দেওয়ার সার্থকতা এই যে, উচ্চ নীচ, পবিত্র অপবিত্র, জল স্থল—সর্ব্বত্রই যেমন বৃষ্টির জল পতিত হয়; তদ্রূপ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হিন্দু, অহিন্দু, স্ত্রীপুরুষ, বালক বৃদ্ধ, ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, পাপী, পুণ্যাত্মা—সকলেই এই পঞ্চতত্ত্বের নিকটে প্রেম লাভ করিয়াছে।

২৭-২৮। প্রেমবন্যায় ত্রিভুবন প্লাবিত হইলেও বন্যা দেখিয়াই কয়েকজন লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া গিয়াছিল, প্রেমবন্যা তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। তাহাদের নাম বলিতেছেন ২৭ পয়ারে।

মায়াবাদী—শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী জ্ঞানমার্গের লোকগণ; ইঁহারা জীব ও ঈশ্বরের সেব্য-সেবকত্ব স্বীকার করেন না বলিয়া ভক্তি ও প্রেম হইতে বঞ্চিত। **কর্ম্মনিষ্ঠ**—দেহাভিনিবেশবশতঃ কর্ম্মমার্গে নিষ্ঠা আছে যাঁহাদের—সুতরাং যাঁহারা ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠান করেন না। ইহকালের বা পরকালের সুখ-ভোগই কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল; ভগবৎ-সেবার সহিত ইহার সাক্ষাৎ কোনও সম্পর্ক নাই; কাজেই কর্ম্মনিষ্ঠ লোক ভক্তি বা প্রেম পাইতে পারেন না। "কৃষ্ণ ভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমো-ধর্ম্ম ॥ ১।১।৪৭ ॥" **কুতার্কিকগণ**—ভগবদ্-বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ে তর্ক করেন যাঁহারা, অথবা ভক্তিবিরোধী তর্ক করেন যাঁহারা। ইঁহাদের তর্কদ্বারা ভক্তির আনুকূল্য তো হয়ই না, বরং ভক্তি অন্তর্হিত হইয়া যায়। তাই ইঁহারা ভক্তি বা প্রেম লাভ করিতে পারেন না। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির অচিন্ত্য মহিমার কথাই হয়তো ইঁহারা বিশ্বাস করিবেন না; এমন কি, ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথাও হয়তো বিশ্বাস করিবেন না—যেহেতু, তাঁহাদের বিবেচনানুসারে এসমস্ত বিষয় যুক্তিসিদ্ধ নহে; বাস্তবিক, কোনও যুক্তি দ্বারাই ভগবানের অচিন্ত্যমহিমা স্থাপন করা যায় না; ইহা একমাত্র অনুভবসিদ্ধ বস্তু। অনুভবলব্ধ আপ্ত বাক্যকে বাদ দিয়া যাঁহারা কেবল লৌকিক যুক্তি দ্বারাই ভগবত্তত্ত্ব বা ভগবানের মহিমাদির বিচার করিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদিগকেও কুতার্কিক বলা যায়; তাঁহাদের যুক্তি কখনও ভগবত্তত্ত্বাদিকে স্পর্শ করিতে পারেনা; সুতরাং ভক্তি বা প্রেমলাভ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। **নিন্দুক**—যাঁহারা নিন্দা করে; দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষ্যা বা অসূয়াদির বশীভূত হইয়া, কিম্বা স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত যাহারা পরের কল্পিত বা বাস্তব দোষের কীর্ত্তন করে, তাহাদিগকেই নিন্দুক বলা হয়। এরূপ নিন্দুকের চিত্ত সর্ব্বদা হীন ভাবে পূর্ণ থাকে বলিয়া তাহাতে ভক্তি-দেবীর স্থান হইতে পারে না; তাই নিন্দুক ব্যক্তি ভক্তি বা প্রেমলাভে অসমর্থ। **পাষণ্ডী**—নাস্তিক, ভগবদ্বহির্ম্মুখ। ভগবদ্বহির্ম্মুখ বলিয়া পাষণ্ডীগণ ভক্তি বা প্রেম পাইতে পারে না। **পঢ়ুয়া অধম**—পড়ুয়া (বা ছাত্র) দিগের মধ্যে অধম (বা নিকৃষ্ট) যাহারা। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সময়ে নবদ্বীপে বহু সংখ্যক ছাত্র বিভিন্ন টোলে পড়াশুনা করিতেন; তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কুতার্কিক, নিন্দুক বা নাস্তিক ছিলেন, তাঁহাদিগকেই "অধম পড়ুয়া" বলা হইয়াছে; কারণ, ভক্তি-শাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণভক্তিই বিদ্যাশিক্ষার মুখ্যতম উদ্দেশ্য; "পড়ে কেনে লোক?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে। সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে॥ চৈতন্যভাগবত। আদি। ৮ম অঃ॥" তাই, কৃষ্ণভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলা হয়। "প্রভু কহে কোন বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার। রায় কহে—কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥ ২।৮।১৯৯॥" কাজেই যে সমস্ত পড়ুয়া পড়াশুনা করিয়াও কৃষ্ণভক্তি চর্চ্চা করেন না, পরন্তু ভক্তিবিরোধী কুতর্ক, নিন্দা, নাস্তিকাচারেই লিপ্ত থাকেন, তাঁহাদিগের বিদ্যাশিক্ষাই নিরর্থক, তাঁহাদিগকে "অধম পড়ুয়া" বলিলে অসঙ্গত কিছু বলা হয় না। ভক্তি বা প্রেমলাভ ইহাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ প্রভৃতিকে প্রেমবন্যা স্পর্শ করিতে পারে নাই; অর্থাৎ তাঁহারা প্রেমলাভ করিতে পারেন নাই; কারণ, কুতর্ক, নাস্তিকতা প্রভৃতির বশে তাঁহারা প্রেমলাভের উপায়-স্বরূপ শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনাদির উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই; পরন্তু নিন্দাদি দ্বারা নামাপরাধেই লিপ্ত হইয়াছেন।

তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন—।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন ॥ ২৯
কেহ কেহ এড়াইল— প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ।
তা-সভা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ ॥ ৩০
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার ॥ ৩১
চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ আশ্রমে।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্মে ॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেইসব—মায়াবাদী প্রভৃতি। **মহাদক্ষ**—অত্যন্ত চতুর। বন্যার সূচনা দেখিয়া চতুর লোক যেমন দূরে পলাইয়া যায়, সপার্ষদ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমদান-লীলাকে দেশের এবং ধর্ম্মের পক্ষে অনিষ্টজনক মনে করিয়া এই সমস্ত লোকও নামকীর্ত্তনাদি হইতে দূরে সরিয়া থাকিতেন। তাই ব্যঙ্গ করিয়া গ্রন্থকার তাঁহাদিগকে "মহাদক্ষ" বলিয়াছেন। পাষণ্ডীগণ যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নামসঙ্কীর্ত্তনকে অমঙ্গল-জনক মনে করিতেন, তাহার প্রমাণ :—"যে না ছিল রাজ্য দেশে আনিয়া কীর্ত্তন। দুর্ভিক্ষ হইল—সব গেল চিরন্তন ॥ দেবে হরিলেক বৃষ্টি—জানিল নিশ্চয়। ধান্য মরি গেল, কড়ি উৎপন্ন না হয় ॥ চৈতন্যভাগবত। মধ্য। ৮মঅ ॥" "হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই। যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই ॥ ১।১৭।১৯৭ ॥ হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি ॥ কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ রাড় বাড়। এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥ ১।১৭।২০৩—২০৪ ॥"

২৯-৩০। **তাহা দেখি**—মায়াবাদী প্রভৃতি পলাইয়া গেল (অর্থাৎ প্রেম পাইলনা) দেখিয়া। **ডুবাইতে**—প্রেমবন্যায় ডুবাইতে; সকলকে প্রেম দিতে। **এড়াইল**—পলাইয়া গেল; প্রেম পাইল না। **প্রতিজ্ঞা**—সকলকেই প্রেমদানের প্রতিজ্ঞা। জগদ্বাসী সকলকেই প্রেমদান করিবেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), ইহাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রতিজ্ঞা বা সঙ্কল্প ছিল। **রঙ্গ**—কৌশল।

৩১। **এত বলি**—মনে মনে এইরূপ বলিয়া (চিন্তা করিয়া)। **করিয়া বিচার**—সন্ন্যাস-গ্রহণ সম্বন্ধে প্রভুর মানসিক বিচার ১।১৭।২৫৩—২৬০ পয়ারে বিবৃত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—পড়ুয়া-আদি আমার নিন্দা করিয়া অপরাধী হইতেছে; এই অপরাধ হইতে মুক্ত না হইলে তাহাদের চিত্তে ভক্তির উদ্রেক হইতে পারে না; অথচ তাহাদিগের অপরাধ মোচনের কোনও উপলক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে না। আমাকে যদি একটা নমস্কার করিত, তাহা হইলে সেই নমস্কারের উপলক্ষ্যেই তাহাদিগকে অপরাধমুক্ত করা যাইত; কিন্তু আমার বর্ত্তমান অবস্থায় তো তাহারা আমাকে নমস্কার করিবে না। আমি যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করি, তাহা হইলে সন্ন্যাসী-জ্ঞানে তাহারা আমাকে নমস্কার করিতে পারে। "অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব। সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥ প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়। নির্ম্মল-হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয় ॥ ১।১৭।২৫৮-৫৯ ॥" **সন্ন্যাস আশ্রম** ইত্যাদি—সন্ন্যাসী হইলেন। পরবর্ত্তী ১।৭।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩২। **যতি ধর্ম্মে**—সন্ন্যাস। **পঞ্চবিংশতি** ইত্যাদি—পঁচিশ বৎসর-বয়ঃক্রমকালে (পঁচিশ বৎসরের প্রায় আরম্ভে) প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। মধ্য-লীলার প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়—"চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস। তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥ ২।১।১১॥" এই পয়ারে "চব্বিশ বৎসর শেষে"-বাক্যে "চব্বিশ বৎসর শেষ বা পূর্ণ হইলে তাহার পরের অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি বর্ষের"—এইরূপ অর্থ করিলে বুঝা যায়, পঞ্চবিংশতি-বর্ষের (অর্থাৎ ১৪৩২ শকের) মাঘ-মাসের শুক্লপক্ষে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ অর্থ করিলে আলোচ্য-পয়ারের পঞ্চ-বিংশতি"-শব্দের সহিত সামঞ্জস্য থাকে; কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত মনে হয় না। শ্রীমুরারি-গুপ্ত-রচিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-চরিতামৃতম্ বলেন, "ততঃ শুভে সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণে কুম্ভং প্রয়াতে মকরাৎ মনীষী। সন্ন্যাস-মন্ত্রং প্রদদৌ মহাত্মা শ্রীকেশবাখ্যো হরয়ে বিধানবিৎ ॥ ৩।২।১০ ॥" এই শ্লোকেরই মর্ম্ম অবলম্বন করিয়া শ্রীলোচনদাস-ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে বলিতেছেন—"মুণ্ডন করিয়া প্রভু দেখি শুভক্ষণে। সন্ন্যাস করয়ে শুভদিন সংক্রমণে ॥ মকর নেউটে কুম্ভ আইসে হেন বেলে। সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেন কালে ॥ মধ্যখণ্ড।"

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ। যতেক পলাঞাছিল তার্কিকাদি গণ ॥ ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মাঘমাসের সংক্রান্তিতেই সূর্য্যদেব মকররাশি হইতে কুম্ভরাশিতে সংক্রমণ করেন ; সুতরাং উদ্ধৃত প্রমাণ দুইটী হইতে মনে হয়, মাঘমাসের সংক্রান্তি-দিনেই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন শকের মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ? শ্রীমন্মহাপ্রভু আটচল্লিশ বৎসর মাত্র প্রকট-লীলা করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে "চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান। ২।১।১০॥ চব্বিশবৎসর ছিলা গৃহস্থ-আশ্রমে। ১।৭।৩২॥ সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশবৎসর অবস্থান। ২।১।১২॥" যদি মনে করা যায় যে, পঞ্চবিংশতি-বর্ষের (১৪৩২ শকের) মাঘমাসেই প্রভু সন্ন্যাস করিয়াছিলেন, তাহা হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে গৃহস্থাশ্রমে পচিশ বৎসর এবং সন্ন্যাসাশ্রমে তেইশ বৎসর (১৪৫৫—১৪৩২ = ২৩) মাত্র অবস্থান হয় ; তাহাতে শ্রীগ্রন্থের উক্তির সঙ্গে বিরোধ জন্মে ; কিন্তু যদি মনে করা যায় যে, চতুর্ব্বিংশতি বর্ষের (১৪৩১ শকের) মাঘমাসেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলেই গৃহস্থাশ্রমে চব্বিশ বৎসর অবস্থান হইতে পারে। কাজেই "চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘমাস"-বাক্যের এইরূপ অর্থ করিতে হইবে :—চতুর্ব্বিংশতি-বৎসরের শেষাংশে (১৪৩১ শকে) যে মাঘমাস।" অর্থাৎ ১৪৩১ শকের মাঘমাসের সংক্রান্তিদিনেই প্রভু সন্ন্যাস করিয়াছিলেন। তাহা হইলে, আলোচ্য-পয়ারের "পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্মে"—বাক্যের অর্থ এইরূপ করিতে হইবে :—"পঞ্চবিংশতি বর্ষের প্রায় আরম্ভে।" পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায়, ১৪৩১ শকাব্দার মাঘমাসের সংক্রান্তি-দিনে শুক্লপক্ষ ছিল। জ্যোতিষের সূক্ষ্মগণনায় জানা যায়, ঐ সংক্রান্তি-দিনে পূর্ণিমাও ছিল ; প্রভু ১৪৩১ শকের মাঘী সংক্রান্তিতে পূর্ণিমা তিথিতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষের গণনায় ইহাও জানা যায় যে, ১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুন তারিখে প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল ; সুতরাং ১৪৩১ শকের ২৩শে ফাল্গুনেই প্রভুর ক্রমলীলার বয়স চব্বিশ বৎসর শেষ হইয়া পচিশ আরম্ভ হইত ; তাই সন্ন্যাসের তারিখকে মোটামোটি হিসাবে পঞ্চবিংশতি বর্ষের প্রায় আরম্ভ বলা যায়, তফাৎ মাত্র ২৩ দিনের। প্রভুর আবির্ভাবের এবং সন্ন্যাসের সময় সম্বন্ধীয় জ্যোতিষের গণনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

৩৩। **কৈল আকর্ষণ**—নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিলেন ; নিজের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাইলেন এবং নিজের প্রচারিত মতের অনুবর্ত্তী হওয়ার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত করিলেন। **পলাঞাছিল**—পলাইয়াছিল ; গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান কালে প্রভুর নিকট হইতে দূরে সরিয়া ছিল এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম-মতের অনুসরণ করিতে অনিচ্ছুক ছিল। **তার্কিকাদি**—কুতর্কনিষ্ঠ, ভগবদ্‌বিদ্বেষী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ।

সাধারণতঃ, যাঁহার মনে মুখে এক, যাঁহার মধ্যে আন্তরিকতা ও আত্মত্যাগ দৃষ্ট হয়, তাঁহার প্রতিই লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মে। লোকে যখন দেখিল—শ্রীমন্মহাপ্রভু ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া তাঁহার নিতান্ত আপনার জনগণকে দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া সুখের ঘর-সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন—তাঁহার নিরাশ্রয়া বৃদ্ধা জননী, যিনি পতি-শোকে ম্রিয়মাণা, যিনি একাদিক্রমে আটটী সন্তানের মৃত্যুজনিত শোকে এবং তৎপরে সর্ব্বগুণ-ভূষিত উপযুক্ত পুত্র বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-গ্রহণ-জনিত হৃদয়বিদারক দুঃখে জর্জ্জরিত এবং একমাত্র সন্তান শ্রীনিমাইয়ের মুখ দেখিয়াই যিনি এত দুঃখেও জীবন ধারণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার ভরণ-পোষণ ও তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত আপনজন আর কেহই ছিলনা, সেই নিরাশ্রয়া মাতাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন—লোকে যখন দেখিল—মাত্র অল্প কয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি দ্বিতীয় বার যাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সরলা পতিপ্রাণা এবং স্বামীতে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীলা পরমাসুন্দরী কিশোরী ভার্য্যা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন—লোকে যখন দেখিল—বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ শ্রীনবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজের মুকুট-মণিরূপে এবং সমগ্র ভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ দিগ বিজয়ী পণ্ডিত-গণের সহিত বিচার-যুদ্ধে অবিসংবাদিত বিজেতারূপে—ধন সম্পত্তি, যশ, প্রসার-প্রতিপত্তি যত কিছু তিনি পাইতেছিলেন, তৎসমস্তকে মলবৎ ত্যাগ করিয়া তিনি দীনহীন কাঙ্গালের বেশে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন—তখন সকলেই,—এমন কি যাঁহারা এপর্য্যন্ত শ্রীনিমাই-পণ্ডিতকে ধর্ম্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, বিদ্যাগর্ব্বী-আদি মনে করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ

পঢ়ুয়া পাষণ্ডী কর্ম্মী নিন্দকাদি যত।
তারা আসি প্রভু-পায় হয় অবনত ॥ ৩৪

অপরাধ ক্ষমাইল,—ডুবিল প্রেমজলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজালে ॥ ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিতেন, তাঁহারাও—উদ্দিষ্ট বিষয়ে প্রভুর আন্তরিকতা এবং লক্ষ্য-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তাঁহার আত্মত্যাগ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িলেন।

৩৪। **পঢ়ুয়া**—টোলের ছাত্র। **পাষণ্ডী**—ভগবদ্‌বিদ্বেষী। **কর্ম্মী**—কর্ম্মমার্গে রত ব্যক্তিগণ। **নিন্দক**—যাহারা কেবল পর-নিন্দাতেই আনন্দ পায়। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭-২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রভু যখন গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, তখন যে সমস্ত পঢ়ুয়া, পাষণ্ডী, কর্ম্মী-আদি তাঁহার নিন্দা করিত, প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তাহারা সকলেই আসিয়া তাঁহার পদানত হইল।

৩৫। **অপরাধ**—প্রভুর নিন্দাজনিত অপরাধ। **ক্ষমাইল**—ক্ষমা করিলেন (প্রভু)। প্রভুর নিন্দা করাতে তাহাদের যে অপরাধ হইয়াছিল, প্রভুর পদানত হওয়ায় প্রভু তাহাদের সেই অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং অপরাধ ক্ষমা করা মাত্রই তাহারা **ডুবিল প্রেমজলে**—ভগবৎ-প্রেম-সমুদ্রে নিমগ্ন হইল। যতক্ষণ মহতের অবমাননা-জনিত অপরাধ থাকে, ততক্ষণ চিত্তে ভগবৎ-প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারেনা। **কেবা এড়াইবে ইত্যাদি**—প্রভু যে প্রেমের বিস্তীর্ণ জাল পাতিয়াছেন, কেহই তাহা ছাড়িয়া দূরে থাকিতে পারেনা।

এস্থলে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে—প্রেমদান করিবার নিমিত্তই যদি মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তবে যাহারা তাঁহার নিন্দা করিয়াছিল, তাঁহাদের অপরাধ তিনি গ্রহণ করিলেন কেন এবং অপরাধ গ্রহণ করিলেও গৃহস্থাশ্রমে থাকা কালেই তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তিনি তাহাদিগকে প্রেম দিলেন না কেন? তাঁহার পদানত হওয়ার অপেক্ষা রাখিলেন কেন? তাহাদের অপরাধ ক্ষমার নিমিত্ত পদানত হওয়ার অপেক্ষা রাখায় তাঁহার অহমিক এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা প্রকাশ পাইতেছে কিনা? ইহার উত্তরে বলা যায় যে—এই ব্যাপারে মহাপ্রভুর অহমিকার বা প্রতিহিংসাপরায়ণতার কিছুই নাই। আসল কথা এই যে, মনের যেরূপ অবস্থায় লোক মহাপ্রভুর ন্যায় ব্যক্তির ধর্ম্ম-প্রচার-মূলক কার্য্যের নিন্দা করিতে পারে, চিত্তের সেই অবস্থা যতদিন থাকিবে, ততদিন ভক্তি বা প্রেম হৃদয়ে স্থান পাইতে পারেনা—কেহ দিলেও চিত্ত তাহা গ্রহণ করিতে পারেনা; চিত্তের এইরূপ অবস্থাজনিত ব্যবহারে অপরে অপরাধ গ্রহণ না করিলেও চিত্তের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না চিত্ত ভক্তির আবির্ভাবের যোগ্য হইতে পারেনা; সুতরাং নিন্দকাদির ব্যবহারে মহাপ্রভুর অহমিকায় আঘাত লাগিয়াছে বলিয়াই যে তিনি তাহাদের অপরাধ গ্রহন করিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি হয়তঃ তাহাদের অপরাধ গ্রহণই করেন নাই—করিতেও পারেন না; কারণ, তাঁহার উদ্দেশ্য—সকলকে প্রেম দান করা; অপরাধ গ্রহণ করিলে আর প্রেম দিবেন কিরূপে? নিন্দাকারীদের চিত্তের অবস্থার পরিবর্ত্তনের নিমিত্তই বরং তিনি উৎকণ্ঠিত হইলেন। কাহারও চিত্তের পরিবর্ত্তন কেবল বাহির হইতে অপর কাহারও দ্বারা সাধিত হইতে পারেনা—ভিতর হইতে পরিবর্ত্তন না হইলে প্রকৃত পরিবর্ত্তনই সম্ভব নহে; ভিতর হইতে এইরূপ পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত নিজের ত্রুটীর সম্যক্ অনুভূতি এবং তজ্জন্য তীব্র অনুতাপ একান্ত প্রয়োজনীয়; প্রভুর অপূর্ব্ব আন্তরিকতা এবং আত্মত্যাগ দেখিয়া নিন্দাকারীরা নিজেদের ত্রুটী স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল এবং অনুতাপানলে তাহাদের চিত্তের মলিনতা যখন সম্যক্‌রূপে দগ্ধীভূত হইয়া গেল, তখনই তাহাদের অপরাধের বীজ নষ্ট হইল, তখনই তাহাদের চিত্ত প্রেমভক্তির আবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করিল; (প্রভুর পদানত হওয়া দ্বারা তাহাদের অনুতাপই প্রকাশ পাইতেছে); প্রভু যখন দেখিলেন, তাহাদের চিত্ত প্রেমভক্তি গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তখনই তিনি তাহাদিগকে প্রেমভক্তি দান করিলেন। তাঁহার পদানত হওয়ার অপেক্ষা তিনি রাখেন নাই, সুতরাং ইহাতে তাঁহার কোনওরূপ প্রতিহিংসাপরায়ণতার কথাও উঠিতে পারেনা;

সভা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
সভা নিস্তারিতে করেন চাতুরী অপার ॥ ৩৬

তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ-আদি।
সবে এক এড়াইল কাশীর মায়াবাদী ॥ ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পদানত হওয়ার দ্বারা তাহাদের চিত্তের যে অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, সেই অবস্থার অপেক্ষামাত্র তিনি রাখিয়াছিলেন--কারণ সেই অবস্থা না হইলে তাহারা প্রেম গ্রহণ করিতে পারিত না।

এস্থলে কেহ হয়তো প্রশ্ন করিতে পারেন—প্রভু যে অপূর্ব্ব প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করাইয়াছিলেন, তাহার অবিচিন্ত্য মহাশক্তিতে বহু লোকেরইতো অপরাধাদি-জনিত চিত্তকল্মষ প্রভুর মুখে হরিনাম শুনামাত্র বা প্রভুর দর্শন মাত্র দূরীভূত হইয়াছে এবং সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। পঢ়ুয়া-পাষণ্ডীদের বেলায় প্রভু সেই শক্তি প্রকাশ করিলেন না কেন? ইহার উত্তর বোধ হয় এই যে, প্রভুর প্রকটলীলার পরবর্ত্তীকালের জীবদিগের মঙ্গলের নিমিত্তই তিনি পঢ়ুয়া পাষণ্ডী, চাপালগোপাল প্রভৃতির বেলায় অপরাধ-ক্ষালনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। দৃষ্টিমাত্রেই যাঁহাদের কৃতার্থ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহার কাহার প্রেমপ্রাপ্তির প্রতিকূল অপরাধ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। চাপালগোপাল, পঢ়ুয়া-পাষণ্ডীদের অপরাধ ছিল, তাহা সর্ব্বজনবিদিত; তাহাদের অপরাধ ক্ষালনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া কেবল দৃষ্টি-আদি দ্বারাই যদি তাহাদিগকে প্রেমদান করিয়া প্রভু কৃতার্থ করিতেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী-কালের লোকগণ মনে করিত—প্রেমপ্রাপ্তি-বিষয়ে অপরাধাদি গুরুতর অন্তরায় নহে। গুরুতর অন্তরায় হইলে প্রভু তাহাদিগকে প্রেম দিতেন না। এইরূপ মনে করিয়া অপরাধ হইতে দূরে সরিয়া থাকার জন্য লোক সচেষ্ট হইত না। অপরাধবিষয়ে লোককে সতর্ক করার জন্যই প্রভু পঢ়ুয়া-পাষণ্ডীদের এবং চাপাল-গোপাল-আদির অপরাধ ক্ষালনের নিমিত্ত বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। অন্যের কথা তো দূরে, শচীমাতাকে উপলক্ষ্য করিয়াও প্রভু অপরাধের গুরুত্ব জীবগণকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ১।৮।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৬। **সভা**—সকলকে। **কৃপা-অবতার**—কৃপা পূর্ব্বক অবতার, অথবা কৃপার বিগ্রহরূপে অবতার। **চাতুরী**—চতুরতা; কৌশল। নিন্দকদিগের নিস্তারের নিমিত্ত তিনি যে চাতুরী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ; সন্ন্যাস দেখিয়াই নিন্দকগণ তাঁহার অদ্ভুত আন্তরিকতা ও ত্যাগের পরিচয় পাইয়াছে এবং তাহাতেই তাহাদের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

৩৭। **তবে**—তাহার পরে; নিন্দকাদির উদ্ধারের পরে। **ম্লেচ্ছ**—অহিন্দু; অনেক মুসলমান, অনেক কোলভীল আদি পার্ব্বত্যজাতিও প্রভুর ভক্ত হইয়াছিল। **কাশীর মায়াবাদী**—কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ—প্রকাশানন্দ-সরস্বতী যাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথেই প্রভু তাঁহাদিগকে প্রেম-ভক্তি দান করেন; তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহারা মায়াবাদীই ছিলেন; অদ্বৈতবাদের আচার্য্য শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের অনুগত সাধকদিগকে **মায়াবাদী**—বলে; তাঁহারা মনে করেন, জীব ও ব্রহ্মে অভেদ; কেবল মায়ার প্রভাবেই ভেদ প্রতীত হইতেছে; সংসারে যে বিভিন্ন বস্তু দৃষ্ট হইতেছে, ইহাদের বাস্তব সত্তা কিছুই নাই, এক ব্রহ্ম ব্যতীত কোথায়ও অন্য কোনও বস্তু নাই, থাকিতেও পারে না—মায়ার প্রভাবেই বিভিন্ন বস্তুর পৃথক্ সত্তার জ্ঞান আমাদের মনে জাগিয়াছে। যখন এই মায়ার প্রভাব ছুটিয়া যাইবে, তখন জীব বুঝিতে পারিবে—যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছিল, তৎসমস্তই মিথ্যা, নিজের যে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল বলিয়া মনে হইত, তাহাও মিথ্যা; সমস্তই ব্রহ্ম, জীব নিজেকেও তখন ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারিবে। এইমতের পোষণকারীরা এইরূপে ব্যবহারিক জগতের সমস্তকেই মায়ার প্রভাব-জাত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে মায়াবাদী বলা হয়। জীব-ব্রহ্মে অভেদ মনে করে বলিয়া মায়াবাদীরা ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সেব্য-সেবকত্ব-সম্বন্ধ স্বীকার করেন না; কাজেই তাঁহাদের মত ভক্তি-বিরোধী; সুতরাং ভক্তিলাভের নিমিত্ত তাঁহাদের পক্ষেও মহাপ্রভুর কৃপার প্রয়োজন ছিল। (প্রকাশানন্দ-উদ্ধারের

বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদিগণ তাঁরে লাগিল নিন্দিতে—॥ ৩৮
সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন নাচন।
না করে বেদান্তপাঠ—করে সংকীর্ত্তন॥ ৩৯
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে।
ভাবক হইয়া ফিরে ভাবকের সনে॥ ৪০
এ সব শুনিঞা প্রভু হাসে মনে মনে।
উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্ভাষণে॥ ৪১
উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমন।
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিস্তৃত বিবরণ মধ্যলীলার পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে একাংশের মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে)।

৩৮। নীলাচল হইতে ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবন যাইবার সময় প্রভু কাশীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। কাশীতে তখন শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ-সরস্বতী ছিলেন; আর ছিলেন তাঁহার দশ হাজার সন্ন্যাসী শিষ্য। তখনকার দিনে প্রকাশানন্দ-সরস্বতীই ছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের মায়াবাদী-সন্ন্যাসীদের মধ্যে—বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, প্রতিভায়, প্রতিপত্তিতে—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার পরেই ছিল গৃহী শ্রীপাদ বাসুদেব-সার্ব্বভৌমের স্থান; শ্রীমন্ মহাপ্রভু সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরে নীলাচলে যাইয়াই মায়াবাদী সার্ব্বভৌমকে ভক্তিমার্গে আনয়ন করিয়াছিলেন; এবার তিনি প্রকাশানন্দের পাটস্থান কাশীতে আসিলেন; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের কথা এবং তাঁহার ভক্তিপ্রচারের কথা প্রকাশানন্দ পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন; শুনিয়া প্রভুর সম্বন্ধে একটু অবজ্ঞার ভাবই তিনি পোষণ করিতেছিলেন। কাশীতে আসিয়াও প্রভু ঐরূপ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানাদি করিতেছেন জানিয়া সশিষ্য প্রকাশানন্দ বিশেষরূপেই বিরক্ত হইলেন—বিরক্ত হইয়া প্রভুর নিন্দা করিতে লাগিলেন। কিরূপ নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

৩৯-৪০। তাঁহারা নিন্দা করিয়া বলিতেন—"শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসী হইলে কি হইবে? কিন্তু নিতান্ত মূর্খ; তাই মূর্খ ভাবপ্রবণ লোকদিগের সঙ্গে মিশিয়া নিজেও ভাবপ্রবণতা প্রকাশ করিতেছে; নিজের প্রকৃত ধর্ম্ম কি, তাহা সে জানে না; বেদান্তপাঠই সন্ন্যাসীর প্রকৃত ধর্ম্ম—নামসঙ্কীর্ত্তন, নৃত্যগীত—এসব সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে; কিন্তু নিজের মূর্খতাবশতঃ সে বেদান্তপাঠ করে না—করে সঙ্কীর্ত্তন, আর সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে নর্ত্তন!"

গায়ন—গীত। **নাচন**—নৃত্য। **সন্ন্যাসী হইয়া**—তৎকালে যাহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই মায়াবাদী ছিলেন; শঙ্করাচার্য্যকৃত মায়াবাদমূলক বেদান্তভাষ্যই তাঁহাদের নিত্যপাঠ্য ছিল। তাই সন্ন্যাসী দেখিলেই লোকে মনে করিত—ইনি মায়াবাদী; কোনও সন্ন্যাসী যে ভক্তিধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, কিম্বা মায়াবাদ ব্যতীত অন্য কোনও মতের অবলম্বন করিতে পারেন—এরূপ ধারণা কাহারই ছিল না, স্বয়ং প্রকাশানন্দেরও ছিল না। তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আচরণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা মনে করিতেন -"সন্ন্যাসী হইয়া নৃত্যগীত করে, বেদান্ত পড়ে না, ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার! এ নিতান্তই মূর্খ।" **বেদান্ত**—ব্রহ্মসূত্র। কিন্তু তৎকালে (অধিকাংশ স্থলে এখনও) সন্ন্যাসিগণ বেদান্ত বলিতে বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্যই (অথবা শঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ী বেদান্তই) বুঝিতেন। **ভাবক**—ভাবপ্রবণ; মানসিক-দুর্ব্বলতা-হেতু অতি সামান্য কারণেই পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া যাহারা চঞ্চল বা উতালা হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে ভাবক বা ভাবপ্রবণ লোক বলে। ২।১৭।১১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪১। প্রভু এসমস্ত নিন্দাময় কথা শুনিয়া মনে মনে উপেক্ষার হাসি হাসিলেন—কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না; উপেক্ষা করিয়া কোনও সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপও করিলেন না। এই উপেক্ষা প্রভুর আত্মম্ভরিতা হইতে জন্মে নাই; ভক্তিবিষয়ে সন্ন্যাসীদের অজ্ঞতা দেখিয়া তাঁহাদের নিন্দাদির প্রতি কোনওরূপ গুরুত্ব দান করিলেন না। **সম্ভাষণ**—আলাপ।

৪২। বৃন্দাবনে যাওয়ার সময় প্রভু কোনও সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ না করিয়াই বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন; বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে তিনি আবার কাশীতে আসিয়াছিলেন।

কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখর।
তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ৪৩
তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষানির্ব্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥ ৪৪

সনাতন-গোসাঞি আসি তাহাঁই মিলিলা।
তাঁর শিক্ষা লাগি প্রভু দু'মাস রহিলা ॥ ৪৫
তাঁরে শিক্ষাইলা সব বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
ভাগবত-আদি শাস্ত্রে যত গূঢ় মর্ম্ম ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৩। **লেখক**—গ্রন্থাদি নকল করিয়া (লিখিয়া) যিনি জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ অর্থোপার্জ্জন করিতেন। তৎকালে ছাপাখানা ছিল না। হাতে লেখা গ্রন্থই সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল; অনেক লোক এই ভাবে কেবল গ্রন্থ লিখিয়াই জীবিকা অর্জ্জন করিত; চন্দ্রশেখর ছিলেন তাঁহাদের একজন; তিনি ছিলেন জাতিতে শূদ্র। কবিরাজ-গোস্বামী অন্যত্র চন্দ্রশেখরকে বৈদ্য বলিয়াছেন (১।১০।১৫০ এবং ২।১৭।৮৮)। এই পয়ারে অব্রাহ্মণ-অর্থেই শূদ্রশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। **স্বতন্ত্র**—স্বাধীন। যিনি কোনও বিধি-নিষেধের বা লোকাচারাদির অধীন নহেন, নিজের ইচ্ছানুসারেই যিনি সর্ব্বদা চলেন, তাঁহাকে বলে স্বতন্ত্র। শূদ্রের দর্শন পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ (তাই শূদ্রাভিমানী রায়রামানন্দ প্রভুকে বলিয়াছিলেন—"মোর দরশন তোমা—বেদে নিষেধয়। ১।৮।৩৪)"; কিন্তু প্রভু শূদ্র-চন্দ্রশেখরের গৃহেই অবস্থান করিতে লাগিলেন; তাহাতে দর্শন তো দূরের কথা, স্পর্শ পর্য্যন্তও হইত। যাহাহউক, সন্ন্যাসীর পক্ষে শূদ্রের দর্শন-বিষয়ে নিষেধ-বিধি থাকা সত্ত্বেও প্রভু কেন চন্দ্রশেখরের ঘরে অবস্থান করিলেন, এই প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই গ্রন্থকার বলিতেছেন—প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তিনি কোনও বিধি-নিষেধের অধীন নহেন, তিনি সমস্ত বিধি-নিষেধের অতীত; তিনি নিজের ইচ্ছায় চলেন—তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে, তাই তিনি লৌকিক-লীলায় সন্ন্যাসী হইয়াও শূদ্র-চন্দ্রশেখরের ঘরে বাস করিলেন। এইরূপই এই পয়ারের "শূদ্র" ও "স্বতন্ত্র";-শব্দদ্বয়ের সার্থকতা বলিয়া মনে হয়।

অথবা, **স্ব**—স্বীয়, স্বীয়জন, স্বীয়ভক্ত; তদ্দ্বারা তন্ত্রিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়েন যিনি, অর্থাৎ যিনি ভক্তাধীন, তিনি স্বতন্ত্র। প্রভু ভক্ত-পরাধীন বলিয়াই চন্দ্রশেখরের ভক্তির বশীভূত হইয়া সাম্প্রদায়িক বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করিয়াও তাঁহার গৃহে বাস করিলেন। শ্রীভগবান্ যে ভক্তপরাধীন, তাহা তিনি নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। "অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ শ্রীভা, ৯।৪।৬৩ ॥"

সন্ন্যাসীর পক্ষে শূদ্রের দর্শনাদি যে নিষিদ্ধ, ইহা সন্ন্যাসীদের একটা সাম্প্রদায়িক বা সামাজিক বিধি; আত্ম-ধর্ম্মের তুলনায় সাম্প্রদায়িক বিধি যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, প্রভুর আচরণে তাহাও সূচিত হইল।

৪৪। চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে থাকিতেন বটে, কিন্তু প্রভু আহার করিতেন ব্রাহ্মণ তপনমিশ্রের ঘরে।

গৃহাস্থাশ্রমে প্রভু যখন বিদ্যাপ্রচারার্থ একবার পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন, তখন পদ্মাতীরবর্ত্তী কোনও একস্থানে অবস্থান-কালে এই বৃদ্ধ **তপন-মিশ্রই** প্রভুর নিকটে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; প্রভু তাঁহাকে নামসঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছিলেন; তপন-মিশ্র তখন প্রভুর সঙ্গে নবদ্বীপে বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে "প্রভু আজ্ঞা দিল—তুমি যাও বারাণসী ॥ তাঁহা আমার সঙ্গে তোমার হবে দরশন ॥১।১৬।১৪-১৫॥" এতদিনে প্রভুর সেই বাক্য সফল হইল।

ভিক্ষা—সন্ন্যাসীর আহারকে ভিক্ষা বলে। **সন্ন্যাসীর সঙ্গে ইত্যাদি**—কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের কোনও স্থানে নিমন্ত্রণ হইলে, সেই স্থানে যদি (সন্ন্যাসী বলিয়া) প্রভুরও নিমন্ত্রণ হইত, (সম্ভবতঃ মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিবার অভিপ্রায়ে) প্রভু সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না।

৪৫-৪৬। **তাহাঁই**—কাশীতেই। প্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনই গৌড়েশ্বর-হুসেন সাহের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া (মধ্যলীলা ১৯শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) শ্রীপাদ সনাতন কাশীতে আসিয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন। প্রভু সনাতনের শিক্ষার নিমিত্তই দুইমাস কাশীতে অবস্থান করিলেন

ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্রতপন।
দুঃখী হঞা প্রভু পায় কৈল নিবেদন— ॥ ৪৭
কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন।
না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন ॥ ৪৮
তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ।
শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয় শ্রবণ ॥ ৪৯
ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
সেই কালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া ॥ ৫০
আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া—।
এক বস্তু মাগোঁ, দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥ ৫১
সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈলা নিমন্ত্রণ।
তুমি যদি আইস—পূর্ণ হয় মোর মন ॥ ৫২
না যাহ সন্ন্যাসী-গোষ্ঠী, ইহা আমি জানি।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি ॥ ৫৩
প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার।
সন্ন্যাসীর কৃপা-লাগি এ ভঙ্গী তাঁহার ॥ ৫৪
সে বিপ্র জানেন—প্রভু না যান কারো ঘরে
তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে ॥ ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এবং ভক্তিধর্ম্ম ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম সনাতনকে শিক্ষা দিলেন (মধ্যলীলায় ১৭.২০।২১·২২।২৩।২৪ পরিচ্ছেদে এই শিক্ষার বিষয় বিবৃত হইয়াছে)।

৪৭-৪৯। এদিকে মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বদাই প্রভুর নিন্দা করিতেছিলেন; কাশীতে অবস্থান-কালে ভক্ত-মহলে প্রভুর সুখ্যাতি ও মহিমার কথা ক্রমশঃই অধিকতর প্রচারিত হইতেছিল; তাহা শুনিয়া সন্ন্যাসীদের নিন্দার মাত্রাও বোধ হয় অধিকতর রূপে বাড়িয়া গিয়াছিল; যখন-তখনই তাঁহারা প্রভুর নিন্দা করিতেন; এ সমস্ত নিন্দার কথা শুনিয়া প্রভুর অনুগত ভক্তগণের হৃদয় যেন দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া যাইত; কোনও রকমে তাঁহারা আত্মসম্বরণ করিয়া থাকিতেন; কিন্তু শেষ কালে দুঃখ আর সহ্য করিতে না পারিয়া চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্র একদিন প্রভুকে সমস্ত কথা জানাইলেন; যাহা জানাইলেন, তাহাই এই তিন পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। **হৃদয়-শ্রবণ**—চিত্ত ও কর্ণ।

৫০। চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্রের কথা প্রভু শুনিলেন, শুনিয়া কিছু বলিলেন না, কেবল একটু হাসিলেন; ঠিক এমন সময় এক বিপ্র সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই বিপ্র ছিলেন এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ইনি কাশীতেই বাস করিতেন।

৫১-৫৩। এই বিপ্র সমস্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগকে তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে প্রভুকেও নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। দৈন্য-বিনয়ের সহিত প্রভুর চরণে ধরিয়া তিনি প্রভুকে যাহা বলিলেন, তাহা এই তিন পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

সন্ন্যাসি-গোষ্ঠি—মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের মধ্যে। **মোরে অনুগ্রহ ইত্যাদি**—বিপ্র বলিলেন, "প্রভু, তুমি যে কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশনা, তাহা আমি জানি; তথাপি (কেবল তোমার কৃপার ভরসায়) তোমার চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি—আমার প্রতি কৃপা করিয়া তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর, ইহাই মিনতি।"

৫৪-৫৫। প্রভু আর কিছু বলিলেন না, একটু হাসিলেন মাত্র; হাসিয়া বিপ্রের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

সন্ন্যাসীর কৃপা ইত্যাদি।—কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করিবার উদ্দেশ্যেই প্রভুর এই ভঙ্গী (নিমন্ত্রণ-গ্রহণরূপ ভঙ্গী)।

সে বিপ্র জানেন ইত্যাদি—প্রভু যে অপর কাহারও গৃহেই আহার করেন না, তাহা মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র জানিতেন; জানিয়াও যে তিনি প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন—বিশেষতঃ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে—ইহা কেবলই প্রভুর প্রেরণায়। বিপ্রের গৃহে সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়া তিনি সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করিবেন, ইহাই ছিল প্রভুর গূঢ় সঙ্কল্প; তাই তিনি বিপ্রের চিত্তে নিমন্ত্রণের বাসনা জাগাইলেন এবং তাঁহার উপস্থিতির নিমিত্ত কাতর প্রার্থনা জানাইবার জন্যও বিপ্রের চিত্তে আগ্রহ জন্মাইলেন। **প্রেরণায়**—আন্তরিক প্ররোচনায়। **অত্যাগ্রহ**—অতি+আগ্রহ; অত্যন্ত আগ্রহ।

আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভবনে।
দেখিলেন—বসি আছেন সন্ন্যাসীর গণে ॥ ৫৬
সভা নমস্করি গেলা পাদপ্রক্ষালনে।
পাদপ্রক্ষালন করি বসিলা সেই স্থানে ॥ ৫৭
বসিয়া করিল কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ—।
মহাতেজোময় বপু—কোটিসূর্য্যভাস ॥ ৫৮
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিল সন্ন্যাসিগণ ছাড়িয়া আসন ॥ ৫৯
প্রকাশানন্দ নামে সর্ব্বসন্ন্যাসি প্রধান।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান— ॥ ৬০
ইহাঁ আইস ইহাঁ আইস শুনহ শ্রীপাদ।
অপবিত্র স্থানে বৈস—কিবা অবসাদ ? ॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৬-৫৭। নিমন্ত্রণের দিন প্রভু সেই বিপ্রের গৃহে যথাসময়ে গেলেন; গিয়া দেখেন—সন্ন্যাসীরা পূর্ব্বেই আসিয়াছেন; তাঁহারা সকলে এক যায়গায় বসিয়া আছেন। প্রভু দূর হইতে সন্ন্যাসিগণকে নমস্কার করিয়া পাদপ্রক্ষালন করিতে গেলেন এবং পাদপ্রক্ষালন করিয়া পাদপ্রক্ষালনের যায়গাতেই বসিলেন, সন্ন্যাসীদের সভায় আসিলেন না। **পাদপ্রক্ষালন**—পা ধোওয়া।

৫৮-৫৯। পাদপ্রক্ষালনের স্থানে বসিয়া প্রভু একটু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন; তাহার ফলে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ মহা-তেজোময় হইয়া উঠিল, অঙ্গ হইতে যেন কোটি সূর্য্যের আভা প্রকাশিত হইতে লাগিল; ইহা দেখিয়াই সন্ন্যাসিগণ বিস্মিত হইয়া গেলেন—তাঁহাদের চিত্ত প্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হইল, প্রভুর প্রতি তাঁহাদের যে বিদ্বেষ-ভাব ছিল, তাহা দূরীভূত হইল—শ্রদ্ধায় তাঁহাদের চিত্ত ভরিয়া উঠিল—তাঁহারা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিদ্যাগর্ব্বে, সাধন-গর্ব্বে, প্রসার-প্রতিপত্তির গর্ব্বে—সন্ন্যাসীদের চিত্ত বেশ একটু গর্ব্বিত ছিল; তাই তাঁহারা প্রভুর নিন্দা করিতেন। একটু ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ ব্যতীত, কেবল দৈন্য-বিনয়ে বোধ হয় কাহারও গর্ব্ব থর্ব্ব হয় না; কাহারও গর্ব্ব থর্ব্ব করিতে হইলে তাহার চিত্তে তাহার নিজের সম্বন্ধে একটু হেয়তার অনুভব জাগাইয়া দেওয়া দরকার। এজন্যই বোধ হয় প্রভু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সন্ন্যাসিগণ স্তাম্ভিত হইলেন; পূর্ব্বে তাঁহারা মনে করিতেন—ইনি একজন মূর্খ ভাবুক সন্ন্যাসীমাত্র,—শাস্ত্র জানেনা, ধর্ম্ম জানেনা, আচার জানেনা, বেদান্ত পড়েনা, পড়িতে জানেও না; নিতান্ত সাধারণ লোক। কিন্তু ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মনে করিলেন—"ও বাবা! ইনি তো সাধারণ লোক নন্? কি তেজ! চক্ষু যেন ঝলসিয়া যাইতেছে!! ইঁহার নিন্দা করিয়া আমরা কত অন্যায় করিয়াছি!! ইঁহার মত শক্তি তো আমাদের নেই!" তখনই তাঁহাদের চিত্ত ফিরিয়া গেল। যদি প্রভু পূর্ব্বের মতনই দৈন্য-বিনয় মাত্র দেখাইতেন, সন্ন্যাসীরা মনে করিতেন—"মূর্খ সন্ন্যাসী, আমাদের সভায় আসিবার সাহস পাইতেছেনা; বাস্তবিক আমাদের সভায় আসিবার যোগ্যতাও তার নাই।" গর্ব্বিত-লোক বিনয়ে মুগ্ধ হয় না; প্রভু যখন দৈন্যবশতঃ পাদপ্রক্ষালন-স্থানে বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মহত্ত্ব সন্ন্যাসীদের চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, তখন তাঁহারা তাঁহাকে নিজেদের সভায় আহ্বানও করেন নাই। কিন্তু যখন ঐশ্বর্য্য দেখিলেন, তখনই শ্রদ্ধায় একেবারে আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

৬০-৬১। সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রকাশানন্দ-সরস্বতী ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তিনিও দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিলেন; তিনি অত্যন্ত সম্মানের সহিত প্রভুকে বলিলেন—"শ্রীপাদ! এখানে আসুন, সন্ন্যাসীদের সভায় আসিয়া বসুন; ওখানে অপবিত্র স্থানে কেন? কিসের দুঃখ আপনার?"

শ্রীপাদ—সন্ন্যাসীদের প্রতি সম্মানসূচক সম্বোধন। **অপবিত্র স্থানে**—পাদপ্রক্ষালনের স্থানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। **অবসাদ**—অবসন্নতা। "শ্রীপাদ! তোমার মনে এমন কি কষ্ট যে, তুমি দীনহীনের মত এত হীন স্থানে বসিয়া আছ?"—ইহাই ধ্বনি।

প্রভু কহেন—আমি হই হীনসম্প্রদায়।
তোম সভার সভায় বসিতে না জুয়ায় ॥ ৬২
আপনে প্রকাশানন্দ হাথেতে ধরিয়া।
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া। ৬৩
পুছিল—তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ?
কেশব-ভারতীর শিষ্য—তাতে তুমি ধন্য ॥ ৬৪
সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।
কি-কারণে আমা সভার না কর দর্শনে ॥ ৬৫
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন-গায়ন।
ভাবক সব সঙ্গে লৈয়া কর সংকীর্ত্তন ॥ ৬৬
বেদান্তপঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেনে কর ভাবকের কর্ম্ম ॥ ৬৭
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেনে কি ইহার কারণ ? ৬৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬২। প্রভু বলিলেন, "আমি হীন (ভারতী) সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস নিয়াছি, তোমরা উচ্চ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ; আমি তোমাদের সভায় বসিবার যোগ্য নই ; তাই এখানে বসিয়াছি।"

সন্ন্যাসীদের মধ্যে দশটী সম্প্রদায় আছে—তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, পুরী, ভারতী এবং সরস্বতী। এই সন্ন্যাসীদিগকে দশনামী সন্ন্যাসী বলে। ইঁহারা শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাঁহারই শিষ্যানুশিষ্য। কথিত আছে, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য নাকি কোনও সময়ে কোনও কারণে উল্লিখিত দশটী সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকটীর দণ্ড কাড়িয়া লইয়াছিলেন—তদবধি ইঁহারা গুরুত্যাগী হইয়া থাকেন ; আর কয়েকটীর দণ্ড অর্দ্ধেক করিয়া দিয়াছিলেন ; তদবধি ইঁহারা **হীন-সম্প্রদায়**-রূপে পরিগণিত হয়েন ; ইঁহাদের মধ্যে ভারতী-সম্প্রদায় একটী ; মহাপ্রভু ভারতী-সম্প্রদায়ে (কেশব ভারতীর নিকটে) সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া নিজেকে হীন সম্প্রদায়ী বলিয়া পরিচিত করিলেন।

প্রকাশানন্দের মনে বোধ হয় এইরূপ গর্ব্বও ছিল যে, তিনি উচ্চ সরস্বতী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ; আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হীন-ভারতী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। এই গর্ব্বের অসারতা প্রকাশানন্দের চিত্তে পরিস্ফুট করার নিমিত্তই বোধ হয় নিজের অলৌকিক ঐশ্বর্য্য সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়াও প্রভু নিজেকে হীন-সম্প্রদায়ী বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

৬৩-৬৮। প্রকাশানন্দ তখন নিজে প্রভুর হাতে ধরিয়া শ্রদ্ধা-সম্মান-সহকারে প্রভুকে সন্ন্যাসীদের সভায় নিয়া বসাইলেন ; বসাইয়া একটু উপদেশের ছলেই যেন প্রভুকে যাহা বলিলেন, তাহা এই কয় পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। এই কয় পয়ার হইতে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়—প্রকাশানন্দ যে সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—গুরুস্থানীয়,—এই অভিমান তাঁহার তখনও যায় নাই।

সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী—সর্ব্বজনানুমোদিত সম্প্রদায়েই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ ; সুতরাং তুমি সামাজিক ব্যবহারের এবং সঙ্গ করার যোগ্য। **এই গ্রামে**—কাশীতে। **সন্ন্যাসী হইয়া** ইত্যাদি—নৃত্য, কীর্ত্তন, ভাব-প্রবণ দুর্ব্বলচিত্ত লোকের সঙ্গে নামকীর্ত্তনাদি—যাহা কোনও সন্ন্যাসীরই কর্ত্তব্য হইতে পারেনা, তাহাই—তুমি করিতেছ। **বেদান্ত গঠন** ইত্যাদি—অথচ , বেদান্ত পাঠ করা, ব্রহ্মের ধ্যান করা প্রভৃতি যাহাই নাকি সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য—তাহা করিতেছ না ! **প্রভাবে**—মহিমায়। তোমার যে প্রভাব—ঐশ্বর্য্য—এইমাত্র দেখিলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তুমি সামন্য মানুব নও—তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ ; তথাপি কেন তুমি এরূপ অনুচিত হীন কর্ম্ম করিতেছ ?

প্রকাশানন্দের কথা হইতে বুঝা যাইতেছে, রঙ্গিয়া প্রভু এখানে এক রঙ্গ করিয়াছেন। প্রকাশানন্দ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদী, তিনি নারায়ণাদি সবিশেষ স্বরূপ স্বীকারই করেন না। এক্ষণে কিন্তু প্রভু অন্তর্য্যামিরূপে প্রকাশানন্দের হৃদয়ে থাকিয়া তাঁহার ভ্রান্তি দূর করিতেছেন, সবিশেষ-স্বরূপ নারায়ণের অস্তিত্বের অনুভূতি জন্মাইতেছেন এবং সেই সাক্ষাৎ নারায়ণই যে সন্ন্যাসিরূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত—তাহাও অনুভব করাইতেছেন। কিন্তু এইরূপ অনুভূতি জন্মাইয়া সঙ্গে সঙ্গেই যেন স্বীয় প্রভাবে তাহাকে আবার প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছেন ; তাই প্রকাশানন্দ আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"কেন তুমি হীনাচার কর।" (প্রভু যে নারায়ণ, এই অনুভতি প্রচ্ছন্ন না হইলে হীনাচার সম্বন্ধীয় প্রশ্নই

প্রভু কহে—শুন শ্রীপাদ। ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন—॥ ৬৯
মূর্খ তুমি তোমার নাহিক বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা, এই মন্ত্র সার ॥ ৭০

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৭১
নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম এই—শাস্ত্র-মর্ম্ম ॥ ৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মনে উঠিতে পারে না)। সম্ভবতঃ শ্রীশ্রীনাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশের সুযোগ করার নিমিত্তই প্রভু প্রকাশানন্দের সম্বন্ধে এইরূপ ভঙ্গী করিয়াছেন।

৬৯-৭০। প্রভুকে সাধারণ মনুষ্যজ্ঞানে প্রকাশানন্দ যে কয়টি প্রশ্ন করিয়াছেন, প্রভু একে একে তাহাদের উত্তর দিতেছেন। (পরবর্ত্তী ৯৩ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)। প্রকাশানন্দের ধারণা ছিল—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মূর্খ সন্ন্যাসী; তাই প্রভুও নিজেকে মূর্খ-বলিয়া প্রকাশ করিয়া উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভুর এই দৈন্যোক্তি প্রকাশানন্দের ধারণার অনুকূল হওয়ায় তিনি মনোযোগ-সহকারে প্রভুর কথা শুনিতে লাগিলেন। প্রভু যদি প্রথমেই প্রকাশানন্দের কথার প্রতিবাদ করিয়া নিজের পাণ্ডিত্য এবং ধ্যান ও বেদান্ত-পাঠাদি অপেক্ষা শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রাধান্য প্রমাণ করিতে আরম্ভ করিতেন, তাহা হইলে গর্ব্বিত প্রকাশানন্দের অভিমানে আঘাত লাগিত, প্রভুর প্রতি তাঁহার বিরক্তি ও অবজ্ঞা তাহাতে আরও বাড়িয়া যাইত; তখন তিনি আর ধৈর্য্য ও মনোযোগের সহিত প্রভুর কথা শুনিতে পারিতেন না। তাই প্রভুর এই দৈন্য "সূঁচ হইয়া ঢুকিয়া কুড়াল হইয়া বাহির হওয়ার" ন্যায় প্রতিপক্ষ-জয়ের একটী অপূর্ব্ব কৌশল। বিশেষতঃ ইহা বৈষ্ণবোচিত ব্যবহারেরও পরিচায়ক। ৬৯—৯২ পয়ারে প্রভুর মুখে প্রকাশানন্দের উক্তির উত্তর ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রভু বলিলেন—"শ্রীপাদ! আমি মূর্খ; তাহা জানিয়া আমার গুরুদেব বুঝিতে পারিলেন, আমা দ্বারা বেদান্ত-পাঠ সম্ভব হইবে না; তাই তিনি আমাকে বলিলেন—তোমার বেদান্তে অধিকার নাই, তুমি কৃষ্ণমন্ত্র জপ কর। তাই আমি বেদান্ত পড়ি না, কৃষ্ণ-নামকীর্ত্তন করি।"

এই মন্ত্র—কৃষ্ণমন্ত্র। **সার**—বেদান্তের সার; কৃষ্ণমন্ত্রই সমস্ত সাধনের সার, বেদান্তেরও সার। মন্ত্রাস্তু কৃষ্ণদেবস্য সাক্ষাদ্ভগবতো হরেঃ। সর্ব্বাবতারবীজস্য সর্ব্বতো বীর্য্যবত্তমাঃ॥ সর্ব্বেষাং মন্ত্রবর্য্যাণাং শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে। বিশেষাৎ কৃষ্ণমনবো ভোগ-মোক্ষৈক-সাধনম্॥ হ, ভ, বি ১।৮৫-৮৬॥ অষ্টাক্ষর-মন্ত্র-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—কৃষ্ণমন্ত্র "সর্ব্ববেদান্তসারার্থঃ।" হ, ভ, বি ১।৮১॥" প্রভু ভঙ্গীতে এখানে জানাইতেছেন যে, কৃষ্ণমন্ত্র সমস্ত সাধনের সার হওয়ায় ধ্যান ও বেদান্ত-পাঠাদি সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন; তাই তিনি ধ্যান করেন না এবং বেদান্ত পাঠ করেন না।

৭১-৭২। কৃষ্ণমন্ত্রই যে সার, তাহার হেতু বলিতেছেন। এস্থলে কৃষ্ণনামের প্রসঙ্গই হইতেছে: দশাক্ষরাদি কৃষ্ণমন্ত্রের প্রসঙ্গ এস্থলে হইতেছেনা; সুতরাং এস্থলে **কৃষ্ণমন্ত্র-অর্থ**—কৃষ্ণনামরূপমন্ত্র; কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণনামের প্রভাবেই কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি ঘটে এবং আনুষঙ্গিকভাবে সংসারক্ষয় হয়।

নাম বিনু ইত্যাদি—ইহার প্রমাণস্বরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। **সর্ব্বমন্ত্র সার ইত্যাদি**—যত মন্ত্র আছে, যত যত সাধন-ভজন আছে, তৎসমস্তেরই উদ্দেশ্য প্রথমতঃ সংসার-মোচন, দ্বিতীয়তঃ ভগবৎ-প্রাপ্তি। শ্রীকৃষ্ণনামদ্বারা অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবা পাওয়া যায় এবং আনুষঙ্গিকভাবে সংসারবন্ধনও ঘুচিয়া যায় বলিয়া—এক কথায়—অন্য সমস্ত মন্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলিয়া—কৃষ্ণনামই সমস্ত মন্ত্রের সার হইল।

৭০-৭২ পয়ার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর গুরুর উক্তি বলিয়া তিনি প্রকাশ করিলেন।

এত বলি এক শ্লোক শিক্ষাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥ ৭৩

তথাহি বৃহন্নারদীয়বচনং (৩৮।১২৬)—
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হরের্নামেতি। হরের্নামেত্যাদি। সত্যযুগে ধ্যানেন বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি; কলৌ তদ্ধ্যানং নাস্ত্যেব, কেবলং হরের্নামৈব ভজনমিতি। ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদিভির্বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি; কলৌ তদ্‌যজ্ঞাদি নাস্ত্যেব, কেবলং হরের্নামৈব ভজনমিতি। দ্বাপরে পরিচর্য্যাদিভি বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি; কলৌ সা পরিচর্য্যা নাস্ত্যেব, কেবলং হরের্নামৈব ভজনম। অন্যথা ধ্যানগতি রন্যথা পরিচর্য্যাগতিঃ কলৌ নাস্ত্যেব। কলৌ তৎপ্রাপণং হরিকীর্ত্তনাৎ হসন্ রোদন্ গায়ন্ নর্ত্তন্ হরিং প্রাপ্নোতি ॥৩॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৩। **এত বলি**—পূর্ব্বোক্ত পয়ারানুরূপ উপদেশ দিয়া (প্রভুর গুরু)। **এই শ্লোক**—নিম্নে উদ্ধৃত "হরের্নাম"-শ্লোক। **শিক্ষাইল**—গুরুদেব শিক্ষা দিলেন। **কণ্ঠে করি**—মুখস্থ করিয়া। হরের্নাম-শ্লোকটী শিখাইয়া গুরুদেব আমাকে (প্রভুকে) আদেশ করিলেন—"এই শ্লোকটী মুখস্থ করিয়া ইহার অর্থ বিচার করিবে।"

শ্লো। ৩। **অন্বয়**। কলৌ (কলিযুগে) অন্যথা (অন্যরূপ) গতিঃ (উপায়—সাধন) নাস্তি এব (নাই-ই), কেবলং (কেবল) হরের্নাম এব (হরির নামই গতি); কলৌ অন্যথা গতিঃ নাস্তি এব, কেবলং হরের্নাম এব; কলৌ অন্যথা গতিঃ নাস্তি এব, কেবলং হরের্নাম এব।

অনুবাদ। কলিকালে অন্য গতি নাই; কেবল হরিনামই গতি। কলিকালে অন্য গতি নাই; কেবল হরির নামই গতি। কলিকালে অন্য গতি নাই; কেবল হরির নামই গতি ॥ ৩।

অথবা, কেবল হরিনাম, হরিনাম, হরিনামই একমাত্র গতি; কলিতে অন্য গতি নাই, নাই নাই। ৩।

হরিপদ-প্রাপ্তিই সমস্ত যুগের সমস্ত সাধনের মূল উদ্দেশ্য। সত্যযুগের সাধন ছিল ধ্যান; ধ্যানদ্বারাই হরিপদ তখন প্রাপ্তি হইত; কিন্তু কলিতে সেই ধ্যানের ব্যবস্থা নাই; হরিনামই কলির একমাত্র সাধন। ত্রেতাযুগের সাধন ছিল যজ্ঞ; যজ্ঞদ্বারাই তখন হরিকে পাওয়া যাইত; কিন্তু কলিতে সেই যজ্ঞের ব্যবস্থা নাই; হরিনামই কলির একমাত্র সাধন। দ্বাপরের সাধন ছিল পরিচর্য্যা; কিন্তু কলিতে সেই পরিচর্য্যার ব্যবস্থা নাই; হরিনামই কলির একমাত্র সাধন। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-যুগের উপযোগী ধ্যান-যজ্ঞ-পরিচর্য্যার ব্যবস্থা কলিতে না থাকায়—তৎস্থলে কেবলমাত্র হরিনামের ব্যবস্থাই থাকায়—হরিনামই কলির একমাত্র সাধন; হরিনাম ব্যতীত কলিতে অন্য কোনও গতিই—সাধনাই—কার্য্যকরী নহে।

ইহা হইল বৃহন্নারদীয়-পুরাণের অভিমত; শ্রীমন্ মহাপ্রভুরও ইহা অনুমোদিত; কিন্তু মধ্যের দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে সাধন-ভক্তি-প্রসঙ্গে শ্রীমন্ মহাপ্রভু অন্যান্য মুখ্য সাধনাঙ্গের মধ্যে পরিচর্য্যা এবং ধ্যানের উপদেশও দিয়াছেন (২।২২।৬৭, ৭০) এবং "সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায় সেবন॥ সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।' —এইরূপও বলিয়াছেন (২।২২।৭৪, ৭৫); এইরূপে বিবিধ-অঙ্গ সাধন-ভক্তির উপদেশ করিয়া শেষকালে বলিয়াছেন—"এক অঙ্গ সাধে—কেহো সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ॥" (২।২২।৭৬)। সর্ব্বশেষে এক অঙ্গের সাধনেও যাঁহাদের অভীষ্ট লাভ হইয়াছে, তাঁহাদের নাম ও সাধনের উল্লেখমূলক "শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণম্" ইত্যাদি যে শ্লোক গ্রন্থকার উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীমদ্-ভাগবতোক্ত নববিধা-ভক্তি-অঙ্গেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; এই নববিধা-ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে নামকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য অঙ্গও আছে। ইহা হইতে কেহ মনে করিতে পারেন—নামকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য অঙ্গের অনুষ্ঠানেও যখন অভীষ্ট-প্রাপ্তি হইতে পারে বলিয়া শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় এবং

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ॥ ৭৪
ধৈর্য্য করিতে নারি—হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি কান্দি নাচি গাই—যৈছে মদোন্মত্ত ॥ ৭৫
তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার ॥ ৭৬
পাগল হইলাঙ আমি—ধৈর্য্য নহে মনে।
এত চিন্তি নিবেদিলুঁ গুরুর চরণে— ॥ ৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"এক অঙ্গ-সাধে" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুও যখন তাহা স্বীকার করিতেছেন, তখন বৃহন্নারদীয় পুরাণের "নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"—বাক্যের সার্থকতা থাকে কোথায়?

ইহার সমাধান এইরূপে হইতে পারে—বৃহন্নারদীয়-পুরাণোক্ত "হরের্নাম"-শ্লোকের অনুমোদন করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীহরিনামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বব্যাপকতাই স্বীকার ও প্রচার করিয়াছেন। এইরূপে সর্ব্বব্যাপকতা স্বীকার করিয়া সাধন-ভক্তি-প্রসঙ্গে নামকীর্ত্তন ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গেরও উল্লেখ করায়—বিশেষতঃ অন্য অঙ্গের সাধনেও অভীষ্ট প্রাপ্তির অনুমোদন করায় ইহাই প্রভুর অভিপ্রায় বলিয়া মনে হইতেছে যে—শ্রীহরিনামের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যান্য সাধনাঙ্গের—সমস্তের বা একের—অনুষ্ঠানেই অভীষ্ট-প্রাপ্তি হইতে পারে; কিন্তু নামের আশ্রয় ব্যতীত অন্য অঙ্গের অনুষ্ঠানে কোনও ফল হইবে না।

এই শ্লোকের প্রভুকৃত ব্যাখ্যা আদিলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে ১৯-২২ পয়ারে দ্রষ্টব্য।

৭৪-৭৫। প্রভুর উক্তি। **এই আজ্ঞা**—নামকীর্ত্তনের নিমিত্ত গুরুর আদেশ। **ভ্রান্ত হৈল মন**—জ্ঞানশূন্য হইল; বস্তুতঃ, নাম ও নামী ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয় (ভ্রান্ত হইলাম অর্থাৎ) ভুলিয়া গেলাম। ইহা শ্রীনামকীর্ত্তনের একটী মাহাত্ম্য—নাম ও নামী ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয় ভুলিয়া যাইতে হয়। নামকীর্ত্তনের ফলে বাহ্য-বিষয়ের নানা শাখা হইতে আকৃষ্ট হইয়া মন একমাত্র নামীতে নিবিষ্ট হয়। সাধকের এই অবস্থা যখন লাভ হয়, তখন সাধারণ সংসারী লোক তাঁহাকে "ভ্রান্ত" বলিয়া মনে করে।

ধৈর্য্য করিতে নারি—ধৈর্য্য রক্ষা করিতে বা আত্মসম্বরণ করিতে পারি না। **উন্মত্ত**—পাগলের ন্যায়। উন্মত্ত হইলে লোকের যেমন লোকাপেক্ষাদি থাকে না, মান-অপমানের জ্ঞান বা লজ্জা-সরমাদি থাকেনা, নিজের মনের ভাবের প্রেরণায় সে যেমন আপন মনে কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও গান করে, কখনও বা নৃত্য করে—নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তের চিত্ত যখন বাহ্য-বিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হইয়া নাম ও নামী শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট হয়, তখন তাঁহারও লোকাপেক্ষা—লজ্জা-সরম-মান-অপমানাদি-জ্ঞান থাকেনা, নামানন্দের প্রেরণায় তিনিও তখন—কখনও বা হাসেন, কখনও বা কাঁদেন, কখনও বা (কৃষ্ণরূপ-গুণ-লীলাদি) গান করেন, আবার কখনও বা নৃত্য করিতে থাকেন। এই সমস্তই কৃষ্ণপ্রেমের বাহ্য-লক্ষণ; নামকীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তের চিত্ত হইতে সমস্ত মলিনতা যখন সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়া যায়, তখন তাহাতে হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়; সেই বিশুদ্ধ চিত্তে এই শুদ্ধসত্ত্ব কৃষ্ণপ্রেমরূপে পরিণত হইয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দে ভক্তকে অভিভূত করে; তাহার প্রভাবেই ভক্ত আত্মহারা হইয়া "হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়।" "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ শ্রীভা, ১১।২।৪০॥"

কৃষ্ণপ্রেমের প্রভাবে প্রভুর কি অবস্থা হইয়াছিল, ভঙ্গীতে তিনি তাহাই জানাইলেন।

৭৬-৭৭। প্রভুর উক্তি। **জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার**—(কৃষ্ণনামকীর্ত্তন করিতে করিতে) আমার জ্ঞান আচ্ছন্ন (জ্ঞান লুপ্ত) হইল; আমি হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্য হইলাম। **পাগল হইলাম ইত্যাদি**—আমি পাগল হইয়াছি, তাই মনের ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিতেছিনা।

ভক্তিরাণী যখন চিত্তে পদার্পণ করেন, তখন ভক্তের চিত্তে এক অভূতপূর্ব্ব অকপট দৈন্যের আবির্ভাব হয়—তিনি তখন সর্ব্বোত্তম হইয়াও নিজেকে নিতান্ত হীন—অযোগ্য বলিয়া মনে করেন; তাই তাঁহার চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব

কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি। কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥ ৭৮
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু হাসি বলিলা বচন—॥৭৯
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব।
যেই জপে,—তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥ ৮০
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ ৮১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইলেও তিনি তাহা নিজের মনের নিকটেও স্বীকার করেন না ; নিজের মধ্যে যে কৃষ্ণপ্রেমের বিকার প্রকাশ পায়, তাহাকে তিনি উন্মত্ততার লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। তাই তাহার প্রতীকারের উদ্দেশ্যে তিনি কখনও কখনও গুরুদেবের শরণাপন্ন হয়েন। এরূপ অবস্থার কথাই প্রভু ব্যক্ত করিয়াছেন।

৭৮-৭৯। প্রভু গুরুদেবের চরণে যাহা নিবেদন করিলেন, তাহা এই সার্দ্ধ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। **কিবা তার বল**—তাহার (মন্ত্রের) কি অদ্ভুত শক্তি। **করিল পাগল**—আমাকে পাগল করিল। "জপিতেই মন্ত্র মোরে করিল পাগল।" এই পাঠান্তরও আছে। নামকেই এস্থলে মন্ত্র বলা হইয়াছে।

৮০। নিবেদন শুনিয়া গুরুদেব একটু হাসিলেন ; হাসিয়া যাহা বলিলেন, তাহা ৮০-৮৯ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার মর্ম্ম এই—"তুমি মনে করিয়াছ, তুমি পাগল হইয়াছ ; কিন্তু তুমি পাগল হও নাই ; তোমার চিত্তে কৃষ্ণ-প্রেমের উদয় হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-নাম-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যই এই যে, যিনিই এই নাম জপ করিবেন, তাঁহার চিত্তেই কৃষ্ণ-প্রেমের উদয় হইবে ; প্রেমের উদয় হইলে হাসি-কান্নাদি আপনা-আপনিই প্রকাশ পাইবে।" এইরূপই কৃষ্ণনামরূপ মহামন্ত্রের মাহাত্ম্য।

স্বভাব—ধর্ম্ম ; স্বরূপানুবন্ধি গুণ। **ভাব**—প্রেম। **উপজয়ে**—উৎপন্ন হয়।

৮১। **কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা**—কৃষ্ণই যে প্রেমের বিষয় ; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম প্রযোজিত হয়। **পুরুষার্থ**—পুরুষের অর্থ বা প্রয়োজন ; লোকের কাম্যবস্তু। **পরম পুরুষার্থ**—পরম (বা চরম) কাম্য বস্তু ; যাহার উপরে কামনার আর কোন বস্তু নাই। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমই জীবের পরম কাম্য বস্তু ; এই বস্তু পাইলে জীবের সকল চাওয়া ঘুচিয়া যায় ; ইহা অপেক্ষা লোভনীয় আর কোনও বস্তু নাই ও থাকিতে পারে না। **যার আগে**—যাহার (যে কৃষ্ণপ্রেমের) সাক্ষাতে (বা তুলনায়) **তৃণতুল্য**—মণি-মাণিক্যাদির তুলনায় তৃণের ন্যায় তুচ্ছ। **চারি পুরুষার্থ**—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারিটী পুরুষার্থ। কৃষ্ণ-প্রেমের আনন্দ এবং লোভনীয়তা এতই অধিক যে, মণি-রত্নাদির তুলনায় তৃণ (ঘাস) যেমন নিতান্ত তুচ্ছ, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেমের তুলনায় ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। "মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ। পুরুষার্থাস্তু চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ॥ ভঃ রঃ সিঃ। পূঃ ১।২২ ॥"

এস্থলে চারি পুরুষার্থ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে। সংসারে নানা রকমের লোক আছে, তাহাদের সকলের রুচি ও প্রকৃতি এক রকম নহে ; তাই সকলের কাম্য বা অভীষ্টও এক রকমের নহে। মোটামুটী ভাবে তাহাদের কাম্য বস্তুকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ; এই চারিটী শ্রেণীই হইতেছে চারিটী পুরুষার্থ। পর পর উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই চারিটী পুরুষার্থের নাম লিখিতে গেলে প্রথমে কাম, তার পর অর্থ, তার পর ধর্ম্ম এবং সর্ব্বশেষে মোক্ষের উল্লেখ করিতে হয়। কাম বলিতে কেবল মাত্র স্থূল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনাকেই বুঝায়, ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবস্তুর যথেচ্ছ ভোগব্যতীত যাহারা আর কিছুই জানেনা বা চাহে না, তাহাদের অভীষ্ট বস্তুকেই প্রথম পুরুষার্থ কাম বলা যায়। পশুগণ এইরূপ ইন্দ্রিয়-ভোগ ব্যতীত আর কিছুই জানেনা ; মানুষের মধ্যেও পশু-প্রকৃতির লোক আছে, অথবা প্রত্যেক লোকের মধ্যেই পাশব-বৃত্তি অল্পবিস্তর আছে ; যাঁহাদের মধ্যে সংযমের অভাব, তাঁহারা এই পশু-প্রবৃত্তিদ্বারাই চালিত হইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোকের সংযমহীন স্থূল ইন্দ্রিয়-ভোগবাসনাই তাঁহাদের **পুরুষার্থ—কাম**। ইহার পরবর্ত্তী পুরুষার্থ হইল অর্থ। **অর্থ**—বলিতে এস্থলে টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পত্তি-আদিকে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বুঝায়, এসমস্ত প্রাপ্তির ইচ্ছাই **দ্বিতীয় পুরুষার্থ**। ইহার উদ্দেশ্যও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিই ; কিন্তু স্থূল ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুর ভোগ অপেক্ষা ইহা একটু উন্নত ধরণের। পশু অর্থাদি চায়না, অর্থে তার প্রয়োজন নাই ; স্বীয় শিশ্নোদরের তৃপ্তিতেই পশু সন্তুষ্ট ; পশু-প্রকৃতির মানুষেরও তাই কিন্তু এমন লোকও আছেন, যাঁহারা লোক-সমাজে প্রসার-প্রতিপত্তি, মান-সম্মান প্রভৃতি চাহেন। টাকা-পয়সা বিষয়-সম্পত্তি প্রভৃতি না থাকিলে লোকসমাজে প্রসার-প্রতিপত্তি মান-সম্মান পাওয়া যায় না; তাই তাঁহারা অর্থ চাহেন। এসকল লোক স্থূল ইন্দ্রিয়-ভোগও চাহেন, অধিকন্তু মান-সম্মান প্রাপ্তির অনুকূল অর্থাদিও চাহেন। ইঁহাদের পুরুষার্থ বা কাম্যবস্তু হইল অর্থ। তার পর ধর্ম্ম। যাহা ধরিয়া রাখে বা যদ্দ্বারা ধৃত হওয়া যায়, তাহাই ধর্ম্ম। যাঁহাদের পুরুষার্থ কেবল কাম, বা অর্থ, তাঁহাদের যদি এরূপ ধর্ম্ম না থাকে, তাহাহইলে পুরুষার্থ-ভোগও সকল সময়ে তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয়না, অর্থাৎ তাঁহারা ভোগে ধৃত বা রক্ষিত হইয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহারা যদি সংযত না হন, কোনও নীতিকে অবলম্বন না করিয়া ভোগে প্রবৃত্ত হন, অবাধ এবং অসংযত স্থূল ইন্দ্রিয়-ভোগে তাঁহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে পারে এবং স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে ইন্দ্রিয়ভোগও অসম্ভব হইয়া পড়িতে পারে, আর অসংযত এবং নীতিহীন হইলে ঔদ্ধত্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া পড়িতে পারে, তাহাতে লোক-সমাজে প্রসার-প্রতিপত্তি-আদিও ক্ষুণ্ন হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু যদি কেহ সংযম বা নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-ভোগ, প্রসার-প্রতিপত্তি-আদি অক্ষুণ্ন থাকিতে পারে অর্থাৎ সেই ব্যক্তি তাহার ভোগে বা পুরুষার্থে ধৃত হইয়া থাকিতে পারেন। এইরূপে দেখা যায়, এই পুরুষার্থের ব্যাপারে সংযম বা নীতিই হইল ধর্ম্ম—যদ্দ্বারা তাঁহার নৈতিক জীবনও উন্নতি লাভ করিতে পারে। যাঁহারা এইরূপ নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ চাহেন, তাঁহাদের পুরুষার্থই হইল ধর্ম্ম। এপর্য্যন্ত কেবল ইহজীবনের ভোগের বা সুখ-শান্তির কথাই বলা হইল। কাম বা অর্থই যাঁহাদের পুরুষার্থ, তাঁহারা ইহজীবনের ভোগ ব্যতীত অপর কিছু চাহেনও না। আর কেবল নৈতিক জীবনের উৎকর্ষই যাঁহাদের পুরুষার্থ, তাঁহাদের ভোগও কেবল ইহজীবনের। কিন্তু নৈতিক জীবনের বাহিরেও ধর্ম্মের ব্যাপ্তি আছে। যাঁহারা পরকালের ভোগও চাহেন—যেমন স্বর্গাদির সুখভোগ—তাঁহারা তদনুকূল কর্ম্মও করিতে পারেন এবং সেই কর্ম্মও তাঁহাদের ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই ধর্ম্ম হইতেছে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম—বেদ-বিহিত কর্ম্ম। বেদ-বিহিত-কর্ম্মরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইহকালের এবং পরকালের সুখভোগ লাভ হইতে পারে ; সংযম বা নীতি বেদবিহিত ধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত। ইহাই হইল **তৃতীয় পুরুষার্থ ধর্ম্ম**। তার পর **চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ**। কাম, অর্থ এবং ধর্ম্ম এই তিনটী পুরুষার্থের লক্ষ্যই হইল দেহের সুখ—পরকালের স্বর্গাদি-সুখও দেহেরই সুখ। কিন্তু শাস্ত্র বলেন, কেবল ইহকালের ইন্দ্রিয়-ভোগের জন্যই যাঁহারা লালায়িত—অর্থাৎ কাম এবং অর্থই যাঁহাদের পুরুষার্থ—জন্ম-মৃত্যু হইতে তাঁহারা অব্যাহতি পাইতে পারেন না ; এবং শাস্ত্র ইহাও বলেন, পরকালের স্বর্গাদি-সুখভোগের জন্যও যাঁহারা লালায়িত, তাঁহারাও জন্ম-মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না ; পুণ্য কর্ম্মের ফলে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যই স্বর্গাদি সুখভোগ পাওয়া যায়। কর্ম্মের ফল শেষ হইয়া গেলে আবার এই সংসারে আসিতে হয়, আবার জন্ম মৃত্যুর কবলে পতিত হইতে হয়। যাঁহারা একটু চিন্তাশীল, তাঁহারা জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণা হইতেও অব্যাহতি লাভের উপায় খোঁজেন। জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভই হইল মোক্ষ—সংসার-মুক্তি। এইভাবে সংসার-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি যাঁহারা চাহেন, তাঁহাদের পুরুষার্থই হইল মোক্ষ, ইহাই চতুর্থ পুরুষার্থ এবং চারি পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কামই যাঁহাদের পুরুষার্থ, তাঁহাদের সংখ্যাই সর্ব্বাধিক, অর্থ যাঁহাদের পুরুষার্থ, তাঁহাদের সংখ্যা আরও কম। ধর্ম্ম যাঁহাদের পুরুষার্থ, তাঁহাদের সংখ্যা তদপেক্ষাও কম, মোক্ষ যাঁহাদের পুরুষার্থ তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম।

ক্রমোৎকর্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উল্লিখিত আলোচনায় কাম, অর্থ, ধর্ম্ম ও মোক্ষ—এইরূপ পর্য্যায়ে চারি পুরুষার্থের নাম লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্রকারগণের পর্য্যায় কিন্তু অন্যরূপ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। কার্য্য-কারণত্বের কথা বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় শাস্ত্রকারগণ এইরূপ পর্য্যায় গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম হইল কারণ ; অর্থ তাহার কার্য্য বা ফল। আবার অর্থ হইল কারণ, কাম (ভোগ) তাহার ফল। ধর্ম্ম হইল কারণ, মোক্ষ তাহার ফল।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

ধর্ম্ম অনেক রকম হইলেও প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি ভেদে দুই রকমের—প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম এবং নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম। প্রবৃত্তি বলিতে ভোগ-প্রবৃত্তি বা ভোগবাসনা বুঝায়; যে ধর্ম্ম ভোগবাসনার অনুকূল, তাহা প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম; যেমন বৈদিক যাগযজ্ঞাদি—যাহার ফলে ইহকালের বা পরকালের ভোগসুখ পাওয়া যায়। ইহকালের বা পরকালের ভোগ্যবস্তুই অর্থ; প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে এই অর্থ লাভ হয়; আবার এই অর্থ বা ভোগ্যবস্তু পাইলেই তাহা ভোগ করার বাসনা হৃদয়ে জাগে, ভোগ করাও হয়; এই ভোগই কাম; এই কাম হইল অর্থের ফল। কিন্তু ভোগে বাসনার নিবৃত্তি হয় না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হয়। "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" তখন আরও ভোগ্য বস্তু পাওয়ার জন্য আবার প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়; তাহার ফলে আবার অর্থ ও কাম; এইরূপেই পরম্পরাক্রমে চলিতে থাকে। "ধর্ম্মস্য অর্থঃ ফলম্, তস্য চ কামঃ ফলম্, তস্য চ ইন্দ্রিয়প্রীতিঃ, তৎপ্রীতেশ্চ পুনরপি ধর্ম্মার্থাদিপরম্পরা ইতি। ধর্ম্মস্য হ্যপবর্গস্য—ইত্যাদি। শ্রীভাঃ ১।২।৯ শ্লোকটীকায় শ্রীধরস্বামী।" কিন্তু এই ভোগও অল্পকালস্থায়ী, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; ইহকালের ভোগ মৃত্যুপর্য্যন্ত, পরকালের স্বর্গাদিসুখভোগ পুণ্যক্ষয় পর্য্যন্ত। ইহাতে সংসার-গতাগতির—সুতরাং সংসার-দুঃখের—নিবৃত্তি হয় না। আবার, ভোগবাসনাকে বাড়িতে না দিয়া ক্রমশঃ কমাইতে কমাইতে শেষকালে একেবারে প্রশান্ত করার চেষ্টামূলক ধর্ম্মানুষ্ঠানই হইল নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম—যেমন যোগজ্ঞানাদি। এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল মোক্ষ। তাহা হইলে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের ফল হইল অর্থ ও কাম এবং নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের ফল হইল মোক্ষ। মোক্ষ লাভ হইলে সংসারের গতাগতি বন্ধ হইয়া যায়।

উল্লিখিত চারিটী পুরুষার্থকে চতুর্ব্বর্গও বলে; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটীকে ত্রিবর্গ বলে। সাধারণ লোকের মধ্যে যাঁহারা ভোগাসক্ত, তাঁহারা সাধারণতঃ ত্রিবর্গ লইয়াই ব্যস্ত থাকেন; মোক্ষের কথা তাঁহারা ভাবেন না। এই ত্রিবর্গকে যাঁহারা সমভাবে সেবা করেন, ভোগাসক্তদের মধ্যে তাঁহারাই প্রসংশনীয়। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মকে বাদ দিয়া কেবল অর্থ ও কামের একটীর বা দুইটীরই সেবা করেন, নীতিশাস্ত্র তাঁহাদিগকে জঘন্য বলিয়া থাকে। ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা যো হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ॥ বস্তুতঃ, ইহাদের অর্থকামাদির সেবা বেশীদিন চলেও না; পূর্ব্বজন্মের সৎকর্ম্মের ফলে ইহজন্মে যাহা পাওয়া যায়, তাহার ভোগ হইয়া গেলেই সব শেষ হইয়া যায়; তখন কেবল অতৃপ্ত ভোগবাসনার জ্বালাই অবশিষ্ট থাকে। ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে নূতন অর্থ (ভোগ্যবস্তু) লাভ হইবে না।

যাঁহারা ভোগাসক্ত, দেহের এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের ভোগেই তাঁহারা আসক্ত। দেহেতে আত্মবুদ্ধিবশতঃ তাঁহাদের দেহেতে আসক্তি এবং দেহেতে আসক্তি বলিয়াই দেহের ভোগ্য বস্তুতে আসক্তি। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে—অর্থকামাদিতে দেহাসক্তি দূর হয় না। স্বর্গাদিসুখও দেহেরই সুখ। দেহেতে আসক্তিবশতঃ তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি, পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু, পুনঃ পুনঃ দুঃখদুর্দ্দশা। সামান্য সুখ যাহা কিছু তাঁহারা পাইয়া থাকেন, তাহাও দুঃখসঙ্কুল এবং পরিণামে দুঃখময়। অনাবিল স্থায়ী সুখ বা আত্যন্তিক সুখ ত্রিবর্গকামীদের, ভাগ্যে ঘটে না। অথচ আত্যন্তিক সুখব্যতীত জীবাত্মার চিরন্তনী সুখবাসনারও চরমাতৃপ্তি লাভ হইতে পারে না (১।১।৪ শ্লোকটীকায় আদি-লীলার ৮-১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই ত্রিবর্গ হইতে যে সুখ পাওয়া যায়, তাহা জড়সুখ; ইহা চিৎস্বরূপ জীবাত্মাকে স্পর্শও করিতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই তিন পুরুষার্থের যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ যাঁহারা কামনা করেন, দেহের ভোগের জন্য তাঁহাদের স্পৃহা নাই, দেহটী থাকিলেই দেহের দুঃখসঙ্কুল ভোগের জন্য বাসনা জন্মিতে পারে, সংসার-গতাগতিরও অবসান হইবে না; তাই নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাঁহারা দেহ হইতে জীবাত্মাকে পৃথক করিয়া, অনাসক্ত করিয়া, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে যুক্ত করিতে চাহেন। মোক্ষ যখন তাঁহারা লাভ করেন, তখন তাঁহাদের দেহ থাকে না, সংসার-গতাগতিও থাকে না; শুদ্ধজীবস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহারা তখন ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকেন; তাঁহাদের এই অবস্থা স্থায়ী, অবিনশ্বর; এই অবস্থায় থাকিয়া

তাঁহারা অনন্তকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মসুখ অনুভব করিবেন। ইহা তাঁহাদের আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি, আত্যন্তিক সুখ। ইহা জড় সুখ নহে, পরন্তু চিদানন্দ। ত্রিবর্গলভ্য সুখ—জড়সুখ, ক্ষণস্থায়ী, স্বরূপতঃই দুঃখসঙ্কুল ; জীবাত্মার সঙ্গে বিজাতীয় বলিয়া স্পর্শশূন্য। ত্রিবর্গলভ্যসুখ সীমাবদ্ধ জড় বস্তু হইতে লভ্য—সুতরাং তাহাও সীমাবদ্ধ। কিন্তু ব্রহ্মসুখ সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম হইতে লভ্য, তাই সকল বিষয়ে অসীম। এইরূপে দেখা যায়—জাতিতে, পরিমাণে, স্বরূপে এবং স্থায়িত্বে ত্রিবর্গলভ্য সুখ অপেক্ষা চতুর্থপুরুষার্থ-মোক্ষলব্ধ ব্রহ্মসুখের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে। পুরুষার্থ বলিতে প্রকৃতপ্রস্তাবে স্থায়ী বৃহত্তম বস্তুকেই বুঝায় ; ক্ষণস্থায়ী বস্তু কেহ চায় না ; ক্ষুদ্র বস্তুও কেহ চায় না। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে চারিপুরুষার্থের মধ্যে কেবলমাত্র চতুর্থ-স্থানীয় মোক্ষেরই পুরুষার্থতা আছে বলা যায়, অপর ত্রিবর্গকে বস্তুতঃ পুরুষার্থই বলা যায় না। তথাপি ইহাদিগকে পুরুষার্থ বলার হেতু এই যে—প্রথমতঃ, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের পরম-ফলদায়কত্ব না থাকিলেও সাধারণ লোক ইহাদিগকেই অভীষ্ট বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই তিনটীকে পুরুষার্থের অন্তর্ভুক্ত করাতে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে এগুলিও পুরুষার্থ। সকলেই বাঁচিয়া থাকিতে চায় ; বাঁচিয়া থাকিতে হইলেই দেহরক্ষার প্রয়োজন এবং দেহরক্ষার জন্যও ভোগের প্রয়োজন ; আবার ভোগ্যবস্তু লাভ করিতে হইলেও ধর্ম্মের প্রয়োজন। সুতরাং বাঁচিয়া থাকার জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, ও কামের যখন প্রয়োজন, তখন এই তিনটীও পুরুষার্থই। কিন্তু কেবল বাঁচিয়া থাকার জন্যই যদি দেহরক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে এই দেহরক্ষার এবং তদুদ্দেশ্যেই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে পুরুষার্থরূপে স্বীকার করার সার্থকতা বিশেষ কিছু নাই ; পশুও দেহরক্ষার জন্য ব্যস্ত। দেহরক্ষার উদ্দেশ্য যদি আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তির বা আত্যন্তিক সুখলাভের চেষ্টায় পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে দেহরক্ষার এবং তদুদ্দেশ্যে ধর্ম্ম-অর্থ-কামের কিছু সার্থকতা থাকিতে পারে ; তাই এই ত্রিবর্গকে পুরুষার্থরূপে উল্লেখ করার দ্বিতীয় এবং মুখ্য হেতু এই যে—মোক্ষলাভের অনুকূল-সাধনের উদ্দেশ্যে দেহরক্ষার জন্য যতটুকু ভোগ প্রয়োজন এবং সেই ভোগ (কাম) প্রাপ্তির জন্য যতটুকু অর্থের প্রয়োজন, ততটুকু মাত্র স্বীকার করিয়া মোক্ষসাধনে প্রবৃত্ত হইলে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামও চতুর্থপুরুষার্থ মোক্ষের সহায়ক হইতে পারে। পুরুষার্থের সহায়ক বলিয়া এই ত্রিবর্গকেও পুরুষার্থ বলা হয়। মোক্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইলে ধর্ম্মের ফল হইবে অর্থ, অর্থের ফল কাম (ভোগ) এবং ভোগের ফল দেহরক্ষা—যদ্দ্বারা মোক্ষ-সাধন সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং কারণ-কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পর্য্যায়ক্রমে পুরুষার্থগুলির নাম উল্লেখ করিতে গেলে বলিতে হয়—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটীই পুরুষার্থ। এইরূপ পর্য্যায়েই শাস্ত্রকারগণ পুরুষার্থগুলির নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন ; সুতরাং ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামকে মোক্ষের অনুকূলভাবে অঙ্গীকার করাই শাস্ত্রকারদের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এই ব্রহ্মসুখ হইতেও অধিকতর লোভনীয় বস্তু আছে। এই ব্রহ্মসুখ হইতেছে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ ; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে স্বরূপশক্তির বিলাস নাই বলিয়া আনন্দের বৈচিত্রী নাই, আস্বাদন-চমৎকারিতার বৈচিত্রীও নাই ; এই ব্রহ্মসুখ কেবল আনন্দসত্তামাত্র। ইহাতে নিত্য চিন্ময় সুখ আছে, কিন্তু সুখের বৈচিত্রী নাই, তরঙ্গ নাই, উচ্ছ্বাস নাই ; আস্বাদন আছে, কিন্তু আস্বাদন-চমৎকারিত্ব নাই ; প্রতিমুহূর্ত্তে নব-নবায়মান আস্বাদন-বৈচিত্রী প্রকটিত করিয়া ইহা আস্বাদন-বাসনায় নব-নবায়মানত্ব সম্পাদিত করেনা। তাই ব্রহ্মানন্দ লোভনীয় হইলেও পরম-লোভনীয় বস্তু নহে—ইহা অপেক্ষাও লোভনীয় বস্তু আছে।

কি সেই বস্তু, যাহা ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও লোভনীয় ? যে বস্তুতে ব্রহ্মত্বের চরমতম অভিব্যক্তি, তাহাই সেই পরম লোভনীয় বস্তু। শ্রুতি ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন। ব্রহ্মের স্বাভাবিক-স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তির তারতম্যানুসারেই রসত্বেরও তারতম্য (১।৪।৮৪ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)। রসত্বের বিকাশ যত বেশী—আস্বাদ্যত্বের, আস্বাদন-চমৎকারিত্বের এবং লোভনীয়তার বিকাশও তত বেশী। শক্তির বিকাশ ন্যূনতম বলিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে রসত্বেরও ন্যূনতম বিকাশ। আর শক্তির অসমোর্দ্ধ বিকাশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে রসত্বেরও চরমতম বিকাশ ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেই আস্বাদ্যত্বের, আস্বাদন-চমৎকারিতার, লোভনীয়তার এবং ব্রহ্মত্বেরও চরমতম বিকাশ। তাই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের আস্বাদন-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জনিত আনন্দ নির্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে লোভনীয়। এই সর্বাতিশায়ি মাধুর্য্যের আকর্ষকত্ব এতই অধিক যে, ইহা "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা-সভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥" কেবল ইহাই নহে; "রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে সাধ উঠে মনে।" এই অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায় হইল প্রেমভক্তি—স্ব-সুখবাসনাশূন্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় প্রেম। এই প্রেমের সহিত রস-স্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি লাভ হইতে পারে, জীব আনন্দী হইতে পারে। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। শ্রুতি॥" শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যানন্দ যে ব্রহ্মানন্দ হইতেও লোভনীয়, তাহার একটী ব্যবহারগত প্রমাণ এই যে, যাঁহারা আত্মারাম (জীবন্মুক্ত—ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন) শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের কথা শুনিলে তাঁহারাও সেই মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য লুব্ধ হইয়া প্রেমপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণোহরিঃ॥ শ্রীভা, ১।৭।১০॥" এবং যাঁহারা ব্রহ্ম-সাযুজ্য-পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন, ঐ প্রেম লাভের জন্য তাঁহাদের ভজনের কথাও শুনা যায়। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে। নৃসিংহতাপনী। ২।৫।১৬। শঙ্করভাষ্য।" মুক্তপুরুষদের ভগবদ্‌ভজনের কথা বেদান্তেও দেখিতে পাওয়া যায়। "আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্। সূ, ৪।১।১২॥ এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে লিখিত হইয়াছে—"স যো হৈতৎ ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীতেতি ষট্‌প্রশ্ন্যাং যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি নৃসিংহতাপন্যাঞ্চ শ্রূয়তে। অন্যত্র চ এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ ইত্যাদি। ইহ মুক্তিপর্য্যন্তং মুক্ত্যনন্তরঞ্চোপাসনমুক্তম্। তৎ তথৈব ভবেদুত মুক্তিপর্য্যন্তমেবেতি সংশয়ে মুক্তিফলত্বাৎ তৎপর্য্যন্তমেবেতি প্রাপ্তে—আপ্রায়ণাৎ মোক্ষপর্য্যন্তমুপাসনং কার্য্যমিতি। তত্রাপি—মোক্ষে চ। কুতঃ হি যতঃ শ্রুতৌ তথা দৃষ্টম্। শ্রুতিশ্চ দর্শিতা। সর্ব্বদৈনমুপাসীত যাবদ্বিমুক্তিঃ। মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসত—ইতি সৌপর্ণশ্রুতৌ। তত্র তত্র চ যদুক্তং তত্রাহঃ। মুক্তৈরুপাসনং ন কার্য্যং বিধিফলয়োরভাবাৎ। সত্যং তদা বিধ্যভাবেঽপি বস্তু-সৌন্দর্য্যবলাদেব তৎপ্রবর্ত্ততে। পিত্তদগ্ধস্য সিতয়া পিত্তনাশেঽপি সতি ভূয়স্তদাস্বাদবৎ। তথাচ সার্ব্বদিকং ভগবদুপাসনং সিদ্ধম্।" এই ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই—কোনও শ্রুতি বলেন—মুক্তিপর্য্যন্ত উপাসনা কর্ত্তব্য, আবার কোনও শ্রুতি বলেন—মুক্তির পরেও উপাসনা কর্ত্তব্য। এই পরস্পরবিরুদ্ধ উপদেশের মীমাংসার উদ্দেশ্যেই এই বেদান্তসূত্রে ব্যাসদেব বলিতেছেন—আপ্রায়ণাৎ—মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত উপাসনা অবশ্যই করিতে হইবে। তত্রাপি—তত্র (মোক্ষে) অপি (ও)—মোক্ষাবস্থায়ও, অর্থাৎ মুক্তিলাভের পরেও উপাসনা করিতে হইবে। হি—যেহেতু, দৃষ্টম্—শ্রুতিতে সকল সময়ের উপাসনার বিধিই দৃষ্ট হয়। মুক্তাবস্থাতেও উপাসনার হেতু এই যে, শ্রুতি বলেন—সর্ব্বাবস্থাতেই, সকল সময়েই, সুতরাং মুক্তাবস্থাতেও উপাসনা করিবে। শ্রুতিপ্রমাণ এই—সর্ব্বদা এনম্ উপাসিত যাবদ্বিমুক্তিঃ। মুক্তা অপি হি এনম্ উপাসতে—সৌপর্ণ শ্রুতিঃ। প্রশ্ন হইতে পারে, মুক্তির পরেও উপাসনার বিধানই বা কোথায়, ফলই বা কি? উত্তর—মুক্তির পরেও উপাসনার বিধান (অর্থাৎ কিভাবে উপাসনা করিতে হইবে, তাহার বিধান) না থাকিলেও এবং বিধান নাই বলিয়া ফলের কথা না উঠিলেও, বস্তুসৌন্দর্য্য-প্রভাবেই মুক্তব্যক্তি ভজনে প্রবর্ত্তিত হয়—যেমন পিত্তদগ্ধ ব্যক্তির মিশ্রী খাওয়ার ফলে পিত্ত নষ্ট হইয়া গেলেও মিশ্রীর মিষ্টত্বে (বস্তুসৌন্দর্য্যে) আকৃষ্ট হইয়া মিশ্রীভক্ষণে প্রবৃত্তি জন্মে। তাৎপর্য্য এই যে—ভগবানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই মুক্ত ব্যক্তিও ভগবদ্‌ভজন করেন, এমনই পরম-লোভনীয় হইতেছে ভগবানের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য। "মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ॥"-এই ১।৩।২ বেদান্তসূত্রেও ঐ কথাই জানা যায়। এই সূত্রের অর্থে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"মুক্তানামেব সতামুপসৃপ্যং ব্রহ্ম যদি স্যাত্তদেবাক্লেশেন সঙ্গচ্ছতে।—ব্রহ্ম মুক্ত-সাধুদিগের উপসৃপ্য অর্থাৎ গতি, এইরূপ অর্থ করিলেই অক্লেশে অর্থসঙ্গতি হয়। সর্ব্বসম্বাদিনী। ১৩০ পৃঃ"। উক্ত সূত্রের মাধ্বভাষ্যেও বলা হইয়াছে "মুক্তানাং পরমা গতিঃ।—ব্রহ্ম মুক্ত

পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু ॥ ৮২
'কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা'—সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার করিল উদয় ॥ ৮৩
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু-ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ ॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পুরুষদিগেরও পরমা গতি।" ইহাতেও বুঝা যায়—রসস্বরূপ পরমব্রহ্মের উপাসনার জন্য মুক্ত পুরুষদিগেরও লালসা জন্মে।

এই পরম-লোভনীয় বস্তুটীর আস্বাদনের একমাত্র উপায়-স্বরূপ প্রেম হইল তাহাহইলে চতুর্থ পুরুষার্থ-মোক্ষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থ দ্বারা যেই বস্তুটী পাওয়া যায়, তাহাই চরমতম কাম্য বস্তু বলিয়া এই পুরুষার্থটীও হইল **পরম পুরুষার্থ**। তাই বলা হইয়াছে—"কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ"—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ বা কাম্যবস্তু। মোক্ষ হইল চতুর্থ-পুরুষার্থ, তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং তাহা হইতে উচ্চস্তরে অবস্থিত বলিয়া প্রেমকে বলা হয় **পঞ্চম পুরুষার্থ**।

ব্রহ্মানন্দের ন্যায় কৃষ্ণসেবানন্দও চিদানন্দ; সুতরাং জাতিতে ব্রহ্মানন্দ ও কৃষ্ণসেবানন্দ একই; অবশ্য আস্বাদন-চমৎকারিত্বাদিতে কৃষ্ণসেবানন্দের পরমোৎকর্ষ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনটী পুরুষার্থ চতুর্থ পুরুষার্থের তুলনায় সর্ব্ববিষয়েই নিকৃষ্ট—নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। আবার, কৃষ্ণসেবার আনন্দকে যদি মহাসমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহা হইলে তাহার তুলনায় ব্রহ্মানন্দ হইয়া পড়ে গোষ্পদের ন্যায় অতি সামান্য (হরিভক্তিসুধোদয় ।১৪.৩৬)। "পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু। মোক্ষাদি আনন্দ তার নহে এক বিন্দু॥ ১।৭।৮২ ॥" তাই বলা হইয়াছে—প্রেমের তুলনায় "তৃণতুল্য চারি-পুরুষার্থ।"

৮২। ভক্তিশাস্ত্রে কৃষ্ণপ্রেমকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলা হয়। ইহা **প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু**—কৃষ্ণপ্রেমজনিত আনন্দরূপ অমৃতের সমুদ্রতুল্য। অমৃত-শব্দদ্বারা প্রেমানন্দের অপূর্ব্ব আস্বাদনীয়তা ও নিত্যত্ব এবং সিন্ধু-শব্দে তাহার অপরিসীমত্ব সূচিত হইতেছে। সমুদ্রে যেমন অপরিমিত জলরাশি থাকে, কৃষ্ণপ্রেমেও তদ্রূপ অপরিমিত আনন্দ আছে; সমুদ্রের জল যেমন কোনও সময়েই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ সতত উপভোগেও প্রেমানন্দ হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। তাহার আস্বাদন-চমৎকারিতাও অনির্ব্বচনীয়। **মোক্ষ**—ভগবানের কোনও এক স্বরূপের সহিত সাযুজ্য-প্রাপ্তি। এই মোক্ষেও প্রচুর আনন্দ আছে; কিন্তু কৃষ্ণ-প্রেমজনিত আনন্দের তুলনায় ইহা অতি তুচ্ছ। **মোক্ষাদি**—মোক্ষ আদি; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। কৃষ্ণ-প্রেমজনিত আনন্দকে যদি মহাসমুদ্রের জলরাশি মনে করা যায়, তাহা হইলে তাহার তুলনায় মোক্ষাদির আনন্দ একবিন্দু জল অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হইবে। মহাসমুদ্রের তুলনায় এক বিন্দু জল যত ক্ষুদ্র, প্রেমানন্দের তুলনায় মোক্ষাদির আনন্দ তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র। ইহাদ্বারা প্রেমানন্দের অপরিসীমত্ব দেখান হইয়াছে। ১।৬।৪০ পয়ারের এবং ১।৭।৮১ টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৩। **কৃষ্ণনামের ফল**—কৃষ্ণনাম জপ করার ফল। **ভাগ্যে ইত্যাদি**—ভাগ্যে তোমার সেই প্রেমা উদয় করিল; তোমার সৌভাগ্যবশতঃ সেই প্রেমা তোমার চিত্তে উদিত হইয়াছে। কৃষ্ণনামের ফলে যে প্রেমলাভ হয়, তাহার প্রমাণ "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ"—ইত্যাদি শ্রীভা ১১।২।৪০ শ্লোকে।

৮৪। **প্রেমার স্বভাবে**—প্রেমের স্বভাব বা ধর্ম্ম (কর্ত্তা)। **চিত্ত-তনু-ক্ষোভ**—চিত্ত (মন) এবং তনুর (দেহের) ক্ষোভ—চাঞ্চল্য। প্রেমের স্বভাবই এই যে, ইহা যাঁহার মধ্যে উদিত হয়, তাঁহার চিত্তের এবং দেহের চাঞ্চল্য জন্মায় এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহার চিত্তে প্রবল লোভ জন্মাইয়া থাকে। **কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে**—শ্রীকৃষ্ণের চরণ (অর্থাৎ চরণ-সেবা)-প্রাপ্তির নিমিত্ত।

প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে—ইতি-উতি ধায় ॥ ৮৫
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্গদ বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥ ৮৬
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায় ॥ ৮৭
ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাম কৃতার্থ ॥ ৮৮
নাচো গাও ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি তার' সর্ব্বজন ॥ ৮৯
এত বলি এক শ্লোক শিক্ষাইলা মোরে।
'ভাগবতের সার এই' বোলে বারেবারে। ৯০

তথাহি (ভাঃ—১১।২।৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এবং ভজতঃ সংপ্রাপ্তফলভূত-প্রেমভক্তি-যোগস্য সংসারধর্ম্মাতীতাং চেষ্টামাহ। এবমেব ব্রতং নিয়মো যস্য সঃ। ভক্তিম্বপি মধ্যে নামকীর্ত্তনস্য সর্ব্বোৎকর্ষমাহ স্বপ্রিয়স্য কৃষ্ণস্য নামকীর্ত্ত্যা, স্বপ্রিয়স্য যদ্ভগবন্নাম তস্য কীর্ত্ত্যা কীর্ত্তনেন জাতোঽনুরাগঃ প্রেমা যস্য সঃ। দর্শনোৎকণ্ঠাগ্নিদ্রুতীকৃতচিত্তজাম্বূনদঃ। অয়ে হৈয়ঙ্গবীনং চোরয়িতুং যশোদাসুতশ্চোরঃ গৃহং প্রবিষ্টস্তদয়ং ধ্রিয়তামাধ্রিয়তামিতি বহির্জ্জরতীগিরমাকর্ণ্য পলায়িতুং প্রবৃত্তং কৃষ্ণং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তমালক্ষ্য হসতি,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮৫-৮৭। হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম উদিত হইলে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা বলিতেছেন; এসমস্ত লক্ষণ পূর্ব্বপয়ারোক্ত চিত্ত-তনু-ক্ষোভেরই বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র।

গায়—কৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদি গান করে। **ইতি উতি ধায়**—এদিকে উদিকে ধাওয়া-ধাওই করে।

স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চ, অশ্রু, গদ্গদ (স্বর-ভেদ), বৈবর্ণ্যাদি সাত্ত্বিক ভাব; ভূমিকায় ভক্তিরস-প্রবন্ধে এসমস্তের লক্ষণ দ্রষ্টব্য। **উন্মাদ**, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য—এসমস্ত ব্যভিচারী ভাব; ভূমিকায় ভক্তিরসপ্রবন্ধে এসমস্তের লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

এতভাবে—পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাব-সমূহের প্রভাবে। **নাচায়**—চালিত করে; প্রেমই ভক্তগণকে হাসায়, কাঁদায়, নাচায়, গাওয়ায়—এসমস্ত ব্যাপারে ভক্তগণের নিজেদের কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। **কৃষ্ণের আনন্দামৃত-সমুদ্রে**—শ্রীকৃষ্ণ আনন্দস্বরূপ; তাঁহার রূপ-গুণ-লীলাদিও আনন্দস্বরূপ; এসমস্ত রূপ-গুণ-লীলাদির নিষেবণ-জনিত আনন্দ-চমৎকারিতার সমুদ্রে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তগণকে ভাসাইয়া দেয়।

৮৮। প্রভুর প্রতি প্রভুর গুরুদেব বলিলেন—"তুমি পাগল হও নাই; তুমি পরম-পুরুষার্থ প্রেম পাইয়াছ, তাহার প্রভাবেই হাস, কাঁদ, নাচ, গাও; ভালই হইল—তোমারও ভাল, কারণ তুমি পরম-পুরুষার্থ পাইয়াছ, আর তোমার প্রেমপ্রাপ্তিতে আমিও কৃতার্থ; কারণ, আমার উপদেশ সফল হইল।"

গুরু শিষ্যকে মন্ত্রাদি দান করেন—শিষ্যের চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চারের নিমিত্ত; সুতরাং শিষ্যের চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইলেই মন্ত্রাদি-দানের সার্থকতা এবং তাতেই গুরুরও কৃতার্থতা। তাই, প্রভুর মধ্যে প্রেমের উদয় দেখিয়া তাঁহার গুরুদেব বলিয়াছেন, "তোমার প্রেমেতে আমি হইলাম কৃতার্থ।" **কৃতার্থ**—যাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

৮৯-৯০। **উপদেশি**—উপদেশ করিয়া। **তার**—ত্রাণ কর; উদ্ধার কর। ৮০—৮৯ পয়ার প্রভুর গুরুর উক্তি। **এক শ্লোক**—নিম্নোদ্ধৃত "এবংব্রতঃ" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক। **শিক্ষাইলা**—শ্রীগুরুদেব শিক্ষা দিলেন।

শ্লো। ৪। অন্বয়। এবংব্রতঃ (এইরূপ নিয়মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি) স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা (স্বীয় প্রিয়-হরির) নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে) জাতানুরাগঃ (জাতপ্রেম) দ্রুতচিত্তঃ (শ্লথহৃদয়) লোকবাহ্যঃ (বিবশ) [সন্] (হইয়া

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স্ফূর্ত্তিভঙ্গে সত্যহো প্রাপ্তো মহানিধির্মে হস্ততশ্চ্যুত ইতি বিষীদন্ রোদিতি। হে প্রভো ক্বাসি দেহি মে প্রত্যুত্তরমিতি ফৎকৃত্য রৌতি। ভো ভক্ত ত্বংফুৎকারং শ্রুত্বৈবায়াতোঽস্মীতি। পুনঃ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তঃ তমালক্ষ্য গায়তি, অদ্যাহং কৃতার্থোঽস্মীত্যানন্দেন উন্মাদ উন্মত্তবন্নৃত্যতি। লোকবাহ্যঃ লোকানাং হাস্যপ্রশংসা-সংমানাবমানাদিষ্ববধানশূন্যঃ॥ চক্রবর্ত্তী ॥৪॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উন্মাদবং (পাগলের ন্যায়) উচ্চৈঃ (উচ্চ স্বরে) অথঃ হসতি (হাস্য করে) রোদিতি (রোদন করে) রৌতি (চীৎকার করে) গায়তি (গান করে) নৃত্যতি (নৃত্য করে)।

অনুবাদ। এইরূপ নিয়মে যিনি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, তিনি স্বীয়প্রিয়-হরিনাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমোদয়-বশতঃ শ্লথহৃদয় ও মানাপমানাদিবিষয়ে অবধানশূন্য হইয়া উন্মত্তের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কখনও হাস্য, কখনও চীৎকার, কখনও গান, আবার কখনও বা নৃত্য করিতে থাকেন। ৪।

এবংব্রত—এইরূপ ব্রত (নিয়ম) যাঁহার; শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী "শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি"-ইত্যাদি শ্লোকে ভুবনমঙ্গল শ্রীহরির নামরূপগুণলীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভগবদ্ধর্ম্মের উপদেশ করা হইয়াছে; এই শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভগবদ্ধর্ম্মকে ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়া অবিচলিতভাবে যিনি তাহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকেই "এবংব্রত" বলা হইয়াছে। **ব্রত**—সর্ব্বাবস্থাতেই অবশ্য-পালনীয় নিয়মকে ব্রত বলে। **স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা**—নিজের প্রিয় নামের কীর্ত্তনদ্বারা। স্বপ্রিয়নাম-শব্দের দুই রকম অর্থ হইতে পারে—স্ব (স্বীয়) প্রিয় যে শ্রীহরি, তাঁহার নাম (স্ব-প্রিয়ের নাম); অথবা, স্ব (নিজের) প্রিয় যে নাম; শ্রীহরির অসংখ্য নাম আছে; তন্মধ্যে যে নাম যে ভক্তের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, সেই নাম। স্বীয় অভিরুচিসম্মত নামকীর্ত্তনের উপদেশ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে দৃষ্ট হয়। সর্ব্বার্থ-শক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ। যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু যোজয়েৎ॥ ১১।১৯৮॥ এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদসনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—যস্য চ যন্নাম্নি প্রীতিস্তেন তদেব সেব্যং তেনৈব তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিরিত্যাহ। ৩।২০।৪ শ্লোকের এবং ৩।২০।১৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এই নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে **জাতানুরাগঃ**—জাত হইয়াছে অনুরাগ (প্রেম) যাঁহার; জাতপ্রেম; নিরন্তর নামকীর্ত্তনের ফলে চিত্তের সমস্ত মলিনতা সম্যক্রূপে দূরীভূত হওয়ায় যাঁহার চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি জাতানুরাগ বা জাতপ্রেম ভক্ত। "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥ ২।২২।৫৭॥" **দ্রুতচিত্তঃ**—প্রেমের উদয় হওয়াতে প্রেমের প্রভাবে যাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত (দ্রুত) হইয়াছে। প্রেমোদয়ে শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদির নিমিত্ত ভক্তের হৃদয়ে বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মে; তীব্র অগ্নিতাপে স্বর্ণ যেমন গলিয়া যায়, বলবতী উৎকণ্ঠারূপ অগ্নির উত্তাপেও ভক্তের চিত্ত তদ্রূপ দ্রবীভূত হইয়া থাকে। সেই তীব্র-উৎকণ্ঠার ফলে শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য বিষয়ে আর ভক্তের কোনওরূপ অভিনিবেশ থাকে না; তাই তখন তিনি **লোকবাহ্যঃ**—লোকাপেক্ষা-শূন্য, মানাপমানাদিবিষয়ে অবধানশূন্য হইয়া যায়েন; "আমার এইরূপ আচরণ দেখিয়া লোকে আমাকে কি বলিবে"—ইত্যাদি বিচারই তখন তাঁহার মনে স্থান পায় না। **উন্মাদবৎ**—পাগলের ন্যায়। কোনওরূপ লোকাপেক্ষা না করিয়া যাহা মনে আসে, তাহাই যে ব্যক্তি বলে বা করে, তাহাকেই সাধারণতঃ লোকে উন্মাদ বা পাগল বলে। জাতপ্রেম ভক্তের আচরণও তদ্রূপ; কিন্তু তিনি উন্মাদ নহেন। উন্মাদের ও জাতপ্রেমভক্তের মোটামোটি প্রভেদ এই যে, উন্মাদের লোকানপেক্ষা তাহার মস্তিষ্কবিকৃতির ফল; কিন্তু জাতপ্রেম-ভক্তের লোকানপেক্ষা মস্তিষ্কবিকৃতির ফল নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ঐকান্তিক নিবিষ্টচিত্ততার—অন্য সমস্ত বিষয় হইতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে চিত্তবৃত্তিসমূহের কেন্দ্রীভূততার—ফল। মানাপমানাদি-বিষয়ে জাতপ্রেম ভক্তের চিত্তবৃত্তির গতি থাকে না বলিয়াই সেই সকল বিষয়ে তাঁহার অনবধানতা; কিন্তু উন্মাদের চিত্তবৃত্তির ক্রিয়াশক্তিই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; তাই কোনও বিষয়ে অবধানের ক্ষমতা তাহার থাকে না। জাতপ্রেমে চিত্তবৃত্তির ক্রিয়াশক্তি

এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ়-বিশ্বাস করি।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন করি ॥ ৯১
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায় ॥ ৯২
কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥ ৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নষ্ট হয় না, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয় মাত্র; তাই অন্য বিষয়ে তাহার গতি থাকেনা। কিন্তু উন্মাদে সেই শক্তিই নষ্ট হইয়া যায়। অথচ বাহ্যদৃষ্টিতে উভয়ের লক্ষণই প্রায় এক রকম, তাই জাতপ্রেম-ভক্তকে "উন্মাদ" না বলিয়া "উন্মাদবৎ" বলা হইয়াছে। জাতপ্রেম ভক্তের চিত্ত প্রায়শঃই শ্রীকৃষ্ণের কোনও না কোনও এক লীলায় আবিষ্ট থাকে; আবিষ্ট-অবস্থায় তাঁহার অনুভূতি এইরূপ যে, তিনি যেন শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানে তাঁহারই সান্নিধ্যে আছেন; হয়তো বা লীলার আনুকূল্যও করিতেছেন। এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া তাঁহার জ্ঞান থাকে না; তাই এই জগতের কোনও বিষয়েই তাঁহার অবধান থাকে না। **হসতি**—হাস্যোদ্দীপক কোনও লীলার স্ফূর্ত্তিতে জাতপ্রেম-ভক্ত কখনও বা হো-হো-শব্দে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে থাকেন। বালক-শ্রীকৃষ্ণ ননী চুরি করিবার নিমিত্ত হয়তো কোনও গোপীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন; গৃহস্বামিনী বৃদ্ধা-গোপী হয়তো তাহা টের পাইয়া "ননী-চোরাকে ধর, ননী-চোরাকে ধর"-ইত্যাদি শব্দ করিতে করিতে দৌড়াইয়া আসিতেছেন; তাহার শব্দ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ হয়তো ভয়ে পলাইতে চেষ্টা করিতেছেন। জাতপ্রেম ভক্তের চিত্তে এই লীলার স্ফূর্ত্তি হইলে, পলায়নরত শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাতে অনুভব করিয়া তিনি হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না; তাই হাসিয়া ফেলেন। **রোদিতি**—রোদন করেন। পূর্ব্বোক্ত ননীচুরি-লীলার স্ফূর্ত্তিতে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে যেন সাক্ষাতেই পাইয়াছিলেন; সেই স্ফূর্ত্তি তিরোহিত হইলে সাক্ষাতে আর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া অতিদুঃখে তিনি হয়তো "হায়! হায়! কোথায় গেল? এইমাত্র এখানে ছিল, এখন কোথায় গেল? আমি করতলে মহানিধি পাইয়াছিলাম, কোন্ স্থানে কিরূপে তাহা হস্তচ্যুত হইল? কি করিব? কোথায় যাইব?"-ইত্যাদি বলিতে বলিতে বিরহার্ত্তিভরে রোদন করিতে থাকেন। **রৌতি**—চীৎকার করেন। কৃষ্ণবিরহে অধীর হইয়া "হে প্রভো! তুমি কোথায়? একবার দেখা দাও, আমার কথার উত্তর দাও" ইত্যাদি বলিয়া হয়তো চীৎকার করিতে থাকেন। **গায়তি**—রূপ-গুণ-লীলাদি গান করেন, শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাতে অনুভব করিয়া **নৃত্যতি**—নৃত্য করেন। শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাতে অনুভব করিয়া আনন্দাতিশয্যে হয়তো নৃত্য করিতে থাকেন। স্মরণ রাখিতে হইবে—জাতপ্রেম-ভক্তের হাস্য-রোদন-নৃত্য-গীতাদি তাঁহার ইচ্ছাকৃত নহে; ভূতে পাওয়া লোক যেমন নিজের বশে কিছু করে না, জাতপ্রেম ভক্তও স্ব-ইচ্ছায় এরূপ আচরণ করেন না; বাজিকর যেমন পুতুলকে নাচায়, প্রেমও তেমনি জাতপ্রেম ভক্তকে দিয়া নৃত্যাদি করাইয়া থাকে। ভক্ত বিবশচিত্তে এসব করিয়া থাকেন। অথবা, প্রেমের উদয়ে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আবির্ভাব হয়, তাহারই প্রেরণায় ভক্ত কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও চীৎকার করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত ৮৫ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৯১-৯২। **তাঁর বাক্যে**—গুরুর বাক্যে। **এই তাঁর বাক্যে**—৮০-৮৯ পয়ারোক্ত গুরুবাক্যে। **দৃঢ় বিশ্বাস করি**—সংশয়শূন্য হইয়া। তাঁহার বাক্য সম্পূর্ণ সত্য—এইরূপ বিশ্বাস করিয়া। বস্তুতঃ গুরুবাক্যে ও শাস্ত্র-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে ভজনে অগ্রসর হওয়া দুষ্কর।

৯৩। **ব্রহ্মানন্দ**—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের অনুভব-জনিত আনন্দ। **খাতোদক**—ক্ষুদ্র খাতের জল; গোষ্পদ। নামসঙ্কীর্ত্তন-জনিত আনন্দের সঙ্গে ব্রহ্মানুভব-জনিত আনন্দের তুলনা করা হইয়াছে। নামসঙ্কীর্ত্তনে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাকে মহাসমুদ্র মনে করিলে, ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দকে অতিক্ষুদ্র গোষ্পদ (নরম মাটীতে গরুর পায়ের চাপে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যে ক্ষুদ্র গর্ত্ত হয়, তাহাতে যে পরিমাণ জল থাকিতে পারে, সেই জলের) তুল্য মনে করিতে হয়। নামসঙ্কীর্ত্তনজনিত আনন্দের তুলনায় ব্রহ্মানন্দ অতি সামান্য। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্মানন্দ স্বরূপতঃ অকিঞ্চিৎকর সামান্য বস্তু নহে; ব্রহ্মেআনন্দ-বৈচিত্রী না থাকিলেও অপরিসীম আনন্দ আছে; কিন্তু কৃষ্ণনামের আনন্দ—পরিমাণে, বৈচিত্রীতে ও আস্বাদন-চমৎকারিতায়—তাহা অপেক্ষা কোটীকোটিগুণে শ্রেষ্ঠ—ইহাই এই পয়ারের তাৎপর্য্য। অবশ্য, বিষয়-মলিন-চিত্ত সাধারণ জীব এই সঙ্কীর্ত্তনানন্দের এক কণিকাও অনুভব করিতে পারেনা। ইহা একমাত্র জাতপ্রেম ভক্তেরই আস্বাদনের বিষয়, (জাত-প্রেম ভক্তের বিষয় বলিতে বলিতেই এই পয়ার বলা হইয়াছে; তাহা হইতেই এইরূপ মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়)। বিষয়-মলিন চিত্তে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনের আনন্দও অসম্ভব, ব্রহ্মানন্দও অসম্ভব। কারণ, হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব ব্যতীত ভগবদানন্দের অনুভবই হইতে পারেনা; মলিন চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবও হইতে পারেনা।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

৬৫-৬৮ পয়ারে প্রকাশানন্দ-সরস্বতী প্রভুকে যাহা বলিলেন, বিশ্লেষণ করিলে তাহা হইতে এই পাঁচটী প্রশ্ন পাওয়া যায়:—(১) তুমি আমাদের নিকট আসনা কেন? (২) সঙ্কীর্ত্তন করিয়া নৃত্যাদি কর কেন? (৩) বেদান্ত পাঠ করনা কেন? (৪) ধ্যান করনা কেন? (৫) ভাবকের সঙ্গে ভাবকের কর্ম্মরূপ হীনাচার কর কেন?

৬৯-৭৩ পয়ারে প্রভু ভঙ্গীক্রমে এই সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছেন; উত্তরগুলির মর্ম্ম এই:—(১) তোমরা পণ্ডিত; আর আমি মূর্খ; তাই তোমাদের নিকটে যাইনা, তোমাদের সঙ্গ করিনা—আমি অযোগ্য বলিয়া। (প্রকৃত কথা এই যে, পাণ্ডিত্যাদির অভিমান পোষণ করা তো দূরে, যাহারা সেই অভিমান পোষণ করে, তাহাদের সঙ্গও ভক্তিমার্গের প্রতিকূল—ইহাই প্রভু জানাইলেন)। (২) কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে চিত্তে যে প্রেমের উদয় হয়, সেই প্রেমই আমাকে হাসায়, কাঁদায়, নাচায়, গাওয়ায়—আমি নিজের ইচ্ছায় হাসি-কাঁদিনা। (৩) আমি মূর্খ, বেদান্ত-পাঠে আমার অধিকার নাই; তাই বেদান্ত পাঠ করি না। (কৃষ্ণ-নামই সর্ব্বশাস্ত্রের—বেদান্তের সার; সুতরাং কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলে স্বতন্ত্রভাবে আর বেদান্ত-পাঠের প্রয়োজন থাকেনা—ইহাই মর্ম্ম)। (৪) আরাধ্যের রূপ চিন্তাই ধ্যান; তজ্জন্য মনের স্থিরতা একান্ত আবশ্যক; কিন্তু কৃষ্ণনাম করিতে করিতে আমার মন ভ্রান্ত হইল, ধৈর্য্য নষ্ট হইল, জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া গেল, আমি "হৈলাম উন্মত্ত।" আমার পক্ষে ধ্যান অসম্ভব। (কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের ফলে যে প্রেম জন্মে, তাহাই ভক্তের মনকে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদিতে সম্যক্‌রূপে নিমজ্জিত করিয়া রাখে; ইহাই ধ্যানের চরম-পরিণতি।—ইহাই প্রভুর বাক্যের সার মর্ম্ম)। (৫) যাহাদিগকে তুমি ভাবক বল, আমার গুরুদেব তাঁহাদিগকেই ভক্ত বলেন; গুরুর আদেশেই আমি তাঁহাদের সঙ্গে নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করি; তাহার ফলে নিজের উপরে আমার নিজের কর্তৃত্ব লোপ পায়; ভক্তসঙ্গে নামকীর্ত্তনের প্রভাবেই আমি গ্রহাবিষ্টের ন্যায় নৃত্য-গীতাদি "হীনাচার" করিয়া থাকি—নিজের ইচ্ছায় করি।। (প্রকাশানন্দের ন্যায় অভিমানী জ্ঞানমার্গের সাধকগণ প্রেমিক ভক্তের আচরণকে ভাবুকতাময় হীনাচার বলিয়া মনে করেন; বস্তুতঃ তাহা হীনাচার নহে—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যে প্রেমের বশীভূত, সেই প্রেমের কৃপাতেই ভক্তগণ ঐরূপ আচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আচরণ—কৃষ্ণপ্রেমের বহির্বিকার মাত্র—যে কৃষ্ণপ্রেমজনিত আনন্দের তুলনায় জ্ঞানমার্গাবলম্বীদের লক্ষ্য ব্রহ্মানন্দ, সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদের ন্যায় অতি সামান্য। তাঁহাদের আচরণ হীনাচার নহে—ইহাই প্রভুর উত্তরের মর্ম্ম)। পঞ্চম প্রশ্নটী বস্তুতঃ স্বতন্ত্র প্রশ্ন নহে; প্রথম চারিটী প্রশ্নের লক্ষ্যীভূত আচরণগুলিই প্রকাশানন্দের মতে হীনাচার এবং প্রভুর উত্তরে তিনি দেখাইয়াছেন যে, বস্তুতঃ এই সমস্ত আচরণ হীনাচার নহে—পরন্তু সদাচার।

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৪।৩৬)—
ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥ ৫

প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ।
চিত্ত ফিরি গেল, কহে মধুর বচন—॥৯৪
যে কিছু কহিলে তুমি, সব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায়, যার ভাগ্যোদয় ॥ ৯৫
কৃষ্ণভক্তি কর, ইহায় সভার সন্তোষ।
বেদান্ত না শুন কেনে, তার কিবা দোষ ॥ ৯৬
এত শুনি হাসি প্রভু বলিলা বচন—
দুঃখ না মানহ যদি, করি নিবেদন ॥ ৯৭
ইহা শুনি বোলে সর্ব্বসন্ন্যাসীর গণ—।
তোমারে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ ৯৮
তোমার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ।
তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন ॥ ৯৯
তোমার প্রভাবে সভার আনন্দিত মন।
কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন ॥ ১০০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ব্রাহ্মাণীত্যত্র পারমেষ্ঠ্যানীতি তু ন ব্যাখ্যেয়ং পরব্রহ্মানন্দেনৈব তস্য তারতম্যং শ্রীভাগবতাদিষু প্রসিদ্ধমিতি তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দেত্যাদিভিঃ ॥ শ্রীজীব। ৫ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৫। অন্বয়। হে জগদ্গুরো (হে জগদ্গুরো ভগবন্)! ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য (তোমার সাক্ষাৎকার-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দরূপ সমুদ্রে অবস্থিত) মে (আমার নিকটে) ব্রাহ্মাণি (ব্রহ্ম-সম্বন্ধি-আনন্দ সমূহ) অপি (ও) গোষ্পদায়ন্তে (গোষ্পদতুল্য মনে হইতেছে)।

অনুবাদ। প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিয়াছেন—"হে জগদ্গুরো! তোমার সাক্ষাৎকারের ফলে যে অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ আনন্দ-সমুদ্রে আমি অবস্থিত হইয়াছি, তাহার তুলনায় নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দও আমার নিকটে গোষ্পদের ন্যায় অত্যল্প বলিয়া মনে হইতেছে। ৫।"

ভগবৎ-সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দ-সমুদ্রকে **বিশুদ্ধাব্ধি**—বিশুদ্ধ সমুদ্র বলা হইয়াছে; বিশুদ্ধ-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, ভগবৎসাক্ষাৎকারজনিত আনন্দ জড়জগতের প্রাকৃত আনন্দ নহে—ইহা অপ্রাকৃত, চিন্ময়—হ্লাদিনীর পরিণতি-বিশেষ। প্রাকৃত আনন্দ প্রাকৃত সত্ত্বের ক্রিয়া মাত্র। **ব্রাহ্মাণি**—ব্রহ্মানন্দ-সমূহ; নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দকেই ব্রহ্মানন্দ বলে। আর ভগবৎ-সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দকে পরব্রহ্মানন্দ বলে।

কৃষ্ণপ্রেমানন্দের তুলনায় ব্রহ্মানন্দ অতি ক্ষুদ্র, তাহার প্রমাণই এই শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। হরিভক্তিসুধোদয়ের এই শ্লোকটী ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর পূর্ব্ব বিভাগে ১ম লহরীতে উদ্ধৃত হইয়াছে (২৬ শ্লোক)।

৯৪—৯৬। প্রভুর কথা শুনিয়া সন্ন্যাসীদের মনের পরিবর্ত্তন হইল; শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনাদির প্রতি সন্ন্যাসীদের অবজ্ঞার ভাব ছিল; প্রভুর কথা শুনিয়া তাঁহাদের সেই অবজ্ঞার ভাব দূর হইল। তাঁহারা বলিলেন—"কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা, ইহা সত্য; তুমি কৃষ্ণভক্তি কর, তাতে দোষ কিছু নাই; ইহা বরং ভালই। মূর্খ বলিয়া বেদান্ত পাঠ করিতে পার না, তাহাও মানিলাম; কিন্তু পাঠ করিতে না পারিলেও আমাদের নিকটে বেদান্ত শুনিতে পার ত? তাহা শুন না কেন? বেদান্ত-শ্রবণে কি দোষ থাকিতে পারে?"

৯৭। দুঃখ না মানহ—যদি মনে কষ্ট না নেও। সন্ন্যাসীরা বেদান্তের যে অর্থ গ্রহণ করেন, প্রভু সেই অর্থের দোষ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইতেছেন; তাহাতে সন্ন্যাসীদের মনে কষ্ট হইতে পারে আশঙ্কা করিয়াই প্রভু এইরূপ বলিলেন।

৯৮—১০০। প্রভুর কথা শুনিয়া সন্ন্যাসীরা বলিলেন—"দেখিতে তোমাকে সাক্ষাৎ নারায়ণের ন্যায় মনে হয়; তোমার মধুর বচনে কর্ণ তৃপ্ত হয়, তোমার সৌন্দর্য্যে নয়ন জুড়ায়; তোমার প্রভাবে সকলেরই চিত্ত প্রফুল্ল হইয়াছে; তুমি যাহা বলিবে, তাহা কখনও অসঙ্গত হইতে পারে না; সুতরাং কেন তোমার কথায় দুঃখ মানিব? যাহা বলিতে চাহ নিঃসঙ্কোচে তাহা বল।"

প্রভু কহে—বেদান্তসূত্র ঈশ্বরবচন।
ব্যাসরূপে কহিল যাহা শ্রীনারায়ণ ॥ ১০১
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ ১০২
উপনিষৎ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ—পরম-মহত্ত্ব ॥ ১০৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০১। প্রভু বলিলেন—"বেদান্ত-সূত্র ঈশ্বরের বাক্য; শ্রীনারায়ণই বেদব্যাসরূপে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।" প্রভুর উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বেদান্ত-সূত্রের পঠনে বা শ্রবণে কোন দোষ থাকিতে পারে না।

শ্রীভগবানই পরাশর হইতে সত্যবতীতে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন (শ্রীভা, ১।৩।২১)। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন —"দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাম্—ব্যাসদিগের মধ্যে আমি দ্বৈপায়ন। শ্রীভা, ১১।১৬।২৮॥" বিষ্ণুপুরাণ বলেন— "কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং স্বয়ম্- -কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে স্বয়ং নারায়ণ বলিয়া জানিবে। ৩।৪।৫।" এসমস্ত শাস্ত্র-প্রমাণের বলেই বলা হইয়াছে—"ব্যাসরূপে কহিল যাহা শ্রীনারায়ণ।" বেদব্যাস কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নই বেদান্ত-সূত্রকার। বেদান্ত-সূত্রে ৫৫৫টী সূত্র আছে; ইহাকে ব্রহ্মসূত্র বা শারীরক সূত্রও বলে।

১০২। ভ্রম-প্রমাদাদির অর্থ আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৭২ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **ঈশ্বরের বাক্যে** ইত্যাদি—১।২।৭২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বেদান্ত-সূত্রে ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষ গুলি থাকিতে পারে না।

১০৩। **উপনিষৎ**—বেদের জ্ঞানকাণ্ডমূলক গ্রন্থগুলিকে উপনিষৎ বলে। ঈশ, কেন, কঠ, মণ্ডুক প্রভৃতি নামে অনেক উপনিষৎ আছে। উপনিষৎ-সমূহে প্রধানতঃ ব্রহ্মের তত্ত্বই নিরূপিত হইয়াছে। **উপনিষৎ সহিত**— উপনিষদের প্রমাণ সহিত; উপনিষদের প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। **সূত্র**—সারার্থবিশিষ্ট অল্পাক্ষরময় বাক্যকে সূত্র বলে; সূত্র অতি ক্ষুদ্র একটী বাক্য; কিন্তু সেই ক্ষুদ্র বাক্যের মধ্যে গভীর অর্থ নিহিত থাকে। ব্যাসদেব-কৃত বেদান্ত-সূত্র-নামক গ্রন্থখানি এরূপ কতকগুলি (৫৫৫টী) সূত্রের সমষ্টি মাত্র। এই পয়ারে সূত্র-শব্দে "অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা"-প্রভৃতি বেদান্তের সূত্রকে বুঝাইতেছে।

মুখ্যবৃত্তি—কোনও শব্দের স্বাভাবিক-শক্তিদ্বারা যে অর্থ প্রতিপন্ন হয়, শব্দটী উচ্চারণ করা মাত্র তাহার যে অর্থ মনে উদিত হয়, তাহাকে বলে ঐ শব্দের মুখ্যার্থ এবং শব্দের যে বৃত্তি বা শক্তি দ্বারা এই মুখ্যার্থের প্রতীতি জন্মে, তাহাকে বলে মুখ্যবৃত্তি। যেমন, গো-শব্দ উচ্চারণ করিলেই সাস্না (অর্থাৎ গলকম্বল—গলার নীচে লম্বালম্বিভাবে ঝুলিয়া থাকা চর্ম্মাচ্ছাদিত মাংসখণ্ড-বিশেষ), পুচ্ছ, শৃঙ্গ প্রভৃতি বিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু-বিশেষের কথা মনে পড়ে; এই জন্তু-বিশেষই হইল গো-শব্দের মুখ্যার্থ; এবং গো-শব্দের যে বৃত্তি দ্বারা এই অর্থের প্রতীতি জন্মে, তাহাকে বলে গো-শব্দের মুখ্যাবৃত্তি। আবার, যে ধাতু ও প্রত্যয়যোগে কোনও শব্দ নিষ্পন্ন হয়, সেই ধাতু ও প্রত্যয়ের অর্থযোগে শব্দটীর যে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাও সেই শব্দের মুখ্যার্থ এবং যে বৃত্তিদ্বারা এই মুখ্যার্থের প্রতীতি জন্মে, তাহাকেও মুখ্যাবৃত্তি বলে। যেমন পচ-ধাতুর উত্তর ণক্ প্রত্যয় যোগে পাচক-শব্দ নিষ্পন্ন হয়; পচ্-ধাতুর অর্থ পাক করা, রন্ধন করা; আর ণক্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে; সুতরাং ধাতু ও প্রকৃতির অর্থযোগে পাচক-শব্দের অর্থ হইল পাককর্ত্তা, রন্ধনকর্ত্তা; ইহাই পাচক-শব্দের মুখ্যার্থ' মুখ্যার্থকে **অভিধাবৃত্তির** অর্থও বলা হয়। অভিধা ন্যায়মতে শব্দশক্তিঃ। মীমাংসামতে বিধিসমবেতবিধিব্যাপারীভূতপদার্থঃ। তস্যা লক্ষণম্—স মুখ্যোঽর্থস্তত্রতত্র মুখ্যোব্যাপারোঽস্যাভিধোচ্যতে। ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত কাব্যপ্রকাশবচনম্॥ **পরম মহত্ত্ব**—পরম মহান্; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণিক।

উপনিষদের প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক মুখ্যবৃত্তি দ্বারা বেদান্ত-সূত্রের যে অর্থ করা যায়, তাহাই সত্য; এইরূপ অর্থে বেদান্ত-সূত্র হইতে যে তত্ত্ব পাওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত তত্ত্ব। প্রভুর অভিপ্রায় এই যে, মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়া বেদান্ত-সূত্রের পাঠে বা শ্রবণে কোনও দোষ থাকিতে পারে না।

গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য। | তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্ব কার্য্য ॥ ১০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০৪। শব্দের তিনটী বৃত্তি—মুখ্যা, লক্ষণা ও গৌণী। মুখ্যাবৃত্তির তাৎপর্য্য পূর্ব্ব পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে। লক্ষণা—মুখ্যার্থের বাধা জন্মিলে (মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলে) বাচ্যসম্বন্ধবিশিষ্ট অন্য পদার্থের প্রতীতিকে লক্ষণা বলে। "মুখ্যার্থবাধে শক্যস্য সম্বন্ধে যাঽন্যধীর্ভবেৎ। সা লক্ষণা। অলঙ্কারকৌস্তুভ। ২।১২।" যেমন, "গঙ্গায় ঘোষ বাস করে।" এস্থলে গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থে ভাগীরথী-নাম্নী নদী-বিশেষকে বুঝায়; তাহা হইলে মুখ্যার্থে উক্ত বাক্যটীর অর্থ এইরূপ হয়—"ভাগীরথী-নাম্নী নদীর মধ্যে ঘোষ বাস করে।" কিন্তু নদীর মধ্যে বাস করা সম্ভব নহে বলিয়া উক্ত (মুখ্য) অর্থের সঙ্গতি হয় না—মুখ্য অর্থের বাধা জন্মে। তাই, গঙ্গা-শব্দের "গঙ্গাতীর" অর্থ করিতে হইবে—কারণ, গঙ্গাতীরে বাস করা সম্ভব—গঙ্গাতীর গঙ্গার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্টও বটে। তাহা হইলে উক্ত বাক্যের অর্থ হইবে—"গঙ্গাতীরে ঘোষ বাস করে।" এই অর্থটী হইল লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা লব্ধ অর্থ। মুখ্যার্থের অসঙ্গতি হইলেই লক্ষণার আশ্রয় নিতে হয়; মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকিলেও যদি লক্ষণায় অর্থ করা হয়, তাহা হইলে সেই লক্ষণালব্ধ অর্থ অসঙ্গত হইবে; কারণ, অর্থ করার এইরূপ প্রথা শাস্ত্রানুমোদিত নহে। লক্ষণার বহু প্রকারভেদ আছে; শ্রীপাদজীবগোস্বামী তিন রকম লক্ষণার কথা বলিয়াছেন—অজহৎস্বার্থা, জহৎস্বার্থা এবং জহদজহৎস্বার্থা (সর্ব্বসংবাদিনী)। **অজহৎস্বার্থা**—ন জহতি পদানি স্বার্থং যস্যাং সা, যে লক্ষণায় পদগুলি নিজেদের অর্থ পরিত্যাগ করে না; যেমন "কাকেভ্যো দধি রক্ষতাম্—কাকসমূহ হইতে দধি রক্ষা কর।" এইরূপ আদেশ যদি কাহাকেও করা হয়, তাহা হইলে তিনি যে কেবল কাক হইতেই দধিকে রক্ষা করিবেন, তাহা নহে; বিড়াল, কুক্কুরাদি যাহা কিছু দধি নষ্ট করিতে আসিবে, তাহা হইতেই তিনি দধিকে রক্ষা করিবেন। মূল উদ্দেশ্য হইল দধি রক্ষা করা। এস্থলে কাক-শব্দের মুখ্যার্থের সঙ্গতি হয় না; যেহেতু মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে কেবল কাকের উৎপাত হইতেই দধিকে রক্ষা করিতে হয়, অন্য জন্তুর উপদ্রব হইতে রক্ষা করা চলে না; ফলতঃ দধি রক্ষিত হইবে না। তাই, মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকে না বলিয়া কাক-শব্দে কাক এবং কাকেরই ন্যায় অন্য উপদ্রবকারী জন্তু হইতেও দধিকে রক্ষা করিতে হইবে। এস্থলে কাক-শব্দের অর্থে কাক তো থাকিবেই, দধি নষ্ট করিতে পারে এরূপ অন্য জন্তুকেও বুঝিতে হইবে। কাক-শব্দ স্বীয় অর্থ ত্যাগ করিল না এবং অর্থের আরও ব্যাপকতা ধারণ করিল। তাই উক্ত দৃষ্টান্তটী হইল অজহৎস্বার্থা লক্ষণার দৃষ্টান্ত। **জহৎস্বার্থা**—জহতি পদানি স্বার্থং যস্যাম্; যে লক্ষণায় পদসমূহ স্বকীয় অর্থ পরিত্যাগ করে, তাহাকে জহৎস্বার্থা লক্ষণা বলে। যেমন, "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি"—মঞ্চসমূহ চীৎকার করিতেছে। ইহা হইল "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি"-বাক্যের মুখ্যার্থ; কিন্তু ইহা সঙ্গত হয় না; কারণ, মঞ্চ (বা মাচা) চীৎকার করিতে পারে না; তাই মঞ্চ-শব্দের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ মঞ্চ-শব্দের মঞ্চ (বা মাচা) অর্থ গ্রহণ না করিয়া "মঞ্চস্থ পুরুষ"-অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে; মঞ্চস্থ লোকগণ চীৎকার করিতেছে—এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। মঞ্চস্থ লোকগণ মঞ্চের (মুখ্যার্থের) সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া এস্থলে লক্ষণা হইল এবং মূলশব্দ স্বকীয় (মঞ্চ) অর্থ ত্যাগ করিল বলিয়া জহৎস্বার্থা লক্ষণা হইল। পূর্ব্বে যে "গঙ্গায়াং ঘোষঃ—গঙ্গায় ঘোষ বাস করে"-বাক্যের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার "গঙ্গাতীরে ঘোষ বাস করে"—অর্থও জহৎস্বার্থা লক্ষণা-লব্ধ। গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া "গঙ্গাতীর"-অর্থ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। **জহদজহৎস্বার্থা**—বাচ্যার্থৈকদেশত্যাগেনৈকদেশবৃত্তির্লক্ষণা (বাচস্পতিমিশ্র)। যত্র বিশিষ্টবাচকঃ শব্দঃ একদেশং বিহায় একদেশে বর্ত্ততে তত্র জহদজহল্লক্ষণা (বেদান্তপ্রদীপ)। যে লক্ষণায় কোনও শব্দের মুখ্যার্থের এক অংশ ত্যাগ করিয়া অন্য অংশ গ্রহণ করিতে হয়, তাহাকে বলে জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণা। মায়াবাদীরা তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থ করিতে এই জহদজহল্লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তত্ত্বমসি—তৎ (সেই-ব্রহ্ম) ত্বম্ (তুমি) অসি (হও)। তৎ-শব্দে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্ট চৈতন্যকে (ব্রহ্মকে) বুঝায়; ত্বম্-পদে অল্পজ্ঞ চৈতন্যকে (জীবকে) বুঝায়। চৈতন্য-স্বরূপে উভয়ের মধ্যে অভেদ আছে বটে;

কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ এবং জীব অল্পজ্ঞ বলিয়া তাঁহাদের অভেদত্ব স্থাপন করা যায় না। তৎ এবং ত্বম্ শব্দদ্বয়ের মুখ্যার্থে এস্থলে ভেদই প্রতিপন্ন হয়; যেহেতু একজন (ব্রহ্ম) হইলেন সর্ব্বজ্ঞ এবং অপরজন (জীব) হইলেন অল্পজ্ঞ; ভেদ অনেক। উভয়ের অভেদ প্রতিপন্ন করিতে হইলে তৎ (ব্রহ্ম)-শব্দের মুখ্যার্থ হইতে সর্ব্বজ্ঞত্ব-অংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল চৈতন্য-অংশ গ্রহণ করিতে হয় এবং তদ্রূপ ত্বম্ (জীব)-শব্দেরও মুখ্যার্থ হইতে অল্পজ্ঞত্ব-অংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল চৈতন্য-অংশ গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ করিলে, তৎ-শব্দেও চৈতন্য বুঝায় এবং ত্বম্-শব্দেও চৈতন্য বুঝায়; অর্থাৎ তৎ এবং ত্বম্ এই উভয় শব্দেরই একই চৈতন্য-অর্থ পাওয়া যায়; উভয়েই চৈতন্য বলিয়া উভয়ের মধ্যে কোনও ভেদ থাকে না। এইরূপ অর্থ করিয়াই মায়াবাদীরা তত্ত্বমসি-বাক্য হইতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব প্রতিপন্ন করেন। তৎ-শব্দের মুখ্যার্থ "সর্ব্বজ্ঞ চৈতন্য" হইতে এক অংশ "সর্ব্বজ্ঞ" ত্যাগ করিয়া অপর অংশ "চৈতন্য" গ্রহণ করা হইল বলিয়া এবং ত্বম্-শব্দেরও মুখ্যার্থ "অল্পজ্ঞ চৈতন্য" হইতে এক অংশ "অল্পজ্ঞ" ত্যাগ করিয়া অপর অংশ "চৈতন্য" গ্রহণ করা হইল বলিয়া জহদজহৎস্বার্থা হইল; আবার "চৈতন্য" অর্থ গ্রহণ করাতে মুখ্যার্থের সহিতও উভয়-শব্দের সম্বন্ধ থাকাতে লক্ষণাও হইল। সুতরাং তত্ত্বমসি-বাক্যের জীব-ব্রহ্মের অভেদবাচক অর্থ করিতে হইলে জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণারই আশ্রয় লইতে হয়।

গৌণীবৃত্তি—মুখ্যার্থের সঙ্গতি না হইলে মুখ্যার্থের কোনও একটী গুণ লইয়া মুখ্যার্থের সাদৃশ্যযুক্ত যে অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহাকে বলে গৌনার্থ এবং যে বৃত্তিদ্বারা এই অর্থ পাওয়া যায়, তাহাকে বলে গৌণীবৃত্তি। "গৌণী চাভিহিতার্থলক্ষিতগুণযুক্তে তৎসদৃশে—সর্ব্বসংবাদিনীতে শ্রীজীব।" যেমন, "সিংহোঽয়ং দেবদত্তঃ—এই দেবদত্ত একটী সিংহ।" সিংহ-শব্দের মুখ্যার্থে অত্যন্ত বিক্রমশালী পশুবিশেষকে বুঝায়। দেবদত্ত একজন মানুষ; তাহার চারিটী পদ নাই, লেজ নাই, রোম নাই, সিংহের ন্যায় কেশর নাই; সুতরাং "দেবদত্ত একটী সিংহ"-বাক্যে "দেবদত্ত সিংহের ন্যায় একটী পশু" এইরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না, অর্থাৎ সিংহ-শব্দের মুখ্যার্থ এস্থলে গ্রহণ করা যায় না। তাহার —সিংহ-শব্দের—মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া সিংহের বিক্রমশালিত্ব গুণটীকে গ্রহণ করিয়া সিংহ-শব্দের অর্থ করা হয়—সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী। "এই দেবদত্ত সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী"—ইহাই হইবে "সিংহোঽয়ং দেবদত্তঃ"-বাক্যের অর্থ। বিক্রমশালিত্বাংশে সিংহের সঙ্গে দেবদত্তের সাদৃশ্য। মুখ্যার্থের একটী গুণকে লইয়া এই অর্থ করা হইল বলিয়া ইহাকে গৌণীবৃত্তিমূলক অর্থ বলা হইল।

কোনও কোনও বৈয়াকরণ গৌণীবৃত্তিকে পৃথক্ একটা বৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, গৌণীবৃত্তিও এক রকম লক্ষণা। তাঁহাদের মতে লক্ষণা দুইরকমের—গৌণী ও শুদ্ধা। যে অর্থে মুখ্যার্থের গুণের সাদৃশ্য মাত্র গ্রহণ করা হয়, তাহাই গৌণী-লক্ষণালব্ধ অর্থ; গুণসাদৃশ্য ব্যতীত অন্য রকমের লক্ষণালব্ধ অর্থকে শুদ্ধালক্ষণালব্ধ অর্থ বলা হয়। সাদৃশ্যেতরসম্বন্ধাঃ শুদ্ধাস্তাঃ সকলা অপি। সাদৃশ্যাৎ তু মতা গৌণ্যঃ। সাহিত্য-দর্পণ॥" উপরে "সিংহোঽয়ং দেবদত্তঃ"-বাক্যের অর্থপ্রসঙ্গে সিংহ-শব্দের মুখ্যার্থ "বিক্রমশালী পশুবিশেষ" হইতে "পশুবিশেষ" অংশত্যাগ করিয়া "বিক্রমশালী" অংশ গ্রহণ করা হইয়াছে; সুতরাং এই অর্থকে জহদজহল্লক্ষণালব্ধ অর্থ বলিয়াও মনে করা যায়।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, লক্ষণা-বৃত্তিতে বা গৌণী-বৃত্তিতে অর্থ করিতে হইলে যুক্তি ও কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। মুখ্যাবৃত্তিতে যুক্তি বা কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না।

সাধারণতঃ, যে স্থলে মুখ্যবৃত্তিতে অর্থ করিলে শব্দের বা বাক্যের অর্থসঙ্গতি হয় না, সেই স্থলেই লক্ষণাবৃত্তিতে বা গৌনবৃত্তিতে অর্থ করিতে হয়। মুখ্যার্থবাধে তদ্‌যুক্তো যয়ান্যোঽর্থঃ প্রতীয়তে। রূঢ়েঃ প্রয়োজনাদ্‌বাসৌ লক্ষণাশক্তিরর্পিতা॥ সাহিত্যদর্পণ॥ যে গ্রন্থে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ থাকে, গ্রন্থকারের মর্য্যাদারক্ষার্থ ভ্রম-প্রমাদাদিকে প্রচ্ছন্ন করিবার উদ্দেশ্যে সেই গ্রন্থের ব্যাখ্যানেও হয়তো লক্ষণা বা গৌণবৃত্তি অবলম্বনের প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু বেদান্ত-সূত্রে এসকল দোষ নাই বলিয়া লক্ষণা বা গৌণবৃত্তিতে তাহার ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। যে স্থলে লক্ষণা বা গৌণবৃত্তিতে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই, যে স্থলে মুখ্যবৃত্তিতেই প্রকৃত অর্থ পাওয়া যাইতে পারে সেই

তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর-আজ্ঞা পাঞা। | গৌণার্থ করিল মুখ্য-অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ ১০৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্থলে কষ্টকল্পনার সাহায্যে লক্ষণা বা গৌণবৃত্তিতে অর্থ করিতে গেলে মুখ্য অর্থ—বাক্যের প্রকৃত অর্থই—প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-সূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে তিনি মুখ্যবৃত্তি ত্যাগ করিয়া লক্ষণা বা গৌণবৃত্তিতেই সূত্রের অর্থ করিয়াছেন ; তাহাতে সূত্রের মুখ্যার্থ প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহার কল্পিত অর্থই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে ; সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য শুনিলে বেদান্তের প্রকৃত অর্থ জানা যায় না বলিয়া কোনও উপকার তো হয়ই না, কল্পিত অপব্যাখ্যা শুনায় বরং যথেষ্ট অপকারই হইয়া থাকে।

ভাষ্য—“সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ। স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ ॥” যে গ্রন্থে মূলসূত্রের অনুকূল পদসমূহ দ্বারা সূত্রের অর্থ বর্ণিত হয় এবং স্বপ্রযুক্ত পদ সকলও ব্যাখ্যাত হয়, তাহাকে ভাষ্য বলে। **আচার্য্য**—শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ; ইনি বেদান্ত-সূত্রের একটী ভাষ্য রচনা করিয়াছেন ; ইহা জ্ঞানমার্গের ভাষ্য ; ইহাকে মায়াবাদী-ভাষ্য বা অদ্বৈতবাদী ভাষ্যও বলে। **নাশ হয় সর্ব্বকার্য্য**—শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ-ভাষ্য শুনিলে শ্রবণাদি-সমস্ত-ভক্তি-কার্য্যই পণ্ড হইয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব স্থাপন করিয়াছেন ; জীব ও ব্রহ্মে অভেদ হইলে ঈশ্বর ও জীবের সেব্য-সেবকত্ব থাকে না ; অথচ এই সেব্য-সেবকত্বভাবই ভক্তিমার্গের প্রাণ। তাই শাঙ্কর-ভাষ্য ভক্তি-বিরোধী।

প্রকাশানন্দ-সরস্বতী-প্রমুখ অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসিগণ সকলেই শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য চর্চ্চা করিতেন ; তাঁহাদের নিকটে বেদান্ত শ্রবণ করিতে হইলে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যই শ্রবণ করিতে হয় ; কিন্তু এই ভাষ্য ভক্তি-বিরোধী বলিয়াই যে প্রভু তাহা শ্রবণ করেন না, তাহাই তিনি জানাইলেন। এই স্থলে “বেদান্ত না শুন কেন” ইত্যাদি ৯৬ পয়ারের উত্তর দেওয়া হইল।

১০৫। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তো সাক্ষাৎ মহাদেব-“শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ”। পদ্মপুরাণ-উত্তর-খণ্ডেও জানিতে পারা যায় যে, মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন—“দেবি ! কলিকালে ব্রাহ্মণ (শঙ্করাচার্য্য)-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমিই মায়াবাদরূপ অসৎ-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি। মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা ॥” ২৫।৭ ॥” আবার শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও জানা যায়, মহাদেব বৈষ্ণবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। “বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ ।১২।১৩।১৬ ॥” বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ মহাদেবের অবতার শঙ্করাচার্য্য কেন ভক্তি-বিরোধী ভাষ্য রচনা করিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—“**তাঁহার নাহিক দোষ**” ইত্যাদি। ঈশ্বরাদেশেই তিনি সূত্রের মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিত করিয়া গৌণার্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তাঁহার—শঙ্করাচার্য্যের। **ঈশ্বরাজ্ঞা**—সমস্ত লোকই যদি ভগবদুন্মুখ হয়, তাহা হইলে সৃষ্টি কার্য্য ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে ; তাই সৃষ্টিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান্ মহাদেবকে আদেশ করিলেন—স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥—স্বকল্পিত আগম-শাস্ত্র দ্বারা তুমি জনসমূহকে মদ্বিমুখ কর ; আমাকেও গোপন কর ; যেন সৃষ্টি-কার্য্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে। পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড ॥ ৬২।৩১ ॥” এই ঈশ্বরাদেশ-বশতঃই শঙ্করাচার্য্যরূপে মহাদেব মায়াবাদ-ভাষ্য রচনা করিয়া ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্বকে গোপন করিয়াছেন।

[ঈশ্বরাদেশ-সম্বন্ধে একটী কথা আপনা-আপনিই মনে উদিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেরই অন্যত্র বলা হইয়াছে—“লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব ॥ ৩।২.৫ ॥” ভগবান্ পরম-করুণ ; তাই সংসার-তাপদগ্ধ জীবকুলের দুঃখ-নিবারণের নিমিত্ত সর্ব্বদা তিনি ব্যাকুল ; লোক-নিস্তারের নিমিত্ত ব্যাকুলতা তাঁহার স্বভাবগত—স্বরূপগত বিশেষত্ব ; যেহেতু তিনি পরম-করুণ। বস্তুতঃ বহির্ম্মুখ জীবকুলকে নিজের দিকে উন্মুখ করিবার নিমিত্ত তিনি যত ব্যাকুল, ভগবদুন্মুখতার নিমিত্ত জীব বোধ হয় তত ব্যাকুল নহে ; পরম-করুণ ভগবানের এই ব্যাকুলতার প্রমাণ সর্ব্বদাই পাওয়া যাইতেছে। মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তে আপনা-আপনি কৃষ্ণস্মৃতি উদিত হইতে পারে না বলিয়া কৃপা করিয়া তিনি বেদ-

ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য-অর্থে কহে—ভগবান্ | চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ—অনূর্দ্ধ-সমান ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকটিত করিলেন—শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া যদি জীব ভগবদুন্মুখ হয়, এই আশায়। "মায়াবদ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান। জীবের কৃপায় কৈল বেদ-পুরাণ॥ ২।২০।১০৭।" অপ্রকট-লীলা-কালে এই ভাবেই শ্রীভগবানের লোক-নিস্তারের স্বাভাবিকী বাসনা ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহাতেও বিশেষ কিছু ফল হইতেছে না দেখিলে যুগাবতারাদি নানাবিধ অবতাররূপে জীবের সাক্ষাতে অবতীর্ণ হইয়াও তিনি জীবকুলকে ভগবদুন্মুখ করিতে চেষ্টা করেন। আবার ব্রহ্মার এক দিনে একবার স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়া এমন সব পরম-লোভনীয়-লীলা বিস্তার করেন—যাহা দেখিয়া বা যাহার কথা শুনিয়া লোক সংসার-সুখের অকিঞ্চিৎকরত্ব উপলব্ধি করিতে পারে এবং ভগবদুন্মুখতার জন্য প্রলুব্ধ হইতে পারে; কেবল ইহাই নহে—সেই পরম-লোভনীয় লীলারসের আস্বাদন করিবার যোগ্যতা যাহাতে জীব লাভ করিতে পারে—তদ্বিষয়ক উপদেশও দান করেন এবং ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক নিজে ভজন করিয়াও জীবকে ভজন শিক্ষা দিয়া থাকেন। জীব-উদ্ধারের নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠা, এত চেষ্টা যাঁহার—তিনি কেন জীবকে বহির্ম্মুখ করিবার জন্য মহাদেবকে আদেশ করিবেন? সেই ভগবান্ সম্বন্ধে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি মায়ার হয় ক্ষয়। তথাপি না জানে কৃষ্ণ কিছু অপচয়॥ কোটিকাম-ধেনুপতির ছাগী যৈছে মরে। ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে॥ ২।১৫।১৭৭-৭৮॥" সেই পরম-করুণ ভগবান্ যে উত্তরোত্তর সৃষ্টিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অসচ্ছাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া বহির্ম্মুখ লোকদিগের অন্তর্ম্মুখী হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত মহাদেবকে আদেশ করিবেন, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? ইহা তাঁহার স্বরূপগত করুণাময়ত্বের বিরোধী বলিয়া তাঁহার আদেশ বলিয়াই মনে হয় না। এসমস্ত কারণে, কোনও কোনও সমালোচক হয়তো "স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ" ইত্যাদি এবং "মায়াবাদম-সচ্ছাস্ত্রমিত্যাদি" শ্লোক সমূহকে শঙ্কর-ভাষ্যবিরোধী ব্যক্তিগণের কৃত প্রক্ষেপ বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু প্রক্ষেপ না বলিয়া এই বিরোধের একরূপ সমাধানও অসম্ভব নহে। জীবকর্ত্তৃক নিজেকে পাওয়াইবার নিমিত্ত পরমকরুণ ভগবান্ অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেও তিনি সহজে কাহারও নিকটে ধরা দেন না—কারণ, তাঁহাকে পাওয়ার যোগ্যতা না জন্মিলে তিনি ধরা দিলেও জীব তাঁহাকে রাখিতে পারিবে না; তাই বলা হইয়াছে "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেয়, রাখে লুকাইয়া॥ (প্রেমভক্তিই তাঁহাকে রাখার একমাত্র উপায়)॥ ১।৮।১৬॥" যে পর্য্যন্ত ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা চিত্তে বিরাজিত থাকে, সে পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে পাইতে পারে না॥ ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা আছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি সাধকের সাক্ষাতে অনেক সময় লোভনীয় ভোগ্য-বস্তুও উপস্থিত করেন এবং তাঁহাকে পাওয়ার নিমিত্ত সাধকের চিত্তে কতটুকু উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অনেক সময় নিজেকেও লুক্কায়িত করিয়া রাখেন। যিনি তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত বাস্তবিকই উৎকণ্ঠিত, ভোগের বস্তু তাঁহার লোভ জন্মাইতে পারে না, লুক্কায়িত ভগবান্‌কেও তিনি ভক্তিবলে বাহির করিতে পারেন; তিনি পরীক্ষায় জয়ী হয়েন; ভগবান্ তাঁহার নিকটে ধরা না দিয়া থাকিতে পারেন না। যাহা হউক, সম্ভবতঃ ভক্তকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই পরম-করুণ শ্রীভগবান্ তাঁহাকে গোপন করিবার নিমিত্ত ভক্তিবিরোধী-শাস্ত্র-প্রচার করিতে মহাদেবকে আদেশ করিয়াছেন।]

১০৬। মুখ্যবৃত্তিতে বেদান্ত-সূত্রের অর্থ করিতে গেলে যে অর্থের কোনওরূপ অসঙ্গতি হয় না, সুতরাং লক্ষণা বা গৌণবৃত্তি অবলম্বন করিবার যে কোনও প্রয়োজনই নাই, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে প্রভু কয়েকটি প্রধান কথার মুখ্যার্থ করিয়া দেখাইতেছেন এবং আনুষঙ্গিক ভাবে শঙ্করাচার্য্যের অর্থও খণ্ডন করিতেছেন, ১০৬-১৩৯ পয়ারে। ১০৬ পয়ারে ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ করিতেছেন।

ব্রহ্ম—বৃন্হ+মন্ (কর্ত্তৃবাচ্যে); বৃন্হ-ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে মন্-প্রত্যয় করিয়া ব্রহ্ম-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বৃন্হ-ধাতুর অর্থ বৃহত্ত্ব। তাহা হইলে ব্রহ্ম-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত মুখ্যার্থ হইল—বৃংহতি, বৃংহয়তিচ, ইতি ব্রহ্ম।

বৃংহতি—যিনি বড় হয়েন, তিনি ব্রহ্ম এবং বৃংহয়তি—যিনি অপরকেও বড় করেন, তিনি ব্রহ্ম। যিনি অপরকে বড় করেন, বড় করার শক্তি অবশ্যই তাঁহার আছে; সুতরাং ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ হইতেই ব্রহ্মের শক্তি আছে বলিয়া জানা যায়। বাস্তবিক, শ্রুতিও এই অর্থের সমর্থন করেন। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলেন—ব্রহ্মের অনেক পরাশক্তি আছে এবং এই সকল শক্তি তাঁহার স্বাভাবিকী (অর্থাৎ অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায় অবিচ্ছেদ্য) এবং নিত্যসংযুক্ত ; (অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের দাহিকা-শক্তির ন্যায় আগন্তুক নহে) এবং ব্রহ্মের স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়াও (অর্থাৎ জ্ঞানের ক্রিয়া এবং বলের বা ইচ্ছার ক্রিয়াও) আছে। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। শ্বেতাশ্বতর ।৬।৮॥" শ্রুতির এই উক্তিই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে। শক্তি হইল ব্রহ্মের বিশেষণ। শক্তি অর্থ—কার্য্যক্ষমতা ; শক্তি থাকিলেই ক্রিয়া থাকিবে ; বস্তুতঃ কার্য্যদ্বারাই শক্তির অস্তিত্ব সূচিত হয়। যদি কেহ বলেন—শক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সেই শক্তির কোনও ক্রিয়া নাই—এরূপও তো হইতে পারে ? শ্রুতির "জ্ঞানবলক্রিয়া চ"-শব্দেই তাহার উত্তর পাওয়া যায় ; এস্থলে পরিষ্কার-ভাবেই শ্রুতি বলিতেছেন—তাঁহার ক্রিয়াও আছে। সুতরাং ব্রহ্মের শক্তি যে ক্রিয়াশীলা—শ্রুতির বাক্য হইতে তাহাও পাওয়া যাইতেছে।

ব্রহ্ম-শব্দের অর্থের দুইটী অংশ পাওয়া গেল—বৃংহতি (যিনি নিজে বড় হয়েন) এবং বৃংহয়তি (যিনি অপরকেও বড় করেন)। এই দুইটী অংশই গ্রহণীয় কিনা ? বস্তুতঃ দুইটী অংশই গ্রহণীয়। একটী অংশ বাদ দিলে অর্থ-সঙ্কোচ হইবে ; ব্রহ্মবস্তুতে অর্থ-সঙ্কোচের স্থান নাই। শব্দের অর্থ-নির্ণয়-ব্যাপারে মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তি নামে একটা বৃত্তি আছে ; ধাতুর, প্রকৃতির এবং প্রত্যয়ের ব্যাপকতম অর্থ গ্রহণ করিলেই মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তির অর্থ পাওয়া যায়। মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তির প্রকৃষ্ট স্থান হইতেছে ব্রহ্মবস্তুতে—যাহাতে কোনও রূপ সঙ্কোচের অবকাশ নাই। যাহা হউক, এসকল হইল যুক্তির কথা। ব্রহ্ম-শব্দের অর্থের উক্ত দুইটী অংশই যে গ্রহণীয়, শাস্ত্রেও তাহার প্রমাণ আছে। "বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ॥ বি, পু, ১।১২।৫৭॥" শ্রুতিও ইহার সমর্থন করিয়া থাকেন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন—"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। ৬।৮॥—তাঁহার সমানও দেখা যায় না, তাঁহা অপেক্ষা বড়ও দেখা যায় না।" এই উক্তিদ্বারা "বৃংহতি"—অংশ গ্রহণের কথা জানা যায়। আর পূর্ব্বোদ্ধৃত "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।"—বাক্য হইতে "বৃংহয়তি"—অংশগ্রহণের কথা জানা যায়।

যাহা হউক, ব্রহ্ম বড়—সর্ব্ববিষয়ে বড়। বড়-শব্দের (বৃংহ-ধাতুর) ব্যাপকতম-অর্থ ধরিলে বুঝা যায়, ব্রহ্ম সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তিনি বৃহত্তম তত্ত্ব, তিনি অনন্ত, অসীম। শ্রুতিও বলেন—"অনন্তং ব্রহ্ম।" শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলেন—"ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ—তত্ত্ব সর্ব্ববৃহত্তম। ২।২৪।৫৩॥" ব্রহ্মের এই আনন্ত্য সকল বিষয়ে—স্বরূপে, শক্তিতে, শক্তির কার্য্যে এবং শক্তির প্রকাশ-বৈচিত্রীতে। স্বরূপে (অর্থাৎ ব্যাপ্তিতে) তিনি "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু"—সর্ব্বব্যাপক। শক্তিবিষয়ে বৃহত্তমতার তাৎপর্য্য এই যে—তাঁহার অনন্ত শক্তি, প্রত্যেক শক্তির পরিমাণও অনন্ত এবং প্রত্যেক শক্তির কার্য্য, কার্য্যবৈচিত্রী এবং প্রকাশ-বৈচিত্রীও অনন্ত। ব্রহ্ম সর্ব্ববিষয়ে অসমোর্দ্ধ, কোনও বিষয়েই তাঁহার সমানও কেহ নাই, তাঁহা-অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই। "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। শ্বেতাশ্বতর। ৬।৮॥"

এইরূপই যে ব্রহ্ম-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বা মুখ্য অর্থ শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। "অস্তি তাবন্নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং ব্রহ্ম। ব্রহ্ম-শব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধত্বাদয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে বৃহতের্ধাতো রর্থানুগমাৎ সর্ব্বস্যাত্মত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ। ব্রঃ সূ, ১।১।১ সূত্রের শঙ্করভাষ্য।" এস্থলে আচার্য্যপাদ স্বীকার করিতেছেন—বৃংহ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ব্রহ্ম-শব্দের ব্যুৎপত্তিগতঅর্থে জানা যায় যে, ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিসমন্বিত। শ্রুতিও তাহাই বলেন—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্‌যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। মুণ্ডক। ২।৭॥" ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকারের দ্বারাই তাঁহার সবিশেষত্ব এবং ভগবত্তা স্বীকৃত হইতেছে। যদ্দ্বারা কোনও বস্তুর পরিচয় দেওয়া যায়; তাহাই সেই বস্তুর বিশেষণ এবং তাহাই সেই বস্তুকে বিশেষত্ব দান করে। ব্রহ্ম-শব্দের অর্থই যখন বৃহত্তম, তখন সহজেই বুঝা যায়, এই বৃহত্তমতা ব্রহ্মের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

একটী বিশেষণ—গুণ ; সুতরাং ব্রহ্ম-শব্দটীই সবিশেষত্ব-জ্ঞাপক। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে "সত্যং শিবম্ সুন্দরম্" বলা হইয়াছে, "রসো বৈ সঃ" বলা হইয়াছে, "আনন্দম্ ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে, "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" বলা হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্ববিৎ সত্যং, শিবম্, আনন্দম্, সুন্দরম্, রসঃ—ইহাদের প্রত্যেকটী শব্দই বিশেষত্ব-বাচক ; সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্ব শ্রুতিই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ যাহার কোনও বিশেষত্ব নাই, কোনও শব্দদ্বারাই তাহার উল্লেখ করা যায় না ; তাহা অশব্দ। ব্রহ্ম অশব্দ নহেন ; অশব্দ হইলে শ্রুতিতে ব্রহ্মের কোনও উল্লেখ থাকাই সম্ভব হইত না। শক্তি আছে বলিয়াই ব্রহ্ম সবিশেষ। ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিকী বলিয়া, ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছেদ্য বলিয়া, তাঁহার সশক্তিকত্ব যেমন নিত্য, তাঁহার সবিশেষত্বও তেমনি নিত্য।

শক্তির ক্রিয়াশীলত্বের কথা এবং ব্রহ্মের ক্রিয়ার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শক্তির অভিব্যক্তিই ক্রিয়া। ব্রহ্মের শক্তি যেমন নিত্য, অনাদিকাল হইতে অবিচ্ছেদ্যরূপে ব্রহ্মে বিদ্যমান, তদ্রূপ শক্তির ক্রিয়াশীলত্বও তাঁহাতে অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান। শক্তি কেবল শক্তিমাত্ররূপেই বিদ্যমান নহে, অন্যবিধ অনন্ত বৈশিষ্ট্যরূপেও বর্ত্তমান ; শক্তির এই সকল বৈশিষ্ট্য, শক্তিমান্ ব্রহ্মেরই বৈশিষ্ট্য। শক্তির ন্যায়, শক্তির বৈশিষ্ট্যও ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছেদ্য। শক্তির অনেক বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মের লীলাতে অভিব্যক্ত। ব্রহ্ম যে লীলাময়, "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"—এই বেদান্ত-সূত্রেই তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। লীলা—অর্থ তো ক্রীড়া, খেলা। ব্রহ্ম লীলা করেন, খেলা করেন ; সুতরাং লীলা করার ইচ্ছা এবং উপকরণও তাঁহার আছে। ব্রহ্ম যখন পূর্ণতম বস্তু, তখন কোনও অভাব-বোধ হইতে তাঁহার খেলার বাসনা নয়। তিনি যখন আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ—আনন্দের উচ্ছ্বাসে, আনন্দের প্রেরণাতেই তাঁহার খেলা, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। "স ঐক্ষত", "স অকাময়ত", ইত্যাদি বহু শ্রুতিবাক্য হইতে তাঁহার ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ার পরিচয়ও পাওয়া যায় ; অবশ্য এ সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁহার প্রাকৃত নহে ; কারণ, সৃষ্টির পরেই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির উদ্ভব ; সৃষ্টির পূর্ব্বেই তিনি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি তাঁহারই স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য, অপ্রাকৃত। এই সমস্ত নানাবিধ বৈশিষ্ট্যই তাঁহার স্বাভাবিকী-শক্তির বৈভব। শ্রুতি আরও বলেন—"কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্ (গো, তা,)।" এই কৃষ্ণকেই পরম-ব্রহ্ম বলা হয়। "কৃষি ভূর্বাচকশব্দঃ ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥" গোপালতাপনী-শ্রুতি এই পরম-ব্রহ্ম কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌলিমালাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥—যাঁহার নয়ন প্রফুল্ল কমলের ন্যায় আয়ত, যাঁহার বর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামল, যাঁহার বস্ত্র বিদ্যুতের ন্যায় পীত, যিনি দ্বিভুজ, যিনি মালাবেষ্টিত মুকুট ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি বনমালী, সেই ঈশ্বর (শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি)।" এই শ্রুতিবাক্যে পরম-ব্রহ্মের রূপ এবং পরিচ্ছদাদি এবং বেশ-ভূষাদির পরিচয়ও পাওয়া গেল। এসমস্তও তাঁহার স্বাভাবিকী-শক্তিরই বৈভব। শক্তির প্রকাশ-বৈচিত্রীই তাঁহার রূপ। শক্তির প্রকাশ-বৈচিত্রীই তাঁহার ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়াই তিনি **ভগবান্**। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"সর্ব্বত্র বৃহত্ত্বগুণযোগেন হি ব্রহ্মশব্দঃ প্রবৃত্তঃ। বৃহত্ত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানধিকাতিশয়ঃ সোঽস্য মুখ্যার্থঃ। অনেন চ ভগবানেবাভিহিতঃ। স চ স্বয়ংভগবত্ত্বেন শ্রীকৃষ্ণ এবেতি।—সর্ব্বত্র বৃহত্ত্বগুণযোগেই ব্রহ্মশব্দের প্রবৃত্তি। স্বরূপে বৃহৎ এবং গুণসমূহে বৃহৎ—এবিষয়ে ব্রহ্মের সমানও কেহ নাই, ঊর্দ্ধেও কেহ নাই। ইহাই ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ। এই মুখ্যার্থে ভগবান্ই অভিহিত হয়েন ; ভগবত্তায়ও বৃহত্তম বলিয়া ব্রহ্ম-শব্দে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়।" শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ ৬।৭॥"—বাক্যও সেই পরম-ব্রহ্ম স্বয়ংভগবানেরই কথা বলিয়াছেন।

এস্থলে ব্রহ্মকে স্বয়ংভগবান্ বলা হইল ; তাহাতে বুঝা যায়, ভগবান্ যেন অনেক আছেন। তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? শক্তির বিকাশেই ভগবত্তা ; শক্তিবিকাশের অনন্তবৈচিত্রী। এই অনন্তবৈচিত্রীর মধ্যে একটী বৈচিত্রীতে শক্তির ন্যূনতম বিকাশ এবং একটী বৈচিত্রীতে শক্তির পূর্ণতম বিকাশ। এই দুইটী বৈচিত্রীর মধ্যবর্ত্তী

তাঁহার বিভূতি দেহ—সব চিদাকার।　|　চিদ্বিভূতি আচ্ছাদি তাঁরে কহে 'নিরাকার' ॥ ১০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আছে অনন্ত-বৈচিত্রী। শক্তি এবং শক্তিমান্—এই দুই অবিচ্ছেদ্য বস্তু লইয়াই ব্রহ্ম। সুতরাং যেস্থলে শক্তির ন্যূনতম বিকাশ—ততটুকুমাত্র বিকাশ, কেবল সত্তামাত্র রক্ষার জন্য যতটুকুর প্রয়োজন—তাহাতে ব্রহ্মত্বেরও ন্যূনতম বিকাশ বলিয়া মনে করা যায়; স্বরূপের তারতম্য কোনও সময়েই হইতে পারেনা, তাহা সকল সময়েই সর্ব্বব্যাপক থাকিবে; ব্রহ্মত্ব-বিকাশের তারতম্য দ্বারা শক্তিবিকাশের তারতম্যই মাত্র সূচিত হইতেছে। যে বৈচিত্রীতে ন্যূনতম বিকাশ, তাহাতে শক্তির বিকাশ কোনও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লাভ করে নাই। এস্থলে বৈশিষ্ট্য বলিতে রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্যাদিকে বুঝাইতেছে। এইরূপ কোনও বিশেষত্ব এই বৈচিত্রীতে নাই বলিয়া এই বৈচিত্রীকে সাধারণতঃ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও বলা হয়; ইনি নির্গুণ, নিরাকার। ইঁহাকে ভগবানও বলা যায় না; কারণ, ইঁহাতে ঐশ্বর্য্যাদি—অর্থাৎ শক্তির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যাদি ইঁহাতে নাই। আর যে বৈচিত্রীতে সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ, তাঁহাতে ব্রহ্মত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ, সুতরাং ভগবত্তারও পূর্ণতম বিকাশ। মধ্যবর্ত্তী বৈচিত্রীসমূহে শক্তির উল্লেখযোগ্য বিকাশ আছে বলিয়া তাঁহারাও ভগবান্; কিন্তু শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারে তাঁহাদের ভগবত্তারও তারতম্য আছে। ব্রহ্মত্বের এবং ভগবত্তার পূর্ণতম বিকাশ যে বৈচিত্রীতে, তিনি স্বয়ংভগবান; আর অন্যান্য ভগবদাখ্য বৈচিত্রীতে শক্তির বা ভগবত্তার আংশিক অভিব্যক্তি বলিয়া তাঁহাদিগকে স্বয়ংভগবানের অংশ বলা যায়। সমস্ত ভগবৎস্বরূপেরই রূপগুণাদি আছে। এই যে অনন্ত বৈচিত্রী, একই মূল পরম-ব্রহ্ম বা স্বয়ংভগবানের মধ্যেই তৎসমস্ত বিদ্যমান্; তদতিরিক্ত কিছু নাই। তিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত। "একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি। গো, তা, শ্রুতি, পূ-২০॥" আবার এই সকল বহুরূপেও তিনি এক। "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্। শ্রীভা, ১০।৪০।৭॥" (২।৯।১৪১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

যাহাহউক, ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ হইতে জানা গেল—ব্রহ্ম সবিশেষ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিশালী; তিনি স্বয়ংভগবান্। এই মুখ্যার্থ শ্রুতিদ্বারাও সমর্থিত। এষ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্। মাণ্ডূক্যশ্রুতি। এই মুখ্যার্থের অসঙ্গতি শ্রুতি হইতে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং লক্ষণা বা গৌণীবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মশব্দের অর্থ করা শাস্ত্রানুমোদিত হইবে না। ১।৭।১০৩-৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায়, **ব্রহ্ম**-শব্দের **মুখ্য অর্থে**—(স্বয়ং)-ভগবান্‌কেই বুঝায়। এই ভগবান্ **চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ**—চিচ্ছক্তির বিকাশ-বৈচিত্রীরূপ ঐশ্বর্য্যদ্বারা পরিপূর্ণ; ষড়ৈশ্বর্য্যময়। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়; তাঁহার শক্তিকে চিচ্ছক্তি বলে; এই চিচ্ছক্তির বিকারই ষড়ৈশ্বর্য্য; তাই ষড়ৈশ্বর্য্যকে চিদৈশ্বর্য্য বলা হইয়াছে। (১।২।১৫ পয়ারের টীকায় ষড়ৈশ্বর্য্যের পরিচয় দ্রষ্টব্য।) **অনূর্দ্ধ সমান**—ন ঊর্দ্ধ-সমান = অনূর্দ্ধ সমান; অনূর্দ্ধ এবং অসমান; যাঁহার ঊর্দ্ধ বা যাঁহা অপেক্ষা বড় কেহ নাই, তিনি অনূর্দ্ধ; আর যাঁহার সমানও কেহ নাই, তিনি অসমান। সর্ব্বাপেক্ষা বড়; আর-সকলে যাঁহা অপেক্ষা ছোট—অসমোর্দ্ধ। ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি। ৬।৮॥ তাই তিনিই পরতত্ত্ব।

১০৭। **তাঁহার**—ব্রহ্মের। **বিভূতি**—বৈভব; ঐশ্বর্য্য। ভগবানের ধাম, লীলাসামগ্রী প্রভৃতি। **দেহ**—বিগ্রহ; মূর্ত্তি। **চিদাকার**—চিন্ময়, অপ্রাকৃত; জড় বা প্রাকৃত নহে; চিদ্ঘন; ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়; তাঁহার দেহও সচ্চিদানন্দঘনবস্তু।

ভগবান্ লীলাময়; তাঁহার ধাম আছে, লীলা-পরিকর আছে, লীলার উপকরণাদি আছে; এসমস্ত তাঁহার বিভূতি; কিন্তু এসমস্তের একটীও প্রাকৃত জড় বস্তু নহে; প্রত্যেকটীই তাঁহার চিচ্ছক্তির বিকার, সুতরাং প্রত্যেকটীই অপ্রাকৃত চিন্ময়; তাঁহার দেহও চিদ্ঘনবস্তু—অপ্রাকৃত। এ সমস্তের কোনটীই সৃষ্ট বস্তু নহে—পরন্তু অনাদিকাল হইতে বিরাজিত, অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে; ইহারা নিত্য বস্তু। ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, ধামতত্ত্ব ও পরিকরতত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বপয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এ পর্য্যন্ত সংক্ষেপে ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ বিবৃত হইল। এক্ষণে শঙ্করাচার্য্যের কৃত অর্থের আলোচনা করিতেছেন। পূর্ব্ব-পয়ারের টীকায় ব্রহ্ম-শব্দের অর্থে দুইটী অংশ ছিল—বৃংহতি এবং বৃংহয়তি; শঙ্করাচার্য্য "বৃংহয়তি"-অংশ ত্যাগ করিয়া কেবল "বৃংহতি"-অংশেরই অর্থ করিয়াছেন; "বৃংহয়তি (যিনি বড় করিতে পারেন—এই)-অংশ হইতেই ব্রহ্মের শক্তির ও শক্তি-কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়; এই অংশকে বাদ দিলে শক্তিও পাওয়া যায় না, কাজেই শক্তিকার্য্য পাওয়া যায় না—ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক এবং নিরাকার বলিয়া অর্থ করিতে হয়; নিঃশক্তিক বলিয়া তাঁহার বিভূতি-আদিও থাকিতে পারে না; কারণ, বিভূতি হইল শক্তির বিকার। কেবলমাত্র বৃংহতি-অংশ গ্রহণ করিয়া তিনি অর্থ করিয়াছেন—ব্রহ্ম বিভু-বস্তু মাত্র; কিন্তু তাঁহার শক্তি, আকার, ঐশ্বর্য্য, বিভূতি, ধাম, পরিকরাদি কিছুই নাই,—তিনি নির্ব্বিশেষ আনন্দ-সত্তামাত্র। ব্রহ্মের যে শক্তি আছে, তাহার প্রমাণ যদি শ্রুতিতে কোনও স্থলে না থাকিত, তাহা হইলে বাধ্য হইয়াই শক্তি-সূচক বৃংহয়তি-অংশ ত্যাগ করিয়া অর্থ করিতে হইত—মুখ্যার্থ-ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ গ্রহণ করিতে হইত; নচেৎ অর্থের সঙ্গতি হইতনা। কিন্তু শক্তির অস্তিত্ব-সম্বন্ধে শ্রুতির প্রমাণ (পরাস্ত শক্তি বিবিধৈব শ্রূয়তে ইত্যাদি) বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও—(সুতরাং মুখ্যবৃত্তিতে অর্থ করার হেতু বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও) শঙ্করাচার্য্য সেই প্রমাণকে উপেক্ষা করিয়া গৌণ-বৃত্তিতে অর্থ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার অর্থ সঙ্গত হয় নাই। ইহাই প্রভুর উক্তির অভিপ্রায়।

[এস্থলে একটী কথা বিবেচ্য। শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন নাই, ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোনও বস্তুও স্বীকার করেন নাই। আবার অদ্বৈতবাদ-শাস্ত্রে অন্যত্র কিন্তু সর্ব্ববস্তু-নিয়ামিকা একটী ঐশ্বরী শক্তির উল্লেখও পাওয়া যায়। "শক্তি রস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তু-নিয়ামিকা। পঞ্চদশী ।৩।৩৮॥" এই ঐশ্বরী শক্তিকে তাঁহারা মায়া বলেন। এই মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন—"মায়া সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, সৎও নহে, অসৎও নহে; ইহার স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়, ইহা সনাতনী। ইহা ভাবরূপী কোনও একটা বস্তু, ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানের বিরোধী। সদসদ্ভ্যামনির্ব্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী। সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞান-বিরোধী ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ। বেদান্তসার।' যাহা হউক, এই যে মায়া—ইহা কাহার শক্তি? যদি বল ব্রহ্মের শক্তি, তাহা হইলে ব্রহ্ম নিঃশক্তিক হইলেন কিরূপে? যদি বল ইহা সগুণ-ব্রহ্মের (পরবর্ত্তী পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য) শক্তি, তাহাও হইতে পারেনা; কারণ, অদ্বৈতবাদীরা বলেন, মায়া-শক্তির উপাধি-সংযুক্ত ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর; তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ। পঞ্চদশী ।৩।৪০।" তাঁহাদের মতে এই সগুণ-ব্রহ্মের পারমার্থিক-সত্তা নাই; মায়িক-উপাধি-বিযুক্ত হইলেই সগুণব্রহ্ম নির্গুণ হইয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায়, মায়া সগুণব্রহ্ম হইতে একটা পৃথক বস্তু—যাহা নির্গুণ ব্রহ্মকে উপাধিযুক্ত করিলে তবে সগুণব্রহ্মের প্রকাশ হয়। এই মায়াই আবার নির্গুণ ব্রহ্মকে কোষোপাধিযুক্ত করিলে কোষোপাধিযুক্ত ব্রহ্ম তখন জীব-নামে অভিহিত হয়। "কোষোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্। পঞ্চদশী ।৩।৪১।" তাহা হইলে, এই মায়া জীব হইতেও একটী পৃথক বস্তু। অদ্বৈতবাদীদের মতে সগুণ-ব্রহ্মও অনিত্য, জীবও অনিত্য; কিন্তু সগুণ-ব্রহ্ম ও জীবের উৎপত্তির হেতুভূতা মায়া "সনাতনী"; সনাতনী মায়া—অসনাতন সগুণ-ব্রহ্ম বা জীবের শক্তি হইতে পারেনা। যদি বল ইহা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র একটী বস্তু; তাহা হইলেও এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত আর একটী দ্বিতীয় বস্তুর কল্পনা করিতে হয়। ইহাও অদ্বৈতবাদীর মতবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত। এইরূপে দেখা যাইতেছে—অদ্বৈতবাদীদের উক্তি যেন পরস্পর-বিরোধী; তাঁহারা ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলিয়া প্রচার করিলেও মায়াশক্তির স্বীকার দ্বারা ব্রহ্মের শক্তিই স্বীকার করিতেছেন। বিবর্ত্তবাদ (পরবর্ত্তী ১১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)-প্রসঙ্গেও তাঁহারা বলেন, এই মায়াই ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় ব্রহ্মে ভগবদ্-ভ্রম জন্মাইয়া থাকে; এই স্থলেও মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে।]

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চিদ্বিভূতি—চিন্ময় বিভূতি ; চিচ্ছক্তির বিকাররূপা বিভূতি। **আচ্ছাদি**—গোপন করিয়া, উপেক্ষা করিয়া ; ব্রহ্মের শক্তির অস্তিত্ব-সূচক অর্থাংশ ত্যাগ করিয়া। **তাঁরে**—ব্রহ্মকে। **নিরাকার**—আকারহীন ; অমূর্ত্ত।

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নিরবয়ব। তিনি বলেন—যাহার অবয়ব আছে, তাহা অনিত্য। "সাবয়বত্বে চ অনিত্যত্বপ্রসঙ্গ ইতি। ২।১।২৬ বেদান্তসূত্রের ভাষ্য॥ ব্রহ্মের আকার আছে—ইহা স্বীকার করিতে গেলে ব্রহ্মকে অনিত্য বলিয়া মনে করিতে হয়।" ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত যুক্তিমাত্র ; এই যুক্তির অনুকূল কোনও শ্রুতিপ্রমাণও তিনি উদ্ধৃত করেন নাই। অবশ্য ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্। দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ॥"—ইত্যাদি শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন। "সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌলিমালাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥ গোঃ তাঃ শ্রুতিঃ॥ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্ট-কারিণে। তমেকং ব্রহ্ম গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিত্যাদিকম্ অথর্ব্বশিরসি॥"—ইত্যাদি ব্রহ্মের সাকারত্বসূচক কোনও শ্রুতিপ্রমাণেরই উল্লেখ করেন নাই। উভয় প্রকারের শ্রুতির সমন্বয়-সাধক কোনও বিচারসহ প্রয়াসও তাঁহার দৃষ্ট হয় না। (এই পয়ারের টীকার পরবর্ত্তী অংশ দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য যে যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা লৌকিকযুক্তি। কিন্তু লৌকিক যুক্তি দ্বারা যে শ্রুতির উক্তি খণ্ডিত হইতে পারে না, "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।"—এই বেদান্ত-সূত্রে (২।১।২৭) স্বয়ং ব্যাসদেবই তাহা বলিয়া গিয়াছেন এবং এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু স্বীকার করিয়াও কেবল নিরবয়বত্ব-সূচক শ্রুতিবাক্যসম্বন্ধেই শ্রুতিবাক্যের নিরঙ্কুশ প্রামাণ্যত্ব তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন ; অথচ ব্রহ্মসূত্রকার নিজে কোথাও বলেন নাই যে,—কেবল ব্রহ্মের নিরবয়বত্বসূচক-শ্রুতিসম্বন্ধেই "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"—এই সূত্র বিহিত হইল, ব্রহ্মের সাবয়বত্ব-সূচক কোনও শ্রুতি-সম্বন্ধে এই সূত্র প্রযোজ্য হইবে না। বস্তুতঃ সমস্ত শ্রুতিবাক্য সম্বন্ধেই সূত্রকারের এই স্পষ্ট আদেশ—শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।

গৌণবৃত্তিতে অর্থ করিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—ব্রহ্ম নিরাকার ; "রূপাদ্যাকাররহিতমেব হি ব্রহ্মাবধারয়িতব্যম্ ন রূপাদিমৎ—নিরাকারমেব ব্রহ্মাবধারয়িতব্যম্। ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১৪ ভাষ্য।"

কিন্তু এই ব্রহ্মসূত্রের (অরূপবদেব তৎপ্রধানত্বাৎ।৩।২।১৪॥ সূত্রের) গোবিন্দ-ভাষ্যের উপক্রমে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে। তমেকং ব্রহ্ম গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহমিত্যাদিকমথর্ব্বশিরসি শ্রূয়তে। তত্র ব্রহ্ম বিগ্রহবন্ন বেতি সংশয়ে সচ্চিদানন্দো রূপং যস্যেতি বহুব্রীহ্যাশ্রয়ণাদ্বিজ্ঞোর্মূর্ত্তিরিত্যাদিব্যপদেশাচ্চ বিগ্রহবত্তদিতি প্রাপ্তে—অরূপবদেব তৎপ্রধানত্বাৎ॥—অথর্ব্বোপনিষদ হইতে জানা যায়,—কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দরূপ, আক্লিষ্টকারী, সেই এক ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দ ইত্যাদি। এই বাক্য হইতে জানা গেল যে, ব্রহ্মই কৃষ্ণ, ব্রহ্মই গোবিন্দ, তিনি সচ্চিদানন্দরূপ, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। প্রশ্ন হইতে পারে—সেই ব্রহ্ম কি বিগ্রহবান্, না কি বিগ্রহবান্ নহেন? সচ্চিদানন্দই রূপ যাঁহার তিনি সচ্চিদানন্দরূপ—এই বহুব্রীহি-সমাসলব্ধ অর্থে তাঁহার বিগ্রহ বা মূর্ত্তি আছে—সুতরাং তিনি বিগ্রহবান্—ইহাই বুঝা যায়। (যাঁহার ধন আছে, তিনি ধনবান্। সুতরাং ধনবান্-শব্দে দুইটা বস্তু সূচিত হইতেছে—ধন এবং ধনী। তদ্রূপ, এস্থলে বিগ্রহবান্-শব্দেও দুইটা বস্তু সূচিত হইতেছে—বিগ্রহ এবং যাঁহার বিগ্রহ আছে, সেই বিগ্রহবান্। যেমন দেহ এবং দেহী। দেহ এবং দেহী দুইটী বস্তু ; তদ্রূপ, বিগ্রহ এবং বিগ্রহবান্ও দুই বস্তু। এই অর্থে ব্রহ্ম যদি বিগ্রহবান্ হয়েন, তাহা হইলে বিগ্রহ হয় তাঁহার দেহ এবং তিনি হয়েন দেহী। প্রশ্ন হইতেছে—ব্রহ্ম এইরূপ বিগ্রহবান্ বা রূপবান্ কিনা)। এই প্রশ্নের উত্তরেই পূর্ব্বোল্লিখিত বেদান্তসূত্রের উল্লেখ করিয়া গোবিন্দভাষ্যকার বলিতেছেন—"রূপং বিগ্রহস্তদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম ন ভবতীতি অরূপবদিত্যুচ্যতে বিগ্রহস্তদিত্যর্থঃ। যুক্তিনিরাসার্থমেব শব্দঃ। কুতঃ তদিতি। তস্য রূপস্যৈব প্রধানত্বাদাত্মত্বাৎ। বিভুত্বজ্ঞাতৃত্বপ্রত্যক্ত্বাদিধর্ম্মধর্ম্মিত্বাদিত্যর্থঃ।—ব্রহ্ম বিগ্রহবিশিষ্ট (বিগ্রহবান্) নহেন, তিনি স্বয়ংই বিগ্রহ (অরূপবৎ—ন রূপবৎ রূপবান্ বা বিগ্রহবান্ অর্থাৎ বিগ্রহবিশিষ্ট নহেন ; বিগ্রহই তিনি, বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ, যেই বিগ্রহ, সেই ব্রহ্ম এবং যেই ব্রহ্ম, সেই বিগ্রহ। এই দুইটী পৃথক্ বস্তু নহে—একই বস্তু, একই তত্ত্ব)।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্বোল্লিখিত পূর্ব্বপক্ষের যুক্তিনিরসনার্থই সূত্রে এব-শব্দের প্রয়োগ। ব্রহ্মই বিগ্রহ, বিগ্রহই ব্রহ্ম—এরূপ সিদ্ধান্ত কেন করা হইল, তাহার কারণ রূপেই সূত্র বলিতেছেন—তৎ-প্রধানত্বাৎ। ঐ রূপ বা বিগ্রহই প্রাধন বা আত্মা; ব্রহ্মের বিভুত্ব, জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি যেমন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, পরন্তু ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত, তদ্রূপ বিগ্রহও ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, ব্রহ্মাত্মকই বিগ্রহ, অথবা বিগ্রহাত্মকই ব্রহ্ম। ভাষ্যকার এস্থলে জানাইলেন—ব্রহ্ম মূর্ত্ত; নিরাকার নহেন—সাকার। তবে তাঁহার এই মূর্ত্তি বা আকার তাঁহা হইতে ভিন্ন নহেন, তাঁহাতে দেহ-দেহী ভেদ নাই। ব্রহ্মে দেহই দেহী এবং দেহীই দেহ। দেহ-দেহিভিদা চৈব নেশ্বরে বিদ্যতে কচিদিতি। ব্রহ্ম হইলেন চৈতন্যঘন, আনন্দঘন, রসঘন বস্তু। তাঁহাতে চৈতন্য বা আনন্দ বা রস (এই তিনটী শব্দের বাচ্যই এক অভিন্ন ব্রহ্মতত্ত্ব) ব্যতীত অপর কিছুই নাই—যেমন লবণপিণ্ডের সর্ব্বত্রই লবণ, কোথাও লবণব্যতীত অন্য কিছুই নাই। "স যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ রসঘন এব এবং বা অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞাঘন এব। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি।৪।৫।১৩॥" প্রশ্ন হইতে পারে—সাধারণতঃ বলা হয় কেন ব্রহ্মের রূপ আছে, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে, আকার আছে, ইত্যাদি। এসমস্ত ভাষার ভঙ্গী মাত্র। একটী সোনার চাকা দেখিলে আমরা যেমন বলি—একটী সোনার তাল। টাকা দেখিলে বলি—রূপার টাকা। এস্থলে যেই তাল, সে-ই সোনা; যেই সোনা, সে-ই তাল। যেই টাকা, সে-ই রূপা; যেই রূপা, সে-ই টাকা। প্রকাশের ভঙ্গীতে বলা হয়—সোনার তাল, রূপার টাকা। ব্রহ্ম এবং তাঁহার বিগ্রহসম্বন্ধেও ঐরূপ।

পূর্ব্বপয়ারের টীকায় ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দরূপের শ্রুতিপ্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলেও উপরে অথর্ব্বোপনিষদের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলেন—শ্রুতিতে যে-স্থলে সাকার ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, সে-স্থলে উপাসনার সুবিধার জন্যই এইরূপ বলা হইয়াছে—"আকারবদ্ ব্রহ্মবিষয়াণি বাক্যানি * * * উপাসনাবিধি-প্রধানানি। ব্র, সূ, ৩।২।১৪ সূত্রের শঙ্কর-ভাষ্য।" এবিষয়ে গোবিন্দভাষ্য বলেন—"ন চ ধ্যানার্থমসদেব তত্ত্বং তত্র কল্প্যতে।—উপাসনায় ধ্যানের জন্য যে বিগ্রহ স্বীকার্য্য, তাহা অলীক কল্পনা নহে। তৎ বিগ্রহমেব যস্মাৎ পরমাত্মানমাহ শ্রুতিরতঃ প্রমেয়ং তত্ত্বমিত্যর্থঃ।—যে হেতু শ্রুতিতে বিগ্রহকেই পরমাত্মা বলা হইয়াছে; সুতরাং এই বিগ্রহ প্রমেয় তত্ত্ব, অলীক বস্তু নহে।৩।২।১৬ সূত্র-ভাষ্য।" ইহার পরে ভাষ্যকার বহু শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। অলীক বস্তুর উপাসনাও অলীক। ঈশ্বরের উপাসনা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ; শঙ্করাচার্য্য বলেন—ঈশ্বরও মায়া-বিজৃম্ভিত। তাহা হইলে ঈশ্বরও মায়িক উপাধিযুক্ত বস্তু। মায়ানিবৃত্তির জন্যই উপাসনা। মায়িক উপাধিযুক্ত ঈশ্বরের উপাসনায় মায়ানিবৃত্তি সম্ভব হইতে পারেনা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—মায়া দুর্লঙ্ঘনীয়া, যাহারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়, তাহারাই মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যদি মায়িক উপাধিযুক্ত হয়েন, তিনি কিরূপে তাঁহার চরণে শরণাগত লোকদিগকে মায়ামুক্ত করিবেন? যিনি নিজে বন্ধনযুক্ত, তিনি অপরকে বন্ধনমুক্ত করিতে পারেন না। নৃসিংহতাপনীর ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য নিজেই বলিয়াছেন—মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে—মুক্তগণও লীলায় (ভক্তি-কৃপায়) বিগ্রহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করেন। ভগবান্ বলিতেই বিগ্রহময় বস্তুকে বুঝায়। কিন্তু আচার্য্যপাদের মতে ভগবান্ হইলেন মায়িক উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম। মায়ামুক্ত জীবগণ কেন মায়িক উপাধিযুক্ত ব্রহ্মের ভজন করিবেন? শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের এই উক্তিদ্বারাই তিনি স্বীকার করিতেছেন যে, ভগবান্ নিত্য মায়ামুক্ত; নচেৎ মায়ামুক্ত জীবগণ তাঁহার ভজন করিতেন না। মায়ামুক্ত জীবগণও যে ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন, তাহার শ্রুতি-প্রমাণও আছে। মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসত ইতি। সৌপর্ণশ্রুতি। সুতরাং উপাসনার সুবিধার জন্যই ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা নহে। যে রূপের উপাসনা শ্রুতি-আদি শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, সেই রূপ নিত্য, সত্য, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

চিদানন্দ তেঁহো—তাঁর স্থান পরিবার।
যাঁরে কহে—প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার ?॥ ১০৮

তাঁর দোষ নাহি তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে, তার হয় সর্ব্বনাশ ॥ ১০৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রুতি তো নিরাকার ব্রহ্মের কথাও বলিয়াছেন, তাহা কি অলীক ? না তাহা অলীক নহে, তাহাও সত্য। সাকার ব্রহ্ম যেমন সত্য, নিরাকার ব্রহ্মও তেমনি সত্য, নিত্য। পূর্ব্বপয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে, ব্রহ্মের শক্তি আছে বলিয়া তাঁহাতে অনন্ত বৈচিত্রী নিত্য বর্ত্তমান্। যে বৈচিত্রীতে শক্তির ন্যূনতম বিকাশ, সেই বৈচিত্রীই নিরাকার, সুতরাং এই নিরাকার বৈচিত্রীও সত্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, সাকার বস্তু মাত্রই পরিচ্ছিন্ন—সীমাবদ্ধ ; ব্রহ্ম যদি সকার হয়েন, তবে কিরূপে বিভু হইতে পারেন ? ইহার উত্তর—বিভুত্ব ব্রহ্মের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম বলিয়া যে কোনও স্বরূপেই তিনি বিভু—সর্ব্বব্যাপক। ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১০৮। **চিদানন্দ তেঁহো**—সেই ব্রহ্মশব্দবাচ্য ভগবান্ চিদানন্দময়, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ; তাঁহার দেহে সৎ চিৎ ও আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই ; এসমস্তই অপ্রাকৃত বস্তু ; তাঁহাতে প্রাকৃত কোনও বস্তুই নাই এবং থাকিতেও পারে না ; কারণ, শ্রুতি বলেন—তিনি "আনন্দং ব্রহ্ম।" **তাঁর**—সেই ব্রহ্মশব্দবাচ্য ভগবানের। **স্থান**—ধাম ; লীলাস্থান। **পরিবার**—লীলাপরিকর। কেবল তিনিই যে চিদানন্দময়, তাহা নহে ; তাঁহার ধাম, লীলা-পরিকর এবং লীলার উপকরণাদি সমস্তই চিদানন্দময়—সমস্তই অপ্রাকৃত-বস্তুর সংস্পর্শশূন্য। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য সেই সাকার ভগবানকে বলিয়াছেন **প্রাকৃতসত্ত্বের বিকার**—প্রকৃতি বা মায়ার একটী গুণ যে সত্ত্ব, সেই সত্ত্ব-গুণের বিকার ;

সৃষ্টির সময়েই মায়ার গুণ-সমূহ বিক্ষুব্ধ হইয়া বিকারপ্রাপ্ত হইতে থাকে ; এবং বিকারপ্রাপ্ত প্রকৃতির গুণাদি হইতেই জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি হইয়া থাকে ; ভগবানের দেহ যদি প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকারই হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে—তিনিও সৃষ্ট বস্তু, সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার অস্তিত্ব ছিল না, মহাপ্রলয়ে যখন সৃষ্ট-বস্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, তখন ভগবান্ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেন, তিনি অনিত্য ; কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত শ্রুতিবাক্য-বিরোধী ; শ্রুতি বলেন, তিনি "নিত্যো নিত্যানাম্। —কাঠ ২।২।১৩॥"

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা-ইত্যাদি। শ্বেতা।৩।১৯।" "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি। মাণ্ডুক্য।৬।" "এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু রিত্যাদি। ছান্দো।৮।১।৫" ইত্যাদি শ্রুতি যে সগুণ-ব্রহ্ম বা মহেশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী অদ্বৈতবাদীরা সেই মহেশ্বরকে মায়ার বিজৃম্ভণমাত্র বলেন ; সুতরাং তাঁহাদের মতে মহেশ্বরের পারমার্থিক সত্ত্বা থাকে না। "মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ। যথেচ্ছং পিবতাং দ্বৈতং তত্ত্বং ত্বদ্বৈতমেবহি ॥—মায়ারূপা কামধেনুর বৎস জীব ও ঈশ্বর, অর্থাৎ উভয়েই মায়িক অবস্তু। তদ্দ্বারা দ্বৈত সিদ্ধ হয় হউক, অদ্বৈতই কিন্তু তত্ত্ব। পঞ্চদশী।৬।২৩৬॥" এইরূপে শ্রুতি-প্রোক্ত মহেশ্বরকে অদ্বৈতবাদীরা যে মায়িক-বস্তু বলিলেন, তাহাও ব্রহ্ম-শব্দের গৌণার্থ করার ফলেই ; সুতরাং শ্রুতির মুখ্যার্থের প্রতিকূল বলিয়া তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্ত—শ্রুতি-প্রোক্ত মহেশ্বর যে মায়িক-বস্তু মাত্র, এই মত—গ্রহণ করা যাইতে পারে না। অদ্বৈত-বাদীদের এইরূপ উক্তির অনুকূল কোনও শ্রুতি-প্রমাণও দৃষ্ট হয় না।

১০৯। **তাঁর দোষ নাহি**—ব্রহ্ম-বস্তুর নিরাকার অর্থ করায় এবং সাকার-স্বরূপকে প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার বলায় শঙ্করাচার্য্যের বিশেষ দোষ নাই। যেহেতু **তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস**—তিনি আজ্ঞাপালনকারী ভৃত্যমাত্র ; ভগবানের আদেশেই তিনি এরূপ অর্থ করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। কিন্তু **আর যেই শুনে ইত্যাদি**—এইরূপ অর্থ যে ব্যক্তি শুনে, তাহার সর্ব্বনাশ হয়। (সর্ব্বনাশের কারণ পরবর্ত্তী পয়ারে দ্রষ্টব্য)।

বিষ্ণুনিন্দা আর নাই ইহার উপর।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর ॥ ১১০

ঈশ্বরের তত্ত্ব—যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ—যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ ১১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১০। **অন্বয়**—বিষ্ণু-কলেবরকে প্রাকৃত করিয়া মানে, ইহার উপর বিষ্ণু-নিন্দা আর নাই।

বিষ্ণু—সর্ব্বব্যাপক ভগবান্। **কলেবর**—দেহ। **বিষ্ণুকলেবরকে**—সর্ব্বব্যাপক ভগবানের দেহকে। **প্রাকৃত**—প্রাকৃত-সত্ত্বগুণের বিকার। **মানে**—মনে করে। **ইহার উপর**—ইহা অপেক্ষা অধিক।

অপ্রাকৃত নিত্য বস্তু চিদানন্দঘন ভগবদ্-বিগ্রহকে অনিত্য প্রাকৃত-সত্ত্বগুণের বিকার বলিয়া মনে করা অপেক্ষা অধিকতর বিষ্ণুনিন্দা আর হইতে পারে না। কোনও বস্তুকে হেয়রূপে বর্ণনা করাই তাহার নিন্দা; যে বস্তু যত বড়, তাহাকে তত হেয়রূপে বর্ণনা করাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিন্দা। পরব্রহ্ম ভগবান্ হইলেন বৃহত্তম বস্তু; তিনি সমস্ত নিত্য বস্তুরও নিত্যবস্তু—অনাদি, অনন্ত। আর প্রাকৃত-বস্তু হইল অনিত্য, ধ্বংসশীল। ভগবানের তুলনায় প্রাকৃত-সত্ত্বাদি মায়িক গুণ এত হেয় যে, তাঁহার সান্নিধ্যে যাওয়ার অধিকার তো দূরের কথা, তাঁহার ধামের এক কোণে যাওয়ার অধিকারও তাহাদের নাই—এমন কি তাঁহার সম্মুখীন হইয়া অবস্থান করিবার অধিকারও প্রকৃতির নাই। এতাদৃশী প্রকৃতির গুণের বিকার বলিয়া সেই ভগবানকে বর্ণনা করিলে তাঁহার নিন্দা চরমসীমাই প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণু-নিন্দা শ্রবণ করিলে সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া মহা নরকে পতিত হইতে হয়। "নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বংস্তৎপরস্য জনস্য বা। ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥ শ্রীভাঃ ১০।৭৪।৪০॥ তত্র তোষণী—অধো মহানরকং সুকৃতক্ষয়েণ তস্য কদাপি সদ্গতির্নস্যাদিতি সূচিতম্॥ ভগবানের এবং ভগবদ্দাসের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি সে স্থান হইতে চলিয়া না যায়, তাহার সমস্ত সুকৃতি নষ্ট হয় এবং তাহার মহানরকে বাস হয়, কখনও সদ্গতি হয় না।" এজন্যই পূর্ব্বপয়ারে বলা হইয়াছে—"যে শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ।" ১০৬-১১০ পয়ারে ব্রহ্ম-শব্দের অর্থালোচনা করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের গৌণার্থে ব্রহ্ম নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক; তাঁহার ঐশ্বর্য্য নাই, ধাম নাই, লীলা নাই, লীলাপরিকরাদি নাই। প্রভুর মুখ্যার্থে ব্রহ্ম সাকার, সবিশেষ, সশক্তিক; তাঁহার ঐশ্বর্য্য আছে, লীলা আছে, ধাম আছে, লীলা-পরিকরাদি আছে।

১১১। ব্রহ্ম-তত্ত্বের আলোচনা করিয়া জীব-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন, ১১১-১১৩ [illegible]। জীব ও ঈশ্বরে সম্বন্ধ কি, তাহাই আলোচিত হইতেছে। জ্বলদগ্নিরাশি এবং স্ফুলিঙ্গের কণায় যে সম্বন্ধ, ঈশ্বরে ও জীবে সেই সম্বন্ধ—ইহাই এই পয়ারের মর্ম্ম।

জ্বলিত—প্রজ্বলিত। **জ্বলন**—অগ্নি। ঈশ্বরতত্ত্ব প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির ন্যায় বৃহৎ; আর তাহার তুলনায় জীবের স্বরূপ—**স্ফুলিঙ্গের কণ**—কণার মত; ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের তুল্য—অতিক্ষুদ্র। অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের উপমার তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গ যেমন স্বরূপতঃ একই বস্তু (উভয়েই অগ্নি), তদ্রূপ ঈশ্বর এবং জীবও স্বরূপতঃ একই বস্তু (চৈতন্য); ঈশ্বর বিভু-চৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য। "পরমাণুরেবায়ং জীবো ন বিভুঃ। বেদান্তসূত্র ।২।৩।১৮ সূত্রের গোবিন্দভাষ্য।" "এষোঽণুরাত্মা। মুণ্ডক ৩।১।৯॥" শ্রুতিতে যে যে স্থলে "আত্মাকে মহৎ বা বিভু" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সেই স্থলে আত্মা-শব্দে পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে—জীবাত্মাকে লক্ষ্য করা হয় নাই। বেদান্তসূত্র ।২।৩।২০ সূত্রের গোবিন্দভাষ্য। চৈতন্যাংশে উভয়েই এক—অভেদ। কিন্তু স্ফুলিঙ্গ যেমন জ্বলদগ্নিরাশি নহে, হইতেও পারে না; তদ্রূপ অণুচৈতন্য জীবও বিভু-চৈতন্য ঈশ্বর নহে, হইতেও পারেনা; অণুত্ব ও বিভুত্ব হিসাবে জীব ও ঈশ্বরে ভেদ আছে; ঈশ্বর বিভু-বস্তু—অতি বৃহৎ; কিন্তু জীব অণু-বস্তু—অতি ক্ষুদ্র; কেশাগ্রকে শত ভাগ করিয়া তাহার প্রত্যেক ভাগকে আবার শত ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগ সমগ্র কেশের তুলনায় যত ক্ষুদ্র হয়, ঈশ্বরের তুলনায় জীব তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র। এইরূপে জীব ও ঈশ্বরে ভেদ এবং অভেদ দুই বর্ত্তমান; উভয়েই চিদ্বস্তু বলিয়া

জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্ ।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ ॥ ১১২

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং (৭।৫)—
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

ইয়ং প্রকৃতির্বাহিরঙ্গাখ্যা শক্তিঃ, অপরা অনুৎকৃষ্টা জড়ত্বাৎ। ইতোঽন্যাং প্রকৃতিং তটস্থাং শক্তিং জীবভূতাং পরামুৎকৃষ্টাং বিদ্ধি চৈতন্যত্বাৎ। অস্যা উৎকৃষ্টত্বে হেতুঃ যয়া চেতনয়া ইদং জগৎ ধার্য্যতে স্বভোগার্থং গৃহ্যতে। চক্রবর্ত্তী ॥ ৬ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তাহাদের মধ্যে অভেদ. কিন্তু অণুত্ব ও বিভুত্ব হিসাবে তাহাদের মধ্যে ভেদ । "পরমাত্মনোঽন্যো জীবঃ—জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন । বেদান্তসূত্র । ২।৩।১৮ সূত্রের গোবিন্দভাষ্য ।" ভেদের অন্য হেতু পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে ।

১১২ । জীবতত্ত্ব হইল ঈশ্বরের শক্তি—জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি ; আর ঈশ্বর হইলেন এই জীবশক্তির অধিকারী বা নিয়ন্তা শক্তিমান । শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ, জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ । এই দু'য়ের সম্বন্ধ হইতেছে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ । ভেদ এবং অভেদ যুগপৎ বর্ত্তমান। ১।৪।৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। সময় সময় কস্তুরীর অনুভবব্যতীতও তাহার গন্ধের অনুভব হয়—অর্থাৎ শক্তিমানের অনুভব ব্যতীত শক্তির অনুভব হয় ; তাহাতে শক্তি-শক্তিমানে ভেদ আছে বলিয়া মনে হইতে পারে । একই বস্তুতে বিভিন্ন শক্তির বিকাশ দেখিলেও শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ প্রতীত হয় ; কিন্তু কস্তুরী হইতে পৃথকভাবে যেমন কস্তুরীর গন্ধের কল্পনা করা যায় না, তদ্রূপ শক্তি ও শক্তিমান্ পরস্পর অনুপ্রবেশ করে বলিয়া শক্তিমান্ হইতে পৃথক ভাবে শক্তিরও ধারণা করা যায়না ; এই হিসাবে শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ । এইরূপে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ এবং অভেদ উভয়ই বিদ্যমান । তাই জীবে এবং ঈশ্বরেও ভেদ এবং অভেদ উভয়ই বিদ্যমান । "তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তি-শক্তিমতোঃ পরস্পরানুপ্রবেশাৎ শক্তিমদ্ব্যতিরেকে শক্তিব্যতিরেকাৎ চিন্মাবিশেষাচ্চ ক্বচিদভেদনির্দ্দেশ একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তিবৈবিধ্যদর্শনাৎ ভেদনির্দ্দেশশ্চ নাসমঞ্জসঃ ।—পরমাত্মসন্দর্ভঃ ।৩৭॥" এ সমস্ত কারণে জীবকে ঈশ্বরের ভেদাভেদ-প্রকাশ বলা হয় । "কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ । ২।২০।১০২॥" ভূমিকার জীবতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । ১।২।৮৬। এবং ১।৪।৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

ইথে—এই বিষয়ে ; জীব যে ঈশ্বরের শক্তি, তদ্বিষয়ে । **পরমাণ**—প্রমাণ । জীব যে ঈশ্বরের শক্তি, গীতা ও বিষ্ণুপুরাণাদিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় । এই উক্তির সমর্থনার্থ নিম্নে গীতা ও বিষ্ণুপুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো । ৬ । **অন্বয়** । মহাবাহো (হে মহাবাহু অর্জ্জুন) ! ইয়ং (এই প্রকৃতি) অপরা (অনুৎকৃষ্টা) ; ইতঃ (ইহা হইতে) অন্যাং (ভিন্ন) জীবভূতাং (জীবশক্তিরূপা) মে (আমার) পরাং (উৎকৃষ্টা) প্রকৃতিং (প্রকৃতিকে) বিদ্ধি (জান) ; যয়া (যদ্দ্বারা—যে উৎকৃষ্টা প্রকৃতি দ্বারা) ইদং (এই) জগৎ (জগৎ) ধার্য্যতে (ধৃত হইয়াছে) ।

অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—"হে মহাবাহো ! ইহা (পূর্ব্ব-শ্লোকে যে প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা) নিকৃষ্টা প্রকৃতি ; ইহা হইতে ভিন্ন জীবশক্তিরূপা আমার আর একটা উৎকৃষ্টা প্রকৃতি আছে, তাহা তুমি জানিবে । এই উৎকৃষ্টা প্রকৃতিই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে ।" ৬।

ইয়ং—এই প্রকৃতি । আলোচ্য-শ্লোকের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী "ভূমিরাপোঽনলো বায়ু রিত্যাদি" (গীতা ।৭।৪।)-শ্লোকে ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটী বহিরঙ্গা-শক্তিভূতা প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে । এস্থলে ইয়ং-শব্দে সেই বাহিরঙ্গা-শক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । **অপরা**—ন পরা (শ্রেষ্ঠা) অপরা ; যাহা শ্রেষ্ঠা নহে ; নিকৃষ্টা ; সেই বহিরঙ্গা-প্রকৃতি জড় ; তাই তাহাকে নিকৃষ্টা বলা হইয়াছে । ইহা হইতে ভিন্ন (অন্যা) যে প্রকৃতি, তাহা **জীবভূতা**—জীবশক্তিরূপা ; তটস্থা-শক্তিরূপা ; এই শক্তি হইতেই জগতের সমস্ত জীব

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

অবিদ্যা কর্ম্ম কার্যং যস্যাঃ সা, তৎসংজ্ঞা মায়েত্যর্থঃ। যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা, তথাপ্যস্যাস্তটস্থশক্তিময়মপি জীবমাবরিতুং সামর্থ্যমস্তীতি। ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীজীব ॥৭॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নিঃসৃত হইয়াছে ; এজন্য ইহাকে "জীবভূতা" বলা হইয়াছে : এই জীবভূতা প্রকৃতিই **পরা**—উৎকৃষ্টা ; ইহা চৈতন্যময়ী প্রকৃতি বলিয়া ইহাকে উৎকৃষ্টা বলা হইয়াছে। ক্ষিত্যপ-তেজ-আদি যে প্রকৃতির বিকার, তাহা ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি, তাহা জড়, তাই তাহা নিকৃষ্টা ; কিন্তু জীবসমূহ যে শক্তির অংশ, তাহা ভগবানের তটস্থা শক্তি, তাহা জড় নহে—পরন্ত চৈতন্যময়ী শক্তি ; তাই তাহা জড়-বহিরঙ্গাশক্তি হইতে উৎকৃষ্টা। **যয়েদং** ইত্যাদি—এই চৈতন্যময়ী জীব-শক্তি (স্বীয় ভোগের নিমিত্ত) এই জগৎকে ধারণ (গ্রহণ) করিয়া রহিয়াছে। এই জগতে জীবের যত কিছু ভোগ্যবস্তু (শয্যাসনাদি) আছে, তৎসমস্তই নিকৃষ্টা জড়া বহিরঙ্গা প্রকৃতির বিকার ; তৎসমস্ত (অথবা সেই জড়া প্রকৃতি) হইল ভোগ্য, আর জীব হইল তাহার ভোক্তা ; জীব চেতনাময় বলিয়াই অচেতন জড়-জগৎকে স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারে ভোগ করিতে পারে। জীব হইল জীবশক্তির অংশ : এই জীবশক্তিভূত জীব যে বহিরঙ্গাশক্তি-ভূত জগৎকে স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারে ভোগের জন্য গ্রহণ করিয়াছে—তাহাই হইল জীবশক্তিকর্ত্তৃক জগতের ধারণ ; এই ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে "যয়েদং ধার্য্যতে" ইত্যাদি।

জীব যে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি—জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি, আর শ্রীকৃষ্ণ যে এই শক্তির শক্তিমান্—তাহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইল।

শ্লো।৭। অন্বয়। বিষ্ণুশক্তিঃ (বিষ্ণুশক্তি) পরা (পরাশক্তি নামে) প্রোক্তা (কথিতা হয়) ; অপরা (অপর শক্তি) ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা (ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তি নামে কথিত হয়) ; অন্যা তৃতীয়া (অন্য একটী তৃতীয়া শক্তি) অবিদ্যাকর্ম্ম-সংজ্ঞা (অবিদ্যা-কর্ম্ম-নামে) ইষ্যতে (অভিহিত হয়)।

অনুবাদ। বিষ্ণুশক্তি পরা নামে অভিহিতা, অপর একটী শক্তির নাম ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি ; অন্য একটী তৃতীয়া শক্তি অবিদ্যা-কর্ম্ম-সংজ্ঞায় অভিহিতা।৭।

ভগবানের শক্তিকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ **বিষ্ণুশক্তি**—এস্থলে স্বরূপ-শক্তি বা অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিকেই বিষ্ণুশক্তি বলা হইয়াছে ; কারণ, ইহাকে **পরা**—শ্রেষ্ঠা বলা হইয়াছে ; অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিই শক্তিবর্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ, **ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা**—ক্ষেত্রজ্ঞ-নাম্নী শক্তি ; ইহার অপর নাম জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি। তৃতীয়তঃ, **অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞা**—মায়াশক্তি। "ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভেদ-হেতুভূতং বিষ্ণোঃ শক্ত্যন্তরমাহ অবিদ্যেতি কর্ম্মেতি চ সংজ্ঞা যস্যা সা তথা চ মায়োপলক্ষ্যতে হেতুহেতুমতোরবিদ্যাকর্ম্মণোরেকীকৃত্যোক্তিঃ সংসারলক্ষণকার্য্যৈক্যাৎ।" অবিদ্যা হইল ব্যাপক, কর্ম্ম হইল তাহার ব্যাপ্য ; এস্থলে, ব্যাপ্য ও ব্যাপককে—হেতু ও হেতুমান্‌কে একীভূত করিয়া বলা হইয়াছে। অবিদ্যা এবং কর্ম্ম সংজ্ঞা যাহার—মায়া। অবিদ্য অর্থ মায়া—ইহা ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি ; সংসারও মায়ার কার্য্য—কার্য্য-কারণের অভেদ মনে করিলে, তাহাও মায়া—বহিরঙ্গা-শক্তি : সুতরাং কারণরূপা অবিদ্যা এবং তাহার কার্য্যরূপ সংসার—এই উভয়েই ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি মায়া ; ইহাই তৃতীয়া শক্তি। ইহা বহিরঙ্গা-শক্তি হইলেও তটস্থশক্তিময় জীবকে আবৃত করিতে পারে।

জীব যে ঈশ্বরের শক্তি, এই শ্লোকেও তাহা প্রদর্শিত হইল। ১।২।৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি পরতত্ত্ব। আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরমহত্ত্ব॥ ১১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১৩। বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থে জীবতত্ত্ব বর্ণনা করিয়া শঙ্করাচার্য্যের গৌণার্থ খণ্ডন করিতেছেন।

মুখ্যার্থানুসারে প্রভু বলেন—জীব অণুচৈতন্য, ব্রহ্ম বিভুচৈতন্য; জীব ব্রহ্মের শক্তি, ব্রহ্ম তাহার শক্তিমান; কেবল চৈতন্যাংশে জীব ও ব্রহ্মে অভেদ; আর সমস্ত বিষয়ে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ আছে—এই ভেদ নিত্য; মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইলেও জীবের পৃথক্ সত্তা থাকিবে। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের দাস।

শঙ্করাচার্য্য বলেন—জীব ও ব্রহ্মে অভেদ, কোনও ভেদ নাই; বুদ্ধি-আদি উপাধির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্রহ্মই জীব; জ্ঞানবলে এই উপাধি নষ্ট হইয়া গেলেই জীব ও ব্রহ্ম এক হইয়া যাইবে। "অপি চ ন জীবো নাম কশ্চিৎ পরস্মাদাত্মনোঽন্যো বিদ্যতে সদেব তূপাধিসম্পর্কাজ্জীব ইত্যুপচর্য্যতে ইত্যসকৃৎ প্রপঞ্চিতম্। বেদান্তসূত্র। ৩।২।৯ সূত্রের শঙ্করভাষ্য। যাবদেব চায়ং বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধস্তাবদেবাস্য জীবস্য জীবত্বং সংসারিত্বঞ্চ, পরমার্থতস্তু ন জীবো নাম বুদ্ধ্যুপাধিপরিকল্পিতস্বরূপব্যতিরেকেণাস্তি। ব্রহ্মসূত্র। ২।৩।৩০ সূত্রের শঙ্করভাষ্য।" **হেন জীবতত্ত্ব**—কৃষ্ণশক্তির অংশ অণুচৈতন্যজীব। **লিখি পরতত্ত্ব**—পরতত্ত্ব-ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা। **আচ্ছন্ন করিল**—আবৃত করিল; ঢাকিয়া রাখিল। **শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর মহত্ত্ব**—ঈশ্বরের বিভুত্ব, যাহা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

অণুচৈতন্য জীবকে বিভুচৈতন্য ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বলিলে বিভুচৈতন্য ঈশ্বরেরই মহিমা খর্ব্ব করা হয় ঈশ্বরের মহিমা সাধারণ লোকের অজ্ঞাত; তাই শঙ্করাচার্য্যের কথায় ঈশ্বর ও জীবে অভিন্ন মনে করিয়া সাধারণ জীবের ধারণা হইবে যে, ঈশ্বরের শক্তি-সামর্থ্যাদি জীবেরই শক্তি-সামর্থ্যের তুল্য; তাহাতে সাধারণ লোকের নিকটে ঈশ্বরের মহিমা আচ্ছন্ন হইয়াই থাকিবে, খর্ব্ব হইয়াই থাকিবে। মহাসমুদ্রকে সূচ্যগ্রস্থিত জলকণারূপে পরিচিত করিলে সমুদ্রের মহিমাকেই খর্ব্ব করা হয়। বড়কে ক্ষুদ্রের সমান বলিলে বড়র-ই মহিমা-হানি হয়। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মের মহিমা খর্ব্ব করা হইয়াছে, ইহাই প্রভুর অভিপ্রায়।

নৃসিংহতাপনীর (২।৫।১৬১) ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য নিজে লিখিয়াছেন—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে। মুক্তব্যক্তিরাও ভক্তির কৃপায় স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন।" জীব ও ব্রহ্মে যদি কোনও ভেদই না থাকে মুক্ত জীব যদি ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূতই হইয়া যায়, তাহা হইলে—মুক্তাবস্থায় কোনওরূপ উপাধি না থাকায়—মুক্তজীবের পক্ষে স্বতন্ত্রদেহ ধারণ সম্ভবই হইতে পারে না। তথাপি শঙ্করাচার্য্যই যখন লিখিয়াছেন, মুক্তাবস্থায়ও জীব স্বতন্ত্রদেহ ধারণ করিতে পারে, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জীবের নিত্য-স্বতন্ত্র সত্ত্ব তিনিও স্বীকার করেন।

বেদান্তের জীবতত্ত্ববিষয়ক কয়েকটী সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্যও জীবস্বরূপের অণুত্ব-স্বীকার করিয়াছেন। উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্। ২।৩।১৯ সূত্রের ভাষ্যের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন—অণুরাত্মেতি গম্যতে জীবাত্মা অণু—ইহাই প্রমাণিত হইল। স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ। ২।৩।২০-সূত্রের ভাষ্যেও অনুরূপ সিদ্ধান্তই তিনি করিয়াছেন—তস্মাদপি অস্য অণুত্বসিদ্ধিঃ—ইহা হইতেও জীবাত্মার অণুত্বই সিদ্ধ হইতেছে। ইহার পরের সূত্রে স্বয়ং ব্যাসদেবই এক পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষটী এই। যদি কেহ বলেন, আত্মা অণু নহে; কেননা শ্রুতিতে আত্মাকে মহান্ বলা হইয়াছে। এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনার্থ সূত্রকার ব্যাসদেব বলিতেছেন—নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ। ২।৩।২১॥ সূত্রের পদগুলিকে ভাঙ্গিয়া লিখিলে এইরূপ হইবে। ন অণুঃ (আত্মা অণুপরিমাণ নহেন) অতৎশ্রুতেঃ (শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ নাই, অন্যরূপ উল্লেখ আছে। আত্মা বৃহৎ—এইরূপ শ্রুতিবাক্য দেখিতে পাওয়া যায়)। ইতি চেৎ (ইহা যদি কেহ বলেন) ন (না), ইতরাধিকারাৎ (যেখানে আত্মাকে বৃহৎ বলা হইয়াছে, সেখানে অন্য আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, জীবাত্মাকে লক্ষ্য করা হয় নাই)। শঙ্করাচার্য্যও শ্রুতিপ্রমাণ উল্লেখ করিয়া উক্তরূপ অর্থই করিয়াছেন এবং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উপসংহারে লিখিয়াছেন—তস্মাৎ প্রাজ্ঞবিষয়ত্বাৎ পরিমাণান্তর-শ্রবণস্য ন জীবস্যাণুত্বং বিরুধ্যতে।—পরিমাণান্তরশ্রবণ প্রাজ্ঞ (ব্রহ্ম)-বিষয়ক বলিয়া জীবের অণুত্ব স্বীকার্য্য। তাহার পরবর্ত্তী সূত্রে—স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ। ২।৩।২২। সূত্রের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন “এষোঽণুরাত্মা”--ইত্যাদি শ্রুতিতে সাক্ষাদ্‌ভাবেই জীবের অণুত্বের কথা বলা হইয়াছে। “বালাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য তু। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ॥”—এই শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিও (৫।৯) তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তারপর একটী পূর্ব্বপক্ষ উল্লেখ করিয়াছেন যে, যদি আত্মা অণু হন, তাহা হইলে তিনি দেহের একাংশেই থাকেন ; এবং একাংশে থাকিলে সমগ্র দেহে বেদনাদির জ্ঞান হয় কিরূপে ? গ্রীষ্মকালেই বা সমস্ত দেহে তাপ অনুভূত হয় কেন ? উত্তরে, অন্যান্য ভাষ্যকারদের ন্যায়, তিনিও বলিয়াছেন—পরবর্ত্তী সূত্রেই তাহার উত্তর পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী সূত্রটী হইতেছে এই। অবিরোধশ্চন্দনবৎ। ২।৩।২৩॥ আত্মার অণুত্ব এবং সমগ্রদেহে বেদনাদির অনুভব—এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ নাই। চন্দনবৎ—যেমন একবিন্দু চন্দন দেহের একস্থানে থাকিলে সমগ্র দেহেই তাহার স্নিগ্ধতা ব্যাপ্ত হয়। পরবর্ত্তী সূত্রে সূত্রকার ব্যাসদেবই এক পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া উত্তর দিয়াছেন। অবস্থিতি-বৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাদ্ধৃদিহি॥ ২।৩।২৪॥ অবস্থিতি-বৈশেষ্যাৎ—চন্দনবিন্দু দেহের একস্থানে অবস্থিত থাকে, তাহা আমরা দেখি ; সর্ব্বদেহে তাহার স্নিগ্ধতার ব্যাপ্তিও আমরা অনুভব করি। বেদনাদি সমগ্র দেহেই (স্নিগ্ধতার ন্যায়) অনুভূত হয় ; কিন্তু আত্মা যে চন্দনবিন্দুর ন্যায় দেহের একস্থানে আছে, তাহা আমরা দেখিনা। আত্মা যদি অণু হয়, একস্থানেই থাকিবে, সমগ্র দেহে থাকিতে পারে না। সুতরাং আত্মার অণুত্ব অনুমানমাত্র। ইতি চেৎ—এইরূপ যদি কেহ বলেন (ইহাই পূর্ব্বপক্ষ), উত্তরে বলা যায়, ন (না) অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি—আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করেন, ইহা শ্রুতিতে আছে। “হৃদি হি এষ আত্মা। প্রশ্নোপনিষৎ॥ স বা এষ আত্মা হৃদি। ছান্দোগ্য। ৮।৩।৩॥” এইরূপ ভাবে আলোচনা করিয়া শ্রীপাদ-শঙ্করাচার্য্য উপসংহারে বলিয়াছেন। তস্মাৎ দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োরবৈষম্যাদ্ যুক্তমেবৈতদবিরোধশ্চন্দনবৎ।—দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকের বৈষম্য নাই বলিয়া চন্দনের দৃষ্টান্তে অসামঞ্জস্য কিছু নাই। যাহা হউক, উক্ত সূত্রের পরবর্ত্তী—গুণাৎ বালোকবৎ (২।৩।২৫), ব্যতিরেকো গন্ধবৎ (২।৩।২৬), তথা চ দর্শয়তি (২।৩।২৭) এবং পৃথগুপদেশাৎ (২।৩।২৮) এই চারিটী—সূত্রেও শ্রীপাদ শঙ্কর উক্তরূপ সিদ্ধান্তই স্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী--তদ্‌গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ (২।৩।২৯)—সূত্রে তিনি বলিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত সূত্রসমূহে জীবের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, সে সমস্ত পূর্ব্বপক্ষের কথা। বস্তুতঃ জীব অণু নহে ; জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ব্রহ্মের যাহা পরিমাণ, জীবেরও তাহাই পরিমাণ। ব্রহ্ম অনন্ত ; সুতরাং জীবও অনন্ত—অণু নহে। ইত্যাদি। সূত্রের তু-শব্দের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—“তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যবর্ত্তয়তি। ন এতদ্ অস্তি অণুঃ আত্মা ইতি।--তু-শব্দে পূর্ব্বপক্ষকে নিরস্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষ বলেন—আত্মা অণু ; বস্তুতঃ তাহা নহে।” শ্রীপাদ রামানুজাদি ভাষ্যকারগণ এই (২।৩।২৯) সূত্রকে পূর্ব্বপক্ষ-নিরসনার্থক বলেন নাই এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রগুলিকেও বিরুদ্ধবাদী-পূর্ব্বপক্ষের উক্তিজ্ঞাপক বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ, এই কয়টী সূত্রের মুখ্য বিচার্য্য বিষয়ই হইতেছে—জীবাত্মার পরিমাণ। ২।৩।১৯ এবং ২।৩।২০ সূত্রে বলা হইল জীবাত্মা অণু-পরিমিত। পরবর্ত্তী ২।৩।২১ হইতে ২।৩।২৮ পর্য্যন্ত আটটী সূত্রে নানাবিধ শ্রুতি-প্রমাণের উল্লেখ পূর্ব্বক জীবের অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে এবং তন্মধ্যে বিরুদ্ধবাদী পূর্ব্বপক্ষের (অর্থাৎ যাঁহারা মনে করেন, আত্মা অণু নহে, বৃহৎ—বিভু, তাঁহাদের) মতের উল্লেখপূর্ব্বকও শ্রুতিপ্রমাণাদিদ্বারা তৎসমুদয়ের খণ্ডন করা হইয়াছে। জীবের অণুত্ব যদি সূত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রেতই না হইবে, তাহা হইলে তিনি এতগুলি সূত্রদ্বারা বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তাহা প্রতিষ্ঠিতই বা করিলেন কেন ? যদি জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদনই তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমেই তিনি তদনুকূল সূত্রের উল্লেখ করিতেন এবং তাহার পরে বিরুদ্ধবাদী পূর্ব্বপক্ষের (অর্থাৎ যাঁহারা জীবের বিভুত্ব স্বীকার করেন না, অণুত্বই স্বীকার করেন, তাঁহাদের) মতের অবতারণা করিয়া তাহার খণ্ডন করিতেন। ইহাই হইত স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু শ্রীপাদশঙ্কর বলেন—এস্থলে সূত্রকার আগেই পূর্ব্বপক্ষের মত (জীব অণু—এই মত) উল্লেখ করিয়া তাহাকে নানা-

ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার পরে ২।৩।২৯ সূত্রে তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। ২।৩।২৯ সূত্রের যেরূপ ভাষ্য বা অর্থ শ্রীপাদ শঙ্কর করিয়াছেন, তাহাই যদি একমাত্র অবিসংবাদিত অর্থ হইত, তাহা হইলেও তাঁহার অভিমত একেবারে উপেক্ষণীয় হইতে পারতনা। কিন্তু তাঁহার অর্থ ই একমাত্র অর্থ নহে। অন্যান্য ভাষ্যকারগণ অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অর্থদ্বারা ইহাও বুঝা যায়, যে, সূত্রকার ব্যাসদেব জীবাত্মার পরিমাণ নির্ণয়ব্যাপারে বিরুদ্ধপক্ষের মতের আলোচনায় স্বাভাবিক পন্থারই অবলম্বন করিয়াছেন—প্রথমে নিজের প্রমেয় তত্ত্বের উল্লেখ করিয়া তারপরে বিরুদ্ধবাদীদের মতের উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ গ্রহন করিতে হইলে মনে করিতে হয়—ব্যাসদেব একটা অস্বাভাবিক পন্থাই গ্রহণ করিয়াছেন। জীবের অণুত্ব-প্রতিপাদক এবং বিরুদ্ধবাদীদের মত-খণ্ডনাত্মক যে সমস্ত সূত্রের উল্লেখ ব্যাসদেব করিয়াছেন, তৎসমস্ত অতি সহজ এবং পরিষ্কার; তাহাদের কোনওটীরই একাধিক অর্থ হইতে পারে না; তাই সে সমস্ত সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করকেও অণুত্ব-প্রতিপাদক অর্থই করিতে হইয়াছে। মনে হয়, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-তত্ত্ব প্রতিপাদনের আগ্রহাতিশয্যবশতঃই শ্রীপাদ জীবের অণুত্ব স্বীকার করিতে পারিতেছেন না।

তাই উক্ত ২।৩।২৯ সূত্রের ভাষ্যোপক্রমে জীব অণুপরিমিত হইতে পারেনা কেন, তাহার হেতুরূপে তিনি বলিয়াছেন—"উৎপত্ত্যশ্রবণাৎ। পরস্যৈব তু ব্রহ্মণঃ প্রবেশশ্রবণাৎ তাদাত্ম্যোপদেশাচ্চ পরমেব ব্রহ্ম জীব ইত্যুক্তম্। পরমেব চেদ্ ব্রহ্ম জীবস্তর্হি যাবৎ পরং ব্রহ্ম তাবানেব জীবো ভবিতুমর্হতি। পরস্য চ ব্রহ্মণঃ বিভুত্বমাম্নাতং তস্মাদ্ বিভুর্জীবঃ।—জীবের উৎপত্তির কথা জানা যায় না বলিয়া, পরব্রহ্মেরই প্রবেশের কথা শুনা যায় বলিয়া, জীবব্রহ্মের তাদাত্ম্যের কথা শুনা যায় বলিয়া পরব্রহ্মই জীব। ব্রহ্মই যদি জীব হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের যে পরিমাণ, জীবের পরিমাণও তাহাই হইবে। পরব্রহ্ম বিভু; সুতরাং জীবও বিভু।" জীবের বিভুত্ব-সম্বন্ধে তিনি যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, সেই যুক্তির অন্যরূপ তাৎপর্য্যও হইতে পারে। যথা—যাঁহারা জীবের অণুত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাও শুদ্ধজীবের জন্মাদি বা উৎপত্তি স্বীকার করেন না; শুদ্ধজীব অনাদি। সুতরাং জীবের উৎপত্তির কথা শুনা যায় না বলিয়াই যে জীব অণুপরিমিত হইতে পারেনা, এই যুক্তি বিচারসহ নহে। ব্রহ্মের প্রবেশের কথা—শুদ্ধজীবের উৎপত্তি নাই, কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের দেহের উৎপত্তি আছে—সৃষ্টিসময়ে; কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত সেই দেহে জীবাত্মা প্রবেশ করে এবং ব্রহ্মও পরমাত্মারূপে প্রবেশ করেন শ্রীপাদ শঙ্কর বোধ হয় ধরিয়া লইতেছেন যে, সৃষ্ট দেহে প্রবিষ্ট ব্রহ্মই জীবাত্মা; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে জীবদেহে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষরূপে পরমাত্মারূপী ব্রহ্ম আছেন—এই শ্রুতিবাক্যের এবং দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া- ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেরও সার্থকতা থাকিত না। তারপর তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে—চিদংশে শুদ্ধজীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন বলিয়া তাদাত্ম্যপ্রসঙ্গও অসঙ্গত হয় না। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তি কেবল মাত্র যে তাঁহার মতেরই পোষণ করে, তাহাই নয়। তাই ব্রহ্মের ন্যায় জীবও বিভু—এই সিদ্ধান্ত বিচারসহ হইতে পারেনা। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে গেলে, এষঃ অণুঃ আত্মা, বালাগ্রশতভাগস্য ইত্যাদি বহু শ্রুতিবাক্যকে উপেক্ষা করিতে হয়। তিনি বলেন—শ্রুতিতে জীবাত্মার ঔপচারিক অণুত্বের কথাই বলা হইয়াছে, পারমার্থিক অণুত্বের কথা বলা হয় নাই; কিন্তু তাঁহার এই উক্তির অনুকূল কোনও শ্রুতিপ্রমাণ তিনি দেখান নাই। কেবল মাত্র লক্ষণা বা গৌণীবৃত্তির আশ্রয়েই তিনি জীবের অণুত্ববাচক শ্রুতিবাক্যগুলিকে উপেক্ষা করিয়াছেন। তত্ত্বমসি-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে তিনি ধরিয়া লইয়াছেন,—জীব ও ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন, কিন্তু তাঁহার এইরূপ অর্থ যে বিচারসহ, তাহাও বলা যায় না। তাহার হেতু এই।

যে সকল শ্রুতিবাক্যের উপরে শ্রীপাদ শঙ্করের জীব-ব্রহ্মের অভিন্নত্বকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল এই কয়টী:—তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, একমেবাদ্বিতীয়ম্, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি, ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতি শ্রীপাদ শঙ্করের মতের কিঞ্চিৎ আনুকূল্য বিধান করে সত্য,

কিন্তু অন্যমতাবলম্বীদের মতেরও প্রাতিকূল্য করে না। তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতির লক্ষণাবৃত্তির অর্থ ই শঙ্কর-মতের পোষক।

একমেবাদ্বিতীয়ম্—এই শ্রুতির মর্ম্ম হইতেছে এই যে—ব্রহ্মব্যতীত অপর কোনও বস্তু কোথায়ও নাই। অন্যমতাবলম্বীরাও একথাই বলেন। জগৎ যদি ব্রহ্মের পরিণাম হয়, ব্রহ্ম যদি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হয়, জীব যদি ব্রহ্মের চিৎকণ অংশ হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়মই হইলেন। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেই কথা। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্য দুইটী শঙ্করাচার্য্যের মতের এবং অন্য মতাবলম্বীদের মতেরও পোষক। সুতরাং ইহাদের দ্বারা কেবল শাঙ্কর-মতই প্রতিষ্ঠিত হইল, অন্য মত নিরসিত হইল—একথা বলা চলে না।

তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি—এই কয়টী শ্রুতির তাৎপর্য্যে জানা যায়, ব্রহ্মই জীব। জীব যদি ব্রহ্মের চিৎকণ অংশ হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্মই জীব হয়েন—জলদগ্নিরাশির স্ফুলিঙ্গও যেমন অগ্নি, তদ্রূপ। স্ফুলিঙ্গ কিন্তু জলদগ্নিরাশি নহে। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্যগুলিদ্বারাও কেবল মাত্র শঙ্করের মতই প্রতিষ্ঠিত হয় না। অন্যমতও প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও যুক্তি আছে। উক্ত শ্রুতিগুলি হইতে জানা গেল—জীব ব্রহ্মই। কিন্তু কেবল ইহাদ্বারাই জীব ও ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হয় না। জীব ব্রহ্মই, একথার সঙ্গে সঙ্গে যদি জানা যায় যে ব্রহ্ম জীবই—স্ফুলিঙ্গও জলদগ্নিরাশিই—তাহা হইলেও বরং জীবব্রহ্মের অভিন্নত্ব স্বীকার করা সম্ভব হইত। কিন্তু ব্রহ্ম জীবই—এইরূপ মর্ম্মাত্মক কোনও শ্রুতিবাক্যও শ্রীপাদ শঙ্কর উদ্ধৃত করেন নাই। এইরূপ কোনও শ্রুতিবাক্য নাইও।

শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদবাচক বাক্য যেমন আছে, তেমনি অভেদবাচক বাক্যও আছে। এমন কি, একই শ্রুতিতেও ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্যও দৃষ্ট হয়। যেমন—ছান্দোগ্য উপনিষদে। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো। হে শ্বেতকেতো! তাহাই তুমি (অর্থাৎ ব্রহ্মই তুমি)। ৬.৮।৭॥ ইহা অভেদবাচক বাক্য। আবার ভেদবাচক বাক্যও ছান্দোগ্যে দৃষ্ট হয়। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত॥ সকলই ব্রহ্ম; (যেহেতু) তাঁহা হইতে উৎপত্তি. তাঁহাতে স্থিতি এবং তাঁহাতেই লয়। শান্ত চিত্তে তাঁহার উপাসনা করিবে। ৩।১৪।১॥ এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। উপাসনা বলিলেই উপাস্য এবং উপাসক—এই দুইকে বুঝায়। ব্রহ্ম উপাস্য, জীব উপাসক। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের--ভেদের কথাই পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যকেও ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্য দৃষ্ট হয়। অহং ব্রহ্মাস্মি—আমি ব্রহ্ম হই। ইহা বৃহদারণ্যকের অভেদবাচক বাক্য। য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মি ইতি—স ইদং সর্ব্বং ভবতি।—যিনি জানেন, আমি ব্রহ্ম. তিনি সব হন। বৃ, আ ২।৪।১০॥ আবার ভেদবাচক শ্রুতিও আছে। স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।—যেরূপ ঊর্ণনাভ তন্তু বিস্তার করে, যেরূপ অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয়, তদ্রূপ আত্মা হইতে সকল প্রাণী, সকল লোক, সকল দেবতা এবং সকল ভূত সৃষ্ট হইয়াছে। ২।১।২০॥ এই শ্রুতিও জীব ও ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে একরূপতার কথা বলেন না। একই শ্রুতিতেই যখন জীব ও ব্রহ্মের ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখন জীব ও ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে ভেদ আছে,—একথা যেমন বলা চলে না; তাহাদের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে অভেদ আছে—একথাও তেমনি বলা চলে না। ইহার কোনওটীই শ্রুতির অভিপ্রেত হইতে পারেনা। তাহা হইলে পরস্পর-বিরোধী বাক্য একই শ্রুতিতে থাকিতনা।

ভেদবাচক বাক্যও যেমন শ্রুতির উক্তি, অভেদবাচক বাক্যও তেমনি শ্রুতির উক্তি এবং উভয় প্রকার বাক্যেই জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধের কথাই—তত্ত্বের কথাই—বলা হইয়াছে। সুতরাং উভয় প্রকার বাক্যেরই সমান গুরুত্ব দিতে হইবে এবং সমান গুরুত্ব দিয়া তাহাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিতে হইবে। বাস্তবিক আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় স্থাপনের উদ্দেশ্যেই ব্যাসদেব বেদান্তসূত্র সঙ্কলিত করিয়াছেন; তাই বেদান্তসূত্রের অপর এক নাম উত্তর-মীমাংসা। শ্রীপাদ শঙ্কর ভেদবাচক শ্রুতিবাক্যগুলিকে ব্যবহারিক বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন এবং তাহার

ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ। 'ব্যাসভ্রান্ত' বলি তাহাঁ উঠাইল বিবাদ ॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই উক্তির অনুকূলে তিনি কোনও শ্রুতিপ্রমাণও দেখান নাই। একজন যদি নিজের যুক্তির উপর মাত্র নির্ভর করিয়া ভেদবাচক শ্রুতিগুলিকে ব্যবহারিক বলেন, তাহা হইলে অপর একজন আবার ঠিক সেইরূপেই কেবলমাত্র নিজের যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া অভেদবাচক শ্রুতিবাক্যগুলিকেও ব্যবহারিক বা অপারমার্থিক বলিতে পারেন। তাহাতে কোনওরূপ মীমাংসায় পৌঁছান যায় না। এই ব্যাপারে শ্রীপাদ শঙ্কর স্থলবিশেষে যে শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকল শ্রুতিবাক্য অবিসংবাদিতভাবে তাঁহার মতের পোষণ করেনা ; তাঁহার যুক্তির অনুকূল যে ব্যাখ্যা তিনি ঐ সমস্ত শ্রুতি-বাক্যে আরোপ করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যাইমাত্র তাঁহার অনুকূলে যায় ; কিন্তু সেই ব্যাখ্যাতে শ্রুতির মুখ্যার্থ প্রকাশিত হয় না ; মুখ্যার্থ অন্যরূপ এবং সমগ্র শ্রুতির সহিত সেই মুখ্যার্থের অসঙ্গতিও দৃষ্ট হয় না।

যাহা হউক, এই উভয়রূপ শ্রুতিবাক্যের সমন্বয়ের একটী মাত্র পন্থা আছে ; তাহা হইতেছে—উভয়কে তুল্যরূপে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা। শ্রীপাদ শঙ্কর তাহা করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা করিয়াছেন—তিনি বলেন, জীব এবং ব্রহ্মে ভেদও আছে, অভেদও আছে ; এই উভয় সম্বন্ধই তুল্যরূপে সত্য। প্রকৃত সম্বন্ধ হইল ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। তাই প্রভু বলিয়াছেন, জীব হইল—"কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।" "উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ (৩।২।২৭), প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ (৩।২।২৮), অংশোনানাব্যপদেশাদন্যথাচাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে (২।৩।৪৩)" ইত্যাদি বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন—ব্রহ্ম চিৎ, বিভু চিৎ ; আর, জীবও চিৎ, কিন্তু অণু-চিৎ। উভয়েই স্বরূপতঃ চিদ্‌বস্তু বলিয়া চিৎ-অংশে তাহাদের মধ্যে ভেদ নাই—জলদগ্নিরাশিতে এবং তাহার স্ফুলিঙ্গে যেমন অগ্নি-হিসাবে কোনও ভেদ নাই তদ্রূপ। "ঈশ্বরের তত্ত্ব যৈছে জ্বলিত জ্বলন। জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ ১।৭ ১১১॥" শ্রীপাদ শঙ্করও একথা স্বীকার করিয়াছেন—চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্যথাঽগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যম্। ২।৩ ৪৩ বেদান্তসূত্রের ভাষ্য। যাহা হউক, এইরূপ অভেদের কথা বলিয়া প্রভু ভেদের কথাও বলিয়াছেন। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ; জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান, ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীব নিয়ম্য। এই অংশে উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের চিন্মাত্রতা গ্রহণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা-সর্ব্বশক্তিমত্বা পরিত্যাগ করিয়া এবং জীবেরও চিন্মাত্রতা গ্রহণ করিয়া তাহার অল্পজ্ঞতা-অল্পশক্তিমত্বা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জহদজহৎ-স্বার্থা লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করিয়া জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব স্থাপন করিয়াছেন। মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও লক্ষণাবৃত্তির অর্থ গ্রহণ শাস্ত্রানুমোদিত নহে।

যাহাহউক, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হইলে জীবকেই ব্রহ্ম বা পরতত্ত্ব বলা হইল। চৈতন্য জীবকে বিভুচৈতন্য ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলাতে ব্রহ্মেরই মহিমা খর্ব্ব করা হইল।

১১৪। এক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড-বিষয়ে বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের গৌণার্থ খণ্ডন করিতেছেন। ১১৪-১২ পয়ারে।

মুখ্যার্থে প্রভু বলেন—জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম ; ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম অবিকৃত থাকেন।

গৌণার্থে শঙ্করাচার্য্য বলেন—জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি নহে ; রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জগতের ভ্রম মাত্র।

ব্যাসের সূত্রেতে—ব্যাসদেবকৃত বেদান্তসূত্রের অন্তর্গত "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ১।৪।২৬ ॥"-এই সূত্রে।

পরিণামবাদ—"এই জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি ; ঘট যেমন মৃত্তিকার পরিণতি, তদ্রূপ জগৎও ব্রহ্মের পরিণতি।" এইরূপ মতকে পরিণামবাদ বলে। পরিণাম-সম্বন্ধে শ্রীজীব বলেন—"তত্ত্বতোঽন্যথাভাবঃ পরিণামঃ ইতি এব লক্ষণং ন তু তত্ত্বস্যেতি। দৃশ্যতে চাপি মণিমন্ত্রমহৌষধিপ্রভৃতীনং তর্কালভ্যং শাস্ত্রৈকগম্যমচিন্ত্যশক্তিত্বম্। সর্ব্বসম্বাদিনী। ১৪৩ পৃঃ।—তত্ত্ব হইতে অন্যরূপ ভাবই পরিণাম, তত্ত্বের অন্যরূপ ভাব নহে। মূল বস্তু নিজে অবিকৃত থাকিয়া যদি

অন্য রূপ ধারণ করে, তবে সেই অন্যরূপকে তাহার পরিণাম বলে। মণিমন্ত্রমহৌষধি-আদির এইরূপ অচিন্ত্যশক্তি দৃষ্ট হয়। তর্কের দ্বারা এইরূপ অচিন্ত্যশক্তির সমাধান পাওয়া যায় না।"

"আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ। ১।৪।২৬"—এই বেদান্ত-সূত্রের মুখ্যার্থে—ব্রহ্মই যে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন—তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ১।৪।২৬ ॥—এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলেন,—শ্রুতি হইতে জানা যায়, তদাত্মানং স্বয়মকুরুত—তিনিই স্বয়ং আত্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কর্ত্তাও ব্রহ্ম, কর্ম্মও ব্রহ্ম। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ব্রহ্ম হইলেন পূর্ব্বসিদ্ধ অর্থাৎ অনাদি, সৎস্বরূপ অর্থাৎ নিত্য বিদ্যমান এবং কর্ত্তা; তিনি কিরূপে আবার কর্ম্ম হইতে পারেন? কথং পুনঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্য সতঃ কর্তৃত্বেন ব্যবস্থিতস্য ক্রিয়মাণত্বং শক্যং সম্পাদয়িতুম? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—পরিণামাৎ ইতি ব্রুমঃ পূর্ব্বসিদ্ধোঽপি হি সন্নাত্মা বিশেষেণ বিকারাত্মনা পরিণাময়াস আত্মানমিতি। ব্রহ্ম পূর্ব্বসিদ্ধ সৎ-স্বরূপ হইলেও বিশেষ বিকারীরূপে আপনাকে পরিণামিত করিয়াছেন।" উপসংহারেও শ্রীপাদ আচার্য্য বলিয়াছেন—"ব্রহ্মণ এব বিকারাত্মনায়ং পরিণামঃ—ব্রহ্মের বিকারাত্মতাবশতঃই এই পরিণাম।" এই জগৎ যে ব্রহ্মের পরিণাম এই সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, তবে এই পরিণতিদ্বারা যে ব্রহ্ম বিকারী হইয়া পড়েন, ইহাও তিনি বলিয়াছেন।

এই সূত্রে ব্যাসদেব যে পরিণামবাদই স্থাপন করিয়াছেন, গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও তাহা বলিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় তিনিও প্রশ্ন করিয়াছেন—"নহু কথম্ একস্য এব পূর্ব্বসিদ্ধস্য কর্তৃতয়া স্থিতস্য ক্রিয়মাণত্বম্?" উত্তরে তিনি বলিয়াছেন—"তত্রাহ। পরিণামাৎ ইতি। কূটস্থত্বাদ্যবিরোধিপরিণামবিশেষসম্ভবাদবিরুদ্ধং তস্য তৎ।—কূটস্থত্বাদির অবিরোধী পরিণামবিশেষ তাঁহাতে সম্ভব বলিয়াই কর্ত্তা হইয়াও তিনি কর্ম্ম হইতে পারেন।" তাহার পরে তিনি বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম পরাশক্তি আছে, ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি আছে এবং মায়াশক্তি আছে। ইহাদ্বারা তাঁহার নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব জানা যাইতেছে। তস্য নিমিত্তত্বমুপাদনত্বং চ অভিধীয়তে। পরাশক্তিমানরূপে তিনি নিমিত্ত এবং অপর শক্তিদ্বয় দ্বারা তিনি উপাদান। তত্রাদ্যং পরাখ্যশক্তিমদ্রূপেণ। দ্বিতীয়ন্তু তদন্যশক্তিদ্বয়-দ্বারৈব।" তিনি আরও বলেন—"এবঞ্চ নিমিত্তং কূটস্থম্ উপাদানম্ তু পরিণামীতি সূক্ষ্মপ্রকৃতিকং কর্তৃ স্থূলপ্রকৃতিকং কর্ম্ম। ইত্যেকস্যৈব তত্তচ্চ সিদ্ধম্। এইরূপে, নিমিত্ত হইল কূটস্থ (নির্ব্বিকার) এবং উপাদান হইল পরিণামী—সূক্ষ্মপ্রকৃতিক হইলেন কর্ত্তা, আর স্থূলপ্রকৃতিক হইলেন কর্ম্ম। ইহাতে এক ব্রহ্মেরই নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব, সূক্ষ্ম-প্রকৃতিকত্ব ও স্থূলপ্রকৃতিকত্ব সিদ্ধ হইল।"

শ্রীপাদ শঙ্কর এবং শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ উভয়েই পরিণামবাদ স্বীকার করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে—শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন, পরিণামে ব্রহ্ম বিকারী হয়েন, আর শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ বলেন—পরিণামে ব্রহ্ম বিকারী হয়েন না,—কূটস্থত্বাদ্যবিরোধিপরিণামবিশেষসম্ভবাৎ—তাঁহার পরিণাম হইল তাঁহার কূটস্থত্বের (নির্ব্বিকারত্বের) অবিরোধী, পরিণামী হইয়াও তিনি নির্ব্বিকার; তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম বশতঃই ইহা সম্ভব।

এসম্বন্ধে পরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"তস্মান্নির্ব্বিকারাদিস্বভাবেন সতোঽপি পরমাত্মনঃ অচিন্ত্যশক্ত্যাদিনা পরিণামাদিকং ভবতি চিন্তামণ্যয়স্কান্তাদীনাং সর্ব্বার্থপ্রসবলোহচালনাদিবৎ। ৭২ ॥—পরমাত্মার অচিন্ত্য-শক্তিবশতঃই পরিণামাদি সত্ত্বেও তিনি নির্ব্বিকার থাকেন, যেহেতু নির্ব্বিকারত্ব তাঁহার স্বভাব। চিন্তামণি যেমন তাহার স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ সর্ব্বার্থ প্রসব করে এবং চুম্বক যেমন তাহার স্বভাববশতঃ লৌহকে চালিত করে—তদ্রূপ।" শ্রুতি যে ব্রহ্মের বা পরমাত্মার অচিন্ত্য শক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহাও শ্রীজীব দেখাইয়াছেন—"বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্যুরিতি। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি ॥" বেদান্তের "উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥ ২।১।২৪ ॥"-সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির প্রমাণ উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মের অচিন্ত্য

শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন এবং অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারাই যে ব্রহ্ম পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন, তাহাও বলিয়াছেন। "তস্মাদেকস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদিবদবিচিত্রপরিণাম উপপদ্যতে।"

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ-সূত্রে ব্রহ্মের পরিণামিত্ব বেদান্তই স্বীকার করিলেন। আবার ব্রহ্ম যে কূটস্থ-নির্ব্বিকার, ইহাও শ্রুতিরই কথা। "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনমিত্যাদি শ্বেতাশ্বতরশ্রুতৌ।" "অলৌকিকমচিন্ত্যং জ্ঞানাত্মকমপি মূর্ত্তং জ্ঞানবচ্চৈকমেব বহুধাবভাতঞ্চ নিরংশমপি সাংশঞ্চ মিতমপ্যমিতঞ্চ সর্ব্বকর্তৃনির্ব্বিকারঞ্চ ব্রহ্মেতি শ্রবণাদেব। তথাহি বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপমিতি মুণ্ডকে অলৌকিকত্বাদি শ্রুতম্। তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে। একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতীতি শ্রীগোপালোপনিষদি জ্ঞানাত্মকত্বাদি। অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিব ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষদি নিরংশত্বেঽপি সাংশত্বম্। আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বত্র ইতি কাঠকে মিতত্বেঽপ্যমিতত্বঞ্চ। দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনমিতি শ্বেতাশ্বতরশ্রুতৌ। সর্ব্বকৃতত্বেঽপি নির্ব্বিকারত্বেত্যেতৎ সর্ব্বং শ্রুত্যানুসারেণৈব চ স্বীকার্য্যং নতু কেবলয়া যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়মিতি।—২।১।২৭ বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্য।"—এস্থলে উদ্ধৃত বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য এইরূপ—"ব্রহ্ম অলৌকিক, অচিন্ত্য, জ্ঞানস্বরূপ; মূর্ত্ত ও জ্ঞানবান্; একেই বহু; অংশশূন্য এবং অংশবিশিষ্ট; অমিত এবং মিত; সর্ব্বকর্ত্তা এবং নির্ব্বিকার; বৃহৎ, দিব্য, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; আসীন হইলেও বহু স্থানে গমন করেন; শয়ান থাকিয়াও সর্ব্বত্র গতিবিশিষ্ট; অদ্বিতীয়-স্বরূপ, স্বর্গ ও পৃথিবীর জন্মদাতা; বিশ্বকর্ম্মা ও মহাত্মা।" শ্রুতির এইরূপ উক্তি হইতে জানা যায়—ব্রহ্ম পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের আশ্রয়। আমাদের বিচারবুদ্ধিদ্বারা তাঁহার বিরুদ্ধধর্ম্মত্বের কোনও মীমাংসা সম্ভব হয় না। একই বস্তু কিরূপে অংশহীন হইয়াও অংশবিশিষ্ট হইতে পারে, একেই বহু হইতে পারে, শয়ান থাকিয়াও সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারে, পরিণামী হইয়াও নির্ব্বিকার থাকিতে পারে,—কোনও লৌকিক যুক্তিদ্বারা তাহা নির্ণয় করা যায় না; কিন্তু না গেলেও, এসমস্তকে মিথ্যা বলা যায় না; যেহেতু এসমস্ত শ্রুতির উক্তি, অপৌরুষের। তাই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ। বেদান্তসূত্র। ২।১।২৭॥ ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব। "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি। ২।১।২৮॥"—এই বেদান্ত-সূত্রে ব্যাসদেব স্পষ্টভাবেই ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তির কথা বলিয়াছেন।

ব্রহ্মের জগৎ-রূপে পরিণতি-সম্বন্ধে গোবিন্দভাষ্যের উক্তির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে—পরাশক্তিমান্‌রূপে ব্রহ্ম সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ এবং জীবশক্তি ও মায়াশক্তিদ্বারা তিনি উপাদান এবং উপাদানরূপেই তিনি পরিণামী। এসম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামিচরণ তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে বলিয়াছেন—"তত্র চাপরিণতস্যৈব সতোঽচিন্ত্যয়া তয়া শক্ত্যা পরিণাম ইত্যসৌ সন্মাত্রতাবভাসমান স্বরূপব্যূহরূপদ্রব্যাখ্যশক্তিরূপেণৈব পরিণমতে নতু স্বরূপেণেতি গম্যতে। যথৈব চিন্তামণিঃ॥ ৭৩॥—ব্যূহরূপ দ্রব্যাখ্যশক্তিরূপেই তিনি পরিণামপ্রাপ্ত হন, স্বরূপে নহে।" শ্রীমদ্ভাগবতের—"প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ। সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তত্ত্রিতয়ং ত্বহম্॥ ১১।২৪।১৯॥"—এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীব বিষয়টী আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন—"অতএব ক্বচিদস্য ব্রহ্মোপাদানত্বং ক্বচিৎ প্রধানোপাদানত্বঞ্চ শ্রূয়তে। তত্র সা মায়াখ্যা পরিণামশক্তিশ্চ দ্বিবিধা বর্ণ্যতে। নিমিত্তাংশো মায়া উপাদানাংশঃ প্রধানমিতি। তত্র কেবলা শক্তির্নিমিত্তম্। তদ্ব্যূহময়ীতূপাদানমিতি বিবেকঃ।"—শ্রীজীবের এই ব্যাখ্যা হইতে জানা যায়, মায়ার উপাদানাংশ প্রধানকেই তিনি স্বরূপব্যূহরূপ দ্রব্যাখ্যশক্তি বলিয়াছেন এবং এই উপাদানাংশ প্রধানরূপেই ঈশ্বর পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"অস্য সতঃ কার্য্যস্যোপাদানং যা প্রকৃতিঃ প্রসিদ্ধা যশ্চাস্য আধারঃ কৈশ্চিন্মতে অধিষ্ঠানকারণং পুরুষঃ যশ্চ গুণক্ষোভেনাভিব্যঞ্জকঃ কালো নিমিত্তং তত্ত্রিতয়ং ব্রহ্মরূপোঽহমেব প্রকৃতেঃ শক্তিত্বাৎ

পুরুষস্য মদংশত্বাৎ কালস্য মচ্চেষ্টারূপত্বাৎ তত্ত্রিতয়মহমেব। এবঞ্চ প্রকৃতের্জগদুপাদানত্বাদেব মম জগদুপাদানত্বম্। কিঞ্চ। তস্যা বিকারিত্বেঽপি ন মে বিকারিত্বং তস্যা মচ্ছক্তিত্বেঽপি মৎস্বরূপশক্তিত্বাভাবাৎ কিন্তু বহিরঙ্গশক্তিত্বমেব মৎস্বরূপস্য মায়াতীতত্বেন সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধেঃ।—কেহ প্রসিদ্ধা প্রকৃতিকেই জগতের উপাদান বলেন, পুরুষকে অধিষ্ঠান-কারণ বলেন, এবং যে কাল গুণক্ষোভদ্বারা অভিব্যঞ্জক হয়, তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলেন। (শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন)—প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল এই তিনই ব্রহ্মরূপ আমি; কেননা, প্রকৃতি আমার শক্তি, পুরুষ আমার অংশ এবং কাল আমার চেষ্টা; সুতরাং এই তিনই—বস্তুতঃ আমি। এইরূপে প্রকৃতি জগতের উপাদান বলিয়াই আমি জগতের উপাদান। কিন্তু প্রকৃতি বিকারপ্রাপ্ত হইলেও আমি বিকারপ্রাপ্ত হইনা; যেহেতু, প্রকৃতি আমার শক্তি হইলেও আমার স্বরূপশক্তি নহে—আমার বহিরঙ্গা শক্তি মাত্র; আমি মায়াতীত বলিয়া, আমার বহিরঙ্গা-শক্তির বিকারে আমি বিকার-প্রাপ্ত হইনা।" শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে একথাই বলিয়াছেন—স্বরূপে তিনি পরিণাম-প্রাপ্ত হয়েন না (অর্থাৎ স্বরূপশক্তিযুক্ত কৃষ্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয়েন না), উপাদানরূপ বহিরঙ্গা-শক্তিরূপেই তিনি পরিণতি-প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার শক্তিতে প্রকৃতিই জগদ্রূপে পরিণত হয়, তিনি স্বরূপে অবিকৃতই থাকেন। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, বেদান্তের গোবিন্দ-ভাষ্যও একথাই বলিয়াছেন—"নিমিত্তং কূটস্থম্ উপাদানম্ তু পরিণামীতি।"

ব্যাসভ্রান্ত—আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ॥ ১।৪।২৬॥ এই সূত্রে বেদান্তসূত্রকারই যে পরিণামবাদ স্বীকার করিয়াছেন এবং এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও যে পরিণামবাদমূলক অর্থ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী—"তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ ।২।১।১৪॥"-সূত্রের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—"ননু মৃদাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নাৎ পরিণামবৎ ব্রহ্ম শাস্ত্রস্যাভিমতমিতি গম্যতে। পরিণামিনো হি মৃদাদয়োঽর্থা লোকে সমাধিগতা ইতি।—প্রশ্ন হইতে পারে, মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্তে পরিণামী ব্রহ্মই (অর্থাৎ পরিণাম-বাদই) শাস্ত্রের অভিপ্রেত; যেহেতু, লোকে দেখা যায়—মৃত্তিকাদি সমস্ত পদার্থই পরিণামী।" এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"ন ইত্যুচ্যতে। স বা এষ মহান্ অজঃ, আত্মা অজরঃ অমরঃ অমৃতঃ অভয়ঃ ব্রহ্ম স এষ নেতি নেতি আত্মা অস্থূলম্ অনণু ইত্যাদ্যাভ্যঃ সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধ-শ্রুতিভ্যো ব্রহ্মণঃ কূটস্থত্বাবগমাৎ। ন হি একস্য ব্রহ্মণঃ পরিণামধর্ম্মত্বং তদ্রহিতত্বঞ্চ শক্যং প্রতিপত্তুম্ স্থিতিগতিবৎ স্যাদিতি চেৎ, ন, কূটস্থস্য ইতি বিশেষণাৎ। নহি কূটস্থস্য ব্রহ্মণঃ স্থিতিগতিবৎ অনেকধর্ম্মাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি।—না, (ব্রহ্ম পরিণামী, সুতরাং পরিণামবাদই শাস্ত্রসম্মত) একথা ঠিক নহে। যেহেতু, সেই আত্মা মহান্, অজ, অজর, অমর, অমৃত, অভয়, ব্রহ্ম; তিনি ইহাও নহেন, উহাও নহেন; স্থূল নহেন, সূক্ষ্মও নহেন—ইত্যাদি সর্ব্ববিধবিক্রিয়া-প্রতিষেধক শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মের কূটস্থত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। একই ব্রহ্মের পরিণামিত্ব এবং অপরিণামিত্ব—এতদুভয়ই প্রতিপাদিত হইতে পারে না। যদি বলা যায়—একই কূটস্থ ব্রহ্মেরই স্থিতি-গতি-প্রভৃতি অনেক ধর্ম্মের কথা শুনা যায়। উত্তরে বলা যায়—না, হইতে পারে না; "কূটস্থ"—এই বিশেষণই ব্রহ্মের অনেক-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বের বিরোধী। কূটস্থ ব্রহ্মের স্থিতি-গতি-আদি অনেক ধর্ম্ম থাকিতে পারে না।" পরিণামবাদ যে ঠিক নহে,—শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাহাই এস্থলে বলিলেন। ব্রহ্মসূত্রে পরিণামবাদ স্থাপন করিয়াছেন ব্যাসদেব। সেই পরিণামবাদ ঠিক নহে, শাস্ত্রসম্মত নহে, বলাতে সূত্রকার-ব্যাসদেবকেই প্রকারান্তরে ভ্রান্ত বলা হইল। ইহাই "ব্যাস-ভ্রান্ত বলি তাহাঁ উঠাইল বিবাদ।"—বাক্যের তাৎপর্য্য। **তাহাঁ**—তাহাতে; পরিণামবাদ-বিষয়ে। **বিবাদ**—আপত্তি।

পরিণাম-বাদ ঠিক নহে, একথা বলিতে যাইয়া উপরে-উদ্ধৃত ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম হইতেছে এই—পরিণাম-বাদ স্বীকার করিতে গেলে ব্রহ্মকে বিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু শ্রুতি বলেন—ব্রহ্ম কূটস্থ; যিনি কূটস্থ, তিনি কখনও বিকারী হইতে পারেন না; তিনি নিত্য অবিকারী। স্থিতিশীল ব্রহ্মেরও যে গতি আছে, তিনি যে মিত এবং অমিত উভয়ই, তিনি যে নানাবিধ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়—ইত্যাদি-বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ থাকাসত্ত্বেও শ্রীপাদ শঙ্কর বলিলেন—"কূটস্থ-ব্রহ্ম অনেক-ধর্ম্মাশ্রয় হইতে পারেন না"। এস্থলে

“পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।”
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন যে করি ॥ ১১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তিনি শ্রুতিবাক্যকেও উপেক্ষা করিলেন—কেবল স্বীয় যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া। তাঁহার যুক্তিও হইল এই যে—কূটস্থ-বিশেষণ হইতেই ব্রহ্মের অনেক-ধর্ম্মাশ্রয়ত্ব নিরসিত হইয়া থাকে। অথচ, ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তিবশতঃ তিনি যে নানাবিধ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের আশ্রয়, তাহা শ্রুতিও যে স্বীকার করেন, পূর্ব্বেই তাহা দেখান হইয়াছে এবং ব্রহ্ম যে স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন, ২।১।২৪-বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যে যে শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেও বলিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

১১৫। পরিণামবাদমূলক অর্থকে শঙ্করাচার্য্য কেন ভ্রান্ত বলিয়াছেন, তাহার হেতু বলিতেছেন। **পরিণাম-বাদ ইত্যাদি**—পরিণাম অর্থ বিকার; দুগ্ধের পরিণাম দধি অর্থাৎ দুগ্ধ বিকার প্রাপ্ত হইয়া (রূপান্তরিত বা নষ্ট হইয়া) দধি হয়; তদ্রূপ জগৎ যদি ব্রহ্মের পরিণাম বা বিকার হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম বিকারী (বিকার প্রাপ্ত বা রূপান্তরিত হওয়ার যোগ্য) হইয়া পড়েন; কিন্তু ব্রহ্ম অবিকারী—নিত্য শাশ্বত অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু; পরিণামবাদ স্বীকার করিলে তাঁহার অবিকারিত্ব (বা অপরিবর্ত্তনীয়তা) থাকেনা; কাজেই পরিণামবাদকে ভ্রান্ত মত বলিতে হইবে। ইহা শঙ্করাচার্য্যের যুক্তি। পূর্ব্বপয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

এত কহি—পরিণামবাদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মকে বিকারী বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, এইরূপ বলিয়া। **বিবর্ত্ত-বাদ**—ভ্রমবাদ। রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়; শুক্তিতে (ঝিনুকে) যেমন রজত (রৌপ্য)-ভ্রম হয়; মরুভূমি মধ্যে মরীচিতে (সূর্য্যকিরণে) যেমন মরীচিকা-ভ্রম হয়; তদ্রূপ ব্রহ্মে জগদ্-ভ্রম হইতেছে; এই যে বিবিধ বৈচিত্রীময় বিশাল জগৎ প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, আমাদের ইহা ভ্রম-মাত্র—ব্রহ্মকেই আমরা জগৎ বলিয়া ভ্রম করিতেছি। প্রত্যক্ষাদি বিষয়ীভূত জগৎ অপ্রত্যক্ষ-চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মে অধ্যাস (ভ্রমাত্মক প্রত্যয়) মাত্র। “অস্মৎপ্রত্যয়গোচরে-ঽবিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চ অধ্যাসঃ। অধ্যাসো মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তং অধ্যাসো নাম অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরিতি অবোচাম।—অধ্যাসো মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ।—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যপ্রারম্ভে শঙ্করাচার্য্য।” রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলেও আমরা ভীত হই; শুক্তিতে রজত-ভ্রমেও আমরা প্রলুব্ধ হই; মরুভূমির মধ্যস্থলে মরীচিতে মরীচিকা-ভ্রমে জলপ্রাপ্তির আশায় আমরা আশ্বস্ত হই; তথাপি কিন্তু এ সমস্ত ভ্রান্তিই—ভ্রান্তিব্যতীত অপর কিছুই নহে; তদ্রূপ এই পরিদৃশ্যমান জগতে আমাদের প্রত্যক্ষ সুখ, দুঃখ ও ভরসার অনেক বস্তু আছে বলিয়া আমরা মনে করিলেও আমাদের এই প্রতীতি ভ্রান্তিমাত্র, ভ্রান্তিব্যতীত অপর কিছুই নহে। যে বস্তুতে ভ্রম জন্মে, সেই বস্তুর জ্ঞান জন্মিলে এই ভ্রম দূরীভূত হয়; রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া চিনিতে পারিলে সর্প-ভ্রম থাকেনা; শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া চিনিতে পারিলে রজত-ভ্রম থাকেনা। তদ্রূপ, ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিয়া চিনিতে পারিলে আর জগদ্-ভ্রম থাকেনা—তখন বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোথাও কিছুই নাই। এইরূপ যে মত, তাহাকে বলা হয় বিবর্ত্তবাদ। বিবর্ত্ত অর্থ ভ্রম।

এত কহি বিবর্ত্তবাদ ইত্যাদি—শঙ্করাচার্য্য বলেন—“পরিণামবাদে নির্ব্বিকার ব্রহ্মকে বিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং পরিণামবাদ গ্রহণীয় হইতে পারে না। বিবর্ত্তবাদে ব্রহ্মকে বিকারী বলিয়া প্রমাণ করিতে হয় না; সুতরাং বিবর্ত্তবাদই গ্রহণীয়। অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি নহে—ব্রহ্মে ভ্রমমাত্র।” শঙ্করাচার্য্য এই মত স্থাপন করিলেন।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের বিবর্ত্তবাদ তাঁহার শুক্তি-রজত এবং রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তদ্বয়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, কোনও শ্রুতিবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; অন্ততঃ তদনুরূপ কোনও শ্রুতিবাক্য তিনি উদ্ধৃত করেন নাই। উক্ত দৃষ্টান্তদ্বয় একইরূপ—তাহাদের একটীর যে সার্থকতা, অপরটীরও ঠিক তদ্রূপই সার্থকতা। শুক্তি (ঝিনুক) দেখিলে যে রজতের (রৌপ্যের) জ্ঞান জন্মে, তাহা যেমন অলীক, কাল্পনিক, বাস্তব-সত্তাহীন; রজ্জু দেখিলে যে সর্পের জ্ঞান জন্মে, তাহাও তেমনি অলীক, কাল্পনিক, বাস্তব-সত্তাহীন। পূর্ব্বে রৌপ্য দেখিয়া রৌপ্যের চাকচিক্য সম্বন্ধে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাঁহার একটা ধারণা বা সংস্কার জন্মিয়াছে, তিনি যদি ঝিনুক দেখেন, ঝিনুকের চাকচিক্যে তাঁহারই মনে রৌপ্যের ভ্রান্তজ্ঞান জন্মিতে পারে। তদ্রূপ পূর্ব্বেই যিনি সর্প দেখিয়াছেন, রজ্জু দেখিলে তাঁহারই মনে আকৃতির সাদৃশ্যবশতঃ সর্পের ভ্রান্ত জ্ঞান জন্মিতে পারে। রজ্জু দর্শনে যাঁহার সর্পের জ্ঞান জন্মে, তাঁহার জ্ঞানটী যে ভ্রান্তিমাত্র, শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করা যায়; আবার শুক্তি-দর্শনে যাঁহার রজতের জ্ঞান জন্মে, তাঁহার জ্ঞানটীও যে ভ্রান্তিমাত্র, তাহাও রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্ত-দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায়; যেহেতু, উভয়স্থলেই দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু দৃষ্টান্তদ্বয়ের কোনওটী দ্বারাই ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধটী প্রতিপন্ন করা যায় না; কারণ, দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের কোনও বিষয়েই সাদৃশ্য নাই। তাহাই দেখান হইতেছে।

জগতের সহিত ব্রহ্মের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান। ব্রহ্ম হইলেন জগতের কারণ—নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদন-কারণ; জগৎ হইল ব্রহ্মের কার্য্য। ইহা শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধ। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ব্রহ্ম তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব"-ইত্যাদি তৈত্তিরীয়-বাক্যে, "এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্"-ইত্যাদি মাণ্ডুক্যোপনিষদ্-বাক্যে এবং এইরূপ বহু বহু শ্রুতিবাক্যে তাহারই স্পষ্ট উল্লেখ বিদ্যমান। কিন্তু শ্রীপাদশঙ্করের অবতারিত শুক্তিরজতের বা রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তে এজাতীয় কোনও সম্বন্ধই নাই। ঝিনুক হইতে রৌপ্যের জন্ম হয় না, রজ্জু হইতেও সর্পের উদ্ভব হয় না। ঝিনুকের সহিত রৌপ্যের, বা রজ্জুর সহিত সর্পের কোনও সম্বন্ধই নাই। কিন্তু ব্রহ্ম ও জগৎ তদ্রূপ নহে; ব্রহ্ম হইতে জগতের উদ্ভব, ব্রহ্মেই জগতের স্থিতি। ব্রহ্ম জগতে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত—বস্ত্রে সূত্রের ন্যায়। কারণব্যতীত কার্য্যের উপলব্ধি হয় না। সূত্র ব্যতীত বস্ত্র হইতে পারে না; তদ্রূপ ব্রহ্ম ব্যতীত জগতেরও উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণের ধর্ম্মবিশেষই কার্য্য; কার্য্য হইতে কারণ, কারণ হইতে কার্য্য পৃথক্ নহে। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে "ঐতদাত্ম্যমিদম্ সর্ব্বম্"—এই ৬।৮।৭-ছান্দোগ্যবাক্য এবং "মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্"—এই ৪।৪।১৯ বৃহদারণ্যক-বাক্যের সমালোচনা পূর্ব্বক ঐরূপ সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন—"তদেবং কারণস্যৈব ধর্ম্মবিশেষঃ কার্য্যত্বং ন তু পৃথক্ তদস্তি॥ ১৪৬ পৃঃ॥" আবার "ভাবে চোপলব্ধেঃ" এবং "সত্ত্বাচ্চাবরস্য" এই ২।১।১৫-১৬ ব্রহ্মসূত্রদ্বয়েও সেই কথাই বলা হইয়াছে। এই বেদান্তসূত্রদ্বয়ের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও কার্য্য-কারণের অপৃথকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। "ইতশ্চ কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্য, যৎ কারণং ভাব এব কারণস্য কার্য্যমুপলভ্যতে। ২।১।১৫ সূত্র ভাষ্যারম্ভে॥ ইতশ্চ কারণাৎ কার্য্যস্য অনন্যত্বং যৎকারণং প্রাগুৎপত্তেঃ কারণাত্মনৈব কারণে সত্ত্বমবরকালীনস্য কার্য্যস্য শ্রূয়তে—সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, ইত্যাদাবিদংশব্দগৃহীতস্য কার্য্যস্য কারণেন সামানাধিকরণ্যাৎ॥ ২।১।১৬ সূত্র ভাষ্যে॥—বক্ষ্যমাণ শ্রুতিবাক্য হইতেও কার্য্যকারণের অনন্যত্ব বুঝায়। সৃষ্টির পূর্ব্বে কার্য্যরূপ জগৎ যে কারণরূপে কারণে অবস্থিত ছিল, শ্রুতি হইতে তাহা জানা যায়। যথা শ্রুতি বলেন—হে সৌম্য, এ সকল অগ্রেই বিদ্যমান ছিল; সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সমস্ত একমাত্র আত্মাই (ব্রহ্মই) ছিল। ইহা হইতেই বুঝা যায়—জগৎরূপ কার্য্য, কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে।" বস্তুতঃ কারণেরই ব্যক্তরূপ হইল কার্য্য। এইরূপই যখন ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ; তখন শুক্তির সহিত রজতের, কিম্বা রজ্জুর সহিত সর্পের সম্বন্ধও যদি ঠিক তদ্রূপই হয়, তাহা হইলেই শুক্তি-রজতের বা রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তের সহিত দার্ষ্টান্তিক জগদ্-ব্রহ্মের সাদৃশ্য থাকিতে পারে এবং তাহা হইলেই দৃষ্টান্ত সার্থক হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে সেই সার্থকতা নাই। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ঝিনুক হইতে রৌপ্যের, বা রজ্জু হইতে সর্পের জন্ম হয় না। জগৎ ও ব্রহ্ম যেমন কার্য্য-কারণরূপে এক বা অপৃথক্, ঝিনুক ও রৌপ্য তদ্রূপ নহে। ব্রহ্মকে বাদ দিয়া জগতের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না; কিন্তু ঝিনুককে বাদ দিয়াও রৌপ্য উপলব্ধির বিষয় হয়। বণিকের দোকানে ঝিনুক না থাকিলেও রৌপ্য দেখা যাইতে পারে। বিবর্ত্তবাদীদের শুক্তি-রজতের উদাহরণের যৌক্তিকতা স্বীকার করিতে হইলে মৃত্তিকাব্যতীতও ঘটাদির উপলব্ধি স্বীকার করিতে হয়। "ভাবে চোপলব্ধেঃ"-এই ২।১।১৫ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর-ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া দেখান

হইয়াছে যে, কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব শ্রীপাদ শঙ্করেরও স্বীকৃত—সূত্ররূপ কারণের সত্তাতেই বস্ত্ররূপ কার্য্যের উপলব্ধি, মৃত্তিকারূপ কারণের সত্তাতেই ঘটরূপ কার্য্যের উপলব্ধি—ইহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করেন। তাহা হইলে তিনি যখন শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ বুঝাইতে চাহিতেছেন, তখন ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয় যে—শুক্তিরূপ কারণের সত্তাতেই রজতরূপ কার্য্যের উপলব্ধি। কিন্তু শুক্তির সত্তাব্যতীতও রজতের সত্তার উপলব্ধি প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। তাই শ্রীপাদজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অস্য সূত্রস্য (২।১।১৫ ব্রহ্মসূত্রস্য) কারণভাব এব কার্য্যভাবোপলব্ধিরিতি বিবর্ত্তবাদিনাং ব্যাখানে তু মৃত্তিকাভাব এব ঘটোপলব্ধিবৎ শুক্তিভাব এব রজতোপলব্ধেরাবশ্যকত্বং চিন্ত্যম্। বণিগ্‌বীথ্যাদৌ তদভাবেঽপি রজতদর্শনাৎ। সর্ব্বসম্বাদিনী। ১৪৬ পৃঃ॥" সুতরাং জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝাইবার জন্যই যদি শুক্তি-রজত বা রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে বলা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই দৃষ্টান্তের কোনওরূপ সার্থকতাই নাই।

আবার যদি কেহ বলেন—ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহা বুঝাইবার জন্য শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হয় নাই। শুক্তি দেখিলে যে রজতের জ্ঞান জন্মে, সেই রজতের যেমন কোনও বাস্তব সত্তাই নাই, উহা যেমন নিছক একটা ভ্রান্তিমাত্র; তদ্রূপ, যাহাকে তোমরা এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ মনে করিতেছ, তাহাও একটা নিছক্ ভ্রান্তিমাত্র, এই তথাকথিত পরিদৃশ্যমান্ জগতেরও কোনও বাস্তব-সত্তাই নাই—ইহা বুঝাইবার জন্যই শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে। এই কথার উত্তরে বলা যায় যে, যদি পরিদৃশ্যমান্ জগতের বাস্তব-সত্তাহীনতা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই উক্ত দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিবর্ত্তবাদীর এই প্রয়াস একেবারেই বৃথা; যেহেতু, ইহা শ্রুতিবিরোধী। তাহাই দেখান হইতেছে।

"জন্মাদ্যস্য যতঃ"—ইত্যাদি বেদান্ত-সূত্রে, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের কথা বলা হইয়াছে। যাহার কোনও বাস্তব-সত্তাই নাই, তাহার জন্মাদির কথাই উঠে না। আকাশ-কুসুমের জন্মাদির কথা কেহ বলে না। ব্রহ্ম যে জগতের কারণ, এসম্বন্ধে শ্রুতিতে দ্বিমত নাই; বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও ব্রহ্মেরই জগৎ-কারণত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কার্য্যেরই যদি কোনও রূপ সত্তা না থাকে, কার্য্যটা যদি আকাশ-কুসুমবৎ অলীকই হয়, তাহার কারণত্বের কথা শ্রুতি পুনঃ পুনঃ বলিবেন কেন? এবং তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য ভাষ্যকারই বা এত শ্রম স্বীকার করিলেন কেন?

প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন—"এতদ্ বৈ সত্যকাম পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম যদ্ ওঙ্কারঃ॥৫.২॥" তৈত্তিরীয় বলিয়াছেন—"ওম্ ইতি ব্রহ্ম। ওম্ ইতি ইদং সর্ব্বম্॥১।৮॥" মাণ্ডুক্য বলেন—"ওম্ ইত্যেতদ্ অক্ষরম্ ইদম্ সর্ব্বং তস্য উপব্যাখ্যানম্। ভূতম্ ভবদ্ ভবিষ্যদ্ ইতি সর্ব্বম্ ওঙ্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এব। সর্ব্বং হি এতদ্ ব্রহ্ম অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম। এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ সর্ব্বজ্ঞ এষ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥" এইরূপ অনেক শ্রুতিবাক্য আছে। এই সকল শ্রুতিবাক্যে "এতদ্—এই" এবং "ইদম্—ইহা" এইরূপ শব্দ দ্বারা যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বকই পরিদৃশ্যমান্ জগৎকে দেখাইয়া বলিতেছেন—"এই যে তোমার সর্ব্বদিকে যাহা দেখিতেছ, ব্রহ্মই তৎসমস্ত। যাহা দেখিতেছ, তাহা কালের অধীন; এতদ্ব্যতীত যাহা কালের অতীত, তাহাও ব্রহ্মই, ওঙ্কারই। এই ব্রহ্মই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী, যোনি, ভূতসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশের হেতু।" পরিদৃশ্যমান্ জগৎ কালের অধীন বলিয়াই তাহার উৎপত্তি ও বিনাশের কথা বলা হইয়াছে। সর্ব্বদিকে যাহা দেখা যাইতেছে, তাহার যে কোনও সত্তা নাই—একথা শ্রুতি বলেন নাই; সত্তা না থাকিলে ব্রহ্মকে তাহার অন্তর্য্যামী, তাহার যোনি (কারণ) বলা হইত না। যাহার সত্তাই নাই, তাহার কারণের কথাও উঠে না, অন্তর্য্যামীর কথাও উঠে না। পরিদৃশ্যমান্ জগতের সত্তা আছে; তবে সে সত্তা নিত্য নয়, তাহার বিনাশ আছে, যেহেতু তাহা কালের অধীন—একথাই শ্রুতি বলিয়াছেন। যাহার সত্তা নাই, তাহার কালাধীনত্বও হইতে পারে না। পরিদৃশ্যমান্-জগৎ যে ব্রহ্মেরই একটী রূপ, এবং তাহা যে অনিত্য

উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য হইতে তাহা সূচিত হয়। বৃহদারণ্যকে এসম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখও আছে। "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবা মূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ ।৩।২।১॥—ব্রহ্মের দুইটী রূপ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। যাহা মূর্ত্ত, তাহা মর্ত্ত্য (বিনাশী); যাহা অমূর্ত্ত, তাহা অমৃত (নিত্য); মূর্ত্তরূপ স্থিত (পরিচ্ছিন্ন) এবং সৎ (উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট —ব্যক্তরূপবিশিষ্ট) এবং অমূর্ত্তরূপ ব্যাপক (অপরিচ্ছিন্ন) এবং ত্যৎ (অনুদ্ভূতরূপবিশিষ্ট, অব্যক্তরূপবিশিষ্ট)।" এই উক্তি হইতে স্পষ্টভাবেই জানা গেল—পরিদৃশ্যমান্ জগৎ ব্রহ্মেরই মূর্ত্তরূপ, তাহা পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ, এবং বিনাশশীল। পরিচ্ছিন্ন এবং বিনাশশীল শব্দ-দুইটী হইতেই জানা যাইতেছে—তাহার অস্তিত্ব আছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মরূপ কারণের সত্যত্বেই কার্য্যরূপ জগতের সত্যত্ব; ব্রহ্মেই জগৎ অধিষ্ঠিত। কার্য্য কারণে অধিষ্ঠিত বলিয়াই কারণের জ্ঞান না থাকিলেও অনেকসময় কার্য্য হইতেই কারণের জ্ঞান জন্মিতে পারে। একখানা কাপড় ভালরূপে দেখিলেই তাহার কারণরূপ সূতা তাহাতে দৃষ্ট হয়। যেহেতু, কারণ ও কার্য্য অনন্য। তাই, কারণ সত্য বলিয়া কার্য্যও সত্য। "তস্মাৎ কার্য্যস্যাপি সত্যত্বং ন তু মিথ্যাত্বম্। সর্ব্বসম্বাদিনী। ১৪৭ পৃঃ॥" জগতের কারণ ব্রহ্ম হইলেন সত্য বস্তু, আকাশ-কুসুমবৎ অলীক বস্তু নহে; তাহার কার্য্য এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎও সত্য—তবে নিত্য নহে। ইহাই সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য। সুতরাং শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্ত এস্থলেও খাটে না। শুক্তি দেখিলে যে রজতের জ্ঞান জন্মে, তাহা ভ্রান্তি মাত্র; যেহেতু, তাহার কোনও সত্ত্বাই নাই; কিন্তু পরিদৃশ্যমান্ জগতের অস্তিত্ব বা সত্ত্বা আছে, যদিও সেই সত্ত্বা অনিত্য।

বিবর্ত্তবাদীদের শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে আরও একটী দোষ জন্মে। শুক্তি কখনও রজতের কারণ নহে; ব্রহ্ম ও জগতে এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিতে গেলে—ব্রহ্ম ও জগতের কারণনহেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। ইহাও সর্ব্বশ্রুতিবিরোধী।

যদি কেহ আবার বলেন—পরিদৃশ্যমান্ জগতের সত্ত্বা অনিত্য, ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে। উত্তরে বলা যায়—তাহা নয়। কারণ, যে রজতের সঙ্গে জগতের উপমা দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিত্য তো নয়ই, অনিত্যও নয়; যে হেতু তাহার কোনও সত্ত্বাই নাই, তাহা ভ্রান্তজ্ঞান মাত্র। আর যদি অনিত্যত্ব প্রদর্শনই অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে বিবর্ত্ত-শব্দই ব্যবহৃত হইত না। বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থ ভ্রান্তি। ব্রহ্মে জগতের ভ্রান্তি ইহাই বিবর্ত্তবাদীর প্রতিপাদ্য। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যোপক্রমে নানাবিধ যুক্তির সাহায্যে (শ্রুতিবাক্যের সাহায্যে নহে) শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঝিনুক দেখিয়া যে রজতের জ্ঞান হয়, ইহা ভ্রান্তিমাত্র। এই ভ্রান্তি দূর হইলেই জানা যায়—রজত ওখানে নাই, আছে ঝিনুক। তদ্রূপ; এইযে জগৎ দেখিতেছ—ইহাও ভ্রান্তিমাত্র; এই ভ্রান্তি দূর হইলে দেখিবে—এখানে জগৎ বলিয়া কিছু নাই, আছে ব্রহ্ম। ইহাই বিবর্ত্তবাদীর প্রতিপাদ্য। প্রশ্ন হইতে পারে—ঝিনুক দেখিলে যে রজতের ভ্রম জন্মে, এই ভ্রমের একটা বাস্তব ভিত্তি আছে। যে পূর্ব্বে বাস্তবিক রৌপ্য দেখিয়াছে, তাহারই ঐরূপ ভ্রম জন্মিতে পারে, অন্যের জন্মিতে পারে না। রজতের চাক্‌চিক্যের সংস্কারই এই ভ্রমের ভিত্তি। চাক্‌চিক্যে শুক্তি ও রজতের সাদৃশ্য আছে; এই সাদৃশ্য হইতেই ভ্রান্তি। কিন্তু ব্রহ্মেতে জগতের ভ্রান্তি, তাহা কোন্ সত্যবস্তু দর্শনজাত সংস্কার হইতে উৎপন্ন? যদি বল, বাস্তব জগতের দর্শনজনিত সংস্কার হইতেই ইহার উৎপত্তি, তাহা হইলে তো জগতের বাস্তবতাই স্বীকৃত হইয়া পড়ে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের আশঙ্কা করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর উত্তর দিয়াছেন—এই সংস্কার কোনও বাস্তবজগতের দর্শন হইতে জন্মে নাই; এই ভ্রান্তসংস্কার অনাদিসিদ্ধ। ইহা বাস্তবিক কোনও উত্তর নহে; ইহা হইতেছে—অনাদিত্বের আশ্রয়ে উত্তর দেওয়ার দায় হইতে রক্ষা পাওয়ার বৃথা প্রয়াস মাত্র। যে বস্তুর কোনও সত্ত্বাই নাই, তাহা কোনও সংস্কারই জন্মাইতে পারে না। দৃষ্টশ্রুত বস্তু হইতেই সংস্কার জন্মে। যাহা সত্য নয়, তাহা দৃষ্ট হইতে পারে না, শ্রুত হইতে পারেনা; সুতরাং তাহা কোনও সংস্কারও জন্মাইতে পারে না। কোনও কোনও সময়ে অলীক বস্তুর কল্পনা আমরা করিয়া থাকি; তাহাও সত্যবস্তু হইতে জাত সংস্কারের উপরই প্রতিষ্ঠিত; যেমন, সত্য কুসুমের সংস্কার হইতে অলীক আকাশ-কুসুমের কল্পনা। যদি জগতে কুসুম বলিয়া কোনও বস্তু না থাকিত, আকাশ-কুসুমের কল্পনাও সম্ভব হইত না।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আর একটী কথা। বিবর্ত্তবাদী বলেন—শুক্তিতে যেমন রজতের ভ্রান্তি, রজ্জুতে যেমন সর্পের ভ্রান্তি, তদ্রূপ ব্রহ্মে জগতের ভ্রান্তি। কিন্তু দুইটী বস্তুর মধ্যে কোনও না কোন এক বিষয়ে সাদৃশ্য না থাকিলে একটীকে অপরটী বলিয়া ভ্রম জন্মেনা। শুক্তি ও রজতের মধ্যে চাক্‌চিক্যের সাদৃশ্য আছে; রজ্জু ও সর্পে আকারের সাদৃশ্য আছে। তাই শুক্তি দেখিলে রজতের ভ্রম এবং রজ্জু দেখিলে সর্পের ভ্রম জন্মিতে পারে; কিন্তু কস্মিন্‌কালেও শুক্তিতে সর্পের ভ্রম, কিম্বা রজ্জুতে রজতের ভ্রম জন্মিবেনা—কারণ, সাদৃশ্যের অভাব। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে, বিবর্ত্তবাদীর দৃষ্টান্তকে সার্থক বলিয়া মনে করিতে হইলে ইহাও মনে করিতে হয় যে, ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে কোনও না কোনও বিষয়ে সদৃশ্য আছে, নতুবা ব্রহ্মে জগতের ভ্রান্তি জন্মিতে পারেনা। কিন্তু সাদৃশ্য কোন্ বিষয়ে? আমরা তো জগতের একটা রূপ দেখিতে পাই—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক অনন্ত বৈচিত্র্যময় একটা রূপ। এই রূপের সঙ্গেই কি ব্রহ্মের সাদৃশ্য? ব্রহ্মও কি এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের ন্যায় অনন্ত-বৈচিত্রীময় রূপবিশিষ্ট একটা বস্তু? কিন্তু বিবর্ত্তবাদী যে বলেন—ব্রহ্ম হইতেছেন নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক। নিরাকার নির্ব্বিশেষ নিঃশক্তিক ব্রহ্মে সাকার সবিশেষ এবং বৈচিত্রীময়ী শক্তির পরিচয়-জ্ঞাপক জগতের ভ্রান্তি একেবারেই অসম্ভব।

আরও একটী কথা। শুক্তিতে যে রজতের ভ্রম, রজ্জুতে যে সর্পের ভ্রম, সেই ভ্রমের হেতু হইতেছে অজ্ঞান। এই অজ্ঞানের আশ্রয় শুক্তিও নয়, রজ্জুও নয়। শুক্তি দেখিয়া যাহার রজতের ভ্রম হয়, রজ্জু দেখিয়া যাহার সর্পের ভ্রম হয়, সেই ব্যক্তিই এই অজ্ঞানের আশ্রয়—অর্থাৎ এই অজ্ঞান তাহারই, শুক্তির বা রজ্জুর নহে। ব্রহ্মে যে জগতের ভ্রম জন্মে, তাহাও অজ্ঞানবশতঃ—ইহাই বিবর্ত্তবাদী বলেন। ভ্রম জন্মে জীবেরই, জীবই অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মকে জগৎ বলিয়া ভ্রম করে। তাহা হইলে এই অজ্ঞানের আশ্রয় হইল জীব। কিন্তু বিবর্ত্তবাদীর মতে শুদ্ধ জীব ব্রহ্মই—শুদ্ধবুদ্ধ মুক্তস্বভাব জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই। এই ব্রহ্ম যখন অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়, তখনই তাহার জীবসংজ্ঞা। এবং যতদিন পর্য্যন্ত এই অজ্ঞানের আবরণ থাকিবে, ততদিনই তাহার জীবত্ব এবং ততদিনই ব্রহ্মে তাহার জগদ্‌ভ্রম থাকিবে। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে এইযে—জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম কিরূপে অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইতে পারেন? সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম কিরূপে অজ্ঞানের ব্যাপ্য হইতে পারেন? সর্ব্বব্যাপক স্বপ্রকাশ আলোক কি কখনও অন্ধকারদ্বারা আবৃত হইতে পারে? জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের অজ্ঞানদ্বারা আবৃত হওয়া অসম্ভব বলিয়া তাহার পক্ষে ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রান্তিও অসম্ভব। অজ্ঞানাবৃত ব্রহ্মই জীব—একথা স্বীকার করিতে গেলে মুক্তির সম্ভাব্যতাও থাকে না; যেহেতু, একবার যখন শুদ্ধবুদ্ধ মুক্তস্বভাব ব্রহ্মকে অজ্ঞান কবলিত করিতে পারিয়াছে এবং তখন যখন ব্রহ্ম অজ্ঞানকে দূরে রাখিতে পারেন নাই, তখন মুক্ত জীব ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইলে আবার যে সেই অজ্ঞান তাহাকে কবলিত করিবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?

বিবর্ত্তবাদীদের প্রস্তাবিত ভ্রমের একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে। আমরা ব্যবহারিক জগতে অনেক ভুল করিয়া থাকি; কিন্তু সেই ভুলের কোনও ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। রজ্জু দেখিলে সকলেরই সর্পভ্রম জন্মে না, কাহারও কাহারও লতাদির ভ্রমও জন্মে, কেহ কেহবা রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই চিনে। শুক্তি দেখিলেও সকলেরই ভ্রম হয় না। যাদের হয়, তারাও সকলে শুক্তিকে রজত মনে করেনা, কেহ কেহ ক্ষুদ্র লবণকণিকার স্তূপ বা তজ্জাতীয় অন্য বস্তু বলিয়াও মনে করিয়া থাকে। কিন্তু বিবর্ত্তবাদীদের প্রস্তাবিত ভ্রম এক অতি কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার অনুসরণ করিয়া থাকে। একজন লোক যাকে আমগাছ বলিয়া ভ্রম করে, অপর সকল মানুষই তাকে আমগাছ বলিয়াই ভ্রম করে,—তালগাছ, বাঘ, গরু, মানুষ বা অপর কিছু বলিয়া ভ্রম করেনা। মনুষ্যেতর জীবের ভ্রমও ঠিক মানুষের তুল্যই। গোবৎসকে চতুষ্পদ বলিয়া মানুষের যেমন ভ্রম জন্মে, অপর জীবেরও তদ্রূপ ভ্রমই জন্মে—একপদ, ত্রিপদ, বা অষ্টপদাদি বলিয়া কাহারও ভ্রম জন্মে না। নরশিশুকেও কেহ একপদ বা চতুষ্পদাদি বা বৃক্ষাদি বলিয়া ভুল করেনা। জন্ম-মৃত্যু-আদির নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান (যাহা বিবর্ত্তবাদীর মতে ভ্রান্তি মাত্র), তাহাও সর্ব্বত্র অব্যভিচারী বলিয়াই আমরা দেখিতে পাই। বিবর্ত্তবাদীর মতে রোগাদিও তো ভ্রান্তিই, কিন্তু রোগাদির চিকিৎসার যে নিয়ম অনুসৃত

বস্তুত পরিণামবাদ—সেই ত প্রমাণ। 'দেহে আত্মবুদ্ধি' এই বিবর্ত্তের স্থান ॥ ১১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হয়, তাহারও ব্যভিচারিত্ব দৃষ্ট হয় না। কুইনাইনদ্বারা উদরাময় বা বসন্তের চিকিৎসা হয় না। নিয়মের বা শৃঙ্খলার অব্যভিচারিত্ব একমাত্র সত্যবস্তুর পক্ষেই সম্ভব, মিথ্যা বা অলীক বস্তুতে এইরূপ অব্যভিচারিত্ব কল্পনার অতীত। জগতিক নিয়মের পূর্ব্বোল্লিখিত অব্যভিচারিত্বই সপ্রমাণ করিতেছে যে, এই জগৎ মিথ্যা বা অলীক নহে, ভ্রান্তিমাত্র নহে, পরন্তু ইহা সত্য এবং সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ অব্যভিচারিত্বে বিবর্ত্তের স্থান থাকিতে পারেনা।

বিবর্ত্তবাদ স্বীকার করিতে গেলে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদিতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদিসম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি আছে, তাহাদিগকে অলীক বলিয়া মনে করিতে হয়; এমন কি, বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান ও সাধন-ভজনাদি সম্বন্ধীয় বাক্যগুলিরও কোনও সার্থকতা আছে বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। মিথ্যা বা ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানাদির সার্থকতা কোথায়? কিন্তু পরিণামবাদ স্বীকার করিলে সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গতি রক্ষা করা সম্ভব হয় এবং বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান বা সাধন-ভজনাদি সম্বন্ধীয় শাস্ত্রবাক্যগুলিও সার্থক হইতে পারে; ব্যবহারিক জগতের নিয়মাদির অব্যভিচারিত্বেরও সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া যাইতে পারে।

১১৬। পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদের উল্লেখ করিয়া প্রভু মীমাংসা করিতেছেন, ১১৬-১২০ পয়ারে। তিনি বলেন; "পরিণামবাদই ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ, সুতরাং তাহাই প্রামাণ্য। ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও তিনি অবিকারী থাকিতে পারেন; সুতরাং পরিণামবাদে ব্রহ্মের বিকারী বলিয়া প্রমাণিত হওয়ার আশঙ্কা নাই—অথচ সূত্রের মুখ্য অর্থও অসঙ্গত হয় না; কাজেই মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ করার কোনই প্রয়োজন নাই। ব্রহ্ম-শব্দের গৌণার্থ করিয়া শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের শক্তি অস্বীকার করিয়াছেন; শক্তি অস্বীকার করাতেই অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও যে নির্ব্বিকার থাকিতে পারেন, তাহা তিনি স্বীকার করিতে পারেন নাই; কাজেই তাঁহাকে মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ করিতে হইয়াছে। কিন্তু মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকাতেও গৌণার্থ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার গৌণার্থ অসঙ্গত হইয়া পড়িয়াছে।" পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৪।১১৫ পয়ারে টীকা দ্রষ্টব্য।

বস্তুত—প্রকৃত প্রস্তাবে: ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থে। **পরিণামবাদ** ইত্যাদি—পরিণামবাদই প্রমাণস্থানীয়। ইহার ধ্বনি এই যে, শঙ্করের গৌণার্থ-লব্ধ বিবর্ত্তবাদ প্রামাণ্য নহে। "ভ্রান্ত্যধ্যাসপর্য্যায়োঽতাত্ত্বিকান্যথা ভাবাত্মা বিবর্ত্তঃ পরিহৃতঃ। তস্মাৎ তাত্ত্বিকান্যথা ভাবাত্মা পরিণাম এব শাস্ত্রীয়ঃ।—স্থূলার্থ, পারণামবাদহ শাস্ত্রীয়: ব্রহ্মসূত্র। ১।৪।২৬ সূত্রের গোবিন্দভাষ্য।" পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৫ পয়ারেরর টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, পরিণামবাদই যদি শাস্ত্রসঙ্গত হয় এবং বিবর্ত্তবাদ যদি অসঙ্গতই হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রাদিতে বিবর্ত্তবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "দেহে আত্মবুদ্ধি" ইত্যাদি।

দেহে আত্মবুদ্ধি—অনাত্ম দেহে আত্মবুদ্ধি। দেহ অনাত্ম বস্তু, নশ্বর বস্তু; সাধারণ জীব এই অনাত্ম দেহকেই আত্মা—জীবাত্মা—বলিয়া মনে করে—দেহের সুখ-দুঃখকে জীবাত্মার সুখ-দুঃখ বলিয়া মনে করে। মায়াবদ্ধ জীব আমরা মনে করি—আমার দেহই আমি; দেহের কোনও স্থানে রোগ হইলে আমি মনে করি, আমারই রোগ হইয়াছে; কিন্তু দেহ আমি নই; দেহ পরিবর্ত্তনশীল, অনিত্য বস্তু ইহার জন্ম-মৃত্যু আছে; কিন্তু স্বরূপতঃ যে আমি—যে আমি জীবাত্মা—তাহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, মৃত্যু নাই, তাহা নিত্য শাশ্বত। ইহাতে আমাদের অনুভূতি নাই বলিয়াই আমরা দেহদৈহিক বস্তুকেই "আমি আমার" মনে করি; এইরূপ দেহের সুখ-দুঃখাদিকে আমার সুখ-দুঃখাদি মনে করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করি, মায়াজালে আরও অধিকতর রূপে জড়িত হইয়া পড়ি; মায়াজাল ছেদনের নিমিত্ত ভগবৎ-উন্মুখী হওয়ার নিমিত্ত চেষ্টা করি না। এইরূপে যে অনাত্ম দেহে আত্মবুদ্ধি, ইহা নিশ্চিতই আমাদের ভ্রম—অনাত্ম-দেহে আত্মভ্রম—ইহাই বিবর্ত্ত।

অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগত-রূপে পায় পরিণাম ॥ ১১৭
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি'॥ ১১৮

নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে ॥ ১১৯
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময় ? ১২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই বিবর্ত্তের স্থান—এইরূপে যে অনাত্ম-দেহে আত্মবুদ্ধি, ইহা নিশ্চিতই আমাদের ভ্রম—অনাত্মদেহে আত্ম-ভ্রম---ইহা বিবর্ত্ত। মায়াবদ্ধ জীবের বৈরাগ্য-উৎপাদনের নিমিত্ত শাস্ত্রকারগণ এইরূপ দেহে-আত্মবুদ্ধি-স্থলেই বিবর্ত্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া এই বিবর্ত্ত বা ভ্রমের প্রতি জীবের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। ব্রহ্মে জগদ্ভ্রমকে বিবর্ত্ত বলা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। "এবং ক্বচিৎ তদ্রুক্তির্বিরাগারৈবেতি তত্ত্ববিদঃ। ব্রহ্মসূত্র। ১।৪।২৬। সূত্রের গোবিন্দভাষ্য।"

১১৭—১২০। জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও যে ঈশ্বর অবিকারী থাকেন, তাহা দেখাইতেছেন। ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তিনি জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও অবিকৃত থাকিতে পারেন।

সাধারণতঃ আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত বস্তুর দৃষ্টান্তই আমাদের তর্কযুক্তিতে আমরা ব্যবহার করি ; যাহা আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত নহে, তাহার সম্বন্ধে কোনওরূপ তর্কযুক্তি আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব. আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু প্রাকৃত জগতেই সীমাবদ্ধ, অপ্রাকৃত জগৎ সম্বন্ধে আমাদের কোনওরূপ অভিজ্ঞতাই নাই ; বিশেষতঃ প্রাকৃত জগতের দৃষ্টান্তও সকল বিষয়ে ও সকল সময়ে অপ্রাকৃত জগতে খাটিতে পারেনা ; কারণ দুই জগতের ব্যাপারের স্বরূপই সম্পূর্ণ পৃথক্। সুতরাং অপ্রাকৃত জগৎ সম্বন্ধে—বিশেষতঃ ঈশ্বরের শক্তি-আদি সম্বন্ধে—প্রাকৃত জগতের কোনওরূপ যুক্তিতর্ক বা দৃষ্টান্ত দ্বারাই কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তাই শাস্ত্রও বলিয়াছেন—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥—অচিন্ত্য-বিষয়-সম্বন্ধে কোনওরূপ তর্কযুক্তি প্রয়োগ করিবেনা ; প্রকৃতির অতীত (অর্থাৎ অপ্রাকৃত) যাহা, তাহাই অচিন্ত্য। ব্রহ্মসূত্র ।২।১.৬ সূত্রের শঙ্কর-ভাষ্যধৃত স্কান্দবচন।"

ঈশ্বরের শক্তি অচিন্ত্য—আমাদের চিন্তার বা ধারণার বা যুক্তিতর্কের অতীত ; এই শক্তির প্রভাবে, জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও ঈশ্বর অবিকৃত থাকিতে পারেন। প্রাকৃত জগতে দেখা যায়—দধিরূপে পরিণত হইয়া দুগ্ধ বিকৃত হইয়া যায়—অবিকৃত থাকিতে পারে না ; কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ নহে—জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও তিনি অবিকৃত থাকেন ; ইহাই তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির একটী নিদর্শন।

অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত—যাঁহার শক্তি চিন্তার বা তর্কযুক্তির বিষয়ীভূত নহে ; সাধারণ তর্কযুক্তি দ্বারা যাঁহার শক্তিকার্য্য-সম্বন্ধে কোনওরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। **ইচ্ছায় জগদ্রূপে** ইত্যাদি—ভগবান্ নিজের ইচ্ছাতেই জগদ্রূপে পরিণত হয়েন, কাহারও অনুরোধে বা কোনওরূপ কর্ম্মের বশে নহে। ইহাও তাঁহার একটী লীলা।

তথাপি—জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও, সুতরাং বিকারের কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও।

জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও যে তিনি অবিকারী থাকিতে পারেন, প্রাকৃত চিন্তামণির দৃষ্টান্তে তাহা বুঝাইতেছেন।

চিন্তামণি—এক রকম মণিবিশেষ ; ইহা হইতে নানাবিধ রত্নের উদ্ভব হয় ; তথাপি কিন্তু ইহা কোনওরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না—পূর্ব্বে যেমন থাকে, রত্নপ্রসবের পরেও তেমনই থাকে।

প্রাকৃতবস্তুতে ইত্যাদি—প্রাকৃতবস্তু-চিন্তামণিরই যখন এত শক্তি (নানারত্ন প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকিতে পারে), তখন অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তিতে ঈশ্বর নিজে বিকার প্রাপ্ত না হইয়াও যে জগদ্রূপে পরিণত হইতে পারেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রণব সে মহাকাব্য— বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব্ববিশ্বধাম।
সর্ব্বাশ্রয়-ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ ॥ ১২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১২১। এক্ষণে মহাবাক্যসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন "তত্ত্বমসিই"-মহাবাক্য ; মহাপ্রভু তাহা খণ্ডন করিয়া স্থাপন করিয়াছেন যে, প্রণবই মহাবাক্য, ১২১—১২৩ পয়ারে।

মহাবাক্য—বর্ণনীয় বিষয়-সমূহ যে বাক্যে থাকে, তাহাকে মহাবাক্য বলে। বাক্যোচ্চয়ো মহাবাক্যম্॥ যেমন, "রামায়ণ" বলিলেই আমরা এমন একটী জিনিস বুঝি, যাহার মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের তত্ত্ব ও লীলাদি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অন্তর্নিহিত রহিয়াছে ; এইরূপে শ্রীরামচন্দ্র-সম্বন্ধে সমস্ত বর্ণনীয় বিষয় রামায়ণে আছে বলিয়া "রামায়ণ" হইল শ্রীরামবিষয়ক মহাবাক্য। এইরূপে, "মহাভারত" হইল কুরুপাণ্ডবদের সম্বন্ধে মহাবাক্য। কিন্তু—রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি হইল আপেক্ষিক মহাবাক্য—বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে মহাবাক্যমাত্র। নিরপেক্ষ মহাবাক্য হইবে তাহা—রামায়ণ বা মহাভারতের ন্যায় কোনও একটী বিশেষ বিষয়ই যাহার লক্ষ্য নহে—পরন্তু প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতের যেখানে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই যাহার লক্ষ্য, তৎসমস্তই যাহার অন্তর্ভূত। আলোচ্য পয়ার-সমূহে এরূপ একটী মহাবাক্যের কথাই বলা হইয়াছে।

শ্রীজীবগোস্বামী বলেন—"মহাবাক্যঞ্চ বাক্যসমুদায়ঃ। অস্যার্থস্তু উপক্রমোপসংহারাদিভিরেবাবধার্য্যতে। তথাহি—উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে ॥ ইতি ॥ উপক্রমোপসংহারয়োরেকরূপত্বং পৌনঃপুন্যং অনধিগমত্বং ফলং প্রশংসা যুক্তিমত্ত্বঞ্চেতি ষড় বিধানি তাৎপর্য্যলিঙ্গানি। এবম্ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং গতিসামান্যেনাপি মহাবাক্যার্থঃ অবগন্তব্যঃ। সর্ব্বসম্বাদিনী। ২১ পৃঃ ॥—বাক্য সমুদায়কে মহাবাক্য বলে। উপক্রম-উপসংহারাদিদ্বারাই মহাবাক্যের অর্থ অবধারিত হয়। উপক্রম-সংহারাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি এই—উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ, উপপত্তি—এই সকল হইল শাস্ত্রতাৎপর্য্য নির্ণয়ের উপায়। অর্থাৎ—উপক্রম ও উপসংহারের একরূপত্ব, পৌনঃপুন্য (অভ্যাস—পুনঃ পুনঃ উল্লেখ), অনধিগমত্ব, ফল, প্রশংসা ও যুক্তিমত্ত্ব—এই ছয়টী উপায়দ্বারাই শাস্ত্রতাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়। এইরূপে, অন্বয়-ব্যতিরেক-বিচারপ্রণালী অবলম্বনে গতিসামান্যদ্বারাও মহাবাক্যের অর্থনির্ণয় করা কর্ত্তব্য।" শ্রীজীবের এই উক্তি হইতে জানা যায়—বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ-পুরাণ-ইতিহাসাদির মুখ্য বক্তব্য বিষয়-সমূহ সূক্ষ্মরূপে যাহার মধ্যে (বীজের মধ্যে বৃক্ষের ন্যায়) অবস্থিত, যাহার কথা এই সমস্ত শাস্ত্রে অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী প্রণালীতে এবং উপক্রম-উপসংহারাদিদ্বারাও প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই মহাবাক্য। এইরূপ লক্ষণ একমাত্র প্রণবেরই আছে, অপর কোনও বাক্যেরই নাই। (প্রণব—ওঙ্কারকে প্রণব বলে)। তাহার হেতু এই।

শ্রুতি বলেন—প্রণবই ব্রহ্ম। "এতদ্ বৈ সত্যকাম পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম যদ্ ওঙ্কারঃ ॥ প্রশ্নোপনিষৎ ॥ ৫।২॥—হে সত্যকাম, এই ওঙ্কারই পরব্রহ্ম এবং অপর-ব্রহ্ম।" তৈত্তিরীয়-উপনিষৎ বলেন—"ওম্ ইতি ব্রহ্ম। ওম্ ইতি ইদং সর্ব্বম্ ॥ ১।৮॥—ওঙ্কারই ব্রহ্ম। এই পরিদৃশ্যমান জগৎও ওঙ্কারই।" মাণ্ডুক্য-উপনিষৎও বলেন—"ওম ইত্যেতদ্ অক্ষরম্ ইদম্ সর্ব্বম্ তস্য উপব্যাখ্যানম্। ভূতম্ ভবদ্ ভবিষ্যদ্ ইতি সর্ব্বম্ ওঙ্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতম তদপি ওঙ্কার এব। সর্ব্বম হি এতদ্ ব্রহ্ম অয়ম আত্মা ব্রহ্ম। এষ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥—ওঙ্কারই অক্ষর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই ত্রিকালের প্রভাবাধীন এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ এই ওঙ্কারই, ওঙ্কার হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ; এবং ত্রিকালের অতীত যাহা, তাহাও ব্রহ্ম। এই সমস্তই ব্রহ্ম। ইনিই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বযোনি, সমস্ত ভূতের উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশের হেতুভূত।" এসমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ ওঙ্কার এবং ওঙ্কার হইতেই উদ্ভূত, ওঙ্কার হইতেই এই জগতের স্থিতি ও লয়। এই জগতের অতীত যাহা, তৎসমস্তও এই ওঙ্কারই। ওঙ্কারই সর্ব্বকারণ-

কারণ, ওঙ্কারই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী। অর্থাৎ ওঙ্কার ব্যতীত কোথাও অন্য কিছুই নাই। ওঙ্কারই সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বব্যাপক। যাহা কিছু দৃষ্ট শ্রুত, তৎসমস্তই ওঙ্কারের ব্যাপ্য।

সমস্ত বেদের এবং সমস্ত সাধনের লক্ষ্য যে এই ওঙ্কারই, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওমিত্যেতৎ॥ কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে বলিয়াছেন॥"

বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ-পুরাণ-ইতিহাসাদি সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ই হইলেন এই ওঙ্কার বা ব্রহ্ম।

প্রণব বা ব্রহ্ম হইতেই যে সমস্ত শাস্ত্রের উদ্ভব, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদ্ ঋগ্বেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্। মৈত্রেয়ী উপনিষৎ॥৬।৩২।" চারিবেদ, ইতিহাস, পুরাণাদি যে ওঙ্কার বা ব্রহ্ম হইতেই প্রাদুর্ভূত, ওঙ্কারেরই অভিব্যক্তি, এসমস্ত শাস্ত্র যে সূক্ষ্মরূপে ওঙ্কারেরই অন্তর্নিহিত, তাহাও উক্ত উপনিষৎ-বাক্য হইতে জানা গেল। সমগ্র শাস্ত্রবাক্যের সমষ্টিরূপই হইলেন ওঙ্কার। তাই ওঙ্কারই মহাবাক্য। সমস্ত শাস্ত্রেই অন্বয়ী-ব্যতিরেকী মুখে এই ওঙ্কার বা ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে, এই সমস্ত শাস্ত্রে উপক্রম-উপসংহারাদি দ্বারা এই ওঙ্কার বা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, তাই ওঙ্কারই হইলেন মহাবাক্য।

এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ এবং জগতিস্থ জীবসমূহ প্রণব হইতে উদ্ভূত বলিয়া প্রণবের সহিত তাহাদের যে একটা নিত্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে—সুতরাং প্রণবই যে সম্বন্ধতত্ত্ব, উপরি উদ্ধৃত শ্রুতিপ্রমাণ হইতে তাহাই সূচিত হইয়াছে। কিন্তু যে কারণেই হউক, জগতিস্থ জীব প্রণবের সহিত তাহার এই নিত্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধের স্মৃতিকে জাগ্রত করার জন্য জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের একমাত্র হেতুভূত ওঙ্কারের উপাসনার কথাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। এবিষয়ে "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি"—ইত্যাদি কঠোপনিষদের বাক্য পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। "এষ আত্মা শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও ব্রহ্মস্বরূপ প্রণবের উপাসনার কথাই বলিতেছেন। স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারাণম্। ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥ শ্বেতা।১।১৪॥ এই শ্রুতিবাক্যেও প্রণবের ধ্যানের উপদেশ দিতেছেন। এই সকল শ্রুতিবাক্য, উপাসনার উপদেশে অভিধেয়-তত্ত্বের কথাই বলিতেছেন। এই উপাসনার ফল কি হইবে, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। "এতদ্ হি এব অক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ এব অক্ষরং পরম্। এতদ্ হি এব অক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদ্ ইচ্ছতি তস্য তৎ॥ এতদ্ আলম্বনং শ্রেষ্ঠম্ এতদ্ আলম্বনং পরম্। এতদ্ আলম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"—ইত্যাদি কঠোপনিষদ্‌বাক্য হইতে জানাযায়, উপাসনাদ্বারা প্রণবকে জানিতে পারিলে, তাঁহার উপলব্ধি হইলে, যো যদ ইচ্ছতি তস্য তৎ—যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা লাভ করিতে পারেন, এবং সেই প্রণবরূপ ব্রহ্মের লোকও লাভ করিতে পারেন—ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যে উপাসনার ফল-স্বরূপ প্রয়োজন-তত্ত্বের কথাই বলা হইয়াছে। এইরূপে দেখা গেল—সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্ব এবং প্রয়োজনতত্ত্ব প্রণবেরই অন্তর্ভুক্ত। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদি সমগ্র শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যও এই তিনটী তত্ত্বই। এই তিনটী তত্ত্বই প্রণবের অন্তর্নিহিত হওয়াতে প্রণবই যে "বাক্যসমুদায়ঃ"-রূপ মহাবাক্য, তাহাই প্রমাণিত হইল।

বেদের নিদান—প্রণবই বেদের নিদান বা মূল; প্রণব হইতেই বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। "ওঁকারাদ্
ব্যঞ্জিতস্পর্শ স্বরোষ্মান্তস্থ ভূষিতাম্। বিচিত্রভাষাবিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ। অনন্তপারাং বৃহতীং সৃজত্যাক্ষিপতে স্বয়ম্॥
স্থূলার্থঃ—লৌকিক ও বৈদিক বিচিত্র-ভাষায় বিবৃত বৃহদ্ বাক্যময় বেদরাশিকে ওঁকার হইতে ভগবান্ প্রকটিত
করিয়াছেন এবং ওঁকারেই আবার উপসংহৃত করেন। শ্রীভা, ১১।২১।৩৯—৪০॥"

ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব—প্রণব ঈশ্বরের বা পরব্রহ্মের স্বরূপ বা একটী রূপ। "এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম
যদোঙ্কারঃ।—হে সত্যকাম! যাহা ওঁকার বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্মের স্বরূপ। প্রশ্নোপনিষৎ ৫।২॥"
"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ। ব্রহ্মসূত্র।১।৩" এই বেদান্তসূত্রানুসারে ব্রহ্মই বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের নিদান হওয়ায় এবং প্রণব ব্রহ্মের
একটী স্বরূপ হওয়ায় প্রণবও যে বেদাদি-শাস্ত্রের নিদান, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

“তত্ত্বমসি’ বাক্য হয় বেদের একদেশ ॥ ১২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সর্ব্ববিশ্বধাম—প্রণব ঈশ্বরের একটী স্বরূপ হওয়ায় এবং ঈশ্বর সমস্ত বিশ্বের ধাম বা আশ্রয় হওয়ায় প্রণবও সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় হইল। **সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের**—যিনি সকলের আশ্রয় বা আধার, সেই ঈশ্বরের (পরব্রহ্মের)। **উদ্দেশ**—লক্ষ্য। **সর্ব্বাশ্রয়** ইত্যাদি—প্রণব সর্ব্বাশ্রয়-ঈশ্বরের উদ্দেশ করে। প্রণবের লক্ষ্যই হইল সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বর; কিন্তু সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বর যাহার লক্ষ্য, ঈশ্বর এবং ঈশ্বরাশ্রিত সমস্ত বস্তুই তাহার লক্ষ্য। সুতরাং পরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মের আশ্রিত বা সংস্পৃষ্ট যত কিছু বস্তু আছে, তৎসমস্তকেই প্রণব উদ্দেশ করে (স্ববিষয়ীভূত করে)

এইরূপে, প্রণব বেদের নিদান বলিয়া বেদ হইল সূক্ষ্মরূপে প্রণবেরই অন্তর্ভূত। প্রণব পরব্রহ্মের স্বরূপ হওয়াতে এবং পরব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও বস্তুই কোথাও না থাকাতে—সমস্ত বস্তুই—সমস্ত বিশ্ব এবং বিশ্বান্তর্গত সমস্ত বস্তুই—পরব্রহ্মের অন্তর্ভূত বা আশ্রিত হওয়াতে, তৎসমস্ত প্রণবেরই আশ্রিত—প্রণবেরই অন্তর্ভূত। তাই বেদাদি সমগ্র শাস্ত্র, পরব্রহ্ম এবং সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বান্তর্গত সমস্ত বস্তুই প্রণবের লক্ষ্য হওয়ায়—সমস্তই প্রণবের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়—প্রণবই হইল মহাবাক্য; ব্রহ্ম-স্বরূপবশতঃ বিভু—ব্রহ্ম-বস্তুর ন্যায় প্রণবও বিভু বা বৃহত্তম বাক্য—মহাবাক্য; অন্য যত কিছু বাক্য আছে, তৎসমস্তই বেদনিদান-প্রণবেরই অন্তর্ভুক্ত—সুতরাং প্রণব অপেক্ষা ক্ষুদ্র। প্রণব হইল ব্যাপক, আর অন্য সমস্ত বাক্য হইল তাহার ব্যাপ্য।

১২২। শঙ্করাচার্য্য বলেন—“তত্ত্বমসি”ই মহাবাক্য। কিন্তু “তত্ত্বমসি” হইল সামবেদীয় ছান্দোগ্য-উপনিষদের ষষ্ঠ-প্রপাঠকে প্রসঙ্গাধীন একটা বাক্য। “স আত্মা “তত্ত্বমসি” শ্বেতকেতো ইত্যাদি। ছান্দো। ৬।১৪।৩॥” সমগ্র বেদের অন্তর্গত একটী বেদ হইল সামবেদ সেই সামবেদের অন্তর্গত উপনিষৎ-সমূহের মধ্যে একটী উপনিষৎ হইল ছান্দোগ্য-উপনিষৎ সেই ছান্দোগ্য-উপনিষদের একটী বাক্য হইল তত্ত্বমসি। সমগ্র বেদের বাচক হইল প্রণব; আর বেদ হইল প্রণবের বাচ্য: সুতরাং প্রণব হইল তত্ত্বমসিরও বাচক—প্রণব হইল ব্যাপক, আর তত্ত্বমসি হইল তাহার ব্যাপ্য; প্রণবে যাহা বুঝায়, তাহারই ক্ষুদ্র এক অংশ হইল তত্ত্বমসি। প্রণব ঈশ্বরাদি-পদার্থকেও বুঝায়, তত্ত্বমসি তাহা বুঝায় না। প্রণবের বাচ্য হইল তত্ত্বমসির বাচ্য অপেক্ষা অনেক বেশী; সুতরাং প্রণবের পরিবর্ত্তে তত্ত্বমসি কখনও মহাবাক্য হইতে পারে না।

তত্ত্বমসি—তৎ (তাহাই—সেই ব্রহ্মই) ত্বম (তুমি, জীব) অসি (হও); তুমিই (জীবই) সেই ব্রহ্ম। জীবে ও ব্রহ্মে অভেদ করাতে শঙ্করাচার্য্য তত্ত্বমসি-বাক্যের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণ-কালে কেশব-ভারতীকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু উহার অন্যরূপ অর্থ বলিয়াছিলেন; তাহা এই:—তস্য ত্বম = তত্ত্বম্ (ষষ্ঠীতৎ-পুরুষ সমাস); তত্ত্বমসি = তস্য (তাহার—সেই ব্রহ্মের) ত্বম (তুমি—জীব) অসি (হও); তুমি (জীব) ব্রহ্মেরই হও—ব্রহ্মের দাস হও। ইহাই ভক্তিমার্গানুগত অর্থ। ইহা শ্রীমন্‌মধ্বাচার্য্যকৃত তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থও। **বেদের একদেশ**—বেদের এক অংশে স্থিত; বেদের অন্তর্গত একটী বাক্য—তাই ইহা বেদের বাচক নহে; কিন্তু প্রণব হইল বেদের বাচক; বেদের বাচক হওয়াতে প্রণব হইল বেদের এক-দেশস্থিত “তত্ত্বমসি” বাক্যেরও বাচক।

পূর্ব্বপয়ারের টীকায় দেখান হইয়াছে, প্রণবে বীজরূপে যাহা আছে, বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রে তাহাই বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং প্রণব হইল বেদের বাচক, আর বেদ হইল প্রণবের বাচ্য। ইহাও দেখান হইয়াছে যে, সমগ্র শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্ব এবং প্রয়োজনতত্ত্বও প্রণবেরই অন্তর্নিহিত। কিন্তু তত্ত্বমসি-বাক্যটী সম্বন্ধতত্ত্বও বুঝায় না, অভিধেয়তত্ত্বও বুঝায় না, প্রয়োজনতত্ত্বও বুঝায় না। ইহা বরং জীবতত্ত্ব বুঝাইতে পারে। জীবের সহিত ব্রহ্মের কি সম্বন্ধ, তাহারই একটু আভাসমাত্র এই তত্ত্বমসি বাক্য হইতে জানা যায়। উপাসনার জন্য জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞান আবশ্যক; এই হিসাবে তত্ত্বমসি-বাক্যকে অভিধেয়-তত্ত্বের অঙ্গমাত্র বলা যায়, অভিধেয়তত্ত্ব-প্রকাশক বাক্য বলা যায় না। সুতরাং প্রণব যাহা প্রকাশ করেন, তত্ত্বমসি-বাক্য তাহার ক্ষুদ্র একটী অংশমাত্র প্রকাশ করিয়া

প্রণব মহাবাক্য—তাহা করি আচ্ছাদন।
মহাবাক্যে করি তত্ত্বমসির স্থাপন ॥১২৩

সর্ব্ববেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা-ব্যাখ্যান ॥ ১২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

থাকে; তাই ইহা প্রণবার্থ-প্রকাশক বেদের একদেশমাত্র। যদি কেহ বলেন—তত্ত্বমসি-বাক্যের অন্তর্গত "তৎ"-শব্দে তো ব্রহ্ম বা ওঙ্কারকেই বুঝায়; সুতরাং প্রণবের ন্যায় ইহার মহাবাক্যতা থাকিবেনা কেন? উত্তরে বলা যায়—তৎ-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝায় বটে; কিন্তু তত্ত্বমসি বাক্যে ব্রহ্মকে বুঝায় না। শঙ্করাচার্য্যের মতে এই বাক্যের অর্থ হইল—তুমি সেই ব্রহ্ম; জীব কি, জীবের তত্ত্ব কি, তাহাই এই বাক্যে বলা হইতেছে; প্রণবের স্বরূপ বলা হয় নাই। আবার যদি কেহ বলেন—শ্রীপাদ শঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্ম যখন অভিন্ন, তখন জীবতত্ত্ব বলাতেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলা হইতেছে। তাহা নয়; এই বাক্যে জীবতত্ত্ব বলাতেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলা হয় নাই; শ্রীপাদ শঙ্করের মতে অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্রহ্মই জীব; এই অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্রহ্মের কথাই তত্ত্বমসি-বাক্যে বলা হইয়াছে, অনাবৃত ব্রহ্মের কথা বলা হয় নাই। অনাবৃত ব্রহ্মই বেদাদি-শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য। প্রণবের অর্থবাচক শ্রুতিবাক্য দ্বারা পূর্ব্বপয়ারের টীকায় দেখান হইয়াছে—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং জগতিস্থ জীব (শঙ্করের মতে অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্রহ্ম) ব্যতীত কালাতীত ব্রহ্ম আছেন। সুতরাং কেবল অজ্ঞানাবৃত ব্রহ্মই সমগ্র ব্রহ্ম নহেন। এই হিসাবেও (শ্রীপাদ শঙ্করের ব্যাখ্যানুসারেও) তত্ত্বমসি-বাক্যে ব্রহ্মের একদেশমাত্র সূচিত হয়। সুতরাং তত্ত্বমসি-বাক্য মহাবাক্য হইতে পারে না। মহাবাক্যের যে সমস্ত লক্ষণের কথা পূর্ব্বপয়ারের টীকায় উল্লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত লক্ষণও তত্ত্বমসি-বাক্যের নাই। তত্ত্বমসি-বাক্যের মর্ম্মই বেদ-বেদান্তাদির একমাত্র প্রতিপাদ্য নহে, তত্ত্বমসি-বাক্যের মর্ম্মই বেদ-বেদান্তাদিতে বিবৃত হয় নাই বেদ-বেদান্তাদিতে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহার একটী আনুষঙ্গিক অংশমাত্রই হইল তত্ত্বমসি-বাক্যের মর্ম্ম। বেদ-বেদান্তাদির উপক্রম-উপসংহারাদিতে তত্ত্বমসি-বাক্যের মর্ম্ম দৃষ্ট হয় না; অন্বয়-ব্যতিরেকী মুখে তত্ত্বমসি-বাক্যের মর্ম্মও বেদ-বেদান্তাদিতে প্রকাশিত হয় নাই। মহাবাক্যের একটী লক্ষণ হইতেছে গতিসামান্যত্ব—সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের গতি যে বাক্যের অভিমুখে, তাহাই মহাবাক্য। গতি-সামান্যাৎ" এই (১।১।১০) বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন যে, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের অভিমুখেই সমস্ত বেদান্ত বাক্যের গতি। "মহচ্চ প্রামাণ্যকারণমেতদ্ যদ্ বেদান্তবাক্যানাং চেতনকারণত্বে সমানগতিত্বং চক্ষুরাদীনামিব রূপাদিষু অতো গতিসামান্যাৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণম্।—জগতের কারণ হইলেন সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম—ইহাই সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের তাৎপর্য্য; সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের সমানগতিত্ব এই চেতন ব্রহ্ম কারণের দিকে।" এই উক্তি হইতেও জানা গেল—ব্রহ্মই ব্রহ্মরূপ (প্রণবই) জগতের কারণ, সুতরাং ব্রহ্মই সম্বন্ধতত্ত্ব, ইহাই সমস্ত বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। সুতরাং প্রণবই মহাবাক্য। জীব কখনও জগতের কারণ হইতে পারেনা; সুতরাং জীব কখনও সম্বন্ধতত্ত্বও হইতে পারেনা। তাহা হইলে জীবতত্ত্ববাচী তত্ত্বমসি-বাক্যের মহাবাক্যতা থাকিতে পারে না।

তথাপি শ্রীপাদ শঙ্কর যে তত্ত্বমসিকে মহাবাক্য বলিয়াছেন, তাহার হেতু বোধহয় এই। জীব-ব্রহ্মের অভিন্নত্ব স্থাপনই তাঁহার মুখ্য লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সিদ্ধির পক্ষে তত্ত্বমসি-বাক্যই ছিল তাঁহার প্রধান অবলম্বন এই বাক্যের তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর জীব-ব্রহ্মে একত্ব স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন। (তাঁহার এই প্রয়াস যে সিদ্ধ হয় নাই, পূর্ব্ববর্ত্তী ১।৭।১১৩ পয়ারের টীকায় তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে)। সুতরাং তত্ত্বমসি-বাক্যের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। তাই তিনি তত্ত্বমসিকেই মহাবাক্য বলিয়াছেন।

১২৩। প্রণবই প্রকৃত মহাবাক্য; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য এই প্রণবের মহাবাক্যত্ব প্রচ্ছন্ন করিয়া প্রণবের বাচ্যমাত্র "তত্ত্বমসি"-বাক্যেরই মহাবাক্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন। ইহা বিচার-সহ নহে।

১২৪। **সর্ব্ববেদ-সূত্রে**—সমস্ত বেদ ও সমস্ত বেদান্তসূত্রে। **করে অভিধান**—অভিধাবৃত্তিতে লক্ষ্য করে। মুখ্যাবৃত্তিকেই অভিধাবৃত্তি বলে; পূর্ব্বোক্ত ১০৩ পয়ারের টীকায় মুখ্যাবৃত্তির লক্ষণ দ্রষ্টব্য। **সর্ব্ববেদ-সূত্রে করে** ইত্যাদি—সমস্ত বেদ এবং সমস্ত সূত্র মুখ্যাবৃত্তিতে কৃষ্ণকেই প্রতিপন্ন করে। মুখ্যাবৃত্তিতে অর্থ করিলে দেখা যায়,

স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণশিরোমণি। লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি ॥ ১২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সমস্ত বেদের এবং সমস্ত সূত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ই হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। সমস্ত শাস্ত্রই শ্রীকৃষ্ণকেই প্রতিপন্ন করিতেছে, তদ্বিষয়ক প্রমাণ এই :—"মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্য পোহ্যতে হ্যহম্। এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্॥ শ্রীভা, ১১।২১।৪৩॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন "পরম-প্রতিপাদ্যশ্চাহং শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ এব ইত্যাহ—শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপই পরম-প্রতিপাদ্য, তাহাই উক্তশ্লোকে বলা হইয়াছে।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ—আমিই সমস্ত বেদের বেদ্য। ১৫।১৫॥" ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থে যে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৬ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব দেখিলে বুঝা যাইবে।

মুখ্যাবৃত্তি—পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **লক্ষণা**—মুখ্যার্থের বাধা জন্মিলে (মুখ্যার্থের সঙ্গতি না হইলে) বাচ্যসম্বন্ধ-বিশিষ্ট অন্য পদার্থের প্রতীতিকে লক্ষণা বলে। "মুখ্যার্থবাধে শক্যস্য সম্বন্ধে যাঽন্যধীর্ভবেৎ। সা লক্ষণা। অলঙ্কার-কৌস্তভ।২।১২॥" যেমন "গঙ্গায় ঘোষ বাস করে"—এস্থলে গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থে ভাগীরথী-নাম্নী নদীবিশেষকে বুঝায়; তাহা হইলে মুখ্যার্থে উক্ত বাক্যটীর অর্থ এইরূপ হয়—"ভাগীরথী-নাম্নী নদীর মধ্যে ঘোষ বাস করে।" কিন্তু নদীর মধ্যে বাস করা সম্ভব নহে বলিয়া উক্ত (মুখ্য) অর্থের সঙ্গতি হয় না—মুখ্য অর্থের বাধা জন্মে। তাই, গঙ্গা-শব্দের "গঙ্গাতীর" অর্থ করিতে হইবে—কারণ, গঙ্গাতীরে বাস করা সম্ভব—গঙ্গাতীর, গঙ্গার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্টও বটে; তাহা হইলে উক্ত বাক্যের অর্থ হইবে—"গঙ্গাতীরে ঘোষ বাস করে।" এই অর্থটী হইল লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা লব্ধ অর্থ। মুখ্যার্থের অসঙ্গতি হইলেই লক্ষণার আশ্রয় নিতে হয়, মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকিলেও যদি লক্ষণায় অর্থ করা হয়, তাহা হইলে সেই লক্ষণার্থই অসঙ্গত হইবে। **লক্ষণা-ব্যাখ্যান**—লক্ষণাবৃত্তিতে ব্যাখ্যা। ১।৭।১০৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

পয়ারের মর্ম্ম :—শঙ্করাচার্য্য অভিধাবৃত্তিকে ত্যাগ করিয়া লক্ষণাবৃত্তিতে বা গৌণবৃত্তিতে সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তিনি যদি মুখ্যাবৃত্তিতে সূত্রের ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন—বেদাদি অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায়—বেদান্ত-সূত্রেরও প্রতিপাদ্য-বিষয় শ্রীকৃষ্ণ।

১২৫। মুখ্যাবৃত্তিকে উপেক্ষা করিয়া গৌণবৃত্তিতে বা লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করার দোষ-সমূহের মধ্যে এই কয়টী পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; যথা :—(১) মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও গৌণার্থের আশ্রয় গ্রহণ শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ (১০৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য;) (২) তাহাতে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায় না, কোনও স্থানে আংশিক অর্থ, কোনও স্থানে বা বিকৃত অর্থই প্রকাশ পায়; বেদান্তসূত্রের গৌণার্থ গ্রহণ করায় বিষ্ণুনিন্দা হইয়াছে (১১০ পয়ার), ব্রহ্মের মহিমাকেও খর্ব্ব করা হইয়াছে (১১৩ পয়ার); (৩) ব্যাপ্যকে ব্যাপকের উপরে, বাচ্যকে বাচকের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে (১২১-১২২ পয়ারের টীকা)। এক্ষণে এই পয়ারে আর একটী দোষের উল্লেখ করা হইতেছে, তাহা এই :—(৪) লক্ষণাবৃত্তিতে বেদবাক্যের অর্থ করিলে বেদের স্বতঃপ্রমাণতার হানি হয়।

স্বতঃ প্রমাণ বেদ—বেদ নিজেই নিজের প্রমাণ; বেদের প্রামাণ্য অপর কিছুর উপর নির্ভর করে না, করিতেও পারে না; কারণ, বেদ অপৌরুষেয়; স্বয়ং ব্রহ্মের নিশ্বাসরূপেই বেদ প্রকটিত হইয়াছে। "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ যদ্ ঋগ্বেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ। মৈত্রেয়ী উপনিষৎ।৬।৩২॥" তাই বেদ নিজেই নিজের প্রমাণ, প্রমাণ-শিরোমণি। বেদের কোনও উক্তির মর্ম্ম আমাদের লৌকিক যুক্তিতর্কের অগম্য হইলেও তাহাই স্বীকার্য্য। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ—এই ২।১।২৭ ব্রহ্মসূত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে। বেদই অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রের মূল; সুতরাং বেদের সহিত যাহার বিরোধ হইবে, তাহা শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। তাই বলা হইয়াছে, বেদ **প্রমাণ-শিরোমণি**—প্রমাণ সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বেদের প্রমাণ অন্যান্য সকল প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে বেদই প্রমাণস্থানীয়। **লক্ষণা করিলে** ইত্যাদি—লক্ষণাদ্বারা বেদের অর্থ

এইমত প্রতিসূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া ॥ ১২৬
এইমত প্রতি সূত্রে করেন দূষণ।
শুনি চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ ॥ ১২৭

সকল সন্ন্যাসী কহে—শুনহ শ্রীপাদ।
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ, এ নহে বিবাদ ॥ ১২৮
আচার্য্যকল্পিত অর্থ—ইহা সভে জানি।
সম্প্রদায়-অনুরোধে তবু তাহা মানি ॥ ১২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিলে বেদের স্বতঃপ্রমাণতার হানি হয়। তাহার কারণ এই—শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলেন, মুখ্যবৃত্তিতেই বেদের বা বেদান্ত-সূত্রসমূহের অর্থ করা যায়, কোনও স্থলে মুখ্যার্থের অসঙ্গতি থাকে না; এরূপ অবস্থায়, যিনি লক্ষণাদ্বারা অর্থ করিতে যাইবেন, তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই মুখ্যার্থের অসঙ্গতি দেখাইতে হইবে; কিন্তু এরূপ অসঙ্গতি যখন প্রকৃত প্রস্তাবে নাইই, তখন সেই তথাকথিত অসঙ্গতির মূল হইবে—হয়তঃ ব্যাখ্যাকর্ত্তার ব্যক্তিগত মতের সঙ্গে অমিল, আর না হয়, বেদ-বহির্ভূত কোনও শাস্ত্রের সঙ্গে অমিল। ব্যক্তিগত মতের সঙ্গে মিল থাকে না বলিয়া যদি বেদবচনের মুখ্যার্থকে অসঙ্গত বলা হয়, তাহা হইলে বেদবচন অপেক্ষা ব্যক্তিগত মতেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়। আর যদি বেদবহির্ভূত কোনও শাস্ত্র-বচনের সহিত মিল থাকেনা বলিয়া বেদবচনের মুখ্যার্থকে অসঙ্গত মনে করা হয়, তাহা হইলে বেদ-বহির্ভূত শাস্ত্রকেই বেদের উপরে প্রাধান্য দেওয়া হয়। উভয় স্থলেই বেদের প্রমাণতাকে উপেক্ষা করা হয় বলিয়া বেদের স্বতঃ-প্রমাণতার হানি হইয়া থাকে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলেন, শঙ্করাচার্য্য লক্ষণাবৃত্তিতে বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া বেদের স্বতঃ-প্রমাণতার হানি করিয়াছেন—তাঁহার কল্পিত অর্থকে প্রামাণ্য করিয়া বেদের প্রামাণ্যতাকে উপেক্ষা করিয়াছেন।

১২৬। **এই মত**—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা," এই প্রথম সূত্রে ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া শঙ্করাচার্য্য যেরূপ গৌণার্থ করিয়াছেন, সেইরূপ। **প্রতিসূত্রে**—বেদান্তের প্রত্যেক সূত্রের ব্যাখ্যায়। **সহজার্থ ছাড়িয়া**—মুখ্যার্থকে ত্যাগ করিয়া। **গৌণার্থ ব্যাখ্যা ইত্যাদি**—শঙ্করাচার্য্য স্বীয় কল্পিত মতের প্রাধান্য দিয়া সর্ব্বত্র গৌণার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১০১ পয়ার হইতে ১২৬ পয়ার পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর উক্তি।

১২৭। **এই মত**—পূর্ব্বোক্তরূপে। **প্রতিসূত্রে**—বেদান্তের প্রতিসূত্রের শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যায়। **করেন দূষণ**—দোষ বা ত্রুটী দেখাইলেন। **শুনি চমৎকার ইত্যাদি**—মহাপ্রভুর মুখে বেদান্ত-সূত্রের শঙ্করাচার্য্যকৃত গৌণার্থের অসঙ্গতি শুনিয়া সন্ন্যাসিগণ প্রভুর পাণ্ডিত্য ও অনুভূতি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

১২৮-১২৯। তখন সন্ন্যাসিগণ খুব শ্রদ্ধার সহিত প্রভুকে বলিলেন:—"শ্রীপাদ! বেদান্ত-সূত্রের শঙ্করাচার্য্যকৃত গৌণার্থের তুমি যে ভাবে খণ্ডন করিলে, তাহাতে প্রতিবাদ করার কিছু নাই। শঙ্করাচার্য্যের অর্থ যে সহজার্থ নয়, ইহা যে তাঁহারই কল্পিত অর্থ, তাহা আমরাও জানি; তথাপি যে সেই অর্থের প্রতিই শ্রদ্ধা দেখাই, তাহার কারণ এই যে, আমরাও শঙ্করাচার্য্যেরই সম্প্রদায়ভুক্ত—কেবল সাম্প্রদায়িকতার অনুরোধেই তাঁহার ব্যাখ্যাকে সম্মান করি।"

সম্প্রদায়-অনুরোধে—আমরাও শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া। বাস্তবিক, সাম্প্রদায়িকতার ভাব মনে থাকিলে নিরপেক্ষভাবে কোনও বাক্যেরই অর্থ করা যায় না, নিরপেক্ষভাবে কাহারও উক্তি বা আচরণের মর্ম্মও গ্রহণ করা যায় না। যাঁহাদের চিত্তে প্রকৃত অর্থ উদিত হয়, স্বসম্প্রদায়ের মতের বিরোধী হইলে সম্প্রদায়ের শাসনের ভয়ে তাঁহারাও তাহা ব্যক্ত করিতে সাহস করেন না।

এই সমস্ত সন্ন্যাসীদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন, যাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা বিদ্বৎ-সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের ত্রুটী-বিচ্যুতি নিশ্চয়ই তাঁহাদের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছিল। কিন্তু পরমার্থলাভের উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করিয়া থাকিলেও স্ব-সম্প্রদায়ের এবং স্ব-সম্প্রদায়াচার্য্যের মর্য্যাদাই তাঁহাদের চিত্তে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল; তাই ঐ সমস্ত ত্রুটীবিচ্যুতি-সম্বন্ধে তাঁহারা কোনওরূপ উচ্চবাচ্য করিতেন না। এক্ষণে প্রভুর কৃপায় তাঁহাদের চিত্তের অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ায় তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন—সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা

মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল।
মুখ্যার্থ লাগাইল প্রভু সূত্রসকল—॥ ১৩০
বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্।
ষড়্‌বিধ-ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ পরতত্ত্বধাম ॥ ১৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অপেক্ষা পরমার্থের মর্য্যাদা অনেক বেশী: সম্প্রদায়ের মর্য্যাদার অনুরোধে পরমার্থকে উপেক্ষা করিলে তাঁহাদের পক্ষে আত্মবঞ্চনাই হইবে। তাই, তাঁহারা অকপটে হৃদয়ের কথা খুলিয়া বলিলেন।

১৩০। এপর্য্যন্ত শঙ্করাচার্য্যের গৌণার্থ-খণ্ডনের নিমিত্ত প্রসঙ্গক্রমে যতটুকু মুখ্যার্থ ব্যক্ত করার প্রয়োজন হইয়াছিল, ততটুকুই প্রভু ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে, স্বতন্ত্রভাবে বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ করিবার নিমিত্ত সন্ন্যাসিগণ প্রভুকে অনুরোধ করিলে তিনি সূত্র সকলের ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইলেন যে, মুখ্যা বা অভিধা-বৃত্তিতেই সকল সূত্রের অর্থ করা যায়, লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করিয়া বেদের স্বতঃপ্রমাণতার হানি করিতে হয় না। নিম্ন-পয়ার-সমূহে দিগ্‌দর্শনরূপে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রের অন্তর্গত ব্রহ্মশব্দের প্রভুকৃত ব্যাখ্যা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে।

১৩১। ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ করিতেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৬ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বৃহদ্‌বস্তু ইত্যাদি—বৃংহতি (যিনি নিজে বড় হয়েন) বৃংহয়তি চ (এবং অপরকেও বড় করিতে পারেন, তিনি) ইতি ব্রহ্ম। এইরূপে মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিতে ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ করিলে দেখা যায়—বৃহত্তম বস্তুই ব্রহ্ম ; যিনি স্বরূপে, শক্তিতে—শক্তির সংখ্যায় এবং প্রত্যেক শক্তির কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তিনি ব্রহ্ম। "বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ। বিষ্ণুপুরাণ। ১।১২।৫৭॥ ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ—তত্ত্ব সর্ব্ববৃহত্তম। স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি নাহি যার সম॥ ২।২৪।৫৩॥" বৃহত্তম তত্ত্ব বলয়। এই ব্রহ্ম "সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বসাক্ষী পরম স্বরূপ। ২।২৪।৫৬॥ আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ। শ্রীভাঃ ১১।২।৪৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী॥" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—"বৃহত্ত্বাৎ অতিশয়-বস্তুত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ সর্ব্বাশ্রয়ত্বাৎ স্বরূপবিস্তারকত্বাৎ মাতৃত্বাৎ জগদ্‌যোনিত্বাৎ—তিনি অতিশয় বস্তু বলিয়া, সর্ব্বাশ্রয় বলিয়া, স্বরূপ-বিস্তারক বলিয়া এবং জগতের মূল বলিয়া ব্রহ্মই পরমাত্মা।" শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম শ্লোকের টীকায় ব্রহ্ম-শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"সর্ব্বত্র বৃহত্ত্বগুণ-যোগেন হি ব্রহ্ম-শব্দঃ প্রবৃত্তঃ। বৃহত্ত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানধিকাতিশয়ঃ সোঽস্য মুখ্যার্থঃ। অনেন চ ভগবানেবাভিহিতঃ। স চ স্বয়ং ভগবত্ত্বেন শ্রীকৃষ্ণ এবেতি। তস্য ধ্যেয়স্য সবিশেষত্বং মূর্ত্তিমত্ত্বম্।—সর্ব্বত্র বৃহত্ত্ব-গুণ-যোগেই ব্রহ্মশব্দের প্রবৃত্তি। স্বরূপে বৃহৎ এবং গুণসমূহে বৃহৎ—এসব বিষয়ে ব্রহ্মের সমানও কেহ নাই, ঊর্দ্ধেও কেহ নাই। ইহাই ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ। এই মুখ্যার্থে ভগবান্‌ই অভিহিত হইতেছেন; ভগবত্তায়ও বৃহত্তম বলিয়া ব্রহ্ম-শব্দে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। তিনি সবিশেষ; মূর্ত্তিমান্।"

ষড়্‌বিধ-ঐশ্বর্য্যপূর্ণ—১০৬ পয়ারে "চিদৈশ্চর্য্য-পরিপূর্ণ" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **পরতত্ত্ব**—বৃহত্তম বস্তু বলিয়া ব্রহ্মই পরতত্ত্ব; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। **ধাম**—আশ্রয় ; ব্রহ্মই সর্ব্বাশ্রয়-তত্ত্ব।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের পরে গোপাল-তাপনী-শ্রুতির নিম্নলিখিত শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায় :—

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং মৌলিমালাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥

অনুবাদ। যাঁহার নয়ন প্রফুল্লকমলের ন্যায় আয়ত, যাঁহার বর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামল, যাঁহার বস্ত্র বিদ্যুতের ন্যায় পীত, যিনি দ্বিভুজ, যিনি মালা-বেষ্টিত মুকুট ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি বনমালী, সেই ঈশ্বর (শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি)।

এই শ্লোকটী এস্থলে থাকার কোনও হেতু দেখা যায় না ; সম্ভবতঃ এজন্যই অধিকাংশ গ্রন্থেই ইহা নাই। যে গ্রন্থে আছে, সেই গ্রন্থে এইরূপে শ্লোকটীর সার্থকতা দেখান যাইতে পারে—ব্রহ্ম-শব্দে যে শ্রীভগবান্‌কে বুঝায়, তাঁহার রূপ-বর্ণনা করার নিমিত্ত উক্ত শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর—নাহি মায়াগন্ধ ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে 'সম্বন্ধ' ॥ ১৩২

তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি ।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥ ১৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১৩২ । **স্বরূপ ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি**—তাঁহার স্বরূপও চিন্ময়, তাঁহার ঐশ্বর্য্যও চিন্ময় ; তাঁহার স্বরূপ হইল চিদানন্দময়, তাই মায়াগন্ধহীন । তাঁহার ঐশ্বর্য্য হইল তাঁহার চিচ্ছক্তির বিকার ; তাই তাহাও মায়াগন্ধহীন ।

মায়াগন্ধ—মায়ার সম্বন্ধ । অদ্বৈতবাদীরা ভগবদ্-বিগ্রহকে মায়িক এবং ভগবানের ঐশ্বর্য্যাদিকেও মায়িক বলিয়া থাকেন ; এই পয়ারার্দ্ধে অদ্বৈতবাদীদের তত্তদুক্তিরও খণ্ডন করা হইল । ১০৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

ভগবান্—সবিশেষ, সাকার ব্রহ্ম । **সম্বন্ধ**—প্রতিপাদ্য বা আলোচ্য বিষয় । **সকল বেদের ইত্যাদি**—কেবল বেদান্তসূত্রের নহে, সমস্ত বেদেরই মূল প্রতিপাদ্য বস্তু হইলেন ভগবান্ বা সবিশেষ এবং সাকার ব্রহ্ম—যাঁহার স্বরূপও চিন্ময়, ঐশ্বর্য্যও চিন্ময় এবং যিনি মায়াতীত বস্তু ।

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি ।"-ইত্যাদি কঠোপনিষদ্বাক্য, "ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমাস্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি । সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগমব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে" । ইত্যাদি-পদ্মপাতালখণ্ডবচন (৯৩।২৬ শ্রীচৈ, চ, ২।২০।১৫ শ্লো) । "কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ । ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥ মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্ ॥" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতবচন (১১।২১।৪২-৪৩ ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২০।১৬-১৭), "ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে । নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ॥ কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্ ॥" ইত্যাদি গোপালতাপনীশ্রুতিবাক্য এবং "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ।" ইত্যাদি (১৫।১৫॥) গীতাবাক্যই প্রমাণ করিতেছে যে, পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বেদপ্রতিপাদ্য সম্বন্ধতত্ত্ব । ব্রহ্মসূত্রের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রেই বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তুর কথা বলা হইয়াছে এবং তৎপরবর্ত্তী "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই দ্বিতীয় সূত্রেই সেই ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্টিকর্তৃত্বের—সুতরাং সবিশেষত্বের বা ভগবত্তার—কথা বলা হইয়াছে ।

১৩৩ । **তাঁরে**—সমস্ত বেদ যাঁহাকে সাকার, সবিশেষ, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মকে । **নির্ব্বিশেষ**—নিরাকার, নিঃশক্তিক, নির্গুণ, কেবল সত্তামাত্রে অবস্থিত । **চিচ্ছক্তি না মানি**—ব্রহ্মের যে চিচ্ছক্তি আছে, তাহা স্বীকার না করিয়া ।

কেবল বেদান্ত নহে, সমস্ত বেদই তাঁহাকে সবিশেষ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং তাঁহার চিচ্ছক্তি আছে বলিয়াও প্রতিপাদন করিয়াছেন—সেই ব্রহ্মের চিচ্ছক্তি না মানিয়া শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে নির্ব্বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন ।

শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্যের উদ্দেশ্যই ছিল, ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপন্ন করা । শক্তি স্বীকার করিলে নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপন্ন করা যায় না ; তাই তিনি শক্তি স্বীকার করেন নাই—যদিও শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই ব্রহ্মের নিত্যা অবিচ্ছেদ্যা স্বাভাবিকী স্বরূপগতা শক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ । শ্বেতাশ্বতর ॥" "এষ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ সর্ব্বজ্ঞ এষ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥"-ইত্যাদি কঠোপনিষদ্বাক্য এবং "জন্মাদ্যস্য যতঃ"-ইত্যাদি বেদান্তসূত্রও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে । **শ্রুতিতে** ব্রহ্মের সবিশেষত্বসূচক অসংখ্য বাক্য আছে ; কিন্তু নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপনের আগ্রহাতিশয্যে **শ্রীপাদশঙ্কর যে সমস্ত** শ্রুতিবাক্যের পারমার্থিক মূল্য নাই বলিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছেন ।

অর্দ্ধস্বরূপ—অর্দ্ধেক তত্ত্ব ; স্বরূপের ও শক্তির পূর্ণতায় ব্রহ্মের পূর্ণতা । **শঙ্করাচার্য্য কেবল স্বরূপমাত্র স্বীকার** করিয়াছেন ; কাজেই ব্রহ্মতত্ত্বের এক অর্দ্ধেক মাত্র (স্বরূপ মাত্র) তিনি স্বীকার করিলেন, অপর অর্দ্ধেক (শক্তি)

ভগবান্-প্রাপ্তিহেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি—কৃষ্ণ-প্রাপ্তির সহায় ॥ ১৩৪

সেই সর্ব্ববেদের 'অভিধেয়' নাম।
সাধন-ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম ॥ ১৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্বীকার করেন নাই। তাহাতে ব্রহ্মের **পূর্ণতা হয় হানি**—পূর্ণতার হানি হইয়াছে। শক্তিহীন ব্রহ্মে শক্তি নাই বলিয়া তাঁহাকে পূর্ণতত্ত্ব বা পরতত্ত্ব বলা যায় না।

১৩৪। মহাপ্রভু বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার যাথার্থ্য দেখাইবার নিমিত্ত পূর্ব্ব-পয়ারে বলা হইয়াছে—কেবল বেদান্তেরই প্রতিপাদ্য ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ নহেন; পরন্তু সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্যও (সম্বন্ধও) তাহাই। এক্ষণে আবার বলিতেছেন—কেবল সম্বন্ধতত্ত্ব-বিষয়েই যে বেদান্তের এবং সমস্ত বেদের মুখ্যার্থে ঐক্য আছে, তাহা নহে—অভিধেয় এবং প্রয়োজন-তত্ত্ব-বিষয়েও ঐক্য আছে। মুখ্যার্থে বেদান্ত-সূত্রেরই ব্যাখ্যা করা যাউক, কি সমস্ত বেদেরই ব্যাখ্যা করা যাউক—সর্ব্বত্রই দেখা যাইবে যে, সাধন-ভক্তিই অভিধেয় (ভগবৎ-প্রাপ্তি-বিষয়ে কর্ত্তব্য) এবং প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রয়োজন। মুখ্যার্থে সমস্ত বেদের সহিত বেদান্তের ঐক্য থাকাতে এই মুখ্যার্থ ই সুসঙ্গত—ইহাই সূচিত হইতেছে।

১৩৪—১৩৫ পয়ারে অভিধেয়ের কথা বলিতেছেন।

ভগবান্ প্রাপ্তিহেতু—ব্রহ্ম-শব্দের বাচ্য যে ভগবান্, সেই ভগবানের প্রাপ্তির নিমিত্ত; ভগবানের প্রাপ্তি বলিতে ভগবানের সেবাপ্রাপ্তি বুঝায়। **শ্রবণাদি ভক্তি**—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা সাধনভক্তি। **কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়**—শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তিই কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির সহায়। (পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৩৫। **সেই**—সেই শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তিই। **অভিধেয়**—কর্ত্তব্য; অভীষ্টবস্তু পাওয়ার নিমিত্ত যাহা করিতে হয়। **সর্ব্ববেদের অভিধেয় নাম**—(সেই সাধন-ভক্তিকেই) সমস্ত বেদ অভিধেয় বলিয়া কীর্ত্তন করে সমস্ত বেদ ইহাই বলে যে—ভগবৎ-সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তিই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। বেদান্ত সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদেও অভিধেয়-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে এবং সাধনভক্তিই যে অভিধেয়, তাহাও সূত্রের মুখ্যার্থ দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। গোবিন্দভাষ্যের প্রারম্ভেই লিখিত হইয়াছে "অথাস্মিন্ পাদে প্রাপ্যানুরাগ হেতুভূতা ভক্তিরুচ্যতে।"

পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধতত্ত্ব। জীবের সহিত তাঁহার একটা নিত্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে; কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব সেই সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া গিয়া মায়ার কবলে আত্মসমর্পণ করিয়া জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি ত্রিতাপজ্বালাদির ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত। এই জন্মমৃত্যুর এবং ত্রিতাপজ্বালাদির হাত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে উক্ত নিত্য সম্বন্ধের স্মৃতিকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন। ব্রহ্মের উপাসনাদ্বারাই সেই স্মৃতি জাগ্রত হইতে পারে। তাই শাস্ত্রে ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে (১।৭।১২১ পয়ারে টীকা দ্রষ্টব্য)। এই উপাসনার কথাই অভিধেয়-তত্ত্বের কথা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ আমাকে পাইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ৭।১৬॥" শ্রুতিও বলেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ বিভেতি কুতশ্চন।—ব্রহ্মের আনন্দ অনুভূত হইলে ভয়ের সম্ভাবনা থাকেনা। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিও বলেন—জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।—ভগবানকে জানিলেই সকল পাশ নষ্ট হয়। পাশ-ক্লেশ নষ্ট হইলেই জন্মমৃত্যুরও ব্যাঘাত জন্মে।" "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়েতি পুরুষসূক্তে—পুরুষসূক্ত হইতে জানাযায়, তাঁহাকে জানিলেই জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া যায়, ইহার আর অন্য পন্থা নাই।" কিন্তু তাঁহাকে জানিবার উপায় কি? শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ—একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমাকে জানা যায়।" গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "ভক্ত্যা মামভিজানাতি—ভক্তিদ্বারা আমাকে সম্যক্-রূপে জানাযায়।" শ্রুতিও বলেন—"ভক্তিরেব এনং নয়তি ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব গরীয়সী। মাঠর শ্রুতিঃ॥" বেদান্তও একথাই বলেন। "বিদ্যৈব তু তন্নির্দ্ধারণাৎ ॥ ৩।৩।৪৮ সূত্র ॥—বিদ্যাই মুক্তির

একমাত্র কারণ।" এই সূত্রে বিদ্যা-শব্দের অর্থ হইল জ্ঞানপূর্ব্বিকাভক্তি। "বিদ্যাশব্দেনেহ জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তিরুচ্যতে। বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীতেত্যাদৌ তাদৃশ্যাস্তস্যাঃ তত্ত্বাভিধানাৎ। গোবিন্দভাষ্য।" সূত্রস্থ তু-শব্দ শঙ্কাচ্ছেদার্থক। একমাত্র বিদ্যাই মোক্ষহেতু, কর্ম্ম বা বিদ্যাকর্ম্ম নয়। তু-শব্দ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। বিদ্যৈব মোক্ষহেতুর্ন তু কর্ম্ম। ন চ সমুচ্চিতে বিদ্যাকর্ম্মণী। কুতঃ তদিতি। তমেব বিদিত্বেত্যাদৌ তস্যাস্তত্ত্বাবধারণাৎ। গোবিন্দভাষ্য।" কর্ম্মের ফলে ইহকালের এবং পরকালের সুখ-ভোগমাত্র পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাতে সংসার-বন্ধন ঘুচেনা। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকে বিশন্তি" এই গীতাবাক্য এবং "যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। আর জ্ঞানের সাধন সম্বন্ধে বক্তব্য এইযে, ভক্তিসমন্বিত জ্ঞানই মোক্ষসাধক; ভক্তিবিরহিত জ্ঞান কোনও ফল দিতে পারেনা। "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্। শ্রী, ভা ১।৫।১২॥" শ্রুতিও বলেন—কেবলমাত্র তাঁহার কৃপাতেই তাঁহাকে জানা যায়, অন্য কোনও উপায়েই তাঁহাকে জানা যায় না। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ ইত্যাদি। মুণ্ডক। ৩।২।৩॥" গীতাও বলেন—ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং তত্ত্বেন প্রবিষ্টুং চ পরন্তপ॥ ১১।৫৪॥—একমাত্র অনন্যভক্তিদ্বারাই আমাকে জানিতে, আমাকে দর্শন করিতে এবং আমার ব্রহ্মস্বরূপে প্রবেশ করিতে (সাযুজ্যমুক্তি পাইতে) পারা যায়।" এই শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"যদি নির্ব্বাণমোক্ষেচ্ছা ভবেৎ তদা তত্ত্বেন ব্রহ্মস্বরূপত্বেন প্রবেষ্টুমপি অনন্যয়া ভক্ত্যৈব শক্যো নান্যথা।" গীতার এই শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইল—জ্ঞানমার্গের সাধকের পক্ষেও ভক্তির কৃপা অপরিহার্য্য। সুতরাং ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়।

নববিধা সাধনভক্তির কথা বেদেও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, (১) শ্রবণ সম্বন্ধে। সে দু শ্রবোভির্যুজ্যং চিদভ্যসৎ॥ ঋগ্বেদ।১।১৫৬।২॥—পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর যশঃকথা কর্ণদ্বারা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পাওয়ার অভ্যাস করুক। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের কথা বেদান্তসূত্রেও দৃষ্ট হয়। "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।৪।৪,১॥" (২) কীর্ত্তন সম্বন্ধে। "বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যানি প্রবোচন। ঋক্ ১।১৫৪।১—আমি এখন শ্রীবিষ্ণুর লীলাকীর্ত্তন করিতেছি। তত্তদিদস্য পৌংস্যং গৃণীমসীনস্য ত্রাতুরবৃকস্য মীলহুষঃ॥ ঋক্। ১।১৫৫।৪।—ত্রিভুবনেশ্বর, জগৎরক্ষক, কৃপালু, সর্ব্বেচ্ছাপরিপূরক ভগবান্ বিষ্ণুর চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি। ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ঋক্। ১।১৫৬।৩॥—হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎস্বরূপ, স্বপ্রকাশরূপ; তাই এই নামের সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র জানিয়াও কেবল নামের অক্ষর মাত্রের উচ্চারণের প্রভাবেও তোমাবিষয়িণী ভক্তি লাভ করিতে পারিব। বর্দ্ধস্ব ত্বা সুষ্টুতয়ো গিরো মে। ঋক্। ৭।৯৯।৭॥—হে বিষ্ণো, তোমার স্তুতিবাচক আমার বাক্য তুমি সুষ্টুরূপে বর্দ্ধিত কর।" (৩) স্মরণসম্বন্ধে। "প্রবিষ্ণবে শুষমেতু মন্ম গিরিক্ষিত উরুগায়ায় বৃষ্ণে। ঋক্। ১।১৫৪।৩॥—উরুগায় ভগবানে আমার স্মরণ বলবৎ হউক।" (৪) পাদসেবন॥ "যস্য ত্রীপূর্ণা মধুনা পদান্যক্ষীয়মানা স্বধয়া মদন্তি॥ ঋক্। ১।১৫৪।৪॥—যে ভগবানের অক্ষয় এবং মাধুর্য্যমণ্ডিত তিন চরণ—(চরণের তিন বিন্যাস ভক্তকে) আনন্দিত করে" (৫) অর্চ্চনসম্বন্ধে। "প্র বঃ পান্তমন্ধসো ধিয়ায়তে মহে শূরায় বিষ্ণবে চার্চত॥ ঋক্। ১।৫৫।১॥—তোমরা সকলে মহান্ এবং শূরবীর বিষ্ণুর অর্চ্চনা কর॥ (৬) বন্দনসম্বন্ধে। "নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে। যজুর্ব্বেদ। ৩১।২০॥—পরম-সুন্দর ব্রহ্ম-বিগ্রহকে আমি নমস্কার করি।" (৭) দাস্যসম্বন্ধে। "তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥ ঋক্। ১।৫৬।৩॥—হে বিষ্ণো, আমি তোমার সুমতির (কৃপার) ভজন করি।" (৮) সখ্যসম্বন্ধে। "উরুক্রমস্য স হি বন্ধু রিত্থা বিষ্ণোঃ। ঋক্। ১।১৫৪।৫॥—তিনি উরুক্রম বিষ্ণুর বন্ধু বা সখা।" (৯) আত্মনিবেদন। "য পূর্ব্ব্যায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জানয়ে বিষ্ণবে দদাশতি॥ ঋক্। ১।১৫৬।২॥—যিনি অনাদি, জগৎস্রষ্টা, নিত্যনবায়মান ভগবান্‌কে (আত্ম)-নিবেদন করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নব-ভক্ত্যঙ্গ পূর্ব্বে বিষ্ণুতে অর্পিত হইয়া পরে

কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ। | কৃষ্ণবিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ ॥ ১৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুষ্ঠিত হইলে—অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রীতিনিমিত্তকভাবে অনুষ্ঠিত হইলে—ভক্তি বলিয়া গণ্য হয়।” গোপালতাপনী-শ্রুতিও বলেন—“ভক্তিরস্য ভজনম্। ইহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেন অমুষ্মিন্ মনসঃ কল্পনম্।—তাঁহার সেবাই ভক্তি। ইহকালের বা পরকালের সমস্ত সুখ-ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবলমাত্র তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁহার সেবাই ভক্তি।”

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, ভক্তিই মুখ্য অভিধেয়-তত্ত্ব।

১৩৬। এক্ষণে প্রয়োজন-তত্ত্বের কথা বলিতেছেন। যে উদ্দেশ্যে সাধন বা উপাসনা করা হয়, তাহাই প্রয়োজন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৫ পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে, জন্মমৃত্যু-ত্রিতাপজ্বালাদির ভয় হইতে উদ্ধার পাওয়ার উদ্দেশ্যেই উপাসনা। ইহাও বলা হইয়াছে যে, পরতত্ত্ব-বস্তু ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধের কথা জীব ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই তাহার সংসার-ভয় জন্মিয়াছে; সুতরাং ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধের স্মৃতি জাগ্রত করাই উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য। সংসারভীতি হইতে উদ্ধারের বাসনা সেই উপাসনার প্রবর্ত্তক মাত্র। উপাসনার প্রভাবে ভগবৎকৃপায় (যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ—এই শ্রুতিপ্রমাণবলে) যখন সম্বন্ধের স্মৃতি জাগ্রত হয় তখন বুঝা যায়—পরব্রহ্ম ভগবান অপেক্ষা আপন-জন জীবের আর কেহ নাই এবং তাহার সহিত জীবের সম্বন্ধটীও অতি মধুর; যেহেতু, সেই আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ ব্রহ্মও পরম-মধুর, তাঁহার মাধুর্য্যের সমান বা অধিক মাধুর্য্য আর কোথাও নাই (ন তৎ সমোহভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে—শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি); জীবের আস্বাদনের জন্য, সেই মাধুর্য্যভাণ্ডারের দ্বারা জীবকে বরণ করার জন্য রসঘনবিগ্রহ পরম-মধুর ব্রহ্মও বিশেষ আগ্রহান্বিত (যেহেতু, তিনি সত্যং শিবং সুন্দরম্)। ইহা যখন সাধক জীব বুঝিতে পারে, তখন আর জন্মমৃত্যু-ত্রিতাপজ্বালাদির ভয় হইতে উদ্ধার পাওয়ার বাসনা তাহার থাকে না, নিতান্ত আপন-জনভাবে, প্রাণ-মন-ঢালা প্রীতির সহিত তাঁহার সেবার জন্যই তখন সাধক-জীবের তীব্র লালসা জন্মে। পরম-মধুর রসস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই অকপট সাধকের চিত্তে ঐরূপ সেবা-বাসনা জন্মে। তাই, সাধকের কথা তো দূরে, মোক্ষপ্রাপ্ত মুক্তজীবগণও যে রসঘনবিগ্রহ পরমব্রহ্ম শ্রীভগবানের সেবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন, শ্রুতিতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় (পূর্ব্ববর্ত্তী ১।৭।৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই যে সেবাবাসনা, কেবলমাত্র রসঘনবিগ্রহ ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যেই সেবাবাসনা, তাহারই নাম প্রেম। তখন প্রেমই হয় সাধকের একমাত্র কাম্যবস্তু, একমাত্র পুরুষার্থ, একমাত্র প্রয়োজন। শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে, রসস্বরূপ পরতত্ত্ববস্তুকে পাইলেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনা চরমা-তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, জীব আনন্দী হইতে পারে (রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি), একমাত্র প্রেমসেবা দ্বারাই তাহা সম্ভব—রসস্বরূপকে পাওয়ার অর্থই হইতেছে, তাঁহাকে সেব্যরূপে পাওয়া। যাহা হউক, পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের রসস্বরূপত্বের, আনন্দস্বরূপত্বের, মাধুর্য্যঘনবিগ্রহত্বের স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ এইরূপ সেবাবাসনা সাধক-জীবের চিত্তে জাগ্রত হইলেও, ইহার মুখ্যকারণ হইল কিন্তু তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধ—নিত্য অচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ। জীবের সহিত ব্রহ্মের এইরূপ সম্বন্ধ না থাকিলে ব্রহ্মের স্বরূপগত ধর্ম্মও জীবের উপর কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। এই সম্বন্ধের জ্ঞান জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিলেই রসস্বরূপ শ্রীভগবানের আকর্ষকত্ব জীবকে বিচলিত করিয়া তোলে—তাঁহার সেবার জন্য। এই সেবাবাসনা সম্বন্ধের জ্ঞান হইতেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত, ইহার পশ্চাতে জন্মমৃত্যু-ত্রিতাপজ্বালাদির ভয় হইতে উদ্ধারের বাসনার স্থান নাই। বস্তুতঃ জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের সহিত এই সেবাবাসনারও নিত্যসম্বন্ধ—অগ্নির সহিত অগ্নির জ্যোতির বা দাহিকাশক্তির ন্যায়। মায়াবদ্ধ অবস্থায় সম্বন্ধের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে বলিয়া এই বাসনাও প্রচ্ছন্ন থাকে—কোনও প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ প্রদীপের জ্যোতি যেমন বাহিরে প্রকাশ পাইতে পারে না, তদ্রূপ। কিন্তু ভগবৎ-কৃপায় এই সম্বন্ধের জ্ঞান যখন উদিত হয়, উজ্জ্বল হয়, তখন ঐ সেবাবাসনাও আপনা-আপনিই স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া সাধকের চিত্তকে সমুজ্জ্বল করিয়া তোলে—সূর্য্যের উদয়ে তাহার কিরণজাল যেমন সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া

পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন ।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন ॥ ১৩৭

প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্ত বশ ।
প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণসেবাসুখরস ॥ ১৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তোলে। জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ যেমন স্বরূপগত, স্বাভাবিক, তদ্রূপ এই সম্বন্ধের সহিতও সেবাবাসনার সম্বন্ধ স্বরূপগত, স্বাভাবিক—সূর্য্যের সহিত সূর্য্যরশ্মির যেরূপ সম্বন্ধ, জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের সহিতও এই সেবাবাসনার তদ্রূপ সম্বন্ধ এই সেবাবাসনা জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধেরই একটা ধর্ম্ম। আলোকহীন সূর্য্যের যেমন কোনও অর্থ ই নাই, তদ্রূপ এই সেবাবাসনাহীন সম্বন্ধজ্ঞানেরও কোনও অর্থ ই হয় না। "প্রদীপ আন" বলিলে যেমন আলোক আনাই বুঝা যায়, তদ্রূপ জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের স্মৃতিকে জাগ্রত করা বলিলেই সেবাবাসনাকে জাগ্রত করাই বুঝায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের স্মৃতিকে জাগ্রত করাই উপাসনার উদ্দেশ্য; এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—জীবের চিত্তে রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের সেবাবাসনাকে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত করানই উপাসনার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—এই সেবাবাসনাই প্রেম; সুতরাং প্রেমই হইল উপাসনার বা উপাসকের প্রয়োজন। এই সেবাবাসনা জীব-ব্রহ্মের-মধ্যে সম্বন্ধেরই স্বরূপগত ধর্ম্ম বলিয়া স্বতঃস্ফূর্ত্ত বা স্বাভাবিক—সুতরাং অহৈতুকী; তাই ইহাই উপাসনার বা উপাসক-জীবের মুখ্য এবং একমাত্র পুরুষার্থ বা কাম্যবস্তু। এজন্যই প্রেমকে মুখ্য-প্রয়োজন তত্ত্ব-বলা হয়। ১।৭।৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এস্থলে যাহা বলা হইল, ব্রহ্মসূত্রের "সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাত্তথা হ্যন্যে।"-এই ৩।৩।২৮ সূত্রের তাৎপর্য্যও তাহাই। এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে আছে—"সম্পরায়ো ভগবান্ সংপরায়ন্তি তত্ত্বানি অস্মিন্ ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। তদ্বিষয়কঃ প্রেমা সাম্পরায়ঃ কথ্যতে। তত্রভব ইত্যণ্ স্মরণাৎ। তস্মিন্ সতি ঐচ্ছিকস্তত্ত্ববিমর্শঃ ন নিয়তঃ। কুতঃ তর্ত্তব্যাভাবাৎ। তদানীং তেন তরণীয়স্য ছেত্তব্যস্য পাশস্য অভাবাৎ। তথা হি অন্যে বাজসনেয়িনঃ পঠন্তি। তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ ইত্যাদি।" এই ভাষ্যের স্থূল তাৎপর্য্য এইরূপ—যাঁহাতে সমস্ত তত্ত্ব মিলিত হয়, তিনিই সম্পরায়; ইহাই সম্পরায়-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। সমস্ত তত্ত্বের মিলন হয় পরব্রহ্ম-ভগবানে; সুতরাং সম্পরায়-শব্দে ভগবান্‌কেই বুঝায়। সম্পরায়-শব্দবাচ্য ভগবদ্বিষয়ক প্রেমকেই সাম্পরায় বলে। চিত্তে প্রেম জাগ্রত হইলে ভগবচ্চিন্তা হইয়া পড়ে ঐচ্ছিকী—অর্থাৎ ভগবানের—তাঁহার রূপগুণাদির—চিন্তা ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ের চিন্তা মনে জাগে না; অন্য কোনও বিষয়ের চিন্তা দ্বারা প্রেমোদ্ভূতা বাসনা নিয়ন্ত্রিত হয় না; যে হেতু, এখন সংসার পাশ হইতে উত্তরণের বাসনা থাকে না (তর্ত্তব্যাভাবাৎ—প্রেম বা সেবাবাসনা চিত্তে জাগ্রত হইলে অন্য সমস্ত বাসনা চিত্ত হইতে অপসৃত হইয়া যায়, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়); বস্তুতঃ, তখন সংসার-পাশই থাকে না; প্রেমের আবির্ভাবে সমস্ত বন্ধন দূরীভূত হয়। এইরূপ উক্তির অনুকূলে ভাষ্যকার শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন। প্রেমের আবির্ভাব হইলে ভগবৎ-সেবাবাসনা যে স্বাভাবিকী হইয়া পড়ে, তাহাই এই বেদান্ত-সূত্রে বলা হইল। তাহাতেই প্রেমের প্রয়োজন-তত্ত্বত্ব সিদ্ধ হইল।

পূর্ব্বে অভিধেয়-তত্ত্ব-বর্ণন প্রসঙ্গে যে সাধন-ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহারই পরিপক্ক অবস্থার নাম প্রেম।

সাধনভক্তি ইত্যাদি—সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে, সেই শুদ্ধচিত্তে প্রেমের উদয় হয়।

কৃষ্ণের চরণে ইত্যাদি—প্রেম জন্মিলে কি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা বলিতেছেন। কৃষ্ণপ্রেম চিত্তে উদিত হইলে শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয় হইতে সাধকের আসক্তি তিরোহিত হয়, কৃষ্ণব্যতীত অন্য কোনও বস্তুতেই তাঁহার আসক্তি থাকে না

অনুরাগ—প্রেম। **রাগ**—আসক্তি।

১৩৭—১৩৮। কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা বর্ণন করিতেছেন। **পঞ্চম পুরুষার্থ**—১।৭।৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন নাম।
এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান ॥ ১৩৯
এইমত সবসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া— ॥ ১৪০
বেদময় মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈনু নিন্দন ॥ ১৪১
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন।
কৃষ্ণকৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥ ১৪২
এইমত তা সভার ক্ষমি অপরাধ।
সবাকারে কৃষ্ণনাম করিলা প্রসাদ ॥ ১৪৩
তবে সব সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া।
ভিক্ষা করিলেন সভে মধ্যে বসাইয়া ॥ ১৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মহাধন—যদ্দ্বারা অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যায়, তাহাকে ধন বলে; সর্ব্বাপেক্ষা অভীষ্ট যে বস্তু, তাহা যদ্দ্বারা পাওয়া যায়, তাহাকে মহাধন বলা যায়। প্রেম লাভ হইলে সর্ব্ব-বৃহত্তম তত্ত্ব যে শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়; তাই প্রেমকে মহাধন বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার অর্থ—শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ—যাহার ফলে রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য-রস আস্বাদন করা যায়। **কৃষ্ণের মাধুর্য্য** ইত্যাদি—প্রেমলাভ হইলে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যরস আস্বাদন করা যায়। **প্রেমাহৈতে** ইত্যাদি—প্রেমের প্রভাবে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত স্বীয় প্রেমবান্ ভক্তের বশীভূত হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর এবং পরম-স্বতন্ত্র হইয়াও প্রেমের একান্ত অধীন; তাই, যে ভক্তের মধ্যে প্রেম আছে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়েন। **কৃষ্ণসেবাসুখরস**—শ্রীকৃষ্ণের সেবাজনিত সুখ, যাহা রসরূপে পরম-আস্বাদনের বস্তু।

১৩৯। ব্রহ্ম-শব্দবাচ্য স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ (প্রতিপাদ্য)-তত্ত্ব, তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত সাধন-ভক্তিই অভিধেয়-তত্ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমই প্রয়োজনতত্ত্ব—মুখ্যার্থে বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যা করিলে দেখা যাইবে, ঐ তিনটী তত্ত্বেই বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা পর্য্যবসিত অর্থাৎ বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ হইতে ঐ তিনটী তত্ত্বই পাওয়া যায়।

১৪০-১৪১। **এই মত**—পূর্ব্বোক্ত মত; মুখ্যার্থ-সম্মত।

বেদময়মূর্ত্তি—বেদই মূর্ত্তি যাঁহার; যাহা হইতে বেদের উদ্ভব হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্য। **সাক্ষাৎ নারায়ণ**—বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে শ্রীমন্ মহাপ্রভু এমন এক মহিমা প্রকটিত করিলেন, যাহা উপলব্ধি করিয়া সন্ন্যাসিগণের অনুভব হইল যে, প্রভু সামান্য সন্ন্যাসী মাত্র নহেন পরন্তু তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ—অপর কেহ নহেন। সাক্ষাৎ-নারায়ণ বলিয়া উপলব্ধি হওয়াতেই তাঁহাকে বেদময়মূর্ত্তি বলা হইয়াছে; কারণ, নারায়ণ হইতেই বেদের উৎপত্তি। "বেদময়"-শব্দ হইতে ইহাও সূচিত হইতেছে যে "তোমা হইতে বেদের উদ্ভব; সুতরাং বেদান্তের অর্থ তুমি যাহা বলিবে, তাহাই প্রামাণ্য।"

ক্ষম অপরাধ ইত্যাদি—সামান্য সন্ন্যাসী মাত্র মনে করিয়া আমরা (সন্ন্যাসিগণ) তোমার অনেক নিন্দা করিয়াছি; তাহাতে আমাদের বিস্তর অপরাধ হইয়াছে; তুমি কৃপা করিয়া আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর।

১৪২। সন্ন্যাসীদের অনুনয়ে প্রভু তাঁহাদের অপরাধ ক্ষমা করিলেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); তাই তাঁহাদের মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল—পূর্ব্বে প্রভুর নিন্দা করিতেন, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের নিন্দা করিতেন; কিন্তু এখন হইতে সন্ন্যাসিগণ প্রভুকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন এবং নিজেরাও "কৃষ্ণ-কৃষ্ণ" বলিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

১৪৩। **তা সভার**—কাশীবাসী সমস্ত সন্ন্যাসীর।

কৃষ্ণনাম ইত্যাদি—তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া কৃষ্ণনাম উপদেশ দিলেন; সকলকে কৃষ্ণনাম-রূপ প্রসাদ (অনুগ্রহ) করিলেন; তাঁহাদের অপরাধ দূরীভূত হইলে তাঁহাদের চিত্তে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হইল। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ।

১৪৪। **তবে**—প্রভুকর্ত্তৃক বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যানের পরে।

ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর।
হেন চিত্র লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ ১৪৫
চন্দ্রশেখর তপনমিশ্র সনাতন।
শুনি দেখি আনন্দিত সভাকার মন ॥ ১৪৬
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী।
প্রভুর প্রশংসা করে সর্ব্ব বারাণসী ॥ ১৪৭
বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পুরী সহ সর্ব্বলোক হৈল মহাধন্য ॥ ১৪৮
লক্ষলক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
মহাভিড় হৈল, দ্বারে নারে প্রবেশিতে ॥ ১৪৯
প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর-দরশনে।
লক্ষলক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে ॥ ১৫০
স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে।
তাহাঞি সকল লোক হয় মহাভিড়ে ॥ ১৫১
বাহু তুলি বোলে প্রভু—বোল হরিহরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি ॥ ১৫২
লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন।
বৃন্দাবনে পাঠাইলেন শ্রীসনাতন ॥ ১৫৩
রাত্রি দিবসে লোকের দেখি কোলাহল।
বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল ॥ ১৫৪
এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিল ইহাঁ প্রসঙ্গ পাইয়া ॥ ১৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভিক্ষা করিলেন—(মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের গৃহে) আহার করিলেন। বুঝা যাইতেছে, আহারের পূর্ব্বেই বেদান্ত-সম্বন্ধে বিচার হইয়াছিল এবং আহারের পূর্ব্বেই প্রভু কৃপা করিয়া সন্ন্যাসিগণকে কৃষ্ণ-নাম উপদেশ করিয়াছিলেন।

১৪৫। **বাসা ঘর**—চন্দ্রশেখরের গৃহস্থিত বাসায়।

১৪৬। **সনাতন**—সনাতন-গোস্বামী। প্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে কাশীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তখন সনাতন-গোস্বামীও গৌড়ের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া কাশীতে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। মধ্যলীলার ১৯শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। **শুনি দেখি**—প্রভুর মুখে বেদান্তের ব্যাখ্যাদি শুনিয়া এবং তাঁহার মহিমায় মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের পরিবর্ত্তনাদি দেখিয়া।

১৪৭—১৫২। **সর্ব্ব বারাণসী**—বারাণসী (কাশী)-বাসী সমস্ত লোক। **বারাণসী পুরী**—কাশীনগরীতে। **দ্বারে**—প্রভুর বাসা চন্দ্রশেখরের বাড়ীর দ্বারে এত লোকের ভীড় হইয়াছিল যে, চন্দ্রশেখরের গৃহে প্রবেশের রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। **বিশ্বেশ্বর দরশনে**—বিশ্বেশ্বর-নামক শিবলিঙ্গের দর্শনার্থ (কাশীতে)।

চন্দ্রশেখরের গৃহে স্থান অতি সঙ্কীর্ণ; তাই বেশী লোক সেখানে যাইয়া প্রভুকে দর্শন করিতে পারিত না। বিশ্বেশ্বর দর্শন বা গঙ্গাস্নানের নিমিত্ত প্রভু যখন বাহির হইতেন, তখন অসংখ্য লোক রাস্তার উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহাকে দর্শন করিত, তাঁহার চরণে প্রণত হইত; প্রভুও দুইবাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া "হরি হরি বোল" বলিয়া সকলকে উপদেশ দিতেন; আর লোক সকল উচ্চ হরিধ্বনিতে আকাশ পাতাল নিনাদিত করিয়া দিত।

১৫৩—১৫৫। **লোক নিস্তারিয়া**—হরিনাম-উপদেশাদিদ্বারা কাশীবাসী লোকদিগকে উদ্ধার করিয়া। **চলিতে**—কাশী হইতে চলিয়া যাইতে। **বৃন্দাবনে ইত্যাদি**—শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীকে (তত্ত্বাদি শিক্ষাদানের পরে) শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। **নীলাচল**—শ্রীক্ষেত্রে। **আগে**—ভবিষ্যতে; মধ্যলীলায়।

প্রসঙ্গ পাইয়া—প্রসঙ্গক্রমে। কাশীবাসী-সন্ন্যাসীদিগের উদ্ধারলীলার বর্ণন এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য নহে এই পরিচ্ছেদে সেই লীলার একটু অংশমাত্র বিবৃত হইয়াছে, বাকী অংশ মধ্যলীলার পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। এই সপ্তম পরিচ্ছেদে যতটুকু বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও অপ্রাসঙ্গিকভাবে করা হয় নাই; ততটুকু বর্ণনা না করিলে এই পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় বিষয়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। এই পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় বিষয় হইতেছে পঞ্চতত্ত্ব এবং পঞ্চতত্ত্বের কার্য্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই পঞ্চতত্ত্বের একতম এবং প্রধানতম তত্ত্ব। প্রভুর সঙ্কল্প ছিল আপামর-সাধারণকে নির্ব্বিচারে প্রেমদান করা। পঞ্চতত্ত্ব মিলিয়া তাহা করিয়াছেন (১।৭।১৭-২৪)। প্রভু যে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সজ্জন-দুর্জ্জন পঙ্গু-জড়-অন্ধজন তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। (১।৭।২৩-২৬)। কিন্তু "মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ। নিন্দুক পাষণ্ড যত পঢ়ুয়া অধম ॥

এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈলা ধন্য ॥ ১৫৬
মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ ॥ ১৫৭
নিত্যানন্দগোসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তেঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে ॥ ১৫৮
আপনে দক্ষিণদেশে করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈলা কৃষ্ণ-নাম-প্রচারণ ॥ ১৫৯
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈলা ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈলা সভার নিস্তার ॥ ১৬০
এই ত কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্য-তত্ত্বজ্ঞান ॥ ১৬১
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিনজন।
শ্রীবাস গদাধর আদি যত ভক্তগণ ॥ ১৬২
সভাকার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার।
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্যবিহার ॥ ১৬৩
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৪

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পঞ্চতত্ত্বা-
খ্যাননিরূপণং নাম সপ্তমপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল। সেই বন্যা তা সবারে ছুঁইতে নারিল ॥ ১।৭।২৭২৮॥” তাঁদের উদ্ধারের জন্য—তাঁহাদিগকেও প্রেমদান করার জন্যই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন (১।৭।২৯—৩১)। সন্ন্যাসের পরে তাদের সকলেও আসিয়া প্রভুর পদানত হইয়া প্রেমলাভ করিয়া ধন্য হইলেন; কিন্তু কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ তখনও বাকী রহিয়া গেলেন (১।৭।৩৩—৩৭)। তাঁহাদিগকেও উদ্ধার না করিলে প্রভুর সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় না। তাই শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কাশীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া প্রভু তত্রত্য মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণকে উদ্ধার করিলেন এবং তাহাতেই পঞ্চতত্ত্বের কার্য্য পূর্ণতা লাভ করিল। কিরূপে প্রভু তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন, তাহারই মুখ্য অংশ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে—পঞ্চতত্ত্বের কার্য্যের অংশরূপে। এই অংশটী এই পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় পঞ্চতত্ত্বেরই কার্য্যের অঙ্গীভূত; তাই এই অংশটী বর্ণিত না হইলে এই পরিচ্ছেদের বর্ণনার বিষয়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত; পঞ্চতত্ত্বের কার্য্যের বর্ণনার প্রসঙ্গেই সন্ন্যাসী-উদ্ধার-লীলার কিছু অংশ এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে।

বাসুদেব-সার্ব্বভৌমও মায়াবাদী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার এবং কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে পার্থক্য ছিল। প্রভুর প্রতি সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের স্নেহ-প্রীতি ছিল, শ্রদ্ধা ছিল—যদিও প্রথমে সাধন-বিষয়ে উভয়ের লক্ষ্য ছিল পরস্পরবিরোধী। কিন্তু কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ ছিলেন প্রভুর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন; তাঁহারা সর্ব্বদাই প্রভুর নিন্দা করিতেন, অপর লোককে প্রভুর নিকট যাইতেও নিষেধ করিতেন। প্রভুর প্রতি তাঁহাদের এইরূপ তীব্র বিদ্বেষ ছিল বলিয়াই সার্ব্বভৌমের ন্যায় সহজে তাঁহারা প্রভুর পদানত হয়েন নাই; তাঁহারা প্রভুর সঙ্গে অনেক বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন: তাই তাঁহাদের উদ্ধারের কথা বর্ণন-প্রসঙ্গে এই পরিচ্ছেদের বেদান্ত-বিচারের কথাও কিছু কিছু গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন।

১৫৬। **এই পঞ্চতত্ত্বরূপে**—পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ইত্যাদি শ্লোকের উপসংহার করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত ২৬ পয়ারের সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয়। শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগদাধর ও শ্রীবাসাদি এই পঞ্চতত্ত্ব।

১৫৭। **মথুরায়**—মথুরায় ও মথুরার অন্তর্গত বৃন্দাবনে।

সেনাপতি—সৈন্য-সমূহের অধিপতি। যুদ্ধের সময় সেনাপতির আদেশানুসারে সৈন্য-সমূহ যুদ্ধ করিয়া থাকে। এই পয়ারে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে দুই সেনাপতি বলা হইয়াছে; ভক্তিবিরোধী কার্য্যের বিরুদ্ধে তাঁহারা যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিয়াছেন এবং ভক্তির রাজত্ব স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন: এই সমস্ত ভক্তিগ্রন্থের সাহায্যে সর্ব্বদেশের ভক্তি-প্রচারকগণ জনসাধারণকে উপদেশ দিয়া ভগবদুন্মুখ করিয়া থাকেন। এসমস্ত ভক্তি-প্রচারকগণ হইলেন সৈন্যসমূহ, শ্রীরূপ-সনাতন হইলেন তাঁহাদের সেনাপতি বা নায়ক এবং তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থাদি হইল সেনাপতির উপদেশ বা আদেশ।

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন পশ্চিম দেশের ভক্তি-বিরোধী মতসমূহ খণ্ডন করিয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

১৫৮। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন; প্রধানতঃ তিনিই বঙ্গদেশে ভক্তিপ্রচার করিয়াছেন ॥ **গৌড় দেশ**—বঙ্গদেশ।

১৫৯-১৬০। শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত দক্ষিণ-ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে নাম-প্রেম উপদেশ দিয়া ভক্তিপ্রচার করিয়াছেন।

আপনে—মহাপ্রভু নিজে। **দক্ষিণ দেশে**—দক্ষিণ-ভারতবর্ষে। **সেতুবন্ধ**—ভারতবর্ষের দক্ষিণ-সীমায় রামেশ্বর-নামক স্থান।

আদি-লীলা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নর্ত্ত্যতে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্॥ ১

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ ॥ ১
জয়জয় অদ্বৈত আচার্য্য কৃপাময়।
জয়জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয় ॥ ২
জয়জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
প্রণত হইয়া বন্দো সভার চরণ ॥ ৩
মূক কবিত্ব করে যা-সভার স্মরণে।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে, অন্ধ দেখে তারাগণে ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তং ভগবন্তং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণং চৈতন্যদেবং বন্দে নমামি। কীদৃশং? যদ্ যস্য শ্রীচৈতন্যদেবস্য ইচ্ছয়া ঈদৃক্‌রূপ অয়ং মাদৃশো জড়োঽপি চলচ্ছক্তি-হীনোঽপি লেখরঙ্গে লেখনরূপরঙ্গস্থলে চিত্রং যথা স্যাৎ তথা প্রসভং নৃত্যতে মূর্খোঽপি সন্ তল্লীলাবৈচিত্রীং বর্ণয়তীত্যর্থঃ। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের অপার করুণার কথা বর্ণন পূর্ব্বক তাঁহার ভজনীয়ত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে শ্রীগ্রন্থপ্রণয়ন-বিষয়ে বৈষ্ণবাদেশাদি বর্ণন করা হইয়াছে।

শ্লো। ১। **অন্বয়।** জড়ঃ (জড়—চলচ্ছক্তিহীন) অপি (ও) অয়ং (এই ব্যক্তি—গ্রন্থকার) যদিচ্ছয় (যাঁহার ইচ্ছায়) লেখরঙ্গে (লিখনরূপ রঙ্গস্থলে) প্রসভং (সহসা) চিত্রং (বিচিত্ররূপে) নৃত্যতে (নৃত্য করিতেছে) তং (সেই) ভগবন্তং (ভগবান্) চৈতন্যদেবং (শ্রীচৈতন্যদেবকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ। যাঁহার কৃপায় আমার ন্যায় জড় (চলচ্ছক্তিহীন) ব্যক্তিও লেখনরূপ রঙ্গস্থলে হঠাৎ বিচিত্ররূপে নৃত্য করিতেছেন, সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-দেবকে আমি বন্দনা করি। ১।

গ্রন্থকার এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্য-দেবের কৃপা বর্ণনা করিতেছেন; তিনি অত্যন্ত কৃপালু এবং অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন (ভগবান্ বলিয়া); নচেৎ আমার ন্যায় (গ্রন্থকারের ন্যায়) মূর্খ ব্যক্তিও কিরূপে তাঁহার বিচিত্র-লীলা বর্ণনা করিতে পারিতেছে? সম্পূর্ণরূপে চলচ্ছক্তিহীন ব্যক্তিকে রঙ্গস্থলে হঠাৎ বিচিত্র-নর্ত্তনে প্রবর্ত্তিত করাইতে হইলে যেমন অলৌকিকী শক্তির প্রয়োজন, আমার ন্যায় মূর্খ ব্যক্তিদ্বারা শ্রীচৈতন্য-দেবের লীলা বর্ণন করাইতে হইলেও তদ্রূপ অদ্ভুত শক্তির প্রয়োজন; শ্রীচৈতন্য-দেব কৃপা করিয়া সেই শক্তির প্রভাবেই আমাদ্বারা তাঁহার লীলা বর্ণন করাইতেছেন।

১-৩। এই তিন পয়ারে পঞ্চতত্ত্বের বন্দনা করিতেছেন।

৪। পঞ্চতত্ত্বের স্মরণের অদ্ভুত শক্তির কথা বলিতেছেন।

মূক—বোবা; যে কথা বলিতে পারে না। **কবিত্ব**—রসালঙ্কারময় বাক্যাদি-রচনায় বা রচনা করিয়া মুখে ব্যক্ত করার শক্তি। **পঙ্গু**—খোঁড়া। **গিরি লঙ্ঘে**—পর্ব্বত লঙ্ঘন করে। **অন্ধ**—দৃষ্টিশক্তিহীন।

পঞ্চতত্ত্বের স্মরণের এমনি অদ্ভুত প্রভাব—এমনই অলৌকিকী শক্তি যে—তাঁহাদের স্মরণ করিলে বোবা ব্যক্তিও মুখে মুখে কবিত্বময় বাক্য রচনা করিতে পারে; যে মোটে হাটিতে পারে না, সেও পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে পারে

এ সব না মানে যেই পণ্ডিত সকল ।
তা-সভার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল ॥ ৫
এ সব না মানে যেবা—করে কৃষ্ণভক্তি ।
কৃষ্ণকৃপা নাহি তারে—নাহি তার গতি ॥ ৬

পূর্ব্বে-যৈছে জরাসন্ধ আদি রাজগণ ।
বেদধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন ॥ ৭
কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে 'দৈত্য' করি মানি ।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে 'দৈত্য' তারে জানি ॥৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

(তাহার হাঁটিবার শক্তি হয়), আর যে অন্ধ, সেও আকাশে নক্ষত্র সকল দেখিতে পায়। পঞ্চতত্ত্বের কৃপায় অঘটন ঘটিতে পারে—বোবা কথা বলিতে পারে, অন্ধ দেখিতে পারে, খোঁড়া হাঁটিতে পারে।

৫। **এসব**—পঞ্চতত্ত্ব; অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের ঈশ্বরত্ব। পঞ্চতত্ত্বের বা ভগবৎকৃপার অলৌকিকী শক্তি।

ভেক-কোলাহল—ভেকের কোলাহলের তুল্য ব্যর্থ এবং বিপজ্জনক। ভেক যে কোলাহল করে, তাহাতে ভেকের কোনও লাভতো হয়ই না, বরং সেই কোলাহল শুনিয়া সাপ আসে এবং ভেককে সংহার করে। তদ্রূপ যাঁহারা পঞ্চতত্ত্বকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাদের অলৌকিকী শক্তিতে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা পণ্ডিত হইলেও তাঁহাদের পাণ্ডিত্য, তাঁহাদের বিদ্যাভ্যাস বা গ্রন্থাদির অধ্যয়ন সমস্তই নিরর্থক; তাহাতে তাঁহাদের কোনও লাভ তো হয়ই না, বরং, পাণ্ডিত্যাভিমান ও অধ্যয়নাভিমানবশতঃ তাঁহারা ভগবৎ-চরণে এমন কোনও এক অপরাধ করিয়া বসেন, যাহাতে তাঁহারা ক্রমশঃ শ্রীভগবান্ হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়েন।

৬। **এসব**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদি পঞ্চতত্ত্ব। **করে কৃষ্ণভক্তি**—শ্রীকৃষ্ণের ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করে।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদিকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন না, শ্রীকৃষ্ণভজনের অনুকূল ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেও তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইতে পারে না, তাঁহাদের উদ্ধারও নাই। (পরবর্ত্তী ১১ পয়ারের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে অভেদ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে না মানায় প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণকেই মানা হইল না। অথবা, রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; শ্রীরাধার ভাব ও কান্তিই—শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিশেষত্ব। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে মানেন না, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীরাধার ভাবকান্তির বৈশিষ্ট্যকেই মানিতেছেন না; ইহা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধার ভাব ও কান্তিরই অবমাননা বলিয়া রাধাগত-প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ এই অবমাননা উপেক্ষা করিতে পারেন না; তাই তাঁহাদের প্রতি তাঁহার-কৃপাও বিতরিত হয় না। পরবর্ত্তী পয়ারদ্বয়ে এই উক্তির অনুকূল দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

৭-৮। **পূর্ব্বে যৈছে**—যে প্রকার পূর্ব্বে (অর্থাৎ দ্বাপর-যুগে)। **জরাসন্ধ আদি**—জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণ; ইঁহারা বেদবিহিত কর্ম্মাদি করিতেন, বিষ্ণুকে ভগবান্ বলিয়াও মানিতেন এবং যথাবিধি বিষ্ণুর সেবাপূজাদিও করিতেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা মানিতেন না এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। তাই তাঁহারা দৈত্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তদ্রূপ, যাঁহারা বেদবিহিত কর্ম্মাদি করিয়া থাকেন, বিষ্ণুর সেবা-পূজাদিও করেন, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের ভজনের অনুকূল অনুষ্ঠানাদিও করেন, তাঁহারা যদি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভগবত্তা স্বীকার না করেন, তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারাও দৈত্য বলিয়াই পরিগণিত হইবেন। দৈত্য—অসুর। বিষ্ণুভক্তির বিপরীত স্বভাব যাহার, তাহাকে অসুর বলে। "বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈবঃ আসুরস্তদ্-বিপরীতঃ।"

যে ব্যক্তি সম্রাট্‌কে মানেনা, সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে যদি সম্রাটের প্রতিনিধি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের প্রতি খুব শ্রদ্ধাভক্তিও প্রদর্শন করে, তথাপি যেমন তাহাকে রাজদ্রোহীই বলা হয়, কখনও রাজভক্ত বলা হয়না—তদ্রূপ, যাহারা স্বয়ং-ভগবানের ভগবত্তা স্বীকার করেনা, তাহারা অন্য ভগবৎস্বরূপের সেবাপূজাদি করিলেও তাহাদিগকে ভক্ত বলা যাইবে না—অভক্ত—অসুরস্বভাবাপন্ন লোক বলিয়াই তাহারা খ্যাত হইবে। "গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়ার" মত তাহাদের সেবা-পূজাদি নিরর্থক।

মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
এই লাগি কৃপার্দ্র প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥৯
সন্ন্যাসি-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ, পাইবে নিস্তার ॥১০
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হৈলে তারে অসুরে গণন ॥১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯।১০। **মোরে না মানিলে** ইত্যাদি—ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি। তিনি বিবেচনা করিলেন—“আমি স্বয়ংভগবান্; আমাকে না মানলে—আমাকে প্রাকৃত মানুষ মনে করিয়া—আমার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে—আমার উপদেশ মত কাজ না করিলে—লোকের প্রভূত অকল্যাণ হইবে।”—এইরূপ বিচার করিয়াই লোকের প্রতি দয়া করিয়া প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। কেননা, তিনি মনে করিলেন “সন্ন্যাসী মনে করিয়াও যদি লোকে আমাকে নমস্কারাদি করে, তাহা হইলেই তাহাদের দুঃখ ঘুচিবে, তাহারা উদ্ধার পাইবে। এস্থলে সমস্ত লোকের কথা বলা উদ্দেশ্য নহে; ১।৭।৩৩-৩৪ পয়ারোক্ত “পঢ়ুয়া, পাষণ্ডী, কর্ম্মী, তার্কিক, নিন্দুকাদির” কথাই বলা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।৭।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১। **হেন কৃপাময়**—যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত যিনি বৃদ্ধা জননী, পতিপ্রাণা কিশোরী ভার্য্যা এবং মান-সম্ভ্রম-প্রতিষ্ঠাদি সাংসারিক সম্পদ্ ত্যাগ করিয়া কঠোরতাময় সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই পরমদয়াল-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে যিনি ভজন করেন না, অন্য সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বোত্তম হইলেও তিনি অসুর বলিয়াই পরিগণিত হইবেন। (টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

এস্থলে একটী অতি গুরুতর প্রশ্ন উঠিতে পারে। এই কয় পয়ারে যাহা বলা হইল, তাহার মর্ম্ম এই :—“যাহারা পঞ্চতত্ত্বকে মানিবেন না, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভজন করিবেন না—তাঁহারা যদি বেদধর্ম্মের পালনও করেন, অন্য দেবদেবীর ভজনও করেন, বিষ্ণুপূজাদিও করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের উদ্ধার হইবেনা—তাঁহারা অসুর বলিয়াই গণ্য হইবেন।” এই উক্তি সত্য হইলে শৈব-শাক্তাদি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের, যোগ-জ্ঞানমার্গাবলম্বী সাধকদিগের, এমন কি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকগণের সকলেই অসুর হইয়া পড়েন, তাহাদের সকল অনুষ্ঠানই পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হয়। গোস্বামিশাস্ত্রও এরূপ উক্তির অনুমোদন করেন বলিয়া মনে হয় না। “জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিঃ”-আদি বাক্যে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু (পূ ১।২৩) জ্ঞানমার্গের ভজনে মুক্তির সুলভতা স্বীকার করিয়াছেন। “জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে ॥” এই পয়ারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ এবং সর্ব্ববিধ ভক্তিমার্গের সার্থকতা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীসম্প্রদায় নিম্বার্কসম্প্রদায় প্রভৃতি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভক্তগণ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজন করেন না তথাপি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করেন, তাঁহাদের ভজনাদিকে ব্যর্থ বলিয়া মনে করেন না। পরব্যোমস্থ বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপের উপাসকগণ যে সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে আশ্রয় লাভ করিতে পারেন, গোস্বামি-শাস্ত্র তাহা কোথায়ও অস্বীকার করেন নাই; বস্তুতঃ পরমোদার-বৈষ্ণব-শাস্ত্র সমস্ত-সাধক-সম্প্রদায়ের প্রতিই যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন; কুত্রাপি তাঁহারা সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দেন নাই। এরূপ অবস্থায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের ভজনই ব্যর্থ—এই মর্ম্মের একটী বাক্য কবিরাজ-গোস্বামীর লেখনী হইতে নিঃসৃত হওয়া সম্ভব নহে। উক্ত বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্যরূপ অর্থ করিলে আপত্তির বিশেষ কোনও কারণ থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। এস্থলে অন্যরূপ অর্থের দিগ্‌দর্শন দেওয়া হইতেছে :—

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য শ্রীপাদ নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় এক পয়ারার্দ্ধেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন-“এথা গৌরচন্দ্র পাব সেথা কৃষ্ণচন্দ্র।” শ্রীনবদ্বীপে সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এবং শ্রীবৃন্দাবনে সপরিকর শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা-প্রাপ্তিই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের কাম্যবস্তু। এই দুই ধামের সেবা-প্রাপ্তিতেই স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ণ সেবা-প্রাপ্তি হয়। তাই সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এবং সপরিকর শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভজনই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের অনুষ্ঠেয়। যাঁহারা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ভজন করিবেন না, শ্রীনবদ্বীপের সেবা-প্রাপ্তি তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না; সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অভীষ্ট বস্তুর সম্পূর্ণ লাভও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মনে করেন—ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা প্রকাশ পাইবে তখন, যখন তিনি ভক্তকে শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবন—এই উভয়-ধামের লীলায় সেবার অধিকার দিবেন; সুতরাং যিনি নবদ্বীপের লীলায় সেবা পাইবেন না, তিনি কৃষ্ণের কৃপাও পূর্ণরূপে পাইবেন না। এজন্যই পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ষ্ঠ পয়ারে বলা হইয়াছে—যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদিকে মানেন না, অথচ কৃষ্ণভক্তি করেন, “কৃষ্ণকৃপা নাহি তার”—তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে না—কৃপার যতটুকু বিকাশ হইলে শ্রীনবদ্বীপের সেবাও পাওয়া যাইতে পারে, ততটুকু বিকাশ হয় না; তাই “নাহি তার গতি”—গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের প্রার্থনীয় গতি তিনি পান না; নবদ্বীপ-লীলায় তাঁহার গতি নাই; নবদ্বীপ-লীলার সেবা তিনি পাইতে পারেন না; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা না পাওয়ার হেতু নাই। [নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের সাধকগণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করেন না, শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন; তাঁহারা তাঁহাদের ভজনের ফলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা পাইতে পারেন—ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্ম]। তাহা হইলে বুঝা গেল—যাঁহারা সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করিবেন না, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়ানুরূপ কৃষ্ণকৃপা তাঁহারা পাইবেন না, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কাম্য গতিও—শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবন এই উভয় ধামের লীলায় সেবাপ্রাপ্তিও—তাঁহারা লাভ করিতে পারিবেন না। আবার যাঁহারা কোনও ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি-অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না, ভগবৎ-স্বরূপকে ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়াই শ্রদ্ধা করেন, স্বীয় উপাস্য-স্বরূপ ব্যতীত অন্য স্বরূপের ভজন না করিলেও তাঁহাদের ভজনানুরূপ অভীষ্ট বস্তু তাঁহারা পাইতে পারিবেন। শ্রীহনুমান্ ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের সেবক; তিনি শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের ভজন করিতেন না; কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রে ও শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তাবিষয়ে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের ভজন করিতেন না বলিয়া তিনি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-সেবা হইতে বঞ্চিত হন নাই। কিন্তু জরাসন্ধ-আদি রাজগণ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের ভগবত্তাই স্বীকার করিতেন না; তাই শ্রীবিষ্ণুর ভজন করিয়াও তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর কৃপা লাভ করিতে পারেন নাই; এজন্য তাঁহারা দৈত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবও ভগবৎ-স্বরূপ; তাঁহার অবজ্ঞা করিলে ভগবৎ-স্বরূপেরই অবজ্ঞা করা হয়; তাই বলা হইয়াছে—শ্রীচৈতন্যদেবের অবজ্ঞা করিলে (অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপকে ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়া না মানিলে) অন্য ভগবৎ-স্বরূপের ভজন করিলেও দৈত্য বলিয়াই গণ্য হইতে হইবে। ফলিতার্থ এই যে, কোনও ভগবৎ-স্বরূপকে ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়া স্বীকার না করিয়া অবজ্ঞা করিলে স্বীয় উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপের কৃপা হইতেও বঞ্চিত হইতে হয় যিনি যে কোনও ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনাই যথাবিধি করিবেন. তিনিই স্বীয় অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে পারিবেন—যদি তিনি অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপের অবজ্ঞা না করেন।

ইহার পশ্চাতে যুক্তিও আছে। শ্রুতি বলেন, পরতত্ত্ববস্তু এক হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত হয়েন। “একোঽপি ন্ যো বহুধাবভাতি।” শ্রুতি আরও বলেন, তিনি রসস্বরূপ। “রসো বৈ সঃ।” তাঁহাতে অনন্তরসবৈচিত্রী; তনি অখিল-রসামৃত-সিন্ধু। নারায়ণ, রাম, নৃসিংহাদি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহারই বিভিন্ন-রসবৈচিত্রীর বিভিন্ন রূপমাত্র। বিভিন্ন রসবৈচিত্রী যেমন সেই অখিল-রসামৃত-সিন্ধু পরতত্ত্ববস্তুতেই অবস্থিত, এই সমস্ত রসবৈচিত্রীর বিভিন্ন রূপ বা বিগ্রহও সেই পরতত্ত্ববস্তুর—অখিল-রসামৃত-ঘন-বিগ্রহেরই অন্তর্ভূত; তাঁহাদের স্বতন্ত্র বিগ্রহ নাই। নারায়ণের উপাসক-ভক্তের নিকটে (অর্থাৎ নারায়ণ যে রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ, সেই রসবৈচিত্রীর উপাসক-ভক্তের নিকটে) পরতত্ত্ববস্তুই স্বীয় বিগ্রহে নারায়ণরূপে আত্মপ্রকট করেন। একথাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“একই ঈশ্বর ভক্তের ভাব অনুরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ ॥২।৯।১৪১॥” লীলাতে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বাসুদেব-বিগ্রহেই অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় বিগ্রহেই লক্ষ্মী, দুর্গা, মহেশ, বরাহ, নৃসিংহ, বলদেবাদি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের রূপ নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দকে দেখাইয়াছেন (১।৪।৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এইরূপে, পরতত্ত্ব-

অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হৈয়া। চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বস্তু একমূর্ত্তিতেই বহুমূর্ত্তি এবং বহুমূর্ত্তিতেও একমূর্ত্তি (বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্। শ্রীভা)। সাধকদিগের বিভিন্নভাব অনুসারে পরতত্ত্ববস্তু স্বীয় একই বিগ্রহে কাহারও নিকটে শ্রীকৃষ্ণরূপে, কাহারও নিকটে বিষ্ণুরূপে, কাহারও নিকটে রামরূপে, কাহারও নিকটে নৃসিংহ ইত্যাদি রূপে দর্শন দিয়া থাকেন—একই বৈদূর্য্যমণি বিভিন্নদিকস্থ দর্শকদের নিকটে যেমন বিভিন্নবর্ণবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ। এসকল বিভিন্নরূপের মধ্যে তত্ত্বহিসাবে কোনও ভেদ নাই; কারণ, সমস্তই একই পরতত্ত্ব-বস্তুর একই বিগ্রহের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ।২।৯। ॥" অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভেদ মনন করিয়া যদি কোনও ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে সেই অবজ্ঞা গিয়া স্পর্শ করে পরতত্ত্ব-বস্তুর বিগ্রহকেই; কারণ, সেই বিগ্রহেই ঐ অবজ্ঞাত ভগবৎ-স্বরূপের অবস্থিত—সেই বিগ্রহই অবজ্ঞাত ভগবৎ-স্বরূপেরও বিগ্রহ। এই অবজ্ঞাও পরতত্ত্ব-বস্তুর অবজ্ঞা; পরতত্ত্ব-বস্তুর অবজ্ঞাই অসুরত্বের পরিচায়ক। এজন্যই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—ভগবানের একস্বরূপকে মানিয়াও যাহারা অপর এক স্বরূপের অবজ্ঞা করে, তাহারা অসুরতুল্য কোনও ব্যক্তি যদি আমার নিকটে একসময়ে সাদা পোষাক পরিয়া, অন্য সময়ে লালপোষাক পরিয়া উপস্থিত হয়েন এবং দুইরকম পোষাকে তাঁহার একত্ব বুঝিতে না পারিয়া আমি যদি সাদাপোষাক-পরিহিত অবস্থায় তাঁহাকে প্রণাম করি, আর লাল-পোষাক-পরিহিত অবস্থায় তাঁহার গায়ে থুথু নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে অন্যবেশে তাঁহাকে প্রণাম করা সত্ত্বেও থুথু-নিক্ষেপরূপ দুষ্কার্য্যের ফল আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। যেহেতু, ভেদজ্ঞান আছে বলিয়া, সাদাপোষাক-পরিহিত অবস্থায় তাঁহাকে প্রণাম করিলেও তাঁহার লাল-পোষাক-পরিহিত রূপের প্রতি আমার অবজ্ঞা তো থাকিয়াই যাইবে। তদ্রূপ, বিভিন্নভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে ভেদমনন-বশতঃ যাহারা একস্বরূপের পূজা করিয়াও অপর স্বরূপের অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে অপরাধী হইতেই হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদের চিত্তের এরূপ অবস্থা থাকিবে, ততদিন পরমা ভগবৎ-কৃপা হইতেও তাহারা বঞ্চিত থাকিবেন; যেহেতু, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের চিত্তের অবস্থা ভগবৎ-কৃপা ধারণের অনুকূল হইবেনা।

এইরূপও হইতে পারে যে, পরম-করুণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাধিক্যের স্মরণে গ্রন্থকার এতই অভিভূত এবং আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি উচ্চস্বরে বলিয়া ফেলিলেন—"এমন করুণা যাঁহার, প্রত্যেকেরই উচিত—তাঁহার ভজন করা; যাঁহারা এমন করুণাময়েরও ভজন করেননা, তাঁহারা আর কাহার ভজন করিবেন? ভগবানের এমন করুণার কথাও যাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারেনা—ভগবানের অপর কোন্ গুণই বা তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে? বুঝি বা ভগবানের কোনও গুণই তাঁহার চিত্তকে টলাইতে পারিবে না—তিনি পণ্ডিত হইতে পারেন, ধনী হইতে পারেন, মানী হইতে পারেন, সংসারে সাংসারিক ব্যাপারে তিনি সর্ব্বোত্তম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন; কিন্তু আমি বলিব—তিনি যেন ধন-মান-জ্ঞানেই মত্ত হইয়া আছেন; ভগবৎ-করুণার অপূর্ব্ব বিকাশের কথা যদি তাঁহার চিত্তকে দ্রবীভূত করিতে না পারিল, তবে তিনি ভগবদ্বহির্ম্মুখ দৈত্য ব্যতীত আর কি হইতে পারেন?"

১২। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের করুণা সর্ব্বাতিশায়িনী বলিয়া তাঁহাদের ভজনের নিমিত্ত সকলকে ডাকিয়া বলিতেছেন।

ভগবানের যতগুলি গুণ জীবের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, তাহাদের মধ্যে করুণাকেই—জীবের দিক দিয়া দেখিতে গেলে—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। করুণাই জীবের সঙ্গে ভগবানের সংযোগসূত্র; ভগবান্ রসিক হইতে পারেন, রসস্বরূপও হইতে পারেন; কিন্তু তিনি যদি করুণা করিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা না দেন, তবে তাঁহাতে জীবের কি লাভ? পাকা বেলের প্রতি কাক যেমন চাহিয়া মাত্র থাকে, সে যেমন বেল আস্বাদন করিতে পারেনা—তদ্রূপ ভগবান্ যদি করুণাময় না হইতেন, তাহা হইলে অন্যান্য অসংখ্য গুণে গুণী হইলেও তাহাতে জীবের

যদি বা তার্কিক কহে—তর্ক সে প্রমাণ।
তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই, সেই সেব্যমান ॥ ১৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥ ১৪
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কোনও লাভ হইতনা; তাঁহার করুণাই তাঁহাকে জীবের নিকটে ধরাইয়া দেয়—জীবকে তাঁহার অনুভব পাওয়াইয়া দেয়। এই করুণার অভিব্যক্তি যে ভগবৎ-স্বরূপে যত বেশী, সেই ভগবৎ-স্বরূপই জীবের চিত্তকে তত বেশী আকৃষ্ট করিতে পারে—সেই ভগবৎ-স্বরূপের ভজনের নিমিত্তই জীব তত বেশী উৎসুক হয়। এই করুণা শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে অভিব্যক্ত; তাই গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী সকলকেই ডাকিয়া বলিতেছেন—কুতর্ক ছাড়িয়া তোমরা গৌর-নিত্যানন্দের ভজন কর।

শ্রীকৃষ্ণের ভজন ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজনই এই পয়ারের অভিপ্রেত নহে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছেন। যিনি গৌর-নিত্যানন্দের ভজন করিতে সকলকে উপদেশ দিতেছেন, তিনি যে গৌর-নিত্যানন্দের আদেশ—শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-বিষয়ে-আদেশ লঙ্ঘন করার জন্য উপদেশ দিবেন, তাহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। এই পয়ারের অভিপ্রায় এই যে—শ্রীমন্-মহাপ্রভুর আদেশানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দেরও ভজন করিবে।

১৩-১৪। যদি কেহ বলেন—"তোমার কথাতেই গৌর-নিত্যানন্দের ভজনে প্রবৃত্ত হইব কেন? শাস্ত্রানুসারে বিচার কর; বিচারে যদি গৌর-নিত্যানন্দের ভজনই কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলেই তাঁহাদের ভজন করা যাইতে পারে।" ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"আচ্ছা বেশ; বিচার কর। কোন্ ভগবৎ-স্বরূপের ভজন করা কর্ত্তব্য, তাহা নির্ণয় করিতে গেলে দেখিতে হইবে, কোন্ ভগবৎ-স্বরূপে করুণার অভিব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (পূর্ব্ববর্ত্তী ১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। যে স্বরূপে কৃপার অভিব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই স্বরূপই ভজনীয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপার কথা বিচার করিলে চমৎকৃত হইবে, দেখিতে পাইবে,—কৃপার এমন অভিব্যক্তি আর কোনও স্বরূপে কোনও যুগে দেখা যায় নাই।"

পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে পূর্ব্বোক্ত উক্তির সার্থকতা দেখাইতেছেন।

১৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার অপূর্ব্বতা দেখাইতেছেন—মুখ্যতঃ একটী বিষয় দ্বারা; তাহা এই। কৃষ্ণপ্রেম অত্যন্ত সুদুর্লভ; শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া এই সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমকেও আপামর সাধারণের পক্ষে সুলভ করিয়া দিয়াছেন। ইহাই জীবের প্রতি তাঁহার কৃপার অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা। কিরূপে তিনি সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমকে সুলভ করিলেন, তাহাই ক্রমশঃ বলিতেছেন।

মানুষের মধ্যে সাধারণতঃ দুই রকমের লোক আছে—যাঁহাদের মধ্যে বৈষ্ণবাপরাধ বা নামাপরাধ নাই; আর যাঁহাদের মধ্যে তাহা আছে। যাঁহাদের মধ্যে উক্ত অপরাধ নাই, তাঁহারাও আবার দুই রকমের—নিষ্পাপ এবং দুষ্কর্ম্মরত; যাঁহারা নিষ্পাপ, যেমন সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যাদি—তাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ; অতি সহজেই তাঁহাদের চিত্ত প্রেমাবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে। আর যাঁহারা পাপী,—যেমন জাগাই-মাধাই-আদি—কোনও কারণে অনুতাপ জন্মিলে, কিম্বা শ্রীনামকীর্ত্তনাদি করিলে অনায়াসেই—এমন কি নামাভাসেই—তাঁহাদের পাপ দূরীভূত হইতে পারে, চিত্ত প্রেমাবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে; এইরূপে অপরাধহীন লোকের পক্ষে সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম অনায়াসেই সুলভ হইতে পারে; শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ কৃপা করিয়া—কোনও কোনও সময়ে বা নিজেরা অত্যাচার, উৎপীড়ন বা দেশভ্রমণাদি জনিত অশেষরূপ শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়াও—প্রয়োজনানুসারে ইঁহাদের চিত্তে অনুতাপাদি জন্মাইয়া বা অন্য উপায়ে ইঁহাদের চিত্ত-শোধন করিয়া ইঁহাদিগকে প্রেমদান করিয়াছেন। আর যাঁহারা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অপরাধী, যাহাতে তাঁহাদের অপরাধ দূরীভূত হইতে পারে, এবং যাহাতে তাঁহাদের চিত্তও প্রেমাবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, তাহার অমোঘ-উপায়ও প্রভু উপদেশ করিয়াছেন এবং এই উপায়ে তাঁহাদের অপরাধ খণ্ডাইয়া তাঁহাদিগকেও প্রেমদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন; এইরূপে কি অপরাধী, কি নিরপরাধ সকলকেই শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রেমদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। (পরবর্ত্তী ২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ১৫-১৭ পয়ারে ভক্তির সুদুর্লভত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে নিরপরাধ লোকের এবং ১৮—২৭ পয়ারে সাপরাধ লোকের প্রেমপ্রাপ্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। (পরবর্ত্তী ১৮।১৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৫-১৬ পয়ারে ভক্তির সুদুর্লভতার কথা বলিতেছেন। ভক্তির সুদুর্লভতা দুই রকমের :—প্রথমতঃ, এক রকমের সুদুর্লভতা এই যে, অনাসঙ্গভাবে শত-সহস্র সাধনের দ্বারাও ইহা পাওয়া যায় না—কিছুতেই পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, পাওয়া যায় বটে, তবে সহজে পাওয়া যায় না; যে পর্য্যন্ত চিত্তে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকে, সেই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। "সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি। হরিণাচাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা॥ ভ, র, সি, পূ, ১।২২॥—শত-সহস্র অনাসঙ্গ সাধনদ্বারা সুচির কালেও অলভ্যা এবং সাসঙ্গ সাধনেও শ্রীহরিকর্ত্তৃক সহসা অদেয়া—হরিভক্তি এই দুই রকমে সুদুর্ল্লভা।" সাসঙ্গ-শব্দের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সাসঙ্গত্বং নৈপুণ্যেন বিহিতত্বমিত্যেব বাচ্যং, আসঙ্গেন সাধননৈপুণ্যমেব বোধ্যতে তন্নৈপুণ্যঞ্চ সাক্ষাত্তদ্ভজনে প্রবৃত্তিঃ—নিপুণতার সহিত বিহিত হইলেই সাধনকে সাসঙ্গ বলা হয়; শ্রীহরির সাক্ষাদ্ ভজনে প্রবৃত্তিই সেই নিপুণতা।" তাহা হইলে দেখা গেল—"এই আমি শ্রীহরির সাক্ষাতেই উপস্থিত, তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়াই তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত আমি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেছি"—এইরূপ অনুভূতির সহিত যে ভজন, তাহাকেই বলে সাসঙ্গ ভজন; আর এইরূপ ভাব বা অনুভূতি যে ভজনে নাই, অর্থাৎ যে সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে মন শ্রীকৃষ্ণচরণে নিবিষ্ট থাকেনা, যাহাতে সাক্ষাদভজনে প্রবৃত্তি নাই—তাহাকে বলে অনাসঙ্গ সাধন; এইরূপ অনাসঙ্গ সাধনদ্বারা কিছুতেই হরিভক্তি পাওয়া যায় না। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসও বলেন—"ভূতশুদ্ধি-ব্যতিরেকে যথাবিধি অনুষ্ঠিত জপহোমাদিও নিষ্ফল হয়।৫।৩৫॥" ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন- পার্ষদদেহচিন্তাই ভক্তিমার্গের সাধকদের ভূতশুদ্ধি "ভূতশুদ্ধির্নিজাভিলষিত-ভগবৎ-সেবৌপয়িক-তৎপার্ষদদেহ-ভাবনাপর্য্যন্তৈব তৎসেবৈকপুরুষার্থাভিঃ কার্য্যা নিজানুকূল্যাৎ। এবং যত্র যত্রাত্মনো নিজাভীষ্টদেবতা-রূপত্বেন চিন্তনং বিধীয়তে তত্র তত্রৈব পার্ষদত্বে গ্রহণং ভাব্যম্। ভক্তিসন্দর্ভ।২৮৬।" তাহা হইলে দেখা গেল, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীপাদসনাতন-গোস্বামীর মত এবং ভক্তিসন্দর্ভে ও ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর টীকায় শ্রীজীব-গোস্বামীর মতের সার মর্ম্ম এই যে—পার্ষদদেহ (স্বীয় অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ) চিন্তা করিয়া সেই দেহে যেন উপাস্য-দেবের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়াই তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীনামকীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা হইতেছে—এইরূপ চিন্তার সহিত যে ভজন, তাহাই সাসঙ্গ ভজন। এইরূপ সাসঙ্গ ভজনে প্রভাবে ভগবৎ-কৃপায় ক্রমশঃ যখন চিত্ত হইতে কৃষ্ণভক্তির কামনা ব্যতীত অন্য কামনা নিঃশেষে দূরীভূত হইবে, তখনই চিত্তে ভক্তির উদয় হইবে, তৎপূর্ব্বে হইবে না। তাই বলা হইয়াছে, সাসঙ্গ ভজনেও "হরিভক্তি সহসা অদেয়া—বিলম্বে দেয়া—হৃদয় হইতে ভুক্তি-মুক্তি-কামনা দূর হওয়া পর্য্যন্ত বিলম্ব।" আর এইরূপ সাসঙ্গত্ব যে সাধনে নাই, যে ভজনে, পার্ষদদেহে উপাস্য-দেবের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানের চিন্তা নাই—তাহা অনাসঙ্গ ভজন, তাহা নিষ্ফল—তাহাদ্বারা কোনও সময়েই হরিভক্তি পাওয়া যায় না, এই অনাসঙ্গ ভজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলা হইয়াছে **বহু জন্ম করে যদি** ইত্যাদি—প্রেম পাওয়া যায় না। বহু বহু জন্ম বা কোটি কোটি জন্ম পর্য্যন্তও যদি অনাসঙ্গ ভাবে (সাক্ষাদ্ ভজনে প্রবৃত্তিহীন হইয়া) শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণপদে প্রেম (কৃষ্ণভক্তি) পাওয়া যায় না।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে যে "জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিরিত্যাদি"-শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর শ্লোক এবং অনাসঙ্গভজনে যে কিছুতেই হরিভক্তি পাওয়া যায় না, তাহার প্রমাণরূপেই এই তন্ত্রোক্ত শ্লোকটী

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে,
১ম-লহর্য্যাম্ (১।২৩)

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ॥২॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

জ্ঞানত ইতি। তত্রেদং তাবদ্বিচার্য্যতে। অত্র জ্ঞানযজ্ঞাদিপুণ্যে সাসঙ্গে এব বাচ্যে তয়োস্তাদৃশত্বং বিনা মুক্তিভুক্ত্যোঃ সিদ্ধিরপি ন স্যাৎ। অস্যাস্তাবৎ সুদুর্ল্লভত্ববার্ত্তা। অতঃ সাধনসহস্রাণামপি সাসঙ্গত্বমেব লভ্যতে। বাক্যার্থ-ক্রমভঙ্গস্যাবশ্যপরিহার্য্যত্বাৎ সহস্রবাহুল্যাসিদ্ধেশ্চ। তত্র যদি জ্ঞানযজ্ঞাদি-পুণ্যয়োঃ সাসঙ্গত্বং তদেকনিষ্ঠত্বমাত্রং বাচ্যং তদা তাদৃশাভ্যামপি তাভ্যাং তয়োঃ সুলভত্বং নোপপদ্যতে। ক্লেশোঽধিকতরস্তেষা মব্যক্তচেতসামিত্যাদেঃ। ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্ম্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিন ইত্যাদেশ্চ। তস্মাত্তয়োঃ সাসঙ্গত্বং নৈপুণ্যেন বিহিতত্বমিত্যেব বাচ্যং, নৈপুণ্যঞ্চ ভক্তিযোগসংযোক্তৃত্বমিতি। পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন ইত্যাদেঃ, স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসামিত্যাদেশ্চ। অথ হরি-ভক্তি-শব্দেন সাধ্যরূপো রতিপর্য্যায়স্তদ্ভাব এবোচ্যতে ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যেতিবৎ। ততশ্চ সাধন-শব্দেন হরিসম্বন্ধি সাধনমেবোচ্যতে তৎসম্বন্ধিত্বং বিনা তদ্ভাবজন্মাযোগাৎ তথাচ সাধন-শব্দেন সাক্ষাত্তদ্ভজনে বাচ্যে তত্র পূর্ব্বক্রমতঃ সাসঙ্গত্বে লব্ধে সহস্রবহুত্ব-নির্দ্দেশেনাপর্য্যবসানাৎ সুশব্দ,৩ ভীতস্য কস্যাপি তত্র ভাবভক্তৌ প্রবৃত্তির্ন স্যাৎ। তেন তস্যাঃ সুলভত্বন্তু, শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্। নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥ তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ। তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিরিত্যাদৌ প্রসিদ্ধম্। তস্মাৎ সাধনশব্দেন, ন সাধয়তি মাং যোগ ইত্যাদিবত্তদর্থবিনিযুক্তকর্ম্মাদিকমেবোচ্যতে অতএব সাধন-শব্দ এব বিন্যস্তো ন তু ভজনশব্দঃ। তস্য সাসঙ্গত্বং নাম চ তদর্থবিনিয়োগাৎ পূর্ব্ববন্নৈপুণ্যেন বিহিতত্বমেব। তৎসাহস্রৈরপি সুদুর্ল্লভেত্যুক্তিস্তু সাক্ষাত্তদ্ভজনমেব কর্ত্তব্যত্বেন প্রবর্ত্তয়তি। তথাপি কারিকায়ামনাসঙ্গৈরিতি যদুক্তং তত্র চাসঙ্গেন সাধননৈপুণ্যমেব বোধ্যতে তন্নৈপুণ্যঞ্চ সাক্ষাত্তদ্ভজনে প্রবৃত্তিঃ। ততশ্চ তস্য তাদৃশ-সামর্থ্যেঽপ্যন্যত্র স্বর্গাদৌ প্রবৃত্ত্যা ন বিদ্যতে আসঙ্গো নৈপুণ্যং যেষু তাদৃশৈর্নানাসাধনৈরিত্যর্থঃ। তাদৃশনানাসাধনন্তু নেষ্টং, তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়মিত্যাদৌ। তস্মাদিতরমিশ্রিতাপি ন যুক্তেতি সাধ্বেব লক্ষিতং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতমিতি। শ্রীজীব। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে—"বহু জন্ম করে" ইত্যাদি পয়ারে "অনাসঙ্গ-" শব্দটী না থাকিলেও অনাসঙ্গ ভজনকে লক্ষ্য করিয়াই এই পয়ার লিখিত হইয়াছে। অন্যথা "জ্ঞানতঃ সুলভা"-শ্লোকটীর উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক এবং নিরর্থক হয়, এবং পরবর্ত্তী ২২ পয়ারের সঙ্গেও এই পয়ারের বিরোধ জন্মে; অধিকন্তু, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সর্ব্বথা নিরর্থকতাই প্রতিপাদিত হয়।

শ্লো। ২। অন্বয়। জ্ঞানতঃ (জ্ঞান দ্বারা—জ্ঞানমার্গের সাধন দ্বারা) মুক্তিঃ (মুক্তি) সুলভা (সুলভ), যজ্ঞাদি-পুণ্যতঃ (যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা) ভুক্তিঃ (স্বর্গাদি-ভোগ) [সুলভা] (সুলভ) ; সেয়ং (সেই এই) হরিভক্তি (হরিভক্তি—প্রেমভক্তি) সাধনসাহস্রৈঃ (সহস্র সাধনেও) সুদুর্ল্লভা (সুদুর্লভ)।

অনুবাদ। জ্ঞানদ্বারা সহজে মুক্তিলাভ হয়; যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মদ্বারা সহজে স্বর্গাদি-ভুক্তিও লাভ হয়; কিন্তু এই হরিভক্তি সহস্র সহস্র সাধনদ্বারাও সুদুর্লভ।২॥

জ্ঞানতঃ—জ্ঞানমার্গের সাধন দ্বারা; জীব ও ব্রহ্মের অভেদ চিন্তা দ্বারা। **মুক্তিঃ**—সাযুজ্য মুক্তি। **যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ**—যাগ-যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা; কর্ম্ম-মার্গের অনুষ্ঠানে। **ভুক্তিঃ**—ভোগ; ইহকালের সুখ-সম্পদ, কি পরকালের স্বর্গাদি-ভোগ। জ্ঞানমার্গের যে সাধনে মুক্তি পাওয়া যায়, কর্ম্মমার্গের যে সাধনে ভুক্তি পাওয়া যায়—তাহাও সাসঙ্গ সাধন; অনাসঙ্গ-সাধনে মুক্তিও পাওয়া যায় না, ভুক্তিও পাওয়া যায় না। আসঙ্গ-শব্দের অর্থ—নৈপুণ্য; জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গের নৈপুণ্য হইতেছে "ভক্তি-যোগ-সংযোক্তৃত্ব"—ভক্তির সহিত সংযোগ। "ভক্তিমুখ-

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। | কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নিরীক্ষক—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান। এইসব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল। কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল॥ ২।২২।১৪-১৫॥” ভক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত জ্ঞানও মুক্তি দিতে পারে না, কর্ম্মও ভুক্তি দিতে পারে না। তাই ভক্তির সাহচর্য্য গ্রহণই হইল জ্ঞানমার্গের ও কর্ম্মমার্গের—সাধন-নৈপুণ্য বা আসঙ্গ। **ইয়ং হরিভক্তিঃ**—এই হরিভক্তি; এস্থলে হরিভক্তি-শব্দে সাধ্যরূপ শ্রীকৃষ্ণরতিকেই বুঝাইতেছে; সাধন-ভক্তির-অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তে যে রতি বা কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, তাহাকেই এস্থলে হরিভক্তি বলা হইয়াছে। **সাধন-সাহস্রৈঃ**—সহস্র-সহস্র-সাধনদ্বারাও; বহু বহু সাধনেও। এস্থলে সাধন-শব্দে হরিসম্বন্ধি সাধন অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; কারণ, হরিসম্বন্ধি সাধন ব্যতীত অন্য সাধন দ্বারা হরিভক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা ইত্যাদি। শ্রীভা, ১১।৩।৩১॥ **সুদুর্ল্লভা**—সুদুর্ল্লভ; একেবারেই অপ্রাপ্য। হরিভক্তি যে কোনও উপায়েই কোনও সময়েই পাওয়া যায় না, তাহা বলাই এই শ্লোকের অভিপ্রায় নহে; কারণ, শাস্ত্রে অনেক স্থলে হরিভক্তির সুলভতার উল্লেখ পাওয়া যায়। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে—অনাসঙ্গ-সাধনসমূহ দ্বারা সুচির-কালেও হরিভক্তি পাওয়া যায় না এবং এই উক্তির প্রমাণরূপেই “জ্ঞানতঃ সুলভা” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে “সাধন-সাহস্রৈঃ”—শব্দে অনাসঙ্গসাধনের কথাই বলা হইয়াছে। অনাসঙ্গ-ভাবে শত-সহস্র সাধন দ্বারাও হরিভক্তি পাওয়া যায় না, ইহাই তাৎপর্য্য। ভক্তিমার্গে আসঙ্গ (বা ভজননৈপুণ্য) শব্দের অর্থ হইল— সাক্ষাৎ ভজনে প্রবৃত্তি। সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তি-হীন শত সহস্র সাধনেও হারভক্তি বা প্রেম পাওয়া যায় না। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের ঢাকা দ্রষ্টব্য।

১৬। প্রথম রকমের সুদুর্ল্লভত্বের কথা বলিয়া এক্ষণে দ্বিতীয় রকমের—সাসঙ্গ-ভজনেও ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকা পর্য্যন্ত হক্তিভক্তির—সুদুর্ল্লভত্বের কথা বলিতেছেন।

ছুটে—ছুটি পায়; সাধকের নিকট হইতে অবসর পায়; সাধক তাহার সমস্ত অভীষ্ট বস্তু পাইয়াছে মনে করিয়া যদি শ্রীকৃষ্ণকে অব্যাহতি দেয়। **ভুক্তি**—ইহকালের সুখ-সম্পদ, কি পরকালের স্বর্গাদি সুখ-ভোগ। **মুক্তি**—সালোক্যাদি মুক্তি। **কভু**—কখনও কখনও (পরবর্ত্তী শ্লোকের টীকায় কর্হিচিৎ শব্দের অর্থ এবং ২।২২।২৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

পয়ারের তাৎপর্য্য :—ভক্তকে ভুক্তি বা মুক্তি দিয়া শ্রীকৃষ্ণ যদি তাঁহার (ভক্তের) নিকট হইতে অব্যাহতি পায়েন, তাহা হইলে আর তাঁহাকে প্রেমভক্তি দেন না; তাঁহার নিকট হইতে তিনি প্রেমভক্তিকে লুকাইয়া রাখেন। অর্থাৎ, ভক্ত যদি শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে ভুক্তি বা মুক্তি পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন—তাহাতেই তাঁহার সমস্ত অভীষ্ট বস্তু পাইয়াছেন বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ঐ ভুক্তি-মুক্তি দিয়াই চলিয়া যান, তাঁহাকে আর প্রেমভক্তি দেন না। কারণ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয়ে ভুক্তির বা মুক্তির স্পৃহা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই হৃদয় ভক্তির আবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না, সেই হৃদয় ভক্তিকে ধারণ করিতে অসমর্থ। “ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ ভ, র, সি,। ১।২।১৫॥” তাই, যাঁহারা ভুক্তি-মুক্তি পাইয়াই তৃপ্ত (সুতরাং সহজেই বুঝা যাইতেছে—যাঁহাদের হৃদয়ে ভুক্তি-মুক্তি বাসনা বিরাজিত), তাঁহারা প্রেমভক্তি পান না। কিন্তু যাহাদের চিত্তে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা নাই, সুতরাং ভুক্তি-মুক্তি পাইয়া যাঁহারা তৃপ্ত নহেন—এমন কি, ভুক্তি-মুক্তি শ্রীকৃষ্ণ দিতে চাহিলেও যাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না—তাঁহারাই প্রেমভক্তি পাইতে পারেন।

এই পয়ারে দেখান হইল যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত, প্রেমভক্তি পাওয়া যায় না; ইহাই হইল “আশু-অদেয়া রূপ সুদুর্ল্লভা ভক্তি”—পাওয়া যায় বটে, তবে সহজে নয়—ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা দূর হইলে পরে। এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি (ভাঃ—৫।৬।১৮)—

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ননু, ভগবতোঽতিসুলভত্বদর্শনান্মোক্ষস্য চাতিসুদুর্লভত্বাদিয়মতি স্তুতিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—হে রাজন! ভবতাং পাণ্ডবানাং যদূনাঞ্চ পতিঃ পালকঃ গুরুরুপদেষ্টা দেবমুপাস্যঃ প্রিয়ঃ সুহৃৎকুলস্য পতিঃ নিয়ন্তা কিং বহুনা, ক্বচ কদাচিদ্দৌত্যাদিষু চ বঃ পাণ্ডবানাং কিঙ্করোঽপি আজ্ঞানুবর্ত্তী অস্তু নামৈবং তথাপ্যন্যেষাং নিত্যং ভজমানানামপি মুক্তিং দদাতি, ন তু কদাচিদপি সপ্রেমভক্তিযোগমিতি। স্বামী।৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৩। অন্বয়। রাজন্ (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ)! মুকুন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণ) ভবতাং (আপনাদের—পাণ্ডবদের) যদূনাঞ্চ (এবং যদুদিগের) পতিঃ (পালনকর্ত্তা), অলং গুরুঃ (উপদেষ্টা), দৈবং (উপাস্য), প্রিয়ঃ (সুহৃৎ), কুলপতিঃ (কুলের নিয়ন্তা), ক্বচ (কখনও বা) বঃ (আপনাদের—পাণ্ডবদের) কিঙ্করঃ (দৌত্যাদি-কার্য্যে আজ্ঞানুবর্ত্তী কিঙ্কর)। অঙ্গ (হে অঙ্গ)! এবং (এইরূপ) অস্তু (হউক); [তথাপি সঃ] (তথাপি সেই) ভগবান্ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) ভজতাং (ভজনকারীদিগের) মুক্তিং (মুক্তি) দদাতি (দান করেন) কর্হিচিৎ (কিন্তু কখন কখনও) ভক্তিযোগং (ভক্তিযোগ—প্রেম) স্ম ন (নহে—দান করেন না)।

অনুবাদ। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাদিগের (পাণ্ডবদিগের) এবং যদুদিগের পালনকর্ত্তা, উপাস্য, সুহৃৎ ও কুলপতি (কুলের নিয়ন্তা); কখনও বা দৌত্যাদি-কার্য্যে আপনাদের (পাণ্ডবদের) আজ্ঞানুবর্ত্তী কিঙ্কর; এইরূপ হইলেও ভজনকারীদিগকে তিনি মুক্তিদান করেন; কিন্তু কখনও কখনও প্রেমভক্তি দান করেন না। ৩।

এই শ্লোক, মহারাজ-পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি। তিনি বলিতেছেন—মহারাজ! ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার যত রকম বৈচিত্রী আছে, তাহার প্রায় সকল রকম বৈচিত্রীতেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের এবং যদুদের নিকট আত্মপ্রকট করিয়াছেন—তাই আমরা দেখিতে পাই, তাঁহাদের পালনকর্ত্তাও তিনি, উপাস্যও তিনি; তাঁহাদের সুহৃদ্‌ও তিনি, কুলের নিয়ন্তাও তিনি। পাণ্ডবদের নিকটে আবার একটী বিশেষ সম্বন্ধও প্রকাশিত করিয়াছেন—ভৃত্য যেরূপ আজ্ঞানুবর্ত্তী, সেইরূপ আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তিনি পাণ্ডবদের দৌত্যাদি-কার্য্যও করিয়াছেন। এত দূরই তিনি তাঁহাদের প্রেমভক্তির বশীভূত। কিন্তু এই যে প্রেমভক্তি—যাহার বশে তিনি যদুদের ও পাণ্ডবদের নিকটে প্রায় বিক্রীত হইয়া রহিয়াছেন,—তাহা তিনি সকলকে দেন না; যাঁহারা তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাদিগকে তিনি সালোক্যাদি মুক্তি দিয়া থাকেন; কিন্তু প্রেমভক্তি তাহাদিগকে কখনও কখনও দেন না; **কর্হিচিৎ ন দদাতি**—এই বাক্যের টীকায় শ্রীজীব-গোস্বামী বলেন—"কর্হিচিন্নদদাতীত্যুক্তেঃ কর্হিচিদ্দদাতীত্যায়াতি; অসাকল্যেতু চিচ্চনৌ"—চিৎ এবং চন প্রত্যয় অসাকল্যে প্রযুক্ত হয়; তাই কর্হিচিৎ-শব্দে "সকল সময়"-কে বুঝাইতেছে না।—শ্রীকৃষ্ণ যে সকল সময়েই (কোনও সময়েই) ভজনকারীদিগকে প্রেমভক্তি দেন না, তাহা নহে; কখনও দেন, কখনও দেন না—ইহাই কর্হিচিৎ-শব্দ হইতে জানা যায়। কখন দেন? সাসঙ্গ-ভজন করিতে করিতে যখন চিত্ত হইতে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা দূরীভূত হইয়া যায়, তখন তিনি ভজনকারীকে প্রেমভক্তি দেন; কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভুক্তি-মুক্তি বাসনা থাকে, ততক্ষণ দেন না। আর যাহারা সাসঙ্গ-ভজন করেন না, তাঁহাদিগকেও তিনি প্রেমভক্তি দেন না।

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথাতথা।
জগাইমাধাই-পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা ॥ ১৭

স্বতন্ত্র ঈশ্বর—প্রেম-নিগূঢ়-ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে, না কৈল বিচার ॥ ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৭। **হেন প্রেম**—এতাদৃশ সুদুর্লভ প্রেম, যাহা অনাসঙ্গ-ভজনে কখনও পাওয়া যায় না এবং সাসঙ্গ-ভজনেও ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। **দিল যথা তথা**—যাহাকে তাহাকে, যেখানে সেখানে—ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, স্ত্রীপুরুষ, বালক-বালিকা, কুলীন অকুলীন, হিন্দু অহিন্দু, পাপী পুণ্যাত্মা ইত্যাদি—কোনওরূপ বিচার না করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু এমন সুদুর্লভ প্রেম সকলকেই দান করিলেন। প্রেমপ্রাপ্তির প্রধানতম অন্তরায় হইতেছে—নামাপরাধ বা বৈষ্ণবাপরাধ। এরূপ অপরাধ যাহাদের ছিল, তাহাদিগকে কিরূপে প্রেমদান করা হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী ২৭ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। এস্থলে কেবল নিরপরাধ ব্যক্তিদিগের প্রেম-প্রাপ্তির কথাই বলা হইতেছে বলিয়া মনে হয়; জগাই-মাধাইয়ের দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বুঝা যায়; জগাই-মাধাই দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের নামাপরাধাদি ছিল না বলিয়া প্রকাশ। যাঁহাদের নামাপরাধাদি ছিল না, যাঁহারা হয়তো অন্য কোনওরূপ দুষ্কর্মাদিতে রত ছিলেন মাত্র, তাঁহাদের চিত্তে তীব্র অনুতাপাদি জন্মাইয়া, কিম্বা অন্য কোনও উপায়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাদের চিত্তের দুষ্কর্ম্মজনিত কালিমা ঘুচাইয়া তাঁহাদের চিত্তকে প্রেমাবির্ভাবের যোগ্য করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে প্রেম দান করিয়াছেন। ১।৭।২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **জগাই-মাধাই পর্য্যন্ত**—জগাই ও মাধাই ছিলেন দুই ভাই, ব্রাহ্মণ-সন্তান; মহাপ্রভুর প্রকটকালে তাঁহারা নবদ্বীপে বাস করিতেন। তাঁহারা মহা অত্যাচারী ও অত্যন্ত কুকার্য্যরত ছিলেন; এমন কোনও দুষ্কর্ম ছিল না, যাহা তাঁহারা করেন নাই বা করিতে পারিতেন না; তবে তাঁহাদের বৈষ্ণবাপরাধ ছিল না। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিতাইচাঁদ ও শ্রীহরিদাস-ঠাকুর সেই মদ্যপ-মাতাল দুইটীর নিকটে উপস্থিত হইলেন; তাঁদের একজন শ্রীনিতাইচাঁদের মাথায় কলসীর কাণা দিয়া আঘাত করিলে—মাথা কাটিয়া দর দর বেগে রক্ত পড়িতে লাগিল; তথাপি নিতাইচাঁদ ক্রুদ্ধ হইলেন না; সংবাদ পাইয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর দৌড়াইয়া আসিয়া কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। গুরুতর আঘাতেও শ্রীনিতাইয়ের ক্রোধাভাব এবং মহাপ্রভুর নিকট আঘাত-কারীর জন্যও শ্রীনিতাইয়ের কৃপা-প্রার্থনাদি দেখিয়াই জগাই-মাধাইয়ের চিত্ত গলিয়া গিয়াছিল, অনুতাপানলে তাঁহাদের হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল; তার উপর প্রভুর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাঁহারা আরও কাতর হইয়া কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন; প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাদের চিত্তের কালিমা দূরীভূত করিলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রেমদান করিয়া কৃতার্থ করিলেন।

১৬-১৭ পয়ারে নিরপরাধ অথচ পাপী-তাপী পরপীড়ক দুর্জ্জনাদির প্রেম-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। সহজেই বুঝা যায়;—এসমস্ত দুর্জ্জন লোক ভুক্তিকামী ছিল; স্বসুখ-বাসনার তৃপ্তির নিমিত্তই ইহারা পরের উপরে অত্যাচার-উৎপীড়নাদি দুষ্কার্য্য করিত; পরমকরুণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে ইহাদেরও মনের পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। তাহাদের ভোগবাসনা ও তজ্জনিত পরপীড়ন-প্রবৃত্তি দূরীভূত করিয়া তাহাদের চিত্তকে প্রেমাবির্ভাবের যোগ্য করিয়া তাহাদিগকে প্রেম দিলেন; ইহাই ইহাদের প্রতি প্রভুর করুণার বিশেষত্ব। অপর বিশেষত্ব—আপামর সাধারণকে প্রেমদান করার নিমিত্ত অপূর্ব্ব ব্যাকুলতা—এরূপ ব্যাকুলতা অপর কোনও অবতারে দৃষ্ট হয় না।

১৮। প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য একই অভিন্ন বস্তু; শ্রীকৃষ্ণরূপে যে দুর্লভ প্রেম এবং প্রেমপ্রাপ্তির উপায় তিনি নির্ব্বিচারে দান করেন নাই, শ্রীচৈতন্যরূপে কেন তাহা করিলেন? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"স্বতন্ত্র ঈশ্বর" ইত্যাদি। **স্বতন্ত্র**—যিনি নিজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, যাঁহার অন্য নিয়ন্তা নাই; নিজের ইচ্ছানুসারেই যিনি সমস্ত কাজ করেন। **স্বতন্ত্র ঈশ্বর**—স্বয়ং ভগবান্। **প্রেম নিগূঢ়-ভাণ্ডার**—প্রেমের নিগূঢ় (অতি গোপনীয়) ভাণ্ডার। নিগূঢ়-শব্দের ধ্বনি এই যে, শ্রীকৃষ্ণলীলায় এই প্রেমের ভাণ্ডার (আশ্রয়জাতীয় প্রেমের ভাণ্ডার)

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের নিকটেও পরম গোপনীয় ছিল—তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া রস-বৈচিত্রী আস্বাদনের উদ্দেশ্যে নিজে ইচ্ছা করিয়াই এই প্রেমভাণ্ডারের কর্তৃত্ব হইতে নিজেকে অপসারিত করিয়া অন্যের (শ্রীরাধার) হস্তে তাহা ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণরূপে নির্ব্বিচারে তিনি এই প্রেমদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গরূপে স্বতন্ত্র-ঈশ্বর বলিয়াই তিনি সেই প্রেমভাণ্ডারের কর্তৃত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং গ্রহণও করিলেন; গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছাতেই (স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া) সেই আশ্রয়জাতীয় প্রেম যথেচ্ছ আস্বাদন করিলেন। আস্বাদন-চমৎকারিতায় তিনি এতই মুগ্ধ হইলেন যে, সর্ব্বসাধারণকে এই প্রেমের আস্বাদন পাওয়াইবার নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণরূপে আশ্রয়-জাতীয়-প্রেমের আস্বাদন-চমৎকারিতা সম্যক্ অনুভব করিতে পারেন নাই বলিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তাহা বিতরণ করিবার জন্য উৎকট লোভও তখন জন্মে নাই; শ্রীগৌরাঙ্গরূপে এই লোভে ব্যাকুল হইয়া তিনি নির্ব্বিচারে আশ্রয়-জাতীয় প্রেমদান করিলেন।

উক্ত আলোচনা হইতে স্থূলতঃ ইহাই জানা গেল যে—স্বতন্ত্র-ঈশ্বর বলিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবান্ আশ্রয়-জাতীয় প্রেম-ভাণ্ডারের কর্তৃত্ব নিজে না রাখিয়া শ্রীরাধার হস্তে ন্যস্ত করেন; তাই শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি এই প্রেমদান করিতে পারেন নাই, নিজেও আস্বাদন করিতে পারেন নাই এবং আস্বাদন করিতে পারেন নাই বলিয়া ইহার আস্বাদন-চমৎকারিতার সম্যক্ অনুভূতির অভাবে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তাহা বিতরণের লোভও তাঁহার জন্মে নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যরূপে তিনি সেই ভাণ্ডারের কর্তৃত্ব নিজে গ্রহণ করিয়া আস্বাদন করিয়াছেন এবং আস্বাদন-চমৎকারিতায় মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তাহা বিতরণের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই—ভাণ্ডারের কর্তৃত্বও নিজ হস্তে থাকায় বিতরণের কোনও বিঘ্নও ছিল না। জীবের চিত্তের অবস্থা-বিশেষে, সর্ব্বসাধারণ বিধি-অনুসারে প্রেমপ্রাপ্তিবিষয়ে যাহা কিছু বিঘ্ন বলিয়া বিবেচিত হইত, স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাহাও দূরীভূত করিয়া নির্ব্বিচারে সকলকেই প্রেমদান করিয়াছেন। এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই (১ম শ্লোকে এবং ৪-৬ পয়ারে) এই অচিন্ত্য-শক্তির বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ প্রেম-বিতরণ-ব্যাপারে এই অচিন্ত্য-শক্তির প্রকটনই পরম-করুণ মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব বিশেষত্ব। জীবের প্রেমপ্রাপ্তি-বিষয়ে স্বসুখ-বাসনাদি, কি অপরাধাদি যে সকল বিঘ্ন আছে, সে সমস্ত বিঘ্ন দূরীভূত করিবার নিমিত্ত অচিন্ত্য-শক্তির যেরূপ অভিব্যক্তির প্রয়োজন, শ্রীকৃষ্ণ-অবতারেও সেইরূপ অভিব্যক্তির কথা শুনা যায় না। তাহার হেতুও বোধ হয় আছে; যে অনুগ্রহাশক্তির প্রেরণায় প্রেমদানের ইচ্ছা বলবতী হয়, তাহা আশ্রয়-জাতীয়া ভক্তির আধার-স্বরূপ ভক্তের হৃদয়ে থাকিয়াই ক্রিয়া প্রকাশ করে (এজন্যই বলা হইয়াছে "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়); যে স্থলে আশ্রয়জাতীয়া ভক্তি নাই, সে স্থলে প্রেমবিতরণের জন্য এই অনুগ্রহাশক্তিরও জীবমুখী অভিব্যক্তি থাকার সম্ভাবনা নাই। শ্রীকৃষ্ণে বিষয়-জাতীয়া ভক্তি বা প্রেম ছিল, আশ্রয়-জাতীয়া ভক্তির সম্যক্ বিকাশ ছিল না; তাই তাঁহাতে অনুগ্রহাশক্তির এতাদৃশী অভিব্যক্তিও ছিল না। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গরূপে তিনি আশ্রয়জাতীয়া ভক্তির মূল আধার হইয়াছেন; সুতরাং প্রেম-বিতরণ-বিষয়ে অনুগ্রহাশক্তির জীবমুখী অভিব্যক্তিও তাঁহাতে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং প্রেমবিতরণ-বিষয়ে ও প্রেমপ্রাপ্তি-বিষয়ে জীবচিত্তের বিঘ্নাদির দূরীকরণ-ব্যাপারে তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিকেও অনুকূলভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছে। এইভাবে যে অচিন্ত্যশক্তির বিকাশ এবং তদ্দ্বারা নির্ব্বিচারে প্রেমবিতরণ—এসমস্তেই প্রভুর স্বতন্ত্র ঈশ্বরত্বের অভিব্যক্তি; কারণ, তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়াই একমাত্র নিজেরই ইচ্ছার বশে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে নিজের মধ্যে আশ্রয়জাতীয়া ভক্তির অভিব্যক্তি করান নাই, আবার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে তাহা করাইয়াছেন এবং তদনুকূল অচিন্ত্যশক্তির অভিব্যক্তি করাইয়া নির্ব্বিচারে প্রেমদান করিয়াছেন।

বিলাইল যারে তারে ইত্যাদি। সজ্জন দুর্জ্জন, অপরাধী নিরপরাধ ইত্যাদির বিচার না করিয়া সকলকেই প্রেমদান করিয়াছেন।

অপরাধী ব্যক্তিকেও কিভাবে প্রেমদান করিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন।

অদ্যাপিহ দেখ—চৈতন্য নাম যেই লয়।
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রুবিহ্বল সে হয় ॥ ১৯
'নিত্যানন্দ' বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
আউলায় সর্ব্ব অঙ্গ, অশ্রু-গঙ্গা বয় ॥ ২০
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৯-২০। পূর্ব্ব-পয়ারে বলা হইয়াছে, স্বতন্ত্র ঈশ্বর শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে নির্ব্বিচারে সকলকেই প্রেম দিয়াছেন। পরবর্ত্তী ৯ম-১২শ পরিচ্ছেদোক্ত প্রেমকল্পতরুর বর্ণনা হইতে জানা যায়—মহাপ্রভু নিজে তো এইরূপ নির্ব্বিচারে প্রেম বিতরণ করিয়াছেনই; অধিকন্তু, ভক্তিকল্পবৃক্ষের শাখাপ্রশাখারূপ পার্ষদ ও অনুগত ভক্তগণের দ্বারাও নির্ব্বিচারে প্রেমবিতরণ করাইয়াছেন—নির্ব্বিচারে প্রেমবিতরণের শক্তি তাঁহাদিগকেও প্রভু দিয়াছেন। তাই, যতদিন মহাপ্রভু প্রকট ছিলেন, ততদিন তিনি এবং তদীয় পার্ষদ ও অনুগত ভক্তগণ তো নির্ব্বিচারে প্রেম বিতরণ করিয়াছেনই; অধিকন্তু, মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরেও প্রেমকল্পবৃক্ষের শাখা-প্রশাখারূপ যে সমস্ত পার্ষদ ও অনুগত ভক্ত প্রকট ছিলেন, প্রভুর পূর্ব্ব-আদেশ অনুসারে তাঁহারা তখনও নির্ব্বিচারে প্রেমবিতরণ করিয়াছেন। এই পয়ারে তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

অদ্যাপিহ—আজ পর্য্যন্তও; এখনও। এস্থলে গ্রন্থলিখন-সময়ের কথা অর্থাৎ কবিরাজগোস্বামীর সময়ের কথা বলা হইতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত যে সময়ে লিখিত হইতেছিল, সেই সময়েও প্রেমকল্পবৃক্ষের শাখা-প্রশাখারূপ কোনও কোনও ভক্ত প্রকট ছিলেন; তাঁহাদের কৃপায় তখনও অনেক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীভগবন্নাম গ্রহণ করা মাত্রেই প্রেম-প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন ও প্রেমলাভ করিয়াছেন।

চৈতন্য নাম—শ্রীচৈতন্যের নাম। জীবের রুচি ও অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্রীভগবান্ "কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার। ৩২০।১৩।" "নাম্নামকারি বহুধা" ইত্যাদি শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকেও প্রভু এই বহু নাম প্রকটনের কথা বলিয়াছেন; আবার, এই বহুবিধ নামের প্রত্যেকের মধ্যেই প্রভু "সর্ব্বশক্তি দিলেন করিয়া বিভাগ। ৩২০।১৫॥" ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্রীভগবানের বহু নামের মধ্যে প্রত্যেকটীরই অচিন্ত্য-শক্তি আছে। যাহা হউক, "শ্রীচৈতন্য" ও "শ্রীনিত্যানন্দ" ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন বহু নামের অন্তর্গতই দুইটী নাম; যথাবিধি এই দুই নামের যে কোনও একটীর কীর্ত্তনেই প্রেমোদয় হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, এই পয়ারে "চৈতন্য-নাম" বলিতে শ্রীচৈতন্যের উপদিষ্ট কৃষ্ণনামকেই বুঝাইতেছে; কিন্তু পূর্ব্বে শিক্ষাষ্টক হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়—এরূপ (শ্রীচৈতন্যের উপদিষ্ট কৃষ্ণনাম-জপরূপ) অর্থ করার কোনও প্রয়োজনই নাই; কারণ, "শ্রীচৈতন্য"-নাম কীর্ত্তন করিলেও কৃষ্ণপ্রেম জন্মিতে পারে। শ্রীচৈতন্যনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করিবে; তখনই হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্ব চিত্তে আবির্ভূত হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হইবে এবং তখনই এই প্রেমের বাহ্য-চিহ্নরূপে ভক্তের দেহে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিকভাব প্রকটিত হইবে। **পুলকাশ্রুবিহ্বল**—পুলক (রোমাঞ্চ) ও অশ্রু (নয়ন-ধারা) দ্বারা বিহ্বল (অভিভূত)। পুলক ও অশ্রুর উপলক্ষণে সমস্ত সাত্ত্বিকভাবই লক্ষিত হইতেছে। **"নিত্যানন্দ" বলিতে**—এস্থলে কেহ কেহ বলেন, "নিত্যানন্দ"-শব্দে শ্রীনিত্যানন্দের উপদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণনামকে বুঝাইতেছে; কিন্তু এরূপ অর্থ করারও প্রয়োজন নাই; কারণ, "শ্রীনিত্যানন্দ"-নাম কীর্ত্তন করিলেও কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইতে পারে। **আউলায়**—এলাইয়া পড়ে, প্রেমবিকাশ হওয়ায়। **অশ্রুগঙ্গা বয়**—গঙ্গাধারার ন্যায় অশ্রুধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। গঙ্গা-শব্দে এই প্রেমাশ্রুর স্নিগ্ধতা এবং পবিত্রতা সূচিত হইতেছে।

২১। অপরাধীর চিত্তে যে কৃষ্ণনাম সহজে ফল উৎপাদন করিতে পারেনা, তাহাই বলিতেছেন, এই পয়ারে।

অপরাধ—দুই রকমের, সেবাপরাধ ও নাম-অপরাধ। কোনও রূপ যান-বাহনাদিতে চড়িয়া বা পাদুকা পায়ে দিয়া শ্রীমন্দিরে গমনাদি অনেক রকমের সেবাপরাধ আছে; সাধারণতঃ, শ্রীমূর্ত্তির সেবা-পূজাদিতে শৈথিল্য বা শ্রদ্ধার অভাবসূচক কার্য্যমাত্রই সেবাপরাধের অন্তর্ভুক্ত; দৈনন্দিন স্তোত্রপাঠাদি দ্বারাই সেবাপরাধ ঘুচিয়া যাইতে পারে;

তথাহি (ভাঃ—২,৩,২৪)—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ৪ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তৎ অশ্মসারং লোহময়মেব হৃদয়ম্। যৎ খলু গৃহ্যমাণৈঃ কীর্ত্ত্যমানৈরপি বহুভির্হরিনামধেয়ৈর্ন বিক্রিয়েত। বিক্রিয়ালক্ষণমাহ অথেত্যাদি। গাত্ররুহেষু রোমসু হর্ষো রোমাঞ্চঃ বহুনামগ্রহণেঽপি চিত্তদ্রবাভাবো নামাপরাধলিঙ্গমিতি সন্দর্ভঃ। কিঞ্চাশ্রু-পুলকাবেব চিত্তদ্রবলিঙ্গমিত্যপি ন শক্যতে বক্তুং যদুক্তং শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈঃ। নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ। সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয় ইতি। তথা অতিগম্ভীর,মহানুভাব-ভক্তেষু হরিনাম-ভিশ্চিত্তদ্রবেঽপি বহিরশ্রুপুলকাদয়ো ন দৃশ্যন্তে। ইতি তস্মাৎ পদ্যমিদমেবং ব্যাখ্যেয়ম্। যদ্ধৃদয়ং ন বিক্রিয়েত। কদা? যদা বিকারস্তদাপি ইত্যর্থঃ। বিকার এব কস্তত্রাহ নেত্রে জলমিতি। ততশ্চ বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সতোরপি যদ্ধৃদয়ং ন বিক্রিয়েত তদশ্মসারমিতি বাক্যার্থঃ। ততশ্চ হৃদয়বিক্রিয়ালক্ষণান্যসাধারণানি ক্ষান্তিনামগ্রহণাসক্ত্যাদীন্যেব জ্ঞেয়ানি। চক্রবর্ত্তী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুতরাং ইহা তত সাংঘাতিক নহে। কিন্তু নামাপরাধ সহজে ক্ষয় হয়না, ইহা ভজনের অত্যন্ত বিঘ্নজনক। নামাপরাধ দশ রকমের; যথা, (১) সাধুনিন্দা, (২) শ্রীনারায়ণের নাম-গুণাদি হইতে শ্রীশিবের নাম-গুণাদিকে পৃথক মনে করা, (৩) গুরুদেবের অবজ্ঞা, (৪) হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা করা, অর্থাৎ নাম-মাহাত্ম্যাদিকে প্রশংসাবাচক আতিশয্য উক্তি বলিয়া মনে করা, (৫) বেদাদি শাস্ত্রের নিন্দা, (৬) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, (৭) ধর্ম্ম, ব্রত, দান, হোমাদি শুভকর্ম্মের সহিত হরিনামের সমতা মনে করা, (৮) শ্রদ্ধাহীন, শ্রবণ-বিমুখ এবং যে ব্যক্তি উপদেশাদি গ্রাহ্য করেনা, তাহাকে নাম-উপদেশ করা, (৯) নাম মাহাত্ম্য শুনিয়াও নাম গ্রহণ বিষয়ে প্রাধান্য না দিয়া দেহ-দৈহিক বস্তুতে প্রাধান্য দেওয়া এবং (১০) নাম শ্রবণে বা নাম গ্রহণে চেষ্টাশূন্যতা বা উপেক্ষা। বিশেষ আলোচনা ২।২২।৬৩ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। উক্ত সেবাপরাধ এবং নামাপরাধ ব্যতীতও একটী অপরাধ আছে—বৈষ্ণবাপরাধ, কোনও বৈষ্ণবের নিকটে অপরাধ (বিশেষ বিবরণ ২।১৯।১৩৮ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)।

শ্রীভগবানের কোনও একটী বিশেষ নাম সম্বন্ধে এই নামাপরাধের কথা উল্লিখিত হয় নাই। নামাপরাধ ও অর্থবাদাদি-প্রকরণে, হরিনাম, বিষ্ণুনাম, ভগবানের নাম, শিব-নামাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা হইতে মনে হয়, শ্রীভগবানের যে কোনও নামের কীর্ত্তন-সম্বন্ধেই নামাপরাধের অবকাশ আছে।

অপরাধীর—যাহার চিত্তে অপরাধ আছে, তাহার। **বিকার**—প্রেমের বিকার; অষ্টসাত্ত্বিকাদি প্রেমের বহির্ব্বিকার এবং চিত্তদ্রবতাদি প্রেমের অন্তর্বিকার। প্রেমোৎপাদন-বিষয়ে কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করে। যাহার মধ্যে নামাপরাধ আছে, কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলেও (সহজে) তাহার চিত্তে প্রেমের উদয় হয় না; সুতরাং প্রেমজনিত চিত্তদ্রবতা কিম্বা অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিকভাবও তাহার মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

চিত্তদ্রবতাই কৃষ্ণপ্রেমের মুখ্য লক্ষণ; এমন অনেক গম্ভীর-প্রকৃতির ভক্ত আছেন, প্রেমোদয়ে যাঁহাদের চিত্ত দ্রবীভূত হয়, কিন্তু অশ্রুকম্পাদি বহির্ব্বিকার জন্মে না। চিত্তের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বা অভ্যাসবশতঃও অনেকের দেহে অশ্রুকম্পাদি দৃষ্ট হয়; কিন্তু যদি সেই সঙ্গে তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে চিত্তদ্রবতা না জন্মে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ঐ সমস্ত অশ্রুকম্পাদি কৃষ্ণপ্রেমের বিকার নহে।

শ্লো। ৪। অন্বয়। তৎ (সেই) হৃদয়ং (হৃদয়) অশ্মসারং বত (লৌহ—লৌহবৎ কঠিন); যৎ (যেই) ইদং (ইহা—হৃদয়) যদা (যখন) নেত্রে (নয়নে) জলং (জল) গাত্ররুহেষু (রোমে) হর্ষঃ (পুলক) [ইত্যাদিঃ]

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপনাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ ২২
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্প-পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার ॥ ২৩
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥ ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(ইত্যাদি) বিকারঃ (বিকার—বহির্ব্বিকার) [অস্তি] (হয়) [তদাপি] (তখনও) গৃহ্যমাণৈঃ (গৃহীত) হরিনাম-ধেয়ৈঃ (হরিনাম দ্বারা) ন বিক্রিয়েত (বিকারপ্রাপ্ত—দ্রব—হয়না)।

অনুবাদ। শৌনক-ঋষি সূতকে কহিলেন—হে সূত! শ্রীহরিনাম গ্রহণের ফলে—নেত্রে অশ্রু, গাত্রে রোমাঞ্চাদি বহির্ব্বিকার জন্মিলেও—যে হৃদয় বিকারপ্রাপ্ত (দ্রবীভূত) হয়না, সেই হৃদয় লৌহবৎ কঠিন।৪।

ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন—"যাহারা স্বভাবতঃ পিচ্ছিলহৃদয় (ভাবপ্রবণ), অথবা ধারনাবিশেষের অভ্যাস দ্বারা যাহারা নিজেদের দেহে অশ্রু-কম্পাদির উদ্‌গম করাইতে পারে, তাহাদের মধ্যে প্রকৃত সাত্ত্বিকভাব (চিত্তদ্রবতা) ব্যতীতও অশ্রু-কম্পাদি কখনও কখনও দৃষ্ট হয়। দঃ ৩।৫২॥" সুতরাং অশ্রু-কম্পাদিই সকল সময় সাত্ত্বিক-বিকারের বা চিত্তদ্রবতার লক্ষণ নয়; অথচ চিত্ত দ্রব না হইলে প্রেমোদয় হইয়াছে বলা যায় না। চিত্তদ্রবতাই প্রেমোদয়ের বিশেষ লক্ষণ: এমন অনেক গম্ভীর হৃদয় মহানুভব আছেন, চিত্তদ্রব হইলেও যাঁহাদের অশ্রু-কম্পাদি বহির্ব্বিকার দৃষ্ট হয় না। তাই চিত্তদ্রবতার দিকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিয়া "যদশ্মসারং" ইত্যাদি শ্লোকের উক্তরূপ অন্বয় ও অনুবাদ করিতে হইয়াছে।

২২-২৪। প্রসঙ্গক্রমে, নিরপরাধ ব্যক্তির কৃষ্ণনাম গ্রহণ করা মাত্রই—এমন কি একবার মাত্র গ্রহণ করিলেই যে তাহার—চিত্তে প্রেমোদয় হইতে পারে, এবং নিরপরাধ হইয়া যদি কেহ পাপরতও হয়, তাহা হইলেও একবার কৃষ্ণনাম-উচ্চারণের ফলেই যে তাহার সেই পাপরাশি দূরীভূত হইয়া প্রেমোদয় হইতে পারে, তাহাই এই তিন পয়ারে বলিতেছেন।

প্রেমের কারণ ভক্তি—প্রেমাবির্ভাবের হেতুভূত সাধনভক্তি। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভগবৎ-কৃপায় চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইলেই চিত্ত শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করে এবং তখনই চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়। এইরূপে সাধন-ভক্তিই প্রেমাবির্ভাবের হেতু হইল। **করেন প্রকাশ**—শ্রীকৃষ্ণনাম সাধনভক্তির প্রকাশ করেন। নিরপরাধ ব্যক্তি একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই, তাহার যদি কোনও পাপ থাকে, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে তাহার প্রবৃত্তি এবং আগ্রহ জন্মে। **প্রেমের উদয়ে**—সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তে প্রেমোদয় হইলে, ভক্তের চিত্ত দ্রবীভূত হয় এবং তাহার ফলে বাহিরেও অশ্রুকম্পাদি প্রকাশ পায়। **প্রেমের বিকার**—চিত্তের দ্রবতা এবং অশ্রুকম্পাদি বহির্বিকার। **স্বেদ-কম্প**—ইত্যাদি—কৃষ্ণ-প্রেমের বহির্ব্বিকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। চিত্ত যখন শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় ভাবসমূহ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন তাহাকে সত্ত্ব বলে। ভাব-সমূহ যখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন তাহাদের প্রভাবে দেহ ক্ষুভিত হয় এবং ভাবসমূহের ক্রিয়া বহির্ব্বিকার রূপে দেহেও প্রকাশ পায়। এই বহির্ব্বিকারগুলিকে সাত্ত্বিকভাব বলে। ইহা আট রকমের—স্বেদ (ঘর্ম্ম), কম্প, পুলক বা রোমাঞ্চ (গায়ের রোম খাড়া হওয়া), অশ্রু (চক্ষু হইতে জল ঝরা), স্বরভেদ (গলার স্বরের বিকৃতি, গদ্‌গদ্ বাক্যাদি), বৈবর্ণ্য (দেহের বর্ণের পরিবর্ত্তন), স্তম্ভ (জড়তা বা নিশ্চলতা) এবং প্রলয় (মূর্চ্ছা)। বিশেষ বিবরণ ২।২।৬২ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **অনায়াসে ভবক্ষয়**—বিনা চেষ্টায় সংসারক্ষয় হয়। সংসার-ক্ষয়ের নিমিত্ত স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন হয় না; ভজনের প্রভাবে আনুষঙ্গিক ভাবেই সংসার ক্ষয় হয়, মায়াবন্ধন ঘুচিয়া যায়। সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার আপনা-আপনিই দূরীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ ভক্তির বা প্রেমের আবির্ভাবে আপনা-আপনিই সংসার-বন্ধন ঘুচিয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত একথাই বলেন। **"ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।** ১০।৩৩।৩৯—ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥ ২৫
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনামবীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥ ২৬
চৈতন্যে নিত্যানন্দে নাহি এ-সব-বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হৃদ্‌রোগকাম দূর করে। অর্থাৎ আগে পরাভক্তি লাভ, তারপরে আনুষঙ্গিকভাবে দুর্ব্বাসনার অপসরণ। বেদান্তের "সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাৎ তথা হি অন্যে"—এই ৩।৩।২৮ সূত্রের তাৎপর্য্যও তাহাই। ১।৭।১৩৬ পয়ারের টীকায় এই সূত্রের মর্ম্ম দ্রষ্টব্য। **কৃষ্ণের সেবন**—এক কৃষ্ণনামের ফলেই প্রেমোদয়ের পরে কৃষ্ণ-সেবা পর্য্যন্ত মিলিতে পারে।

২৫।২৬। হেন কৃষ্ণনাম—যে কৃষ্ণনাম একবার গ্রহণ করিলেই কৃষ্ণসেবা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে, সেই কৃষ্ণনাম। এতাদৃশ কৃষ্ণনাম বহু বহু বার গ্রহণ করিলেও যদি প্রেমোদয় না হয়—প্রেমোদয়ের বাহ্য লক্ষণ অশ্রু-কম্পাদি প্রকাশ না পায়—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, হৃদয়ে অনেক অপরাধের ফল সঞ্চিত আছে। যে হৃদয়ে অপরাধের ফল সঞ্চিত থাকে, সেই হৃদয়ে কৃষ্ণনামের বীজ (প্রেম) অঙ্কুরিত হয় না—সে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইতে পারে না।

২৭। পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় পয়ারে বলা হইয়াছে—কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করে; একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই সমস্ত পাপের বিনাশ, সংসারক্ষয়, প্রেমপ্রাপ্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহা কেবল নিরপরাধ ব্যক্তির পক্ষে—যাহার অপরাধ আছে, কৃষ্ণনাম তাহার চিত্তে কোনও ফলোদয় করাইতে পারে না।

কিন্তু জগতে নিরপরাধ লোকের সংখ্যা খুব বেশী নহে; যাহাদের অপরাধ আছে, শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ কৃপা করিয়া যে তাহাদিগকেও প্রেম দান করিয়াছেন, তাহাই বলা হইতেছে—এই পয়ারে।

চৈতন্য-নিত্যানন্দে—শ্রীচৈতন্য-স্বরূপে এবং শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপে; শ্রীমন্ মহাপ্রভুতে এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুতে। **এসব বিচার**—শ্রীকৃষ্ণনামের ন্যায় অপরাধের বিচার। **নাম লৈতে** ইত্যাদি—শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলেই শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নামগ্রহণকারীকে প্রেমদান করেন এবং তাহাতে তখনই নাম-গ্রহণকারীর দেহে অশ্রু-কম্পাদির উদয় হয়।

এই পয়ারের যথাশ্রুত অর্থ এই—কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করে এবং অপরাধী ব্যক্তিকে কৃষ্ণনাম প্রেম দান করে না। কিন্তু শ্রীমন মহাপ্রভু ও শ্রীমন নিত্যানন্দপ্রভু কোনওরূপ অপরাধের বিচার করেন না; যে কেহ হরিনাম গ্রহণ করিবে, তাহাকেই তাঁহারা প্রেম দান করেন—নিরপরাধ হইলে তো করেনই—অপরাধী হইলেও তাহাকে তাঁহারা প্রেম দিয়া থাকেন। ইহাই শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপার অপূর্ব্ব বিশেষত্ব।

কিন্তু এই যথাশ্রুত অর্থ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন। প্রথমতঃ, যতক্ষণ অপরাধ থাকে, ততক্ষণ প্রেম পাওয়া যায় না—ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের বিধান। অপরাধীকে প্রেম দিলে শাস্ত্র-মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়; মহাপ্রভু কখনও শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, যতক্ষণ অপরাধ থাকে, ততক্ষণ চিত্তের মলিনতা থাকে, চিত্ত ততক্ষণ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না, ততক্ষণ চিত্তে শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ প্রেমেরও উদয় হইতে পারে না; কারণ, শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন, এই প্রেম কেবল "শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়। ২।২২।৫৭॥" অপরাধ থাকা সত্ত্বেও প্রেম দান করিলে সত্যসঙ্কল্প মহাপ্রভুর কার্য্যের ও বাক্যের ঐক্য থাকে না। তৃতীয়তঃ, প্রকট-লীলায়ও শ্রীমন্ মহাপ্রভু কোনও অপরাধীকে—যতক্ষণ অপরাধ ছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত—প্রেমদান করেন নাই। কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে; (১) পড়ুয়া পাষণ্ডী, কর্ম্মী নিন্দকাদির অপরাধ ছিল বলিয়াই ইচ্ছাসত্ত্বেও প্রভু তাহাদিগকে প্রেম দিতে পারেন নাই; তাহাদের অপরাধ খণ্ডাইবার অন্য কোনও উপায় না দেখিয়াই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন—সন্ন্যাসিবুদ্ধিতে যদি তাহারা তাঁহার চরণে প্রণত হয়,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহা হইলেই তাহাদের অপরাধ খণ্ডাইতে পারেন—এই ভরসায় (।১।৭।৩৫। পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়, যতক্ষণ অপরাধ ছিল, ততক্ষণ তিনি প্রেম দেন নাই—ততক্ষণ প্রেম গ্রহণ বা ধারণ করার ক্ষমতাও অপরাধীর থাকে না। (২) ব্রাহ্মণ-সন্তান গোপাল-চাপালের শ্রীবাসের নিকটে অপরাধ ছিল; তাহার ফলে তাহার সমস্ত শরীরে গলিতকুষ্ঠ হইয়াছিল। কষ্টে অধীর হইয়া গোপাল-চাপাল একদিন মহাপ্রভুর নিকটে কাতর প্রার্থনাও জানাইয়াছিল- তাহাকে উদ্ধার করার নিমিত্ত। কিন্তু প্রভু তাহাকে উদ্ধার করিলেন না; বরং বলিলেন—“আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু। কোটি জন্ম এই মত কীড়ায় খাওয়াইমু॥ ১।১৭।৪৭॥” সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন কুলিয়াগ্রামে আসিয়াছিলেন, তখন আবার গোপাল-চাপাল প্রভুর শরণাগত হইল; তখন প্রভু কৃপা করিয়া বলিলেন—“শ্রীবাসের নিকটে তোমার অপরাধ হইয়াছে; তাঁহার নিকটে যাও; শ্রীবাস যদি তোমার অপরাধ ক্ষমা করেন, আর তুমিও যদি ভবিষ্যতে এরূপ অপরাধ আর না কর, তাহা হইলেই তুমি উদ্ধার পাইবে।” ইহা হইতেও বুঝা যায়, যতক্ষণ অপরাধ থাকে, ততক্ষণ তিনি প্রেমদান করেন না। (৩) অন্যের কথা আর কি বলা যাইবে—স্বয়ং শচীমাতার কথা শুনিলেই এবিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায়। বোধ হয়, জীবলোকে অপরাধের গুরুত্ব দেখাইবার নিমিত্তই প্রভুর গূঢ় ইঙ্গিতে শচীমাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া একবার বৈষ্ণবাপরাধ আত্ম-প্রকট করিয়াছিল। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-উপলক্ষে শচীমাতা শ্রীঅদ্বৈতকে লক্ষ্য করিয়া একটা কথা বলিয়াছিলেন—প্রাকৃত জীবের পক্ষে যাহা অপরাধজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। জীব-শিক্ষার নিমিত্ত প্রভু ইহাকেই শচীমাতার অপরাধ বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং ভক্তচূড়ামণি শ্রীবাসের প্রার্থনাতেও প্রভু শচীমাতাকে তজ্জন্য প্রেমদান করিলেন না। অনেক অনুনয়-বিনয়ে শেষে বলিলেন, “নাঢ়ার স্থানেতে আছে তান্ অপরাধ। নাঢ়া ক্ষামলে সে হয় প্রেমের প্রসাদ॥ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত। মধ্য ২২।” তারপর কৌশলে শ্রীঅদ্বৈত হইতে ক্ষমা-পাওয়ার পরেই শ্রীশচীমাতার দেহে প্রেমের বিকার প্রকাশ পাইল—তৎপূর্ব্বে নহে।

এসমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অপরাধ-থাকা-কালে প্রভু কখনও কোনও অপরাধীকে প্রেমদান করেন নাই—তদবস্থায় প্রেম দিলেও অপরাধী তাহা ধারণ করিতে পারিতনা। (১.৭।২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু প্রভু যে নির্ব্বিচারে সকলকে প্রেমদান করিয়াছেন—একথাও বহু স্থলে শুনিতে পাওয়া যায়; সুতরাং তাহাও মিথ্যা বলিয়া মনে করা যায় না। এরূপ অবস্থায় কি সমাধান হইতে পারে? সমাধান এইরূপ বলিয়া মনে হয়—শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ নিরপরাধকে তো প্রেম দিয়াছেনই (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); আর যাহারা অপরাধী; তাহাদিগকেও তিনি প্রেম দিয়াছেন—অবশ্য তাহাদের অপরাধ খণ্ডাইয়া তাহার পরে প্রেম দিয়াছেন। অপরাধ খণ্ডাইবার উপায় এই—বৈষ্ণবাপরাধস্থলে, যাঁহার নিকটে অপরাধ হইয়াছে, তাঁহার প্রসন্নতা বিধান করিয়া তাঁহা দ্বারাই অপরাধ ক্ষমা করাইতে হইবে। গোপাল-চাপাল, শ্রীশচীমাতা-প্রভৃতির দৃষ্টান্তে দেখা যায়, প্রভু এইভাবেই অপরাধ খণ্ডন করাইয়াছেন—অন্যস্থলেও এইরূপই করিয়া থাকিবেন। আর যখন জানা যায় না—কাহার নিকটে অপরাধ, তখন এবং যখন বৈষ্ণব-নিন্দাব্যতীত অন্য কোনওরূপ নামাপরাধ বর্ত্তমান থাকে তখন—একান্তভাবে শ্রীহরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে নামের কৃপায় ক্রমশঃ অপরাধ খণ্ডন হইতে পারে। কিরূপে নামকীর্ত্তন করিলে অপরাধাদি দূরীভূত হইয়া প্রেমোদয় হইতে পারে, শিক্ষাষ্টকে তৃণাদপি-শ্লোকাদিতে প্রভু তাহা বলিয়া দিয়াছেন। প্রভু অপরাধীকে তদনুসারে হরিনাম করাইয়া তাহার চিত্ত শুদ্ধ করাইয়াছেন এবং তাহার পরেই তাহাকে প্রেমদান করিয়াছেন। কিন্তু ইহা হইল অপরাধ খণ্ডাইবার সাধারণবিধি; এই বিধি-অনুসারে প্রভুর লীলান্তর্ধানের পরেও ভাগ্যবান্ ব্যক্তি প্রেম পাইতে পারেন; অবশ্য, বিধির উপদেশে এবং অপরাধীর অপরাধ দেখাইয়া দিয়া তৎখণ্ডনের নিমিত্ত প্রভুর ব্যাকুল চেষ্টায় তাঁহার অসাধারণ কৃপার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু ইহাও পরম-করুণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপার অপূর্ব্ব বিশেষত্ব নহে এই অপূর্ব্ব বিশেষত্ব হইতেছে এই যে—প্রভু অপরাধীকেও শ্রীহরিনাম উপদেশ দিয়াছেন এবং তদনুসারে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করা মাত্রই—অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার অত্যদ্ভুত-অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে—

[illegible] শ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার। তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥ ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ খণ্ডন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রেমদান করিয়াছেন। প্রভু নিজেও এরূপ করিয়াছেন এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি পার্ষদবর্গের দ্বারাও এইভাবে সকলকে প্রেমদান করাইয়াছেন। এইরূপে অপরাধী কি নিরপরাধ—সকলকেই তিনি প্রেমদান করিয়াছেন, কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই।

উক্ত আলোচনাকে ভিত্তি করিয়া "চৈতন্যে নিত্যানন্দে নাহি" ইত্যাদি পয়ারের এইরূপ অর্থ করা যায়:—শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রেমদান-বিষয়ে কোনওরূপ বিচার করেন নাই; যে কেহ শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারই চিত্ত দ্রব হইয়াছে এবং তাঁহারই দেহে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকার প্রকটিত হইয়াছে। যিনি নিরপরাধ ছিলেন, তাঁহাকে ত প্রেম দিয়াছেনই—আর যিনি অপরাধী—শ্রীহরিনাম করাইয়া, তাঁহাদের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাঁহারও অপরাধ খণ্ডন করাইয়া পরে তাঁহাকেও প্রেমদান করিয়াছেন; শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ কাহাকেও কৃষ্ণপ্রেম হইতে বঞ্চিত করেন নাই।

প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পরে প্রেমদান বিষয়ে তাঁহার করুণার আরও এক অপূর্ব্ব এবং অত্যাশ্চর্য্য বিকাশের কথা শুনা যায়। ব্রজভাবের আবেশে প্রেমগদ্গদ কণ্ঠে হরিনাম করিতে করিতে প্রভু পথে চলিয়া যাইতেছেন; তখন তাঁহার দর্শনের সৌভাগ্য যাঁহারই হইয়াছে, কিম্বা তাঁহার দৃষ্টিপথের পথিক হওয়ার সৌভাগ্য যাঁহারই হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তিনিই কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছেন। প্রভু চলিয়াছেন—প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া; চতুর্দ্দিকে সেই বন্যার তরঙ্গ ধাবিত হইয়াছে; সেই তরঙ্গ-স্পর্শের সৌভাগ্য যাঁহাদেরই হইয়াছে, তাঁহারাই ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এইভাবে প্রেমবিতরণে—প্রেমলাভের উপায়ের উপদেশে নহে—প্রেমবিতরণেই যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার প্রভু করেন নাই; এজাতীয় বিচারের দিকে তাঁর কোনও অনুসন্ধানও ছিল না; বরং তাঁর অনুসন্ধান ছিল একটা বিষয়ে—কেহ প্রেমলাভ হইতে যেন বঞ্চিত হয় না, এই বিষয়ে। এমন অপূর্ব্ব করুণার বিকাশ শ্রীভগবান্ আর কোনও অবতারে দেখান নাই, এমন কি দ্বাপর-লীলায়ও না।

কৃষ্ণনাম হইতে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বিশেষত্ব এই যে, কৃষ্ণনাম কেবল নিরপরাধকেই প্রেম দেন, অপরাধীকে কৃষ্ণনাম কিছুতেই প্রেম দেন না কিন্তু শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ সকলকেই প্রেমদান করেন—নিরপরাধকে তো দান করেনই, অপরাধীকেও প্রেমদান করেন, অবশ্য তাঁহাদের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে, নামগ্রহণ মাত্রেই তাহার (অপরাধীর) অপরাধ খণ্ডন করিয়া তাহার পরে প্রেমদান করেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এবং তাঁহার পার্ষদবর্গের প্রকট-লীলাকালে যাঁহারা বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদেরই এইরূপ অপূর্ব্ব সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল—তাঁহাদের সকলকেই শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রেমদান করিয়াছিলেন; তাঁহাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি সেই নির্ব্বিচার করুণা-বন্যাও তিরোহিত হইয়া গেল; তাই শ্রীলনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় আক্ষেপ করিয়া গাহিয়াছেন—"যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ, নদীয়া নগরে অবতার। তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম, মিছামাত্র বহি ফিরি ভার

২৮ **স্বতন্ত্র ঈশ্বর** ইত্যাদি—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কাহারও অধীন নহেন; বিশেষতঃ, তিনি পরম উদার; তাই অপরাধী ব্যক্তিকেও—অপরাধ খণ্ডাইয়া—প্রেমদান করিয়াছেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী ১২ পয়ারে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভজনীয়তার কথা বলিয়া ১৩ পয়ারে কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—তর্কশাস্ত্রের বিচারেও তাঁহাদের ভজনীয়ত্বই সিদ্ধ হয়; তারপর, তর্কশাস্ত্রানুযায়ী বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া ১৪ পয়ারে বলিলেন—শ্রীভগবানের ভজনীয় গুণ-সমূহের মধ্যে জীবের প্রতি করুণাই শ্রেষ্ঠ এবং এই করুণার বিকাশ যাঁহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তিনিই সর্ব্বসেব্য; এই বাক্যকে ভিত্তি করিয়া ১৫-২১ পয়ারে দেখাইলেন যে, শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের করুণা এত অধিকরূপেই বিকশিত হইয়াছে যে, অতি সুদুর্লভ কৃষ্ণ-প্রেমকেও তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুলভ

অরে মূঢ়লোক! শুন চৈতন্যমঙ্গল। চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাদের কৃপায়—নিরপরাধ ব্যক্তির কথা তো দূরে—অপরাধী ব্যক্তিও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছে। এইরূপে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপার সর্ব্বাতিশায়িতা সপ্রমাণ করিয়া উপসংহার করিতেছেন—**"তাঁরে না ভজিলে"** ইত্যাদি বাক্যে—এমন পরমকরুণ যে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ, তাঁহাদিগকে যদি ভজন না করা হয়, তাহা হইলে উদ্ধারের নিশ্চিত ভরসা আর কিরূপে থাকিতে পারে? অন্য-স্বরূপের ভজনে জীব মায়াবন্ধন হইতে উদ্ধার পাইলেও পাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে ভজনের ত্রুটী-বিচ্যুতি-আদিজনিত অন্তরায়ের আশঙ্কা আছে—অন্য উপাস্য-স্বরূপ সে সমস্ত ত্রুটী-বিচ্যুতি আদি উপেক্ষা করার মত কিম্বা সংশোধন করাইয়া লওয়ার মত করুণ না হইতেও পারেন; কিন্তু যাঁহাদের কৃপার বন্যা—সাধারণ ত্রুটী-বিচ্যুতি-আদির কথা তো দূরে—মহাপাতকাদিকেও ভাসাইয়া লইয়া বহু দূরে সরাইয়া দেয়—এমন কি ভজনমার্গের প্রধানতম অন্তরায় অপরাধকে পর্য্যন্ত অপসারিত করিয়া অপরাধী ব্যক্তিকে পর্য্যন্ত কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়া থাকে, তাঁহাদের ভজন করিলে মায়াবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার আর কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না।

মায়াবন্ধন হইতে নিষ্কৃতিই খুব বড় কথা নয়; ইহা পরম-পুরুষার্থও নয়, (১।৭।৮১ এবং ১।৭।১৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। প্রেমই হইল পরম-পুরুষার্থ। গৌর-নিত্যানন্দের ভজনে সেই প্রেমলাভ হইতে পারে; জীবের মধ্যে প্রেম-বিতরণের জন্য তাঁহাদের ব্যাকুলতা তাঁহাদের প্রকট-লীলাতেই দৃষ্ট হইয়াছে। সেই ব্যাকুলতাবশতঃ প্রকট-লীলায় তাঁহারা নির্ব্বিচারে আপামর-সাধারণকে সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অপ্রকটের পরে কি ভাবে সেই প্রেম লাভ করিয়া জীব কৃতার্থ হইতে পারে, এতদ্বিষয়ক উপদেশও তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক রাখিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে ভজন করিলে তাঁহাদের কৃপায় সেই প্রেমলাভ হইতে পারে। প্রেমলাভের অনুকূল ভজনের উপদেশ রাখিয়া যাওয়াতেও প্রেম-দান-দ্বারা জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্য তাঁহাদের ব্যাকুলতারই পরিচয়ই পাওয়া যায়।

২৯। উপাস্য-স্বরূপের মহিমাজ্ঞান-ব্যতীত ভজনে অনুরাগ জন্মে না; তাই শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভজনের উপদেশ দিয়া এক্ষণে তাঁহাদের মহিমা জানিবার উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-গ্রন্থ-শ্রবণের উপদেশ দিতেছেন।

মূঢ়লোক—শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের মহিমাদি-বিষয়ে অজ্ঞ লোক। যাহারা গৌরনিত্যানন্দের মহিমা জানেনা বলিয়া তাঁহাদের ভজন করেনা, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল—শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অপর নাম। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার লিখিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের নাম প্রথমে রাখিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যমঙ্গল। শ্রীলোচনদাস-ঠাকুরও একখানি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল লিখিয়াছিলেন। কথিত আছে, একদিন বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের নিকটে আসিয়া শ্রীলোচনদাস-ঠাকুর স্বরচিত "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ" শুনিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন; তাঁহার সম্মতিক্রমে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল পাঠ করিতে করিতে এক স্থানে যখন শ্রীলোচনদাস পড়িলেন "অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত। শ্রীনিত্যানন্দ বন্দো রোহিণীর সুত ॥" তখন শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর প্রেমে পুলকিত হইয়া লোচনদাসকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক বলিলেন—"নিতাই-চৈতন্যে তোমার অভেদ-জ্ঞান হইয়াছে, তুমি ধন্য। আজ হইতে তোমার রচিত গ্রন্থের নামই শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রহিল; আর আমি যে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল লিখিয়াছি, তাহার নাম শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইল।" আবার কেহ কেহ বলেন, শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণই শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত রাখিয়াছেন। আবার কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, শ্রীল লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের সহিত নামের গোলযোগ হইবে আশঙ্কা করিয়া বৃন্দাবনদাসের জননী শ্রীনারায়ণী-দেবীই বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত রাখেন। এই গ্রন্থে শ্রীল বৃন্দাবনদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অতি মধুর ভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

কৃষ্ণ-লীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস— বৃন্দাবনদাস ॥ ৩০
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥ ৩১
চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা ॥৩২
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহাঁ জানি করিয়া উদ্ধার ॥ ৩৩
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহ মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥ ৩৪
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন-দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥ ৩৫
বৃন্দাবনদাসপদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহো তারিলা সংসার ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাঁহারা শ্রীমনমহাপ্রভুর মহিমা অবগত নহেন, শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী বিশেষ করিয়া তাঁহাদিগকেই শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পড়িবার উপদেশ দিতেছেন।

৩০। বেদব্যাস যেমন শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন, শ্রীল বৃন্দাবনদাসও তেমনি শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শ্রীচৈতন্যের লীলা বর্ণন করিয়াছেন, তাই শ্রীল বৃন্দাবনদাসকেই শ্রীচৈতন্য-লীলার বেদব্যাস বলা যায়। ইহাও বোধ হয় শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবতে পরিবর্ত্তিত হওয়ার একটা কারণ।

বৃন্দাবনদাস—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীবাস-পণ্ডিতের এক ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল শ্রীমতী নারায়ণী। শ্রীমতী নারায়ণী-দেবী শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপার পাত্রী ছিলেন। নারায়ণীর বয়স যখন চারি বৎসর, তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বীয় ভুক্তাবশের দান করিয়া কৃপা করেন; নারায়ণীর বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখনই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই নারায়ণী-দেবীই শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের জননী। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল বৃন্দাবনদাসের ইষ্টদেব ছিলেন এবং তাঁহারই আদেশে তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করেন। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলেন, "বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা ॥ ১০৯॥ যিনি বেদব্যাস ছিলেন, তিনিই এক্ষণে বৃন্দাবনদাস ॥" **চৈতন্য-লীলার ব্যাস**—ব্যাসদেব যেমন শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন, তেমনি যিনি শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহাকে চৈতন্যলীলার ব্যাস বলে।

৩১-৩৪। **সর্ব্ব অমঙ্গল**—ভক্তিসম্বন্ধে সকল রকমের অন্তরায়। **কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা**—কৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক যে সকল সিদ্ধান্ত আছে, তাহাদের সীমা বা অবধি; কৃষ্ণভক্তি-বিষয়ে সিদ্ধান্ত সমূহের সার মর্ম্ম। **ভাগবতে যত** ইত্যাদি—শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভক্তি-সিদ্ধান্তের যে সকল সার মর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, তৎ সমস্ত উদ্ধৃত করিয়াই শ্রীল বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন। তাৎপর্য্যার্থ এই যে, শ্রীমদ্‌ভাগবতকে ভিত্তি করিয়াই শ্রীল বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিয়াছেন; শ্রীমদ্‌ভাগবতই শ্রীচৈতন্যভাগবতের সিদ্ধান্ত-সমূহের প্রমাণ। **চৈতন্যমঙ্গল শুনে** ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যভাগবতের এমনই অদ্ভুত মহিমা যে, ভগবদ্‌বিমুখ পাষণ্ডী কিম্বা **হিন্দুধর্ম্ম**বিরোধী যবনও—যদি শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রবণ করে, তাহা হইলেও সে মহাবৈষ্ণব হইয়া যায়; শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের অপূর্ব্ব করুণাদির কথা শুনিতে শুনিতে তাহার ভগবদ্‌-বিমুখতা বা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষাদি সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়া যায়; গৌরনিত্যানন্দের কৃপায় আকৃষ্ট হইয়া পাষণ্ডী এবং যবনও মহাবৈষ্ণব হইয়া যায়।

৩৫ **বৃন্দাবনদাস-মুখে** ইত্যাদি—শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুই জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত বৃন্দাবনদাসের মুখে স্বীয় মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহাদ্বারা স্বীয় মহিমা-ব্যঞ্জক শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করাইয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুরই উক্তির ন্যায় প্রামাণ্য—ভ্রম-প্রমাদাদিশূন্য।

৩৬। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের মহিমা যেরূপ-সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ অন্তরে কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীল বৃন্দাবন-দাসের চরণে প্রণতি জানাইতেছেন।

নারায়ণী—চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাসবৃন্দাবন ॥ ৩৭
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত-বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন ॥ ৩৮
অতএব ভজ লোক চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসারদুঃখ, পাবে প্রেমানন্দ ॥ ৩৯
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্যলীলা বর্ণিল সকল ॥ ৪০
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তাহার কৈল বিবরণ ॥ ৪১
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ॥ ৪২
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥ ৪৩
নিত্যানন্দলীলাবর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ ॥ ৪৪
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৭। **উচ্ছিষ্ট-ভাজন**—নারায়ণীর বয়স যখন চারিবৎসর, তখনই মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি প্রেমগদ্‌গদ্ কণ্ঠে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন। তজ্জন্য অত্যন্ত প্রীত হইয়া প্রভু কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে নিজের উচ্ছিষ্ট (ভুক্তাবশেষ) দিয়াছিলেন। (শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য ২য় অধ্যায়)। ৩০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৮। **তাঁর কি অদ্ভুত ইত্যাদি**—বৃন্দাবন-দাসের গৌর-লীলা-বর্ণন-প্রণালী অত্যন্ত অদ্ভুত। **শুদ্ধ কৈল**—সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া, বিষয়-বাসনাদি ঘুচাইয়া, ভগবদ্‌বিমুখতাদি দূরীভূত করিয়া অন্তঃকরণকে শুদ্ধ—অর্থাৎ ভক্তির আবির্ভাবের যোগ্য—করিল।

৩৯। যে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মহিমা-ব্যঞ্জক গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রবণ করিলেই জীবের সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হয়, সেই পরম-করুণ গৌর-নিত্যানন্দের ভজন করিলে যে জীবের দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত হইবে, চিত্তে প্রেমোদয় হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাই গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপা সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া তাঁহাদের ভজনের নিমিত্ত সকলকেই ডাকিয়া বলিতেছেন।

৪০-৪৫। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনার পূর্ব্ব-ইতিহাস বর্ণন করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীচৈতন্যভাগবত আস্বাদন করিতে থাকেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতে গ্রন্থকার প্রথমে অতি সংক্ষেপে—সূত্রাকারে—শ্রীচৈতন্যলীলার উল্লেখ করেন; পরে আবার কোন কোন লীলা বিস্তারিতরূপে বর্ণন করেন; নানাকারণে তিনি সমস্ত লীলা বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতে পারেন নাই; কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতের লীলা-বর্ণন-মাধুর্য্যের আস্বাদন পাইয়া সমস্ত লীলার আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভক্তগণের বিশেষ লোভ জন্মিল; তাই, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যে সকল লীলা বর্ণন করেন নাই, সেই সকল লীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিবার নিমিত্ত তাঁহারা শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীকে আদেশ করিলেন; তদনুসারে তিনি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত লিখিতে আরম্ভ করেন।

সূত্র করি—সংক্ষেপে। **বিস্তার দেখিয়া ইত্যাদি**—গ্রন্থের আয়তন অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া কোন কোন লীলা তিনি বিস্তৃতরূপে বর্ণন করেন নাই। সমস্ত লীলা বর্ণনা না করার ইহা একটী হেতু। **নিত্যানন্দ লীলা বর্ণনে ইত্যাদি**—শ্রীনিত্যানন্দের লীলা বর্ণন করিতে করিতে সেই লীলায় আবিষ্ট হওয়ায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা বর্ণন করিতে পারেন নাই। সমস্ত লীলা বর্ণন না করার ইহা আর একটী হেতু। **সেই সব লীলার**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শেষ লীলার এবং আদি ও মধ্য-লীলার মধ্যে বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যাহা যাহা বিস্তৃতরূপ বর্ণন করেন নাই, সেই সমস্ত লীলার।

বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণ-সদন।
মহাযোগপীঠ তাহাঁ রত্নসিংহাসন ॥ ৪৬
তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎ মদন ॥ ৪৭
রাজসেবা হয় তাহাঁ বিচিত্র প্রকার।
দিব্যসামগ্রী দিব্য-বস্ত্র অলঙ্কার ॥ ৪৮
সহস্র সেবক, সেবা করে অনুক্ষণ।
সহস্রবদনে সেবা না যায় বর্ণন ॥ ৪৯
সেবার অধ্যক্ষ—শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশ-গুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ ॥ ৫০
সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর।
মধুরবচন মধুরচেষ্টা অতি ধীর ॥ ৫১
সভার সম্মানকর্ত্তা, করেন সভার হিত।
কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসা না জানে তাঁর চিত ॥৫২
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।
সেই সব গুণ তাঁর শরীরে নিবাস ॥ ৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪৬-৫৩। শ্রীচৈতন্যের লীলা বর্ণনের নিমিত্ত যাঁহারা আদেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিতেছেন ৪৬-৬৭ পয়ারে। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন শ্রীল পণ্ডিত হরিদাস; তাই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার কথাই বলিতেছেন ৪৬-৫৯ পয়ারে। শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষের নীচে সুবর্ণ-মন্দিরে মহাযোগপীঠ আছে; সেই যোগপীঠের মধ্যে একটী রত্নসিংহাসন আছে; সেই রত্নসিংহাসনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিরাজিত; সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদের রাজোচিত সেবায় নিয়োজিত; এই রাজ-সেবার অধ্যক্ষই ছিলেন শ্রীল পণ্ডিত হরিদাস।

কল্পদ্রুমে—কল্পবৃক্ষের নীচে। কল্পবৃক্ষ একটী অপ্রাকৃত বৃক্ষ; ইহার ফল, ফুল, শাখা, পত্র, কাণ্ডাদি সমস্তই অপ্রাকৃত মণিমাণিক্যতুল্য সমুজ্জল ও অপ্রাকৃতগুণ-বিশিষ্ট; শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলার নিমিত্ত যখন যাহা দরকার, এই অপ্রাকৃত-কল্পবৃক্ষ তখন তাহাই দিতে পারে; ইহা একটী অচিন্ত্য-শক্তিবিশিষ্ট বৃক্ষ-বিশেষ। **সুবর্ণ-সদন**—সুবর্ণ (স্বর্ণ) নির্ম্মিত সদন (গৃহ); স্বর্ণ-মন্দির। **মহা যোগপীঠ**—সপরিকর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনস্থানকে যোগপীঠ বলে। ইহার আকৃতি সহস্রদল পদ্মের ন্যায়; মধ্যে কর্ণিকারস্থলে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের রত্নসিংহাসন; তাহার চতুর্দ্দিকে সেবা-পরায়ণা সখী-মঞ্জরীগণ বিভিন্ন দলে উপায়ন-হস্তে পর্য্যায়ক্রমে দণ্ডায়মানা। এই যোগপীঠ অপ্রাকৃত মণিরত্নাদি দ্বারা নির্ম্মিত। **তাতে বসিয়াছে**—সেই রত্নসিংহাসনে বসিয়া আছেন। **ব্রজেন্দ্রনন্দন**—শ্রীকৃষ্ণ। **শ্রীগোবিন্দদেব নাম**—তাঁহার নাম শ্রীগোবিন্দদেব। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলায় ভৌমবৃন্দাবনের যে স্থানে যোগপীঠ প্রকটিত হইয়াছিল, সেই স্থানে কবিরাজ-গোস্বামীর সময়ে (বর্ত্তমান সময়েও) শ্রীকৃষ্ণের যে বিগ্রহ বিরাজিত ছিলেন, তাঁহার নাম শ্রীগোবিন্দদেব; ইনি শ্রীরূপ-গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। **রাজসেবা**—রাজোচিত সেবা; প্রচুর-পরিমাণ বহুমূল্য দ্রব্যাদি দ্বারা সেবা। **সহস্র বদনে ইত্যাদি**—সেবার-উপকরণ, বৈচিত্র্য এবং পারিপাট্যাদির কথা সহস্র বদনেও বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। **অধ্যক্ষ**—কর্ত্তা; সেবকদিগের পরিচালক। **সুশীল**—সচ্চরিত্র। **সহিষ্ণু**—ধৈর্য্যশীল। **বদান্য**—দাতা। **মধুর-বচন**—মিষ্টভাষী; যিনি মিষ্ট কথা বলেন। **মধুর-চেষ্টা**—যাঁহার চেষ্টা, কার্য্য-কলাপ সমস্তই মধুর। **কৌটিল্য**—কুটিলতা। **মাৎসর্য্য**—অন্যের মঙ্গলের প্রতি দ্বেষ; পরশ্রীকাতরতা। **কৃষ্ণের সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ**—সুরম্যদেহ, সমস্ত সুলক্ষণযুক্ত, রুচির, তেজস্বী, বলীয়ান্, কৈশোর-বয়োযুক্ত, বিবিধ-অদ্ভুত-ভাষাবিৎ, সত্যবাক্, প্রিয়ম্বদ, বাবদূক (অর্থাৎ শ্রবণপ্রিয় ও অখিলগুণান্বিত বাক্য-প্রয়োগে পটু), সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান্, প্রতিভান্বিত, বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, দেশকাল-সুপাত্রজ্ঞ, শাস্ত্রচক্ষু, শুচি, বশী, স্থির, দান্ত, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান্, সম, বদান্য, ধার্ম্মিক, শূর, করুণ, মান্যমানকৃৎ, দক্ষিণ, বিনয়ী, হ্রীমান্ (লজ্জাশীল), শরণাগত-পালক, সুখী, ভক্তসুহৃৎ, প্রেমবশ্য, সর্ব্বশুভঙ্কর, প্রতাপী, কীর্ত্তিমান্, রক্তলোক (অর্থাৎ লোকের অনুরাগ-ভাজন), সাধু-সমাশ্রয়, নারীগণ-মনোহারী, সর্ব্বারাধ্য, সমৃদ্ধিমান্, বরীয়ান্ ও ঈশ্বর—শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণের মধ্যে এই পঞ্চাশটী প্রধান। ভ, র, সি, দক্ষিণ। ১।১১॥

তথাহি (ভাঃ—৫।১৮।১২)—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মানসমলাপগমফলমাহ যস্যেতি। অকিঞ্চনা নিষ্কামা মনঃশুদ্ধৌ হরের্ভক্তো ভবতি, ততশ্চ তৎপ্রসাদে সতি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বৈর্গুণৈশ্চ ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ তত্র সম্যগাসতে নিতং বসন্তি গৃহাদ্যাসক্তস্য তু হরিভক্ত্যসংভবাৎ কুতো মহতাং গুণাঃ জ্ঞান-বৈরাগ্যাদয়ো ভবন্তি। অসতি বিষয়সুখে মনোরথেন বহির্ধাবতঃ। স্বামী।৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেই সব গুণ ইত্যাদি—পণ্ডিত শ্রীল হরিদাসের দেহে শ্রীকৃষ্ণের উক্ত পঞ্চাশটী গুণ বাস করিয়া থাকে। কিন্তু ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুতে শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী বলিয়াছেন—"যে সত্যবাক্য ইত্যাদ্যা হ্রীমানিত্যন্তিমা গুণাঃ। প্রোক্তাঃ কৃষ্ণেহস্য ভক্তেষু তে বিজ্ঞেয়া মনীষিভিঃ॥ ভ, র, সি, দক্ষিণ।১।১৪৩॥—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে "সত্যবাক্" হইতে আরম্ভ করিয়া "হ্রীমান্" পর্য্যন্ত যে কয়টী গুণের কথা বলা হইয়াছে, পণ্ডিতগণ কৃষ্ণভক্তেও সেই সকল গুণ আছে বলিয়া উল্লেখ করেন। এইরূপে দেখা যায়—সত্যবাক্য, প্রিয়ম্বদ, বাবদূক, সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান্, প্রতিভান্বিত, বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, দেশকাল-সুপাত্রজ্ঞ, শাস্ত্রচক্ষুঃ (যিনি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করেন), শুচি, বশী (জিতেন্দ্রিয়), স্থির, দান্ত, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান্, সম, বদান্য, ধার্ম্মিক, শূর, করুণ, মান্যমানকৃৎ, দক্ষিণ (সৎস্বভাব-গুণে কোমল-চরিত্র), বিনয়ী এবং হ্রীমান্ (লজ্জাশীল)—শ্রীকৃষ্ণের এই উনত্রিশটী গুণই ভক্তে সঞ্চারিত হইতে পারে। এই উনত্রিশটী গুণের মধ্যেও আবার কোনটীই পূর্ণ মাত্রায় ভক্তের মধ্যে বিকশিত হয় না; এক মাত্র শ্রীকৃষ্ণেই সমস্ত গুণ পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত; জীবের মধ্যে উক্ত গুণসমূহ বিন্দু বিন্দু মাত্রই বিকশিত হয়—ইহাই শ্রীরূপ-গোস্বামীর অভিমত।। "জীবেষ্বেতে বসন্তোহপি বিন্দু-বিন্দুতয়া ক্বচিৎ। পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥ ভ, র, সি, দক্ষিণ। ১।১২॥"

এইরূপে ৫৩ পয়ারের **সেই সব গুণ** বলিতে "শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চাশটী গুণের মধ্যে যে সকল গুণ জীবে সঞ্চারিত হইতে পারে, সেই সকল গুণই" বুঝিতে হইবে—সেই সকল গুণই পণ্ডিত শ্রীল হরিদাসে বিরাজিত ছিল।

কৃষ্ণভক্তে যে কৃষ্ণগুণ সঞ্চারিত হইতে পারে, তাহার প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্লো। ৫। অন্বয়। ভগবতি (ভগবানে) যস্য (যাঁহার) অকিঞ্চনা (নিষ্কামা) ভক্তিঃ (ভক্তি) অস্তি (আছে), তত্র (তাঁহাতে—সেই ব্যক্তির মধ্যে) সর্ব্বৈঃ (সমস্ত) গুণৈঃ (গুণের) [সহ] (সহিত) সুরাঃ (দেবগণ) সমাসতে (নিত্য বাস করেন)। মনোরথেন (মনোরথ দ্বারা—বৃথা বস্তুতে অভিলাষ দ্বারা) বহিঃ (বাহিরের) অসতি (অনিত্য-বিষয়-সুখের দিকে) ধাবতঃ (ধাবমান), হরৌ (হরিতে) অভক্তস্য (অভক্ত-ব্যক্তির) মহদ্গুণাঃ (মহদ্ গুণসমূহ) কুতঃ (কোথা হইতে আসিবে)?

অনুবাদ। ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমস্ত গুণের সহিত সমস্ত দেবগণ তাঁহাতে নিত্য বাস করেন। আর যে ব্যক্তির হরিতে ভক্তি নাই, তাহার মহদ্গুণ সকল কোথায়? যেহেতু, সে ব্যক্তি সর্ব্বদা মনোরথের দ্বারা অসৎপথে অনিত্য-বিষয়-সুখাদিতে—ধাবিত হয়।৫।

অকিঞ্চনা—নিষ্কামা; ফলাভিসন্ধানশূন্যা; যে ভক্তির অনুষ্ঠানে কোনওরূপ ফলাভিসন্ধান—ভুক্তি-মুক্তি-আদি-বাসনা—নাই, তাহাকে অকিঞ্চনা ভক্তি বলে। **সর্ব্বৈর্গুণৈঃ**—জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি, কিম্বা সত্যবাক্যাদি সমস্ত গুণের সহিত। ভক্তির কৃপা যাঁহার প্রতি হয়, সমস্ত দেবগণ সমস্ত সদ্গুণের সহিত তাঁহার মধ্যে বাস করেন; অর্থাৎ তিনি সমস্ত সদ্গুণে ভূষিত হয়েন। **সমাসতে**—সম্যক্ রূপে বাস করেন; নিত্য অবস্থান করেন। অর্থাৎ সদ্গুণাবলী কখনও ভক্তকে ত্যাগ করে না। কিন্তু যাঁহারা অভক্ত, যাঁহারা ভক্তির কৃপা হইতে বঞ্চিত, তাঁহাদের

পণ্ডিতগোসাঞির শিষ্য অনন্ত-আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময় তনু উদার মহা আর্য্য ॥ ৫৪
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ।
তাঁর প্রিয়শিষ্য ঞিহো পণ্ডিত হরিদাস। ৫৫
চৈতন্য-নিত্যানন্দে তার পরমাবিশ্বাস।
চৈতন্যচরিতে তাঁর পরম উল্লাস ॥ ৫৬
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব-সন্তোষ ॥ ৫৭
নিরন্তর শুনেন তেঁহো চৈতন্যমঙ্গল।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব সকল ॥ ৫৮
কথায় সভা উজ্জ্বল করেন যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজগুণামৃতে বাঢ়ায় বৈষ্ণব আনন্দ ॥ ৫৯
তেঁহো বড় কৃপা করি আজ্ঞা কৈলা মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে ॥ ৬০
কাশীশ্বরগোসাঞির শিষ্য গোবিন্দগোসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁর সম নাই ॥ ৬১
যাদবাচার্য্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্যচরিতে তেঁহো অতি বড় রঙ্গী ॥ ৬২
পণ্ডিতগোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভগোসাঞি।
গৌরকথা বিনা আর মুখে অন্য নাই ॥ ৬৩
তাঁর শিষ্য গোবিন্দপূজক চৈতন্যদাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস ॥ ৬৪
আচার্য্যগোসাঞির শিষ্য চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ॥ ৬৫
আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ।
শেষলীলা শুনিতে সভার হৈল মন ॥ ৬৬
মোরে আজ্ঞা করিলা সভে করুণা করিয়া
তা-সভার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া ॥ ৬৭
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে।
মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥ ৬৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মধ্যে কোনও মহদ্গুণই স্থান পাইতে পারে না ; কারণ, একমাত্র ভক্তিরাণীর কৃপাতেই ঐ সমস্ত মহদ্গুণের আবির্ভাব সম্ভব হইতে পারে। অভক্তগণ ভক্তির কৃপা হইতে বঞ্চিত ; যেহেতু তাহারা **মনোরথেন**—মনোরূপ রথের দ্বারা, যদৃচ্ছাক্রমে দ্রুতগতিতে, **অসতি**—অসদ্ বিষয়ে ; অনিত্য-বিষয়-সুখের নিমিত্ত **বহিঃ**—বাহিরের দিকে, শ্রীভগবান্ হইতে বাহিরের দিকে **ধাবতঃ**—ধাবিত হয়। অনিত্য-বিষয়-সুখের লোভে ভগবান্ হইতে বাহিরের দিকে ধাবিত হয় বলিয়া তাহারা ভক্তির কৃপা হইতে বঞ্চিত ; কারণ, যাহাদের মধ্যে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা আছে, তাহারা ভক্তির কৃপা লাভ করিতে পারে না।

পণ্ডিত শ্রীহরিদাসের উপলক্ষে এই শ্লোক উদ্ধৃত হওয়ায় ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, তিনি নিষ্কাম ভক্ত ছিলেন, ভুক্তি-মুক্তি-বাসনার ক্ষীণ ছায়াও তাঁহার মধ্যে ছিলনা।

৫৪-৫৫। **পণ্ডিত গোসাঞি**—শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত-গোসাঞি। **উদার**—প্রশস্ত-হৃদয়। **আর্য্য**—সরল। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন শ্রীল অনন্ত আচার্য্য ; শ্রীল পণ্ডিত হরিদাস ছিলেন শ্রীল অনন্ত আচার্য্যের শিষ্য।

৫৭। উত্তম বৈষ্ণবগণের মধ্যে কোনও দোষ না থাকায় অপরের কোনও দোষই তাঁহাদের চক্ষে পড়ে না ; তাই পণ্ডিত হরিদাস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী ইত্যাদি।

৫৮-৫৯। এই দুই পয়ার হইতে মনে হইতেছে—পণ্ডিত শ্রীল হরিদাসই শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইতেছেন।

৬০। **তেঁহো**—সেই পণ্ডিত শ্রীল হরিদাস।

৬৫। **আচার্য্য গোসাঞি**—শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য গোস্বামী।

৬৮। শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-বর্ণনের নিমিত্ত বৈষ্ণববৃন্দের আদেশ পাইয়া গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীশ্রীমদনগোপালের মন্দিরে গেলেন, গ্রন্থ-প্রণয়নে মদনগোপালের আদেশ প্রার্থনা করিতে। **মদনগোপালে**—

দর্শন করিয়া কৈলুঁ চরণবন্দন।
গোসাঞিদাস পূজারি করেন চরণসেবন ॥ ৬৯
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল ॥ ৭০
সর্ব্ববৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।
গোসাঞিদাস আনি মালা মোর গলে দিল ॥ ৭১
আজ্ঞা পাঞা মোর হইল আনন্দ।
তাহাঁই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ ॥ ৭২
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥ ৭৩
সেই লিখি, মদনগোপাল যে লিখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায় ॥ ৭৪
কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন।
যাঁর সেবক—রঘুনাথ রূপ সনাতন ॥ ৭৫
বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥ ৭৬
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ ॥ ৭৭
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়লালস।
বৈষ্ণবাজ্ঞা-বলে কার এতেক সাহস ॥ ৭৮
শ্রীরূপ-রঘুনাথ চরণের এই বল।
যাঁর স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত-সকল ॥ ৭৯
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৮০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গ্রন্থ-
করণে বৈষ্ণবাজ্ঞারূপকথনং নাম
অষ্টমপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীশ্রীমদন-গোপালের মন্দিরে। শ্রীশ্রীমদন-গোপাল-বিগ্রহ শ্রীল সনাতনগোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীশ্রীমদনমোহনকেই এস্থলে মদনগোপাল বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী পয়ার হইতেই তাহা বুঝা যায়।

৬৯-৭২। মদনগোপালের মন্দিরে যাইয়া কবিরাজ-গোস্বামী যখন মদনগোপালকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করিলেন, তখনই শ্রীমদন-গোপালের কণ্ঠ হইতে একছড়া ফুলের মালা খসিয়া পড়িল; গোসাঞিদাস-নামক জনৈক পূজারি তখন সেবার কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন—তিনি মদনগোপালের সেই প্রসাদী-মালাছড়া আনিয়া কবিরাজ-গোস্বামীর গলায় পরাইয়া দিলেন; এই প্রসাদী মালাকেই গ্রন্থ-প্রণয়ন-বিষয়ে মদনগোপালের আদেশ মনে করিয়া কবিরাজ-গোস্বামী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং সেইস্থানে তৎক্ষণাৎই গ্রন্থলিখন আরম্ভ করিয়া দিলেন।

৭৩-৭৪। গ্রন্থপ্রণয়নে যে কবিরাজ-গোস্বামীর নিজের কোনও কৃতিত্বই নাই, তাঁহাকে নিমিত্তমাত্র করিয়া শ্রীমন্ মদনগোপালই যে এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাই বলিয়া কবিরাজ-গোস্বামী নিজের দৈন্য প্রকাশ করিতেছেন।

৭৫। অন্যান্য শ্রীবিগ্রহ বর্ত্তমান থাকিতে কবিরাজ-গোস্বামী সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীমদনগোপালের আজ্ঞা ভিক্ষা করিতে গেলেন কেন, তাহা বলিতেছেন। শ্রীল রঘুনাথ, শ্রীল রূপ-সনাতনাদি ছিলেন কবিরাজ-গোস্বামীর শিক্ষাগুরু; শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীকৃত রঘুনাথ ভট্টাষ্টক হইতে জানা যায় শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামী তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীশ্রীমদন-গোপালের সেবা করিয়াছেন; তাহাতে মদনগোপাল হইলেন তাঁহার কুলাধিদেবতা; এজন্যই সর্ব্বাগ্রে তিনি মদনগোপালের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে গিয়াছেন।

৭৬-৭৭। কবিরাজ-গোস্বামী ধ্যানযোগে শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের আদেশও গ্রহণ করিয়াছেন। চৈতন্যলীলার ব্যাস হইলেন বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর স্মৃতরাং চৈতন্যলীলা-বর্ণনের সম্যক অধিকারই তাঁহার; তিনি কৃপা করিয়া আর যাঁহাকে বর্ণনের অধিকার দেন, তিনিও বর্ণন করিতে পারেন—এতদ্ব্যতীত অপর কাহারও চিত্তেই এই লীলা স্ফুরিত হইতে পারে না। তাই কবিরাজ-গোস্বামী বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের আদেশ গ্রহণ করিলেন।

আদি-লীলা।

নবম পরিচ্ছেদ।

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্ গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্ ॥ ১

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পরমাশক্তস্যাপ্যাত্মনো ভগবদনুগ্রহেণ শক্ততাং সম্ভাবয়ন্নিব প্রারিপ্সিতসিদ্ধয়ে পূর্ব্ববদ্ গুরুরূপমিষ্টদৈবতং প্রণমতি তমিতি। শ্রীমান্ কৃষ্ণশ্চাসৌ চৈতন্যদেবশ্চ পরমাত্মেতি তম্। পক্ষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেতি বিখ্যাতদেবমীশ্বরম্ সাক্ষাত্তস্যোপদেষ্টৃত্বাসম্ভবেঽপি চিত্তাধিষ্ঠাতৃত্বাদিনা সর্ব্বেষামপি জীবানাং পরমগুরুতয়াত্মনোঽপি স এব গুরুরিত্যভিপ্রেত্য লিখতি জগদ্গুরুমিতি। পক্ষে সর্ব্বত্রৈব ভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান-ভক্তিপ্রচারণাজ্জগতাং গুরুত্বেন বিশেষতো দীনজনবিষয়ক-দয়য়োপদেশানুগ্রহণে গুরুমিতি। শ্রীসনাতন-গোস্বামী। ১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই পরিচ্ছেদ হইতে আরম্ভ করিয়া চারি পরিচ্ছেদে ভক্তিকল্পতরুর বর্ণনা করা হইয়াছে। কল্পতরুর যেমন অফুরন্ত ভাণ্ডার, যতই বিতরণ করা যায়, ভাণ্ডার যেমন পূর্ণ-ই থাকে; শ্রীমন্ মহাপ্রভুরও তেমনি অফুরন্ত প্রেমের ভাণ্ডার—পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া যাকে তাকে তিনি অকাতরে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন; তথাপি তাঁহার প্রেম-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ-ই রহিয়াছে; তাই এই পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে কল্পতরু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রেমের ভাণ্ডার তিনি, এজন্য প্রেমাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভু কল্পতরু; আবার প্রেম বিতরণও করেন তিনি, এজন্য তিনি মালী (অর্থাৎ যে বাগানে কল্পতরু আছে, সেই বাগানের মালিক এবং তত্ত্বাবধায়ক)। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পরমগুরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী এই কল্পতরুর অঙ্কুর; মহাপ্রভুর গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এই অঙ্কুরের পরিপুষ্টাবস্থা; স্বয়ং মহাপ্রভু এই কল্পবৃক্ষের মূল স্কন্ধ (মূল গুঁড়ি); এই মূল স্কন্ধ হইতে দুইটী বড় ডাল বাহির হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে—একটী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, অপরটী শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। তারপর ইঁহাদের পারিষদ, শিষ্য, অনুশিষ্যাদি বৃক্ষের শাখা-উপশাখাদিরূপে সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়াছে। পরমানন্দপুরী-আদি নঁয়জন এই কল্পতরুর নয়টী শিকড়। এই চারি পরিচ্ছেদ একটী রূপক মাত্র। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার পার্ষদগণ এবং তাঁহাদেরও পার্ষদ, শিষ্য, অনুশিষ্যাদি সকলেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শক্তিতে ও আদেশে যাকে তাকে প্রেমবিতরণ করিয়াছেন।

শ্লো। ১। **অন্বয়।** জগদ্গুরুং (জগদ্গুরু) তং (সেই) শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেবং (শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেবকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি)—যস্য (যাঁহার—যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের) অনুকম্পয়া (অনুগ্রহে) শ্বাপি (কুকুরও) মহাব্ধিং (মহাসমুদ্র) সন্তরেৎ (সাঁতার দিয়া পার হয়)।

অনুবাদ। যাঁহার কৃপায় কুকুরও সাঁতার দিয়া মহাসাগর পার হইতে পারে, সেই জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি। ১।

এই শ্লোকটী শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসের দ্বিতীয়-বিলাসের প্রথম শ্লোক।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমবিতরণের মহিমা-বর্ণন-বিষয়ে নিজেকে অসমর্থ মনে করিয়া গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন, এই শ্লোকে। মহাপ্রভুর কৃপায় সামান্য কুকুরও মহাসমুদ্র পার হইতে পারে; তাঁহার কৃপা হইলে গ্রন্থকার যে তাঁহার প্রেমদান-মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

জয়জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ত্তিহেতু যাঁহার স্মরণ ॥ ২
শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ ॥
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥ ৩
এ-সব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলাগুণ।
জানি বা না জানি—করি আপন-শোধন ॥ ৪

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে ॥ ২

প্রভু কহে—আমি 'বিশ্বম্ভর'-নাম ধরি।
নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥ ৫
এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান-কর্ম্ম ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যঃ শ্রীচৈতন্যঃ স্বয়ং মালাকারঃ উদ্যানপালকঃ প্রেমকল্পবৃক্ষ-রোপকো বা, স্বয়ং প্রেমামরতরুঃ কৃষ্ণপ্রেমকল্পবৃক্ষশ্চ, যঃ তস্য বৃক্ষস্য ফলানাং দাতা ভোক্তা চ, তং চৈতন্যমহং আশ্রয়ে শরণং ব্রজামীতি। ২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২। **সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ত্তিহেতু** ইত্যাদি—যাঁহাদের স্মরণ করিলে সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়।

৪। **এ-সব-প্রসাদে**—শ্রীরূপাদি-গোস্বামিগণের অনুগ্রহে। **চৈতন্য-লীলাগুণ**—শ্রীচৈতন্যের লীলা ও গুণ (মহিমা)। **জানি বা না জানি** ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যের লীলাগুণ লিখিতে জানি বা না জানি, তথাপি লিখি; কারণ, না জানিয়া লিখিলেও **করি আপন-শোধন**—তাহাতে নিজের চিত্তের মলিনতা দূর হয়। শ্রীচৈতন্যের লীলাগুণাদির এমনই অদ্ভুত মহিমা যে, যে কোনওরূপে তাহার সংস্পর্শে আসিলেই নিজের চিত্তশুদ্ধি হয়; ইহা লীলাগুণাদির বস্তুগত ধর্ম্ম—অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায়। অগ্নির দাহিকা-শক্তি আছে—ইহা না জানিয়াও যদি আগুনে হাত দেওয়া যায়, তথাপি হাত পুড়িয়া যাইবে; তদ্রূপ, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলাগুণাদির মহিমা জানা না থাকিলেও এবং লীলাগুণাদি বর্ণন করার ক্ষমতা না থাকিলেও বর্ণনের চেষ্টা মাত্রেই লীলাগুণাদির অলৌকিকী শক্তি বর্ণনকারীর চিত্তের মলিনতা দূরীভূত করিয়া দেয়।

শ্লো। ২। **অন্বয়**। যঃ (যিনি—যে শ্রীচৈতন্য) স্বয়ং (নিজে) মালাকারঃ (মালাকার—উদ্যানপালক) স্বয়ং (নিজে) প্রেমামরতরুঃ (প্রেমকল্পবৃক্ষ), তৎফলানাং (সেই কল্পবৃক্ষের ফলসমূহের) দাতা (দাতা) ভোক্তা চ (এবং ভোক্তাও), তং (সেই) চৈতন্যং (শ্রীচৈতন্যদেবকে) আশ্রয়ে (আমি আশ্রয় করি)।

অনুবাদ। যিনি স্বয়ং মালাকার (উদ্যানপালক বা বৃক্ষ-রোপণকারী) এবং যিনি স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমকল্পবৃক্ষ; (আবার যিনি) সেই বৃক্ষের ফলসমূহ দানও করেন, ভোজনও করেন, আমি সেই শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ আশ্রয় করি। ২।

নিম্নলিখিত পয়ার-সমূহেই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইয়াছে।

৫। **প্রভু**—শ্রীমন্ মহাপ্রভু। **বিশ্বম্ভর**—বিশ্বকে ভরণ করেন যিনি, তিনি বিশ্বম্ভর।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু মনে মনে চিন্তা করিলেন—"আমার নাম বিশ্বম্ভর; আমি যদি কৃষ্ণপ্রেমের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে ভরণ করিতে পারি—সমগ্র বিশ্ববাসীর হৃদয়কে প্রেমে পরিপূর্ণ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার বিশ্বম্ভর-নাম সার্থক হইবে।" তাৎপর্য্য এই যে, বিশ্ববাসী সকলকেই প্রেমদান করার উদ্দেশ্যেই প্রভু প্রেমকল্পবৃক্ষের ধর্ম্ম প্রকাশ করিলেন

৬। **মালাকার**—মালী; যিনি বাগানে বৃক্ষাদি রোপণ করেন, মূলে জলসেচনাদি করিয়া বৃক্ষাদির তত্ত্বাবধান করেন, ফলপুষ্পাদির রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাঁহাকে মালাকার বা মালী বলে। **ফলোদ্যান**—ফলের বাগান; প্রেমফলের বাগান।

বিশ্ববাসী সকলকে প্রেমফল দান করার উদ্দেশ্যে প্রভু নিজে মালাকারের কার্য্য গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপেই প্রেমফলের বাগান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তি-কল্পতরু রুপিলা সিঞ্চি ইচ্ছা-পানি ॥ ৭
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তি-কল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥ ৮
শ্রীঈশ্বরপুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল ॥ ৯
নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হৈয়া স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয় ॥ ১০
পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দভারতী ॥ ১১
বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহতীর্থ, আর পুরী সুখানন্দ ॥ ১২
এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
এই নবমূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭। **ভক্তি-কল্পতরু**—ভক্তিরূপ কল্পবৃক্ষ। ভক্তির পরিপক্কাবস্থাতেই প্রেমের উদয় হয়, তাই প্রেমকে ভক্তিরূপ বৃক্ষের ফলরূপে মনে করা যায়। ভক্তিরূপ বৃক্ষেই প্রেমফল ধরে বলিয়া প্রভু ভক্তিরূপ বৃক্ষ রোপণ করিলেন। প্রভু নবদ্বীপ-রূপ বাগানেই এই ভক্তিবৃক্ষ রোপণ করিলেন; ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, নবদ্বীপের বাগানে যে ভক্তিবৃক্ষ রোপিত হয়, তাহাতেই কৃষ্ণ-প্রেমফল জন্মে; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রেম লাভ করিতে হইলে নবদ্বীপের ভজনকে (অর্থাৎ সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজনকে) মূল ভিত্তি করিয়া ভজন আরম্ভ করিতে হইবে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজন বাদ দিলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অভীষ্ট ব্রজপ্রেম পাওয়া যাইবে না। **সিঞ্চি**—সেচন করিয়া। **ইচ্ছাপানি**—ইচ্ছারূপ জল। গোড়ায় জল সেচন করিলে বাগানের গাছ বাড়িতে থাকে; প্রভুর বাগানের ভক্তিকল্পবৃক্ষ প্রভুর ইচ্ছাতেই বাড়িয়াছিল। অর্থাৎ প্রভুর ইচ্ছাতেই এই বৃক্ষের শাখাপ্রশাখাদিরূপ ভক্তবৃন্দের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

৮। এক্ষণে ভক্তিকল্পবৃক্ষের বিকাশের ক্রম বলিতেছেন। শ্রীপাদমাধবেন্দ্রপুরী হইলেন ইহার অঙ্কুর। তিনি ছিলেন **কৃষ্ণপ্রেমপূর**—কৃষ্ণপ্রেমের সমুদ্রতুল্য। সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্প উত্থিত হইয়া মেঘ হয়, সেই মেঘ বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হইয়া সমস্ত জলাশয়াদি পরিপূর্ণ করে; তাহা হইতে লোকগণ জল পাইয়া থাকে। এইরূপে সমুদ্র হইতেই পরম্পরাক্রমে লোক সকল জল পাইয়া থাকে। তদ্রূপ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী হইতেই পরম্পরাক্রমে জীব প্রেম লাভ করিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেমের সমুদ্র বলা হইয়াছে। সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভু হইতেই বিশ্ববাসী জীব কৃষ্ণ-প্রেম লাভ করিয়াছে; লৌকিক-লীলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার (লৌকিক-লীলার) দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী হইতে প্রেম লাভ করিয়াছেন (তদ্রূপ লীলার অভিনয় করিয়াছেন) এবং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী আবার শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই প্রেমলাভ করিয়াছেন। সুতরাং জীবের প্রেমপ্রাপ্তির ক্রমে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীই হইলেন মূল; তাই তাঁহাকে ভক্তিবৃক্ষের অঙ্কুর বলা হইয়াছে।

৯। মাধবেন্দ্রপুরী হইতেই ঈশ্বরপুরীতে প্রেমের বিকাশ বলিয়া ঈশ্বরপুরীকে অঙ্কুরের পরিপুষ্টাবস্থা বলা হইল। আর লৌকিক-লীলায় মহাপ্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী হইতেই প্রেমলাভ করিয়াছেন বলিয়া প্রভুকে ভক্তিবৃক্ষের স্কন্ধ (গুঁড়ি—অঙ্কুরের পরিণত অবস্থা) বলা হইল। **স্কন্ধ**—গাছের গুঁড়ি; গাছের গোড়ার মোটা অংশকে স্কন্ধ বা গুঁড়ি বলে।

১০। শ্রীচৈতন্য মালী হইয়া কিরূপে বৃক্ষের স্কন্ধ হইলেন? তাহাই বলিতেছেন—সাধারণতঃ মালী কখনও স্কন্ধ হইতে পারে না; কিন্তু স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভু মালী হইয়াও স্কন্ধরূপে পরিণত হইয়াছেন। **সকল শাখার ইত্যাদি**—শ্রীনিত্যানন্দাদি সমস্ত শাখার মূল আশ্রয়ই সেই শ্রীচৈতন্যরূপী স্কন্ধ; বৃক্ষের স্কন্ধকে আশ্রয় করিয়াই যেমন শাখা-প্রশাখাদি পত্র-ফল-পুষ্প বহন করে, তদ্রূপ শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে আশ্রয় করিয়াই (তাঁহার শক্তিতেই) তদীয় পরিকরাদি জগতে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন।

১১-১৩। পরমানন্দপুরী-আদি নয়জন ভক্তিকল্পবৃক্ষের নয়টী শিকড়ের তুল্য; বৃক্ষের মূল হইতে চারিদিকে

মধ্যমূল পরমানন্দপুরী মহাধীর।
অষ্টদিকে অষ্টমূল বৃক্ষ কৈল স্থির ॥ ১৪
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা উপজিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল ॥ ১৫
বিশ বিশ শাখা করি এক-এক মণ্ডল।
মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড-সকল ॥ ১৬
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।
যত উপজিল শাখা, কে গণিবে কত ? ॥ ১৭
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম অগণন।
আগে ত করিব, শুন বৃক্ষের বর্ণন ॥ ১৮
বৃক্ষের উপরে শাখা হৈল দুই স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম, আর নিত্যানন্দ ॥ ১৯
সেই দুই স্কন্ধে বহু শাখা উপজিল।
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥ ২০
বড়শাখা উপশাখা তার উপশাখা।
যত উপজিল, তার কে করিবে লেখা ? ॥ ২১
শিষ্য প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ।
জগৎ ব্যাপিল—তার নাহিক গণন ॥ ২২
উড়ুম্বরবৃক্ষে যৈছে ফলে সর্ব্ব-অঙ্গে।
এইমত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে ॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শিকড় বাহির হইয়া যেমন বৃক্ষকে স্থির রাখে, তদ্রূপ পরমানন্দপুরী-আদি নয়জনও শ্রীচৈতন্যরূপ বৃক্ষকে নিশ্চল রাখিয়াছিলেন—প্রেমদানরূপ কার্য্যে অবিচলিত রাখিয়াছিলেন, সহায়তাদি করিয়া।

নিকসিল বৃক্ষমূল—বৃক্ষের মূল হইতে বাহির হইল। নবমূলে—নয়টী শিকড়ে। নিশ্চল—স্থির; দৃঢ়বদ্ধ; অবিচলিত।

১৪। উক্ত নয়টী শিকড়ের মধ্যে পরমানন্দপুরীরূপ শিকড় হইতেছেন মধ্যমূল—প্রধান শিকড়, যাহা সোজাসোজি মাটীর ভিতরে নীচের দিকে যায়; আর কেশব-পুরী আদি আটজন হইতেছেন পার্শ্বমূল—আটদিকে প্রসারিত আটটী শিকড়ের তুল্য।

১৫। বৃক্ষের মূল-দেশের বর্ণনা দিয়া এক্ষণে শাখা-প্রশাখাদির বর্ণনা দিতেছেন। স্কন্ধের (বা গুড়ির) উপরে বহু শাখা, তাহাদের উপরে আবার বহু শাখা জন্মিল; অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া শ্রীনিত্যানন্দাদি বহু পার্ষদ এবং এসকল পার্ষদকে আশ্রয় করিয়া আবার তাঁহাদের বহু শিষ্যানুশিষ্যাদি প্রেমবিতরণ করিতে লাগিলেন।

১৬। "বিশ-বিশ" বাক্য বহুত্ব-বাচক। এই পয়ারের তাৎপর্য্য এই যে, এক এক পার্ষদের বা প্রধান ভক্তের আশ্রয়ে তাঁহার অনুগত বহু ভক্ত মিলিত হইয়া এক একটী মণ্ডল বা দল গঠিত হইল; এইরূপ বহুদল নানাদিকে বাহির হইয়া প্রেমবিতরণ করিতে লাগিল।

১৭। এক একজন প্রধান ভক্তের অনুগত আবার বহু বহু ভক্ত।

১৮। আগেত করিব—পরে বর্ণন করিব। মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম পরবর্ত্তী কয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইবে। এস্থলে স্কন্ধাদির উল্লেখ মাত্র করিতেছেন।

১৯। শ্রীচৈতন্যরূপ মূলস্কন্ধ হইতে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতরূপ দুইটী বড় ডাল বাহির হইল। অর্থাৎ প্রেমবিতরণ-ব্যাপারে শ্রীচৈতন্যের পরেই মুখ্য কর্ত্তা হইলেন শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত উভয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাদিগকে মূলস্কন্ধ হইতে উদ্গত স্কন্ধ (বড় ডাল)-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

২০-২২। শ্রীনিত্যানন্দের ও শ্রীঅদ্বৈতের বহু পার্ষদ, শিষ্য, অনুশিষ্য; তাঁহাদের শিষ্য, অনুশিষ্য, তাঁহাদের আবার শিষ্য অনুশিষ্য ইত্যাদি ক্রমে অসংখ্য ভক্ত প্রেমবিতরণ-কার্য্যে দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িলেন।

২৩। উড়ুম্বর বৃক্ষ—যজ্ঞডুম্বর গাছ। ভক্তি-বৃক্ষের ফল—প্রেম। যজ্ঞডুম্বর গাছের—গুঁড়ি, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি—সর্ব্বত্রই যেমন ফল ধরে, তদ্রূপ ভক্তিবৃক্ষেরও—গুঁড়ি, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি—সর্ব্বত্রই প্রেমফল

মূলস্কন্ধের শাখা আর উপশাখাগণে
লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে ॥ ২৪
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর ।
বিলায় চৈতন্যমালী—নাহি লয় মূল ॥ ২৫
ত্রিজগতে যত আছে ধন রত্ন-মণি ।
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি ॥ ২৬
মাগে বা না মাগে কেহো—পাত্র বা অপাত্র ।
ইহার বিচার নাহি, জানে 'দিব' মাত্র ॥ ২৭
অঞ্জলি-অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে ।
দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে ॥ ২৮
মালাকার কহে—শুন বৃক্ষ-পরিবার ।
মূল শাখা প্রশাখা যতেক প্রকার ॥ ২৯
অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয়কর্ম্ম ।
স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম ॥ ৩০
এ-বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন ।
বাড়িয়া ব্যাপিল সভে সকল ভুবন ॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

ধরিল ; অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পার্ষদগণ, পার্ষদগণের পার্ষদ ও শিষ্যানুশিষ্যাদি সকলেই শ্রীচৈতন্যের কৃপায় প্রেমবিতরণের যোগ্যতা লাভ করিলেন ।

২৫। **নাহি লয় মূল্য**—মূল্য লয় না ; যথাবিধি সাধন-ভজনের অপেক্ষা রাখে না । পরম-দয়াল শ্রীচৈতন্য তাঁহার প্রকট-লীলায়—জীবের সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া, অপরাধাদির বিচার না করিয়া—যাহাকে-তাহাকে কৃপা করিয়াছেন,—স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে ইচ্ছামাত্রে মহা অপরাধীরও অপরাধ খণ্ডন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকেও প্রেম দান করিয়াছেন । ১৮।২৭ পয়ারের টীকা এবং ১৮।২৪ পয়ারের টীকায় "অনায়াসে ভবক্ষয়"-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য ।

২৬। ত্রিজগতের সমস্ত ধনরত্নাদি একত্র করিলেও একটী প্রেমফলের মূল্য হইবে না ; এমন যে দুর্ল্লভ কৃষ্ণ-প্রেম, শ্রীচৈতন্যদেব তাহা যাহাকে-তাহাকে দান করিয়াছেন ।

২৭-২৮। যে প্রেম চাহিয়াছে, তাহাকেও দিয়াছেন ; যে চাহে নাই, তাহাকেও দিয়াছেন ; যে ব্যক্তি প্রেম পাওয়ার যোগ্য (শুদ্ধচিত্ত), তাহাকেও দিয়াছেন, যে অপাত্র—মলিনচিত্ত বলিয়া অযোগ্য, (স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তাহার চিত্তের মলিনতা দূর করিয়া তৎক্ষণাৎ) তাহাকেও প্রেম দিয়াছেন । পরম-দয়াল শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমদান-কার্য্যে কোনওরূপ বিচারই করেন নাই, অন্য কোনও অনুসন্ধানও তাঁহার ছিল না, তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রেম-বিতরণের দিকে । "দীয়তাং ভুজ্যতাং" ছাড়া আর কিছু তিনি জানিতেন না । তাই অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়া তিনি চারিদিকে প্রেম ছড়াইয়াছেন, সকলে তাহা কুড়াইয়া খাইয়াছে, আর তাহা দেখিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন ।

দরিদ্র—সাধন-ভজনহীন ; অথবা প্রেমহীন ।

২৯। **মালাকার**—শ্রীচৈতন্য । **বৃক্ষ-পরিবার**—বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাদিই তাহার পরিবার ; শ্রীনিত্যানন্দাদি । এই পয়ারের সঙ্গে ৩১ পয়ারের অন্বয় ।

৩০-৩১। পূর্ব্ব-পয়ারে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাদিকে সম্বোধন করিয়া কিছু (পরবর্ত্তী ৩২—৪১ পয়ারোক্ত কথাগুলি) বলা হইয়াছে ; ইহাতে বুঝা যায়, শাখা-প্রশাখাদির যেন কথা শুনার এবং তদনুরূপ কাজ করার ক্ষমতা আছে ; সাধারণ বৃক্ষের কিন্তু এরূপ কোনও ক্ষমতা নাই ; কিন্তু ভক্তিকল্প-বৃক্ষের-যে এরূপ অলৌকিকী ক্ষমতা আছে, তাহাই এই দুই পয়ারে বলা হইতেছে ।

সর্ব্বেন্দ্রিয়-কর্ম্ম—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাজ (করার ক্ষমতাই এই অলৌকিক ভক্তিবৃক্ষের আছে) । **স্থাবর**—যাহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না. তাহাকে স্থাবর বলে **জঙ্গম**—যাহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যাইতে পারে, যেমন মানুষ । বৃক্ষমাত্রই স্থাবর ; কিন্তু অলৌকিক ভক্তি-বৃক্ষ স্থাবর হইলেও জঙ্গমের ন্যায় সর্ব্বত্রই চলিয়া বেড়াইতে পারে ।

একলা মালাকার আমি কাহাঁ কাহাঁ যাব ?।
একলে বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ? ॥ ৩২
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহো পায়, কেহো না পায় রহে মনে ভ্রম ॥ ৩৩
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সভাকারে—।
যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥ ৩৪
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব ?
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব ? ॥ ৩৫
আত্ম-ইচ্ছামতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥ ৩৬
অতএব সভে ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর-অমরে ॥ ৩৭
জগৎ ভরিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হৈয়া লোক মোর গাইবেক কীর্ত্তি ॥ ৩৮
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩২। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দাদিকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিতেছেন, ৩২-৪১ পয়ারে।

৩৪। যাকে তাকে অকাতরে প্রেম দান করার জন্য প্রভু সকলকে আদেশ করিলেন; ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, কোনওরূপ বিচার না করিয়া ইচ্ছামাত্রেই সকলকে প্রেম লাভের যোগ্য করিয়া তৎক্ষণাৎই সকলকে প্রেমদানের শক্তি মহাপ্রভু তাঁহার অনুগত ভক্তমাত্রকেই দিয়াছেন।

৩৭। **অজরে**—যাহার জরা বা বৃদ্ধত্ব নাই। **অমরে**—যাহার মৃত্যু নাই। জীব স্বরূপতঃ অজর ও অমর; মায়ার কবলে আত্মনিক্ষেপ করিয়া মায়িক উপাধি অঙ্গীকার করিয়াছে বলিয়াই জীব জন্ম-মরণাদির বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ও তদীয় পার্ষদাদির কৃপায় জীব যখন প্রেমলাভ করিবে, তখন আনুষঙ্গিক ভাবেই তাহার মায়াবন্ধন ছুটিয়া যাইবে, তখনই জীব স্বরূপে অবস্থিত হইয়া অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ করিবে। এইরূপে, জীব যাহাতে স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে, তাহা করার নিমিত্তই প্রভু সকলকে আদেশ করিলেন ও তদনুরূপ শক্তি দিলেন।

৩৯। **ভারতভূমি**—ভারতবর্ষ। **পর-উপকার**—পরের উপকার বা হিত-সাধন। পরোপকারেই মানব-জন্মের সার্থকতা—ইহাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এস্থলে বলিলেন। কিন্তু এই পরোপকারটী কি? মানুষের দুঃখদৈন্য দূর করা, দরিদ্রকে অন্নবস্ত্রাদি দান করাও পরোপকার (পরবর্ত্তী দুই শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য), কিন্তু সমস্ত দুঃখ-দৈন্যের মূল যে মায়াবন্ধন, সেই মায়াবন্ধন ঘুচাইতে পারিলেই জীবের দুঃখ-দৈন্য সমূলে উৎপাটিত হইতে পারে। আর মায়াবন্ধন ঘুচাইয়া—দুঃখ-দৈন্যের মূল উৎপাটিত করিয়া—যদি প্রেমদান করা যায়, তাহা হইলে জীব অপার শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হইতে পারে; এই প্রেমদানেই হইল পরোপকারের চরম-পরিণতি—ইহাই এস্থলে প্রকরণ-বলে বুঝা যায়। "ভারতভূমিতে" বলার সার্থকতা এই যে, এই পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে এই ভারতবর্ষেই বেদ-পুরাণাদি আধ্যাত্মিক শাস্ত্র প্রকটিত হইয়াছে—যাহাতে, কিরূপে জীবের সংসারবন্ধন ঘুচিতে পারে, কিরূপে জীব রসস্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তুর সন্ধান পাইতে পারে এবং তাঁহার সহিত নিজের নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের স্মৃতি জাগ্রত করিতে পারে এবং কিরূপে ভগবৎ-সেবা লাভ করিয়া পরমানন্দের অধিকারী হইতে পারে—তাহা বিবৃত হইয়াছে। ভারতীয় ঋষিগণ জগতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত বেদ-পুরাণাদি জগতে প্রচার করিয়াছেন। এতাদৃশ পরম-করুণ, জীবের পরম-হিতৈষী ঋষিদিগের চরণরজঃপূত এই ভারত-ভূমিতে যাঁহাদের জন্ম হইয়াছে, ঋষিদিগের আদর্শের অনুসরণে তাঁহাদেরই চরণ স্মরণ করিয়া জীবের কল্যাণের জন্য চেষ্টাতেই তাঁহাদের এই ভারতবর্ষে জন্ম সার্থক হইতে পারে। বিশেষ করিয়া "মনুষ্য-জন্ম" বলার সার্থকতা এই যে, মানুষেরই বিচার-বুদ্ধি আছে, অন্য জীবের নাই; সেই বিচার-বুদ্ধির পরিচালনা দ্বারা নিজের এবং অপরসাধারণের আত্যন্তিক মঙ্গলের চেষ্টাতেই সেই বিচার-বুদ্ধির এবং সেই বিচার-বুদ্ধিসমন্বিত মনুষ্যজন্মের

তথাহি (ভাঃ—১০।২২।৩৫)
এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়আচরণং সদা ॥ ৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ফলিতমাহ এতাবদিতি। দেহিনাং বিচিত্রবহুল-দেহভৃতাং কর্ত্তৃভূতানাং প্রাণাদিভিঃ কৃত্বা দেহিষু জীবেষু শ্রেয় আচরণং যৎ। পাঠান্তরে প্রেয় এবাচরেৎ সদা ইতি। যদেতাবজ্জন্মসাফল্যং ইতি তত্র প্রাণৈরিতি প্রাণানাদরেণ **কর্ম্মভিরিত্যর্থঃ**। ধিয়া সদুপায়চিন্তনাদিনা বাচা উপদেশাদিরূপয়া এষাং সমুচ্চয়শক্ত্যভাবে পরপরোপাদানঞ্চ জ্ঞেয়ম্। **শ্রীসনাতন-গোস্বামী**। ৩।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সার্থকতা; অন্যথা মনুষ্য-জন্মের এবং পশ্বাদি-যোনিতে জন্মের পার্থক্য কিছু থাকে না। ভারতে যাঁহারা মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছেন, অন্যদেশজাত মনুষ্য অপেক্ষা তাঁহাদের এবিষয়ে দায়িত্ব বেশী; যেহেতু, অন্য দেশ সর্ব্বপ্রথমে বেদ-পুরাণাদিকে এবং জীবের পরম-কল্যাণকামী ঋষিদিগের পবিত্র চরণরজঃকে বক্ষে ধারণ করার সৌভাগ্য লাভ করে নাই; সেই সৌভাগ্য কেবলমাত্র ভারতের এবং ভারতবর্ষজাত মনুষ্যদিগের। তাই, জীবের আত্যন্তিক হিতের চেষ্টাতে ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভের সার্থকতা। পরবর্ত্তী দুই শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩। অন্বয়। প্রাণৈঃ (প্রাণ দ্বারা) অর্থৈঃ (অর্থ দ্বারা) ধিয়া (বুদ্ধি দ্বারা—সদুপায়-চিন্তনাদি দ্বারা) বাচা (বাক্য দ্বারা)—দেহিষু (জীববিষয়ে) সদা (সর্ব্বদা) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) আচরণম্ (আচরণ)—এতাবৎ (ইহাই) ইহ (পৃথিবীতে) দেহিনাং (জীব-সমূহের) জন্মসাফল্যং (জন্মের সফলতা)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালকগণকে বলিলেন—"প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা জীবদিগের যে মঙ্গলাচরণ—তাহাই ইহ জগতে দেহীদিগের জন্মের সফলতা।" ৩

প্রাণৈঃ—প্রাণদ্বারা অর্থাৎ যে সমস্ত কাজে জীবন-নাশের আশঙ্কা আছে, সেই সমস্ত কাজের দ্বারাও। প্রয়োজন হইলে নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়াও পরোপকার করিবে। **অর্থৈঃ**—অর্থ দ্বারা; নিজের ধন-সম্পত্তি পরোপকারে নিয়োজিত করিবে। **ধিয়া**—বুদ্ধি দ্বারা। কিরূপে পরের উপকার করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ক চিন্তায় নিজের বুদ্ধিকে নিয়োজিত করিবে। **বাচা**—বাক্য দ্বারা। মুখে উপদেশাদি দ্বারাও পরোপকার করিবে। প্রাণ, ধন, বুদ্ধি ও বাক্য—এই চারিটী দ্বারাই পরোপকার করা কর্ত্তব্য; যাঁহারা প্রাণাদি বস্তুচারিটীর সকলটীকেই পরোপকারে নিয়োজিত করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য; যাঁহারা তাহা করিতে অসমর্থ, তাঁহারা প্রাণ দিয়া না পারিলে ধন, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা—তদ্দ্বারা না পারিলে বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা এবং তদ্দ্বারাও না পারিলে কেবল বাক্য দ্বারাও পরোপকার করিবেন। এইরূপ করিলেই জীবের জন্ম সার্থক হইতে পারে।

বৃক্ষসমূহ পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাষ্ঠ, গন্ধ, নির্য্যাস, ভস্মাদিদ্বারাও প্রাণীদিগের উপকার করিয়া থাকে; তাহা লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তদীয় সখা ব্রজবালকগণের নিকটে উল্লিখিত শ্লোকোক্ত কথাগুলি—জীবসমূহকে পরোপকার-ব্রতে উন্মুখ করার নিমিত্ত—বলিয়াছেন। বৃক্ষসমূহ নিজেরা রৌদ্র-বৃষ্টি সহ্য করিয়াও প্রাণীদিগকে ছায়া দান করে; নিজেরা আহার না করিয়াও নিজেদের ফলাদি দ্বারা অপরের ক্ষুধার যন্ত্রণা দূর করে; নিজেদের দেহস্বরূপ কাষ্ঠদ্বারাও মানুষের রন্ধনের বা শীত-নিবারণের নিমিত্ত অগ্নির ইন্ধন এবং গৃহ-নির্ম্মাণের উপকরণাদি যোগায়। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া সকলেই অপর সকলের প্রকৃত অভাব দূর করার নিমিত্ত—তাহাদের দুঃখদৈন্য দূর করার নিমিত্ত—ক্ষুধাতুরকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, রোগীকে ঔষধ-পথ্যাদি, বিপন্নকে যথোচিত সাহায্যাদি দান করিবার উদ্দেশ্যে সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে—ইহাই এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। যে ব্যক্তি ইহা করিতে পারেন, তাঁহারই জন্ম সার্থক; আর যিনি তাহা পারিবেন না, তাঁহার জন্ম বৃথা।

বিষ্ণুপুরাণে (৩।১২।৪৫)—

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ইহলোকে পরত্র পরলোকে চ প্রাণিনাং উপকারায় যদ্ভবেৎ মতিমান্ জনঃ তদেব ভজেৎ অবশ্যং কুর্য্যাৎ। কেন প্রকারেণ? কর্ম্মণা কায়ক্লেশশ্রমেণ মনসা বুদ্ধীন্দ্রিয়েণ বাচা উপদেশাদিনা চেতি। ৪।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৪। অন্বয়। ইহ (ইহকালে) পরত্র চ (এবং পরকালে) প্রাণিনাং (প্রাণীদিগের) উপকারায় (উপকারের নিমিত্তভূত) যৎ (যাহা) [ভবেৎ] (হয়), মতিমান্ (বুদ্ধিমান ব্যক্তি) কর্ম্মণা (কর্ম্মদ্বারা) মনসা (মন দ্বারা) বাচা (বাক্য দ্বারা) তদেব (তাহাই) ভজেৎ (করিবে)।

অনুবাদ। যাহা ইহকালে এবং পরকালে প্রাণীদিগের উপকারের নিমিত্তভূত হয়, কর্ম্ম, মন এবং বাক্য দ্বারা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাই করিবে। ৪।

ইহ—ইহকালে, এই সংসারে অবস্থান-কালে। **পরত্রচ**—এবং পরকালে, মৃত্যুর পরে। "ইহ পরত্রচ" বাক্যে স্পষ্টই বলা হইতেছে যে, যাহাতে প্রাণীদিগের ইহকালের উপকার হইতে পারে, তাহা করিবে এবং যাহাতে পরকালের উপকার হইতে পারে তাহাও করিবে। নিরন্নকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, বিপন্নকে বিপদ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা প্রভৃতিই জীবের ইহকালের উপকার। উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে, পত্র-পুষ্প-ফলাদি দ্বারা বৃক্ষগণ যে পরোপকার করিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণ তাহারই প্রশংসা করিয়াছেন; পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা যে পরোপকার, তাহা মুখ্যতঃ ইহকালেরই উপকার; শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে তাহাও প্রশংসনীয়; বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকে "ইহ"—শব্দে তাহা পরিস্ফুট ভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। আর, নামকীর্ত্তনাদি, ভগবৎ-কথার আলোচনাদি এবং ভজনোপদেশাদি দ্বারা যে পরোপকার করা হয়, তাহা পরকাল সম্বন্ধীয়—ইহার ফলে পরকালে সংসার-মুক্তি হইতে পারে। ইহাও প্রশংসনীয় ও কর্ত্তব্য। ইহকালের উপকার অপেক্ষা পরকালের উপকার অধিকতর শ্লাঘ্য হইলেও ইহকালের উপকারও উপেক্ষণীয় নহে, তাহাও কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ, স্থলবিশেষে অন্ন-বস্ত্রাদির সংস্থান কিম্বা বিপদ হইতে উদ্ধার করা রূপ ইহকালের উপকার ব্যতীত পরকালের উপকারের সুযোগই হয় না—অনাহারে বা দুঃখদৈন্যে যদি লোক মরিয়াই যায়, তবে তাহাকে ভজনোপদেশ দিবে কখন? অবশ্য, অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা উপকারকালে পাত্রাপাত্র বিচার করা কর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি উপার্জ্জনক্ষম, সে যদি আয়াস-প্রিয়তাবশতঃ ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারাই জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে চায়, তাহাকে নিত্য ভিক্ষা দিলে তাহার উপকার না করিয়া অপকারই করা হইবে—কারণ, তাহাতে অলসতারই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে; ইহা তাহার পক্ষে অমঙ্গলজনক তো হয়ই, পরন্তু সমাজের পক্ষে এবং দেশের পক্ষেও অমঙ্গলজনক।

কর্ম্মণা—শারীরিক পরিশ্রমমূলক কার্য্য দ্বারা। **মনসা**—মনের দ্বারা; মনেও পরের উপকার চিন্তা করিবে এবং নিজের বুদ্ধিকেও পরের উপকারে নিয়োজিত করিবে। **বাচা**—বাক্যদ্বারা; উপদেশাদি দ্বারা। সাধারণতঃ একটা কথা শুনা যায় যে,—"সত্য কথা বলিবে, প্রিয় বাক্য বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় হইলে সত্য কথাও বলিবেনা। সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।" কিন্তু পরের উপকারের নিমিত্ত বাস্তবিকই যাঁহার প্রাণ কাঁদে, তিনি সর্ব্বদা এই নীতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে পারেন না; পরের উপকারের নিমিত্ত অপ্রিয় হইলেও সত্য কথা তাহাকে বলিতে হয় এবং তাহা বলাই কর্ত্তব্য। বিষ্ণুপুরাণও একথাই বলেন। "শ্রেয়স্তত্র হিতং বাক্যং যদ্যপ্যত্যন্তমপ্রিয়ম্।—অত্যন্ত অপ্রিয় হইলেও হিতবাক্য বলাই শ্রেয়ঃ। বিষ্ণুপুরাণ। ৩।১২।৪৪॥"

সর্ব্বতোভাবে পরের উপকার করাই যে জীবের কর্ত্তব্য, তাহা এই শ্লোকেও বলা হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৯ পয়ারের প্রমাণরূপে এই দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

মালী মনুষ্য—আমার নাহি রাজ্য-ধন।
ফল-ফুল দিয়া করি পুণ্য উপার্জ্জন ॥ ৪০
মালী হৈয়া বৃক্ষ হইলাঙ এই ত ইচ্ছাতে—।
সর্ব্বপ্রাণার উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে ॥ ৪১

তথাহি (ভাঃ—১০।২২।৩৩)

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥ ৫

এই আজ্ঞা কৈল যবে চৈতন্য মালাকার।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষপরিবার ॥ ৪২
যেই যাহাঁ তাহাঁ দান করে প্রেমফল।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল ॥ ৪৩
মহামাদক প্রেম-ফল পেট ভরি খায়।
মাতিল সকল লোক—হাসে নাচে গায় ॥ ৪৪
কেহো গড়াগড়ি যায়, কেহ ত হুঙ্কার।
দেখি আনন্দিত হঞা হাসে মালাকার ॥ ৪৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ন চ কেবলং বাতাদিদুঃখাৎ রক্ষন্তি সর্ব্বার্থঞ্চ সম্পাদয়ন্তীত্যাহ অহো ইতি দ্বাভ্যাম্। অহো ইতি বিস্ময়ে হর্ষে বা। বরং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং কুতঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনামুপজীবনং জীবিকাহেতুঃ। জীবানামিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। হেতুর্নিজস্তাৎ ণিনিঃ। তদেবাহ যেষাং যেভ্যো বিমুখা ন যান্তি জনাঃ। বৈ প্রসিদ্ধৌ। শ্রীসনাতন-গোস্বামী। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪০-৪১। এই দুই পয়ারও মহাপ্রভুর উক্তি। বৃক্ষ হইতে সমস্ত প্রাণীরই উপকার হয় বলিয়াই তিনি মালী হইয়াও বৃক্ষ হইয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে—কেবল যে মনুষ্যদিগকেই প্রেমবিতরণ করিতে হইবে, তাহা নহে; পরন্তু সমস্ত প্রাণীকেই—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি সকলকেই—প্রেম দিতে হইবে—ইহাই তাঁহার পার্ষদাদির প্রতি প্রভুর আদেশ।

বৃক্ষ যে সকল প্রাণীরই উপকার করে, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে শ্রীমদ্ ভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫। **অন্বয়।** অহো (অহো)! সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাং (সর্ব্বপ্রাণীর উপজীব্য স্বরূপ) এষাং (এ সমস্ত) [বৃক্ষাণাং] (বৃক্ষ সমূহের) জন্ম (জন্ম) বরং (শ্রেষ্ঠ)—সুজনস্য (সুজনের—দয়ালু ব্যক্তির) ইব (ন্যায়) যেষাং (যাহাদের—যাহাদের নিকট হইতে) অর্থিনঃ (প্রার্থী ব্যক্তিগণ) বিমুখাঃ (বিমুখ—বিমুখ হইয়া) ন যান্তি (যায় না)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালকগণকে বলিলেন—"অহো! সমস্ত প্রাণীর উপজীবিকা স্বরূপ এসমস্ত বৃক্ষের জন্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যেহেতু, সুজনের নিকট হইতে যাচকগণ যেমন বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায় না, তদ্রূপ ইহাদের নিকট হইতেও যাচকগণ বিমুখ হইয়া যায় না।৫।"

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি সকল প্রাণীই বৃক্ষের নিকট হইতে উপকার পায়; বৃক্ষের ফল, মূল, পত্র, পুষ্পাদি অনেক প্রাণীরই আহার; সকল প্রাণীই বৃক্ষের ছায়ায় শ্রম অপনোদন করে; ইত্যাদি ভাবে বৃক্ষ সকল প্রাণীরই উপকার সাধন করে। এজন্যই বলা হইয়াছে—বৃক্ষের জন্ম অন্য সকলের জন্ম হইতে শ্রেষ্ঠ—অন্য কোনও প্রাণী দ্বারাই বৃক্ষের ন্যায় সকল প্রাণীর উপকার সাধিত হয় না বলিয়া।

৪২। **এই আজ্ঞা**—৩২-৪১ পয়ারে কথিত আদেশ। নির্ব্বিচারে সকলকে প্রেমদানের আদেশ। **বৃক্ষ পরিবার**—বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাদি; শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি।

৪৩-৪৫। শ্রীচৈতন্যের আদেশে সকলেই যাকে-তাকে নির্ব্বিচারে প্রেমদান করিলেন; তাঁহাদের কৃপায় সমস্ত লোকই কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহাদের দেহে প্রেমের বাহ্যবিকারও দৃষ্ট হইতে লাগিল; প্রেমে মত্ত হইয়া তাঁহারা কখনও হাসেন, কখনও নাচেন, কখনও গান করেন—কখনও বা মাটীতে গড়াগড়ি যায়েন, আবার কখনও বা হুঙ্কার করিয়া উঠেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আনন্দের আর সীমা রহিল না।

এই মালাকার খায় এই প্রেমফল।
নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্বল ॥ ৪৬
সর্ব্বলোক মত্ত কৈল আপন-সমান।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন ॥ ৪৭
যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল বলি 'মাতোয়াল'।
সেহো ফল খায়,—নাচে বোলে 'ভাল ভাল' ॥৪৮
এই ত কহিল প্রেমফল বিবরণ।
এবে শুন ফলদাতা যে যে শাখাগণ ॥ ৪৯
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৫০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে ভক্তি-
কল্পবৃক্ষবর্ণনং নাম নবম-পরিচ্ছেদঃ ॥ ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৬। যে প্রেমে তিনি বিশ্ববাসী সকলকে মত্ত করিলেন, সেই প্রেমে প্রভু নিজেও মত্ত হইলেন।

৪৭। প্রেমে মত্ত ইত্যাদি—যেদিকে চক্ষু ফিরান, সেদিকেই দেখেন, সমস্ত লোক প্রেমে মত্ত হইয়াছে। এমন কাহাকেও কখনও দেখা যায় নাই—যে নাকি কৃষ্ণ-প্রেমে মত্ত হয় নাই।

৪৮। যাহারা পূর্ব্বে মহাপ্রভুকে মাতোয়াল বলিয়া নিন্দা করিত, এক্ষণে তাহারাও কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হইয়া সেই প্রেমের প্রভাবে মাতালের ন্যায় নাচিতে গাহিতে লাগিল। অপরাধ খণ্ডাইয়া প্রভু নিন্দকদিগকেও প্রেমদান করিয়াছেন; পরম-দয়াল-অবতারে কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই।

আদি-লীলা।

দশম পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ-মধুপেভ্যো নমো নমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্‌যেষাং শ্বাপি তদ্‌গন্ধভাগ্ ভবেৎ ॥ ১
জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
এই মালীর এই বৃক্ষের অকথ্য কথন।
এবে শুন মুখ্যশাখার নামবিবরণ ॥ ২
চৈতন্যগোসাঞির যত পারিষদচয়।
গুরু লঘু ভাব তার না হয় নিশ্চয় ॥ ৩
যতযত মহান্ত—কৈল তাঁ-সভার গণন।
কেহ না করিতে পারে জ্যেষ্ঠ লঘু-ক্রম ॥ ৪
অতএব তাঁ সভারে করি নমস্কার।
নাম মাত্র করি, দোষ না লবে আমার ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ-মধুপেভ্যঃ নমোনমঃ। কথঞ্চিৎ কেনাপি প্রকারেণ যেষাং আশ্রয়াৎ শ্বাপি কুক্কুরোঽপি তদ্‌গন্ধভাক্ শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজগন্ধভাক্ ভবেৎ ।১।।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ।১। অন্বয়। শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ-মধুপেভ্যঃ (শ্রীচৈতন্যের চরণ-কমলের মধুপগণকে) নমোনমঃ (নমস্কার, নমস্কার)—যেষাং (যাঁহাদের) কথঞ্চিৎ (কোনওরূপ) আশ্রয়াৎ (আশ্রয় হইতে) শ্বাপি (কুক্কুরও) তদ্‌গন্ধভাক্ (সেই গন্ধভাগী) ভবেৎ (হয়)।

অনুবাদ। যাঁহাদিগের যে কোনও প্রকার আশ্রয়-প্রভাবে কুক্কুরও শ্রীচৈতন্যচরণ-কমলের গন্ধযুক্ত হয়, সেই শ্রীচৈতন্যচরণ-কমলের মধুকরগণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ।১।

শ্রীচৈতন্য-পদাম্ভোজ-মধুপেভ্যঃ—শ্রীচৈতন্যের চরণরূপ যে অম্ভোজ বা পদ্ম, তাহার মধুপ বা ভ্রমর। শ্রীচৈতন্যের চরণকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে; ইহা দ্বারা চরণের সৌন্দর্য্য, সৌগন্ধ, স্নিগ্ধত্ব এবং পবিত্রতা সূচিত হইতেছে। সেই চরণ-সম্বন্ধে মধুপ বা ভ্রমর—সেই চরণের মধু পান করেন যাঁহারা অর্থাৎ সেই চরণ-সেবার আনন্দ উপভোগ করেন যাঁহারা, সেই ভক্তগণকে **নমো নমঃ**—পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি। যে কোনও প্রকারে এই ভক্তগণের চরণ আশ্রয় করিলেই—অন্যের কথা ত দূরে, **শ্বাপি**—কুক্কুরও—**তদ্‌গন্ধভাক্**—সেই গন্ধভাগী, শ্রীচৈতন্যের চরণ-কমলের গন্ধভাগী অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের চরণ-সেবার অধিকারী হইতে পারে।

এই পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যরূপ কল্পবৃক্ষের মুখ্য মুখ্য শাখা সমূহের বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

২। এই মালীর—শ্রীচৈতন্যপ্রভুর। **এই বৃক্ষের**—এই প্রেমকল্প-বৃক্ষের। **অকথ্য কথন**—যাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। **মুখ্য শাখার**—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রধান প্রধান পার্ষদগণের।

৩-৫। **গুরু-লঘু-ভাব** ইত্যাদি—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, তাহা নির্ণয় করা যায় না; সুতরাং লঘুগুরু ক্রম না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিব। যাঁহার নাম আগে লেখা হইবে, তিনি বড়, আর যাঁহার নাম পরে লেখা হইবে তিনি ছোট—এরূপ নহে। সকলেই সমান, কেবল নাম মাত্র অগ্র পশ্চাৎ লিখিত হইবে।

তথাহি—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্ ॥ ২

শ্রীবাসপণ্ডিত আর শ্রীরাম-পণ্ডিত।
দুইভাই দুই-শাখা জগতে বিদিত ॥ ৬
শ্রীপতি শ্রীনিধি তাঁর দুই সহোদর।
চারিভাইর দাসদাসী গৃহপরিকর ॥ ৭
দুইশাখার উপশাখায় তাঁ-সভার গণন।
যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮
চারিভাই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী-দেবা ॥ ৯
আচার্য্যরত্ন নাম ধরে এক বড়শাখা।
তাঁর পরিকর—তাঁর শাখা-উপশাখা ॥ ১০
আচার্য্যরত্নের নাম—শ্রীচন্দ্রশেখর।
যাঁর ঘরে দেবীভাবে নাচিলা ঈশ্বর ॥ ১১
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বড়শাখা জানি।
যাঁর নাম লৈয়া প্রভু কান্দিলা আপনি ॥ ১২
বড়শাখা গদাধর পণ্ডিতগোসাঞি।
তেঁহো লক্ষ্মীরূপা—তাঁর সম কেহো নাঞি ॥১৩
তাঁর শিষ্য-উপশিষ্য তাঁর উপশাখা।
এইমত সব শাখার উপশাখার লেখা ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এব প্রেমামরতরুঃ প্রেমকল্পবৃক্ষঃ তস্য শাখারূপান্ প্রিয়ান ভক্তগণান্ বন্দে; কিম্ভূতান্? কৃষ্ণ-প্রেমফলপ্রদান্।২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২। অন্বয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেম-কল্পতরুর) শাখারূপান্ (শাখা-রূপ) কৃষ্ণ-প্রেমফলপ্রদান্ (কৃষ্ণপ্রেমফলদাতা) প্রিয়ান্ (প্রিয়) ভক্তগণান্ (ভক্তগণকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পবৃক্ষের শাখাস্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেমফলদাতা প্রিয় ভক্তগণকে আমি বন্দনা করি।২।

৬-৮। শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীরাম পণ্ডিত এই দুই ভাই শ্রীচৈতন্যশাখা—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দুইজন মুখ্য পার্ষদ। এই দুইজনের সহোদর শ্রীপতি ও শ্রীনিধি এবং তাঁহাদের দাসদাসীগণ উক্ত দুই শাখার উপশাখা-স্থানীয়। ইঁহারা শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীরাম পণ্ডিতের অনুগত। ইঁহারা পূর্ব্বে হালিসহরের নিকটে কুমারহট্টে বাস করিতেন; শ্রীঅদ্বৈতের আজ্ঞায় ইঁহারা নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। শ্রীনবদ্বীপে ইঁহাদের অঙ্গনে শ্রীমন্ মহাপ্রভু সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতেন। ৬-৯ পয়ারে শ্রীবাস ও শ্রীরাম পণ্ডিতের শাখার বর্ণনা।

১০-১১। **আচার্য্যরত্ন**—শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য। ইঁহার গৃহে এক সময়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তাঁহার পারিষদগণ কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। তাহাতে মহাপ্রভু প্রথমে রুক্মিণীবেশে সভামধ্যে আসিয়া রুক্মিণী-বিবাহের অভিনয় করেন এবং পরে আদ্যাশক্তিবেশে (দেবীভাবে) নৃত্য ও মাতৃভাবে সকলকে স্তন্যদান করিয়াছিলেন।

এই দুই পয়ারে আচার্য্যরত্ন-শাখার বর্ণনা।

১২-১৪। এই তিন পয়ারে পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধিরূপ শাখার বর্ণনা। শ্রীপাদ পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধির জন্মস্থান চট্টগ্রামে; বিদ্যানিধি তাঁহার উপাধি। নবদ্বীপেও তাঁহার একটী বাড়ী ছিল। গঙ্গার প্রতি তাঁহার এরূপ ভক্তি ছিল যে, পাদস্পর্শভয়ে তিনি গঙ্গাস্নান করিতেন না। গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামী ইঁহার মন্ত্রশিষ্য। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সহিত মিলনের পূর্ব্বেই মহাপ্রভু ইঁহার নাম করিয়া একদিন ক্রন্দন করিয়াছিলেন। ব্রজলীলায় ইনি বৃষভানুরাজ ছিলেন। (গৌরগণোদ্দেশ। ৫৪।)

তেঁহো লক্ষ্মীরূপা—তিনি (গদাধর-পণ্ডিতগোস্বামী) সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধাস্বরূপা। ১।১।২৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য ।
একভাবে চব্বিশপ্রহর যাঁর নৃত্য ॥ ১৫
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে ।
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বোলে— ॥ ১৬
দশসহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ ।
তারা গায়, মুঞি নাচোঁ, তবে মোর সুখ ॥ ১৭
প্রভু বোলে—তুমি মোর পক্ষ এক শাখা ।
আকাশে উড়িতাম যদি পাঙ আর পাখা ॥ ১৮
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ ।
লোকে খ্যাত যেঁহো—সত্যভামার স্বরূপ ॥ ১৯
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুর লালন-পালন ।
বৈরাগ্য-লোক-ভয়ে প্রভু না মানে কখন ॥ ২০
দুইজনে খটমটী লাগায় কোন্দল ।
তাঁর প্রীতের কথা আগে কহিব সকল ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫-১৬। ১৫-১৮ পয়ারে বক্রেশ্বর-পণ্ডিতরূপ শাখার বর্ণনা। দ্বাপর-লীলায় বক্রেশ্বর-পণ্ডিত ছিলেন চতুর্থব্যূহ অনিরুদ্ধ। গৌরগণোদ্দেশ। ৭১। ইনি কৃষ্ণাবেশজনিত নৃত্যদ্বারা প্রভুর সুখসম্পাদন করিতেন। ইনি এক সময়ে অবিচ্ছিন্ন ভাবে একাদিক্রমে চব্বিশ প্রহর (তিন দিন) পর্য্যন্ত নৃত্য করিয়াছিলেন। ইনি যখন নৃত্য করিতেন, স্বয়ং মহাপ্রভুও তখন গান করিতেন। বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের প্রেমাবেশজনিত নৃত্যে প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইত; এই আনন্দের প্রেরণাতেই প্রভুও তাঁহার নৃত্যে গান করিতেন।

১৭। **গন্ধর্ব্ব**—স্বর্গের গায়ক দেবতা-বিশেষ; ইহারা নৃত্যগীতে অত্যন্ত পটু। **চন্দ্রমুখ**—চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ যাঁহার; এস্থলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে সম্বোধন করিয়া বক্রেশ্বর-পণ্ডিত চন্দ্রমুখ বলিয়াছেন। চন্দ্রমুখ-শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এই যে, লীলাবেশে নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভুর বদনের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের প্রেম এবং তজ্জনিত নৃত্য-বাসনা এতই উচ্ছলিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, দু'একজনের গীতের সঙ্গে তিনি যে পরিমাণ নৃত্য করিতে পারেন, তাহাতে যেন তাঁহার নৃত্যবাসনা তৃপ্ত হইতেছিল না; তাই তিনি মহাপ্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"প্রভো! তুমি যদি আমাকে দশ হাজার গন্ধর্ব্ব যোগাড় করিয়া দিতে পার, আর যদি সেই দশ হাজার গন্ধর্ব্ব গান করে, আর আমি নৃত্য করি, তাহা হইলেই আমার সুখ হইতে পারে। প্রভুর আনন্দবর্দ্ধক বলিয়াই বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের নৃত্যবাসনা।

১৮। **পক্ষ এক শাখা**—তুমি আমার একটী শাখা হইলেও আমার একটী পাখার সদৃশ। দুইটী পাখা হইলে পাখীর ন্যায় আকাশে উড়িতে পারা যায়। প্রভু বলিলেন—"বক্রেশ্বর! তুমি আমার একটী পাখার তুল্য; তোমার ন্যায় আর একটী পাখা পাইলে আমি আকাশে উড়িতে পারিতাম।" প্রেমবিতরণে বক্রেশ্বর-পণ্ডিত যে প্রভুর এক প্রধান সহায়, তাহাই সূচিত হইল।

"আকাশে উড়িতাম" বাক্যের ধ্বনি এই যে,—"বক্রেশ্বর, তোমার মত আর একজন প্রেমিক ভক্ত পাইলে, কেবল এই মর্ত্ত্যলোকে নয়, অন্যান্য লোকেও আমি প্রেমবিতরণ করিতে পারিতাম।" ইহাদ্বারা চতুর্দ্দশ-ভুবনে প্রেম-বিতরণের আগ্রহই প্রভুর সূচিত হইতেছে, প্রেম-বিষয়ে অন্য ভক্তদের খর্ব্বতার ইঙ্গিত প্রভুর উদ্দেশ্য নহে।

১৯-২০। ১৯-২১ পয়ারে জগদানন্দরূপ শাখার বর্ণনা। দ্বাপর-লীলায় পণ্ডিত জগদানন্দ ছিলেন সত্যভামা। প্রভুর প্রতি প্রীতিবশতঃ ইনি প্রভুকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে চেষ্টা করিতেন (নীলাচলে); কিন্তু তাহাতে সন্ন্যাসধর্ম্ম নষ্ট হইবে বলিয়া এবং লোকনিন্দা হইবে বলিয়া প্রভু তাঁহার কথা মানিতেন না।

বৈরাগ্য-লোক-ভয়ে—বৈরাগ্য-ধর্ম্ম নষ্ট হওয়ার ভয়ে এবং লোক-নিন্দার ভয়ে। স্বরূপতঃ প্রভুর এই জাতীয় ভয়ের কোনও কারণ না থাকিলেও লোক-শিক্ষার—কিরূপে সন্ন্যাসাশ্রমের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিবার-উদ্দেশ্যেই প্রভু শ্রীপাদ জগদানন্দের অভিপ্রায়ানুরূপ সেবাদি অঙ্গীকার করেন নাই।

২১। **দুই জনে**—প্রভু ও জগদানন্দ। **খটমটী**—সামান্য কথায়। **কোন্দল**—কলহ, ঝগড়া; প্রেম-

রাঘবপণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।
তাঁর এক শাখা মুখ্য মকরধ্বজ কর ॥ ২২
তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী।
প্রভুর ভোগসামগ্রী যে করে বারমাসী ॥ ২৩
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যায় গুপত করিয়া ॥ ২৪
বারমাস প্রভু তাহা করেন অঙ্গীকার।
'রাঘবের ঝালি' বলি প্রসিদ্ধি যাহার ॥ ২৫
সে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার।
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার ॥ ২৬
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় ভববন্ধ নাশ ॥ ২৭
চৈতন্য পার্ষদ শ্রীআচার্য্য পুরন্দর।
পিতা করি যাঁরে বোলে গৌরাঙ্গ ঈশ্বর ॥ ২৮
দামোদর-পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড।
প্রভুর উপরে যেঁহো কৈল বাক্যদণ্ড ॥ ২৯
দণ্ডকথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
দণ্ডে তুষ্ট তাঁরে প্রভু পাঠাল্য নদীয়া ॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কোন্দল। **আগে**—পরে; অন্ত্যলীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে; এই পরিচ্ছেদে জগদানন্দের সহিত প্রভুর প্রেমকোন্দলের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

২২-২৩। ২২-২৬ পয়ারে রাঘব-পণ্ডিতরূপ শাখার বর্ণনা। **রাঘব-পণ্ডিতের** নিবাস ছিল পাণিহাটিতে। ইনি দ্বাপরলীলায় ছিলেন ধনিষ্ঠা সখী। **মকরধ্বজকর** ছিলেন দ্বাপর-লীলায় চন্দ্রমুখ নট। **দময়ন্তী**—রাঘব-পণ্ডিতের ভগিনী; ইনি দ্বাপরের গুণমালা সখী। **বারমাসী**—বৎসরের বার মাসের যে যে মাসে যে যে জিনিস খাওয়ার জন্য পাওয়া যায় বা প্রস্তুত করা যায়, তৎসমস্ত। **ঝালি**—পেটরা। **গুপত**—গুপ্ত।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রতি দময়ন্তীর অত্যন্ত প্রীতি ছিল; তিনি মহাপ্রভুকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দ্রব্য খাওয়াইতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; বৎসরে যে যে মাসে যে যে দ্রব্য আহারাদির জন্য ব্যবহার করা যায়, তিনি অতি যত্নের সহিত সে সমস্ত দ্রব্য তৈয়ার করিতেন; এবং সমস্ত দ্রব্য একটা ঝালিতে ভরিয়া—রথযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়ীয় ভক্তগণ যখন মহাপ্রভুকে দর্শন করার নিমিত্ত নীলাচলে যাইতেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে—সেই ঝালি রাঘব-পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে প্রভুর জন্য নীলাচলে পাঠাইতেন। প্রভুও সে সমস্ত প্রীতির দ্রব্য রাখিয়া দিতেন এবং সারা বৎসর ধরিয়া, যখনকার যে দ্রব্য, তাহা আস্বাদন করিতেন। অন্ত্যলীলার দশম পরিচ্ছেদে এই লীলাসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

২৭। গঙ্গাদাস-পণ্ডিতরূপ শাখার পরিচয় দিতেছেন। গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের টোলে প্রভু বাল্যকালে ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের বিদ্যানগরে ইঁহার নিবাস ছিল। ইনি বশিষ্ঠ মুনির প্রকাশ-বিশেষ।

২৮। পুরন্দর-আচার্য্যকে মহাপ্রভু "পিতা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

২৯-৩০। **দামোদর পণ্ডিত**—ব্রজলীলার শৈব্যা। ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে থাকিতেন। নীলাচলে মহাপ্রভু একটী বিধবা ব্রাহ্মণীর বালক-পুত্রকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। এজন্য দামোদর-পণ্ডিত অভিভাবকের ন্যায় প্রভুকে উপদেশ দিয়া ঐরূপ স্নেহ করিতে নিষেধ করেন। অন্ত্যের তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই ঘটনা বর্ণিত আছে। এই ঘটনার পরে প্রভু তাঁহাকে নিরপেক্ষ অভিভাবক মনে করিয়া নবদ্বীপে শচীমাতার নিকটে পাঠাইয়া দেন।

বাক্যদণ্ড—বাক্যদ্বারা শাসন। **দণ্ডে তুষ্ট**—প্রভুর নিজের প্রতি দামোদরের শাসনে তুষ্ট হইয়া। প্রভুর প্রতি দামোদরের অত্যন্ত প্রীতি ছিল; এই প্রীতির বশেই—পাছে কেহ প্রভুর নিন্দা করে, ইহা ভাবিয়া—তিনি প্রভুকেও বাক্যদ্বারা শাসন করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই; এই শাসনে প্রভুর প্রতি তাঁহার যে প্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই প্রভু তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আর স্বয়ং প্রভুকে যিনি শাসন করিতে পারেন, তাঁহার নিরপেক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু তাঁহাকে নদীয়ায় পাঠাইলেন।

তাঁহার অনুজ শাখা শঙ্করপণ্ডিত।
প্রভুর 'পাদোপাধান' যাঁর নাম বিদিত ॥ ৩১
সদাশিবপণ্ডিত যাঁর প্রভুপদে আশ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস ॥ ৩২
শ্রীনৃসিংহ-উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
প্রভু তাঁর নাম কৈল 'নৃসিংহানন্দ' করি ॥ ৩৩
নারায়ণ পণ্ডিত এক বড়ই উদার।
চৈতন্য-চরণ বিনু নাহি জানে আর ॥ ৩৪
শ্রীমান্-পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভৃত্য।
দেউটী ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য ॥ ৩৫
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্।
যার অন্ন মাগি কাড়ি খাইলা ভগবান্ ॥ ৩৬
নন্দন আচার্য্য শাখা জগতে বিদিত।
লুকাইয়া দুইপ্রভুর যাঁর ঘরে স্থিত ॥ ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩১। **তাঁহার অনুজ**—দামোদর-পণ্ডিতের ছোট ভাই। **শঙ্কর পণ্ডিত**—দামোদর-পণ্ডিতের ছোট ভাই; ইনি ব্রজের ভদ্রা। নীলাচলে গম্ভীরায় ইনি প্রভুর পদসেবা করিতেন। রাত্রিতে পদসেবা করিতে করিতে ইনি প্রভুর পদতলেই শুইয়া পড়িতেন এবং প্রভুও পা-বালিশের উপরে লোক যেমন পা রাখে, তদ্রূপ—তাঁহার উপরে পা রাখিয়া ঘুমাইতেন। এজন্য সকলে তাঁহাকে প্রভুর "পাদোপাধান" বলিত। **পাদোপাধান**—পা-বালিশ; উপাধান অর্থ বালিশ।

৩২। **প্রথমেই**—নবদ্বীপে আসিয়া প্রথমেই। "সদাশিব পণ্ডিত চলিলা শুদ্ধমতি। যার ঘরে পূর্ব্বে নিত্যানন্দের বসতি ॥ চৈঃ ভাঃ অন্ত্য। ৯ম অঃ ॥"

৩৩। প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী—শ্রীনৃসিংহ-দেবের উপাসক ছিলেন বলিয়া প্রভু তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন নৃসিংহানন্দ।

৩৫। **দেউটী**—মশাল। চন্দ্রশেখর-আচার্য্যের গৃহে মহাপ্রভু যখন শ্রীমন্নিত্যানন্দের হাতে ধরিয়া মূর্ত্তিমতী ভক্তিরূপে নৃত্য করিতেছিলেন, তখন শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভুর সম্মুখ ভাগে মশাল ধরিয়াছিলেন।

৩৬। **শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী**—নবদ্বীপে থাকিতেন; ইনি ছিলেন অত্যন্ত বিরক্ত বৈষ্ণব; ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন, তাহাদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ পাইতেন। একদিন প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে ইনি ভিক্ষার ঝোলা কাঁধে করিয়া নৃত্য করিতেছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহার নিকটে গেলেন এবং তাঁহার ঝুলি হইতে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল মুষ্টি মুষ্টি লইয়া খাইয়াছিলেন। (শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডে ১৬শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

আবার একদিন প্রভু কৃপা করিয়া শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারীর নিকটে অন্ন যাচ্ঞা করিলেন; প্রভুর আদেশে ভক্তগণের উপদেশ মত তিনি তণ্ডুল সহিত গর্ভথোড় দিয়া দৈন্যবশতঃ নিজে স্পর্শ না করিয়া অন্ন পাক করিলেন; প্রভুও শ্রীনিত্যানন্দাদি সহ স্নান করিয়া আসিয়া স্বহস্তে অন্ন লইয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া পরমানন্দে ভোজন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ২৫শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩৭। **দুই প্রভুর**—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু তীর্থ-পর্য্যটনে থাকিয়াই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব হইয়াছে; তখন তিনি নবদ্বীপে আসিলেন, আসিয়া প্রথমেই প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া নন্দনাচার্য্যের গৃহে গেলেন; সপার্ষদ মহাপ্রভু সেই স্থানে যাইয়া শ্রীনিতাইচাঁদের সহিত মিলিত হইলেন (শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ৩য় অধ্যায়)। আর শ্রীমন্ মহাপ্রভু একদিন শ্রীপাদ অদ্বৈত-আচার্য্যের প্রতি প্রেমকোপে ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন; শ্রীনিতাই ও শ্রীল হরিদাস-ঠাকুর তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলে, সমস্ত কথা গোপন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আদেশ দিয়া প্রভু নন্দনাচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া রহিলেন। পরদিন প্রভাতে অবশ্য সকলের সহিত আবার মিলিত হইয়াছিলেন (শ্রীচৈতন্য-ভাগবত মধ্য খণ্ড, ১৭শ পরিচ্ছেদ)।

এই পয়ারে "দুই প্রভু" বলিতে হয়তো মহাপ্রভু এবং অদ্বৈতপ্রভুকেও বুঝাইতে পারে; কারণ, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুও

শ্রীমুকুন্দদত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্যগোসাঞি ॥ ৩৮
বাসুদেবদত্ত-প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্রমুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয় ॥ ৩৯
জগতে যতেক জীব—তার পাপ লঞা।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছোড়াইয়া ॥ ৪০
হরিদাসঠাকুর-শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত ॥ ৪১
তাঁহার অনন্ত গুণ—কহি দিঙ্মাত্র।
আচার্য্যগোসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

একবার নন্দন-আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়াছিলেন। ঘটনাটী এই। শ্রীমন্নিত্যানন্দের নবদ্বীপে আসার পরে একদিন মহাপ্রভু রামাঞি-পণ্ডিতকে বলিলেন—“রামাই! তুমি শান্তিপুরে যাইয়া অদ্বৈত-আচার্য্যকে বল যে, তিনি যাঁহার জন্য এত ক্রন্দন করিয়াছেন, এত উপবাস করিয়াছেন, গঙ্গাজল-তুলসী দিয়া এত আরাধনা করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই আমি; তাঁহার প্রেমের আকর্ষণে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি; তাঁহাকে বলিবে, তিনি যেন আমার পূজার সজ্জা লইয়া সস্ত্রীক আসিয়া আমার পূজা করেন; আর, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যে এখানে আসিয়াছেন, তাহাও তাঁহাকে বলিবে।” প্রভুর আদেশ পাইয়া রামাই-পণ্ডিত শান্তিপুরে যাইয়া আচার্য্যের নিকটে সমস্ত নিবেদন করিলেন। প্রভুর উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে আচার্য্যের নিজের কোনওরূপ সন্দেহ না থাকিলেও জনসাধারণের বিশ্বাসের নিমিত্ত প্রভুকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আচার্য্য সঙ্কল্প করিলেন—তিনি প্রভুর আদেশ মত পূজার সজ্জা লইয়া সস্ত্রীকই নবদ্বীপ যাইবেন সত্য; কিন্তু প্রথমেই প্রভুর সাক্ষাতে যাইবেন না। তিনি নন্দন-আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া থাকিবেন; প্রভু যদি তাঁহার লুকাইয়া থাকার কথা বলিতে পারেন এবং তাঁহাকে কোন ঐশ্বর্য্য দেখান ও তাঁহার মস্তকে চরণ তুলিয়া দেন, তাহা হইলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন যে—প্রভু বস্তুতঃই তাঁহার আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার গৃহিণীকে পূজার সজ্জা যোগাড় করিতে বলিলেন এবং সজ্জা লইয়া সস্ত্রীক নবদ্বীপে নন্দন-আচার্য্যের গৃহে আসিয়া রামাইকে বলিলেন—“তুমি প্রভুর নিকটে যাইয়া বল যে আচার্য্য আসিলেন না; আর সকল কথা গোপনে রাখিও।” অন্তর্য্যামী প্রভু রামাই-পণ্ডিতের মুখে আচার্য্যের না-আসার কথা শুনিয়াও বলিলেন—“হাঁ, আচার্য্য আমাকে পরীক্ষা করিতে চাহেন; যাও রামাই, নন্দন-আচার্য্যের গৃহ হইতে তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।” রামাই পুনরায় যাইয়া তাঁহাকে বলিতেই তিনি সস্ত্রীক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)।

৩৮। **সমাধ্যায়ী**—সহপাঠী; যাহারা এক সঙ্গে পড়ে। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও মহাপ্রভু এক সঙ্গে পড়িতেন। মুকুন্দ দত্ত ছিলেন বৈদ্য, বাড়ী শ্রীহট্টে।

৪০। বাসুদেব দত্ত এক সময়ে মহাপ্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—“প্রভু, কৃপা করিয়া ইহাই কর—যেন, জগতে যত জীব আছে, তাহাদের সকলের পাপ বহন করিয়া তাহাদের হইয়া আমি নরকে যাই, আর তাহারা সকলে মুক্ত হইয়া যায়।” মধ্যলীলার ১৫শ পরিচ্ছেদে ১৫৮-১৭৮ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৪১। **অপতিত**—নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া। হরিদাস-ঠাকুরের নিয়ম ছিল—তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিবেন; তাঁহার এই নিয়ম এক দিনের জন্যও ভঙ্গ হয় নাই।

৪২। **দিঙ্মাত্র**—অতি সংক্ষেপে। **শ্রাদ্ধপাত্র**—শ্রাদ্ধের পাত্রান্ন। শ্রাদ্ধের পাত্রান্ন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভোজন করাইতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে। কিন্তু হরিদাস-ঠাকুর যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও ভক্তির প্রভাবে তিনি সজ্জন-মণ্ডলীর নিকটে এতই শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, শ্রীমদ্ অদ্বৈতপ্রভু একদিন পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাঁহাকেই শ্রাদ্ধের পাত্রান্ন ভোজন করাইয়াছিলেন। কথিত আছে, ইহাতে অদ্বৈত-প্রভুর কুটুম্ব নিমন্ত্রিত-ব্রাহ্মণমণ্ডলী নিজেদিগকে অপমানিত মনে করিয়া সেই দিন তাঁহার গৃহে ভোজন করিলেন না; কাজেই অদ্বৈত-প্রভুও সেই দিন সবান্ধবে উপবাসী রহিলেন।

প্রহ্লাদসমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন তাড়নে যার নহিল ভ্রূভঙ্গ ॥ ৪৩
তিঁহো সিদ্ধি পাইলে, তাঁর দেহ লৈয়া কোলে।
নাচিলা চৈতন্যপ্রভু মহাকুতূহলে ॥ ৪৪
তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস।
যেবা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ ॥ ৪৫
তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন।
সত্যরাজ আদি তার কৃপার ভাজন ॥ ৪৬
শ্রীমুরারিগুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর ॥ ৪৭
প্রতিগ্রহ না করে, না লয় কার ধন।
আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্বভরণ ॥ ৪৮
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয় ॥ ৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরদিন অনেক অনুনয়-বিনয়ের পরে তাঁহারা সিধা লইতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাঁহার গৃহে অন্ন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। সকলকে সিধা দেওয়া হইল। দৈবচক্রে সেই দিন খুব বৃষ্টি হইল, তাহার ফলে সমস্ত আগুন নিভিয়া গেল। সেই গ্রামে কি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে কোথাও ব্রাহ্মণগণ আগুন পাইলেন না। আগুনের অভাবে তাঁহাদের পাক করাও হইলনা। এদিকে ক্ষুধায়ও তাঁহারা কাতর হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহারা বুঝিলেন, শ্রীঅদ্বৈতের প্রভাবেই এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে; তাঁহারা পূর্ব্ব-ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হইয়া শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে আসিয়া পূর্ব্বদিনের বাসী অন্ন খাইতেই স্বীকার করিলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাদের সকলকে সঙ্গে করিয়া শ্রীল হরিদাসের গোঁফায় গিয়া উপস্থিত হইলেন; সেস্থানে গিয়া তাঁহারা দেখিলেন—সমস্ত গ্রামের মধ্যে একমাত্র হরিদাসের নিকটেই একটী মৃৎপাত্রে আগুন রহিয়াছে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন এবং হরিদাসের অসামান্য মহিমা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন (বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণকুলশাস্ত্র)।

৪৩। প্রহ্লাদ ছিলেন দৈত্য-রাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র; কিন্তু প্রহ্লাদ ছিলেন অত্যন্ত কৃষ্ণভক্ত; কৃষ্ণভক্তি ত্যাগ করার নিমিত্ত হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে অনেকবার বলিয়াছিলেন; কিন্তু প্রহ্লাদ তাঁহার আদেশ গ্রাহ্য না করায় তিনি পিতা হইয়াও পুত্র প্রহ্লাদকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়াছিলেন—অগ্নিকুণ্ডে, হস্তি-পদতলে, বিষধর-সর্পের মুখে নিক্ষেপ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হয়েন নাই; কিন্তু প্রহ্লাদ কিছুতেই কৃষ্ণভক্তি ত্যাগ করেন নাই। হরিদাস-ঠাকুর যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও হিন্দুর ন্যায় হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন বলিয়া যবনগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল; যবন কাজি অনেক বলিয়া-কহিয়াও তাঁহার মতিগতি পরিবর্ত্তিত করিতে না পারিয়া আদেশ দিলেন—"বাইশ বাজারে নিয়া ইহাকে বেত্রাঘাত কর।" কাজির আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল; কিন্তু তথাপি হরিদাসের নামে-নিষ্ঠা বিচলিত হয় নাই (শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ১১শ অধ্যায়)। প্রহ্লাদের ন্যায় নানাবিধ অমানুষিক অত্যাচারেও হরিদাসের নিষ্ঠা অবিচলিত ছিল বলিয়া তাঁহাকে প্রহ্লাদের সমান বলা হইয়াছে।

৪৪-৪৫। **তেঁহো**—হরিদাস ঠাকুর। **সিদ্ধি পাইলে**—দেহ রক্ষা করিলে। হরিদাস-ঠাকুরের মহানির্য্যানের পরে স্বয়ং মহাপ্রভু তাঁহার দেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, পার্ষদগণকে লইয়া সমুদ্রতীরে তাঁহার দেহকে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তিরোভাব-উৎসবের নিমিত্ত স্বয়ং মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন (অন্ত্যলীলা, ১১শ পরিচ্ছেদে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য)। হরিদাস-ঠাকুরের অন্যান্য লীলা অন্ত্যের ৩য় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

৪৬। **কুলীনগ্রামী**—কুলীনগ্রামবাসী। **সত্যরাজ**—সত্যরাজ-খান-নামক শ্রীচৈতন্যপার্ষদ। হরিদাস-ঠাকুর কিছুকাল কুলীনগ্রামে ছিলেন বলিয়া সত্যরাজ-খান প্রভৃতি কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণ তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

৪৭-৪৯। **শ্রীমুরারি গুপ্ত**—ইনি নবদ্বীপে বাস করিতেন; খুব পণ্ডিত লোক; চিকিৎসা-ব্যবসায়ী; জাতিতে বৈদ্য। মহাপ্রভুর আত্মপ্রকাশের পূর্ব্ব হইতেই তিনি ভজন করিতেন। ইহারই লিখিত সংস্কৃত

শ্রীমান্ সেন প্রভুর সেবকপ্রধান।
চৈতন্যচরণ বিনা নাহি জানে আন ॥ ৫০
শ্রীগদাধরদাস শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজীগণের মুখে যেই বোলাইল হরি ॥ ৫১
শিবানন্দসেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভু স্থানে যাইতে সভে লয়েন যার সঙ্গ ॥ ৫২
প্রতিবর্ষ প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচল চলেন পথে পালন করিয়া ॥ ৫৩
ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ তিন স্বরূপে—
সাক্ষাৎ, আবেশ, আর আবির্ভাব-রূপে ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতচরিতামৃতম্"-নামক গ্রন্থ সাধারণ্যে "মুরারি গুপ্তের কড়চা" বলিয়া বিখ্যাত। **প্রতিগ্রহ**—অন্যের দান-গ্রহণ। **আত্মবৃত্তি**—জাতীয় ব্যবসায়; কবিরাজী। **কুটুম্বভরণ**—আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণ। **দেহ-রোগ**—ব্যারাম। **ভব-রোগ**—সংসারবন্ধন। মুরারি গুপ্ত কৃপা করিয়া যাহাকে চিকিৎসা করিতেন, তাহার রোগও সারিয়া যাইত, সংসারবন্ধনও ঘুচিয়া যাইত।

৫১। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু—এই উভয়ের শাখাতেই শ্রীগদাধরদাসের গণনা। ইনি প্রায় সর্ব্বদাই গোপীভাবে আবিষ্ট থাকিতেন। ইঁহার গ্রামের যবনকাজী কীর্ত্তনের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ-পরায়ণ ছিলেন। প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া গদাধর-দাস একদিন রাত্রিকালে "হরি হরি"-ধ্বনি করিতে করিতে কাজীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজীর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই তিনি বলিলেন—"আরে! কাজী-বেটা কোথা। ঝাট কৃষ্ণ বোল, নহে ছিণ্ডো এই মাথা॥" শুনিয়া "অগ্নিহেন ক্রোধে কাজী হইল বাহির। গদাধর দাস দেখি মাত্র হৈল স্থির॥" তখন কাজী তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"শ্রীশ্রীগৌর-নিতানন্দের কৃপায় সকলের মুখেই হরি হরি ধ্বনি শুনা যাইতেছে; বাকী কেবল তুমি। তোমাকে হরিনাম বলাইবার নিমিত্তই আমি আসিয়াছি; কাজী, তুমি হরি হরি বল; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে উদ্ধার করিব।" তখন "হাসি বোলে কাজী শুন গদাধর। কালি বলিবাঙ হরি আজি যাহ ঘর॥" আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গদাধর বলিলেন—"আর কালি কেন? এখনই তো তুমি নিজ মুখে "হরি" বলিলে; ইহাতেই তোমার সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হইয়াছে।" ইহা বলিয়াই "পরম উন্মাদ গদাধর। হাথে তালি দিয়া নৃত্য করে বহুতর॥" ইহার পরেই তিনি নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। কাজীও তদবধি হিংসা-বিদ্বেষ সমস্ত ত্যাগ করিলেন। (শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়)।

৫২-৫৩। রথযাত্রার পূর্ব্বে প্রতি বৎসর গৌড়ের ভক্তগণ যখন মহাপ্রভুর দর্শনের নিমিত্ত নীলাচলে যাইতেন, তখন শিবানন্দ সেনের সঙ্গেই সকলেই যাইতেন; তিনি পথের সন্ধান জানিতেন; তিনিই সকলের ব্যয় বহন করিতেন ও ঘাটি সমাধান করিতেন।

প্রভুর গণ—মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ের ভক্তগণ। **পালন করিয়া**—ভরণপোষণ, তত্ত্বাবধানাদি করিয়া।

৫৪। **সাক্ষাৎ**—সকলের দৃশ্যমান্ প্রকটরূপ। **আবেশ**—কখনও কখনও কোনও শুদ্ধচিত্ত-ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের শক্তি-বিশেষাদি সংক্রামিত হয়; তখন তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন, গ্রহগ্রস্ত বা ভূতে পাওয়া লোকের ন্যায় নিজের স্বাভাবিক শক্তি-আদি হারাইয়া আবিষ্ট-শক্তির প্রেরণাতেই পরিচালিত হইতে থাকেন—তখন তাঁহার অলৌকিক রূপ, অলৌকিক আচরণ প্রকাশ পায়। এইরূপ অবস্থায় সেই ভক্তে "ভগবানের আবেশ" হইয়াছে বলা হয়। **আবির্ভাব**—ভগবান্ কখনও কখনও কোনও ভক্তবিশেষের প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহার সাক্ষাতে স্বীয় রূপ প্রকটিত করেন; তখন তিনিই তাঁহাকে দেখিতে পায়েন, অপর কেহ তাঁহার নিকটে থাকিলেও দেখিতে পায় না। এইভাবে যে আত্মপ্রকট, তাহাকে ভগবানের আবির্ভাব বলে। সাক্ষাৎ, আবেশ ও আবির্ভাব—এই তিনরূপে ভগবান্ ভক্তগণকে কৃপা করেন। পরবর্ত্তী তিন পয়ারে এই তিনরূপে কৃপার প্রকার বলা হইয়াছে। অন্ত্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সাক্ষাতে সকল ভক্ত দেখে নির্ব্বিশেষ।
নকুলব্রহ্মচারিদেহে প্রভুর আবেশ ॥ ৫৫
'প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী' তাঁর আগে নাম ছিল।
'নৃসিংহানন্দ' নাম প্রভু পাছেতে রাখিল ॥ ৫৬
তাঁহাতে হইল চৈতন্যের আবির্ভাব।
অলৌকিক ঐছে প্রভুর অনেক স্বভাব ॥ ৫৭
আস্বাদিল এই সব রস শিবানন্দ।
বিস্তারি কহিব আগে এ সব আনন্দ ॥ ৫৮
শিবানন্দের উপশাখা—তাঁর পরিকর।
পুত্র-ভৃত্য-আদি চৈতন্যের অনুচর ॥ ৫৯
চৈতন্যদাস, রামদাস, আর কর্ণপুর।
তিন পুত্র শিবানন্দের—প্রভুর ভক্তশূর ॥ ৬০
শ্রীবল্লবসেন আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ-সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত ॥ ৬১
প্রভুর প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত।
প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দদত্ত ॥ ৬২
শ্রীবিজয়দাস নাম প্রভুর আখরিয়া।
প্রভুরে অনেক পুঁথি দিয়াছেন লিখিয়া ॥ ৬৩
'রত্নবাহু' বলি প্রভু থুইল তাঁর নাম।
অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৫। **সাক্ষাতে**—সর্ব্বসাধারণের পরিদৃশ্যমান্ প্রকটরূপে। **নির্ব্বিশেষ**—কোনওরূপ বিশেষত্ব-হীনভাবে; সমান ভাবে। সাক্ষাদ্রূপ যখন প্রকটিত হন, তখন সকল ভক্তই সমানভাবে তাঁহাকে দেখিতে পায়; কেহ দেখিল কেহ দেখিল না, কেহ কেহ কোন অংশ দেখিল, কেহ কোনও অংশ দেখিল না—সাক্ষাৎরূপের প্রকটকালে এরূপ হয় না। কেবল প্রকট-লীলাতেই এই সাক্ষাৎরূপের দর্শন সম্ভব। মহাপ্রভুর প্রকট-লীলাকালে সকলেই তাঁহার দর্শন পাইয়া ধন্য হইয়াছে। **নকুল ব্রহ্মচারী** ইত্যাদি—নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে একবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবেশ হইয়াছিল; তখন ব্রহ্মচারী নিজের পরিচয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার দেহও শ্রীগৌরাঙ্গের দেহের ন্যায় গৌরবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার মুখে তখন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই কথা বলিয়াছিলেন, তখন তাঁহাতে প্রভুর শক্তি প্রকটিত হইয়াছিল; ইহার বিশেষ বিবরণ অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

৫৬-৫৭। এক্ষণে আবির্ভাবের কথা বলিতেছেন। যাঁহার পূর্ব্বনাম ছিল প্রদ্যুম্ন-ব্রহ্মচারী, কিন্তু মহাপ্রভু যাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন নৃসিংহানন্দ, তাঁহার সাক্ষাতে শিবানন্দসেনের গৃহে একবার মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল; নৃসিংহানন্দই তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন, আর কেহ দেখেন নাই—শিবানন্দও না। অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। **তাঁহাতে**—তাঁহার (নৃসিংহানন্দের) সাক্ষাতে।

৫৮। সাক্ষাৎ, আবেশ ও আবির্ভাব—এই তিন রূপের কৃপাই ভাগ্যবান্ শিবানন্দ লাভ করিয়াছেন। নবদ্বীপে, নীলাচলে ও অন্যান্য স্থানে তিনি মহাপ্রভুর প্রকটরূপ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার শ্রীমুখের উপদেশ শুনিয়াছেন। নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে যখন মহাপ্রভুর আবেশ হয়, তখনও শিবানন্দ—বস্তুতঃই মহাপ্রভুর আবেশ হইয়াছে কিনা, পরীক্ষাদ্বারা তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া তাহার পরে—তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়াছেন। একবৎসর পৌষমাসে নৃসিংহানন্দ শিবানন্দসেনের গৃহেই বিবিধ উপচারে প্রভুর ভোগ লাগাইলেন; প্রভু তখন নীলাচলে; কিন্তু নৃসিংহানন্দ দেখিলেন, প্রভু আসিয়া (আবির্ভাবে) ভোগ গ্রহণ করিতেছেন। এই ব্যাপার যে সত্য,—নৃসিংহানন্দের চক্ষের ধাঁধাঁ নহে—পরের বৎসর স্বয়ং মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাক্য শুনিয়াই শিবানন্দসেন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এসব বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

৬০। **কর্ণপূর**—ইহার নাম পরমানন্দ-দাস। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক শ্লোক রচনা করিয়া মহাপ্রভুর কর্ণ পূর্ণ (তৃপ্ত) করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম কর্ণপূর হইয়াছে। পুরীতে (শ্রীক্ষেত্রে) ইনি মাতৃগর্ভে সঞ্চারিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার আর এক নাম পুরীদাস। আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যম্ প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থ ইঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। **ভক্তশূর**—প্রধান ভক্ত।

৬৩-৬৪। **আখরিয়া**—পুস্তক-লেখক; যিনি অন্য পুঁথি দেখিয়া পুঁথি নকল করেন।

খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস।
যাঁহা সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস ॥ ৬৫
প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড় মোচা ফল।
যাঁর ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল ॥ ৬৬
প্রভুর অতি প্রিয়দাস ভগবান্-পাণ্ডিত।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্ব্বে হৈলা অধিষ্ঠিত ॥ ৬৭
জগদীশপণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়।
যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময় ॥ ৬৮
এই-দুই-ঘরে প্রভু একাদশীদিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইলা আপনে ॥ ৬৯
প্রভুর পঢ়ুয়া দুই—পুরুষোত্তম, সঞ্জয়।
ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয় ॥ ৭০
বনমালি-পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে।
সোণার মূঁষল হল দেখিল প্রভুর হাতে ॥ ৭১
শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় বুদ্ধিমন্তখান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবকপ্রধান ॥ ৭২
গরুড়পণ্ডিত লয়ে শ্রীনামমঙ্গল।
নামবলে বিষ যাঁরে না করিল বল ॥ ৭৩
গোপীনাথসিংহ এক চৈতন্যের দাস।
'অক্রূর' বলি প্রভু যাঁরে করে পরিহাস ॥ ৭৪
ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে।
ভাগবতের ভক্তি-অর্থ পাইল প্রভু হৈতে ॥ ৭৫
খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরিদাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন ॥ ৭৬
এইসব মহাশাখা চৈতন্যকৃপাধাম।
প্রেমফল-ফুল করে যাহাঁতাহাঁ দান ॥ ৭৭
কুলীনগ্রামবাসী—সত্যরাজ, রামানন্দ।
যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ ॥ ৭৮
বাণীনাথবসু আদি যত গ্রামী জন।
সভেই চৈতন্যভৃত্য চৈতন্যপ্রাণধন ॥ ৭৯
প্রভু কহে—কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয়—অন্যজন বহু দূর ॥ ৮০
কুলীনগ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায় ॥ ৮১
অনুপম বল্লভ, শ্রীরূপ, সনাতন।
এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে সর্ব্বোত্তম ॥ ৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৫-৬৬। **খোলাবেচা**—কলাগাছের খোলা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া ভক্ত শ্রীধরের নাম খোলাবেচা হইয়াছে। **পরিহাস**—রঙ্গ, তামাসা। **ফুটা**—ভাঙ্গা, ছিদ্রযুক্ত। একদিন কীর্ত্তন লইয়া প্রভু যখন শ্রীধরের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীধরের উঠানে একটা ভাঙ্গা লোহার ঘটী পড়িয়াছিল, প্রভু সেই ঘটীতে করিয়াই জল খাইয়াছিলেন। শ্রীধর যে নিতান্ত দরিদ্র এবং প্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন, ইহা হইতে তাহাই বুঝা যাইতেছে। শ্রীধরের দোকানে থোড়-মোচা কিনিতে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে প্রভু অনেক রঙ্গ-রহস্য, অনেক প্রেমকোন্দল করিতেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৬৯। প্রভুর বাল্যকালে হিরণ্য ও জগদীশ পণ্ডিত এক একাদশী দিনে বিষ্ণুনৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া ঐ নৈবেদ্য ভোজন করার নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হিরণ্য ও জগদীশ তাহা জানিতে পারিয়া সমস্ত নৈবেদ্যোপহার আনিয়া প্রভুকে খাওয়াইলেন; (শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়)।

৭১। একদিন মহাপ্রভু যখন শ্রীবলদেবের ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন বনমালী পণ্ডিত তাঁহার হাতে সোনার মূষল ও হল (লাঙ্গল) দেখিয়াছিলেন।

৮২। **অনুপম বল্লভ**—ইনি শ্রীরূপ-সনাতনের ভাই, শ্রীজীব-গোস্বামীর পিতা। ইঁহার নাম শ্রীবল্লভ; গৌড়েশ্বর ইঁহাকে অনুপম-মল্লিক উপাধি দিয়াছিলেন। এই পয়ারে অনুপম হইল উপাধি। আর বল্লভ হইল তাঁহার নাম। কোনও কোনও গ্রন্থে "অনুপম মল্লিক" পাঠান্তর আছে।

তার মধ্যে রূপ-সনাতন বড় শাখা।
অনুপম জীব রাজেন্দ্রাদি উপশাখা ॥ ৮৩
মালীর ইচ্ছায় দুই শাখা বহুত বাঢ়িল।
বাঢ়িয়া পশ্চিমদিশা সব আচ্ছাদিল ॥ ৮৪
আ-সিন্ধুনদী-তীর আর হিমালয়।
বৃন্দাবন-মথুরাদি যত তীর্থ হয় ॥ ৮৫
দুইশাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল।
প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল ॥ ৮৬
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাহাঁ প্রচারিল দোঁহে ভক্তি সদাচার ॥ ৮৭
শাস্ত্রদৃষ্টে কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তিসেবার প্রচার ॥ ৮৮
মহাপ্রভুর প্রিয়ভৃত্য রঘুনাথদাস।
সর্ব্বত্যাগি কৈল প্রভুর পদতলে বাস ॥ ৮৯
প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাথে।
প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে ॥ ৯০
ষোড়শ-বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ-সেবন।
স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন ॥ ৯১
বৃন্দাবনে দুইভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া ॥ ৯২
এই ত নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবনে।
আসি রূপ-সনাতনের বন্দিলা চরণে ॥ ৯৩
তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল ॥ ৯৪
মহাপ্রভুর লীলা যত—বাহির অন্তর।
দুইভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর ॥ ৯৫
অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্যকথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥ ৯৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮৩-৮৪। **অনুপম**—শ্রীবল্লভ। **জীব**—শ্রীজীবগোস্বামী। **রাজেন্দ্র**—কেহ কেহ বলেন, ইনি শ্রীসনাতন-গোস্বামীর পুত্র; কিন্তু শ্রীসনাতন-গোস্বামীর কোনও পুত্র ছিল বলিয়া নিশ্চিত জানা যায় না। **দুই শাখা**—শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের শাখা।

৮৫। **আ-সিন্ধু নদীতীর**—পাঞ্জাবের সিন্ধুনদীর তীর পর্য্যন্ত।

৮৭। **মূঢ়**—ভক্তি-বিষয়ে অজ্ঞ। **অনাচার**—সদাচার-বিহীন। **দোঁহে**—শ্রীরূপ-সনাতন।

৮৮। **লুপ্ততীর্থের উদ্ধার**—শাস্ত্র-প্রমাণের সহিত মিলাইয়া তাঁহারা মথুরার লুপ্ততীর্থ-সমূহের পুনরুদ্ধার (প্রকট) করিলেন। **শ্রীমূর্ত্তি সেবার প্রচার**—শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীগোবিন্দবিগ্রহের এবং শ্রীসনাতন-গোস্বামী শ্রীমদনমোহন-বিগ্রহের সেবা প্রচার করিয়াছিলেন।

৮৯-৯২। **সর্ব্বত্যাগি**—বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত ত্যাগ করিয়া। **স্বরূপের হাতে**—স্বরূপ-দামোদরের হাতে। **গুপ্তসেবা**—সাধারণের অগোচরে রাত্রিকালে পাদ-সম্বাহনাদি সেবা; রাত্রিকালে করিতেন বলিয়া এই সেবা কেহ দেখিত না, তাই "গুপ্তসেবা" বলা হইয়াছে। **অন্তরঙ্গ-সেবন**—লীলাবেশে প্রভু বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলে সেই সময় তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ। । **দুই ভাইর**—শ্রীরূপ-সনাতনের। **ভৃগুপাত**—পর্ব্বতের উপর হইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক পড়িয়া প্রাণত্যাগ করাকে ভৃগুপাত বলে। নীলাচলে মহাপ্রভুর লীলাবসানের পরে রঘুনাথদাস-গোস্বামী শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিলেন; তথাপি স্বরূপদামোদরের সঙ্গগুণে কোনও রকমে জীবন ধারণ করিতেছিলেন; কিন্তু অল্পকাল মধ্যে স্বরূপদামোদরও যখন অন্তর্ধান হইলেন, তখন তিনি আর প্রাণধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না; তিনি সঙ্কল্প করিলেন—শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের চরণ দর্শন করিয়া তারপরে গোবর্দ্ধন হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন।

৯৫-৯৬। **বাহির অন্তর**—সাধারণের সহিত শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি কি ইষ্টগোষ্ঠি প্রভৃতি প্রভুর বাহিরের লীলা। আর ব্রজলীলার আবেশে প্রলাপাদি তাঁহার অন্তরের লীলা। **পল**—আট তোলায় এক পল। দাস-গোস্বামী দুই-তিন-পল (তিন চারি ছটাক) মাঠা খাইয়াই জীবন ধারণ করিতেন, আর কিছু খাইতেন না।

সহস্র দণ্ডবৎ করেন, লয়ে লক্ষনাম।
দুইসহস্র বৈষ্ণবেরে নিত্য পরণাম ॥ ৯৭
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন ॥ ৯৮
তিন-সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত-স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন মান ॥ ৯৯
সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা—সেহো নহে কোনদিনে ॥১০০
তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথদাস প্রভু যে আমার ॥ ১০১
ইহ সভার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন।
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন ॥ ১০২
শ্রীগোপালভট্ট এক শাখা সর্ব্বোত্তম।
রূপ-সনাতন-সঙ্গে যাঁর প্রেম-আলাপন ॥ ১০৩
শঙ্করারণ্য-আচার্য্য বৃক্ষের এক শাখা।
মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র—উপশাখায় লেখা ॥ ১০৪
শ্রীনাথপণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন।
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন ॥ ১০৫
জগন্নাথ-আচার্য্য প্রভুর প্রিয়দাস।
প্রভুর আজ্ঞাতে তেঁহো কৈল গঙ্গাবাস ॥ ১০৬
কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর।
কবিচন্দ্র আর কির্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর ॥ ১০৭
শ্রীনাথমিশ্র শুভানন্দ শ্রীরাম ঈশান।
শ্রীনিধি শ্রীগোপীকান্ত মিশ্র ভগবান্ ॥ ১০৮
সুবুদ্ধিমিশ্র হৃদয়ানন্দ কমলনয়ন।
মহেশপণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন ॥ ১০৯
পুরুষোত্তম শ্রীগালিম জগন্নাথদাস।
শ্রীচন্দ্রশেখর-বৈদ্য দ্বিজ হরিদাস ॥ ১১০
রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপালদাস।
ভাগবতাচার্য্য ঠাকুর সারঙ্গদাস ॥ ১১১
জগন্নাথ তীর্থ বিপ্র শ্রীজানকীনাথ।
গোপাল-আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ ॥ ১১২
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যাঁ সভার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য-নিতাই ॥ ১১৩
রামদাস-অভিরাম—সখ্য প্রেমরাশি।
ষোল-সাঙ্গের কাষ্ঠ হাথে লৈয়া কৈলা বাঁশী ॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯৭। শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামী প্রত্যহ এক লক্ষ হরিনাম করিতেন, শ্রীভগবান্‌কে এক সহস্র বার দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন এবং দুই সহস্র বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেন।

৯৯। **অপতিত স্নান**—যে স্নানের নিয়ম একদিনও ভঙ্গ হয় নাই।

১০০। **সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর**—সাড়ে সাত প্রহর। দিবারাত্রিতে আট প্রহরের মধ্যে দাসগোস্বামী সাড়ে সাত প্রহরই ভজন করিতেন; মাত্র চারি দণ্ড নিদ্রা যাইতেন—তাহাও সকল দিন নহে, যেদিন লীলাবেশে মত্ত থাকিতেন, সেই দিন ঐ চারি দণ্ডও আবেশে কাটিত, ঘুম আর সেই দিন হইত না।

১০১-১০২। **সেই রঘুনাথ** ইত্যাদি—শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামী শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীর রাগানুগাভজনের শিক্ষাগুরু বলিয়া তাঁহাকে তিনি প্রভু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। **ইহ সভার**—শ্রীরূপাদির। **প্রভুর মিলন**—প্রভুর সহিত মিলন। **আগে**—পরে; মধ্যলীলায়।

১০৬। **গঙ্গাবাস**—গঙ্গাতীরে বাস।

১১০। **গালিম**—বহুবক্তা; যিনি অনেক বক্তৃতা করিতে পারেন, তাঁহাকে গালিম বলে। শ্রীগালিম জগন্নাথদাস—বহুবক্তা শ্রীজগন্নাথ দাস।

১১৩। কৃষ্ণদাস বৈদ্য হইতে "বাসুদেব তিন ভাই" পর্য্যন্ত যাঁহাদের নাম করা হইয়াছে, তাঁহাদের কীর্ত্তনে প্রভু অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন এবং তজ্জন্য তিনি নৃত্য করিতেন।

১১৪। রামদাসের অপর নাম অভিরাম; তাঁহার ছিল সখ্যভাব। **সাঙ্গ** বা সাঙ্গ্য—এক খণ্ড কাঠের মধ্যস্থলে

প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা।
তাঁর সঙ্গে তিন জন প্রভু-আজ্ঞায় আইলা ॥ ১১৫
রামদাস, মাধব, আর বাসুদেব ঘোষ।
প্রভু-সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ ॥ ১১৬
ভাগবতাচার্য্য চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন।
মাধবাচার্য্য কমলাকান্ত শ্রীযদুনন্দন ॥ ১১৭
মহাকৃপাপাত্র প্রভুর জগাই-মাধাই।
পতিতপাবন-গুণের সাক্ষী দুই ভাই ॥ ১১৮
গৌড়দেশের ভক্তের কৈল সংক্ষেপকথন।
অনন্ত চৈতন্য ভক্ত—না যায় কথন ॥ ১১৯
নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভুসঙ্গে।
দুইস্থানে প্রভু সেবা কৈল নানারঙ্গে ॥ ১২০
কেবল নীলাচলে প্রভুর যে-যে ভক্তগণ।
সংক্ষেপে তা সভার কিছু করিয়ে কথন ॥ ১২১
নীলাচলে প্রভু-সঙ্গে যত ভক্তগণ।
সভার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুইজন—॥ ১২২
পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপদামোদর।
গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥ ১২৩
দামোদরপণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথবৈদ্য আর রঘুনাথদাস ॥ ১২৪
ইত্যাদিক পূর্ব্বসঙ্গী বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি করে প্রভুর সেবন ॥ ১২৫
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী।
প্রত্যব্দ প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি ॥ ১২৬
নীলাচলে প্রভুর যার প্রথম মিলন।
সেই ভক্তগণ এবে করিয়ে গণন ॥ ১২৭
বড়শাখা এক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্য ॥ ১২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কোনও ভারী বস্তু বাঁধিয়া দুইজনে দুই পার্শ্বে ধরিয়া লইয়া গেলে ঐ কাষ্ঠখণ্ডকে সাঙ্গ বা সাঙ্গ্য বলে। এই পয়ারে, সাঙ্গ বলিতে—যে কাষ্ঠখণ্ড বহন করিতে দুইজন লোকের দরকার হয়, এরূপ একখণ্ড কাষ্ঠকে বুঝায়। **ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ**—ষোল খানা সাঙ্গের সমান যে কাষ্ঠ, তাহাকে ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ বলে; অর্থাৎ যে কাষ্ঠখণ্ড বহন করিতে বত্রিশ জন লোকের দরকার, সেইরূপ একখণ্ড কাষ্ঠকে ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ বলে। অভিরাম দাস এরূপ এক খণ্ড কাষ্ঠ অনায়াসে হাতে তুলিয়া লইয়া বাঁশীর ন্যায় মুখের সাক্ষাতে ধরিয়া রাখিতে পারিতেন। ইনি ছিলেন ব্রজলীলার শ্রীদাম-সখা। "পুরা শ্রীদাম-নামাসীদভিরামোঽধুনা মহান্। দ্বাত্রিংশতা জনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠমুবাহ যঃ ॥ গৌরগণোদ্দেশ। ১২৬ ॥"

১১৫-১৬। রামদাস, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ এই তিন জন শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ হইলেও তাঁহার আজ্ঞায় শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে নীলাচল হইতে গৌড়ে আসেন। সুতরাং ইঁহারা মহাপ্রভুর গণ হইলেও তাঁহারই আজ্ঞায় শ্রীনিত্যানন্দের গণে ভুক্ত হয়েন। এই তিন জন ব্যতীত আরও অনেক ভক্ত শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়ে আসিয়াছেন।

১১৮। মহাপ্রভু যে পতিত-পাবন, তাহার সাক্ষী জগাই ও মাধাই এই দুই ভাই।

১১৯-২০। এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ভক্তের নাম বলা হইল, তাঁহারা সকলেই গৌড়দেশবাসী। ইঁহারা পূর্ব্বে গৌড়ে থাকিয়া প্রভুর সেবা করিয়াছেন এবং সন্ন্যাসের পরে নীলাচলেও প্রভুর সেবা করিতেন। **দুই স্থানে**—গৌড়ে ও নীলাচলে।

১২১-১২৬। পরমানন্দপুরী হইতে আরম্ভ করিয়া রঘুনাথ দাস পর্য্যন্ত যে সমস্ত গৌড়বাসী ভক্তের নাম করা হইয়াছে, তাঁহারা সর্ব্বদা নীলাচলে থাকিয়াই প্রভুর সেবা করিতেন। বাসুদেবাদি অন্য যে সমস্ত গৌড়দেশবাসী ভক্তের নাম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসরে নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সেবা করিতেন, সর্ব্বদা নীলাচলে থাকিতেন না। **প্রত্যব্দ**—প্রতি বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে।

১২৭। যাঁহারা নীলাচলেই সর্ব্বপ্রথমে প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছেন, প্রভুর নীলাচলে আসার পূর্ব্বে যাঁহাদের সঙ্গে মিলন হয় নাই, এক্ষণে তাঁহাদের নাম করিতেছেন।

কাশীমিশ্র প্রদ্যুম্নমিশ্র রায় ভবানন্দ ।
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইল আনন্দ ॥ ১২৯
আলিঙ্গন করি তাঁরে বলিল বচন— ।
তুমি পাণ্ডু, পঞ্চপাণ্ডব তোমার নন্দন ॥ ১৩০
রামানন্দরায় পট্টনায়ক গোপীনাথ ।
কলানিধি সুধানিধি নায়ক বাণীনাথ ॥ ১৩১
এই পঞ্চপুত্র তোমার—মোর প্রিয়পাত্র ।
রামানন্দসহ মোর দেহভেদমাত্র ॥ ১৩২
প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওড্র কৃষ্ণানন্দ ।
পরমানন্দ মহাপাত্র ওড্র শিবানন্দ ॥ ১৩৩
ভগবান্-আচার্য্য ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী ।
শ্রীশিখিমাহিতী আর মুরারিমাহিতী ॥ ১৩৪
মাধবীদেবী—শিখিমাহিতীর ভগিনী ।
শ্রীরাধার দাসীমধ্যে যার নাম গণি ॥ ১৩৫
ঈশ্বরপুরীর শিষ্য—ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর ।
শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর ॥ ১৩৬
তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা ।
নীলাচলে প্রভু স্থানে মিলিলা আসিয়া ॥ ১৩৭
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দোঁহাকারে ।
তাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোঁহারে ॥ ১৩৮
অঙ্গসেবা শ্রীগোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর ।
জগন্নাথ দেখিতে চলেন আগে কাশীশ্বর ॥ ১৩৯
অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্যগহনে ।
মনুষ্য ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে ॥ ১৪০
রামাই নন্দাই দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর ।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর ॥ ১৪১
বাইশ-ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই ।
গোবিন্দ আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই ॥ ১৪২
কৃষ্ণদাস-নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ ।
যাঁরে সঙ্গে লৈয়া কৈলা দক্ষিণগমন ॥ ১৪৩
বলভদ্রভট্টাচার্য্য ভক্তি-অধিকারী ।
মথুরাগমনে প্রভুর যেঁহো ব্রহ্মচারী ॥ ১৪৪
বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস ।
দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ ॥ ১৪৫
রামভদ্রাচার্য্য আর ওড্র সিংহেশ্বর ।
তপন-আচার্য্য আর রঘু নীলাম্বর ॥ ১৪৬
সিঙ্গাভট্ট কামাভট্ট দন্তুর শিবানন্দ ।
গৌড়ে পূর্ব্বভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ ॥ ১৪৭
শ্রীঅচ্যুতানন্দ অদ্বৈত-আচার্য্য-তনয় ।
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয় ॥ ১৪৮
নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস ।
এই সবের প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে বাস ॥ ১৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১২৯ । **যাঁহার মিলনে**—যে ভবানন্দের সঙ্গে মিলনে ।

১৩০ । **তুমি পাণ্ডু**—রায় ভবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে ।

১৩৩ । **ওড্র**—ওড্রদেশবাসী বা উড়িষ্যাবাসী ।

১৩৭ । **তাঁর সিদ্ধিকালে**—শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীর দেহত্যাগ-সময়ে । **দোঁহে**—কাশীশ্বর ও গোবিন্দ ।

১৩৮ । **তাঁর আজ্ঞা**—ঈশ্বর-পুরীর আদেশ । নীলাচলে যাইয়া শ্রীচৈতন্যের সেবা করার নিমিত্ত শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরী কাশীশ্বর ও গোবিন্দকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন ; এই আজ্ঞা-পালনের নিমিত্তই প্রভু এই দুই জনের সেবা গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন ; নচেৎ তিনি তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিতেন না—কারণ, লৌকিক-লীলায় তাঁহারা প্রভুর গুরু-ভাই, সতীর্থ ।

১৪০ । **অপরশ**—অপর কাহাকেও স্পর্শ না করিয়া । **কাশী বলবানে**—বলবান্ কাশীশ্বর ।

১৪২ । **বাইশ ঘড়া**—বাইশ কলস । প্রভুর ব্যবহারের নিমিত্ত রামাই প্রত্যহ বাইশ কলস জল আনিতেন । আর গোবিন্দ যখন যে আদেশ করিতেন, তদনুসারে নন্দাই প্রভুর সেবা করিতেন ।

বারাণসীমধ্যে প্রভুর ভক্ত তিনজন—
চন্দ্রশেখর বৈদ্য, আর মিশ্র তপন ॥ ১৫০
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য—মিশ্রের নন্দন।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন। ১৫১
চন্দ্রশেখর-ঘরে কৈল দুইমাস বাস।
তপনমিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুইমাস ॥ ১৫২
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন।
উচ্ছিষ্টমার্জ্জন আর পাদ সংবাহন ॥ ১৫৩
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে।
অষ্টমাস রহিল, ভিক্ষা দেন কোনদিনে ॥ ১৫৪
প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা।
আসিয়া শ্রীরূপ গোসাঞির নিকটে রহিলা ॥ ১৫৫
তাঁর স্থানে রূপগোসাঞি— শুনেন ভাগবত।
প্রভুর কৃপায় তিঁহো কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত ॥ ১৫৬
এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্যভক্তগণ।
দিঙ্মাত্র লিখি—সম্যক্ না যায় কথন ॥ ১৫৭
একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল।
তার শিষ্য উপশিষ্য—তার উপডাল ॥ ১৫৮
সকল ভরিয়া আছে প্রেম ফুল-ফলে।
ভাসাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণপ্রেম-জলে ॥ ১৫৯
একৈক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা।
সহস্রবদনে যার দিতে নারে সীমা ॥ ১৬০
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ।
সমগ্র গণিতে নারে আপনে অনন্ত ॥ ১৬১
শ্রীরূপ-রঘুনাথপদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬২

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে মূলস্কন্ধ-শাখাবর্ণনং নাম দশমপরিচ্ছেদঃ ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫০। পূর্ব্বে ৭ম পরিচ্ছেদে ৪৫ পয়ারের চন্দ্রশেখরকে শূদ্র বলা হইয়াছে; এস্থলে কিন্তু তাঁহাকে বৈদ্য বলা হইল।

১৫১। **মিশ্রের নন্দন**—তপন মিশ্রের পুত্র, রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য।

১৫৩-৫৪। **রঘুনাথ**—তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য। **ভিক্ষা দেন**—কোনও কোনও দিন রঘু ভট্টাচার্য্য প্রভুকে আহার করাইতেন।

১৫৭। প্রকাশানন্দ-সরস্বতী প্রভৃতি কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ প্রভুর ভক্ত হইলেও পার্ষদ ছিলেন না বলি বোধ হয় এস্থলে তাঁহাদের নামোল্লেখ করা হয় নাই।

আদি-লীলা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দপদাম্ভোজভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্।
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া ॥ ১

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ধন্য ॥ ১

তথাহি—

তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসৎপ্রেমামরশাখিনঃ।
ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপান্ গণান্ নুমঃ ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নিত্যানন্দেতি। নিত্যানন্দ-পদাম্ভোজভৃঙ্গান্ নিত্যানন্দ-চরণ-কমল-মধুকরান্ নত্বা তেষু অসংখ্যেষু কতিচিৎ মুখ্যাঃ প্রধানাঃ ময়া লিখ্যন্তে। কিম্ভূতান্ প্রেমমধূন্মদান্ প্রেমমধুপানেন উন্মত্তান্। ১।

তস্যেতি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপসৎকল্পবৃক্ষস্য ঊর্দ্ধস্কন্ধরূপাবধূতচন্দ্রস্য গণান্ নুমঃ বয়মিতিশেষঃ। কিম্ভূতান্ গণান্? শাখারূপান্। ২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রেমকল্পতরুর মূলস্কন্ধ হইতে যে দুইটী বড় ডাল বাহির হইয়াছে, তাহার একটী শ্রীনিত্যানন্দ এবং অপরটী শ্রীঅদ্বৈত। শ্রীনিত্যানন্দরূপ ডাল হইতে যে সকল শাখা-প্রশাখাদি বাহির হইয়াছে, তাঁহাদের (অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দের অনুগত ভক্তগণের) বিবরণ এই পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্লো। ১। **অন্বয়।** প্রেমমধূন্মদান্ (প্রেমরূপ মধুপানে উন্মত্ত) অখিলান্ (সমস্ত) নিত্যানন্দ-পদাম্ভোজ-ভৃঙ্গান্ (শ্রীনিত্যানন্দের চরণ-কমলের মধুকরদিগকে) নত্বা (নমস্কার করিয়া) তেষু (তাঁহাদের মধ্যে) মুখ্যাঃ (প্রধান প্রধান) কতিচিৎ (কয়েকজন) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) লিখ্যন্তে (লিখিত হইতেছেন)।

অনুবাদ। প্রেমমধুপানে উন্মত্ত শ্রীনিত্যানন্দ-চরণ-কমলের সমস্ত মধুকরগণকে নমস্কার করিয়া তাঁহাদের মধ্যে মুখ্য মুখ্য কয়েকজনের পরিচয় লিখিতেছি। ১।

১। কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের পরিবর্ত্তে এইরূপ পাঠ আছে :—"জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার চরণাশ্রিত যেই সেই ধন্য ॥ জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় নিত্যানন্দ। জয় জয় মহাপ্রভুর সর্ব্বভক্তবৃন্দ

শ্লো। ২। অন্বয়। তস্য (সেই) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সৎপ্রেমামরশাখিনঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ-সৎকল্পবৃক্ষের) ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ (ঊর্দ্ধস্কন্ধরূপ অবধূতচন্দ্রের—শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্ররূপ ঊর্দ্ধস্কন্ধের) শাখারূপান্ (শাখারূপ) গণান্ (গণদিগকে—অনুগতভক্তদিগকে) নুমঃ (আমরা নমস্কার করি)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পবৃক্ষের ঊর্দ্ধস্কন্ধস্বরূপ অবধূত (নিত্যানন্দ)-চন্দ্রের শাখারূপগণ (অনুগত ভক্ত)-দিগকে নমস্কার করিতেছি। ২।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পরিকরবর্গের বর্ণনাপ্রারম্ভে তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থনা করিয়াই তাঁহাদিগকে গ্রন্থকার প্রণাম জানাইতেছেন

শ্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর।
তাহাতে জন্মিল শাখা-প্রশাখা বিস্তর ॥ ২
মালাকারের ইচ্ছাজলে বাড়ে শাখাগণ।
প্রেম-ফল-ফুল ভরি ছাইল ভুবন ॥ ৩

অসংখ্য অনন্ত গণ—কে করু গণন।
আপনা শোধিতে কহি মুখ্যমখ্য জন ॥ ৪
শ্রীবীরভদ্র-গোসাঞি স্কন্ধ-মহাশাখা।
তাঁর উপশাখা যত—অসংখ্য তার লেখা ॥ ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২-৩। **শ্রীনিত্যানন্দ** ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র হইলেন শ্রীচৈতন্যরূপ কল্পবৃক্ষের গুরুতর স্কন্ধ। **গুরুতর**—প্রধানতর। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (১।৯।১৯) মূলস্কন্ধ (গুঁড়ি) হইতে আবার দুইটী স্কন্ধ বাহির হইয়াছে—শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈত; এই দুইটী স্কন্ধই অন্যান্য শাখা-প্রশাখাদির তুলনায় গুরু বা শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ সমগ্র শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণের মধ্যে এই দুইজন শ্রেষ্ঠ); এস্থলে গুরুতর-শব্দের "তর"-প্রত্যয় দ্বারা প্রকাশ করা হইতেছে যে, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের মধ্যে আবার শ্রীনিত্যানন্দই শ্রেষ্ঠ। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত উভয়েই স্বরূপতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব হইলেও শ্রীনিত্যানন্দ (সঙ্কর্ষণ) হইলেন শ্রীঅদ্বৈতের (কারণার্ণবশায়ীর) অংশী; তাই স্বরূপতঃই শ্রীঅদ্বৈত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রেষ্ঠ। **তাহাতে**—শ্রীনিত্যানন্দরূপ শাখাতে। **শাখা-প্রশাখা**—শিষ্য, অনুশিষ্যাদি। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শিষ্য, অনুশিষ্য প্রভৃতি হইতে আবার অসংখ্য ভক্তের উদ্ভব হইল।

মালাকারের—শ্রীমন্মহাপ্রভুর। **ইচ্ছাজলে**—ইচ্ছারূপ জলদ্বারা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শিষ্যানুশিষ্যাদি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং তাঁহারাও আবার কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া আপামর সাধারণকে প্রেমদানের যোগ্যতা লাভ করিলেন।

৫। **শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি**—ইনি শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র। **স্কন্ধ-মহাশাখা**—(শ্রীনিত্যানন্দরূপ) স্কন্ধের একটী বৃহৎ শাখা।

ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গ হইতে জানা যায়, গৌরীদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা সূর্য্যদাস পণ্ডিত স্বীয় দুইকন্যা বসুধা ও জাহ্নবীদেবীকে শ্রীমন্নিত্যানন্দের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীশ্রীবসুধা-জাহ্নবাকে লইয়া খড়দহে বাস করিতে লাগিলেন। ত্রয়োদশ-তরঙ্গ হইতে জানা যায়, জাহ্নবামাতা-গোস্বামিনীর ইচ্ছায় রাজবলহাটের নিকটবর্ত্তী ঝামটপুরগ্রাম-নিবাসী যদুনন্দন আচার্য্যের শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীনারায়ণী নাম্নী দুই কন্যার সহিত শ্রীনিত্যানন্দ-তনয় শ্রীবীরচন্দ্রের বিবাহ হয়। শ্রীশ্রীবীরচন্দ্র ছিলেন বসুধামাতার সন্তান। "বিবাহ করিয়া গৃহে আইলা গৌরচন্দ্র। পুত্রবধূ দেখি বসু হৈলা মহানন্দ ॥" শ্রীমন্নিত্যানন্দের শ্রীগঙ্গানাম্নী এক কন্যাও ছিলেন। "ভ্রাতার বিবাহে গঙ্গাদেবী হর্ষ অতি ॥" মাধব আচার্য্যের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এ-সম্বন্ধে গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলেন—"বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা যাসীৎ সা নিজনামতঃ। নিত্যানন্দাত্মজা জাতা মাধবঃ শান্তনুর্ন্ৃপঃ ॥" শ্রীবীরভদ্র প্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন "নিত্যানন্দ বলদেবের সন্তান"রূপে তিনি তত্রত্য বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের চতুর্দ্দশ তরঙ্গ হইতে জানা যায়, বীরভদ্র প্রভুর তিন পুত্র ছিলেন। "যৈছে প্রভু বীরচন্দ্র গুণের আলয়। তৈছে তাঁর তিনপুত্র প্রেমভক্তিময় ॥ জ্যেষ্ঠপুত্র গোপীজনবল্লভ প্রচার। মধ্যম শ্রীরামকৃষ্ণ পরম উদার ॥ কনিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র পরম সুশান্ত ॥" গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলেন,—পূর্ব্বলীলায় শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবা ছিলেন যথাক্রমে শ্রীবারুণী ও শ্রীরেবতী। কাহারও কাহারও মতে শ্রীবসুধা ছিলেন কালাবাণী এবং শ্রীজাহ্নবা ছিলেন অনঙ্গমঞ্জরী। "শ্রীবারুণী-রেবতীবংশসম্ভবে তস্য প্রিয়ে শ্রীবসুধা চ জাহ্নবী। শ্রীসূর্য্যদাসাখ্যমহাত্মনঃ সুতে কুকুদ্মিরূপস্য চ সূর্য্যতেজসঃ ॥ কেচিৎ শ্রীবসুধাদেবীং কালাবাণীং বিবৃণোতি। অনঙ্গমঞ্জরীং কেচিজ্জাহ্নবীঞ্চ প্রচক্ষতে ॥ উভয়ঞ্চ সমীচীনং পূর্ব্বন্যায়াৎ সতাং মতম্ ॥"

অথবা, স্কন্ধতুল্য মহাশাখা; শাখা হইলেও খুব বড় শাখা এবং তাহা দেখিতেও স্কন্ধেরই তুল্য। ঈশ্বরতত্ত্ব বলিয়াই শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতকে স্কন্ধ বলা হইয়াছে (১।৯।১৯)। শ্রীবীরভদ্র প্রভুও ঈশ্বরতত্ত্ব (পরবর্ত্তী পয়ার);

ঈশ্বর হইয়া কহায় 'মহাভাগবত'।
বেদধর্ম্মাতীত হৈয়া বেদধর্ম্মের রত ॥ ৬
অন্তরে ঈশ্বরচেষ্টা বাহিরে নির্দ্দম্ভ।
চৈতন্যভক্তিমণ্ডপে তেঁহো মূলস্তম্ভ ॥ ৭
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা মহিমা হইতে।
চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥ ৮
সেই বীরভদ্রগোসাঞির লইনু শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্টপূরণ ॥ ৯
শ্রীরামদাস আর গদাধরদাস।
চৈতন্যগোসাঞির ভক্ত, রহে তাঁর পাশ ॥১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুতরাং তিনিও ভক্তিকল্পবৃক্ষের স্কন্ধের ন্যায়ই শক্তিশালী; কাজেই তিনিও স্কন্ধরূপেই বর্ণিত হইতে পারেন; তথাপি, স্কন্ধ-স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ হইতে তিনি উদ্ভূত হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাকে স্কন্ধ না বলিয়া শাখা বলা হইয়াছে এবং তিনি যেন স্কন্ধরূপেই বর্ণিত হওয়ার যোগ্য, তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্তই তাঁহাকে "স্কন্ধ মহাশাখা" বলা হইয়াছে **তাঁর**—শ্রীবীরভদ্র গোস্বামীর। ৫-৯ পয়ারে বীরভদ্র গোস্বামীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

ঝামটপুরের গ্রন্থে "স্কন্ধ-মহাশাখার" পরিবর্ত্তে "স্কন্ধ-সমশাখা" পাঠ আছে। ইহার অর্থ এই যে—তিনি স্কন্ধ হইতে উদ্ভূত বলিয়া শাখাস্বরূপ হইলেও স্কন্ধেরই তুল্য শক্তিশালী। পরবর্ত্তী পয়ার দ্রষ্টব্য।

৬-৯। ঈশ্বর-তত্ত্ব হইয়াও শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী যে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন।

ঈশ্বর—পয়োব্ধিশায়ী-নারায়ণ সঙ্কর্ষণেরই এক ব্যূহ—অংশকলা; এই পয়োব্ধিশায়ীই শ্রীবীরভদ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তিনি শ্রীচৈতন্যের অভিন্ন-বিগ্রহ। সুতরাং তিনি ঈশ্বরতত্ত্ব। "সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োব্ধিশায়ীনামকঃ। স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ॥ গৌরগণোদ্দেশ। ৬৭।"

কহায় মহাভাগবত—তাঁহার আচরণ দেখিয়া লোকে তাঁহাকে মহাভাগবত বলে। তিনি ঈশ্বরতত্ত্ব হইলেও ভক্তবৎ আচরণই করেন, তাঁহার ঈশ্বরত্ব তাঁহার কোনও কার্য্যে বাহিরে প্রকটিত হয় না। **বেদধর্ম্মাতীত** ইত্যাদি—তিনি স্বরূপতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব বলিয়া বেদধর্ম্মের অতীত; কিন্তু তথাপি তিনি বেদধর্ম্মের পালন করেন **বেদধর্ম্ম**—বেদবিহিত বিধি-নিষেধাদি।

কেহ কেহ বলেন, স্বরূপতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব হইয়াও ভক্তবৎ আচরণ করিতেন বলিয়া এবং বেদবিহিত বিধি-নিষেধের পালন করিতেন বলিয়া শ্রীবীরভদ্র-গোস্বামীকে ভক্তিকল্পবৃক্ষের স্কন্ধ না বলিয়া শাখারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই সমাধান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীঅদ্বৈতও ঈশ্বরতত্ত্ব হইয়া ভক্তবৎ আচরণ করিতেন এবং বেদবিহিত বিধি-নিষেধও পালন করিতেন। যদি ভক্তবৎ আচরণ এবং বেদবিহিত বিধি-নিষেধের পালনই ভক্তি-কল্পবৃক্ষের শাখারূপে বর্ণনার হেতু হইত, তাহা হইলে শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীঅদ্বৈতও শাখারূপেই বর্ণিত হইতেন—স্কন্ধরূপে বর্ণিত হইতেন না। বৃক্ষের মূলস্কন্ধ (গুঁড়ি) হইতে অপর স্কন্ধ উৎপন্ন হয়; এই অপর-স্কন্ধ হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে আর স্কন্ধ বলে না, শাখাই বলে। শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন ভক্তিকল্পবৃক্ষের একটী স্কন্ধ (মূলস্কন্ধ হইতে উদ্ভূত স্কন্ধ), শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী এই স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন (পুত্রত্ব হেতু) বলিয়াই তাঁহাকে স্কন্ধ না বলিয়া শাখা বলা হইয়াছে।

অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা ইত্যাদি—তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া বাহিরে দৈন্য-বিনয়শীল হইলেও তাঁহার অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা—ঈশ্বরের স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তি—আছে; তাহারই প্রভাবে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তিমণ্ডপের মূলস্তম্ভস্বরূপ—মহাপ্রভু জগতে যে ভক্তি প্রচার করিয়াছেন, তাহার স্থায়িত্ব-রক্ষণবিষয়ে শ্রীবীরভদ্র-গোস্বামীই প্রধান সহায়।

চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায়—শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের নাম-গুণাদির কীর্ত্তন করে।

১০।১২। শ্রীরামদাস ও শ্রীগদাধর দাস শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদ হইলেও—শ্রীনিত্যানন্দ যখন নীলাচল হইতে মহাপ্রভুর আদেশে প্রেম-প্রচারের নিমিত্ত গৌড়ে আসেন, তখন মহাপ্রভুরই আদেশে তাঁহারা উভয়েও শ্রীনিত্যানন্দের

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে ॥১১
অতএব দুই-গণে দোঁহার গণন।
মাধব-বাসুদেব-ঘোষের এই বিবরণ ॥১২
রামদাস মুখ্যশাখা সখ্যপ্রেমরাশি।
ষোল-সাঙ্গের কাষ্ঠ যেই তুলি কৈল বাঁশী ॥১৩
গদাধরদাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।
যাঁর ঘরে দানকেলি কৈল নিত্যানন্দ ॥১৪
শ্রীমাধবঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে।
নিত্যানন্দপ্রভু নৃত্য করে যার গানে ॥১৫
বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥১৬.
মুরারিচৈতন্য দাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্রগালে চড় মারে, সর্প-সনে খেলা ॥ ১৭
নিত্যানন্দের গণ যত—সব ব্রজের সখা।
শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ—শিরে শিখিপাখা ॥ ১৮
রঘুনাথবৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়।
যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হয় ॥ ১৯
সুন্দরানন্দ—নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য মর্ম্ম।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম্ম ॥ ২০
কমলাকর-পিপ্পলাই অলৌকিক-রীতি।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সঙ্গে গৌড়ে আসেন; তদবধি তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দের গণেও পরিগণিত; এইরূপে মহাপ্রভুর গণেও তাঁহাদের নাম আছে, নিত্যানন্দপ্রভুর গণেও নাম আছে। শ্রীমাধব ঘোষ এবং বাসুদেব ঘোষের নামও এইরূপে উভয় গণে দৃষ্ট হয়।

১৩।১৬। পূর্ব্ববর্ত্তী তিন পয়ারে উল্লিখিত রামদাস, গদাধর, মাধবঘোষ ও বাসুদেব ঘোষের পরিচয় দিতেছেন।

ষোলসাঙ্গের ইত্যাদি—১।১০।১১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **গদাধর দাস ইত্যাদি**—১।১০।৫১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ব্রজলীলায় গদাধর দাস ছিলেন শ্রীরাধার বিভূতিস্বরূপা চন্দ্রকান্তি সখী (গৌরগণোদ্দেশ ১৫৪); তাই নবদ্বীপলীলায়ও তিনি সর্ব্বদা গোপীভাবে আবিষ্ট থাকিতেন। শ্রীল গদাধর দাসের গৃহে শ্রীমন্নিত্যাতন্দ প্রভু এক সময়ে দানখণ্ড-লীলায় নৃত্য করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত। অন্ত্যখণ্ড। ৫ম অধ্যায়।

মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে—কীর্ত্তনীয়াগণের মধ্যে মুখ্য বা শ্রেষ্ঠ। **প্রভুর বর্ণনে**—প্রভুর লীলাদির বর্ণনা। বাসুদেব ঘোষ মহাশয় মহাপ্রভুর লীলাদি বর্ণনা করিয়া অনেক গীত (মহাজনীপদ) রচনা করিয়াছেন।

১৭। মুরারি চৈতন্য দাস—শ্রীল মুরারি পণ্ডিতের অপর এক নামই চৈতন্য দাস। যোগ্য শ্রীচৈতন্য দাস মুরারি পণ্ডিত। শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়। প্রসিদ্ধ চৈতন্য দাস মুরারি পণ্ডিত। শ্রীচৈতন্য ভাগবত। অন্ত্যখণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।” কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ইনি কখনও কখনও সর্প এবং ব্যাঘ্রের সঙ্গে খেলা করিতেন; সর্প-ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু হইলেও তাঁহার কোনও অনিষ্ট করিত না। “বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্য দাসের শরীরে। ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে ॥ কখনো চড়েন সেই ব্যাঘ্রের উপরে। কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে ॥ মহা অজগর সর্প লই নিজ কোলে। নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতূহলে ॥ শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।”

১৮। শৃঙ্গ—শিঙ্গা। **বেত্র**—বেত, পাঁচনি; গোচারণের সময় গরু তাড়াইবার জন্য। **শিখিপাখা**—ময়ূরের পাখা। শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদগণ ব্রজলীলায় ব্রজের সখ্যভাবাপন্ন রাখাল ছিলেন; নবদ্বীপলীলায়ও তাঁহারা শৃঙ্গ-বেত্র-শিখিপাখাদিদ্বারা ব্রজ-রাখাল বেশে সজ্জিত হইতেন।

২০। মর্ম্ম—অন্তরঙ্গ; প্রিয়। **ব্রজনর্ম্ম**—ব্রজের ভাবে পরিহাস।

২১। পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ম পরিচ্ছেদের ৪র্থ শ্লোকের টীকায় বলা হইয়াছে—প্রেমের আবির্ভাব হইলে সকলেরই চিত্ত দ্রব হয়, অনেকেরই অশ্রু-প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকারও বাহিরে প্রকাশ পায়; কিন্তু কোনও কোনও গম্ভীর-প্রকৃতি ভক্তের নয়নে অশ্রু দেখা দেয় না। কমলাকর অত্যন্ত গম্ভীরচিত্ত ভক্ত ছিলেন, চিত্ত দ্রব হইলেও তাঁহার নয়নে অশ্রু

সূর্য্যদাস সরখেল, তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ়বিশ্বাস—প্রেমের নিবাস ॥২২
গৌরীদাসপণ্ডিত যাঁর প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি ॥ ২৩
নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতিকুলপাঁতি।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ করি প্রাণপতি ॥ ২৪
নিত্যানন্দ-প্রিয় অতি পণ্ডিত পুরন্দর।
প্রেমার্ণবমধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর ॥ ২৫
পরমেশ্বরদাস নিত্যানন্দৈকশরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায়—তাঁরে যে করে স্মরণ ॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রবাহিত হইতনা; তাই দৈন্যবশতঃ তিনি নিজেকে অত্যন্ত কঠিন-হৃদয় বলিয়া মনে করিতেন। পাষাণগলান হরিনামাদি শ্রবণে সকলেরই নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হয়,—কিন্তু তাঁহার নয়ন শুষ্ক থাকে দেখিয়া,—সম্ভবতঃ পাষাণ সদৃশ চক্ষুকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই—তিনি একদিন নিজের চক্ষুতে পিপ্পল-চূর্ণ-প্রদান করিয়া অশ্রু বাহির করিয়াছিলেন। এজন্য মহাপ্রভু তাঁহার নাম রাখেন পিপলাই; তদবধি ইনি কমলাকর-পিপলাই নামে খ্যাত হয়েন।

২২। **সূর্য্যদাস সরখেল**—সূর্য্যদাস ছিলেন গৌরীদাস-পণ্ডিতের ভাই। সরখেল তাঁহার উপাধি। সরখেল যাবনিক ভাষা—ইহা গৌড়েশ্বরদত্ত একটী উপাধি। শ্রীনিত্যানন্দ ছিলেন অবধূত; তাঁহাতে দৃঢ় বিশ্বাসবশতঃই তাঁহার জাতিকুলের অপেক্ষা না করিয়া সূর্য্যদাস সরখেল নিত্যানন্দ-প্রভুর হস্তে স্বীয় দুই কন্যাকে—বসুধা ও জাহ্নবাদেবীকে—সমর্পণ করিয়াছিলেন। ১।১১।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩-২৪। **গৌরীদাস পণ্ডিত**—কালনার নিকটবর্ত্তী অম্বিকায় ইঁহার শ্রীপাট; সূর্য্যদাস সরখেল ইঁহার সহোদর। ব্রজের সুবল-সখাই গৌরীদাস পণ্ডিত। **প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি**—কৃষ্ণপ্রেমবশতঃ উদ্দণ্ডা ভক্তি; (শাসনের জন্য) ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে দণ্ড (লাঠি) যে ভক্তির, তাহার নাম উদ্দণ্ডাভক্তি। শাসনের নিমিত্ত যে দণ্ড ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তাহা দেখিয়া যেমন দুর্জ্জনগণ পলায়ন করে, গৌরীদাস-পণ্ডিতের বলবতী ভক্তির প্রভাব দেখিয়াও তদ্রূপ ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতাদি দূরে পলায়ন করিত; তাই তাঁহার ভক্তিকে উদ্দণ্ডা ভক্তি (যে ভক্তি ভগবদ্ বহির্ম্মুখতাদিকে তাড়াইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা দণ্ড উত্তোলন করিয়া রাখিয়াছেন, সেই ভক্তি)—বলা হইয়াছে; শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দে এবং শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার গভীর প্রেম ছিল বলিয়াই তাঁহাতে এতাদৃশী ভক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে; তাই তাঁহার এই ভক্তিকে প্রেমোদ্দণ্ডভক্তি বলা হইয়াছে। **কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে** ইত্যাদি—কৃষ্ণপ্রেম গ্রহণ করার (নিতে) শক্তিও যেমন ছিল, অপরকে কৃষ্ণপ্রেম দান করার শক্তিও গৌরীদাস-পণ্ডিতের তেমনি ছিল। তাৎপর্য্য এই যে, তিনি অলৌকিক-প্রেম-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। **নিত্যানন্দে সমর্পিল** ইত্যাদি—জাতিকুল-সম্বন্ধীয় সামাজিক প্রথাকে অগ্রাহ্য করিয়া অবধূত-নিত্যানন্দের নিকটে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রীদ্বয়ের (বসুধা-জাহ্নবার) বিবাহ দিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত ছিলেন বলিয়া তাঁহার জাতিকুলাদির কোনরূপ বিচার ছিলনা; গৌরীদাস-পণ্ডিতের ন্যায় যে সমস্ত ব্রাহ্মণ সমাজের গণ্ডীর ভিতরে ছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে নিত্যানন্দের নিকটে কন্যাবিবাহ দেওয়া তৎকালীন সামাজিক প্রথা অনুমোদন করিতনা; এরূপ সম্বন্ধ যিনি করিতেন, তাঁহাকে সমাজে পতিত হইতে হইত, কেহ তাঁহার সহিত পংক্তি-ভোজন (এক সঙ্গে বসিয়া আহার) করিতনা; তাঁহাকে অনেক সামাজিক উৎপীড়নও সহ্য করিতে হইত। গৌরীদাস পণ্ডিত এসমস্ত সামাজিক-উৎপীড়নাদির ভয় না করিয়া শ্রীনিত্যানন্দের হস্তে বসুধা-জাহ্নবাকে অর্পণ করিয়াছেন। **পাঁতি**—পংক্তি; সদ্‌ব্রাহ্মণের সঙ্গে পংক্তিভোজনের সম্মান।

২৫। **অর্ণব**—সমুদ্র। **মন্দর**—মন্দর পর্ব্বত, যাহাকে মন্থন-দণ্ড করিয়া পূর্ব্বে দেবাসুরগণ সমুদ্র মন্থন করিয়াছিল। পুরন্দর-পণ্ডিত ছিলেন প্রেম-সমুদ্রমন্থনে মন্দর-পর্ব্বততুল্য। তাৎপর্য্য এই যে,—সমুদ্রমধ্যে মন্দর-পর্ব্বত ঘূর্ণিত হওয়ায় যেমন অমৃতাদি নানাদ্রব্যের উদ্ভব হইয়াছিল, তদ্রূপ—কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্রে পুরন্দর-পণ্ডিতকে ঘূর্ণিত করিলে (অর্থাৎ কৃষ্ণলীলাদি-বিষয়ে তাঁহার সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিলে) অনেক অনির্ব্বচনীয় প্রেমরস-বৈচিত্রীর উদ্ভব হইত অথবা, মন্দর-পর্ব্বত সমুদ্রমধ্যে ঘূর্ণিত হওয়ার সময় যখন যেদিকে ফিরিত, সর্ব্বদাই যেমন চতুর্দ্দিকে কেবল সমুদ্রই

জগদীশপণ্ডিত হয় জগত-পাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষাঘন ॥ ২৭
নিত্যানন্দ-প্রিয়-ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণ প্রেমময় ॥ ২৮
মহেশপণ্ডিত ব্রজের উদার গোয়াল।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে—প্রেমে মাতোয়াল ॥ ২৯
নবদ্বীপে পুরুষোত্তমপণ্ডিত-মহাশয়।
নিত্যানন্দ নামে যাঁর মহোন্মাদ হয় ॥ ৩০
বলরামদাস কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী ॥ ৩১
মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥ ৩২
রাঢ়ে জন্ম যাঁর কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তিঁহো পরম কিঙ্কর ॥ ৩৩
কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনু নাহি জানে আন ॥ ৩৪
শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তমদাস তাঁহার তনয় ॥ ৩৫
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণসনে ॥ ৩৬
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানুঠাকুর।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণপ্রেমামৃতপুর ॥ ৩৭
মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥ ৩৮
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি-অধিকারী।
পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর রঘুনাথপুরী ॥ ৩৯
শ্রীবিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস—তিন ভাই।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিলা নিত্যানন্দগোসাঞি ॥ ৪০
নিত্যানন্দভৃত্য পরমানন্দ উপাধ্যায়।
শ্রীজীবপণ্ডিত নিত্যানন্দ-গুণ গায় ॥ ৪১
পরমানন্দগুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ॥ ৪২
নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, আর মনোহর।
দেবানন্দ—চারিভাই নিতাইকিঙ্কর ॥ ৪৩
বিহারী কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দপ্রভু-প্রাণ।
নিত্যানন্দপদ বিনু নাহি জানে আন ॥ ৪৪
নকড়ি মুকুন্দ সূর্য্য মাধব শ্রীধর।
রামানন্দবসু জগন্নাথ মহীধর ॥ ৫
শ্রীমন্ত গোকুলদাস হরিহরানন্দ।
শিবাই নন্দাই অবধূত পরমানন্দ ॥ ৪৬
বসন্ত নবমী হোড় গোপাল সনাতন।
বিষ্ণাই হাজরা কৃষ্ণানন্দ সুলোচন ॥ ৪৭
কংসারিসেন রামসেন রামচন্দ্রকবিরাজ।
গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, মুকুন্দ—তিন কবিরাজ ॥ ৪৮
পীতাম্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর ॥ ৪৯
নর্ত্তক গোপাল রামভদ্র গৌরাঙ্গদাস।
নৃসিংহ চৈতন্যদাস মীনকেতন রামদাস ॥ ৫০
বৃন্দাবনদাস—নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল যেঁহো করিলা রচন ॥ ৫১
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবনদাস ॥ ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেখিত—তদ্রূপ, পুরন্দর-পণ্ডিতও যখন যেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, কিম্বা যখন যাহা শুনিতেন বা করিতেন—তৎসমস্তই তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমের উদ্দীপন স্বরূপ হইত। স্থূলতঃ, তিনি সর্ব্বদাই প্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন।

২৭। **বর্ষাঘন**—বর্ষাকালের ঘন বা মেঘ। বর্ষাকালের মেঘ যেমন সর্ব্বদা জল বর্ষণ করে, জগদীশ-পণ্ডিতও তদ্রূপ সর্ব্বদা সকলের প্রতি প্রেম বর্ষণ করিতেন।

৩৪। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যখন দক্ষিণদেশ ভ্রমণে গিয়াছিলেন, **কালা কৃষ্ণদাস** তখন তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন।

৪৪। **বিহারী**—সম্ভবতঃ বিহার-দেশ-বাসী।

৫১। **চৈতন্য মঙ্গল**—শ্রীচৈতন্যভাগবত। ১।৮।২৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বশাখাশ্রেষ্ঠ শ্রীবীরভদ্র-গোসাঞি।
তাঁর উপশাখা যত—তার অন্ত নাই॥ ৫৩
অনন্ত নিত্যানন্দ-গণ—কে করু গণন।
আত্মপবিত্রতাহেতু লিখিল কথোজন॥ ৫৪
এই সর্ব্বশাখা পূর্ণ পক্ব-প্রেমফলে।
যারে দেখে তারে দিয়া ভাসাইল সকলে॥ ৫৫
অনর্গল প্রেমা সভার—চেষ্টা অনর্গল।
প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাবল॥ ৫৬
সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দ-গণ।
যাহার অবধি না পায় সহস্র বদন॥ ৫৭
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৫৮

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্দ-স্কন্ধশাখাবর্ণনং নাম একাদশপরিচ্ছেদঃ॥ ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৩। শ্রীমন্নিত্যানন্দের সন্তান এবং পয়োব্ধিশায়ীর অবতার বলিয়াই শ্রীবীরভদ্রপ্রভুকে নিত্যানন্দরূপ স্কন্ধের শাখাসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

৫৬। **অনর্গল**—বাধাবিঘ্নশূন্য। অবাধে অকাতরে সকলে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। মহাপ্রভু-প্রদত্ত অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে প্রেম-বিতরণ-কার্য্যে কোনও স্থলেই তাঁহারা কোনওরূপ বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয়েন নাই।

আদি-লীলা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্
হিত্বাসারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্যজীবনান্॥ ১

জয়জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয়জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য।।১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অদ্বৈতস্য অঙ্ঘ্রৌ চরণে এব অব্জে কমলে তয়োর্ভৃঙ্গান্ মধুকরান্ সপ্তম্যর্থে দ্বিতীয়া ভৃঙ্গেষ্বিত্যর্থঃ। কিম্ভূতান্? অখিলান্ সারাসারভৃতঃ। তেষু অসারান্ অসারমতগৃহীতান্ হিত্বা, চৈতন্যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুরেব জীবনং যেষাং তান্ সারভৃতঃ সারগ্রাহিণঃ ভক্তান্ নৌমি। ১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রেমকল্পতরুর মূলস্কন্ধ হইতে দুইটী ঊর্দ্ধস্কন্ধ উদ্ভূত হইয়াছে, একটী শ্রীনিত্যানন্দ এবং অপরটী শ্রীঅদ্বৈত। পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে শ্রীনিত্যানন্দরূপ ঊর্দ্ধস্কন্ধের শাখাপ্রশাখাদির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; এই পরিচ্ছেদে শ্রীঅদ্বৈতরূপ ঊর্দ্ধস্কন্ধের শাখা-প্রশাখাদির পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

শ্লো। ১। **অন্বয়।** সারাসারভৃতঃ (সার ও অসার গ্রহণকারী) অখিলান্ (সমস্ত) অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গান্ (শ্রীঅদ্বৈতের চরণ-কমলের মধুকর-স্বরূপ ভক্তবৃন্দের মধ্যে) তান্ (সেই—যাঁহারা অসঙ্গত মত গ্রহণ করিয়াছেন) অসারান্ (অসারমত-গ্রহণকারীদিগকে) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) চৈতন্যজীবনান্ (শ্রীচৈতন্যগতপ্রাণ) সারভৃতঃ (সারগ্রাহী ভক্তদিগকে) নৌমি (নমস্কার করি)।

অনুবাদ। সার ও অসার গ্রহণকারী শ্রীঅদ্বৈত-চরণ-কমলের মধুকর-স্বরূপ সমস্ত ভক্তগণের মধ্যে অসার-গ্রহণকারীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যই যাঁহাদের জীবন, সেই সারগ্রাহীদিগকে নমস্কার করি। ১।

শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ১৯শ অধ্যায় হইতে জানা যায়;—সম্ভবতঃ বয়সে অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া, বিশেষতঃ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-গোস্বামীর শিষ্য বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে মহাপ্রভু অত্যন্ত মান্য করিতেন; ইহাতে শ্রীঅদ্বৈতের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইত শ্রীঅদ্বৈত নিজেকে প্রভুর দাস বলিয়া মনে করিতেন—প্রভুর নিকটে তিনি দাসোচিত ব্যবহারই আশা করিতেন; তাই গুরুবৎ মর্য্যাদাসূচক ব্যবহারে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন। মহাপ্রভুর হস্তে শাস্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীঅদ্বৈত একদিন এক সঙ্কল্প করিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—"ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্তই প্রভুর অবতার, আমি ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব মানিব না; তাহা হইলেই প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে শাস্তি দিবেন।" (পরবর্ত্তী ৩৭-৩৯ পয়ার দ্রষ্টব্য)। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি কোনও ছলে নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে আসিলেন; আসিয়া স্বীয় শিষ্যগণের সাক্ষাতে যোগবাশিষ্ঠ-গ্রন্থের—জ্ঞানের প্রাধান্যসূচক ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তিনি শিষ্যগণকে বুঝাইতে লাগিলেন—"জ্ঞানবিনে কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণুভক্তি। অতএব সভার প্রাণ জ্ঞান সর্ব্বশক্তি॥ হেন জ্ঞান না বুঝিয়া কোন কোন জন। ঘরে ধন হারাইয়া চাহে গিয়া বন॥ বিষ্ণুভক্তি দর্পণ, লোচন হয় জ্ঞান। চক্ষুহীন জনের দর্পণে কোন্ কাম॥ আদি বৃদ্ধ আমি পড়িলাম সর্ব্বশাস্ত্র বুঝিলাম সর্ব্ব-অভিপ্রায় জ্ঞানমাত্র॥" সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতের আচরণের কথা জানিতে পারিলেন

শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ ।
শ্রীমদদ্বৈত দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্ নুমঃ ॥ ২

বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ আচার্য্যগোসাঞি ।
তাঁর যত শাখা হৈল, তার লেখা নাঞি ॥ ২

চৈতন্য-মালীর কৃপাজলের সেচনে ।
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাঢ়ে দিনে দিনে ॥ ৩
সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল ।
সেই কৃষ্ণপ্রেমফলে জগৎ ভরিল ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

শ্রীচৈতন্যামরতরোঃ শ্রীচৈতন্যকল্পবৃক্ষস্য দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্ পরিকরান্ নুমঃ । ২ ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

এবং শ্রীনিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া একদিন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শান্তিপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। প্রভু যে ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছেন, মহাভাগবত শ্রীঅদ্বৈতও অন্তরে তাহা জানিতে পারিলেন এবং ঘরের পিঁড়ায় বসিয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এমন সময় দুই প্রভু আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতের উঠানে উপস্থিত হইলেন; সকলেই "দেখিয়া প্রভুর মূর্ত্তি চিন্তিত অন্তরে। বিশ্বম্ভর-তেজ যেন কোটি সূর্য্যময়। দেখিয়া সভার চিত্তে উপজিল ভয়॥" যাহা হউক, আসিয়াই প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আরে আরে নাঢ়া। বোল দেখি জ্ঞানভক্তি দুইতে কে বাড়া?" শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত বুঝিলেন, তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে,—প্রভুকে আরও চটাইবার নিমিত্ত তিনি বলিলেন—"সর্ব্বকাল বড় জ্ঞান। যার জ্ঞান নাই তার ভক্তিতে কি কাম॥" তখন—"ক্রোধে বাহ্য পাসরিলা শ্রীশচীনন্দন॥ পিঁড়া হৈতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া। স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া॥" প্রভু তাঁহাকে যথেষ্ট শাস্তি দিলেন। তখন "শাস্তি পাই অদ্বৈত পরমানন্দময়। হাতে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয়॥" আর বলিলেন—"এথানে সে ঠাকুরালি থলিয়ে তোমার। দোষ-অনুরূপ শাস্তি করিলা আমার॥"

শ্রীঅদ্বৈতের অভীষ্ট পূর্ণ হইল; তাঁহার শিষ্যগণও তখন ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য খ্যাপনের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন; তখন কেহ কেহ পূর্ব্ববৎ ভক্তিরই প্রাধান্য স্বীকার করিলেন; কিন্তু শুনা যায়, কেহ কেহ নাকি শ্রীঅদ্বৈতের চাতুরীময় যোগবাশিষ্ঠ-ব্যাখ্যানের জ্ঞানের প্রাধান্যকেই মনে স্থান দিয়া রাখিলেন; ইহারা শ্রীঅদ্বৈতকে গুরু বলিয়া খুব মান্য করিতেন বটে, জ্ঞানমার্গাবলম্বীদের ন্যায় গুরুকে সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম বলিয়াই মনে করিতেন—কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিতেন না; তজ্জন্য শ্রীঅদ্বৈতও তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই শ্লোকে "অসারান্—জ্ঞানের প্রাধান্য-সূচক অসার"-মতগ্রাহী বলা হইয়াছে; আর, যাঁহারা পূর্ব্ববৎ ভক্তিরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর স্বয়ংভগবত্তা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই "সারান্—সারমতগ্রাহী" বলা হইয়াছে।

শ্লো। ২। অন্বয়। শ্রীচৈতন্যামরতরোঃ (শ্রীচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পবৃক্ষের) দ্বিতীয়-স্কন্ধরূপিণঃ (দ্বিতীয় স্কন্ধস্বরূপ) শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য (শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রের) শাখারূপান্ (শাখাস্বরূপ) গণান্ (পরিকরবর্গকে) নুমঃ (আমরা নমস্কার করি)।

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্যরূপ কল্পবৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধস্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের শাখাস্বরূপ পরিকরবর্গকে নমস্কার করি। ২

দ্বিতীয় স্কন্ধ—দ্বিতীয় ঊর্দ্ধস্কন্ধ; মূলস্কন্ধ হইতে যে দুইটী ঊর্দ্ধস্কন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার প্রথমটী শ্রীনিত্যানন্দ এবং দ্বিতীয়টী শ্রীঅদ্বৈত। শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের পরিকরবর্গের বিবরণ এই পরিচ্ছেদে লিখিত হইবে বলিয়া তাঁহাদিগকে বন্দনা করিয়া তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করা হইতেছে।

সেই জল স্কন্ধে করে শাখায় সঞ্চার।
ফল-ফুলে বাঢ়ে শাখা হইল বিস্তার ॥ ৫
প্রথমেত একমত আচার্য্যের গণ।
পাছে দুইমত হৈল দৈবের কারণ ॥ ৬
কেহো ত আচার্য্য-আজ্ঞায় কেহো ত স্বতন্ত্র।
স্বমত-কল্পনা করে দৈবপরতন্ত্র ॥ ৭
আচার্য্যের মত যেই—সেই মত 'সার'।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে—সেই ত 'অসার' ॥ ৮
অসারের নামে ইহাঁ নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন ॥ ৯
ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতনা সহিতে।
পাছে পাতনা উড়াইয়ে সংস্কার করিতে ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫। **অন্বয়** :—(অদ্বৈতরূপ) স্কন্ধ (চৈতন্যমালীর) সেই (কৃপারূপ) জল শাখাতে সঞ্চারিত করিল ; তাহাতে শাখা ফলে-ফুলে বাড়িয়া (চারিদিকে) বিস্তারিত হইল।

শ্রীচৈতন্যের প্রেম এবং প্রেমবিতরণের শক্তি শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের যোগে শ্রীঅদ্বৈতের পরিকরগণের মধ্যেও সঞ্চারিত হইল ; তখন তাঁহারাও চতুর্দ্দিকে প্রেম বিতরণ করিতে লাগিলেন।

৬। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। **প্রথমেত**—সর্ব্বপ্রথমে ; মহাপ্রভুর হস্তে শাস্তি পাওয়ার আশায় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র যখন যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা দ্বারা ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে। **এক মত**—একমতাবলম্বী ; ভক্তিই সর্ব্বসাধন-শ্রেষ্ঠ—এই মতাবলম্বী। **আচার্য্যের গণ**—শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের পরিকরবর্গ। **পাছে**—পশ্চাতে ; জ্ঞানমার্গের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য মহাপ্রভুর হস্তে শ্রীঅদ্বৈতের শাস্তি পাওয়ার পরে। **দুই মত**—শ্রীঅদ্বৈতের কোনও কোনও শিষ্য জ্ঞানমার্গাবলম্বী এবং কোনও কোনও শিষ্য ভক্তিমার্গাবলম্বী হইলেন ; তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে দুই মত হইয়া গেল (প্রথম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। **দৈবের কারণ**—যে উদ্দেশ্যে শ্রীঅদ্বৈত জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা পরে সকলে অবগত হইলেও—জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ববাচক ব্যাখ্যা যে শ্রীঅদ্বৈতের অভিপ্রেত নহে, তাহা পরিষ্কাররূপে জানার পরেও যে তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞানমার্গাবলম্বী রহিয়া গেলেন, দৈবব্যতীত তাহার আর অন্য কোনও কারণই দেখা যায় না। **দৈব**—পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল।

৭। যাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আদেশ পালন করিয়াছেন, তাঁহাদের এক মত ; তাঁহারা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকার করিয়াছেন। আর যাঁহারা অদ্বৈতাচার্য্যের আদেশ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা নিজ-নিজ-অভিপ্রায় অনুসারে ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন—তাঁহারা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া জ্ঞানমার্গের সাধনই অবলম্বন করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতের অনুগত, তাঁহারা ভগবান্‌কে সেব্য এবং নিজেদিগকে সেবক মনে করিতেন ; আর জ্ঞানমার্গাবলম্বীরা নিজেদিগকেই ব্রহ্ম বা ভগবান্ মনে করিতেন। শ্রীঅদ্বৈতের অনুগত ব্যক্তিরা মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মান্য করিতেন ; জ্ঞানমার্গাবলম্বীরা তাহা করিতেন না।

৮। অদ্বৈতাচার্য্যের অভিপ্রেত যে মত—ভক্তিমার্গ—তাহাই সার এবং এই মতাবলম্বীদিগকেই প্রথম শ্লোকে "সারান্" বলা হইয়াছে। আর আচার্য্যের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া নিজেদের ইচ্ছা মত তাঁহার অন্য শিষ্যগণ যে মত—জ্ঞানমার্গ—অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা অসার এবং এই অসার-মতাবলম্বীদিগকেই শ্লোকে "অসারান্" বলা হইয়াছে।

৯-১০। **অসারের নামে** ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য বা পরিকরগণের মধ্যে যাঁহারা অসার-মতাবলম্বী—শ্রীঅদ্বৈতের মত-বিরোধী জ্ঞানমার্গাবলম্বী—এই পরিচ্ছেদে—প্রেমকল্পতরুর শাখা-বর্ণনায়—তাঁহাদের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই ; কারণ, তাঁহারা প্রেমকল্পতরুর শাখাভুক্ত নহেন। তথাপি প্রথম শ্লোকে যে "সার ও অসার" এই উভয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কেবল **ভেদ জানিবারে**—অসার হইতে সারের পার্থক্য বুঝাইবার নিমিত্ত।

অচ্যুতানন্দ বড়শাখা আচার্য্যনন্দন।
আজন্ম সেবিলা তিঁহো চৈতন্যচরণ ॥ ১১
চৈতন্যগোসাঞির গুরু—কেশবভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি ॥ ১২
“জগদ্‌গুরুতে কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হৈল দেশ ॥ ১৩
চৌদ্দ ভুবনের গুরু—চৈতন্যগোসাঞি।
তাঁর গুরু অন্য—এই কোন শাস্ত্রে নাই ॥” ১৪
পঞ্চমবর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইল আচার্য্য সন্তোষ অপার ॥ ১৫
কৃষ্ণমিশ্র নাম আর আচার্য্যতনয়।
চৈতন্যগোসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয়। ১৬
শ্রীগোপাল-নামে আর আচার্য্যের সুত।
তাঁহার চরিত্র শুন অত্যন্ত অদ্ভুত ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সার এবং অসারের উল্লেখ না করিয়া (সারাসারভৃতঃ-শব্দের উল্লেখ না করিয়া) যদি কেবল “অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গান্—শ্রীঅদ্বৈতের পরিকরগণ”—বলা হইত, তাহা হইলে সাধারণ লোক হয়তো মনে করিত—শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্যাদির মধ্যে যাঁহারা তাঁহার মতের বিরোধী, তাঁহারাও প্রেম-কল্পতরুর শাখা-শ্রেণীভুক্ত ; কিন্তু অসারেরও উল্লেখ করিয়া তাহাকে বাদ দেওয়ায় ঐরূপ মনে করার কোনও আশঙ্কা আর থাকে না। **পাতনা**—অন্তঃসারহীন চিটা ধান। ধান মাপিবার সময় সাধারণতঃ যেমন চিটার সহিতই ধান মাপা হয়, পরে কুলা দিয়া ঝাড়িয়া বা বাতাস দিয়া উড়াইয়া চিটা ছাড়াইয়া ধানগুলিকে আলাদা করিয়া লওয়া হয়, তদ্রূপ শ্রীঅদ্বৈতের উভয়-মতাবলম্বী শিষ্যাদির একত্রে উল্লেখ করিয়া পরে অসার-মতাবলম্বীদিগকে বাদ দিয়া কেবল সারমত (ভক্তিমার্গ)-গ্রহণকারীদিগেরই নামোল্লেখ করা হইতেছে।

১১। যাঁহারা সারমতাবলম্বী, শ্রীঅদ্বৈতের অনুগত, তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতেছেন।

অচ্যুতানন্দ—ইনি শ্রীঅদ্বৈতের পুত্র ; শ্রীঅদ্বৈতের পরিকরগণের মধ্যে ইনিই শ্রেষ্ঠ, তাই ইঁহাকে বড়শাখা বলা হইয়াছে। **আচার্য্য-নন্দন**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র।

১২-১৫। অচ্যুতানন্দের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন জনৈক সন্ন্যাসী শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে আসিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা-প্রসঙ্গে তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“শ্রীগৌরাঙ্গের গুরু কে ?” শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—“তাঁহার গুরু শ্রীকেশব-ভারতী।” অচ্যুতানন্দ ইহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং পিতাকে বলিলেন—“বাবা, তুমি কি বলিলে ? তোমার মত লোকের মুখে এরূপ কথায় জগতের বিশেষ অনিষ্ট হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ চতুর্দ্দশ ভুবনের গুরু—তিনি কেশব-ভারতীরও গুরু ; কারণ, কেশব-ভারতী চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্তর্গত এই পৃথিবীবাসী একজন লোক। কেশব-ভারতী কিরূপে তাঁহার গুরু হইবেন ? কেশব-ভারতী কেন ? অন্য কেইবা তাঁহার গুরু হইতে পারে ?” বাল্যকাল হইতেই যে শ্রীঅচ্যুতের শ্রীগৌরাঙ্গে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত এস্থলে এই আখ্যায়িকা উদ্ধৃত হইয়াছে।

জগদ্‌গুরু—স্বয়ংভগবান্ বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে জগদ্‌গুরু বলা হইয়াছে। **নষ্ট হৈল দেশ**—ভগবানের গুরু কেহ হইতে পারে না ; জীবেরই গুরু থাকার প্রয়োজন এবং থাকেও ; শ্রীঅদ্বৈতের মত প্রামাণিক ব্যক্তি যদি বলেন—শ্রীগৌরাঙ্গের গুরু কেশব-ভারতী, তাহা হইলে লোকে মনে করিবে—শ্রীগৌরাঙ্গ মানুষ—জীব ; স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গকে জীব মনে করিলে অপরাধের সঞ্চয় হইবে, তাহাতে লোকের অনিষ্ট হইবে। ইহাই শ্রীঅচ্যুতের অভিপ্রায়।

১৬। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অপর এক পুত্রের নাম শ্রীকৃষ্ণমিশ্র।

১৭-২৪। শ্রীঅদ্বৈতের আর এক পুত্রের নাম শ্রীগোপাল। **গুণ্ডিচামন্দিরে**—শ্রীক্ষেত্রের গুণ্ডিচামন্দিরে,—যে মন্দিরে রথযাত্রায় শ্রীজগন্নাথ আসিয়া থাকেন। এক বৎসর সমস্ত ভক্তবৃন্দ লইয়া প্রভু গুণ্ডিচামার্জ্জন করিতেছেন,

গুণ্ডিচামন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে।
কীর্ত্তনে নর্ত্তন করে বড় প্রেমসুখে ॥ ১৮
নানা ভাবোদ্গম দেহে—অদ্ভুত নর্ত্তন।
দুই গোসাঞি 'হরি' বোলে আনন্দিত মন ॥ ১৯
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইয়া মূর্চ্ছিত।
ভূমিতে পড়িলা, দেহে নাহিক সংবিত ॥ ২০
দুঃখী হইলা আচার্য্য—পুত্র কোলে লৈয়া।
রক্ষা করেন নৃসিংহের মন্ত্র পঢ়িয়া ॥ ২১
নানা মন্ত্র পঢ়েন আচার্য্য না হয় চেতন।
দুঃখী হইয়া আচার্য্য করেন ক্রন্দন ॥ ২২
তবে মহাপ্রভু তাঁর হৃদে হস্ত ধরি।
উঠহ গোপাল। কৈল—বোল হরি হরি ॥ ২৩
উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শধ্বনি শুনি।
আনন্দিত হৈয়া সভে করে হরিধ্বনি ॥ ২৪
আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম।
আর পুত্রস্বরূপ শাখা জগদীশ নাম ॥ ২৫
কমলাকান্তবিশ্বাস নাম আচার্য্যকিঙ্কর।
আচার্য্যের ব্যবহার তাঁহার গোচর ॥ ২৬
নীলাচলে তেঁহো এক পত্রিকা লিখিয়া।
প্রতাপরুদ্রের পাশ দিলা পাঠাইয়া ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চারিদিকে কীর্ত্তন হইতেছে, শ্রীগোপাল তাহাতে প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছিলেন, তাঁহার দেহে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল; নৃত্য করিতে করিতে গোপাল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যও সে স্থলে ছিলেন, বাৎসল্যবশতঃ গোপালকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন; তিনি মনে করিয়াছিলেন—গোপালের উপরে ভূতের আবেশ হইয়াছে, তাই তিনি নৃসিংহমন্ত্র পড়িতে লাগিলেন; তাহাতে কোনও ফল হইল না দেখিয়া আচার্য্য কাঁদিয়া উঠিলেন। গোপাল যে প্রেমাবেগে মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাহা বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু বাৎসল্যের আধিক্যবশতঃ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তাহা বুঝিতে পারেন নাই; কারণ, বন্ধু-হৃদয়ে অনিষ্টাশঙ্কাই সর্ব্বাগ্রে জাগরিত হয়। যাহা হউক, আচার্য্যের দুঃখ দেখিয়া মহাপ্রভু গোপালের বুকে হাত দিয়া বলিলেন—"গোপাল, উঠ; হরি হরি বল।" প্রভুর স্পর্শ পাইয়া গোপালের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল; তখন প্রভুর কথা শুনিয়াই গোপাল উঠিয়া বসিলেন; আনন্দে সকলে হরি-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

নানা ভাবোদ্গম—অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয়। **দুই গোসাঞি**—মহাপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত। **সংবিত**—জ্ঞান। **রক্ষা করেন**—নৃসিংহ-মন্ত্রে রক্ষা-বন্ধন করিলেন। কথিত আছে, নৃসিংহমন্ত্রে ভূতযোনির আবেশ দূরীভূত হয়। **নানা মন্ত্র পড়েন**—আচার্য্য মনে করিয়াছিলেন, শ্রীগোপালের উপরে ভূতের আবেশ হইয়াছে; তাই ভূত ছাড়াইবার জন্য তিনি নানাবিধ মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। **স্পর্শ ধ্বনি শুনি**—স্পর্শ পাইয়া এবং ধ্বনি শুনিয়া।

২৫। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আর এক পুত্রের নাম শ্রীবলরাম। এ পর্য্যন্ত এই পরিচ্ছেদে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চারিজন পুত্রের নাম পাওয়া গেল—(১) শ্রীঅচ্যুতানন্দ, (২) শ্রীকৃষ্ণমিশ্র, (৩) শ্রীগোপাল এবং (৪) শ্রীবলরাম। **আর পুত্রস্বরূপ ইত্যাদি**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্রতুল্য শাখা শ্রীজগদীশ। কেহ কেহ বলেন, স্বরূপ এবং জগদীশ এই দুইজনও শ্রীঅদ্বৈতের পুত্র (দেবকীনন্দন-প্রেস হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ)। কোনও কোনও গ্রন্থে এরূপ পাঠান্তর আছে—"আর পুত্র রূপ, শাখা জগদীশ নাম।" (মাখনলাল ভাগবতভূষণের সংস্করণ); ভাগবতভূষণ মহাশয় বলেন—"অদ্বৈতের অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ, গোপাল, বলরাম ও রূপ এই পঞ্চ পুত্র। জগদীশ নামে এক শাখা।"

২৬-৩০। **ব্যবহার**—ব্যবহারিক বিষয়; শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের সাংসারিক আয়, ব্যয় প্রভৃতি ব্যবহারিক বিষয়ের ভার কমলাকান্ত-বিশ্বাসের উপরে ছিল। এক সময়ে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের কিছু ঋণ হইয়াছিল; কমলাকান্ত-বিশ্বাস এই ঋণ শোধের নিমিত্ত রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকটে তিন শত টাকা সাহায্য চাহিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য যে স্বরূপতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব, পত্রে তিনি তাহাও লিখিয়াছিলেন। আচার্য্য কিন্তু এই পত্রের কথা জানিতেন না।

সেইত পত্রীর কথা আচার্য্য নাহি জানে।
কোন-পাকে সেই পত্রী আইল প্রভুস্থানে ॥২৮
সেই পত্রীতে লিখিয়াছে এইত লিখন—।
ঈশ্বরত্বে আচার্য্যেরে করিয়াছে স্থাপন ॥ ২৯
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।
ঋণ শোধিবারে চাহি তঙ্কা শত তিন ॥ ৩০
পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হৈল দুখ।
বাহিরে হাসিয়া কিছু কহে চন্দ্রমুখ—॥ ৩১
আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।
ইথে দোষ নাহি, আচার্য্য দৈবত ঈশ্বর ॥ ৩২
ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা ॥ ৩৩
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল—ইঁহা আজ হৈতে।
বাউলিয়া-বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে ॥ ৩৪
দণ্ড শুনি বিশ্বাস হৈলা পরমদুঃখিত।
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত ॥ ৩৫
বিশ্বাসেরে কহে—তুমি বড় ভাগ্যবান্।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্ ॥ ৩৬
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই মনে আমি কৈল অনুমান—॥ ৩৭
‘মুক্তি’ শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান ॥ ৩৮
দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্ শ্রীমুকুন্দ ॥৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পত্রিকা—পত্র; চিঠি। **কোন পাকে**—কোনও রকমে। **তঙ্কা**—টাকা।

৩০-৩১। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই পত্র কোনও রকমে মহাপ্রভুর হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল; পত্র পড়িয়া মহাপ্রভুর মনে দুঃখ হইল—কারণ, যিনি ঈশ্বর, তাঁহার দরিদ্রতা থাকিতে পারেনা; কমলাকান্ত—স্বরূপতঃ ঈশ্বর-তত্ত্ব অদ্বৈতাচার্য্যের দরিদ্রতা খ্যাপন করিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্বের খর্ব্বতা সাধন করিয়াছেন বলিয়া মহাপ্রভুর দুঃখ হইল। মহাপ্রভু তজ্জন্য কমলাকান্তকে শাস্তি দেওয়ার সঙ্কল্প করিলেন।

চন্দ্রমুখ—চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ যাঁহার, সেই শ্রীচৈতন্য। **দৈবত ঈশ্বর**—যথার্থতঃই ঈশ্বর। **দৈন্য করি**—দরিদ্রতা জানাইয়া।

৩৪-৩৫। **ইঁহা**—এস্থলে; মহাপ্রভুর সাক্ষাতে। **বাউলিয়া বিশ্বাস**—পাগলা কমলাকান্ত বিশ্বাস।

প্রভু তাঁহার সেবক শ্রীগোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন—“আজ হইতে কমলাকান্তকে আর এখানে আসিতে দিবেনা।” ইহাই কমলাকান্তের প্রতি শাস্তি। এই দণ্ডের কথা শুনিয়া কমলাকান্ত দুঃখিত হইলেন; কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্য অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; কারণ, এই দণ্ড দ্বারা কমলাকান্তের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা ও স্নেহ প্রকাশ পাইতেছে; যাহার প্রতি স্নেহ থাকে, তাহাকেই লোকে এই জাতীয় শাস্তি দিয়া থাকে।

৩৭-৩৮। এই পরিচ্ছেদের প্রথম শ্লোকের টীকায় এই দুই পয়ারে উল্লিখিত আখ্যায়িকার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

মুক্তি—জ্ঞানমার্গের সাধনের লক্ষ্য সাযুজ্য-মুক্তি। **বাশিষ্ঠ**—বশিষ্ঠ-প্রণীত যোগশাস্ত্র।

৩৯। **যে দণ্ড পাইল**—ইত্যাদি—প্রভুর মহাপ্রকাশের সময়ে তিনি সকলকেই ডাকিয়া কৃপা করিতেছিলেন; কিন্তু মুকুন্দ দত্তকে ডাকিলেন না; মুকুন্দও প্রভু ডাকিতেছেন না বলিয়া ভয়ে প্রভুর সম্মুখীন হইতে সাহস করিতেছিলেন না। তখন শ্রীবাস-পণ্ডিত প্রভুকে বলিলেন—“প্রভু, মুকুন্দ তোমার অত্যন্ত প্রিয়, তাঁর গানে তোমার অত্যন্ত আনন্দ; আজ সকলকেই কৃপা করিয়া ডাকিতেছ; কিন্তু মুকুন্দকে ডাকিতেছ না কেন? তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইতেছে; যদি তাঁহার কোনও দোষ হইয়া থাকে, তবে ডাকিয়া শাস্তি দাও” শুনিয়া প্রভু বলিলেন—“না, শ্রীবাস, মুকুন্দের কথা আমার নিকটে বলিও না; মুকুন্দ যখন যার কাছে যায়, তখন তার মতই কথা বলে। যখন জ্ঞানমার্গাবলম্বীদের কাছে যায়, তখন যোগবাশিষ্ঠ পড়ে, যখন ভক্তের নিকটে যায়, তখন ভক্তির প্রাধান্য খ্যাপন করে। ভক্তি স্থানে উহার হইল অপরাধ। এতেকে উহার হৈল দরশনে বাধ।” বাহিরে থাকিয়া মুকুন্দ সমস্ত শুনিলেন;

যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী
সে-দণ্ড-প্রসাদ অন্যলোক পাবে কতি ? ৪০
এত কহি আচার্য্য তাঁরে করিয়া আশ্বাস।
আনন্দিত হৈয়া আইলা মহাপ্রভুর পাশ ॥ ৪১

প্রভুকে কহেন—তোমার না বুঝিয়ে লীলা।
আমা হৈতে প্রসাদপাত্র করিলা কমলা ॥ ৪২
আমারেহ কভু যেই না হয় প্রসাদ।
তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ ? ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শুনিয়া স্থির করিলেন—তিনি তাঁহার দেহ ত্যাগ করিবেন ; ইহা স্থির করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীবাসকে বলিলেন—"শ্রীবাস ! কখনও প্রভুর দর্শন পাব কিনা, একবার জিজ্ঞাসা কর।" প্রভু বলিলেন—"আর যদি কোটি জন্ম হয়। তবে মোর দরশন পাইব নিশ্চয় ॥" এই নিশ্চিত-প্রাপ্তির কথা শুনিয়া "মহানন্দে মুকুন্দ নাচয়ে সেই খানে। দেখিবেন—হেন বাক্য শুনিয়া শ্রবণে ॥" মুকুন্দের কাণ্ড দেখিয়া "প্রভু হাসে বিশ্বম্ভর। আজ্ঞা হৈল—মুকুন্দেরে আনহ সত্বর ॥" তখনই মুকুন্দ প্রভুর দর্শন পাইলেন। প্রথমে যে দর্শন নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহাই ছিল মুকুন্দের প্রতি দণ্ড। (শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ১০ম অধ্যায়)।

৪০। **শচীভাগ্যবতী**—ভাগ্যবতী শচীমাতা। শচীমাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীপাদ বিশ্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতের সভায় সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন ; শ্রীঅদ্বৈতও তাঁহার সহিত ভগবৎ-কথাদি আলোচনা করিয়া বেশ আনন্দ পাইতেন ; কিছুদিন পরে বিশ্বরূপ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি শচীমাতা মনে করিলেন—"অদ্বৈত সে মোর পুত্র করিলা বাহির।—অদ্বৈতের নিকটে যাতায়তের ফলেই বিশ্বরূপের চিত্তে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে ; তাই বিশ্বরূপ আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।" ইহা ভাবিয়া শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি শচীমাতার মন একটু অপ্রসন্ন হইয়া রহিল। পরে বিশ্বম্ভরকে দেখিয়া ও তাঁহার মুখে সংসারে থাকার আশ্বাস পাইয়া মাতা বিশ্বরূপের বিরহ-দুঃখ ভুলিয়া গেলেন এবং অদ্বৈতের প্রতি তাঁহার অপ্রসন্নতাও দূরীভূত হইল। কিছু দিন পরে, বিশ্বম্ভর যখন আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন তিনিও প্রায় সর্ব্বদাই অদ্বৈতের সঙ্গে থাকিতে আরম্ভ করিলেন—"ছাড়িয়া সংসার সুখ প্রভু বিশ্বম্ভর। লক্ষ্মী পরিহরি থাকে অদ্বৈতের ঘর ॥" তখন শচীমাতার মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল ; তিনি আশঙ্কা করিলেন, বুঝি—"এহো পুত্র নিল মোর আচার্য্য গোসাঞি।"—বুঝিবা অদ্বৈতের সঙ্গের ফলে বিশ্বরূপের ন্যায় বিশ্বম্ভরও সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বাৎসল্যময়ী শচীমাতা অতি দুঃখে বলিয়া ফেলিলেন—"কে বোলে অদ্বৈত—দ্বৈত এ বড় গোসাঞি ॥ চন্দ্রসম এক পুত্র করিয়া বাহির। এহো পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির ॥ অনাথিনী-মোরে ত কাহারো নাহি দয়া। জগতেরে অদ্বৈত, মোরে সে দ্বৈত মায়া ॥" শ্রীঅদ্বৈতের সম্বন্ধে এইরূপ অপ্রসন্ন ভাব পোষণ করাতে শচীমাতার বৈষ্ণব-অপরাধ হইয়াছে বলিয়া মহাপ্রভু মনে করিলেন এবং তাই মহাপ্রকাশের সময়ে তিনি অন্য সকলকে প্রেম দিয়া থাকিলেও শচীমাতাকে প্রেম দেন নাই। "সবে এই অপরাধ আর কিছু নাই। ইহার লাগিয়া প্রেম না দেন গোসঞি।" এইভাবে প্রেমপ্রাপ্তি হইতে শচীমাতাকে বঞ্চিত করাই হইল তাঁহার প্রতি মহাপ্রভুর দণ্ড (শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ২২শ অধ্যায়)। অবশ্য, শ্রীঅদ্বৈতের নিকট হইতে অপরাধ ক্ষমা পাওয়ার পরে মাতা প্রেম পাইয়াছিলেন। **দণ্ড-প্রসাদ**—দণ্ডরূপ অনুগ্রহ। শচীমাতা ও মুকুন্দাদির প্রতি প্রভুর অত্যন্ত অনুগ্রহ ছিল বলিয়াই প্রভু তাঁহাদিগকে শাস্তি দিয়া সংশোধন করিয়া লইয়াছেন। পুত্রের প্রতি পিতা-মাতার অত্যন্ত স্নেহ আছে বলিয়াই তাঁহারা পুত্রের কোনও অন্যায় দেখিলে তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাকে শাসন করেন। এস্থলে শাসনও পিতামাতার অনুগ্রহ—মঙ্গলেচ্ছা হইতেই উদ্ভূত ; তদ্রূপ মহাপ্রভুর শাসনও তাঁহার অনুগ্রহেরই পরিচায়ক। ১।৮।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **কতি**—কোথায়।

৩৬—৪০ পয়ারে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা শ্রীঅদ্বৈত কমলাকান্ত-বিশ্বাসকে বলিয়াছেন, তাঁহার ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া।

৪১-৪৩। **এত কহি**—৩৬-৪০ পয়ারের উক্তির অনুরূপ কথা বলিয়া। **তাঁরে**—কমলাকান্তকে। **আশ্বাস**

এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা।
বোলাইলা কমলাকান্তে—প্রসন্ন হইলা ॥ ৪৪
আচার্য্য কহে—ইহাকে কেনে দিলে দরশন ?
দুই প্রকারেতে করে মোরে বিড়ম্বন ॥ ৪৫
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল।
দোঁহার অন্তরকথা দোঁহে সে বুঝিল ॥ ৪৬
প্রভু কহে—বাউলিয়া। ঐছে কাহে কর ?
আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম্মহানি সে আচর ॥ ৪৭
প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন ॥ ৪৮
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনু হয় নিস্ফল জীবন ॥ ৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

—তাঁহার প্রতি প্রভুর রোষের আশঙ্কায় কমলাকান্ত বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন; শ্রীঅদ্বৈত যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, এরূপ দণ্ড তাঁহার প্রতি প্রভুর অনুগ্রহেরই পরিচায়ক, তখন কমলাকান্ত একটু আশ্বস্ত হইলেন।

আমাহৈতে ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুকে বলিলেন—"প্রভু, তোমার লীলা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তুমি আমাকেও দণ্ড দাও নাই, অথচ কমলাকান্তকে দিলে; আমা অপেক্ষা কমলাকান্তই তোমার নিকটে বেশী অনুগ্রহের পাত্র হইল—আমা অপেক্ষা তাহার ভাগ্যই অধিকতর প্রশংসনীয়। তোমার চরণে আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, কমলাকান্তের প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ দেখাইলে, আমার প্রতি তাহা দেখাইতেছনা ?"

সত্য বটে, মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকেও—যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যানে জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপনের নিমিত্ত দণ্ড দিয়াছিলেন; কিন্তু মহাপ্রভু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অদ্বৈতকে সেই দণ্ড দেন নাই—অদ্বৈতের চাতুরীই মহাপ্রভুকে এই দণ্ডে প্রণোদিত করিয়াছে (প্রথম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য); শ্রীঅদ্বৈত যদি এই চাতুরী না করিতেন, তাহা হইলে হয়তো এই দণ্ডরূপ অনুগ্রহ হইতে তিনি বঞ্চিত হইতেন।

৪৫। শ্রীঅদ্বৈতের কথায় মহাপ্রভু কমলাকান্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ডাকিলে শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—"কমলাকান্তকে কেন দর্শন দিলে ? কমলাকান্ত দুই রকমে আমার বিড়ম্বনা করিয়াছে—প্রথমতঃ আমাকে না জানাইয়া প্রতাপরুদ্রের নিকট অর্থভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিয়াছে (ইহাতে বিড়ম্বনার হেতু পরবর্ত্তী ৪৭-৫০ পয়ারে দ্রষ্টব্য); দ্বিতীয়তঃ, আমি বস্তুতঃ ঈশ্বর নহি, তথাপি কমলাকান্ত সেই পত্রে আমার ঈশ্বরত্ব-প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছে; ইহাতে আমাকে লোকের কাছেও হেয় হইতে হইবে, ঈশ্বরের নিকটেও অপরাধী হইতে হইবে (আচার্য্য দৈন্যবশতঃ এরূপ বলিতেছেন)।"

কমলাকান্তকে প্রভু দর্শন দিয়াছেন বলিয়া যে আচার্য্য দুঃখিত হইয়াছেন, তাহা নহে; তিনি তাহাতে অন্তরে সুখী হইয়াছেন; তথাপি প্রভুর এই কৃপাভঙ্গীর রসবৈচিত্রী আস্বাদনের অভিপ্রায়ে বাহিরে যেন একটু প্রণয়কোপ প্রকাশ করিয়াই বলিলেন—"ইহাকে কেন দিলে দরশন ?"

৪৭। **লজ্জাধর্ম্মহানি**—লজ্জাহানি ও ধর্ম্মহানি। ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত কাহারও সাহায্যপ্রার্থী হইলে স্বীয় অভাব এবং হীনতা প্রকাশ পায়; ইহাতে লজ্জার হানি আর রাজার ধন গ্রহণ করিলে ধর্ম্মের হানি হয় (৪৮-৪৯ পয়ারে ধর্ম্মহানির হেতু দ্রষ্টব্য)।

৪৮-৪৯। রাজধন-গ্রহণে ধর্ম্মহানির কারণ বলিতেছেন। **প্রতিগ্রহ**—দান গ্রহণ। **রাজধন**—রাজার প্রদত্ত অর্থ। **বিষয়ী**—ধন-জন-পুত্র-কলত্রাদি ইন্দ্রিয়-ভোগের বস্তু হইল বিষয়, তাহাতে যাহার চিত্ত অত্যন্ত আসক্ত, তাহাকে বলে বিষয়ী। এস্থলে রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বিষয়ী-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পরম-ভাগবত রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকটেই কমলাকান্ত বিশ্বাস অর্থ যাচঞা করিয়াছিলেন; প্রতাপরুদ্র নিজে বিষয়াসক্ত না হইলেও, অপর্য্যাপ্ত-ধন-সম্পত্তি-প্রভাব-প্রতিপত্তি-আদির অধিপতি বলিয়া রাজাদের বিষয়াসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত-বেশী এবং অধিকাংশ

লোকলজ্জা হয়, ধর্ম্মকীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি॥ ৫০
এই শিক্ষা সভাকারে—সভে মনে কৈল।
আচার্য্যগোসাঞি মনে আনন্দ পাইল॥ ৫১
আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভুমাত্র বুঝে।
প্রভুর গম্ভীরবাক্য আচার্য্য সমুঝে॥ ৫২
এই ত প্রস্তাবে আছে বহুত বিচার।
গ্রন্থবাহুল্যভয়ে নারি লিখিবার॥ ৫৩
শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা।
তাঁর শাখা-উপশাখার নাহি হয় লেখা॥ ৫৪
বাসুদেবদত্তের তিঁহো কৃপার ভাজন।
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ॥ ৫৫
ভাগবত-আচার্য্য আর বিষ্ণুদাস-আচার্য্য।
চক্রপাণি-আচার্য্য আর অনন্ত-আচার্য্য॥ ৫৬
নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্যদাস।
দুর্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস॥ ৫৭
জগন্নাথ কর, আর কর ভবনাথ।
হৃদয়ানন্দ সেন, আর দাস ভোলানাথ॥ ৫৮
যাদবদাস বিজয়দাস দাস জনার্দ্দন।
অনন্তদাস কানুপণ্ডিত দাস নারায়ণ॥ ৫৯
শ্রীবৎসপণ্ডিত ব্রহ্মচারী হরিদাস।
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস॥ ৬০
পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ।
বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ॥ ৬১
লোকনাথ-পণ্ডিত আর মুরারিপণ্ডিত
শ্রীহরিচরণ আর মাধব-পণ্ডিত॥ ৬২
বিজয়-পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম।
অসংখ্য অদ্বৈতশাখা—কত লৈব নাম?॥ ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রাজাই বিষয়াসক্ত হইয়া থাকেন; তাই পরলোকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে, সাধারণতঃ রাজধনের প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ। রাজা কেন, দরিদ্রের মধ্যেও যাহাদের চিত্ত বিষয়াসক্ত, তাহাদের নিকট প্রতিগ্রহ করিলেও অনিষ্টের আশঙ্কা আছে; কারণ, প্রাচীন মহাজনগণের বিশ্বাস—যাহার অন্নাদি দ্রব্য গ্রহণ করা যায়, গ্রহণকারীর চিত্তে তাহার দোষগুণ সংক্রামিত হয়। তাই বিষয়-মলিনচিত্ত ব্যক্তির দ্রব্য গ্রহণ করিলে চিত্ত মলিন হয়। **দুষ্ট**—দূষিত, মলিন।

রাজধন-প্রতিগ্রহসম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন:—"ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নন্তি প্রেত্য শ্রেয়োঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ। মনু। ৪।৯১।—যাঁহারা পরলোকে মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা রাজধন প্রতিগ্রহ করিবেন না।" হরিভক্তি-বিলাসেও অনুরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়:—"ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নীয়ান্ন শূদ্রাৎ পতিতাদপি। নান্যস্মাদ্ যাচকস্বঞ্চ নিন্দিতাদ্বর্জ্জয়েদ্বুধঃ॥—রাজা. শূদ্র বা পতিত ব্যক্তির নিকটে প্রতিগ্রহ করিবে না এবং অন্য নিন্দিত ব্যক্তির নিকটেও যাচ্ঞা করিবে না। ১১।৪৫৬॥"

৪৯-৫০। মন মলিন হইলে, মলিনচিত্তে কৃষ্ণস্মৃতি স্ফুরিত হয়না; কৃষ্ণস্মৃতি না জাগিলে জীবনই ব্যর্থ হইয়া যায়; সুতরাং রাজার—বিষয়ীর—দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিলে জীবন ব্যর্থ হওয়ার—ধর্ম্মহানি হওয়ার—আশঙ্কা আছে; তার উপর লোকলজ্জা এবং অপযশঃ তো আছেই। **লোকলজ্জা**—লোকের নিকটে লজ্জা। **ধর্ম্ম কীর্ত্তি**—ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি বা যশঃ।

৫১। **এই শিক্ষা সভাকারে** ইত্যাদি— রাজধন বা বিষয়ীর দ্রব্য প্রতিগ্রহ-সম্বন্ধে প্রভু যে উপদেশ দিলেন, সকলেই মনে করিলেন, কমলাকান্ত-বিশ্বাসকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভু সকলকেই এই শিক্ষা দিলেন।

৫২-৫৩। **সমুঝে**—বুঝে। **এইত প্রস্তাবে**—প্রতিগ্রহ-বিষয়ে। কাহার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করা যায়, কাহার নিকট হইতে করা যায় না, এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনার বিষয় আছে, অনেক শাস্ত্র-প্রমাণও আছে; গ্রন্থবিস্তৃতির ভয়ে—এস্থলে তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিত হইল না।

৫৪-৫৫। **শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য**—ইনি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু এবং বাসুদেব দত্তের কৃপাপাত্র।

মালিদত্ত জল অদ্বৈতস্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা— ফুল-ফল পায়॥ ৬৪
ইহার মধ্যে মালি পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্যমালী দুর্দ্দৈবকারণ॥ ৬৫
যে জন্মাইল জীয়াইল—তাঁরে না মানিল।
কৃতঘ্ন হইল, তারে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হৈল॥ ৬৬
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ শাখা শুকাইয়া মরে॥ ৬৭
চৈতন্যরহিত দেহ—শুষ্ককাষ্ঠসম।
জীবিতেই মৃত সেই, দণ্ডে তার যম॥ ৬৮
কেবল এ গণ-প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্যবিমুখ যেই—সে-ই ত পাষণ্ড॥ ৬৯
কি পণ্ডিত কি তপস্বী কিবা গৃহী যতি।
চৈতন্যবিমুখ যেই, তার এই গতি॥ ৭০
যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত॥ ৭১
অচ্যুতের যেই মত—সেই মত সার।
আর যত মত—সব হৈল ছারখার॥ ৭২
সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ॥ ৭৩
সেই আচার্য্যের গণে মোর কোটি নমস্কার।
অচ্যুতানন্দপ্রায় চৈতন্য জীবন যাহার॥ ৭৪
এই ত কহিল আচার্য্যগোসাঞির গণ।
তিন-স্কন্ধ-শাখার কৈল সংক্ষেপ-গণন॥ ৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৪। **মালীদত্ত**—শ্রীচৈতন্য-দত্ত। বৃক্ষের স্কন্ধ যেমন মালী কর্ত্তৃক প্রদত্ত জল আকর্ষণ করিয়া সেই জল শাখা-প্রশাখাদিতে সঞ্চারিত করে, তদ্রূপ শ্রীঅদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের প্রেমানুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া নিজ পরিকরগণের মধ্যে তাহা বিতরণ করিয়াছেন।

৬৫-৬৭। শ্রীঅদ্বৈতের অনুগত লোকগণের মধ্যে প্রথমে সকলেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মান্য করিতেন; কিন্তু (শ্রীঅদ্বৈত কর্ত্তৃক যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যানে জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপনের) পরে কেহ কেহ শ্রীঅদ্বৈতকে ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাপ্রভুকে আর মান্য করিলেন না; যাঁহার কৃপায় তাঁহারা প্রেম পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে মান্য না করায়, তাঁহাদের কৃতঘ্নতা জন্মিল; তাঁহারা মহাপ্রভুকে না মানায় শ্রীঅদ্বৈত রুষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে বিরত হইলেন; তাহার ফলে, স্কন্ধ জল সঞ্চারিত না করিলে শাখা যেমন শুখাইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে বিরত হইলে—তাঁহাদের প্রেমও অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাঁহাদের হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল। (এই কয় পয়ারে অসারগণের কথা বলা হইয়াছে)।

৬৮-৬৯। শ্রীঅদ্বৈতের গণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে মানিল না, কেবল তাহাদিগকেই যে যম দণ্ড দেন, তাহা নহে; পরন্তু যাহারাই শ্রীচৈতন্যবিমুখ (শ্রীঅদ্বৈতের গণ না হইলেও) তাহারাই পাষণ্ড, তাহাদিগকেই যম দণ্ড দেন; ১৮৮৬,৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৭২। শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারাই সার; আর সকল অসার। শ্রীঅচ্যুতের মত যথা—শ্রীচৈতন্যই সর্ব্বেশ্বর, তিনিই সর্ব্বারাধ্য ইত্যাদি।

৭৩। **সেই সেই**—যাঁহারা অচ্যুতানন্দের মতাবলম্বী তাঁহারা। **আচার্য্যের**—অদ্বৈতাচার্য্যের। **পাইল সেই**—তাহারাই পাইল। এপর্য্যন্ত শ্রীঅদ্বৈত-শাখা-বর্ণনা শেষ হইল।

৭৪-৭৫। **সেই আচার্য্যের গণে**—অদ্বৈতের গণের মধ্যে যাঁহারা অচ্যুতানন্দের মতাবলম্বী তাঁহাদিগকে। **চৈতন্য জীবন যাহার**—শ্রীচৈতন্যই জীবন যাঁহাদের; যাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে জীবন-সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করেন। **তিন-স্কন্ধ-শাখার**—শ্রীচৈতন্যরূপ মূলস্কন্ধ, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতরূপ দুই ঊর্দ্ধস্কন্ধ—এই তিন স্কন্ধের শাখা-সমূহের; তিন প্রভুর পরিকরবর্গের।

শাখা-উপশাখা তার নাহিক গণন।
কিছুমাত্র কহি করি দিগ্‌দরশন ॥ ৭৬
শ্রীগদাধর-পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করিয়ে গণন ॥ ৭৭
শাখাশ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধরব্রহ্মচারী।
ভাগবত আচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥ ৭৮
অনন্ত আচর্য্য কবিদত্ত মিশ্র নয়ন।
গঙ্গামন্ত্রী মামুঠাকুর কণ্ঠাভরণ ॥ ৭৯
ভূগর্ভ গোসাঞি আর ভাগবতদাস।
এই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥ ৮০
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়।
বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ ৮১
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর উদ্ধবদাস।
জিতামিত্র কাষ্ঠকাটা জগন্নাথদাস ॥ ৮২
শ্রীহরি-আচার্য্য সাদিপুরিয়া গোপাল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পুষ্পগোপাল ॥ ৮৩
শ্রীহর্ষ রঘুমিশ্র পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
রঙ্গবাটী চৈতন্যদাস শ্রীরঘুনাথ ॥ ৮৪
চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ-শাখাতে উদ্দাম।
মদনগোপাল পায়ে যাহার বিশ্রাম ॥ ৮৫
অমোঘ-পণ্ডিত হস্তিগোপাল চৈতন্যবল্লভ।
শ্রীযদুগাঙ্গুলী আর মঙ্গল বৈষ্ণব ॥ ৮৬
সংক্ষেপে কহিল পণ্ডিতগোসাঞির গণ।
ঐছে আর শাখা-উপশাখার গণন ॥ ৮৭
পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ধন্য।
প্রাণবল্লভ সভার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৮৮
এই তিন-স্কন্ধের (কৈল) শাখার সংক্ষেপ গণন
যাঁ সভার স্মরণে হয় বন্ধবিমোচন ॥ ৮৯
যাঁ সভার স্মরণে পাই চৈতন্যচরণ।
যাঁ-সভার স্মরণে হয় বাঞ্ছিতপূরণ ॥ ৯০
অতএব তাঁ-সভার বন্দিয়ে চরণ।
চৈতন্যমালীর কহি লীলা-অনুক্রম ॥ ৯১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৬। **শাখা উপশাখা তার** ইত্যাদি—উক্ত তিন স্কন্ধের শাখা ও উপশাখার অন্ত নাই; সুতরাং সমস্তের বর্ণনা করা অসম্ভব; তাই এস্থলে কেবল দিগ্‌দর্শনরূপে—অতি সংক্ষেপে—কিছু বলা হইতেছে।

৭৭। উক্ত তিন স্কন্ধের মধ্যে শ্রীচৈতন্যরূপ স্কন্ধই সর্ব্বপ্রধান; কারণ, শ্রীচৈতন্য হইলেন মূল স্কন্ধ। তাই, শ্রীচৈতন্যরূপ স্কন্ধের শাখা-উপশাখার বর্ণনাই প্রথমে দেওয়া সঙ্গত; আবার শ্রীচৈতন্যরূপ স্কন্ধের শাখা-সমূহের মধ্যে শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর শাখাই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ১।১০।১৩ পয়ারে শ্রীচৈতন্যের শাখা-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি।" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্কন্ধরূপ শ্রীচৈতন্যের শাখা-সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিত হইলেন প্রেমকল্প-বৃক্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাখা; তাই বলা হইয়াছে—"শ্রীগদাধর পণ্ডিত **শাখাতে সর্ব্বোত্তম**"—প্রেম-কল্পবৃক্ষের শাখা-সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাখা বলিয়াই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার উপশাখাগণের (তাঁহার শিষ্য, অনুশিষ্য ও অনুগত ভক্তগণের) বর্ণনা দিতেছেন, ৭৭-৮৬ পয়ার।

৭৮। গঙ্গামন্ত্রী ও মামু ঠাকুর—কেহ কেহ বলেন, ইঁহারা উৎকল-দেশীয় ভক্ত। মামু ঠাকুরকে মহাপ্রভু নাকি মামা ডাকিতেন; তাই সকলে ইঁহাকে মামু-ঠাকুর বলিতেন।

৮২। **কাষ্ঠ কাটা**—যিনি কাষ্ঠ কাটেন। শ্রীজগন্নাথ-দাস বোধ হয় কাষ্ঠ কাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; তাই তাঁহাকে কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ-দাস বলা হইয়াছে—অন্য কোনও জগন্নাথ-দাস হইতে তাঁহার পার্থক্য জানাইবার নিমিত্ত।

৮৭। **ঐছে আর** ইত্যাদি—উপরে পণ্ডিত-গোস্বামিরূপ শাখার উপশাখাগণের যে বর্ণনা দেওয়া হইল, অন্যান্য শাখার উপশাখাগণেরও সেরূপ বর্ণনা দেওয়া যায়। ৭৬ পয়ারে বলা হইয়াছে, তিন স্কন্ধের শাখা-উপশাখার

গৌরলীলামৃতসিন্ধু অপার অগাধ।
কে করিতে পারে তাহে অবগাহ-সাধ ? ॥ ৯২

তাহার মাধুর্য্য গন্ধে লুব্ধ হয় মন।
অতএব তটে রহি চাখি এক কণ ॥ ৯৩

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৪

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে অদ্বৈত-
স্কন্ধশাখাবর্ণনং নাম দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দিগ্‌দর্শন মাত্র দেওয়া হইবে, তাই দিগ্‌দর্শনরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাখাস্বরূপ গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর উপশাখাসমূহের বর্ণনামাত্র দেওয়া হইল ৭৭-৮৬ পয়ারে।

৯২-৯৩। শ্রীচৈতন্যের লীলামৃত-সমুদ্র অগাধ ও অপার; তাহাতে কেহই অবগাহন করিতে পারে না; তাহার মাধুর্য্যের গন্ধে লুব্ধ হইয়া সেই সমুদ্রের তীরে থাকিয়া অমৃতের এক কণামাত্র চাখিলাম (পরীক্ষার্থ আস্বাদন করিলাম)।

আদি-লীলা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ম্ ॥ ১

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ১

জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস।
জয় মুকুন্দ বাসুদেব জয় হরিদাস ॥ ২
জয় দামোদরস্বরূপ জয় মুরারিগুপ্ত।
এই-সব চন্দ্রোদয়ে তম কৈল লুপ্ত ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স চৈতন্যদেবঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ প্রসীদতু ময়ি প্রসন্নো ভবতু—যস্য প্রসাদতঃ অনুগ্রহাৎ অধমঃ অজ্ঞোঽপি অয়ং মাদৃশো জনঃ সদ্যঃ তৎক্ষণাৎ তল্লীলাবর্ণনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য লীলাবর্ণনবিষয়ে যোগ্যঃ স্যাৎ। অতএব শ্রীচৈতন্যপ্রসাদং বিনা তল্লীলাবর্ণনে কোঽপি সমর্থো ন ভবতীতি ধ্বনিতম্। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের জন্মলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যস্য (যাঁহার) প্রসাদতঃ (প্রসাদে) অয়ং (এই—মাদৃশ) অধমঃ (অজ্ঞ) অপি (ও) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) তল্লীলাবর্ণনে (তাঁহার লীলাবর্ণন-বিষয়ে) যোগ্যঃ (যোগ্য) স্যাৎ (হয়), সঃ (সেই) চৈতন্যদেবঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব) প্রসীদতু (প্রসন্ন হউন)।

অনুবাদ। যাঁহার প্রসাদে আমার ন্যায় অজ্ঞব্যক্তিও তাঁহার লীলাবর্ণনে যোগ্য হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ১

গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী দৈন্যবশতঃ এই শ্লোকে নিজেকে অজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; শ্রীচৈতন্যের প্রসাদে অজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁহার লীলাবর্ণনা করিবার যোগ্যতা লাভ করে; সুতরাং, তাঁহার কৃপা না হইলে পণ্ডিত ব্যক্তিও তাঁহার লীলা বর্ণনার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না—ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। এই পরিচ্ছেদ হইতেই জন্মলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যের লীলাবর্ণনা আরম্ভ হইবে; তাই সর্ব্বপ্রথমে গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যের কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন।

৩। চন্দ্রের উদয় হইলে যেমন জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়, তদ্রূপ সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইলে জগদ্বাসীর ভগবদ্-বহির্ম্মুখতাদি অজ্ঞতা দূরীভূত হইয়াছিল।

এই সব-চন্দ্রোদয়ে—১-৩ পয়ারোক্ত শ্রীচৈতন্য ও তদীয় পার্ষদগণরূপ চন্দ্রগণের উদয়ে। **তম**—অন্ধকার। শ্রীচৈতন্য পক্ষে, লোকের অজ্ঞান—ভগবদ্ বিষয়ে অজ্ঞতা, ভগবদ্-বহির্ম্মুখতাদি।

জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্তচন্দ্রগণ।
সভার প্রেমজ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল কৈল ত্রিভুবন ॥৪
এই ত কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ।
এবে কহি চৈতন্যলীলার ক্রম-অনুবন্ধ ॥ ৫
প্রথমে ত সূত্ররূপে করিয়ে গণন।
পাছে তাহা বিস্তারি করিব বিবরণ ॥ ৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥৭
চৌদ্দশত-সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত-পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান ॥ ৮
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল কৃষ্ণ কীর্ত্তন বিলাস ॥ ৯
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥ ১০
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন ॥ ১১
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম-নামামৃতে ভাসাইল সকলে ॥ ১২
গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা—আদিলীলাখ্যান।
মধ্য-অন্ত্য-লীলা—শেষ লীলার দুইনাম ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪। **ভক্তচন্দ্রগণ**—শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণের প্রত্যেকেই এক একটী চন্দ্রের সদৃশ। চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নাদ্বারা জগতের অন্ধকার দূর করিয়া আলোকদ্বারা জগৎকে উদ্ভাসিত করে, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণও জগদ্বাসীর হৃদয়ের দুর্ব্বাসনাদি দূর করিয়া হৃদয় প্রেমে পূর্ণ করিয়া সমুজ্জ্বল করিলেন।

প্রেমজ্যোৎস্না—প্রেমরূপ জ্যোৎস্না ভক্তগণকে চন্দ্রের সহিত এবং তাঁহারা যে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন, তাহাকে জ্যোৎস্নার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। **উজ্জ্বল**—দীপ্তিশালী। প্রেমপক্ষে, শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল।

৫। **এইত**—প্রথম হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে। **মুখবন্ধ**—গ্রন্থের আরম্ভে গ্রন্থসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যকে মুখবন্ধ বলে; ভূমিকা; অনুক্রমণিকা। **অনুবন্ধ**—আরম্ভ (শব্দরত্নাবলী)। **ক্রম-অনুবন্ধ**—ক্রমের আরম্ভ। শ্রীচৈতন্যের জন্মাদিলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে সমস্ত লীলার বর্ণনা, এই ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদ হইতেই আরম্ভ করিতেছি।

৬-৮। শ্রীমন্ মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া ৪৮ বৎসর প্রকট ছিলেন; ১৪০৭ শকে তাঁহার আবির্ভাব এবং ১৪৫৫ শকে তাঁহার তিরোভাব।

১০। **চব্বিশবৎসর শেষ**—চতুর্ব্বিংশতিবর্ষের শেষ ভাগের মাঘ মাসে; ১।৭।৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। চব্বিশবৎসর-বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চব্বিশবৎসর নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন।

১১-১২। **তার মধ্যে**—শেষ চব্বিশবৎসরের মধ্যে। প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের চব্বিশবৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর নানাস্থানে—দক্ষিণাঞ্চল, বাঙ্গলা, বৃন্দাবনাদি স্থানে—যাতায়াতে অতিবাহিত হইয়াছে। আর বাকী আঠার বৎসর প্রভু কেবল নীলাচলেই ছিলেন।

১৩। বর্ণনার শৃঙ্খলার নিমিত্ত মহাপ্রভুর লীলার ভাগ করিতেছেন। **গার্হস্থ্যে**—গৃহস্থাশ্রমে। প্রভু যে চব্বিশ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, সেই চব্বিশবৎসরের লীলাকে আদিলীলা বলা হইয়াছে। আর যে চব্বিশ বৎসর সন্ন্যাসাশ্রমে ছিলেন, সেই চব্বিশ বৎসরের লীলাকে শেষ লীলা বলা হইয়াছে; শেষ লীলার আবার দুই ভাগ—মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা। সন্ন্যাস করিয়া যে ছয় বৎসর নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, সেই ছয় বৎসরের লীলাকে মধ্যলীলা বলা হইয়াছে। আর বাকী যে আঠার বৎসর কেবল নীলাচলেই বাস করিয়াছিলেন, সেই আঠার বৎসরের লীলাকে অন্ত্যলীলা বলা হইয়াছে। মহাপ্রভুর সমস্ত লীলাকে এইভাবে ভাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

আদিলীলামধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত॥ ১৪
প্রভুর যে শেষলীলা স্বরূপদামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর॥ ১৫
এই-দুইজনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া॥ ১৬
বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন—চারি ভেদ।
অতএব আদিখণ্ডে লীলা চারি ভেদ॥ ১৭

তথাহি—

সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সর্ব্বৈঃ সদ্গুণৈঃ পূর্ণাং তাং ফাল্গুনপূর্ণিমাং বন্দে—যস্যাং ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং কৃষ্ণনামভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ অবতীর্ণঃ প্রাপঞ্চিকলোক-লোচন-গোচরীভূতো বভূব ইত্যর্থঃ। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪-১৭। গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা নিজে দর্শন করেন নাই; কাহার কাহার নিকট হইতে তিনি এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনার উপাদান প্রাপ্ত হইলেন, তাহাই বলিতেছেন। মুরারিগুপ্তের কড়চায় প্রভুর আদিলীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে; আর স্বরূপ-দামোদরের কড়চায় প্রভুর শেষ-লীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। মুরারিগুপ্ত প্রভুর গৃহস্থাশ্রমের লীলায় প্রভুর সঙ্গেই নবদ্বীপে ছিলেন; সুতরাং আদিলীলা তিনি স্বয়ং লীলার সঙ্গীরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াই তাঁহার কড়চায় লিখিয়া গিয়াছেন। আর স্বরূপ-দামোদর মহাপ্রভুর অপ্রকটের সময় পর্য্যন্ত প্রভুর শেষলীলার সঙ্গীরূপেই নীলাচলে ছিলেন। তিনিও প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াই তাঁহার কড়চায় শেষলীলা বর্ণনা করিয়াছেন; এই দুইজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা হইতেই কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। আর রঘুনাথ দাস-গোস্বামী স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে থাকিয়াই নীলাচলে সর্ব্বদা প্রভুর সেবা করিয়াছেন—শেষ আঠার বৎসর। প্রভুর ও স্বরূপ-দামোদরের অন্তর্ধানের পরে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসেন; তিনিও লীলাসঙ্গীরূপে প্রভুর অন্ত্যলীলা স্বয়ং দর্শন করিয়াছেন; কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার মুখেও প্রভুর অন্ত্যলীলার অনেক কথা জানিতে পারিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণও প্রভুর অনেক লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখেও কবিরাজ-গোস্বামী লীলাসম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছেন। কবিরাজ-গোস্বামী এই কয়জন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা হইতেই তাঁহার গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত কিছুই নাই।

এই দুইজনের—মুরারিগুপ্তের ও স্বরূপ-দামোদরের। **দেখিয়া**—উক্ত দুইজনের কড়চা দেখিয়া। **শুনিয়া**—রঘুনাথ দাস-গোস্বামী ও রূপ-সনাতনাদির নিকটে শুনিয়া।

১৭। পাঁচবৎসর বয়স পর্য্যন্ত **বাল্য**, দশবৎসর বয়স পর্য্যন্ত **পৌগণ্ড**, পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত **কৈশোর**; পনর বৎসরের পরে **যৌবন**। প্রভু যৌবন পর্য্যন্ত গৃহে ছিলেন; সুতরাং তাঁহার আদি (প্রথম চব্বিশ বৎসরের) লীলাকে বাল্যলীলা, পৌগণ্ডলীলা, কৈশোরলীলা ও যৌবনলীলা এই চারিখণ্ডে বিভক্ত করা যায়; পরবর্ত্তী চারিটী পরিচ্ছেদে এই চারিটী লীলা যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে প্রভুর জন্মলীলা বর্ণিত হইয়াছে। লৌকিক দৃষ্টিতে জন্মগ্রহণের উপরে কাহারও নিজের কোনওরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই; তাই লৌকিক-লীলায় প্রভুর জন্মগ্রহণ-লীলাটী বাল্যলীলার অন্তর্ভুক্তরূপে বর্ণনা না করিয়া স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিশেষতঃ ভগবানের বাস্তবিক জন্ম নাই; ইহাও তাঁহার এক লীলা। ভূমিকায় "ব্রজেন্দ্রনন্দন"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ১।১৩।৭৮-৮৬ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

শ্লো। ২। অন্বয়। সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং (সমস্ত সদ্গুণদ্বারা পরিপূর্ণ) তাং (সেই) ফাল্গুনপূর্ণিমাং (ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে) বন্দে (বন্দনা করি), যস্যাং (যাহাতে—যে ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে) শ্রীকৃষ্ণনামভিঃ (শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) অবতীর্ণঃ (অবতীর্ণ হইয়াছিলেন)।

ফাল্গুনপূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয় ॥ ১৮
'হরিহরি' বোলে লোক হরষিত হঞা।
জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু নাম জন্মাইয়া ॥ ১৯
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে।
হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে ॥ ২০
বাল্যভাবচ্ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন।
কৃষ্ণ হরিনাম শুনি রহয়ে রোদন ॥ ২১
অতএব 'হরিহরি' বোলে নারীগণ।
দেখিতে আইসে যেবা সব বন্ধুজন ॥ ২২
'গৌরহরি' বলি তাঁরে হাসে সর্ব্বনারী।
অতএব হৈল তাঁর নাম, 'গৌরহরি' ॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। যেই ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সর্ব্বসদ্‌গুণপরিপূর্ণা সেই ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-তিথিকে বন্দনা করি। ১

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবসময়ে সকলেরই চিত্ত আপনা-আপনি আনন্দে ভরপূর হইয়া উঠিয়াছিল; অথচ কেন এরূপ হইতেছিল, তাহা প্রথমে কেহই জানিতে পারেন নাই; এই আনন্দের প্রেরণায় ভক্তমণ্ডলীর যিনি যেথানে ছিলেন, তিনিই নৃত্যাদি-সহকারে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। (পরবর্ত্তী ৯৪-১০২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।) বিশেষতঃ সেইদিন চন্দ্রগ্রহণও ছিল; তদুপলক্ষেও নবদ্বীপবাসী প্রায় সকলেই শ্রীকৃষ্ণনামকীর্ত্তন করিতেছিলেন; এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-নামকীর্ত্তনের মধ্যেই প্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া বলা হইয়াছে—তিনি শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

দু'একখানা গ্রন্থে উক্ত শ্লোকের পরেই নিম্নলিখিত শ্লোক-দুইটী দৃষ্ট হয়:—"বৈবস্বতমনোরষ্টাবিংশকে যুগসম্ভবে। চতুর্দ্দশশতাব্দে বৈ সপ্তবর্ষসমন্বিতে॥ ভাগীরথীতটে রম্যে শচীগর্ভমহার্ণবে। রাহুগ্রস্তে পূর্ণিমায়াং গৌরাঙ্গঃ প্রকটো ভবেৎ॥" অনুবাদ—বৈবস্বত-মনুর অষ্টাবিংশ যুগে চৌদ্দ শত সাত শতাব্দে রমণীয় ভাগীরথীতটে শচীগর্ভমহাসিন্ধুতে রাহুগ্রস্ত-পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকট হইয়াছিলেন।

মনুর অধিকার-কালকে বলে মন্বন্তর; সপ্তম মনুর নাম বৈবস্বত-মনু; বর্ত্তমানে তাঁহারই অধিকার-কাল; তাই এখন বৈবস্বত-মন্বন্তরই প্রচলিত। এক একটী মন্বন্তরের মধ্যে একাত্তরটী চতুর্যুগ থাকে (১।৩।৫-৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। বর্ত্তমান বৈবস্বত-মন্বন্তরের এইরূপ সাতাইশটী চতুর্যুগ অতীত হইয়া অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগের অন্তর্গত কলিযুগেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব। শকাব্দার গণনায় ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি প্রকট হয়েন। সেদিন পূর্ণিমা ছিল, পূর্ণচন্দ্রও রাহুগ্রস্ত হইয়াছিল। ভাগীরথী-তীরে শ্রীনবদ্বীপে শচীমাতার গর্ভে তাঁহার অবির্ভাব হয়।

অধিকাংশ গ্রন্থেই এই শ্লোক দুইটী দৃষ্ট হয়না বলিয়া আমরাও তাহা মূল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিলাম না।

১৮-১৯। **ফাল্গুন পূর্ণিমা-সন্ধ্যায়**—ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথির সন্ধ্যা-সময়ে। **জন্মোদয়**—জন্মের উদয় অর্থাৎ জন্মলীলার আবির্ভাব। জন্মলীলার অভিনয়পূর্ব্বক আবির্ভাব। **হরি হরি**—প্রভুর আবির্ভাব-সময়ে কোনও এক অপূর্ব্ব আনন্দের প্রেরণায় সকলেই হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন। **নাম জন্মাইয়া**—যখন প্রভুর আবির্ভাব হয়, তখন লোক সকল হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছিল। এই হরিনাম-কীর্ত্তনও যেন প্রভুর ইঙ্গিতেই আরম্ভ হইয়াছিল; তাই বলা হইয়াছে—হরিনাম জন্মাইয়া (লোকের মুখে কীর্ত্তন করাইয়া) প্রভু নিজে জন্মগ্রহণ করিলেন।

২০। জন্ম-সময়ে প্রভু লোকের দ্বারা হরিনাম কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন; এইরূপ নানা ছলে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর এবং যৌবন কালেও লোককে হরিনাম লওয়াইয়াছিলেন। লোককে হরিনাম লওয়াইবার জন্যই প্রভুর আবির্ভাব এবং সকল সময়েই তিনি তাহা করিয়াছেন।

২১-২৩। বাল্যকালে প্রভু কিরূপে লোককে হরিনাম লওয়াইয়াছেন, তাহা বলা হইতেছে। শিশুকালে সকলেই কাঁদিয়া থাকে, প্রভুও কাঁদিতেন; কিন্তু কাঁদার সময়ে তাঁহার কাছে কেহ "হরি হরি" বলিলেই প্রভুর কান্না

বাল্য-বয়স যাবৎ হাথে খড়ি দিল।
পৌগণ্ড-বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল ॥ ২৪
বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন।
সর্ব্বত্র লওয়াইল প্রভু নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৫
পৌগণ্ড-বয়সে পড়েন, পড়ান শিষ্যগণে।
সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে ॥ ২৬
সূত্র বৃত্তি পাঁজি টীকা—কৃষ্ণেতে তাৎপর্য্য।
শিষ্যের প্রতীত হয় প্রভাব আশ্চর্য্য ॥ ২৭
যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপগ্রাম ॥ ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

থামিয়া যাইত; তাই তাঁহার কান্না দেখিলেই নারীগণ "হরি হরি" বলিতেন; আর তিনি হরিনামে আনন্দ পায়েন দেখিয়া—যাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন, তাঁহারাও "হরি হরি" বলিতেন। এইরূপে ক্রন্দনাদির ছলে প্রভু বাল্যকালে লোককে হরিনাম লওয়াইতেন।

প্রভুর বর্ণ ছিল গৌর; আর হরিনামে তিনি আনন্দ পাইতেন; তাই নারীগণ হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে "গৌরহরি" বলিতেন।

২৪-২৫। জন্ম হইতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাল্য; বাল্য-বয়সের মধ্যে অর্থাৎ পঞ্চম বর্ষেই প্রভুর হাতে খড়ি দেওয়া হইল অর্থাৎ বিদ্যারম্ভ হইল। বাল্যের পরে দশ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড; দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রভু বিবাহ করেন নাই। পৌগণ্ডের পরে পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কৈশোর এবং তাহার পরে যৌবন। **বিবাহ করিলে** ইত্যাদি বাক্য হইতে বুঝা যায়, বিবাহের পরেই প্রভুর নবীন যৌবন আরম্ভ হয় (১।১৫।২ শ্লোকের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য)। যৌবনে প্রভু সর্ব্বত্রই নামকীর্ত্তন লওয়াইয়াছিলেন।

২৬-২৮। পৌগণ্ডে প্রভু কিরূপে লোককে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন।

পৌগণ্ড-বয়সে প্রভু নিজে পাঠ আরম্ভ করেন এবং পৌগণ্ডের মধ্যেই পাঠ শেষ করিয়া নিজে টোল করিয়া ছাত্রদিগকে পড়াইতে লাগিলেন। (১।১৬।২ পয়ার হইতে জানা যায়—পৌগণ্ডের অন্তে কৈশোরেই প্রভু শিষ্যগণকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন)। তিনি ব্যাকরণ-শাস্ত্র পড়াইতেন—বিশেষ ভাবে তিনি কলাপব্যাকরণই পড়াইতেন। তাঁহার এমনই আশ্চর্য্য-শক্তি ছিল যে, ব্যাকরণের প্রত্যেক সূত্রের ব্যাখ্যাই তিনি শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত করিতেন এবং তাঁহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া শিষ্যগণও অনুভব করিত—সমস্ত সূত্রের তাৎপর্য্যই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ—এমনই প্রভুর আশ্চর্য্য প্রভাব ছিল। **পাঁজি**—পাঞ্জিকা; ইহা কলাপ-ব্যাকরণের একটী টীকার নাম। সূত্র, বৃত্তি প্রভৃতি ব্যাকরণের সংশ্রবে কয়েকটী বিষয়ের পারিভাষিক নাম। কি সূত্রের ব্যাখ্যায়, কি বৃত্তির ব্যাখ্যায়, কি পাঁজির ব্যাখ্যায়—সর্ব্বত্রই প্রভু তাঁহার ব্যাখ্যাকে শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত করিতেন; এইরূপ ব্যাখ্যা করার পর নিজেও নাম কীর্ত্তন করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণও করিতেন; পৌগণ্ডে প্রভু এইরূপেই লোককে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাইয়াছিলেন। (গয়া হইতে আসার পরেই মহাপ্রভু ব্যাকরণের সূত্রাদির কৃষ্ণ-তাৎপর্য্যপর অর্থ করিয়াছিলেন এবং তখনই ছাত্রগণকে লইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনও আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার বহু পূর্ব্বেই তাঁহার পৌগণ্ড অতীত হইয়াছিল। তবে শ্রীপাদ মুরারি গুপ্ত তাঁহার কড়চায় শ্রীপাদ জগন্নাথ মিশ্রের অন্তর্ধানের পূর্ব্বেই—প্রভুর পৌগণ্ড-বয়সেই—শ্রীনিমাই—গুরুগৃহে অধ্যয়ন কালে শিষ্যদিগকে পড়াইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "গুরোর্গৃহে বসন্ জিষ্ণুর্ব্বেদান্ সর্ব্বানধীতবান্। পাঠয়ামাস শিষ্যান্ স সরস্বতীপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১।৮।১২ ॥" প্রভু যে টোলে পড়িতেন, সেই টোলের ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানে যাঁহারা প্রভুর শিষ্যস্থানীয় ছিলেন, তাঁহাদিগকেই সম্ভবতঃ মুরারি গুপ্ত এস্থলে প্রভুর শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কারণ, প্রভু তখনও নিজে টোল করেন নাই। এ সমস্ত ছাত্রের নিকটে কোনও বিষয়ে ব্যাখ্যা করার সময়েই হয়ত প্রভু কখনও কৃষ্ণনামেতে নিজের ব্যাখ্যার পর্য্যবসান করিয়াছিলেন)।

কিশোর-বয়সে আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রি-দিনে প্রেমে নৃত্য,—সঙ্গে ভক্তগণ ॥ ২৯
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া ॥ ৩০
চব্বিশবৎসর ঐছে নবদ্বীপ গ্রামে।
লওয়াইলা সর্ব্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম-নামে ॥ ৩১
চব্বিশবৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস।
ভক্তগণ লঞা কৈলা নীলাচলে বাস ॥ ৩২
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর।
নৃত্য-গীত প্রেমভক্তি-দান নিরন্তর ॥ ৩৩
সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন।
প্রেমনাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ ॥ ৩৪
এই 'মধ্যলীলা' নাম—লীলা-মুখ্যধাম।
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ 'অন্ত্যলীলা' নাম ॥ ৩৫
তার মধ্যে ছয় বর্ষ ভক্তগণ-সঙ্গে।
প্রেমভক্তি লওয়াইলা নৃত্য-গীত রঙ্গে ॥ ৩৬
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদনচ্ছলে ॥ ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৯-৩১। কৈশোরে এবং যৌবনের ২৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রভু কি ভাবে লোককে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন। সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া সঙ্কীর্ত্তনরসে সকলকে আকৃষ্ট করিয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন। **লওয়াইলা** ইত্যাদি—সকলকে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাইলেন এবং প্রেম গ্রহণ করাইলেন (প্রেম দান করিলেন) **কৃষ্ণ-প্রেম-নামে**—কৃষ্ণ-প্রেম ও কৃষ্ণনাম।

এ পর্য্যন্ত প্রভুর আদি-লীলার ক্রমানুবন্ধ বলা হইল।

৩২-৩৪। চব্বিশ বৎসর বয়সের পরে, অন্তর্ধানের সময় পর্য্যন্ত প্রভু কিরূপে লোককে হরিনাম গ্রহণ করাইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন, ৩২-৪১ পয়ারে। প্রসঙ্গক্রমে ৩২-৩৪ পয়ারে মধ্যলীলার এবং ৩৬-৪১ পয়ারে অন্ত্যলীলার ক্রমানুবন্ধ বলা হইয়াছে।

সন্ন্যাসাশ্রমের চব্বিশ বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারত, বাঙ্গালা-দেশ এবং পশ্চিমে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত নিজে যাইয়া এবং অবসর-সময়ে নীলাচলে থাকিয়া নিজে নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিয়া সর্ব্বসাধারণকে হরিনাম গ্রহণ করাইয়াছেন এবং কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়াছেন।

৩৬-৩৭। সন্ন্যাসাশ্রমের চব্বিশ বৎসরের শেষ আঠার বৎসর প্রভু নীলাচলেই অবিচ্ছিন্ন ভাবে ছিলেন; ইহার মধ্যে আবার প্রথম ছয় বৎসর ভক্তগণের সঙ্গে মিশিয়া নৃত্যগীতাদি করিতেন এবং তদুপলক্ষে লোক সকলকে প্রেমভক্তি গ্রহণ করাইতেন। শেষ বার-বৎসর সাধারণতঃ এইভাবে বাহিরে নৃত্যগীতাদি করিতেন না—নিরবচ্ছিন্ন-রাধা-ভাবের আবেশে প্রভু বিভোর থাকিতেন, রাধাভাবের আবেশে সর্ব্বদাই তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইত ; তাই দিব্যোন্মাদজনিত প্রলাপাদিতেই তাঁহার দিন-রাত্রি অতিবাহিত হইত। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ভক্তের অন্তরে ও বাহিরে কি কি অবস্থা আনয়ন করে—শেষ বার বৎসরের এ সমস্ত লীলাদ্বারা প্রভু তাহাই দেখাইলেন।

প্রেমাবস্থা শিখাইলা ইত্যাদি—প্রভুর অন্তরে ও বাহিরে কৃষ্ণপ্রেমের যে সমস্ত অবস্থা প্রকটিত হইয়াছিল, জীবকে দেখাইবার উদ্দেশ্যেই যে প্রভু সে সমস্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে ; মহাভাবের আবেশে প্রভু নিজে কৃষ্ণপ্রেমের অনন্ত বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়াছিলেন ; তাহার ফলে আপনা-আপনিই প্রভুর অন্তরে ও বাহিরে প্রেমবিকার-সমূহ অভিব্যক্ত হইয়াছে—এ সমস্ত প্রভুর ইচ্ছাকৃত নহে, ইচ্ছা করিয়া কেহ এরূপ (কূর্ম্মাকৃতি-ধারণ, হস্ত-পদাদির গ্রন্থিকে বিতস্তি-পরিমাণে শিথিলীকরণ ইত্যাদি) করিতেও পারেনা। যাহা হউক, প্রেমের প্রভাবে আপনা-আপনিই যে সমস্ত অবস্থা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎসমস্ত দেখিয়াই আনুষঙ্গিক ভাবে লোক-সকল প্রেম-বিকারের প্রকার জানিতে পারিয়াছে।

রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণবিরহ স্ফূরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ-বচন ॥ ৩৮
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেইমত উন্মাদ—প্রলাপ করে রাত্রি-দিনে ॥ ৩৯
বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥ ৪০
কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেমচেষ্টিত।
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত ॥ ৪১
অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হঞা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার করিয়া ? ॥ ৪২
সূত্র করি গণে যদি আপনে অনন্ত।
সহস্রবদনে তেঁহো নাহি পায় অন্ত ॥ ৪৩
দামোদরস্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি ॥ ৪৪
সেই-অনুসারে লিখি লীলা-সূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন ॥ ৪৫
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ ॥ ৪৬
গ্রন্থবিস্তারভয়ে তেঁহো ছাড়িল যে-যে-স্থান।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যান ॥ ৪৭
প্রভুর লীলামৃত তেঁহো কৈল আস্বাদন।
তাঁর ভুক্তশেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ ॥ ৪৮
আদিলীলার সূত্র লিখি শুন ভক্তগণ।
সংক্ষেপে লিখিয়ে, সম্যক্ না যায় লিখন ॥ ৪৯
কোন বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ব্রজেন্দ্রকুমার।
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিলা বিচার ॥ ৫০
আগে অবতারিলা যে-যে গুরু পরিবার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৮। **উন্মাদের চেষ্টা করে**—দিব্যোন্মাদগ্রস্ত শ্রীরাধার ন্যায় আচরণ করিতেন (শ্রীমহাপ্রভু)। **প্রলাপ বচন**—দিব্যোন্মাদজনিত প্রলাপ-বাক্য বলিতেন। ব্যর্থ আলাপের নাম প্রলাপ—ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্যাৎ। উঃ নীঃ উদ্ভা, ৮৭ ॥

৩৯। শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান-কালে, তাঁহার সংবাদ লইয়া উদ্ধব যখন ব্রজে আসিয়া শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহ-স্ফূর্ত্তিতে দিব্যোন্মাদ-গ্রস্তা শ্রীরাধা যেরূপ প্রলাপোক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসের শেষ দ্বাদশবর্ষে নীলাচলে রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্ মহাপ্রভুও কৃষ্ণবিরহ-স্ফূর্ত্তিতে তদ্রূপই দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়া তদ্রূপই প্রলাপোক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। উদ্ধবদর্শনে শ্রীরাধার প্রলাপোক্তি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ভ্রমরগীতায়, (১০ম স্কন্ধ ৪৭ অধ্যায়ে) এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রলাপোক্তি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে, মধ্যলীলায়ও কিছু কিছু আছে।

উদ্ধব-দর্শনে—উদ্ধবের সাক্ষাতের পরে শ্রীকৃষ্ণ বিরহ-স্ফূর্ত্তিতে। **সেই মত উন্মাদ-প্রলাপ**—সেইরূপ (শ্রীরাধার ন্যায়) উন্মাদ এবং সেইরূপ প্রলাপ।

৪০। যখন কিছু বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইত, মহাপ্রভু তখন স্বরূপ-দামোদর ও রায়-রামানন্দের সহিত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী এবং জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দের পদসমূহ আস্বাদন করিতেন।

৪৪। মুরারিগুপ্ত প্রভুর আদিলীলা এবং স্বরূপ-দামোদর প্রভুর শেষলীলা তাঁহাদের কড়চায় সূত্রাকারে সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন।

৫০ ৫১। **কোন বাঞ্ছা**—"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা" ইত্যাদি ১।১।৬ শ্লোকোক্ত তিন বাঞ্ছা। **আগে**—প্রথমে, নিজের আবির্ভাবের পূর্ব্বে। **অবতারিলা**—অবতীর্ণ করাইলেন। **গুরুপরিবার**—গুরুবর্গ ও তাঁহাদের পরিকর। শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার গুরুবর্গকে ও গুরুবর্গের পরিকরদিগকে অবতীর্ণ

শ্রীশচী জগন্নাথ শ্রীমাধবপুরী।
কেশবভারতী আর শ্রীঈশ্বরপুরী॥ ৫২
অদ্বৈত-আচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্য্যনিধি বিদ্যানিধি ঠাকুর হরিদাস॥ ৫৩
শ্রীহট্টনিবাসী শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্‌গুণপ্রধান॥ ৫৪
সপ্ত মিশ্র তাঁর পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর—।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর॥ ৫৫
জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ॥ ৫৬
জগন্নাথ মিশ্রবর—পদবী 'পুরন্দর'।
নন্দ-বসুদেব-রূপ সদ্‌গুণ-সাগর॥ ৫৭
তাঁর পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী।
যাঁর পিতা—নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী॥ ৫৮
রাঢ়দেশে জনমিল ঠাকুর নিত্যানন্দ।
গঙ্গাদাস-পণ্ডিত, গুপ্ত মুরারি, মুকুন্দ॥ ৫৯
অসংখ্য নিজভক্তের করাঞা অবতার।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার॥ ৬০
প্রভুর আবির্ভাব-পূর্ব্বে সর্ব্ববৈষ্ণবগণ।
অদ্বৈতাচার্য্যস্থানে করেন গমন॥ ৬১
গীতা-ভাগবত কহে আচার্য্যগোসাঞি।
জ্ঞানকর্ম্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াঞি॥ ৬২
সর্ব্বশাস্ত্রে করে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ নাহি মানে আন॥ ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করাইলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা লৌকিক-লীলা; লৌকিক জগতে পিতা-মাতাদি গুরুজনের জন্ম আগে হয়; তাই মহাপ্রভুও নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার পিতামাতাদি গুরুবর্গকে নিজে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই অবতীর্ণ করাইলেন।

গুরুবর্গের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছেন, নিম্নের ৫২—৫৯ পয়ারে তাঁহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে।

৫২-৫৩। **শ্রীশচী-জগন্নাথ**—শ্রীশচীমাতা ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্র; ইঁহাদের আবির্ভাবের কথা ৫৬-৫৮ পয়ারে বলা হইয়াছে। **শ্রীমাধবপুরী**—লৌকিক লীলায় প্রভুর পরমগুরু। **কেশবভারতী**—লৌকিক লীলায় প্রভুর সন্ন্যাসের গুরু। **শ্রীঈশ্বর-পুরী**—লৌকিক লীলায় প্রভুর দীক্ষাগুরু।

৫৪-৫৬। শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের আবির্ভাব হয়; উপেন্দ্র মিশ্রের সাত পুত্র ছিলেন—(১) কংসারি, (২) পরমানন্দ, (৩) পদ্মনাভ, (৪) সর্ব্বেশ্বর, (৫) জগন্নাথ, (৬) জনার্দ্দন ও (৭) ত্রৈলোক্যনাথ। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিপ্রায়ে নবদ্বীপে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন; এই জগন্নাথ-মিশ্রই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পিতা এবং শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র হইলেন তাঁহার পিতামহ। **সপ্তঋষি**—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাতজনকে সপ্তর্ষি বলে। উপেন্দ্রমিশ্রের কংসারি-আদি সাত পুত্র মরীচি-আদি সপ্ত ঋষির তুল্য ছিলেন। **গঙ্গাবাস**—গঙ্গাতীরে বাস।

৫৭। **পদবী**—উপাধি। জগন্নাথ-মিশ্রের একটা উপাধি ছিল "পুরন্দর"; পুরন্দর অর্থ ইন্দ্র, প্রধান। **নন্দবসুদেব ইত্যাদি**—জগন্নাথমিশ্র নন্দ ও বসুদেবের ন্যায় অশেষ সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। দ্বাপর-লীলার শ্রীনন্দ-মহারাজই শ্রীজগন্নাথ মিশ্র রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীবসুদেবও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রে প্রবেশ করিয়াছেন।

৫৮। **তাঁর পত্নী**—শ্রীজগন্নাথমিশ্রের পত্নী। শ্রীজগন্নাথমিশ্রের পত্নীর নাম শ্রীশচীদেবী; ইনি শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা। দ্বাপর-লীলার শ্রীযশোদা-মাতাই শ্রীশচীদেবীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং শ্রীদেবকীদেবীও তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

৫৯। **রাঢ় দেশে**—রাঢ় দেশের একচাকা গ্রামে; বর্ত্তমান বীরভূম জিলায়।

৬১-৬৩। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সভাতেই তৎকালীন নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ মিলিত হইয়া ভগবৎ-কথাদির আলোচনা করিতেন। শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যও গীতা-ভাগবতাদির ব্যাখ্যায় জ্ঞান ও কর্ম্ম

তাঁর সঙ্গে আনন্দ করে বৈষ্ণবের গণ।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণকথা নামসংকীর্ত্তন ॥ ৬৪
কিন্তু সর্ব্বলোক দেখি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ।
বিষয়নিমগ্ন লোক দেখি পায় দুখ ॥ ৬৫
লোকের নিস্তার হেতু করেন চিন্তন—।
কেমতে এ-সব লোকের হইবে তারণ ? ॥ ৬৬
কৃষ্ণ অবতরি করে ভক্তির বিস্তার।
তবে সে সকল লোকের হইবে নিস্তার ॥ ৬৭
কৃষ্ণাবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কৃষ্ণপূজা করে তুলসী-গঙ্গাজল দিয়া ॥ ৬৮
কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৬৯
জগন্নাথমিশ্রপত্নী-শচীর উদরে।
অষ্টকন্যা ক্রমে হৈল—জন্মি জন্মি মরে ॥ ৭০
অপত্যবিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ণুর চরণ। ৭১
তবে পুত্র উপজিলা বিশ্বরূপ-নাম।
মহাগুণবান্ তেঁহো বলদেবধাম ॥ ৭২
বলদেব প্রকাশ—পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ।
তেঁহো বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত কারণ ॥ ৭৩
তাঁহা বিনা বিশ্বে কিছু বস্তু নহে আর।
অতএব 'বিশ্বরূপ' নাম যে তাঁহার ॥ ৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিয়া এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের ব্যাখ্যাতেও কৃষ্ণভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিয়া তাঁহাদের আনন্দ বিধান করিতেন।

৬৫-৬৭। সেই সময়ের সাধারণ লোক সকল প্রায় সকলেই বিষয়ে আসক্ত হইয়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল ; ইহা দেখিয়া বৈষ্ণবগণের অত্যন্ত দুঃখ হইল ; কিরূপে এই সকল লোক উদ্ধার পাইতে পারে, কিরূপে তাহাদের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দূরীভূত হইতে পারে, তাহাই তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে—যদি শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া ভক্তির প্রচার করেন, তাহা হইলেই এসকল লোকের উদ্ধার হইতে পারে।

উক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, তৎকালীন ধর্ম্ম-জগতের অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারাই তাহার সংস্কার সম্ভবপর ছিল বলিয়া তৎকালীন বৈষ্ণবগণ মনে করেন নাই।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারের সূচনা বর্ণিত হইল। স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন রসাস্বাদনাদি তাঁহার নিজের কার্য্যের জন্য ; কিন্তু যখন তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তখন জগতের দিক দিয়াও তাঁহার অবতরণের একটা বিশেষ প্রয়োজন থাকে। রসাস্বাদনাদি-স্বকার্য্য-সাধনের আনুষঙ্গিক ভাবেই জগতের সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের পক্ষে জগতের কি প্রয়োজন ছিল, তাহাই এস্থলে বলা হইল—তখন ধর্ম্মের অত্যন্ত গ্লানি হইয়াছিল ; ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত তাঁহার অবতরণের প্রয়োজন হইয়াছিল।

৬৮-৬৯। বৈষ্ণবগণ যখন স্থির করিলেন যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া ভক্তির প্রচার করিলেই জগতের উদ্ধার হইতে পারে, তখন অদ্বৈতাচার্য্যও প্রতিজ্ঞা করিলেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইবেন। তদুদ্দেশ্যে তিনি গঙ্গাজল-তুলসী দিয়া প্রীতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে লাগিলেন (১।৩।৮০—৮৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) এবং সপ্রেম হুঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শচীমাতার গর্ভে আবির্ভূত হইলেন।

৭০-৭৪। শচীমাতার গর্ভে ক্রমশঃ আট কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু আট কন্যাই জন্মিবার পরে দেহ ত্যাগ করিলেন ; তাঁহাদের বিরহে শ্রীশচী-জগন্নাথ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং পুত্র-প্রাপ্তির আশায় তাঁহারা বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদের এক পুত্র জন্মিলেন—তাঁহার নাম রাখা হইল বিশ্বরূপ। তিনি ছিলেন শ্রীসঙ্কর্ষণের আবির্ভাব-বিশেষ। এই সঙ্কর্ষণেরই বিলাসমূর্ত্তি হইলেন পরব্যোম-চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত সঙ্কর্ষণ এবং এই সঙ্কর্ষণই

তথাহি (ভাঃ—১০।১৫।৩৫—)

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে ।
ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্ তন্তুম্বঙ্গ যথা পটঃ ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

বিশ্বং ওতং অগ্রতন্তুষু পট ইব গ্রথিতঃ প্রোতং তির্য্যকৃতন্তুষু পটবদেব গ্রথিতং সর্ব্বতোঽপ্যস্যাত বর্ত্তত ইত্যর্থঃ । চক্রবর্ত্তী । ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

হইলেন বিশ্বের উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ (পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), অর্থাৎ সঙ্কর্ষণই স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে নিজে অবিকৃত থাকিয়া বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে বিশ্বরূপ বলা যায় এবং শচীতনয় বিশ্বরূপও সেই সঙ্কর্ষণেরই আবির্ভাব-বিশেষ বলিয়া তাঁহার বিশ্বরূপ-নাম সার্থকই হইয়াছে ।

ধাম—দেহ, প্রভাব, রশ্মি (শব্দকল্পদ্রুম); আশ্রয় । **বলদেবধাম**—বলদেবের দেহ; বলদেবেরই এক দেহ বা অংশরূপ দেহ অর্থাৎ বলদেবের অংশ । ধাম-শব্দের প্রভাব বা রশ্মি অর্থ ধরিলেও বলদেব-ধাম শব্দে বলদেবের অংশ বুঝাইতে পারে (সূর্য্যের রশ্মিকে যেমন সূর্য্যের অংশ বলা যায়, তদ্রূপ) অথবা, বলদেবই হইলেন অংশীরূপে ধাম (বা আশ্রয়) যাঁহার, তিনি বলদেবধাম বা বলদেবের অংশ । শ্রীবিশ্বরূপ হইলেন শ্রীবলদেবের অংশ । **বলদেব-প্রকাশ**—শ্রীবলদেবের প্রকাশ অর্থাৎ বিলাসরূপ আবির্ভাব; বলদেবের বিলাসমূর্ত্তি । **পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ**—পরব্যোমের চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত যে সঙ্কর্ষণ আছেন, তিনি হইলেন বলদেবের বিলাসমূর্ত্তি এবং তিনিই সমস্ত বিশ্বের উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ (পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) । **উপাদান-কারণ**—যদ্দ্বারা কোনও বস্তু তৈয়ার করা হয়, তাহাকে ঐ বস্তুর উপাদান-কারণ বলে; যেমন মৃণ্ময় ঘটের উপাদান-কারণ হইল মাটী । **নিমিত্ত কারণ**—যে ব্যক্তি কোনও বস্তু তৈয়ার করে, তাহাকে বলে ঐ জিনিষের নিমিত্ত-কারণ; যেমন, ঘটের নিমিত্ত-কারণ হইল কুম্ভকার । কারণার্ণবশায়িরূপে এই জগতের উপাদানও সঙ্কর্ষণ এবং কর্ত্তাও সঙ্কর্ষণ । **তাঁহা বিনা**—সেই সঙ্কর্ষণ ব্যতীত । জগতে যত কিছু বস্তু আছে, সমস্তের উপাদানই সঙ্কর্ষণ; বিশ্বে এমন কিছু নাই, যাহা সঙ্কর্ষণের অতীত; সঙ্কর্ষণই এই বিশ্ব-প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়াছেন বলিয়া সঙ্কর্ষণকে "বিশ্বরূপ" বলা যায় । শচীগর্ভে যে বিশ্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছেন, তত্ত্বতঃ তিনিও সঙ্কর্ষণ । **অতএব ইত্যাদি**—সঙ্কর্ষণকে বিশ্বরূপ বলা যায় বলিয়া এবং সঙ্কর্ষণই শচীগর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া শচীসুতের "বিশ্বরূপ" নাম সার্থকই হইয়াছে ।

সঙ্কর্ষণ ব্যতীত জগতে যে আর কিছু নাই তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে শ্রীভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্লো । ৩ । অন্বয় । অঙ্গ (হে অঙ্গ) ! তন্তুষু (সূত্রসমূহে) পটঃ (বস্ত্র) যথা (যেরূপ), [তথা] (সেইরূপ) [যস্মিন্] (যাঁহাতে) ইদং (এই) বিশ্বং (বিশ্ব) ওতং (ঊর্দ্ধতন্তুতে বস্ত্রের ন্যায় গ্রথিত) প্রোতং (তির্য্যক্-তন্তুতে বস্ত্রের ন্যায় গ্রথিত), [তস্মিন্] (তাঁহাতে-সেই) জগদীশ্বরে (জগদীশ্বর) ভগবতি (ভগবান্) অনন্তেহি (অনন্তে—শ্রীবলদেবে) এতং (ইহা) চিত্রং ন (বিচিত্র নহে) ।

অনুবাদ । শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন "হে মহারাজ ! তন্তুতে বস্ত্রের ন্যায় যাঁহাতে এই বিশ্ব ওত-প্রোতভাবে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে, সেই জগদীশ্বর ভগবান্ অনন্তে ইহা বিচিত্র নহে ।" ৩

পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, কাপড়ের দুই দিকে সূতা থাকে—দৈর্ঘ্যের দিকে এবং প্রস্থের দিকে; দৈর্ঘ্যের দিকের সূতার সঙ্গে প্রস্থের দিকের সূতা গ্রথিত বা আবদ্ধ এবং প্রস্থের দিকের সূতার সঙ্গে দৈর্ঘ্যের দিকের সূতাও

অতএব প্রভুর তেঁহো হৈল বড় ভাই।
কৃষ্ণ-বলরাম দুই—চৈতন্য-নিতাই ॥ ৭৫
পুত্র পাঞা দম্পতী হৈলা আনন্দিত মন।
বিশেষে সেবন করে গোবিন্দচরণ ॥ ৭৬
চৌদ্দশত ছয়-শকে শেষ মাঘমাসে।
জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে ॥ ৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গ্রথিত বা আবদ্ধ; এইরূপই দৈর্ঘ্যের দিকের সূতার সহিত গ্রথিত হওয়াকে বলে **ওত** এবং প্রস্থের দিকের সূতার সহিত গ্রথিত হওয়াকে বলে **প্রোত**; কাপড় সূতাতে ওতপ্রোত, কাপড়ের সর্ব্বত্রই সূতা, সূতা ব্যতীত কাপড়ে অন্য কিছুই নাই। তদ্রূপ এই বিশ্বও ভগবান্ অনন্তদেবে (শ্রীবলদেবে) ওতপ্রোত—বিশ্বের দৈর্ঘ্যের দিকেও তিনি, প্রস্থের দিকেও তিনি, শ্রীবলদেব ব্যতীত বিশ্বের কোথাও অন্য কিছু নাই। এতাদৃশ যে শ্রীবলদেব, তাঁহার পক্ষে **এতৎ**—ইহা, ধেনুকাসুরের গর্দ্দভ-দেহের আঘাতে সমস্ত তালবনকে কম্পিত করা। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব সমস্ত রাখালগণকে লইয়া গোচারণ-উপলক্ষে তালবনের নিকটে গিয়াছিলেন। পাকা-তালের গন্ধে প্রলুব্ধ হইয়া রাখালগণ তাল খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সকলে তালবনে গেলেন এবং বলদেব দুই হাতে তালগাছ ধরিয়া ঝাকানি দিয়া দিয়া তাল পাড়িতে লাগিলেন। তাল পড়ার শব্দ পাইয়া কংসপ্রেরিত গর্দ্দভাকৃতি ধেনুকাসুর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলদেবকে আক্রমণ করিল; বলদেবও তাহার পশ্চাতের দুই পা ধরিয়া তাহাকে কয়েকবার ঘুরাইয়া একটা তালগাছের উপরে ছুড়িয়া ফেলিলেন; তাহার ফলে সেই তালগাছটী পড়িয়া গেল, তাহার ধাক্কা লাগিয়া আর একটী তালগাছ, তাহার ধাক্কায় আবার আর একটি—এই রূপে সমস্ত তালবনই প্রকম্পিত হইয়া গেল। যাহা হউক, একটা গর্দ্দভকে দুই পা ধরিয়া মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া দূরে নিক্ষেপ করা এবং তাহার আঘাতে তালগাছ পড়িয়া যাওয়া এবং সমস্ত তালবন প্রকম্পিত হওয়া একটা অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার—সন্দেহ নাই; তাই এস্থলে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—হাঁ, ইহা অপরের পক্ষে অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার বটে, এমন কি অসম্ভবও হইতে পারে; কিন্তু যাঁহাতে সমস্ত বিশ্ব ওত-প্রোতভাবে অনুস্যূত, যিনি সমস্ত বিশ্বকেই ধারণ করিয়া আছেন, যিনি স্বরূপে অনন্ত, যিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর এবং যিনি অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন ভগবান্, সেই শ্রীবলদেবের পক্ষে ইহা আশ্চর্য্য-ব্যাপার কিছুই নহে।"

"তাঁহা বিনা বিশ্বে কিছু বস্তু নাহি আর"—এই ৭৪ পয়ারের উক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৭৫। ৭২ পয়ারের সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয়। **অতএব**—বিশ্বরূপ শ্রীবলদেবের এক স্বরূপ (সঙ্কর্ষণরূপী স্বরূপ) বলিয়া এবং দ্বাপর-লীলায় শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই ছিলেন বলিয়া। **তেঁহো**—বিশ্বরূপ। **বড়ভাই**—শ্রীচৈতন্যের বড় ভাই। বড়ভাই বলিয়া গুরুবর্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে শ্রীবিশ্বরূপের আবির্ভাব হইল। বিশ্বরূপ কেন বড়ভাই হইলেন, তাহা বলিতেছেন; **কৃষ্ণ-বলরাম দুই** ইত্যাদি—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীবলরামই শ্রীনিত্যানন্দ এবং যেহেতু শ্রীবিশ্বরূপ হইলেন শ্রীনিত্যানন্দেরই অংশ (গৌরগণোদ্দেশ, ৬২) এবং শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন শ্রীচৈতন্যের বড়ভাই, (তাই, শ্রীনিত্যানন্দাংশ বিশ্বরূপও হইলেন শ্রীচৈতন্যের বড়ভাই)।

৭৬। **পুত্র পাঞা**—বিশ্বরূপকে পাইয়া। **দম্পতী**—স্বামী-স্ত্রী; শ্রীশচী ও শ্রীজগন্নাথ।

৭৭। বিশ্বরূপের আবির্ভাবের কথা বলিয়া এক্ষণে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কথা বলিতেছেন।

১৪০৬ শকের মাঘ মাসে শ্রীশচী দেবী ও শ্রীজগন্নাথমিশ্রের দেহে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হইলেন; কিরূপে প্রকাশিত হইলেন, তাহা ৭৮-৮৫ পয়ারে বলিতেছেন। **শেষ মাঘ মাসে**—মাঘ মাসের শেষ ভাগে।

মিশ্র কহে শচীস্থানে　দেখি আন রীত। ৭৮
জ্যোতির্ম্ময় দেহে গেহে লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত ॥ ৭৯
যাঁহা তাঁহা সব লোক করেন সম্মান। ৮০
ঘরেতে পাঠায়্যা দেন বস্ত্র ধন ধান ॥ ৮১
শচী কহে—মুঞি দেখোঁ আকাশ উপরে। ৮২
দিব্যমূর্ত্তি লোক সব যেন স্তুতি করে ॥ ৮৩
জগন্নাথমিশ্র কহে—স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময়ধাম মোর হৃদয়ে পশিল ॥ ৮৪
আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে ॥ ৮৫
এত বলি দোঁহে রহে হরষিত হঞা।
শালগ্রাম সেবা করে বিশেষ করিয়া ॥ ৮৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৮-৮৬। ১৪০৬ শকের মাঘ মাসের পরে শ্রীশচীমাতার গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাইল; এদিকে, তাঁহার দেহেও অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখা যাইতে লাগিল এবং আরও অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতে লাগিল। এসমস্ত লক্ষ্য করিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্র মহাশয় একদিন শ্রীশচীদেবীকে বলিলেন "দেখ, কি সব অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যাইতেছে; তোমার দেহও খুব জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে; বুঝিবা স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীই জ্যোতির্ম্ময় দেহে তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমাদের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। এদিকে আবার আরও অদ্ভুত ব্যাপার—যেখানেই যাই, সেখানেই দেখি, সমস্ত লোকে আমাকে সম্মান করে; আর, কাহারও কাছে না চাহিলেও টাকা পয়সা, কাপড়, ধান চাউল আদি লোকে আপনা হইতেই আমাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতেছে।" মিশ্রঠাকুরের কথা শুনিয়া শ্রীশচীদেবীও বলিলেন—"আমিও যত সব অদ্ভুত কাণ্ড দেখিতেছি; যখন আকাশের দিকে তাকাই, তখন যেন সেখানে বহু লোক দেখিতে পাই, তাঁহাদের সকলেরই জ্যোতির্ম্ময় দিব্য মূর্ত্তি; আর দেখি, তাঁহারা সকলেই যেন আমাকে স্তুতি করিতেছেন।" শচীদেবীর কথা শুনিয়া মিশ্রবর আবার বলিলেন—"দেখ, আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্নও দেখিয়াছি। দেখিলাম—আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন একটা জ্যোতির্ম্ময় বস্তু প্রবেশ করিল এবং তাহা আবার আমার হৃদয় হইতে তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। এদিকে তো এ সব অদ্ভুত ব্যাপার; তোমারও আবার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে; তাহাতে আমার মনে হইতেছে—তোমার গর্ভে যেন কোনও মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন।" উভয়েরই এইরূপ প্রতীতি জন্মিল; তাহাতে তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না; দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁহারা শ্রীশালগ্রামের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

আনরীত—অদ্ভুত ব্যাপার। **গেহে**—গৃহে। **জ্যোতির্ম্ময় দেহে** ইত্যাদি—লক্ষ্মীদেবী জ্যোতির্ম্ময় দেহে (জ্যোতিঃরূপে) তোমার দেহকে আশ্রয় করিয়া আমাদের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। **যাঁহা তাঁহা** ইত্যাদি—অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রভাবে সকলে সম্মানাদি করে। **দিব্যমূর্ত্তি**—অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় দেহ-বিশিষ্ট দেবতাদি। **স্তুতি করে**—স্তব করে; শচীগর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করে। "মহাতেজ-মূর্ত্তি হইলেন দুইজনে। তথাপিহ লখিতে না পারে অন্যজনে॥ অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া। ব্রহ্মাশিব আদি স্তুতি করেন আসিয়া॥ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, আদি, ২য় অধ্যায়।" **জ্যোতির্ম্ময় ধাম**—জ্যোতির্ম্ময় রশ্মি; জ্যোতির্ম্ময় বস্তুবিশেষ। জন্মলীলা-প্রকটনের পূর্ব্বে ভগবান্ কিরূপে মাতার গর্ভে আবির্ভূত হয়েন এবং কিরূপেই বা মাতার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়, ৮৪-৮৫ পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

আমার হৃদয় হৈতে ইত্যাদি—সেই জ্যোতির্ম্ময় বস্তু আমার হৃদয় হইতে তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল।

মানুষের যেমন মাতা-পিতা আছে, নরলীল-স্বয়ং-ভগবানের অপ্রকটলীলাতেও তাঁহার মাতা-পিতার অভিমান-পোষণকারী পরিকর আছেন; তাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা ভগবানের পিতা-মাতা এবং ভগবান্‌ও মনে করেন—তাঁহারা তাঁহার মাতাপিতা। ভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার নরলীলা প্রকটিত করিতে ইচ্ছা করেন, তখন—তৎকালীন সাধারণ

হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে, মিশ্রের হৈল ত্রাস ॥ ৮৭
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিলা গণিয়া—।
এই মাসে পুত্র হৈবে শুভক্ষণ পাঞা ॥ ৮৮

চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী-সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ ॥ ৮৯
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্বসুলক্ষণ ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লোকের মনে—তিনিও যে মানুষ—এইরূপ একটা প্রতীতি জন্মাইতে হয়; নচেৎ নরলীলা সিদ্ধ হয় না; আবার মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে মাতৃগর্ভেও জন্ম হওয়ার প্রয়োজন; কারণ, মানুষমাত্রেরই জন্ম হয়। তাই নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট-কালেও তাঁহার মাতা-পিতা থাকার দরকার এবং তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে মাতার দেহেও গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া দরকার। তাই অপ্রকটে যাঁহারা তাঁহার মাতা-পিতা, ব্রহ্মাণ্ডে নিজের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই ভগবান্ তাঁহাদিগকে পৃথক্ ভাবে প্রকটিত করান এবং পরে বিবাহানুষ্ঠানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে মিলিত করান। নিজের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভগবান্ প্রথমতঃ জ্যোতিঃরূপে, অথবা যেইরূপে তিনি প্রকটিত হইবেন সেইরূপে—স্বপ্নাদিযোগে পিতার হৃদয়ে প্রবেশ করেন; তারপর, পিতার হৃদয় হইতে স্বয়ংই মাতার হৃদয়ে প্রবেশ করেন (যেমন মহাপ্রভুর আবির্ভাব-সময়ে হইয়াছিল); অথবা, পিতা স্বীয় হৃদয়ে জ্যোতিঃরূপ-প্রবেশাদির কথা মাতার নিকটে প্রকাশ করিলে তদুপলক্ষে শ্রীভগবান্ মাতার হৃদয়েও আবির্ভূত হয়েন (যেমন মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-সময়ে হইয়াছিল। শ্রীভাগবত ১০।২।১১-১৩ শ্লোক)। তখন হইতেই মাতার দেহে প্রাকৃত মাতার ন্যায় গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পায়; কিন্তু পার্থক্য এই যে—প্রাকৃত রমণীর গর্ভসঞ্চার হইল শুক্র-শোণিতের সংযোগের ফল, কিন্তু যিনি ভগবানের মাতা, তিনি শুদ্ধসত্ত্বময়ী, শুক্র-শোণিতের সংযোগে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হয় না—ভগবান্ নিজেই তাঁহাতে আবির্ভূত হইয়া—মাতার চিত্তে স্বীয় গর্ভে সন্তানোৎপত্তির প্রতীতি জন্মাইয়া দিয়া তাঁহার দেহে গর্ভবতীর লক্ষণ প্রকটিত করেন। তারপর যথাসময়ে মাতার দেহে প্রসব-বেদনার এবং প্রসবের লক্ষণ প্রকটিত করাইয়া সদ্যোজাত শিশুরূপে ভগবান্ নিজে আবির্ভূত হয়েন; তারপরে নরশিশুর ন্যায় তিনিও যেন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছেন—এইরূপ লীলা প্রকটিত করেন।

৮৪-৮৫ পয়ার হইতে বুঝা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু জ্যোতিঃরূপে প্রথমে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তাহার পরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের হৃদয় হইতে শ্রীশচীদেবীর হৃদয়ে প্রবেশ করেন, (ইহা শচীমাতাও প্রথমে জানিতে পারেন নাই); তখন হইতেই শচীমাতার দেহে গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে এবং ৮৩ পয়ার হইতে বুঝা যায়, তখন হইতেই অন্তরীক্ষে থাকিয়া দেবগণ গর্ভস্থ ভগবান্‌কে স্তুতি করিতে থাকেন এবং তখন হইতেই শচীমাতার দেহও অপূর্ব্ব জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় দেখা যাইতে আরম্ভ করিল; তাহা দেখিয়াই হয়তো মিশ্রঠাকুরের স্বপ্নের কথা মনে পড়িল এবং শচীমাতার নিকটে তাহা প্রকাশ করিতে প্রলুব্ধ হইলেন।

৮৭-৮৮। সাধারণতঃ গর্ভসঞ্চারের দশম মাসেই সন্তানের জন্ম হয়; কিন্তু শচীমাতার দেহে গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার পর হইতে (যে তারিখে স্বীয় হৃদয় হইতে শচীদেবীর হৃদয়ে জ্যোতিঃ প্রবেশ করিলেন বলিয়া মিশ্র ঠাকুর স্বপ্ন দেখিলেন, সেই তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া) ত্রয়োদশ (তের) মাস সময় অতীত হইয়া গেল; তথাপি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল না দেখিয়া বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া মিশ্রঠাকুর অত্যন্ত ভীত হইলেন; কিন্তু শচীমাতার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী খুব ভাল জ্যোতিষী ছিলেন; তিনি গণিয়া বলিলেন,—চিন্তার কারণ নাই, এই ফাল্গুন মাসেই পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে।

এই মাসে—ত্রয়োদশ মাসে; ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে।

৮৯-৯০। ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে (দোল-পূর্ণিমার দিনে) সন্ধ্যা-সময়ে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর

'অকলঙ্ক' গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন ? ॥ ৯১
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি নামে ভাসে ত্রিভুবন ॥ ৯২
জগৎ-ভরিয়া লোক বোলে 'হরিহরি'।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমি অবতরি ॥ ৯৩

প্রসন্ন হইল সর্ব্বজগতের মন।
'হরি' বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ॥ ৯৪
'হরি' বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতূহলী ॥ ৯৫
প্রসন্ন হৈল দশদিগ্, প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥ ৯৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মাতৃগর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন; তাঁহার আবির্ভাব-সময়ে সিংহলগ্ন ছিল, সমস্ত গ্রহগণ উচ্চ স্থানে ছিল এবং ষড়্বর্গ অষ্টবর্গাদি জ্যোতিষিক শুভ লক্ষণ-সমূহও বিদ্যমান ছিল। জন্মনক্ষত্রানুসারে তাঁহার রাশি ছিল সিংহরাশি।

উচ্চ গ্রহ. ষড়বর্গ, অষ্টবর্গ প্রভৃতি জ্যোতিষের পারিভাষিক শব্দ; এসমস্ত দ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির কোনও বিশেষ ভাবের অবস্থান বুঝায়; গ্রহাদির এরূপ অবস্থান-সময়ে যাঁহার জন্ম হয়, তিনি সমস্ত সুলক্ষণে লক্ষণান্বিত হয়েন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মের মাস, তিথি এবং শকাব্দাই ৮৯ পয়ারে পাওয়া যায়; কিন্তু ফাল্গুন-মাসের কোন্ তারিখে কি বারে তিনি জন্মলীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহা কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না; তারিখাদি নির্ণয়ের নিমিত্ত অধুনা কোনও কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। জ্যোতিষের গণনায় তাহা অসম্ভবও নহে। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের পৌষ-মাসের প্রবাসী-নামক মাসিক-পত্রিকায় শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় "কবি-শকাঙ্ক"-শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন —"১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হইয়াছিল। সে রাত্রে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল।" এই প্রসঙ্গে পাদটীকায় তিনি লিখিয়াছেন "উক্ত (১৪০৭) শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা ২৩শে ফাল্গুন, শনিবার। পূর্ণিমা নবদ্বীপে প্রায় ৪০ দণ্ড। দিবামান ২৯ দণ্ড। রাত্রি ৮ দণ্ডের সময় চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইয়াছিল। গ্রাস প্রায় ১১ অঙ্গুলি।" এই সিদ্ধান্ত-অনুসারে বুঝা যায়, ১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুন শনিবারে শ্রীমন মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৯১—৯৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ভূমিকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-সময়-সম্বন্ধে জ্যোতিষিক গণনা দ্রষ্টব্য।

৯১-৯৩। মহাপ্রভুর-আবির্ভাবের দিন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল—চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করিয়াছিল; তাই গ্রন্থকার কবির ভাষায় বলিতেছেন—"আমাদের আকাশের চন্দ্র পূর্ণচন্দ্র হইলেও তাহাতে কলঙ্ক আছে; কিন্তু ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় যিনি আবির্ভূত হইলেন, সেই গৌরসুন্দরও চন্দ্রের ন্যায়—এমন কি চন্দ্র অপেক্ষাও বেশী সুন্দর; চন্দ্র যেমন জগতের অন্ধকার দূর করে, তিনিও পরে জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়াছিলেন; তাই তাঁহাকেও চন্দ্র বলা যায়। আকাশের চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, আমাদের গৌরচন্দ্রে কিন্তু কোনও কলঙ্কই নাই। এই অকলঙ্ক-গৌরচন্দ্রের উদয় দেখিয়াই বুঝিবা—সকলঙ্ক আকাশের চন্দ্রের আর কোনও প্রয়োজন নাই মনে করিয়া রাহু তাহাকে গ্রাস করিয়াছে।" যাহা হউক, গ্রহণোপলক্ষে—গ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-নামকীর্ত্তন করিতেছিলেন; এই সঙ্কীর্ত্তনের সময়েই শ্রীমন্ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইলেন। ৯১ পয়ার হইতে বুঝা যায়, প্রভুর আবির্ভাবের পরেই চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ৯৮-৯৯ ত্রিপদী হইতেও বুঝা যায়, চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল, যাহার প্রভাবে শ্রীঅদ্বৈতাদি আনন্দে বিহ্বল হইয়াছিলেন। ৮৯ পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অভিমত হইতে জানা যায়, রাত্রি ৮ দণ্ডের সময় গ্রহণারম্ভ; আর ৮৯ পয়ার হইতে জানা যায়, সন্ধ্যা-সময়েই প্রভুর আবির্ভাব। ইহা হইতে বুঝা যায়, গ্রহণ-আরম্ভের পূর্ব্বেই সন্ধ্যা-সময়ে প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল।

গৌরকৃষ্ণ—গৌররূপ কৃষ্ণ; গৌরচন্দ্ররূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। **ভূমি অবতরি**—পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন।

৯৪-৯৬। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভু আনন্দ-স্বরূপ; সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপে তিনি স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ

যথারাগঃ।

নদীয়া-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপ-তমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয় ॥ ৯৭
সেই কালে নিজালয়ে, উঠিয়া অদ্বৈতরায়ে,
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহো নাহি জানে ॥ ৯৮
দেখি উপরাগ হাসি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি,
আনন্দে করিলা গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ-ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানাদান ॥ ৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হওয়ায় জগদ্বাসী সকলেই—হিন্দু মুসলমান, পুরুষ স্ত্রী, বালক বৃদ্ধ সকলের চিত্তই—আপনা-আপনি আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ কেন তাহাদের মন এরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তাহা হয়তো সকলে জানে না; কিন্তু তাহাদের চিত্তের প্রফুল্লতা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। পুরুষেরা নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিল, স্ত্রীলোকেরা "হরি হরি" বলিয়া হুলুধ্বনি করিতে লাগিল; আর যাহারা হিন্দু নহে—যবন—তাহারাও রঙ্গচ্ছলে "হরি হরি" বলিয়া হিন্দুকে ঠাট্টা করিয়া হাস্য করিতে লাগিল। নানাভাবে প্রফুল্লতার অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান, পুরুষ-নারী—সকলের মুখে হরিনামও প্রকাশ পাইতে লাগিল। সঙ্কীর্ত্তন-নাটুয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের মুখে শ্রীনামেরও আবির্ভাব হইল। এইতো গেল এই মর্ত্ত্য জগতের কথা; ওদিকে আবার স্বর্গেও দেবতাগণ আনন্দের স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন—তাঁহারাও আনন্দের উচ্ছ্বাসে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি—তরু, গুল্ম, লতাদি—স্থাবর-জঙ্গম সকলের মধ্যেই অকস্মাৎ আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল; নদীর জলও অকস্মাৎ যেন প্রসন্ন হইয়া উঠিল; বস্তুতঃ দশদিকে যেন একটা প্রসন্নতার তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল।

৯৭। **নদীয়া-উদয়গিরি**—শ্রীনবদ্বীপরূপ উদয়-পর্ব্বতে। পূর্ব্বদিক্-সীমান্তে যেখানে চন্দ্রের বা সূর্য্যের উদয় দৃষ্ট হয়, প্রাচীনগণ মনে করিতেন, সেখানে একটী পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বতেই চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় হয়। এজন্য ঐ পর্ব্বতকে উদয়গিরি (গিরি = পর্ব্বত) বলা হইত। এস্থলে নদীয়ায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব হওয়ায় এবং গৌরসুন্দরকে চন্দ্রের সহিত তুলনা করায় নদীয়াকে উদয়গিরির সঙ্গে তুলনা করিয়া নদীয়া-উদয়গিরি বলা হইয়াছে। **পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি**—গৌরহরিরূপ পূর্ণচন্দ্র। **পাপ-তমো**—পাপরূপ অন্ধকার। চন্দ্রের সহিত গৌরহরির ক্রিয়াসাম্য দেখান হইতেছে। চন্দ্রের উদয়ে যেমন অন্ধকার দূর হয়, গৌরহরির আবির্ভাবেও জগতের পাপরাশি দূরীভূত হইয়াছিল। **ত্রিজগতের উল্লাস**—চন্দ্রের উদয়ে লোক যেমন আনন্দিত হয়, গৌরহরির আবির্ভাবেও ত্রিজগৎ-বাসী সকলে উল্লসিত হইয়াছিল। **জগভরি হরিধ্বনি**—ব্রহ্মাণ্ডবাসীর অন্তরস্থিত উল্লাস হরি-হরি-ধ্বনিরূপে বাহিরে প্রকাশিত হইল। প্রভুর আবির্ভাবের ফলেই লোকে তখন হরিধ্বনি করিতেছিল।

৯৮। **সেই কালে**—প্রভুর আবির্ভাব-সময়ে। মহাপ্রভুর আবির্ভাব-সময়ে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ছিলেন নিজের গৃহে; শ্রীপাদ হরিদাস ঠাকুরও সেখানে ছিলেন; প্রভুর আবির্ভাবের কথা কেহ তখনও শুনেন নাই; তথাপি কিন্তু অন্তরে উদ্ভূত কি এক আনন্দের প্রেরণায় হরিদাস-ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া শ্রীঅদ্বৈত সপ্রেগ হুঙ্কার করিতে করিতে আনন্দিত চিত্তে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেন তাঁহারা এরূপ করিতেছেন, তাহা কেহ জানিতেন না।

৯৯। **উপরাগ**—গ্রহণ। **উপরাগ-হাসি**—গ্রহণের হাসি; চন্দ্রগ্রহণের আরম্ভ। কোন কোন গ্রন্থে "উপরাগ রাশি" পাঠও আছে; অর্থ একই।

অন্বয়ঃ—উপরাগহাসি দেখিয়া শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসিয়া আনন্দে গঙ্গাস্নান করিলেন।

জগৎ আনন্দময়,　দেখি মন সবিস্ময়,
ঠারেঠোরে কহে হরিদাস—।
তোমার ঐছন রঙ্গ,　মোর মন পরসন্ন,
দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস ॥ ১০০
আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস,　হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন,　করে হরিসঙ্কীর্ত্তন,
নানাদান কৈল মনোবলে ॥ ১০১
এইমত ভক্ততিতি,　যার যেই দেশে স্থিতি,
তাহাঁ তাহাঁ পাঞা মনোবলে।
নাচে করে সঙ্কীর্ত্তন,　আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে ॥ ১০২
ব্রাহ্মণ সজ্জন-নারী,　নানাদ্রব্য থালী ভরি,
আইলা সভে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা সোণা দ্যুতি,　দেখি বালকের মূর্ত্তি,
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা ॥ ১০৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অথবা, উপরাগ ও হাসিকে পৃথক্ ভাবে রাখিয়া এরূপ অন্বয়ও করা যায় :—উপরাগ দেখিয়া হাসিয়া গঙ্গাঘাটে আসিয়া ইত্যাদি।

শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীহরিদাস আনন্দে নৃত্যকীর্ত্তন করিতেছেন ; হঠাৎ আকাশের দিকে দৃষ্টি পতিত হওয়ায় যখনই দেখিলেন যে চন্দ্রগ্রহন আরম্ভ হইয়াছে, তখনই উভয়ে গঙ্গার ঘাটে যাইয়া আনন্দে গঙ্গাস্নান করিলেন। (গ্রহণের আরম্ভে ও অন্তে স্নানের বিধি প্রচলিত আছে।)

পাঞা উপরাগ ছলে ইত্যাদি—গ্রহণের ছল পাইয়া শ্রীঅদ্বৈত মনের আনন্দে ব্রাহ্মণকে বিবিধ দ্রব্য দান করিলেন। (গ্রহণের সময় সৎপাত্রে দান করার প্রথাও প্রচলিত আছে)। এসমস্তই শ্রীঅদ্বৈতের আনন্দের অভিব্যক্তি।

১০০। **ঠারে ঠোরে**—ইঙ্গিতে। **পরসন্ন**—প্রসন্ন। **ভাস**—আভাস, ইঙ্গিত।

সকলের মধ্যেই একটা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল দেখিয়া হরিদাস-ঠাকুর বিস্মিত হইলেন, তিনি ভাবিলেন, কেন এরূপ হইতেছে ? কেন সকলে এত আনন্দিত ? আরো তো কতবার গ্রহণ হইয়াছে, তদুপলক্ষে আরো কতবার লোকে গঙ্গাস্নানাদি করিয়াছে ; কিন্তু এরূপ অবাধ আনন্দ তো কখনও দেখি নাই। এবার এসময় বুঝি কোনও একটা বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহার প্রভাবে সমস্ত জগতে আনন্দের স্রোত বহিয়া যাইতেছে ; তবে কি শ্রীঅদ্বৈতের আরাধনার ধন আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইল ?" এরূপ ভাবিয়াই বোধ হয় শ্রীহরিদাস শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে ইঙ্গিতে বলিলেন—"তুমিও এসব রঙ্গ করিতেছ, নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেছ, হুঙ্কার করিতেছ, আবার আনন্দের আতিশয্যে ব্রাহ্মণকেও দান করিতেছ ; এদিকে আমার মনও অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পশ্চাতে কিছু গূঢ় রহস্য আছে বলিয়াই মনে হইতেছে।" ইঙ্গিতে জানাইলেন—"তবে কি তোমার আরাধনার ফলে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন ? নচেৎ এত আনন্দ কোথা হইতে আসিবে ?"

১০১। **আচার্য্যরত্ন**—শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য এবং শ্রীবাস পণ্ডিতও চিত্তস্থিত আনন্দের প্রেরণায় যাইয়া গঙ্গাস্নান করিলেন এবং নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিয়া সৎপাত্রে নানাবিধ দ্রব্য দান করিলেন।

১০২। **ভক্ততিতি**—ভক্তসমূহ। কেবল নবদ্বীপে নহে, যে দেশে যে ভক্ত ছিলেন, তাঁহাদের সকলের চিত্তেই একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল ; তাহার ফলে সকলেই নৃত্যাদির সহিত নামসঙ্কীর্ত্তনাদি করিতে লাগিলেন এবং গ্রহণের উপলক্ষ্য পাইয়া যোগ্যপাত্রে নানাবিধ দ্রব্য দান করিতে লাগিলেন।

প্রভুর আবির্ভাবজনিত আনন্দের প্রেরণাতেই লোক-সকল দানাদি করিয়াছিলেন ; সুতরাং গ্রহণোপলক্ষ্যে এই সকল দানাদি হইয়া থাকিলেও দানাদির প্রবর্ত্তক আবির্ভাবজনিত আনন্দ বলিয়া এসমস্ত দানকে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রভুর আবির্ভাব-উপলক্ষ্যের মঙ্গলানুষ্ঠানমূলক দানই বলা যায়।

১০৩। এইদিকে শচীমাতার প্রসবের সংবাদ পাইয়া প্রতিবেশিনী রমণীগণ থালি ভরিয়া নানাবিধ উপহার-দ্রব্য লইয়া সদ্যোজাত শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন।

সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচী রম্ভা অরুন্ধতী,
আর যত দেবনারীগণ।
নানাদ্রব্য পাত্র ভরি ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি,
আসি সভে করে দরশন ॥ ১০৪
অন্তরীক্ষে দেবগণ, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ,
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত।
নর্ত্তক বাদক ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সভে আসি নাচে পাঞা প্রীত ॥ ১০৫
কেবা আইসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারে কারো বোল।
খণ্ডিলেক দুঃখ শোক, প্রমোদে পূরিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥ ১০৬
আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস, জগন্নাথমিশ্র-পাশ,
আসি তাঁরে করি সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধিধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানাদান ॥ ১০৭
যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সভায় মান ॥ ১০৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী—ব্রাহ্মণদের মধ্যে সৎলোকদের রমণীগণ। **যৌতুক**—উপহার। **কাঁচাসোনাদ্যুতি**—শিশুর গায়ের বর্ণ যেন কাঁচা সোনার বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ।

১০৪। কেবল যে প্রতিবেশিনী রমণীগণই শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন, তাহা নহে; সাবিত্রী-গৌরী প্রভৃতি দেবনারীগণও ব্রাহ্মণীর বেশ ধরিয়া যৌতুক লইয়া আসিয়া শিশুকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভুর লীলা নরলীলা বলিয়াই দেব-নারীগণ স্ব-স্বরূপে আসেন নাই, মানুষরূপ ধরিয়া আসিয়াছিলেন; প্রভু ব্রাহ্মণের গৃহে ব্রাহ্মণসন্তানরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরের আশীর্ব্বাদের পাত্র নহেন; এজন্য দেবনারীগণ ব্রাহ্মণ-রমণীর বেশ ধরিয়া আসিয়াছিলেন; দেবীরূপে আসিলে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইত, নরলীলার রসভঙ্গ হইত; ব্রাহ্মণ-রমণীবেশে আসাতে—শিশুর সান্নিধ্যে যাইবার পথে তাঁহারা বাধাও পান নাই; সকলেই মনে করিয়াছে—তাঁহারা শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছেন; কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করেন নাই—তাঁহারা "আসি সভে করে দরশন"—কেবল দর্শন করিয়া ধন্য হইতেই আসিয়াছেন; দৈবীশক্তিবলে তাঁহারা প্রভুর স্বরূপ জানিতেন; তাই তাঁহারা শিশুরূপী স্বয়ংভগবান্‌কে আশীর্ব্বাদ না করিয়া মনে মনে বরং স্তুতিনতিই করিয়াছেন; কিন্তু শচী-মাতার প্রতিবেশিনী ব্রাহ্মণ-রমণীগণ লীলা-শক্তির প্রভাবে প্রভুর স্বরূপ—তিনি যে স্বয়ংভগবান্ তাহা—জানিতে পারেন নাই; তাঁহারা তাঁহাকে নরশিশু—শচী-দেবীর সন্তান—মনে করিয়াই তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

১০৫। **অন্তরীক্ষে**—আকাশে। আর দেবগণ, গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ-চারণাদি সকলে আকাশে থাকিয়া প্রভুর আবির্ভাব-উপলক্ষে নৃত্যগীত-স্তুতি-আদি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আর নবদ্বীপে যত নর্ত্তক. বাদক বা ভাট আছে, সকলেই এক অপূর্ব্ব আনন্দের আবেশে শচী-মাতার বাড়ীতে আসিয়া নৃত্যগীত-বাদ্যাদি করিতে লাগিল।

গন্ধর্ব্ব—স্বর্গের গায়ক, দেবযোনি-বিশেষ। **চারণ**—দেবযোনি বিশেষ; স্বর্গের গায়ক ও স্তুতিবাদকারী।

১০৬। **সম্ভালিতে**—বুঝিতে। **বোল**—কথা। **দুঃখ-শোক**—দুঃখ ও শোক। **প্রমোদে**—আনন্দে। **পূরিত**—পূর্ণ। **মিশ্র**—জগন্নাথ মিশ্র। **বিহ্বল**—আত্মহারা।

১০৭। **আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস**—আচার্য্যরত্ন (চন্দ্রশেখর আচার্য্য) ও শ্রীবাস। **জাতকর্ম্ম**—প্রসবের পরে যে সমস্ত অনুষ্ঠান করার নিয়ম আছে, সেই সমস্ত। **তবে**—জাতকর্ম্ম সমাধার পরে।

১০৮। শিশুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত লোকে যে সমস্ত দ্রব্য উপহাররূপে লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই সমস্ত

শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর মালিনী,
আচার্য্যরত্নের পত্নী সঙ্গে।
সিন্দুর হরিদ্রা তৈল, খই কলা নারিকেল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥ ১০৯
অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা, জগৎ-পূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,
দেখিতে বালক-শিরোমণি ॥ ১১০
সুবর্ণের কড়িবৌলি, রজতমুদ্রা পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দু বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বঙ্ক,
স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ ॥ ১১১
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি-পট্টসূত্রডোরী,
হস্তপদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী, ভুনী ফোতা পট্টপাড়ি,
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহুধন ॥ ১১২
দূর্ব্বা ধান্য গোরোচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন,
মঙ্গলদ্রব্য পাত্রেতে ভরিয়া।
বস্ত্রগুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লঞা দাস চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥ ১১৩
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লৈল বহুভার,
শচীগৃহে হৈলা উপনীত।
দেখিয়া বালক ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল কান
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দ্রব্য তো দান করিলেনই, তদ্ব্যতীত তাঁহার ঘরে যাহা ছিল, তৎসমস্তও মিশ্রঠাকুর ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। আর নর্ত্তক, গায়ক, ভাট, কি দরিদ্র ব্যক্তিদিগকেও তিনি যথাযোগ্য ভাবে ধন দান করিয়াছেন।

ভাট—যাহারা অপরের বংশপরিচয় রক্ষা ও কীর্ত্তন করে। **অকিঞ্চন**—দরিদ্র।

১০৯। সন্তান জন্মিলে প্রতিবেশিনী রমণীগণের মধ্যে যাঁহারা শিশুকে দেখিতে আসেন, সিন্দুর, হরিদ্রা, তৈল, খই, কলা ও নারিকেলাদি দিয়া তাঁহাদিগকে সম্মানিত করার রীতি আছে; ইহা একটী স্ত্রী-আচার। প্রভুর আবির্ভাবের পরে শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনী এবং চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহিণী—এই দুই জনেই শচী-মাতার পক্ষ হইতে প্রতিবেশিনীদিগকে তৈল-সিন্দূরাদি দিয়াছিলেন। কারণ, শচী-মাতার গৃহে শচীমাতা ব্যতীত অন্য কোনও রমণী ছিলেন না।

১১০। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহিণী শ্রীসীতাঠাকুরাণীও স্বামীর অনুমতি লইয়া, ১১১-১১৪ ত্রিপদীতে উল্লিখিত দ্রব্যাদি উপহার লইয়া শিশুকে দেখিতে গেলেন।

১১১-১১৪। **বৌলি**—বকুলের বীজ। **সুবর্ণের কড়িবৌলি**—সোনা-বাঁধান কড়ি এবং সোনা-বাঁধান বকুলবীজ। প্রাচীনকালে কড়ির এবং বকুল বীজের মালা গাঁথিয়া ছোট শিশুদের গলায় দেওয়া হইত; যাঁহাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল, তাঁহারা কড়ি ও বকুল বীজকে সোনাদ্বারা বাঁধাইয়া দিতেন। সীতাঠাকুরাণী সোনা-বাঁধান বকুল-বীজের মালা লইয়া গিয়াছিলেন—শচীমাতার শিশুর নিমিত্ত। **রজত মুদ্রা**—রূপার টাকা। **পাশুলি**—পাইজোড় নামক পায়ের অলঙ্কার। **রজতমুদ্রা পাশুলি**—রজতমুদ্রাযুক্ত পাইজোড়; কোনও পাইজোড়ের সম্মুখভাগে এক একটা করিয়া রৌপ্যমুদ্রা বা টাকা থাকে। **মলবঙ্ক**—বাঁকমল। **রজতের মলবঙ্ক**—রৌপ্যনির্ম্মিত বাঁকমল। **ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি**—স্বর্ণ জড়িত বাঘের নখ। **কটি-পট্টসূত্র-ডোরী**—পট্টনির্ম্মিত কোমরের ঘুন্‌সি; কোন কোন অঞ্চলে ঘুন্‌সীকে তাগা বা ধাগা বলে। **পট্টশাড়ী**—শচীমাতার জন্য রেশমী শাড়ী। **ভুমিফোতা**—এক রকম চাদর। **পট্টপাড়ি**—রেশমের পাইড়যুক্ত (ভুমিফোতা)। **গোরোচন**—প্রসিদ্ধ পীতবর্ণ দ্রব্যবিশেষ, ইহা পবিত্র মঙ্গল-দ্রব্য বলিয়া পরিচিত। গরুর মাথায় ইহার জন্ম; গোমস্তকস্থ শুষ্কপিত্তই গোরোচনা (শব্দকল্পদ্রুম)। **বালক-ঠাম**—বালকের (গৌরের) **বস্ত্রগুপ্ত**—বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। **চেড়ী**—দাসী। **পেটারি**—বাক্স।

সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণপ্রতিমাভাণ,
সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্য দ্যুতি, দেখি পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয়॥ ১১৫
দূর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
'চিরজীবী হও দুইভাই'।
ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই'॥ ১১৬

পুত্র মাতা-স্নানদিনে, দিল বস্ত্র-বিভূষণে,
পুত্রসহ মিশ্রেরে সম্মানি।
শচী মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতাঠাকুরাণী॥ ১১৭
ঐছে শচী জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হৈল সকল বাঞ্ছিত।
ধন-ধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্য কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত॥ ১১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভঙ্গী। **গোকুল কান**—ঠিক যেন গোকুলের কানাই। শচীমাতার শিশুকে দেখিতে ঠিক যেন যশোদার দুলাল কানাইয়ের মতনই দেখাইল; কেবল পার্থক্য এই যে, কানাইয়ের বর্ণ ছিল কৃষ্ণ, আর শচীর দুলালের বর্ণ গৌর; গঠনাদি সমস্তই একরূপ। **বিপরীত**—উল্টা; কৃষ্ণ বর্ণের স্থলে গৌর বর্ণ বলিয়া বিপরীত বলা হইয়াছে।

১১৫। শিশুরূপী গৌরচন্দ্রের রূপ বর্ণনা করিতেছেন। **সুনির্ম্মাণ**—সু (উত্তম) নির্ম্মাণ (গঠন) যাহার; সুগঠিত। **সুবর্ণ প্রতিমাভাণ**—সোনার প্রতিমার মত। **দ্যুতি**—জ্যোতি; কান্তি। **দ্রবিল হৃদয়**—শিশুরূপী গৌরচন্দ্রের রূপ দেখিয়া বাৎসল্যের আবেশে শ্রীসীতাঠাকুরাণীর চিত্ত গলিয়া গেল।

১১৬। বাৎসল্যের আবেশে চিত্ত গলিয়া যাওয়ায় সীতাঠাকুরাণী ধান্যদূর্ব্বাদি শিশুর মস্তকে দিয়া শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"চিরজীবী হও দুই ভাই" বলিয়া।

দুই ভাই—বিশ্বরূপ ও এই নবজাত শিশু।

ডাকিনী-শাকিনী-আদি অপদেবতা হইতে পাছে শিশুর কোনও অমঙ্গল হয়, তাই শ্রীসীতাঠাকুরাণী নবজাত শিশুর নাম রাখিলেন "নিমাই"। নবজাত শিশুর নাম "নিমাই" রাখিলে আর কোনওরূপ অপদেবতার দৃষ্টি পড়িতে পারেনা, ইহাই তৎকালে সাধারণের বিশ্বাস ছিল। বাৎসল্যের আবেশে সীতাঠাকুরাণী বিভোর হইয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীগৌরচন্দ্রের ভগবত্তা সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত হয় নাই; তাই তিনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদও করিতে পারিয়াছেন এবং অপদেবতার আশঙ্কা করিয়া তাঁহার নিমাই-নামও রাখিতে পারিয়াছেন।

১১৭। **পুত্র মাতা-স্নান দিনে**—যেদিন প্রসূতি ও নবজাত শিশু প্রসবের পরে স্নান করিলেন, সেই দিনে। **দিল বস্ত্রবিভূষণে ইত্যাদি**—স্নানের দিন সীতাঠাকুরাণী মিশ্রঠাকুরকেও বস্ত্রাদি দিলেন এবং মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপকেও দিলেন। **সম্মানি**—সম্মান করিয়া। **শচীমিশ্রের ইত্যাদি**—শচীদেবী এবং জগন্নাথমিশ্রও বস্ত্রাদি দিয়া সীতাঠাকুরাণীকে সম্মানিত করিলেন।

১১৮। **লক্ষ্মীনাথ**—সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধাই এস্থলে লক্ষ্মী-শব্দের লক্ষ্য: লক্ষ্মীনাথ অর্থ রাধানাথ, শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই যে শচী-জগন্নাথের ঘরে শিশুরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহাই এস্থলে ভঙ্গীতে বলা হইল। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণই যে তাঁহাদের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা শচী-জগন্নাথ জানিতেন না; তথাপি তাঁহার আবির্ভাবের ফলে তাঁহাদের সকল বাসনা পূর্ণ হইল; কারণ, বস্তুশক্তি বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা রাখেনা; যেখানে পূর্ণতম ভগবানের আবির্ভাব, সেখানে অপূর্ণ বাসনাই বা কিরূপে থাকিবে? **ধনে-ধান্যে ইত্যাদি**—শিশুর আবির্ভাবের পর হইতে চারিদিক্ হইতে নানালোক মিশ্রঠাকুরের গৃহে ধন ও ধান্যাদি উপঢৌকন দিতে লাগিলেন; উপঢৌকনে যেন

মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত,　　অলম্পট শুদ্ধ দান্ত,
ধনভোগে নাহি অভিমান
পুত্রের প্রভাবে যত,　　ধন আসি মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥ ১১৯
লগ্ন গণি হর্ষমতি,　　নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে—।
মহাপুরুষের চিহ্ন,　　লগ্ন অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি এই তারিবে সংসারে ॥ ১২০
ঐছে প্রভু শচীঘরে,　　কৃপায় কৈল অবতারে
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌর প্রভু দয়াময়,　　তাঁরে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ ॥ ১২১
পাইয়া মানুষজন্ম　　যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃতধুনী,　　পিয়ে বিষগর্ত্তপানী,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ? ॥ ১২২
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ,　　আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ রূপ রঘুনাথদাস।
ইহা সভার শ্রীচরণ,　　শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥ ১২৩

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে জন্ম-মহোৎসব-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশপরিচ্ছেদঃ ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল; আর সমস্ত লোকও মিশ্রঠাকুরকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে সম্মান করিতে লাগিল; শচী-মিশ্রের আনন্দও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

১১৯। **মিশ্র**—শ্রীজগন্নাথ মিশ্র। **বৈষ্ণব**—বৈষ্ণবত্বাদি গুণসম্পন্ন। **শান্ত**—ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধিবিশিষ্ট। **অলম্পট**—ধন-রত্নাদিতে অনাসক্ত। **শুদ্ধ**—বিশুদ্ধ-চিত্ত। **দান্ত**—ক্লেশসহিষ্ণু। **ধনভোগে অভিমান**—ধনভোগ করার উপযোগী অভিমান; ধনভোগের অভিলাষ। **বিষ্ণুপ্রীতে ইত্যাদি**—বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে ব্রাহ্মণগণকে দান করেন।

১২০। শচীমাতার পিতা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শিশুর জন্ম-সময়াদি-অবলম্বন করিয়া গণনা করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; গোপনে তিনি মিশ্রঠাকুরকে বলিলেন—"আমি শিশুর জন্ম লগ্নাদির ফল গণিয়া দেখিলাম, এই শিশু একজন মহাপুরুষ হইবে; ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও মহাপুরুষের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই শিশু জগতের উদ্ধার সাধন করিবে বলিয়াই মনে হইতেছে।"

লগ্ন—জন্মলগ্ন। **গুপ্তে**—গোপনে। **লগ্নে অঙ্গে**—জন্মলগ্নে ও শিশুর অঙ্গে (মহাপুরুষের লক্ষণ)। মহাপুরুষের অঙ্গ-লক্ষণ পরবর্ত্তী ১৪শ পরিচ্ছেদে ৩য় শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১২২। **ধুনী**—নদী। **অমৃত ধুনী**—অমৃতের নদী। **পিয়ে**—পান করে। **বিষগর্ত্তপানী**—বিষপূর্ণ গর্ত্তের জল।

অমৃতের নদী সাক্ষাতে পাইয়াও তাহা পান না করিয়া যে ব্যক্তি বিষপূর্ণ গর্ত্তের জল পান করে, তাহার জীবন **যেমন** বৃথা নষ্ট হয়; তদ্রূপ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি গৌরগুণকীর্ত্তন করেনা, তাহার জন্মও বৃথাই নষ্ট হয়। **গৌরগুণকীর্ত্তনেই** মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা—ইহাই ধ্বনি।

আদি-লীলা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

হরিভক্তিবিলাসে (২০।১)
কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ।
বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ শ্রীচৈতন্যং নমামি তম্ ॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা-সূত্র।
যশোদানন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যস্মিন্ কথঞ্চন যেনকেনাপিপ্রকারেণ স্মৃতে দুষ্করং কর্ত্তুমশক্যমপি কার্য্যং সুকরং ভবেৎ যস্মিন্ বিস্মৃতে সতি বিপরীতং সুকরং কার্য্যমপি দুষ্করং স্যাৎ তং শ্রীচৈতন্যং নমামীতি। এবমন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং শ্রীচৈতন্যচরণপ্রভাবো দর্শিতঃ ।১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। **অন্বয়।** **যস্মিন্** (যাঁহাতে—যিনি) কথঞ্চন (যে কোনওরূপে) স্মৃতে (স্মৃত হইলে) দুষ্করং (দুষ্কর কার্য্যও) **সুকরং** (**সুকর—সুখসাধ্য**) ভবেৎ (হয়); [যস্মিন্] (যাঁহাতে—যিনি) বিস্মৃতে (বিস্মৃত হইলে) বিপরীতং (**বিপরীত—সুকর কার্য্যও দুষ্কর**) স্যাৎ (হয়), তং (সেই) শ্রীচৈতন্যং (শ্রীচৈতন্যদেবকে) নমামি (আমি নমস্কার করি)।

অনুবাদ। যাহাকে যে কোনও প্রকারে স্মরণ করিলেই দুষ্কর কার্য্যও সুখসাধ্য হয় এবং যাঁহাকে বিস্মৃত হইলে তাহার বিপরীত (**অর্থাৎ সুখসাধ্য** কার্য্যও দুষ্কর) হইয়া পড়ে, আমি সেই শ্রীচৈতন্য-প্রভুকে **প্রণাম** করি।১

এই শ্লোকে **অন্বয়-মুখে** ও ব্যতিরেক-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্মরণমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাল্য-লীলা-বর্ণন যাহাতে **সুখসাধ্য হইতে** পারে, তদুদ্দেশ্যেই গ্রন্থকার লীলাবর্ণন-প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যপ্রভুর স্মরণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার বন্দনা **করিতেছেন।**

কোনও কোনও **গ্রন্থে এই** শ্লোকের নিম্নলিখিত রূপ পাঠও দৃষ্ট হয়:—কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ। বিস্মৃতিশ্চ স্মৃতিং যাতি **শ্রীচৈতন্যমহং ভজে।** ইহার অনুবাদ:—যে কোনও প্রকারে যাঁহাকে স্মরণ করিলে দুষ্কর কার্য্যও সুখসাধ্য হয় এবং (বিস্মৃত **বস্তুও**) স্মৃতিপথে উদিত হয়, আমি সেই **শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা** করি। শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে এই পাঠ দেখিতে না **পাওয়ায়**-মূল গ্রন্থে এই পাঠ দেওয়া হইল না। **মূল গ্রন্থে** যে পাঠ দেওয়া হইয়াছে, সেই পাঠই শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে **দৃষ্ট হয়।**

২। **প্রভুর**—শ্রীচৈতন্যপ্রভুর। **কহিল এই**—এই মাত্র (**পূর্ববর্তী ত্রয়োদশ** পরিচ্ছেদে) বলা হইল যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন. [illegible] লীলা-বর্ণন· [illegible] পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে।

সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা অনুক্রম ।
এবে কহি বাল্যলীলা সূত্রের গণন ॥ ৩

বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাম্ ।
লৌকিকীমপি তামীশচেষ্টয়া বলিতান্তরাম্ ॥ ২

বাল্যলীলায় আগে প্রভুর উত্তান-শয়ন ।
পিতা-মাতায় দেখাইল চিহ্ন চরণ ॥ ৪
গৃহে দুইজন দেখে লঘু পদচিহ্ন ।
তাহে শোভে ধ্বজ বজ্র শঙ্খ চক্র মীন ॥ ৫
দেখিয়া দোহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময় ।
কার পদচিহ্ন ঘরে, না পায় নিশ্চয় ॥ ৬
মিশ্র কহে—বালগোপাল আছে শিলা-সঙ্গে ।
তেঁহো মূর্ত্তি হঞা ঘরে খেলে জান রঙ্গে ॥ ৭
সেই ক্ষণে জাগি নিমাই করয়ে ক্রন্দন ।
অঙ্কে লৈয়া শচী তারে পিয়াইল স্তন ॥ ৮
স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল ।
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি মিশ্রে বোলাইল ॥ ৯
দেখিয়া মিশ্রের হৈল আনন্দিত মতি ।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

চৈতন্যকৃষ্ণস্য শ্রীচৈতন্যরূপেণাবতীর্ণস্য কৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং বন্দে। কিম্ভূতাম্। মনোহরাং রমণীয়াম্। পুনঃ কিম্ভূতাম্? লৌকিকীমপি নরশিশুচেষ্টিত-তুল্যামপি ঈশচেষ্টয়া ঈশ্বরচেষ্টয়া বলিতং যুক্তং অন্তরং যস্যা তামীশ্বর-ব্যবহারগর্ভামিত্যর্থঃ ।২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

শ্লো । ২। অন্বয় । লৌকিকীমপি (লৌকিক-লীলা হইলেও) ঈশচেষ্টয়া (ঈশ্বর চেষ্টা দ্বারা) বলিতান্তরাং (অন্তরে যুক্তা) চৈতন্যদেবস্য (শ্রীচৈতন্যদেবের) তাং (সেই) মনোহরাং (মনোহর) বাল্যলীলাং (বাল্যলীলাকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি) ।

অনুবাদ । যাহা লৌকিকী লীলা হইলেও ঈশ্বরচেষ্টাগর্ভা, আমি শ্রীচৈতন্যের সেই মনোহর-বাল্যলীলাকে বন্দনা করি । ২ ।

লৌকিকীমপি—লৌকিকী । শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা নরলীলা ; তাঁহার বাল্যলীলাও আপাতঃ-দৃষ্টিতে নর-শিশুর লীলা বলিয়াই প্রতীয়মান হয় ; তাই ইহাকে লৌকিকী লীলা বলা হইয়াছে । কিন্তু নর-শিশুর লীলার মত মনে হইলেও বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, প্রভুর বাল্যলীলায় ঈশ্বরের কার্য্যের ন্যায় অলৌকিক ঐশ্বর্য্যও প্রকাশ পাইতেছে ; তাই ঐ লীলাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে **ঈশচেষ্টয়া বলিতান্তরাম্**—অন্তরে ঈশ্বরচেষ্টা দ্বারা যুক্ত ; ঈশ্বরচেষ্টাগর্ভ ; যাহার অভ্যন্তরে ঐশ্বর্য্য ক্রিয়া করিতেছে । গৃহে ধ্বজ-বজ্রাদির চিহ্নযুক্ত পদচিহ্ন প্রদর্শন (৫।৬ পয়ার), স্বীয় চরণে ধ্বজবজ্রাদিচিহ্ন প্রদর্শন (৯ পয়ার), মৃদ্ভক্ষণ-ব্যপদেশে তত্ত্বোপদেশ (২১-২৬ পয়ার), অতিথি-বিপ্রের অন্নভক্ষণ (৩৪ পয়ার), চোরের স্কন্ধে চড়িয়া গৃহে আগমন (৩৫ পয়ার), বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভক্ষণ (৩৬ পয়ার), নারিকেল আনয়ন (৪৩।৪৪ পয়ার), মাতার পার্শ্বে শয়নকালে গৃহে দিব্যলোকের আগমন (৭২ পয়ার), খালি পায়ে নূপুরের ধ্বনি প্রকাশ (৭৪ পয়ার), জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক স্বপ্নযোগে জগন্নাথমিশ্রের প্রতি সরোষ বচন (৭৯-৮৭ পয়ার) ইত্যাদি কার্য্যে প্রভুর লৌকিকী বাল্যলীলাতেও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে ।

৪ । **উত্তান-শয়ন**—চিৎ হইয়া শোওয়া । **আগে**—প্রথমে । প্রভুর বাল্য-লীলার প্রথম লীলা হইল চিৎ হইয়া শোওয়া । নর-শিশুও সর্ব্বপ্রথমে চিৎ হইয়াই শয়ন করে । প্রভু যখন মাত্র চিৎ হইয়া শুইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই একদিন অদ্ভুত উপায়ে পিতামাতাকে স্বীয় চরণ-চিহ্ন দেখাইলেন ; কিরূপে ইহা দেখাইলেন, তাহা পরবর্ত্তী ৫—১০ পয়ারে বর্ণিত হইয়াছে ।

৫-১০ । একদিন শিশু-গৌরচন্দ্র ঘুমাইয়া আছেন, এমন সময়ে শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্র উভয়েই দেখিলেন,

চিহ্ন দেখি চক্রবর্ত্তী বোলেন হাসিয়া—।
লগ্ন গণি পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া ॥ ১১

বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ-ভূষণ।
এই শিশু অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহাদের ঘরের মেঝেতে ছোট ছোট পদচিহ্ন; সেই পদচিহ্নের মধ্যে আবার ধ্বজ, বজ্র, শঙ্খ, চক্র, মীনাদির চিহ্নও দেখা গেল: মানুষের পায়ে এসকল চিহ্ন থাকে না; তাই গৃহস্থিত পদচিহ্নে ধ্বজবজ্রাদি চিহ্ন দেখিতে পাইয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন; কাহার এই পদচিহ্ন, তাহা তাঁহারা ঠিক করিতে পারিলেন না। মিশ্র-ঠাকুর অনুমান করিলেন—তাঁহাদের গৃহে যে শালগ্রাম-শিলারূপী বাল-গোপাল আছেন, তিনিই হয়তো মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঘরে খেলা করিয়া বেড়াইয়াছেন; তাহাতেই তাঁহার পদচিহ্ন গৃহভিত্তিতে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি শচীমাতার নিকটেও এই কথা বলিলেন; ঠিক এই সময়েই শিশু-নিমাইয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন; শচীমাতা দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহাকে কোলে লইয়া বসিয়া স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন; স্তন্যপান করাইতে করাইতে শিশুর চরণ-তলের প্রতি মাতার দৃষ্টি পতিত হইল; তখনই মাতা দেখিলেন—শিশুর পায়েই ধ্বজ-বজ্রাদি চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে; দেখিয়া মাতা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন—নরশিশুর পায়ে এসব চিহ্ন কিরূপে আসিল? তিনি তৎক্ষণাৎ মিশ্রঠাকুরকে ডাকিয়া শিশুর পদচিহ্ন দেখাইলেন; মিশ্র তাহা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং গোপনে নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তীকে ডাকাইলেন।

যে শিশু চলিতে পারে না, চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে মাত্র, গৃহ-ভিত্তিতে তাহার পদচিহ্ন দৃষ্ট হওয়া ঈশ্বর-চেষ্টার পরিচায়ক। প্রভুর বাল্য-লীলায় ইহাই সর্ব্বপ্রথম ঈশ্বর-চেষ্টার (ঐশ্বর্য্যের) পরিচায়ক। **গৃহে**—গৃহের ভিত্তিতে; ঘরের মেঝেতে। মাটীর মেঝে লেপিয়া যাওয়ার পরে তাহাতে চলিয়া বেড়াইলে পায়ের চিহ্ন অঙ্কিত হয়। **দুইজন**—শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্র। **লঘু পদচিহ্ন**—শিশুর পায়ের মত ছোট ছোট-পায়ের চিহ্ন। **তাহে শোভে**—গৃহভিত্তির পদচিহ্নে শোভা পায়। **ধ্বজবজ্র** ইত্যাদি—মহাপ্রভুর চরণ-যুগলে উনিশটী চিহ্ন আছে; যথা:—ধ্বজা (পতাকা), পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, উর্দ্ধরেখা, অষ্টকোণ, ইন্দ্রচাপ (ধনু), ত্রিকোণ (ত্রিভুজ), কলস, অর্দ্ধচন্দ্র, অম্বর (শূন্যাকৃতি), মৎস্য, গোষ্পদ, জম্বুফল, চক্র, শঙ্খ ও আতপত্র (ছত্র)। এই সকল চিহ্ন গৃহভিত্তিস্থিত পদচিহ্নে শোভা পাইতেছিল। **শিলা সঙ্গে**—শালগ্রাম শিলার সঙ্গে; শালগ্রামশিলায় অধিষ্ঠিত। মিশ্রের গৃহে বালগোপাল শালগ্রাম-শিলারূপেই অবস্থান করিতেছিলেন। **মূর্ত্তি হঞা**—বালগোপাল-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া। **অঙ্কে**—কোলে। **সেই চিহ্ন পায়ে দেখি**—গৃহভিত্তিস্থ পদচিহ্নে ধ্বজবজ্রাদি যে সকল চিহ্ন দেখা গিয়াছিল, সে সকল চিহ্নই নিমাইয়ের পায়ে মাতা দেখিলেন। **গুপ্তে**—গোপনে; অপরে যেন না জানিতে পারে, এই ভাবে।

১১-১২। নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তী আসিয়াও শিশুর চরণ-তলে ধ্বজ-বজ্রাদি চিহ্ন দেখিলেন; দেখিয়া আনন্দে তিনি হাসিলেন; হাসিয়া বলিলেন—"শিশুর জন্মলগ্ন গণিয়া আমি তো পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, এই শিশু একজন মহাপুরুষ হইবে; ইহার জন্মলগ্নেও মহাপুরুষের লক্ষণ আছে, আর ইহার শরীরেও দেখ মহাপুরুষের বত্রিশটী লক্ষণ রহিয়াছে।"

লগ্ন গণি—জন্ম লগ্ন গণনা করিয়া। **পূর্ব্বে**—জন্মমাত্রই। **বত্রিশ লক্ষণ**—মহাপুরুষদের দেহে বত্রিশটী বিশেষ লক্ষণ থাকে; নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকে এই বত্রিশটী লক্ষণের উল্লেখ আছে।

তথাহি সামুদ্রিকে (৩)

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্বঃ-পৃথু-গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্ ॥ ৩

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত চরণ।
এই শিশু সব লোকের করিবে তারণ ॥ ১৩
এই ত করিবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার।
ইহা হৈতে হবে দুই কুলের উদ্ধার ॥ ১৪
মহোৎসব কর সব—বোলাহ ব্রাহ্মণ।
আজি দিন ভাল, করিব নামকরণ ॥ ১৫
সর্ব্বলোকের করিব ইঁহো ধারণ-পোষণ।
"বিশ্বম্ভর" নাম ইঁহার এই ত কারণ ॥ ১৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসু নাসা-ভুজ-হনু-নেত্র-জানুষু দীর্ঘঃ॥ পঞ্চসূক্ষ্মঃ পঞ্চসু ত্বক্-কেশাঙ্গুলিপর্ব্ব-দন্ত-রোমসু সূক্ষ্মঃ। সপ্তরক্তঃ সপ্তসু নেত্রান্ত-পাদতল-করতল-তাল্বধরৌষ্ঠ-জিহ্বা-নখেষু রক্তঃ। ষড়ুন্নতঃ ষট্সু বক্ষঃ-স্কন্ধ-নখ-নাসিকা-কটি-মুখেষু উন্নতঃ। ত্রিহ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরঃ ত্রিহ্রস্বঃ ত্রিপৃথুঃ ত্রিগম্ভীর ইত্যর্থঃ.। তত্তদ্‌যথা ত্রিষু গ্রীবা-জঙ্ঘা-মেহনেষু হ্রস্বতা; পুনস্ত্রিষু কটি-ললাট-বক্ষঃসু পৃথুতা; পুনস্ত্রিষু নাভি-স্বর-সত্ত্বেষু গম্ভীরতেতি। এতানি পঞ্চদীর্ঘাদীনি দ্বাত্রিংশল্লক্ষণানি যস্য, সঃ মহান্ পুরুষইতি।৩।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৩। **অন্বয়।** মহান্ (মহাপুরুষ) দ্বাত্রিংশল্লক্ষণঃ (বত্রিশটী লক্ষণযুক্ত)—পঞ্চদীর্ঘঃ (পাঁচটী অঙ্গ দীর্ঘ), পঞ্চসূক্ষ্মঃ (পাঁচটি অঙ্গ সূক্ষ্ম), সপ্তরক্তঃ (সাতটী অঙ্গ রক্তবর্ণ), ষড়ুন্নতঃ (ছয়টী অঙ্গ উন্নত), ত্রিহ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরঃ (তিনটি অঙ্গ খর্ব্ব, তিনটী অঙ্গ বিস্তীর্ণ এবং তিনটী অঙ্গ গম্ভীর)।

অনুবাদ। মহাপুরুষের বত্রিশটী লক্ষণ—(নাসা, ভুজ, হনু, নেত্র এবং জানু-এই) পাঁচটী অঙ্গ দীর্ঘ থাকে; (ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলিপর্ব্ব, দন্ত, এবং রোম, এই) পাঁচটী সূক্ষ্ম থাকে; (নেত্রপ্রান্ত, পদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা, এবং নখ এই) সাত স্থলে রক্তবর্ণ; (বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি দেশ, এবং মুখ এই) ছয়টী অঙ্গ উন্নত; (গ্রীবা, জঙ্ঘা, এবং মেহন এই) তিনটী অঙ্গ হ্রস্ব; (কটি দেশ, ললাট এবং বক্ষঃস্থল এই) তিনটী অঙ্গ বিস্তীর্ণ; এবং (নাভি, স্বর ও বুদ্ধি এই) তিনটী গম্ভীর। ৩।

ভুজ—বাহু। হনু—চোয়ালি। জানু—হাঁটু। জঙ্ঘা—উরুদেশ। মেহন—শিশ্ন: জননেন্দ্রিয়। উক্ত শ্লোকানুবাদে মহাপুরুষের বত্রিশটী অঙ্গ-লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ১২ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৩-১৪। ১১-১৬ পয়ার নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর উক্তি, জগন্নাথমিশ্রের প্রতি।

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত ইত্যাদি—নারায়ণের হাতে ও পায়ে যে সকল চিহ্ন থাকে, এই শিশুর হাতে এবং পায়েও সেই সকল চিহ্ন আছে। ইহা হইতে মনে হয়, এই শিশু যথাসময়ে সমস্ত লোককে উদ্ধার করিবে এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিবে। **তারণ**—উদ্ধার। **দুই কুলের**—পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের।

১৫-১৬। দিন ভাল দেখিয়া নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী সেই দিনই শিশুর নাম-করণোৎসবের আয়োজন করিতে বলিলেন। জন্মদিবসাবধি দশম, দ্বাদশ, একাদশ কিম্বা শততম দিবসে, অথবা কুলাচার-অনুসারে শুভদিনে শুভ তিথিতে ও শুভযোগ-করণে শিশুর নাম-করণ প্রশস্ত। "দিগবিশিবশতাহে তৎকুলাচারতো বা শুভতিথিদিন-যোগে নাম কুর্য্যাৎ প্রশস্তম্।"

ধারণ-পোষণ—১।৩।২৫-২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শুনি শচী-মিশ্রের মনে আনন্দ বাঢ়িল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আনি মহোৎসব কৈল ॥ ১৭
তবে কথোদিনে প্রভুর জানুচংক্রমণ।
নানা চমৎকার তথা করাইল দর্শন ॥ ১৮
ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম।
নারী সব 'হরি' বোলে, হাসে গৌরধাম ॥ ১৯
তবে কথোদিনে কৈল পদচংক্রমণ।
শিশুগণে মিলি করে বিবিধ খেলন ॥ ২০
একদিন শচী খৈ-সন্দেশ আনিয়া।
বাটা ভরি দিয়া বৈল—'খাও ত বসিয়া' ॥ ২১
এত বলি গেলা গৃহকর্ম্মাদি করিতে।
লুকাইয়া লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥ ২২
দেখি শচী ধাঞা আইলা করি হায় হায়।
মাটী কাড়ি লঞা কহে—মাটী কেনে খায় ? ২৩
কান্দিয়া বোলেন শিশু—কেনে কর রোষ ?
তুমি মাটী খাইতে দিলে, মোর কিবা দোষ ? ২৪
খৈ সন্দেশ অন্ন যত—মাটীর বিকার।
এহো মাটী সেহো মাটী—কি ভেদ বিচার ? ২৫
মাটী দেহ মাটী ভক্ষ্য—দেখহ বিচারি।
অবিচারে দেহ দোষ, কি বলিতে পারি ? ২৬
অন্তরে বিস্মিতা শচী বলিল তাঁহারে—।
মাটী খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাইল তোরে ॥ ২৭
মাটীর বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়।
মাটী খাইলে রোগ হয়—দেহ যায় ক্ষয় ॥ ২৮
মাটীর বিকার ঘটে পানী ভরি আনি।
মাটীপিণ্ডে ধরি যবে—শোষি যায় পানী ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৮। **জানুচংক্রমণ**—জানুর (হাঁটুর) সাহায্যে ভ্রমণ; হামাগুড়ি দিয়া চলা। **নানা চমৎকার** ইত্যাদি—হাঁমাগুড়ি দিয়া চলিবার সময় প্রভু অনেক অদ্ভুত লীলা করিয়াছেন; শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের আদিখণ্ড তৃতীয় অধ্যায় হইতে এস্থলে এরূপ একটী লীলার কথা উল্লেখ করা হইতেছে। এই সময়ে প্রভু সর্ব্বত্র নির্ভয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেন—আগুন, সাপ, যাহা কিছু পাইতেন, তাহাই ধরিতেন। একদিন প্রভু এক সর্পকে ধরিয়া বসিলেন; সর্পও কুণ্ডলী পাকাইয়া প্রভুকে জড়াইয়া ধরিল; প্রভুও সর্পের উপরে শয়ন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। চারিদিকে লোক হায় হায় করিতে লাগিল; কেহ বা "গরুড় গরুড়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; শচী-জগন্নাথ ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। এসমস্ত গণ্ডগোল শুনিয়া সর্পটী প্রভুকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল; প্রভুও আবার তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিলেন; তখন সকলে তাঁহাকে ধরিয়া ফিরাইয়া আনিলেন এবং রক্ষামন্ত্রাদি পড়িতে লাগিলেন।

২০-২১। **পদচংক্রমণ**—পায়ে চলিয়া বেড়ান; হাঁটিয়া চলা। **শিশুগণে মিলি** ইত্যাদি—প্রতিবেশী শিশুদিগের সহিত মিলিত হইয়া নানাবিধ খেলা করিতেন। **বৈল**—(শচীমাতা) বলিলেন।

২৪-২৬। নিমাই খৈ-সন্দেশ না খাইয়া মাটী খাইতেছিলেন; ইহা প্রভুর বাল্যলীলা। কিন্তু মাতার প্রশ্নের উত্তরে শিশু-নিমাই যাহা (২৪-২৬ পয়ারে) বলিলেন, তাহা শিশুর কথা নহে—তাহা ঈশ্বর-চেষ্টা মাত্র। মা রাগ করিতেছেন দেখিয়া প্রাকৃত বালকের ন্যায় নিমাই কাঁদিয়া ফেলিলেন (ইহা বাল্যলীলা); কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"মা, তুমি কেন রাগ করিতেছ ? তুমিই তো আমাকে মাটী খাইতে দিয়াছ, আমার কি দোষ ? খৈ বল, সন্দেশ বল, অন্ন বল—সমস্তই তো মাটী হইতে উৎপন্ন—সুতরাং সমস্তই মাটীর বিকার—সমস্তই স্বরূপতঃ মাটী; তুমি যে খৈ-সন্দেশ দিয়াছ, তাহাও যেমন মাটী—আর আমি যাহা খাইতেছিলাম, তাহাও তেমনি মাটী; ইহাতে আর প্রভেদ কি আছে ? বিচার করিয়া দেখ—দেহও মাটী, আমাদের ভক্ষ্য অন্নাদিও মাটী। সুতরাং আমার মাটী খাওয়ায় কি দোষ হইল ? তুমি যদি অবিচারে আমায় দোষ দাও, তাহা হইলে আর আমি কি বলিব ?"

এই যে তত্ত্ববিচারের কথা প্রভু বলিলেন, তাহাতেই প্রভুর ঈশ্বরত্বের প্রকাশ—ঈশ্বরের শক্তি ব্যতীত কোনও দুগ্ধপোষ্য মনুষ্য-শিশু এরূপ তত্ত্ববিচার-মূলক কথা বলিতে পারে না।

২৭-২৯। দুগ্ধপোষ্য শিশু নিমাইয়ের মুখে এরূপ তত্ত্ববিচারের কথা শুনিয়া শচীমাতা অন্তরে অন্তরে

আত্ম লুকাইতে প্রভু কহিল তাঁহারে।
আগে কেনে ইহা মাতা। না শিখাইলে মোরে ॥৩০
এবে ত জানিনু আর মাটী না খাইব।
ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তনদুগ্ধ পিব ॥ ৩১
এত বলি জননীর কোলেতে চড়িয়া।
স্তনপান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ৩২
এইমত নানা-ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায় ॥ ৩৩
অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার ॥ ৩৪
চোরে লৈয়া গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া।
তার স্কন্ধে চড়ি আইলা তারে ভুলাইয়া ॥ ৩৫
ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ-হিরণ্য সদনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইলা একাদশীদিনে ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

খুব বিস্মিত হইলেন ; কিন্তু বিস্মিত হইলেও তাঁহার বাৎসল্যই প্রাধান্য লাভ করিল ; তিনি মনের বিস্ময় চাপিয়া রাখিয়া স্নেহের সহিত নিমাইকে বলিলেন—"বাছা, এসব তত্ত্বজ্ঞান তোকে কে শিখাইল ? শুন বাছা, মাটী ও মাটীর বিকার এক বস্তু নহে (তত্ত্বতঃ এক হইলেও গুণের পার্থক্য আছে) ; দেখ, অন্ন মাটীর বিকার ; কিন্তু অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয় ; কিন্তু মাটী খাইলে রোগ হয়, দেহ ক্ষয় পায়। আরও দেখ, ঘট হইল মাটীর বিকার, সেই ঘটে করিয়া জল তুলিয়া আনা যায় ; কিন্তু মাটীর পিণ্ডে যদি জল ধরিয়া রাখা হয়, তাঁহা হইলে সমস্ত জলই শুষ্ক হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায়, মাটী ও খৈ-সন্দেশে কিরূপে সমান হইল বলতো বাছা ? **জ্ঞানযোগ**—তত্ত্ববিচার।

৩০-৩১। মাতার কথা শুনিয়া প্রভু আত্মগোপন করিতে (নিজের ঈশ্বরত্ব লুকাইতে) চেষ্টা করিয়া প্রাকৃত বালকের ন্যায় বলিলেন—"মা, আগে তো তুমি এসব কথা আমাকে বল নাই ; তোমার কথা শুনিয়া এখন সমস্তই বুঝিলাম, আর আমি মাটী খাইবনা মা ; যখন ক্ষুধা পাইবে, তখন তোমার স্তন্য পান করিব।"

৩৪। একদা রাত্রিকালে এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ জগন্নাথমিশ্রের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। রান্না করিয়া ভোগ লাগাইয়া তিনি ইষ্টমন্ত্র ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় দেখেন—কোথা হইতে বালক নিমাই আসিয়া ভোগের অন্ন খাইতেছেন। ভোগ নষ্ট হইল বলিয়া বিপ্র হায় হায় করিয়া উঠিলেন। জগন্নাথমিশ্র মহাক্রোধে বালক নিমাইকে তাড়না করিয়া অনেক অনুনয়-বিনয়ের পরে আবার পাক করার জন্য বিপ্রকে সম্মত করাইলেন। বিপ্র আবার পাক করিতে বসিলেন, শচীমাতা নিমাইকে কোলে করিয়া অন্য বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বিপ্র যখন আবার ভোগ লাগাইয়া ধ্যানে বসিলেন, তখনই আবার কিরূপে নিমাই সেখানে আসিয়া ভোগের অন্ন খাইতে আরম্ভ করিলেন। মিশ্র মহাক্রোধে নিমাইকে মারিতে গেলেন, নিমাই পলাইলেন। বিশ্বরূপের অনুরোধে বিপ্র আবার পাক করিলেন। নিমাই ঘরে নিদ্রিত, মিশ্র লাঠি হাতে দ্বারে পাহারায়। কিন্তু আবার যখন বিপ্র ভোগ লাগাইলেন, আবার নিমাই ভোগের অন্ন খাইতে লাগিলেন। এবার যোগমায়ার প্রভাবে মিশ্রাদি সকলেই নিদ্রিত। প্রভু এবার কৃপা করিয়া বিপ্রকে বালগোপাল-মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া তাঁহাকে ধন্য করিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা দ্রষ্টব্য। **গুপ্তে**—গোপনে। **নিস্তার**—উদ্ধার।

৩৫। প্রভুর বাল্যকালে একদিন প্রভুর অঙ্গের অলঙ্কারের লোভে দুই চোর প্রভুকে কোলে করিয়া নিজ বাড়ীর দিকে রওনা হইল। কিন্তু বৈষ্ণবীমায়ায় তাহারা পথ ভুলিয়া গেল, অনেকক্ষণ ঘুরিয়া পরে জগন্নাথমিশ্রের বাড়ীতে আসিয়া মনে করিল যেন তাহাদের নিজ বাড়ীতেই আসিয়াছে—ইহা ভাবিয়া নিমাইকে বলিল "বাপ, এবার নাম, বাড়ী আসিয়াছি।" এখন অলঙ্কার খুলিয়া লইবে ইহা ভাবিয়া চোর মহাসন্তুষ্ট। এমন সময় প্রভু চোরের কোল হইতে নামিয়া হাসিতে হাসিতে জগন্নাথমিশ্রের কোলে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন চোরদ্বয়ের ভ্রম দূর হইল, এক পা দুই পা করিয়া তাহারা পলায়ন করিল। (শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদি ৩য় অঃ দ্রষ্টব্য।) এস্থলে চোরকে ভুলাইয়া নিজ বাড়ীতে আনা ঈশচেষ্টা।

৩৬। **ব্যাধিচ্ছলে**—রোগের ছলনা করিয়া। প্রভুর বাল্যকালে তিনি যখন ক্রন্দন করিতেন, তখন কেহ

শিশু-সব লৈয়া পাড়াপড়সীর ঘরে ।
চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে ॥ ৩৭
শিশুসব শচী-স্থানে কৈল নিবেদন ।
শুনি শচী পুত্রে কিছু দিলা ওলাহন ॥ ৩৮
কেনে চুরি কর, কেনে মারহ শিশুরে ?
কেনে পর-ঘরে যাহ, কিবা নাহি ঘরে ? ৩৯
শুনি প্রভু ক্রুদ্ধ হৈয়া ঘর ভিতর যাঞা ।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥ ৪০
তবে শচী কোলে করি করাইল সন্তোষ ।
লজ্জিত হইলা প্রভু জানি নিজদোষ ॥ ৪১
কভু মৃদু-হস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন ।
মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি করয়ে ক্রন্দন ॥ ৪২
নারীগণ কহে,—নারিকেল দেহ আনি ।
তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী ॥ ৪৩
বাহির হইয়া আনিল (প্রভু) দুই নারিকেল ।
দেখিয়া অপূর্ব্ব, হৈল বিস্মিত সকল ॥ ৪৪
কভু শিশুসঙ্গে স্নান করেন গঙ্গাতে ।
কন্যাগণ আইলা তাঁহা দেবতা পূজিতে ॥ ৪৫
গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিলা ।
কন্যাগণমধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা ॥ ৪৬
কন্যাগণে কহে—আমা পূজ, আমি দিব বর ।
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর—মহেশ কিঙ্কর ॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

তাঁহার নিকটে হরিনাম করিলেই তাঁহার ক্রন্দন থামিত । একদিন অসুখের ভাণ করিয়া প্রভু ক্রন্দন করিতেছেন ; সকলে কত হরিনাম করিল, কিন্তু কিছুতেই ক্রন্দন থামে না । অনেক সাধ্যসাধনার পরে প্রভু বলিলেন, "যদি আমার প্রাণ বাঁচাইতে চাও, তবে জগদীশ-পণ্ডিত ও হিরণ্যের নিকট যাও । আজ একাদশী ; তাহারা উপবাসী থাকিয়া বিষ্ণুর নৈবেদ্যের যোগাড় করিয়াছে । সেই নৈবেদ্যের জিনিস আমাকে খাইতে দিলে আমি সুস্থ হইব ।" ইহা শুনিয়া সকলে প্রমাদ গণিল । জগদীশ ও হিরণ্য একথা শুনিয়া ভাবিলেন "আজি যে হরিবাসর, তাহা শিশু-নিমাই কিরূপে জানিল ? আর আমাদের বিষ্ণু-নৈবেদ্যের কথাইবা জানিল কিরূপে ? নিশ্চয়ই এই শিশুর দেহে বালগোপাল আছেন ।" এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা স্বহস্তে নৈবেদ্য আনিয়া নিমাইকে খাওয়াইলেন । (শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য ।) এস্থলে একাদশীব্রত এবং বিষ্ণুনৈবেদ্য-সজ্জার কথা জানা হইল ঈশচেষ্টা । প্রভুর গূঢ় উদ্দেশ্য বোধ হয় ভাগ্যবান্ জগদীশ-হিরণ্যকে কৃতার্থ করা ।

৩৮ । **ওলাহন**—আক্ষেপসূচক বাক্য ; ওল্না করা ।

৪২-৪৪ । **মূর্চ্ছিতা**—শচীমাতা বাস্তবিক মূর্চ্ছিতা হয়েন নাই ; নিমাইয়ের মৃদু তাড়নায় ব্যথা পাইয়াছেন বলিয়া এবং তজ্জন্য মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন বলিয়া ভাণ করিলেন । **বিস্মিত**—বাহির হইয়াই নারিকেল লইয়া ফিরিয়া আসাতে সকলে বিস্মিত হইলেন ; কারণ, কোথা হইতে নারিকেল আনিলেন, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারিলেন না । ইহাও প্রভুর ঈশচেষ্টার পরিচায়ক । তাঁহার ইচ্ছামাত্রই লীলাশক্তি তাঁহার হস্তে নারিকেল দিয়াছিলেন ।

৪৭ । নিমাই কন্যাগণকে বলিতেন—"গঙ্গা দুর্গাদির পূজা না করিয়া, আমাকেই পূজা কর । মহেশ (মহাদেব) আমার দাস ; আর গঙ্গা, দুর্গাদি আমার দাসী ; আমি সন্তুষ্ট হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন ; সুতরাং আমাকেই পূজা কর ।

এই উক্তির মধ্যেও প্রভুর ঈশ্বরত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ; তিনি স্বয়ংভগবান্ বলিয়া গঙ্গা-মহেশাদি তত্ত্বতঃই যে তাঁহার শক্তি এবং অংশ-কলাদি বলিয়া তাঁহার দাস-দাসী এবং স্বয়ংভগবানের পূজাতেই যে অন্যদেবতাদি এবং সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপাদি সন্তুষ্ট, ইহাও তত্ত্বতঃ সত্যকথা (ভা, ৪।৩১।১৪) । আর কি উদ্দেশ্যে এই কন্যাগণ দেবতা পূজা করিতে আসিয়াছিল, তাহাও প্রভু জানিতে পারিয়াছিলেন ; তাহাদের অভীষ্টপূরণের ইচ্ছাও প্রভুর জন্মিয়াছিল । তাহাদের অভিপ্রায় জানা এবং তাহাদের অভীষ্টপূরণের ইচ্ছাই তাঁহার ঈশ্বর-চেষ্টা । স্বয়ং তাহাদের পূজাগ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিবার উদ্দেশ্যেই প্রভু তাহাদের মধ্যে আসিয়া বসিলেন ; ইহাও ঈশ্বর-চেষ্টা ।

আপনি চন্দন পরি পরেন ফুল-মালা ।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চালু কলা ॥ ৪৮
ক্রোধে কন্যাগণ বোলে—শুনহে নিমাই ।
গ্রাম-সম্বন্ধে তুমি আমা সভাকার ভাই ॥ ৪৯
আমাসভার পক্ষে ইহা করিতে না জুয়ায় ।
না লহ দেবতাসজ্জ, না কর অন্যায় ॥ ৫০
প্রভু কহে—তোমাসভাকে দিল এই বর— ।
তোমাসবার ভর্ত্তা হবে পরমসুন্দর ॥ ৫১
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধনধান্যবান্ ।
সাতসাত পুত্র হৈবে চিরায়ু মতিমান্ ॥ ৫২
বর শুনি কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ ।
বাহিরে ভর্ৎসনা করে করি মিথ্যা রোষ ॥ ৫৩
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া ।
তারে ডাকি প্রভু কহে সক্রোধ হইয়া— ॥ ৫৪
যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী ।
বুড়া ভর্ত্তা হবে আর চারিচারি সতিনী ॥ ৫৫
ইহা শুনি তা-সভার মনে হৈল ভয়— ॥
জানি কোন দেবাবিষ্ট ইহাতে বা হয় ? ॥ ৫৬
আনিয়া নৈবেদ্য তারা সম্মুখে ধরিল ।
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল ॥ ৫৭
এইমত চাপল্য সব লোকেরে দেখায় ।
দুঃখ কারো মনে নহে, সভে সুখ পায় ॥ ৫৮
একদিন বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীনাম ।
দেবতা পূজিতে আইলা করি গঙ্গাস্নান ॥ ৫৯
তাহা দেখি প্রভুর হৈল সাভিলাষ মন ।
লক্ষ্মী চিত্তে প্রীত পাইলা প্রভু-দরশন ॥ ৬০
সাহজিক প্রীতি দোঁহার করিল উদয় ।
বাল্যভাবাচ্ছন্ন তভু হইল নিশ্চয় ॥ ৬১
দোঁহা দেখি দোঁহার চিত্তে হইল উল্লাস ।
দেবপূজাচ্ছলে দোঁহে করেন প্রকাশ ॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৪৮-৫০ । **চালু**—চাউল । **না জুয়ায়**—উচিত নহে । **দেবতাসজ্জ**—দেবতার পূজার জন্য আনীত নৈবেদ্যাদি ।

৫১-৫২ । **ভর্ত্তা**—স্বামী । **বিদগ্ধ**—রসিক । **চিরায়ু**—দীর্ঘজীবী । **মতিমান্**—সুমতি ।

৫৬-৫৭ । **জানি কোন ইত্যাদি**—কি জানি, যদি ইঁহাতে কোনও দেবতার আবেশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তো ইঁহার অভিসম্পাত সত্য হইতে পারে—এইরূপ ভাবিয়া কন্যাগণের মনে ভয় হইল । তখন ভয়ে সকলে নৈবেদ্যাদি আনিয়া প্রভুর সম্মুখে ধরিলেন ; তিনিও তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভীষ্ট বর দিলেন ।

৫৯-৬০ । একদিন বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবী গঙ্গাস্নান করিয়া দেবতা পূজা করিবার অভিপ্রায়ে গঙ্গার ঘাটে আসিলেন ; গঙ্গার ঘাটে প্রভু তাঁহাকে দেখিলেন, দেখিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল, লক্ষ্মীর সহিত আলাপাদি করার নিমিত্ত প্রভুর বলবতী বাসনা জন্মিল । প্রভুকে দেখিয়া লক্ষ্মীদেবীর মনও বিশেষরূপে প্রসন্ন হইল ।

দেবতা পূজিতে—উত্তম স্বামী পাওয়ার আশায় কুমারী কন্যারা মহাদেবের পূজা করিয়া থাকে ; পরবর্ত্তী ৬৩ পয়ারের মর্ম্ম হইতেও মনে হয়, লক্ষ্মীদেবী মহাদেবের পূজা করিতেই গঙ্গার ঘাটে আসিয়াছিলেন । **সাভিলাষ মন**—অভিলাষযুক্ত মন ; লক্ষ্মীদেবীর সহিত আলাপাদি করার নিমিত্ত প্রভুর মনে বলবতী ইচ্ছা জন্মিয়াছিল, ইহাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য ।

৬১-৬২ । **সাহজিক প্রীতি**—স্বাভাবিক প্রীতি । পূর্ব্বলীলায় প্রভু ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ; আর লক্ষ্মীদেবী হইলেন তত্ত্বতঃ বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী ; জানকী ও রুক্মিণীর ভাবও তাঁহাতে ছিল (গৌরগণোদ্দেশ । ৪৫।৪৬) । লক্ষ্মী এবং জানকী শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপবিশেষের কান্তা ; আর রুক্মিণী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই কান্তা, সুতরাং লক্ষ্মীদেবী ও প্রভুর মধ্যে নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধ ছিল দাম্পত্যভাবময় । প্রকটলীলায় তখন পর্য্যন্ত তাঁহারা বাল্যভাবে আবিষ্ট থাকায় তাঁহাদের এই দাম্পত্যভাব প্রচ্ছন্ন ছিল ; এক্ষণে পরস্পরের দর্শনে তাঁহাদের দাম্পত্য প্রকটিত না হইলেও তদনুকূল যে প্রীতি, উভয়ের প্রতি উভয়ের চিত্তেই তাহা স্ফুরিত হইল । তাই পরস্পরকে দেখিয়া পরস্পরের চিত্তই উল্লসিত হইল ; দেবপূজার ব্যপদেশে উভয়েই উভয়ের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন ।

প্রভু কহে—আমা পূজ, আমি মহেশ্বর।
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর ॥ ৬৩
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল পুষ্প চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন। ৬৪
প্রভু তাঁর পূজা পাঞা হাসিতে লাগিলা।
শ্লোক পড়ি তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈলা ॥ ৬৫

তথাহি (ভাঃ—১০।২২।২৫)—

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভো সাধ্ব্যঃ ভবতীনাং মদর্চ্চনমেব সঙ্কল্পো মনোরথঃ স চ লজ্জয়া যুষ্মাভিরকথিতোঽপি ময়া বিদিতঃ স ময়ানুমোদিতশ্চ অতঃ সত্যোভবিতুমর্হতীতি। অর্হতীতি সম্ভাবনোক্ত্যা আত্যন্তিকো ন ভবিষ্যতীতি সূচিতম্ ॥ শ্রীধরস্বামী ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৩-৬৪। পূজাচ্ছলে কিরূপে উভয়ে উভয়ের ভাব ব্যক্ত করিলেন, তাহা বলিতেছেন।

প্রভু লক্ষ্মীদেবীকে বলিলেন—“তুমি তো শিবপূজা করিতেই আসিয়াছ? আমাকেই পূজা কর; আমিই মহেশ্বর—শিব। আমাকে পূজা করিলেই তোমার বাসনা সিদ্ধ হইবে।”

অভীপ্সিত বর—তোমার বাঞ্ছিত বস্তু; উপাসক উপাস্যের চরণে যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করে, সেই প্রার্থনার পরিপূরণ-সূচক বাক্যকে বর বলে। প্রভু লক্ষ্মীকে বলিলেন, “আমার পূজা করিলেই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।” অথবা—বর অর্থ পতি, স্বামী; অভীপ্সিত বর—মনোমত পতি। প্রভু লক্ষ্মীকে বলিলেন—“যেরূপ পতি পাওয়ার আশায় তুমি মহেশ্বরের পূজা করিতে আসিয়াছ, আমার পূজা করিলেই তাহা পাইবে।” এসমস্ত উক্তির অভ্যন্তরে প্রভুর ইঙ্গিত ছিল বোধ হয় এই যে—“আমিই তোমার মহেশ্বর, আমিই তোমার বাঞ্ছিত পতি।”

প্রভুর কথা শুনিয়া লক্ষ্মীদেবীও প্রভুর পূজা করিলেন—প্রভুর অঙ্গে পুষ্প-চন্দন দিলেন এবং গলায় মল্লিকার মালা দিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। সম্ভবতঃ গলায় মালা দিয়াই লক্ষ্মীদেবী মনে মনে প্রভুকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন এবং চরণ-বন্দনার উপলক্ষেই প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

৬৫। **হাসিতে লাগিলা**—প্রভু অনুমোদনসূচক হাসিই হাসিয়াছিলেন। **শ্লোক পড়ি**—“সঙ্কল্পো বিদিত” ইত্যাদি নিম্নোদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার আশায় গোপকন্যাগণ কাত্যায়নীব্রত করিয়াছিলেন; ব্রতপূর্ণদিনে তাঁহারা যমুনাস্নান করিতে লাগিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা স্ব-স্ব-বস্ত্র-গ্রহণ করিতে আসিলে শ্রীকৃষ্ণ “সঙ্কল্পো বিদিতঃ” ইত্যাদি শ্লোক বলিয়া তাঁহাদের মনোগত ভাবের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন: শ্রীমন্মহাপ্রভুও সেই শ্লোকটীই উচ্চারণ করিয়া লক্ষ্মীদেবীর মনোগত ভাব অঙ্গীকার করিলেন অর্থাৎ তাঁহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিবেন বলিয়া কৌশলে ইঙ্গিত করিলেন। শ্লোকোচ্চারণে ঈশচেষ্টা।

তাঁর ভাব—লক্ষ্মীদেবীর মনোভাব। প্রভুকে পতিরূপে পাওয়াই লক্ষ্মীদেবীর মনোগতভাব ছিল।

শ্লো। ৪। অন্বয়। সাধ্ব্যঃ (হে সাধ্বীগণ)! ভবতীনাং (তোমাদের—তোমাদিগকর্ত্তৃক) মদর্চ্চনং (আমার অর্চ্চন) [এব] (ই) সঙ্কল্পঃ (সঙ্কল্প) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) বিদিতঃ (অবগত) অনুমোদিতঃ (অনুমোদিত) সঃ অসৌ (সেই—ঐ) [সঙ্কল্পঃ] (সঙ্কল্প) সত্যঃ (সত্য) ভবিতুং অর্হতি (হওয়ার যোগ্য—হউক)।

অনুবাদ। হে সাধ্বীসকল! আমার অর্চ্চনই তোমাদের সঙ্কল্প; (তোমরা লজ্জাবশতঃ তাহা না বলিলেও তাহা) আমি জানিয়াছি এবং আমি তাহা অনুমোদন করি; তোমাদের সেই সঙ্কল্প সত্য হউক। ৪।

শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার নিমিত্ত অনূঢ়া গোপকন্যাগণ কাত্যায়নীব্রত করিয়াছিলেন; অবশেষে (পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

এইমত লীলা করি দোঁহে গেলা ঘর।
গম্ভীর চৈতন্যলীলা কে বুঝিবে পর ? ॥ ৬৬

চৈতন্য-চাপল্য দেখি প্রেমে সর্ববজন।
শচী-জগন্নাথে দেখি দেন ওলাহন ॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সাধ্ব্যঃ—সাধু-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সাধ্বী ; তাহার বহুবচনে সাধ্ব্যঃ ; সাধ্বীগণ ; গোপকন্যাগণ অনন্য-চিত্তে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই পতিরূপে কামনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে সাধ্বী বলা হইয়াছে। **মদর্চ্চনং**—আমার অর্চ্চনা ; প্রীতিবিধানই অর্চ্চনার তাৎপর্য্য বলিয়া এস্থলে অর্চ্চন-শব্দের অর্থ প্রীতিবিধান ; আমার প্রীতি-সম্পাদন। **সঙ্কল্পঃ**—মনোরথ ; মনের ঐকান্তিকী বাসনা। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"গোপসুন্দরীগণ ! আমার প্রীতিবিধানই তোমাদের মনের ঐকান্তিকী বাসনা ; সেই উদ্দেশ্যেই তোমরা কত কঠোরতার সহিত একমাস যাবৎ কাত্যায়নী-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছ। কিন্তু লজ্জাবশতঃ তাহা তোমরা প্রকাশ করিয়া না বলিলেও **ময়া বিদিতঃ**—আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি। **অনুমোদিতঃ**—মদ্বিষয়ক-পতিভাবময় প্রেমের দ্বারা একমাত্র আমার সুখ-সম্পাদন ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনও কামনা নাই বলিয়া তোমাদের সঙ্কল্প সাধু-সঙ্কল্পই ; আমি তাহা অনুমোদন করিলাম ; তোমাদের এই সাধু সঙ্কল্প **সত্যঃ ভবিতুং অর্হতি**—সত্য বা অব্যভিচারী হওয়ার যোগ্য ; সুতরাং তাহা সত্যই হইবে ; আমাকে পতিরূপে পাইয়া পত্নীরূপে তোমরা আমার সুখ-বিধান করিতে পারিবে ; অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে আমার কান্তারূপে অঙ্গীকার করিব।"

কাত্যায়নী-ব্রতে গোপীদিগের প্রার্থনামন্ত্র ছিল এই :—"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥—হে কাত্যায়নি ! হে মহামায়ে ! হে মহাযোগিনি ! হে অধীশ্বরি ! হে দেবী ! নন্দগোপের নন্দনকে আমার পতি করিয়া দাও, আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। শ্রীভাগবত। ১০।২২।৪॥"

৬৬। **এই মত**—৬৩—৬৫ পয়ারের মর্ম্মানুরূপ। **দোঁহে**—লক্ষ্মীদেবী ও প্রভু। **পর**—যে আপন নহে ; যে ব্যক্তি প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত নহে। **গম্ভীর চৈতন্য লীলা** ইত্যাদি—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা অত্যন্ত গম্ভীর ; যাঁহারা প্রভুর আপন জন (অন্তরঙ্গ ভক্ত) নহেন, তাঁহারা তাঁহার লীলার গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিবেন না। **গম্ভীর**—গভীর। গম্ভীর-শব্দের সার্থকতা এই যে,—গভীর জলরাশির তলদেশে কি আছে না আছে, তাহা যেমন—যাহারা ডুব দিতে পারে না, তাহারা জানিতে পারে না ; তদ্রূপ, যাঁহারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলারসে ডুব দিতে পারিবেন না, তাঁহার কোন্ লীলার গূঢ় রহস্য কিরূপ, তাহাও তাঁহারা জানিতে পারিবেন না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে—শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও শ্রীনিমাইচাঁদ ৬৩—৬৫ পয়ারের উক্তির অনুরূপ যাহা করিয়াছিলেন, সাধারণ লোক তাহা দেখিয়া বা তাহার বর্ণনা শুনিয়া হয়তো বলিবেন—একটী বালক এবং একটী বালিকা বাল্যচাঞ্চল্য বশতঃই উক্তরূপ আচরণ করিয়াছেন ; কিন্তু গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীর মত যাঁহারা প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত, তাঁহারা উক্ত লীলার কথা শুনিয়াই উপলব্ধি করিবেন যে, লক্ষ্মীদেবী ও নিমাইচাঁদ উক্তরূপ আচরণের দ্বারা কৌশলে পরস্পরের নিকটে পরস্পরের দাম্পত্য-প্রেম-বিষয়ক মনোভাবই প্রকাশ করিলেন। এই ব্যপারে প্রভুর চিত্তে পূর্ব্বলীলার স্মৃতি জাগ্রত হইয়াছিল এবং সেই স্মৃতির আবেশেই উক্তরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহাই এস্থলে তাঁহার ঈশ্বর-চেষ্টা।

৬৭। **চৈতন্য-চাপল্য**—শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্য-চাপল্য। পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় পয়ারে যে সকল চাপল্যের কথা লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত প্রভুর আরও অনেক বাল্যচাপল্যের কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি-খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও দিন সমবয়স্ক শিশুদের সহিত মিলিত হইয়া মধ্যাহ্ন-সময়ে গঙ্গায় যাইতেন ; গঙ্গায় নামিয়া হয়তো পরস্পর জল-ফেলাফেলি করিতেন, অথবা পায়ে জল ছিটাইয়া সাঁতার দিতেন। কত পুরুষ, নারী, কত বালক, বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, কত শান্ত দান্ত গৃহস্থ, সন্ন্যাসী গঙ্গাস্নানে যাইতেন ; তাঁহাদের গায়ে জলের ছিটা পড়িত। কেহ হয়তো সন্ধ্যাপূজার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহার গায়ে হয়তো পায়ের জলের ছিটা দিতেন, কি মুখ হইতে কুল্লোলজল দিতেন—তাঁহাকে পুনরায় স্নান করিতে হইত। কেহ হয়তো গাঙ্গাহ্নিকে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়াছেন

একদিন শচীদেবী পুত্রেরে ভৎর্সিয়া।
ধরিবারে গেলা, পুত্র গেলা পলাইয়া ॥ ৬৮
উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর।
বসিয়া আছেন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ ৬৯
শচী আসি কহে—কেনে অশুচি ছুঁইলা ? ॥
গঙ্গাস্নান কর যাই—অপবিত্র হৈলা ॥ ৭০
ইহা শুনি মাতাকে কহিল ব্রহ্মজ্ঞান।
বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইল গঙ্গাস্নান ॥ ৭১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

—তাহার গায়ে জল ছিটাইয়া দিলেন, কিম্বা অন্য উপায়ে তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া দিলেন। কেহ হয়তো গঙ্গায় দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা করিতেছেন, নিমাই দূর হইতে ডুব দিয়া আসিয়া হঠাৎ তাঁহার চরণ ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া গেলেন। কাহারও ফুল-বিল্বপত্রাদি সহ সাজি লইয়া যায়েন, কাহারও কাপড় লইয়া যান বা দূরে ফেলিয়া দেন, কাহারও গীতা-পুথি লইয়া যান; কাহারও নৈবেদ্য খাইয়া ফেলেন, কাহারও নৈবেদ্য বা ছড়াইয়া ফেলেন; কেহ হয়তো পূজার আসনাদি তীরে রাখিয়া স্নান করিতে নামিয়াছেন, নিমাই তাঁহার পূজার আসনে বসিয়া হয়তো বিষ্ণুপূজার ভাণ করিতে লাগিলেন; কেহ হয়তো স্নান করিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় তাহার গায়ে বালু ছড়াইয়া দিলেন; কখনও বা পুরুষের কাপড়ে আর স্ত্রীলোকের কাপড়ে বদল করিয়া রাখেন; স্নান করিয়া উঠিয়া কাপড় পরিবার সময়ে সকলে লজ্জায় বিকল হইয়া পড়ে। স্নানার্থিনী কুমারিকাদের নিকটে গিয়া কাহারও কানে কানে হয়তো কি সব কথা বলেন, উত্তর করিলে হয়তো গায়ে জল দেন, আর না হয় তাহাদের শিবপূজার সাজ ছড়াইয়া ফেলেন; কাহারও কাপড় লুকাইয়া রাখেন। স্নান করিয়া উঠিলে কাহারও গায়ে বালু দেন; কাহারও মুখে কুলকুচা জল দেন; কাহারও চুলের মধ্যে ওকড়ার ফুল দেন। প্রভু বাল্যকালে এইরূপ অনেক চাপল্য প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহাদের উপরে নিমায়ের এরূপ অত্যাচার চলিত, তাঁহারা আসিয়া হয়তো শচী-জগন্নাথের নিকটে তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে ওলাহন দিতেন; কিন্তু কেহই বিরক্ত বা রুষ্ট হইয়া নিমাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেন না; শচী-জগন্নাথ নিমাইকে কঠোর শাস্তি দেউক, এই অভিপ্রায় কাহারও ছিল না; তাঁহারা **প্রেমে**—প্রেমের সহিত—নিমাইয়ের প্রতি প্রীতিতে পূর্ণ হইয়াই—পিতামাতার নিকটে ওলাহন দিতেন। নিমাইয়ের ব্যবহারে বাহিরে যথেষ্ট বিরক্তির কারণ থাকিলেও অন্তরে সকলেই প্রীত হইতেন (আনন্দময়ের লীলা বলিয়া সকলেই তাহাতে অন্তরে আনন্দ পাইতেন); ছোট শিশু কোনও স্নেহশীল লোকের গায়ে কৌতুক করিয়া হাতের আঘাত দিলে সেই লোক দুঃখ না পাইলেও যেমন দুঃখের ভান করিয়া শিশুর মায়ের নিকটে প্রীতিপূর্ণ ওলাহন দিয়া বলে—"উহুহু, দেখ দেখ তোমার ছেলে আমাকে মারিয়া ফেলিল।" তাহাতে যেমন শিশু, শিশুর মাতা এবং ঐ স্নেহশীল ব্যক্তি সকলের চিত্তেই আনন্দের তরঙ্গ খেলিতে থাকে, তদ্রূপ, নিমাইয়ের চাপল্য সম্বন্ধে ওলাহন দেওয়ার সময়েও সকলের চিত্তে আনন্দের লহরী নৃত্য করিতে থাকিত; কারণ, সকলেই নিমাইয়ের প্রতি প্রীতি পোষণ করিতেন। তবে নিমাইয়ের চাপল্য বন্ধ হউক, ইহা অবশ্যই তাঁহাদের গূঢ় অভিপ্রায় থাকিত; কারণ, চাপল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে ভবিষ্যতে নিমাইয়ের অনিষ্ট হইতে পারে বলিয়া তাঁহাদের প্রীতিপূর্ণ হৃদয় সর্ব্বদাই আশঙ্কা করিত। এইরূপ আশঙ্কাবশতঃ শচী-জগন্নাথও অনেক সময়ে চাপল্যের জন্য নিমাইকে শাস্তি দিতে প্রয়াস পাইতেন।

৬৮-৭১। **পুত্রেরে**—নিমাইকে। **ভৎ সিয়া**—তিরস্কার করিয়া। **উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে**—যে গর্ত্তে উচ্ছিষ্টাদি ফেলে। **ত্যক্ত হাণ্ডীর**—যে সমস্ত উচ্ছিষ্ট বা সকড়ী মাটীর পোড়া হাঁড়ি ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। **অশুচি**—উচ্ছিষ্ট বলিয়া অপবিত্র।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাসগ্রহণের পরে মিশ্রঠাকুর একদিন মনে করিলেন—"শাস্ত্রাদি পড়িয়া সংসারের অনিত্যতা বুঝিতে পারিয়াই বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল; নিমাইও যদি লেখা পড়া শিখে, সেও শাস্ত্রাদি দেখিয়া হয়তো বিশ্বরূপের ন্যায় সন্ন্যাস করিবে।" এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তিনি নিমাইয়ের লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিলেন। নিমাই পড়াশুনায় নিবিষ্ট হইয়া বাল্যচাপল্য হইতে একটু নিরস্ত হইয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহার লেখাপড়া বন্ধ হওয়ায় তিনি পুনরায় উদ্ধত হইয়া

উঠিলেন. পুনরায় চপলতা আরম্ভ করিলেন। উদ্ধত শিশুগণের সঙ্গে মিলিয়া কখনও বা নিজের ঘরের, কখনও বা পরের ঘরের, জিনিসপত্র নষ্ট করিতেন ; কখনও অন্য শিশুর সঙ্গে কম্বল মুড়ি দিয়া বৃষ সাজিতেন এবং বৃষ সাজিয়া রাত্রিকালে প্রতিবেশীর কলাবন নষ্ট করিতেন ; কখনও বা রাত্রিতে কাহারও ঘরের দ্বার বাহির হইতে বাঁধিয়া বন্ধ করিয়া দিতেন। আরও কত রকমে নিমাই চাপল্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু বিশ্বরূপের বিরহে কাতরহৃদয় মিশ্রঠাকুর এ সমস্ত ঔদ্ধত্য দেখিয়াও একমাত্র পুত্র নিমাইকে কিছুই বলিতেন না।

একদিন নিমাই উচ্ছিষ্টগর্ত্তে পরিত্যক্ত হাঁড়ীর উপরে গিয়া বসিলেন ; তাহাতে মাঝে মাঝে উচ্ছিষ্টগর্ত্তের কালো হাঁড়ীর কালি লাগিয়া তাঁহার দেহের সৌন্দর্য্য যেন আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। যাহা হউক, গৌরসুন্দর সেখানে বসিয়া হাসিতে লাগিলেন ; সঙ্গী শিশুগণ যাইয়া মায়ের নিকটে একথা বলিয়া দিল ; শুনিয়া মা দৌড়াইয়া আসিয়া নিমাইয়ের কাণ্ড দেখিয়া যেন অবাক্ হইলেন ; তিনি ছিলেন শুদ্ধাচারিণী ব্রাহ্মণগৃহিণী ; সন্তানের এরূপ অনাচার দেখিয়া তিনি যে বিস্মিত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। যাহা হউক, শচীমাতা নিমাইকে বলিলেন—"বাবা, এ কি করিয়াছ ? বর্জ্জ্য হাঁড়ীর উপরে কেন বসিয়াছ ? তুমি কি জাননা যে এসব হাঁড়ী স্পর্শ করিলেই স্নান করিতে হয় ? এখনও তোমার এজ্ঞান হইল না ?" ইহা শুনিয়া সেখানে বসিয়াই নিমাই বলিলেন—"কিরূপে তাহা জানিব মা ? তোমরা আমাকে পড়াশুনা করিতে দাওনা ; মূর্খ মানুষ আমি—ভালমন্দ, শুচি-অশুচি কিরূপে জানিব ? আমি তো মনে করি, সমস্তই এক, ইহার মধ্যে আবার শুচি অশুচি, ভাল মন্দ, পার্থক্য কোথায় ?" ইহা বলিয়া নিমাই বর্জ্জ্য হাঁড়ীর উপর বসিয়া হাসিতে লাগিলেন ! ইহার পরে মাতাপুত্রে শুচি-অশুচি-সম্বন্ধে বেশ কথা কাটাকাটি চলিল ; তদুপলক্ষ্যে নিমাই বাল্যভাবে গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"মা, আমি যে স্থানে বসি, সে স্থান পরম পবিত্র, তাহা কখনও অপবিত্র নয় ; ঈশ্বর কোনও জিনিসকে পবিত্র এবং কোনও জিনিসকে অপবিত্র করিয়া সৃষ্টি করেন নাই ; অমুক জিনিস শুচি, আর অমুক জিনিস অশুচি—এসব লোকাচার ও বেদাচার মাত্র। বিশেষতঃ এসব হাঁড়ীতে তুমি বিষ্ণুনৈবেদ্য পাক করিয়াছ ; এসব কিরূপে অপবিত্র হইবে ? তাতে আবার আমি বসিয়াছি, আমার স্পর্শে সমস্তই পবিত্র হয়।" শুনিয়া সকলেই হাসিল। সত্বর. আসিয়া গঙ্গাস্নান করার জন্য মাতা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন ; পড়াশুনা করিতে না দিলে নিমাইও কিছুতেই আসিবেন না বলিয়া জেদ করিতে লাগিলেন। অবশেষে মাতা তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া স্নান করাইয়া দিলেন, নিজেও স্নান করিলেন (শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড ৫ম অধ্যায়)। শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তির মর্ম্মানুসারে বর্জ্জ্য হাঁড়ীর সম্বন্ধীয় লীলাটী পৌগণ্ডলীলার অন্তর্ভুক্ত ; কারণ, পঞ্চমবর্ষ বয়সেই—সুতরাং হাতে খড়ির সঙ্গেই—বাল্যের শেষ ; তারপর পৌগণ্ডের আরম্ভ ; কিছুকাল অধ্যয়নের পরে প্রভুর পাঠ বন্ধ হয় ; তাহারও পরে—সুতরাং পৌগণ্ডেই বর্জ্জ্য হাঁড়ী সম্বন্ধীয় লীলার অনুষ্ঠান।

ব্রহ্মজ্ঞান—উপনিষদের "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-বাক্যের অদ্বৈতবাদীদের ব্যাখ্যানুসারে জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম বলিয়া তাহা অপবিত্র নহে। বর্জ্জ্য হাঁড়ীর উপর বসিয়া শ্রীনিমাই যে মাতাকে বলিয়াছিলেন—"সর্ব্বত্র আমার হয় অদ্বিতীয় জ্ঞান।" এবং "আমার সে কাল্পনিক শুচি বা অশুচি। স্রষ্টার কি দোষ আছে, মনে ভাব বুঝি।"—তাহাও সেই অদ্বৈতবাদীদের ব্যাখ্যারই অনুরূপ ; তাই শ্রীনিমাইয়ের ঐ সমস্ত উক্তিকে ব্রহ্মজ্ঞানাত্মক উক্তি বলা হইয়াছে।

বাস্তবিক, মূলতঃ সকল বস্তুই একই উপাদানে (ঈশ্বর ও প্রকৃতিরূপ উপাদানে) গঠিত বলিয়া স্বরূপতঃ কোনও বস্তু অশুচি হয়তো থাকিতে পারে না ; লোকাচার-বেদাচার অনুসারেই শুচি-অশুচি নির্দ্ধারিত হয়। এসমস্ত আচার দেশকালপাত্রাদি অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিলেও (ভূমিকায় ধর্ম্মপ্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) যখন যে আচার প্রচলিত থাকে, দেশের, সমাজের এবং ব্যক্তিগতজীবনের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তখন সে আচার পালন করাই সকলের কর্ত্তব্য। "গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচারপরিপালনম্। ন হ্যাচারবিহীনস্য সুখমত্রপরত্র চ॥ যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে। ভবন্তি যঃ

কভু পুত্র-সঙ্গে শচী করিলা শয়ন।
দেখে—দিব্য লোক আসি ভরিল ভবন ॥ ৭২
শচী বোলে—যাহ পুত্র। বোলাহ বাপেরে।
মাতৃ-আজ্ঞা পাঞা প্রভু চলিলা বাহিরে ॥ ৭৩
চলিতে নূপুরধ্বনি বাজে ঝনঝন।
শুনি চমকিত হৈল মাতা-পিতার মন ॥ ৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সদাচারং সমুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে ॥—গৃহী ব্যক্তি সর্ব্বদা আচার পালন করিবে। ইহলোকে কি পরলোকে, কোথাও আচারহীন ব্যক্তির সুখ নাই। যে ব্যক্তি সদাচারলঙ্ঘনপূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ইহলোকে তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত হয় না।" শ্রীহরিভক্তিবিলাস। ৩-৪।

নিজের বিদ্যাশিক্ষার অনুকূলে পিতামাতার ইচ্ছাকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই নিমাই বর্জ্জ্য হাঁড়ীর উপরে গিয়া বসিয়াছিলেন—আচারপালনের অনাবশ্যকতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নহে।

শ্রীপাদ কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য হইতে জানা যায়, বাল্যকালেই প্রভু একবার বর্জ্জ্য হাঁড়ীর উপর বসিয়া মাতার নিকট জ্ঞানযোগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে খেলার সময়ে তিনি কখনও বা তাহাদের অঙ্গে নবপল্লবের আঘাত করিতেন, কখনও বা তাহাদের নিক্ষিপ্ত পত্রাদিদ্বারা নিজের অঙ্গেও আঘাত গ্রহণ করিতেন। শচীমাতা একদিন তাহা দেখিয়া সরোষে তাঁহাকে ধরিতে গেলে তিনিও বিরক্ত হইয়া খেলার ভাণ্ডবাসন ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন; তখন মাতা, যাহাতে নিমাই আর খেলার ভাণ্ড ভাঙ্গিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে তাঁহার হাত দুখানি বান্ধিয়া রাখিলেন। নিমাই তাহাতে রুষ্ট হইয়া উচ্ছিষ্ট বর্জ্জ্য হাঁড়ীর উপরে গিয়া বসিলেন। তখন শচীমাতা বলিলেন—"কেন বাবা এই অশুচি যায়গায় গেলে? এস বাবা, স্নান করিয়া আমার কোলে এস।" তখন বালক নিমাই মাতাকে জ্ঞানযোগের কথা বলিলেন—"মা, পবিত্র আর অপবিত্র আবার কি? পরমেশ্বর ব্যতীত চরাচরে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়—সমস্তই মিথ্যা। আত্মা এক—নানা নহে; সুতরাং তুমি, আমি, তিনি, ইহা, উহা ইত্যাদি বাক্যের স্বরূপতঃ কোনও অস্তিত্বই থাকিতে পারেনা। আরও দেখা যায়—দেবতাই হউক, মানুষই হউক, পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গাদিই হউক, সকলের শরীরেই পঞ্চভূত অবস্থিত; সুতরাং এসমস্তই অভিন্ন পদার্থ—এক পঞ্চভূতেরই অভিব্যক্তি। পঞ্চভূতাত্মক দেব-মানবাদি যদি অপবিত্র না হয়, তাহা হইলে পঞ্চভূতাত্মক বর্জ্জ্য হাঁড়ীই বা অপবিত্র হইবে কেন?" মাতা এসকল কথা শুনিয়া নিমাইর হাত ধরিয়া লইয়া আসিলেন এবং গঙ্গাজলে স্নান করাইলেন। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যম্। ২।৬৭—৭৬)। পৌগণ্ডে বর্জ্জ্য হাঁড়ীসম্বন্ধীয় লীলার কথা কর্ণপূর বা মুরারিগুপ্ত বর্ণন করেন নাই। সম্ভবতঃ শ্রীনিমাই বাল্যেও একবার বর্জ্জ্য হাঁড়ীতে বসিয়াছিলেন এবং পৌগণ্ডেও একবার বসিয়াছিলেন। বাল্যকালের লীলাই কর্ণপূর বর্ণন করিয়াছেন এবং কবিরাজগোস্বামীও তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন; আর পৌগণ্ডের লীলা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণন করিয়াছেন।

৭২। এক্ষণে আবার শ্রীচৈতন্যের কেবল ঈশ-চেষ্টার কথা বলিতেছেন।

দিব্যলোক—অলৌকিক-রূপবিশিষ্ট লোক; দেবতাদি। **ভবন**—বাড়ী। কোনও কোনও গ্রন্থে "অঙ্গন" পাঠান্তর আছে।

৭৩। **বাপেরে**—নিমাইয়ের বাপ জগন্নাথমিশ্রকে। **চলিলা বাহিরে**—পিতাকে ডাকিতে বাহিরের অঙ্গনে গেলেন।

৭৪। পিতাকে ডাকিবার নিমিত্ত নিমাই বাহিরে যাইতেছেন, তাঁহার চরণ হইতে নূপুরের ধ্বনি শুনা যাইতেছে; অথচ তাঁহার চরণে নূপুর দেখা যাইতেছে না।

বস্তুতঃ প্রভুর চরণে নূপুর নিত্যই বিরাজিত। তিনি যখন নবদ্বীপে আত্মপ্রকট করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে তখন তাঁহার নূপুরটী প্রকটিত হয় নাই—হইলে নরলীলার বিঘ্ন ঘটিত—কোনও মানবশিশুই নূপুরাদি লইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় না। যাহা হউক, জন্মলীলাকালে এই নূপুর অপ্রকট থাকিলেও নূপুর সর্ব্বদাই প্রভুর চরণে ছিল

মিশ্র কহে—এই বড় অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর শূন্যপদে কেনে নূপুরের ধ্বনি॥ ৭৫
শচী বোলে—আর এক অদ্ভুত দেখিল।
দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল॥ ৭৬
কিবা কোলাহল করে, বুঝিতে না পারি।
কাহাকে বা স্তুতি করে,—অনুমান করি॥ ৭৭
মিশ্র কহে—কিছু হউক, চিন্তা কিছু নাই।
বিশ্বম্ভরের কুশল হউক—এইমাত্র চাই॥ ৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এবং যখনই লীলাশক্তি একটু ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করার প্রয়োজনীয়তা মনে করিতেন, তখই তিনি নূপুরের শব্দকে প্রকটিত করিতেন এবং তখনই শচীমাতা ও মিশ্রঠাকুর তাহা শুনিতে পাইতেন।

৭৫-৭৭। শিশু-নিমাইয়ের পায়ে নূপুর নাই, অথচ চলিবার সময়ে নূপুরের শব্দ শুনা যাইতেছে; তাহাতে মিশ্রঠাকুর অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শচীমাতা তাঁহাকে জানাইলেন—'কেবল শূন্য পায়ে নূপুরের ধ্বনি নহে, আরও অদ্ভুত ব্যাপার আছে, বলি শুন। সময় সময় আমি দেখি—দিব্যমূর্ত্তিলোকসকল আসিয়া আমার উঠানে দাঁড়ায়; তাঁহাদের সংখ্যা এত বেশী যে, সমস্ত উঠান যেন ভরিয়া যায়। তাহারা একটু উচ্চস্বরেই কি সব যে বলে, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, মনে হয় যেন কাহাকেও স্তুতি করিতেছে।"

দিব্য দিব্য লোক—দিব্য দেহধারী লোক সকল। বস্তুতঃ সর্ব্বেশ্বর শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে স্তুতিনতি করার মানসে দেবতারাই শচীমাতার অঙ্গনে আসিতেন। অথবা, লীলাশক্তির প্রভাবে প্রভুর নিত্যপার্ষদগণই অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহে শচীমাতার নয়নের সাক্ষাতে সাময়িক ভাবে প্রকটিত হইতেন। **অঙ্গন**—উঠান। **কোলাহল**—যাহা অনেক দূর পর্য্যন্ত শুনা যায়, এরূপ বহুবিধ অব্যক্ত ধ্বনি; কল কল রব। দিব্যমূর্ত্তি লোকসকল একটু উচ্চস্বরেই প্রভুর স্তবাদি করিতেন; তাঁহাদের ভাবা শচীমাতার নিকটে দুর্ব্বোধ্য ছিল এবং তাঁহারা সকলে এক সঙ্গে স্তব করিতেন বলিয়া কোনও একটী শব্দের উচ্চারণও হয়তো তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন না; তিনি কেবল একটা কলরব মাত্র শুনিতেন।

৭৮। **কিছু হউক**—যাহা কিছু হউক। **বিশ্বম্ভরের**—নিমাইয়ের।

শচীমাতার কথা শুনিয়া মিশ্র-মহাশয় বলিলেন, "শূন্য পায়ে নূপুরের ধ্বনিই শুনা যাউক, কি দিব্যমূর্ত্তি লোক সকল আসিয়া অঙ্গন ভরিয়াই দাঁড়াউক, কিম্বা অন্য কোনও অলৌকিক ঘটনাই ঘটুক—তাহাতে আমরা বিস্মিত হইতে পারি বটে; কিন্তু তাহাতে যদি নিমাইয়ের কোনও অমঙ্গল না হয়, তাহা হইলে আমাদের চিন্তার কোনও কারণ নাই। বিশ্বম্ভরের কুশল হউক—ইহাই মাত্র আমরা চাই। আর যা হয় হউক।"

মিশ্রঠাকুর নিমাইয়ের ঐশ্বর্য্যাদি দেখিয়াও তাঁহার কুশল কামনা করিতেছেন; ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এ সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে মিশ্রঠাকুর নিমাইয়ের ঐশ্বর্য্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না—স্বীকার করিলে তিনি নিমাইয়ের কুশল কামনা করিতে পারিতেন না। যিনি অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন, দিব্যমূর্ত্তি দেবতাদি সাধারণের অদৃশ্যভাবে যাঁহার স্তুতি-নতি করেন—তাঁহার আবার অকুশল কি থাকিতে পারে? এ সব জানিয়া শুনিয়া তাঁহার কুশল কামনা করা—মিশ্রঠাকুরের ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ লোকের পক্ষে সম্ভব নহে। নিমাই যে ভগবান্, তাঁহার যে আবার ঐশ্বর্য্য আছে—শুদ্ধবাৎসল্যবশতঃ মিশ্রঠাকুর বা শচীমাতা তাহা জানিতে পারিতেন না, প্রভুর নরলীলাসিদ্ধির নিমিত্ত লীলাশক্তি তাঁহাদের সেই জ্ঞান প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—বালকের দেহে মহাপুরুষের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, বালকের হস্তপদে নারায়ণের হস্তপদের চিহ্নও আছে, এই বালক নাকি কালে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া জগতের উদ্ধার সাধন করিবে। এ সমস্ত শুনিয়া মিশ্রঠাকুর হয়তো মনে করিতেন—"নিমাই হয়তো শ্রীনারায়ণেরই বিশেষ কৃপাপাত্র ভক্ত, নারায়ণই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া শিশুকে রক্ষা করিতেছেন, নারায়ণের নূপুর-ধ্বনিই শুনিতে পাওয়া যায়, দিব্যমূর্ত্তি

একদিন মিশ্র পুত্রের চাঞ্চল্য দেখিয়া।
ধর্ম্মশিক্ষা দিল বহু ভৎর্সনা করিয়া ॥ ৭৯
রাত্রে স্বপ্ন দেখে—এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন—॥ ৮০
মিশ্র। তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান।
ভৎর্সনা তাড়ন কর, 'পুত্র' করি মান ॥ ৮১
মিশ্র কহে—দেব সিদ্ধ মুনি কেনে নয়।
যে সে বড় হউক—মাত্র আমার তনয় ॥ ৮২
পুত্রের লালন শিক্ষা—পিতার স্বধর্ম্ম।
আমি না শিখাইলে কৈছে জানিবে ধর্ম্মমর্ম্ম? ৮৩
বিপ্র কহে—পুত্র যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয়।
স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান, তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয় ॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লোক সকল বুঝি নারায়ণেরই স্তুতি-নতি করিতে আসেন।" এসমস্ত ভাবিয়া মিশ্রঠাকুর নিমাইয়ের ঐশ্বর্য্যকে নিমাইয়ের বলিয়াই মনে করিতেন না, নিমাইকে তিনি তাঁহার পুত্র মাত্রই মনে করিতেন এবং তাই তাহার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে নিমাইকে তাড়ন-ভৎর্সন করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না।

৭৯-৮১। **ধর্ম্ম শিক্ষা**—ধর্ম্ম-বিষয়ে শিক্ষা; কোন্‌টা ধর্ম্ম, কোন্‌টা অধর্ম্ম তাহার শিক্ষা।

নিমাইয়ের বিশেষ চঞ্চলতা দেখিয়া শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র মহাশয় ভবিষ্যতে পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া একদিন (কিঞ্চিৎ তাড়ন-ভৎর্সন পূর্ব্বক) পুত্রকে ধর্ম্মবিষয়ে কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন; যেদিন উপদেশ দিলেন, সেদিন রাত্রিতেই মিশ্রঠাকুর স্বপ্নে দেখিলেন, এক ব্রাহ্মণ আসিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে তাঁহাকে বলিতেছেন—"মিশ্র! তুমি যাঁহাকে তোমার পুত্র বলিতেছ, তুমি তাহার তত্ত্বসম্বন্ধে কিছুই জাননা; তুমি মনে কর, তিনি তোমার পুত্র—সামান্য মানব-শিশু; তাই তুমি তাঁহাকে তিরস্কার কর, সময়ে সময়ে তাড়নও কর। কিন্তু মিশ্র! মনে রাখিও—ইনি সামান্য মানব শিশু-নহেন।"

৮২-৮৩। মিশ্র-ঠাকুর ছিলেন বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি; নিমাইয়ের প্রতি তাঁহার ভাব ছিল শুদ্ধ-বাৎসল্যময়; তাই কোনও রূপ ঐশ্বর্য্যই তাঁহার বাৎসল্যকে বিচলিত করিতে পারিত না; সাক্ষাৎ নিমাইয়ের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াই তিনি বিচলিত হয়েন নাই—সেই ঐশ্বর্য্যকে নিমাইয়ের ঐশ্বর্য্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই (পূর্ব্ববর্ত্তী ৭ম পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), এক্ষণে স্বপ্নে বিপ্রের মুখে নিমাইয়ের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া তিনি বিচলিত হইবেন কেন? তাই তিনি স্বপ্নদৃষ্ট বিপ্রকে (স্বপ্নেই) বলিলেন—"নিমাই দেবতাই হউক, কি সিদ্ধ মহাপুরুষই হউক, কি কোনও মুনি-ঋষিই হউক, অথবা আরও বড় কিছু হউক—তাহাতে তাহার সম্বন্ধে আমার ভাবের বা ব্যবহারের কোনও রূপ ব্যতিক্রম হওয়ার হেতু নাই; নিমাই পূর্ব্বে যাহাই থাকুক না কেন, কিম্বা স্বরূপে নিমাই যাহাই হউক না কেন, এক্ষণে যখন সে আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন সে আমার পুত্রই, অপর কেহ নহে; পুত্রের প্রতি পিতার যেরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহার প্রতিও আমার ঠিক তদ্রূপ ব্যবহারই হইবে, অন্যরূপ হওয়ার কোনও কারণ নাই; পুত্রের ভাল-মন্দ-মঙ্গল-অমঙ্গলের নিমিত্ত পিতাই দায়ী; পুত্রের যথোচিত শিক্ষাদান—পুত্রের লালন-পালন পিতারই কর্ত্তব্য—পিতারই ধর্ম্ম; আমি তাহার পিতা-—আমি যদি তাহাকে এ সমস্ত না শিখাই, তাহা হইলে সে কিরূপে এসব শিখিবে? আমারই বা কিরূপে পিতৃ-ধর্ম্ম রক্ষা হইবে? কিরূপে পিতার কর্ত্তব্য পালন করা হইবে?" **ধর্ম্মমর্ম্ম**—ধর্ম্মের মর্ম্ম; ধর্ম্মের গূঢ়রহস্য।

৮৪। মিশ্রের কথা শুনিয়া বিপ্র বলিলেন—"মিশ্র! কাহারও পুত্র যদি শ্রেষ্ঠ দেবতা, (কিম্বা যদি দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ) হয় তাহার জ্ঞান যদি কাহারও শিক্ষা ব্যতীত আপনা-আপনিই স্ফুরিত হয়, তাহা হইলে তো তাহার আর শিক্ষার কোনও প্রয়োজনই থাকে না; এরূপ নিষ্প্রয়োজনে পুত্রকে শিক্ষা দিতে গেলে পিতার শিক্ষাদান অনর্থকই হইয়া পড়ে।" বিপ্র এস্থলে ইঙ্গিতে জানাইলেন—"যাঁহাকে তুমি পুত্র বলিতেছ, তিনি মানুষ নহেন—তিনি দেবতারও শ্রেষ্ঠ—ভগবান্—তিনি নিজেই জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়ার কোনও প্রয়োজনই নাই। তাঁহাতে কোনও বিষয়েই জ্ঞানের অভাব নাই।

মিশ্র বোলে—পুত্র কেনে নহে নারায়ণ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম—পুত্রের শিক্ষণ॥ ৮৫
এইমতে দোঁহে করে ধর্ম্মের বিচার।
বিশুদ্ধবাৎসল্য মিশ্র—নাহি জানে আর॥ ৮৬
এত শুনি দ্বিজ গেলা হৈয়া আনন্দিত।
মিশ্র জাগিয়া হৈলা পরম বিস্মিত॥ ৮৭
বন্ধু বান্ধবস্থানে স্বপন কহিল।
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল॥ ৮৮
এই মত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র।
দিনে দিনে পিতা-মাতার বাঢ়য়ে আনন্দ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেবশ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠ দেবতা, সর্ব্বপ্রধান দেবতা। অথবা, দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; ভগবান্।

স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান—যাঁহার জ্ঞান স্ফুরিত হইতে কাহারও শিক্ষার অপেক্ষা রাখেনা; আপনা-আপনিই যাঁহার জ্ঞান স্ফুরিত হয়। অথবা, যাঁহার জ্ঞান অনাদিসিদ্ধ; যিনি জ্ঞানস্বরূপ স্বয়ংভগবান্। **ব্যর্থ হয়**—নিষ্প্রয়োজন বলিয়া নিরর্থক হয়।

৮৫। বিপ্রের কথা শুনিয়া মিশ্র বলিলেন—"দেবশ্রেষ্ঠ কেন, যদি স্বয়ং নারায়ণও পুত্ররূপে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলেও পিতার কর্ত্তব্য হইবে—তাহাকে যথোচিত শিক্ষা দান করা।"

৮৬-৮৭। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিপ্র ও মিশ্রের মধ্যে পিতার কর্ত্তব্য লইয়া তর্ক চলিতে লাগিল। মিশ্র-ঠাকুরের শুদ্ধবাৎসল্যভাব বলিয়া বিপ্রের যুক্তি-তর্কেও তাহা অবিচলিত রহিল—পুত্রের মঙ্গল ব্যতীত তিনি অপর কিছুই জানেন না (পূর্ব্ববর্ত্তী ৮২-৮৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। মিশ্রের উক্তি শুনিয়া বিপ্র অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং আনন্দিত হইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। মিশ্রঠাকুর এ পর্য্যন্তই স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন। বিপ্র চলিয়া গেলে মিশ্রেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল, জাগিয়া উঠিয়া স্বপ্নের কথা ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

মিশ্রের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে,—তাঁহার নিমাই তাঁহারই পুত্র, মনুষ্যবালকমাত্র; হিতাহিতজ্ঞানও তাঁর নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞানও তাঁর নাই; থাকিলে সে উচ্ছিষ্টবর্জ্জ্য হাঁড়ীর উপরেই বা বসিবে কেন এবং গঙ্গার ঘাটে যাইয়া লোকের সন্ধ্যা-আহ্নিকেরই বা বিঘ্ন জন্মাইবে কেন? আমার এরূপ দুরন্ত সন্তানকে আমি শাসন করিয়াছি,—ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছি বলিয়া স্বপ্নদৃষ্টবিপ্রই বা আমার উপর রুষ্ট হইলেন কেন; আর তিনি নিমাইকে অলৌকিক বস্তু, দেবশ্রেষ্ঠ, এবং স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানী বলিয়া তাহার মঙ্গল চেষ্টা হইতে আমাকেই বা নিরস্ত করার চেষ্টা করিলেন কেন? এই বিপ্রই বা কে?—এ সমস্ত ভাবিয়া মিশ্র ঠাকুর বিস্মিত হইলেন।

মিশ্র-ঠাকুরের শুদ্ধবাৎসল্যরসের স্বরূপ জানিয়া তাহা আস্বাদন করিবার লোভে এবং আনুষঙ্গিক ভাবে শুদ্ধ-বাৎসল্যের স্বরূপ জীবকে জানাইবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং মহাপ্রভুই হয়তো বিপ্রবেশে স্বপ্নে মিশ্রঠাকুরের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিলেন; শুদ্ধবাৎসল্যরসে নিমগ্ন থাকায় মিশ্র-ঠাকুর কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। বিপ্রবেশী প্রভু কিন্তু তাঁহার বাৎসল্যের দৃঢ়তায় বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াই আনন্দিত মনে চলিয়া গেলেন।

৮৮। মিশ্রঠাকুর তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকটে উক্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত সমস্তই বিবৃত করিলেন।

৮৯। শিশুলীলা—শিশুবৎ-লীলা। শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বরূপতঃ নিত্য-কিশোর; অপ্রকট-লীলায় তিনি নিত্যই কিশোর; অপ্রকটে বাল্যলীলার অবকাশ নাই। প্রকটে জন্মলীলাকে উপলক্ষ্য করিয়া বাল্য-পৌগণ্ডাদির অভিব্যক্তি করিয়া তারপরে নিত্যকৈশোরের অভিব্যক্তি করিতে হয়। তিনি নিত্যকিশোর হইয়াও বাল্যভাবের আবেশে বাল্যলীলারস এবং পৌগণ্ডভাবের আবেশে পৌগণ্ডলীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন। **এই মত শিশুলীলা**—পূর্ব্বোক্তরূপ বাল্যলীলা। উল্লিখিত স্বপ্নলীলাকেও এই পয়ারের উক্তিদ্বারা শ্রীগৌরচন্দ্রের শিশুলীলার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, শ্রীগৌরচন্দ্রই বিপ্রবেশে স্বপ্নে মিশ্রঠাকুরের সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

কথোদিনে মিশ্র পুত্রের হাথে খড়ি দিল।
অল্পদিনে দ্বাদশ-ফলা অক্ষর শিখিল ॥ ৯০
বাল্যলীলা-সূত্রে এই কৈল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ৯১
অতএব এই লীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল।
পুনরুক্তি হয়—বিস্তারিয়া না কহিল ॥ ৯২
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৩

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বাল্যলীলাসূত্রবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯০। **কথোদিনে**—নিমাইয়ের পঞ্চমবর্ষ বয়সে। **হাতে খড়ি দিল**—বিদ্যারম্ভ করাইলেন। **দ্বাদশ ফলা**—য-ফলা (ক্য), র-ফলা (ক্র), ঋ-ফলা (কৃ), ৯-ফলা (কৢ), ন-ফলা (ক্ন), ব-ফলা (ক্ব), ল-ফলা (ক্ল), ম-ফলা (ক্ম), রেফ-ফলা (র্ক), ক্ষ-ফলা (ক্ষ), ঙ-ফলা (ঙ্ক) এবং স্ক-ফলা (স্ক)—এই দ্বাদশ ফলা। কোনও কোনও গ্রন্থে "দশ-ফলা" পাঠান্তর আছে; এইরূপ পাঠে উক্ত দ্বাদশ ফলা হইতে দুইটী ঋ ও ৯ ফলা বাদ যাইবে। **অক্ষর**—বর্ণমালা।

হাতে খড়ি দেওয়ার পরে অল্প দিনের মধ্যেই নিমাই ক-খ-গ-আদি সমস্ত বর্ণমালা শিখিয়া ফেলিলেন এবং দ্বাদশ-ফলা লিখিতে ও পড়িতেও শিখিলেন।

অক্ষর এবং ফলা-আদি শিক্ষাকে ঈশচেষ্টাসমন্বিতা বাল্যলীলার অন্তর্ভুক্তরূপে বর্ণনা করার হেতু এই যে—প্রথমতঃ, সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিদ্যারম্ভ, বর্ণপরিচয় এবং দ্বাদশ-ফলা শিক্ষা—তাঁহার ক্রীড়া বা লীলা মাত্র; ইহা তাঁহার প্রয়োজনবোধে সম্পাদিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, এত অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এ সমস্ত শিখিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর-শক্তি ব্যতীত সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব। কাজেই এই লীলাটীও হইল ঈশচেষ্টাসম্বলিতা বাল্যলীলা।

৯১। **বিস্তারিয়াছেন ইত্যাদি**—শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি খণ্ডের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রভুর বাল্যলীলা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

৯২। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন বলিয়া কবিরাজগোস্বামী বাল্যলীলা বিস্তৃত ভাবে বর্ণন করেন নাই, সংক্ষেপে সূত্ররূপে মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

আদি-লীলা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

হরিভক্তিবিলাসে (১।১)—
কুমনাঃ সুমনস্তং হি যাতি যস্য পাদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১
জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
পৌগণ্ডলীলার সূত্র করিয়ে গণন।
পৌগণ্ডবয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কুমনা ইতি। সুমনসাং পুষ্পাণামর্পণমাত্রেণ সুমনস্ত্বমিতি শ্লেষেণ পাদাব্জয়োঃ পুষ্পবৎ সংসক্ততয়া প্রিয়তমত্বমভিপ্রেতম্। শ্রীসনাতন-গোস্বামী। ১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে প্রভুর পৌগণ্ডলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যস্য (যাঁহার) পাদাব্জয়োঃ (চরণপদ্মদ্বয়ে) সুমনোঽর্পণমাত্রেণ (পুষ্পার্পণমাত্রেই) কুমনাঃ (মলিনচিত্ত ব্যক্তি) সুমনস্তং (শুদ্ধচিত্তত্ব) যাতি হি (নিশ্চিত প্রাপ্ত হয়), তং (সেই) চৈতন্যপ্রভুং (শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে) ভজে (আমি ভজন করি)।

অনুবাদ। যাঁহার চরণকমলে পুষ্পার্পণমাত্রেই কুমনা ব্যক্তিও সুমনা হইয়া যায়, আমি সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে ভজন করি। ১।

পাদাব্জয়োঃ—পাদ (চরণ) রূপ অব্জে (পদ্মে); পাদপদ্মে। **সুমনঃ**—পুষ্প। **সুমনোঽর্পণ-মাত্রেণ**—পুষ্পের অর্পণমাত্রেই; পাদপদ্মে পুষ্প অর্পণ করিবামাত্রই। **কুমনাঃ**—কুৎসিৎ মন যাহার; মলিনচিত্ত ব্যক্তি। **সুমনস্তং**—শুদ্ধ-সত্ত্বচিত্তত্ব। যাঁহার চিত্ত মলিন, বিষয়াসক্ত—তিনিও যদি শ্রীচৈতন্যপ্রভুর চরণে একটী পুষ্পমাত্র শ্রদ্ধাসহকারে অর্পণ করেন, তাহা হইলে পুষ্পার্পণমাত্রেই, প্রভুর কৃপায় তাঁহার চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইয়া যায়, তৎক্ষণাৎ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে তাঁহার চিত্ত সমুজ্জল হইয়া উঠে। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই এইরূপ হওয়া সম্ভব।

যাঁহার চরণপদ্মে একটী পুষ্প অর্পণ করামাত্র মলিনচিত্তও তৎক্ষণাৎ বিশুদ্ধ হইয়া শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করে, তাঁহার চরণকমলের স্মরণে যে অজ্ঞব্যক্তিও তাঁহার লীলাবর্ণনের যোগ্যতা লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। ইহা মনে করিয়াই কবিরাজ-গোস্বামী পৌগণ্ডলীলাবর্ণনপ্রারম্ভে প্রভুর কৃপা প্রার্থনা করিয়া এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২। **পৌগণ্ড**—পঞ্চমবর্ষের পরে দশমবর্ষবয়স পর্য্যন্ত পৌগণ্ড। **মুখ্য অধ্যয়ন**—পৌগণ্ডবয়সে প্রভু যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইল অধ্যয়ন (পাঠ)। প্রভু সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি, স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ; তাঁহার অধ্যয়নের কোনও প্রয়োজনই ছিলনা; তথাপি নরলীলার আবেশে নর-বালকের ন্যায় অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়াই এই অধ্যয়নকে লীলা (ক্রীড়া) বলা হইয়াছে।

তথাহি।—

পৌগণ্ডলীলা চৈতন্যকৃষ্ণস্যাতিসুবিস্তৃতা।
বিদ্যারম্ভমুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা ॥ ২ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পৌগণ্ডেতি। চৈতন্য এব কৃষ্ণঃ তস্য পৌগণ্ডলীলা দশবর্ষপর্য্যন্তবিহারাদিলীলা অতি-সুবিস্তৃতা অতিসুন্দর-বিস্তৃতা ভবতি। কথম্ভূতা? বিদ্যারম্ভমুখা বিদ্যারম্ভাদিপাণিগ্রহণান্তা। পুনঃ কথম্ভূতা? মনোহরা আত্মমনোহরণশীলা ইত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

শ্লো। ২। **অন্বয়।** বিদ্যারম্ভমুখা (বিদ্যারম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া) পাণিগ্রহণান্তা (বিবাহপর্য্যন্ত) চৈতন্যকৃষ্ণস্য (শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের) মনোহরা (মনোহর) পৌগণ্ডলীলা (পৌগণ্ডলীলা) অতি সুবিস্তৃতা (অত্যন্ত বিস্তৃত)।

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের "বিদ্যারম্ভ হইতে আবম্ভ করিয়া পাণিগ্রহণপর্য্যন্ত" পৌগণ্ডলীলা মনোহরা এবং অতি সুবিস্তৃতা। ২।

অতি সুবিস্তৃতা—অত্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া সম্যক্ বর্ণনের অযোগ্য। **চৈতন্যকৃষ্ণ**—শ্রীচৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণ। **বিদ্যারম্ভমুখা**—"বিদ্যারম্ভ" বলিতে সাধারণতঃ "হাতে খড়িকেই" বুঝায়; কিন্তু "হাতে খড়ি" রূপ বিদ্যারম্ভ এবং তাহার পরে দ্বাদশ-ফলাদি-শিক্ষা বাল্যলীলার মধ্যেই পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে (১।১৪।৯০); সুতরাং এই শ্লোকে "বিদ্যারম্ভ" শব্দে ব্যাকরণাদি-অধ্যয়নের আরম্ভকে বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়। পৌগণ্ডের আরম্ভে প্রভু ব্যাকরণাদি-শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। **পাণিগ্রহণান্তা**—বিবাহেই (পাণিগ্রহণেই) পৌগণ্ডলীলার অন্ত বা শেষ। প্রভুর বিবাহের পরেই কৈশোর-লীলা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, দশমবর্ষবয়স পূর্ণ হয়, এমন সময়েই প্রভুর বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, যৌবনের আরম্ভেই প্রভুর বিবাহ হইয়াছিল। সপ্তম-অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বৃন্দাবনদাসঠাকুর লিখিয়াছেন—"ষোড়শবৎসর প্রভু প্রথমযৌবন।" তারপরে তিনি গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের টোলে প্রভুর অধ্যয়ন-লীলা বর্ণন করিয়া বিবাহ-লীলাবর্ণনার সূচনায় লিখিয়াছেন "কিছুমাত্র দেখি আই পুত্রের যৌবন। বিবাহের কার্য্য মনে চিন্তে অনুক্ষণ।" কবি কর্ণপুরের উক্তিও শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তির অনুকূল। তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যের তৃতীয় সর্গে তিনি লক্ষ্মীদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ-লীলা বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু তৃতীয়সর্গের প্রথম শ্লোকেই তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীজগন্নাথমিশ্রের অন্তর্দ্ধানের পরে "নবীন-লাবণ্যসুধাম্বুধারাভৃতা নবীনেন সদঙ্গকেন। তং যৌবরাজ্যে সকলস্য যূনঃ প্রসূনচাপোভিষিষে চ ভূয়ঃ।—নবীন-লাবণ্যসুধাধারাদ্বারা অভিসিঞ্চিত নবীন অঙ্গদ্বারা কন্দর্পদেব সমস্ত যুবকগণের যৌবরাজ্যে শ্রীগৌরাঙ্গকে অভিষিক্ত করিলেন।" এইবাক্যে প্রভুর যৌবন-সঞ্চারের কথাই জানা যায়। ইহার পরেই সুপণ্ডিত বিষ্ণু এবং আনন্দভাজন সুদর্শনে এই দুইজন অধ্যাপকের নিকট এবং তৎপর গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের নিকটে প্রভু অধ্যয়ন করেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য।৩।২-৩); ইহারও কিছু কাল পরে লক্ষ্মীদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ হয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, যৌবনারম্ভেই প্রভুর বিবাহ হইয়াছিল—পৌগণ্ডে নহে। তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপের বিবাহের চেষ্টাও বিশ্বরূপের ষোলবৎসর বয়সের সময়েই করা হইয়াছিল; (শ্রীচৈঃ চঃ মহাকাব্য ২।৯০)। ইহা হইতেও বুঝা যায়, অতি অল্পবয়সে পুত্রের বিবাহ দেওয়া শচীমাতারও অভিপ্রেত ছিল না। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মতে নিমাইয়ের ষোলবৎসর বয়স হওয়ার পরেই বনমালী-আচার্য্য শচীমাতার নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু তখনও শচীমাতা বলিয়াছিলেন—"পিতৃহীন বালক আমার। জীউক পড়ুক আগে, তবে কার্য্য আর ॥" বিবাহে নিমাইয়ের অভিপ্রায়ের কথা জানিয়াই তিনি পরে তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। ষোলবৎসর বয়সে যে বিশ্বরূপের বিবাহের যোগাড় করা হইয়াছিল, তাহাও একমাত্র তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য-নিবারণের উদ্দেশ্যেই। যাহা

গঙ্গাদাসপণ্ডিত-স্থানে পড়ে ব্যাকরণ।
শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ ॥ ৩
অল্পকালে হৈল পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন ॥ ৪
অধ্যয়নলীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন ॥ ৫
একদিন মাতার করি চরণে প্রণাম।
প্রভু কহে—মাতা! মোরে দেহ এক দান ॥ ৬
মাতা কহে—তাহি দিব, যে তুমি মাগিবা।
প্রভু কহে—একাদশীতে অন্ন না খাইবা ॥ ৭
শচী বোলেন—না খাইব, ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হউক, কর্ণপূর বিবাহের পূর্ব্বে প্রভুকে "নবদ্বীপ-কিশোরচন্দ্র" বলিয়াও বর্ণন করিয়াছেন (৩।১৭)। বিশেষতঃ এই বিবাহের ঘটকরূপে বনমালী-আচার্য্য সর্ব্বপ্রথমে শচীমাতার নিকটে যাইয়া লক্ষ্মীদেবী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"বল্লভাচার্য্যের কন্যা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী রূপগুণসম্পন্না লক্ষ্মীদেবী মনে মনে আপনার পুত্রকে পতিরূপে বরণ করিয়াছেন; আপনি কি তাঁহাকে বধূরূপে গ্রহণ করিবেন? ৩।১৩।১৪॥" ইহাতে বুঝা যায়, লক্ষ্মীদেবীও তখন নিতান্ত বালিকা ছিলেননা—কাহাকেও পতিরূপে বরণ করিবার মত বুদ্ধির বিকাশ তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। ৩।১০ শ্লোকে কর্ণপূর স্পষ্টই লিখিয়াছেন—প্রভুর সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন লক্ষ্মীদেবী "সমাগতা যৌবনসীম্নি কিঞ্চিৎ—যৌবনসীমায় কিঞ্চিৎ পদার্পণ করিয়াছিলেন।" শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহা অপেক্ষা নিশ্চয়ই বয়সে বড় ছিলেন। সুতরাং প্রভু যে তখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয়না।

কবিরাজ-গোস্বামী ১।১৩।২৪ পয়ারেও লিখিয়াছেন—"পৌগণ্ড বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈলা"। কিন্তু এস্থলে আবার কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া পৌগণ্ডের শেষভাগে বিবাহ-লীলার কথা লিখিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। পরবর্ত্তী ২৫-২৭ পয়ারে পৌগণ্ডলীলার মধ্যেই লক্ষ্মীদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ-লীলা সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত না হইলে বরং "পাণিগ্রহণ যাহার অন্তে—যে পৌগণ্ডলীলার শেষে বা পরে পাণিগ্রহণ-লীলা—সেই পৌগণ্ডলীলা"—এইরূপ অর্থ করা সম্ভব হইতে পারিত।

৩। গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের টোলে প্রভু ব্যাকরণ পড়িতেন। **সূত্রবৃত্তি**—১।১৩।২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। অন্যান্য ছাত্রের মত বার বার আবৃত্তি করিয়া প্রভুকে পাঠ শিখিতে হইত না; শুনামাত্রই সমস্ত তাঁহার স্মরণ থাকিত।

৪। **অল্পকালে**—পড়াশুনা আরম্ভ করার পরে অল্প সময়ের মধ্যেই। **পঞ্জী**—পাঁজি; ১।১৩।২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **প্রবীণ**—অভিজ্ঞ; দক্ষ; ব্যুৎপন্ন। **চিরকালের পড়ুয়া**—যাঁহারা বহুকাল যাবৎ পড়া শুনা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকেও। **জিনে**—(মহাপ্রভু) পরাজিত করেন। **হইয়া নবীন**—নূতন ছাত্র হইয়াও।

গঙ্গাদাসপণ্ডিতের টোলে, বহুকাল যাবৎ ব্যাকরণ পড়িতেছিলেন, এমন অনেক ছাত্রও ছিলেন; কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাকরণ-শাস্ত্রে প্রভুর এত অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল যে, ব্যাকরণের বিষয়ে তিনি প্রাচীন ছাত্রদিগকেও পরাজিত করিয়া দিতেন।

৫। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের (শ্রীচৈতন্যভাগবতের) আদি খণ্ডে ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে প্রভুর অধ্যয়ন-লীলার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তাই কবিরাজ-গোস্বামী এস্থলে তাহার কেবল উল্লেখ মাত্র করিলেন।

৬-৮। শচীমাতা পূর্ব্বে একাদশী-ব্রত পালন করিতেন না; পৌগণ্ড-বয়সে প্রভু একদিন মাতার চরণে প্রণাম করিয়া একাদশীতে অন্ন ত্যাগ করার নিমিত্ত বিনীতভাবে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন; মাতা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং তদবধি একাদশী-ব্রত করিতে আরম্ভ করিলেন।

একাদশীব্রত পালন করিলে শ্রীবিষ্ণু প্রীত হয়েন; "একাদশীব্রতং নাম বিষ্ণুপ্রীণনকারণম্। হ, ভ, বি, ১২।৭।" তাই, একাদশীব্রতের অপর নাম হরিবাসর। যে ব্রতের করণে ফল আছে, কিন্তু অকরণে প্রত্যবায়ও আছে, সেই ব্রতকে

তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন।
কন্যা চাহি বিবাহ দিতে করিলেন মন ॥ ৯

বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইলা।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নিত্য ব্রত বলে ; শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া একাদশীব্রতের নিত্যত্ব এবং অবশ্য-কর্ত্তব্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। "অত্র ব্রতস্য নিত্যত্বাদবশ্যং তৎ সমাচরেৎ। হ, ভ, বি, ১২।৩।" একাদশী-ব্রতে ভোজন নিষেধ। "ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে। হ, ভ, বি, ১২।১০ ॥" যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহারা সর্ব্বদাই অন্নাদি ভগবানে নিবেদিত করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন ; বৈষ্ণবের পক্ষে মহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্য দ্রব্য ভোজনের বিধি নাই। একাদশীতে ভোজন-ত্যাগের বিধি থাকায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বৈষ্ণব একাদশীতে মহাপ্রসাদান্নও গ্রহণ করিবেন না ; তাই একাদশী ব্রত-প্রসঙ্গে ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগ এব। তেষামন্যভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ। ২৯৯ ॥" ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—স্ত্রী-পুরুষ সকলের পক্ষেই একাদশীব্রত করণীয়। "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং-শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাম্। মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং দ্বিজাঃ ॥ হ, ভ, বি ১২।৬ ॥" কেবল চতুর্ব্বর্ণের লোক নহে, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষু—এই চারি আশ্রমের মধ্যে প্রত্যেক আশ্রমের লোকেরই এই ব্রত কর্ত্তব্য। "ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ। একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্‌ক্তে গোমাংসমেবহি ॥ হ, ভ, বি, ১৪।১৫-শ্লোকে উদ্ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন"। পূর্ব্বোদ্ধৃত "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং" ইত্যাদি শ্লোকস্থ "যোষিতাম্" শব্দদ্বারা সধবা কি বিধবা সকল স্ত্রীলোকের পক্ষেই একাদশীতে উপবাসের কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু অনেকের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে, সধবার পক্ষে উপবাস কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ সংস্কারের অনুকূল একটা স্মৃতিবচনও আছে ; "পত্যৌ জীবতি যা নারী উপবাসব্রতঞ্চরেৎ। আয়ুঃ সা হরতি ভর্ত্তুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি ॥—পতির জীবিতাবস্থায় যে নারী উপবাস-ব্রতের আচরণ করে, সে তাহার স্বামীর আয়ু হরণ করিয়া নরকে গমন করে।" এই স্মৃতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া, কেহ কেহ সধবা নারীর পক্ষে একাদশীর উপবাসও নিষিদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করেন ; কিন্তু একাদশীর উপবাস নিষিদ্ধ নহে। স্মৃতির উক্ত বচনে সধবার পক্ষে যে ব্রতোপবাসের নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা একাদশী ভিন্ন অন্য ব্রতোপবাসের সম্বন্ধে। একাদশী ব্যতীত অন্য ব্রতোপবাস করিবে না ; কিন্তু একাদশী-ব্রতের উপবাস করিবে—ইহাই তাৎপর্য্য ; নচেৎ অন্য শাস্ত্র-প্রমাণের সহিত বিরোধ জন্মে। সধবারও যে একাদশী-ব্রত কর্ত্তব্য, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন হইতে স্পষ্টই জানিতে পারা যায়। "সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈর্ভক্তি-সংযুতঃ। একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥—ভক্তিযুক্ত হইয়া স্ত্রী, পুত্র ও স্বজনগণ সহ উভয়পক্ষীয়া একাদশীতেই উপবাস করিবে। হ, ভ, বি, ১২।১৯।" এই বচনে "স্বভার্য্য—সস্ত্রীক" উপবাসের বিধি হইতেই একাদশীব্রতে সধবার উপবাসের বিধিও পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে তাঁহার সধবা মাতাকে একাদশীতে উপবাস করার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং মাতাও যে তাহাতে সম্মত হইলেন, তাহা শাস্ত্রসম্মত হইয়াছে। একাদশী ও অন্য বৈষ্ণব-ব্রতসম্বন্ধে আলোচনা ২।২৪।২৫৩ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

৯—১০। মিশ্র—শ্রীজগন্নাথমিশ্র। **বিশ্বরূপের**—শ্রীনিমাইয়ের বড় ভাই বিশ্বরূপের। **দেখিয়া যৌবন**—বিশ্বরূপ যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন দেখিয়া। কবি কর্ণপূর কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য (৩।১৭) হইতে জানা যায়, বিশ্বরূপের ষোল বৎসর বয়সের সময়েই মিশ্রঠাকুর তাঁহার বিবাহের যোগাড় করিয়াছিলেন। **শুনি**—পিতা তাঁহার বিবাহের যোগাড় করিতেছেন শুনিয়া।

বস্তুতঃ বিশ্বরূপের মধ্যে বৈরাগ্যের লক্ষণ দেখিয়া তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই পুত্রবৎসল মিশ্রঠাকুর পুত্রের বিবাহের যোগাড় করিতেছিলেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যম্।৩।১৭) ; কিন্তু মিশ্রের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না ; তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াই বিশ্বরূপ পলাইয়া গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। **তীর্থ করিবার**—তীর্থ ভ্রমণ করিবার নিমিত্ত।

শুনি মিশ্র পুরন্দর দুঃখী হৈল মন।
তবে প্রভু পিতা মাতার কৈল আশ্বাসন ॥ ১১
ভাল হৈল—বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল। ১২
আমি ত করিব তোমা দোঁহার সেবন।
শুনিঞা সন্তুষ্ট হৈল পিতা-মাতার মন ॥ ১৩
একদিন নৈবেদ্য তাম্বূল খাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হৈয়া ॥ ১৪
আস্তেব্যস্তে পিতা-মাতা মুখে দিলা পানী।
সুস্থ হৈঞা কহে প্রভু অপূর্ব্ব কাহিনী ॥ ১৫
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা।
সন্ন্যাস করহ তুমি আমারে কহিলা ॥ ১৬
আমি কহি—আমার অনাথ পিতা-মাতা।
আমি বালক, সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা? ॥ ১৭
গৃহস্থ হইয়া করিব পিতা-মাতার সেবন।
ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্মীনারায়ণ ॥ ১৮
তবে বিশ্বরূপ ইহা পাঠাইল মোরে।
'মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারে ॥' ১৯
এই মত নানা লীলা ক'রে গৌরহরি।
কি কারণে লীলা, ইহা বুঝিতে না পারি ॥ ২০
কথোদিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক।
মাতা পুত্র দোঁহার বাড়িল হৃদি শোক ॥ ২১
বন্ধুবান্ধব আসি দোঁহে প্রবোধিল।
পিতৃক্রিয়া বিধিদৃষ্টে ঈশ্বর করিল ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১-১৩। ক্রমে ক্রমে আটটি সন্তানের মৃত্যুর পর বিশ্বরূপের জন্ম; সুতরাং বিশ্বরূপ পিতামাতার যে কত আদরের বস্তু, তাহা পিতামাতাই জানিতেন। তাই বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ভগবদ্-ভজনের উদ্দেশ্যে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন—ইহা সুখের বিষয় হইলেও অপত্য-স্নেহের আধিক্যবশতঃ পিতা-মাতার দুঃখও স্বাভাবিক এবং অনিবার্য্য। যাহাহউক, বিশ্বরূপের বিরহে পিতামাতার দুঃখ দেখিয়া শ্রীনিমাই তাঁহাদিগকে বলিলেন—"বাবা, মা, ভগবদ্-ভজনের উদ্দেশ্যে দাদা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন; ইহা তো অতি উত্তম কথা, তিনি নিজেও সংসার-বন্ধন হইতে উদ্ধার লাভ করিবেন, তাঁহার ভজনে পিতৃকুলও উদ্ধার পাইবে, মাতৃকুলও উদ্ধার পাইবে। তবে দাদা আর তোমাদের নিকট থাকিবেন না বলিয়া তোমাদের মনে দুঃখ-হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু দাদা কি উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন, তাহা ভাবিয়া এই দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা কর। আমার দিকে চাহিয়া তোমরা দুঃখ দূর কর। দাদা গিয়াছেন—আমি তো আছি। বাবা, আমি তোমাদের নিকটে থাকিব; মা আমি তোমাদিগকে কখনও ছাড়িয়া যাইব না; তোমাদের কাছে থাকিয়া আজীবন তোমাদের সেবা করিব।" শ্রীনিমাইয়ের সুন্দর মুখের এই মিষ্ট বাক্য শুনিয়া পিতামাতার মন প্রসন্ন হইল।

১৪-১৫। **নৈবেদ্য তাম্বূল**—নিবেদিত পান; প্রসাদী পান। **আস্তেব্যস্তে**—উদ্বিগ্নচিত্তে খুব তাড়াতাড়ি করিয়া। **পানী**—পানীয়; জল।

১৬-১৯। এই কয় পয়ার প্রভুর উক্তি। **মাতাকে কহিও ইত্যাদি**—বিশ্বরূপের উক্তি; শ্রীনিমাই বলিলেন —"মা, দাদা তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার জানাইয়াছেন।"

শ্রীনিমাই এস্থলে বোধ হয় স্বীয় ভাবী সন্ন্যাসের ইঙ্গিতই দিলেন; অথচ তাহা বুঝিতে পারিয়া যাহাতে এখন হইতেই পিতামাতার মনে দুঃখ না জন্মে, তদুদ্দেশ্যে বলিলেন "গৃহস্থ হইয়া আমি পিতামাতার সেবা করিব, তাহাতেই লক্ষ্মী-নারায়ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন।"

২১। **কথোদিন রহি**—কিছুকাল পরে। **গেলা পরলোক**—শ্রীজগন্নাথ মিশ্র অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইলেন।

২২। **পিতৃক্রিয়া**—শ্রাদ্ধাদি কার্য্য। **বিধি দৃষ্টে**—শাস্ত্রবিধি-অনুসারে।

কথোদিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন—।
গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহধর্ম্ম ॥ ২৩

গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন ॥ ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পারলৌকিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই লোক শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া করিয়া থাকে। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর, বস্তুতঃ তাঁহার মৃত্যু নাই, পারলৌকিক মঙ্গলামঙ্গলও নাই; তথাপি প্রভুর লৌকিক-লীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত লৌকিক মৃত্যুর অভিনয় করিয়া মিশ্রঠাকুর অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন এবং লৌকিক-লীলার অনুরোধে প্রভুও—পিতৃবিয়োগে অন্যান্য লোক যেমন শ্রাদ্ধাদি করে, তিনিও শাস্ত্রবিধি অনুসারে তদ্রূপ—পিতৃশ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিলেন।

বিধিদৃষ্টে—শাস্ত্রীয় বিধি-অনুসারে। শাস্ত্রানুসারে বৈষ্ণবের শ্রাদ্ধের বিশেষ-বিধি এই যে, বিষ্ণুনিবেদিত অন্ন (মহাপ্রসাদ) দ্বারা পিণ্ড দিবে। হরিভক্তিবিলাস বলেন—"প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ। তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতোনরঃ ॥—ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রাদ্ধদিনে প্রথমতঃ ভগবান্‌কে অন্ন নিবেদন করিয়া সেই নিবেদিত অন্নদ্বারা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবেন। ৯।১৮৪॥" হরিভক্তিবিলাসে এ সম্বন্ধে অন্য শাস্ত্রবচনও উদ্ধৃত হইয়াছে। "বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্। পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ হ, ভি, বি, ৯।১৮৭-ধৃত পাদ্মবচন।—বিষ্ণুর নিবেদিত অন্নদ্বারা অন্য দেবতার পূজা করিবে; পিতৃগণকেও বিষ্ণুনিবেদিত অন্ন দিবে; তাহা হইলে অক্ষয়-ফল পাওয়া যায়।" আরও বলা হইয়াছে—"যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাম্। তেনৈব পিণ্ডাংস্তুলসীবিমিশ্রানাকল্পকোটিং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ ॥ ৯।১৮৯-ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচন।—শ্রাদ্ধকালে ভক্তিসহকারে ভগবদুচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ ও তদ্‌যোগে তুলসীসমন্বিত পিণ্ড পিতৃদেবতাগণকে অর্পণ করিলে পিতৃগণ কোটিকল্প পর্য্যন্ত সম্যক্ তৃপ্তিলাভ করেন।" স্কন্দপুরাণে শ্রীশিবের উক্তিও আছে। "দেবান্ পিতৄন্ সমুদ্দিশ্য যদ্‌বিষ্ণোর্ব্বিনিবেদিতম্। তানুদ্দিশ্য ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদানং তস্য চৈবহি ॥ হ, ভ, বি, ৯।১৯০-ধৃতবচন ॥—বিষ্ণুনিবেদিত দ্রব্যই দেবতাদিগকে এবং পিতৃগণকে দিবে।" এইরূপ অনেক শাস্ত্রবচন শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত হইয়াছে।

আর একটী বিশেষ বিধি এই যে, একাদশী-ব্রতদিনে যদি শ্রাদ্ধের তারিখ পড়ে, তবে সেই দিন শ্রাদ্ধ না করিয়া পরের দিন অর্থাৎ পারণের দিন শ্রাদ্ধ করিবে। "একাদশ্যাং যদা রাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ। তদ্দিনে তু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥ হ, ভ, বি, ১২।২৯-ধৃত পাদ্ম-পুষ্করখণ্ডবচন।—একাদশী ব্রতদিনে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে সেই দিন ত্যাগ করিয়া দ্বাদশী-দিনে শ্রাদ্ধ করিবে। একাদশ্যান্তু প্রাপ্তায়াং মাতাপিত্রোর্মৃতেঽহনি। দ্বাদশ্যাং তৎ প্রদাতব্যং নোপবাসদিনে ক্বচিৎ ॥ ঐ-পাদ্মোত্তরখণ্ডবচন।—মাতাপিতার মৃতাহে একাদশী-ব্রত হইলে দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে; কখনও উপবাসদিনে শ্রাদ্ধ করিবে না। একাদশী যদা নিত্যা শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ। উপবাসং তদা কুর্য্যাদ্ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥—ঐ-স্কান্দবচন ॥—একাদশীতে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে সেই দিন উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে।" ব্রতদিনে শ্রাদ্ধ করিলে কি প্রত্যবায় হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। "যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধং স্বেকাদশীদিনে। ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরতেকঃ ॥ হ, ভ, বি, ১২।২৯ ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তবচন ॥—একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করিলে দাতা, ভোক্তা ও প্রেত তিনজনই নরকে যায়।" উক্ত শাস্ত্রবচন-সমূহে একাদশী-শব্দে একাদশীর উপবাসদিনের কথাই বলা হইয়াছে; উপবাস যদি দ্বাদশীদিনেও হয়, তাহা হইলেও ঐ উপবাসদিনে (একাদশী-ব্রতদিনে) শ্রাদ্ধ না করিয়া পারণের দিনেই করিবে, ইহাই বিধি।

২৩-২৪। কথোদিনে—শ্রীজগন্নাথমিশ্রের অন্তর্ধানের কিছুকাল পরে। **গৃহস্থ**—গৃহস্বামী। পিতার অন্তর্ধানের পরে প্রভুর উপরেই সংসার-পরিচালনের ভার পতিত হওয়ায় তিনি নিজেকে গৃহস্থ বা গৃহস্বামী বলিয়া পরিচিত করিলেন। **গৃহধর্ম্ম**—গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। **চাহি**—পালন করা উচিত। **গৃহিণী বিনা** ইত্যাদি—গৃহিণী (স্ত্রী) ব্যতীত (স্ত্রীর সাহচর্য্য ব্যতীত) গৃহধর্ম্ম রক্ষিত হইতে পারে না, এই উক্তির শাস্ত্রীয় প্রমাণ পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

তথাহি উদ্বাহতত্ত্বে। ৭।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥ ৩

দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে।
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে॥ ২৫
পূর্ব্বসিদ্ধ ভাব দোঁহার উদয় করিল।
দৈবে বনমালী ঘটক শচীস্থানে আইল॥ ২৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ন গৃহমিতি। গৃহিণীং বিনা গৃহধর্ম্ম ন শোভতে তদাহ। গৃহং বাসস্থানং কেবলং ন গৃহং ইত্যাহুঃ পণ্ডিতাঃ বদন্তীত্যর্থঃ। কিন্তু গৃহিণী গৃহধর্ম্মিণী গৃহমুচ্যতে হি, যতস্তয়া গৃহিণ্যা সহিতঃ মিলিতঃ সন্ পুরুষঃ সর্ব্বান্ ধর্ম্মার্থাদীন্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ইতি।৩।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৩। অন্বয়। গৃহং (গৃহ) ন গৃহং (গৃহ নহে) ইতি (এইরূপ) আহুঃ (পণ্ডিতগণ বলেন); গৃহিণী (গৃহণী—পত্নী) গৃহং (গৃহ) উচ্যতে (কথিত হয়); তয়া (তাহার—সেই গৃহিণীর) সহিতঃ (সহিত) হি (ই) [গৃহী] (গৃহী ব্যক্তি) সর্ব্বান্ (সমস্ত) পুরুষার্থান্ (পুরুষার্থ) সমশ্নুতে (সম্ভোগ করে)।

অনুবাদ। কেবল গৃহকে গৃহ বলা যায় না; গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়; যেহেতু, গৃহী ব্যক্তি গৃহিণীর সহিতই সমস্ত পুরুষার্থের সম্ভোগ করেন।৩।

পুরুষার্থান্—ধর্ম্ম. অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটীকে পুরুষার্থ বলে। সস্ত্রীকং ধর্ম্মমাচরেৎ—এই বিধি অনুসারে গৃহী ব্যক্তিকে স্ত্রীর সহিত একত্র হইয়াই ধর্ম্মার্থাদি পুরুষার্থের অনুকূল অনুষ্ঠানাদি করিতে হয় এবং এই অনুষ্ঠানের ফলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাও স্ত্রীর সহিত একত্র হইয়াই গৃহী ব্যক্তি ভোগ করিয়া থাকেন; মোট কথা এই যে, স্ত্রী ব্যতীত গৃহী ব্যক্তির গৃহধর্ম্ম সুচারুরূপে রক্ষিত হইতে পারেনা; এইরূপে গৃহিণী গৃহস্থের পক্ষে অপরিহার্য্য বলিয়া গৃহিণীকেই গৃহ বলা যায়; যেহেতু, যাহার গৃহ নাই, তাঁহাকে যেমন গৃহস্থ বলা যায় না, তদ্রূপ যাঁহার গৃহিণী নাই—গৃহধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে পালন করিতে পারেন না বলিয়া—তাঁহাকেও গৃহস্থ বলা সঙ্গত হইবে না। তাই, যিনি গৃহস্থ হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে বিবাহ করা একান্ত কর্ত্তব্য। (১।৭।৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারদ্বয়ের প্রমাণ এই শ্লোক। ভূমিকায় "পুরুষার্থ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২৫। **দৈবে**—হঠাৎ; পূর্ব্বের কোনওরূপ বন্দোবস্ত বা সঙ্কল্প ব্যতীতই। **পড়িয়া আসিতে**—টোল হইতে অধ্যয়ন করিয়া বাড়ীতে ফিরিবার সময়। **বল্লভাচার্য্যের কন্যা**—লক্ষ্মীদেবীকে। **গঙ্গাপথে**—গঙ্গাস্নানে যাওয়ার পথে।

প্রভু নিজের পড়া সারিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছেন, আর লক্ষ্মীদেবী নিজ বাড়ী হইতে গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন; এমন সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল।

২৬। **পূর্ব্বসিদ্ধভাব**—পূর্ব্বের (অনাদি কালের) সিদ্ধ ভাব। প্রভু হইলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, আর লক্ষ্মীদেবী হইলেন স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী; সুতরাং তাঁহাদের স্বাভাবিক ভাব হইল কান্তাভাব; তাঁহাদের এই কান্তাভাব অনাদি-সিদ্ধ; নবদ্বীপ-লীলার প্রারম্ভে লৌকিক লীলার অনুরোধে এই অনাদিসিদ্ধ কান্তাভাব প্রচ্ছন্ন ছিল; এইক্ষণে হঠাৎ পরস্পরের দর্শনে উভয়ের মনেই সেই ভাব প্রকটিত হইল—লক্ষ্মীদেবীকে পত্নীরূপে পাওয়ার ইচ্ছা প্রভুর মনে জাগিল এবং প্রভুকে পতিরূপে পাওয়ার ইচ্ছা লক্ষ্মীদেবীর মনে জাগিল। (পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় শ্লোকের টীকা এবং পরবর্ত্তী ১।১৬।২৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

উক্ত ঘটনার পরে সেই দিনই বনমালী-ঘটক যাইয়া শচীমাতার নিকটে শ্রীনিমাইয়ের সহিত লক্ষ্মীদেবীর বিবাহের

শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন।
লক্ষ্মীকে বিবাহ কৈল শ্রীশচীনন্দন ॥ ২৭
বিস্তারি বর্ণিলেন ইহা বৃন্দাবনদাস।
এই ত পৌগণ্ডলীলার সূত্রের প্রকাশ ॥ ২৮
পৌগণ্ডবয়সে লীলা বহুত প্রকার।
বৃন্দাবনদাস তাহা করিয়াছেন বিস্তার ॥ ২৯
অতএব দিঙ্মাত্র ইহাঁ দেখাইল।
চৈতন্যমঙ্গলে সর্ব্বলোকে খ্যাত হৈল ॥ ৩০
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩১

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পৌগণ্ড-লীলাসূত্রবর্ণনং নাম পঞ্চদশপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রস্তাব করিলেন। "ঈশ্বর ইচ্ছায় বিপ্র-বনমালী নাম। সেইদিন গেলা তেঁহো শচীদেবী-স্থান ॥ * * * আইরে বলেন তবে বনমালী আচার্য্য। পুত্র-বিবাহের কেনে না চিন্তহ কার্য্য ॥ শ্রীচৈতন্যভাগবত। আদি ৭ম অধ্যায়।"

২৭। **শচীর ইঙ্গিতে**—শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়, বনমালী-ঘটকের প্রস্তাবে শচীমাতা প্রথমে সম্মতি দেন নাই; তিনি বলিয়াছিলেন—"নিমাইর আগে লেখা পড়া শেষ হউক, তারপর বিবাহের কথা।" শুনিয়া একটু বিষণ্ণচিত্তে ঘটক ফিরিয়া যাইতেছিলেন; পথে প্রভুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; প্রভু প্রশ্ন করিয়া সমস্ত কথা জানিলেন। তারপর প্রভু গৃহে ফিরিয়া আসিয়া "জননীরে হাসিয়া বলেন সেইক্ষণে। আচার্য্যেরে সম্ভাষা না কৈলে ভাল কেনে ॥" এই বাক্যে শচীমাতা নিমাইয়ের মুখে তাঁহার বিবাহের অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত পাইলেন; তখন তিনি ঘটক বনমালী-আচার্য্যকে ডাকিয়া আনাইলেন এবং লক্ষ্মীদেবীর সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা করিতে আদেশ দিলেন।

২৮। শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের ৯ম অধ্যায়ে লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিবাহ-লীলার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনানুসারে প্রভুর পৌগণ্ড-বয়সে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না (পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩০। **চৈতন্যমঙ্গলে**—শ্রীল বৃন্দাবনদাসকৃত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে।

আদি-লীলা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কৃপাসুধাসরিদ্ যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কৃপাসুধেতি। তং চৈতন্যপ্রভুং ভজেঽহং শরণং ব্রজামি। যস্য চৈতন্যপ্রভোঃ কৃপাসুধাসরিৎ অনুগ্রহরূপামৃতনদী বিশ্বং জগৎ সর্ব্বং আপ্লাবয়ন্তী তথাপি সদা নীচগা নীচেন গচ্ছতী এব ভাতি দেদীপ্যবতী ভবতীত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী।১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৈশোর-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যস্য (যাঁহার—যে শ্রীচৈতন্য-প্রভুর) কৃপাসুধাসরিৎ (কৃপারূপ অমৃত-নদী) বিশ্বং (জগৎকে) আপ্লাবয়ন্তী অপি (সম্যক্‌রূপে প্লাবিত করিয়াও) সদা (সর্ব্বদা) নীচগা এব (নীচগামিনীরূপেই) ভাতি (প্রকাশ পাইতেছে), তং (সেই) চৈতন্যপ্রভুং (শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে) ভজে (আমি ভজনা করি)।

অনুবাদ। যাঁহার করুণারূপ অমৃতনদী বিশ্বকে সম্যক্‌রূপে প্লাবিত করিয়াও সর্ব্বদা নীচগামিনীরূপেই প্রকাশ পাইতেছে, আমি সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে ভজনা করি।১।

কৃপাসুধাসরিৎ—কৃপারূপ সুধা (অমৃত), তাহার সরিৎ (নদী); শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাকে সুধার সহিত তুলনা করা হইয়াছে ; ইহাতে গৌরকৃপার মাধুর্য্য, নিত্যত্ব এবং সর্ব্ব-সন্তাপ-নাশিত্ব সূচিত হইয়াছে। এতাদৃশী কৃপা সরিৎ বা নদীর ন্যায় সমগ্র বিশ্বে প্রবাহিত। নদী যেমন অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়, পথে যাহা কিছু থাকে, সমস্তকেই ভাসাইয়া লইয়া যায়, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাও তদ্রূপ অবিচ্ছিন্নভাবে অনবরত প্রবাহিত হইয়া সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করিতেছে—**আপ্লাবয়ন্তী**—আ-(সম্যক্‌রূপে) প্লাবয়ন্তী (প্লাবিত করিতেছে)—বিশ্বের কোনও অংশই—কোনও জীবই—এই কৃপার স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হয় না। কিন্তু নদীর জল যে সকল স্থানকে প্লাবিত করে, তাহাদের সর্ব্বত্রই যেমন পরে জল দেখিতে পাওয়া যায় না—উচ্চ বা সমতল স্থান হইতে সেই জল যেমন আপনা-আপনিই সরিয়া যায়, কিন্তু নিম্নস্থানেই তাহা যেমন আবদ্ধ হইয়া থাকে এবং আবদ্ধ থাকিয়া ঐ স্থান দিয়াই নদীর জল যাওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করে—তদ্রূপ, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা সকলের উপর সমানভাবে বর্ষিত হইলেও সকলে তাহা ধারণ বা রক্ষা করিতে পারেনা, অভিমানাদিতে যাহাদের হৃদয় স্ফীত হইয়া আছে, তাহারা এই কৃপাকে রক্ষা করিতে পারেনা, এই কৃপাধারা যে তাহাদিগকেও স্পর্শ করিয়া যাইতেছে, তাহার কোনও নিদর্শনও তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না ; কিন্তু ভক্তিরাণীর কৃপায় যাঁহারা সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাদিগকে নিতান্ত হীন—নীচ—বলিয়া মনে করেন —গর্ব্বাভিমান যাঁহাদের চিত্তকে স্ফীত করিতে পারেনা—প্রভুর কৃপাধারা তাঁহাদের চিত্তেই ধরা পড়িয়া যায়; রক্ষিত হয়, রক্ষিত হইয়া কৃপানদীর পথের পরিচয় প্রদান করে। এইরূপে, অভিমানশূন্য ভক্তহৃদয়েই গৌরকৃপার নিদর্শন জাগ্রত থাকে বলিয়া সাধারণতঃ লোকে মনে করেন--অভিমানশূন্য ভক্তহৃদয়েই গৌরকৃপার আবির্ভাব হয়, অন্যত্র হয় না ;

জীয়াৎ কৈশোরচৈতন্যো মূর্ত্তিমত্যা গৃহাশ্রমাৎ।
লক্ষ্যার্চ্চিতোঽথ বাগ্দেব্যা দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ ॥ ২

এই ত কৈশোর-লীলার সূত্র অনুবন্ধ।
শিষ্যগণ পড়াইতে করিলা আরম্ভ ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

জীয়াদিতি। কৈশোরচৈতন্যঃ কৈশোরবয়সি স্থিতঃ শ্রীশচীনন্দনঃ জীয়াৎ জয়যুক্তো ভবতি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। স চৈতন্যঃ কথম্ভূতঃ গৃহাশ্রমাৎ যজ্ঞ গর্ত্তাদিত্বাৎ পঞ্চমী গৃহাশ্রমং প্রাপ্যেত্যর্থঃ মূর্ত্তিমত্যা শরীরধারিণ্যা লক্ষ্যা অর্চ্চিতঃ সর্ব্বপ্রকারেণ সেবিতঃ। তথান্তরং বাগ্দেব্যা সরস্বত্যা দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ অর্চ্চিতঃ চক্রবর্ত্তী। ২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাই বলা হইয়াছে, গৌরকৃপারূপ অমৃতনদী সর্ব্বদা যেন **নীচগা এব ভাতি**—নিম্নগামিনীরূপেই প্রকাশ পায়—মনে হয় যেন, নিম্ন স্থান (অভিমানহীন ভক্তহৃদয়) ব্যতীত অন্যত্র তাহার গতিই নাই। বৃষ্টির জল সর্ব্বত্র সমানভাবে পতিত হইলেও কেবলমাত্র গর্ত্তাদিতেই যেমন তাহা জমিয়া থাকে, উচ্চ বা সমতল স্থানে যেমন তাহা জমেনা,—তদ্রূপ গৌরকৃপা সকলের উপর সমানভাবে বর্ষিত হইলেও অভিমানশূন্য ভক্তই তাহা গ্রহণ করিতে পারে, অন্যে পারেনা। তাই সাধারণ লোক মনে করে, ভগবান্ কেবল ভক্তকেই কৃপা করেন, অন্যের প্রতি তাঁহার কৃপা নাই ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে ; তাঁহার কৃপা সর্ব্বত্র সমানভাবে বর্ষিত হইতেছে—কেবল পাত্রভেদে ইহার প্রকাশের পার্থক্যমাত্র হয়।

শ্লো। ২। অন্বয়। গৃহাশ্রমাৎ (গৃহাশ্রমে—গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া) মূর্ত্তিমত্যা (মূর্ত্তিমতী) লক্ষ্যা (লক্ষ্মী—লক্ষ্মীপ্রিয়া—কর্ত্তৃক) অর্চ্চিতঃ (অর্চ্চিত) অথ (এবং) দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ (দিগ্‌বিজয়ী-পরাজয়চ্ছলে) বাগ্‌দেব্যা (সরস্বতীকর্ত্তৃক) [অর্চ্চিতঃ] (অর্চ্চিত—পূজিত) কৈশোরচৈতন্যঃ (কিশোর-বয়সস্থিত শ্রীচৈতন্যদেব) জীয়াৎ (জয়যুক্ত হউন)।

অনুবাদ। যিনি গৃহস্থাশ্রমে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী লক্ষ্মীপ্রিয়াকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়াছেন এবং দিগ্‌বিজয়ি-পরাজয়চ্ছলে বাগ্‌দেবীকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়াছেন, সেই কৈশোর-বয়সস্থিত শ্রীচৈতন্যদেব জয়যুক্ত হউন। ২।

গৃহাশ্রমাৎ—কোনও কোনও গ্রন্থে "গৃহাগমাৎ" পাঠ আছে ; অর্থ—গৃহাগমাৎ গৃহাশ্রমং প্রাপ্যেত্যর্থঃ—গৃহস্থাশ্রমকে প্রাপ্ত হইয়া ; গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া। উভয় পাঠের অর্থ একই। **মূর্ত্তিমত্যা লক্ষ্মা**—মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-কর্ত্তৃক ; এস্থলে প্রভুর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ; স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীই যেন নারীদেহ ধারণ করিয়া প্রভুর গৃহিণীরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ, বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী, জানকী ও রুক্মিণী—ইঁহাদের মিলিত বিগ্রহই লক্ষ্মীপ্রিয়া (গৌরগণোদ্দেশ। ৪৫।)। **দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ**—দিশাং জয়ী (দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত) তাঁহার জয় (পরাজয়ের) ছলে (উপলক্ষে)। এক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন ; শাস্ত্রযুদ্ধে প্রভু তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই শাস্ত্রযুদ্ধ উপলক্ষে, দেবী সরস্বতী দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের মুখে অশুদ্ধ শ্লোকাদি প্রকটিত করিয়া তাঁহার পরাজয়ের—সুতরাং প্রভুর জয়ের—সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন ; ইহাতেই বাগ্‌দেবীকর্ত্তৃক প্রভুর সেবা করা হইল। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে দিগ্‌বিজয়ি-জয়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

কৈশোর-বয়সেই প্রভু শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবীর সহিত গৃহস্থাশ্রম উপভোগ করিয়াছেন এবং দিগ্‌বিজয়ি-পণ্ডিতকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্বীয় অদ্ভুত বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন। এই শ্লোকে সংক্ষেপে ১৬শ পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা হইল। (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫শ অধ্যায়ের দ্বিতীয়-শ্লোকের টীকা দ্রষ্ট

২। কৈশোর—দশ হইতে পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কৈশোর।

শতশত শিষ্যসঙ্গে সদা অধ্যাপন।
ব্যাখ্যা শুনি সর্ব্বলোকের চমকিত মন ॥ ৩
সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বপণ্ডিত পায় পরাজয়।
বিনয়ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয় ॥ ৪
বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণসঙ্গে।
জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানারঙ্গে ॥ ৫
কথোদিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন।
যাহাঁ যায় তাহাঁ লওয়ায় নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৬
বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিতে।
শত শত পঢ়ুয়া আসি লাগিল পঢ়িতে ॥ ৭
সেই দেশে বিপ্র—নাম মিশ্র তপন।
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য সাধন ॥ ৮
বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়।
'সাধ্য-সাধন শ্রেষ্ঠ' না হয় নিশ্চয় ॥ ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবন্ধ—১।১৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

কৈশোরেই প্রভু টোল করিয়া ছাত্রদিগকে পড়াইতে আরম্ভ করেন।

৪। **সর্ব্বশাস্ত্রে** ইত্যাদি—প্রভু নিজের টোলে সাধারণতঃ ব্যাকরণ পড়াইতেন। কিন্তু সমস্ত শাস্ত্রেই তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল; সমস্ত শাস্ত্রের বিচারেই তিনি অন্য সমস্ত পণ্ডিতকে পরাজিত করিতেন। **বিনয় ভঙ্গীতে** ইত্যাদি—কিন্তু পরাজিত হইলেও শ্রীচৈতন্যের বিনয়-গুণে পণ্ডিতগণ দুঃখিত হইতেন না। শাস্ত্র-বিচারকালে তিনি প্রতিপক্ষের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন না, প্রতিপক্ষ যে তাঁহা অপেক্ষা কোনও বিষয়ে হীন—তাঁহার কথাবার্ত্তায় বা ভাব-ভঙ্গীতে এরূপ কিছু প্রকাশ পাইত না, তিনি প্রতিপক্ষের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইতেন; এ সমস্ত কারণে পরাজিত হইলেও পণ্ডিতগণ দুঃখিত হইতেন না।

৫। **বিবিধ ঔদ্ধত্য**—নানারূপ চঞ্চলতা। তাঁহার টোলের ছাত্রগণকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীরাদিতে যাইতেন এবং সেই স্থানে নানাবিধ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেন; কখনও বা তাঁহাদিগকে লইয়া প্রভু গঙ্গায় জলকেলি করিতেন।

৬-৭। **কথোদিনে**—কিছুকাল পরে। **বঙ্গেতে**—বঙ্গদেশে, পূর্ব্ববঙ্গে।

নাম-প্রেম-প্রচারের নিমিত্তই প্রভুর অবতার; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে আসার পূর্ব্বে নবদ্বীপে প্রভু নাম-প্রেম প্রচার করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না; অধ্যাপকরূপে তিনি যখন পূর্ব্ববঙ্গে আসেন, তখনই তিনি সর্ব্বপ্রথমে নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিতে আরম্ভ করেন; তিনি পূর্ব্ববঙ্গের যে যে স্থানে গিয়াছেন, সে সে স্থানেই নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন; এইরূপে, পূর্ব্ববঙ্গেই প্রভুর নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচারের আরম্ভ হয়। অধ্যাপকরূপে তাঁহার সুখ্যাতির প্রসারও পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল; তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া শত শত বিদ্যার্থী তাঁহার ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থান-কালেও প্রভু শত শত বিদ্যার্থীর অধ্যাপনা করিয়াছেন।

৮-৯। **সেই দেশে**—পূর্ব্ববঙ্গে। **বিপ্র নাম** ইত্যাদি—তপন-মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণ; পূর্ব্ববঙ্গের পদ্মা-নদীতীরে কোনও স্থানে তাঁহার নিবাস ছিল; শ্রীমন্ মহাপ্রভু পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ কালে সে স্থানে আসিয়াছিলেন। সুকৃতি তপন-মিশ্র সর্ব্বদা নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেন; কিন্তু সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে না পারিয়া অপর কোনও সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই। সাধ্য-সাধন-নির্ণয়ের নিমিত্ত তিনি অনেক শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু বহু শাস্ত্রের বহু উক্তি দ্বারা তাঁহার সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল মাত্র—শ্রেষ্ঠ সাধ্য কি, তাহার সাধনই বা কি, তাহা তিনি নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তিনি প্রভুর শরণাপন্ন হয়েন; প্রভু তাঁহাকে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের কথা বলিলেন এবং নামসঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করিলেন। তপনমিশ্রের ইচ্ছা ছিল—তিনি নবদ্বীপে যাইয়া প্রভুর নিকটে বাস করেন। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে কাশীবাস করার আদেশ দিলেন। তদনুসারে তিনি সপরিবারে কাশীতে গিয়া বাস করিতে থাকেন। সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন যাওয়ার এবং আসার কালে কাশীতে তপন-মিশ্রের গৃহেই তিনি ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

স্বপ্নে এক বিপ্র কহে—শুনহ তপন।
নিমাই পণ্ডিত-পাশে করহ গমন ॥ ১০
তেঁহো তোমার সাধ্যসাধন করিবে নিশ্চয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তেঁহো নাহিক সংশয় ॥ ১১

স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে ॥ ১২
প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্যসাধন কহিল।
'নামসঙ্কীর্ত্তন কর' উপদেশ কৈল ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সাধ্য-সাধন—সাধ্য ও সাধন। যাহা পাওয়ার নিমিত্ত লোক ভজনাদি করে, তাহাকে বলে সাধ্য; আর সেই সাধ্য-বস্তুটী লাভ করার নিমিত্ত যে উপায় অবলম্বন করিতে হয়, যে সমস্ত অনুষ্ঠানাদির আচরণ করিতে হয়, তৎ-সমস্তকে বলে সাধন। লোক-সমূহের মধ্যে কাহারও কাম্য স্বর্গপ্রাপ্তি, কাহারও কাম্য পরমাত্মার সহিত মিলন, কাহারও কাম্য ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য, আবার কাহারও কাম্য বা ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তি: এ সকল স্থলে—স্বর্গপ্রাপ্তি, পরমাত্মার সহিত মিলন, ব্রহ্ম-সাযুজ্য, ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তি প্রভৃতি হইল বিভিন্ন সাধ্যবস্তু। স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত বেদাদি-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়; পরমাত্মার সহিত মিলনের নিমিত্ত যোগের অনুষ্ঠান করিতে হয়; ব্রহ্ম-সাযুজ্যের নিমিত্ত জ্ঞানমার্গের অনুসরণ করিতে হয়; ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তির নিমিত্ত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়; এ সকল স্থলে—কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি হইল বিভিন্ন সাধন। যেরূপ সাধনের অনুষ্ঠান করা হয়, তদনুকূল সাধ্যবস্তুই লাভ হইয়া থাকে; জ্ঞানমার্গের অনুষ্ঠানে—ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হইতে পারে, কিন্তু ভগবৎ-সেবা পাওয়া যাইবে না।

বহু শাস্ত্রে ইত্যাদি—বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন সাধ্য ও বিভিন্ন সাধনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; জ্ঞানমার্গের শাস্ত্রে ব্রহ্মসাযুজ্যের এবং জ্ঞানের প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে; ভক্তিমার্গের শাস্ত্রে ভগবৎ-সেবা ও সাধন-ভক্তির প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; এইরূপে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন সাধ্য ও সাধনের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে; তাই বহু শাস্ত্রের আলোচনা করিলে শ্রেষ্ঠ সাধ্য এবং তদনুকূল শ্রেষ্ঠ সাধন তো সাধারণতঃ নির্ণীত হয়ইনা, বরং সন্দেহ ও গোলযোগ আরও বাড়িয়া যায়। **চিত্তে ভ্রম হয়**—জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, না ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, না কি যোগই শ্রেষ্ঠ, আবার ব্রহ্ম-সাযুজ্যই শ্রেষ্ঠ, না কি ভগবৎসেবা-প্রাপ্তিই শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি বিষয়ে ভ্রান্তি বা গোলযোগ উপস্থিত হয়। **সাধ্য-সাধন-শ্রেষ্ঠ**—সাধ্যবস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টী এবং সাধনের মধ্যেই বা শ্রেষ্ঠ কোন্‌টী তাহা। অথবা, শ্রেষ্ঠ-সাধ্যবস্তু-প্রাপ্তির অনুকূল সাধন কি, তাহা।

১০-১১। তপন-মিশ্র সাধ্য-সাধন নির্ণয় করিতে না পারিয়া মনে সোয়াস্তি পাইতেছিলেন না; সর্ব্বদাই এই বিষয়ে চিন্তা করিতেন; এরূপ অবস্থায় একদিন রাত্রি-শেষে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন—এক ব্রাহ্মণ আসিয়া, নিমাই-পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া সাধ্য-সাধনতত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত বলেন, "এক দেব মূর্ত্তিমান্" তপন মিশ্রকে স্বপ্নে উপদেশ করিয়াছেন। "ভাবিতে চিন্তিতে একদিন রাত্রি শেষে। সুস্বপ্ন দেখিল দ্বিজ নিজ ভাগ্যবশে ॥ সম্মুখে আসিয়া এক দেব মূর্ত্তিমান্। ব্রাহ্মণেরে কহে গুপ্ত চরিত্র-আখ্যান ॥ শুন শুন ওহে দ্বিজ পরম সুধীর। চিন্তা না করিহ আর, মন-কর স্থির ॥ নিমাই-পণ্ডিত-পাশ করহ গমন। তিঁহো কহিবেন তোমা সাধ্য সাধন ॥ মনুষ্য নহেন তিঁহো—নর-নারায়ণ। নররূপে লীলা তাঁর জগত কারণ ॥ বেদগোপ্য এ সকল না কহিবে কারে। কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম-জন্মান্তরে ॥—শ্রীচৈতন্যভাগবত। আদি। ১২ ॥" **সাক্ষাৎ ঈশ্বর** ইত্যাদি—তিনি সাধারণ মানুষ নহেন; পরন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর—স্বয়ং ভগবান্; তাই কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু, আর তাহার অনুকূল সাধনই বা কি, তাহা তিনিই নিশ্চিতরূপে বলিতে পারিবেন।

১৩। শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু কি এবং তাহার অনুকূল সাধনই বা কি, তাহা প্রভু তপন-মিশ্রকে বুঝাইয়া বলিলেন; বলিয়া তাঁহাকে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি খণ্ড দ্বাদশ অধ্যায় হইতে জানা যায়, তপন-মিশ্র প্রভুর নিকটে সাধ্যসাধন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইলে, প্রভু বলিলেন—"যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য।"—শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই যে জীবের সাধ্যবস্তু, ইহাই প্রভু বলিলেন। সাধনসম্বন্ধে প্রভু বলিলেন—"কলিযুগে নামযজ্ঞ সার ॥ * * হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥" আরও জানা যায়—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

তাঁর ইচ্ছা—প্রভুসঙ্গে নবদ্বীপে বসি।
প্রভু আজ্ঞা দিল—তুমি যাও বারাণসী ॥ ১৪
তাহাঁ আমার সঙ্গে তোমার হবে দরশন।
আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন ॥ ১৫

প্রভুর অতর্ক্যলীলা বুঝিতে না পারি—।
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেনে পাঠায় কাশীপুরী ? ॥ ১৬
এইমত বঙ্গের লোকের কৈলা মহা হিত।
নাম দিয়া ভক্ত কৈল—পঢ়াঞা পণ্ডিত ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥”—এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর কীর্ত্তন করার নিমিত্তই প্রভু তপন-মিশ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই নাম-মন্ত্র উপদেশ দিয়া প্রভু বলিলেন—“সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে ॥” প্রভু তপন-মিশ্রকে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব বুঝাইয়া বলিয়াছেন, মিশ্রও তাহা শুনিয়াছেন; মিশ্র স্বপ্নে জানিয়াছেন—প্রভু স্বয়ং ভগবান্; সুতরাং প্রভুর কথায় তিনি দৃঢ় বিশ্বাসই স্থাপন করিয়াছেন—প্রভু যাহা বলিলেন, তাহাই শ্রেষ্ঠ সাধ্য এবং শ্রেষ্ঠ সাধন—এ বিষয়ে তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না; কিন্তু তিনি প্রভুর কথা কানে শুনিলেন এবং মনে বিশ্বাস করিলেন মাত্র—উপদিষ্ট বিষয়-সম্বন্ধে তখনও তাঁহার অনুভূতি লাভ হয় নাই; মিছরী যে মিষ্ট, তাহা শুনিলেন এবং বিশ্বাস করিলেন; কি করিলে মিছরীর মিষ্টত্ব আস্বাদন করা যায়, তাহাও জানিলেন; কিন্তু তখনও সে মিষ্টত্বের আস্বাদন তিনি পায়েন নাই। তাই প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—“মিশ্র, তুমি এই ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর জপ কর; ইহাই তোমার সাধন; জপ করিতে করিতে চিত্তের মলিনতা যখন কাটিয়া যাইবে, তখনই তোমার চিত্তে প্রেমাঙ্কুর বা কৃষ্ণরতির উদয় হইবে; প্রেমাঙ্কুর জন্মিলেই সাধ্যবস্তু সম্বন্ধে তোমার সাক্ষাৎ অনুভূতি জন্মিবে এবং তখনই তুমি নিজে অনুভব করিতে পারিবে যে, নামসঙ্কীর্ত্তনই সেই সাধ্যবস্তু-লাভের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাধন।” পিত্তাধিক ব্যক্তির জিহ্বায় মিছরীও তিক্ত বলিয়া মনে হয়; পিত্ত-প্রশমনের নিমিত্ত চিকিৎসক তাহাকে মিছরীর সরবৎ পানেরই উপদেশ দেন; মিছরীর সরবৎও প্রথমে তিক্ত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু সরবৎ পান করিতে করিতে যখন পিত্ত দূরীভূত হয়, তখনই মিছরীর মিষ্টত্ব অনুভূত হয়। তদ্রূপ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে চিত্তের মলিনতা যখন দূরীভূত হইবে, চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হইবে, হরিনামের আস্বাদন তখনই পাওয়া যাইবে, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের সাধ্য বস্তু কি—তখনই তাহাও অনুভূত হইবে। চিত্তে প্রেমের উদয় হইলে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার নিমিত্ত ভক্তের বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মে, শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই এক মাত্র কাম্য বস্তু বা সাধ্যবস্তু বলিয়া তখন তাঁহার অনুভব হয়। তাই, প্রভু বলিয়াছেন, “চিত্তে যখন প্রেমাঙ্কুর হইবে, তখনই অনুভব করিতে পারিবে—সাধ্য বস্তু কি এবং তাহার সাধনই বা কি।” ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, কৃষ্ণ-সেবাকেই শ্রেষ্ঠ সাধ্য এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তনকেই তাহার শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু তপন-মিশ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

১৪-১৫। **তাঁর ইচ্ছা**—তপনমিশ্রের ইচ্ছা। **প্রভুসঙ্গে** ইত্যাদি—প্রভুর সঙ্গে নবদ্বীপে বাস করিতে। **তাঁহা**—বারাণসীতে; কাশীতে। মনে হয়, প্রভু যে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া একবার কাশীতে যাইবেন, এই সঙ্কল্প পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণসময়েই প্রভুর মনে ছিল। তাই তপন-মিশ্রকে বলিলেন—তুমি কাশীতে যাও, সেখানেই আমার সঙ্গে তোমার মিলন হইবে।

১৬। **অতর্ক্য লীলা**—যুক্তিতর্ক দ্বারা যে লীলার উদ্দেশ্যাদি নির্ণয় করা যায় না। তপনমিশ্র নবদ্বীপে প্রভুর সঙ্গে থাকিতে চাহিলেন; প্রভু কেন তাঁহাকে নিজের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিয়া কাশীতে পাঠাইলেন—তাহা প্রভুই জানেন; লৌকিক যুক্তি-তর্ক দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র; কারণ, প্রভুর লীলা যুক্তি-তর্কের অগোচর—অতর্ক্য।

“অতর্ক্যলীলা” স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে “অনন্ত লীলা” পাঠান্তর আছে; প্রকরণ দেখিয়া “অতর্ক্যলীলা” পাঠই অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

স্বসঙ্গ—প্রভুর নিজের সঙ্গ বা সান্নিধ্য।

১৭। **এই মত**—পূর্ব্বোক্তরূপে; নামসঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়া এবং শাস্ত্রাদি পড়াইয়া। **বঙ্গের**

এইমত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা।
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা ॥ ১৮
প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহসর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল ॥ ১৯

অন্তরে জানিলা প্রভু—যাতে অন্তর্য্যামী।
দেশেরে আইলা প্রভু শচী-দুঃখ জানি ॥ ২০
ঘরে আইলা প্রভু লঞা বহু ধন জন।
তত্ত্বজ্ঞানে কৈলা শচীর দুঃখ বিমোচন ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লোকের—পূর্ব্ববঙ্গবাসী লোকগণের। **নাম দিয়া**—শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়া এবং কি নাম জপ করিতে হইবে, তাহা—ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর—বলিয়া দিয়া।

১৮। এইরূপে প্রভু পূর্ব্ববঙ্গে বিহার করিতেছেন; এদিকে নবদ্বীপে কিন্তু তাঁহার প্রেয়সী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী তাঁহার বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। **লক্ষ্মী**—প্রভুর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। **বিরহে**—পতিবিরহে; প্রভুর অনুপস্থিতিতে। লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর বিরহ-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন—"এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর বিরহে। অন্তরে দুঃখিতা দেবী কারে নাহি কহে॥ নিরবধি দেবী করে আইর সেবন। প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন॥ নামেরে সে অন্নমাত্র পরিগ্রহ করে। ঈশ্বরবিচ্ছেদে বড় দুঃখিতা অন্তরে॥ একেশ্বর সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন। চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পায়েন কোন ক্ষণ॥ ঈশ্বরবিচ্ছেদে লক্ষ্মী না পারি সহিতে। ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে। নিজ প্রতিকৃতি দেহ থুই পৃথিবীতে। চলিলেন প্রভুপাশে অতি অলক্ষিতে॥ প্রভুপাদপদ্ম লক্ষ্মী করিয়া হৃদয়। ধ্যানে গঙ্গাতীরে দেবী করিলা বিজয়॥—শ্রীচৈতন্যভাগবত। আদি। ১২॥"

১৯। **প্রভুর বিরহ-সর্প**—প্রভুর বিরহরূপ সর্প। **দংশিল**—দংশন করিল। **বিরহ-সর্প-বিষে**—বিরহরূপ সর্পের বিষে। **তাঁর**—লক্ষ্মীদেবীর। **পরলোক হৈল**—অন্তর্ধান হইল।

প্রভুর বিরহ-যন্ত্রণা যে পতিপ্রাণা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পক্ষে তীব্র-সর্প-বিষের যন্ত্রণা অপেক্ষাও অসহ্য ছিল—সম্ভবতঃ তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যেই লীলাশক্তি সর্প-দংশনের ব্যপদেশে লক্ষ্মীদেবীকে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত করাইলেন। মুরারি-গুপ্তের কড়চা হইতে জানা যায়—লক্ষ্মীদেবী একদিন গৃহে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ এক সর্প আসিয়া তাঁহার পাদমূলে দংশন করিল। শচী-দেবী তাহা জানিতে পারিয়া ওঝাদিগকে আনাইয়া অত্যন্ত যত্নের সহিত নানাবিধ উপায়ে বিষ অপসারিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা কারলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না: তখন একেবারে হতাশ হইয়া প্রতিবেশিনী রমণীগণকে সঙ্গে করিয়া তিনি প্রাণসমা বধূকে গঙ্গাতীরে আনয়ন করিলেন এবং তুলসীদামে তাঁহাকে বিভূষিত করিয়া রমণীগণের সহিত শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই কীর্ত্তনের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে লক্ষ্মীদেবী লীলা সম্বরণ করিলেন;—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্। ১।১১।২১-২৬॥"

২০। **অন্তরে জানিলা** ইত্যাদি—প্রভু অন্তর্য্যামী; তাই লোকমুখে না শুনিয়া থাকিলেও তিনি লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধানের কথা জানিতে পারিলেন। **দেশেরে** ইত্যাদি—প্রভু বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধানে শচীমাতার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে; প্রভুর প্রবাসকালে এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া শচীমাতার দুঃখ অনেকগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রভু ইহাও মনে করিলেন যে, তিনি যে পর্য্যন্ত বাড়ীতে ফিরিয়া না যাইবেন, সেই পর্য্যন্ত শচীমাতার দুঃখ ক্রমশঃই অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হইতে থাকিবে; তাই প্রভু দেশের দিকে—নবদ্বীপে—ফিরিয়া গেলেন।

২১। **বহু ধনজন**—পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থানকালে প্রভু বহু ধনরত্নাদি উপঢৌকন পাইয়াছিলেন; সে সমস্ত লইয়া তিনি নবদ্বীপে আসিলেন। আবার, নবদ্বীপে থাকিয়া প্রভুর নিকট পড়িবার উদ্দেশ্যেও অনেক ছাত্র (জন) প্রভুর সঙ্গে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। কোনও কোনও গ্রন্থে "বহু ধন জন" স্থলে "বহু ধন" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। **তত্ত্বজ্ঞানে**—তত্ত্ববিষয়ক উপদেশদ্বারা। নবদ্বীপে ফিরিয়া আসার পরে শচীমাতার ভাবভঙ্গীতে এবং লোকমুখে

শিষ্যগণ লৈয়া পুনঃ বিদ্যার বিলাস।
বিদ্যাবলে সভা জিনি ঔদ্ধত্য-প্রকাশ ॥ ২২

তবে বিষ্ণুপ্রিয়াঠাকুরাণীর পরিণয়।
তবে ত করিল প্রভু দিগ্বিজয়িজয় ॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পত্নীবিয়োগের সংবাদ পাইয়া প্রভু "ক্ষণেক রহিলা কিছু হেট মাথা করি ॥ প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ করিয়া স্বীকার। তুষ্ণী হই রহিলেন সর্ব্ববেদসার ॥ লোকানুকরণ-দুঃখ ক্ষণেক করিয়া। কহিতে লাগিলা নিজ ধৈর্য্যচিত্ত হৈয়া ॥—শ্রীচৈতন্যভাগবত। আদি। ১২ ॥" পরে, শচীমাতাকে শোকবিহ্বল দেখিয়া তাঁহার সান্ত্বনার নিমিত্ত প্রভু বলিলেন—"কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্।—পতি-পুত্রাদি কে কাহার? অর্থাৎ কেহই কাহারও নহে। মোহই ঐ সকল প্রতীতির কারণ। শ্রীভা, ৮।১৬।১৯।" প্রভু আরও বলিলেন—"মাতা! দুঃখ ভাব কি কারণে। ভবিতব্য যে আছে, সে ঘুচিবে কেমনে ॥ এই মত কালগতি—কেহো কারো নহে। অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে ॥ ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার। সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর ॥ অতএব যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায়। হইল সে কার্য্য, আর দুঃখ কেনে তায় ॥ স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি। তারে বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী ॥—শ্রীচৈতন্যভাগবত। আদি। ১২ ॥" এইরূপ তত্ত্বকথা বলিয়া প্রভু শচীমাতার দুঃখ দূর করার চেষ্টা করিলেন।

২২। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া আসার পরে প্রভু পুনরায় মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল বসাইয়া ছাত্র পড়াইতে লাগিলেন। পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় তিনি সকলকেই পরাজিত করিতে লাগিলেন; এদিকে আবার সময় সময় বেশ ঔদ্ধত্যও প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভুর ঔদ্ধত্যসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে একটী উদাহরণ পাওয়া যায় যে, প্রভু কথ্যভাষার অনুকরণ করিয়া নবদ্বীপ-প্রবাসী শ্রীহট্টের লোকদিগকে ঠাট্টা করিতেন। ক্রোধে শ্রীহট্টবাসিগণও বলিতেন—"হয় হয়। তুমি কোন্ দেশী তাহা কহত নিশ্চয় ॥ পিতামাতা আদি করি যতেক তোমার। বোলদেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার ॥ আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়। তবে গোল কর, কোন্ যুক্তি ইথে হয়।" কিন্তু প্রভু তাহাতে নিরস্ত হইতেন না; "তাবত চালেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর। যাবত তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর ॥"—শ্রীচৈতন্য-ভাগবত। আদি। ১৩ ॥"

২৩। কিছুকাল পরে রাজপণ্ডিত সনাতনমিশ্রের কন্যা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত প্রভুর দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। **পরিণয়**—বিবাহ। **দিগ্বিজয়িজয়**—শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে ১১শ অধ্যায়ে দিগ্বিজয়িজয়ের বিবরণ লিখিত আছে। জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ভারতবর্ষের নানাস্থানের পণ্ডিতগণকে শাস্ত্রবিচারে পরাজিত করিয়া অবশেষে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন; নবদ্বীপের সমস্ত পণ্ডিত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহাকে অনায়াসে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দিলেন।

[শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর বিবাহ-প্রসঙ্গে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। তপনমিশ্রকে কাশীতে বাস করিতে বলিয়া প্রভু তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, শীঘ্রই কাশীতে প্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে; প্রভু নিজের ভাবী সন্ন্যাসের কথা ভাবিয়াই একথা বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে, লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মনে সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প ছিল মনে করিতে হইবে। গৃহস্থের পক্ষে সন্ন্যাসের প্রধান অন্তরায় হইতেছে পতিপ্রাণা পত্নী; লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর সন্ন্যাসের এই অন্তরায় দূরীভূত হইল; তথাপি, ইহার পরে প্রভু আবার বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বিবাহ করিলেন কেন? বিবাহের অত্যল্পকালপরেই পতিপ্রাণা কিশোরী-ভার্য্যা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে অপার-দুঃখসাগরে ভাসাইয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে হইবে, ইহা জানিয়াও প্রভুর পক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করার প্রয়োজন ছিল—সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষেই প্রয়োজন ছিল। একটা বিরাট ত্যাগের দৃষ্টান্তদ্বারা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে স্বীয় আন্তরিকতা এবং বলবতী পিপাসার পরিচয় দিয়া বহির্ম্মুখ পড়ুয়া-আদি নিন্দুক লোকদিগের চিত্ত তাঁহার প্রতি অনুকূলভাবে আকৃষ্ট

করাই ছিল প্রভুর সন্ন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য (১।১৭।২৫৫-৫৯ এবং ১।৭।৩৩)। লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধানের পরে যদি তিনি পুনরায় বিবাহ না করিতেন, তাহা হইলে বিপত্নীক-অবস্থাতেই তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইত; বিপত্নীক লোকের সন্ন্যাসগ্রহণে লোকের চিত্তে করুণার সঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু চিত্তাকর্ষক-চমৎকৃতি ও প্রশংসার ভাব সাধারণতঃ উদিত হয় না—বিপত্নীক প্রভুর সন্ন্যাসেও হয়তো হইত না, না হইলে তাঁহার সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইত। তাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করার প্রয়োজন ছিল। প্রেমবান্ পতির পক্ষে প্রেমবতী পত্নী স্বভাবতঃই অত্যন্ত আদরের বস্তু; প্রেমবান্ বিপত্নীক লোকের পক্ষে প্রেমবতী দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী আরও অধিকতর আদরের বস্তু—তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া অপেক্ষা হৃদয়ের কতটুকু অংশ ছিঁড়িয়া ফেলাও বোধ হয় তাদৃশ স্বামীর পক্ষে বরং কম যন্ত্রণাদায়ক; প্রভু কিন্তু তাহাই করিলেন—প্রেমবান্ বিপত্নীক স্বামী দ্বিতীয় পক্ষের প্রেমবতী কিশোরী ভার্য্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলেন—তাহাতেই তাঁহার সংসার-ত্যাগের মহনীয়তা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষীয় নিন্দুকদিগের চিত্ত তুমুলভাবে আলোড়িত হইয়া বেগবতী স্রোতস্বতীর আকার ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার চরণে গিয়া মিলিত হইল।

এক্ষণে আর একটী প্রশ্ন উদিত হইতেছে। তাঁহার ত্যাগের গৌরবে তাঁহার নিন্দাকারীদের চিত্তকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে তিনি যে সরলা পতিপ্রাণা ভার্য্যাকে অনন্ত দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করিলেন, ইহাতে কি প্রভুর স্বার্থপরতা প্রকাশ পাইতেছে না? না—ইহাতে তাঁহার স্বার্থের কিছুই নাই। নিন্দাকারীদের চিত্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করায় তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—নিজের কোনও স্বার্থসিদ্ধি নহে—পরন্তু, তাঁহাদের বহির্ম্মুখতা দূর করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেমভক্তির অধিকারী করা। প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন জগদ্বাসীকে প্রেমভক্তি দিতে—নিন্দুক কয়জন প্রেমভক্তি না পাইলে তাঁহার কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; তাই তাঁহার সন্ন্যাস। প্রেমভক্তি-বিতরণের কার্য্যে শ্রীনিত্যানন্দাদি পার্ষদবর্গ যেমন তাঁহার সহায়, তাঁহারই স্বরূপশক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও তদ্রূপ তাঁহার সহায়; তিনি ব্যতীত অপর কেহই প্রভুর সংসার-ত্যাগকে নিন্দুকদিগের চিত্তাকর্ষণের উপযোগিনী মহনীয়তা দান করিতে পারিত না। পতিপ্রাণা সাধ্বী রমণী কখনও নিজের সুখ চাহেন না,—চাহেন সর্ব্বদা পতির তৃপ্তি। দেবী-বিষ্ণুপ্রিয়াও তাহাই করিয়াছেন; তিনি প্রভুর সহধর্ম্মিণী; প্রভুর কোন সঙ্কল্পসিদ্ধির কার্য্যে কোনওরূপ আনুকূল্য করিতে পারিলেই তিনি নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন; পতিবিরহে তাঁহার অসহ্য দুঃখ হইয়াছিল সত্য—কিন্তু পতির সঙ্কল্পসিদ্ধির আনুকূল্যবিধায়ক বলিয়া পতিপ্রাণা সাধ্বী সেই দুঃখকেও বরণীয় জ্ঞানে বক্ষে তুলিয়া লইয়াছেন। বিশেষতঃ, প্রেমভক্তি-বিতরণ কেবল প্রভুর কাজও নয়—ইহা ভক্তিস্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীরও কাজ—ভক্তিরূপে তিনি নিজেকে জগতে ছড়াইয়া দেওয়ার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়াইতো বোধ হয় প্রেমভক্তি-বিতরণে প্রভুর এত আগ্রহ; মুখ্যতঃ তাঁর জন্যইতো প্রভুর সন্ন্যাস—প্রভুর সন্ন্যাস বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখের গৌণ কারণমাত্র, মুখ্য কারণ—ভক্তিরূপে আপামর সাধারণের চিত্তে নিজেকে অধিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর নিজের তীব্র-বাসনা। প্রেমভক্তি-বিতরণের জন্য তিনি প্রভুকে বাহিরে ছাড়িয়া দিলেন; প্রভু সন্ন্যাসী হইলেন; আর সন্ন্যাসিনী না সাজিয়াও পতিপ্রাণা সাধ্বী ঘরে থাকিয়া সন্ন্যাসিনী হইলেন—পতির চরণচিন্তার সুখ ব্যতীত আর সমস্ত সুখের বাসনাকেই তিনি তাঁহার অশ্রুগঙ্গায় ভাসাইয়া দিলেন; আর, কিরূপে প্রেমভক্তি লাভ করিতে হয়, লাভ করিয়াও কিরূপে তাহা রক্ষা করিতে হয়, তাহার আদর্শ জগদ্বাসীকে দেখাইবার নিমিত্ত ভক্তিস্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া যে তীব্র সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর তুলনা মিলে কিনা সন্দেহ। গৌরসুন্দর নিজে হরি হইয়া হরি বলিয়াছেন, আর তাঁর স্বরূপশক্তি—বিষ্ণুপ্রিয়া নিজে ভক্তিস্বরূপিণী হইয়া ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন—জীবের মঙ্গলের জন্য। দেবী-বিষ্ণুপ্রিয়ার মর্ম্মন্তুদ বিরহ দুঃখ, শ্রাবণধারানিন্দি তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন নীরব অশ্রু, তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য, তাঁহার তীব্র ভজন—জগদ্বাসীর চিত্তে যে প্রবল-বাত্যার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার গতিমুখে—সকল-রকমের বিরুদ্ধতা, সকল রকমের প্রতিকূলতা—কোন্ দূর-

বৃন্দাবনদাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার।
স্ফুট নাহি করে দোষ-গুণের বিচার ॥ ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দূরান্তরে অপসারিত হইয়া গিয়াছে, তাহা কে বলিবে? প্রভুর সন্ন্যাস, আর বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখ—প্রভুর স্বার্থের জন্য নহে, প্রেমভক্তি-প্রচারের উদ্দেশ্যে ; সুতরাং বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় প্রভুর পক্ষে নিন্দার কথা কিছুই নাই ; উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কার্য্যের দোষ-গুণ বিচার করা কর্ত্তব্য।

আর একটী প্রশ্ন উঠিতেছে। পতিপ্রাণা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ না করিলে লৌকিক দৃষ্টিতে সেই ত্যাগ যদি সহনীয় না হওয়ার আশঙ্কাই থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাঁহার প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর অন্তর্দ্ধান করাইলেন কেন? অন্তর্দ্ধান করাইবার ইচ্ছা থাকিলে তাঁহাকে বিবাহই বা করিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরদানের চেষ্টা করিতে হইলে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর তত্ত্ব কি দেখিতে হইবে। তিনি স্বরূপে লক্ষ্মী—বৈকুণ্ঠেশ্বরী ; কান্তারূপে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ পাওয়ার নিমিত্ত লক্ষ্মী কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কৃষ্ণপরিকরদের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই বলিয়া দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ পাইতে পারেন নাই। বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীদেবীর তীব্র-উৎকণ্ঠার অনাদর করিতে পারেন না ; বিশেষতঃ নবদ্বীপ-লীলায় তিনি কাহারও বাসনা অপূর্ণ রাখেন নাই। তাই, লক্ষ্মী-দেবীর বাসনা-পূরণের নিমিত্ত নবদ্বীপ-লীলায় প্রভু তাঁহাকে কান্তারূপে অঙ্গীকার করিয়া স্ব-সঙ্গ দান করিলেন। লক্ষ্মীর বাসনা-পূরণই তাঁহাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্য। বিবাহ করিয়া প্রভু তাঁহার অন্তর্দ্ধান করাইলেন কেন? বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী ভগবৎকান্তা হইলেও কৃষ্ণস্বরূপের নিত্যকান্তা নহেন—নারায়ণ-স্বরূপের কান্তা। আর বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী হইলেন স্বরূপে সত্যভামা—কৃষ্ণস্বরূপের নিত্যকান্তা। বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে সত্যভামা যখন প্রকটিত হইয়াছেন, তখন গৌররূপী কৃষ্ণ তাঁহাকে কান্তারূপে অঙ্গীকার করিবেনই ; তাই লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করার পরেও প্রভুর পক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ অপরিহার্য্য। এক্ষণে আলোচ্য এই যে, লক্ষ্মীপ্রিয়াকে অন্তর্হিত না করাইয়াও প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিতে পারিতেন কিনা? সামাজিক দৃষ্টিতে তৎকালে ইহা বোধ হয় বিশেষ নিন্দনীয় হইত না ; কারণ, শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যাদি প্রামাণিক ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরও তৎকালে একাধিক পত্নী বিদ্যমান থাকার রীতি দেখা যায়। অন্য এক কারণে বোধ হয় লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়ার একত্র স্থিতি সম্ভব হইত না। কারণটী এই। বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণসঙ্গ কামনা করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়া থাকিলেও কোনও কৃষ্ণকান্তার আনুগত্য স্বীকার করেন নাই ; তিনি ঐশ্বর্য্যের উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত, বৈকুণ্ঠেশ্বরের একমাত্র কান্তা ; নিজের পক্ষে অন্য রমণীর আনুগত্য স্বীকারের ধারণাই বোধ হয় তাঁহায় সম্পূর্ণ অপরিচিত ; যেখানে আনুগত্যের ভাব নাই, সেখানে সপত্নীত্বও সহনীয় হইতে পারে না ; বস্তুতঃ লক্ষ্মীদেবী সপত্নীত্বে অভ্যস্তাও নহেন ; এবং,আনুগত্য-স্বীকারে অনভ্যস্তা এবং অসম্মতা বলিয়া সপত্নীত্বের সহনশীলতা অর্জ্জন [illegible]ও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। এইরূপে বিষ্ণুপ্রিয়ার সপত্নীরূপে অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না বলিয়া এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করাও প্রভুর পক্ষে অপরিহার্য্য বলিয়াই বোধ হয় লক্ষ্মীস্বরূপা লক্ষ্মীদেবীকে প্রভু অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত করাইলেন।]

২৪-২৫। শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে দিগ্‌বিজয়ি-জয়-লীলা বর্ণন করিয়াছেন ; কিন্তু দিগ্‌বিজয়ীর বাক্যের যে সমস্ত দোষ-গুণের বিচার করিয়া প্রভু তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছেন, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর সে সমস্ত বর্ণন করেন নাই ; কবিরাজ-গোস্বামী এই গ্রন্থে সেই সমস্ত দোষ-গুণ প্রকাশ করিতেছেন।

স্ফুট—পরিষ্কাররূপে বর্ণন। **দোষ-গুণের বিচার**—দিগ্‌বিজয়ীর বাক্যের দোষ ও গুণের বিচার। **সেই অংশ**—বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর য অংশ উল্লেখ করেন নাই, সেই অংশ ; দোষ-গুণের বিচারাত্মক অংশ। **তাঁরে**—বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরকে। **যা শুনি**—যে অংশ শুনিয়া ; যে দোষ-গুণের বিচার শুনিয়া। পরবর্ত্তী ২৬-৮৫ পয়ারে এই বিচার-প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

সেই অংশ কহি তাঁরে করি নমস্কার।
যা শুনি দিগ্বিজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার ॥ ২৫
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, প্রভু শিষ্যগণসঙ্গে।
বসি আছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে ॥ ২৬
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাহাঁই আইলা।
গঙ্গার বন্দনা করি প্রভুরে মিলিলা ॥ ২৭
বসাইলা তাঁরে প্রভু আদর করিয়া।
দিগ্বিজয়ী কহে, মনে অবজ্ঞা করিয়া—॥ ২৮
ব্যাকরণ পড়াহ নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম।
বাল্যশাস্ত্রে লোক তোমার কহে গুণগ্রাম ॥ ২৯
ব্যাকরণমধ্যে জানি পঢ়াহ কলাপ।
শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ ॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৬-২৮। একদিন শুক্লপক্ষে সন্ধ্যার পরে প্রভু তাঁহার পঢ়ুয়া শিষ্যগণকে লইয়া গঙ্গার তীরে বসিয়াছেন; শুভ্র-জ্যোৎস্নায় সমস্ত গঙ্গাতীর ভরিয়া গিয়াছে; তাঁহারা সকলে ছাত্রদের পঠিত বিষয়-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন; এমন সময়ে দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনি প্রথমে গঙ্গার বন্দনা করিয়া প্রভুর নিকটে আসিলেন; প্রভুও অত্যন্ত সমাদর করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন।

২৯-৩০। প্রভু তাঁহার টোলে ব্যাকরণ পড়াইতেন। অন্যান্য সকল শাস্ত্রের আগে ব্যাকরণ পড়িতে হয়। তাই ব্যাকরণকে কেহ কেহ বাল্যশাস্ত্র বলেন; ব্যাকরণও অনেক রকম আছে; তন্মধ্যে কলাপ-ব্যাকরণই সরল—সহজবোধ্য; প্রভু এই কলাপ-ব্যাকরণই পড়াইতেন। দিগ্‌বিজয়ী তাহা জানিয়াছিলেন; জানিয়া প্রভুর প্রতি তাঁহার মনে একটু অবজ্ঞার ভাব আসিয়াছিল; কারণ, তিনি মনে করিয়াছিলেন—"ব্যাকরণ ব্যতীত অন্য কোনও শাস্ত্রে নিমাই-পণ্ডিতের অভিজ্ঞতা নাই; ব্যাকরণের মধ্যেও অত্যন্ত সরল যে কলাপব্যাকরণ, তাহা ব্যতীত অন্য ব্যাকরণেও বোধ হয়, নিমাই-পণ্ডিতের অভিজ্ঞতা নাই।" শিষ্যগণের মধ্যে প্রভুকে দেখিয়া—বিশেষতঃ শিষ্যগণের সঙ্গে ব্যাকরণেরই আলোচনা চলিতেছে শুনিয়া—দিগ্‌বিজয়ী তাঁহার মনের ভাব গোপন করিতে পারিলেন না; তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন; যাহা বলিলেন, তাহাই এই দুই পয়ারে বিবৃত হইয়াছে।

দিগ্‌বিজয়ী কহে ইত্যাদি—মনে মনে প্রভুর প্রতি অবজ্ঞার ভাব পোষণ করিয়া দিগ্‌বিজয়ী বলিলেন—"ব্যাকরণ পড়াহ নিমাঞি ইত্যাদি।"

পণ্ডিত—যিনি সমস্ত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাঁহাকে পণ্ডিত বলে। **বাল্যশাস্ত্রে**—বাল্যকালে লোক যে শাস্ত্র পড়ে, তাহাকে বাল্যশাস্ত্র বলে। অন্যান্য শাস্ত্রের আগে ব্যাকরণ পড়িতে হয়; সুতরাং ব্যাকরণ দিয়াই টোলের ছাত্রদের শাস্ত্র পড়া আরম্ভ হয় বলিয়া ব্যাকরণকে বাল্যশাস্ত্র বলে। **গুণগ্রাম**—গুণ-সমূহ; ব্যাকরণে অভিজ্ঞতার সুখ্যাতি; **কলাপ**—কলাপব্যাকরণ।

ফাঁকি—সঙ্গত বিষয়ের অসঙ্গতি দেখাইয়া সঙ্গতির উদ্দেশ্যে প্রশ্নকে ফাঁকি বলে। **সংলাপ**—উক্তি প্রত্যুক্তিময় বাক্যকে সংলাপ বলে। প্রভুর শিষ্যগণের মধ্যে একজন আর একজনকে ব্যাকরণের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন; এই ফাঁকি প্রশ্ন-সম্পর্কে যে উক্তি-প্রত্যুক্তি চলিতেছিল, তাহাই এস্থলে সংলাপ; দিগ্‌বিজয়ী সে স্থানে উপস্থিত হইয়াই এসকল উক্তি-প্রত্যুক্তি শুনিয়াছিলেন; তাহা হইতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ছাত্রগণের মধ্যে ব্যাকরণের ফাঁকি লইয়া আলোচনা চলিতেছিল।

দিগ্‌বিজয়ীর উক্তির মর্ম্ম এইরূপ: "যিনি সমস্ত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা হয়; যিনি মাত্র এক আধটী শাস্ত্র জানেন, তাঁহাকে কেহ পণ্ডিত বলে না। তুমি মাত্র ব্যাকরণ পড়াও, তাতে আবার কলাপব্যাকরণ। তথাপি তোমার নাম পণ্ডিত! যাহা হউক, ব্যাকরণে তোমার বেশ সুখ্যাতির কথা শুনিলাম। তোমার শিষ্যদের কথাবার্ত্তায় ব্যাকরণের ফাঁকি সম্বন্ধে আলোচনাও শুনিলাম।"—এই উক্তির প্রত্যেক কথাতেই একটা অবজ্ঞার ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

প্রভু কহে—'ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি।
শিষ্যেহো না বুঝে, আমি বুঝাইতে নারি ॥ ৩১
কাঁহা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ।
কাঁহা আমি-সব শিশু পড়ুয়া নবীন ॥ ৩২
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন।
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন ॥ ৩৩
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিলা।
ঘটি-একে শতশ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা ॥ ৩৪
শুনিয়া করিল প্রভু বহুত সৎকার—।
তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর ॥ ৩৫
তোমার কবিতা-শ্লোক বুঝিতে কার শক্তি।
তুমি ভাল জান অর্থ, কিবা সরস্বতী ॥ ৩৬
এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজ মুখে।
শুনি সব লোক তবে পাইব বড় সুখে ॥ ৩৭
তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল।
শতশ্লোকের এক শ্লোক প্রভু ত পড়িল ॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩১-৩৩। প্রভুও খুব চতুরতার সহিত দিগ্‌বিজয়ীর কথার উত্তর দিলেন। দিগ্‌বিজয়ীর অবজ্ঞাসূচক কথায় প্রভুর খুব রুষ্ট হওয়ার হেতু থাকা সত্ত্বেও প্রভু কোনওরূপ রুষ্টতার ভাব দেখাইলেন না; বরং দিগ্‌বিজয়ী যাহা বলিয়াছিলেন, প্রভু তাহা যেন স্বীকার করিয়া লইলেন—এরূপ ভাবই প্রকাশ করিলেন। প্রভু বলিলেন—"আমি ব্যাকরণ পড়াই এরূপ অভিমান মাত্রই পোষণ করিয়া থাকি; বস্তুতঃ ব্যাকরণ পড়াইবার যোগ্যতা আমার নাই; কারণ, ব্যাকরণেও আমার অভিজ্ঞতা নাই; তাই, আমিও আমার ছাত্রগণকে কোনও কথা বুঝাইয়া বলিতে পারি না, ছাত্রগণও কোনও কথা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারে না। তুমি অভিজ্ঞ প্রবীণ পণ্ডিত—সমস্ত শাস্ত্রেই তোমার বিশেষ দক্ষতা আছে; বিশেষতঃ কবিত্বেও তোমার বেশ সুখ্যাতি আছে; আর তোমার তুলনায় আমি নিজেও নূতন বিদ্যার্থীমাত্র; তোমার সঙ্গে কি আমার তুলনা হইতে পারে? আমি পণ্ডিত নহি। যাহা হউক, তোমার কবিত্ব শুনিবার নিমিত্ত আমাদের বলবতী ইচ্ছা জন্মিয়াছে; কৃপা করিয়া যদি গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন কর, তাহা হইলে সুখী হইব।"

অভিমান—দম্ভ; অহঙ্কার। **কবিত্বে**—রসালঙ্কারযুক্ত বাক্যরচনার পটুত্বে। **প্রবীণ**—দক্ষ। **গঙ্গার বর্ণন**—গঙ্গার বর্ণনা করিতে যে শ্লোক রচনা করা হইবে, তাহাতেই কবিত্ব বিদ্যমান থাকিবে, এরূপ আশা করিয়াই গঙ্গার বর্ণনা করিতে অনুরোধ করা হইল।

৩৪। **শুনিয়া**—প্রভুর কথা শুনিয়া। **গর্ব্বে**—অহঙ্কারের সহিত। দিগ্‌বিজয়ীর নিজেরও বিশ্বাস ছিল যে, কবিত্বে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা আছে; এজন্য তিনি গর্ব্বই অনুভব করিতেন। প্রভুর মুখে নিজের বিশেষ প্রশংসা এবং প্রভুর নিজের মুখে প্রভুর হীনতার কথা শুনিয়া দিগ্বিজয়ীর গর্ব্ব যেন আরও উচ্ছলিত হইয়া উঠিল; তাহারই প্রভাবে তিনি ঝড়ের ন্যায় দ্রুতবেগে শ্লোক উচ্চারণ করিয়া গঙ্গার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। প্রায় এক ঘটিকা সময়ের মধ্যেই তিনি গঙ্গার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক একশত শ্লোক মুখে মুখে রচনা করিয়া বলিয়া গেলেন।

৩৫-৩৭। **সৎকার**—প্রশংসা। দিগ্‌বিজয়ীর মুখে গঙ্গার বর্ণনাত্মক শ্লোকগুলি শুনিয়া প্রভু তাঁহার খুব প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"পণ্ডিত, বাস্তবিকই তোমার তুল্য কবি পৃথিবীতে আর কেহই নাই; এত অল্প সময়ের মধ্যে, কোনওরূপ চিন্তা-ভাবনা না করিয়া এতগুলি কবিত্বময় শ্লোক রচনা করার শক্তি আর কাহারই নাই। বস্তুতঃ, তোমার রচিত শ্লোকগুলি এতই ভাবপূর্ণ এবং কবিত্বময় যে, তাহাদের মর্ম্ম গ্রহণ করার শক্তিও বোধহয় কাহারও নাই; তোমার শ্লোকের অর্থ একমাত্র তুমিই ভালরূপে জান, আর জানেন স্বয়ং সরস্বতী; আমরা ইহার কিছুই বুঝিনা। তুমি কৃপা করিয়া যদি তোমার উচ্চারিত শ্লোকগুলির মধ্যে একটী শ্লোকের অর্থ নিজ মুখে প্রকাশ কর, আমরা শুনিয়া সুখী হইতে পারি।"

৩৮। **ব্যাখ্যার শ্লোক**—কোন্ শ্লোক ব্যাখ্যা করিবেন, তাহা। **পুছিল**—জিজ্ঞাসা করিলেন।

তথাহি দিগ্বিজয়িবাক্যম্—

মহত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা।
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥ ৩

এই শ্লোকের অর্থ কর—প্রভু যদি বৈল।
বিস্মিত হৈঞা দিগ্বিজয়ী প্রভুরে পুছিল—॥৩৯
ঝঞ্ঝাবাত-প্রায় আমি শ্লোক পড়িল।
তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল ? ৪০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মহত্ত্বমিতি। গঙ্গায়াঃ মহত্বং মহিমানং ইদং দৃশ্যমানং সততং নিরন্তরং নিতরাং নিশ্চিতং আভাতি দেদীপ্যবতী ভবতি। যৎ যস্মাৎ এষা গঙ্গা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্ত্যা সুভগা সুষ্ঠুভগং ঐশ্বর্য্যং যস্যাঃ সা। সুরনরৈর্দেবমনুষ্যৈঃ কর্ত্তৃভূতৈরর্চ্চৌ বন্দনীয়ৌ চরণৌ যস্যাঃ সা। কা ইব দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব। যা গঙ্গা ভবানীভর্ত্তুঃ শঙ্করস্য শিরসি মস্তকে জটকেনাপি বিহরতি অতএবাদ্ভুতগুণবতীত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ৩।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শত শ্লোকের এক ইত্যাদি—দিগ্বিজয়ী একশত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী শ্লোক প্রভু পড়িয়া গেলেন। এই শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো।৩। অন্বয়। গঙ্গায়াঃ (গঙ্গার) ইদং (এই) মহত্বং (মহিমা) সততং (সর্ব্বদা) নিতরাং (নিশ্চিতরূপে) আভাতি (দেদীপ্যমান রহিয়াছে) ; যৎ (যেহেতু), এষা (এই গঙ্গা) শ্রীবিষ্ণোঃ (শ্রীবিষ্ণুর) চরণকমলোৎপত্তি-সুভগা (চরণকমল হইতে উৎপন্ন বলিয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী), দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব (দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীর ন্যায়) সুরনরৈঃ (দেব-মনুষ্যাদিকর্ত্তৃক) অর্চ্চ্যচরণা (পূজিতচরণা—পূজিতা), যা চ (এবং যিনি) ভবানীভর্ত্তুঃ (ভবানীভর্ত্তা মহাদেবের) শিরসি (মস্তকে) বিভবতি (বিরাজ করিতেছেন) [অতঃ] (এই হেতু) ([যা] (যিনি) অদ্ভুতগুণা (অদ্ভুতগুণশালিনী) ।

অনুবাদ। যিনি শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী, সুর-নরগণকর্ত্তৃক দ্বিতীয়-লক্ষ্মীর চরণের ন্যায় যাঁহার চরণ পূজিত হয়, এবং যিনি ভবানীভর্ত্তার (মহাদেবের) মস্তকে বিরাজিত আছেন বলিয়া অদ্ভুতগুণশালিনী হইয়াছেন, সেই গঙ্গার এই মহিমা নিরন্তর নিশ্চিতরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ৩।

শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ ইত্যাদি—শ্রীবিষ্ণুর চরণকমলে উৎপত্তিবশতঃ যিনি সুভগা। শ্রীবিষ্ণুর চরণকমলেই গঙ্গার উদ্ভব, ইহাই শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। গঙ্গা যে ত্রিলোকপাবনী, গঙ্গা যে লক্ষ্মীরই মতন সুরনরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হয়েন এবং স্বয়ং মহাদেবও যে গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেন—গঙ্গার এই সমস্ত সৌভাগ্যের হেতু এই যে, শ্রীবিষ্ণুর চরণে তাঁহার উৎপত্তি। **দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মী** ইত্যাদি—সুর (ব্রহ্মাদি দেবগণ) এবং নর (মনুষ্যগণ) লক্ষ্মীদেবীর চরণ যেমন অর্চ্চনা করেন, গঙ্গাদেবীর চরণও তেমনি পূজা করেন। **অর্চ্চ্যচরণা**—অর্চ্চ্য (পূজিত হয়) চরণ যাঁহার, তিনি অর্চ্চ্যচরণা (স্ত্রীলিঙ্গে)। **ভবানীভর্ত্তুঃ**—ভবানীর (পার্ব্বতীর) ভর্ত্তার (পতির) ; শিবের।

দিগ্বিজয়ী মুখে মুখে রচনা করিয়া একদণ্ডের মধ্যে যে একশত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া গিয়াছিলেন, উক্ত শ্লোকটী তাহাদের মধ্যে একটী।

৩৯-৪০। প্রভু "মহত্বং গঙ্গায়াঃ"-শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন—"দিগ্বিজয়ী, কৃপা করিয়া তোমার এই শ্লোকটীর অর্থ কর।" শুনিয়া দিগ্বিজয়ী বিস্মিত হইয়া প্রভুকে বলিলেন—"ঝড়ের ন্যায় দ্রুতবেগে আমি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া গিয়াছি; তাতে তুমি কিরূপে এই শ্লোকটী মুখস্থ করিলে ?"

ঝঞ্ঝাবাত প্রায়—তুফানের মত দ্রুতবেগে। **কণ্ঠে কৈল**—কণ্ঠস্থ করিলে ; মুখস্থ করিলে।

প্রভু কহে—দেববরে তুমি কবিবর ।
ঐছে দেবের বরে কেহো হয় শ্রুতিধর ॥ ৪১
শ্লোকব্যাখ্যা কৈল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ ।
প্রভু কহে—কহ শ্লোকের কিবা গুণ-দোষ ॥ ৪২
বিপ্র কহে—শ্লোকে নাহি দোষের আভাস ।
উপমালঙ্কার গুণ কিছু অনুপ্রাস ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৪১ । দেব-বরে—দেবতার বরে বা আশীর্ব্বাদে । কবিবর—শ্রেষ্ঠ কবি । **শ্রুতিধর**—শ্রুতি (শ্রবণ—শুনা) মাত্রেই শ্রুত-বিষয় যিনি স্মৃতিপথে বা মনে ধারণ করিতে পারেন, তিনি শ্রুতিধর । কোনও কিছু শুনা মাত্রেই যাহারা মনে রাখিতে পারে, তাহাদিগকে শ্রুতিধর বলে ।

প্রভু বলিলেন—"পণ্ডিত, দেবতার (সরস্বতীর) বরে তুমি যেমন শ্রেষ্ঠ কবি হইয়াছ, তদ্রূপ দেবতার বরে কেহ শ্রুতিধরও তো হইতে পারে ? দেবতার বরে আমি শ্রুতিধর—শুনামাত্রই সমস্ত মনে রাখিতে পারি ; তাই তুমি ঝড়ের ন্যায় দ্রুতবেগে বলিয়া গিয়া থাকিলেও আমি তোমার শ্লোক মনে রাখিতে পারিয়াছি ।"

৪২ । **বিপ্র**—দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত । প্রভুর কথায় সন্তুষ্ট হইয়া দিগ্‌বিজয়ী শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন ; শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"ব্যাখ্যা শুনিয়া সুখী হইলাম ; এক্ষণে, শ্লোকের কি দোষ বা গুণ আছে, তাহা বল ।"

গুণ—"রসস্যোৎকর্ষকঃ কশ্চিদ্ধর্ম্মোঽসাধারণো গুণঃ । শৌর্য্যাদিরাত্মন ইব বর্ণাস্তদ্ব্যঞ্জকা মতাঃ ॥—আত্মার উৎকর্ষ-জনক শৌর্য্যাদির ন্যায়, রসের উৎকর্ষজনক কোনও অসাধারণ ধর্ম্মকে গুণ বলে ।—অলঙ্কার-কৌস্তভ । ৬ । ১ । যাহাতে রসাস্বাদের উৎকর্ষ জন্মে, তাহা গুণ । রসাস্বাদোৎকর্ষকত্বং গুণত্বম্ । অল, কৌঃ । ৬ । ২ । মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ—এই তিনটী কাব্যের গুণ । রঞ্জকতাই রসের মাধুর্য্য ; ইহা চিত্তের দ্রবীভাবের কারণ হয় ; সম্ভোগে, বিপ্রলম্ভে এবং করুণাদি-রসে মাধুর্য্যের সবিশেষ উপযোগিতা । ওজোগুণ চিত্তবিস্তাররূপ দীপ্তিত্বের (অর্থাৎ গাঢ়তার বা শৈথিল্যাভাবের) কারণ—ইহা চিত্তবিস্তারের হেতু ; বীর, বীভৎস ও রৌদ্র রসে ক্রমশঃ ইহার পুষ্টিকারিতা ; অর্থাৎ ব অপেক্ষা বীভৎসে, বীভৎস অপেক্ষা রৌদ্র-রসে ইহার সমধিক পুষ্টিকারিতা । কস্তূরীর সৌরভ যেমন সহসা কস্তূরীকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ যেস্থলে শ্রবণমাত্রই সহসা অর্থ প্রকাশিত হয়, তাহাকে প্রসাদগুণ বলে ; ইহা সকল রসের ও সকল রীতির উপযোগী । অলঙ্কার-কৌস্তভ ।৬।৪" কাব্যপ্রকাশ বলেন—শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নির মতন এবং নির্ম্মল জলের মতন যে গুণ সহসা চিত্তকে ব্যাপ্ত করে, তাহাকে প্রসাদ-গুণ বলে ; সর্ব্বত্রই (অর্থাৎ সকল রসে ও সকল রচনায়) ইহার স্থিতি বিহিত হয় । ৮।৫। উক্ত মাধুর্য্যাদি গুণত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত আরও সাতটী গুণ আছে ; যথা—অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, শ্লেষ, সমতা, কান্তি, প্রৌঢ়ি ও সমাধি । ইহাদের বিশেষ বিবরণ অলঙ্কার-কৌস্তভের ৬ষ্ঠ কিরণে দ্রষ্টব্য ।

দোষ—শ্রুতি-কটুতাদি রসের অপকর্ষ সাধন করে বলিয়া তাহাদিগকে রসবিষয়ে দোষ বলা হয় ।

৪৩ । **দোষের আভাস**—দোষের ছায়াও । উপমা—"উপমানোপমেয়য়োর্যথাকথঞ্চিদ্ যেন কেনাপি সমানেন ধর্ম্মেণ সম্বন্ধ উপমা ।—উপমান ও উপমেয়ের যে কোন প্রকারের সমান ধর্ম্ম দ্বারা যে সম্বন্ধ, তাহাকে উপমা কহে । অলঙ্কার-কৌস্তভ ।৮।১।" সুন্দর মুখ দেখিলে আহ্লাদ জন্মে, চন্দ্র দেখিলেও আহ্লাদ জন্মে ; সুতরাং আহ্লাদ-জনকত্ব-বিষয়ে মুখের ও চন্দ্রের সমান-ধর্ম্মত্ব আছে ; তাই মুখের সহিত চন্দ্রের উপমা দিয়া মুখচন্দ্র—মুখরূপ চন্দ্র—বলা হয় । এস্থলে চন্দ্র হইল উপমান, আর মুখ হইল উপমেয় । অলঙ্কার—গহনা । অলঙ্কার যেমন দেহের শোভা বর্দ্ধন করে, তদ্রূপ উপমাদিও কাব্যের শোভা বা রসের আস্বাদনীয়তা বৃদ্ধি করে বলিয়া উপমাদিকে অলঙ্কার বলে । **উপমালঙ্কার**—উপমারূপ অলঙ্কার । **অনুপ্রাস**—বর্ণসাম্যমনুপ্রাসঃ । ক-কারাদি বর্ণ-সমূহের মধ্যে যে কোনও বর্ণের বহুবার প্রয়োগ হইলে অনুপ্রাস হয় । যেমন.—ললিত-লবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে ; এস্থলে ল-বর্ণ টী পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে ; তাহাতে ল-এর অনুপ্রাস হইল । অনুপ্রাসও এক রকমের অলঙ্কার ।

প্রভু কহেন—কহি যদি না করহ রোষ।
কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ ? ৪৪
প্রতিভার কাব্য তোমার দেবতা-সন্তোষে।
ভালমতে বিচারিলে জানি গুণ দোষে ॥ ৪৫
তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার।
কবি কহে—যে কহিল সে-ই বেদসার ॥ ৪৬
ব্যাকরণীয়া তুমি—নাহি পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ? ॥ ৪৭
প্রভু কহেন—অতএব পুছিয়ে তোমারে।
বিচারিয়া গুণ-দোষ বুঝাহ আমারে ॥ ৪৮
নাহি পড়ি অলঙ্কার—করিয়াছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ-গুণ ॥ ৪৯
কবি কহে—কহ দেখি কোন্ গুণ-দোষ।
প্রভু কহেন—কহি শুন, না করিহ রোষ ॥ ৫০
পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে, পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি শুন, করহ বিচার ॥ ৫১
অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দুই ঠাঁই চিহ্ন।
বিরুদ্ধমতি ভগ্নক্রম পুনরাত্ত দোষ তিন ॥ ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রভুর কথা শুনিয়া দিগ্‌বিজয়ী বলিলেন—"আমার শ্লোকে কোনও দোষ ত নাইই—দোষের আভাস—ক্ষীণ ছায়াও নাই; বরং উপমালঙ্কারাদি গুণ আছে, কিছু অনুপ্রাসও আছে।"

৪৪-৪৬। **রোষ**—ক্রোধ। **প্রতিভা**—নূতন নূতন বিষয়ে উদ্ভাবনী-শক্তিকে প্রতিভা বলে। **প্রতিভার কাব্য**—প্রতিভাবলে যে কাব্য রচিত হয়। **দেবতা-সন্তোষে**—দেবতার প্রসাদে, দেবতার বরে। **বেদসার**—বেদের সার; দোষের আভাস শূন্য।

দিগ্‌বিজয়ীর কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"যদি রুষ্ট না হও, তবে একটা কথা বলি। তোমার শ্লোকে কি কি গুণ আছে, কি কি দোষ আছে, তাহা বল। দেবতার বরে তুমি অসাধারণ প্রতিভা লাভ করিয়াছ; সেই প্রতিভার বলে তুমি অতি অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি শ্লোক রচনা করিয়া ঝড়ের ন্যায় বলিয়া গিয়াছ; এ সমস্তই অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়; কিন্তু যদি ভালরূপে শ্লোকগুলির বিচার করিয়া বুঝাও, তাহা হইলেই দোষ-গুণ বুঝিতে পারি; নচেৎ গুণ আছে, কি দোষ আছে, তাহা বুঝিব কিরূপে? তাই অনুরোধ—ভালরূপে শ্লোকগুলির বিচার করিয়া বুঝাইয়া দাও।" প্রভুর কথা শুনিয়া যেন একটু ঔদ্ধত্যের সহিতই দিগ্‌বিজয়ী বলিলেন—"আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই বেদের সার—ইহাতে কোনওরূপ দোষই নাই, থাকিতেও পারেনা।"

৪৭। **ব্যাকরণীয়া**—যিনি কোনও ব্যাকরণের আলোচনা করেন। **অলঙ্কার**—অলঙ্কার-শাস্ত্র।

দিগ্‌বিজয়ী আরও বলিলেন—"তুমি ব্যাকরণ মাত্র পড়িয়াছ, ব্যাকরণ মাত্র পড়াও; অন্য শাস্ত্র পড়ও নাই, পড়াওও না; অলঙ্কার-শাস্ত্রও পড় নাই; আমার শ্লোকে যে কবিত্বের সারবস্তু নিহিত আছে, তাহা তুমি কিরূপে বুঝিবে? যে অলঙ্কার-শাস্ত্র জানেনা, কাব্যের দোষগুণ সে কিরূপে বুঝিবে?

৪৮-৪৯। **অতএব**—অলঙ্কার-শাস্ত্র পড়ি নাই বলিয়া। **পুছিয়ে**—জিজ্ঞাসা করি।

প্রভু বলিলেন—"অলঙ্কার-শাস্ত্র পড়ি নাই বলিয়া, কবিত্ব-বিষয়ে কিছু বুঝিবার শক্তি নাই বলিয়াই তোমাকে অনুরোধ করিতেছি—তুমি তোমার শ্লোকের বিচারমূলক ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে সমস্ত বুঝাইয়া দাও। আমি অলঙ্কার-শাস্ত্র পড়ি নাই সত্য; কিন্তু অলঙ্কার-সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝিতে পারিতেছি যে, এই শ্লোকে অনেক দোষ এবং অনেক গুণ আছে।"

৫১। এই শ্লোকে পাঁচটী দোষ এবং পাঁচটী গুণ বা অলঙ্কার আছে।

৫২। এই পয়ারে পাঁচটী দোষের উল্লেখ করিতেছেন; অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ আছে দুইটী; বিরুদ্ধমতি দোষ একটী; ভগ্নক্রম দোষ একটী এবং পুনরাত্ত দোষ একটী—মোট এই পাঁচটী দোষ। শ্লোকের আলোচনা করিয়া

'গঙ্গার মহত্ত্ব' শ্লোকে মূল বিধেয়।
'ইদং' শব্দে অনুবাদ পাছে—অবিধেয় ॥ ৫৩

বিধেয় আগে কহি, পাছে কহিলে অনুবাদ।
এইলাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে এই পাঁচটী দোষ দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্লোকের "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ ইদং"-স্থলে একটী অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ, "দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীঃ"—স্থলে আর একটী অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ, "ভবানীভর্ত্তুঃ"-স্থলে বিরুদ্ধমতি-দোষ, "যদেবা"-ইত্যাদি স্থলে ভগ্নক্রম এবং "অদ্ভুতগুণা"-ইত্যাদি স্থলে পুনরাত্ত দোষ ঘটিয়াছে। অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশাদির লক্ষণ পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহের ব্যখ্যায় যথাস্থলে প্রদর্শিত হইবে।

[অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশাদি শব্দগুলি অলঙ্কার-শাস্ত্রের শব্দ। যাঁহারা অলঙ্কার-শাস্ত্র জানেন না, এইগুলি সম্যক্ রূপে বুঝিতে তাঁহাদের অসুবিধা হইবে। কিন্তু সম্যক্ না বুঝিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই—মহাপ্রভু পাঁচটী দোষ সপ্রমাণ করিয়াছিলেন, ইহা জানিয়া রাখিলেই চলিবে।]

৫৩-৫৪। "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ ইদং—মহত্ত্ব গঙ্গার ইহা"—এই বাক্যে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ-দোষ দেখাইতেছেন।

জ্ঞাত বস্তুকে **অনুবাদ** এবং অজ্ঞাত বস্তুকে **বিধেয়** বলে। ১।২।৬২-৬৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। বাক্যরচনা-সম্বন্ধে অলঙ্কার-শাস্ত্রের নিয়ম এই যে, প্রথমে অনুবাদ (জ্ঞাতবস্তুজ্ঞাপক শব্দটী) বসাইতে হয়, তাহার পরে বিধেয় (তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত-বস্তু-জ্ঞাপক শব্দটী) বসাইতে হয়; এই নিয়মের অন্যথা হইলে (অর্থাৎ প্রথমে বিধেয়. তাহার পরে অনুবাদ বসাইলেই) **অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ** হয়। ১।২।৭৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন; সমস্ত শ্লোকের মর্ম্ম অবগত না হইলে বর্ণনীয় মাহাত্ম্যটী কি, তাহা জানা যায় না; সুতরাং প্রারম্ভে গঙ্গার মাহাত্ম্য অজ্ঞাতই থাকে; কাজেই শ্লোকের প্রথমে যে মহত্ত্ব-শব্দ আছে, তাহা অজ্ঞাত-বস্তু-জ্ঞাপক শব্দ—বিধেয়। এজন্য বলা হইয়াছে—"গঙ্গার মহত্ত্ব শ্লোকে মূল বিধেয়" অর্থাৎ শ্লোকস্থ "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ—গঙ্গার মহত্ত্ব"—পদটীতে মূল বিধেয় বা প্রধান অজ্ঞাত বস্তু সূচিত হইতেছে। **মূল বিধেয়** (প্রধান বিধেয়) বলার তাৎপর্য্য এই যে, শ্লোকের সমস্ত পরবর্ত্তী অংশই এই মহত্ত্বের বিবৃতি মাত্র; কিন্তু এই বিবৃতির মধ্যেও আবার অন্য অনুবাদ ও বিধেয় অন্তর্ভুক্ত আছে; এই পরবর্ত্তী বিধেয় মাহাত্ম্য-বিবৃতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় "গঙ্গার মহত্ত্ব" হইল প্রধান বিধেয় বা মূল বিধেয় এবং পরবর্ত্তী বিধেয় হইল মূল বিধেয়ের অন্তর্ভুক্ত গৌণ বিধেয় মাত্র। অথবা **মূল বিধেয়**—প্রধান বিধেয় অর্থাৎ প্রধানরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ার যোগ্য যে বিধেয়। উপাদেয়ত্ব-হেতু বিধেয়াংশেরই প্রাধান্য; সুতরাং বিধেয়াংশকেই প্রধানরূপে নির্দ্দেশ করা উচিত (১।২।৭৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); বিধেয়ের এতাদৃশ গুরুত্ব জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ মূল (প্রধান) বিধেয় বলা হইয়াছে।

ইদং—শ্লোকস্থ ইদং-শব্দ। ইদং-শব্দের অর্থ ইহা। ইদং-শব্দ হইল অনুবাদ—জ্ঞাতবস্তু-জ্ঞাপক শব্দ; সুতরাং বাক্য-রচনার নিয়মানুসারে ইদং-শব্দ আগে বসিবে। **পাছে**—পশ্চাতে।

অবিধেয়—অনুচিত, অন্যায়, নিয়ম-বিরুদ্ধ। অনুবাদ ইদং-শব্দ বিধেয়-মহত্ত্ব-শব্দের পূর্ব্বে থাকা উচিত ছিল; কিন্তু দিগ্‌বিজয়ী তাঁহার শ্লোকে আগে "মহত্ত্বং" পরে "ইদং" বলিয়াছেন—ইহা অসঙ্গত হইয়াছে।

৫৩ পয়ারের অন্বয়:—শ্লোকে "গঙ্গার মহত্ত্ব" হইল মূল (প্রধান) বিধেয়; "ইদং" শব্দে অনুবাদ [বুঝায়]; [অনুবাদ] পাছে (পশ্চাতে—বিধেয়ের পরে) [থাকা] অবিধেয় (অনুচিত—নিয়ম-বিরুদ্ধ)।

বিধেয় আগে ইত্যাদি—মহাপ্রভু দিগ্‌বিজয়ীকে বলিতেছেন—"বাক্য-রচনায় অনুবাদ প্রথমে বসে, বিধেয় পরে বসে—ইহাই রীতি; কিন্তু "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ ইদং"-বাক্যে তুমি বিধেয়কে (মহত্ত্ব-শব্দকে) পূর্ব্বে বসাইয়াছ এবং অনুবাদকে (ইদং-শব্দকে) পরে বসাইয়াছ। (তাই এস্থলে তোমার অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ-হইয়াছে)।" **এই লাগি**—আগে বিধেয় এবং পরে অনুবাদ বসাইয়াছ বলিয়া। **বাদ**—বিঘ্ন। **শ্লোকের অর্থ ইত্যাদি**—

তথাহি একাদশীতত্ত্বে ধৃতো ন্যায়ঃ—

অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
নহ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৪

'দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী' ইহাঁ দ্বিতীয় বিধেয়।
সমাসে গৌণ হইল, শব্দার্থ গেল ক্ষয় ॥ ৫৫
'দ্বিতীয়' শব্দ বিধেয়, তাহা পড়িল সমাসে।
'লক্ষ্মীর সমতা' অর্থ করিল বিনাশে ॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লোকের অর্থ বুঝিবার পক্ষে বিঘ্ন (বা বাধা) জন্মাইয়াছে। জ্ঞাত বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশিত হয় ; তাই আগে অনুবাদ এবং পরে বিধেয় বলিবার রীতি। কিন্তু জ্ঞাত বস্তুর উল্লেখ না করিয়া তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত বিষয় (বিধেয়) প্রকাশ করিলে কেহই কিছু বুঝিতে পারে না ; সুতরাং বাক্যের অর্থ-বোধে বাধা জন্মে। ইহার প্রমাণরূপে নিম্নে একাদশীতত্ত্বে ধৃত একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

দিগ্‌বিজয়ীর শ্লোকে "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ ইদং" না বলিয়া "ইদং গঙ্গায়াঃ মহত্ত্বং" বলিলেই শাস্ত্র-সঙ্গত হইত।

শ্লো। ৪। অন্বয়াদি ১।২।১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৫৫-৫৬। "দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব"-বাক্যে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষের দ্বিতীয় উদাহরণ দেখাইতেছেন।

শ্রীলক্ষ্মীদেবী যে শ্রীনারায়ণের অঙ্কলক্ষ্মী এবং দেব-নরকর্ত্তৃক অর্চ্চিত, তাহা সকলেই জানেন ; তাই শ্রীলক্ষ্মী-শব্দ হইল অনুবাদ ; কিন্তু "দ্বিতীয়"-শব্দে কি বুঝায়, তাহা অজ্ঞাত; তাই দ্বিতীয়-শব্দ হইল বিধেয় ; সুতরাং শ্রীলক্ষ্মীঃ দ্বিতীয়া ইব" বলিলেই ঠিক হইত ; তাহা না বলিয়া "দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীঃ ইব" বলাতে (অনুবাদ আগে না বলিয়া আগে বিধেয় বলাতে) অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ হইয়াছে।

ইহাঁ—এস্থলে ; "দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীঃ"—এই বাক্যে। **দ্বিতীয় বিধেয়**—দ্বিতীয়-শব্দ বিধেয় (বা অজ্ঞাত-বস্তু জ্ঞাপক)। **সমাসে**—দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত "দ্বিতীয়" ও "শ্রীলক্ষ্মী" এই উভয় শব্দের সমাস করিয়া "দ্বিতীয়া শ্রীলক্ষ্মীঃ" এই অর্থে "দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীঃ" শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন ; তাহাতে "দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব" পদের অর্থ হইয়াছে—"দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীর তুল্য।" **গৌণ হইল**—সমাস করাতে পদের মুখ্য অর্থ নষ্ট হইয়া অর্থ খর্ব্ব হইয়াছে। **শব্দার্থ গেল ক্ষয়**—"দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব"-পদের অর্থ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থ খর্ব্ব বা নষ্ট হইয়াছে। কিরূপে অর্থ খর্ব্ব হইল, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয়-শব্দ বিধেয় ইত্যাদি—শ্লোকস্থ "দ্বিতীয়"-শব্দ বিধেয় (বা অজ্ঞাত-বস্তু-জ্ঞাপক) বলিয়া অনুবাদ-শ্রীলক্ষ্মী-শব্দের পরে বসা উচিত ছিল ; কিন্তু এই দ্বিতীয়-শব্দের সহিত শ্রীলক্ষ্মী-শব্দের সমাস করাতে দ্বিতীয়-শব্দ পূর্ব্বে বসিয়াছে। **পড়িল সমাসে**—সমাসে পতিত হইয়াছে ; শ্রীলক্ষ্মী-শব্দের সহিত সমাসে আবদ্ধ হইয়াছে। ইহার ফলে বিধেয়-দ্বিতীয়-শব্দ অনুবাদ-শ্রীলক্ষ্মী-শব্দের পূর্ব্বে বসিয়াছে; তাহাতে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ তো হইয়াছেই, অধিকন্তু **লক্ষ্মীর সমতা** ইত্যাদি—লক্ষ্মীর তুল্যতা-অর্থও বিনষ্ট হইয়াছে। শ্লোকস্থ "সুরনরৈরর্চ্চ্য-চরণা" শব্দ হইতে বুঝা যায়, শ্রীলক্ষ্মীদেবীর ন্যায় গঙ্গাদেবীও "সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা—দেব-মনুষ্য-বন্দিত-চরণা", অর্থাৎ দেব-মনুষ্য কর্ত্তৃক অর্চ্চনীয়ত্ব-বিষয়ে গঙ্গাদেবী শ্রীলক্ষ্মীদেবীরই তুল্যা—ইহাই শ্লোক-রচয়িতা দিগ্‌বিজয়ীর অভিপ্রায়। তিনি যদি "শ্রীলক্ষ্মীঃ দ্বিতীয়া ইব" এই বাক্য বলিতেন, তাহা হইলেই তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত—গঙ্গা যে লক্ষ্মীর সমান, তাহা প্রকাশ পাইত (ইহাতে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষও হইত না) ; কিন্তু তাহা না বলিয়া "দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীঃ ইব" বলাতে গঙ্গা যে লক্ষ্মীর সমান, তাহা প্রকাশ পাইতেছেনা—গঙ্গা দ্বিতীয়-লক্ষ্মীর তুল্য—ইহাই প্রকাশ পাইতেছে (উপমালঙ্কার)। দ্বিতীয়-লক্ষ্মী-শব্দে লক্ষ্মীকে বুঝায় না, পরন্তু লক্ষ্মীর কতকগুলি গুণযুক্ত কোনও এক স্বরূপকে বুঝায় ; কাজেই লক্ষ্মী অপেক্ষা দ্বিতীয়-লক্ষ্মী ন্যূনা ; সুতরাং দ্বিতীয়-লক্ষ্মীর তুল্য বলিলে লক্ষ্মীর তুল্যতা বুঝায় না—লক্ষ্মীর তুল্যতা অপেক্ষা ন্যূন বা খর্ব্ব কিছু বুঝায়। তাই বলা হইয়াছে, দ্বিতীয়-শব্দের সমাস করাতে "লক্ষ্মীর সমতা অর্থ করিল বিনাশে—লক্ষ্মীর

'অবিমৃস্টবিধেয়াংশ' এই দোষের নাম।
আর এক দোষ আছে শুন সাবধান ॥ ৫৭
'ভবানীভর্ত্তৃ'-শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ।
'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' নাম এই মহা দোষ ॥ ৫৮
'ভবানী'-শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী।
'তার ভর্ত্তা' কহিলে—দ্বিতীয়-ভর্ত্তা জানি ॥ ৫৯
শিবপত্নীর ভর্ত্তা—ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ।
'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' শব্দ শাস্ত্রে নহে শুদ্ধ ॥ ৬০
'ব্রাহ্মণপত্নীর ভর্ত্তার হস্তে দেহ দান'।
শব্দ শুনিতেই হয় দ্বিতীয়-ভর্ত্তা জ্ঞান ॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তুল্যত্ব-অর্থ নষ্ট হইয়াছে।" লক্ষ্মীর কতকগুলি গুণযুক্তা দ্বিতীয়-লক্ষ্মীর তুল্যত্ব সূচিত হওয়ায় শব্দার্থও গৌণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

৫৭। ৫৩-৫৬ পয়ারে "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ ইদং"-বাক্যে এবং "দ্বতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব"-বাক্যে আগে বিধেয় এবং পরে অনুবাদ বলায় যে দোষ হইয়াছে, সেই দোষের নামই অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ। তাহা ব্যতীত আরও দোষ আছে, তাহা বলা হইতেছে।

৫৮। "ভবানীভর্ত্তুঃ"-শব্দে যে বিরুদ্ধমতিকৃৎ-দোষ হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে দেখাইতেছেন, ৫৯-৬১ পয়ারে। অঙ্গের সহিত অন্বয় বশতঃ যদি কোনও শব্দ বা বাক্য প্রকৃত অর্থের বিরুদ্ধ অর্থ ব্যঞ্জিত করে, তাহা হইলেই বলা হয়, বিরুদ্ধমতিকৃৎ-দোষ হইয়াছে। "ভবানীভর্ত্তুঃ"-শব্দে যে এইরূপ প্রকৃত অর্থের বিরুদ্ধ অর্থ ব্যঞ্জিত হইতেছে, তাহাই দেখাইতেছেন ৫৯-৬১ পয়ারে।

৫৯-৬০। **ভবানী**—ভব-শব্দে মহাদেবকে বুঝায়; ভবের (বা মহাদেবের) পত্নীকে ভবানী বলে। তাই বলা হইয়াছে—"ভবানী-শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী।" **গৃহিণী**—গৃহকর্ত্রী; পত্নী, স্ত্রী। **তার ভর্ত্তা**—তাহার (ভবানীর) ভর্ত্তা (বা স্বামী)। "ভবানীভর্ত্তৃ"-শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তিতে শ্লোকস্থ ভবানীভর্ত্তুঃ-পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অর্থ—ভবানীর ভর্ত্তার (বা স্বামীর)। "ভবানীভর্ত্তৃ"-শব্দই প্রথমা বিভক্তিতে "ভবানীভর্ত্তা" হয়।

দ্বিতীয়ভর্ত্তা জানি—দ্বিতীয় ভর্ত্তার জ্ঞান হয়; দ্বিতীয় ভর্ত্তা আছে বলিয়া বুঝা যায়। ভবানী-শব্দ বলিলেই ভবের বা মহাদেবের (বা শিবের) পত্নীকে বুঝায় এবং ভবানীর ভর্ত্তা বা স্বামী যে ভব বা মহাদেব, তাহাও বুঝায়; এরূপ অবস্থায় "ভবানীর ভর্ত্তা" বলিলে মনে হইতে পারে যে, ভব বা মহাদেব ব্যতীতও ভবানীর অপর কোনও (অর্থাৎ দ্বিতীয়) একজন ভর্ত্তা বা স্বামী আছেন। **শিব পত্নীর ভর্ত্তা**—শিবের যিনি পত্নী (বা স্ত্রী), তাঁহার ভর্ত্তা বা স্বামী। **ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ**—"শিবপত্নীর ভর্ত্তা" এই কথা শুনিলেই মনে হয়, শিবব্যতীতও শিবপত্নীর (ভবানীর) অপর একজন ভর্ত্তা বা স্বামী আছেন; ইহা কিন্তু প্রকৃত অর্থের বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল অর্থ। শিব (বা ভব) ব্যতীত শিবপত্নী-ভবানীর অপর কোনও স্বামী নাই, শিবই তাঁহার একমাত্র স্বামী—ইহাই প্রকৃত অর্থ। শিবপত্নীর ভর্ত্তা বা ভবানীর ভর্ত্তা বলিলে এই প্রকৃত অর্থের প্রতিকূল অর্থ ব্যঞ্জিত হয়। ভবানী-শব্দের সহিত ভর্ত্তৃ-শব্দের অন্বয় বশতঃই এইরূপ বিরুদ্ধ অর্থ ব্যঞ্জিত হইতেছে; তাই এইরূপ অন্বয়ে বিরুদ্ধমতিকৃৎ-দোষ জন্মিয়াছে। **বিরুদ্ধমতিকৃৎ শব্দ**—বিরুদ্ধমতি (প্রতিকূল অর্থ)-কারক (উৎপাদক) শব্দ; যে শব্দ প্রকৃত অর্থের বিরুদ্ধ (বা প্রতিকূল) অর্থের ব্যঞ্জনা করে; যে শব্দ শুনিলে প্রকৃত অর্থের প্রতিকূল অর্থ মনে উদিত হয়, তাহাই বিরুদ্ধমতিকৃৎ শব্দ; বিরুদ্ধ (বা প্রতিকূল) মতির (বা বুদ্ধির) কৃৎ (বা উৎপাদক) শব্দ। **শাস্ত্রে নহে শুদ্ধ**—অলঙ্কার-শাস্ত্রে শুদ্ধ (বা অনুমোদিত) নহে। ভবানীভর্ত্তৃ-শব্দের ন্যায় যে সকল শব্দ বিরুদ্ধ-মতির উৎপাদক, বাক্যরচনায় সে সকল শব্দের প্রয়োগ শাস্ত্র-সম্মত নহে, পরন্তু দূষণীয়।

৬১। ভবানীভর্ত্তৃ-শব্দে যে দ্বিতীয় ভর্ত্তার জ্ঞান জন্মায়, তাহা আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন।

ব্রাহ্মণ-পত্নীর ভর্ত্তার—ব্রাহ্মণের যে স্ত্রী, তাহার স্বামীর। **হস্তে দেহ দান**—যাহা দান করিবে, তাহা তাহার হাতে দাও। **শব্দ**—"ব্রাহ্মণপত্নীর ভর্ত্তার" ইত্যাদি বাক্য।

‘বিভবতি’ ক্রিয়ায় বাক্যসাঙ্গ, পুন বিশেষণ—
‘অদ্ভুতগুণা’ এই পুনরাত্ত-দূষণ ॥ ৬২
তিন-পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম।
এক-পাদে নাহি—এই দোষ ‘ভগ্নক্রম’ ॥ ৬৩
যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চ দোষে শ্লোক কৈল ছারখার ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্রাহ্মণপত্নীর ভর্ত্তা বলিলেই যেমন বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণব্যতীতও ব্রাহ্মণপত্নীর অপর কেহ ভর্ত্তা বা স্বামী আছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; তদ্রূপ ভবানীভর্ত্তা বলিলেও মনে হয়, ভব (বা মহাদেব) ব্যতীতও ভবানীর অপর কেহ ভর্ত্তা বা পতি আছেন; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে।

৬২। পুনরাত্ত-দোষ দেখাইতেছেন। দিগ্‌বিজয়ীর শ্লোকে “বিভবত্যদ্ভুতগুণা”-বাক্যে পুনরাত্ত-দোষ হইয়াছে।

ক্রিয়া, কারক, বিশেষণ প্রভৃতির পরস্পরের সহিত অন্বয়যুক্ত কোনও বাক্য সমাপ্ত হইয়া গেলেও ঐ বাক্যের অন্তর্গত কোনও শব্দের সহিত অন্বয়যুক্ত কোনও পদের পুনরায় প্রয়োগ করিলে পুনরাত্ত-দোষ হয়।

বিভত্যদ্ভুতগুণা = বিভবতি + অদ্ভুতগুণা। বিভবতি ক্রিয়াপদ; শ্লোকস্থ “ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি” এই অংশের অন্তর্গত “যা” পদের সহিত এই “বিভবতি” ক্রিয়ার অন্বয়; “যা ভবানীভর্ত্তুঃ শিরসি বিভবতি—যিনি মহাদেবের মস্তকে বিরাজিত আছেন।” সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, “বিভবতি”-ক্রিয়ার উল্লেখেই বাক্যসমাপ্তি হইয়াছে; তাহার পরে আবার “অদ্ভুতগুণা”—এই বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে; ইহা পূর্ব্বোক্ত “যা ভবানীভর্ত্তুঃ শিরসি বিভবতি” বাক্যের অন্তর্গত “যা”-পদের বিশেষণ; বাক্যসমাপ্তির পরে এই বিশেষণের প্রয়োগ করায় পুনরাত্তদোষ হইয়াছে।

বিভবতি-ক্রিয়ায়—শ্লোকস্থ “বিভবতি” এই ক্রিয়া-পদের উল্লেখেই। **বাক্যসাঙ্গ**—বাক্যসমাপ্তি। **পুন**—পুনরায়, বাক্যসমাপ্তির পরে। **বিশেষণ—অদ্ভুতগুণা**—“অদ্ভুতগুণা” এই বিশেষণ-পদের প্রয়োগ। **এই**—ইহাই; বাক্যসমাপ্তির পরে পুনরায় বিশেষণের প্রয়োগই। **পুনরাত্ত-দূষণ**—পুনরাত্ত নামক দোষ।

৬৩। এক্ষণে ভগ্নক্রম-দোষ দেখাইতেছেন। প্রত্যেক শ্লোকে চারিটী পাদ (চরণ বা খণ্ড) থাকে; “মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ” শ্লোকে “মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ” হইতে “নিতরাং” পর্য্যন্ত প্রথম পাদ; “যদেষা” হইতে “সুভগা” পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পাদ; “দ্বিতীয়” হইতে “চরণা” পর্য্যন্ত তৃতীয় পাদ; এবং “ভবানীভর্ত্তুঃ” হইতে “অদ্ভুতগুণা” পর্য্যন্ত চতুর্থ-পাদ। **অনুপ্রাস**—কোনও বাক্যে কোনও একটী অক্ষর পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইলে অনুপ্রাস-অলঙ্কার হয় (পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **তিনপাদে অনুপ্রাস**—“মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ” শ্লোকের তিন পাদে অনুপ্রাস আছে; প্রথম পাদে “ত” এর অনুপ্রাস, তৃতীয় পাদে “র” এর অনুপ্রাস এবং চতুর্থ-পাদে “ভ” এর অনুপ্রাস। **অনুপম**—উপমারহিত; অতুলনীয়। উক্ত তিন পাদের অনুপ্রাস গুলি অতুলনীয়-রূপে সুন্দর। **এক-পাদে নাহি**—কিন্তু এক পাদে, শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে, কোনও অনুপ্রাস নাই। শ্লোকে চারিটী পাদের মধ্যে তিনটী পাদে অনুপ্রাস থাকায়, কিন্তু একটী পাদে না থাকায় শ্লোকের উপক্রম-উপসংহার—আদ্যোপান্ত—একরূপ হইল না; আদ্যোপান্ত একরূপ না হইলেই “ভগ্নক্রম-দোষ” হইয়াছে বলা হয়। যদি দ্বিতীয় পাদেও অনুপ্রাস থাকিত, কিম্বা যদি কোনও পাদেই অনুপ্রাস না থাকিত, তাহা হইলেই অনুপ্রাসের ভগ্নক্রম-দোষ হইত না।

৬৪। **পঞ্চঅলঙ্কার**—উক্ত শ্লোকে পাঁচটী অলঙ্কার আছে; দুইটী শব্দালঙ্কার ও তিনটী অর্থালঙ্কার। এই পাঁচটী অলঙ্কারের বিবরণ পরবর্ত্তী ৬৭-৭৭ পয়ারে প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৩ পয়ারে অলঙ্কারের অর্থ দ্রষ্টব্য। **ছারখার**—নষ্ট।

দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয় ॥ ৬৫
সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।
এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত ॥ ৬৬

তথাহি ভরতমুনিবাক্যম্—
রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্বিভূষিতম্।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্ ॥ ৫

পঞ্চ অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার।
দুই শব্দালঙ্কার, তিন অর্থ-অলঙ্কার ॥ ৬৭
শব্দালঙ্কার,—তিন পাদে আছে অনুপ্রাস।
'শ্রীলক্ষ্মী'-শব্দে 'পুনরুক্তবদাভাস' ॥ ৬৮
প্রথম-চরণে পঞ্চ ত-কারের পাঁতি।
তৃতীয়-চরণে হয় পঞ্চ রেফ-স্থিতি ॥ ৬৯
চতুর্থ চরণে চারি ভকার প্রকাশ।
অতএব শব্দ-অলঙ্কার 'অনুপ্রাস' ॥ ৭০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

রসালঙ্কারেতি। রসাঃ শৃঙ্গারাদয়ঃ, অলঙ্কারাঃ উপমাদয়ঃ তৈর্যুক্তং কাব্যং কবিবচনং বিভূষিতং ভবতি। চেৎ যদি দোষযুক্ দোষযুক্তং ভবতি—যথা সুন্দরং সুগঠিতং সুদৃশ্যং সুসজ্জিতমপি বপুঃ শরীরং একেন শ্বিত্রেণ ধবলকুষ্ঠেন দুর্ভগং সদ্ভিরসেবিতং নিন্দিতং চ ভবতি, তথা তদপি। ৫।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৫-৬৬। সুন্দর শরীরে যদি একটীমাত্র শ্বেতকুষ্ঠের চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে নানাবিধ ভূষণে ভূষিত হইলেও যেমন ঐ শরীর নিন্দনীয় বলিয়াই পরিগণিত হয়, তদ্রূপ, একটী শ্লোকের মধ্যে দশটী অলঙ্কার থাকিলেও যদি তাহাতে একটী মাত্র দোষ থাকে, তাহা হইলে ঐ একটী দোষের জন্যই সমস্ত অলঙ্কারের গুণ নষ্ট হইয়া যায়—উপেক্ষিত হয়, দোষটীই প্রাধান্য লাভ করে।

অলঙ্কার হয় ক্ষয়—অলঙ্কারের গুণ (সৌন্দর্য্য) নষ্ট হয়। **ভুষণে**—রত্নালঙ্কারাদিতে। **ভূষিত**—সজ্জিত। **শ্বেতকুষ্ঠ**—ধবল রোগ। **বিগীত**—নিন্দিত।

শ্লো। ৫। অন্বয়। রসালঙ্কারবৎ (রসালঙ্কারবিশিষ্ট) কাব্যং (কাব্য) চেৎ (যদি) দোষযুক্ (দোষযুক্ত) [ভবতি] (হয়) [তদা] (তাহা হইলে), বিভূষিতং (সুসজ্জিত) সুন্দরং (এবং সুন্দর) বপুঃ অপি (শরীরও) [যথা] (যেরূপ) একেন (এক—অল্প) শ্বিত্রেণ (শ্বেতকুষ্ঠ দ্বারা) দুর্ভগং (নিন্দিত) [ভবতি] (হয়), [তথা] (তদ্রূপ) [ভবতি] (হয়)।

অনুবাদ। অলঙ্কারে বিভূষিত সুন্দর দেহও যেমন অল্পমাত্র শ্বেতকুষ্ঠযুক্ত হইলে নিন্দিত হয়, তদ্রূপ রসালঙ্কারবিশিষ্ট কাব্যও দোষযুক্ত হইলে নিন্দিত হয়। ৫।

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং—রসময় এবং অলঙ্কারবিশিষ্ট কাব্য। ৬৫-৬৬ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৬৭। এক্ষণে ৬৪ পয়ারোক্ত পাঁচটী অলঙ্কারের কথা বলিতেছেন। দুইটী শব্দালঙ্কার এবং তিনটী অর্থালঙ্কার —এই পাঁচটী অলঙ্কার। অনুপ্রাস ও পুনরুক্তবদাভাস এই দুইটী শব্দালঙ্কার এবং উপমা, বিরোধাভাস ও অনুমান এই তিনটী অর্থালঙ্কার।

৬৮। দুইটী শব্দালঙ্কারের মধ্যে একটী অনুপ্রাস এবং অপরটী পুনরুক্তবদাভাস। শ্লোকের প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ এই তিন পাদে অনুপ্রাস এবং "শ্রীলক্ষ্মী"-শব্দে পুনরুক্তবদাভাস-অলঙ্কার। পুনরুক্তবদাভাসের লক্ষণ ৭১-৭২ পয়ারের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

৬৯-৭০। শ্লোকের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের অনুপ্রাসের কথা বিস্তৃতরূপে বলিতেছেন।

'শ্রী'-শব্দে 'লক্ষ্মী'-শব্দে এক বস্তু উক্ত।
পুনরুক্তপ্রায় ভাসে, নহে পুনরুক্ত ॥ ৭১
'শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী' অর্থে—অর্থের বিভেদ।
'পুনরুক্তবদাভাস' শব্দালঙ্কারভেদ ॥ ৭২

'লক্ষ্মীরিব' অর্থালঙ্কার 'উপমা' প্রকাশ।
আর অর্থালঙ্কার আছে, নাম 'বিরোধাভাস' ॥৭৩
গঙ্গাতে কমল জন্মে—সভার সুবোধ।
কমলে গঙ্গার জন্ম—অত্যন্ত বিরোধ ॥ ৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রথমচরণে—প্রথম পাদে। **পাঁতি**—পংক্তি।

পঞ্চ ত-কারের পাঁতি—শ্লোকের প্রথম চরণে পাঁচটী ত-কার আছে; মহত্ত্বং-শব্দে একটী, সততং-শব্দে দুইটী, আভাতি-শব্দে একটী এবং নিতরাং-শব্দে একটী—এই মোট পাঁচটী ত-কার। **রেফ্**—র-কার। **তৃতীয় চরণে ইত্যাদি**—তৃতীয় চরণে পাঁচটী র-কার আছে; লক্ষ্মীরিব-শব্দে একটী, সুর-শব্দে একটী, নরৈরর্চ্চ্য-শব্দে দুইটী এবং চরণা-শব্দে একটী—এই পাঁচটী র-কার আছে। **চতুর্থ চরণে ইত্যাদি**—চতুর্থ চরণে চারিটী ভ-কার আছে; ভবানী-শব্দে একটী, ভর্ত্তুঃ-শব্দে একটী, বিভবতি-শব্দে একটী এবং অদ্ভুত-শব্দে একটী—এই চারিটী ভ-কার আছে। **অতএব ইত্যাদি**—ত, র এবং ভ এর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হওয়াতে অনুপ্রাস নামক শব্দালঙ্কার হইয়াছে।

৭১-৭২। শ্রীলক্ষ্মী-শব্দে যে পুনরুক্তবদাভাস অলঙ্কার হইয়াছে, এক্ষণে তাহা দেখাইতেছেন।

যদি কোনও বাক্যে এরূপ দুইটী শব্দ ব্যবহৃত হয়, যাহাদিগকে একার্থবাচক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা ঐ বাক্যে একার্থবাচক নহে—পরন্তু বিভিন্ন অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইলে ঐ শব্দগুলির ব্যবহারে পুনরুক্তবদাভাস অলঙ্কার হয়। পুনরুক্তবদাভাসঃ পুনরুক্তবদেব যঃ। অলঙ্কার-কৌস্তুভ। ৭। ১৯।

শ্রী-শব্দে ইত্যাদি—শ্রী-শব্দের একটী অর্থ লক্ষ্মী। সুতরাং "শ্রীলক্ষ্মী" বলিলে এক লক্ষ্মী শব্দই যেন দুইবার (শ্রী-শব্দে একবার, লক্ষ্মী-শব্দে একবার এই দুইবার) বলা (পুনরুক্ত) হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

পুনরুক্তপ্রায়—পুনরুক্তবৎ; পুনরুক্তের মতন। **ভাসে**—প্রতীত হয়, মনে হয়। শ্রী-শব্দের লক্ষ্মী অর্থ ধরিলে "শ্রীলক্ষ্মী"-শব্দে একার্থবাচক দুইটী শব্দ হইয়া পড়ে; তাহাতে একই বস্তুর পুনরুক্তি করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। **নহে পুনরুক্তি**—কিন্তু বস্তুতঃ পুনরুক্তি নহে; কারণ, "শ্রীলক্ষ্মী"-শব্দে লক্ষ্মী অর্থে শ্রীশব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। এস্থলে শ্রী-শব্দের অর্থ শোভা, সৌন্দর্য্য। শ্রীলক্ষ্মী অর্থ—শ্রীযুক্ত (বা শোভাযুক্ত) লক্ষ্মী। তাই **শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী অর্থে**—শোভা-সম্পন্ন লক্ষ্মীদেবী-অর্থ ধরিলে। **অর্থের বিভেদ**—শ্রী ও লক্ষ্মী শব্দদ্বয়ের অর্থের বিভিন্নতা হয়; একার্থতা থাকে না; একার্থতা না থাকায় বস্তুতঃ পুনরুক্তি হয় না। এইরূপে, শ্রীলক্ষ্মী-শব্দে পুনরুক্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ পুনরুক্তি হয় নাই; তাই এস্থলে পুনরুক্তবদাভাস-অলঙ্কার হইয়াছে।

শব্দালঙ্কার ভেদ—পুনরুক্তবদাভাসও একজাতীয় শব্দালঙ্কার।

৭৩। দুইটী শব্দালঙ্কারের কথা বলিয়া তিনটী অর্থালঙ্কারের কথা বলিতেছেন। তিনটী অর্থালঙ্কারের মধ্যে একটী উপমা, একটী বিরোধাভাস এবং একটী অনুমান। ৭৩ পয়ারার্দ্ধে উপমালঙ্কার দেখাইতেছেন: উপমার লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৩ পয়ারে দ্রষ্টব্য।

শ্লোকস্থ "লক্ষ্মীরিব"-পদে উপমালঙ্কার। সমানধর্ম্মস্থলে উপমালঙ্কার হয়। "লক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা"-বাক্য হইতে জানা যায়, দেব-মনুষ্যগণ লক্ষ্মীর চরণ যেমন অর্চ্চনা করেন, গঙ্গার চরণও তেমনি অর্চ্চনা করেন: সুতরাং অর্চ্চনীয়ত্বাংশে লক্ষ্মী ও গঙ্গায় সমান; উপমান-লক্ষ্মীতে এবং উপমেয়-গঙ্গায় অর্চ্চনীয়ত্বরূপ সমানধর্ম্মের সম্বন্ধ থাকায় "লক্ষ্মীরিব"-পদে উপমালঙ্কার হইল।

লক্ষ্মীরিব ইত্যাদি—লক্ষ্মীরিব পদে উপমারূপ অর্থালঙ্কার প্রকাশ পাইয়াছে (ব্যক্ত হইয়াছে)।

৭৪। এক্ষণে বিরোধাভাসরূপ অর্থালঙ্কার দেখাইতেছেন। যে স্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও বিরোধ নাই,

ইহাঁ বিষ্ণুপাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি।
'বিরোধালঙ্কার' ইহা মহা চমৎকৃতি ॥ ৭৫
ঈশ্বর-অচিন্ত্যশক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ।
ইহাতে বিরোধ নাহি 'বিরোধ-আভাস' ॥ ৭৬

তথাহি কস্যচিৎ—

অম্বুজমম্বুনি জাতং ক্বচিদপি ন জাতমম্বুজাদম্বু।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অম্বুজমিতি। অম্বুনি জলে অম্বুজং পদ্মং জাতমিতি প্রসিদ্ধম্‌। কদাচিৎ ক্বচিদপি কস্মিংশ্চিৎ স্থানেঽপি অম্বুজাৎ পদ্মাৎ অম্বুজং ন জাতম্‌। মুরভিদি মুরারৌ শ্রীগোবিন্দে তৎ তস্য বিপরীতং ভবেৎ; যথা তস্য মুরভিদঃ চরণকমলাৎ মহানদী গঙ্গা জাতা। ৬।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অথচ আপাতঃদৃষ্টিতে বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়, সে স্থলে **বিরোধাভাস** অলঙ্কার হয়। বিরোধঃ স বিরোধাভঃ। বিরোধাভঃ ইতি বস্তুতো ন বিরোধঃ বিরোধ ইব ভাসত ইত্যর্থঃ, অঃ কৌঃ। ৮। ২৬॥

শ্লোকস্থ "এষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা—শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে উৎপন্ন বলিয়া এই গঙ্গা সৌভাগ্যবতী"—এই বাক্যান্তর্গত "কমলোৎপত্তি"-পদে বিরোধাভাস অলঙ্কার হইয়াছে। উক্ত বাক্যে বলা হইল, (বিষ্ণুর চরণরূপ) কমলে (জলরূপা) গঙ্গার উৎপত্তি; কিন্তু সাধারণতঃ গঙ্গাতেই (জলেই) কমল জন্মে, কখনও কমলে গঙ্গা (বা জল) জন্মে না; সুতরাং কমলে (পদ্মে) গঙ্গার (জলের) জন্ম বলিলে, সর্ব্বজনবিদিত সত্যের সঙ্গে বিরোধ মনে হয়; কিন্তু বস্তুতঃ এস্থলে কোনও বিরোধ নাই; কারণ, সাধারণ কমলে সাধারণ জলের জন্ম অসম্ভব হইলেও ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে শ্রীবিষ্ণুর চরণরূপ কমলে জলের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী গঙ্গার জন্ম সম্ভব হইয়াছে; সুতরাং শ্লোকস্থ বাক্যে সাধারণ সত্যের সহিত বিরোধ আছে বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও বিরোধ নাই; তাই এস্থলে বিরোধাভাস অলঙ্কার হইয়াছে।

সভার সুবোধ—সকলেরই সুবিদিত; সকলেরই জানা কথা। **কমল**—পদ্ম। **গঙ্গার জন্ম**—জলের জন্ম। গঙ্গাদেবী জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া এবং এক স্বরূপে তিনি জলরূপা বলিয়া জল-অর্থেই এস্থলে গঙ্গাশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। **অত্যন্ত বিরোধ**—প্রচলিত সত্যের সঙ্গে একান্ত বিরোধ; ইহা সর্ব্বজনবিদিত সত্যের বিরোধী।

৭৫-৭৬। **ইহাঁ**—এই বাক্যে; শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা-বাক্যে। **বিষ্ণুপাদপদ্মে**—বিষ্ণুর চরণরূপ পদ্মে। **ইঁহা বিষ্ণুপাদপদ্মে** ইত্যাদি—যদি কেহ বলে যে, পদ্মে জলের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইলে ইহা সর্ব্বজনবিদিত সত্যের প্রতিকূল উক্তিই হইবে; অথচ কিন্তু শ্লোকস্থ "শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভাগা"-বাক্যে বলা হইল, বিষ্ণুর চরণকমলেই গঙ্গার উৎপত্তি। **বিরোধালঙ্কার** ইত্যাদি—ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত উক্তি এবং চমৎকৃতিদ্বারা ইহা বাক্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে বলিয়া ইহাও অলঙ্কারই; সত্যের সহিত বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু বস্তুতঃ কোনও বিরোধ নাই; তাই, ইহাকে বিরোধালঙ্কার অর্থাৎ বিরোধাভাস-অলঙ্কার বলা হয়। **অচিন্ত্যশক্তি**—যে শক্তির ক্রিয়া সাধারণ-চিন্তাশক্তির অতীত; বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা যে শক্তির ক্রিয়ার যৌক্তিকতা বুঝা যায় না। **ঈশ্বর-অচিন্ত্যশক্ত্যে** ইত্যাদি—কমলে গঙ্গার (জলের) জন্ম সাধারণতঃ অসম্ভব হইলেও ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে শ্রীবিষ্ণুর চরণকমলে গঙ্গার প্রকাশ (আবির্ভাব) সম্ভব হইয়াছে; সুতরাং **ইহাতে বিরোধ নাহি**—শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ-কমল-ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বজনবিদিত সত্যের সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও বিরোধ নাই, **বিরোধ-আভাস**—বিরোধের আভাসমাত্র (ছায়া) আছে; আপাতঃ দৃষ্টিতে বিরোধ আছে বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র। কিন্তু বস্তুতঃ বিরোধ নহে। ইহা বিরোধাভাস-অলঙ্কার। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৬। **অন্বয়।** অম্বুনি (জলে) অম্বুজং (পদ্ম) জাতং (জাত হয়—জন্মে) ক্বচিদপি (কোথায়ও)

গঙ্গার মহত্ত্ব সাধ্য, সাধন তাহার—।
বিষ্ণুপাদোৎপত্তি— অনুমান' অলঙ্কার ॥ ৭৭
স্থূল এই পঞ্চ দোষ, পঞ্চ অলঙ্কার।
সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি—আছয়ে অপার ॥ ৭৮
প্রতিভা-কবিত্ব তোমার দেবতাপ্রসাদে।
অবিচার-কবিত্বে অবশ্য পড়ে দোষ-বাদে ॥ ৭৯
বিচারি কবিত্ব কৈলে হয় সুনির্ম্মল।
সালঙ্কার হৈলে—অর্থ করে ঝলমল ॥ ৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অম্বুজাৎ (পদ্ম হইতে) অম্বু (জল) ন জাতং (জন্মে না)। মুরভিদি (মুরারিতে—বিষ্ণুতে) তদ্বিপরীতং (তাহার বিপরীত) [যথা তস্য] (যেহেতু তাঁহার) পাদাম্ভোজাৎ (চরণকমল হইতে) মহানদী (গঙ্গা) জাতা (উৎপন্না—জন্মিয়াছে)।

অনুবাদ। জলেই পদ্ম জন্মে, কোথায়ও পদ্ম হইতে জল জন্মে না ; কিন্তু বিষ্ণুতে তাহার বিপরীত ; যেহেতু তাঁহার পাদপদ্ম হইতে মহনদী গঙ্গার জন্ম হইয়াছে। ৬।

৭৬ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

৭৭। এক্ষণে অনুমান-অলঙ্কার দেখাইতেছেন। "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ"—শ্লোকের প্রথম দুই চরণে অনুমান-অলঙ্কার হইয়াছে। সাধ্য ও সাধনের কথনকে অনুমান-অলঙ্কার বলে। সাধ্যসাধনসম্ভাবেঽনুমানমনুমানবৎ। অলঙ্কার-কৌস্তুভ। ৮। ৩৮।

সাধ্য—প্রতিপাদ্য-বিষয় ; যাহা প্রমাণ করিতে হইবে। **সাধন**—হেতু, কারণ। **গঙ্গার মহত্ত্ব সাধ্য**—গঙ্গার মহত্ত্বই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় ; গঙ্গার মহত্ত্ব স্থাপন করাই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য ; সুতরাং গঙ্গার মহত্ত্বই হইল এস্থলে সাধ্য বস্তু। **সাধন তাহার বিষ্ণুপাদোৎপত্তি**—বিষ্ণুপাদোৎপত্তিই হইল তাহার (মহত্ত্বের) সাধন (বা হেতু)। বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই গঙ্গার এই মহত্ত্ব ; সুতরাং বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে উৎপত্তিই হইল গঙ্গার মহত্ত্বের কারণ (সাধন)। সাধ্য ও সাধন একসঙ্গে উল্লিখিত হইলেই অনুমান-অলঙ্কার হয়। শ্লোকে গঙ্গার মহত্ত্বও (সাধ্যও) বলা হইয়াছে এবং যে জন্য এই মহত্ত্ব, তাহাও (সাধনও) বলা হইয়াছে ; তাই এস্থলে অনুমান-অলঙ্কার হইল।

৭৮। **স্থূল**—মোটামুটি। মোটামোটিভাবে বিচার করিলে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশাদি পাঁচটী দোষ এবং অনুপ্রাসাদি পাঁচটী অলঙ্কার এই শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় ; সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে আরও অনেক দোষ ও গুণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। **অপার**—অনেক। **সূক্ষ্মবিচারিয়ে**—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিলে।

৭৯। **প্রতিভা**—পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রতিভা-কবিত্ব—প্রতিভা-জাত কবিত্ব ; প্রতিভার প্রভাবে যে কবিত্ব স্ফুরিত হইয়াছে। **দেবতা-প্রসাদে**—দেবতার অনুগ্রহে। **অবিচার কবিত্বে**—বিচারহীন কবিত্বে। **পড়ে দোষ-বাদে**—দোষরূপ বাদ পড়ে ; দোষ থাকিয়া যায়।

মহাপ্রভু দিগ্‌বিজয়ীকে বলিলেন—"পণ্ডিত ! দেবতার অনুগ্রহে তুমি অলৌকিকী প্রতিভা লাভ করিয়াছ ; সেই প্রতিভার বলে কোনওরূপ বিচার-বিবেচনা না করিয়াই তুমি অনর্গল কবিতা রচনা করিয়া যাইতে পার ; কিন্তু বিচারহীন-কবিতায় নিশ্চয়ই কোনও না কোনও দোষ থাকিবেই।"

৮০। **বিচারি**—বিচার করিয়া ; দোষগুণ বিচার করিয়া। **কবিত্ব কৈলে**—কবিতা রচনা করিলে। **সুনির্ম্মল**—দোষশূন্য। **সালঙ্কার হৈলে**—দোষশূন্য কবিতায় যদি আবার অলঙ্কার থাকে। **অর্থ করে ঝলমল**—অর্থ অতি পরিষ্কার ও সুন্দর হয়।

শুনিঞা প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা স্তম্ভিত ॥ ৮১
কহিতে চাহয়ে কিছু, না আইসে উত্তর।
তবে মনে বিচারয়ে হইয়া ফাঁফর—॥ ৮২
পঢ়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধিলোপ।
জানি সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ ॥ ৮৩
যে ব্যাখ্যা করিল, সে মনুষ্যের নহে শক্তি।
নিমাইর মুখে রহি বোলে আপনে সরস্বতী ॥ ৮৪
এত ভাবি কহে—শুন নিমাই পণ্ডিত।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি আমি হইলাঙ বিস্মিত ॥ ৮৫
অলঙ্কার নাহি পড়, নাহি শাস্ত্রাভ্যাস।
কেমনে এ সব অর্থ করিলে প্রকাশ ? ॥ ৮৬
ইহা শুনি মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী।
তাঁহার হৃদয় জানি কহে করি ভঙ্গী—॥৮৭
শাস্ত্রের বিচার ভাল মন্দ নাহি জানি ॥
সরস্বতী যে বোলায়, বলি সেই বাণী ॥ ৮৮
ইহা শুনি দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয়—।
শিশুদ্বারে দেবী মোরে কৈল পরাজয় ॥ ৮৯
আজি তাঁরে নিবেদিব করি জপ-ধ্যান।
শিশুদ্বারে কৈল মোরে এত অপমান ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮১-৮২। **বিস্মিত**—আশ্চার্য্যান্বিত। "বালক নিমাই—যিনি বাল-শাস্ত্র ব্যাকরণ মাত্র পড়িয়াছেন, ব্যাকরণ-মাত্র পড়ান, ব্যাকরণের মধ্যেও আবার অতি সরল কলাপব্যাকরণমাত্র যিনি পড়ান, অলঙ্কার-শাস্ত্রাদি যিনি কখনও পড়েন নাই—যাঁহাকে এখন পর্য্যন্ত সামান্য পঢ়ুয়া (ছাত্র) মাত্র মনে করা যায়—সেই বালক নিমাই আমার ন্যায় দিগ বিজয়ী পণ্ডিতের রচিত শ্লোকের—অলঙ্কারশাস্ত্রানুকূল এরূপ সূক্ষ্মবিচার করিলেন ! আমার শ্লোকের এত গুলি দোষ বাহির করিলেন !! —এ সমস্ত ভাবিয়া দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। **না নিঃসরে বাক্য**—কথা বাহির হয় না (বিস্ময়ে)। **প্রতিভা স্তম্ভিত**—তাহার প্রতিভা (প্রত্যুৎপন্নমতি) জড়ীভূত হইয়া গেল, যেন লোপ পাইয়াছে বলিয়া মনে হইল। **ফাঁফর**—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।

৮৩-৮৪। বিস্মিত হইয়া দিগ্‌বিজয়ী মনে মনে যাহা বিচার করিলেন, তাহা এই দুই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। **পঢ়ুয়া**—ছাত্র; যে এখনও বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন মাত্র করিতেছে; যাহার পঠদ্দশা এখনও শেষ হয় নাই। **বুদ্ধিলোপ**—পঢ়ুয়া-বালকের আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্য দেখিয়া যেন আমার বুদ্ধিলোপ পাইল। **জানি**—ইহাতে আমার মনে হইতেছে যে, **সরস্বতী মোরে** ইত্যাদি—সরস্বতী আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন। **কোপ**—রোষ, ক্রোধ। **যে ব্যাখ্যা করিল** ইত্যাদি—নিমাই-পণ্ডিত যেরূপ ব্যাখ্যা করিলেন, মানুষের শক্তিতে কেহ এরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেনা ; স্বয়ং সরস্বতীই নিমাইয়ের মুখ দিয়া এই ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন।

৮৬। **অলঙ্কার**—অলঙ্কার-শাস্ত্র। **নাহি শাস্ত্রাভ্যাস**—অন্য শাস্ত্রের আলোচনাও তোমার নাই। **এসব অর্থ**—পঞ্চ দোষ ও পঞ্চ অলঙ্কারাদি।

৮৭-৮৮। **রঙ্গী**—কৌতুকী। **তাঁহার হৃদয় জানি**—দিগ্‌বিজয়ীর মনের ভাব জানিয়া। দিগ্‌বিজয়ী মনে ভাবিয়াছিলেন যে, স্বয়ং সরস্বতীই নিমাইয়ের মুখ দিয়া কথা বলাইয়াছেন। অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া একটু রঙ্গ করার উদ্দেশ্যে দিগ্‌বিজয়ীর মনোগত ভাবের অনুকূল উত্তরই দিলেন ; তিনি বলিলেন—"আমি শাস্ত্রবিচার জানিনা, ভালমন্দ—দোষগুণের বিচারও জানি না ; সরস্বতী যাহা কহাইয়াছেন, আমি মাত্র তাহাই কহিয়াছি।" **বাণী**—কথা। **বোলায়**—কহায়।

৮৯। প্রভুর কথা শুনিয়া দিগ্‌বিজয়ীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, স্বয়ং সরস্বতীই এই শিশু-নিমাইয়ের দ্বারা তাঁহাকে পরাজিত করাইলেন। **দেবী**—সরস্বতী।

৯০। দিগ্‌বিজয়ী সঙ্কল্প করিলেন—"বাসায় গিয়া আজই আমি সরস্বতীর জপ করিব, ধ্যান করিব ; তাঁহার চরণে নিবেদন করিব—কেন তিনি এই শিশু-নিমাইদ্বারা তাঁহার চিরকালের সেবক আমার অপমান করাইলেন ?"

বস্তুত সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল।
বিচার সময়ে তাঁর বুদ্ধি আচ্ছাদিল। ৯১
তবে শিষ্যগণ সব হাসিতে লাগিল।
তা-সভা নিষেধি প্রভু কবিরে কহিল ॥ ৯২
তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি শিরোমণি।
যার মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্যবাণী ॥ ৯৩
তোমার কবিত্ব যৈছে গঙ্গাজলধার।
তোমা সম কবি কোথা নাহি দেখি আর ॥ ৯৪
ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা-সভার কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ ॥ ৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯১। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সরস্বতীর বরেই দিগ্‌বিজয়ীর কবিত্ব-শক্তি; তাহাই যদি হয়, তবে দিগ্‌বিজয়ীর শ্লোকে এত ত্রুটি থাকিবে কেন? এরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন "বস্তুতঃ সরস্বতী" ইত্যাদি।—"দিগ্‌বিজয়ী যে সরস্বতীর কৃপার পাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে কবিত্ব-শক্তি—বিশুদ্ধ-শ্লোকরচনার শক্তি—কবিত্ব-প্রতিভায় বা শাস্ত্রবিচারে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিবার শক্তি—এ সমস্ত সরস্বতীর কৃপার সামান্য বিকাশ মাত্র। সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি, ভগবচ্চরণে আশ্রয় গ্রহণের সৌভাগ্য দানেই তাঁহার কৃপার চরম অভিব্যক্তি। দিগ্‌বিজয়ীর প্রতি তাঁহার কৃপার পরাকাষ্ঠা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই (পরবর্ত্তী ১০০-১০১ পয়ার দ্রষ্টব্য) দেবী সরস্বতী আজ তাঁহার (দিগ্‌বিজয়ীর) মুখে অশুদ্ধ—দোষযুক্ত—শ্লোক প্রকাশ করাইলেন এবং শ্লোকের দোষ-গুণ-বিচারের বুদ্ধিও প্রচ্ছন্ন করিয়া দিলেন।" এইরূপ করার হেতু বোধ হয় এই:—"শাস্ত্রবিচারে নানাদেশের বহুসংখ্যক পণ্ডিতকে পরাজিত করিতে করিতে দিগ্‌বিজয়ীর চিত্ত অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; তাঁহার অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তিও এই অহঙ্কারের পুষ্টিসাধন করিয়াছিল। নিজের শক্তি-সামর্থ্যাদিসম্বন্ধে অত্যুচ্চ ধারণাই অহঙ্কারের মূল; যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ধারণা চিত্তে বিরাজিত থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের সম্বন্ধে হেয়তাজ্ঞান হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না; নিজের সম্বন্ধে হেয়তাজ্ঞান না জন্মিলেও ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের বাসনা হৃদয়ে উন্মেষিত হইতে পারে না। তাঁহাকে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের যোগ্যতাদানের উদ্দেশ্যে—তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া তাঁহার চিত্তে নিজের সম্বন্ধে হেয়তাজ্ঞান জন্মাইবার উদ্দেশ্যেই—দেবী সরস্বতী দিগ্‌বিজয়ীর বিচার-বুদ্ধি প্রচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাদ্বারা অশুদ্ধ শ্লোক রচনা করাইলেন।"

৯২। দিগ্‌বিজয়ীর পরাজয় দেখিয়া প্রভুর শিষ্যগণ হাসিতে লাগিল। তাহাদের হাসিবার কারণও ছিল; দিগ্‌বিজয়ী প্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই খুব গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন; প্রভু বাল-শাস্ত্র ব্যাকরণ মাত্র পড়ান—তাতেও আবার অতি সরল কলাপব্যাকরণ মাত্র পড়ান—প্রভু অলঙ্কারশাস্ত্র পড়েন নাই, সুতরাং কাব্যের বিচারে নিতান্ত অসমর্থ—ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া প্রভুর প্রতি যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রভুর শিষ্যদের মনেও বেশ আঘাত লাগিয়াছিল। এক্ষণে প্রভু যখন দিগ্‌বিজয়ীর শ্লোকের নানাবিধ দোষ দেখাইয়া দিলেন, তখন তাহারা বুঝিতে পারিল—দিগ্‌বিজয়ীর গর্ব্বের ভিত্তি কতদূর গাঢ়, তাঁহার বাগাড়ম্বরের কতটুকু মূল্য; আর ইহাও তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের গুরু—অধ্যাপক—বালক-নিমাইয়ের কি অগাধ পাণ্ডিত্য, অথচ কিরূপ নিরভিমান তিনি! তাহারাও বালক, চপলমতি; ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহাদের হাসি পাওয়া অস্বাভাবিক নহে। তাহারা হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু বয়সে নবীন হইলেও প্রভু মানী ব্যক্তির সম্মান বুঝেন, পরাজিত প্রতিপক্ষেরও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানেন। বালক-শিষ্যদের হাসিতে দিগ্‌বিজয়ীর পরাজয়ের অপমান আরও বর্দ্ধিত হইবে ভাবিয়া তিনি তাঁহার শিষ্যদের হাসি থামাইতে আদেশ করিলেন এবং দিগ্‌বিজয়ীর অপমানক্ষুব্ধ চিত্তের কথঞ্চিৎ সান্ত্বনার নিমিত্ত তাঁহার অলৌকিকী শক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। **তা-সভা**—শিষ্যদিগকে। **নিষেধি**—নিষেধ করিয়া; হাসিতে নিষেধ করিয়া।

৯৩-৯৪। **বড় পণ্ডিত**—উচ্চ দরের পণ্ডিত। **মহাকবি-শিরোমণি**—মহাকবিদিগের শিরোমণি; মহাকাব্যরচয়িতা কবিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। **কাব্যবাণী**—কবিত্বপূর্ণ বাক্য। **গঙ্গাজলধার**—গঙ্গাজলের ধারার

দোষ গুণ বিচার এই 'অল্প' করি মানি।
কবিত্বকরণে শক্তি—তাহা যে বাখানি ॥ ৯৬
শৈশব চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মুক্তি না হই তোমার ॥ ৯৭
আজি বাসা যাহ, কালি মিলিব আবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥ ৯৮
এইমতে নিজঘরে গেলা দুইজন।
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী আরাধন ॥ ৯৯
সরস্বতী স্বপ্নে তারে উপদেশ কৈল।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রভুকে জানিল ॥ ১০০
প্রাতে আসি প্রভু-পদে লইল শরণ।
প্রভু কৃপা কৈল, তাঁর খণ্ডিল বন্ধন ॥ ১০১
ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফলজীবন।
বিদ্যাবলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১০২
এ সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যে কিছু বিশেষ ইহাঁ করিল প্রকাশ ॥ ১০৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ন্যায় অনর্গল এবং পবিত্র; গঙ্গার মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক শ্লোকগুলিকে লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ প্রভু বলিতেছেন, "তোমার গঙ্গার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক শ্লোকগুলি গঙ্গাধারার ন্যায়ই পবিত্র এবং অনর্গল।" **ভবভূতি ইত্যাদি**—ভবভূতি, জয়দেব এবং কালিদাস ইহারা প্রত্যেকেই অতি প্রসিদ্ধ কবি; কিন্তু তাঁহাদের কবিতায়ও কিছু না কিছু দোষ দেখা যায়। **দোষ-গুণের বিচার ইত্যাদি**—কাব্যের দোষ-গুণের বিচার সামান্য ব্যাপার, ইহা খুব বেশী শক্তির পরিচায়ক নহে; অনেকেই কাব্যের দোষ-গুণের বিচার করিতে পারে; কিন্তু কবিতা-রচনা অতি কঠিন ব্যাপার; অনেকেই কাব্য-রচনা করিতে পারেনা; কাব্য-রচনার শক্তি বাস্তবিকই প্রশংসনীয়—কাব্যের দোষ-গুণ বিচারের শক্তি অপেক্ষা বহু গুণে প্রশংসনীয়। **শৈশব-চাঞ্চল্য**—শৈশব-সুলভ চপলতা। প্রভু দিগ্‌বিজয়ীকে বলিলেন—আমি শিশু; শিশুর চপলতা স্বাভাবিক; এই বালস্বভাব সুলভ চপলতাবশতঃই আমি তোমার সাক্ষাতে বাচালতা প্রকাশ করিয়াছি, তোমার ন্যায় মহাকবির রচিত শ্লোকের দোষ-গুণ বিচারের স্পর্দ্ধা দেখাইয়াছি। বস্তুতঃ তোমার কবিত্বের দোষ-গুণ বিচারের যোগ্যতা আমার নাই; আমি তোমার শিষ্যের তুল্যও নহি—তোমার শিষ্যের যে জ্ঞান আছে, আমার তাহাও নাই। জ্ঞানে এবং বয়সে তুমি প্রাচীন; দয়া করিয়া তুমি আমার বাচালতা ক্ষমা কর, বালকের বাচালতায় মনে কোনওরূপ কষ্ট অনুভব করিওনা। আজ আর তোমার সময় নষ্ট করিবনা; আজ এখন বাসায় যাও; কল্য আবার তোমার সঙ্গে মিলিত হইব এবং তোমার মুখে শাস্ত্রবিচার শুনিয়া কৃতার্থ হইব।"

প্রভু নিজের হেয়তা এবং দিগ্‌বিজয়ীর গুণ-গরিমা খ্যাপন করিয়া তাঁহার পরাজয়ের বেদনা কিঞ্চিৎ প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিলেন।

৯৯-১০০। উভয়ে গৃহে গেলেন। রাত্রিতে দিগ্‌বিজয়ী সরস্বতীর আরাধনা করিয়া তাঁহার চরণে স্বীয় মনোবেদনা নিবেদন করিলেন। দেবী-সরস্বতীও তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া স্বপ্নযোগে দিগ্‌বিজয়ীকে দর্শন দিয়া যথাবিহিত উপদেশ দিলেন; সরস্বতীর উপদেশ হইতেই তিনি জানিতে পারিলেন যে, নিমাই-পণ্ডিত সামান্য মানুষ নহেন, পরন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর—স্বয়ং ভগবান্।

১০১। সরস্বতীর কৃপায় এবং উপদেশে দিগ্‌বিজয়ীর গর্ব্ব-অহঙ্কারাদি মনের সমস্ত কালিমা ঘুচিয়া গেল; তিনি প্রাতঃকালে প্রভুর নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন; প্রভুও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন—চরণে স্থান দিলেন; তখনই দিগ্‌বিজয়ীর সংসার-বন্ধন ঘুচিয়া গেল।

১০৩। শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডে একাদশ-অধ্যায়ে দিগ্‌বিজয়ী-পরাজয়-লীলা বর্ণন করিয়াছেন।

যে কিছু বিশেষ—শ্রীলবৃন্দাবনদাস যাহা বর্ণন করেন নাই, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইল।

চৈতন্যগোসাঞির লীলা অমৃতের ধার।
সর্ব্বেন্দ্রিয়তৃপ্ত হয় শ্রবণে যাহার ॥ ১০৪
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৫

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে কৈশোর-লীলাসূত্রবর্ণনং নাম ষোড়শপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দিগ্‌বিজয়ীর কোন্ শ্লোকটী লইয়া প্রভু কিরূপে বিচার করিয়াছিলেন, কিরূপে দোষ-গুণের উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাহার বর্ণন করেন নাই; কবিরাজগোস্বামী তাহা বর্ণন করিলেন।

১০৪। **সর্ব্বেন্দ্রিয়**—সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। **তৃপ্ত হয়**—তৃপ্তি লাভ করে; কোনও ইন্দ্রিয়ের আর নূতন কিছু বাসনা থাকে না। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর লীলা এতই মধুর এবং চিত্তাকর্ষক যে, এই লীলা-কথা-শ্রবণের সৌভাগ্য যাঁহার হয়, লীলার কৃপায় তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি এই লীলাতেই কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে, অন্য কোনও বিষয়েই আর তাহা ধাবিত হয় না; লীলার আস্বাদনেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

আদি-লীলা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং যৎপ্রসাদতঃ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ ॥ ১ ॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
কৈশোর লীলার সূত্র করিল গণন।
যৌবন লীলার সূত্র করি অনুক্রম ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বন্দ ইতি। তং চৈতন্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে। কথম্ভূতম্? স্বৈরাদ্ভুতেহং স্বৈরা স্বচ্ছন্দা অদ্ভুতা লোকোত্তর ঈহা চেষ্টা যস্য তম্। যৎপ্রসাদতঃ যস্য প্রসাদতঃ যবনাঃ ভাগবতধর্ম্মবিদ্বেষিণঃ ম্লেচ্ছাঃ কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ কৃষ্ণনামজপ-পরায়ণাঃ সন্তঃ সুমনায়ন্তে অসুমনসঃ সুমনসো ভবন্তীতি সুমনায়ন্তে ভগবদ্ভক্তা ভবন্তীতি। ১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই সপ্তদশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর যৌবন-কালের বিবিধ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। স্বৈরাদ্ভুতেহং (স্বচ্ছন্দ-লোকোত্তর-চেষ্টিত) তং (সেই) চৈতন্যং (শ্রীচৈতন্যদেবকে বন্দে (আমি বন্দনা করি); যৎপ্রসাদতঃ (যাঁহার প্রসাদে) যবনাঃ (যবনগণ) কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ (কৃষ্ণনাম-প্রজল্পক [সন্তঃ] (হইয়া) সুমনায়ন্তে (সুমনা—শুদ্ধচিত্ত—হইয়াছে)।

অনুবাদ। যাঁহার প্রসাদে যবনগণও কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শুদ্ধচিত্ত হয়, সেই স্বচ্ছন্দ-অদ্ভুত-চেষ্টিত-শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি। ১।

স্বৈরাদ্ভুতেহং—স্বৈরা (স্বচ্ছন্দা, স্বেচ্ছাধীনা) এবং অদ্ভুতা (লোকোত্তরা, অলৌকিকী) ঈহা (চেষ্টা) যাঁহার; ইহা "চৈতন্যের" বিশেষণ। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর লীলা স্বচ্ছন্দা—স্বতন্ত্রা—তাঁহার নিজের ইচ্ছাধীন, অপর কাহারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে; তাঁহার লীলা আবার অলৌকিকী—লৌকিক জগতে কোনও ব্যক্তি তাঁহার ন্যায় কার্য্য করিতে পারে না। কাজি-দমন-লীলাদিতে তাঁহার চেষ্টার এ সমস্ত বিশেষত্ব প্রকটিত হইয়াছে; স্বপ্নযোগে নৃসিংহদেব কর্ত্তৃক কাজির বক্ষোবিদারণ, জাগ্রতেও বিদারণ-চিহ্নের স্থিতি, কীর্ত্তন-বিঘ্নকারী কাজি-ভৃত্যগণের মুখে উল্কাপাতন এবং তাহাদের শ্মশ্রু-আদির দাহন, যবনের মুখে হরিনাম-প্রকটন প্রভৃতি প্রভুর স্বচ্ছন্দ এবং অলৌকিক লীলার পরিচায়ক। **যবনাঃ**—ম্লেচ্ছগণ; ম্লেচ্ছগণ সাধারণতঃ ভাগবতধর্ম্ম-বিদ্বেষী ছিল; তাহারা কীর্ত্তন শুনিতে পারিত না; মৃদঙ্গাদি ভাঙ্গিয়া নামকীর্ত্তনাদিতে বাধা জন্মাইত; কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় তাহারাও **কৃষ্ণনাম-প্রজল্পকাঃ**—কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনকারী হইল; তাহাদের চিত্ত পূর্ব্বে নিতান্ত মলিন ছিল, তাই তাহারা কীর্ত্তনাদির বিঘ্ন জন্মাইত; কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের ফলে তাহারা **সুমনায়ন্তে**—সুমনা—শুদ্ধচিত্ত হইয়া গেল, ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইল।

২। **করিল গণন**—পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬শ পরিচ্ছেদে। **যৌবন**—কৈশোরের পরে—পঞ্চদশ বৎসর বয়সের পরে—যৌবন। **অনুক্রম**—আরম্ভ।

তথাহি—

বিদ্যাসৌন্দর্য্যসদ্বেশ-সম্ভোগনৃত্যকীর্ত্তনৈঃ।
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ গৌরো দিব্যতি যৌবনে ॥ ২

যৌবন প্রবেশে অঙ্গে অঙ্গ-বিভূষণ।
দিব্য বস্ত্র দিব্য বেশ মাল্য চন্দন ॥ ৩

বিদ্যৌদ্ধত্যে কাহাকেও না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন ॥ ৪

বায়ুব্যাধি-ছলে হৈল প্রেম-পরকাশ।
ভক্তগণ লৈঞা কৈল বিবিধ বিলাস ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বিদ্যেতি। গৌরঃ শচীনন্দনঃ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরঃ যৌবনে দীব্যতি ক্রীড়তি। কৈরিত্যপেক্ষায়ামাহ ; বিদ্যা শাস্ত্র জ্ঞানং সৌন্দর্য্যং লাবণ্যাদি সদ্বেশঃ শোভন-ভূষণাদি সম্ভোগঃ খ্যাতি-প্রতিপত্ত্যাদিবিষয়-ভোগঃ নৃত্যং নর্ত্তনং কীর্ত্তনং নামলীলা-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনং এতৈঃ ষড়্বিধৈঃ করণৈঃ পুনঃ প্রেমনামপ্রদানৈঃ প্রেম্না সহ হরিনাম-বিতরণৈশ্চেতি। ২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২। অন্বয়। গৌরঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ) যৌবনে (যৌবনকালে) বিদ্যাসৌন্দর্য্যসদ্বেশ-সম্ভোগনৃত্য-কীর্ত্তনৈঃ (বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সুন্দর বেশ, বিষয়োপভোগ, নৃত্য, কীর্ত্তন দ্বারা) প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ (এবং প্রেমনামপ্রদান দ্বারা) দীব্যতি (ক্রীড়া করেন বা শোভাপ্রাপ্ত হয়েন)।

অনুবাদ। বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সুন্দরবেশ, খ্যাতিপ্রতিপত্তি-আদি-বিষয়োপভোগ, নৃত্য, কীর্ত্তন এবং প্রেম-নাম-প্রদান দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভু যৌবনে ক্রীড়া করেন (বা শোভা প্রাপ্ত হয়েন)। ২।

৩। **যৌবন প্রবেশে**—শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে যখন যৌবন প্রবেশ করিল, তখন ; যৌবনের প্রারম্ভে। **অঙ্গে অঙ্গ-বিভূষণ**—অঙ্গই অঙ্গের বিভূষণ (অলঙ্কার) ; যৌবনের প্রারম্ভে প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি এমনিই সুন্দর হইল যে, তাহারাই সমস্ত দেহের ভূষণ স্বরূপ হইল ; অর্থাৎ অলঙ্কার ধারণ করিলে দেহের যেরূপ শোভা হয়, অলঙ্কার ব্যতীতই—কেবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সৌন্দর্য্যেই—প্রভুর দেহের তদ্রূপ শোভা প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহার উপরি তিনি আবার **দিব্যবস্ত্র**—অতি সুন্দর কাপড়, ধুতি ও উত্তরীয় আদি ; **দিব্যবেশ**—মনোহর বেশভূষা ; এবং **মাল্য-চন্দন**—ফুলের মালা ও সুগন্ধি চন্দনাদি ধারণ করিতে লাগিলেন ; তাহাতে প্রভুর সৌন্দর্য্য কন্দর্পের দর্প-হরণ করিতেও সমর্থ হইল, ইহাই ধ্বনি।

৪। **বিদ্যৌদ্ধত্যে**—বিদ্যাজনিত ঔদ্ধত্যে (প্রগল্ভতায়)। সমস্ত শাস্ত্রেই প্রভুর অপরিসীম পাণ্ডিত্য ছিল ; এই বিদ্যাগর্ব্বে তিনি একটু উদ্ধতও হইয়াছিলেন ; তৎকালে নবদ্বীপে যে সকল পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন, তিনি তাঁহাদের কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না ; বিদ্যাগর্ব্বে লোক কিরূপ উদ্ধত হইতে পারে, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই প্রভুর এইরূপ ঔদ্ধত্য-লীলার অভিনয়। **সকল পণ্ডিত** ইত্যাদি—বস্তুতঃ প্রভু এমন সুন্দর ভাবে অধ্যাপনা করিতেন যে—ছাত্রদের নিকটে এমন প্রাঞ্জল ও মর্ম্মস্পর্শী-ভাবে শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করিতেন যে, অপর কোনও অধ্যাপকই তদ্রূপ করিতে পারিতেন না, অধ্যাপনা-ব্যাপারে সকলকেই প্রভুর নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতে হইত। **অধ্যাপন**—পাঠন ; পড়ান ; ছাত্রদের নিকটে শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা।

৫। **বায়ুব্যাধি**—বায়ুরোগ ; বায়ুর প্রকোপ-বৃদ্ধি-জনিত রোগ। **ছলে**—ছদ্মে ; ব্যপদেশে। **প্রেমের প্রকাশ**—প্রেমের বাহ্যবিকারের প্রকটন। **বায়ুব্যাধিছলে** ইত্যাদি—ভক্তের চিত্তে যখন কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, তখন তাঁহার আর লোকাপেক্ষা থাকেনা ; প্রেমের প্রভাবে তিনি কখনও বা উচ্চস্বরে হাস্য করেন, কখনও বা ক্রন্দন করেন, কখনও বা চীৎকার করেন, কখনও বা নৃত্য করেন—তিনি লোকাপেক্ষা রহিত হইয়া ঠিক যেন পাগলের ন্যায় আচরণ করেন (শ্রীভা ১১।২।৪০), যৌবনে গৃহস্থাশ্রমেই প্রভুর এক সময়ে এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

তবেত করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন ॥ ৬

দীক্ষা-অনন্তরে কৈল প্রেম পরকাশ।
দেশে আগমন পুন প্রেমের বিলাস ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"একদিন বায়ু দেহমান্দ্য করি ছল। প্রকাশেন প্রেমভক্তি-বিকার সকল॥ আচম্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে। গড়াগড়ি যায়, হাসে, ঘর ভাঙ্গি ফেলে॥ হুঙ্কার গর্জ্জন করে, মালসাট্ পূরে। সম্মুখে দেখয়ে যারে তাহারেই মারে॥ ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি হয়। হেন মূর্চ্ছা হয় লোক দেখি পায় ভয়॥ * * * সর্ব্ব অঙ্গে কম্প, প্রভু করে আস্ফালন। হুঙ্কার শুনিয়ে ভয় পায় সর্ব্বজন।" প্রভুর মায়ায় কেহই এ সমস্ত বিকারের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না ; কেহ মনে করিল দানবের বা ডাকিনীর অধিষ্ঠান হইয়াছে, কেহ মনে করিল বায়ু প্রকোপিত হইয়াছে। বিষ্ণুতৈল, নারায়ণ-তৈলাদি মালিশের ব্যবস্থা হইল। পরে "এই মত আপন ইচ্ছায় লীলা করি। স্বাভাবিক হৈলা প্রভু বায়ু পরিহরি॥" শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি। ১০।

ভক্তগণ লৈঞা ইত্যাদি—ভক্তগণের সঙ্গে নানাবিধ কৌতুকরঙ্গ করিতেন এবং তাহাদের দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। নগর ভ্রমণ করিতে করিতে প্রভু একদিন এক তন্তুবায়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন "ভাল বস্ত্র আন॥" তন্তুবায় বস্ত্র আনিলে মূল্য ঠিক করিয়া প্রভু বলিলেন "এবে কড়ি নাঞি।" তাঁতি বলিল "বস্ত্র লৈয়া পর তুমি পরম সন্তোষে। পাছে তুমি কড়ি মোর দিও সমাবেশে॥" ইহার পরে গোয়ালার বাড়ীতে গিয়া "প্রভু বোলে—আরে বেটা দধি দুগ্ধ আন। আজি তোর ঘরের লইব মহাদান॥ * * * প্রভুসঙ্গে গোপগণ করে পরিহাস। 'মামা মামা' বলি সভে করেন সম্ভাষ॥ কেহো বলে—"চল মামা ভাত খাই গিয়া। কোন গোপ কান্ধে করি যায় ঘরে লৈয়া॥ কেহো বলে—আমার ঘরের যত ভাত। পূর্ব্বে যে খাইলে মনে নাহিক তোমাত॥ * * * হাসে মহাপ্রভু গোপগণের বচনে॥ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, সুন্দর নবনী। সন্তোষে প্রভুরে সর্ব্ব গোপ দেয় আনি॥" এইরূপে গন্ধবণিকের বাড়ী গিয়া গন্ধদ্রব্য, মালাকারের বাড়ী গিয়া উত্তম মালা, তাম্বূলীর ঘরে গিয়া তাম্বূল-গুয়া, শঙ্খবণিকের ঘরে গিয়া শঙ্খ গ্রহণ করিয়া শ্রীধরের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সঙ্গে প্রেম-কোন্দল আরম্ভ করিলেন। প্রভু বলিলেন—"শ্রীধর, তুমি সর্ব্বদা হরি হরি বল, লক্ষ্মীকান্তের সেবা কর, তথাপি তোমার দুঃখ-দৈন্য কেন?" শ্রীধর বলিলেন—"উপবাস তো করিনা ; ছোট হউক বড় হউক কাপড়ও পরি।" প্রভু বলিলেন—যাহা পর, তাহাতে—"দেখিলাঙ গাঁঠি দশ ঠাঞি। ঘরেও খড় নাই। আর দেখ, যাহারা চণ্ডী-বিষহরির পূজা করে, তারা কেমন সুখে স্বচ্ছন্দে আছে।" এরূপ কোন্দল চলিল। পরে শ্রীধর বলিলেন—"ঘরে চলহ পণ্ডিত। তোমায় আমায় দ্বন্দ্ব না হয় উচিত।" প্রভু বলিলেন—"আমায় কি দিবে বল ; নতুবা যাবনা—যে তোমার পোতা ধন আছে। সে থাকুক এখনে, পাইব তাহা পাছে॥ এবে কলা মূলা থোর দেহো কড়িবিনে। দিলে আমি কোন্দল না' করি তোমাসনে।" "চিন্তিয়া শ্রীধর বোলে—শুনহ গোসাঞি। কড়ি পাতে তোমার কিছুই দায় নাঞি॥ থোড় কলা মূলা খোলা দিব এই মনে। সবে আর কোন্দল না কর আমাসনে॥" ইহার পরে ইঙ্গিতে প্রভু নিজের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন। এইভাবে প্রভু ভক্তদের সঙ্গে কৌতুক রঙ্গ করিতেন। শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি। ১০।

৬-৭। **তবেত**—তাহার পরে। **গয়াতে গমন**—পিতার নামে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রভু গয়ায় গমন করিয়াছিলেন। **ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে** ইত্যাদি—গয়াতে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সহিত প্রভুর মিলন হয়। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-গোস্বামীর শিষ্য। তিনি ইতঃপূর্ব্বে একবার নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন এবং শচীমাতার হাতে ভিক্ষা করিয়াছিলেন ; তদবধিই ঈশ্বরপুরীর সহিত প্রভুর পরিচয়। গয়ায় প্রভু একদিন অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া আহারের যোগাড় করিতেছেন, এমন সময় ঈশ্বরপুরী আসিয়া তাঁহার অতিথি হইলেন ; প্রভু নিজে আহার না করিয়া সেই অন্ন-ব্যঞ্জন দিয়া পুরী-গোস্বামীকে ভিক্ষা করাইয়াছিলেন। ইহার পরে একদিন

শচীকে প্রেমদান তবে অদ্বৈতমিলন। | অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ দরশন ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সম্ভবতঃ সাধন-ভজনে গুরুকৃপার প্রয়োজনীয়তা দেখাইবার উদ্দেশ্যে লৌকিক রীতিতে প্রভু গয়াতেই শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দশাক্ষর-গোপালমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ (-লীলার অভিনয়) করেন। **দীক্ষা-অনন্তরে** ইত্যাদি—দীক্ষা-গ্রহণের পরেই পুরী-গোস্বামীর নিকটে প্রভু যখন কৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা চাহিলেন, তখন তিনি প্রভুকে আলিঙ্গন দিয়াছিলেন; আলিঙ্গন মাত্রেই "দোঁহার শরীর। সিঞ্চিত হইল প্রেমে কেহ নহে স্থির ॥" আর একদিন প্রভু যখন নিভৃতে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন, তখন প্রেমাবেশে "কৃষ্ণরে, বাপরে, কোথা গেলারে" ইত্যাদি বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন। অনেক কষ্টে প্রভুকে সেইদিন সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পর প্রভু সঙ্গিগণকে বলিলেন, "তোমরা দেশে যাও, আমি প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে মথুরায় যাইব।" তারপর একদিন শেষরাত্রিতে কাহাকেও না জানাইয়া প্রেমাবেশে মথুরার দিকে যাত্রা করিলেন; কতদূর যাইয়া দৈববাণী শুনিয়া ফিরিয়া আসিলেন। গয়া-যাত্রা উপলক্ষ্যে মহাপ্রভুর প্রেম-বিকাশের এইরূপ অনেক কাহিনী শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি ১৫শ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

দেশে আগমন ইত্যাদি—গয়া হইতে দেশে ফিরিয়া আসার পরে কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে প্রভু অনেক অদ্ভুত লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, গয়া হইতে আসার পরেই দু' চারিজন ভক্তের নিকটে নিভৃতে বিষ্ণুপাদপদ্মের বর্ণনা করিতে করিতে প্রভুর দেহে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি এবং শেষে মূর্চ্ছা প্রকাশ পাইল। পরে শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারীর গৃহে সমস্ত ভক্তগণের সাক্ষাতে নিজের কৃষ্ণবিরহ-দুঃখ বর্ণন করিতে করিতে প্রভুর যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। ইহার পরে প্রভু সর্ব্বদাই কৃষ্ণবিরহ-বেদনার ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন; হুঙ্কার, গর্জ্জন, উচ্চ ক্রন্দন, কম্প, পুলক, মূর্চ্ছাদি দেখিয়া শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যেমন একদিকে বিশেষরূপে চিন্তিত হইলেন, অপর দিকে শ্রীবাসাদি ভক্তগণ প্রভুর প্রেমভক্তি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। অধ্যাপন-কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল; পড়ুয়ারাও প্রমাদ গণিল। শেষে প্রভু পড়াইতে লাগিলেন; কিন্তু সে এক অদ্ভুত অধ্যাপনা; সূত্র, বৃত্তি, পাঞ্জি—যাহা কিছু ব্যাখ্যা করেন, সমস্তের তাৎপর্য্যই কৃষ্ণে নিয়া পর্য্যবসিত করেন। শেষকালে ছাত্রেরাও পুঁথিতে ডোর দিয়া "হরি হরি" বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং কীর্ত্তন-রসে ভাসমান হইতে লাগিল। প্রভুর এসমস্ত লীলা শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

৮। **শচীকে প্রেমদান**—শ্রীঅদ্বৈতের নিকট শচীমাতার অপরাধ হইয়াছিল বলিয়া প্রভু প্রথমে মাতাকে প্রেম দেন নাই; পরে কৌশলে সেই অপরাধ খণ্ডন করাইয়া তাঁহাকে প্রেম দিয়াছিলেন।১।১২।৪০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **অদ্বৈত মিলন**—গয়া হইতে আসার পরে প্রভু একদিন শ্রীল গদাধরকে সঙ্গে লইয়া শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। যাইয়া দেখেন, শ্রীঅদ্বৈত "বসিয়া করয়ে জল তুলসী সেবন ॥ দুই ভুজ আস্ফালিয়া বলে হরি হরি। ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে অর্চ্চন পাসরি ॥ মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার। ক্রোধ দেখি যেন মহারুদ্র-অবতার ॥" শ্রীঅদ্বৈতকে দেখিবামাত্রই প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। ভক্ত-অবতার শ্রীঅদ্বৈত ভক্তি-প্রভাবে জানিতে পারিলেন যে "ইনিই তাঁহার প্রাণনাথ।" তখন তিনি "কতি যাবে চোরা আজি—ভাবে মনে মনে। এতদিন চুরি করি বুল এই খানে। অদ্বৈতের ঠাঞি চোর! না লাগে চোরাই। চোরের উপরে চুরি করিব এথাই ॥" তখন তিনি যথাবিধি—প্রভুর মূর্চ্ছাবস্থাতেই—তাঁহার পূজা করিয়া "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি শ্লোক-উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রভুকে নমস্কার করিলেন। তাঁহার কার্য্য দেখিয়া, "হাসি বোলে গদাধর জিহ্বা কামড়ায়ে। বালকেরে গোসাঞি এমত না জুয়ায়ে ॥" আচার্য্য গদাধরের কথায় হাসিয়া বলিলেন—"ইনি বালক, না আর কিছু—কত দিন পরে জানিতে পারিবে।"

প্রভুর অভিষেক তবে করিলা শ্রীবাস। | খাটে বসি প্রভু কৈলা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥ ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কতক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইলে অদ্বৈতের আবিষ্টাবস্থা দেখিয়া তিনি আত্ম-গোপনের চেষ্টা করিলেন, স্তুতি-নতি করিয়া আচার্য্যের পদধূলি নিলেন। অদ্বৈত বলিলেন—"তোমার সহিত কীর্ত্তন করিতে, কৃষ্ণকথা বলিতে সমস্ত বৈষ্ণবেরই ইচ্ছা; তুমি এখানেই থাক।" প্রভু সম্মত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য।২॥ আবার, ঈশ্বরাবেশে প্রভু একদিন রামাই-পণ্ডিতকে বলিলেন—"রামাঞি, তুমি অদ্বৈতের নিকটে যাইয়া বল, যাঁহার জন্য তিনি কত আরাধনা, কত ক্রন্দন, কত উপবাসাদি করিয়াছেন, সেই আমি প্রেমভক্তি বিলাইতে অবতীর্ণ হইয়াছি। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের আগমনের কথাও বলিবে। তাঁহাকে বলিবে, আমার পূজার সজ্জ লইয়া তিনি যেন সস্ত্রীক আসেন।" রামাঞি শান্তিপুরে যাইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। শুনিয়া আচার্য্য প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন; বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন—"শুন রামাঞি পণ্ডিত। মোর প্রভু হেন আমার প্রতীত॥ আপন ঐশ্বর্য্য যদি মোহারে দেখায়। শ্রীচরণ তুলি দেই আমার মাথায়॥ তবে সে জানিমু মোর হয় প্রাণনাথ।" পূজার সজ্জ লইয়া আচার্য্য সস্ত্রীক চলিলেন; কিন্তু রামাঞিকে বলিলেন "রামাঞি! তুমি প্রভুর নিকটে গিয়া বলিবে যে, আচার্য্য আসিলেন না; আমি নন্দনাচার্য্যের গৃহে যাইয়া লুকাইয়া থাকিব; তুমি তাহা প্রকাশ করিও না।" সর্ব্বজ্ঞ প্রভু আচার্য্যের সঙ্কল্প জানিতে পারিলেন; জানিয়া শ্রীবাসের গৃহে যাইয়া আবেশে বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন এবং হুঙ্কার করিতে করিতে—"নাঢ়া আইসে নাঢ়া আইসে—বোলে বারে বারে। নাঢ়া চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে।" উপস্থিত ভক্তবৃন্দ প্রভুর আবেশ জানিয়া সময়োচিত সেবা করিতে লাগিলেন। এমন সময় রামাঞি-পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত। তিনি কিছু না বলিতেই প্রভু বলিয়া ফেলিলেন—"মোরে পরীক্ষিতে নাঢ়া পাঠাইল তোরে। ***জানিয়াও নাঢ়া মোরে চালায় সদায়। এথাই রহিল নন্দন-আচার্য্যের ঘরে। মোরে পরীক্ষিতে নাঢ়া পাঠাইলেন তোরে॥ আন গিয়া শীঘ্র তুমি এথাই তাহানে।" রামাঞি নন্দনাচার্য্যের গৃহে গিয়া সমস্ত প্রকাশ করিলে শ্রীঅদ্বৈত আনন্দিত চিত্তে প্রভুর স্তব পড়িতে পড়িতে এবং দূর হইতেই দণ্ডবৎ করিতে করিতে সস্ত্রীক আসিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রভু কৃপা করিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন; আচার্য্য স্তবস্তুতি ও যথাবিধি পূজাদি করিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইলেন এবং "সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত-মাথায়॥"—শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

বিশ্বরূপ দরশন—নন্দন-আচার্য্যের গৃহ হইতে আসিয়াই শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বিশ্বরূপের দর্শন পাইলেন (আচার্য্য প্রভুর ঐশ্বর্য্য দেখিতে চাহিয়াছিলেন, অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা দেখাইলেন)। আচার্য্য দেখিলেন—"জিনিয়া কন্দর্প-কোটি লাবণ্যসুন্দর। জ্যোতির্ম্ময় কনক-সুন্দর কলেবর।" প্রভুর "দুই বাহু কোটি কনকের স্তম্ভ জিনি। তহিঁ দিব্য অলঙ্কার—রত্নের খেঁচনি॥ শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-মহামণি শোভে বক্ষে। মকর-কুণ্ডল বৈজয়ন্তী মালা দেখে॥ পাদপদ্মে রমা, ছত্র ধরয়ে অনন্ত॥ ***ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে॥ কিবা প্রভু, কিবা গণ, কিবা অলঙ্কার। জ্যোতির্ম্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর॥ দেখে পড়ি আছে চারি পঞ্চ শত মুখ। মহাভয়ে স্তুতি করে নারদাদি শুক॥ মকরবাহন-রথ এক বরাঙ্গনা। দণ্ড পরণামে আছে যেন গঙ্গা সমা॥ তবে দেখে স্তুতি করে সহস্রবদন। চারিদিকে দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ॥ উলটিয়া চাহে নিজ চরণের তলে। সহস্র সহস্র দেব পড়ি 'কৃষ্ণ' বলে॥ দেখে সপ্তফণাধর মহানাগগণ। উর্দ্ধবাহু স্তুতি করে তুলি সব ফণ॥ অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্যরথ। গজহংস অংশে নিরোধিল বায়ুপথ॥ কোটি কোটি নাগবধূ সজল-নয়নে। 'কৃষ্ণ' বলি স্তুতি করে দেখে বিদ্যমানে॥ ক্ষিতি অন্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে। দেখে পড়ি আছে মহাঋষিগণ পাশে॥" এই অপরূপ রূপে প্রভু অদ্বৈতের নিকটে তাঁহার আরাধনার কথা এবং তজ্জন্য স্বীয় অবতরণের কথা প্রকাশ করিলেন। শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য। ৬॥ ১।৪।৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯। **প্রভুর অভিষেক** ইত্যাদি—একদিন শ্রীমন্ মহাপ্রভু পরম বিহ্বল নিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া

তবে নিত্যানন্দস্বরূপের আগমন। । প্রভুকে মিলিয়া পাইল ষড়্‌ভুজ দর্শন ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীবাস-ভবনে আসিয়া ঐশ্বর্য্যের ভাবে আবিষ্ট হইলেন ; ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভক্ত আসিয়া মিলিত হইলেন এবং কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন ; প্রভু কতক্ষণ নৃত্য করিয়া বিষ্ণু-খট্টায় উঠিয়া বসিলেন। অন্যান্য দিনও প্রভু বিষ্ণু-খট্টায় বসেন—কিন্তু তাহা যেন না জানিয়া—ভাবের আবেশে—বসেন। আজ কিন্তু তাহা নয় ; আজ "বসিলা প্রহর সাত প্রভু ব্যক্ত হৈয়া ॥ জোড়হস্তে সম্মুখে সকল ভক্তগণ। রহিলেন পরম আনন্দযুক্ত মন ॥" সকলেই মনে করিলেন—স্বয়ং বৈকুণ্ঠ-নাথ খট্টায় বসিয়াছেন। তখন প্রভু আদেশ করিলেন—"বোল মোর অভিষেক গীত ॥" তখন সকলে মিলিয়া অভিষেক গীতি গান করিলেন। প্রভু সকলের দিকে কৃপাদৃষ্টি করিলেন, তখন প্রভুর অভিষেক করার নিমিত্ত সকলের ইচ্ছা হইল। তখন "সব ভক্তগণ বহি আনে গঙ্গাজল। আগে ছাঁকিলেন দিব্যবসনে সকল ॥ শেষে শ্রীকর্পূর-চতুঃসম-আদি দিয়া। সজ্জ করিলেন সবে প্রেমযুক্ত হৈয়া ॥ মহা জয় জয় ধ্বনি শুনি চারিভিতে। অভিষেক-মন্ত্র সভে লাগিলা পড়িতে ॥ সর্ব্বাদ্যে শ্রীনিত্যানন্দ জয় জয় বলি। প্রভুর শ্রীশিরে জল দিয়া কুতূহলী ॥ অদ্বৈত শ্রীবাসাদি যতেক প্রধান। পড়িয়া পুরুষ-সূক্ত করায়েন স্নান ॥" মুকুন্দাদি অভিষেক-গীত গাহিতে লাগিলেন ; রমণীগণ হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের মধ্যে কেহ কাঁদিতে, কেহবা নাচিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাসমারোহে প্রভুর রাজ-রাজেশ্বর-অভিষেক হইল। পরবর্ত্তী পয়ার হইতে বুঝা যায়, শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সহিত প্রভুর মিলনের পূর্ব্বেই এই অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল ; কিন্তু শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্য খণ্ডের নবম অধ্যায়ের অভিষেক-বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, শ্রীনিত্যানন্দের সহিত মিলনের পরে রাজ-রাজেশ্বর অভিষেক হইয়াছিল। শ্রীনিত্যানন্দের সহিত মিলনের পূর্ব্বে শ্রীবাসের গৃহে প্রভু একবার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া নিজ তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, (শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য। ২।) ; তখন শ্রীবাস প্রভুর স্তব-স্তুতি ও পূজাদি করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই সময়ে অভিষেক করার প্রমাণ চৈতন্য-ভাগবতে পাওয়া যায় না।

খাটে বসি—বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া।

১০। **শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের**—শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের বয়স যখন অতি অল্প, তখনই এক সন্ন্যাসী তাঁহার পিতা-মাতার অনুমতি লইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান ; সন্ন্যাসীর সঙ্গে অনেক তীর্থে বিচরণ করিয়া শ্রীনিতাই বৃন্দাবনে আসিলেন ; সেস্থানে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিতেছেন ; তখনই তিনি শ্রীনবদ্বীপ যাত্রা করিলেন এবং আসিয়া নন্দন-আচার্য্যের গৃহে অতিথি হইলেন। ইহার কয়েকদিন আগেই মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দকে জানাইয়াছিলেন যে, শীঘ্রই নবদ্বীপে কোনও মহাপুরুষের আগমন হইবে। যেদিন শ্রীনিত্যানন্দ চাঁদ নন্দনাচার্য্যের গৃহে আসিলেন, সেইদিন প্রাতঃকালে প্রভু ভক্তবৃন্দকে বলিলেন "আমি গত রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছি এক অপূর্ব্বমূর্ত্তি নবদ্বীপে আমার গৃহের সম্মুখে আসিয়া—ইহা নিমাঞি-পণ্ডিতের বাড়ী কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার প্রকাণ্ড শরীর, স্কন্ধে এক মহাস্তম্ভ ; বামহাতে বেত্রবান্ধা এক কাণাকুম্ভ, মস্তকে ও পরিধানে নীলবস্ত্র, বাম কর্ণে এক কুণ্ডল ; দেখিলে যেন ঠিক বলরাম বলিয়া মনে হয় ; আমি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—"এই ভাই হয়ে। তোমার আমার কালি হৈব পরিচয়ে।" এসকল কথা বলিতে বলিতে প্রভুর বাহ্য লোপ পাইল, বলরামের ভাবে তিনি আবিষ্ট হইলেন। পরে প্রভু বলিলেন—"আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, আজও মনে হইতেছে—কোন মহাপুরুষ যেন আসিয়াছেন ; তোমারা খোঁজ করিয়া দেখ।" দুইজন তখনই ছুটিয়া গিয়া প্রত্যেক বাড়ীতে খোঁজ করিলেন ; তিন প্রহর পর্য্যন্ত খোঁজ করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন প্রভু একটু হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, চল আমার সঙ্গে।" সকলে চলিলেন, প্রভু নন্দন-আচার্য্যের গৃহে যাইয়া উপনীত হইলেন ; দেখিলেন—কোটি-সূর্য্যসমকান্তি এক মহাপুরুষ যেন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন। সপার্ষদ প্রভু তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কাহারও মুখে কথা নাই ; প্রভু চাহিয়া আছেন আগন্তুকের দিকে ; আগন্তুক চাহিয়া আছেন

প্রথমে ষড়্ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গ-বেণুধর ॥ ১১

তবে চতুর্ভুজ হৈলা তিন অঙ্গ বক্র।
দুই হস্তে বেণু বাজায় দুইয়ে শঙ্খ চক্র ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রভুর দিকে। প্রভুর ইঙ্গিতে শ্রীবাস শ্রীকৃষ্ণধ্যানের এক শ্লোক পাঠ করিতেই শ্রীনিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন; শ্রীবাস আরও শ্লোক পড়িতে লাগিলেন; কতক্ষণ পরে শ্রীনিতাইয়ের চেতনা ফিরিয়া আসিল, কিন্তু প্রেমোন্মত্ত হইয়া হুঙ্কার, গর্জ্জন, ক্রন্দন, নৃত্য, লম্ফাদি দ্বারা সকলকে বিস্মিত করিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারেন না; তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে কোলে লইলেন, অমনিই শ্রীনিতাই নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। তারপর ঠারে ঠোরে উভয়ের আলাপ হইল; শ্রীনিতাই তীর্থ-ভ্রমণের কথা, বৃন্দাবন-গমনের কথা, বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে আসার কারণ সমস্ত বলিলেন। শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য। ৩-৪।

প্রভুরে মিলিয়া ইত্যাদি—মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া শ্রীনিতাই মহাপ্রভুর ষড়্ভুজরূপের দর্শন পাইলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মতে, মিলনের দিনেই ষড়্ভুজরূপ প্রকটিত হয় নাই; ব্যাসপূজার দিনে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যখন মহাপ্রভুর মস্তকে মালা দিলেন, তখনই প্রভু ষড়্ভুজরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য। ৫।

এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত লীলা-ক্রমের সহিত অনেক স্থলেই শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের বর্ণিত লীলা-ক্রমের মিল দেখা যায় না। গ্রন্থকারের লীলারসাবেশবশতঃই বোধ হয় এইরূপ হইয়া থাকিবে।

১১। **ষড়্ভুজ**—ছয়টী বাহু বিশিষ্ট রূপ। **শার্ঙ্গ**—মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের ধনুকের নাম শার্ঙ্গ (মাখনলাল ভাগবতভূষণ)। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুকে যে ষড়্ভুজরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে চক্র, এক হাতে গদা, এক হাতে পদ্ম, এক হাতে শার্ঙ্গধনু এবং এক হাতে বেণু ছিল। শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এই চারিটী দ্বারকানাথের অস্ত্র, শার্ঙ্গ মথুরানাথের অস্ত্র এবং বেণু ব্রজনাথের বৈশিষ্ট্য। ছয় হস্তে এই ছয়টী বস্তু ধারণ করিয়া প্রভু সম্ভবতঃ দেখাইলেন যে, তিনি দ্বারকানাথ, মথুরানাথ ও ব্রজনাথের মিলিত বিগ্রহ—অর্থাৎ দ্বারকা, মথুরা ও ব্রজে একই শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত বিশিষ্ট ভাব-বৈচিত্রী প্রকটিত হইয়াছে, এক শ্রীমন্ মহাপ্রভুতেই উক্ত তিন ধামের সে সমস্ত ভাব-বৈচিত্রী বর্ত্তমান আছে। অথবা, তিনি ইহাই দেখাইলেন যে, দ্বাপর-লীলায় যিনি দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবনে লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, তিনিই এই কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দ্বারকানাথ, মথুরানাথ ও ব্রজনাথ এই তিন স্বরূপের বর্ণই ছিল শ্যামবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ। এই তিনের মিলিত বিগ্রহ ষড়্ভুজরূপও শ্যামবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ ছিল বলিয়াই মনে হয়।

যাহা হউক, এস্থলে ষড়্ভুজরূপের যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনার মিল নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন, প্রভুর ছয় হাতে "শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মুষল" ছিল; হল ও মুষলের পরিবর্ত্তে কবিরাজ-গোস্বামী শার্ঙ্গ ও বেণু লিখিয়াছেন। হল ও মুষল শ্রীবলরামের অস্ত্র। মুরারিগুপ্তের কড়চায় ষড়্ভুজরূপের উল্লেখ আছে (২।৮।২৭), কিন্তু বর্ণনা নাই। কড়চায় চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজরূপেরও উল্লেখ আছে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতে ষড়্ভুজ ব্যতীত অন্য রূপের উল্লেখ নাই।

১২। **তিন অঙ্গ বক্র**—গ্রীবা, কটি ও জানু এই তিন অঙ্গ বক্র (বঙ্কিম)। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রথমে পূর্ব্ব-পয়ার-বর্ণিত ষড়্ভুজরূপ দেখাইয়াছিলেন; পরে ষড়্ভুজরূপ অন্তর্হিত করিয়া চতুর্ভুজরূপ দেখাইলেন; এই চতুর্ভুজরূপের এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে চক্র ছিল, আর দুই হাতে তিনি বেণু বাজাইতেছিলেন। শঙ্খ-চক্র দ্বারা ঐশ্বর্য্য এবং ত্রিভঙ্গরূপে বেণু-বাদন-ভঙ্গী দ্বারা ঐশ্বর্য্যগর্ভ পূর্ণতম মাধুর্য্য সূচিত হইতেছে। এই চতুর্ভুজরূপ-প্রদর্শনের ব্যঞ্জনা বোধ হয় এই যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুতে ব্রজনাথের ঐশ্বর্য্যগর্ভ-পূর্ণতম মাধুর্য্য থাকিবে এবং প্রয়োজন হইলে তিনি দ্বারকানাথের ঐশ্বর্য্যও প্রকটিত করিবেন। পূর্ব্বপয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তবে ত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন।
শ্যাম-অঙ্গ পীত-বস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৩
তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞির ব্যাসপূজন।
নিত্যানন্দাবেশে কৈল মুষলধারণ ॥ ১৪
তবে শচী দেখিল রাম-কৃষ্ণ দুইভাই।
তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই-মাধাই ॥ ১৫
তবে সপ্তপ্রহর প্রভু ছিলা ভাবাবেশে।
যথাতথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে ॥ ১৬
বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি ভবনে।
তার স্কন্ধে চঢ়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩। চতুর্ভুজরূপ অন্তর্হিত করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু আবার শ্রীমন্নিত্যানন্দকে দ্বিভুজ ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপ দেখাইলেন ; এই দ্বিভুজরূপের বর্ণ শ্যাম, পরিধানে পীতবসন এবং বদনে বংশী। সর্ব্বশেষে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপ প্রদর্শনের ব্যঞ্জনা বোধ হয় এই যে, ব্রজেন্দ্র-নন্দন-সম্বন্ধীয় ভাবই শ্রীমন্ মহাপ্রভুতে মুখ্যতঃ প্রকটিত হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী ১২ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

১৪। **ব্যাস পূজন**—আষাঢ়ী-পূর্ণিমাতে সন্ন্যাসিগণ ব্যাসপূজা করিয়া থাকেন ; শ্রীপাদ নিত্যানন্দ শ্রীবাসের গৃহে ব্যাসপূজা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত। মধ্য। ৫।”

নিত্যানন্দাবেশে—নিত্যানন্দের আবেশে। ব্রজের শ্রীবলরামই নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এস্থলে নিত্যানন্দাবেশ বলিতে নিত্যানন্দের অভিন্নরূপ বলরামের আবেশই বুঝাইতেছে। বলরামের অস্ত্র ছিল মুষল ; বলরামের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু হস্তে মুষল ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের তত্ত্ব প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়েই মহাপ্রভু “বলরাম ভাবে উঠে খট্টার উপর। শ্রীচৈঃ ভা মধ্য ৫।” ব্যাসপূজার পূর্ব্বের দিন শ্রীবাসের গৃহে এই লীলা হইয়াছিল।

১৫। **তবে শচী দেখিল ইত্যাদি**—এক দিন রাত্রিতে শচীমাতা স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহাদের শ্রীমন্দিরের কৃষ্ণ ও বলরাম এবং নিমাই ও নিত্যানন্দ চারিজনে নৈবেদ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছেন। পর দিন প্রাতঃকালে শচীমাতা প্রভুকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন। প্রভু সেই দিন নিত্যানন্দকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিতে বলিলেন। মধ্যাহ্নে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু যখন আহারে বসিলেন, তখন শচীমাতা দেখিলেন যে, কৃষ্ণ ও বলরামই ভোজন করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য ।৮। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ যে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম, এই লীলায় তাহাই প্রভু দেখাইলেন।

তবে নিস্তারিল ইত্যাদি—জগাই-মাধাই-উদ্ধার লীলা শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে ১৩শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

১৬। এক দিন শ্রীবাসের গৃহে শ্রীমন্ মহাপ্রভু অবিচ্ছিন্ন ভাবে সাত প্রহর পর্য্যন্ত ভাবাবিষ্ট হইয়া ছিলেন এবং ভক্তগণের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যে ।১১।

১৭। **বরাহ-আবেশ**—বরাহ-অবতারের ভাবে আবিষ্ট। **মুরারি-ভবনে**—মুরারিগুপ্তের গৃহে।

এক দিন প্রভু মুরারিগুপ্তের গৃহে গেলেন ; গুপ্ত তাঁহার চরণ বন্দনা করিলে প্রভু “শূকর শূকর” বলিয়া গুপ্তের বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে জলের গাড়ু দেখিয়া “বরাহ-আকার প্রভু হৈলা সেই ক্ষণে। স্বানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে ॥ গর্জ্জে যজ্ঞবরাহ—প্রকাশে খুর চারি।” প্রভুর আদেশে মুরারিগুপ্ত তখন প্রভুর স্তুতি করিতে লাগিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া প্রভু নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদের অসারতা এবং স্বীয়-তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ।৩।

তাঁর স্কন্ধে চড়ি ইত্যাদি—একদিন মুরারিগুপ্তের গৃহে নারায়ণের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু “গরুড় গরুড় বলিয়া ডাকিতেছিলেন ; তখন মুরারিগুপ্ত গরুড়ের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভুকে কাঁধে করিয়া নাচিয়াছিলেন। শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ।২০।

তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল-ভক্ষণ।
'হরের্নাম'-শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ ॥ ১৮

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে (৩৮।১২৬)—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ৩

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত-নিস্তার ॥ ১৯

দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৮। **তবে শুক্লাম্বরের ইত্যাদি**—শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী নবদ্বীপে থাকিতেন; প্রভুর একান্ত ভক্ত; নিতান্ত দরিদ্র, ভিক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ পাইতেন। একদিন প্রভুর কীর্ত্তনে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া শুক্লাম্বর নৃত্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভক্তবৎসল শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার ঝুলি হইতে ভিক্ষার চাউল লইয়া খাইয়াছিলেন। **তণ্ডুল**--চাউল। শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য। ১৬।

হরের্নাম-শ্লোকের ইত্যাদি—হরের্নাম-শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিলেন। পরবর্ত্তী পয়ার সমূহে এই অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্লো। ৩। অন্বয়াদি আদি-লীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে তৃতীয় শ্লোকে দ্রষ্টব্য। পরবর্ত্তী ১৯-২২ পয়ারেও এই শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯। **কলিযুগে ইত্যাদি**—কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ নামরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। নাম ও নামী যে অভেদ, ইহাদ্বারা তাহাই সূচিত হইতেছে। কলিতে নামরূপেই শ্রীকৃষ্ণ জীবগণকে কৃপা করেন; শ্রীনামের (শ্রীকৃষ্ণনামের) কৃপা হইলেই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইল বলিয়া মনে করা যায়। "সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুন পূর্ণিমাম্। যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥ ১।১৩।২ ॥"—এই শ্লোক হইতে জানা যায়; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; অর্থাৎ তিনি যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণনামও এক অপূর্ব্ব শক্তি এবং এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য লইয়া সেই সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন লীলা অন্তর্ধান করিলেন, নাম কিন্তু অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন না. কলির জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ নাম জগতে রহিয়া গেলেন। **নাম হৈতে ইত্যাদি**—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই (যথাবিধি নাম-কীর্ত্তন করিলেই) জগদ্বাসী জীব সংসার-বন্ধন হইতে উদ্ধার (নিস্তার) লাভ করিতে পারে; এজন্য যজ্ঞ-ধ্যানাদি অপর কোনও সাধনের প্রয়োজন হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—"সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানদ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা, দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, কলিতে একমাত্র নামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই তাহা পাওয়া যায়। কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ শ্রীভা। ১২।৩।৫২।" **জগত-নিস্তার**—জগতের বা জগদ্বাসীর উদ্ধার; সংসারমোচন।

২০। **দার্ঢ্যলাগি**—দৃঢ়তার জন্য; দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে। **হরের্নাম ইত্যাদি**—কলিতে যে হরিনামই একমাত্র গতি, কলিতে যে অন্য গতি নাই—একথা দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই হরের্নাম-শ্লোকে "হরের্নাম"-শব্দ তিনবার বলা হইয়াছে। **জড়লোক**—অজ্ঞান লোক। **পুনরেবকার**—পুনঃ+একার; পুনরায় "এব" (ই)-শব্দের প্রয়োগ (উক্ত শ্লোকে)। উক্তশ্লোকে তিনবার হরের্নাম-শব্দ বলার পরেও আবার "এব" শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। শ্লোকের তৃতীয় শব্দ "হরের্নামৈব।" হরের্নাম-শব্দের সহিত "এব" শব্দের যোগ হইলেই সন্ধিতে "হরের্নামৈব" হয়; দৃঢ়তার জন্য তিনবার "হরের্নাম" বলার পরেও পুনরায় "এব" শব্দ কেন বলা হইল, তাহার কারণ বলিতেছেন—"যাহারা অজ্ঞান, মূর্খ, শাস্ত্রমর্ম্ম জানে না,—হরিনামই যে কলিতে একমাত্র সাধন—তাহাদিগকে তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইবার নিমিত্তই এব-শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। **এব শব্দের অর্থ**—"ই"; ইহা নিশ্চয়াত্মক অব্যয়-শব্দ। নিশ্চয়াত্মক-শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বিচার-তর্কাদি দ্বারা এই শ্লোকের মর্ম্ম নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র জানেন না,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিচার-তর্ক জানেন না, তাঁহারা ইহাই নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখুন যে, হরিনাম ব্যতীত কলিতে আর অন্য কোনও গতি নাই। অথবা, কলিতে কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান—এই তিনের কোনও প্রয়োজন নাই, একমাত্র হরিনামই শ্রেষ্ঠ উপায়—ইহা বুঝাইবার জন্যই তিনবার হরের্নাম বলা হইয়াছে। হরের্নাম এব গতিঃ, ন কর্ম্ম; হরের্নাম এব গতিঃ, ন যোগঃ; হরের্নাম এব গতিঃ. ন জ্ঞানম্—হরিনামই একমাত্র গতি, কর্ম্ম নয়; হরি নামই একমাত্র গতি, যোগ নয়; হরি নামই একমাত্র গতি, জ্ঞান নয়; ইহাই তাৎপর্য্য। "নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥ ৩। ২০। ৭॥" কর্ম্ম, যোগ এবং জ্ঞানের (জ্ঞানমার্গের সাধনের) অনুষ্ঠানে যে যে ফল পাওয়া যায়, কেবলমাত্র নামসঙ্কীর্ত্তনেও সেই সেই ফল পাওয়া যাইতে পারে। "এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥ শ্রীভা, ২। ১। ১১॥" এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা—ইচ্ছতাং কামিনাং তত্তৎফলসাধনম্ এতদেব। নির্ব্বিদ্যমানানাং মুমুক্ষূণাং মোক্ষসাধনমেতদেব। যোগিনাং জ্ঞানিনাং ফলঞ্চ এতদেব। নির্ণীতং নাত্র প্রমাণং বক্তব্যমিত্যর্থঃ॥ এই টীকানুযায়ী তাৎপর্য্য এই। যাঁহারা ফল কামনা করেন (অর্থাৎ যাঁহারা কর্ম্মী), তাঁহাদের সাধনও এই নামসঙ্কীর্ত্তন; যাঁহারা মুক্তিকামী (জ্ঞানমার্গের সাধনের ফল মুক্তি), তাঁহাদের সাধনও এই নামসঙ্কীর্ত্তন; যাঁহারা যোগী, তাঁহাদের সাধনও এই নামসঙ্কীর্ত্তন। "নারায়ণাচ্যুতানন্তবাসুদেবেতি যো নরঃ। সততং কীর্ত্তয়েদ্ভুমি যাতি মল্লয়তাং স হি॥—বরাহপুরাণ। ভগবান্ বলিতেছেন—যে লোক সর্ব্বদা নারায়ণ, অচ্যুত, অনন্ত, বাসুদেব এই সমস্ত নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি আমাতে লয় (সাযুজ্য) প্রাপ্ত হয়েন।" এসমস্ত শাস্ত্র বচনের তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা ইহকালের বা পরকালের সুখভোগ কামনা করেন, তাঁহারা কর্ম্মমার্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; যাঁহারা পরমাত্মার সহিত যোগ কামনা করেন, তাঁহারা যোগমার্গের এবং যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য কামনা করেন, তাঁহারা জ্ঞানমার্গের উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু কর্ম্ম, যোগ বা জ্ঞানমার্গের অনুষ্ঠান না করিয়াও তাঁহারা যদি কেবল হরিনাম মাত্র কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের অভীষ্ট বস্তু তাঁহারা লাভ করিতে পারেন। অবশ্য কর্ম্ম, যোগ বা জ্ঞানের ফলই নামসঙ্কীর্ত্তনের মুখ্য ফল নহে। নামসঙ্কীর্ত্তনের মুখ্য ফল হইল কৃষ্ণপ্রেম; নামের শ্রীকৃষ্ণবশীকরণী শক্তি আছে। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি। যদ্ গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্॥—কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) যে দূরস্থিত আমাকে গোবিন্দ গোবিন্দ বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিয়াছিলেন, তাহাকেই আমি আমার প্রবৃদ্ধ ঋণরূপে আমি গ্রহণ করিয়াছি, আমার হৃদয় হইতে তাহা কখনও অপসারিত হয় না।" আদিপুরাণেও ভগবান্ বলিয়াছেন—"গীত্বা চ মম নামানি নর্ত্তয়েন্মম সন্নিধৌ। ইদং ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং তেন চার্জ্জুন॥—হে অর্জ্জুন, আমার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যে আমার নিকটে নৃত্য করে, আমি তাহার নিকট বিক্রীত হইয়া যাই—ইহা আমি শপথপূর্ব্বক তোমার নিকট বলিতেছি।" নামশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থবিচার করিলেও উক্তরূপ সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়। নম ধাতুর উত্তর ঘঞ, প্রত্যয় করিয়া নাম-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। নম্-ধাতুর অর্থ নামান। তাহা হইলে নাম-শব্দের অর্থ হইল—যাহা নামাইয়া আনে। কাকে নামায়? নামগ্রহণকারীকেও নামায় এবং নামী ভগবান্‌কেও নামায়। নামগ্রহণকারীকে নামায়—দেহাদিতে আবেশজাত অভিমানরূপ উচ্চ পর্ব্বত হইতে, ভক্তির আবির্ভাবের অনুকূল দৈন্যরূপ নিম্নভূমিতে। আর ভগবান্‌কে নামায়—তাঁহার স্বীয় ধাম হইতে নামগ্রহণকারীর নিকটে; অর্থাৎ নাম ভগবান্‌কে নামগ্রহণকারীর এমনই বশীভূত করিয়া দেন যে, ভগবান্ স্বীয় ধাম হইতে অবতরণ করিয়াও নামগ্রহণকারীকে কৃতার্থ করেন।

নামের মহিমা ঋগ্‌বেদের বিষ্ণুসূক্তেও দৃষ্ট হয় :—

"তম স্তোতারঃ পূর্ব্ব্যং যথাবিদঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন। আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ১। ২২। ১৫৬। ৩॥" সায়নাচার্য্য এই মন্ত্রের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন :— হে স্তোতারঃ, তম্ তমেব বিষ্ণুং পূর্ব্ব্যং পূর্ব্বার্হমনাদিসিদ্ধম্ ঋতস্য গর্ভং যজ্ঞস্য গর্ভভূতম্। যজ্ঞাত্মনোৎপন্নমিত্যর্থঃ। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ। শতং ১। ১। ২। ১৩। ইতি শ্রুতেঃ। যদ্বা ঋতস্যোদকস্য গর্ভং গর্ভকারণম্। উদকোৎপাদকমিত্যর্থঃ। অপ এব

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সমর্জাদৌ। মনু ১।৮। ইতি স্মৃতিঃ। এবং ভূতং বিষ্ণুং যথা বিদ জানীথ তথা জনুষা জন্মনা স্বতএব ন কেনচিৎ বরলাভাদিনা পিপর্ত্তন। স্তোত্রাদিনা প্রীণয়ত। যাবদস্য মহাত্ম্যং জানীথ তাবদিত্যর্থঃ। বিদের্লটি মধ্যমবহুবচনম্। বিদ ঋতস্তেত্র সংহিতায়ামৃত্যক্ ইতি প্রকৃতিভাবঃ। কিং চাস্য মহানুভাবস্য বিষ্ণোর্নাম চিৎ সর্ব্বৈর্নমনীয়ম্ অভিধানং সার্ব্বাত্ম্যপ্রতিপাদকম্ বিষ্ণুরিত্যেতন্নাম জানন্তঃ পুরুষার্থপ্রদমিত্যভিগচ্ছন্ত আ সমন্তাদ্ বিবক্তন। বদত। সঙ্কীর্ত্তয়ত। যথা নাম যজ্ঞাত্মনা নমনং বিষ্ণোরেব সর্ব্বেষাং স্বর্গাপবর্গসাধনায়েষ্ট্যাত্মাত্মনা দ্রব্যদেবতাত্মনা বা পরিণামম্ আ জানন্তো যূয়ং বিবক্তন। ক্রত। স্তুত। বচের্লোটি ছান্দসঃ শপঃ শ্লুঃ। বহুলং ছন্দসীত্যাভ্যাসস্যেত্বম্। পূর্ব্ববত্তনাদেশঃ। ইদানীং সাক্ষাৎকৃত্যাহ। হে বিষ্ণো সর্ব্বাত্মক দেব মহো মহতস্তে তব সুমতিং সুষ্টুতিং শোভাত্মিকাং বুদ্ধিং বা ভজামহে। সেবামহে বয়ং যজমানাঃ।

সায়নাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যানুসারে উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য এইরূপ :—হে স্তবকারিগণ, বিষ্ণু অনাদিসিদ্ধ, তাঁহা হইতেই যজ্ঞের অথবা জলের উৎপত্তি, তিনিই যজ্ঞরূপে অবস্থিত। কাহারও বর বা অনুগ্রহলাভাদির অপেক্ষায় নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া না থাকিয়া জন্মদ্বারা আপনা হইতেই (অর্থাৎ জন্মহেতু যে জীবন লাভ করিয়াছ, সেই জীবনব্যাপী স্তোত্রাদিদ্বারা নিজের চেষ্টাতেই) তোমরা সেই বিষ্ণুর প্রীতিবিধান কর—যাহাতে তোমরা তাঁহার মাহাত্ম্য অবগত হইতে পার। অধিকন্তু সেই সর্ব্বাত্মা মহানুভাব বিষ্ণুর নাম চিৎ (অ-জড়, অপ্রাকৃত), সকলেরই নমনীয় (প্রণম্য) এবং সর্ব্ব-পুরুষার্থপ্রদ—ইহা অবগত হইয়া তোমরা সম্যক্‌রূপে তাঁহার নামকীর্ত্তন কর। অথবা সকলের স্বর্গাপবর্গসাধন যজ্ঞাদি, বা সেই যজ্ঞাদির উপকরণ, অথবা সেই যজ্ঞাদির অধিষ্ঠাতা দেবতা—এসমস্ত সেই বিষ্ণুরই পরিণাম, ইহা সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া তোমরা তাঁহার স্তব কর। হে বিষ্ণো, হে সর্ব্বাত্মক দেব, উত্তমরূপে যেন তোমার স্তুতি করিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা করি।

উল্লিখিত ঋক্-মন্ত্রটীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের ব্যাখ্যা শ্রীজীব-গোস্বামী তৎকৃত ভগবৎ-সন্দর্ভে এইরূপ করিয়াছেন :—হে বিষ্ণো তব নাম চিৎ—চিৎস্বরূপম্ অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপম্। তস্মাৎ অস্য নাম্ন আ ঈষৎ অপি জানন্তঃ নতু সম্যক্ উচ্চারমাহাত্ম্যাদিপুরস্কারেণ তথাপি বিবক্তন ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ।—হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎ (চৈতন্যস্বরূপ) এবং সেজন্য তাহা মহঃ (স্বয়ং-প্রকাশ); সেই হেতু সেই নামের ঈষৎ মহিমা জানিয়াও (উচ্চারণাদি ও মাহাত্ম্যাদি পূর্ণভাবে না জানিয়াও) নামের কেবল অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করিলেও তোমাবিষয়ক বিদ্যা আমরা লাভ করিতে পারিব।

এইরূপে ঋগ্‌বেদ হইতে জানা গেল—ভগবানের নাম-কীর্ত্তন সর্ব্বপুরুষার্থ-সিদ্ধির উপায়, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবেই ভগবদ্‌বিষয়িণী বিদ্যা বা ভক্তি লাভ হইতে পারে। আরও জানা গেল—নাম জড়বস্তু নহে, ইহা চিদ্‌বস্তু, চৈতন্যরসবিগ্রহ; এবং চিদ্‌বস্তু বলিয়া নামীর ন্যায়ই স্বপ্রকাশ, নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে, অপরকেও প্রকাশ করিতে পারে—দুর্ব্বাসনায় সমাচ্ছন্ন জীবাত্মাকেও স্বীয়-স্বরূপে আনয়ন করিয়া প্রকাশিত করিতে পারে। নাম চিদবস্তু বলিয়া—আগুনের শক্তি-আদি না জানিয়াও আগুনে হাত দিলে যেমন হাত পুড়িয়া যায় অর্থাৎ আগুন নিজের শক্তি প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হয়না, তদ্রূপ—নামের মাহাত্ম্যাদি না জানিয়াও কেবল নামের অক্ষরগুলির উচ্চারণ করিয়া গেলেও ভগবদভক্তি লাভ হইতে পারে।

নামই যে শ্রেষ্ঠ সাধন, শ্রুতি হইতেও তাহা জানা যায়। শ্রুতি-অনুসারে ওঙ্কারই (প্রণবই) ব্রহ্ম। "ওম ইতি ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয়শ্রুতি। ১।৮॥" কঠোপনিষৎ বলেন, ওম্—এই অক্ষরই পরব্রহ্ম; এই অক্ষরকে জানিলেই জীবের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ ১।২।১৬॥" প্রণব হইল ব্রহ্মের বাচক—একটী নাম। (পাতঞ্জল বলেন—ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। সমাধিপাদ। ২৭॥—প্রণব ঈশ্বরের বাচক বা একটী নাম।) প্রণবকেই ব্রহ্ম বলায় নাম ও নামীর অভেদত্বই উক্ত কঠশ্রুতি প্রকাশ করিলেন। এইরূপে নাম ও নামীর অভেদত্ব প্রকাশ করিয়া উক্ত শ্রুতিই

কেবল-শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ।
জ্ঞানযোগ-তপ-কর্ম্ম-আদি নিবারণ ॥ ২১

অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
'নাহি নাহি নাহি' এ তিন এবকার ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলিতেছেন—“এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১।২।১৭॥” এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—“যত এবং অত এব এতদালম্বনং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বানানাং শ্রেষ্ঠং প্রশস্ততমম্।—এইরূপ বলিয়া (নাম-নামী অভিন্ন বলিয়া—১।২।১৬ শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ওঙ্কারকে ব্রহ্মের প্রতীক বলিয়াছেন) ব্রহ্ম-প্রাপ্তির যত রকম আলম্বন আছে, তাহাদের মধ্যে ওঙ্কারই শ্রেষ্ঠ আলম্বন”। এইরূপে উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য হইল এই—ভগবৎ-প্রীতির যত রকম আলম্বন বা উপায় আছে, ওঙ্কারাক্ষরই হইল তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ আলম্বন আর নাই। এই আলম্বনকে জানিতে পারিলে ব্রহ্মলোকে (ভগবানের ধামে) মহীয়ান্ হইতে পারে (ভগবানের সেবা পাইয়া ধন্য হইতে পারে)। ওঙ্কার হইল ভগবানের নাম। ওঙ্কার (প্রণব) আবার মহাবাক্য বলিয়া ভগবানের অন্য সমস্ত নামই ওঙ্কারেরই অন্তর্ভুক্ত (১।৭।১২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ওঙ্কার-শব্দে সমস্ত ভগবন্নামকেই বুঝায়। ওঙ্কারের শ্রেষ্ঠ-আলম্বনত্বে সমস্ত ভগবন্নামেরই আলম্বনত্ব বুঝাইতেছে। নামই আলম্বন অর্থাৎ নামকীর্ত্তনই অবলম্বনীয় উপায় বা সাধন। সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যের নির্দ্দেশ হইল এই যে, ভগবানের নামকীর্ত্তনই তাঁহার প্রাপ্তির (সেবাপ্রাপ্তির) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। এই নামকে জানিতে পারিলে অর্থাৎ নামের স্বরূপ অনুভূত হইলে, নাম ও নামীর অভেদত্ব অনুভূত হইলে—ভগবদ্ধামে যাইয়া ভগবানের লীলায় তাঁহার সেবা পাইয়া কৃতার্থ হওয়ার যোগ্যতা জীব লাভ করিতে পারে। অন্য যে কোনও অভীষ্টও লাভ হইতে পারে—“যো যদ্ ইচ্ছতি তস্য তৎ। কঠ। ১।২১৬॥”

২১। **কেবল-শব্দ**—শ্লোকস্থ কেবল-শব্দ। **পুনরপি**—আবারও; এব-শব্দদ্বারা একবার নিশ্চয়তা বুঝাইবার পরেও আবার। **নিশ্চয়-কারণ**—নিশ্চয়তা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে। কলিতে শ্রীহরিনামই যে একমাত্র গতি, এই তথ্যের নিশ্চয়তা এব-শব্দদ্বারা একবার বুঝাইয়াও অধিকতর নিশ্চয়তার জন্য পুনরায় কেবল-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কেবল-শব্দ প্রয়োগে ইহাও সূচিত হইতেছে যে, একমাত্র হরিনামই কলির সাধন; জ্ঞান, যোগ, তপস্যা বা কর্ম্ম আদি কলিযুগের সাধন নহে। তাই বলা হইয়াছে—“**জ্ঞানযোগ-তপ-কর্ম্ম-আদি নিবারণ**—কেবল-শব্দদ্বারা জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ও কর্ম্ম-আদি কলির অনুপযোগী বলিয়া নিবারিত (নিষিদ্ধ) হইতেছে। কেবলমাত্র হরিনামই কলির উপযোগী সাধন।”

২২। **অন্যথা যে মানে**—যে ব্যক্তি অন্যরূপ মানে বা মনে করে। “হরিনামই কলির একমাত্র সাধন, জ্ঞান-যোগ-তপস্যাদি কলির উপযোগী নহে”—একথা যে ব্যক্তি স্বীকার করে না। **তার নাহিক নিস্তার**—তাহার নিস্তার (সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার) নাই। হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া (হরিনামের উপলক্ষণে ভক্তি-মার্গের আনুকূল্য গ্রহণ না করিয়া) যাঁহারা জ্ঞান-যোগাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা জ্ঞানযোগাদির ফল—সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি—পাইতে পারেন না; কারণ, ভক্তিশাস্ত্রানুসারে, ভক্তিমার্গের সাহচর্য্য ব্যতীত জ্ঞান-যোগাদি নিজ নিজ ফলও প্রদান করিতে পারেনা। “ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক—কর্ম্মযোগ জ্ঞান॥ এইসব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল। কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল॥ ২।২২।১৪-১৫॥” এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা মধ্যলীলার দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে এবং ভূমিকায় অভিধেয়-তত্ত্বে দ্রষ্টব্য। **নাহি নাহি নাহি** ইত্যাদি—হরের্নাম-শ্লোকে তিনবার “নাস্ত্যেব” বলা হইয়াছে; “নাস্তি” শব্দের সহিত “এব” যোগ করিলেই সন্ধিতে “নাস্ত্যেব” হয়। “নাস্তি” শব্দের অর্থ—নাই; আর “এব”-শব্দ নিশ্চয়াত্মক; সুতরাং “নাস্ত্যেব”-শব্দের অর্থ হইল—“নাই-ই”“ নিশ্চয়ই নাই।” তিনবার “নাস্ত্যেব”-শব্দের অর্থ—নাই-ই, নাই-ই নাই-ই। অর্থাৎ হরিনাম ব্যতীত কলিতে যে জ্ঞানযোগ-কর্ম্মাদি অন্য সাধন নাই-ই, যাহারা একথা বিশ্বাস করে না, তাহাদেরও যে নিস্তার নাই—ইহা নিশ্চিত দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিবার নিমিত্তই “নাস্ত্যেব”-শব্দ তিনবার বলা হইয়াছে।

তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান ॥ ২৩
তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসন-তাড়নে কারে কিছু না বলিবে ॥ ২৪
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে তবু জল না মাগয় ॥ ২৫
এইমত বৈষ্ণব কা'রে কিছু না মাগিব।
অযাচিতবৃত্তি কিম্বা শাক-ফল খাইব ॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৩। হরিনাম করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই, তাহা বলা হইল; কিন্তু কিরূপে হরিনাম করিতে হয়, কিরূপে নাম করিলে হরিনামের মুখ্য ফল পাওয়া যায়, তাহা এক্ষণে বলা হইতেছে।

তৃণ হৈতে—তৃণ সাধারণতঃ নীচ হইয়াই থাকে, মাটীতেই পড়িয়া থাকে, কাহাকেও আক্রমণ করে না। কিন্তু যদি কেহ তৃণের এক প্রান্তে পা দেয়, তাহা হইলে কখনও কখনও অপর প্রান্তকে মাথা তুলিতে দেখা যায়; এইরূপে মাথা তুলিলে আর তৃণের নীচতা থাকে না। কিন্তু যিনি যথারীতি হরিনাম করিবেন, তাঁহার এরূপ হইলে চলিবে না; কেহ তাঁহার গায়ে পা দিলে, কেহ তাঁহাকে রূঢ় কথা বলিলে, বা কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেও তিনি সমস্ত সহ্য করিয়া চুপ করিয়া থাকিবেন, তৃণের ন্যায় মাথা তুলিতে পারিবেন না, কথা বলিতে পারিবেন না, বা অন্যের ব্যবহারের কোনও রূপ প্রতিশোধ লইতে পারিবেন না; এমন কি কাহারও অন্যায় কথার বা ব্যবহারের প্রতিশোধ লওয়া ত দূরের কথা, প্রতিশোধের ভাবও তাঁহার মনে আনিতে পারিবেন না, কোনওরূপ কষ্টও মনে স্থান দিতে পারিবেন না। তিনি কোনরূপেই বিচলিত হইতে পারিবেন না—এইরূপ হইতে পারিলেই "তৃণ হইতে নীচ" হওয়া যায়; এইরূপ হইতে না পারিলে নামের পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। **অথবা**—"তৃণ অতি তুচ্ছ পদার্থ, কিন্তু সেই তৃণও গবাদির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। গৃহাদি নির্ম্মাণের সহায়তা করিয়া তৃণ লোকেরও অনেক উপকার করিতেছে। প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তৃণদ্বারা ভগবৎ-সেবারও আনুকূল্য হইতেছে। কিন্তু আমাদ্বারা কাহারও উপকারও সাধিত হইতেছে না, ভগবৎ-সেবারও কোনওরূপ আনুকূল্য হইতেছে না, সুতরাং আমি তৃণ অপেক্ষাও অধম, আমার মত অধম আর কেহ নাই"—ইত্যাদি ভাবিয়া সাধক নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও হেয় মনে করিবেন।

আপনি নিরভিমানী—নিজে কখনও কোনও অভিমান পোষণ করিবে না, কখনও কাহারও নিকট সম্মান পাওয়ার আশা করিবে না; এমন কি সাধারণের চক্ষে যে নিতান্ত হেয় বলিয়া পরিচিত, তাহার নিকটও সম্মান পাওয়ার আশা মনে স্থান দিবে না; অথচ সকলকেই সম্মান করিবে—সাধারণের চক্ষে যে নিতান্ত নীচ, তাহাকেও সম্মান করিবে। "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান। ৩।২০।২০।"

২৪-২৬। **তরু**—গাছ। **তরুসম সহিষ্ণুতা**—বৈষ্ণকে তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইতে হইবে। কতলোক গছের উপর চড়িয়া বসে, গাছের ডাল ভাঙ্গে, পাতা ছিঁড়ে, আরও কত উৎপাত করে, কিন্তু গাছ কাহাকেও কিছু বলে না; অকাতরে সমস্ত সহ্য করে। এমন কি যাহারা গাছের ফল খায়, গাছের ছায়া উপভোগ করে, তাহারাও যদি গাছের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করে, তথাপি গাছ কিছু বলে না। বৈষ্ণবকেও এইরূপ হইতে হইবে। লোকে মন্দ বলুক, তাড়না করুক, মারুক, কাটুক, অকৃতজ্ঞতা দেখাক্, তথাপি কিছু বলিবে না, অম্লান-বদনে সমস্ত সহ্য করিবে। হরিদাস-ঠাকুরকে—যবনেরা বাইশবাজারে বেত্রাঘাত করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তিনি তাহাদের প্রতি রুষ্ট হন নাই, বরং ভগবানের নিকট তাহাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন।

শুকাইয়া মৈল ইত্যাদি—বৈষ্ণবকে তরুর ন্যায় অযাচক হইতে হইবে। জলের অভাবে গাছ শুকাইয়া মরিয়া যায়, তথাপি কাহারও নিকট জল ভিক্ষা করে না। বৈষ্ণবও কাহারও নিকটে কিছুর জন্য ভিক্ষার্থী হইবে না—অযাচিত ভাবে যাহা পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, অথবা ফল মূল বা শাক্ সব্জী—যাহা অন্যের ক্ষতি না করিয়া অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিবে।

সদা নাম লইব যথা লাভেতে সন্তোষ।
এই ত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম-পোষ ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মৈলে—মরিয়া গেলেও। **না মাগয়**—যাচ্ঞা করেনা, প্রার্থনা করেনা। **বৃত্তি**—জীবিকানির্ব্বাহের উপায়। **অযাচিত বৃত্তি**—কাহারও নিকটে কিছু যাচ্ঞা না করিয়া, মনে মনেও কাহারও নিকটে কিছু প্রাপ্তির আশা পোষণ না করিয়া, আপনা আপনি যাহা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদ্বারা—জীবিকা নির্ব্বাহ করা। **শাক-ফল**—যখন অযাচিত ভাবে কিছু পাওয়া না যায়, তখন শাক-সবজী আদি বা ফল-মূলাদি, যাহা বনে-জঙ্গলে যেখানে-সেখানে জন্মে ও পাওয়া যায় এবং যাহা অপর কাহারও কোনওরূপ ক্ষতি না করিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা খাইয়াই বৈষ্ণব জীবন ধারণ করিবে।

২৭। **সদা নাম লৈবে**—সর্ব্বদাই হরিনাম গ্রহণ করিবে, কখনও বৃথা সময় নষ্ট করিবে না; কিছু খাইতে পাওয়া গেলেও নাম কীর্ত্তন করিবে, পাওয়া না গেলেও করিবে। **যথা-লাভেতে সন্তোষ**—যখন যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাতেই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিবে; আহারের বা ব্যবহারের জন্য ভাল জিনিস পাওয়া না গেলে বা উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া না গেলেও কখনও অসন্তুষ্ট হইবে না। একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। বাল্যকালে এক বাবাজীকে দেখিয়াছি; উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, আয়ত স্থির চক্ষু; এক খুব বড় দীঘির পাড়ে লোকালয় হইতে একটু দূরে—এক পর্ণকুটীরে তিনি থাকিতেন; বালগোপালের সেবা ছিল। তাঁহার আশ্রমের বাহিরে—কোথায়ও কখনও তিনি যাইতেন না; কখনও কাহারও নিকটে কিছু চাহিতেন না; কুটীরে বসিয়া সর্ব্বদা ভজন করিতেন; লোকে ইচ্ছা করিয়া খুব শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে চাউল তরকারী দিয়া যাইত; সকল দিনই যে পাওয়া যাইত তাহা নহে। যেদিন কিছুই পওয়া যাইত না, সেই দিন—তাঁহার আশ্রমে একটী বাদাম গাছ এবং দুই তিনটী পেয়ারা গাছ ছিল—যেদিন কোনও স্থান হইতে ভোগের কোনও জিনিস আসিত না, সেই দিন—গাছের নীচে দু'একটী বাদাম পাওয়া গেলে, তাহাই গোপালকে নিবেদন করিয়া দিতেন, আর না হয় পেয়ারা পাওয়া গেলে দু'একটী পেয়ারা নিবেদন করিয়া অবশেষ পাইতেন। যেদিন তাহাও পাওয়া যাইত না, সেই দিন কেবল জল-তুলসী দিয়াই গোপালের শয়ন দিতেন। কিন্তু এরূপ অভাবের সময়েও তিনি কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করিয়াছেন বলিয়া, কিম্বা কখনও মুখ অপ্রসন্ন করিয়াছেন বলিয়া কেহ বলিতে পারিত না; সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত। **এইত আচার**—২৩-২৭ পয়ারোক্ত আচরণ। **ভক্তি-ধর্ম্ম পোষ**—ভক্তি-ধর্ম্মের পোষণ করে; উক্ত প্রকার আচরণের সহিত শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিলেই চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইয়া ক্রমশঃ চিত্তে ভক্তির উন্মেষ হইতে পারে।

১৯-২৭ পয়ার "হরের্নাম"-শ্লোকের অর্থবিবরণ, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তি।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, প্রথমেই কেহ তৃণ হইতে নীচ হইতে পারে না, প্রথমেই কেহ স্বয়ং নিরভিমান হইয়া অপরকে সম্মান করিতে পারে না, প্রথমেই কেহ তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইতে পারে না; কারণ, এসবগুণ সাধন-সাপেক্ষ। এসব না হইলেও হরিনামের ফল হইবে না; তাহা হইলে উপায় কি? উত্তর—"হরের্নাম—" এই শ্লোকের প্রমাণ অনুসারে কলিতে যখন অন্য কোনও গতিই নাই, তখন জীব যে ভাবেই থাকুক না কেন, সেই ভাবেই প্রথমে নাম গ্রহণ করিবে, নামের প্রভাবেই তৃণ হইতে নীচ হইবে, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইবে। অবশ্য প্রথম হইতেই তৃণ হইতে নীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হওয়ার জন্য একটা তীব্র ইচ্ছা রাখিতে হইবে, তদনুকূল যত্ন এবং অভ্যাসও করিতে হইবে; তাহা হইলেই নামের প্রভাবে ঐ সমস্ত গুণ আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং নামের প্রভাবে ঐ সমস্ত গুণের অধিকারী হইলে তারপর হরিনামের ফল প্রেম প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। (পরবর্ত্তী পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

তথাহি—

পদ্যাবল্যাং (৩২) শ্রীমুখশিক্ষাশ্লোকঃ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৪

ঊর্দ্ধবাহু করি কহি শুন সর্ব্বলোক।—
নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক ॥ ২৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তৃণাদপীতি। তৃণাদপি সুনীচেন—যথা তৃণং সর্ব্বেষাং পদদলনেনাপি অক্রুদ্ধতাং নীচতাং চ প্রকটয়তি তস্মাদপি সুনীচেন হিংসারহিতেনাভিমানহীনেনচ, তরোরিব বৃক্ষবৎ সহিষ্ণুনা সহনশীলেন, তরুর্যথা স্বাঙ্গচ্ছেদকানপি জনান্ প্রতি ন রুষ্টো ভবতি তথা স্বদ্রোহকারকান্ প্রত্যপি রোষরহিতেন, স্বয়ং অমানিনা সম্মানবিষয়ে অভিলাষশূন্যেন, অন্যেভ্যঃ সম্মানং দদাতীতি তেন জনেন সদা হরিঃ কীর্ত্তনীয়ঃ ভবেৎ। হরিকীর্ত্তনকারিণা তৃণাদপি সুনীচত্বাদিকমাত্মনো বিধাতব্যমিতি ভাবঃ। ৪।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৪। অন্বয়। তৃণাদপি (তৃণ অপেক্ষাও) সুনীচেন (সুনীচ) তরোরিব (তরুর ন্যায়) সহিষ্ণুনা (সহিষ্ণু) অমানিনা (সম্মানের জন্য অভিলাষশূন্য) মানদেন (অপরের প্রতি সম্মান-প্রদানকারী) [জনেন] (ব্যক্তিদ্বারা) হরিঃ (হরি—শ্রীহরিনাম) সদা (সর্ব্বদা) কীর্ত্তনীয়ঃ (কীর্ত্তনীয়)।

অনুবাদ। তৃণ হইতেও নীচ হইয়া, বৃক্ষের মতন সহিষ্ণু হইয়া, নিজে সম্মান লাভের অভিলাষ না করিয়া এবং অপর সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বদা হরি-কীর্ত্তন করিবে। ৪।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২৩-২৭ পয়ারে এই শ্লোকের মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা শিক্ষাষ্টকের একটী শ্লোক, স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর রচিত। যে ভাবে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইতে পারে, তাহার উপদেশরূপেই প্রভু এই "তৃণাদপি"—শ্লোক বলিয়াছেন।

২৮। ঊর্দ্ধবাহু করি—দুই বাহু ঊর্দ্ধে (উপরের দিকে) তুলিয়া। বহুদূর পর্য্যন্ত বহুলোককে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিতে হইলে লোকে সাধারণতঃ উপরের দিকে হাত তুলিয়া উচ্চস্বরে তাহা বলিয়া থাকে; ঊর্দ্ধবাহু দেখিয়া বক্তার দিকে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহার উচ্চস্বর দূরবর্ত্তী লোকেরও (এবং গোলমালস্থানেও সকলের) শ্রুতিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী তৃণাদপি শ্লোকের প্রতি সকলের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিতেছেন—"আমি যাহা বলিতেছি, সকলে সাবধানে শুন; এই তৃণাদপি-শ্লোকটীকে নামরূপ-সূত্রদ্বারা মালার ন্যায় গাঁথিয়া সকলে কণ্ঠে ধারণ কর—অর্থাৎ সর্ব্বদা এই শ্লোক স্মরণ রাখিয়া শ্লোকের মর্ম্মানুসারে বা শ্লোকের উপদেশানুসারে—তৃণাদপি সুনীচ আদি হইয়া—সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিবে।" **নামসূত্রে**—হরিনামরূপ সূত্র (সূতা) দ্বারা; শ্রীহরিনামকীর্ত্তনরূপ সূত্রদ্বারা। **গাঁথি**—গাঁথিয়া। **এই শ্লোক**—এই তৃণাদপি শ্লোক। **পর কণ্ঠে**—কণ্ঠে (গলায়) পরিধান কর; হার বা মালার ন্যায় কণ্ঠে ধারণ কর। ধ্বনি এই যে, মালা বা হার কণ্ঠে ধৃত হইলে যেমন দেহের শোভা বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ নামরূপ সূত্রে গ্রথিত হইয়া এই তৃণাদপি শ্লোক কণ্ঠে ধৃত হইলেও নামগ্রহণ-কারীর শোভা বর্দ্ধিত হয়। কতকগুলি মালাকে একত্রে গাঁথিয়া গলায় ধারণ করিতে হইলে সূত্রের দরকার; এই পয়ার হইতে জানা যায়, তৃণাদপি শ্লোকটীকে মালার ন্যায় গাঁথিতে হইলে যে সূত্রের (বা সূতার) দরকার, নামকীর্ত্তনই হইতেছে সেই সূত্র। তৃণাদপি শ্লোকে চারিটী বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়—তৃণ অপেক্ষাও সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, নিজের জন্য সম্মানের অভিলাষ-শূন্যতা (অমানিত্ব) এবং অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন (মানদত্ব); এই চারিটী বস্তুকে তৃণাদপি শ্লোকের চারিটী পৃথক্ পৃথক্ মালা মনে করা যায়; নামকীর্ত্তনরূপ সূত্রদ্বারা গাঁথিলে এই চারিটী মালা একসঙ্গে পাশাপাশি থাকিয়া এক ছড়া মালায় পরিণত হয়, তাহা নামগ্রহণকারীর কণ্ঠের ভূষণ হইতে পারে—ইহাই এই পয়ার হইতে জানা যায়। সূত্রের সহায়তায় যেমন পৃথক্ পৃথক্ মালাগুলি একত্রে গ্রথিত হয়, তদ্রূপ নামকীর্ত্তনের সহায়তায় তৃণ-অপেক্ষাও সুনীচতাদি চারিটী পৃথক্

প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥ ২৯
তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন কৈল এক সংবৎসর ॥ ৩০
কবাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে ॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পৃথক্ বস্তু একত্রিত হইয়া—যুগপৎ একই স্থানে অবস্থান করিয়া—নাম-গ্রহণকারীর শোভা বর্দ্ধন করিতে পারে। ব্যঞ্জনা এই যে, যিনি নিষ্ঠা সহকারে সর্ব্বদা নাম কীর্ত্তন করিবেন, ঐ নামকীর্ত্তনের প্রভাবেই—ঐ নামকীর্ত্তনকে আশ্রয় করিয়াই—তৃণাদপি সুনীচতাদি চারিটী বস্তু—কৃষ্ণ-প্রেম-প্রাপ্তির উপযোগী চারিটী গুণ—নামগ্রহণকারীর মধ্যে প্রকটিত হইবে ; তখন নামকীর্ত্তনের প্রভাবে তাঁহার চিত্তের সমস্ত মলিনতা সম্যক্রূপে দূরীভূত হইয়া যাইবে, তাঁহার চিত্ত তখন শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করিবে এবং শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে চিত্ত প্রসন্ন ও উজ্জ্বল হইয়া নামগ্রহণকারীর শোভা বর্দ্ধন করিবে। এইরূপে, কি উপায়ে তৃণাদপি সুনীচ হওয়া যায়, তাহারই ইঙ্গিত এই পয়ারে পাওয়া যায়। (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

“সর্ব্বলোক”-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে “ভক্ত-লোক”-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

২৯। প্রভুর আজ্ঞায়—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে। শিক্ষাষ্টকে (অন্ত্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদে) শ্রীমন্মহাপ্রভু এই তৃণাদপি-শ্লোকের মর্ম্মানুসারে হরিনাম কীর্ত্তন করার জন্য সকলকে আদেশ করিয়াছেন ; প্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন—এই ভাবে হরিনাম করিলেই কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায়। **এই শ্লোক আচরণ**—এই তৃণাদপি-শ্লোকের মর্ম্মানুসারে আচরণ অর্থাৎ তৃণাদপি সুনীচ-আদি হইয়া শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তন। **অবশ্য পাইবে** ইত্যাদি—তৃণাদপি-শ্লোকের মর্ম্মানুসারে হরিনামকীর্ত্তন করিলে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবা পাওয়া যায়, ইহাতে কোনওরূপ সন্দেহ নাই ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন, ঐভাবে নাম-কীর্ত্তন করিলে কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় এবং কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া গেলেই কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়। **শ্রীকৃষ্ণচরণ**—শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবা। সেবা-প্রাপ্তিতেই চরণ-প্রাপ্তি। কিরূপে তৃণাদপি-শ্লোকের মর্ম্মানুরূপ যোগ্যতা লাভ করা যায়, ২৮ পয়ারে তাহার ইঙ্গিত দিয়া ২৯ পয়ারে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী সকলকে ডাকিয়া বলিতেছেন—“সকলেই তৃণাদপি-শ্লোকের মর্ম্মানুসারে হরিনামকীর্ত্তন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারিবে, ইহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না ; কারণ, ইহা স্বয়ং মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি—তাঁহারই আদেশ।”

২৮,২৯ পয়ারদ্বয়, ১৯—২৭ পয়ারোক্ত মহাপ্রভুর উক্তি-প্রসঙ্গে, গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি।

৩০। ১৮ পয়ারের পরে প্রসঙ্গক্রমে হরের্নাম-শ্লোকের অর্থ-বিবরণ বলিয়া এক্ষণে আবার প্রস্তাবিত বিষয়—সূত্ররূপে মহাপ্রভুর যৌবন-লীলার উল্লেখ—আরম্ভ করিতেছেন। ১৮ পয়ারের সঙ্গে ৩০ পয়ারের সম্বন্ধ। **গৃহে**—অঙ্গনে। **নিরন্তর**—নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতি রাত্রিতে। **এক সংবৎসর**—সম্পূর্ণরূপে এক বৎসর। কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য হইতে জানা যায়, গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে (১৪৩০ শকের) মাঘ মাসের প্রথমভাগ হইতে মহাপ্রভু কীর্ত্তনরস প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন (৪।৭৬)। সন্ন্যাসগ্রহণের নিমিত্ত প্রভুর গৃহত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রতিরাত্রিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই কীর্ত্তন চলিয়াছিল। ১৪৩১ শকের মাঘী সংক্রান্তিতে প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। সুতরাং বারমাসের কয়েকদিন বেশী সময়—মোটামুটীভাবে সম্পূর্ণ একবৎসরকাল-ব্যাপিয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

৩১। **কবাট দিয়া**—কপাটের অর্গল বন্ধ করিয়া, যেন বাহির হইতে কেহ ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। **পরম আবেশে**—একান্তভাবে আবিষ্ট হইয়া। **পাষণ্ডী**—কীর্ত্তন-বিদ্বেষী বহির্ম্মুখ লোকগণ। **হাসিতে আইসে**—উপহাস করিতে বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে আসে। **না পায় প্রবেশ**—কপাট বন্ধ থাকে বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না।

কীর্ত্তন শুনি বাহিরে তারা জ্বলি পুড়ি মরে। শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রাত্যহিক রাত্রি-কীর্ত্তন ব্যতীতও প্রভু নদীয়ার রাজপথাদিতে কীর্ত্তন প্রচার করিতেছিলেন ; নবদ্বীপের কতকগুলি লোক এইরূপ কীর্ত্তনের অত্যন্ত বিরোধী ছিল ; তাহারা সর্ব্বদাই এই কীর্ত্তনের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিত, কীর্ত্তনকারীদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত, কীর্ত্তন নষ্ট করার জন্যও নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিত। মহাপ্রভু এসমস্ত জানিয়াও কীর্ত্তনে নিরুৎসাহ হন নাই ; বরং এসমস্ত বহির্ম্মুখ লোকদিগকে কীর্ত্তনের প্রতি উন্মুখ করার উদ্দেশ্যে কীর্ত্তনের দল লইয়াই কখনও কখনও তাহাদের সম্মুখীন হইতেন এবং তাহাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং বিরুদ্ধাচরণাদিকে উপেক্ষা করিয়াও তাহাদের সম্মুখে কীর্ত্তন করিতেন ; কারণ, প্রভুর এই সমস্ত কীর্ত্তনের একটী উদ্দেশ্যই ছিল—বহির্ম্মুখ লোকদিগকে অন্তর্ম্মুখ করা। কিন্তু শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভুর কীর্ত্তন হইত তাঁহার নিজের এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের আস্বাদনের জন্য—প্রচার কিম্বা বহির্ম্মুখ লোকদিগকে অন্তর্ম্মুখ করাই শ্রীবাস-অঙ্গনের কীর্ত্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না ; তাই তাঁহার সহিত সমভাবাপন্ন অন্তরঙ্গ পার্ষদগণকে লইয়াই প্রভু এই কীর্ত্তন করিতেন ; বাহিরের লোকদিগকে, কিম্বা কীর্ত্তন-বিরোধী বহির্ম্মুখ লোকদিগকে শ্রীবাস-অঙ্গনের কীর্ত্তন-স্থলে যাইতে দেওয়া হইত না ; কারণ, বাহিরের লোক প্রেমাবেশ-জনিত ভাব-ভঙ্গীর রহস্য জানিত না বলিয়া তাদৃশ ভাব-ভঙ্গীকে হয়তো বিকৃত-মস্তিষ্ক উন্মত্তের চেষ্টা মনে করিয়া কীর্ত্তনের প্রতি এবং কীর্ত্তনকারীদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব পোষণ করিয়া তাহাদের অপরাধী হওয়ার আশঙ্কা ছিল ; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের মনোগত ভাব প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেও কীর্ত্তনকারীদের ভাবধারা ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিল। আর যাহারা স্বভাবতঃই কীর্ত্তন-বিরোধী, কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনকারীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যেই তাহারা কীর্ত্তনস্থলে আসিত; তাহারা প্রবেশ করার সুযোগ পাইলে, তাহাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং সমালোচনার উৎপাতে কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করার সম্ভাবনাই থাকিত না। যাহাতে সপার্ষদ শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিরুপদ্রবে শ্রীবাস-অঙ্গনের কীর্ত্তনের রসাস্বাদন করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যেই কীর্ত্তনারম্ভের পূর্ব্বেই অঙ্গনের সদর-দরজার কপাট বন্ধ হইত—যেন অপর লোক প্রবেশ করিয়া বিঘ্ন জন্মাইতে না পারে। কীর্ত্তনানন্দ-উপভোগের সৌভাগ্য হইতে বহির্ম্মুখ লোকদিগকে বঞ্চিত করাই কপাট বন্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল না—তাহাদের উৎপাত হইতে কীর্ত্তনানন্দের নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষা করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। বস্তুতঃ বহির্ম্মুখ লোকগণ এক মাত্র ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যেই কীর্ত্তন-সময়ে শ্রীবাস-অঙ্গনের দিকে আসিত ; কিন্তু কপাট বন্ধ থাকায় তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে পারিত না।

৩২। বাহিরে থাকিয়াই—ভিতরের কীর্ত্তন শুনিয়া—তাহার কোনও বিঘ্ন জন্মাইতে পারিতেছে না বলিয়া, তাহাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও বিরুদ্ধ-সমালোচনা কীর্ত্তন-সময়ে কীর্ত্তনকারীদের কর্ণগোচর করিতে পারিতেছে না বলিয়া, হিংসায় ও বিদ্বেষে—বহির্ম্মুখ লোকগণ বাহিরে থাকিয়াই রুদ্ধ আক্রোশের জ্বালায় যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত। কীর্ত্তনকারীদের মধ্যে অপর-কাহারও কিছুই করিতে পারিবে না ভাবিয়া (বা জানিয়া) শেষকালে শ্রীবাসকে দুঃখ দেওয়ার জন্য—জব্দ করার জন্য—তাহারা নানাবিধ যুক্তি, নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। শ্রীবাসের বিরুদ্ধে বিশেষ আক্রোশের হেতু ছিল এই যে—“যাহা কেহ কোনও দিন দেখে নাই, শুনে নাই,—যাহাতে ব্রাহ্মণ শূদ্র, ভদ্র অভদ্র সকলেই এক সঙ্গে হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া নিরীহ নগরবাসীদের সুনিদ্রার ও শান্তির বিঘ্ন জন্মায়—এমন দেশরাজ্য-ছাড়া কীর্ত্তন—শ্রীবাস কেন তাহার বাড়ীতে হইতে দেয় ? আর দেয় তো, তাহাদিগকে কেন সে স্থানে প্রবেশ করিতে দেয় না ?”—ইহাই ছিল পাষণ্ডীদের মনোগত ভাব।

একদিন বিপ্র—নাম গোপালচাপাল।
পাষণ্ডী-প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল ॥ ৩৩
ভবানীপূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া ॥ ৩৪
কলার পাত উপরে থুইল ওড়ফুল।
হরিদ্রা সিন্দূর আর রক্তচন্দন তণ্ডুল ॥ ৩৫
মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজঘর গেলা।
প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস তাহা ত দেখিলা ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৩-৩৬। পাষণ্ডীগণ ষড়যন্ত্র করিয়া কিরূপে এক রাত্রে শ্রীবাসের বাড়ীর সম্মুখে মদ্যভাণ্ড রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাই বলা হইতেছে।

গোপাল চাপাল—নবদ্বীপবাসী একজন ব্রাহ্মণ; তাঁহর নাম ছিল গোপাল। বিদ্বেষবশতঃ ইনি খুব চপলতা করিতেন বলিয়াই নাকি ইঁহাকে চাপাল বলা হইত; সাধারণতঃ গোপাল-চাপাল নামেই ইনি পরিচিত ছিলেন। কীর্ত্তন-বিরোধী পাষণ্ডীদের মধ্যে ইনিই ছিলেন সর্ব্বপ্রধান। **দুর্ম্মুখ**—যে খুব খারাপ কথা বলে; কটুভাষী। **বাচাল**—যে খুব বেশী কথা বলে। গোপাল-চাপাল খুব দুর্ম্মুখ ও বাচাল ছিলেন। **ভবানী**—শিবের পত্নী; ভগবতী। **সামগ্রী**—পূজার উপকরণ। **শ্রীবাসের দ্বারে**—শ্রীবাসের বাড়ীর সদর দরজার সম্মুখে বাহিরে। **ওড়ফুল**—জবাফুল; ভবানী-পূজায় জবাফুল লাগে। হরিদ্রা, সিন্দূর, রক্তচন্দন এবং তণ্ডুলও (চাউলও) ভবানী-পূজার উপকরণ। **শ্রীনিবাস**—শ্রীবাস।

শিবপত্নী ভবানী পরমাবৈষ্ণবী; মদ্য তাঁহার পূজার উপকরণ হইতে পারে না। গোপাল-চাপাল পাষণ্ডী বলিয়া পূজোপকরণের সঙ্গে মদ্যভাণ্ড রাখিয়াছিল।

ভবানী-শব্দে শিবপত্নীকে বুঝাইলেও এস্থলে ভবানীপূজা বলিতে শিবপত্নীর পূজাই গ্রন্থকারের অভীষ্ট বলিয়া মনে হয় না। মূলের পয়ারে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়—বর্ণিত ভবানীপূজা শিষ্ট ভদ্রলোকদের নিকটে অত্যন্ত নিন্দিত ছিল। পরবর্ত্তী ৩৮ পয়ারে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া "বড় বড় লোক সব"কে বলিতেছেন—"নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানীপূজন। আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণসজ্জন॥" শ্রীবাসের এই উক্তিতে ভবানীপূজা-সম্বন্ধে একটা ঘৃণার ভাব সুস্পষ্ট। জগজ্জননী ভগবতীর পূজা-সম্বন্ধে ঘৃণার ভাব কেহই পোষণ করিতে পারেননা। চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু জগজ্জননীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া ভক্তবৃন্দকে মাতৃ-ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং জগজ্জননীরূপ ধারণ করিয়া সকলকে স্বীয় স্তন্যপানও করাইয়াছিলেন। এতাদৃশী জগজ্জননীর পূজার প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তাই মনে হয়, গ্রন্থকার যে ভবানীপূজার কথা এস্থলে বলিয়াছেন, তাহা শিবপত্নী-ভবানীর পূজা নহে। অনুমান হয়, মদ্যপেরা হয়তো মদ্যের অধিষ্ঠাত্রী কোনও এক দেবতার কল্পনা করিয়া তাহাকেই ভবানী বলিত এবং মদ্যপূর্ণ ভাণ্ডে এই ভবানীরই পূজা (বা পূজার অভিনয়) করিত। মদ্যভাণ্ডই এই ভবানীর প্রতীক এবং এই ভবানী শিবপত্নী ভবানী নহেন। এই ভবানীর পূজা বস্তুতঃ মদ্যেরই পূজা। মদ্যপব্যতীত অন্য কেহ এই পূজা করিত না। তাই ইহা শিষ্ট-লোকদের নিকটে ঘৃণিত ছিল।

এক রাত্রিতে গোপাল-চাপাল শ্রীবাসের সদর দ্বারের সম্মুখে বাহিরে কতটুকু জায়গা লেপাইয়া সেই স্থানে একখানা কলার পাতা পাতিয়া তাহার উপরে জবাফুল, হরিদ্রা, সিন্দূর, রক্তচন্দন এবং চাউল প্রভৃতি ভবানী-পূজার উপকরণাদি সাজাইয়া রাখিল এবং তাহার পাশে এক ভাণ্ড মদ্য রাখিয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেল। সেই রাত্রিতে অপর কেহ ইহা দেখে নাই; কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেই শ্রীবাস সমস্ত দেখিতে পাইলেন।

এই ভবানীর নৈবেদ্য-সজ্জায় গোপাল-চাপালের বোধ হয় একটী হীন গূঢ় উদ্দেশ্যও ছিল। গোপাল চাপাল রাত্রির অন্ধকারে গোপনে এই নৈবেদ্য সাজাইয়া গিয়াছে; কেহ তাহাকে দেখে নাই; তাহার ভরসা

বড়বড় লোক সব আনিল ডাকিয়া।
সভারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া—॥ ৩৭
নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানীপূজন।
আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ-সজ্জন ॥ ৩৮
তবে সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার—।
ঐছে কর্ম্ম এথা কৈল কোন্ দুরাচার ? ॥ ৩৯
'হাড়ি' আনাইয়া সব দূর করাইল।
জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল ॥ ৪০
তিনদিন বই সেই গোপাল-চাপাল।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ—বহে রক্তধার ॥ ৪১
সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীটে—কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ছিল—প্রাতঃকালে যাহারা মদ্যভাণ্ডসহ নৈবেদ্য দেখিবে, তাহারাই মনে করিবে—শ্রীবাসই এই নৈবেদ্য সাজাইয়াছে; শ্রীবাস মদ্যপ, তাই ভবানী-পূজায় মদ্যভাণ্ড দিয়াছে, ভবানী-পূজার ছলে মদ্যপানই শ্রীবাসের উদ্দেশ্য। গোপাল-চাপালের হয়তো ইহাও ভরসা ছিল যে, ভবানীর নৈবেদ্যের সহিত মদ্যভাণ্ড দেখিয়া লোকে মনে করিবে, কেবল শ্রীবাসই নহে, শ্রীবাসের অঙ্গনে রাত্রিতে দ্বার বন্ধ করিয়া যাঁহারা কীর্ত্তন করে, তাহাদের সকলেই মদ্যপ—মদ্য পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া কীর্ত্তন করে বলিয়াই লোক-লোচনের নিকট হইতে মদ্যপানের বীভৎসতা গোপন করার উদ্দেশ্যে তাহারা দ্বার বন্ধ করিয়া দেয়; অপর লোককে প্রবেশ করিতে দেয় না।

৩৬ পয়ারে "শ্রীনিবাস তাহাত দেখিল"-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "শ্রীবাস তাহা দ্বারেতে দেখিল"—এইরূপ পাঠান্তর আছে। "শ্রীবাস" পাঠই সমীচীন মনে হয়।

৩৭-৩৮। প্রাতঃকালে শ্রীবাস এই অদ্ভুত ভবানী-নৈবেদ্য দেখিয়া স্থানীয় গণ্যমান্য লোকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইলেন এবং যে পাষণ্ড এই হীন ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তাহার মনোগত ভাবের প্রতিধ্বনি করিয়াই যেন হাসিতে হাসিতে উপহাসের স্বরে বলিলেন—"দেখুন আপনারা সকলে আমার কাণ্ড; আমি প্রত্যহই রাত্রিতে মদ্যপূর্ণ ভাণ্ড দ্বারা ভবানীপূজা করিয়া থাকি; নচেৎ আমার দ্বারে মদ্যভাণ্ডযুক্ত ভবানী-নৈবেদ্য থাকিবে কেন? ব্রাহ্মণ-সজ্জন সকলে আমার মহিমা দেখুন।"

শ্রীবাসও ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন; কিন্তু মদ্যপান তো দূরের কথা, মদ্য স্পর্শ করাও ব্রাহ্মণ-সজ্জনের পক্ষে নিন্দনীয় ছিল।

৩৯-৪০। **শিষ্ট-লোক**—ভব্য সজ্জন লোকসকল। **হাহাকার**—বিস্ময় ও আক্ষেপসূচক শব্দ। **দুরাচার**—হীনাচার, হীনপ্রকৃতির লোক। **হাড়ি**—নীচ জাতীয় লোকবিশেষ। **জল-গোময়**—জলের সহিত গোময় গুলিয়া। উচ্চজাতির পক্ষে মদ্য অস্পৃশ্য বস্তু ছিল বলিয়াই নীচজাতীয় হাড়ি আনাইয়া তাহা দ্বারা মদ্যভাণ্ড দূর করান হইল এবং অপবিত্র মদ্যভাণ্ডের স্পর্শে জবা-হরিদ্রাদি অন্যান্য উপকরণও অপবিত্র ও অস্পৃশ্য হইয়াছিল বলিয়াই সে সমস্তও হাড়ি দ্বারাই দূর করান হইল। আর মদ্যস্পর্শে সে স্থানও অপবিত্র হইয়াছিল বলিয়া গোময়জল দিয়া সেই স্থানও পবিত্র করা হইল। মদ্যভাণ্ড না থাকিলে, কেবল ভবানী-পূজার নৈবেদ্য স্বয়ং শ্রীবাসও দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিতেন, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত তিনি হয়তো স্থানীয় গণ্যমান্য লোকদের ডাকিয়া আনার প্রয়োজনও মনে করিতেন না।

৪১-৪২। গোপাল-চাপাল এই ভক্তবিদ্বেষের বিষময় ফল হাতে হাতেই পাইল। যেদিন সে ভবানীর নৈবেদ্য সাজাইয়াছিল, তাহার পরে তিন দিনের মধ্যেই তাহার সর্ব্বাঙ্গে গলিত-কুষ্ঠ হইল; সমস্ত দেহে গলিত-কুষ্ঠের ক্ষতের মধ্যে অসংখ্য কীট (পোকা); তাহারা কুটকুট করিয়া সর্ব্বদা তাহার দেহস্থ ক্ষতে দংশন করিতে লাগিল; তাহাতে

গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত বসিয়া।
একদিন বোলে কিছু প্রভুরে দেখিয়া—॥ ৪৩
গ্রাম-সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল।
ভাগিনা। মুঞি কুষ্ঠব্যাধ্যে হইয়াছোঁ ব্যাকুল ॥ ৪৪
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার
মুঞি বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার ॥ ৪৫
এত শুনি মহাপ্রভু হৈলা ক্রোধ মন।
ক্রোধাবেশে কহে তারে তর্জ্জন বচন—॥ ৪৬
আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটিজন্ম এইমত কীড়ায় খাওয়াইমু ॥ ৪৭
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন।
কোটিজন্ম হবে তোর রৌরবে পতন ॥ ৪৮
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার ॥ ৪৯
এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান।
সেই পাপী দুঃখ ভোগে, না যায় পরাণ ॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

একদিকে যেমন সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্ত-পূজের ধারা বহিতে লাগিল, অপর দিকে আবার অসহ্য যন্ত্রণায় গোপাল-চাপাল ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

৪২ পয়ারে "জগয়ে অন্তর" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "জ্বলে বাহ্যান্তর" পাঠান্তরও আছে; এই পাঠান্তর অধিকতর উপযোগী বলিয়া মনে হয়। **জ্বলে বাহ্যান্তর**—শরীরের ভিতর বাহির জ্বালা করে।

৪৩-৪৫। কুষ্ঠের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া গোপাল-চাপাল গঙ্গার ঘাটে এক গাছতলায় বসিয়া থাকিত। একদিন মহাপ্রভু গঙ্গাস্নানের উপলক্ষে সেই ঘাটে গিয়াছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া গোপাল-চাপাল অতি কাতরভাবে বলিল—"গ্রাম-সম্বন্ধে আমি তোমার মামা, তুমি আমার ভাগিনেয়; বাবা, কুষ্ঠব্যাধিতে আমি যারপরনাই কষ্ট পাইতেছি, যন্ত্রণায় আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছি; সমস্ত লোককে উদ্ধার করিবার জন্যই তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। বাবা, দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধার কর।"

৪৬। সন্তানের প্রতি পিতার যেরূপ দয়া থাকে, গোপাল-চাপালের প্রতিও মহাপ্রভুর তদ্রূপ দয়া ছিল; এজন্যই তিনি গোপালের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই ক্রোধ দয়ারই বিকাশ; বাস্তবিক ক্রোধ নহে। দয়া বশতঃ সন্তানের মঙ্গলের জন্যই পিতা ক্রুদ্ধ হন। মহাপ্রভুও পরে শ্রীবাসের দ্বারা গোপালকে কৃপা করিয়াছিলেন।

৪৭-৪৮। গোপাল-চাপালের প্রতি রুষ্ট হইয়া প্রভু বলিলেন—"রে পাপি, তুই ভক্তদ্বেষী, তোর উদ্ধার নাই, কোটি জন্ম পর্য্যন্ত তোকে এইভাবে কুষ্ঠ-রোগের কীটের দংশন-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে—ইহাই ভক্তবিদ্বেষের উপযুক্ত শাস্তি।" **কীড়ায়**—কুষ্ঠ-রোগের কীট দ্বারা।

শ্রীবাসই মদিরাদ্বারা ভবানী-পূজা করিয়াছেন, এই অপবাদ রটাইবার জন্যই তুই (গোপাল-চাপাল) তাঁহার দ্বারে মদিরাদির দ্বারা ভবানী-পূজার নৈবেদ্য সাজাইয়া রাখিয়াছিলি। এই অপরাধে তোকে কোটি জন্ম রৌরব-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। **রৌরব**—সর্প হইতেও নিষ্ঠুর এক প্রকার জন্তুকে রুরু বলে; যে নরকে ঐ রুরু-নামক জন্তু পাপীকে দংশনাদির দ্বারা কষ্ট দেয়, তাহাকে রৌরব বলে।

৪৯। পাষণ্ডীদের দুষ্কর্ম্মের বিষময় ফল লোকের সাক্ষাতে প্রকটিত করিলে তাহা দেখিয়া ভয়ে লোক দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হইবে—এই উদ্দেশ্যেই ভগবান্ কখনও কখনও পাষণ্ডদের মধ্যে কাহারও কাহারও জন্য আদর্শ-শাস্তির ব্যবস্থা করেন। দুষ্কর্ম্মের তীব্র ফল দেখিয়া লোক ভীত হইয়া দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হইলে তখন তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচারের সুবিধা হয়, অজ্ঞাত এবং পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কর্ম্মের শাস্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্যও লোকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে ইচ্ছুক হইতে পারে।

৫০। **না যায় পরাণ**—প্রাণান্তকর দুঃখ হইলেও দুঃখে গোপাল-চাপালের প্রাণবিয়োগ হয় নাই

সন্ন্যাস করি প্রভু যদি নীলাচলে গেলা।
তথা হইতে যবে কুলিয়াগ্রামেতে আইলা ॥ ৫১
তবে সেই পাপী লইল প্রভুর শরণ।
হিতোপদেশ কৈল প্রভু হঞা সকরুণ ॥ ৫২
শ্রীবাসপণ্ডিতস্থানে হইয়াছে অপরাধ।
তাহাঁ যাহ, তেঁহ যদি করেন প্রসাদ ॥ ৫৩
তবে তোর হবে এই পাপবিমোচন।
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ ॥ ৫৪
তবে বিপ্র লৈল আসি শ্রীবাস শরণ।
তাঁর কৃপায় পাপ তার হৈল বিমোচন ॥ ৫৫
আর এক বিপ্র আইল কীর্ত্তন দেখিতে।
দ্বারে কবাট, না পাইল ভিতরে যাইতে ॥ ৫৬
ফিরি গেলা ঘর বিপ্র মনে দুঃখ পাঞা।
আর দিন প্রভুরে কহে গঙ্গায় লাগ পাঞা ॥ ৫৭
শাপিব তোমারে মুঞি পাঞাছি মনোদুঃখ।
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ—॥ ৫৮
সংসারসুখ তোমার হউক বিনাশ।
শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কারণ, প্রাণবিয়োগ হইলেই দুঃখের অবসান হয়, পাপের শাস্তি আর ভোগ করা হয় না; তাই ভগবান্ তাহার মৃত্যু ঘটান নাই।

৫১-৫২। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে প্রভু গোপাল-চাপালকে কৃপা করেন নাই; সন্ন্যাসের পরে তিনি নীলাচলে যান; নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে জননী ও জাহ্নবীকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে প্রভু যখন গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি—গঙ্গার যে পাড়ে নবদ্বীপ অবস্থিত, তাহার বিপরীত পাড়ে কুলিয়া-গ্রামে আসিয়াছিলেন; তখন কুলিয়াগ্রামেই গোপাল-চাপাল আবার প্রভুর শরণাপন্ন হয়; তখন প্রভু কৃপা করিয়া তাহার উদ্ধারের উপায় বলিয়া দেন। **কুলিয়া**—নবদ্বীপের সম্মুখে গঙ্গার অপর পাড়ে কুলিয়া নামে গ্রাম ছিল; এখন তাহা গঙ্গাগর্ভে লোপ পাইয়াছে।

৫৩-৫৪। প্রভু কৃপা করিয়া গোপাল-চাপালকে বলিলেন—"শ্রীবাস-পণ্ডিতের নিকটে তোমার অপরাধ হইয়াছে; তাঁহার নিকটে যাও, তাঁহার শরণ লও; তিনি যদি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, আর যদি তুমি ভবিষ্যতে কখনও কোনও ভক্তের প্রতি কোনওরূপ বিদ্বেষ-ভাব পোষণ না কর, তাহা হইলে তোমার পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, তুমি রোগমুক্ত হইবে।"

শ্রীবাস পণ্ডিতস্থানে ইত্যাদি—শ্রীবাসের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করিয়া তাঁহার দ্বারে মদ্যভাণ্ড সহ ভবানীপূজার নৈবেদ্য সাজাইয়া রাখায় তাঁহার চরণে গোপাল-চাপালের অপরাধ হইয়াছে। ভক্ত-বিদ্বেষই অপরাধের হেতু। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ। **এই পাপবিমোচন**—যে ভক্তবিদ্বেষ-জনিত পাপের ফলে তোমার দেহে গলিত-কুষ্ঠ হইয়াছে, সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি। **পুনঃ যদি** ইত্যাদি—কেবল শ্রীবাস প্রসন্ন হইলেই তোমার নিস্তার নাই, শ্রীবাসের প্রসন্নতা যেমন অপরিহার্য্য, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে তোমারও ভক্তবিদ্বেষ পরিহার করা প্রয়োজন; নচেৎ তোমার উদ্ধার নাই।

৫৫। **তবে**—প্রভুর উপদেশ শুনিয়া। **বিপ্র**—গোপাল-চাপাল। **শ্রীবাস-শরণ**—শ্রীবাসের চরণে আশ্রয়। **তাঁর-কৃপায়**—শ্রীবাসের কৃপায়।

৫৬-৫৯। গোপাল-চাপালের বিবরণ বলিয়া আর এক বিপ্রের কথা বলিতেছেন। ইনিও কীর্ত্তন দেখিবার নিমিত্ত শ্রীবাসের অঙ্গনে যাইতেছিলেন; কিন্তু কপাট বন্ধ বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পরে এক দিন গঙ্গার ঘাটে প্রভুকে দেখিয়া বলিলেন—"নিমাই, তোমারা কপাট বন্ধ করিয়া কীর্ত্তন কর, আমি ঢুকিতে না পারিয়া মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি; আমার মনের দুঃখ এখনও যায়

প্রভুর শাপবার্ত্তা যেই শুনে শ্রদ্ধাবান্।
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ ॥ ৬০
মুকুন্দদত্তে কৈল দণ্ডপরসাদ।
খণ্ডিল তাহার চিত্তের সব অবসাদ ॥ ৬১
আচার্য্যগোসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি।
তাহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখমতি ॥ ৬২
ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান।
ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজান ॥ ৬৩
তবে আচার্য্য গোসাঞির আনন্দ হইল।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাই; সেই দুঃখে আমি তোমাকে আজ অভিসম্পাত করিব।” ইহা বলিয়া সেই উগ্রস্বভাব দুর্ম্মুখ ব্রাহ্মণ নিজের পৈতা ছিঁড়িয়া এই বলিয়া প্রভুকে শাপ দিলেন যে—“তোমার সংসার-সুখ বিনষ্ট হউক।”

শাপিব—শাপ দিব। **ছিণ্ডিয়া**—ছিঁড়িয়া। **শাপে**—শাপ দেয়। **প্রচণ্ড**—উগ্রস্বভাব; রুক্ষস্বভাব। **দুর্ম্মুখ**—যাহার মুখ খারাপ; যে লোককে রূঢ় কথা বলে। **সংসার-সুখ**—গৃহস্থাশ্রমের সুখ। “সংসার-সুখ তোমার” ইত্যাদিই প্রভুর প্রতি বিপ্রের অভিসম্পাত। **উল্লাস**—আনন্দ।

বিপ্রের শাপ শুনিয়া প্রভুর চিত্তে অত্যন্ত আনন্দ হইল। প্রভুর সংসার-সুখ নষ্ট হওয়ার জন্য বিপ্র শাপ দিয়াছিলেন। সংসার-সুখ নষ্ট হওয়ার একাধিক অর্থ থাকিতে পারে। কাহারও হয়তো সংসার-সুখ-ভোগের বলবতী বাসনা আছে; কিন্তু তাহার অর্থবিত্ত সমস্ত নষ্ট হইয়া গেলে, উপার্জ্জনের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গেলে, স্ত্রীপুত্রাদি রোগে অসমর্থ হইয়া গেলে বা মরিয়া গেলে—তাহার আর সংসার-সুখ-ভোগের সম্ভাবনা থাকে না; এইরূপ লোকের এই ভাবে সংসার-সুখ নষ্ট হইলে তাহার উল্লাস হইতে পারে না, অবর্ণনীয় দুঃখই উপস্থিত হয়। বিপ্রের অভিসম্পাতে প্রভুর যখন উল্লাস হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, সংসার-সুখ-ভোগের জন্য প্রভুর বলবতী বাসনা ছিল না এবং পূর্ব্বোক্তরূপে সংসার-সুখের বিনাশও তিনি আশঙ্কা করেন নাই। আবার কেহ এমন আছেন, কোনও রকমে সংসার হইতে ছুটী পাইতে পারিলে, অথবা কোনও উপায়ে সংসার-সুখের বাসনা দূর করিতে পারিলে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসাদি গ্রহণ করিয়া ভগবদ্ভজন করিতে পারিলেই যিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন। এরূপ লোক যখন ভজনের উদ্দেশ্যে সংসারকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যায়েন, তখনও সাধারণ লোক মনে করে যে, তাহার সংসার-সুখ নষ্ট হইয়াছে। বিপ্রের অভিসম্পাতের কথা শুনিয়া প্রভু সম্ভবতঃ এই জাতীয় সংসার-সুখ-নাশের কথাই মনে করিয়াছিলেন (সংসার-ভোগে যাহাদের তীব্র বাসনা নাই, ভগবদ্ভজনের জন্যই যাহারা উন্মুখ, সংসার-সুখ-নাশের এই জাতীয় ধারণাই তাহাদের মনে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক)। বিপ্র যখন প্রভুকে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই (লৌকিক-লীলানুরোধে) প্রভু ভগবদ্ভজনে অত্যন্ত উন্মুখ হইয়াছিলেন, তাই সর্ব্বদা কীর্ত্তনাদিতে নিযুক্ত থাকিতেন। বিপ্রের অভিসম্পাত শুনিয়া তিনি মনে করিলেন—“বিপ্রের শাপে যদি সংসার-সুখ আমা-হইতে দূরে সরিয়া যায়, আমার চিত্তকে আর আকৃষ্ট না করে, তাহা হইলে তো আমার পরম-সৌভাগ্য, আমি নিশ্চিন্ত মনে একান্ত ভাবে ভগবদ্ভজন করিতে পারিব।”—ইহা ভাবিয়াই প্রভুর উল্লাস হইয়াছিল।

৬০। **প্রভুর শাপবার্ত্তা**—প্রভুর প্রতি বিপ্রের শাপের কথা। **যেই শুনে শ্রদ্ধাবান্**—শ্রদ্ধাবান্ হইয়া (শ্রদ্ধার সহিত) যিনি শুনেন। **ব্রহ্মশাপ**—ব্রাহ্মণের প্রদত্ত অভিসম্পাত। **পরিত্রাণ**—মুক্তি।

৬১। **দণ্ড-পরসাদ**—দণ্ড-প্রসাদ; দণ্ডরূপ অনুগ্রহ। **অবসাদ**—গ্লানি। মুকুন্দদত্তের প্রতি প্রভুর দণ্ডের কথা ১।১২।৩৯ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

৬২-৬৪। **আচার্য্য গোসাঞি**—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য। **গুরুভক্তি**—গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী-গোস্বামীর শিষ্য, সুতরাং মহাপ্রভুর গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর সতীর্থ—গুরু-ভ্রাতা; তাই প্রভু তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন। **তাহাতে**—প্রভু তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন

মুরারিগুপ্ত মুখে শুনি রামগুণগ্রাম।
ললাটে লিখিল তার 'রামদাস' নাম ॥ ৬৫
শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জল পান।
সমস্ত ভক্তের দিল ইষ্টবরদান ॥ ৬৬
হরিদাসঠাকুরেরে করিল প্রসাদ।
আচার্য্য-স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ ॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলিয়া। **দুঃখমতি**—দুঃখিত ; মহাপ্রভু তাঁহাকে অনুগত ভৃত্য মনে করিয়া কৃপা করুন, ইহাই ছিল আচার্য্যের অভিপ্রায় ; কিন্তু তাহা না করিয়া প্রভু তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন বলিয়া আচার্য্যের মনে অত্যন্ত দুঃখ হইত। **ভঙ্গীকরি** ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈত মনে করিলেন—"প্রভু অন্ততঃ মনে মনেও যদি আমাকে ভৃত্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে কোনও গুরুতর অন্যায় কাজ করিলে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে শাস্তি দিবেন। এইরূপ শাস্তির ব্যপদেশেও যদি বুঝিতে পারি যে, আমার প্রতি প্রভুর ভৃত্যবৎ বাৎসল্য আছে, তাহা হইলেও আমি নিজকে কৃতার্থ মনে করিব।" এইরূপ ভাবিয়া প্রভুর ক্রোধ-উৎপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীঅদ্বৈত স্বীয় শিষ্যদের নিকটে যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা করিয়া জ্ঞান-মার্গের প্রাধান্য স্থাপন করিতে লাগিলেন। অন্য সমস্ত সাধন-মার্গের উপরে ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈতেরই আহ্বানে প্রভুর অবতার ; এই ভক্তি-প্রচারে শ্রীঅদ্বৈতই প্রভুর একজন প্রধান সহায়। এইরূপ অবস্থায় স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈতই যদি ভক্তির উপরে জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে প্রভু যে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? বস্তুতঃ আচার্য্যের ব্যাখ্যার কথা শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং ক্রোধাবেশে শান্তিপুরে যাইয়া আচার্য্যকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়াছিলেন। শাস্তির বিবরণ আদিলীলার দ্বাদশ-পরিচ্ছেদের প্রথম শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য। **অবজান**—অবজ্ঞা ; শাস্তি। **তবে আচার্য্য গোসাঞির** ইত্যাদি—প্রভুর হাতে অভিলষিত দণ্ড পাইয়া আচার্য্য অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। **লজ্জিত হইয়া** ইত্যাদি—প্রভুও অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আচার্য্যের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিলেন। প্রভুর লজ্জার কারণ এই যে, বয়োবৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যকে তিনি যথেষ্ট কিলাইয়াছিলেন—কিলাইতে কিলাইতে মাটীতে শোয়াইয়া ফেলিয়াছিলেন ; তাহা দেখিয়া অদ্বৈত-গৃহিণী শ্রী ও সীতা ঠাকুরাণী পর্য্যন্ত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন। প্রভুর ক্রোধ প্রশমিত হইলে তিনি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার এই কঠোর শাস্তিতেও শ্রীঅদ্বৈত মনঃক্ষুণ্ণ হয়েন নাই, বরং আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, তখন প্রভুর লজ্জিত হওয়াই স্বাভাবিক। লজ্জিত হইয়া প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে একটী বর দিলেন ; তাহা এই :—"তিলার্দ্ধেকো যে তোমার করিবে আশ্রয়। সে কেনে পতঙ্গ কীট পশুপক্ষী নয়॥ যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ। তথাপি তাহারে মুক্তি করিমু প্রসাদ॥ শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য। ১৯।" ইহাই শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি প্রভুর প্রসন্নতার পরিচায়ক।

৬৫। **রাম গুণগ্রাম**—শ্রীরামচন্দ্রের গুণসমূহ (মহিমা)। **ললাটে**—কপালে। **রামদাস**—শ্রীরামচন্দ্রের দাস ; শ্লেষে শ্রীহনুমান। শ্রীমুরারিগুপ্ত ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত। পূর্ব্বলীলায় তিনি ছিলেন হনুমান (গৌর-গণোদ্দেশ। ৯১)।

৬৬। **শ্রীধরের**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অনুগত খোলাবেচা-ভক্ত শ্রীধরের। **লৌহপাত্রে**—লৌহনির্ম্মিত ঘটীতে। **দিল ইষ্ট বর দান**—শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রকাশের সময়ে ভক্তগণকে প্রভু অভীষ্ট বর দান করিয়াছিলেন।

কীর্ত্তন লইয়া প্রভু তাঁহার পরমভক্ত খোলাবেচা দরিদ্র শ্রীধরের বাড়ীতে গিয়া দেখেন, উঠানে একটী ভাঙ্গা লোহার ঘটী পড়িয়া আছে ; প্রভু ঐ ঘটীতে করিয়া তখন জলপান করিয়াছিলেন।

৬৭। **হরিদাস ঠাকুরের** ইত্যাদি—মহাপ্রকাশের সময় প্রভু ডাকিয়া বলিলেন—"হরিদাস, আমাকে

ভক্তগণে প্রভু নাম মহিমা কহিল।
শুনি এক পঢ়ুয়া তাহা 'অর্থবাদ' কৈল॥ ৬৮
নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ।
সভে নিষেধিল—ইহার না দেখিহ মুখ॥—৬৯
সগণে সচেলে যাঞা কৈল গঙ্গাস্নান।
ভক্তির মহিমা তাহাঁ করিল ব্যাখ্যান॥ ৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেখ। আমার দেহ হইতে তুমি বড়। যবনগণ যখন তোমাকে বেত্রাঘাতে দুঃখ দিতেছিল, তখন তাদের সকলকে সংহার করিবার উদ্দেশ্যে চক্রহস্তে আমি বৈকুণ্ঠ হইতে নামিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি তাহাদের মঙ্গলচিন্তা করিতেছিলে বলিয়া তাদের সংহার করিতে পারি নাই; তখন আমিই তোমার পৃষ্ঠে পতিত হইয়া প্রহার সহ্য করিয়াছি; এখনও অঙ্গে চিহ্ন আছে। হরিদাস, তোমার দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়াই আমাকে শীঘ্র অবতীর্ণ হইতে হইল।" প্রভুর করুণার কথা শুনিয়া হরিদাস মূর্চ্ছিত হইলেন, পরে প্রভুর কথায় বাহ্য প্রাপ্ত হইলে প্রভুর গুণ স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। শেষে প্রভুর চরণে তিনি প্রার্থনা করিলেন, যেন জন্মে জন্মে তিনি প্রভুর ভক্তের উচ্ছিষ্ট-ভাজন হইতে পারেন; "শচীর নন্দন বাপ! কৃপা কর মোরে। কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্তঘরে॥" প্রভু প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"হরিদাস! তিলার্দ্ধেকও তুমি যার সঙ্গে কথা বল, যে এক দিনও তোমার সঙ্গে বাস করে, সে ব্যক্তি নিশ্চই আমাকে পাইবে।" আরও প্রভু বলিলেন—"মোর স্থানে মোর সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে। বিনি অপরাধে তোরে ভক্তি দিল দানে॥" "হরিদাস প্রতি বর দিলেন যখনে। জয় জয় মহাধ্বনি উঠিল তখনে॥" শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য। ১০॥

আচার্য্য-স্থানে—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকটে। **মাতার**—শ্রীশচীমাতার।

শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যকে পরম-ভাগবত জানিয়া মহাপ্রভুর বড়ভাই বিশ্বরূপ সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট আসা-যাওয়া করিতেন। পরে বিশ্বরূপ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, তখন শচীমাতা মনে করিলেন যে, অদ্বৈতই বিশ্বরূপকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং অদ্বৈতের কথাতেই বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পরে নিমাইও যখন অদ্বৈতের নিকটে একটু যেন বেশী রকম আসা-যাওয়া করিতে লাগিলেন, তখন শচীমাতা মনে করিলেন যে, অদ্বৈত নিমাইকেও বিশ্বরূপের ন্যায় সংসার ত্যাগ করাইবেন। এইরূপ ভাবিয়া শচীমাতা মনে মনে শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন। ইহাই শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে শচীমাতার অপরাধ। মহাপ্রকাশের দিন এই অপরাধের জন্য তিনি শচীমাতাকে প্রেম দান করিলেন না; এবং বলিলেন, যদি শচীমাতা শ্রীঅদ্বৈতের পদধূলি গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার অপরাধ খণ্ডন হইবে এবং তখন তিনি প্রেমলাভ করিতে পারিবেন। শচীমাতা পদধূলি গ্রহণ করিতে গেলেন, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত যশোদা-তুল্যা শচীমাতাকে পদধূলি দিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। শচীমাতার তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে করিতে তিনি যখন আবেশে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার অজ্ঞাতসারে শচীমাতা পদধূলি গ্রহণ করিলেন। এইরূপে তাঁহার অপরাধ খণ্ডন হওয়ায় তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহার শরীরে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য ২২শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৬৮। **পঢ়ুয়া**—ছাত্র। **অর্থবাদ**—অতিরঞ্জিত প্রশংসাবাক্য। "হরিনামের যে মহিমার কথা বলা হইল, তাহা অতিরঞ্জিত প্রশংসামাত্র—প্রকৃত পক্ষে হরিনামের এত মহিমা থাকিতে পারে না"—এইরূপ উক্তিকে অর্থবাদ বলে। হরিনামে অর্থবাদকল্পনা একটী নামাপরাধ। **কৈল**—কহিল।

একদিন ভক্তগণের নিকটে প্রভু শ্রীহরিনামের মহিমা বর্ণন করিলেন; সে স্থানে এক পঢ়ুয়া ছিল; সেও প্রভুর মুখে নামের মহিমা শুনিল; শুনিয়া বলিল—"নামের এত মহিমা থাকিতে পারে না; ইনি যাহা বলিলেন, তাহা অর্থবাদ—অতিরিক্ত প্রশংসা মাত্র।"

৬৯-৭০। **নামে স্তুতিবাদ**—হরিনামে অর্থবাদ; নাম-মাহাত্ম্যকে অতিরঞ্জিত স্তুতিবাক্য মাত্র

জ্ঞান কর্ম্ম যোগ ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক প্রেমভক্তিরস ॥ ৭১

তথাহি—ভাঃ—১১।১৪।২০
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ন সাধয়তীতি। মৎসাধনার্থং প্রবৃত্তোঽপি যোগাদিস্তথা মাং ন সাধয়তি বশায়োন্মুখং করোতি। যথা উর্জ্জিতা ভক্তিঃ সাধনাত্মিকা। শ্রীজীব ৫।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মনে করার কথা। **সভে নিষেধিল**—প্রভু সকল ভক্তকে নিষেধ করিলেন। **ইহার না দেখিহ মুখ**—নাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ-কল্পনাকারী এই পঢ়ুয়ার মুখ দর্শন করিওনা। **সগণে**—গণের (সঙ্গীয়-লোক সকলের) সহিত। **সচেলে**—চেলের (পরিহিত বস্ত্রের) সহিত; সবস্ত্রে। **তাহাঁ**—সেই স্থানে; গঙ্গাস্নানের স্থানে।

পঢ়ুয়ার মুখে নাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ-কল্পনার কথা শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; সকলকে বলিয়া দিলেন, কেহ যেন ঐ নামাপরাধী পঢ়ুয়ার মুখদর্শন না করে। তারপর নামাপরাধী পঢ়ুয়ার মুখদর্শনে দেহ অপবিত্র হইয়াছে মনে করিয়া সঙ্গীয় সমস্ত লোকের সহিত প্রভু সবস্ত্রে গঙ্গাস্নান করিলেন এবং গঙ্গাস্নান করিতে করিতে তাঁহাদের নিকটে তিনি ভক্তির মহিমা বর্ণনা করিলেন।

নাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ-কল্পনায় যে অপরাধ হয়, তাহার গুরুত্ব-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রভু নামাপরাধীর মুখদর্শন নিষেধ করিলেন এবং নামপরাধীর দর্শনে সবস্ত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হওয়ার ব্যবস্থা করিলেন।

৭১। **জ্ঞানকর্ম্ম যোগধর্ম্ম**—জ্ঞানমার্গ, কর্ম্মমার্গ, বা যোগমার্গের সাধনে। **কৃষ্ণবশ-হেতু**—কৃষ্ণকে বশীভূত করার এক মাত্র হেতু। **প্রেমভক্তিরস**—প্রেমভক্তিরূপ রস। বিভাব-অনুভাবাদি-সামগ্রীর মিলনে প্রেমলক্ষণা-ভক্তি রসে পরিণত হয় (ভূমিকায় ভক্তিরস-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ॥ মাঠর শ্রুতিঃ ॥"

শ্রীকৃষ্ণ রসিক-শেখর; ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্তই তিনি লালায়িত এবং সেই সেই প্রেমরস নির্য্যাসদ্বারাই তাঁহাকে বশীভূত করা যায়; ভক্তিমার্গই সেই শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণ-যোগ্যা প্রেমভক্তি লাভ করিবার একমাত্র সাধন; জ্ঞানমার্গ, কর্ম্মমার্গ বা যোগমার্গে সেই প্রেমভক্তিও লাভ করা যায় না, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকেও বশীভূত করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করার উদ্দেশ্য—নিজের ইচ্ছানুরূপ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তাঁহার প্রীতিসম্পাদন মাত্র।

এই পয়ার—ভক্তির মহিমা-ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে ভক্তগণের প্রতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তি। এই পয়ারের উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে "ন সাধয়তি"-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

কোনও কোনও গ্রন্থে "প্রেমভক্তিরস"-স্থলে "নাম-প্রেমরস"-পাঠ দৃষ্ট হয়। নাম-প্রেমরস—নাম (শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন) ও প্রেমরস; নামকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে যে প্রেমভক্তি লাভ হয়, বিভাব-অনুভাবাদির সম্মিলনে রসরূপে পরিণত সেই প্রেমভক্তি।

শ্লো। ৫। অন্বয়। উদ্ধব (হে উদ্ধব)! মম (আমার) উর্জ্জিতা (দৃঢ়া) ভক্তিঃ (ভক্তি) মাং (আমাকে) যথা (যেরূপ) সাধয়তি (সাধন করে—**বশীভূত** করে) তথা (সেইরূপ—বশীভূত করিতে) ন যোগঃ (যোগ পারে না) ন সাংখ্যং (সাংখ্য পারে না) ন ধর্ম্মঃ (ধর্ম্ম পারে না) ন স্বাধ্যায়ঃ (বেদাধ্যয়ন পারে না), ন তপঃ (তপস্যা পারে না) ন ত্যাগঃ (ত্যাগ—সন্ন্যাস—পারে না)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"হে উদ্ধব! মদ্বিষয়ক দৃঢ়ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করে—যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা এবং সন্ন্যাসও সেইরূপ পারে না।" ৫।

মুরারিকে কহে—তুমি কৃষ্ণ বশ কৈলা।
শুনিয়া মুরারি শ্লোক পঢ়িতে লাগিলা ॥ ৭২

তথাহি তত্রৈব (১০।৮১।১৬)—
ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ক্বেতি। **পাপীয়ান্ দুর্ভগঃ** কৃষ্ণঃ সাক্ষাৎভগবান্। এবং কৃষ্ণত্ব-পাপীয়স্ত্বয়ো দারিদ্র্য-শ্রীনিকেতত্বয়ো বিরোধঃ। তথাপি ব্রহ্মবন্ধুঃ **বিপ্রকুলজাত** ইতি বাহুভ্যাং দ্বাভ্যামেব পরিরম্ভিতঃ পরিরব্ধঃ। স্ম বিস্ময়ে। এবং পরিরম্ভে বিপ্রত্বমেব কারণমুক্তং **নতু** সখ্যং তত্রাত্মনোঽতীবাযোগ্যত্বমননাৎ। অতো ভগবতো ব্রহ্মণ্যতৈব শ্লাঘিতা, ন তু ভক্তবৎসলতাপীতি **ন কেবল** পরিরব্ধ এব। শ্রীসনাতন। ৬।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উর্জ্জিতা—জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত বিশুদ্ধা ও দৃঢ়া। **যোগঃ**—অষ্টাঙ্গ যোগ। **সাংখ্য**—সাংখ্যযোগ। **ধর্ম্ম**—স্বধর্ম্ম, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, কর্ম্মমার্গ। **স্বাধ্যায়ঃ**—বেদাধ্যয়ন। **তপঃ**—তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন। **ত্যাগঃ**—সংসার ত্যাগ, সন্ন্যাস। **মাং-সাধয়ন্তি**—আমাকে সাধন করে; আমাকে বশীভূত করে।

যোগ-কর্ম্মাদি অন্যান্য সাধনমার্গ-অপেক্ষা ভক্তি-মার্গই শ্রেষ্ঠ; কারণ, এক মাত্র ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে সাধকের বশীভূত করিতে সমর্থ; যোগ-কর্ম্মাদি সম্যক্ বশীকরণে সমর্থ নহে—ইহাই এই শ্লোকে দেখান হইল। পূর্ব্ব পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৭২। মুরারিকে—মুরারিগুপ্তকে। **কহে**—প্রভু কহেন। **শ্লোক**—নিম্নে উদ্ধৃত "ক্বাহং"—ইত্যাদি শ্লোক; দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার বাল্যবন্ধু **শ্রীদাম-বিপ্রকে** আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীদাম এই শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন (নিম্নলিখিত শ্লোকের টীকার-শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

শ্লো। ৬। অন্বয়। দরিদ্রঃ (দরিদ্র—গরীব) পাপীয়ান্ (পাপী) অহং (আমি) ক্ব (কোথায়), শ্রীনিকেতনঃ (লক্ষ্মীর আবাসস্থল) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) ক্ব (কোথায়)? ব্রহ্মবন্ধুঃ (ব্রহ্মবন্ধু—আমি) ইতি (তাই) স্ম (অহো) অহং (আমি) বাহুভ্যাং (কৃষ্ণের বাহুদ্বয় দ্বারা) পরিরম্ভিতঃ (আলিঙ্গিত)।

অনুবাদ। শ্রীদাম-বিপ্র কহিলেন—"অহো! কোথায় আমি লক্ষ্মীবিহীন দরিদ্র পাপী, আর কোথায় সেই শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ! আমি ব্রহ্মবন্ধু বলিয়াই তিনি বাহুদ্বারা আমার আলিঙ্গন করিলেন। ৬।"

শ্রীদাম-বিপ্র বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন; উভয়ে এক সঙ্গে লেখা পড়া শিখিয়াছেন, এক সঙ্গে খেলাধূলা করিয়াছেন; উভয়ের মধ্যে খুব প্রীতি ছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকার অধিপতি হইয়াছেন, তখন শ্রীদাম এত দরিদ্র যে, ভিক্ষা করিয়া দিনান্তেও একবার নিজে খাইতে পারেন না, নিজের পরিবারকেও খাওয়াইতে পারেন না। অভাবের তাড়না আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার পত্নী একদিন তাঁহাকে বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ তো তোমার বাল্যবন্ধু; তিনি এখন দ্বারকার রাজা; তুমি যদি একবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, তাহা হইলে তোমার কিছু উপকার হইতে পারে।" পত্নীর কথায় কম্পিত-হৃদয়ে শ্রীদাম দ্বারকায় চলিলেন। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছেন, অনেক দিন পরে; বন্ধুর জন্য কি উপহার লইয়া যাইবেন? ঘরেও কিছুই নাই; ব্রাহ্মণী প্রতিবেশীর গৃহ হইতে চারি মুষ্টি চিড়া আনিয়া দিলেন; বিপ্র তাহাই কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া চলিলেন। দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া রাজপুরীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন; সঙ্কোচে চিড়ার পুঁটুলি বগলে লুকাইলেন। কম্পিত-হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন মণিকাঞ্চন-খচিত বহুমূল্য পর্য্যঙ্কে রুক্মিণী-দেবীর গৃহে শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। শ্রীদামকে দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণ উঠিয়া আসিয়া দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং পর্য্যঙ্কে বসাইয়া তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন, রুক্মিণী-দেবী তাঁহাকে চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ চিড়ার পুটুলির কথাও জানিতে পারিয়াছেন; তাই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তিনি বলিলেন—“সখা, আমার জন্য কি আনিয়াছ দাও।” শ্রীদাম তো লজ্জায় সঙ্কোচে একেবারে জড়সড়; এত ঐশ্বর্য্য যাঁর, স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর পাদ-সেবা করিতেছেন, ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গ যাঁর কৃপা-কটাক্ষের জন্য লালায়িত, তাঁহার হাতে এক মুষ্টি চিড়া শ্রীদাম কিরূপে দিবেন? তিনি চিড়া বাহির করেন না—বরং বগল আরও চাপিয়া ধরেন। কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রের বগল হইতে জোর করিয়া চিড়ার পুটুলি বাহির করিয়া খাইতে লাগিলেন—ভক্তের প্রীতির বস্তু তিনি আস্বাদন না করিয়া কি থাকিতে পারেন? শ্রীদামের এক মুষ্টি চিপিটকের সহিত যে প্রীতি মিশ্রিত হইয়া আছে, তাহার তুলনায় সমগ্র পৃথিবীর রাজৈশ্বর্য্যও যে নিতান্ত তুচ্ছ!

যাহা হউক, শ্রীদামের প্রীতির বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তো তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহার চিড়া খাইলেন। এখন, প্রীতির স্বভাবই এই—যাঁহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি যত বেশী বিকশিত হয়, নিজের দৈন্য—নিজের হেয়তা-জ্ঞান—তাঁহার তত বেশী হয়, তিনি নিজেকে তত বেশী অযোগ্য বলিয়া মনে করেন। শ্রীদামেরও তাহাই হইল; তাই শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে তিনি বিস্মিত হইলেন; তিনি মনে মনে ভাবিলেন—“কি আশ্চর্য্য! আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য, লক্ষ্মীর কৃপার ছায়াও আমাকে স্পর্শ করে নাই: তাই আমি এত দরিদ্র যে, দিনান্তেও একবার মুখে এক মুষ্টি অন্ন দিতে পারি না। আর এই শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁহার পাদসেবা করেন, তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিলাস করেন। তাঁহার সঙ্গে আমার তুলনা! আমি মহাপাপী, কত জন্ম-জন্মান্তরের পাপ আমার পুঞ্জীভূত হইয়া আছে; আমার দুরবস্থাই তাহার প্রমাণ। আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্!! কোথায় আমি, আর কোথায় তিনি!! তথাপি তিনি যে আমায় আলিঙ্গন করিলেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তবে ইহার একটী কারণ বোধ হয় আছে; শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মণ্যদেব, আর—আমি ব্রাহ্মণ-বংশের কলঙ্ক—ব্রহ্মবন্ধু—হইলেও ব্রাহ্মণ-বংশেই আমার জন্ম; তাই ব্রাহ্মণ-বংশের মর্য্যাদারক্ষার্থই বোধ হয়, তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন।”

বস্তুতঃ ভক্ত-বৎসলতা-গুণের বশীভূত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরম-ভক্ত শ্রীদামকে আলিঙ্গন করিয়াছেন; শ্রীদামের কিন্তু ভক্ত-অভিমান ছিল না বলিয়া দৈন্যবশতঃ—শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-বাৎসল্যকে আলিঙ্গনের হেতু মনে না করিয়া তাঁহার ব্রহ্মণ্যতাকেই হেতু মনে করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীদামবিপ্রের নাম নাই। আছে কেবল “কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ—ব্রহ্মবিত্তম কোনও এক ব্রাহ্মণ॥ শ্রীভা, ১০।৮০।৬॥” শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮১ অধ্যায় হইতে জানা যায়, এই ব্রাহ্মণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিয়াছিলেন। তদনুসারে অষ্টোত্তরশতনামে শ্রীকৃষ্ণের একটী নামও দৃষ্ট হয়—শ্রীদামরঙ্গ-ভক্তার্থ-ভূম্যানীতেন্দ্রবৈভবঃ—(যিনি শ্রীদামনামক ভক্তের জন্য ভূমিতে—মর্ত্ত্যে—ইন্দ্রের বৈভব আনয়ন করিয়াছিলেন)। ইহা হইতে জানা যায়, যে ব্রহ্মবিত্তম ব্রাহ্মণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম শ্রীদাম। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮০।৬ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় শ্রীপাদসনাতনগোস্বামী তাই লিখিয়াছেন—“কশ্চিদেকঃ শ্রীদামনামা, শ্রীদামরঙ্গভক্তার্থ-ভূম্যানীতেন্দ্রবৈভবঃ। ইত্যষ্টোত্তরশতনামপাঠাৎ॥” নারদপঞ্চরাত্রেও শ্রীকৃষ্ণের ঐ নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রীদামশঙ্কুভক্তার্থ-ভূম্যানীতেন্দ্রবৈভবঃ॥ ৪।৩।১৫৭॥

মুরারিগুপ্তকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন বলিলেন “মুরারি, তুমি শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছ।”—তখন মুরারি উক্ত শ্লোকটীর উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ইহার ব্যঞ্জনা এই যে, ভক্তির আধিক্য-জনিত অত্যধিক দৈন্যবশতঃ শ্রীদামবিপ্র যেমন নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনের অযোগ্য মনে করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভক্তিজনিত দৈন্যবশতঃ মুরারিগুপ্তও নিজেকে শ্রীকৃষ্ণবশীকরণের সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে করিয়াছিলেন।

শ্রীনিকেতনঃ—শ্রীর (লক্ষ্মীর) নিকেতন (আবাস); যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থল, সমগ্র ঐশ্বর্য্যের অধিপতি; স্বয়ং ভগবান্। **ব্রহ্মবন্ধুঃ**—ব্রাহ্মণের মধ্যে অধম ব্যক্তিকে ব্রহ্মবন্ধু বলে; শ্রীদাম দৈন্যবশতঃ নিজেকে **ব্রহ্মবন্ধু**

এক দিন প্রভু সব ভক্তগণ লৈয়া।
সঙ্কীর্ত্তন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হৈয়া ॥ ৭৩
এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল।
তৎক্ষণে জন্মিল বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ॥ ৭৪
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত।
পাকিল অনেক ফল—সভেই বিস্মিত ॥ ৭৫
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল।
প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল ॥ ৭৬
রক্ত পীত-বর্ণ, নাহি অষ্ট্যংশ-বল্কল।
একজনের উদর পূরে খাইলে এক ফল ॥ ৭৭
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল শচীর নন্দন।
সভাকে খাওয়াইল আগে করিয়া ভক্ষণ ॥ ৭৮
অষ্ট্যংশ-বল্কল নাহি অমৃতরসময়।
একফল খাইলে রসে উদর পূরয় ॥ ৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলিয়াছেন। **স্ম**—বিস্ময়-বোধক শব্দ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে আলিঙ্গন করিয়াছেন দেখিয়া শ্রীদাম বিস্মিত হইয়াছিলেন। **পরিরম্ভিত :**—আলিঙ্গিত।

৭৩। **সঙ্কীর্ত্তন করি**—সঙ্কীর্ত্তন করিয়া, সঙ্কীর্ত্তনের পরে। **বৈসে**—বিশ্রামের জন্য বসিলেন। **শ্রমযুক্ত**—পরিশ্রান্ত ; কীর্ত্তনের পরিশ্রমে ক্লান্ত।

৭৩-৭৫। **আম্রবীজ**—আমের বীজ। **অঙ্গনে**—শ্রীবাস-অঙ্গনে বিশ্রামস্থলে। **তৎক্ষণে**—রোপণ করা মাত্রেই। **ফলিত**—ফলযুক্ত।

সকলের সঙ্গে বসিয়া প্রভু বিশ্রাম করিতেছেন ; এমন সময় সেই অঙ্গনেই প্রভু একটী আমের বীজ রোপণ করিলেন। প্রভু স্বয়ংভগবান্ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ; তিনি ইচ্ছাময়, যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তখনই তাহা হইতে পারে। তাঁহারই ইচ্ছায়, তাঁহারই অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে আম্রবীজ রোপণ করা মাত্রই তাহা অঙ্কুরিত হইল, দেখিতে দেখিতে অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হইল, বৃক্ষ বড় হইল, তাহাতে মুকুল হইল, মুকুল হইতে ফল জন্মিল, ফল বড় হইল—পাকিল ; একটী দুইটী ফল নহে—বহু ফল গাছে পাকিয়া রহিল। দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। [প্রকৃত কথা এই যে, শ্রীবাস-অঙ্গন শ্রীধাম নবদ্বীপেরই অন্তর্গত একটী অপ্রাকৃত চিন্ময় স্থান ; কথিত আম্রবৃক্ষ সে স্থানে নিত্যই বিরাজিত—তবে এ পর্য্যন্ত অপ্রকট—ছিল। প্রভুর ইচ্ছায় এখন তাহা প্রকটিত হইল এবং প্রকট-কালে ব্রহ্মাণ্ডলীলার অনুকরণে আম্রবৃক্ষেরও জন্মাদি-সমস্ত লীলা যথাক্রমে—অবশ্য বিশ্বাসের অযোগ্য অত্যল্প সময়ের মধ্যেই—প্রভু প্রকটিত করিয়া দেখাইলেন। যাঁহারা ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তি মানেন না, লীলার নিত্যত্ব এবং ব্রহ্মাণ্ডে নিত্য-লীলার প্রাকট্য মানেন না, তাঁহারা অবশ্যই এসকল কথা বিশ্বাস না করিতে পারেন ; কিন্তু ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তিতে বিশ্বাসবান্ লোকের নিকট এসমস্ত অসম্ভব নহে।]

৭৬-৭৭। **প্রক্ষালন করি**—ধুইয়া। **রক্ত-পীত-বর্ণ**—আমগুলির কোনটী বা রক্ত (লাল) বর্ণ, আবার কোনটী পীত (হরিদ্রা)-বর্ণ ছিল। **অষ্ট্যংশ**—অষ্টি (আটি) + অংশ (আঁশ)। **বল্কল**—বাকল। আমগুলিতে আটি তো ছিলই না, আঁশও ছিল না, বাকলও ছিল না **উদরপূরে**—পেট ভরে। এক একটা আম এত বড় যে, খাইলে একটাতেই একজনের পেট ভরিয়া যায়। আটি, আঁশ ও বাকল নাই বলিয়া আমের কোনও অংশই ফেলিতে হইত না, সমস্তই খাওয়া যাইত।

৭৮। প্রভু আগে নিজে খাইয়া দেখিলেন ; তার পর সকলকেই সেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদী আম খাওয়াইলেন।

৭৯। **অমৃত-রসময়**—অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু রসে পরিপূর্ণ। আমে আটি নাই, আঁশ নাই, বাকল নাই ; যাহা আছে, তাহা কেবল অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু রসে পরিপূর্ণ। (এই আমও প্রাকৃত আম নহে ; প্রাকৃত আমে আটি, আঁশ, বাকল—সবই থাকে ; ইহা অপ্রাকৃত আম)।

এইমত প্রতিদিন ফলে, বারমাস।
বৈষ্ণবে খায়েন ফল—প্রভুর উল্লাস ॥ ৮০
এই সব লীলা করে শচীর নন্দন।
অন্য লোক নাহি জানে—বিনা ভক্তগণ ॥ ৮১
এইমত বারমাস কীর্ত্তন-অবসানে।
আম্র-মহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে ॥ ৮২
কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইল মেঘগণ।
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘনিবারণ ॥ ৮৩
একদিন প্রভু শ্রীবাসেরে আজ্ঞা দিল—।
বৃহৎ সহস্রনাম পঢ়—শুনিতে মন হৈল ॥ ৮৪
পঢ়িতে আইল স্তবে নৃসিংহের নাম।
শুনিঞা আবিষ্ট হৈল প্রভু গৌরধাম ॥ ৮৫
নৃসিংহ-আবেশে প্রভু হাতে গদা লৈয়া।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া ॥ ৮৬
নৃসিংহ-আবেশ দেখি মহা তেজোময়।
পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা বড় ভয় ॥ ৮৭
লোকভয় দেখি প্রভুর বাহ্য হইল।
শ্রীবাসের গৃহে যাঞা গদা ফেলাইল ॥ ৮৮
শ্রীবাসেরে কহে প্রভু করিয়া বিষাদ।
লোক ভয় পাইল, মোর হৈল অপরাধ ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮০-৮১।—ঐ গাছটীতে বারমাস ধরিয়া—সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়াই—প্রত্যহ ঐরূপ আম ধরিত; প্রত্যহই ঐ ভাবে কীর্ত্তনান্তে প্রভু ও ভক্তগণ ঐ ভাবে আম খাইতেন। কিন্তু ভক্তগণ ব্যতীত অন্য কেহ ঐ আম গাছও দেখিত না, আমও দেখিত না, সকলের আম খাওয়ার কথাও জানিত না। [শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে ভক্তদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই শুদ্ধসত্ত্বময় হইয়া যায়; তাই তাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবদ্ধামের সমস্ত লীলাই দর্শন করিতে পারেন। অন্য লোক প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা সে সমস্ত কিছুই দেখিতে পায় না।]

৮২। **বারমাস**—সর্ব্বদা; প্রত্যহ। **কীর্ত্তনাবসানে**—কীর্ত্তনের পরে। **আম্র-মহোৎসব করে**—উক্ত অপ্রাকৃত আম্রবৃক্ষ হইতে আম পাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাইয়া সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিতেন। **দিনে দিনে**—প্রতিদিন।

৮৩। আর এক লীলার কথা বলিতেছেন। একদিন কীর্ত্তনের সময় আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল; প্রভুর ইচ্ছা মাত্রেই—সমস্ত মেঘ দূরীভূত হইল, এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িল না।

৮৪-৮৫। **বৃহৎ-সহস্র-নাম**—মহাভারতের অন্তর্গত বিষ্ণুর সহস্রনাম। এই সহস্রনামে নৃসিংহের নাম আছে। **আবিষ্ট হইল**—শ্রীনৃসিংহের ভাবে আবিষ্ট হইলেন, প্রভু। **প্রভু গৌরধাম**—গৌরবর্ণ জ্যোতি যে প্রভুর; শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু।

মহাভারতের অন্তর্গত বিষ্ণুর সহস্রনাম পড়িবার নিমিত্ত প্রভু একদিন শ্রীবাসকে আদেশ করিলেন। প্রভুর আদেশে সহস্রনাম পড়িতে পড়িতে যখন শ্রীবাস নৃসিংহের নাম উচ্চারণ করিলেন, তখনই প্রভু নৃসিংহের ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন।

৮৬। পাষণ্ডী হিরণ্যকশিপুকে সংহার করার নিমিত্ত শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল; নৃসিংহদেবের এই পাষণ্ড-সংহার-লীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু সমস্ত পাষণ্ডীকে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে গদা হাতে শ্রীবাস অঙ্গন হইতে বাহির হইয়া নগরের দিকে দৌড়াইয়া গেলেন।

৮৭। **ভাগে**—পলাইয়া যায়। নৃসিংহের আবেশে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ হইতে অদ্ভুত জ্যোতিঃ বাহির হইতেছিল; তাহা দেখিয়া এবং হাতে গদা দেখিয়া ভয়ে পথের লোক সকল পথ ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

৮৮-৮৯। **লোকভয় দেখি**—ভয়ে লোক সকল পলাইতেছে দেখিয়া, তাহাদের মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখিয়া। **বাহ্য হৈল**—প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল, আবেশ ছুটিয়া গেল। **ফেলাইল**—ফেলিয়া দিলেন। **করিয়া বিষাদ**—দুঃখ করিয়া। **হৈল অপরাধ**—অনর্থক ভয় দেখাইয়া লোকসকলকে উদ্বেগ দিয়াছি; তাতে আমার অপরাধ হইয়াছে।

শ্রীবাস বোলেন—যে তোমার নাম লয়।
তার কোটি অপরাধ সব ক্ষয় হয় ॥ ৯০
অপরাধ নাহি, কৈলে লোকের নিস্তার।
যে তোমা দেখিল তার ছুটিল সংসার ॥ ৯১
এত বলি শ্রীনিবাস করিল সেবন।
তুষ্ট হঞা প্রভু আইলা আপন ভবন ॥ ৯২
আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়।
প্রভুর অঙ্গনে নাচে—ডমরু বাজায় ॥ ৯৩
মহেশ-আবেশ হৈলা শচীর নন্দন।
তার কান্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ ॥ ৯৪
আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে।
প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিল করিতে ॥ ৯৫
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে।
প্রভু তারে প্রেম দিল—প্রেমরসে ভাসে ॥ ৯৬
আর দিনে জ্যোতিষ সর্ব্বজ্ঞ এক আইল।
তাহার সম্মান করি প্রভু প্রশ্ন কৈল—॥ ৯৭
কে আছিলাঙ্, আমি পূর্ব্বজন্মে কহ গণি ?।
গণিতে লাগিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভুবাক্য শুনি ॥ ৯৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯০-৯১। প্রভুর কথা শুনিয়া শ্রীবাস বলিলেন—"না প্রভু, তোমার কোনও অপরাধ হয় নাই ; যে তোমার নাম গ্রহণ করে, তার কোটি কোটি অপরাধ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ; তোমার আবার অপরাধ কি ? অপরাধ কর নাই, তুমি লোকের উদ্ধার করিয়াছ ; নৃসিংহের ভাবে আবিষ্ট অবস্থায় যে তোমার দর্শন পাইয়াছে, তাহারই সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। তুমি পাষণ্ডী-সংহার করিতে ধাইয়া গিয়াছিলে, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে ; তোমার দর্শনে পাষণ্ডীর পাষণ্ডিত্ব দূরীভূত হইয়াছে, তাহারা সাধু হইয়াছে।"

৯২। **শ্রীনিবাস**—শ্রীবাস। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৬ পয়ারেও শ্রীবাসকে শ্রীনিবাস বলা হইয়াছে। ইনি শ্রীনিবাস-আচার্য্য নহেন ; কারণ, যখনকার কথা বলা হইতেছে, তাহার বহুবৎসর পরে শ্রীনিবাস-আচার্য্যের.আবির্ভাব হইয়াছে।

৯৩-৯৪। মহাদেবের ভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবেশের কথা বলিতেছেন। **শিবভক্ত**—শিবের ভক্ত ; শিবের উপাসক। **ডমরু**—ডুগ্ ডুগি। **মহেশ-আবেশ**—মহেশের (শিবের বা মহাদেবের) আবেশ।

একদিন একজন শিব-ভক্ত ডমরু বাজাইয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর অঙ্গনে শিবের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিলেন ; তাহা শুনিয়া প্রভু মহাদেবের ভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং সেই শিবভক্তের কান্ধে চড়িয়া অনেক ক্ষণ নৃত্য করিয়াছিলেন।

এসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত (মধ্য ৮ম অধ্যায়) বলেন—"একদিন আসি এক শিবের গায়ন। ডমরু বাজায় গায় শিবের কথন॥ আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে। গাইয়ে শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে॥ শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর। হইলা শঙ্কর মূর্ত্তি দিব্য জটাধর॥ এক লম্ফে উঠি তার স্কন্ধের উপর। হুঙ্কার করিয়া বোলে 'মুঞি যে শঙ্কর'॥ কেহো দেখে জটা শিঙ্গা ডমরু বাজায়। 'বোল বোল' মহাপ্রভু বোলয়ে সদায়॥ সে মহাপুরুষ যত শিবগীত গাইল। পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল। সেই সে গাইল শিব নিরপরাধে। গৌরচন্দ্র আরোহণ কৈলা যার স্কন্ধে॥ বাহ্য পাই নামিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর। আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর॥"

৯৫-৯৬। এক ভিক্ষুককে প্রেমদানের কথা বলিতেছেন। একদিন এক ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল ; তখন দেখিল যে প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছেন ; তাহা দেখিয়া ভিক্ষুকও পরম-উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিল, প্রভু তাহার নৃত্য দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রেম দান করিলেন ; পরম ভাগ্যবান্ ভিক্ষুক প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণ-প্রেমরসে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

৯৭-৯৮। এক সর্ব্বজ্ঞ জ্যোতিষীকে প্রেমদানের কথা বলিতেছেন ৯৭-১০৮ পয়ারে। একদিন প্রভুর গৃহে এক জ্যোতিষী আসিয়াছিলেন ; জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন ; প্রভু খুব সম্মান করিয়া তাঁহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি পূর্ব্বজন্মে-কে ছিলাম, গণিয়া বল দেখি ?" শুনিয়া জ্যোতিষী গণিতে লাগিলেন।

গণি ধ্যানে দেখে সর্ব্বজ্ঞ—মহাজ্যোতির্ম্ময় ।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড সভার আশ্রয় ॥ ৯৯
পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম পরম-ঈশ্বর ।
দেখি প্রভু-মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ হইল ফাঁফর ॥ ১০০
বলিতে না পারে কিছু, মৌন ধরিল ।
প্রভু পুন প্রশ্ন কৈল, কহিতে লাগিল—॥ ১০১
পূর্ব্বজন্মে ছিলা তুমি জগত-আশ্রয় ।
পরিপূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ॥ ১০২
পূর্ব্বে যৈছে ছিলা, তুমি, এবে সেইরূপ ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ তোমার স্বরূপ ॥ ১০৩
প্রভু হাসি বোলে—তুমি কিছু না জানিলা ।
পূর্ব্বে আমি আছিলাঙ্ জাতিয়ে গোয়ালা ॥ ১০৪
গোপগৃহে জন্ম ছিল, গাভীর রাখাল ।
সেই পুণ্যে এবে হৈলাঙ্ ব্রাহ্মণ ছাওয়াল ॥ ১০৫
সর্ব্বজ্ঞ কহে—তাহা আমি ধ্যানে দেখিলাঙ্ ।
তাহাতেও ঐশ্বর্য্য দেখি ফাঁপর হৈলাঙ্ ॥ ১০৬
সেই রূপে এই-রূপে দেখি একাকার ।
কভু ভেদ দেখি, এই মায়ায়ে তোমার ॥ ১০৭
যে হও সে হও তুমি, তোমাকে নমস্কার ।
প্রভু তারে প্রেম দিয়া কৈল পুরস্কার ॥ ১০৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

জ্যোতিষ—গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি-আদি এবং লোকের উপরে তাহাদের প্রভাব-আদি যে শাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে, তাহাকে জ্যোতিষ শাস্ত্র বলে। **জ্যোতিষসর্ব্বজ্ঞ**—জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ; যিনি সমস্ত জানেন, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলে।

৯৯-১০১। **মহা জ্যোতির্ম্ময়**—পরম-জ্যোতিষ্মান্, যাহার দেহ হইতে মহা-উজ্জ্বল অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ-পুঞ্জ বাহির হইতেছে। **অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদি**—অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়। **পরতত্ত্ব**—শ্রেষ্ঠতম তত্ত্ব। **পরব্রহ্ম**—বৃহদ্বস্তু ব্রহ্মের চরম বিকাশ। **পরম ঈশ্বর**—ঈশ্বরত্বের চরম-বিকাশ যাহাতে; স্বয়ং ভগবান্। **ফাঁফর**—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। **মৌন**—নির্ব্বাক।

প্রভুর আদেশে সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর পূর্ব্বজন্মের বিষয় গণনা করিতে করিতে ধ্যানস্থ হইলেন; তিনি প্রভুর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে দেখিলেন—"সেই মূর্ত্তি হইতে পরম-উজ্জ্বল অপূর্ব্ব জ্যোতিঃপুঞ্জ সর্ব্বদিকে নিঃসৃত হইতেছে। আর দেখিলেন—সেই মূর্ত্তিই অনন্ত বৈকুণ্ঠ এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আশ্রয়। তিনি আরও দেখিলেন—ঐ মূর্ত্তিই পরতত্ত্ব, ঐ মূর্ত্তিতেই ব্রহ্মের চরমবিকাশ এবং তাহাই পূর্ণতম ভগবান্, স্বয়ং ভগবান্।" প্রভুর এই রূপ দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন; কি বলিবেন, কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া প্রভু তাঁহাকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন; তখন যেন তাঁহার সংবিৎ ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি বলিতে লাগিলেন।

১০২-১০৩। সর্ব্বজ্ঞ বলিলেন—"গণিয়া দেখিলাম, তুমি পূর্ব্বজন্মে অনন্ত বৈকুণ্ঠের এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় ষড়ৈশ্বর্য্যময় স্বয়ংভগবান্ ছিলে; এই জন্মেও তুমি তাহাই; আর, শ্রীনিত্যানন্দ—তোমারই এক স্বরূপ, তাঁহার তত্ত্ব দুর্ব্বিজ্ঞেয়—আমি নির্ণয় করিতে অসমর্থ।"

দুর্ব্বিজ্ঞেয়—যাহা অবগত হওয়া দুঃসাধ্য; যাহা সহজে নির্ণয় করা যায় না।

১০৪-১০৫। সর্ব্বজ্ঞের কথা শুনিয়া প্রভু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন—"না, আমার পূর্ব্বজন্মের বিবরণ তুমি জানিতে পার নাই। পূর্ব্বজন্মে আমি জাতিতে গোয়ালা ছিলাম, গোয়ালার গৃহে আমার জন্ম হইয়াছিল; তখন আমি গাভী চরাইতাম; সেই পুণ্যেই এই জন্মে আমি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি।" কৌতুকী প্রভু ভঙ্গীতে জানাইলেন—"পূর্ব্বে প্রকটলীলায় গোপ-অভিমান লইয়া তিনি শ্রীনন্দগোপের গৃহে প্রকটিত হইয়াছিলেন; নন্দগোপের ধেনুর রাখাল গোপবেশ-বেণুকর শ্রীকৃষ্ণই তিনি।"

১০৬-১০৮। প্রভুর কথা শুনিয়া সর্ব্বজ্ঞ বলিলেন—"তুমি যাহা বলিলে, ধ্যানে আমি তাহাও দেখিয়াছি,—তুমি গোয়ালার ছেলে, ধেনু চরাইতেছ। কিন্তু তোমার রাখাল-বেশেও তোমার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আমি অবাক্

একদিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া।
'মধু আন মধু আন' বোলেন ডাকিয়া ॥ ১০৯
নিত্যানন্দ গোসাঞির আবেশ জানিল।
গঙ্গাজলপাত্র আনি সম্মুখে ধরিল ॥ ১১০
জলপান করি নাচে হইয়া বিহ্বল।
যমুনাকর্ষণলীলা দেখয়ে সকল ॥ ১১১
মদমত্ত গতি বলদেব অনুকার।
আচার্য্যশেখর তাঁর দেখে রামাকার ॥ ১১২
বনমালী আচার্য্য দেখে সোনার লাঙ্গল।
সভে মিলি নৃত্য করে—আবেশে বিহ্বল ॥ ১১৩
এইমত নৃত্য হইল চারিপ্রহর।
সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি সভে গেলা ঘর ॥ ১১৪
নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিল।
ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিল ॥ ১১৫
"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥" ১১৬
মৃদঙ্গ করতাল সঙ্কীর্ত্তন উচ্চধ্বনি।
হরিহরি-ধ্বনি বিনে আন নাহি শুনি ॥ ১১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়াছি। তোমার সেই রাখালরূপে এবং এই ব্রাহ্মণ-সন্তানরূপে আমি যেন একই দেখিতেছি, কোনও পার্থক্য দেখিতেছিনা। অবশ্য কখনও কখনও একটু পার্থক্য দেখি—তাহা কেবল তোমার মায়ারই খেলা। যাহাহউক, তুমি যেই হওনা কেন, আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি।" সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু তাঁহাকে প্রেম দান করিয়া কৃতার্থ করিলেন।

১০৯। বলদেবের ভাবে প্রভুর আবেশের কথা বলিতেছেন। ১০৯-১১৪ পয়ারে। একদিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া "মধু আন, মধু আন" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

১১০-১১১। শ্রীবলরাম মধুপ্রিয়; "মধু আন"-ডাক শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ বুঝিতে পারিলেন, প্রভুতে শ্রীবলরামের আবেশ হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ গঙ্গাজলের পাত্র আনিয়া প্রভুর সাক্ষাতে ধরিলেন। প্রভুও মধুজ্ঞানে সেই জলপান করিয়া বিহ্বল হইয়া—(মধুপানের মত্ততায় নয়—ভাবের মত্ততায় বিহ্বল হইয়া)—নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সকলে শ্রীবলদেবের যমুনাকর্ষণ-লীলা দর্শন করিলেন।

যমুনাকর্ষণ-লীলা—এক সময় শ্রীবলদেব রাসলীলা করিয়া জলবিহারের উদ্দেশ্যে যমুনাকে আহ্বান করিলেন; আহ্বানে যমুনা না আসায় তিনি যমুনাকে আকর্ষণ করিয়া আনেন। শ্রীবলদেবের আবেশে প্রভু সকলকে এই লীলা দেখাইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৬৫ অধ্যায়ে এই লীলার বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

১১২-১১৩। **বলদেব-অনুকার**—শ্রীবলদেবের তুল্য (প্রভুর মদমত্ত-গতি)। **অনুকার**—অনুকরণ, তুল্য। **আচার্য্য-শেখর**—চন্দ্রশেখর আচার্য্য। কোনও কোনও গ্রন্থে "আচার্য্য গোসাঞি" পাঠ দৃষ্ট হয়; আচার্য্য-গোসাঞি—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য। **তাঁরে দেখে**—প্রভুকে দেখেন। **রামাকার**—রামের (বলরামের) আকার (-বিশিষ্ট); আচার্য্য দেখিলেন—ঠিক যেন শ্রীবলরামই তাঁহার রজত-ধবল শ্রীঅঙ্গ দোলাইয়া নৃত্য করিতেছেন। **সোনার লাঙ্গল**—শ্রীবলরামের অস্ত্র। বনমালী-আচার্য্য—বলদেব-ভাবে আবিষ্ট প্রভুর হাতে—সোনার লাঙ্গলও দেখিয়াছিলেন। **সভে মিলি ইত্যাদি**—সমস্ত ভক্ত আবেশে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

১১৪। এইরূপে চারিপ্রহর পর্য্যন্ত নৃত্য করিয়া সন্ধ্যাকালে গঙ্গাস্নানের পরে সকলে নিজ নিজ গৃহে গেলেন।

১১৫। এক্ষণে কাজী-দমন-লীলা বর্ণনার আরম্ভ করিতেছেন। ঘরে ঘরে (প্রত্যেক বাড়ীতে) সঙ্কীর্ত্তন করার নিমিত্ত প্রভু নদীয়াবাসী সকলকে আদেশ করিয়াছিলেন। **নগরিয়া লোকে**—নবদ্বীপ-নগরবাসী লোকদিগকে।

১১৬। কোন্ পদটী কীর্ত্তন করার জন্য প্রভুর আদেশ ছিল, তাহা বলিতেছেন—"হরয়ে নমঃ" ইত্যাদি।

১১৭। প্রভুর আদেশ অনুসারে সকলেই মৃদঙ্গ ও করতাল যোগে উচ্চ স্বরে "হরয়ে নমঃ"-ইত্যাদিরূপে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তাহার ফলে দূর হইতে "হরি হরি"-ধ্বনি ব্যতীত নদীয়া-নগরে কিছুই শুনা যাইতেছিলনা; অন্য সমস্ত শব্দই সঙ্কীর্ত্তনের উচ্চ ধ্বনিতে ডুবিয়া গিয়াছিল। **আন**—অন্য শব্দ।

শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
কাজী-পাশে আসি সভে কৈল নিবেদন॥ ১১৮
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল—॥ ১১৯
এতকাল কেহো নাহি কৈল হিন্দুয়ানী।
এবে যে উদ্যম চালাও, কোন্ বল জানি?॥ ১২০
কেহো কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে॥ ১২১
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু॥ ১২২
এত বলি কাজী গেল, নগরিয়া-লোক—।
প্রভু স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক॥ ১২৩
প্রভু আজ্ঞা দিল—যাহ, করহ কীর্ত্তন।
আমি সংহারিব আজি সকল যবন॥ ১২৪
ঘরে গিয়া সবলোক করে সঙ্কীর্ত্তন।
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে—চমকিত মন॥ ১২৫
তা-সভার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি॥ ১২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১৮-১১৯। নদীয়ায় যত যবন ছিল, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের উচ্চ ধ্বনিতে তাহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং কাজীর নিকট যাইয়া নালিশ করিল। শুনিয়া কাজীও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সন্ধ্যাসময়ে কাজী নিজে—যে স্থানে কীর্ত্তন হইতেছিল, এমন এক বাড়ীতে আসিয়া মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং কীর্ত্তনকারীদিগকে শাসাইতে লাগিলেন। **কাজী**—যবনরাজার অধীনস্থ দেশাধ্যক্ষ; ইনিও যবন ছিলেন। মহাপ্রভুর সময়ে যিনি নবদ্বীপের কাজী ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল "চাঁদ কাজী"; ইনি নাকি গৌড়েশ্বর-নবাবের দৌহিত্র ছিলেন। তৎকালে কাজীর হাতেই বিচার-কার্য্যের ভার থাকিত। **যবন**—এস্থলে, মুসলমান।

১২০-১২২। কীর্ত্তনকারীদের প্রতি কাজীর উক্তি। **হিন্দুয়ানী**—হিন্দুধর্ম্মের আচরণ। **উদ্যম চালাও**—খুব আড়ম্বরের সহিত কীর্ত্তন চালাইতেছ। **কোন্ বল জানি**—কাহার বলে? **সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া**—যাহার যাহা কিছু আছে, তাহার তৎসমস্ত দণ্ড (সরকারে বাজেয়াপ্ত) করিয়া। **জাতি যে লইমু**—জাতি নষ্ট করিয়া মুসলমান করিয়া দিব। ক্রোধোন্মত্ত কাজী উগ্রস্বরে বলিলেন—"বলি, এতদিন পর্য্যন্ত কেহ কি নবদ্বীপে হিন্দুধর্ম্মের আচরণ করে নাই? কই, তখন তো এরূপ খোল-করতালের সহিত উচ্চ হরি-ধ্বনির কলরব শুনি নাই? কে তোমাদের এরূপ করিতে বলিয়াছে? কাহার নিকটে জোর পাইয়া তোমরা এত ধুমধামের সহিত কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছ? আমি আজ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া যাইতেছি; কিন্তু খবরদার! আমার এই নবদ্বীপে আর কখনও কেহ কীর্ত্তন করিও না। যদি শুনি কেহ কীর্ত্তন করিয়াছ, আর যদি তাকে ধরিতে পারি, তাহা হইলে, তাহার যাহা কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে, সমস্তই সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইব; কেবল উহাই নহে—তাহার জাতি নষ্ট করিয়া তাহাকে মুসলমান করিয়া দিব; ইহা যেন মনে থাকে।"

১২৩-১২৪। ধমক দিয়া কাজী চলিয়া গেলেন। এদিকে কাজীর ভয়ে ভীত হইয়া নদীয়াবাসী লোকসকল মহাপ্রভুর নিকটে গিয়া কাজীর কথা সমস্ত নিবেদন করিল। প্রভু তাহাদিগকে অভয় দিয়া বলিলেন—"তোমাদের কোনও ভয় নাই; তোমরা ঘরে যাইয়া কীর্ত্তন কর, সমস্ত যবনকে আমি আজ সংহার করিব।" **সংহারিব**—ধ্বংস করিব। যবনের স্বভাব—কীর্ত্তনবিরোধিতা—দূর করিব।

১২৫-১২৬। প্রভুর কথায় সকলে ঘরে গিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিল; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় স্বচ্ছন্দে—উৎসাহের সহিত প্রাণ খুলিয়া কেহই আর কীর্ত্তন করিতে পারিল না; কখন আবার কাজী আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করে, এই ভয়ে সকলেই যেন থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিল। প্রভু তাহাদের মনের ভয়ের কথা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন—।

নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সভে নগরমণ্ডন ॥ ১২৭
সন্ধ্যাতে দেউটী সব জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখোঁ কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে ?॥ ১২৮
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায় ॥ ১২৯
আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস।
মধ্যে নাচে আচার্য্য গোসাঞি পরম উল্লাস ॥ ১৩০
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ১৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১২৭-১২৮। লোকদিগকে ডাকাইয়া প্রভু কি বলিলেন, তাহা প্রকাশ করিতেছেন। **কর নগর মণ্ডন**—সমস্ত নবদ্বীপ-নগরকে সজ্জিত কর; সুন্দররূপে সাজাও। **মণ্ডন**—সজ্জা। **দেউটী**—মশাল।

প্রভু বলিলেন—"আজ আমি সমস্ত নদীয়া-নগরে কীর্ত্তন করিব। সন্ধ্যাকালে সকলেই নদীয়া-নগরটীকে সুন্দররূপে সাজাইবে, আর প্রত্যেক ঘরে মশাল জ্বালিয়া আলোকিত করিবে। আজি আমি দেখিয়া লইব—কোন্ কাজী আসিয়া আমার কীর্ত্তন নিষেধ করে।"

১২৭-১২৮ পয়ারস্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে নিম্নলিখিত পাঠান্তর দৃষ্ট হয়:—"নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন। দেখি কোন্ কাজী আজি করে নিবারণ॥ সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন। তিন সম্প্রদায় আজি করিব কীর্ত্তন॥ সন্ধ্যাতে দেউটী সব জ্বাল ঘরে ঘরে। দেখো কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে।" এই পাঠান্তরে "তিন সম্প্রদায় আজি করিব কীর্ত্তন"—এই অংশ অতিরিক্ত আছে।

১২৯-১৩১। সম্প্রদায়—কীর্ত্তনের দল। **বুলে**—ভ্রমণ করে। সন্ধ্যাকালে প্রভু কীর্ত্তনের দল লইয়া বাহির হইলেন। তিন সম্প্রদায়ে কীর্ত্তন চলিল। সর্ব্বাগ্রের সম্প্রদায়ে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, মধ্যের সম্প্রদায়ে শ্রীল অদ্বৈত-আচার্য্য এবং পশ্চাতের সম্প্রদায়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু নৃত্য করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীল হরিদাস-ঠাকুর মুসলমান-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে কীর্ত্তন করিতে দেখিলে মুসলমানগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবে; এজন্য শ্রীল হরিদাসকে প্রথম সম্প্রদায়ে দেওয়া হইয়াছে। আর, শ্রীল অদ্বৈতের কৃপায় শ্রীল হরিদাস বৈষ্ণব হইয়াছেন, তাই তাঁহাকে দেখিলে তাহারা আরও ক্রুদ্ধ হইবে; তাই শ্রীল হরিদাসের পরের সম্প্রদায়েই শ্রীল অদ্বৈতকে কীর্ত্তন করিতে দেওয়া হইয়াছে।

১২৪ পয়ারে প্রভু বলিয়াছেন,—তিনি সমস্ত যবনকে সংহার করিবেন। সংহার অর্থ প্রাণ-বিনাশ নহে; শ্রীমন্ মহাপ্রভু কাহারও প্রাণ বিনাশ করেন নাই; এই অবতারে তিনি কোনও অস্ত্রও ধারণ করেন নাই; "এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারে না মারিল, চিত্তশুদ্ধ করিল সভার।" হরিনাম দিয়াই চিত্তশুদ্ধ করিয়া তিনি অসুরের অসুরত্ব, বিদ্বেষীর বিদ্বেষ ধ্বংস করিয়াছেন। প্রভুর অদ্যকার মহাসঙ্কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যও হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের অদ্ভুত শক্তিতে যবনদিগের কীর্ত্তন-বিদ্বেষ ধ্বংস করা। কীর্ত্তনের শক্তি ও কীর্ত্তনের মাধুর্য্য ভক্তের মুখে যত বেশী বিকশিত হয়, তত আর কিছুতেই নহে; ভক্তমুখের কীর্ত্তনে—অন্যের কথা তো দূরে—সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ংভগবান্ পর্য্যন্ত বশীভূত হইয়া পড়েন। তাই বোধ হয় প্রভু নিজে সর্ব্বাগ্রে না থাকিয়া শ্রীল হরিদাস এবং শ্রীল অদ্বৈতকে অগ্রে দিলেন; এই দুই জনের মধ্যেও ভক্তিধর্ম্মের মহিমা-প্রখ্যাপন-বিষয়ে শ্রীল হরিদাসের এক অপূর্ব্ব বিশেষত্ব আছে; কারণ, ভক্তিধর্ম্মের মহিমায়—নামকীর্ত্তনের মাধুর্য্যে—মুগ্ধ হইয়া তিনি স্বীয় কুলোচিত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিধর্ম্মের—নামসঙ্কীর্ত্তনের—আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত হিন্দু—ব্রাহ্মণ-সন্তান, ভক্তিধর্ম্ম তাঁহারই কুলোচিত ধর্ম্ম; এ বিষয়ে শ্রীঅদ্বৈত অপেক্ষা শ্রীল হরিদাসেরই বিশেষত্ব; তাই বোধ হয় প্রভু সর্ব্বাগ্রের সম্প্রদায়ে শ্রীল হরিদাসকে দিয়াছেন।

সম্প্রদায়ের ক্রম-নির্দ্দেশে প্রভু ইহাও দেখাইলেন যে, ভক্তির নিকটে জাতিকুলাদির বিচার নাই; ভক্তির কৃপা হইলে যবনকুলোদ্ভব ব্যক্তিও ব্রাহ্মণের সমান—এমন কি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের—স্থানও লাভ করিতে পারেন।

বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভু কৃপাবলে ॥ ১৩২
এইমত কীর্ত্তন করি নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সভে কাজী দ্বারে গেলা ॥ ১৩৩
তর্জ্জগর্জ্জ করে লোক, করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র-বলে—লোক প্রশ্রয়-পাগল ॥ ১৩৪
কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে।
তর্জ্জনগর্জ্জন শুনি না হয় বাহিরে ॥ ১৩৫
উদ্ধতলোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুষ্পবন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ ১৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩২। চৈতন্য মঙ্গলে—শ্রীচৈতন্যভাগবতে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ২৩শ অধ্যায়ে শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর প্রভুর এই সঙ্কীর্ত্তন-লীলা বিস্তৃতরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

১৩৩। কাজীদ্বারে—কাজীর বাড়ীর দরজায়।

১৩৪। তর্জ্জ গর্জ্জ করে—তর্জ্জন গর্জ্জন করে, ক্রোধে। **কোলাহল**—কলরব, গণ্ডগোল। **গৌরচন্দ্র-বলে**—গৌরচন্দ্রের বলে; গৌরচন্দ্রের প্রদত্ত উৎসাহে; গৌরচন্দ্র সঙ্গে আছেন, এই সাহসে। **প্রশ্রয়-পাগল**—প্রশ্রয়বশতঃ পাগল বা উন্মত্ত। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অভয়বাণীতে, তাঁহার উৎসাহে, তিনি সঙ্গে আছেন—এই সাহসে কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের লোকগণ যে প্রশ্রয় পাইয়াছে, সেই প্রশ্রয়বশতঃ তাহারা যেন উন্মত্তের মত হইয়াছে। অথবা, গৌরচন্দ্রের বলে ও প্রশ্রয়ে লোক পাগলের ন্যায় হইয়াছে।

১৩৫। **কীর্ত্তনের ধ্বনিতে**—কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া ভয়ে। ভয়ের কারণ পরবর্ত্তী ১৭১-১৭৮ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

১৩৬। কাজী যে পূর্ব্বে মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহার প্রতিশোধ লওয়ার উদ্দেশ্যেই এক্ষণে কাজীর পুষ্পবন ও ঘরদ্বার ভাঙ্গা হইল। শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের ২৩শ অধ্যায়ে এই লীলা বর্ণন করিয়াছেন।

কাজী ছিলেন রাজ-প্রতিনিধি, রাজার শক্তিতে শক্তিমান্; তাঁহার অপমানে রাজার অপমান। আত্মরক্ষার জন্য—নিজের ও রাজার সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য—তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা—যথেষ্ট লোকজন পাইক-পেয়াদাও ছিল। এ সমস্তের বলে বলীয়ান্ হইয়াই তিনি স্বয়ং কীর্ত্তনকারীদের বাড়ীতে গিয়া মৃদঙ্গ ভাঙ্গিতে এবং ভবিষ্যতে সর্ব্বস্ব বাজেয়াপ্ত করার—এমন কি জাতি নষ্ট করার ধমক দিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। কিন্তু আজ সহস্র সহস্র লোক—যাঁহাদের প্রত্যেকেই কাজীর প্রজা, কাজীর শাসনের সীমার মধ্যে অবস্থিত এবং যাঁহারা নিজ নিজ বাড়ীতে বসিয়া কীর্ত্তন করিলেও কাজীর হুকুমে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব এবং জাতি পর্য্যন্ত হারাইবার ভয়ে ভীত ছিলেন, তাঁহারা—গগন-বিদারী কীর্ত্তনধ্বনি করিতেছেন—তাঁহাদের নিজ বাড়ীতে নয়—রাজপথে নয়—পরন্তু স্বয়ং কাজী-সাহেবের বাড়ীতে। কেবল তাহাই নহে—কাজীকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা হুঙ্কার দিতেছেন, তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন, লম্ফ-ঝম্প দিতেছেন—এমন কি, কাজীর পুষ্পবন, ঘর-দ্বার পর্য্যন্তও নষ্ট করিতেছেন !! আর কাজী আছেন অন্তঃপুরে লুকাইয়া !! তাঁহার রক্ষক পাইক-পেয়াদা কোথায় আছে, তাহারাই জানে! কীর্ত্তনোন্মত্ত লোকগুলিকে বাধা দেওয়ার নিমিত্ত টু-শব্দটী করার জন্যও একটী লোক কোথায়ও দেখা যায় না !! ইহার কারণ কি? কাজীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, তাঁহার রাজশক্তি—আজ কোথায় কেন আত্মগোপন করিল? উত্তর বোধ হয় এই:—রাজা প্রাকৃত-শক্তিতে শক্তিমান্; সেই শক্তিও আবার অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ক্ষুদ্র একটী ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রতর এক অংশে মাত্র কার্য্যকরী; কাজীর শক্তি তাহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর। আর আজ কাজীর বাড়ীতে যিনি উপস্থিত—যাঁহার বলে কীর্ত্তনোন্মত্ত লোকসকল বলীয়ান্, তিনি—অনন্ত-কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু ঐশ্বর্য্যশক্তি আছে, অনন্ত-কোটি অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদিতে যত কিছু ঐশ্বর্য্যশক্তি আছে, তৎসমস্তের একমাত্র অধিপতি তিনি, তাঁহার শক্তির ক্ষুদ্র এক কণিকার আভাস মাত্র পার্থিব রাজার শক্তি ও ঐশ্বর্য্য। তাঁহার শক্তির তুলনায় কাজীর শক্তি—কোটি সূর্য্যের তুলনায় ক্ষুদ্র খদ্যোতকের শক্তি অপেক্ষাও তুচ্ছ—তাই

তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা ॥ ১৩৭
দূরে হৈতে আইলা কাজী মাথা নোঙাইয়া।
কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া ॥ ১৩৮
প্রভু বোলে, আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।
আমা দেখি লুকাইলা, এ ধর্ম্ম কেমত ? ॥ ১৩৯
কাজী কহে, তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া ॥ ১৪০
এবে তুমি শান্ত হৈলে, আসি মিলিলাম।
ভাগ্য মোর, তোমা হেন অতিথি পাইলাম ॥ ১৪১
গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।
দেহসম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রামসম্বন্ধ সাঁচা ॥ ১৪২
নীলাম্বরচক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে-সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥ ১৪৩
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয় ॥ ১৪৪
এইমতে দোঁহার কথা হয় ঠারেঠোরে।
ভিতরের অর্থ কেহো বুঝিতে না পারে ॥ ১৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আজ স্তিমিত। অথবা, কাজীর শক্তির মূল উৎস স্বয়ংভগবান্ গৌরচন্দ্র স্বীয় ঐশ্বর্য্য লইয়া যেখানে উপস্থিত, সেখানে কাজীর শক্তির অস্তিত্ব থাকিতে পারেনা। মহাসমুদ্রের জল পাইয়া যে ক্ষুদ্র নালার উৎপত্তি, মহাসমুদ্রকর্তৃক প্লাবিত হইলে তাহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারেনা।

১৩৭। **তার দ্বারেতে**—কাজীর দ্বারেতে। **ভব্য লোক**—শিষ্ট বা সম্ভ্রান্ত যোগ্য লোক। **বোলাইয়া**—ডাকাইয়া আনিলেন।

১৩৮। **দূর হৈতে**—ইত্যাদি—কাজী দূর হইতেই মাথা নোঙাইয়া আসিলেন, প্রভুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ।

১৩৯। **অভ্যাগত**—অতিথি। কাজীকে অপ্রতিভ করার উদ্দেশ্যে চতুর-চূড়ামণি প্রভু বলিলেন—"আমি তোমার বাড়ীতে অতিথি আসিলাম; অথচ তুমি আমাকে দেখিয়া ঘরে গিয়া লুকাইয়া রহিলে। ইহা তোমার কিরূপ ধর্ম্ম!" অতিথি আসিলে স্বয়ং অগ্রসর হইয়া গিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করাই সদাচার-সম্মত ব্যবহার।

১৪০-১৪১। এই দুই পয়ারে কাজী যাহা বলিলেন, তাহার ব্যঞ্জনা বোধ হয় এই যে,—"তুমি যে অতিথিরূপে আসিয়াছ, তাহা মনে করিতে পারি নাই; কারণ, অতিথি ক্রুদ্ধ হইয়া আসেনা, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছ—তোমার লোকজনের তর্জ্জন গর্জ্জন-হুঙ্কার, তাহাদের দ্বারা আমার ঘর-দ্বার-পুষ্পবনাদির ধ্বংস, আর তাহাতে তোমার উদাসীনতা, এ সমস্ত হইতেই তোমার ক্রোধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যাহা হউক, তুমি যখন বলিতেছ—তুমি আমার অতিথি তখন ইহা আমার পরম-সৌভাগ্যই; কারণ, তোমার ন্যায় অতিথি পাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটেনা।"

১৪২-১৪৩। পরবর্ত্তী ১৭১-১৭৮ পয়ার হইতে জানা যায়, কাজী অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন; এক্ষণে প্রভু যখন বলিলেন, তিনি কাজীর অতিথিরূপে আসিয়াছেন, তখন কাজীর মনে একটু ভরসা হইল; এই ভরসাতেই, সম্ভবতঃ প্রভুকে একটু সন্তুষ্ট করার জন্যই, প্রভুর সহিত গ্রাম-সম্বন্ধের কথা উত্থাপিত করিতেছেন।

চক্রবর্ত্তী—নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তী, প্রভুর মাতামহ। **চাচা**—খুড়া। **সাঁচা**—সত্য; শ্রেষ্ঠ। **নানা**—মাতামহ। **ভাগিনা**—ভাগিনেয়; ভগিনীর পুত্র।

১৪৪। গ্রামসম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া প্রভুর ক্রোধ দূর করার উদ্দেশ্যে গূঢ়-মিনতির সুরেই যেন কাজী বলিলেন—"তুমি আমার ভাগিনেয়, আমি তোমার মামা। ভাগিনেয়ের অত্যাচার, আবদার—স্নেহবশতঃ মামা নিশ্চয়ই সহ্য করিয়া থাকে; ইহা স্বাভাবিক। আবার মামা যদি ভাগিনেয়ের কাছে কোনও অপরাধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই অপরাধ উপেক্ষা করাও ভাগিনেয়ের পক্ষে উচিত।"

এস্থলে কাজী ভঙ্গীতে—মৃদঙ্গ-ভঙ্গ এবং কীর্ত্তন-নিষেধ জনিত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

১৪৫। **দোঁহার**—প্রভুর ও কাজীর। **ঠারেঠোরে**—ইঙ্গিতে। **ভিতরের অর্থ**—মৃদঙ্গ-ভঙ্গ ও কীর্ত্তন-নিষেধ-জনিত অপরাধের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনাই বোধ হয় কাজীর উক্তির ভিতরের অর্থ।

প্রভু কহে—প্রশ্ন লাগি আইলাম তোমার স্থানে।
কাজী কহে—আজ্ঞা কর যে তোমার মনে॥ ১৪৬
প্রভু কহে—গোদুগ্ধ খাও, গাভী তোমার মাতা
বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তেঁহো পিতা॥ ১৪৭
পিতা-মাতা মারি খাও—এবা কোন্ ধর্ম্ম ?।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম ?॥ ১৪৮
কাজী কহে তোমার যৈছে বেদ পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র—কেতাব কোরাণ॥ ১৪৯
সেই শাস্ত্রে কহে—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গভেদ।
নিবৃত্তিমার্গে জীবমাত্র-বধের নিষেধ॥ ১৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৪৬। **প্রশ্ন লাগি**—কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য। **আজ্ঞা কর ইত্যাদি**—তোমার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর।

১৪৭-১৪৮। **গো-দুগ্ধ**—গাভীর দুগ্ধ। **মাতা**—দুগ্ধ দান করে বলিয়া গাভী মাতা। **বৃষ**—ষাঁড়। উপলক্ষণে পুরুষ-জাতীয় গরু। **উপজায়**—উৎপাদন করে, জন্মায়। কৃষিকর্ম্মাদির সহায়তা করিয়া খাদ্য-উৎপাদন করে বলিয়া বৃষ লোকের পিতৃতুল্য। **পিতামাতা মারি ইত্যাদি**—পিতৃ-মাতৃতুল্য গোজাতিকে মারিয়া খাও, ইহা তোমার কিরূপ ধর্ম্ম ? গো-বধ কর কেন ? **বিকর্ম্ম**—নিন্দিত কর্ম্ম, পাপকর্ম্ম।

১৪৯। **কেতাব**—গ্রন্থ। **কোরাণ**—মুসলমানদের প্রামাণ্য ধর্ম্মগ্রন্থের নাম কোরাণ। মুসলমানগণ বলেন, মহাত্মা মহম্মদের যোগে এই গ্রন্থ ভগবান্ কর্তৃক প্রকটিত হইয়াছে। ইহা ভগবানেরই বাণীতে পূর্ণ। হিন্দুর নিকটে বেদ-পুরাণ যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের বস্তু, মুসলমানের নিকটেও কোরাণ তেমনি শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। বস্তুতঃ আত্মধর্ম্ম-বিষয়ক মূলনীতি-বিষয়ে কোরাণ এবং বেদ-পুরাণের বাণীতে বিশেষ কিছু পার্থক্যও নাই।

১৫০। **সেই শাস্ত্রে**—কোরাণ-শাস্ত্রে। **প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গভেদ**—প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ, এই দুইটী বিভিন্ন পন্থা। ইন্দ্রিয়-সংযমের নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্রেও এই দুইটী পন্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। নিবৃত্তিমার্গ ইন্দ্রিয়ের কোনওরূপ আকাঙ্ক্ষা-পূরণেরই পক্ষপাতী নহে; প্রবৃত্তিমার্গ সংযত-ভাবে ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষাপূরণের পক্ষপাতী। যাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন, ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধায় কখনও কোনওরূপ আহার না যোগাইলে, বাধাপ্রাপ্ত স্রোতস্বতীর ন্যায়, তাহা আরও প্রবলতর হইয়া উঠিবে, তখন তাহাকে দমন করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। স্থলবিশেষে, আহার-অভাবে কোনও কোনও ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে পারে-সত্য, কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষা অন্তর্হিত হইবে না; আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিতেই সংযম। তাই তাঁহারা বলেন, ইন্দ্রিয়কে যথেষ্ট আহার না দিয়া—প্রবৃত্তির স্রোতে সম্যক্রূপে আত্মসমর্পণ না করিয়া—সময় সময় সংযতভাবে তাহাকে কিছু কিছু আহার দিয়া ক্রমশঃ তাহাকে বশীভূত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই হিন্দুশাস্ত্রে যজ্ঞার্থে পশুহননের ব্যবস্থা। লোকের মাংস খাওয়ার প্রবৃত্তি আছে; নানা কারণে যথেচ্ছ মাংসভোজনও শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে; যাহারা মোটেই মাংস না খাইয়া পারেন, তাদের পক্ষে ভালই; আর যাহারা না খাইয়া পারেন না, তাদের জন্য ব্যবস্থা এই যে, যজ্ঞোপলক্ষে পশুবধ করিয়া তাহার মাংস ভোজন করিবে। এইরূপে যজ্ঞার্থ পশুহননের ব্যবস্থা করিয়া যখন তখন, যেখানে সেখানে যে কোনও প্রাণীর মাংস-ভোজন নিষেধ করা হইল—উদ্দেশ্য, এই ভাবে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধাকে সঙ্কুচিত করিয়া আনা। এই পন্থাকে বলে প্রবৃত্তিমার্গ। আর যাহারা নিবৃত্তিমার্গের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন, প্রবৃত্তিমার্গ ইন্দ্রিয়-সংযমের অনুকূল নহে; ঘৃতদ্বারা অগ্নি যেমন বর্দ্ধিতই হয়, তদ্রূপ যজ্ঞাদি বিশেষ উপলক্ষ্যে হইলেও, কিছু আহার পাইলেই ইন্দ্রিয়গ্রাম বলবান্ হইয়া উঠিবে। তাই তাঁহারা বলেন, কঠোর ভাবে ইন্দ্রিয়ের শাসন—ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধায় কোনওরূপ আহার না যোগানই ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রকৃষ্ট পন্থা; ইহাই নিবৃত্তিমার্গ। যজ্ঞার্থে যে পশুহননের বিধি আছে, তাহাকে পরিসংখ্যা-বিধি বলে; ইহা বাধ্যতামূলক বিধি নহে—যজ্ঞোপলক্ষে পশুহনন করিয়া যে ভোজন করিতেই হইবে, তাহা নহে; যদি মাংস-ভোজন না করিয়া থাকিতে না পার, তবে যজ্ঞোপলক্ষে নিহত পশুর মাংস খাইবে—অন্য মাংস খাইও না। যজ্ঞে নিহত পশুর মাংস যে খাইতেই হইবে

প্রবৃত্তিমার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপভয় ॥ ১৫১
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী।
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি ॥ ১৫২
প্রভু কহে—বেদে কহে গোবধ নিষেধে।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধে ॥ ১৫৩
জীয়াইতে পারে যদি, তবে মারে প্রাণী।
বেদ পুরাণে ঐছে আছে আজ্ঞাবাণী ॥ ১৫৪
অতএব জরদ্গব মারে মুনিগণ।
বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন ॥ ১৫৫
জরদ্গব হঞা যুবা হয় আর বার।
তাতে তার বধ নহে হয় উপকার ॥ ১৫৬
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গোবধ কেহো না করে এখনে ॥ ১৫৭

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে কৃষ্ণজন্মখণ্ডে (১৮৫।১৮০)

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অশ্বমেধমিতি। অশ্বমেধং অশ্ববধনিষ্পন্নযাগ-বিশেষং গবালম্ভং গোবধনিষ্পন্নগোমেধাখ্যযাগ-বিশেষং সন্ন্যাসং, পলপৈতৃকং মাংসেন পিতৃশ্রাদ্ধং, দেবরেণ পত্যুর্ভ্রাত্রা করণেন সুতোৎপত্তিং এতানি পঞ্চ কলৌ কলিযুগে বিবর্জ্জয়েৎ।৭।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহাও নয়। না খাইয়া থাকিতে পারিলে খাইও না।”—ইহাই পরিসংখ্যা-বিধির তাৎপর্য্য। যজ্ঞার্থে পশুহননের বিধি প্রবৃত্তিমার্গের বিধি—ইহাও পরিসংখ্যা বিধিমাত্র; যজ্ঞে পশুহনন না করিলেও প্রত্যবায় নাই,—আহারের প্রয়োজন হইলে করিবে; ইহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু নিবৃত্তিমার্গ যখন কোনও অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়ের আহার যোগানের পক্ষপাতী নয়, তখন তাহা যজ্ঞে পশুহননের পক্ষপাতীও নহে; তাই **নিবৃত্তিমার্গে জীবমাত্রে-বধের** নিষেধ—নিবৃত্তিমার্গাবলম্বীদের মতে কোনও সময়েই কোনও জীবের প্রাণবধ করা সঙ্গত নহে। পাকের চুলায়, ঢেকিতে, জলের কলসের নীচে, যাতায়াতাদিতে লোক-মাত্রের পক্ষেই অনেক দৃশ্য ও অদৃশ্য ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাণসংহার অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে; ইহাতেও পাপ আছে এবং এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও আছে।

১৫১। প্রবৃত্তিমার্গে কোরাণ-শাস্ত্রের মতে গোবধ করার বিধি আছে; শাস্ত্রবিধি আছে বলিয়া এইরূপ গোবধে পাপের আশঙ্কা নাই।

১৫২। কাজী বলিতেছেন—“কেবল যে কোরাণেই গোবধের কথা আছে, তাহা নহে; বেদেও গোবধের কথা আছে; তাই বড় বড় মুনি-ঋষিরাও গোবধ করিতেন।”

১৫৩-১৫৭। **আজ্ঞাবাণী**—আদেশ। **জরদ্গব**—জরাগ্রস্ত (বুড়া) গরু। **বেদমন্ত্রে**—বেদের মন্ত্রে।

কাজীর কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—“বেদে গোবধ নিষিদ্ধ; তাই হিন্দুগণ এখন গোবধ করেনা। তবে বেদে এবং পুরাণে এইরূপ আদেশ আছে যে, যদি মারিয়া কেহ পুনরায় বাঁচাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি গোবধ-যজ্ঞে গোবধ করিতে পারেন। প্রাচীনকালের মুনিগণের তাদৃশী শক্তি ছিল, তাই তাঁহারা বুড়া গরু মারিতেন; মারিয়া কিন্তু বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আবার বাঁচাইতেন; যখন গরুটী আবার বাঁচিয়া উঠিত, তখন তাহা আর বুড়া থাকিতনা, যুবা হইয়া উঠিত; তাই তাদৃশ গোবধে গরুর অপকার না হইয়া উপকার হইত—প্রকৃত বধ হইত না। কিন্তু কলিকালের ব্রাহ্মণের সেই শক্তি নাই, তাঁহারা কোনও প্রাণীই মারিয়া পুনরায় বাঁচাইতে পারেন না; তাই কলিতে গোবধ নিষেধ।” কলিতে গোবধ-নিষেধের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অশ্বমেধং (অশ্বমেধ-যজ্ঞ), গবালম্ভং (গোমেধ-যজ্ঞ), সন্ন্যাসং (সন্ন্যাস), পলপৈতৃকম্ (মাংসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ), দেবরেণ (স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বারা) সুতোৎপত্তিং (পুত্রোৎপাদন) [ইতি] (এই) পঞ্চ (পাঁচটী) কলৌ (কলিযুগে) বিবর্জ্জয়েৎ (বর্জ্জন করিবে)।

তোমরা জীয়াইতে নার বধমাত্র সার।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার ॥ ১৫৮
গরুর যতেক রোম, তত সহস্র বৎসর।
গোবধী রৌরবমধ্যে পচে নিরন্তর ॥ ১৫৯
তোমা-সভার শাস্ত্রকর্ত্তা—সেহো ভ্রান্ত হৈল।
না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম—ঐছে আজ্ঞা দিল ॥ ১৬০
শুনি স্তব্ধ হৈল কাজী, নাহি স্ফুরে বাণী।
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি ॥ ১৬১
তুমি যে কহিলে পণ্ডিত ! সেই (সব) সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র,—বিচারসহ নয় ॥ ১৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ।—অশ্বমেধ-যজ্ঞ, গোমেধযজ্ঞ, সন্ন্যাস, মাংসের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবরদ্বারা সুতোৎপাদন,—কলিযুগে এই পাঁচটী বর্জ্জন করিবে। ৭।

অশ্বমেধ—একরকম যজ্ঞ, ইহাতে ঘোড়া বধ করিতে হয়। **গবালম্ভ**—একপ্রকার যজ্ঞ, ইহাতে গোবধ করিতে হয়। **পলপৈতৃক**—মাংসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ। **দেবর**—স্বামীর ছোটভাই। **সুতোৎপাদন**—পুত্রোৎপাদন, পুত্রজন্মান। অশ্বমেধাদি যে পাঁচটী অনুষ্ঠানের কথা বলা হইল, তাহাদের প্রত্যেকটীই অনাত্মধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত, দেশ-কালের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনাত্মধর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন হয় (ভূমিকায় ধর্ম্ম-শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। অশ্বমেধাদি পাঁচটী আনুষ্ঠান পূর্ব্বে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল ; দেশ-কালের অনুপযোগী বলিয়া পরবর্ত্তী সময়ে যে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

১৫৮-৫৯। **তোমরা**—তোমার (কাজীর) ন্যায় মুসলমানগণ। **জীয়াইতে নার**—বাঁচাইতে পার না। **বধমাত্র সার**—তোমাদের গোহত্যা বিশুদ্ধ হত্যাতেই পর্য্যবসিত হয়। প্রাচীনকালের ঋষিগণ বাঁচাইতে পারিতেন বলিয়া তাঁদের গোহত্যা প্রকৃত প্রস্তাবে হত্যা হইত না। **নরক**—গোবধের ফলে নরক গমন। **গোবধী**—গোহত্যাকারী। **রৌরব মধ্যে**—রৌরব নামক নরকের মধ্যে।

১৬০। **না জানি ইত্যাদি**—পুনরায় যে বাঁচাইতে পারে না, সে যদি গো-হত্যা করে, তাহা হইলে যে "গরুর যত রোম, তত সহস্র বৎসর" রৌরব-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা না জানিয়াই তোমাদের (মুসলমানদের) শাস্ত্র-কর্ত্তা প্রবৃত্তিমার্গে গোবধের বিধি দিয়াছেন। ১৫৩-১৬০ পয়ার কাজীর প্রতি প্রভুর উক্তি।

১৬১। **শুনি**—প্রভুর বাক্য শুনিয়া। **নাহি স্ফুরে বাণী**—কথা বন্ধ হইল। **বিচারিয়া**—প্রভুর সমস্ত কথা বিচার করিয়া। **পরাভব মানি**—পরাজয় স্বীকার করিয়া। ১৬৪ পয়ারের পূর্ব্বার্দ্ধ পর্য্যন্ত কাজীর উক্তি।

১৬২। **আধুনিক**—হিন্দুর বেদ-পুরাণ অপেক্ষা পরবর্ত্তী কালের লিখিত। মুসলমানধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হজরত-মহম্মদ কর্ত্তৃক কোরাণ প্রচারিত হইয়াছে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে (৫৭০ খৃঃ অঃ হইতে ৬৩২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত) মহম্মদ প্রকট ছিলেন। হিন্দুদের বেদ-পুরাণ তাহার বহু পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। কোরাণ লিখিত হইয়াছে আরব-দেশে ; সুতরাং কোরাণের খাদ্যাখাদ্যবিষয়ক বিধিসমূহ তৎকালীন আরবদেশবাসীদের অবস্থারই অনুকূল ছিল বলিয়া মনে হয়। **আমার শাস্ত্র**—মুসলমানের কোরাণ শাস্ত্র। **বিচারসহ নয়**—বিচার করিয়া দেখিতে গেলে যাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। "বিচারসহ"—স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "বিচারস্থ"—পাঠান্তর আছে ; বিচারস্থ—বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ; বিচারসহ। প্রভু গোবধ-সম্বন্ধেই কাজিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; কাজির উক্তিও গোবধ-সম্বন্ধেই, আত্মধর্ম্ম সম্বন্ধে নহে।

১৬৩। **কল্পিত আমার শাস্ত্র**—আমার (কাজীর—মুসলমানের) শাস্ত্র লেখকের নিজের কল্পনা মাত্র। কাজীর মুখে মুসলমানদের শাস্ত্রসম্বন্ধে যে "বিচার-সহ নয়" এবং "কল্পিত" এই দুইটী কথা বাহির করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কাজীর অভিমত বোধ হয় কোনও মুসলমানই অনুমোদন করিবেন না ; নিজের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে এরূপ অভিমত প্রকাশ করার পক্ষে কাজীর যথেষ্ট কারণ ছিল—পরবর্ত্তী ১৭১—১৮০ পয়ার পড়িলেই তাহা বুঝা যাইবে। তবে একথা

কল্পিত আমার শাস্ত্র, আমি সব জানি।
জাতি-অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি ॥ ১৬৩
সহজে যবন শাস্ত্র অদৃঢ়বিচার।
হাসি তারে মহাপ্রভু পুছেন আর বার---॥ ১৬৪
আর এক প্রশ্ন করি, শুন তুমি মামা !
যথার্থ কহিবে, ছলে না বঞ্চিবে আমা ॥ ১৬৫
তোমার নগরে হয় সদা সঙ্কীর্ত্তন।
বাদ্যগীতকোলাহল সঙ্গীত-নর্ত্তন ॥ ১৬৬
তুমি কাজী হিন্দুধর্ম্ম বিরোধে অধিকারী।
এবে যে না কর মানা, বুঝিতে না পারি ॥ ১৬৭
কাজী বোলে—সভে তোমায় বোলে গৌরহরি।
সেই নামে আমি তোমা সম্বোধন করি ॥ ১৬৮
শুন গৌরহরি ! এই প্রশ্নের কারণ।
নিভৃত হও যদি, তবে করি নিবেদন ॥ ১৬৯
প্রভু বোলে—এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়।
স্ফুট করি কহ তুমি, নাহি কিছু ভয় ॥ ১৭০
কাজী কহে—যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া।
কীর্ত্তন করিলুঁ মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ॥ ১৭১
সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর।
নরদেহ সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর ॥ ১৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অবশ্যই স্বীকার্য্য হইতে পারে যে, যে সময়ে যে দেশে কোরাণ লিখিত হইয়াছিল, সেই সময়ের এবং সেই দেশের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শাস্ত্রকার গোবধের বিধি দিয়াছিলেন ; কিন্তু মহাপ্রভুর সহিত কাজীর আলোচনা যে সময়ে এবং যে স্থানে হইতেছিল, হয় তো সেই সময়ের এবং সেই স্থানের---ভারতবর্ষের---উপযোগী ছিল না—কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বের লিখিত কোরাণে গোবধের বিধি থাকিলেও কাজীর সময়ে সেই বিধি "বিচার সহ" ছিল না—ইহাই বোধ-হয় কাজীর উক্তির তাৎপর্য্য ছিল।

জাতি-অনুরোধে ইত্যাদি—আমি মুসলমান বলিয়া মুসলমান-শাস্ত্রের প্রতি মর্য্যাদা দেখাই মাত্র।

১৬৪। **সহজে**—স্বভাবতঃই। **যবন-শাস্ত্র**—মুসলমানের শাস্ত্র। **অদৃঢ় বিচার**—দৃঢ় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার পূর্ব্বক লিখিত নহে। (পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

গোবধ-সম্বন্ধে কাজীকে প্রভু যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সে প্রশ্নের উত্তরে কাজী স্পষ্ট কথাতেই পরাজয় স্বীকার করিলেন ; প্রভু তাহাতে একটু হাসিলেন ; হাসিয়া তাঁহাকে আর একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

১৬৫-৬৭। **ছলে** ইত্যাদি—ছলনা করিয়া—প্রকৃত কথা গোপন করিয়া—আমাকে প্রতারিত করিওনা। **হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধে** অধিকারী—মুসলমান-রাজার অধীনে মুসলমান-বিচারপতি বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণে তোমার অধিকার বা ক্ষমতা আছে—তুমি বিরুদ্ধাচরণ করিলে কেহই কিছু বলিতে সাহস করিবে না, কেহ তোমার প্রতিকূল আচরণও করিবে না।

প্রভু প্রশ্ন করিলেন—"মামা, আমাকে একটী কথা সত্য করিয়া বলিবে ; সত্য গোপন করিয়া আমাকে প্রতারিত করিওনা। কথাটী এই—তোমার নগরে নিত্যই সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে নৃত্য হইতেছে, বাদ্যগীতের কত কোলাহল হইতেছে। তুমি মুসলমান-কাজী, হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে তোমার ক্ষমতা আছে ; কিন্তু তুমি এই কোলাহলময় নৃত্যকীর্ত্তনে বাধা দিতেছনা কেন ?"

কাজীর ভিতরের কথা বাহির করার উদ্দেশ্যেই প্রভু এই প্রশ্ন করিলেন।

১৬৯। **নিভৃত**—নির্জ্জন। কাজী বলিলেন—"কীর্ত্তনে বাধা না দেওয়ার কারণ তোমাকে বলিতে পারি ; তবে এত লোকের সাক্ষাতে বলিতে পারি না, তোমার নিকটে গোপনে বলিতে পারি।"

১৭০। **অন্তরঙ্গ**—নিতান্ত আপনার জন। **স্ফুট করি**—প্রকাশ করিয়া, খুলিয়া।

১৭২। **নরদেহ সিংহমুখ**—মানুষের মত দেহ—দুই হাত, দুই চরণ—কিন্তু মুখ খানা সিংহের মুখের মতন। কাজীর বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীনৃসিংহদেবই কাজীকে দর্শন দিয়াছিলেন।

শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি।
অট্টঅট্ট হাসে, করে দন্ত কড়মড়ি॥ ১৭৩
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর স্বরে বোলে—।
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে॥ ১৭৪
মোর কীর্ত্তন মানা করিস, করিমু তোর ক্ষয়!
আঁখি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয়॥ ১৭৫
ভীত দেখি সিংহ বোলে হইয়া সদয়—।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয়॥ ১৭৬
সেদিন বহুত নাহি কৈল-উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করিয়া না কৈলুঁ প্রাণাঘাত॥ ১৭৭
ঐছে যদি পুন কর, তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু॥ ১৭৮
এত কহি সিংহ গেল মোর হৈল ভয়।
এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয়॥ ১৭৯
এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল।
শুনি দেখি সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল॥ ১৮০
কাজী কহে—ইহা আমি কারে না কহিল।
সেই দিন আমার এক পেয়াদা আইল॥ ১৮১
আসি কহে—গেলুঁ মুঞি কীর্ত্তন নিষেধিতে।
অগ্নি-উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে॥ ১৮২
পুড়িলা সকল দাড়ি মুখে হৈল ব্রণ।
যেই পেয়াদা যায় তার এই বিবরণ॥ ১৮৩
তাহা দেখি বলি আমি মহাভয় পাঞা।
কীর্ত্তন না বর্জ্জিহ, ঘরে রহ ত বসিয়া॥ ১৮৪
তবে ত নগরে হৈবে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
শুনি সব ম্লেচ্ছ আসি কৈল নিবেদন—॥ ১৮৫
নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম বাড়িল অপার।
হরিহরিধ্বনি বিনা নাহি শুনি আর॥ ১৮৬
আর ম্লেচ্ছ কহে—হিন্দু 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বলি।
হাসে কান্দে নাচে গায়—গড়ি যায় ধূলি॥ ১৮৭
'হরিহরি' করি হিন্দু করে কোলাহল।
পাৎসা শুনিলে তোমায় করিবেক ফল॥ ১৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৭৪। **ফাড়িমু**—চিরিয়া ফেলিব। **মৃদঙ্গ বদলে**—তুমি মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়াছ, আমি তোমার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইব।

১৭৫। এই পয়ার হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুই নৃসিংহরূপে কাজীকে কৃপা করিয়াছিলেন।

১৭৭। **তেঞি**—তজ্জন্য। **প্রাণাঘাত**—প্রাণনাশ।

১৭৯। **নখচিহ্ন**—নখ দ্বারা বক্ষোবিদারণের চিহ্ন। কাজী স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, নৃসিংহদেব তাঁহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়াছেন; জাগ্রত হইয়াও দেখিলেন, বক্ষে নখচিহ্ন রহিয়াছে। প্রভু যে দিন কীর্ত্তন লইয়া আসিলেন, সেই দিনও সেই চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল।

১৮১-৮৩। নিজের উপর নৃসিংহের শাসনের কথা বলিয়া কাজীর লোকজনের উপরেও যে অলৌকিক শাসন হইয়া গিয়াছে, তাহা বলিতেছেন।

অগ্নি-উল্কা—আগুনের উল্কা; শূন্য হইতে আগত অগ্নিরাশি। **পেয়াদা**—পদাতিক। **ব্রণ**—ক্ষত। পেয়াদার দাড়ি পুড়িয়া গেল, মুখে ক্ষত হইল। কিন্তু কোথা হইতে আগুন আসিল কেহ বলিতে পারে না।

১৮৪-৮৫। **না বর্জ্জিহ**—নিষেধ করিও না। **তবেত** ইত্যাদি—নগরে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন চলিবে আশঙ্কা করিয়া।

১৮৭। **গড়ি যায় ধূলি**—ধূলায় গড়াগড়ি যায়।

১৮৮। **পাৎসা**—বাদসাহ। **করিবেক ফল**—শাস্তি দিবেন।

তবে সেই যবনেরে আমিত পুছিল—।
হিন্দু 'হরি' বোলে—তার স্বভাব জানিল ॥ ১৮৯
তুমি ত যবন হৈয়া কেনে অনুক্ষণ।
হিন্দুর দেবতার নাম লও কি কারণ ? ॥ ১৯০
ম্লেচ্ছ কহে—হিন্দুরে আমি করি পরিহাস।
কেহো কেহো কৃষ্ণদাস, কেহো রামদাস ॥ ১৯১
কেহো হরিদাস, বোলে 'হরিহরি'।
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি ॥ ১৯২
সেই হইতে জিহ্বা মোর বোলে 'হরিহরি'।
ইচ্ছা নাঞি, তবু বোলে, কি উপায় করি ? ॥ ১৯৩
আর ম্লেচ্ছ কহে—শুন আমি এইমতে।
হিন্দুকে পরিহাস কৈল, সেই দিন হৈতে ॥ ১৯৪
জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে না মানে বর্জ্জন।
না জানি কি মন্ত্রৌষধি করে হিন্দুগণ ॥ ১৯৫
এত শুনি তা-সভারে ঘরে পাঠাইল।
হেনকালে পাষণ্ডি-হিন্দু পাঁচ-সাত আইল ॥ ১৯৬
আসি কহে—হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল, কভু শুনি নাই ॥ ১৯৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৮৯-৯০। কাজী আরও এক অদ্ভুত ঘটনার কথা বলিতেছেন। যে সমস্ত মুসলমান হিন্দুর কীর্ত্তন নিষেধ করে না বলিয়া কাজীকে বাদসাহের রোষের ভয় দেখাইতে আসিত, তাহাদেরই একজন অনবরত "হরি হরি" ধ্বনি করিত।

১৯১-৯৩। যবন হইয়া সে কেন হরিনাম করিতেছে, কাজী এই প্রশ্ন করিলে সে বলিল :—হিন্দুদের কেহ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলে, কেহ "রাম রাম" বলে, কেহ "হরি হরি" বলে। তাই আমি উপহাস করিয়া বলিলাম "তুমি কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল, তুমি বুঝি কৃষ্ণদাস হইয়াছ! তুমি কেবল রাম রাম বলিয়া চীৎকার কর, তুমি বুঝি বেটা রামদাস হইয়াছ! আর তুমি কেবল "হরি হরি" বলিয়া লম্ফ ঝম্প দিতেছ, তুমি বুঝি হরিদাস হইয়াছ! নিশ্চয়ই বেটারা রাত্রিতে কারও ঘরে চুরি করিবার মতলব করিয়াছিস্, তাই দিনের বেলায় 'কৃষ্ণ রাম হরি' বলিয়া সাধুতার আবরণে নিজদিগকে ঢাকিয়া রাখিয়া ধরা পড়ার হাত হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছিস্।"—কিন্তু এসকল বলার পর হইতেই —কেন বলিতে পারি না—আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার জিহ্বা হইতে অনবরত আপনা-আপনি "হরি হরি"-শব্দ বাহির হইতেছে।

১৯১-৯২ পয়ারের অন্বয় :—ম্লেচ্ছ কহিল—হিন্দুদিগকে পরিহাস করিয়া আমি (বলিলাম)—(তোমরা) কেহ কেহ কৃষ্ণদাস, কেহ রামদাস, কেহবা হরিদাস (হইয়াছ)! তাই সর্ব্বদা "হরি হরি" বলিতেছ! (আমি) জানি, (নিশ্চয়ই তোমরা) কাহারও ঘরে ধন চুরি করিবে।

হরিনাম যে স্বপ্রকাশ বস্তু, ১৯৩ পয়ার হইতে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

১৯৪। "পরিহাস"-স্থলে কোনও গ্রন্থে "মস্করা" পাঠান্তর দৃষ্ট হয় ; অর্থ—ঠাট্টা, বিদ্রূপ।

১৯৫। **বর্জ্জন**—বারণ। **মন্ত্রৌষধি** ইত্যাদি—হিন্দুরা কোনও মন্ত্র প্রয়োগ করে, না কি ঔষধ প্রয়োগ করে বলিতে পারি না, যাহার ফলে আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার জিহ্বা সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া থাকে।

পতিতপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভু ভঙ্গীতে যবনের মুখেও শ্রীহরিনাম স্ফুরিত করাইয়াছেন।

১৯৬। মুসলমানদের কথা বলিয়া কয়েকজন কীর্ত্তন-বিদ্বেষী হিন্দু, কীর্ত্তনের বিরুদ্ধে কিরূপে কাজীর নিকটে নালিশ করিয়াছিল, তাহাই কাজী বলিতেছেন।

তা-সভারে—১৮৬-৯৫ পয়ারোক্ত মুসলমানগণকে। **পাষণ্ডী-হিন্দু**—কীর্ত্তন-বিদ্বেষী ভগবদ্বহির্ম্মুখ হিন্দু।

১৯৭। **ভাঙ্গিল**—নষ্ট করিল। **প্রবর্ত্তাইল**—প্রবর্ত্তিত করিল। **যে কীর্ত্তন** ইত্যাদি—এইরূপ কীর্ত্তনের কথা আমরা আর কখনও শুনি নাই। ব্যঞ্জনা এই যে, ইহা হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত নহে ; এই কীর্ত্তন চলিতে দিলে হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট হইবে।

মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে বাদ্য নৃত্য গীত—যোগ্য আচরণ ॥ ১৯৮
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥ ১৯৯
উচ্চ করি গায় গীত, দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥ ২০০
না জানি কি খাঞা মত্ত হৈয়া নাচে গায়।
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায় ॥ ২০১
নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই—করি জাগরণ ॥ ২০২
'নিমাই' নাম ছাড়ি এবে বোলায় 'গৌরহরি'।
হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি ॥ ২০৩
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ রাড়বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥ ২০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৯৮। পাষণ্ডী হিন্দুদের মতে, হিন্দুধর্ম্মের উপযোগী আচরণ কি, তাহা তাহারা কাজীকে জানাইতেছে। মঙ্গলচণ্ডী বা মনসার পূজা-উপলক্ষে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি-সহকারে রাত্রি-জাগরণই হিন্দু-ধর্ম্মের অনুকূল আচরণ। **বিষহরি**—মনসাদেবী; ইনি সর্পের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী।

সর্পভয়-নিবারণের জন্য লোকে মনসার পূজা করে; আর সাংসারিক মঙ্গলের জন্য মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা করে; দুইটীই অনাত্ম-ধর্ম্মের অঙ্গ—আত্মধর্ম্ম বা ভগবদ্‌বিষয়ক ধর্ম্মাচরণের অঙ্গীভূত ইহাদের একটীও নহে।

১৯৯। **বিপরীত**—উল্টা, ভাল-এর-উল্টা, মন্দ। **চালায় বিপরীত**—উল্টা বা অদ্ভুত আচরণ করে। গয়া হইতে আসার পর হইতেই নিমাই-পণ্ডিতের এসমস্ত অদ্ভুত আচরণ দেখা যাইতেছে; তাহার পূর্ব্বে কিন্তু সে ভালই ছিল—তখন কখনও তাহাকে কীর্ত্তন-রূপ অনাচার করিতে দেখা যায় নাই। (ইহা পাষণ্ডী হিন্দুদের কথা)।

২০০-২০১। নিমাই পণ্ডিতের বিপরীত আচরণ কি, তাহা বলিতেছেন ২০০-২০১ পয়ারে। **উচ্চ করি গায় গীত**—চীৎকার করিয়া কীর্ত্তন করে। **দেয় করতালি**—হাত তালি দেয়। **মৃদঙ্গ করতাল ইত্যাদি**—খোল-করতালের এমন অদ্ভুত শব্দ করে যে, তাতে কানে তালা লাগে—কর্ণ বধির হইয়া যায়, কান ঝালা পালা করে। **না জানি ইত্যাদি**—বোধ হয় ইহারা কোনও মাদক-দ্রব্য খাইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করে, তাই উন্মত্তের ন্যায় কখনও নাচে, কখনও গায়, কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, আবার কখনও বা ভূমিতে গড়াগড়ি যায়।

বস্তুতঃ এই সমস্তই কৃষ্ণপ্রেমের বহির্লক্ষণ। "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ শ্রীভা, ১১।২।৪০ ॥"

১০২। পাষণ্ডিগণ আরও বলিল—সর্ব্বদাই এই সঙ্কীর্ত্তনের কোলাহলে লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে—রাত্রিতে কেহ ঘুমাইতে পারে না; তাতে বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়া সকলেরই পাগল হওয়ার যোগাড় হইয়াছে।"

২০৩। পাষণ্ডিগণ আরও বলিল :—পূর্ব্বে ইহাঁর নাম ছিল নিমাই, কিন্তু এখন বোধ হয় সেই নামে তিনি সন্তুষ্ট নহেন; এখন আবার নিজের "গৌরহরি"-নাম প্রচার করিতেছেন। বস্তুতঃ নিমাই-পণ্ডিত পাষণ্ড-মত এবং পাষণ্ডের আচরণ প্রচার করিয়া হিন্দুধর্ম্মটাকে নষ্ট করিয়া দিতেছে। **পাষণ্ড-সঞ্চারি**—পাষণ্ড (হিন্দুধর্ম্মবিরোধী) মত ও আচরণ প্রচার করিয়া।

২০৪। **নীচ**—নীচজাতীয় লোকগণ। **রাড়বাড়**—অতত্ত্বজ্ঞ; যাহারা ভালমন্দ তত্ত্বাদি কিছুই জানে না। **কৃষ্ণের কীর্ত্তন ইত্যাদি**—যাহারা ভালমন্দ বিচার করিতে পারে না, কোনও রূপ তত্ত্বাদি জানেনা, এরূপ নীচজাতীয় লোকগণই কৃষ্ণের কীর্ত্তন করিয়া থাকে; কোনও বিজ্ঞ বা সম্ভ্রান্ত লোক কখনও কৃষ্ণকীর্ত্তন করে না। **এই পাপে**—যে কীর্ত্তন কেবল অজ্ঞ নিম্নশ্রেণীর লোকেরই কাজ, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের লোকের পক্ষে সেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করার পাপে। **উজাড়**—ধ্বংস; মড়ক হইবে, তাতে সমস্ত লোক মরিয়া যাইবে।

অথবা কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রতুল্য পবিত্র, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণসজ্জনেরই কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে অধিকার; অজ্ঞ নিম্নশ্রেণীর

হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরনাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ববলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি ॥ ২০৫

গ্রামের ঠাকুর তুমি, সভে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন ॥ ২০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লোকের তাহাতে অধিকার নাই। নিমাই-পণ্ডিত এই অনধিকারী নিম্নশ্রেণীর লোকের দ্বারা কৃষ্ণকীর্ত্তন করাইয়া পাপের কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার এই পাপকার্য্যের ফলে সমস্ত নবদ্বীপের অমঙ্গল হইবে।

অভিযোগকারীদের উক্তি বিচারসহ নহে। ধনী, নির্ধন,উচ্চ-নীচ, পণ্ডিত-মূর্খ—সকলেরই কৃষ্ণকীর্ত্তনে অধিকার আছে।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আবির্ভাব-সময়ে নবদ্বীপের হিন্দুধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, কীর্ত্তন-বিদ্বেষী হিন্দুদের কথা হইতে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য, শ্রীবাস, মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে প্রায় কেহই হরিনাম-কীর্ত্তনাদি করিতনা—করাও তাহারা বোধ হয় তাহাদের মর্য্যাদার হানিজনক বলিয়া মনে করিত। তবে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে কীর্ত্তনের কিছু প্রচলন ছিল; কিন্তু তাহারা ধর্ম্মের তত্ত্বাদি সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ ছিল (২০৪ পয়ারে)। মঙ্গল-চণ্ডীর গীত, মনসার গান এবং তদুপলক্ষে জাগরণ—ইহাই ছিল সাধারণতঃ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের একমাত্র ধর্ম্মাচরণ (১৯৮ পয়ার); মোটামোটি অবস্থা ছিল এই যে, ভগবদ্‌বিষয়ক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নবদ্বীপ হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

২০৫। উচ্চ-নামকীর্ত্তনের দোষ-সম্বন্ধে বহির্ম্মুখ হিন্দুগণ কাজীর নিকট বলিল—"হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বরের নামই মহামন্ত্র; মহামন্ত্র অতি-গোপনে জপ করিতে হয়; অন্যে শুনিলে মন্ত্রের শক্তি কার্য্যকরী হয় না। আর এই নিমাই-পণ্ডিত বহুলোক সঙ্গে করিয়া মহামন্ত্র-রূপ নাম উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করিয়া নগরে নগরে ভ্রমণ করে; তাতে সকলেরই কর্ণগোচর হওয়ায় নামের শক্তি আর কার্য্যকরী হয় না—তাহাদের চীৎকার লোকের অশান্তি উৎপাদন ব্যতীত আর কোনও ফলই প্রসব করে না।"

অভিযোগকারীদের এই উক্তিও বিচারসহ নহে। দীক্ষামন্ত্রই গোপনে জপ করিতে হয়; দীক্ষামন্ত্র অন্যে শুনিলে তাহার শক্তি কার্য্যকরী হয় না। কিন্তু শ্রীনাম মহামন্ত্র হইলেও সকলভাবেই কীর্ত্তনীয়। শ্রীলহরিদাসঠাকুর এক লক্ষ নাম উচ্চস্বরে নিত্য কীর্ত্তন করিতেন; শ্রীমন্ মহাপ্রভুও উচ্চস্বরে নাম কীর্ত্তন করিতেন এবং উচ্চসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া গিয়াছেন (৩।৩।৬৪)। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "শ্রবণং কীর্ত্তনং" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"নামকীর্ত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্—নামকীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরে করাই প্রশস্ত।" শাস্ত্রে নামশ্রবণের অনেক মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন নিষিদ্ধ হইলে শ্রবণের কথাই উঠিতে পারে না। নামী শ্রীভগবান পরম-স্বতন্ত্র-তত্ত্ব; নাম ও নামীতে অভেদবশতঃ নামও স্বতন্ত্রতত্ত্ব। স্কন্দপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসও নামকে "স্বতন্ত্রতত্ত্ব" বলিয়াছেন। "কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিতকামদম্ ॥ ১১।২০৪ ॥" স্বতন্ত্র ভগবান্ যেমন কোনও বিধিনিষেধের অধীন নহেন, স্বতন্ত্র বলিয়া তাঁহার নামও কোনও বিধি-নিষেধের অধীন নহেন; তাই শ্রীনাম দীক্ষা, পুরশ্চর্য্যা, সদাচার, দেশ-কাল প্রভৃতি কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না। "আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং চাংহসামা-চণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ। নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥ শ্রী, চৈ, চ ২।১৫।২ ধৃত পদ্যাবলীবচনম্।" দীক্ষাপুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে। জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সভারে উদ্ধারে ॥ ২।১৫।১০৯ ॥ খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশকাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ৩।২০।১৪ ॥ ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ হরের্নামনি লুব্ধক ॥ হ, ভ, বি, ১১।২০১ ২০২ ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনম্ ॥ অভিধেয় সাধনভক্তির শুনহ বিচার। সর্ব্বজন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার ॥২।২৫।৯৯ ॥

২০৬। ১৯৭-২০৫ পয়ারে কীর্ত্তনবিদ্বেষী হিন্দুগণ কীর্ত্তন সম্বন্ধে তাহাদের আপত্তির কারণ জানাইয়া এক্ষণে কাজীর নিকট প্রতীকার প্রার্থনা করিতেছে।

তবে আমি প্রীতিবাক্য কহিল সভারে—।　　সভে ঘর যাহ, আমি নিষেধিব তারে ॥ ২০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গ্রামের ঠাকুর—নবদ্বীপের শাসন-কর্ত্তা। **সভে তোমার জন**—নবদ্বীপবাসী সকলেই তোমার শাসনাধীন প্রজা। **নিমাই বোলাইয়া**—নিমাই-পণ্ডিতকে ডাকাইয়া। **করহ বর্জ্জন**—কীর্ত্তন করিতে নিষেধ কর।

কাজীর উক্তি হইতে একটী কথা স্বভাবতঃই মনে উদিত হয়; তাহা হইতেছে এই। মুসলমানদের মধ্যে যাহারা কীর্ত্তনের বিদ্বেষী ছিল, বা কীর্ত্তন বন্ধ করার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের সকলেই কোনও না কোনও প্রকারে ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছে। স্বয়ং কাজী—মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বস্ব দণ্ড করিয়া জাতি লওয়ার ধমক দিয়া থাকিলেও নৃসিংহদেবের কৃপা পাইলেন; কাজীর পাইক-পেয়াদা কীর্ত্তন-নিষেধ করিতে যাইয়া অলৌকিক অগ্নি-উল্কার দাড়ী পোড়া যাওয়ায় মুখে ক্ষত লইয়া গৃহে ফিরিল; যাহারা কীর্ত্তনকারিগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে গিয়াছিল, তাহাদের সকলের জিহ্বাতেই আপনা-আপনি হরি-কৃষ্ণনাম, তাহাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্ফুরিত হইতে লাগিল—সাধকের পক্ষে যাহা বহু-সাধনায়ও পাওয়া দুষ্কর, তাহা তাহারা—যাহারা হরি-কৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়াই স্বীকার করেনা, হরি-কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষমাত্রই পোষণ করে, তাহারা—কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের বলে পাইয়া ফেলিল। আর যাহারা হিন্দু, যাহাদের শাস্ত্র হরিকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহাদের মধ্যে যাহারা কীর্ত্তনের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াছিল, তাহাদের জিহ্বায় আপনা-আপনি হরিনামের অভ্যুদয়ের কথা, নৃসিংহ কর্ত্তৃক তাহাদের কাহারও বক্ষঃ বিদীর্ণ হওয়ার কথা, কিম্বা অগ্নি-উল্কায় কাহারও মুখ-দাহরূপ শাস্তি-কৃপার কথা শুনা যায় না। ইহার কারণ কি? ভগবানের লীলার অভিপ্রায় ভগবান্‌ই জানেন, আর জানেন তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত; আমাদের ন্যায় বহির্ম্মুখ লোকের পক্ষে তাহার অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র; তথাপি, যে দুএকটী কথা চিত্তে উদিত হইতেছে, ভক্ত-পাঠকগণের বিবেচনার নিমিত্ত এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ মুসলমানদের মধ্যে যাহারা কোনও না কোনও ভাবে ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছে, তাহারা জাতিগত-ভাবে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী না হইলেও সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত ভাবে কীর্ত্তনের বিরোধী ছিলনা, অন্তরের সহিত কীর্ত্তনের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করিত না; কাজী ও তাঁহার পেয়াদাগণ সম্ভবতঃ তাহাদের কর্ম্মের অনুরোধে, বাদশাহের অপ্রীতির আশঙ্কায় কীর্ত্তন বন্ধ করার চেষ্টা করিয়াছিল এবং অন্যান্য মুসলমানগণ সম্ভবতঃ তাহাদের জাতিগত সংস্কার বশতঃ, কিম্বা স্বভাব-সুলভ কৌতুক-চপলতা বশতঃ কীর্ত্তনকারীদিগকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করিয়াছিল; তাহাদের অন্তরে বাস্তবিক কোনও বিদ্বেষ না থাকায় তাহাদের গুরুতর অপরাধ হয় নাই এবং ভাবী গুরুতর অপরাধ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে শ্রীনৃসিংহরূপে বা উল্কা-অগ্নিরূপে পরম-করুণ শ্রীভগবান্ তাহাদিগকে কৃপা করিয়াছেন। বিশেষতঃ যাহারা হরি-রাম-কৃষ্ণ বলিয়া হিন্দুদিগকে ঠাট্টা করিয়াছিল, হেলায়-ঠাট্টায় নামগ্রহণ করাতেও পরমকরুণ-ভুবনমঙ্গল-শ্রীহরিনাম তাহাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে—আপনা-আপনিই তাহাদের জিহ্বায় নৃত্য করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। আর, হিন্দুদের মধ্যে যাহারা কাজীর নিকটে উপনীত হইয়া কীর্ত্তনকারীদের নামে নালিশ করিয়াছিল, তাহারা সম্ভবতঃ অন্তরের সহিতই কীর্ত্তনের প্রতি বিদ্বেষের ভাব পোষণ করিত: এই গুরুতর অপরাধেই তাহারা শ্রীভগবানের ও শ্রীনামের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কীর্ত্তনের বিরুদ্ধাচরণকারী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সকলের মনের অবস্থা একরূপই ছিল বলিয়া—সকলেই সমভাবে নিষ্পাপ অথবা সমপরিমাণ পাপী ছিল বলিয়া—মনে করিলেও ইহার একটা সমাধান পাওয়া যায়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এবার নাম প্রচার করিতে আসিয়াছেন; নাম-প্রচারের নিমিত্ত নামের মহিমা প্রকটন বিশেষ প্রয়োজনীয়। শ্রীহরিনাম যে কেহ ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করিতে পারেনা, নাম যে স্বপ্রকাশ বস্তু, নাম কৃপা করিয়া স্বয়ং যাঁহার জিহ্বায় স্ফুরিত হয়, কেবল তিনিই যে নামকীর্ত্তন করিতে পারেন—তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও নাম যে তাঁহার জিহ্বায় উচ্চারিত হইতে থাকে—নামের এই অদ্ভুত ও অলৌকিক মহিমাটী জনসমাজে যদি প্রচারিত হয়, তাহ

হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ।
সেই তুমি হও, হেন লয় মোর মন ॥ ২০৮
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া-হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কাজীরে ছুঁইয়া—২০৯
তোমার মুখে কৃষ্ণনাম—এ বড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল, হৈলা পরম-পবিত্র ॥ ২১০
'হরি কৃষ্ণ নারায়ণ' লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান্ তুমি বড় পুণ্যবান্ ॥ ২১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইলে লোক স্বভাবতঃই নামের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারে। ভগবন্নাম-কীর্ত্তন করা হিন্দুর ধর্ম্ম; সুতরাং কোনও ধর্ম্মদ্রোহী হিন্দুর জিহ্বায়ও যদি হরিনাম আপনা-আপনি—তাহার অনিচ্ছায়—স্ফুরিত হয়, তাহা হইলেও যাহারা নামের মহিমা জানেনা, তাহারা নামের স্বতঃস্ফুরণে সন্দেহ পোষণ করিতে পারে—ধর্ম্মদ্রোহী হইলেও সেই হিন্দু জাতিগত সংস্কার-বশতঃ নাম উচ্চারণ করিতেছে বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে। কিন্তু যাহারা হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী, হরি-রাম-কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ করাকে যাহারা নিজেদের ধর্ম্মের হানিকর বলিয়াই মনে করে—সেই মুসলমানদের মধ্যে যদি কেহ—কোনও হিন্দুর কাছে নয়, স্বয়ং কাজীর নিকটে, যিনি স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণের নিমিত্ত তাহাদিগকে যথোচিত শাস্তি দিতে পারেন—হরিদাস-ঠাকুরের ন্যায় বাইশ-বাজারে নিয়া বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিতে পারেন, সেই কাজীর নিকটে যাইয়া মুসলমানদের কেহ যদি—নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও হরি-কৃষ্ণ-রাম-শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা হইলে কেহই সম্ভবতঃ তাহার উপরে কপটতার আরোপ করিবে না; দণ্ডদাতা-স্বয়ং-কাজীর নিকটে যাইয়া সেই লোক স্বীয় ধর্ম্মের প্রতিকূল আচরণদ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বাচালতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছে বলিয়া কেহ বিশ্বাস করিবে না—হরিনাম স্বয়ংই তাহার জিহ্বায় নৃত্য করিতেছেন, ইহাই লোকে বিশ্বাস করিবে। এই ভাবে শ্রীভগবন্নামের স্বপ্রকাশতা প্রকটিত করার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় শ্রীমন্ মহাপ্রভু সমভাবাপন্ন হিন্দুর পরিবর্ত্তে মুসলমানের জিহ্বায় ঐ নাম স্ফুরিত করিয়াছেন। আর নৃসিংহরূপে কাজীকে কৃপা করিয়া এবং অগ্নি-উল্কারূপে কাজীর পেয়াদাকে কৃপা করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু দেখাইলেন যে, ভগবান্ স্বকৃপা-প্রকাশে জাতিকুলের অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহার নিকটে সকলেই সমান। হিন্দু যবনকে সামাজিকভাবে দূরে সরাইয়া রাখিলেও শ্রীভগবান্ তাহাকে দূরে রাখেন না, কোনওরূপে তাঁহার সংশ্রবে আসিলেই তিনি তাহাকে স্বীয় কৃপাধারা অনুভবের যোগ্যতা দান করেন।

২০৮। অন্বয়ঃ—কাজী প্রভুকে বলিলেন—"আমার মনে হয়, হিন্দুর বড় ঈশ্বর যে নারায়ণ, তুমি সেই নারায়ণ।" **বড় ঈশ্বর**—পরমেশ্বর; স্বয়ং ভগবান্। মহাপ্রভুর কৃপায় কাজী প্রভুর স্বরূপ অনুভব করিতে পারিয়াছেন।

২০৯। **ছুঁইয়া**—স্পর্শ করিয়া। স্পর্শ দ্বারা প্রভু বোধ হয় কাজীর চিত্তে বিশেষ কৃপাশক্তি সঞ্চারিত করিলেন।

২১০-১১। এই দুই পয়ার কাজীর প্রতি প্রভুর উক্তি। প্রভু বলিলেন—"কাজী, তুমি নিজে মুসলমান, মুসলমান বাদসাহের প্রতিনিধি, নবদ্বীপ-নগরে তুমিই মুসলমান-ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা; এরূপ অবস্থায় তোমার মুখে কৃষ্ণনাম—ইহা বস্তুতঃই অদ্ভুত ব্যাপার! যাহাহউক, কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করাতে তোমার পাপ ক্ষয় হইল, চিত্ত পবিত্র হইল। তুমি—'হরি, কৃষ্ণ ও নারায়ণ'—ভগবানের এই তিনটী নামই গ্রহণ করিয়াছ; কাজী, তুমি বড়ই ভাগ্যবান্।"

১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ১৯৩, ২০৩ পয়ারে "হরি," ১৮৭, ১৯১, ১৯৫, ২০৪ পয়ারে "কৃষ্ণ" এবং ২০৮ পয়ারে "নারায়ণ" শব্দ কাজীর মুখ হইতে বাহির হইয়াছে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, ভগবানের নাম করার উদ্দেশ্যে কাজী "হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ"-শব্দ উচ্চারণ করেন নাই; প্রসঙ্গ-ক্রমে তিনি এই তিনটী শব্দের উচ্চারণ করিয়াছেন; তাহাতে কিরূপে তাঁহার পাপক্ষয় হইল? উত্তর—ইহা নামের বস্তুগত শক্তি; বস্তুশক্তি বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা রাখে না; অগ্নির দাহিকাশক্তির কথা না জানিয়াও যদি কেহ আগুনে হাত দেয়, তাহা হইলেও তাহার হাত পুড়িয়া যাইবে, আগুনের শক্তি স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করিবেই। ভগবন্নামও এই

এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানী।
প্রভুর চরণ ছুঁই কহে প্রিয়বাণী—২১২
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর যে—তোমাতে রহু ভক্তি ২১৩ ॥
প্রভু কহে—এক দান মাগিহে তোমায়।
সঙ্কীর্ত্তনবাদ যৈছে না হয় নদীয়ায় ॥ ২১৪
কাজী কহে—মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক্ দিব কীর্ত্তন না বাধিবে ॥ ২১৫
শুনি প্রভু "হরি" বলি উঠিলা আপনি।
উঠিলা বৈষ্ণব সব করি হরিধ্বনি ॥ ২১৬
কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন।
সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লাসিতমন ॥ ২১৭
কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন।
নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন ॥ ২১৮
এইমতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ।
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ ॥ ২১৯
একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাঞি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই ॥ ২২০
শ্রীবাসপুত্রের তাহাঁ হৈল পরলোক।
তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক ॥ ২২১
মৃতপুত্রমুখে কৈল জ্ঞানের কথন।
আপনে দুইভাই হৈলা শ্রীবাসনন্দন ॥ ২২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভাবে নাম-গ্রহণকারীর বুদ্ধির অপেক্ষা না করিয়া স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিয়া তাহার পাপ ধ্বংস করে, তাহার চিত্ত পবিত্র করে। তাই শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসও বলিয়াছেন, হেলায়-শ্রদ্ধায় নাম উচ্চারণ করিলেও তাহা ব্যর্থ হয় না। "শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ। তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ত্ততে মম হৃদয়ে ॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! শ্রদ্ধা বা হেলা ক্রমেও যাহারা আমার নাম উচ্চারণ করে, আমার হৃদয়ে তাহাদের নাম জাগরিত থাকে। ১১।২৪৫॥" হরিভক্তিবিলাস আরও বলেন—"সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেব হরের্নাম চিদাত্মকম্। ফলং নাস্য ক্ষমো বক্তুং সহস্রবদনো বিধিঃ ॥—চিদাত্মক হরিনাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে যে ফল হয়, চতুর্ম্মুখ বিধাতা এবং সহস্র-বদন অনন্তও সে ফলবর্ণন করিতে সমর্থ নহেন। ১১।২৪২॥"

২১২। **দুই চক্ষে পড়ে পানী**—ভগবন্নাম উচ্চারণের ফলে কাজীর চিত্তে প্রেমের উদয় হইয়াছে; তাই তাঁহার নয়নে অশ্রুরূপ সাত্ত্বিকভাবের বিকার প্রকটিত হইয়াছে। **পানী**—পানীয়; জল।

২১৩। ভক্তি-রাণী হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিলে আপনা-আপনিই দৈন্য আসিয়া পড়ে, তখন সর্ব্বোত্তম হইয়াও ভক্ত নিজেকে সকলের অধম বলিয়া মনে করেন। তাই আজ নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা কাজী, লৌকিক হিসাবে তাঁহার একজন প্রজা শ্রীনিমাই-পণ্ডিতের—যিনি কাজী অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট এবং যিনি মুসলমান-ধর্ম্মের বিরোধী হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, সেই শ্রীনিমাই-পণ্ডিতের—চরণ স্পর্শ করিয়া ভক্তি যাচ্ঞা করিতেছেন।

২১৪। **এক দান**—একটী ভিক্ষা। **সঙ্কীর্ত্তনবাদ**—সঙ্কীর্ত্তনের বাধা বা বিঘ্ন। **যৈছে**—যেন।

২১৫। **তালাক**—শপথ। কাজী বলিলেন, "আমার বংশধরদিগকে শপথ দিয়া যাইব, তাহারা যেন কখনও সঙ্কীর্ত্তনে বাধা না দেয়।"

২১৭। **কীর্ত্তন করিতে**—সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে। **সঙ্গে চলি** ইত্যাদি—কাজীও কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতদূর পর্য্যন্ত গেলেন।

২১৯। **প্রসাদ**—কৃপা। **ইহা**—কাজীর প্রতি কৃপার কথা।

২২০-২২। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে এক সময়ে শ্রীবাসের মৃতপুত্রের মুখে কথা বলাইয়াছিলেন, সেই লীলার কথা বলিতেছেন ২২০-২২২ পয়ারে।

নিত্যানন্দ সঙ্গে—নিত্যানন্দ সহ। **দুইভাই**—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ। **শ্রীবাস-পুত্রের**—শ্রীবাসের পুত্রের। **হৈল পরলোক**—মৃত্যু হইল। **কৈল**—কহাইল। **জ্ঞানের কথন**—কে কার পিতা, কে কার পুত্র

তবে ত করিল সব ভক্তে বরদান।
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান ॥ ২২৩
শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন।
প্রভু তারে নিজরূপ করাইল দর্শন ॥ ২২৪
'দেখিনু দেখিনু' বলি হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে, হৈল বৈষ্ণব আগল ॥ ২২৫
আবেশে শ্রীবাসে প্রভু বংশিকা মাগিল।
শ্রীবাস কহে—গোপীগণ বংশী হরি নিল ॥ ২২৬
শুনি প্রভু 'বোল বোল' কহেন আবেশে।
শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন-লীলা-রসে ॥ ২২৭
প্রথমেতে বৃন্দাবন-মাধুর্য্য বর্ণিল।
শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাঢ়িল ॥ ২২৮
তবে 'বোল বোল' প্রভু বোলে বারবার।
পুনঃপুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার ॥ ২২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ইত্যাদি তত্ত্ব-কথা। **আপনে দুইভাই** ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাসকে বলিলেন—"আমাদিগকে তুমি তোমার পুত্র বলিয়া মনে কর।"

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ যখন শ্রীবাসের অঙ্গনে নৃত্য করিতেছিলেন, তখন শ্রীবাসের শিশু-পুত্রের মৃত্যু হয়। কিন্তু প্রভুর আনন্দ ভঙ্গ হইবে বলিয়া শ্রীবাস মৃত-পুত্রের জন্য বিন্দুমাত্রও দুঃখ বা শোক প্রকাশ করিলেন না এবং বাড়ীর কাহাকেও শোক প্রকাশ করিতে দিলেন না। ফলতঃ তাঁহার যে পুত্র-বিয়োগ হইয়াছে, ইহা বাড়ীর কাহারও ব্যবহারেই প্রকাশ পাইল না। কীর্ত্তনান্তে মহাপ্রভু যখন এ সংবাদ জানিলেন, তখন মৃত-বালকের মুখ দিয়া মহাপ্রভু এই কথা বলাইলেন—"কে কার পিতা? কে কার পুত্র? ইত্যাদি।" ইহাই জ্ঞানের কথা। তারপর শ্রীবাসকে প্রভু বলিলেন—"আমি নিত্যানন্দ দুই নন্দন তোমার। চিত্তে কিছু তুমি ব্যথা না ভাবিহ আর ॥" শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ড ২৫শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২২৩। শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রকাশের সময় প্রভু সমস্ত ভক্তকে বর দান করিয়াছিলেন। **নারায়ণী**—শ্রীবাস-পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী; ইনি শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের জননী। ইনি ব্রজলীলায় ছিলেন অম্বিকার ভগিনী কিলিম্বা—যিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট-ভোজনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। নারায়ণীর বয়স যখন চারি বৎসর, তখন প্রভুর আদেশে ইনি "হা কৃষ্ণ" বলিয়া ভূপতিত হইলেন, অশ্রু ও স্বেদে ধরণী সিক্ত হইয়া গেল। (শ্রীচৈ° ভাঃ মধ্য।৩।) প্রভুর মহাপ্রকাশের সময়ে প্রভুর চর্ব্বিত-তাম্বূল সেবন করার জন্য প্রভু সকলকে আদেশ করিলে "মহানন্দে খায় সভে হরষিত হৈয়া। কোটিচান্দ-শারদ-মুখের দ্রব্য পায়্যা ॥ ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল। নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল ॥ শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান। তাহারে ভোজন-শেষ প্রভু করে দান ॥" শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ১০।

২২৪। **সিঁয়ে**—সিলাই করে। **দরজী যবন**—মুসলমান দরজী। **পাগল**—প্রেমে উন্মত্ত। **আগল**—অগ্রগণ্য। **বৈষ্ণব আগল**—বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

২২৬। **আবেশে**—ব্রজভাবের আবেশে, শ্রীকৃষ্ণরূপে। **বংশিকা**—বাঁশী। প্রভু শ্রীবাসের নিকটে বাঁশী চাহিলেন। শ্রীবাসও চতুরতা করিয়া রসপুষ্টির নিমিত্ত বলিলেন—"তোমার বাঁশী গোপিকারা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।"

২২৭। **আবেশে**—বংশী-চুরি-লীলার আবেশে। **বৃন্দাবনলীলা রসে**—রসময়-বৃন্দাবনলীলা। কোন্ লীলা বর্ণন করিলেন, পরবর্ত্তী ২২৮-২৩২ পয়ারে তাহার দিগ্‌দর্শন দেওয়া হইয়াছে।

২২৮। শ্রীবাস প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনের মাধুর্য্য বর্ণন করিলেন।

২২৯। **করিয়া বিস্তার**—বৃন্দাবন-মাধুর্য্য এবং পরবর্ত্তী-পয়ারে বর্ণিত লীলাসমূহ বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিলেন।

বংশীবাদ্যে গোপীগণের বনে আকর্ষণ।
তা-সভার সঙ্গে যৈছে বনবিহরণ ॥ ২৩০
তাহি-মধ্যে ছয়ঋতু লীলার বর্ণন।
মধুপান রাসোৎসব জলকেলি কথন ॥ ২৩১
'বোল বোল' বোলে প্রভু শুনিতে উল্লাস।
শ্রীবাস কহে তবে রাসরসের বিলাস ॥ ২৩২
কহিতে শুনিতে ঐছে প্রাতঃকাল হৈল।
প্রভু শ্রীবাসেরে তুষি আলিঙ্গন কৈল ॥ ২৩৩
তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণীস্বরূপ প্রভু আপনে হইলা ॥ ২৩৪
কভু দুর্গা কভু লক্ষ্মী হয়েন চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি ভক্তগণে দিলা প্রেমভক্তি ॥ ২৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৩০-৩১। শরৎ-পূর্ণিমা-রজনীতে শারদীয়-মহারাস-লীলা প্রকটনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া যখন বংশীবাদন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপবধূগণের চিত্ত কিরূপ বিচলিত হইয়াছিল, যিনি যে কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তৎক্ষণাৎ সেই কাজ পরিত্যাগ করিয়া ব্যস্ততাবশতঃ কেহ কেহ বিপর্য্যস্তভাবে বেশভূষা করিয়াও তাঁহারা কি ভাবে বনের দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে কিরূপ চতুরতাময় বাক্যে তাঁহাদের প্রেম পরীক্ষা করিয়াছিলেন, পরে কিরূপে তাঁহাদের সহিত বনবিহার করিয়াছিলেন, বনভ্রমণকালে, গ্রীষ্ম বর্ষাদি ছয়ঋতুর ভাবপূর্ণ বনসমূহে কিভাবে তিনি গোপীদের সঙ্গে লীলা করিয়াছিলেন, কিভাবে মধুপান-লীলা এবং জল-কেলি-লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—প্রভুর প্রীতির নিমিত্ত শ্রীবাস তৎসমস্তই বর্ণনা করিলেন।

বনবিহরণ—বনে বিহার। **তাহি মধ্যে**—বনবিহারের মধ্যে। **ছয়ঋতু লীলা**—শ্রীবৃন্দাবনের অন্তর্গত ছয়টী বনে গ্রীষ্ম-বর্ষাদি ছয়টী ঋতুর অবস্থা—এক বনে গ্রীষ্ম ঋতু, এক বনে বর্ষা-ঋতু, এক বনে শরত ঋতু ইত্যাদি ক্রমে ছয়টী বনে ছয়টী ঋতুর অবস্থা—নিত্য বিরাজিত; এতদতিরিক্ত আরও একটী বন আছে, যেখানে ছয়টী ঋতুই যুগপৎ বর্ত্তমান। ব্রজবধূদের সহিত বনবিহার-কালে শ্রীকৃষ্ণ এই সকল বনেও বিহার করিয়াছিলেন।

২৩৩। **প্রাতঃকাল হৈল**—সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। **প্রভু শ্রীবাসেরে** ইত্যাদি—লীলাকথা দ্বারা প্রভুর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন বলিয়া প্রভু শ্রীবাসের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, শ্রীবাসও তাহাতে তুষ্ট হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। **তুষি আলিঙ্গন কৈল**—তুষ্ট করিয়া (তুষি—তুষিয়া) আলিঙ্গন করিলেন; অর্থাৎ আলিঙ্গন করিয়া তুষ্ট (বা কৃতার্থ) করিলেন। কোনও জিনিস মাটীতে পড়িয়া তারপর "ধুপ্" শব্দ করিলেও যেমন সাধারণতঃ বলা হয় "ধুপ্ করিয়া পড়িল", তদ্রূপ বস্তুতঃ আলিঙ্গন দ্বারা তুষ্ট করিয়া থাকিলেও এস্থলে "তুষি (তুষ্ট করিয়া) আলিঙ্গন করিলেন" বলা হইল।

২৩৪। **আচার্য্যের ঘরে**—চন্দ্রশেখর-আচার্য্যের গৃহে। **কৈল কৃষ্ণলীলা**—প্রভু কৃষ্ণ-লীলার অভিনয় করিলেন। তাহাতে প্রভু নিজে রুক্মিণী দেবীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন—তিনিই রুক্মিণী সাজিয়াছিলেন।

২৩৫। রুক্মিণী সাজার পরে প্রভু কখনও বা দুর্গার ভাবে এবং কখনও বা লক্ষ্মীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া দুর্গা ও লক্ষ্মীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। **চিচ্ছক্তি**—ভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিকে চিচ্ছক্তি বলে; রুক্মিণী, লক্ষ্মী, দুর্গা প্রভৃতি তাঁহারই চিচ্ছক্তির বিভিন্ন বিলাস-বৈচিত্রী।

খাটে বসি ইত্যাদি—অভিনয়-উপলক্ষে প্রভু এক সময় মহালক্ষ্মীভাবে আবিষ্ট হইয়া খাটের উপরে বসিয়া তাঁহার স্তব পড়ার জন্য ভক্তগণকে আদেশ করিলে তাঁহারা সকলে মাতৃভাবের আবেশ জানিয়া স্ব-স্ব-রুচি অনুসারে কেহ লক্ষ্মীস্তব, কেহ চণ্ডীস্তবাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ রাত্রিশেষ দেখিয়া মাতৃবিরহ-বেদনার আশঙ্কায় সকলে বিচলিত হইয়া পড়িলে "মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সভারে ধরিয়া। স্তনপান করায় পরম স্নিগ্ধ হৈয়া ॥ ঐ স্তন পানে সভার বিরহ গেল দূর। প্রেমরসে সভে মত্ত হইলা প্রচুর ॥" প্রভু এইরূপে সকলকে প্রেমভক্তি দান করিলেন। শ্রী-চৈঃ ভাঃ মধ্য। ১৮ ॥

একদিন মহাপ্রভুর নৃত্য-অবসানে।
এক ব্রাহ্মণী আসি ধরিল চরণে ॥ ২৩৬
চরণের ধূলি সেই লয় বারবার।
দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার ॥ ২৩৭
সেইক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িলা।
নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি উঠাইলা ॥ ২৩৮
বিজয় আচার্য্যগৃহে সে রাত্রি রহিলা।
প্রাতঃকালে ভক্ত সব ঘরে লৈয়া গেলা ॥ ২৩৯
একদিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া।
'গোপী গোপী' নাম লয় বিষণ্ণ হইয়া ॥ ২৪০
এক পঢ়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে।
'গোপী গোপী' নাম শুনি লাগিল কহিতে—॥২৪১
'কৃষ্ণনাম' কেনে না লও? কৃষ্ণনাম ধন্য।
'গোপী গোপী' বলিলে বা কিবা হবে পুণ্য ॥ ২৪২
শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদ্গার।
ঠেঙ্গা লৈয়া উঠিলা প্রভু পঢ়ুয়া মারিবার ॥ ২৪৩
ভয়ে পালায় পঢ়ুয়া, পাছে পাছে প্রভু ধায়।
আস্তেব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায় ॥ ২৪৪
প্রভুরে শান্ত করি আনিল্ নিজঘরে।
পঢ়ুয়া পলাঞা গেল পঢ়ুয়া-সভারে ॥ ২৪৫
পঢ়ুয়া সহস্র যাহাঁ পঢ়ে একঠাঁই।
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাহাঁ যাই ॥ ২৪৬
শুনি ক্রুদ্ধ হৈল সব পঢ়ুয়ার গণ।
সভে মেলি তবে করে প্রভুর নিন্দন—॥২৪৭
সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাই।
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্ম্মভয় নাই ॥ ২৪৮
পুন যদি ঐছে করে, মারিব তাহারে।
কোন বা মানুষ হয়, কি করিতে পারে? ॥ ২৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৩৬-৩৯। **নৃত্য-অবসানে**—শ্রীবাস-অঙ্গনে নৃত্যকীর্ত্তনের পরে। **চরণে**—প্রভুর চরণে। **দুঃখ হইল**—পরস্ত্রীর স্পর্শ হইয়াছে বলিয়া প্রভুর দুঃখ হইল। **গঙ্গাতে পড়িলা**—পরস্ত্রী-স্পর্শজনিত পাপ দূর করার উদ্দেশ্যে। বস্তুতঃ, কোনও পাপই প্রভুকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না; তথাপি, স্ত্রীলোক-বিষয়ে লোকদিগকে সতর্কতা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই প্রভু এইরূপ আচরণ করিলেন। **ঘরে লৈয়া গেল**—প্রভুকে গৃহে লইয়া গেলেন।

২৪০-৪৩। **গোপীভাবে**—ব্রজগোপীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া। **বিষণ্ণ হইয়া**—দুঃখিত হইয়া। **পঢ়ুয়া**—বিদ্যার্থী; ছাত্র। **দোষোদ্গার**—পূতনাবধাদি-দোষের কীর্ত্তন।

গোপীগণ মন প্রাণ দেহ কুলধর্ম্ম দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিতেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তথাপি তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া মথুরাদি স্থানে যাইয়া তাঁহাদিগকে কষ্ট দিতেন। এ সব বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গোপীদিগের কামগন্ধহীন প্রেমের প্রতি মহাপ্রভুর আত্যন্তিক সহানুভূতি ও শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার প্রতি ক্রোধ জন্মাতে, তিনি গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়া গোপী গোপী জপ করিতেছিলেন; এমন সময় এক পঢ়ুয়া আসিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ করিল, তখন গোপী-ভাবাবিষ্ট প্রভু মনে করিলেন, এই বুঝি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষের লোক আসিয়া তাঁহাকে গোপীদিগের পক্ষ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পক্ষাবলম্বন করার জন্য অনুরোধ করিতেছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণেব প্রতি প্রভুর **ক্রোধ** আরও বর্দ্ধিত হইল; তাই তিনি বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ পূতনাদি-বধ করিয়া স্ত্রীহত্যা-জনিত পাপে লিপ্ত হইয়াছেন, বৃষাসুরাদিকে বধ বরিয়া গোহত্যা-জনিত পাপ অর্জ্জন করিয়াছেন; তোমাদের শ্রীকৃষ্ণের দয়া নাই, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর। এইরূপ নিষ্ঠুরের নাম করার জন্য তুমি আমাকে অনুরোধ করিতেছ?" এই বলিয়া মহাক্রোধে ভাবাবিষ্ট প্রভু পঢ়ুয়াকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে গেলেন। বলা বাহুল্য, এই সময়ে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ছিল না। শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য। ২৫।

২৪৪-৪৬। **রহায়**—থামায়। **পঢ়ুয়া-সভারে**—পঢ়ুয়াদিগের সভায়; যেখানে সমস্ত পঢ়ুয়াগণ একত্র হইয়াছে, সেই স্থানে। **প্রভুর বৃত্তান্ত**—প্রভু যে ঠেঙ্গা লইয়া তাহাকে মারিতে আসিয়াছে, সেই কথা। **দ্বিজ**—প্রভু যাহাকে ঠেঙ্গা লইয়া তাড়াইয়াছিলেন, সেই পঢ়ুয়া ব্রাহ্মণ-সন্তান।

২৪৭। **প্রভুর নিন্দন**—কি বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা ২৪৮-৪৯ পয়ারে বলা হইয়াছে।

প্রভুর নিন্দায় সভার বুদ্ধি হৈল নাশ।
সুপঠিত বিদ্যা কারো না হয় প্রকাশ ॥ ২৫০
তথাপি দাম্ভিক পঢ়ুয়া নম্র নাহি হয়।
যাহাঁ যাহাঁ প্রভুর নিন্দা হাসি সে করয় ॥ ২৫১
সর্ব্বজ্ঞ গোসাঞি জানি তা-সভার দুর্গতি।
ঘরে বসি চিন্তে তা সভার অব্যাহতি—॥ ২৫২
যত অধ্যাপক, আর তাঁর শিষ্যগণ।
ধর্ম্মী কর্ম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জ্জন ॥ ২৫৩
এই সব মোর নিন্দা-অপরাধ হৈতে।
আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে ॥ ২৫৪
নিস্তারিতে আইলাঙ্ আমি, হৈল বিপরীত।
এ সব-দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত ? ॥ ২৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৫০-৫১। **প্রভুর নিন্দায়**—প্রভুর নিন্দা করার অপরাধে। **সভার**—সমস্ত পঢ়ুয়ার। **সুপঠিত বিদ্যা**—যে বিদ্যা সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন পূর্ব্বক শিক্ষা করা হইয়াছে। **না হয় প্রকাশ**—বাহির হয় না; কার্য্যকালে মনে থাকে না। **নিন্দা হাসি**—নিন্দা ও হাসি ঠাট্টা। **যাঁহা তাঁহা**—যেখানে সেখানে।

২৫২। **সর্ব্বজ্ঞ গোসাঞি**—সর্ব্বজ্ঞ শ্রীমন্ মহাপ্রভু। **চিন্তে ইত্যাদি**—নিন্দাজনিত অপরাধ হইতে পঢ়ুয়াগণ কিরূপে নিষ্কৃতি পাইবে, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। **অব্যাহতি**—নিষ্কৃতি; পরিত্রাণ। প্রভু যাহা চিন্তা করিলেন, পরবর্ত্তী ২৫৩-২৬০ পয়ারে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

২৫৩। প্রভুর নিন্দাকারীদের বিবরণ বলা হইতেছে। **অধ্যাপক**—টোলের অধ্যাপকগণ। ইঁহাদের সমব্যবসায়ী ও সমকর্ম্মী—অথচ বয়সে অনেকের অপেক্ষাই ছোট—নিমাই-পণ্ডিতের অসাধারণ প্রতিভা, প্রসার-প্রতিপত্তি এবং সর্ব্বোপরি নূতন ধর্ম্ম-মত-প্রচারের-গৌরবে ঈর্ষান্বিত হইয়াই বোধ হয় এই সমস্ত অধ্যাপকগণ প্রভুর নিন্দা করিতেন। আর তাঁহাদের ইঙ্গিতে, অথবা তাঁহাদের সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া, কিম্বা তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই হয় তো তাঁহাদের শিষ্য-পঢ়ুয়াগণও প্রভুর নিন্দা করিতেন। **ধর্ম্মী**—মঙ্গলচণ্ডী বা বিষহরির পূজা এবং তদুপলক্ষে নৃত্যকীর্ত্তন ও রাত্রি-জাগরণকেই যাহারা হিন্দুর আদর্শ-ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিত, তাহারা। অথবা, স্বধর্ম্ম (বর্ণাশ্রমধর্ম্ম) আচরণকারী। **কর্ম্মী**—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকেই যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা। **তপোনিষ্ঠ**—কঠোর তপস্যাদিতে যাঁহারা নিরত ছিলেন, তাঁহারা। এসমস্ত ধর্ম্মী, কর্ম্মী এবং তপোনিষ্ঠগণ স্ব-স্ব-অনুষ্ঠানাদিকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন এবং প্রভুর প্রবর্ত্তিত নাম-সঙ্কীর্ত্তনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া প্রভুর নিন্দা করিতেন। **নিন্দুক দুর্জ্জন**—অধ্যাপক, পঢ়ুয়া, ধর্ম্মী, কর্ম্মী ও তপোনিষ্ঠগণ প্রভুর ও কীর্ত্তনের নিন্দা করিত বলিয়া তাহাদিগকে নিন্দুক দুর্জ্জন বলা হইয়াছে।

২৫৪। **এই সব**—অধ্যাপকাদি। **মোর নিন্দা** ইত্যাদি—আমার (প্রভুর) নিন্দাজনিত অপরাধ বশতঃ। **আমি না** ইত্যাদি—আমার নিন্দা করায় আমার নিকটে ইহাদের অপরাধ হইয়াছে; সুতরাং ইহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমি যদি ভক্তি-পথে ইহাদের মতিকে পরিচালিত না করি, তাহা হইলে আপনা হইতে ইহাদের মতি ভক্তির পথে অগ্রসর হইবেনা। কাহারও নিকটে অপরাধ হইলে সেই অপরাধের ক্ষমা না পাওয়া পর্য্যন্ত ভক্তির কৃপা হইতে পারে না—ইহাই সাধারণ নিয়ম।

২৫৫। **নিস্তারিতে**—সমস্ত লোককে উদ্ধার করিতে। **হৈল বিপরীত**—উল্টা হইল। প্রভুর কথার মর্ম্ম এই যে, তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়াই তাহারা তাঁহার নিন্দা করার সুযোগ পাইয়াছে; সুতরাং নিন্দাজনিত অপরাধে অপরাধী হইয়া—তাঁহার সঙ্কল্পিত নিস্তার না পাইয়া—অধঃপাতে যাইতেছে—তাঁহার সঙ্কল্পের বিপরীত ফল ফলিতেছে। **কৈছে হইবেক হিত**—কিসে ইহাদের মঙ্গল হইবে? কিরূপে ইহারা এই অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে?

আমাকে প্রণতি করে, হয় পাপক্ষয়।
তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয় ॥ ২৫৬
মোরে নিন্দা করে—যে না করে নমস্কার।
এ-সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার ॥ ২৫৭
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥ ২৫৮
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয় ॥ ২৫৯
এ-সব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার।
আর কোন উপায় নাই, এই যুক্তি সার ॥ ২৬০
এই দৃঢ়যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে।
কেশব-ভারতী আইলা নদীয়া নগরে ॥ ২৬১
প্রভু তাঁরে নমস্করি কৈল নিমন্ত্রণ।
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন—২৬২
তুমি ত ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কৃপা করি কর মোর সংসারমোচন ॥ ২৬৩
ভারতী কহেন—তুমি ঈশ্বর অন্তর্য্যামী।
যেই করাহ, সেই-করিব, স্বতন্ত্র নহি আমি ॥২৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৫৬। নিষ্কৃতির উপায় বলিতেছেন। প্রভুকে প্রণাম করিলেই প্রভুর চরণে ইহাদের অপরাধ ক্ষয় হইতে পারে এবং তখনই উপদেশ পাইলে ইহারা ভক্তির পথ গ্রহণ করিতে পারে। (যতক্ষণ অপরাধ থাকে, ততক্ষণ ভক্তিপথে কেহ টানিয়া নিতে চাহিলেও অপরাধী ব্যক্তি সেই পথে যাইতে পারে না)। ১।৭।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫৭। **অন্বয়**—যাহারা আমার নিন্দা করে, অথচ আমাকে নমস্কার করে না (নমস্কার না করায় যাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিতেছিনা)—সেই সমস্ত জীবকেও অবশ্যই উদ্ধার করিতে হইবে—(নচেৎ, সমস্ত জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত আমার যে সঙ্কল্প আছে, তাহা সিদ্ধ হইবে না)।

২৫৮। কিরূপে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন? যাহাতে তাহারা আমাকে (প্রভুকে) প্রণাম করে, সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—প্রণাম করিলেই তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিতে পারি। কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহারা প্রণাম করিতে পারে? সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে—তখন সন্ন্যাসি-বুদ্ধিতে আমাকে প্রণাম করিবে। ১।৭।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৬১। এইরূপে প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন, এমন সময়ে কেশব-ভারতী নবদ্বীপে আসিলেন।

২৬২। **নমস্করি**—নমস্কার করিয়া। **ভিক্ষা**—আহার।

২৬৩। কেশব-ভারতীর প্রতি প্রভুর উক্তি এই পয়ার। **ঈশ্বর বট**—জীবের সংসার-মোচনের পক্ষে ঈশ্বরের তুল্য শক্তি ধারণ কর। **সাক্ষাৎ নারায়ণ**—স্বয়ং নারায়ণের ন্যায় (সংসার-মোচনের) শক্তি ধারণ কর। **সংসার মোচন**—সংসার-ক্ষয়। ভোগ-বাসনার ক্ষয়। প্রভু ভঙ্গীতে সংসারাশ্রম ত্যাগ করাইয়া সন্ন্যাস দানের প্রার্থনা জানাইলেন।

২৬৪। **ভারতী কহেন**—প্রভুর কথা শুনিয়া কেশব-ভারতী বলিলেন।

অন্বয়:—কেশব-ভারতী বলিলেন—“তুমি ঈশ্বর, তুমি অন্তর্য্যামী; তুমি যাহা করাইবে, আমি তাহাই করিব; তোমার নিকটে আমার স্বাতন্ত্র্য কিছু নাই।”

ভারতী-গোস্বামীর নিকটে প্রভু ভঙ্গীতে সন্ন্যাস প্রার্থনা করিয়াছিলেন; ভারতীও ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইয়া গেলেন। প্রভুর কৃপায় ভারতী প্রভুর তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন; তাই প্রভুকে “ঈশ্বর, অন্তর্য্যামী” বলিলেন। এত সহজে প্রভুকে সন্ন্যাসদানে ভারতীর সম্মত হওয়ায় হেতু এই যে, ভারতী বুঝিয়াছিলেন—প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, আর তিনি স্বরূপতঃ তাঁহার দাস; প্রভু যদি তাঁহার যোগেই সন্ন্যাসবেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিষেধ করিবার তাঁহার আর কি শক্তি আছে?

এত বলি ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাহা যাই সন্ন্যাস করিলা ॥ ২৬৫
সঙ্গে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর-আচার্য্য।
মুকুন্দদত্ত—এই তিন কৈল সর্ব্বকার্য্য ॥ ২৬৬
এই আদিলীলার কৈল সূত্রগণন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ ২৬৭
যশোদানন্দন হৈল শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন ॥ ২৬৮
স্বমাধুর্য্য রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে।
রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালমতে ॥ ২৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৬৫। **কাটোয়া**—বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত একটী নগর। **তাঁহা যাই**—কাটোয়াতে যাইয়া। **সন্ন্যাস করিলা**—সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, প্রভুর চতুর্ব্বিংশবর্ষের মাঘী সংক্রান্তিতে। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

২৬৬। **সর্ব্বকর্ম্ম**—সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় অবশ্য-কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানাদির আয়োজনরূপ কার্য্য। **সঙ্গে ইত্যাদি**—প্রভু গৃহত্যাগ করিয়া কণ্টক-নগরে (কাটোয়াতে) উপনীত হইলে, পূর্ব্বে "যারে যারে আজ্ঞা প্রভু করিয়া আছিলা। তাঁহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা ॥ অবধূতচন্দ্র (নিত্যানন্দ), গদাধর, শ্রীমুকুন্দ। শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য আর ব্রহ্মানন্দ ॥ আইলেন প্রভু যথা কেশব-ভারতী। মত্তসিংহপ্রায় প্রিয়বর্গের সংহতি ॥" সন্ন্যাসের আনুষঙ্গিক কর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রভু চন্দ্রশেখর-আচার্য্যকে আদেশ করিলেন—"বিধি যোগ্য যত কর্ম্ম সব কর তুমি। তোমারেই, প্রতিনিধি করিলাম আমি ॥" তদনুসারে চন্দ্রশেখর "দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মুদ্গ, তাম্বূল, চন্দন। পুষ্প, যজ্ঞসূত্র, বস্ত্র" ও নানাবিধ ভক্ষ্য-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলেন। অন্যান্য সকলেই সন্ন্যাসের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের আনুকূল্য করিয়াছিলেন। শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য। ২৬।

২৬৭। **এই**—পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে। **বিস্তারি বর্ণিলা**—শ্রীচৈতন্যভাগবতে।

২৬৮-৬৯। শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব ও তাঁহার অবতারের প্রয়োজন বলিতেছেন। সাক্ষাৎ যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য—ইহাই তাঁহার তত্ত্ব। **চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব**—দাস, সখা, পিতামাতা ও কান্তা—এই চারি প্রকার ভক্তের চারি প্রকার ভাব; এই চারিটী ভাব এই—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর; **স্বমাধুর্য্য**—নিজের (শ্রীকৃষ্ণের) মাধুর্য্য। **রাধা-প্রেমরস** আস্বাদিতে—আশ্রয়ভাবে শ্রীরাধাপ্রেমের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে। আশ্রয়রূপে শ্রীরাধাপ্রেমরস এবং স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; ইহাই তাঁহার অবতারের মুখ্য প্রয়োজন। আশ্রয়রূপে রাধা-প্রেমরস এবং স্বমাধুর্য্যও তিনি আস্বাদন করিয়াছেন এবং বিষয়রূপে আবার দাস-সখাদি চতুর্ব্বিধ ভক্তের দাস্য-সখ্যাদি চতুর্ব্বিধ ভাবও আস্বাদন করিয়াছেন (তাঁহার পরিকর-স্থানীয় চতুর্ব্বিধ ভক্ত লইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন)।

এই পয়ারদ্বয় হইতে বুঝা যায়—শ্রীচৈতন্যপ্রভু দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই চারিভাবেরই বিষয় এবং রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া মধুর-ভাবের আশ্রয়ও বটেন। অর্থাৎ তিনি দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যের মুখ্যতঃ বিষয়; আর তিনি মধুর ভাবের বিষয় এবং আশ্রয় দুইই। রাধাভাবের আশ্রয়ত্বহেতুই তিনি রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত। যে সমস্ত কান্তাভাবের উপাসক শ্রীচৈতন্যকে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত বলিয়া চিন্তা করেন, তাঁহাদের উপাসনায় তিনি মুখ্যতঃ **শ্রীরাধা—কৃষ্ণকান্তা**, কিন্তু কৃষ্ণ নহেন; রাধাভাবের আশ্রয়। তিনি মধুরভাবের বিষয়ও—সুতরাং কোনও কোনও কান্তাভাবের উপাসক তাঁহাকে কান্ত বা নাগররূপেও চিন্তা করিতে পারেন; শ্রীল নরহরি-সরকার-ঠাকুর-প্রমুখ নাগরীভাবের উপাসকগণের উপাসনা বোধ হয় এই ভাবের অনুকূল; তাঁহাদের উপাসনায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু রাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিত নহেন—তিনি গৌরবর্ণ কৃষ্ণ—রাধাদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ—কৌতুকবশতঃ শ্রীরাধাকর্ত্তৃক সর্ব্বাঙ্গে আলিঙ্গিত কৃষ্ণও বরং হইতে পারেন। আর দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যভাবের উপাসকগণের উপাসনায়ও তিনি বিষয়-

গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে—আপনার কান্ত ॥ ২৭০
গোপিকাভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়—।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না হয় ॥ ২৭১
শ্যামসুন্দর শিখিপিচ্ছ-গুঞ্জাবিভূষণ।
গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন ॥ ২৭২
ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপিকার ভাব না যায় নিকট তাহার ॥ ২৭৩

তথাহি ললিতমাধবে (৬।১৪)—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাংহন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥ ৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

গোপীনামিতি। কঃ কৃতী কঃ পণ্ডিতো ভক্তো বা গোপীনাং ভাবস্য তাং প্রসিদ্ধাং প্রক্রিয়াং ভাবমুদ্রাং ব্যাপারমিতি যাবৎ বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে সমর্থো ভবতি ন কোঽপীত্যর্থঃ। কথম্ভূতস্য ভাবস্য? পশুপেন্দ্র-নন্দনজুষঃ পশুপেন্দ্রনন্দনং নন্দপুত্রং জুষতে সেবতে তস্য; পুনঃ কথম্ভূতস্য? দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ দুরূহায়াং অন্যৈঃ রোঢ়ুমশক্যায়াং পদব্যাং সঞ্চারিণঃ সঞ্চরিতুং শীলং যস্য। যতো জিষ্ণুভির্জয়শীলৈঃ চতুর্ভির্ভুজৈরুপলক্ষিতাং অদ্ভুতা চমৎকারিণী রুচি শোভা যস্যা স্তাং বৈষ্ণবীং তনুং পরিহাসার্থমাবিষ্কুর্ব্বতি তস্মিন্ কৃষ্ণেঽপি হন্ত আশ্চর্য্যে যাসাং গোপীনাং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি সঙ্কোচায়মানো ভবতীত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী।৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মাত্র—আশ্রয় নহেন। চারিভাবেরই বিষয়রূপে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপাসনা হইতে পারিলেও কান্তাভাবের (রাধাপ্রেমের) আশ্রয়রূপে তাঁহার উপাসনাই তাঁহার অবতরণের বৈশিষ্ট্য বা মুখ্য উদ্দেশ্যের অনুকূল।

২৭০। **গোপীভাব**—রাধাভাব। **কান্ত**—পতি। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্য নিজেকে রাধা বলিয়া মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় কান্ত বলিয়া মনে করেন।

২৭১-৭৩। **সুদৃঢ় নিশ্চয়**—সুদৃঢ় নিশ্চিত লক্ষণ। **অন্যত্র**—দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি এই (কান্ত)-ভাব প্রয়োজিত হয় না। ব্রজবধূদিগের কান্তাভাবের অপূর্ব্ব-বৈশিষ্ট্য এই যে, দ্বিভুজমুরলীধর শিখি-পিঞ্ছ-গুঞ্জাবিভূষণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্যতীত অন্য কোনও স্বরূপের প্রতি তাঁহাদের এই কান্তাভাব প্রয়োজিত হয় না; অন্যের কথা তো দূরে, স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দনও যদি কৌতুকবশতঃ কখনও অন্য রূপ ধারণ করেন, তাহা হইলেও সেই অন্য রূপের নিকট ব্রজবধূদের কান্তাভাব সঙ্কুচিত হইয়া যায়; ২৭১-৮১ পয়ারে ব্রজগোপীদিগের ভাবের এই অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে। বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর কান্তাভাবের সহিত তুলনা করিয়াই বোধ হয় ব্রজগোপীদিগের কান্তাভাবের এই বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে; লক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ লাভের নিমিত্ত তপস্যা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ল্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ শ্রীভা, ১০।১৬।৩৬ ॥"

শিখিপিচ্ছ—শিখীর (ময়ূরের) পিচ্ছ (পুচ্ছ); ময়ূরের পাখা। **গুঞ্জা**—কুচ্ (বা কাইচ্) ফল। গুঞ্জা দুই রকমের—রক্ত ও শ্বেত। **বিভূষণ**—সজ্জা। **শিখিপিচ্ছ গুঞ্জা বিভূষণ**—শিখিপিচ্ছ (ময়ূর-পাখা) এবং গুঞ্জা (-মালা) বিভূষণ যাঁহার। যিনি চূড়ায় শিখিপাখা এবং বক্ষে গুঞ্জামালা ধারণ করেন। **ত্রিভঙ্গিম**—গ্রীবা (ঘাড়), কটী ও জানু (হাঁটু) এই তিন স্থল বাঁকাইয়া যিনি দাঁড়ান। **মুরলী-বদন**—যাঁহার মুখে (বদনে) মুরলী থাকে। শ্রীকৃষ্ণের যে রূপে গোপীকাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, ২৭২ পয়ারে তাহারই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। **ইহা ছাড়ি**—২৭২ পয়ারোক্ত রূপব্যতীত। **অন্যাকার**—অন্যরূপ আকার; চতুর্ভুজাদিরূপ। **গোপীকার ভাব**—গোপীদের কান্তাভাব। **না যায় ইত্যাদি**—সেই অন্যরূপের প্রতি তাঁহাদের কান্তাভাব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না। ইহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৮। অন্বয়। দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ (দুরূহ-পথ-সঞ্চারী) পশুপেন্দ্র-নন্দজুষঃ (নন্দ-নন্দননিষ্ঠ)

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গোপীনাং (গোপীদিগের) ভাবস্য (ভাবের) তাং (সেই) প্রক্রিয়াং (প্রক্রিয়া) বিজ্ঞাতুং (জানিতে—বুঝিতে) কঃ (কোন্) কৃতী (কৃতী ব্যক্তি) ক্ষমতে (সমর্থ) হয় ? [যতঃ] (যেহেতু) হন্ত (আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্যের—বিষয় এই যে) জিষ্ণুভিঃ (জয়শীল) চতুর্ভিঃভুজৈঃ (চারিটী হস্তদ্বারা) অদ্ভুতরুচিং (অদ্ভুত-শোভাবিশিষ্ট) বৈষ্ণবীং তনুং (শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি) আবিষ্কুর্ব্বতি (প্রকটনকারী) তস্মিন্ (তাঁহাতে—সেই শ্রীকৃষ্ণে) অপি (ও) যাসাং (যাঁহাদের—যে গোপীদের) রাগোদয়ঃ (অনুরাগোল্লাস) কুঞ্চতি (সঙ্কুচিত হয়)।

অনুবাদ। গোপিকাদিগের নন্দ-নন্দননিষ্ঠ এবং দুরূহ-পথ-সঞ্চরণশীল ভাবের প্রক্রিয়া কোন্ কৃতী ব্যক্তিই বা অবগত হইতে সমর্থ ? (অর্থাৎ কেহই সমর্থ হয় না)। যেহেতু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, (স্বীয় রূপ গোপন করিবার উদ্দেশ্যে, কৌতুকবশতঃ) সেই নন্দ-নন্দনই যদি জয়শীল চতুর্ভুজদ্বারা উপলক্ষিত শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি প্রকটিত করেন, তাহা হইলে তাঁহাতেও (সেই—শ্রীকৃষ্ণেও) তাঁহাদের (গোপীদের) রাগোল্লাস সঙ্কুচিত হয়। ৮

ললিত-মাধব-গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, কোনও এক কল্পে মাথুর-বিরহে অধীর হইয়া শ্রীরাধা যমুনায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন ; তাহা দেখিয়া বিশাখাদি সখীগণও যমুনায় ঝাঁপ দিলেন। সূর্য্যকন্যা যমুনা তাঁহাদিগকে লইয়া সূর্য্যলোকে গিয়া সূর্য্যদেবের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আসিলেন। সেখানেও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধা অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করিলে সূর্য্যপত্নী ছায়া শ্রীরাধার সান্ত্বনার নিমিত্ত এক উপায় স্থির করিলেন। সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলিয়া ছায়াদেবী মনে করিলেন, সূর্য্যমণ্ডলস্থিত নারায়ণই শ্রীরাধার বল্লভ ; সুতরাং তাঁহার সহিত মিলিত হইলেই শ্রীরাধা সান্ত্বনা লাভ করিবে। তাই তিনি শ্রীরাধাকে বলিলেন—"রাধে ! তুমি ব্যাকুল হইও না ; তোমার প্রাণবল্লভ এই সূর্য্যমণ্ডলেই অবস্থিত।" ছায়াদেবীর কথা শুনিয়া বিশাখা তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে।

দুরূহ-পদবী-সঞ্চারিণঃ—দুরূহ—অন্যের আরোহণের অযোগ্য, পদবীতে [(পথে) সঞ্চরণশীল; ষষ্ঠী বিভক্তি, "ভাবের" বিশেষণ। গোপীদিগের ভাব—কান্তাভাব—দুরূহ-পদবী-সঞ্চারী—অপর কেহ যে পথে কখনও আরোহণ করিতে পারে না, সেই পথেই বিচরণ করিয়া থাকে ; সুতরাং ইহা অপরের—গোপীগণ ব্যতীত অন্য কাহারও—বোধগম্য নহে ; তাই এস্থলে দুরূহ-পদবী-সঞ্চারী অর্থ—অন্যের বুদ্ধির গতির অতীত—অন্যে যাহা বুঝিতে পারেনা। **পশুপেন্দ্র-নন্দন-জুষঃ**—পশু (গো-) দিগকে পালন করে যাহারা, তাহারা পশুপ—গোপ; তাহাদের মধ্যে ইন্দ্রতুল্য অর্থাৎ রাজা যিনি, তিনি পশুপেন্দ্র—শ্রীনন্দমহারাজ ; তাঁহার নন্দন—পশুপেন্দ্র-নন্দন—ব্রজেন্দ্র-নন্দন—শ্রীকৃষ্ণ ; তাঁহার সেবা (জুষ্-ধাতুর অর্থ সেবা) করে যে, তাহা হইল পশুপেন্দ্র-নন্দন-জুট্—ইহার ষষ্ঠী বিভক্তিতে পশুপেন্দ্র-নন্দন-জুষঃ ; ইহা "ভাবের" বিশেষণ। মর্ম্ম—যাহা একমাত্র ব্রজেন্দ্র-নন্দন-শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই নিয়োজিত, সেই ভাবের—ব্রজেন্দ্রনন্দননিষ্ঠ কান্তাভাবের। দ্বিভুজ-মুরলীধর ব্রজেন্দ্র-নন্দনই যে গোপীদিগের কান্তাপ্রেমের একমাত্র বিষয়ালম্বন—তাহাই সূচিত হইল। **গোপীনাং ভাবস্য**—গোপীদিগের ভাবের—কান্তাভাবের। এই ভাব কিরূপ ? দুরূহ-পদবী-সঞ্চারী এবং পশুপেন্দ্র-নন্দন-জুট্। **প্রক্রিয়াং**—পদ্ধতি ; প্রকৃতি ; গোপীদের কান্তাভাবের প্রকৃতি বা স্বরূপ। **বিজ্ঞাতুং**—বিশেষরূপে জানিতে। **জিষ্ণুভিঃ চতুর্ভিঃ ভুজৈঃ**—জয়শীল চারিটী হস্ত দ্বারা। জিষ্ণুভিঃ (জয়শীল)-শব্দের সার্থকতা এই যে, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চারিটী হস্ত দ্বারা শ্রীবিষ্ণু সকলকেই জয় করিতে পারেন। এস্থলে ব্যঞ্জনা এই যে, এই জয়শীল হস্ত-চতুষ্টয়ও কিন্তু গোপীদের ভাবকে জয় করিতে পারে নাই—চতুর্ভুজরূপ দেখিয়া গোপীদের কান্তাভাব উচ্ছ্বসিত না হইয়া বরং সঙ্কুচিত হইয়াছে। **বৈষ্ণবীং তনুং**—বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুসম্বন্ধীয় বা বিষ্ণুর স্বরূপভূত দেহ ; বিষ্ণুমূর্ত্তি। **রাগোদয়**—রাগের (কান্তাভাবোচিত প্রীতির) উদয় বা উল্লাস। **কুঞ্চতি**—সঙ্কুচিত হয়।

২৭৩ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

ব্রজসুন্দরীগণের ভাব শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ; শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার কথা তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না ; তাঁহারা এই মাত্র

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজ-নন্দন এবং তাঁহাদের প্রাণবল্লভ। তাই ছায়াদেবীর কথা শুনিয়া বিশাখা হয়তো প্রথমে বুঝিতেই পারেন নাই—তিনি কেন সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণকে শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ বলিতেছিলেন। সম্ভবতঃ তখন তাঁহার মনে পড়িল যে, শ্রীকৃষ্ণের নামকরণের সময়ে গর্গাচার্য্য নাকি বলিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ "নারায়ণসমো গুণৈঃ।" ইহা মনে করিয়া তিনি মনে করিলেন, এই নারায়ণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গুণসাম্য—অধিকন্তু বর্ণসাম্য—আছে বলিয়াই বোধ হয় ছায়া-দেবী নারায়ণকে শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ বলিয়াছেন। ইহা মনে করিয়াই বিশাখা ছায়া-দেবীকে বলিলেন—

"তুমি মনে করিয়াছ, বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিলেই শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহ-ব্যথা প্রশমিত হইবে; কিন্তু ইহা তোমার ভ্রান্ত ধারণা। ঐশ্বর্য্যময়-বিষ্ণুমূর্ত্তির কথা তো দূরে, স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন যদি কৌতুকবশতঃ তাঁহার ব্রজের সমস্ত মাধুর্য্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চতুর্ভুজরূপ ধারণ করেন, তাহা হইলে সেই পূর্ণ-মাধুর্য্যময় চতুর্ভুজরূপ দেখিয়াও শ্রীরাধার কান্তাভাব সঙ্কুচিত হইবে। শ্রীরাধার কথাই বা বলি কেন? শ্রীরাধার কথা উঠিতেই পারে না—কারণ, তাঁহার সখীস্থানীয়া গোপবধূদের কান্তাভাবও সেই চতুর্ভুজরূপ দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ, গোপবেশ-বেণুকর, নবকিশোর-নটবর, দ্বিভুজ-শ্যামসুন্দররূপ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণেরই অন্য বেশে আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হয় না—বিষ্ণুমূর্ত্তির কথা আর কি বলিব? নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতেই বিশাখা এই কথা বলিলেন; যে লীলায় তাঁহার এই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহার ইঙ্গিত মাত্র উক্ত-শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। পরবর্ত্তী ২৭৮-৮০ পয়ারে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী এই লীলাটী বর্ণন করিয়াছেন।

লীলাটী এই। এক সময়ে বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্রজবধূদের সঙ্গে গোবর্দ্ধনে রাসলীলা করিতেছিলেন। একাকিনী শ্রীরাধাকে লইয়া নিভৃত-নিকুঞ্জে বিহার করার নিমিত্ত হঠাৎ তাঁহার ইচ্ছা হইল; ইঙ্গিতে শ্রীরাধাকে তাঁহার উদ্দেশ্য জানাইয়া তিনি রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং শ্রীরাধার অপেক্ষায় নিভৃত-নিকুঞ্জে যাইয়া বসিয়া রহিলেন। এদিকে, রাসস্থলীতে কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া গোপবধূগণ রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; অন্বেষণ করিতে করিতে দূর হইতে তাঁহারা দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ এক কুঞ্জের মধ্যে বসিয়া আছেন। কৃষ্ণও দূর হইতে গোপীগণকে দেখিলেন, দেখিয়া একটু সন্ত্রস্তও বোধ হয় হইলেন—সকলকে ত্যাগ করিয়া রাসস্থলী হইতে পলাইয়া আসিয়া একাকী নিভৃত-নিকুঞ্জে বসিয়া থাকার কি সন্তোষজনক উত্তর তিনি তাঁহাদিগকে দিবেন? কুঞ্জ ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া যে আত্মগোপন করিবেন, সেই সুযোগও আর ছিলনা; কারণ, গোপীগণ আসিয়া পড়িয়াছেন, পলাইতে গেলেই ধরা পড়িবেন—তখন আরও অধিকতররূপে বিব্রত হইতে হইবে। অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন—"হায়, হায়! কি করি? যদি এসময় আমার আরও দুইটী হাত বাহির হইত, যদি চতুর্ভুজ হইতে পারিতাম, তাহা হইলে সম্ভবতঃ গোপীদের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিতাম—দূর হইতে আমার বর্ণ দেখিয়াই তাঁহারা 'কৃষ্ণ' মনে করিয়া এদিকে আসিতেছেন; কিন্তু কুঞ্জের ভিতরে আসিয়া যখন চারিটী হাত দেখিবেন, তখনই তাঁহারা নিজেদিগকে ভ্রান্ত মনে করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন। কিন্তু আর দুইটী হাতই বা কোথায় পাইব?" ব্রজে মাধুর্য্যের পূর্ণতম অধিকার হইলেও ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম অভিব্যক্তিও সেখানে আছে—তবে বিশেষত্ব এই যে, ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন—কারণ, ব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্রজে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে ঐশ্বর্য্যকে অঙ্গীকার করেন না; কিন্তু, পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা পতিগতপ্রাণা পত্নীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যশক্তি সুযোগ পাইলেই অলক্ষিতভাবে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। তাই, চতুর্ভুজ হওয়ার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের যে ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত পাইয়া ঐশ্বর্য্যশক্তি শ্রীকৃষ্ণকে তৎক্ষণাৎ চতুর্ভুজ করিয়া দিলেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চারিটী বাহু দেখিয়া চমৎকৃত ও আনন্দিত হইলেন। ইত্যবসরে গোপীগণ আশান্বিত হইয়া কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়াই কুঞ্জমধ্যস্থিত শ্যামসুন্দর-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া হতাশ হইলেন! ইনি তো তাঁদের প্রাণবঁধুয়া শ্রীকৃষ্ণ নহেন? ইনি তো দেখা যাইতেছে চতুর্ভুজ নারায়ণ! তাঁহাদের উচ্ছ্বসিত কান্তাভাব সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তাঁহারা করজোড়ে শ্রীনারায়ণকে স্তুতি-নতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির প্রার্থনা নিবেদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। (স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যদি কৌতুক-

বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্দ্ধনে।
অন্তর্দ্ধান কৈল সঙ্কেত করি রাধা সনে ॥ ২৭৪
নিভৃত-নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট ।
অন্বেষিতে আইলা তাহাঁ গোপিকার ঠাট ॥ ২৭৫
দূরে হৈতে কৃষ্ণে দেখি কহে গোপীগণ—।
এই দেখ কুঞ্জের ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৭৬
গোপীগণ দেখি কৃষ্ণের হইল সাধ্বস ।
লুকাইতে নারিলা ভয়ে হইলা বিবশ ॥ ২৭৭
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি আছেন বসিয়া ।
কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়া ॥ ২৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বশতঃ অন্যরূপ ধারণ করেন, তাহা হইলে শ্রীরাধার সহচরীগণের ভাবও যে সঙ্কুচিত হইয়া যায়, এ পর্য্যন্ত তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল)। গোপীগণ চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টির পথবর্ত্তিনী হইলেন। নিরুপদ্রবে শ্রীরাধাকে একাকিনী পাইবেন—এই ভরসায় শ্রীকৃষ্ণ উৎফুল্ল হইলেন ; ঐ চারিটী হাতের দ্বারা শ্রীরাধাকে চমৎকৃত করিতে পারিবেন ভাবিয়াও তিনি অধিকতর আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ চারিটী হাত রক্ষা করা যেন তাঁহার পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার হইয়া উঠিল—শ্রীরাধা যতই নিকটবর্ত্তিনী হইতেছেন, অতিরিক্ত হাত দু'খানা ততই যেন শীঘ্র শীঘ্র অন্তর্হিত হওয়ার চেষ্টা করিতেছে। সে দু'খানাকে রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অনেক চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রয়াস নিষ্ফল হইল—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার স্পষ্ট-দৃষ্টির মধ্যে আসিবার পূর্ব্বেই অতিরিক্ত হাত-দু'খানা সম্যক্‌রূপে অন্তর্হিত হইল—শ্রীকৃষ্ণ কেবল দ্বিভুজরূপে বসিয়া রহিলেন। ইহা মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার মাধুর্য্যময় বিশুদ্ধভাবের এক অদ্ভুত প্রভাব--যাহার সাক্ষাতে ঐশ্বর্য্যশক্তি কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। অন্য গোপীদের ভাবও শুদ্ধ-মাধুর্য্যময়—তথাপি কিন্তু তাহাদের সাক্ষাতে ঐশ্বর্য্যশক্তি কিয়ৎ-পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিয়াছিল—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে তাঁহাকে চতুর্ভুজরূপ দিতে পারিয়াছিল। কিন্তু শ্রীরাধার ভাব সর্ব্বাতিশায়ী ; তাহার প্রভাব এতই বেশী যে, শ্রীকৃষ্ণের বলবতী ইচ্ছা এবং প্রবল প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও ঐশ্বর্য্যশক্তি অতিরিক্ত দুইটী হাত অন্তর্হিত করিতে—কোটিসূর্য্যের বিকাশে সামান্য খদ্যোতকের ন্যায়—সম্যক্‌রূপে আত্মগোপন করিতে—বাধ্য হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা এবং প্রয়াস অপেক্ষাও শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাব অনেক বেশী শক্তিশালী (পরবর্ত্তী ৯ম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

২৭৪-৭৫। **গোবর্দ্ধনে**—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকট রাসৌলি-নামক স্থানে। **সঙ্কেত করি** ইত্যাদি—নিভৃত বিহারের নিমিত্ত শ্রীরাধাও যেন রাসস্থলী ছাড়িয়া নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়েন, এই উদ্দেশ্যে শ্রীরাধাকে ইঙ্গিত করিয়া। **নিভৃত**—নির্জ্জন। **রাধার বাট**—শ্রীরাধার পথ (বাট অর্থ রাস্তা)। শ্রীরাধা আসিতেছেন কিনা, তাহা দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার পথের দিকে চাহিয়া আছেন—শ্রীকৃষ্ণ। **অন্বেষিতে**—শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিতে। **তাঁহা**—সেই স্থানে ; নিভৃত নিকুঞ্জের নিকটে। **গোপিকার ঠাট**—গোপীসকল।

২৭৭-৭৮। **সাধ্বস**—ত্রাস, ভয়। গোপনে রাসস্থলী ছাড়িয়া আসিয়া একাকী নিভৃত-নিকুঞ্জে বসিয়া থাকার কি সন্তোষজনক উত্তর দিবেন, তাহা ভাবিয়া কৃষ্ণের ভয় হইল। কারণ, তিনি যে একাকিনী শ্রীরাধার সহিত নিভৃতে ক্রীড়া করার উদ্দেশ্যেই পলাইয়া আসিয়াছেন, একথা গোপীদের নিকটে প্রকাশ করিতে পারিবেন না, করিলে তাঁহারা মানিনী হইবেন বলিয়া তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন। **লুকাইতে** ইত্যাদি—কুঞ্জ ছাড়িয়া অন্যত্র আত্মগোপন করিতেও পারিলেন না ; তখন আর পলাইবার সময় ছিল না। গোপীগণ নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন, পলাইতে গেলেই ধরা পড়িয়া অপ্রতিভ হইতে হইবে ; তাই কুঞ্জে বসিয়াই ভয়েতে প্রায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। **চতুর্ভুজ মূর্ত্তি** ইত্যাদি—তাঁহার এই ভয় দেখিয়া এবং আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে চতুর্ভুজ হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত পাইয়া ঐশ্বর্য্যশক্তি, তাঁহাকে চতুর্ভুজরূপ দিয়া দিলেন (পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য) এবং সেই চতুর্ভুজরূপেই শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জের মধ্যে বসিয়া রহিলেন। **কৃষ্ণ দেখি**—যাঁহাকে একটু আগে দূর হইতে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এক্ষণে নিকটে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া।

ইহোঁ কৃষ্ণ নহে, ইহোঁ নারায়ণমূর্ত্তি।
এত বলি তাঁরে সভে করে নতি-স্তুতি ॥ ২৭৯
নমো নারায়ণ দেব ! করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণসঙ্গ দেহ, মোর খণ্ডাহ (ঘুচাহ) বিষাদ ॥ ২৮০
এত বলি নমস্করি গেলা গোপীগণ।
হেনকালে রাধা আসি দিলা দরশন ॥ ২৮১
রাধা দেখি কৃষ্ণ তাঁরে হাস্য করিতে।
সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি চাহেন রাখিতে ॥ ২৮২
লুকাইল দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে।
বহুযত্ন কৈল কৃষ্ণ—নারিল রাখিতে ॥২৮৩
রাধার বিশুদ্ধভাবের অচিন্ত্য প্রভাব।
যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজস্বভাব ॥ ২৮৪

উজ্জলনীলমণৌ নায়িকা-ভেদপ্রকরণে (৬)—

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ-
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং স্বমুদ্ধুরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

রাসারম্ভেতি। তত্রৈচেতিহ্যপ্রমাণমাহ রাসেতি। যা চতুর্ব্বাহুতা। শ্রীজীব।৯।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৭৯-৮০। **ইহোঁ কৃষ্ণ** ইত্যাদি—ইনি তো দেখিতেছি নারায়ণ; আমরা দূর হইতে চারি হাত দেখিতে না পাইয়া ভুল করিয়াছিলাম। **নতি স্তুতি**—নমস্কার ও স্তব। **নমোনারায়ণ** ইত্যাদি—নতিস্তুতি করিয়া গোপীগণ বলিলেন—"হে নারায়ণ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও; আমাদের প্রাণবল্লভ কৃষ্ণকে মিলাইয়া দাও—আমাদের দুঃখ দূর কর।" **বিষাদ**—দুঃখ। **খণ্ডাহ**—খণ্ডন কর; দূর কর।

২৮১-৮৩। **হেনকালে**—গোপীগণ চলিয়া যাওয়া মাত্রেই। **রাধা আসি** ইত্যাদি—শ্রীরাধা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হইলেন; শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, দূরে শ্রীরাধা আসিতেছেন। **তাঁরে হাস্য করিতে**—শ্রীরাধাকে হাস্য করিতে; শ্রীরাধার সহিত কৌতুক-রঙ্গ করিতে। **লুকাইল**—অন্তর্হিত হইল। **দুই ভুজ**—দুইবাহু; অতিরিক্ত যে দুই বাহু প্রকটিত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ হইয়াছিলেন, সেই দুই বাহু। **রাধার অগ্রেতে**—শ্রীরাধার সম্মুখে; শ্রীরাধার উপস্থিতিমাত্রে। **বহুযত্ন** ইত্যাদি—সেই দুই বাহু রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু রাখিতে পারিলেন না; কারণ, শুদ্ধ-মাধুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীরাধার সাক্ষাতে ঐশ্বর্য্য কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইল না—শ্রীকৃষ্ণের বলবতী ইচ্ছাসত্ত্বেও না (পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

২৮৪। **বিশুদ্ধ ভাবের**—ঐশ্বর্য্য-গন্ধলেশশূন্য শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ভাবের। **যে**—যে বিশুদ্ধভাব। **করাইল** ইত্যাদি—চতুর্ভুজত্ব ঘুচাইয়া কৃষ্ণের স্বরূপানুবন্ধী দ্বিভুজরূপ দিলেন—একমাত্র যে দ্বিভুজরূপ গোপসুন্দরীদের রতির বিষয়ালম্বন। **দ্বিভুজ-স্বভাব**—স্বরূপসিদ্ধ দ্বিভুজরূপ। "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ। ২।২১।৮৩" পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

২৭৪-৮৪ পয়ারের উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৯। **অন্বয়।** রাসারম্ভবিধৌ (রাসারম্ভ-সময়ে) কুঞ্জে (কুঞ্জমধ্যে) নিলীয় (লীন হইয়া—লুকাইয়া) বসতা (অবস্থানকারী) হরিণা (শ্রীহরিকর্ত্তৃক)—মৃগাক্ষীগণৈঃ (মৃগ-নয়না-গোপীগণকর্ত্তৃক) দৃষ্টং (দৃষ্ট) স্বং (নিজেকে) গোপয়িতুং (গোপন করিতে—লুকাইতে) উদ্ধুরধিয়া (উৎকৃষ্ট বুদ্ধিদ্বারা) যা (যাহা—যে চতুর্ভুজতা) সুষ্ঠু (সুন্দররূপে) সন্দর্শিতা (প্রদর্শিত হইয়াছে)—হন্ত (অহো), রাধায়াঃ (শ্রীরাধার) প্রণয়স্য (প্রেমের) মহিমা (মাহাত্ম্য) [এবম্ভূতঃ] (ঈদৃশ), যস্য (যাহার—যে রাধাপ্রেমের) শ্রিয়া (প্রভাবদ্বারা) প্রভবিষ্ণুনা অপি (প্রভাবশালী—সর্ব্বসমর্থ—হইয়াও) হরিণা (শ্রীহরিকর্ত্তৃক) সা (সেই) চতুর্ব্বাহুতা (চতুর্ভুজত্ব) রক্ষিতুং (রক্ষিত হইতে) শক্যা (সমর্থা) ন আসীৎ (হইয়াছিল না)।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। রাসারম্ভে (রাসমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া) শ্রীকৃষ্ণ কোনও কুঞ্জমধ্যে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে মৃগনয়না-গোপিকাগণ সেই স্থানে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলে, তিনি স্বীয় উত্তমবুদ্ধির প্রভাবে নিজেকে (গোপিকাদিগের নিকট হইতে) লুকাইবার উদ্দেশ্যে সুষ্ঠুরূপে যে চতুর্ভুজরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন ; অহো ! শ্রীরাধার এমনই প্রেম-মহিমা, যে প্রেম-মহিমার প্রভাবে—সেই চতুর্ভুজরূপ—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিশালী হইয়াও—রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

গোবর্দ্ধন-গিরির উপত্যকায় রাসৌলী-নামক স্থানের বসন্তরাস-সম্বন্ধে বৃন্দাদেবী পৌর্ণমাসীর নিকটে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকবশতঃ প্রকটিত চতুর্ভুজরূপ, গোপিকাগণের সম্মুখে রক্ষা করিতে পারিলেও—শ্রীরাধার প্রেমের অদ্ভুত প্রভাববশতঃ শ্রীরাধার সম্মুখে যে তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহাই এই শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে। শ্রীরাধার সাক্ষাতে তিনি চতুর্ভুজরূপ রক্ষা করিতে পারিলেন না কেন ? উত্তর বোধ হয় এইরূপ :—শ্রীকৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ংভগবান্; তিনি পরম-স্বতন্ত্র—তাঁহার ঐশ্বর্য্যের পরম-বিকাশই তাঁহার পরম-স্বাতন্ত্র্যের হেতু ; কিন্তু তিনি পরম স্বতন্ত্র হইলেও প্রেমের অধীন—যে প্রেম তাঁহার ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত, সেই প্রেমের অধীন নহেন ; কারণ, সেই প্রেমে তিনি প্রীতিলাভ করিতে পারেন না ; তিনি নিজেই বলিয়াছেন "ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত। ১।৩।১৪॥"—পরন্তু, যে প্রেমে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের গন্ধলেশও নাই, যে প্রেম শুদ্ধ-মাধুর্য্য-ভাবময়, শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমেরই বশীভূত, সেই প্রেমের বশীভূত হইয়া তিনি নন্দ-যশোদার তাড়ন-ভর্ৎসন লাভ করিয়া, সুবলাদিকে স্কন্ধে বহন করিয়া এবং 'দেহি পদপল্লবমুদারং' বলিয়া শ্রীরাধার পাদমূলে পতিত হইয়াও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ শুদ্ধ-মাধুর্য্য-ভাবময় প্রেমের অধীন বলিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যও এই প্রেমের অনুগত—শুদ্ধ-মাধুর্য্যের অনুগত। যে স্থলে শুদ্ধ-মাধুর্য্যের বিকাশ, সে স্থলেও—লীলারস-পুষ্টির বা লীলার সহায়তার নিমিত্ত লীলাকারীদের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে, সাধারণতঃ তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই—ঐশ্বর্য্য আত্মপ্রকাশ করিয়া মাধুর্য্যের সেবা করিয়া যায় ; কিন্তু স্বরূপতঃ শুদ্ধ-মাধুর্য্যের অনুগত বলিয়া সে স্থলে ঐশ্বর্য্য কখনও শুদ্ধ-মাধুর্য্যের বা মাধুর্য্যাত্মক প্রেমের উপরে প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে না—শুদ্ধ-মাধুর্য্য-ভাবাত্মক ভক্তকে তাঁহার ইঙ্গিত ব্যতীত অভিভূত, অপ্রতিভ বা চমৎকৃত করিতে পারে না এবং তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকে কোনও সময়েই শিথিল করিতে পারে না। তাই পূতনা-তৃণাবর্ত্তবধাদিতে, কি কালীয়-দমনাদিতে, কি গোবর্দ্ধন-ধারণাদিতে, কি গোবর্দ্ধন-গুহায় শ্রীরাধার গৌরীপূজাদিতে, এমন কি রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের বহু-প্রকাশমূর্ত্তি-প্রকটনে—অশেষ ঐশ্বর্য্যের বিকাশ থাকা সত্ত্বেও ব্রজ-পরিকরদের ব্রজেন্দ্র-নন্দন-নিষ্ঠ ভাব সঙ্কুচিত হয় নাই ; কারণ, যে যে স্থলে পরিকরগণ ঐশ্বর্য্য অনুভবও করিয়াছেন, সে সে স্থলেও শুদ্ধমাধুর্য্য-বশতঃ তাঁহারা সেই ঐশ্বর্য্যকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়াই মনে করিতেন না। নিভৃত-নিকুঞ্জে গোপীগণ যে চতুর্ভুজরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই চতুর্ভুজত্ব-প্রাপ্তি মনে করেন নাই—চতুর্ভুজরূপকে নারায়ণ বলিয়াই মনে করিয়াছেন ; তাই, প্রথমে কুঞ্জমধ্যস্থ মূর্ত্তিকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া তাঁহাদের যে প্রেম উথলিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাকে নারায়ণ ভাবিয়া তাহা সঙ্কুচিত হইয়া গেল—শ্রীকৃষ্ণেরই চতুর্ভুজত্ব ভাবিয়া সঙ্কুচিত হয় নাই। যাহা হউক, যে স্থলে শুদ্ধ-মাধুর্য্যাত্মক প্রেমের বিকাশ যত বেশী, সে স্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাধীনত্বও তত বেশী এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্যের বিকাশ—মাধুর্য্যের অননুগত ভাবে বিকাশও—তত কম। শ্রীরাধাতে প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ ; সুতরাং তাঁহার কোনওরূপ ইঙ্গিত ব্যতীত, তাঁহাকে চমৎকৃত বা অপ্রতিভ করার জন্য ঐশ্বর্য্যের বিকাশ একেবারেই সম্ভব নয়। তাই তাঁহার সাক্ষাতে ঐশ্বর্য্যজনিত চতুর্ভুজত্ব স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। অন্য গোপীদের প্রেমও শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় হইলেও শ্রীরাধা অপেক্ষা তাঁহাদের মধ্যে প্রেমের বিকাশ কিছু কম ; তাই লীলারস-পুষ্টির উদ্দেশ্যে—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এতদুভয়েরই অভীষ্ট নিভৃত-নিকুঞ্জ-বিহারের আনুকূল্য-সাধনের উদ্দেশ্যে—তাঁহাদের সাক্ষাতে চতুর্ভুজত্ব প্রকটিত করিয়া ঐশ্বর্য্যশক্তি তাঁহাদিগকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে; এই সামর্থ্যের দুইটী হেতু :—(১) শ্রীরাধা

সেই ব্রজেশ্বর ইহাঁ—জগন্নাথ পিতা।
সেই ব্রজেশ্বরী ইহাঁ—শচীদেবী মাতা ॥ ২৮৫
সেই নন্দসুত ইহাঁ—চৈতন্যগোসাঞি।
সেই বলদেব ইহাঁ—নিত্যানন্দ ভাই ॥ ২৮৬
বাৎসল্য দাস্য সখ্য—তিন ভাবময়।
সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য সহায় ॥ ২৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অপেক্ষা অন্য গোপীদের মধ্যে প্রেম-বিকাশের ন্যূনতা এবং (২) অন্য গোপীদের অনুপস্থিতিতে নিভৃত-নিকুঞ্জ-বিলাসের নিমিত্ত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—বিশেষতঃ শ্রীরাধার—ইচ্ছা (ইহাতে ঐশ্বর্য্য-প্রকাশে মাধুর্য্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়)।

অথবা, শ্রীকৃষ্ণ তো ব্রজে ঐশ্বর্য্যকে অঙ্গীকারই করেন না, তথাপি ঐশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করিয়া থাকিতে পারেনা ; যেহেতু, ঐশ্বর্য্য তাঁহারই শক্তি। তবে ঐশ্বর্য্যশক্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন—শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাতসারে, তাঁহার ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য ইচ্ছা ছিল—নিভৃত নিকুঞ্জে একাকিনী শ্রীরাধার সহিত মিলন। সুতরাং এই মিলনের সুযোগ করিয়া দেওয়াই হইবে ঐশ্বর্য্যশক্তির মুখ্য সেবা। এই সুযোগের জন্য অন্য গোপীরা যাহাতে কুঞ্জে না আসেন, তাহা করা দরকার। ঐশ্বর্য্যশক্তি তাহা করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতেই তাঁহার চারিটী হাত প্রকটিত করিয়া। চারিটী হাত দেখিয়াই গোপীগণ মনে করিলেন,—কুঞ্জে যিনি বসিয়া আছেন, তিনি তাঁদের প্রাণবল্লভ নহেন ; তাই তাঁহারা কুঞ্জ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। গোপীদের সহিত মিলিত হওয়াই যদি শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের সাক্ষাতেও, কৌতুকবশতঃ চারিটী হাত রক্ষা করার ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের মনে উদিত হইলেও, ঐশ্বর্য্যশক্তি তাহা রাখিতে পারিতেন না, বা রাখিতেন না ; যেহেতু, তাহাতে গোপীদের সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির আনুকূল্য বিধানরূপ সেবা ঐশ্বর্য্যশক্তির হইত না। যাহাহউক, গোপীগণ চলিয়া গেলেন। চতুর্ভুজরূপও তখনও রহিয়া গেল। শ্রীরাধা আসিলেন, তাঁহার সাক্ষাতে চতুর্ভুজরূপ রাখার জন্য কৃষ্ণের ইচ্ছা জন্মিলেও ঐশ্বর্য্যশক্তি তাহা রাখিতে পারিলেন না, বা রাখিলেন না ; যেহেতু, তাহাতে নিভৃত নিকুঞ্জে একাকিনী শ্রীরাধার সহিত মিলনের আনুকূল্য বিধানরূপ সেবা ঐশ্বর্য্যশক্তির সম্ভব হইত না। ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত ; তাই মাধুর্য্যাত্মিকা লীলার প্রতিকূল কোনও কার্য্যই ঐশ্বর্য্যশক্তি সেখানে করিতে পারেন না, লীলার পুষ্টি-সাধনের আনুকূল্যই যথাসম্ভবভাবে করিতে পারেন।

রাসারম্ভবিধৌ—রাসের আরম্ভ বিহিত হইলে ; রাসলীলা আরম্ভ হওয়ার পরে। **কুঞ্জে নিলিয় বসতা হরিণা**—যিনি রাসস্থলী হইতে পলাইয়া গিয়া নিভৃত-নিকুঞ্জে লুকাইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সেই শ্রীহরি কর্তৃক (পরবর্ত্তী সন্দর্শিতা-ক্রিয়ার কর্ত্তা হইল 'হরিণা'—কর্ম্মবাচ্যে)। **মৃগাক্ষীগণৈঃ**—মৃগের (হরিণের) ন্যায় অক্ষি (চক্ষু) যাঁহাদের, সেই গোপীগণ কর্তৃক। হরিণ-নয়না গোপীগণ কর্তৃক (দৃষ্টঃ ক্রিয়ার কর্ত্তা—কর্ম্মবাচ্যে)। **উদ্ধরধিয়া**—প্রতিভারূঢ় বুদ্ধিদ্বারা (করণ) ; প্রতিভা-সম্পন্ন বুদ্ধিদ্বারা। **শ্রিয়া**—সম্পত্তি দ্বারা ; প্রেমের সম্পত্তি অর্থ প্রেমের প্রভাব। **প্রভবিষ্ণুনা**—প্রভাবশালী বা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন (শ্রীহরি)-কর্তৃক। এই শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ংভগবান্ হইলেও শ্রীরাধার সাক্ষাতে স্বীয় চতুর্ভুজত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না।

২৮৫-৮৭। ২৬৮ পয়ারের সঙ্গে এই কয় পয়ারের অন্বয়। ২৬৮ পয়ারে বলা হইয়াছে, রাধাভাবে স্বীয় মাধুর্য্যাদির আস্বাদন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারের মুখ্যকারণ হইলেও, বিবর্ত্তরূপে তিনি চতুর্ব্বিধ-ভক্তের চতুর্ব্বিধ ভাবও আস্বাদন করিয়াছেন ; এই চতুর্ব্বিধ ভক্ত লইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন ; ইঁহাদের মধ্যে কে কোন্ ভাবের ভক্ত, কাহার কোন্ ভাব প্রভু আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে।

সেই ব্রজেশ্বর ইত্যাদি—দ্বাপরে যিনি ব্রজরাজ নন্দ ছিলেন, তিনিই এই নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র। **সেই ব্রজেশ্বরী** ইত্যাদি—দ্বাপরে যিনি ব্রজরাজপত্নী যশোদা ছিলেন, তিনিই এই নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মাতা শচীদেবী। শচীমাতা ও জগন্নাথমিশ্র প্রভুর মাতা-পিতা বলিয়া তাঁহাদের বাৎসল্যভাব ; প্রভুও

প্রেমভক্তি দিয়া তিঁহো ভাসাইল জগতে।
তাঁহার চরিত্র লোক না পারে বুঝিতে ২৮৮
অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি ভক্ত অবতার।
কৃষ্ণ অবতারি কৈল ভক্তির প্রচার ॥ ২৮৯
'সখ্য দাস্য' দুই ভাব—সহজ তাঁহার।
কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু-ব্যবহার ॥ ২৯০
শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
নিজনিজভাবে করেন চৈতন্যসেবন ॥ ২৯১
পণ্ডিতগোসাঞি-আদি যাঁর যেই রস।
সেই-সেই রসে প্রভু হন তার বশ ॥ ২৯২
তেঁহো শ্যাম বংশীমুখ গোপবিলাসী।
ইহোঁ গৌর—কভু দ্বিজ—কভুত সন্ন্যাসী ॥ ২৯৩
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে—'প্রাণনাথ' করি ॥ ২৯৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিষয়রূপে তাঁহাদেরই বাৎসল্যরস আস্বাদন করিয়াছেন। **সেই নন্দসুত** ইত্যাদি—যিনি দ্বাপরে নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, তিনিই নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যপ্রভু। **সেই বলদেব** ইত্যাদি—যিনি দ্বাপরে শ্রীবলদেব ছিলেন, তিনিই নবদ্বীপে শ্রীমন্নিত্যানন্দ, শ্রীচৈতন্যের জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায়। **বাৎসল্য দাস্য** ইত্যাদি—শ্রীমন্নিত্যানন্দের ভাব—দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—এই তিনভাবের মিশ্রিত ভাব—দাস্য-সখ্যমিশ্রিত বাৎসল্য ভাব। (বড়ভাই বলিয়া ছোটভাইয়ের প্রতি বাৎসল্য)। প্রভুও তাঁহার এই ভাবের আস্বাদন করেন। **কৃষ্ণচৈতন্য-সহায়**—পার্ষদ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলা-সহচর ; নাম-প্রেম-বিতরণ-কার্য্যেও প্রভুর মূল সহায়।

২৮৮। কিরূপে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের সহায়তা করিয়াছেন, তাহা বলিতেছেন। জগতে প্রেমভক্তি-বিতরণই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর একটী উদ্দেশ্য—জীবের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু অকাতরে এবং নির্ব্বিচারে যাহাকে তাহাকে প্রেমভক্তি দান করিয়া প্রভুর এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আনুকূল্য করিয়াছেন। **তাঁহার চরিত্র** ইত্যাদি—শ্রীমন্নিত্যানন্দের চরিত্র সাধারণ লোকের বুদ্ধির অতীত—দুর্ব্বিজ্ঞেয়।

২৮৯-৯০। **ভক্ত-অবতার**—১।৩।৭২ এবং ১।৬।৯৮ পয়ার দ্রষ্টব্য। **কৃষ্ণ অবতারি**—স্বীয় আরাধনার প্রভাবে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইয়া। ১।৩।৭৬-৮৯ পয়ার দ্রষ্টব্য। **সখ্য দাস্য** ইত্যাদি—সখ্য ও দাস্য এই দুই ভাবই শ্রীঅদ্বৈতের স্বাভাবিক ভাব ; কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু কখনও কখনও শ্রীঅদ্বৈতকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন (শ্রীঅদ্বৈত শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীর গুরুভাই ছিলেন বলিয়া)।

২৯১। শ্রীবাসাদি ভক্তগণের শ্রীচৈতন্যের প্রতি দাস্যাদিময় ভাব।

২৯২। শ্রীলগদাধরপণ্ডিত-গোস্বামীর ভাব ছিল মধুর-ভাব। যিনি যেই ভাবের ভক্ত, শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার সেই ভাব আস্বাদন করিয়া তাঁহার সেই ভাবোচিত সেবায় তাঁহার বশীভূত হয়েন।

কোনও কোনও গ্রন্থে "সেই সেই রসে প্রভু" স্থলে "সেই সেই রসে কৃষ্ণ"—এইরূপ পাঠান্তর আছে। এস্থলে "কৃষ্ণ"-শব্দে "শ্রীচৈতন্যরূপী কৃষ্ণ" বুঝায়।

২৯৩-৯৪। ২৮৬ পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন। ইহাতে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ? কৃষ্ণ হইলেন শ্যামবর্ণ, আর শ্রীচৈতন্য হইলেন গৌরবর্ণ ; আবার কৃষ্ণ হইলেন গোয়ালা, আর শ্রীচৈতন্য হইলেন ব্রাহ্মণ—পরে সন্ন্যাসী ; শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেন—শ্রীচৈতন্যের বাঁশী নাই ; এরূপ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য কিরূপে এক হইতে পারেন ? ২৯৩ পয়ারে এই প্রশ্ন উত্থাপিত করা হইয়াছে। ইহার উত্তর দিয়াছেন ২৯৪ পয়ারের প্রথম পয়ারার্দ্ধে—"গোপীভাব ধরি"-বাক্যে। এস্থলে **গোপীভাব** অর্থ—রাধাভাব ; এবং ভাবের উপলক্ষণে ভাব ও কান্তি উভয়ই লক্ষিত হইতেছে। গোপীভাব বা শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ গৌরবর্ণ হইয়াছেন—শ্রীরাধার গৌরকান্তির অন্তরালে স্বীয় শ্যামকান্তিকে লুকাইয়া গৌর হইয়াছেন। **গোপবিলাসী**—গোপ (বা গোয়ালা)-রূপে বিলাস (বা লীলা) করিয়াছেন যিনি ; গোয়ালা বা গোপবেশ।

সেই কৃষ্ণ সেই গোপী—পরম বিরোধ। । অচিন্ত্যচরিত্র প্রভুর—অতি সুদুর্ব্বোধ ॥ ২৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অঙ্গের বর্ণ এবং মুখের গঠনই কাহাকেও চিনিবার পক্ষে প্রধান সহায়। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীচৈতন্যের মুখগঠন সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন না থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, হয়তো উভয়ের মুখগঠন একরূপই ছিল (তদ্রূপ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী; কারণ, কৃষ্ণের দেহে রাধার বর্ণ সম্যক্‌রূপে মাখিয়া দিয়াই গৌররূপ হইয়াছেন); অথবা, যাহারা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্যকে দেখে নাই, সুতরাং তাঁহাদের মুখগঠন কিরূপ তাহা জানে না—এমন সাধারণ লোক এরূপ প্রশ্ন করিতে পারে আশঙ্কা করিয়াই মুখগঠন সম্বন্ধে কোনও কথা বলা হয় নাই; তাহাদের মনে কেবল বর্ণসম্বন্ধেই প্রথম এবং প্রধান সন্দেহ উঠিতে পারে; তাই কেবল বর্ণের সম্বন্ধেই উত্তর দেওয়া হইয়াছে। একই ব্যক্তি—কখনও গোয়ালার বেশ কখনও বা ব্রাহ্মণের বেশ, কখনও বা সন্ন্যাসীর বেশও ধারণ করিতে পারে; আবার কখনও বাঁশী বাজাইতে পারে, কখনও বা বাঁশী ফেলিয়াও দিতে পারে—সুতরাং গোপত্ব, দ্বিজত্ব, সন্ন্যাসিত্ব বা বংশীমুখত্ব কাহাকেও চিনিবার পক্ষে নিশ্চিত লক্ষণ নহে বলিয়া এবং মুখ-গঠন সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ বা প্রশ্ন না থাকায়—অঙ্গের বর্ণই মুখ্য লক্ষণ বলিয়া গোপত্বাদি সম্বন্ধে কোনও উত্তর না দিয়া কেবল বর্ণসম্বন্ধেই গ্রন্থকার উত্তর দিয়াছেন। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া—শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া নিজেকে শ্রীরাধা মনে করেন বলিয়াই—ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে "প্রাণনাথ" বলিয়া সম্বোধন করেন। ২৯৩-৯৪ পয়ারের অন্বয়ঃ—তিনি শ্যাম, বংশীমুখ, এবং গোপ (রূপে)-বিলাসী; আর ইনি গৌর, কখনও দ্বিজ, কখনও সন্ন্যাসী। (সুতরাং উভয়ে কিরূপে এক হইতে পারেন?) প্রভু (কৃষ্ণ) আপনি গোপী (রাধা)-ভাব ধরিয়া (গৌর হইয়াছেন, তাই উভয়ের একত্ব অসম্ভব নহে।) অতএব (শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া) ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে "প্রাণনাথ" কহেন।

অথবা, এই পয়ারদ্বয়ের অন্যরূপ অন্বয় এবং অর্থও হইতে পারে।

২৮৬ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের এবং শ্রীচৈতন্যস্বরূপের বর্ণাদির বিশেষত্ব সংক্ষেপে জানাইতেছেন। অন্বয়ঃ—তেঁহো (শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন) শ্যাম, বংশীমুখ এবং গোপ (রূপে)-বিলাসী; আর, ইহোঁ (শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন) গৌর, কখনও দ্বিজ, কখনও সন্ন্যাসী। (কিরূপে গৌর হইলেন? শ্রীরাধার ভাবকান্তি ধারণ করিয়া)। অতএব—আপনে প্রভু (কৃষ্ণ) গোপী (রাধা)-ভাব ধরিয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে "প্রাণনাথ" করিয়া কহেন।

এরূপ অন্বয়ে, ২৯৪-পয়ারে "অতএব"-এর পরে "আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি" বাক্য হইতেছে "অতএব"-এর ব্যাখ্যামূলক বাক্য—২৯৩ পয়ারে গৌরত্বের হেতু স্পষ্টরূপে বলা হয় নাই বলিয়া; অথচ, "অতএব" এর পরে "ব্রজেন্দ্র-নন্দনে কহে প্রাণনাথ করি" ইত্যাদি মুখ্যবাক্যে সেই হেতুর ইঙ্গিত আছে বলিয়া, "অতএব"-এর পরে গৌরত্বের হেতুমূলক এবং "অতএব"-এর ব্যাখ্যামূলক "আপনে প্রভু"-ইত্যাদি বাক্য বলা হইয়াছে।

২৯৫। সেই কৃষ্ণ—শ্রীরাধার মাদনাখ্য-প্রেমের বিষয় যিনি, সেই কৃষ্ণ। **সেই গোপী**—মাদনাখ্য-প্রেমের একমাত্র আশ্রয় যিনি, সেই গোপী শ্রীরাধা। ২৬৯ এবং ২৯৪ পয়ারে বলা হইয়াছে—বিষয়-শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয়-শ্রীরাধার ভাবগ্রহণ করিয়াছেন; ২৬৮ পয়ার হইতে বুঝা যায়, রাধাভাব-কান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শ্রীরাধার কান্তাভাবের—মাদনাখ্যভাবের—বিষয় এবং আশ্রয় উভয়ই। কিন্তু একই ব্যক্তি—একই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—কিরূপে একই ভাবের বিষয় এবং আশ্রয় হইতে পারেন? ইহাই **পরম বিরোধ**—একই পাত্রে দুইটী বিরুদ্ধ ভাবের—বিষয়-জাতীয় ও আশ্রয়-জাতীয় ভাবের সমাবেশ বলিয়া ইহা অসম্ভব। **অচিন্ত্য চরিত্র** ইত্যাদি—প্রভুর অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবেই ইহা সম্ভব হইয়াছে; একই পাত্রে দুইটী বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ সাধারণতঃ অসম্ভব হইলেও মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তাঁহাতে তাহা সম্ভব হইয়াছে।

ইথে তর্ক করি কেহো না কর সংশয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি এইমত হয় ॥ ২৯৬
অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্যবিহার।
চিত্র ভাব, চিত্র গুণ, চিত্র ব্যবহার ॥ ২৯৭
তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার।
কুম্ভীপাকে পচে, তার নাহিক নিস্তার ॥ ২৯৮

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, দক্ষিণবিভাগে,
স্থায়িভাবলহর্য্যাম্ (৫১)—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অচিন্ত্যাঃ অচিন্তনীয়াঃ খলু নিশ্চিতং যে **ভাবাঃ তর্কেণ** **তর্কশাস্ত্রেণ** তান্ ভাবান্ ন যোজয়েৎ যোজনাং ন কুর্য্যাৎ। যৎ প্রকৃতিভ্যঃ প্রকৃতিবিকারেভ্যঃ পরং ভিন্নং, তৎ **অচিন্ত্যস্য লক্ষণং স্যাৎ**। চক্রবর্ত্তী ১০।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৯৬। **ইথে**—এ বিষয়ে; দুইটী **বিরুদ্ধ-ভাবের একত্র সমাবেশ**-বিষয়ে। এই পয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের শেষার্দ্ধেরই ব্যাখ্যামূলক।

২৯৭-৯৮। **কৃষ্ণচৈতন্যবিহার**—**শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা অদ্ভুত এবং** অচিন্ত্য—তর্কযুক্তির অতীত। **চিত্র**—**বিচিত্র, অদ্ভুত, অচিন্ত্য।** **তর্কে**—বহির্ম্মুখ তর্কের বশীভূত হইয়া। **ইহা নাহি মানে**—ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি স্বীকার না। **কুম্ভীপাক**—একরকম নরকের নাম।

বস্তুতঃ, ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির অনুভব সাধন-সাপেক্ষ—মুখ্যতঃ ভগবৎ-কৃপাসাপেক্ষ—বস্তু; বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে এই অনুভব সম্ভব নহে। অথচ, অচিন্ত্যশক্তিতেই ভগবানের অতীন্দ্রিয়ত্ব—তাঁহার বিশেষত্ব—তাহা না মানিলে ভগবানের বিশেষত্বই মানা হয় না; ভগবানের বিশেষত্ব—অতীন্দ্রিয়ত্ব—না মানিলেই অপরাধী হইতে হয়।

শ্লো। ১০। অন্বয়। যে (যে-সমস্ত) ভাবাঃ (ভাব—পদার্থ) অচিন্ত্যাঃ (অচিন্ত্য) খলু তান্ (সে সমস্তকে—সে সমস্ত অচিন্ত্যভাব বা পদার্থকে) তর্কেণ (তর্কদ্বারা) ন যোজয়েৎ (যোজনা করিবে না)। যৎ চ (যাহা) প্রকৃতিভ্যঃ (প্রকৃতির—প্রকৃতির বিকারসমূহের) পরং (অতীত) তৎ (তাহা) অচিন্ত্যস্য (অচিন্ত্যের) লক্ষণম্ (লক্ষণ)।

অনুবাদ। যে সকল ভাব বা পদার্থ অচিন্ত্য, তর্ক দ্বারা সে সমস্তের যোজনা করিবে না (অর্থাৎ সে সমস্তকে তর্কের বিষয়ীভূত করিবে না); যাহা প্রকৃতির বিকার-সমূহের অতীত (অর্থাৎ যাহা অপ্রাকৃত), তাহাই অচিন্ত্য। ১০

আমরা প্রাকৃত জগতের লোক; প্রাকৃত বস্তুর—প্রকৃতির বিকারভূত বস্তুর—সহিতই আমাদের পরিচয়; আমাদের অভিজ্ঞতাও প্রাকৃত বস্তুর উপরেই প্রতিষ্ঠিত। আমাদের যুক্তিতর্কে আমরা এই প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতারই প্রয়োগ করিয়া থাকি; প্রাকৃত-বিষয়-সম্বন্ধীয় বিচারে প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতার প্রয়োগ প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য্য। কিন্তু অপ্রাকৃত—চিন্ময় জগৎ-সম্বন্ধীয় কোনও বিচারে প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতার বিশেষ স্থান নাই। তাহার হেতুও আছে। যাহা প্রকৃতির বিকারভূত নহে—যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অপ্রাকৃত; এ সমস্ত অপ্রাকৃত বস্তু স্বরূপে চিন্ময়; চিন্ময় বস্তু প্রাকৃত লোক-আমরা কখনও দেখিনা, দেখিবার সম্ভাবনাও আমাদের নাই; কারণ, "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়গোচর।" শাস্ত্রবাক্য বা আপ্তবাক্য ব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই চিন্ময় জগতের কোনও সংবাদ আমরা পাইতে পারি না; সেই জগৎ আমাদের কোনও ইন্দ্রিয়েরই গোচরীভূত নহে বলিয়া আমাদের পক্ষে অচিন্ত্য। এই অচিন্ত্য চিন্ময় জগতের রীতিনীতি সর্ব্ববিষয়ে আমাদের প্রাকৃত জগতের রীতিনীতির অনুরূপ না হইতেও পারে; কাজেই অচিন্ত্য চিন্ময় জগৎ-সম্বন্ধীয় কোনও বিচারে প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করিলে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। অবশ্য, শাস্ত্রবাক্য বা আপ্তবাক্য হইতে চিন্ময় জগৎ-সম্বন্ধে যে তথ্য অবগত হওয়া যায়, প্রকৃতসিদ্ধান্ত-নির্ণয়ে সে সমস্ত তথ্যের প্রয়োগ—সে সমস্ত তথ্যমূলক তর্ক—অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু অন্যরূপ তর্কের প্রয়োগ সমীচীন হইবে না।

অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস।
সেই জন যায় চৈতন্যের পদপাশ ॥ ২৯৯
প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার।
ইহা যেই শুনে, শুদ্ধভক্তি হয় তার ॥ ৩০০
লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ।
তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইয়ে আস্বাদ ॥ ৩০১
দেখি গ্রন্থে ভাগবতে ব্যাসের আচার।
কথা কহি অনুবাদ করে বারবার ॥ ৩০২
তাতে আদিলীলার করি পরিচ্ছেদগণন।
প্রথম-পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ ॥ ৩০৩
দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদে চৈতন্যতত্ত্ব-নিরূপণ—।
স্বয়ং ভগবান্ যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৩০৪
তেঁহো ত চৈতন্যকৃষ্ণ শচীর নন্দন।
তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্য-কারণ ॥ ৩০৫
তহি-মধ্যে প্রেমদান বিশেষ কারণ।
যুগধর্ম্ম কৃষ্ণনাম প্রেম-প্রচারণ ॥ ৩০৬
চতুর্থে কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন।
স্বমাধুর্য্য-প্রেমানন্দরস আস্বাদন ॥ ৩০৭
পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব নিরূপণ—।
নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণীনন্দন ॥ ৩০৮
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত-তত্ত্বের বিচার—।
অদ্বৈত-আচার্য্য মহাবিষ্ণু-অবতার ॥ ৩০৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৯৯। **অদ্ভুদ চৈতন্যলীলায়**—শ্রীচৈতন্যের লীলার অদ্ভুতত্বে বা অচিন্ত্যত্বে; শ্রীচৈতন্যের লীলা যে প্রাকৃত লোকের যুক্তিতর্কের বিষয়ীভূত নহে, তদ্বিষয়ে। **পদপাশ**—চরণের নিকটে। ভগবানে যাঁহার দৃঢ় অচল বিশ্বাস আছে, তিনিই ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিতে, তাঁহার লীলার অতীন্দ্রিয়ত্বে বিশ্বাস করিতে পারেন। সুতরাং ভগবল্লীলার অদ্ভুতত্বে যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহারই ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়া মনে করা যায় এবং ভগবানে এই দৃঢ় বিশ্বাসবশতঃ—সাধনের যে স্তরে উন্নীত হইলে ভগবানে এবং তাঁহার অদ্ভুত লীলায় এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, সেই স্তরে অবস্থান হেতু—ভগচ্চরণ-সেবা লাভ তাঁহার পক্ষে সুলভ হইয়া পড়ে।

৩০০। **এই সিদ্ধান্তের সার**—পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারোক্ত সিদ্ধান্ত।

৩০১। **অনুবাদ**—কথিত-বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পুনরুক্তি। সমগ্র গ্রন্থে যাহা লিখিত হয়, গ্রন্থশেষে যদি সংক্ষেপে সে সমস্তের পুনরুল্লেখ করা যায়, তাহা হইলেই একসঙ্গে সমগ্র গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের আস্বাদনের সুবিধা হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের প্রত্যেক লীলার—আদি-লীলা, মধ্য-লীলা ও অন্ত্য-লীলার—বর্ণনার পরে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী শেষ পরিচ্ছেদে সেই লীলার বর্ণিত বিষয়সমূহের সূত্রাকারে পুনরুল্লেখ করিয়াছেন।

৩০২। এইরূপ পুনরুল্লেখ-বিষয়ে পূর্ব্ব-মহাজনগণের আচরণ দেখাইতেছেন। স্বয়ং ব্যাসদেবও শ্রীমদ্ভাগবতের শেষ-স্কন্ধের শেষে—দ্বাদশ-অধ্যায়ে সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ—বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পুনরুল্লেখ করিয়াছেন।

৩০৩। **তাতে**—অনুবাদ-বিষয়ে ব্যাসের আচরণ অনুকূল বলিয়া। **আদি-লীলার** ইত্যাদি—ইতঃপূর্ব্বে এই গ্রন্থের আদিলীলার কোন্ পরিচ্ছেদে কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতেছি। বস্তুতঃ প্রাচীনদিগের অনুবাদ বর্ত্তমানযুগের সূচীপত্রের অনুরূপ; পার্থক্য এই যে—প্রাচীনদের অনুবাদ থাকিত গ্রন্থের শেষভাগে, আর আধুনিক সূচীপত্র থাকে গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে।

৩০৫। কোনও কোনও গ্রন্থে "তেঁহো ত চৈতন্যকৃষ্ণ শচীর নন্দন।"—এই পয়ারার্দ্ধ নাই; থাকা সঙ্গত।

৩০৬। কোনও কোনও গ্রন্থে "তহি-মধ্যে প্রেমদান বিশেষ কারণ।"—এই পয়ারার্দ্ধ নাই।

৩০৮। **রাম**—বলরাম। "নিত্যানন্দ হৈলা রাম"-স্থলে "রাম নিত্যানন্দ হৈলা"—পাঠও দৃষ্ট হয়।

সপ্তম-পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান ।
পঞ্চতত্ত্ব মিলে যৈছে কৈল প্রেমদান ॥ ৩১০
অষ্টমে চৈতন্যলীলাবর্ণন-কারণ ।
এক কৃষ্ণনামের মহা মহিমা-কথন ॥ ৩১১
নবমেতে ভক্তিকল্পবৃক্ষের বর্ণন ।
শ্রীচৈতন্য-মালী কৈল বৃক্ষ আরোপণ ॥ ৩১২
দশমেতে মূলস্কন্ধের শাখাদিগণন ।
সর্ব্বশাখাগণের যৈছে ফলবিতরণ ॥ ৩১৩
একাদশে নিত্যানন্দ শাখা-বিবরণ ।
দ্বাদশে অদ্বৈতস্কন্ধশাখার বর্ণন ॥ ৩১৪
ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্মবিবরণ ।
কৃষ্ণনাম-সহ যৈছে প্রভুর জনম ॥ ৩১৫
চতুর্দ্দশে বাল্যলীলার কিছু বিবরণ ।
পঞ্চদশে পৌগণ্ডলীলা-সংক্ষেপ-কথন ৩১৬
ষোড়শ-পরিচ্ছেদে কৈশোর-লীলার উদ্দেশ ।
সপ্তদশে যৌবনলীলার কহিল বিশেষ ॥ ৩১৭
এই সপ্তদশপ্রকার আদিলীলার প্রবন্ধ ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থমুখবন্ধ ॥ ৩১৮
পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ রসের চরিত ।
সংক্ষেপে কহিল, অতি না কৈল বিস্তৃত ॥ ৩১৯
বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে ।
বিস্তারি বর্ণিল নিত্যানন্দ-আজ্ঞাবলে ॥ ৩২০
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অদ্ভুত অনন্ত ।
ব্রহ্মা শিব শেষ যার নাহি পায় অন্ত ॥ ৩২১
যে যেই-অংশ কহে শুনে—সেই ধন্য ।
অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৩২২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত নিত্যানন্দ ।
শ্রীবাস-গদাধর আদি ভক্তবৃন্দ ॥ ৩২৩
যতযত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে ।
নম্র হৈয়া শিরে ধরোঁ সভার চরণে ॥ ৩২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৩১২ । **আরোপণ**—আ (সম্যক্‌রূপে) রোপণ, যাহাতে প্রচুর পরিমাণে সুপুষ্ট ফল ধরিতে পারে ।

৩১৮ । **প্রবন্ধ**—পূর্ব্বাপর-সঙ্গতিযুক্ত রচনা ; কোনও বিষয়ে পূর্ব্বাপর-সঙ্গতিযুক্ত আলোচনা বা বর্ণনা । **এই সপ্তদশ** ইত্যাদি—আদি-লীলার এই সতর পরিচ্ছেদে সতরটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে । প্রথম পয়ারার্দ্ধ-স্থলে —"এই সপ্তদশে লীলার প্রকার প্রবন্ধ" -এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় । **লীলার প্রকার প্রবন্ধ**—প্রভু কিরূপে লীলা করিয়াছেন, তাহার আলোচনা । **দ্বাদশ প্রবন্ধ**—প্রথম বারটী পরিচ্ছেদে বর্ণিত বারটী বিষয় । **গ্রন্থ মুখবন্ধ**—গ্রন্থের মুখবন্ধ বা ভূমিকা-স্বরূপ । প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইল সমগ্র গ্রন্থের ভূমিকার তুল্য ।

৩১৯ । **পঞ্চপ্রবন্ধে**—ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদ হইতে সপ্তদশ-পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত পাঁচ পরিচ্ছেদেই গ্রন্থের মূল বর্ণনীয় বিষয়—শ্রীচৈতন্যের লীলা—বর্ণিত হইয়াছে । **পঞ্চরসের চরিত**—শ্রীচৈতন্যচরিতের পাঁচটী রস ; ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদে জন্মলীলারস, চতুর্দ্দশে বাল্য-লীলারস পঞ্চদশে পৌগণ্ড-লীলারস, ষোড়শে কৈশোর-লীলারস এবং সপ্তদশে যৌবন-লীলারস বর্ণিত হইয়াছে ।

৩২১ । **শেষ**—সহস্রবদন অনন্তদেব ।

৩২২ । **যেই যেই অংশ** ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্য-লীলার সম্পূর্ণ অংশ বর্ণন বা শ্রবণ করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব নয় ; কারণ, এই লীলা অনন্ত । সম্পূর্ণ না পারিলেও, যে ব্যক্তি এই লীলার কোনও এক অংশমাত্রও কীর্ত্তন করিবেন বা শ্রবণ করিবেন, তিনিই ধন্য । কারণ, এই শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রভাবে অবিলম্বেই তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণসেবা পাইতে পারিবেন ।

শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথদাস আর শ্রীজীবচরণ ॥ ৩২৫
শিরে ধরি বন্দোঁ নিত্য করোঁ তাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩২৬

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবন-লীলাসূত্রবর্ণনং নাম সপ্তদশপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩২৫। "শ্রীরঘুনাথ দাস" স্থলে "শ্রীরঘুনাথ দুই" এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। শ্রীরঘুনাথ দুই—দুইজন রঘুনা রঘুনাথ-দাস ও রঘুনাথ-ভট্ট এই দুইজন।

৩২৬। "শিরে ধরি" ইত্যাদি প্রথম পয়ারার্দ্ধস্থলে "শ্রীল গোপালভট্ট-পদ করি আশ।"—এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা সমাপ্তা।

আদি-লীলা সমাপ্তা।

বইঘর
পুস্তক ও ধর্মগ্রন্থ বিক্রেতা
প্রোঃ-সন্তোষ কুমার সাহা
পোড়ামাতলা রোড নবদ্বীপ
(মহাপ্রভুপাড়ার মোড়ের নিকট)
মোঃ- [illegible]

[illegible]

বইঘর
পুস্তক ও ধর্মগ্রন্থ বিক্রেতা
প্রোঃ-সন্তোষ কুমার সাহা
পোড়ামাতলা রোড নবদ্বীপ
(মহাপ্রভুপাড়ার মোড়ের নিকট)
ফোন- [illegible]

বহু কাল পর আবার প্রকাশিত হইয়াছে

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান

শ্রীহরিদাস দাস কর্তৃক সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বকাল হইতে প্রায় চারিশত বৎসর যাবৎ লিখিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, কাব্য, নাটক, স্মৃতি, অলঙ্কার, ছন্দ, ব্যাকরণ, পদাবলী, চরিতাবলী, ভাষা, টীকা, অনুবাদাদি বিবিধ সাহিত্য-বিষয়ক শব্দাবলীর অর্থ-প্রদর্শন- সহ বিচার বিশ্লেষণাত্মক কোষগ্রন্থ। ইহাতে বহুমুখী প্রভূত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে হরিদাস মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম, অফুরন্ত প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

দুই খণ্ড—১৫০০ টাকা

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে

শ্রীহরিদাস দাস কর্তৃক সঙ্কলিত

শ্রীমন্ মহাপ্রভু হইতে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ পর্য্যন্ত
প্রায় তিনশত বৎসরের পার্ষদ, কবি এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহাজনগণের ইতিবৃত্ত।

মূল্য ঃ ৪০০ টাকা

ষট্‌সন্দর্ভ, তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ এবং প্রীতিসন্দর্ভ

মূল্য ঃ ৯০০ টাকা।

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন ঃ ০৩৩-২২১৯৩১০০/৯৪৩২২২৬২২০